

পদ্মপুরাণম্ ।

পাতালখণ্ডম্

(বঙ্গানুবাদ-সমেতম্ ।)

শ্রীমন্নহষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীতম্ ।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা,

৩৮২ নং ন্যূচরণ দত্তের ষ্ট্রীট “বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেশিন-প্রেসে”

শ্রীমটবর চক্রবর্তী দ্বারা

খুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১৮ সাং।

মূল্য ৪, ছত্রিশ টকা মাত্র ।

ভূমিকা।



পদ্মপুরাণ স্ফুবিভূত মহাপুরাণ। ধর্ম উপদেশ, সাধনাশ্রণালী, বৈষ্ণব নিয়ম এবং কাব্যার্থ এই চারি সামগ্রীর সম্মিলন, পদ্মপুরাণের আশ্রয় আর কোন মহাপুরাণে নাই। সেই পদ্মপুরাণের সারাংশ পাতালখণ্ড ; পাতালখণ্ডের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এই মূতন।

মূল পদ্মপুরাণ ইতিপূর্বেও মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কি মুদ্রিত, কি অমুদ্রিত, বহু পুস্তক মিলাইয়াও আমরা পাতালখণ্ডের মনোমত পাঠশুদ্ধি করিতে পারিলাম না। আদশমাত্রই পরিশুদ্ধ মনে। তাই বলিয়া স্বকপোল-কল্পিত পাঠ-যোজনা করি নাই। স্থায়ী পাঠকপণ ধীরভাবে লক্ষ্য করিবেন।

শ্রীজগন্নাথ বিদ্যার্নব, শ্রীবীরেশনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীমদ্রথনাথ কাব্যতীর্থ এবং মহেন্দ্রনাথ বিদ্যার্নব পাতালখণ্ডের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা যে শ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্তু তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা দিতেছি। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

মূঢ়ীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় । সূত্র সোনক-সংবাদ, রাম-চরিত্ত প্রাঙ্গ, রাবণবধানস্তর শ্রীরােমের লক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তন, সূর্যাসকাশে নন্দিগ্রামস্থ ভরতের রামাগমন-প্রার্থনা, শ্রীরােমের নন্দিগ্রাম দর্শন	১	৫ম অঃ । সসৈন্ত ভরতসুত প্রাকল সূত্রীৱ হনুমানকে শক্রয়ের সমভিৱাহারে প্রেরণ, অশ্বযাত্রা, অশ্বের অহিচ্ছাত্রা-পূরী প্রবেশ, সূর্যক কর্তৃক কামাকা-চরিত্তকথন-প্রসঙ্গে সূর্য রাজার উপাখ্যান	৩৯
অঃ । শ্রীরােমের আদেশে হনুমানের ভরতসকাশে গমন, শ্রীরােম ৭ ভরতের পরম্পর সাক্ষাৎ, ভরতকে লইয়া শ্রীরােমের অযোধ্যায় গমন	৪	৬ষ্ঠ অঃ । কামদেৱ ও রক্তার বলহানি, সূর্যদচরিত্ত সমাপ্তি, চ্যৱন সূকন্তার উপাখ্যান	৫২
অঃ । শ্রীরােমের জননী-দর্শন শ্রীরা-মের রাজ্যাভিষেক, দেৱগণ-কৃত শ্রীরােমের স্তৱ, দেৱগণকে শ্রীরােমের ৱর প্রদান, সংক্ষেপে সৌতানিকী-কথন, শ্রীরােমসমীপে অগস্ত্যা-গমন	১০	৭ম অঃ । অশ্বিনীকুমারস্থয়কে ৱজ্জভাগ প্রদানের অঙ্গীকার করিলে অশ্বিনী-কুমারের গুণে চ্যৱনের পুনর্ঘোৱন প্রাপ্তি, চ্যৱনের তপোযোগে দিৱ্য-ৱিমাননির্মাণ, চ্যৱনের ৱিমানৱিহার	৬২
অঃ । অগস্ত্যের সহিত শ্রীরােমের কথোপকথন, অগস্ত্য কর্তৃক রাবণ, পুত্রকণ, ৱিভীষণ ও কুৱেরের জন্ম-ৱর্ণন, রাবণ প্রতৃতি ভাতৃজয়ের উগ্র ৱেশান্তা, রাবণের ৱিধিজয়, ব্রহ্মাদি দেৱগণের মন্ত্রণা, রাবণ-ৱধার্থ ৱিস্কৃ-তার অৱধারণ, শ্রীরােমকেই ৱিস্কৃ-অৱতার ৱলিয়া অগস্ত্যের ৱর্ণনা । শ্রীরােমের ব্রহ্মহত্যাদোষ-কালনাশ ৱশমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ, শ্রীরােমের আমন্ত্রণে নারদ গৌতম প্রতৃতি ঋষিগণের আগমন, ৱর্ণাশ্রমধর্ম কথন, শক্রয়ের প্রতি অশ্ব রক্ষাণ শ্রীরােমের আদেশ	১০	৮ম অঃ । সূকন্তার পিতা শর্ঘ্যাতির মজ্ঞে চ্যৱনের ক্রোধে ইন্দ্রের ভুজস্তম্বন, ইন্দ্রের ক্ষমাপ্রার্থনা, চ্যৱনাশ্রমে অশ্ব প্রবেশ, শক্রয় ও চ্যৱনের কথোপ-কথন, চ্যৱনের শ্রীরােম-যজ্ঞে গমন	৬৭
		৯ম অঃ । অশ্বের ৱাজীপূর প্রবেশ, নীল-গিরিমাহাত্মা ৱা পুরুষোত্তমমাহাত্মা	৭২
		১০ম অঃ । নীলগিরি-তীর্থযাত্রাৱিধি	৮০
		১১শ অঃ । গণ্ডকী-মাতৃগাত্মা ও শাল-গ্রামশিলা-মাহাত্মা	৮৫
		১২শ অঃ । রত্নগ্রীৱকৃত পুরুষোত্তমস্তৱ, রত্নগ্রীৱের পুরুষোত্তম দর্শন, অশ্বের নীলগিরি, শপ্রৱশক্রয় প্রতৃতির পুরুষোত্তম মূর্ত্তি	৯১
	১১	১৩শ অঃ । অশ্বের চক্রাক নগরে	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
✓ প্রবেশ, রাজপুত্র দমনের অধ-বন্ধন, লোকস্বয়ম্ভর সৈন্যের সহিত দমনের যুদ্ধ, সৈন্যগণের পরাজয়	১১	বৎসল শিবের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন, শিবের আদেশে বীরভদ্রের যুদ্ধ-রত্ন, পুঙ্কল বধ, শক্রপরাজয়	১১৪
১৪শ অঃ। দমনের সহিত পুঙ্কলের যুদ্ধ, দমন পরাজয়, দমনসিঁতা রাজা সুবাহুর যুদ্ধোদ্যোগ	১০৫	২৬শ অঃ। হনুমান ও শিবের যুদ্ধ, শিবের সন্তোষ ও বরদান, হনুমানের জ্যোৎস্নাভাষনার্থ উদ্যোগ, দেবগণের হনুমানের সহিত যুদ্ধ	১১৮
১৫শ অঃ। সীতাজাতা লক্ষ্মীনিধির সহিত সুবাহু-কর্তৃক যুদ্ধ	১১২	২৭শ অঃ। হনুমানের ঔষধি আনয়ন, পুঙ্কল প্রভৃতির পুনর্জীবন, পুনর্বার উভয় পক্ষের যুদ্ধারম্ভ, শক্র-সঙ্ঘট্টে জীরামের আগমন	২০৫
১৬শ অঃ। পুঙ্কল ও চিত্রাক্ষের যুদ্ধ, চিত্রাক্ষ বধ, সুবাহু ও হনুমানের যুদ্ধ, যুদ্ধিত সুবাহুর রূপে রামদর্শন	১১৮	২৮শ অঃ। শিবকৃত জীরামস্তব, জীরাম কর্তৃক শিবরামের অভ্যঙ্গ-বর্ণন, বীরমণি প্রভৃতির চৈত্রায়, অধ-মোচন, অধের হেমকূট গমন, হয়-স্তম্ভ, হয়মোচন, সুরথ নগরে হয় প্রবেশ, হয় বন্ধন	২০২
১৭শ অঃ। শক্রর সমীপে প্রণত সুবাহুর অধ প্রত্যর্পণ	১২৭	২৯শ অঃ। সুরথ সমীপে শক্রের দূত প্রেরণ, উভয়-পক্ষের যুদ্ধারম্ভ, চম্পকহস্তে পুঙ্কল বন্ধন, চম্পক ও হনুমানের যুদ্ধ, পুঙ্কল মোচন	২২৬
১৮শ অঃ। অধের তেজঃপুর প্রবেশ, ঋতুম্বর রাজার উপাখ্যান, জনকো-পাখ্যান প্রসঙ্গে জনক-কৃত নরকস্থ প্রাণিমোচন-বর্ণনা	১৩১	৩০শ অঃ। সুরথ ও হনুমানের যুদ্ধ, সুরথ হস্তে হনুমানের বন্ধন, সুরথ-হস্তে সফলের পরাজয়, হনুমানের স্বরূপে জীরামের আগমন, ভক্ত-সুরথকর্তৃক জীরামসমীপে অধ প্রত্যর্পণ, বাগ্মীক আশ্রমে অধ প্রবেশ, লব-কর্তৃক অধবন্ধন, লব হস্তে শক্র-সৈন্যের নিগ্রহ	২৩৬
১৯শ অঃ। ধেনুপুত্র বিধি, সত্যবানের উপাখ্যান, বিদ্যামালী রাক্ষসকর্তৃক অধাপহরণ, বিদ্যামালীর বধ	১৩৭	৩১শ অঃ। বাৎসায়ন কৃতপ্রেরের উত্তরে শেখনাগের সীতানিবাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন	২৪৭
২০শ অঃ। অধের আরণ্যক ঋষি আশ্রমে প্রবেশ, আরণ্যক উপাখ্যান, লোমশমুনিকর্তৃক রামভজনোপদেশ	১৫৪	৩২শ অঃ। সীতার বাগ্মীক-আশ্রমে অবস্থিতি ও কুশলবের উপস্থিতি	২৬২
২১শ অঃ। লোমশমুনিকর্তৃক রামচরিত্র-বর্ণন	১৬০	৩৩শ অঃ। লব হস্তে নিজ সৈন্যগণের হৃদয় দেবিয়া শক্রের কোষ,	
২২শ অঃ। আরণ্যকের অয়োধ্যাগমন আরণ্যকের সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্তি	১৬৭		
২৩শ অঃ। অধের নর্দদাসলিলে, অদর্শন, শক্র প্রভৃতির নর্দদাসলিলে প্রবেশ, বাগিনীর নিকট শক্রের অস্ত্রপ্রাপ্তি, অধমোচন	১৭২		
২৪শ অঃ। অধের দেবপুরে প্রবেশ, অধবন্ধন, রাজা বীরমণির সহিত পুঙ্কলের যুদ্ধ, পুঙ্কলের জয়	১৭৭		
২৫শ অঃ। বীরসিংহ ও হনুমানের যুদ্ধ, বীরসিংহ প্রভৃতির পরাজয়, ভক্ত-			

লেখক	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১৫৫ অঃ।		৫১শ অঃ। বন্দার নিকটে দৌকারিধি	
১৫৬ অঃ।		কৃষ্ণলীলা অবগণ	৪০৭
১৫৭ অঃ।		৫২শ অঃ। বন্দার নিকটে নারদের	
১৫৮ অঃ।	২৭৬	দৈনিক কৃষ্ণলীলা অবগণ	৪১৪
১৫৯ অঃ।	২৮২	৫৩শ অঃ। অমরীকামারদ সংবাদ	৪২৪
১৬০ অঃ।		৫৪শ অঃ। ভক্তিলক্ষণ, বৈশাখ মাসের	
১৬১ অঃ।	২২৫	মাহাত্ম্য আরম্ভ	৪৩১
১৬২ অঃ।		৫৫শ অঃ। বৈশাখমাস-প্রায়-মাহাত্ম্য	৪৩৭
১৬৩ অঃ।		৫৬শ অঃ। প্রাতঃস্নান ও পানপ্ৰশমন-	
১৬৪ অঃ।	৩০১	স্তব	৪৪০
১৬৫ অঃ।		৫৭শ অঃ। / স্নানমন্ত্র, তর্পণমন্ত্র পূজা	৪৫২
১৬৬ অঃ।	৩০১	৫৮শ অঃ। বনুন্ধরা-বরাহসংবাদ, আশ্ব-	
১৬৭ অঃ।		ণের প্রতি যমের উপদেশ	৪৬১
১৬৮ অঃ।	৩০১	৫৯শ অঃ। ধনশর্মা-প্রেতসংবাদ, ধন-	
১৬৯ অঃ।		শর্মার প্রোক্তোদ্ধার	৪৬২
১৭০ অঃ।	৩০১	৬০শ অঃ। মহারথ কল্প সংবাদ	৪৮৩
১৭১ অঃ।	৩০১	৬১শ অঃ। নয়কল্প প্রাণিগণের প্রতি,	
১৭২ অঃ।		মহারথের কারুণ্যপ্রকাশ	৪৯০
১৭৩ অঃ।	৩০১	৬২শ অঃ। আশ্বাণের যমালয় হইতে	
১৭৪ অঃ।		প্রত্যাবর্তন, বৈশাখমাহাত্ম্য সমাপ্ত	৪৯৬
১৭৫ অঃ।	৩০১	৬৩শ অঃ। অশ্বমেধযজ্ঞানন্তর	
১৭৬ অঃ।		ক্রীড়ান-	
১৭৭ অঃ।		লীলাবর্ণনারম্ভ, বিতীষণবন্ধনবর্ণনা	
১৭৮ অঃ।		শ্রবণ, ক্রীড়ামকর্ষক বিতীষণযোচন	৫০৩
১৭৯ অঃ।		৬৪শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮০ অঃ।		৬৫শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮১ অঃ।		৬৬শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮২ অঃ।		৬৭শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮৩ অঃ।		৬৮শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮৪ অঃ।		৬৯শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮৫ অঃ।		৭০শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮৬ অঃ।		৭১শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮৭ অঃ।		৭২শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮৮ অঃ।		৭৩শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৮৯ অঃ।		৭৪শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৯০ অঃ।		৭৫শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৯১ অঃ।		৭৬শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৯২ অঃ।		৭৭শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৯৩ অঃ।		৭৮শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৯৪ অঃ।		৭৯শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	
১৯৫ অঃ।		৮০শ অঃ। ক্রীড়ামের ক্রীড়ানগর গমন	

বিষয় .	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
৬৯ম অঃ। পুরাণশ্রবণমাহাত্ম্য মধ্বিগণ উৎসকৃত শিবপূজা	৫৮৭	৭১ম অঃ ১ সঙ্খ্যা বন্দনান্তে সভামণ্ডপ- স্থিত রামচন্দ্রের জাম্ববানের মূখে পুরাকল্পীয় রামায়ণ শ্রবণ	৬৩৮
৭০ম অঃ। শঙ্কু কর্তৃক পৌরাণিক প্রশংসা, পুরাণ শ্রবণের শুভদিনাদি নির্ণয়, পৌরাণিকের কৰ্ম ও পুরাণ উপপুরাণাদির নাম-সংখ্যা কথন	৬৩০	৭২ম অঃ। ভরদ্বাজাশ্রমে আতিথ্য-গ্রহ- নান্তে রামচন্দ্রের অযোধ্যা গমন ও কৌশল্যার মাসিক শ্রাদ্ধ কৃত্যাদি	৬৭৩

পাতালখণ্ড সূচাপত্র সমাপ্ত

১০১ ৮ ভক্তচিহ্নপ্রসাদিকা । ৮
 শেষ উবাচ ।
 ধর্ম্যং যন্ত তে মতিরীদৃশী ।
 করন্দস্পৃহাবতী ॥ ৯
 ধর্ম সাধনাং সঙ্গমং বরম্ ।
 শ্রী রঘুনাথকথা ভবেৎ ॥ ১০
 স্তুটে সদ্ভামঃ স্মারিতঃ পুনঃ ।
 গঙ্গাদেবীনারাজিতাজ্জ কঃ ॥ ১১
 শ্রী মশকো মাদৃশঃ কিমান ।
 সুরঃ যোহুত্তা ন বিদন্ত্যপি ॥ ১২
 তুভ্যং বক্তব্যং স্বীয়শক্তি তঃ
 স্মায়ং বে গচ্ছন্তি সুবিস্তরে ॥ ১৩
 শতকোটীসু বিস্তরম্ ।

যেখানে বৈষ্ণবী বুদ্ধিতে
 রঘুনাথস্ব স্বকীর্তি স্বদেবী
 করিয়াতে হইয়া সম্পর্ক কামক
 স্মৃত উবাচ ॥
 এবমুক্তা মুনিবরং ধ্যানস্থি
 জ্ঞানেনালোকয়াঞ্চক্রে ক
 গঙ্গাদেবী ॥ ১১
 গঙ্গাদেবীসংযুক্তো মহা
 কথয়ামাস বিশদাং কথা
 শেষ উবাচ ॥
 লঙ্কেশ্বরে বিনিহতে দেব
 অপ্সরোগণবক্তৃকচন্দ্রমঃ
 সুখাঃ সর্কৈ সুখং প্রাপু
 সুখং প্রাপ্তাঃ স্তিতং চক্ৰ

১০২ ৯ এবং ভক্তবৃন্দের চিত্ত
 ই রামাধমেধ-কথা পুনরপি
 করিতে অভিলাষী হই-
 অহুগ্রহ করিয়া পুনরপি
 তাহা কীর্তন করন) ১৪—৮।
 অনন্তদেব বলিলেন,—মুনি-
 ধন্ত, আপনিই ব্রাহ্মদিগের
 যেহেতু আপনার বুদ্ধি, রঘু-
 -মকরন্দ স্পৃগ করিতেছে ।
 এই কারণে সাধুসমাগমের
 কেন, যেহেতু সাধুসমাগমেই
 বিদ্র পাপনাশক রামকথার
 কৈ । দেব দৈত্যগণ স্ব স্ব
 মণি-(রূপ দীপাবলী) ছাড়া
 ত্যজ্ঞানে বাহার পাদপদ্ম
 মা থাকেন, সেই রামচন্দ্রকে
 আনয়ন করিয়া আপনিই
 যথেষ্ট অহুগ্রহ করিলেন ।
 যে রাম কথা শ্রবণে মোহিত
 অনন্তদেবতা প্রকাশ করেন,
 পক্ষ ব্যক্তি অগাধ সমুদ্রো-
 ক্তার কি কথা কীরবে ?
 পকীর্তিগের অনন্তঅকাশে

গমনের স্রায় আমি অ
 সাধ্যমত আপনায় নিক
 সংযোগে স্তবর্ণ যেরূপ
 রামকথা কীর্তনে আমার
 হইবে । ৯—১৫ । স্মৃত
 দেব মুনিবর বাৎস্তায়ন
 নিস্পন্দনঘনে ধ্যান কর
 কিক শুভ রামকথা মান
 পাইলেন । তাহার পরে
 কলেবর হইয়া গঙ্গাদে
 ভাবে রামকথা বলিতে
 অনন্তদেব বলিলেন,—
 অশেষ যত্না দিয়াছিল
 দিগের সুখপদের চন্দ্র
 ছিল (অপ্সরোগণ যা
 শয় বিষণ্ণবদনে অব
 লঙ্কেশ্বর রাবণ রাম
 ইন্দ্রাদি দেবগণ সাত্ত
 রামচন্দ্রের পাদপদ্মে
 সাত্তিশয় আনন্দ-সহ
 করিলেন । ১৬—২০

দ্বা। সেব্যমানোহটবীং গতঃ
 যুক্তমাসাদ্য দুঃখিতা ॥৩৪
 গাপং কদাপি প্রাপ নো সতী ।
 ১। চ প্রত্যরণ্যঃ ভ্রমতাহো ॥৩৫
 লক্ষ্য ন দৃষ্ট নয়নৈঃ কদা ।
 নুনঃ কিরাভৈঃ কালরূপিত্তিঃ ।
 বরং ভোক্তিতা ন বভূবুধতি ।
 গানি কলানি প্রার্থিত্যাহো ॥৩৬
 যুগ্মস্থায় বদন্ত্যসঃ ।
 মাজো ভরতো রামবৎসলঃ ৩৮
 শিবঃ সমস্তঃ স্তুত্বৈবুধৈঃ ।
 পুণ্ডিরতি প্রোবাচ তান নৃপঃ
 কিং প্রকৃত পুরুষাধমম্ ।
 বনং প্রাপ্যাবসীদতি ॥ ৪০

দুর্ভগস্ত মর্ষপ্রাপ্তং স্বাধমার্জনীমাদরায়ং ।
 করোমি রামচন্দ্রোজিৎ স্মারং স্বাধমার্জনীমাদরায়ং ।
 ধস্তা স্মিত্তা স্তুতরায়ং বীরস্বঃ স্বাধমার্জনীমাদরায়ং ।
 যস্তাস্তনুজো রামস্ত চরণৌ সেবতে স্বাধমার্জনীমাদরায়ং ।
 যত্র গ্রামে স্থিতো নুনঃ ভরতো ভ্রমতাহো স্বাধমার্জনীমাদরায়ং ।
 বিলাপং প্রকরোতুচ্চৈস্তং গ্রামং স্বাধমার্জনীমাদরায়ং ।
 ইতি ত্রীপাঠ্যে পাতালখণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

অথ তদদর্শনোৎকণ্ঠা-বহুলীকৃতমনে
 পুনঃপুনঃ স্মৃতো ভ্রাতা ভরতো ধা
 উবাচ হনুমন্তক বলবন্তং সমোরজম
 প্রক্ষুরদশনব্যাজ-চন্দ্রকান্তিহতাক্ষর

প্রথম, যাহার জন্ত রাম বনে
 পাইতেছেন; তাহার স্তায় পাশী
 হে স্মরণিগণ! এই হতভাগ্যকে
 কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না
 নিয়ত রামচন্দ্রের পাদপদ্ম ধা
 পাপক্ষালন করিতেছি। স্বামীর
 কারী বীরপ্রদবিনী মাতা স্মিত্তা
 ধস্তা, তাহার পুত্র প্রতিদিন রামের পদ
 অধিকাগ্নী হইয়াছে। ভ্রাতৃত্ববৎসল
 যে গ্রামে অবতান করিয়া প্রতিদিন
 করে বিলাপ করিয়া থাকেন
 নন্দিগ্রাম রামের দৃষ্টিপথে
 হইল। ৩২—৪৩।
 প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।
 দ্বিতীয় অধ্যায় ।
 অনন্তদেব কহিলেন,—অনন্তর
 ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠা
 মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।
 মনে ধার্মিকপ্রবর ভরতের কথা
 পুনঃ আন্দোলিত হইতে লাগিল।
 দশনচন্দ্রমার কিরণচ্ছটায় সমুখস্থ

আমার নিমিত্তই জগৎ-
 গণে গমন করিয়াছেন;
 স্মিত্তা নামে দেবী বনে তাহার সহ-
 করিতেছেন। ২২—৩৩।
 যুগ্মস্থায় শয়ন করিয়া বৃষ্টি-
 সর্গ করিতেছেন, যে সাধা
 স্মিত্তার আলোক দেখেন
 সেই সীতা আমারই জন্ত
 করিতেছেন। যে সীতাকে
 মনোগোচর করিতে পারেন
 কিরণগণ স্বচ্ছন্দে
 হইবে। যে সীতা বহু উপ-
 ভোজন করিতে ইচ্ছা
 একপে তিনি বন-
 হইয়া বস্ত্র কল প্রার্থনা
 মহারাজ ভরত
 উপাসনা করিয়া এই-
 করিয়া থাকেন। ৩৪—৩৮।
 দুঃখে দুঃখী শাস্ত্র
 রাজ্য
 জিজ্ঞাসা করিলে
 স্মরণিগণ! আমি অতি

হনুমান্তঃ মদিগং দ্বাত্তনোদিভাষ ।
 যোগেন গদগদীকৃতবিগ্রহম্ । ৩
 হাতরং বীর সর্দারপত্নীভব ।
 শাঃ সৃষ্টিং বপুধো বিভ্রতং হঠাৎ । ৪
 পত্রীবস্তে জটাং বস্তে শিরোক্কেহে ।
 চক্ষুণমপি ন কুর্যাদ্বিরহাত্ততঃ । ৫
 মাত্তেব লোষ্ট্রবৎ কাঞ্চনং পুনঃ ।
 নিবেকেদ্যো বাহুবো মম
 ধম্মবিৎ । ৬
 ঃখারি-জালাদধকলেবরম্ ।
 দশ-পত্রোবৃষ্টাণ্ড সিক্ তম্ । ৭
 হং রামং লক্ষণেন সমধিতম্ ।
 পীঠে-৩ রকোভিঃ সবিভৌষণৈঃ । ৮
 য় সুখাৎ পুষ্পকাসনসংস্থিতম্ ।
 হৃজঃ শীত্ৰঃ সুখমেতি
 মদাগমাৎ । ৯

ইতি কথা উক্তো বাক্যং য়
 জগাম ভরতাবাসং নন্দিগ্রামে
 গদা স নন্দিগ্রামং তং মন্ত্রি
 ভরতং ভ্রাতৃবিষয়ধাক্রমং ধীমান
 কথংস্তং মন্ত্রিগৃহান্ রামচক্রক
 তদীরপদপাখোজ-মকরন্দসু
 নমস্চকার ভরতঃ ধর্ম্মমুর্তিয়ু
 বিধাজ্ঞা সকলাংশেন সবেনে
 তং দৃষ্টা ভরতঃ শীত্ৰং প্রত্যা
 স্বাগতং চেতি হোবাচ রাম
 ইত্যেবঃ বদন্তস্তস্ত ভূজে ম
 হৃদয়াক গতঃ শোকো হর্ষা
 বিলোক্য তাদৃশঃ স্তুতং প্রভৃ
 নিকটে হি পুরঃপ্রাপ্তং বিষ্ণি
 রামাগমনসন্দেশায়ুতসিক্কলেবরম্ ।

মূলভাগ ১-১৬

ধননন্দন বীর হনুমানকে বলি-
 । ওহে পবনভনয় বীর হনু-
 একটা কথা শ্রবণ কর; ভ্রাতা
 বিচ্ছেদশোকে সাতিশয় কৃশ
 হঠে কালযাপন করিতেছেন,
 নিকটে গিয়া আমার সংবাদ
 তিনি আমার বিরহে জটা
 করিয়া রহিয়াছেন, আমার
 শাকে মূল ভক্ষণও পরিত্যাগ
 করিয়াছেন। তিনি পরস্মীকে মাতার স্মার
 এবং স্যামাত্র মৃৎপিণ্ডের স্মার জ্ঞান
 হরেন্দ্র কাণ্ডে পুত্রবৎ দর্শন করেন,
 সেই মদীর পরম বন্ধু ভরত আমার
 বিরহে মলে দগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।
 আগমনসংবাদরূপ জলবর্ষণে
 হৃদয় ঠিকল কর। তুমি তাঁহাকে
 গিয়া -রাম, মাতা, লক্ষণ ও
 স্তুতং মন্ত্রিভিগণ ও বিভৌষণ প্রভৃতি
 সাতিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরো-
 হনুমান্তকে জলদভাবে আগমন করিয়াছেন।
 আমার আগমন-সংবাদ পাইবা-

মাত্রই ভ্রাতা ভরত অবিলম্বে এখানে
 বেন। ৩-৯। আশ্রয় হনুমান্ত
 এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট
 ভরতের বাসস্থান সেই মন্ত্রিগণের
 করিলেন। ধীমান হনুমান্ত তাঁহার
 দেখিলেন, ভ্রাতৃশোকে একাকী
 বৃক্ক মন্ত্রিগণের সহিত রামচক্রক
 কথোপকথন করিতেছেন এবং
 পাদপদ্মকরন্দ-পানে সাতিশ পালা
 করিতেছেন। হনুমান্ত
 সর্ক্যাংশে সন্তোষে নিশ্চিত
 ভরতকে প্রণাম করিলেন।
 দর্শন করিয়া সসম্মে গাজো
 গলিপুটে স্বাগত প্রদ্ব করিয়া
 বল" এই কথা বলিলেন। এ
 করিবায় সময়ে ভরতের দর্শন
 হইতে লাগিল, হৃদয় হইতে
 হইল এবং মুখমণ্ডল আনন্দ
 হইল গেল। কপিবর হনু
 তাদৃশঃ স্তুতং প্রভৃতি
 রাম-লক্ষণ মতি নিকটেই অ

১১৭। কুণ্ডে দোৰ্ভ্যাং হবালোকসমবিতঃ ।

উপাশিতোহপি চ ভূশং নোদতিঃক্ষদমুহুঃ ।

রামচন্দ্রে রাজ-গ্রহণাসক্তবাহভুৎ ॥ ৩১

ভরত উবাচ ।

১১৮। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ।

রামচন্দ্রে যথার্থো কৰুণাং কাৰুণানিবে ॥ ৩২

১১৯। বিদেহ পাপিন্শর্শং জ্বরমমন্তত ।

১২০। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৩

১২১। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৪

১২২। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৫

১২৩। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৬

১২৪। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৭

১২৫। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৮

১২৬। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৯

শান্তাম্ ॥ ৩৬

দেবের পতিভক্ত দেখিয়া, সাতিশয় কষ্টচিত্তে
বাহুবল দ্বারা হারণপূর্বক উঠাইতে চেষ্টা
করিলেন। রাম উঠাইতে চেষ্টা করিলেও
ভরত উঠিলেন না, সুদৃঢ়রূপে বাহু দ্বারা
সামের হারণ্য বেষ্টনপূর্বক সাতিশয় রৌদ্র
স্বপ্নভক্ত বসন্তে বলিলেন,—মহাবাহু রাম-
চন্দ্র! স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু।
আমায় উপর রূপা করুন।
আমায় চরণ সীতাদেবীর কোমল কর-
ণ্য কখন মনে করিত, আমার জন্ত
আমি এই সুকোমল চরণ বনে বনে
স্বপ্নভক্ত করিছি ॥ ৩০—৩৩। রামচন্দ্রে
৩৪। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু।
৩৫। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু।
৩৬। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু।
৩৭। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু।
৩৮। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু।
৩৯। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু।
৩৬। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু।

অনসুয়ামিবায়ে কিং লোপামুদ্রাঃ

পতিব্রতাং জনকভায়মন্তত ননাম

মাতঃ কমথ যদনং ময়া কৃতমবুন্ধিন

স্বংসদৃশ্তঃ পতিপরঃ সর্বেষাং

১২৭। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩০

১২৮। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩১

১২৯। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩২

১৩০। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৩

১৩১। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৪

১৩২। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৫

১৩৩। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৬

১৩৪। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৭

১৩৫। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৮

১৩৬। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৩৯

১৩৭। স্তম্ভপাপিনো মে রূপাং কুৰু ॥ ৪০

শান্তা পতিব্রতা ভ্রাতৃপত্নী জন্মদিনীকে
সাক্ষাৎ অরিপত্নী অনসুয়া অর্থাৎ
পত্নী লোপামুদ্রা মনে করিলেন—
করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! আমি
বশতঃ যে অপরাধ করিয়াছি তাহা
করুন। আপনার ভায় পতি
সকলেরই মঙ্গলকামনা করিয়া
মহাভাগা জানকীও দেবরের
দৃষ্টিপাতপূর্বক আশীর্বাদ
জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪—৩৯।
সকলে সেই উৎকৃষ্ট পুষ্পকবিন্দু
করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান
মধ্যেই দশরথের রাজধানী
রীতে আশীর্বাদ উপস্থিত হইলে
দেব কহিলেন,—মতিমান
লোকপুত্র অযোধ্যা-রাজধানী
বহুদিন হইতে উৎকৃষ্ট
সেই রাজধানী দর্শন করিয়া
করণে সাতিশয় হৃৎ হইল।
মিত্র সুসুধনমিক ময়ীকে
নিমিত্ত নগরে প্রেরণ করিয়া

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

ভুক্ত হইয়াছিল। পূর্ব-কামিনীগণ রাম-
চন্দ্রকে দেখিয়া নিমন্ত সাতিশয় কুতূহলিনী
হইয়া থাকে এবং বলভীদেশে আশ্রয়
প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করত বলাবলি
করিতেন। ৩৬-৩৭। 'সেই বন-
চন্দ্রকে' 'ভিন্ন-কামিনীগণ বস্ত্র; বাহারা
সেখানে গমন করিলে নরেন্দ্রীয়ার দ্বারা বহুক্ষণভাবে
সমসংকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিল।
৩৮-৩৯। নৈমিত্তিক বীরবর তেজস্বী রাম-
চন্দ্রের পায়ের ধূব অবলোকন করিয়া
স্বপ্ন দেখিল। 'আমাদের পরম-দৌভাগ্য;
যেহেতু তাহাদিগে বীরগণও বাহার দর্শন লাভ
করিতে সমর্থ হন নাই; সেই রামচন্দ্রকে
আমরা বহুক্ষণভাবে দেখিতে পাই-
তেছি।' তাঁহার উক্তমাথে মনোমগ্ন করীট
সেখানে পাইয়াছে, আর বহুক্ষণ পুষ্পকে
দর্শন করিতে হইবে। সেই রামচন্দ্রের উক্ত-
নাম শোভিত হইয়াছে সুপার অশ্রুতকন
কথা রামচন্দ্রকে দেখিলে বীরগণের
প্রতিভার হ্রাস হইয়াছিল ও সন্তোষজনক

নির্মিতকরমুদ্রিত এবং মুদ্রাক্ষ
জনমিগুহ্যসম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।
১৩৩০ খ্রীঃাব্দে ১০

কৃতীয়েইধায়া

বাংস্ভায়ন উবাচ

ভূজগাবীর্ষর ভরো ধরাতরবগক্ষম।
নৃবেকং সংশয়ং মহৎ কৃপয়া কথয়ত্বমহম।
রঘুনামস্ত গমনং বনং প্রতি ভো হ যো
ভদ্রাপ্রভৃতি দেবেন বিভা শক্যে ন্যাস্তস্য
তদ্বিপ্রমোগবিবৃতা কৃশদেখাশিত
সুমুখান্মাত্রিণঃ ক্ষুদ্রা রঘুনাথঃ
কথং জগৎ কিমছুৎ কীদৃশ
রামচন্দ্রস্ত সন্দেহভর্যং

নীলপদ্মসমুদ্র কৃষ্টিপাতে
মাতা কোশল্যা দেবী।
করিলেন। ১১-১৪।

ষষ্ঠীয় অধ্যায়

কৃতীয়েইধায়া

বাংস্ভায়ন কথিলে-

ধারবক্ষম ভরো ভূজগেব
একটি কৃতব্য আছে, গাণ্ডকীমব
করিয়া তাহার উত্তর দ্বারা কাম
বন প্রবেশ করিয়া বনে গমন
করেন, তখন উহার পায়ের কোশল্যার
চিত্তও রামের সুলভ হইবে। তাহা
তিন পুরুষকে একত্র করিয়া হইবে
কুবলসারি দেখাশুনা করে। তাহা
বাল্য কীর্ত্তেইলেন। তাহা সুমুখ
সুখে রামের আগমন-বারে যখন
কীর্ত্তি আমিত্ত প্রকাশ করে। তাহা
কীদৃশ হইবে। তাহা সুমুখ

শয়ঃ ধীমনঃ রঘুনাথগোদয়ম্ ।

যশাংগুপ্তে ময়ঃ কথয়স্ব প্রসাদতঃ । ৫

শেষ উবাচ ।

সাব্ব পুংসাম্ভাগ বিজবর্ষাপুরস্বত ।

স্তয়ে নিগদ্যঃ সাকাক্ষুপুৈষকমনাঃ কিল । ৬

শাশ্বৈকোপাত্তোজচ্যুতং রামাগমামৃতম্ ।

পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

কিং স পুংসাম্ভাভূবাহো স্বগিতাক্লেম বিহ্বলা । ৭

ইতি সা বিলাপোষ্টে রঘুনাথ...
 ন বিবেদ নিজঃ কিঞ্চিপপরকীয়...
 অমুখোহপি তদা দৃষ্টা ভুংখিতাৎ...
 বীজয়ামাস বাসোহত্রৈঃ সংজ্ঞামাং চ সা...
 উবাচ জননীঃ সৌম্যং বচো হর্ষকরং মুখাৎ...
 রঘুনাথগম্পারহুস্তাং তাং স বাবাং পুনঃ...
 মাতৃক্লিকি গৃহং প্রাপ্তং রঘুনাথং সঙ্গমম্...
 সীতয়া সহিতং পশুচাশীর্ভিরভি...
 ইতি তথ্যং বচঃ ক্রভা অমুখেন প্রদীক্ষিতম্...
 যাদৃশং হর্ষমাপেদে তাদৃশং বেদি নো কহম্...
 উপায় চাক্ষিরে প্রাপ্তা রোমাঞ্চিতজনুকথা...
 হর্ষবিহ্বলিতাদাক্ষ মুঞ্চস্তী রামমৈকত...
 তাবৎ স রামো রাজেস্কো নরযা গাধাখিতঃ...
 প্রাপ্তঃ স্বমাতৃভবনং কৈকেয়াঃ সু...
 ১৬

রাম-সংবাদ-দাতাকে তিনি কি
 বলিলেন যে ধীমন! অল্পগ্রহপূর্বক
 আশ্রিত যথায়থ উক্ত ঘটনা সকল
 বর্ণনা করিয়া রামচন্দ্রের গুণকীর্তন করুন।
 ১—মহাদেব কহিলেন,—হে মহা-
 ভাগ্যবান! হিজগণ মাত্ৰ! আপনি উত্তম
 প্রশংসা করুন, আমি আপনার নিকটে
 কতকগুলি স্পষ্টরূপে বলিতেছি, অবহিত
 হইয়া কখন কখন প্রথমতঃ কৌশল্যা
 দেবী পুত্র মুখপদ্ম বানর্গত, রামের
 আগমন-রূপ মুখা মুহূর্ছে পান করিয়া
 হৃৎকাম্পে পড়িলেন। তাঁহার শরীর
 বিকৃত হইল। তিনি আশা করেন
 নাই যে, তাঁহার রাম আবার আসিবেন।
 রামের আগমন-সংবাদ শুনিয়া তিনি ভাব-
 পন,—কি! মোহবশতঃ আমি স্বপ্ন
 দেখিতেছি! না—মিথ্যা কথা বলিতেছি!
 কুলা হে ভাগিনীর রামদর্শন-সম্ভাবনা
 কোথায়? আমি বহু তপস্বী করিয়া রাম-
 চন্দ্রকে পশ্চিমাচ্ছলাম এবং নিজেরই
 কান পা আবার তাহাকে হারাইয়াছি।
 অমজিন! সত্যিক কি আমার রাম আসি-
 বে? হুগ্ন, সীতা ও লক্ষণের সহিত রাম
 কখন আসিবে? বনচারী হইয়া কুংখিনী

মাতাকে ভুলিয়া যায় নাই? ৬-১০। এই
 বলিয়া কৌশল্যাদেবী রামের কথা মনে
 হওয়ায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ
 করিলেন; ক্রমে আত্মপরজ্ঞানশূন্য হইয়া
 মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সুমুখ তাঁহাকে
 পুরাতন শোক জাগরিত হওয়ায় মোহপ্রাপ্তে
 দেখিয়া বহুর অঞ্চল দিয়া বীজ্ঞন-কারকে
 লাগিলেন। ক্রমে কৌশল্যা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত
 হইলেন। সুমুখ বারংবার হর্ষকর রামাগমন
 সংবাদ শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে আনন্দে-
 ফুল্লা করিয়া কহিলেন,—মাতঃ! রঘুনাথ
 সীতা-লক্ষণ-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া-
 ছেন, আপনি আগমন করিয়া অবলোকন
 করুন,—তাঁহাদিগকে আলীঙ্গন করুন।
 সুমুখ-কথিত এই তথ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া
 তিনি যাদৃশ হর্ষলাভ কহিলেন, তাদৃশ হর্ষ
 যে লোকের হয়; ইহা আমি অবগত
 নহি। ১১—১৫। অনন্তর কৌশল্যাদেবী
 তথা হইতে গাত্ৰোত্থানপূর্বক অঙ্গুষ্ঠে আশ্রিয়া
 আনন্দবিহ্বল হইয়া রোমাঞ্চিত কদম্ববধে
 আনন্দাঙ্ক-মোচন করিতে করিতে রামের
 আগমনপথে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া থাকিলেন।
 এদিকে নীতিজ্ঞ রাজেশ্বর রামও রাম

কৈকেয়ী রম্যাজারনমা রামিং পুত্রঃস্বিতব্ ।
 নোকাচৈব কৈকেয়ীঃ চিত্তাং প্রাপ্তবতী মুহুঃ ।
 সূৰ্য্যবংশবরোহা যামো মাতঃ বীজ্যলজ্জিতাম্ ।
 উবাচ সাত্বতঃ ক বাটেকার্নিরমজিতৈঃ । ১১
 শ্রীরাম উবাচ ।

মাতঃস্বয়ং বনং গঙ্গা সৰ্ব্বমার্চয়তঃ তথা ।
 অধুনা কৰীবে কিংবা স্বভাভা তা জনন্তহো ।
 মহা নানা কৃতং নান্তি কথং মাং নেক্ষসে পুনঃ ।
 আশীর্ভিরিন্দৈন্যং ভয়তঃ যাক বৌদ্ধয় । ২১
 ইতি ককটীশ তথাক্যাং সা মমবদনানম ।
 শনৈঃ শনৈঃ প্রভূবাচ রাম গচ্ছ স্বমালয়ম্ । ২২
 যানোহি শ্যামকর্ণ্য বৃচন জনন্তাঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 সমস্তস্য ভোগে গেষং সুমিত্রায়াঃ কৃপানিধিঃ । ২৩
 সুমিত্রঃ পুত্রস্বহিতং রামং বৃষ্টা মগমনাঃ ।
 চিরং মাতঃ চিরং জীব আশীর্ভিরিত চাত্যধাৎ

আরোহণপূর্বক মাতৃভবনে উপস্থিত হইয়া
 প্রথমেই কৈকেয়ীর ভবনে গমন করিলেন ।
 তৎকালে কৈকেয়ীদেবী রাম সম্মুখে আসিয়া-
 ছেন দেখিয়া লজ্জাভরে অবনতমুখী হইয়া
 রছিলেন; কোন কথা কহিতে পারিলেন না,
 রামের সহিত কিরূপ কথা কহিবেন,—মহা-
 কাবরী পড়িয়া গেলেন । সূৰ্য্যবংশতিলক
 হইয়া মাতা কৈকেয়ীকে সান্তিশর লজ্জিতা
 দেখিয়া বিনয়গর্ভ মধুর বচনে সাবনা করত
 কহিলেন,—মাতঃ! আমি বনে গিয়া সমস্ত
 কৰ্ম্মই সাধন করিয়াছি, এক্ষণে কি করিব
 জাতি করুন । আমি কোন বিষয়ে ক্রটি
 করি নাই, তবে অযাচরিত দিকে দৃষ্টিপাত
 করিতেছেন না কেন? আপনি তরুতে এবং
 আমাকে আশীর্বাদপূর্বক দৃষ্টিপাত দ্বারা
 আনন্দিত করুন । ১১—২১ । হে জনম !
 কৈকেয়ী এই কথা জবাব করিয়াও মুখো-
 লম্বল করিলেন না, অবনতমুখী হইয়া ধীরে
 ধীরে রছিলেন,—“রাম! পুত্রে গমন কর”
 গান্ধিনী রামের হাথ জননীত বৃত্তা
 বন্দন করিয়া তাঁহারে সজ্ঞারপূর্বক সুমিত্রার
 ভবনে গমন করিলেন । জননীতী স্বহৃদে-

মাতৃশুচ রামভ্রমোহপি চরণৌ চাপিতবতঃ ।
 পরিষজ্যা মূল্য যুক্তো জগাচ্চ বনং পুত্রং হৃৎ
 রত্নগর্ভে মম ভ্রাতা কেমপি ন কুত্বিতীয়া ।
 যথায়মকরোদ্ধীয়ায়ম্ মুখোপাভ্যননম্ । ২৩
 রাবণেন হৃত্য সীতা ময়া যৎশ্রীতং কুং শুন্য ।
 মাতঃস্বংসৰ্বমাবিক্তি লক্ষণস্তাশি চটিমিষ । ২৪
 দস্তামাশিবমগুথ শিরসায় সুমিত্রোঃ ।
 মাতৃশিলায়া ভবনং প্রযযৌ বিদ্যুৎসংহতাঃ ২৫
 মাতঃসং বৌদ্ধ্য কৃষিতাং নিজদর্শন জাগ্রাম ।
 স্বযানাদবকৃৎস্ব চরণাবগ্রহৌছীতী ২৬
 মাতা উদর্শনোৎকঠা-বিহ্বলীকৃত্য মানসঃ ।
 পরিষজ্যা পরিষজ্যা রামঃ মুদমদ্যাস ২৭

দেবী পুত্রের সহিত রামকে উদ্দেশ্যে দেখিয়া,
 ব্যস্তব্যস্ত “চিরজীবী হও, চিরজীবী হও”
 এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । রাম
 সুমিত্রাদেবীর পদতল বেটনপূর্বক সোময়
 করিয়া আনন্দপ্রকাশপূর্বক রছিলেন—
 ২২—২৫ । মাতঃ! আপনি পুত্রপুত্রী ।
 আপনার গর্ভজাত এই লক্ষ্মণ ভ্রাতা আমার
 যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তেমন আমার
 জুখাপনোদন করিয়াছেন, আর তেমন ভ্রাতা
 দ্বারা আমি তাদৃশ উপকার পাই নাই ।
 মাতঃ! রাবণ সীতাকে ধরিলে তাহা কইয়া
 গেলে, ভ্রাতা লক্ষ্মণের চেষ্টাশীল পুত্রস্বয়
 তাহাকে পাইয়াছি জানিবেন । আমি এই
 বলিয়া, সুমিত্রা-প্রদত্ত আশীর্বাদ অবনত-
 মস্তকে গ্রহণপূর্বক দেবদেবীর পরিবেষ্টন
 হইয়া নিজ মাতা কৌশল্যাদেবীর ভবনে
 গমন করিলেন । সত্যকামদেবী আগমনপূর্ব-
 প্রতীকাকারিণী আনন্দবিহ্বলা জননীকে
 অবলোকন করিয়া রাম সম্মুখে প্রবেশান
 হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহারে সাবনা দ্বারা
 করিলেন । রামকে কৈকেয়ীর মিত্রিত উৎ-
 কঠার কৌশল্যার চিত্ত একান্ত বিহ্বল হই-
 ছিল; লক্ষ্মণ রামকে সন্তোষিত্যক্ত আনন্দের
 অবধি রছিল না । রাম মুদমুদে রামকে

শরীরে রোমহর্ষেহংহুপালনা বাগভূতনা ।
 হর্ষাজ্জপি তু সোক্ষানি প্রবাহঃ প্রাপুয়্যাপদম্ ॥৩১
 জননীঃ বীক্ষ্য বিনয়ী ত্যটিক্ণয়বজ্জিতাম্ ।
 কথ্যাকল্পপদাকল্প-রহিতাঃ বিভ্রতীঃ তল্পম্ ॥৩২
 কিঞ্চিদ্বন্দর্শনাদ্ভুটং কুশীকীঃ তাং স শোকভাক্
 হুঃখেন্ সময়ো নাযমিত্তি মদা জগাদ তাম্ ॥৩৩
 শ্রীরাম উবাচ ।
 মাতৃশ্রয়্য স্বচ্চরণৌ চিরকালং ন সেবিতৌ ।
 তৎক্ষমম্বাপরাধং বৈ ভাগ্যহীনম্ম মামকম্ ॥৩৪
 যে পুত্র্য মতাপিত্রৌর্হি ন শুক্লাসমুৎসৃকাঃ ।
 তে মন্ত্ৰাণ্য নরা মাতঃ কৌটিকা ব্রহ্মসো ভবাঃ
 কিং কুর্যে জনকাজ্ঞাতো গতো বৈ দণ্ডকংবনম্
 তত্রাপি বৎসপাদ্ধাস্তুঃখং তৌর্নোহস্মি হস্তরম্
 রাবণেন ক্রুতা সীতা লঙ্কায়্য গমিতা পুনঃ ।

অৎকুপাতো ময়া লঙ্কা তং হদ্যা রাক্ষসেবরম্ ॥
 সীতৈহং স্বচ্চরণয়োঃ পতিতা বৈ পতিব্রতা ।
 সম্ভাবযাশু চকিতাঃ স্বৎপাদপর্পিতমানসাম্ ॥ ৩৮
 ইতি শ্ৰুত্বা তু তদাক্যং পাদয়োঃ পতিতাংসুখীম্
 আশীর্ভিরভয়ুজ্জ্যোনাং বভাষে তাং পতিব্রতাম্
 সীতে স্বপাতনা সার্কং চিরং বিলস ভামিনি ।
 পুত্রো প্রসূয় চ কুলং স্বকং পাবয় পাবনে ॥৪০
 অৎসদৃশ্যঃ পতিপরাঃ পতিভুঃখসুখানুগাঃ ।
 ভবন্তি হুঃখভাগিন্যো ন হি সত্যং জগত্রয়ে ॥৪১
 কিং চিত্রং যৎপুমাঃসম্ভ বৈরিকোটপ্রভঞ্জনাঃ ।
 যেষাং গেহে সত্যী ভার্য্যা স্বপতিপ্রিয়বাহিনী ॥৪২
 বিদেহপুত্রি স্বকুলং ত্রয়া পাবিতমাশ্রমা ।
 রামপাদান্তযুগলম্নুযাশ্রয়া মৈহাবনম্ ॥ ৪৩
 ইতুক্তা রঘুনাথশ্চ ভার্য্যামকিতলোচনাম্ ।

আলঙ্গন করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীর
 আনন্দে রোমাকিত হইল, বাক্য রুদ্ধ হইয়া
 গেল এবং তাঁহার নয়ন হইতে দরদরিত-
 ধারে উষ্ণ আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে
 লাগিল । ২৬—২১ । বিনয়ী রাম দেখিলেন,
 মাতার হস্তে ও চরণে কোন ভূষণ নাই,
 তিনি ত্যটিক খুলিয়া কেঁসিয়াছেন; বৈধব্য-
 চিহ্নধারণ করিয়াছেন; শোকে জীর্ণশীর্ণ
 হইয়াছেন; তাঁহার শরীর একান্ত ক্লম ও
 মলিন হইয়া গিয়াছে; কেবল তাঁহাকে
 দেখিয়া আহ্লাদভাব ধারণ করিয়াছেন;
 স্নাতরাং নিজের সাতিশয় শোকের আবি-
 র্ভাব হইলেও, এ সময়ে হুঃখপ্রকাশ করা
 উচিত নহে, মনে করিয়া তাঁহাকে বলি-
 লেন,—“মাতঃ! আমি বড়ই হতভাগ্য,
 তাই কখনও আপনার পদসেবা করিতে
 পারি নাই । এক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা
 করুন । মাতৃঃ! যে সকল পুত্র মাতা-
 পিতার পদসেবায় পরাস্থ্য হয়, তাহারা অতি
 অধম শুক্রকৌট বলিয়া গণ্য হয় । কি করিব,
 পিতার আজ্ঞায় দণ্ডকারণ্যে গিয়াছিলাম;
 তথায় অপার হুঃখপায়্যাবারে পতিত হইয়া
 আপনার কুপায় ভাষা হইতে উদ্ধার পাই-

যাছি । রাখণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায়
 লইয়া গিয়াছিল । আপনার কুপায় সেই
 রাক্ষসরাজকে নিহত করিয়া সীতাকে পাই-
 যাছি । এই পতিব্রতা সীতা আপনার পদ-
 তলে পতিতা হইয়াছে, আপনার পাদপঙ্কে
 হৃদয় অর্পণপূর্বক চকিতভাবে অবস্থান করি-
 তেছে, ইহার উপর কুপাদৃষ্টি অর্পণ
 করুন ॥ ৩২—৩৮ । কোশল্যা দেবী রামের
 বাক্য শ্রবণ করিয়া, পাদতল-পতিতা পতি-
 ব্রতা পুত্রবধু সীতাকে আশীর্বাদ করিয়া
 কহিলেন,—অয়ি পতিদেবতে পবিত্রচরিতে
 সীতে! স্বামীর সহিত চিরকাল ঐশ্বৰ্য্য
 ভোগ কর এবং হুইটা পুত্র প্রসব করিয়া বংশ
 পাবত্ব কর । তোমার স্তায় পতির সুখে
 সুখিনী, পতির দুখে দুখিনী, পতিব্রতা রমণী-
 গণ ত্রিজগতে কখনই হুঃখভাগিনী হয় না ।
 যাহাদের গৃহে এইরূপ পরহৈতৈবিনী সতী
 ভার্য্যা বিদ্যমান, সেই সকল পুরুষ যে কোটি
 কোটি শত্রু বিমলিত করিবে তাহাতে আর
 আশ্চর্য্য কি? বিদেহনন্দিনি! তুমি স্ব-
 ইচ্ছায় দুর্গম লঙ্কায় গেলো স্বামীর পাদপদ্ম অঙ্ক-
 সরণ করিয়া নিজবংশ পবিত্র করিয়াছ ।
 ৩২—৪৩ । বহুদিনের পর পুত্র সন্দর্শন

তুষ্ণীঃ বসুব হৃষ্টা সা সমুদ্রাতনুরুহা ॥ ৪৪
 অৰ্ধ ভ্রাতাত্ত তরতঃ পিতৃদত্তঃ নিজঃ মহৎ ॥
 রাজ্যং নিবেদয়ামাস রামচন্দ্রায় ধীমতে ॥ ৪৫
 স্বধিপন্তে প্রকৃষ্টাঙ্গা দৈবজ্ঞায়স্বকোবিদান ।
 আহুয় মুহূৰ্ত্তং পপ্রচ্ছঃ পদস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৪৬
 শুভে মুহূৰ্ত্তে সুদিনে শুভনক্ষত্রসংযুতে ।
 অভিষেকং মুদা রাজঃ কারয়ামাসুকপাত্যতাঃ ॥
 সপ্তদ্বীপবতীঃ পৃথ্বীং ব্যাঘ্রচর্ম্মিণি সুন্দরে ।
 লিখিষ্যোপরি রাজ্যেক্ষে মহারাজোহধিতস্থিবান ।
 তদ্বিনাদেব সাধূনাঃ মনাসি প্রমুদং যযুঃ ।
 হৃষ্টানাম্ চেতসো মানিরভবৎপরিতাপিনাম্ ॥ ৪৭
 ত্রিংশ পতিভক্ত্যা চ পতিব্রতপরায়ণাঃ ।
 মনসাপি কদা পাপাচরন্তি জনা মূনে ॥ ৫০
 দৈত্য্য দেবান্তথা নাগা যক্ষাসুরমধোরগাঃ ।
 সর্বৈ স্তায়পথে শিষ্যা রামাজ্ঞাং শিরসা দধুঃ ॥

৪৩য়ায় আশ্লাদে রোমাঙ্কিতশরীর
 কোশল্যা দেবী, রামভাষণা সুলোচন
 সীতাকে এই কথা বলিয়া মোনাবলম্ব
 করিলেন। অনন্তর তরত পিতৃদত্ত সুমহৎ
 রাজ্য ধীমান্ রামকে অর্পণ করিলেন
 তখন মন্ত্রীগণ সাতিশয় আশ্লাদিত হইয়
 মন্ত্রজ দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া শুভ মুহূৰ্ত্ত
 জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে দৈবজ্ঞ
 নির্দিষ্ট শুভ নক্ষত্রযুক্ত উত্তম দিনে শুভ
 মুহূৰ্ত্তে পরমানন্দে রাজা রামচন্দ্রের অতি
 যেকের আয়োজন করিলেন। সপ্তদ্বীপ
 পৃথিবীর আকৃতি-অঙ্কিত এমন এক সুন্দর
 ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি উপবেশন করিয়া মহারাজ
 রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। রাম
 রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে সেই দিন
 হইতেই সাধুদিগের মনে নিরতিশয় আশ্লাদ
 ও হুই পরশুভবেদীদিগের মনে নিদারুণ
 কষ্ট হইল। রমণীগণ পতিভক্তিমতী হইয়
 কায়মনোবাক্যে পতিসেবায় কালক্ষেপ
 করিতে লাগিল। হে মূনে! তৎকালে
 জনগণ মনে মনেও কদাচিৎ পাপাচর
 করে নাই। ৪৪—৫০। দেব, দৈত্য, যক্ষ
 নাগ, উরগ সকলেই স্তায়পথে থাকিয়

পরোপকারে যুক্তাঃ স্বধর্ম্মসুখনিবৃত্তাঃ ।
 বিদ্যাভিনোকামিতা দিনরাত্রিশুভেক্ষণাঃ ॥ ৫২
 বাতোহপি মার্গসংস্থানাং চলন্যাহরকে মহান ।
 বাসাস্তপি তু সৃষ্টানি তত্র চৌরকথা ন হি ॥ ৫৩
 ধনদো হর্ষিনাং রামঃ করুণা কৃপানিধিঃ ।
 ভ্রাতৃত্বিঃ সহিতো নিত্যং গুরুদেবশ্চতিং ব্যাধাৎ

শেষ উবাচ .

অথাভিষিক্তং রামং তু তুইবুঃ প্রণতাঃ সুরাঃ
 রাবণাভিষদৈত্যোক্ত-বধধর্ষিতমানসাঃ ॥ ৫৫

দেবা উচুঃ ।

জয় দাশরথে সুরার্তিহন
 জয়তাদানববংশদাহক ।
 জয় দেববরাজ্ঞানাগণ
 ব্যপকর্ষাদিকরারিদারক ॥ ৫৬
 তব যদল্পজ্ঞেনাশনং
 কবদন্তুৎ কথয়ন্তু চোৎসুকঃ ।
 প্রসয়ে জগতাং ততীঃ পুন-
 ংসসে তৎ ভুবনেশ লীলয়া ॥ ৫৭

রামের আজ্ঞা মস্তকে বহন করিত।
 সকলেই স্বধর্ম্মরত পরোপকারী হইয়া
 বিদ্যাচর্চায় কালাতিপাত করত সুখে
 জীবনযাত্রা করিত। তৎকালে চৌরভীতি
 একেবারে ছিল না, অস্ত্র চোরের কথা কি
 পৃথিবীপাটনকারী পৃথিবীর পরিহিত অতি-
 সূক্ষ গাভ্রবস্ত্র প্রবল সমীরণেও হরণ করিতে
 পারে নাই; এমনই রামের মহিমা। কৃপাভিধি
 রাম অধিবর্গের নিকট কুবেররূপে ছিলেন।
 তিনি প্রতিদিনই ভ্রাতৃবর্গের সহিত গুরু ও
 দেবতার স্তুতি করিতেন। অনন্তদেব
 কহিলেন,—দেবগণ, রাবণ রাক্ষস নিহত
 ৪৩য়ায় একান্ত আশ্লাদিত হইয়াছিলেন,
 রামের রাজ্যাভিষেকের পর তাঁহার
 প্রণত হইয়া রামের স্তুত করিতে
 আরম্ভ করিলেন। ৫১—৫৫। দেবগণ
 কহিলেন,—হে দেবগণের আর্তিনাশন!
 দশরথনন্দন রাম! আপনায় জয় হউক, হে
 রাম! আপনি দৈত্যবংশ দধ করিয়াছেন।
 আপনি দেবাজ্ঞানাগণের প্রতি অত্যাচারকারী

জয় জয়জয়াদিঃখটকঃ
 পরিমুক্তপ্রবলোদ্ধারকর ।
 জয় ধর্ম্মকরায়মায়ুধো
 কৃতজয়রজরামরাত্যুত । ৫৮
 তব দেববরন্ত নামভি-
 র্হুপাপাশ্চ গতাঃ পবিত্রতাম্ ।
 কিমু সাধুদ্বিজবর্ষ্যপূরককাঃ
 স্তুতন্তুঃ মাভুযতামুপাগতাঃ । ৫৯
 হরবিবিকিঞ্চিতং তব পাদয়ো-
 যুগলমীপিতকামসমুদ্রিদম্ ।
 হৃদি পবিত্রযবাদিকচিহ্নিতৈঃ
 স্মরতিতং মনসা পুহয়াম তে । ৬০
 যদি ভবান্ন দধাত্যভয়ং ভুবো
 মদনমূর্ত্তিতিরঙ্করকান্তিভূৎ ।
 স্মরণগাঁশ্চ কথং স্মখিনঃ পুন-
 র্নহু ভবন্তি স্বনাময় পাবন । ৬১

যদি যদাশ্রান্ন দলুজ্জা হি হুংখলা-
 ত্তদা তদা যং ভুবি জয়ন্তাগুভব ।
 আকোহব্যয়োহপি প্রবরোহপি সন্ বিত্তো
 স্বভাবমান্দায় নিজঃ নিজার্চিত্তঃ । ৬২
 মৃতসুখাসদৃশৈরঘনাশনৈঃ
 সুরৈরিতৈরবকৌর্ধ্য মহীভলম্ ।
 অমহুজৈশ্চ নশংসিতরৌড়িত-
 স্বমত আশ্চ পুনঃ প্রাশিশেঃ পদম্ । ৬৩
 সনাদিরাদ্যোহজররূপধারী
 হারী কিরীটী মকরধ্বজাতঃ ।
 জয়ং করোতু প্রণভং হতরিঃ
 স্মর্য্যিসংসেবিতপাদপদ্যঃ । ৬৪
 ইত্যুক্তা তে সুরাঃ সর্কো ব্রহ্মপ্রস্থগা মুহঃ । ৬
 প্রণেমুরয়িনাশেন প্রণভা রঘুনায়কম্ । ৬৫
 ইতি স্তত্যাসংহট্টো রঘুনাতো মহাযশাঃ ।
 প্রোবাচ তান স্মরান বৌক্য প্রণভান্নতকম্বরান্

অতিহৃষ্ট ত্রিভুবনশত্রু রাবণকে বধ করিয়া-
 ছেন। আপনার জয় হউক। আপনার
 এই দৈত্যরাক্ষাসবিনাশিনী কথা, কবিগণ
 আগ্রহসহকারে বর্ণন করুন। হে ভুবনেশ্বর!
 এই জগৎ আপনারই লীলা। এই
 লীলার অবসানে, —প্রলয়কালে আপনিই
 আবার এই জগৎসমূহ গ্রাস করিয়া
 থাকেন। আপনি জয়জয়াদি তুংখ হট্টতে
 নির্ধুক্ত; আপনার জয় হউক। আপনি
 অতি উদ্ধত দৈত্যদিগকে নিহত
 করিয়া 'উদ্ধার করিয়াছেন। হে অজয়,
 অমর, অচ্যুত! আপনি সূর্য্যবংশরূপ
 সাগরে জয়গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার
 জয় হউক। হে দেব। হে দেববর। আপনার
 নাম উচ্চারণ করিয়া বহুতর পাপী
 উদ্ধার পাইয়াছে, যাহারা সাধু বিজবর
 সতত পুণ্যকারী স্মারাম্ব জয় লাভ করি-
 য়াছে, তাহাদের ত্রু কথাই নাই; ঈশ্বর-
 কলদায়ী হরবিবিকিঞ্চিত পবিত্র যবাদিচিহ্ন-
 যুক্ত ভবদায়ী পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ
 করিতে আমাদের নিত্য স্মৃতি হইয়াছে।
 হে মদনমোহন, স্মন্দরমূর্ত্তে। আপনি যদি

পৃথিবীকে অভয়দান না করেন, তাহা হইলে
 হে পয়াময় পাবন! দেবগণ কিরূপে স্মৃখী
 থাকিবে? হে সর্কেশ্বর। হে বিত্তো! আপনি
 অজ, অব্যাগ্রে এবং স্বভাবে অবস্থিত হইলেও
 দৈত্যগণ যখন নিত্য ঈশ্বরপূজার
 হইবে, তখন অমুগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে
 জয়গ্রহণ করিবেন এবং এইরূপে মৃত-
 ব্যক্তির সঞ্জীবনী-সুখকল্পপাপনাশন বহু-
 গুণশেভিত অলৌকিক চরিত্রগুণে সমস্ত
 স্তূতলে পূজিত হইয়া পুনরায় নিজপদে
 প্রতিষ্ট হইবেন। আপনিই সকলের আদি,
 আপনার আদি কেহই নাই। আপনি
 অজররূপধারী, কন্দর্পতুল্য রূপবান,
 হারিকিরীট-শোভিত। মহাদেব আপনার
 পাদপদ্মসেবা করিয়া থাকেন। আপনি
 নিখিলশত্রু নিহত করিয়াছেন, আপনার জয়
 হউক। ৫৫—৬৪। শক্রনাশ করায় রঘু-
 নাথের চরণে পূর্য হইতে অবনত ব্রহ্মা ইন্দ্র
 প্রভৃতি দেবগণ এইরূপে তাঁহাকে স্তব
 করিয়া প্রশংসা করিলেন। মহাযশসী রঘুনাত
 দেবতার্য্যিগের এই স্তবে অভিষয় আক্কা-

শ্রীরাম উবাচ ।

সুরা বৃণুত মে যুগং বয়ং কথিং সুত্বর্ষভম্ ।
 যং কোহপি দেবো দম্বজোন স্বকং প্রাপ সোদরঃ

সুরা উচুঃ ।

স্বামিন ভগবতঃ সর্বং প্রাপ্তমশ্রান্তিকৃতমম্ ।
 যদমং নিহতঃ শক্ররশ্রাকং তু দশাননঃ ॥ ৬৮

যদা যদাসুরোহশ্রাকং বাধাং পরিদধাতি ভোঃ
 তদা তদৈব কর্তব্যমেতাবধৈরনাশনম্ ॥ ৬৯
 তথেষ্ট্যাক্ষা পুনর্কীরঃ প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ৭০

শ্রীরাম উবাচ ।

সুরাঃ শৃণুত মধাক্যামদরেণ সমধিতাঃ ।
 ভবৎকৃতং মদৌঘৈর্কৈ গুণৈঃপ্রবিতমদ্রুতম্ ।
 স্তোত্রং পঠিষ্যতি মুক্তং প্রাশ্নিশি সক্রমঃ ॥ ৭১
 তন্তু বৈষ্ণপরাকূর্হিনী ভবিষ্যতি দারুণা ।
 ন চ দারিদ্ৰ্যসংযোগো ন চ ব্যাধিপরাভবঃ ॥ ৭২

মদৌঘচরণশব্দে ভক্তিশেষাক্ষ কুয়সী ।
 ভবিষ্যতি মুদ্রা যুক্তং স্বাক্তং পুংসাং তু পাঠিতঃ
 ইত্যাক্ষা সোহভবত্বক্ষীঃ নরদেবশিরোমণিঃ ।
 সুরাঃ সর্বং প্রহরীতেষু যযুলোকং স্বকং স্বকম্ ॥
 রঘুনাথোহপি ভাতৃস্থানপালয়ন্তাতবদবুধান্ ।
 প্রজাঃ পুত্রানি ব স্বায়াম্লীলয়ল্লোকনাথকঃ ॥ ৭৫
 যশ্মিন শাসতি লোকানাং নাকালমরণং নৃণাম্
 ন রোগাদিপরাভূত্বিগৃহেষু চ মহীযসী ॥ ৭৬
 নেতিঃ কদাপি দৃশ্যেত বৈরিজং ভয়মেব চ ।
 বৃক্ষাঃ সটৈব কলিনো মহৌ জুয়িষ্ঠধাত্বকা ॥ ৭৭
 পুত্রপৌত্রপরীবার-সনাথীকৃতজীবিতাঃ ।
 কাশ্চসংযোগজসুখৈনিবস্তবিক্রমাঃ ॥ ৭৮
 নিতাং শ্রীবিশ্বনাথস্ব পাদপদ্মকথোৎসুকাঃ ।
 কদাপি পরমিন্দ্রাসু বাচস্তেষাং ভ্রমশ্চ ন ॥ ৭৯
 কারবোহপি কদা পাপং নাচরন্তি মনুষ্যভো ॥

দিত হইয়া, নতগ্রীব হইয়া প্রণত সেই
 দেবতাদিগকে দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন,—
 হে দেবগণ! কোন দেবতা, দৈত্যা, যক্ষ
 অথবা আমার কোন সহোদরও আমার
 নিকট যে বর প্রাপ্ত হয় নাই, আপনাদের
 আমার নিকটে সেইরূপ কোন তুল্য বর
 প্রার্থনা করুন। দেবগণ কহিলেন,— স্বামিন!
 আপনি যে আমাদের প্রবল শক্র দশাননকে
 নিহত করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের
 উত্তম বর লাভ হইয়াছে; এক্ষণে আমা-
 দের প্রার্থনা এই যে, যখন যখনই কোন দৈত্য
 আমাদের উপদ্রব করিবে, তখন তখনই
 আপনি আমাদের সেই শক্র বিনাশ করি-
 বেন। ৬৫—৬৯। বীর রঘুনন্দন দেবতা-
 দিগেরবাক্যে “তথাক্ষ” বলিয়া পুনরায়
 বলিলেন,—দেবগণ! আপনারা যতপূর্বক
 আমার বাক্য শ্রবণ করুন,—আপনারা
 বীর গুণপ্রসিদ্ধ যে অপূর্ব ক্রম করি-
 লেন এই স্তোত্র, যে মানব প্রাতঃকালে
 অথবা সন্ধ্যাকালে একবার পাঠ করিবে,
 সে কখনই শক্রের নিকটে পরাকৃত হইবে
 না, কখন দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করিবে না,

তখন রোগে ভুগিবে না এবং তাহা-
 দের হৃদয় সঙ্গদাই আনন্দযুক্ত হইয়া
 মদৌঘ পদযুগলে একান্ত আনন্দ হইয়া
 থাকিবে। ৭০—৭২। রাজশিরোমণি সেই
 রাম এই কথা বলিয়া মৌনব্রতস্থান করিলে
 দেবগণ আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব লোকে
 গমন করিলেন। লোকনাথ রাম পিতার
 জায় ত্রাভবগ পণ্ডিতগণ এবং প্রজাগণকে
 পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন।
 ৭৩—৭৫। তাঁহার বাজত্বকালে কাহারও
 অকালমৃত্যু ছিল না। কেহ কখন রোগে
 কষ্ট পাঠিত না, অহিরুষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি
 কষ্ট কদাপি দৃষ্টিগোচর হইত না,
 কাহারও শক্রভয় ছিল না। বৃক্ষ সবল
 সঙ্গদই ফলবান হইয়া থাকিত। পৃথিবী
 প্রচুর শস্যশালিনী হইলেন। লোক সকল
 শ্রী-পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া সুখে জীবন যাপন
 করিত। কোনরূপেই অসুখীবিচ্ছেদ-ক্রম
 কাহারও ছিল না। সকলেই প্রত্যহ তপু-
 নাথের পবিত্র কথায় কালযাপন করিত;
 তাঁহার পবিত্র চরিত্রগাথা শ্রবণে সকলেই
 একান্ত উৎসুক থাকিত। তৎকালে শিল-

রঘুনাথকরাঘাত-দুঃখশঙ্কাভিশংসিনঃ । ৮০
 সীতাপতিমুখালোক-নিশ্চলীভূতলোচনাঃ ।
 লোকা কঙ্কবুঃ সততং কাকণ্যথরিপুত্রিতাঃ ।
 রাজ্যঃ প্রাপ্তমসাপভুঃ সমুদ্রবলবাহনম্ ।
 ঋষিভিহু ইপুঠৈশ্চ রমাহাটিকভূষণৈঃ । ৮২
 সম্পূষ্টমিষ্টাপূর্ত্তানাং ধর্ম্মাণাং নিত্যকর্ত্তিতঃ ।
 সদা সম্পন্নশস্যক সুচাক্ষেত্রসকুলম্ ॥ ৮৩
 সুদেশং সুপ্রজং স্বয়ং সুতৃণং বহুগোধনম্
 দেবতায়তনানাঞ্চ রাজ্জিভিঃ পরিরাজিতম্ ॥ ৮৪
 সুপূর্ণা যত্র বৈ গ্রামাঃ সুবিস্তৃষ্ণিবিরাজিতাঃ ।
 সুপুষ্পকত্রিমোদ্যানাঃ সুস্বাহুকলপাদপাঃ । ৮৫
 লপাশ্চিনোকনাসারা যত্র রাজশিষ্ঠ ভূময়ঃ ।
 গদস্তা নিম্নগা যত্র ন যত্র জনতা ক'৫৭ ॥ ৮৬

কার বা বাণজ্যবাবাসায়ীদিগের কেহ
 ঝামের ভয়ে মনে মনেও কাঠাকেও প্রতা
 ঝণা করিবার অতিপ্রায় করিতে পা
 যাই। ৭৬—৮০। লোক সকল একাগ্রদৃ
 হইয়া ঝামের সুন্দর মুখ-কমল দেখিবা
 নিমন্ত ব্যগ্র হইত। তখনকার সক
 লোকই দয়াবান ছিল। সেই রাজ্য সর্ব
 দাই ধন-ধাঞ্জে মৈশ্ব-সামস্তে সমৃদ্ধ থাকিত
 পক্ষে একেবারে ছিল না। তৎকালে ঋষি
 গণ হুই পুষ্ট এবং সর্বদাই রমণীয় স্বর্ণভূষণে
 ভূষিত থাকিতেন; রাজ্যের মঙ্গলকামনা
 নিয়ন্ত ইষ্টাপূর্ত্ত ধর্ম্ম আচরণ করিতেন
 ঝামের রাজত্বকালে বিবিধ উত্তম শস্য-ক্ষেত্র
 সর্বদাই প্রচুর শস্যে পূর্ণ থাকিত; গবাদির
 খাদ্য প্রচুর উৎপন্ন হইত, দেশের স্বাস্থ্য
 অতি সুন্দর ছিল; প্রজাগণ সকলেই সাধু
 ব্যবহারে কালযাপন করিত। গোদন
 প্রচুর ছিল। গ্রাম সকল বহুতর দেবালয়,
 উত্তম পুষ্পোদ্যান ও সুস্বাহুকলযুক্ত বৃক্ষ-
 শ্রেণীতে সুশোভিত ছিল। সকলেই সমৃদ্ধি-
 শালী ছিল। বহুতর সরোবর এবং প্রত্যেক
 সরোবরেই পদ্মিনী শোভা পাইত। তৎ-
 কালে নদীই উৎকৃতবেগে চলিত, কিন্তু
 কোন লোকই উৎকৃতভাবে চলিত না। ৮১—

কুলাস্তেব কুলীনানি বর্ণানাম ন ধনানি চ ।
 বিভ্রমো যত্র নারীষু ন বিধৎসু চ কহিচিৎ ॥
 নদ্যাঃ কুটিলগামিস্তো ন যত্র বিষয়ে শ্রেজাঃ ।
 তমোযুক্তাঃ ক্ষপা যত্র বহুলেষু ন মানবাশ্চ ॥
 রজোযুক্তাঃ স্রিয়ো যত্র ন ধর্ম্মবহলা নরাঃ ।
 ধনৈন্ননক্কো যত্রাস্তি জনো নৈব চ ভোজনম্
 অনয়ঃ স্তম্ভনং যত্র ন চ বৈ রাজপুরুষাঃ ।
 দণ্ডঃ পরশুকুদালবালবাজনরাজিষু ॥ ৯০

৮৬। লোক সকল কুলীন (সৎসজাত)
 ছিল। কাঠারও অর্থ কুলীন (১) (চৌর-
 ভয়ে ভূগর্ভ নিহিত) ছিল না। রমণী-
 গণেই বিভ্রম (‘বলাস’) ছিল, পণ্ডিতবর্ষে
 কখনই বিভ্রম (ভ্রান্তি) দেখা যাইত না।
 নদীসকল বক্রগামী ছিল। প্রজাবর্ষের
 মধ্যে কেহই বক্রগামী ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের
 রাত্রিই কেবল তৎকালে তমোযুক্ত (অন্ধ-
 কারময়) হইত, ময়ূষাগণ তমোযুক্ত ছিল
 না। রমণীরই কেবল রজোযুক্ত (রজ-
 শলা হইত, ধার্ম্মিক মানব কেহই স্বর্ণম
 রজোযুক্ত (রাজসিক ভাবাপন্ন) ছিল না।
 ময়ূষাই কেবল ধনসম্ভেও অনন্ধ (অমন্ত)
 ছিল, ভোজন অনন্ধ (২) অর্থাৎ অন্নশূ
 ছিল না।—৮৭—৮৯। তৎকালে অনয়
 (৩) অর্থাৎ লৌহসম্পর্কশূন্ত রথ ছিল, কিন্তু
 রাজপুরুষ কেহই অনয় অর্থাৎ নীতিশূন্ত

(১) কুলীন কু পুঁবিবী, তাহাতে লীন
 সুক্ষাধিত। চোরের ভয়ে পুঁবিবীকে
 লোকেরা মাতীর ভিতরে অব লুকাইয়া
 রাখিত, রাম-বাজো চোরের ভয় না থাকার
 কাঠাকেও তাহা করিতে হয় নাই।

(২) অনন্ধঃ—অন্ধম—অন্ন, তৎকালে
 অন্নপ্রাণ সকলেরই জুটিত, অন্নাতাবে
 কাঠাকেও ফল-মূল খাইয়া কাটাইতে হইত
 না।

(৩) অনয়ঃ—লৌহ, অনয় লৌহশূ
 জ্ঞানময়।

আতপজ্জ্বে নাস্তত্র কচিৎ ক্রোধোপরোধজঃ ।
 অস্তত্রাশ্চকবৃন্দেভ্যঃ কচিৎ পরিদেবনম্ ॥ ১১
 আশ্চিকা এব দৃশ্তন্তে যত্র পাশকপাণয়ঃ ।
 জাল্যাবর্তী জলেষেব স্রীমধ্যা এব দুর্মলাঃ ।
 কঠোরহৃদয়া যত্র সীমস্তিত্তো ন মানবাঃ ।
 ওষধীষেব যত্রাস্তি কুষ্ঠযোগো ন মানবে ॥ ১০
 বেধো যত্র সুরজ্জ্বে শৃগঃ মূর্তিকরেষু বৈ ।

ছিল না। কুঠার, কুদাল, চামর, ছত্র প্রভৃতি-
 ত্তেই দণ্ড ছিল (অপরাধী না থাকায়) অপ-
 রাধীর উপরে ক্রোধজ দণ্ড ছিল না। দ্যুত-
 কর্মদিগেরই পরিদেবন (ক্রীড়া) ছিল, আর
 কোথাও পরিদেবন অর্থাৎ শোকজ বিলাপ
 ছিল না। দ্যুতকরেরাই পাশকহস্ত
 হইত,—(অক্ষ হস্তে লইয়া ক্রীড়া করিত)
 আর কেহই পাশক হস্ত অর্থাৎ অপরাধে
 পাশ অর্থাৎ রক্ষু ধারা বন্ধ-হস্ত হইত না।
 জড়তার (সীতলতার) কথা জলেই ছিল,
 আর শাহারই জড়তা (মূর্ততা) ছিল না।
 শাসনশুলে সকলেই সুশিক্ষিত ছিল।
 স্রীলোকেরাই দুর্মলা ছিল (১) আর কেহ
 তৎকালে দুর্মল (আচারভাবে) ছিল না।
 স্বপ্নের কঠোরতা একমাত্র রমণীদিগেরই
 ছিল, (২) আর কাহারও ছিল না।
 ঔষধিসমূহের মধ্যে কুষ্ঠ (৩) ছিল,
 কোন মহুষ্যের কুষ্ঠ ছিল না। উত্তম

- (১) স্রীলোকদিগের দুর্মলতা স্বাভা-
 বিক, সুতরাং তাহা প্রশংসার্য।
- (২) স্বপ্নের কঠিনতাও স্রীলোকদিগের
 বর্ণনীয় বিষয়, নিন্দনীয় নহে। কবিরা শিরীষ
 পুষ্পের উপমা দিয়া সুন্দরী রমণীর বর্ণনা
 করিয়াছেন, শিরীষ পুষ্প অতি কোমল,
 কিন্তু বৃক্ষ অতি কঠিন; স্রীলোক বাহ্যবয়বে
 বৃক্ষই কমল, হৃদয় কঠিন।
- (৩) কুষ্ঠ—কুড় কাঠ, অস্ত্র কুষ্ঠ
 রোগ।

কম্পঃ সাত্বিকভাবোহো ন ভয়ংকাপি কস্তচিৎ
 সঃজরঃ কামজো যত্র দারিद्र্যঃ কলুষস্ত চ ।
 দুর্গভয়ঃ সদৈবস্ত সুকৃতে ন চ বজ্রম্ ॥ ১৫
 ইভা এব প্রমত্তা বৈ যুদ্ধে দীচ্যো জলাশয়ে ।
 দানহানির্গন্তেষেব তীক্ষ্ণা এব হি কণ্টকাঃ ॥ ১৬
 বাণেযু গুণবিপ্লেষো বক্রোক্তঃ পুস্তকে দৃঢ়া ।

রত্নেই বেধ (১) ছিল, আর কাহারও
 বেধ ছিল না। প্রতিমার হস্তেই শূল
 (২) দেখা যাইত, আর কাহারও শূল ছিল
 না। সাত্বিক ভাবের উদয়ে কম্প হইত,
 ভয়জনিত কম্প কাহারই ছিল না; কামজর
 ছিল, আর কোন্রূপ জর ছিল না; পাপের
 দারিদ্র (অভাব) ছিল, আর কাহারও
 দারিদ্র ছিল না। ভাগ্যাবধীন পুণ্যকারী দুর্গভ
 ছিল (৩) তদন্ত অস্ত কোন দ্রব্য দুর্গভ
 ছিল না। হস্তীরাই যুদ্ধে মত্ত হইত,
 অস্ত কেহ মদ মত্ত হইত না। জলা-
 শয়েই বীচি ছিল, অস্ত কাহারও বীচি
 (৪) ছিল না। হস্তীতেই দানাভাব (৫)
 দৃষ্ট হইত। কণ্টকেই তীক্ষ্ণতা (৬) দেখা

- (১) বেধ—ছিদ্র, অস্ত্র বেধ, গৃহছিদ্র
 অথবা শক্রর বাণে বিদ্ধ হওয়া।
- (২) শূল অস্ত্র, অস্ত্র শূল রোগ-
 বিশেষ।
- (৩) শাসনশুলে কেহই পাপীকর্ম
 করিবার সুযোগ পাইত না, সকলেই পুণ্য
 কার্য করিত; এই কারণে জরাস্ত্ররীণ শুভা-
 দৃষ্টবলে স্বতই পুণ্য কর্মে মতি কহার
 আছে, তাহা লক্ষ্য করা কঠিন হইত।
- (৪) জলাশয়ে বীচি, তরঙ্গ। অস্ত্র
 বীচি, ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ।
- (৫) হস্তীতে দান, অর্থাৎ মদের
 অভাব। সকল সময়ে হস্তীর মদক্ষরণ
 হয় না। অস্ত্র অর্থাৎ ভাগের অভাব।
- (৬) তীক্ষ্ণতা, উগ্রভাগ অপর কাহারও
 দেখা যাইত না।

স্নেহভ্যাগঃ খলেশ্বেব ন চ বৈ স্বজনে জনে । ১৭
 তং দেশং পালয়ামাস লালয়ন্তীতিতঃ প্রজাঃ ।
 ধর্ম্মং সংস্থাপয়ন দেশে দৃষ্টে দণ্ডধরো যমঃ । ১৮
 ইখং পালয়তস্তুস্ত ধর্ম্মেণ ধরনীতলম্ ।
 সহস্রাণি ব্যতীযুর্বে বর্ধাণ্যেকাদশ প্রভোঃ । ১৯
 তত্র নীচৈর্জনাচ্ছূদ্বা সীতায়া অপমানতাম্ ।
 রজকোক্যা হবনিতাং তাং ততাজ্জ রঘুধ্বজঃ ।
 পৃথ্বীং পালয়মানস্ত ধর্ম্মেণ নূপতেস্তদা ।
 সীতাবিরহিতামেকাং নিদেশেন সুরক্ষিতাম্ ॥
 কদাচিত্ং সংসদৌ মধ্যে হাসীনস্ত মহামতেঃ ।
 আজগাম মূনিশ্রেষ্ঠঃ কৃন্তোৎপত্তিস্থানীশ্বহান ॥

বাইত । ১০—১৬। গুণচ্ছেদ (১) বাণেই
 ঘটতি, পুস্তকেই দৃঢ়বন্ধ (২) ছিল। খল
 ব্যক্তিতেই লোকের মেহাভাব লক্ষিত হইত,
 আত্মীয় ব্যক্তির উপর কাহারও মেহাভাব
 হইত না। রাম শিষ্টের পালন, দৃষ্টের দমন
 এবং দেশের ধর্ম্মস্থাপন করত সেই রাজ্য
 পালন করিতেন। দৃষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তিনি
 সাক্ষাৎ যমস্বরূপ ছিলেন। প্রভু রামচন্দ্র
 এইরূপে ধর্ম্মস্থাপনার একাদশ সহস্র বৎসর
 সমগ্র পৃথিবীরাজ্য পালন করিলেন। অন-
 স্তর রঘুনাথ একদিন কোন রজকজাতীয়
 নিকট ব্যক্তির মুখে সীতার রাবণগৃহে
 বনতিনিবন্ধন অপবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
 (অন্নানুবদনে) বনে ত্যাগ করিলেন।
 ১৭—১০০। তিনি সীতাকে পরিত্যাগ
 করিয়া (অস্তরে একান্ত অসুখী হইলেও)
 পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণভাবে যথানিয়মে পৃথিবী পালন
 করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনভণ্ডে
 পৃথিবী সুরক্ষিতা; রাজ্যমধ্যে কোথাও
 অশান্তির লেশমাত্রও দৃষ্ট হইত না। একদা

(১) গুণচ্ছেদ জ্যাচ্ছেদ, অস্ত্রের দগী
 দাক্ষিণ্যাদি গুণের অভাব।
 (২) পুস্তক অর্থাৎ কাব্যে দৃঢ়বন্ধ,—
 পদ্মমূরজ প্রভৃতি বন্ধ, অস্ত্র অপর্যায়ভাবে
 উদ্দেশ্যসন ছিল না।

গৃহীত্বার্থ্যং সমুত্তম্বো বসিষ্ঠেন সমধিতঃ ।
 জনতাভির্ম্মহারাঙ্গো বার্ব্বিশোষকমঙ্কুতম্ । ১০৩
 স্বাগতেন স সভাব্য পপ্রচ্ছ তমনাময়ম্ ।
 সুখোপবিষ্টঃ বিশ্বাস্তং বভাভে রঘুনন্দনঃ । ১০৪
 ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

ইখং স্বাগতসম্বৃত্তং ব্রহ্মচর্য্যতপোনিধিম্ ।
 উবাচ মতিমান বীরঃ সর্ষলোককঙ্কুর্ম্মনিম্ । ১
 স্বাগতং তে মহাভাগ কুস্তভূতে তপোনিধে ।
 বন্দর্শনেন সর্ষে বৈ পাবিতাঃ সফুট্টঘকাঃ ॥ ২
 কাচিন্নতিস্তে বেদেষু শাস্ত্বেষু পরিবর্ত্ততে ।

মহামতি রাম সভামধ্যে আসীন রহিয়াছেন,
 এমত সময়ে মূনিবর অগস্ত্যদেব ভূধার
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ রাম
 মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া সভাস্থিত জনগণ
 সমভিব্যাহারে বিশট্টদেবের সহিত, অর্ঘ্য-
 হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ সমুদ্রশোষক
 অঙ্কুতচরিত্র মূনিবরকে স্বাগতবাক্যে সংবর্ধনা
 করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি
 সুখাসীন হইয়া বিশ্বাস লাভ করিলে রঘুনন্দন
 তাঁহাকে বলিলেন। ১০১—১০৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

অনস্তদেব কহিলেন,—সকল লোকজ্ঞক
 মতিমান রাম, তৎকৃত স্বাগত প্রশ্নে সুসম্বৃত্ত,
 ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার নিধি মূনিবর অগস্ত্য-
 দেবকে কহিলেন,—হে মহাভাগ কুস্ত-
 যোনে! হে তপোনিধে! আপনার মঙ্গল
 ত? আপনার দর্শনলাভে আমি সপরিবারে
 পবিত্র হইয়াছি; আপনার বেদশাস্ত্রের

অন্তপোষিতকর্তা বৈ নাস্তি। ভূমণ্ডলে কচিং । ৩
 শোপাযুক্তা মহাভাগ যা চ তে ধর্ম্মচারিণী
 বস্তা: পতিব্রতধর্ম্মাৎ সর্বং ভবতি শোভনম্
 অপি শংস মহাভাগ ধর্ম্মমুর্থে রূপানিধে ।
 অলোচুপশ্য কিং কার্য্যং করবাণ মুনীশ্বর । ৫
 অস্তপোষোপিত: সর্বং ভবতি সুখচ্ছয়া বহু ।
 তথাপি যদ্বি কুট্টৈব রূপাং শংস মহামুনে । ৬

শেষ উবাচ ।

ইত্যুক্তে লোকগুরুণা রাজরাজেন ধীমতা ।
 উবাচ স্বামঃ লোকেশঃ বিনীততরভাষণা । ৬
 অগস্ত্য উবাচ ।

স্বামিঃস্তব সুদর্শনঃ দর্শনং দৈবতৈরপি ।
 কৃত্বা সমাগতঃ বিদ্ধ রাজরাজ রূপানিধে । ৮
 হতশ্চরা রাবণাধ্যক্ষুরো লোককন্টক: ।
 দিষ্ট্যাদ্য দেবাস: সুবিনো দিষ্ট্যা রাজা

বিভীষণ: । ৯

স্বাম বদদর্শনায়ৈছদ্য গত্যং বৈ তুঙ্গতং কিল ।

-- ।

আকৌচনা নির্ধিরে চলিতেছে ত ? আপনার
 তপস্তার বিয় কেহ করিতেছে না ত ?
 হে মহাভাগ ! আপনার সুসহস্রিণী লোপা-
 যুক্তা ষাঁহার পতিব্রতধর্ম্মে জগৎ মঙ্গলময়
 হইয়াছে, তিনি কুশলে আছেন ত ? হে
 ধর্ম্মমুর্থে রূপাময় মুনীশ্বর ! আমি জানি,
 আপনার কোন বিষয়ে স্পৃহা নাই এবং
 অচিরেই যদিও হয় ত তপোবলে
 তাহা পূরণ করিতে পাবেন, তথাপি
 আপনার কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, রূপা
 করিয়া আজ্ঞা করুন । ১—৬ । অনন্তদেব
 কাহিলেন,—রাজরাজেশ্বর লোকগুরু ধীমান
 স্বাম এই কথা বলিলে, অগস্ত্যদেব অতি
 বিনীতভাষায় বলিলেন,—“হে স্বামিন ! হে
 হে রূপানিধে রাজেশ্বর ! আমি দেববর্জিত
 তোমার দর্শনলাভ করিবার নিমিত্তই আসি-
 য়াছি জানিবে । তুমি রাবণ রাক্ষসকে বধ
 করিয়া লোকের কন্টক হরণ করিলে,
 সৌভাগ্যক্রমে আজ দেবগণ সুখী ।
 সৌভাগ্যক্রমে আজ বিভীষণ লঙ্কার রাজা ।

সম্পূর্ণে মে মনঃকোষো হতঃ সর্বং সুদুদ্ধতম্
 ইত্যাক্ষাপি বভূবান্ত তুষ্ণীঃ কুন্তসমুস্তবঃ
 রামসন্দর্শনান্ধান-বিস্বলৌকুতমানা: । ১১
 স্বামঃ পপ্রচ্ছ তং ভূয়ো মুনিঃ জ্ঞানবিশারদম্ ।
 লোকাভীতং ভবস্তাবি সর্বং জ্ঞাতারমঙ্গিতম্
 মুনে কথয় মে সর্বং পৃচ্ছতো হি সবিস্তরম্ ।
 কোহসৌ ময়া হতো যো হি রাবণো বিবৃধাদিন্দ
 কুন্তকর্ণোহপি কস্তেষ্ব কা জ্ঞাতৈসৈ চ্ছরাশ্বনঃ ।
 দেবো দৈত্যঃ পিশাচো বা মানবো বা মহামুনে
 সর্বমাখ্যাতি সর্বজ্ঞ সর্বং জ্ঞানাসি বিস্তরায় ।
 তথা কুরু মহাদেশং রূপাং কৃত্বা মমোপরি। ১৫
 ইতি শ্রুত্বা তশো বাক্যং কুন্তজয়া তপোনিধি:
 যৎপুত্রং তদ্বুরাজেন প্রবক্তুং তৎপ্রচক্রমে । ১৬
 স্বাম সৃষ্টিকরো বহ্মা পুস্তস্ত্যস্তৎশ্রুতে হভবৎ

হে স্বাম ! তোমার দর্শনে আজ আমার
 পাপরাশি বিদূরিত হইল । মনঃকোভ
 সুসম্পূর্ণ হইল । সমস্ত পাপ ধ্বংস হওয়ায়
 আমার মনোরথ সম্পূর্ণ হইল ।” রামসন্দ-
 র্শন-জ্ঞানিত আনন্দে বিহ্বলচিত্ত মুনিবর
 অগস্ত্য এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ।
 স্বাম কৃত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিখিল অলৌ-
 কিক বিষয়ের জ্ঞাতা জ্ঞানবিশারদ মুনিবর
 অগস্ত্যকে পুনরীয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
 মুনিবর ! আমি আপনার নিকটে যাহ
 জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বিক্ষমভাবে
 তৎসমুদয়ের উত্তর দিন । আমি দেবগণের
 পীড়াদায়ক যে রাবণকে বধ করিয়াছি, ঐ
 রাবণ কে ? কুন্তকর্ণ কে ? আর চ্ছরাশ্ব
 রাবণের জাতিই বা কে ? মুনিবর ! ঐ
 রাবণ দেব, দৈত্য, পিশাচ বা মাঙ্ঘবের
 মধ্যে কাহার বংশে উৎপন্ন ? আপনি
 সর্বজ্ঞ, আপনি সমস্তই জানেন ; অতএব
 বিক্ষমভাবে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন ।
 দয়া করিয়া এই বিষয়ের উত্তর দিয়া আমাকে
 কি করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন ।
 ৭—১৫ । তপোনিধি কুন্তজ, রামকর্তৃক
 জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে আরম্ভ

তত্ত্ব বিজ্ঞা যন্তে বেদবিদ্যা বিশারদঃ । ১১
 তন্তু পত্নীষয়ং জাতং পাতিব্রতাচরিত্বতঃ ।
 একা মন্দাকিনীনাথী দ্বিতীয়া কৈকসী স্মৃতা ।
 পুংসস্তাং ধনদৌ জজ্ঞে লোকপালবিলাসধুক্ ।
 যোহসৌ শিবপ্রসাদেন লঙ্কাবাসমচীকরৎ ॥১২
 বিদ্যাম্মালীমুতায়াং তু পুত্রত্ৰয়মভুমহৎ ।
 রাবণঃ কুস্তকর্ণক তথা পুণ্যো বিভীষণঃ ॥ ২০
 রাক্ষসাদব্রজমাতং সঙ্ঘ্যাসময়সম্ভবৎ ।
 হৃষোরধর্ম্মনিপুণা মর্দারাসীমহামতে ॥ ২১
 একদা তু বিমানেন পুংসকেণ সুশোভিনা ।
 কাঞ্চনীয়োপভূষণে কিঞ্চীগীজালমালিনা ॥ ২২
 আকৃষ্ট পিতরৌ জুঃঃ যযৌ শোভাসমারতঃ ।
 স্বগণৈঃ সংস্রোতো ভূষা নানারত্নবিভূষণৈঃ ॥২৩
 আগত্য পিটুচ্চরণে পতিত্বা চিত্তমাগজঃ ॥
 হর্ষ-বিহ্বলিতা হ্মা চ রোমাঞ্চিততনুক্রমঃ ॥ ২৪

উবাচ মেহদ্য স্মৃদিনঃ মহাভাগ্যকলৌঞ্চম্ ।
 যযৌ যুমৎপদৌ দৃষ্টৌ মহাপুণ্যদর্শনৌ ॥ ২০
 ইত্যাদিভিঃ স্ততিপদৈঃ স্তদ্বাগাৎ স্বকমলিরম্ ।
 পিতরাবাপি সংস্রোতৌ পুত্রদেহাধকুঁবতুঃ ॥ ২৩
 তং দৃষ্ট্বা রাবণো ধীমান জগাদ নিজমাতনম্ ।
 কোহয়ং পুমান্ সুরো বাধ যক্ষো
 বাধ নরোত্তমঃ ॥ ২১
 যোহসৌ মম পিতুঃ পাদৌ সন্নিসেব্য
 গতঃ পুনঃ ॥
 মহাভাগ্যনিধিঃ স্ত্রীদৈর্ঘ্যগৈঃ সম্পরিবারিতঃ ॥২৪
 কেনেদং তপসা লঙ্কং বিমানং বায়ুবেগধুক্ ।
 উদ্যানারামলীলাদি-বিলাসস্থানমুক্তম্ ॥ ২২
 শেষ উবাচ ।
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য জননী রোষবিক্রবা ।
 উবাচ পুত্রঃ বিমনাঃ কিঞ্চিন্নৈত্রিকারিণী ॥ ৩০

করিলেন—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুলস্ত্য নামে
 এক পুত্র হয়; সেই পুলস্ত্যের পুত্র বিজ্ঞা, তিনি বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার
 সূচরিত্রতা পতিব্রতা দুইটা পত্নী ছিল। প্রথমা
 পত্নীর নাম মন্দাকিনী, দ্বিতীয়া পত্নীর নাম
 কৈকসী। বিজ্ঞার প্রথমা পত্নী মন্দাকিনীর
 গর্ভে লোকপাল কুবেরের জন্ম হয়। মহা-
 দেবের অনুগ্রহে সেই কুবেরই প্রথমে লঙ্কা-
 রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পরে বিজ্ঞার
 দ্বিতীয় পত্নী বিদ্যাম্মালীর কন্যা কৈকসীর
 গর্ভে রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ এই তিনটা
 পুত্র উৎপন্ন হয়। হে মহামতে। বিভীষণ
 ধর্ম্মাশ্রমী। পুংস হইতেই তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে
 মতি ছিল। একে রাক্ষসীর গর্ভে, তাহাতে
 আবার সঙ্ঘ্যাকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল
 বলিয়া রাবণ ও কুস্তকর্ণের সঙ্গদাই অধর্ম্ম-
 কর্ম্মে মতি ছিল। ১৬—২১। একদা কুবের
 পিতা-মাতাকে দেখেবার নিমিত্ত সুবর্ণমণ্ডিত
 কিঞ্চীগীজালবিভূষিত পুংসকবিমানে আরোহণ
 পূর্বক সুসজ্জিত হইয়া, নানা রত্নবিভূষিত স্বগণ
 সমভিভায়াহায়ে পিতামাতার সমীপে গমন
 করিলেন; এবং তাঁহাদের পদপ্রান্তে পতিত

হইয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত-শরীর ও বিহ্বল
 হইয়া বলিলেন,—“আজ আমার বড়ই
 সৌভাগ্য,—বড়ই স্মৃদিন; যেহেতু মহাপুণ্য-
 প্রদ—আপনাদের পাদপদ্ম দেখিতে পাই-
 লাম”—ইত্যাদি প্রকার বিনয়-মধুর স্ততি
 বাক্যে পিতামাতাকে স্তব করিয়া কুবের
 স্বভবনে গমন করিলেন। মাতা-পিতা
 পুত্র স্নেহবশতঃ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সান্তি-
 শয় আহ্লাদিত হইলেন। ২২—২৬। ধীমান্
 রাবণ ইতিপূর্বে কুবেরকে কখন দেখে নাই,
 সুতরাং তাহাকে জানিত না; তৎকালে
 তাহাকে দেখিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,
 —এ যে বহু আকর্ষ্যবর্ণে পরিবৃত্ত হইয়া
 আগমনপূর্বক আমার পিতার পদসেবা
 করিয়া চলিয়া গেল; এ মহাভাগ্যবান্ পুরুষটী
 কে? কোন দেবতা, যক্ষ অথবা কোন
 প্রধান মনুষ্য? এ ব্যক্তিরূপ তপস্বী
 করিয়া উদ্যান প্রভৃতি স্থানে ক্রীড়া করি-
 বার প্রধান সহায় এই বায়ুর স্তায় বেগবান্
 উত্তম বিমান ব্যক্ত করিয়াছে? অনন্তদেব
 কাহলেন,—রাবণমাতা কৈকসী পুত্রের এই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও ঈর্ষায় বিহ্বল।

রে পুত্র শূণ্ণ মহাকাব্যং বহুশিক্ষাসমম্বিতম্ ।
 এতস্ত জন্মকক্ষাদি বিচারচতুরাধিকম্ ॥ ৩১
 সপত্ন্যা মম কৃষ্ণিৎ নিধনং সমুপস্থিতম্ ।
 যেনৈ স্বমাতৃবিমলা কুলমুচ্ছলিতং মহৎ ॥ ৩২
 স্বং তু মৎকৃষ্ণিগঃ কৌটঃ শ্বোদরস্ত প্রপুরকঃ ।
 স্বধা ধরঃ স্বকং ভারং জানাতি ন চ তদুৎপন্নম্ ॥
 তথা স্বং লক্ষ্যসেহজ্ঞানী শয়নাশনভোগবান্ ।
 সুপ্তো গতঃ কচিদ্ভ্রষ্টে ইত্যেব তব সম্ভবঃ ॥ ৩৪
 অনেন তপসা লক্শ্য শিবসন্তোষকারিণা ।
 লক্ষ্যবাসো মনোবেগং বিমানং রাজাসম্পদং ॥
 সুধস্তা জননী তস্ত সুভাগ্যা সুমনোদয়া ।
 যস্তাঃ পুত্রো নিজঙলৈর্লকবান্ মহতাং পদম্ ॥

হইয়া নেত্রবিকার প্রদর্শনপূর্বক কিছু দুঃখিত-
 ভাবে প্রকাশ করিয়া কহিল। ২৭—৩০ ।

রে পুত্র! এই ব্যক্তি কে? কোথায়
 জন্ম, কিরূপ কার্য করে, ইত্যাদি বৃত্তান্ত
 আমার নিকট শ্রবণ কর, শুনিলে তোমার
 বহুতরু শিক্ষা—জ্ঞানলাভ হইবে। এ
 ব্যক্তি আমার সপত্নীর গর্ভজাত, এবং
 তাহার অমূল্য নিধিস্বরূপ; কারণ এ নিজ
 মাতার নির্মল কুল উচ্ছল করিয়াছে।
 তুমি আমার গর্ভজাত কৌটস্বরূপ—কোন
 কর্ণের নহ; কেবল নিজ উদর পুরণে
 সমর্থ। গর্ভিত যেরূপ নিজ ভারের গুণাগুণ
 কিছুই বুঝে না, কেবল বহিতে পারে মাত্র;
 সেইরূপ তুমি শয়ন, ভোজন, ভোগবিলাসে
 বিলক্ষণ পটু; কিন্তু ঘোর অজ্ঞ। তুমি
 আমার পুত্র বটে, কিন্তু তোমার ধাকা,
 মা-পাকার মধ্যে গণ্য, তুমি যে আমার
 জীবিত পুত্র, তাহা ত মনে হয় না। মনে
 হয় তুমি নিদ্রিত আছ, অথবা কোথায়ও
 চলিয়াছ, কিংবা হইয়া নষ্ট হইয়াছ। এই দেখ,
 এই ব্যক্তি তপোবলে মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া
 তাহার অমুগ্ৰহে লক্ষ্য নগরীর অতুল ঐশ্বর্য
 ও মনের স্তায় বেগবান্ মনুষ্যের বিমান
 লাভ করিয়াছে। ৩১—৩৫। যাহার পুত্র
 নিজগুণে এইরূপ মহৎ ঐশ্বর্য ও পদ লাভ

ইতি ক্রুধা ভাষিতমার্ত্যয়া তয়া
 মাত্রা স্বয়াকর্ণ্য তুরাঙ্গসত্তমঃ ।
 শ্বেষ' বিধায়ান্নগতং পুনরীচো'
 জগাদ তাং নিশ্চয়ভূতপঃ প্রতি ॥ ৩৭
 রাবণ উবাচ ।

জনস্মাকর্ণ্য বচো মম গর্ভসমম্বিতম্ ।
 রত্নগর্ভা স্বমেবাসি যস্তাঃ পুত্রাস্তয়ো বয়ম্ ॥ ৩৮
 কোহনৌ কৌটঃ স ধনদঃ ক তপঃ স্বল্পকঃ পুনঃ
 কা লক্ষ্য কিস্ত তদ্রাজ্যং স্বল্পসেবকসংযুতম্ ॥ ৩৯
 যাতঃ শূণ্ণ মেযোগসাধাৎ প্রতিজ্ঞাং করুণাবিতে
 ন কেনাপি কৃতাতঃ কর্তা মহাভাগ্যে হি কৈকসি
 যদ্যহং স্তূবনং সর্বং বশে ন স্মাপয়ামি বৈ ।
 তপোভিদ্ভৃদৈঃ কৃষা ব্রহ্মসন্তোষকারকৈঃ ।
 অরোদকে সদা ত্যক্তা নিদ্রাঃ ক্রৌঞ্চাঃ
 তথা পুনঃ

করিয়াছে, সেই মাতাই ভাগ্যবতী পুণ্যবতী
 ও অতি ধস্তা।" তুরাঙ্গাদিগের অগ্রগণ্য
 রাবণ, মাতা কর্তৃক দুঃখ ও কোধ সহকারে
 কথিত উক্ত প্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করত,
 মনে মনে অতিশয় অপমান বোধ করিয়া
 তপস্বী করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিল—
 “মাতঃ! আমার সংসর্গ উক্তি শ্রবণ কর।
 যখন আমরা তোমার তিন পুত্র বর্ষমান,
 তখন তুমিই মা রত্নগর্ভা, তদ্বিশেষে কোন
 সন্দেহ নাই। ঐ কৌটত্বলা কুবের অংবার
 কে? উহার ক্ষুদ্র তপস্বাই বা কি? নির্দিষ্ট
 কতিপয় সেবক-সমর্ষিত অতি ক্ষুদ্র উহার
 লক্ষ্যরাজ্যই বা কি? উহা ত অতি সামান্ত।
 হে দয়াময়ি মাতঃ! তুমি কটু বাক্যে আমাকে
 উত্তেজিত করিয়া যথেষ্ট পুত্রবৎসল্য
 প্রদর্শন করিলে। আমি উৎসাহ সহকারে
 তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি—
 এরূপ প্রতিজ্ঞা আর কেহ করণ করে নাই।
 হে মাতঃ কৈকসি! তুমি মহাভাগ্যবতী;
 আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। আমি নিদ্রা
 ক্রৌড়া, এমনি কি অরজল পর্যাপ্ত পরিভ্যাগ-
 পূর্বক ব্রহ্মার সন্তোষকর দুহর তপস্বী

পাতালখণ্ড

চেতন্য শিভলোকস্থ ষাভাৎ পাপং ভবেন্নম ।
কুস্তকর্ণেহপি কৃতবান্ বিভীষণসমভিতঃ ।
রাবণোহথ সহ ত্রাজেত্যাকাগাদ্-

গিরিকাননম্ ॥ ৪০

অগস্ত্য উবাচ ।

অধোগ্রঃ স তপো দৈত্যা দশবর্ষসহস্রকম্ ।
চকার ভাস্কর্য্যং চ পশুস্বর্জং পদে স্থিতঃ ॥ ৪৪
কুস্তকর্ণেহপি কৃতবাস্তপঃ পরমহুস্তরম্ ।
বিভীষণস্ত ধর্ম্মায়া চচার পরমং তপঃ ॥ ৪৫
তদা প্রসন্নো ভগবান্ দেবদেবঃ প্রজ্ঞাপতিঃ ।
দেবদানবযক্ষাদিমুক্তৈঃ পরিসেবিতঃ ॥ ৪৬
দদৌ রাজ্যং চ সুমন্দভুবনত্রয়ভাস্বরম্ ।
বপুচ কৃতবান রম্যং দেবদানবসেবিতম্ ॥ ৪৭
তদা সন্ত্য পতো ভ্রাতা ধনদো ধর্ম্মবুদ্ধিমান ।
বিমানং তু ততো নীতং লক্ষ্য চ নগরী হর্ষাৎ ॥

করিয়া, যদি ত্রিভুবন বশীভূত করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার পিতৃ-হত্যার পাপ হয়। ৩৬—৪২। বিভীষণ ও কুস্তকর্ণও মাতার নিকটে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। অনন্তর রাবণ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত গিরিকাননে গমন করিল। অগস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সেই রাবণ, উর্দ্ধদিকে সূর্য্যাভিমুখে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্বা করিল। কুস্তকর্ণ ও ধর্ম্মায়া বিভীষণও ঐরূপে কঠোর তপস্বা করিতে লাগিল। অনন্তর দেব, দৈত্যা, যক্ষগন্ধর্বাদি সকলেই পদানত হইয়া যাহার সেবা করিতে ব্যগ্র হয়, সেই ভগবান্ দেবদেব প্রজ্ঞাপাত রাবণাদির উক্ত প্রকার কঠোরতম তপস্বায় সাতিশয় স্ত্রীত হইয়া সাক্ষাৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগের শরীর দেবদানব-সেবিত অতি রমণীয় করিয়া দিলেন। ৪০—৪৭। অনন্তর দুর্ভাষা রাবণ তপঃপ্রভাবে দুর্ভব হইয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধি কুবেদকে অশেষপ্রকারে উৎপীড়ন

ভুবনঃ তাপিতঃ সর্গঃ দেবার্ষ্টব দিবো গতাঃ
হতবান্ ত্রাক্ষণকুলঃ মুনীনাং মূলকৃন্তনঃ ॥ ৪৯
তদাতিত্বঃখিতা দেবাঃ সেন্সা ব্রহ্মাণমাযযুঃ ।
ঋতিং চক্রুর্হাষ্মানো দণ্ডবৎপ্রণাতং গতাঃ ॥
তে তুষ্টিবুঃ সুরাঃ সর্গে বাগ্ভিরিষ্টাভিরাদৃতাঃ
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ কিং করে'মীতি

চাশ্ববীৎ ॥ ৫১ ॥

ততো নিবেদয়াক্রুর্ভ্রঙ্কণে বিবুধাঃ পুরা ।
দশগ্রীবাস্ত সঙ্কষ্টং তথা নিজপরাভবম্ ॥ ৫২
ক্ষণং ধায়া যযৌ ব্রহ্মা কৈলাসং ত্রিদিশঃ সহ
তস্ত শৈলস্ত পার্শ্বে তু বৈচিত্র্যেণ সমাকুলাঃ ।
স্থিতাঃ সঙ্কষ্টবুদ্ধিবাঃ শচুঃ শক্রপুরোগামাঃ ॥
নমো ভবায় শর্কীয় মীলগ্রীবায় তে নমঃ ।
নমঃ স্কলায় স্কন্মায় বহরুপায় তে নমঃ ॥ ৫৪

করিতে লাগিল, পুষ্পক বিমান কাড়িয়া লইয়া লঙ্কারাজ্য হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল এবং স্বয়ং সেই লঙ্কানগরীতে অবস্থানপূর্ব্বক সমস্ত ভগ্নতে উপ্দ্ৰব করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। অনেকে ত্রাক্ষণ রাবণ-হস্তে নিহত হইলেন। বহুতর মুনি রাবণ হস্তে নিহত হইলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেব-গণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাশয় দেবগণ মধুর বচনে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মার স্তব করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন,—‘তোমাদের কি কার্য্য করিব বল।’ অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে বাণ হইতে আপনাদের দুর্গতি ও পরাভব নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরে দেবগণ সন্তোষসাধারে কৈলাসে গমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় গমনপূর্ব্বক সেই কৈলাস পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অবস্থানপূর্ব্বক পর্ব্বত-শোভা দর্শনে বিস্ময়বহুল হইয়া শত্বর্কে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৮—৫০। ‘হে দেব! আপনি ভব, শর এবং

ইতি সৰ্বমুখেনোক্তাং বাণীমাকৰ্ণ্য শঙ্করঃ ।
 শ্রোষাচ নন্দিনং দেবানানয়েতি মমাস্তিকম্ ॥
 এতস্মিন্নস্তরে দেবা আহুতা নন্দিনা ক্রবম্ ।
 এবিশ্ৰান্তঃপুরে দেব দদৃশুর্কিম্বিত্তেষ্কণাঃ ॥৫৬
 ব্রহ্মাগতা দদর্শাথ শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ।
 গণকোটিসহস্রৈশ্চ সেবিতং যোদশালিভিঃ ॥ ৫৭
 মগ্নৈরিক্রপৈঃ কুটিলৈধু সঠৈরিকটেস্তথা ।
 প্রণিপত্যাগ্ৰতঃ শ্বিত্বা সহ দেবৈঃ পিতামহ ॥৫৮
 উবাচ দেবদেবেশ পশ্চাৎস্বাং দিবৌকসাম্ ।
 কৃপাং কুরু মহাদেব শরণাগতবৎসল ॥ ৫৯
 বৃষ্টলৈত্যাবধাৰ্ণং চ সমুদ্রযোগং বিধেহুতঃ ।
 সোহপি তদ্বচনং ব্রহ্মা দৈন্ত্রশোকসমর্দিতম্ ॥৬০
 ত্রিদশৈঃ সঙ্কিতঃ সঠৈরাজগাম হংসেঃ পদম্ ।
 তুইবুর্নয়ঃ সৰ্বৈঃ সপুৰোরয়কিন্নরঃ ॥ ৬১
 জয় মাধব দেবেশ জগত্কুজনাক্তিহন ।

মৌল্যীব, আপনাকে নমস্কার ; আপনি স্থূল
 হৃদয়—বহুরূপী, আপনাকে নমস্কার।" মহা-
 দেব দেবগণের স্তুত্বইরূপ স্ততিবাক্য শ্রবণ
 করিয়া, দেবগণকে নিকটে আনয়ন করিবার
 জন্ত নন্দীকে আদেশ করিলেন। হে দেব!
 ব্রহ্মাদি দেবগণ নন্দী কর্তৃক আহুত হইয়া
 মহাদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত-
 নেত্রে দেখিলেন,—লোককল্যাণকারী শঙ্কর,
 সৰ্বদাই আনন্দমত্ত নগ্ন বিকৃতাকার কৃকপ
 কুটিল সহস্রকোটি প্রমথগণে পরিবেষ্টিত
 হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রহ্মা দেব-
 গণ সমতিবাহ্যারে অগ্রে অবস্থানপূরক
 প্রণাম করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন,
 —“হে শরণাগতবৎসল, মহাদেব! অল্পগ্রহ
 করিয়া দেবগণের ত্তরবস্থা অবলোকনপূরক
 বৃষ্ট দৈত্যদিগের বধের নিমিত্ত উদ্যোগ
 করুন।" মহাদেব ব্রহ্মার শোকপ্রকাশক
 কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণকে
 লক্ষে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণুর নিকটে গমন
 করিলেন। তথায় গিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ,
 স্তূতিপণ্ড ও গন্ধকরণ প্রভৃতি সকলেই নারায়-
 ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৪—৬১।

কৃপাং কুরু মহাদেব বিলোকয় স্বসেবকান্ ॥৬২
 ইত্বাচ্চৈর্জগদুঃ সৰ্বৈঃ দেবাঃ শৰ্বপুৰোগমাঃ ॥৬৩
 ইত্বাক্রমাকৰ্ণ্য সুধাধিনাথো ।
 দুগ্ধাং সুরাৰ্ক্তিং পরিচিন্ত্য বিষ্ণুঃ ।
 জগাদ দেবান জলদোচ্ছা গিরা
 দুঃখং তু তেবাং প্রশমং নয়স্বিব ॥ ৬৪
 ভো ব্রহ্মশৰ্বৈস্তপুৰোগমায়রাঃ
 শূন্য বাচং ভবতাং হিতে রতাম্ ।
 জানে দশগ্ৰীবভয়ং কৃতং ব-
 স্ত্রাশয়ামাদা কৃপাবতারঃ ॥ ৬৫
 পুরী অযোধ্যা রবিবংশজাতি-
 নুপৈর্নৃগাদানমখাদিসংক্রিঃ ॥
 প্রপালিতা ভূতলমণ্ডলালয়া
 বিরাজতে রাজতভূমিভাগৈঃ ॥ ৬৬
 তস্তাং দশরথো রাজানিঃপতাঃ শ্রিগাশ্বিতঃ ।
 পালয়ত্বানু রাজ্যং দিক্ ক্রং জঘবান বিভূঃ ॥

“হে মাধব! হে দেবেশ! আপনি শুভ-
 কৃন্দের আক্ৰিণিবারক, আপনায় জয় হউক!
 হে দেবকুলচূড়ামণে! আমরা আপনার
 সেবক, অল্পগ্রহ করিয়া আমাদের দিকে
 দৃষ্টিপাত করুন।" মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ
 কর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে কথিত এই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া দেবেশ্বর বিষ্ণু, দেবগণের নিদারূপ
 মনঃকণ্ঠের বিষয় চিন্তা করিয়া, জলদগুণ্ডীর
 স্বরে যেন তাঁহাদের দুঃখ সঙ্গে সঙ্গে উপ-
 শমিত করত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! মহে-
 শ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমাদের হিত
 কথা শ্রবণ কর। ষাঁহার বড় বড় বস্ত্র
 দানাদি সংকল্প করিয়া বিখ্যাত, সেই হৃৎ-
 বংশীর রাজগণ কর্তৃক প্রতীপালিত যে
 অযোধ্যা নগরী রজতময় ভূভাগ ও উৎকৃষ্ট
 সুরমা ভূভাগ দ্বারা শোভা পাইতেছে, সেই
 অযোধ্যানগরীতে অপত্যবতীন রাজকী-
 সম্পন্ন দশরথ নামে রাজা আছেন। সেই
 শ্রবল বিক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীর দশরথ এক্ষণে
 সমস্ত রাজ্যপালন করিতেছেন। ৬২—৬৭।

স তু বহ্ন্যাভ্যাশুশ্রুং প্রার্থিতাং পুত্রকাময়া ।
 পুত্রেষ্ট্যাং বিধিনা যজ্ঞা মহাবলসমৰিভঃ ॥ ৬৮
 ততোহহং প্রার্থিতঃ পূৰ্ণং তপসা তেন তোঃ
 সুরাঃ ।
 পত্নীষু ভূষা তিস্বষু চতুর্ধপি ভবৎকৃতে ॥ ৬৯
 রামলক্ষ্মণশক্রয়-ভয়তাখ্যাসমৰিভঃ ।
 কর্তাশ্চি রাবণোদ্ধারং সমূলবলবাহনম্ ॥ ৭০
 ভবন্তোহপি স্বকৈরংশৈশবতীষ্য চরাস্বহ ।
 ঋক্ষবানররূপেণ সৰ্বত্র পৃথিবীতলে ॥ ৭১
 ইত্যাঙ্ক। বিররামাশু নভসৌরিতবাস্থনে ।
 দেবাঃ ঋষা মহঋক্যং সৰ্গে বৈ হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৭২
 প্রচক্রুর্গদ্বিতং ষাট্শুদেবানবেন ধীমতা ।
 ষৈঃ শৈশরংশৈশ্বর্হী পূর্ণা ঋক্ষবানররূপিভঃ ॥ ৭৩
 যোহসৌ বিষ্ণুর্নহাদেবো দেবানাং হুঃখনাশনঃ ।

যথাবিধি যজ্ঞকার্যে দীক্ষিত সেই রাজা
 পুত্রকামনায় ঋষাশুশ্রু মুনিকে আনাইয়া
 তাঁহা ব্যাধি পুত্রেষ্টী যাগ করাইতেছেন ।
 হে সুররাজ! পূর্বে তিনি কঠোর তপস্যায়
 আমাকে সুপ্রীত করিয়া আমাকে পুত্ররূপে
 পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছেন ;
 সেই কারণে এবং তোমাদের কাৰ্য্যসিদ্ধির জন্ত
 আমি তাঁহার তিন পত্নীর গর্ভে চারি মূর্তিতে
 জন্মগ্রহণ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রয়
 এই চারি নামে অভিহিত হইয়া সমূলে রাবণ-
 বংশ ধ্বংস করিব, তাহার সৈন্য সামন্ত
 কিছুই বাঁচিব না। তোমরাও স্ব স্ব অংশে
 ভক্ত ও বানররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ
 হইয়া বিরলে চারিদিকে বিচরণ করিতে
 থাক। হে মুনে! ভগবান নারায়ণ শূন্য-
 পথে এইরূপ বাক্য বলিয়া মোনাবলম্বন
 করিলেন। দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ
 করিয়া সান্তিশয় আনন্দিত হইলেন।
 এবং দেবদেব ধীমান নারায়ণ বাহা বলিয়া-
 ছিলেন, তাহাই করিলেন। তাঁহার নিজ
 নিজ অংশে ভক্ত ও বানররূপে পৃথিবীতে
 অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে অবস্থান
 করিতে লাগিলেন। ৬৮—৭৩। হে মহারাজ ।

স ত্বমেব মহারাজ ভগবান কৃতবিগ্রহঃ ॥ ৭৪
 ভয়তোহহং লক্ষ্মণশ শক্রয়শ মহামতে ।
 তাবকানংশো দশগ্রীবো নিহতশ্চ সুরার্ভিধঃ ॥ ৭৫
 পূৰ্ণবৈরাগ্নুবন্ধেন জানকীং হৃতবান-পুনঃ ॥ ৭৬
 স ত্বয়া নিহতো দৈভ্যো ব্রহ্মরাক্ষসজাতিমানঃ ।
 ব্রাহ্মণানাং সুখং তদ্বনুনীনাং তাপসং বলম্ ।
 শিবানি সৰ্বভৌধানি সৰ্গে যজ্ঞাঃ সুসংহিতাঃ ।
 পুলস্ত্যপুত্রো দৈভ্যোশ্চৈঃ সৰ্বলৌকিককণ্টকঃ ।
 পাতিতঃ পৃথিবী সৰ্বা সুখমাণ মহেশ্বরঃ ॥ ৭৮
 ত্বয়ি রাক্ষি জগৎ সৰ্বং সদেবাসুরমাভূষম্ ।
 সুখং প্রপেদে বিশ্বান্ধন জগদ্ব্যোনে নরোত্তমঃ ।
 এতন্তে সৰ্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোহহং ত্বয়নঘ ।
 উৎপত্তিশ্চ বিপত্তিশ্চ ময়া মত্যানুসারতঃ ॥ ৮০

আপনিই সেই ভগবান দেবদেব নারায়ণ—
 দেবতাদিগের হুঃখ দূর করিবার জন্তই
 মূর্তিমান হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া-
 ছেন। হে মহামতে! এই ভরত, লক্ষ্মণ
 ও শক্রয়—উঁহারাও আপনার অংশ ।
 দেবগণের পীড়নকারী সেই দাঁশানন পূৰ্বতন
 শক্রতাবশে আপনার জানকীকে হরণ
 করিয়া, আপনার হস্তে নিহত হইয়াছে ।
 ব্রহ্মরাক্ষসজাতীয় সেই রাবণকে বধ করিয়া
 আপনি ব্রাহ্মণগণকে সুখী করিলেন, কুনি-
 দিগের তপোবল বৃদ্ধি করিলেন, মহালক্ষ্মণ
 তীর্থ সকল এবং সমুদয় যজ্ঞের সুরক্ষা
 করিলেন। হে মহেশ্বৰ্ধাশালিন! নিখিল
 লোকের একমাত্র কণ্টক পুলস্ত্যতনয়
 দৈভ্যোশ্চৈ রাবণকে নিপাত করায় আপনি
 সমগ্র পৃথিবীকে সুখী করিলেন। হে
 নরোত্তম! হে জগন্নিদান! হে বিষ্ণু-
 রূপিন! আপনি রাজা হওয়াতে নিখিল
 জগৎসারী দেব দৈভ্যমানব সকলেই
 সান্তিশয় সুখী হইয়াছে। হে অনঘ!
 আপনি রাবণের জন্ম ও বিনাশের বিষয় ঘাণ-
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎপমন্তই যথার্থ
 আপনায় ঐনিকটে কীৰ্ত্তন করিলাম। ৭৩—

ইংখ নিশমা দিত্তিজেন্দ্ৰকুমারকারি-

বার্তা: মহাপুরুষ ঈশ্বর ঈশিতা চ।

সংস্কৃতবাস্পগলদক্ষমুখারবিন্দো

-ভূমো পণাত সদসি প্রবিত্তপ্রভাব: । ৮১

শেষ উবাচ।

বাৎসায়ন মুনিশ্রেষ্ঠ কথা পাপ প্রণালিনী।

ব্রহ্মদেবদেবস্ত সর্গধর্মৈকরক্ষিত: । ৮২

রাজান: মুর্চ্ছিত: দৃষ্টা কুলজয়া তপোনিধি:।

শনৈ:শনৈ: কব্ৰোগত পম্পর্শাক জগাদ চ । ৮৩

তো রামাশিসিহি কিপ্রং কিমর্থমত্র সৌদসি।

ভবান দৈত্যকুলচ্ছেতা মহাবিষ্ণু: সনাতনঃ। ৮৪

কৃতং ভবা: ভবৈচ্চব জগৎ শাসু চতিষ্ণু চ।

তদুত্তে নাস্তি নক রি কিমর্থমিত মুর্চ্ছিত: । ৮৫

ক্ষমা বাক্য: মহারাজ: কুলজয়সমীরসম।

উত্তমৌ বিগলয়েত্রবাস্পপুরিতস্মৃৎ: । ৮৬

উবাচ দীনদীনঞ্চ বিস্পষ্টাক্ষরবিন্দয়ম্।

ত্রপাতরনমনূহী ব্রহ্মদেহপরাশুখ: । ৮৭

ক্রীরাম উবাচ।

অহো মে পশুভাজ নং বিমূঢ়ো দুরাঙ্গন:।

যদ্বাক্ষ্যকুলে রুচ হতবান কামলৌপুণ: । ৮৮

মহিলার্থে 'দুঃ' বিপ্র বেদশাস্ত্রবিবেকবান।

হতবান বাভাকুল: বুদ্ধিহীনোহতিহর্ম্মতি: । ৮৯

ইক্ষাকুপাং কুলে জাতো ব্রাহ্মণে ন হুক্তিত্তাক্ব

ঐদৃশং কুলতা কর্ম ময়েতৎ সুকলততম্ । ৯০

যে ব্রাহ্মণস্ত পূজার্থা দানসম্মানভোজনৈ:।

তে ময়া নিহতা বিপ্রা: শরসম্মাতসংগৈঃতঃ ৯১

কাংক্ষ লোকান গমিয্যামি কৃত্বীপাকোহপি

দু:সত:।

নেদৃশং তৌর্ধমপ্যস্ত যন্মাং পাবতিত্বং ক্ষমম্ ৯২

ন যন্তো ন তপো দান: ন দেবপ্রতিমাদিকম্।

৮০। ঐশ্বর্যসম্পন্ন বিখ্যাত প্রভাবশালী

ঈশ্বর মহাপুরুষ রাম এই প্রকার রাবণ-বার্তা

শ্রবণ করিয়া, ভূতলে পতিত হইলেন।

ঈশ্বার বদনমণ্ডল দরদরিত্ত বিগলিত অক্ষ-

প্রবাহে প্রাবিত্ত হইয়া গেল। অনন্ত

দেব কহিলেন,—হে মুনিবর বাৎসায়ন।

নিখিল ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তী ব্রহ্মদেব

দেব রামের পবিত্র কথা শ্রবণে পাপস্রাশির

ক্ষয় হয়। অনন্তর তপোনিধি কৃষ্ণযোনি

অগস্ত্য রামকে মুর্চ্ছিত দেখিয়া করছারা দীরে

ধীরে তদীয় অক্ষমার্জনা করত কহিলেন,—

হে রাম! আপনি সহর আশ্রয় হউন,

কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—অহো!

আমার কি তর্কুকি, আমি অতি দুঃখী;

আমার অজ্ঞানতা আপনারা অবলোকন

করুন। আমি বেদশাস্ত্রবেত্তা বিবেকী

হইয়াও কামবৃত্তি চরিত্রাধিকারিবার জন্ত

(সংযত) মহিলার নিমিত্ত ব্রাহ্মণসম্মানকে

বধ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণবংশ সমূলে

নির্ধূল করিয়াছি। আমি অতি হর্ম্মিত,

আমার স্তায় নিমেষ আর নাই। ৮১—৮২।

যে ইক্ষাকুবংশে ব্রাহ্মণের সম্মান চিরদিন

সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কদাপি কোন

ব্রাহ্মণই কটুবাণ্যে অভিগত হন নাই;

আমি ঐদৃশ ব্রহ্মণ্যতা করিয়া সেই ইক্ষাকু-

বংশ ঘোর কলঙ্কিত করিয়াছি। যে ব্রাহ্মণ-

দিগকে উপযুক্ত ভোজন দান ও সম্মান দ্বারা

পূজা করা উচিত, আমি ঈর্ষাদিগকে শর

দ্বারা নিহত করিয়াছি। ন জানি, আমার

কোন লোকে গতি হইবে। কৃত্তীপাক

নরকেও আমার স্থান হইবে না। এমন

তীর্ধও ত দেখি না, বাহা আমাকে পবিত্র

করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ বক্ত, দান,

যত্র বৈ ব্রাহ্মণদ্রোণীর্শ্রুত্বম পাবনতারকম্ ॥ ২০
 যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং নৈরনিরয়গামিভিঃ ।
 তে নয়া বহুশো ভুংখং ভোক্ত্যস্তি নিরয়ং গতাঃ
 বেদা মূলস্ত ঋশ্মাণাঃ বর্ণাশ্রমবিবেকিনাম্ ।
 তুংলং ব্রাহ্মণকুলং সর্ববেদৈকশাখিনঃ ॥ ২৫
 মূলচ্ছেদ্বুর্শ্রমৌক্ত্যং কো লোকো হু

ভবিষ্যতি ।

কিং মহা করণীয়ং বৈ যেন মে তি শিবং ভবেৎ
 শেব উবাচ ।

বিলাপস্তং ভুংখং রামং রাজেশ্বরং যশুপুঙ্গবম্ ।
 মায়ামহুযাবপুংসু কুন্তজয়ারবীধতঃ ॥ ২৭
 অগস্ত্য উবাচ ।

মা বিবাদঃ মহাবীর কুর রাজন্ মহামতে ।
 ন তে ব্রাহ্মণহত্যা স্মাদ্ভবীনাঃ নাশমিচ্ছতঃ ।
 ত্বং পুমান পুরুষঃ সাক্ষাদৌষধঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
 কর্তা হস্তাবিতা সাক্ষাৎপ্রশংসঃ স্বেচ্ছয়া শুণী ॥২৯

তপস্তা, বা দেবপূজাও ত সেধি না, যাহা
 যা এই ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই ।
 যে সকল মানব ব্রাহ্মণকুলের কোপোৎপাদন
 করিয়াছে, তাহারা নরকে গমন করিয়া
 অশেষ তপ ভোগ করিবে, সন্দেহ নাই ।
 বেদ,—বর্ণাশ্রমধর্মের মূল ; ব্রাহ্মণকুল, সেই
 বেদের মূল ; আমি সেই বেদের শাখাবল-
 হনকারী হইয়া ঔদ্ধত্যবশতঃ তাহার মূলচ্ছেদ
 করিয়াছি, আমার কি গতি হইবে । আমি কি
 করিব ? কি করিলে আমার মঙ্গল হইবে ?
 ২০—২৬ । অনন্তদেব কহিলেন,—মায়া-
 মহুযারূপী যশুনাথ রাম এইরূপে সাতিশয়
 বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, কুন্তসম্ভব
 অগস্ত্য তাঁহাকে সাবুনা করিয়া কহিলেন,—
 হে রাজন্ ! আপনি মহামতি ও মহাবীর
 হইয়া কি নিমিত্ত এরূপ শোক করিতেছেন ;
 আপনি বিষয় হইবেন না । আপনি কুন্তের
 নিধন করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্রহ্ম-
 হত্যা করা হয় নাই । আপনি প্রকৃতির
 অতীত সাক্ষাৎ ঔষধ নিশংগ পরমপুরুষ ।
 আপনি নিজ ইচ্ছায় সত্ত্বগতাব ধারণ করিয়া-

সুরাপো ব্রহ্মহত্যাং কুং শর্নস্তেঘী মহাঘকুং ।
 সর্কে ব্রহ্মামবাদেন পুতাঃ শীঘ্রং ভবন্তি হি ।
 ইয়ং দেবী জনকজা মহাবিদ্যা মহামতে ।
 যশাঃ অরশমাত্রেণ মুক্তা যাস্তি সগতিম্ ॥
 রাবণেহপি ন বা নৈত্যো বৈকুঠে ভব

সেবকঃ ।

শুঘীনাঃ শাপতোহং বাপুঃ দৈত্যত্বঃ দমুজাস্তক
 তস্তামুগহকর্তা হং ন তু হস্তা দ্বিজয়নঃ ।
 এবাং সক্ষিস্তা মা ভূয়ো নিজং শোচিতুমর্হসি ।
 ইতি ক্রুদ্যা ততো বাক্যং রামঃ পরপূরণয়ঃ ।
 উবাচ পরমং বাক্যং গঙ্গাদম্বরভাষিতম্ ॥২০৪
 রাম উবাচ ।

পাতকং দ্বিবিধং প্রোক্তং জ্ঞাতজ্ঞাতবিভেদতঃ
 জ্ঞাতং যদ্বিক্রিপূর্বকং হি যজ্ঞাতং তদ্বিক্রিতম্ ॥
 বুদ্ধিপূর্বকং কৃতং কশ্ম ভোগেনৈব বিনশতি ।

ছেন । আপনি সৃষ্টি, পালন ও সংহারের
 কর্তা । আপনার নাম উচ্চারণ করিলে
 সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাচারী, ঘণাপহারী, ষোড়-
 শতর পাতকীও অবিলম্বে পাপমুক্ত হইয়
 ২০—১০০ । তে মহামতে ॥ এই দেবী
 জনকন্দিনী সাক্ষাৎ মহাবিদ্যাশরুপা ;
 ইহাকে অরণ করিলেই জীবগণ ভববন্ধন
 হইতে মুক্ত হয় । রাবণও সামান্য দৈত্য
 নহে, বৈকুঠবাসী আপনারই একজন
 সেবক ; ক'শ্মিনেগের অভিসম্পাতে দৈত্য
 হইয়াছে । হে দমুজাস্তক ! আপনি উহাকে
 বধ করিয়া উহার উপরে অমুগ্রহ প্রকাশই
 করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ব্রহ্মহত্যা
 করা হয় নাই । এই সমস্ত ভাবিয়া
 দোষিলে আপনার শোক করিবার কিছু-
 মাত্র কারণ নাই ।" শকুবিজয়ী রাম,
 অগস্ত্য ঔষধ উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া
 গঙ্গাদম্বরে পুনরপি পরমবাক্য বলিতে
 লাগিলেন ।—পাতক দুই প্রকার, জ্ঞাত ও
 অজ্ঞাত ; যাহা বুদ্ধিপূর্বক অর্থাৎ জানিয়া
 করা হয়, তাহা "নাম জ্ঞাত আর যাহা
 অবুদ্ধিপূর্বক না জানিয়া করা হয়, তাহাকে

বসন্তকাল হইতে বসন্তকাল পর্যন্ত সময় হইতে :

দশমশতাব্দীর বিচারিতান্ধা বৈবেগান্ধা মধ্যবলান্ধা

অন্যদিকে পশ্চিম বঙ্গের বিচারিতান্ধা বৈবেগান্ধা

কিম্বদন্তী কৌশলমেককঃ স্ত্রীতপিতাঃ ।

কিম্বদন্তী কৌশলমেককঃ স্ত্রীতপিতাঃ ।

মুনিব্রিতি মনসোহস্তি অং প্রাপ পঙ্কন ১১৩০

একতঃ শোণবহানাঃ বাজিনাং পঞ্জিকস্তমা ।

একতঃ স্ত্রীমকর্ণানাঃ কল্লুরীকান্তস প্রভাঃ ১১৩৪

একতঃ কনকাত্মাশ্চ বভূভো নীলবর্ণিনঃ ।

একতঃ শবলৈর্কর্ণৈশ্চানির্কর্ণৈর্কাজিভিবৃত্তাঃ ।

এবং পঙ্কনমুনিঃ সন্ধান কৌতুকবিত্তমানসঃ ।

যযাবভক্তজ্ঞান ভট্টং যযোগোয়ান্ধা হযান্ধা মুনিঃ

দর্শন তত্র শতশো বভূঃ স্ত্রীদর্শনকান্ধা ।

মুনিঃ বিশ্বমাপেদে বিস্ময়াগ্ৰহিতাককঃ ১০৭

একতঃ স্ত্রীমবর্ণাশ্চ সন্ধানৈঃ পরপ্রতান ।

করিয়া যোগযোগ্য শুভ অং দেবিতার নিমিত্ত

গাত্ৰোখানপূর্কক রামচন্দ্রের সম্মতিব্যাধারে

অর্থশালার গিয়া মনের জায় গোয়ামী মধ্য

বলশালী বিভিন্ন বর্ণে রচিত অং সকল

বেধিতে লাগিলেন । অগতঃ দেব রামের

অর্থশালার গিয়া, বেতকাই অং দর্শন করত

বিশ্বিত হইয়া নানাবিধ বিতর্ক করিতে লাগি-

লেন । তাহািলেন,—এই কৈ বাজিতাজ

উকৈঃমহার বঃ শবরণগ কৃতলে অবতীর্ণ হই-

য়াছে, না রঘুনাথদিগের কৌর্তিরাশি একর

পুলীকৃত রহিয়াছে অথবা সমুদ্রের অমৃতরাশি

আরুপে পরিপত হইয়া রহিয়াছে । একদিকে

রক্তবর্ণ উত্তম অং সমুদ্র বিরাজ করিতেছে,

অপরদিকে স্ত্রীমবর্ণ কল্লুরীবে অং সকল অং-

কান করিতেছে, অস্তিতিকে সুবর্ণবর্ণ অং

কোনদিকে নীলবর্ণ অং, কোথাও বা বিচর-

বর্ণ অং সমুদ্র শোভা পাইতেছে । মুনিব

অংশা এইরূপ অং সকল দর্শন করত

কৌর্তিবর্ণ হইয়া, অপরদিকে যজ্ঞোপ-

যোদী অং দেবতার নিমিত্ত গমন করিলেন ।

১০ — সমুদ্রশোষণকারী মুনিব্রু-

অংশা অং সকল মিশ্রিত করিয়া

পীতপুচ্ছান মুখে রক্তান্ধা শুভলক্ষণবিক্তান্ধা

নিরীক্য পরিভোক্তমখান্ধা বিমগনীরামান্ধা

প্রভক্তনমনোজবান্ধা বিমলকৌর্তিবর্ণাভান্ধা

পয়োনিধিবিশোষকো মুনিব্রুচ চৌর্তিব্রিতি

বিচিত্রবর্ণদর্শনাক্রুতিনেত্রবক্রপ্রভাঃ ১০৪

অগত্যা উবাচ ।

হয়মেধকৃতোর্থোগ্যান্ধা বাহাংস্তে বঃ পঃ পঙ্কন

পঙ্কতো নেত্রবোর্ধেহদ্য তুপ্তিনাং কপকন

রামচন্দ্রে মহাভাগ্যে স্ত্রীমসুদ্রমমদ্য

যত্র কৃত মহাতাজ হযমেধং সুব্রহ্মচর্যং

সুবর্ণবর্ণিব সন্ধান মদ্রসজ্ঞান কারিণ

কপন ইব সুপকারাভিত্তোহয়ং যিব্রহ্মচর্য

হঃ পঃ পঙ্কনমুখাং সাম্প্রতায় বিজিতা

কিত্তিতলসুখভোগ্য কুরিন্দঃ কুরিত্তে

ইতোবা বাকানাদেন পরিভূর্তা পঙ্কিত

সন্ধান বৈ যত্র সন্ধানাজ্ঞানার মাং পঙ্কন

মুর্গব্রিত্তো মহাতাজঃ সংযুক্তীরমা

সুবর্ণলাক্টলটুয়িং বিচকর্ষ মদীয়

১০৪

বেতকাই বায়ু ও মনের জায়

নির্মূল কৌর্তির স্তায় প্রতাপালী

সকল অংলোকন করিয়া

হইয়া নীলপতি রামচন্দ্রকে

রঘুনাথ । আপনার অর্থশালায়

উপযুক্ত বস্তুর উত্তম অং

করিয়া আমার নয়নের

না । হে সুভাগ্যবলিত্ত মহা

হে মহারাজ ! আপনি সুবিদ

যজ্ঞের আরম্ভ করুন ।

শালিন । আপনি দেবরাজ

নিখিল যজ্ঞকাণ্ডের অঙ্কন

স্তায় দৈত্যরূপ সলিলের

অংশায়ে প্রবল শক্তিবর্গকে

তলে সুখভোগ করুন ।

অংশা মুনির এইরূপ প্রশং

শ্রুত হইয়া সুচাক্ষুরূপে

উপকরণ আহরণ করিতে

সঙ্গে হইয়া সমুদ্র

১০৪

বিলিখ্য ভূমিং বহুশক্তুধোজনসাম্বিতাম্ ।
 মণ্ডপান্ রচয়ামাস যজ্ঞার্থং স নরোত্তমঃ ॥১৪৬
 কুণ্ডস্ত বিধিবৎ কৃৎস্বা ঘোনিমেখলয়াবিতম্ ।
 অনেকরত্নরচিতং সর্বশোভাসমম্বিতম্ ॥ ১৪৭
 মুনীশ্বরো মহাভাগো বশিষ্ঠঃ সুমহাতপাঃ ।
 সর্বং তৎ কারয়ামাস বেদশাস্ত্রাবধিষ্ঠিতম্ ॥
 প্রোথিতাস্তেন মুনিনা শিষ্যা মুনিবরাশ্রমান ।
 কথয়ামাসু কদম্বুকঃ কথমেবে তপ্তমম্ ॥ ১৪৮
 আকারিতাস্তদা সৰ্বা ঋষয়স্তপতঃ বরাঃ ।
 অজ্ঞানঃ পরমেশস্ত দর্শনে হৃদিলালসাঃ ॥১৫০
 নারদোহসিতনামা চ পৰিতঃ কপিলো মুনিঃ ।
 জাতুকর্ণাঙ্গিরা ব্যাস আষ্টিষেনোহত্রগোতমৌ
 হারীতৌ যাজ্ঞবল্ক্যচ সংবর্ত্তঃ শুকসংজ্ঞকঃ ।
 ইত্যেবমাদদৌ রাম-হৃদমেধবরঃ যযুঃ ॥ ১৫২

সুবর্ণময় লাকুল দ্বারা যজ্ঞের উপযুক্ত মনো-
 রম স্থান কর্ষণ করিয়া লইলেন। চতুর্ধোজন-
 পরিমিত স্থান পরিষ্কার করিয়া, যজ্ঞোপযোগী
 গৃহ সকল নির্মাণ করাইলেন। ১৩৭—১৪৬।
 নরোত্তম রাম তথায যথাবধানে যোনি ও
 মেখলাসম্বিত করিয়া এক যজ্ঞকুণ্ড নির্মাণ
 করাইলেন। সেই কুণ্ড অনেকবিধ রত্নে ও
 সর্ববিধ শোভায় সুশোভিত হইল। অমিত-
 তপোবল সম্বিত মহাভাগ মুনিবর বশিষ্ঠ
 বেদশাস্ত্রবিধানে যজ্ঞের আয়োজন করাইয়া
 লইলেন। পরে নিজ শিষ্যদিগকে প্রধান
 প্রধান মুনিদিগের আশ্রমে প্রেরণ করিয়া
 নিমন্ত্রণ করিলেন। বশিষ্ঠের শিষ্যগণ, মূনি-
 দিগের আশ্রমে গমনপূর্বক রত্ননাথের অশ্ব-
 মেধযজ্ঞের উদ্যোগবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া নিম-
 ত্রণ করিয়া আসিলেন। অনন্তর তপস্বি-
 প্রবর ঋষিগণ আহূত হইয়া অতি ভ্রাসহ-
 কারে পত্রমেধরকে দর্শন করিবার জন্ত
 নিত্যন্ত উৎসুক হইয়া আগমন করিলেন।
 নারদ, অসিতনামা, পরিত, কপিল, জাতুকর্ণা,
 অঙ্গিরা, ব্যাস, আষ্টিষেন, অত্রি, গোতম,
 হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, সংবর্ত্ত, শুক ইত্যাদি বহু-
 ৩৪ ঋষিগণ রামের অশ্বমেধযজ্ঞে আগমন

তান সর্মান পূজয়ামাস রত্নরাজো মহামুদা ।
 প্রত্নাখানাভিবাভ্যামর্ঘ্যাবিত্তরকাসনৈঃ ॥১৫০
 গাঃ হিরণ্যঃ দদৌ তেভ্যঃ প্রায়শো দৃষ্টবিক্রমঃ
 মহদ্ভাগ্যঃ তদা মেহস্তি যদম্বুতঃ দর্শনং গতাঃ ॥
 শেষ উবাচ ।
 এবং সমাকুলে ব্রহ্মন ঋষিবর্ষ্যসমাগমে ।
 ধর্ম্মবার্ত্তা বভূবোগে বর্ণাশ্রমসুসম্মতা ॥ ১৫১
 বাৎস্ফায়ন উবাচ ।
 কা ধর্ম্মবার্ত্তা তত্রাসীৎ কিং বা কথিতমভূতম্ ।
 সাধবঃ সর্ললোকানাং কারুণ্যাৎ কিমুতাক্রবন্ ।
 শেষ উবাচ ।
 তান সমেতান মুনীন দৃষ্ট্বা বামো দাশরথির্ষ্রীহান
 পপ্রচ্ছ সর্বধর্ম্মাশ্চ সর্ববর্ণাশ্রমোচিতান ॥ ১৫৭
 তে তু পৃষ্ঠা হি রামেণ ধর্ম্মান প্রোচুর্ষ্রীহাণ্ডগান্ ।
 তানপ্রবক্ষ্যামি ত্তে সর্মান যব'র্গাণ শুব্ধ তান

করিলেন। মহারাজ রাম, প্রত্নরাজম, অতি-
 বাদন, অর্ঘ্য ও আসনদান দ্বারা পরমানন্দে
 সেই ঋষিদিগকে পূজা করিলেন। বিখ্যাত-
 বিক্রম রাম তাঁহাদিগকে বহুতর গো ও
 হিরণ্য দান করিয়া দাখিলেন, আমার অদ্য
 পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদিগের দর্শনলাভ
 করিলাম। ১৪৭—১৫৪। অনন্তদেব কহি-
 লেন,—ব্রহ্মন এইরূপ নানাদেশীয় বিখ্যাত
 মহর্ষিগণের সমাগম হইলে, সেই যজ্ঞসভায়
 বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা কথা হইয়াছিল।
 বাৎস্ফায়ন জিজ্ঞাসাসিলেন, তথায কিরূপ
 ধর্ম্মকথা হইয়াছিল? সাধু মহর্ষিগণ নিখিল
 লোকের উপরে দয়া করিয়া কিপ্রকারে সেই
 ধর্ম্মকথা বলিয়াছিলেন? তাহার মধ্যে
 অদ্ভুত কথা কি হইয়াছিল, আপান বলুন।
 অনন্তদেব কহিলেন,—মহাশ্বা দাশরথি রাম,
 সেই মুনিবর্গকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগের
 নিকটে বর্ণাশ্রমকথা জিজ্ঞাসা করেন; ঋষি-
 গণ তৎক্ষণে নিখিলগুণসম্পন্ন যে সকল ধর্ম্ম-
 কথা বলিয়াছেন, আমি আপনাদিগের নিকটে
 তাহা অবিকল বলিতেছি, শবৎ করুন।

ঋষয় উচুঃ ।

ব্রাহ্মণেন সদা কার্য্যঃ বজ্রনাধ্যাপনাদিকম্ ।
বেদান পঠিত্বাঃ বিরজ্জেন্নো বা গার্হস্থ্যমাবিশেৎ
ব্রাহ্মণেন সদা ত্যাজ্যঃ নীচসেবান্নজীবনম্ ।
আপন্নাতোহপি জীবত ন স্বকৃত্য্য কদাচন ।
ঋতুকালান্তিগমনং ধর্ষ্মোহয় গৃহিণঃ পরঃ ।
দ্রাণাং বরমন্নস্মৃত্যাপত্যকামোহথবা ভবেৎ ।
দিবাভিগমনং পুংসামনায়ুস্যকরং মতম্ ।
ব্রাহ্মাহঃ সৰ্পকর্মাণি যচ্ছাস্ত্যাজ্ঞানি ধীমতা ॥ ১৬২
তত্র গচ্ছন স্ত্রিয়ং মোহানর্ষ্ম্যাপ্রচ্যবতে পরাৎ
ঋতুকালান্তিগামী যঃ স্বদারনিরতশ্চ যঃ ॥ ১৬৩
স সদা ব্রহ্মচারীহ বিজ্ঞেয়ঃ সদগৃহাশ্রমী ।
ঋতুঃ ষোড়শযামিচ্ছচ্ছত্রস্তাসু গহিতাঃ ॥ ১৬৪
পুত্রদাস্তাসু যা যুগ্মা অযুগ্মাঃ কস্ত্যাকপ্রদাঃ ।
তাস্কান চন্দ্রমসং দৃষ্টং মঘাং মূলং বিহায় চ ॥ ১৬৫
শুচিঃ শরীরিশেৎ পত্ন্যাং পুরামক্কে বিশেষতঃ
শুচিঃ পুত্রঃ প্রসূয়েত পুত্রবার্ষপ্রসাধনম্ ॥ ১৬৬

১৫৫—১৫৮ । ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,—
বজ্রম-অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণের নিত্য কার্য্য ।
ব্রাহ্মণ বেদপাঠের পর বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বন
করিবেম অথবা গৃহস্থ হইবেন । নীচ সেবা-
দায়ী জীবিকা নির্বাহ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে
একান্ত নিষিদ্ধ ; বিপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ
কখনই ঋণগ্রহণ—অর্থাৎ চাকুরী অবলম্বন
করিবেন না । অপত্য কামনায় ঋতুকালে
জীগমনই গৃহীর পক্ষে পরম ধর্ম্ম । দিবাভাগে
জীগমনে আত্মক্লয় হয়, শ্রাদ্ধদিনে বা পর-
দিনে জীগমন একান্ত নিষিদ্ধ ; মোহবশতঃ
উক্ত দিবসে জীগমন করিলে ধর্ম্মহানি হয় ।
যে ব্যক্তি স্বদার-নিরত এবং ঋতুকালে
অভিগমনকারী, সে উৎকৃষ্ট গৃহাশ্রমী ব্রহ্ম-
চারী বালয়া পরিগণিত হয় । ষোড়শ রাত্রি,
—ঋতুকাল ; উন্নধ্যে প্রথম চারি রাত্রি
নিষিদ্ধ, তৎপরবর্ত্তী ষোড়শ দিনের মধ্যবর্ত্তী
যুগ্মদিনে জীসক্কে পুত্র, এবং অযুগ্মদিনে
ত্রীসক্কে কস্ত্য জন্মে । মঘামূলাদি কতিপয়
নক্ষত্রে ব্যতীত শুভ পুনার্যক

আর্ষে বিবাহে গোহ স্বং যজুক্রং তৎপ্রশস্ততে ।
শুকমথপি কস্ত্যায়াঃ কস্ত্যাবিক্রেতৃপাপকৃৎ ॥ ১৬৭
বাণিজ্যং নৃপতেঃ সেবা বেদানধ্যয়নং তথা ।
কুবিবাহঃ ক্রিয়ালোপঃ কুলপাতনহেতবঃ ॥ ১৬৮
অন্নোদকপয়োমূল-কলৈকীপি গৃহাশ্রমী ।
গোদানেন তু ষৎপুণ্যং পাত্নায় বিধিপূর্যকম্ ।
অনার্কিতোহতিথির্গোহস্তয়াশো যশ্চ গচ্ছতি ।
আজন্মসঞ্চিতাৎ পুণ্যাৎ ক্ণণাৎস হি বহির্ভবেৎ
পিতৃদেবমন্নুষ্যোভ্যো দশাশ্রীতামৃতং গৃহী ।
স্বাৰ্ধং পরমঘঃ স্তুজেক্ত কেবলং শ্বোদরস্তরিঃ ।
ঘট্যষ্টমোক্ষিশেৎ পাপা তৈলে মাংসে সদৈবহি
চতুর্দশাং তথামায়াং ত্যজ্জেত স্ক্রমঙ্গনাম্ ॥ ১৭২
রজশলাঃ ন সেবেত নান্নীয়াৎ সহ ভার্ঘ্যায় ।

নক্ষত্রে পুরুষের চন্দ্রশুক্লিযুক্ত দিকসে পবিত্র
ভাবে থাকিয়া জীসক্কেম করিলে পুরুষার্থনাধক
শুচি পুত্রের উৎপত্তি হয় । ১৫২—১৬৬ ।
আর্ষ বিবাহে দুইটা গো-দান করিবে ।
ষৎসামান্ত পুণ গ্রহণ করিয়াও কস্ত্যার বিবাহ
দিলে কস্ত্যাবিক্রয়ের পাপ হইবে । বাণিজ্য,
রাজসেবা, বেদপাঠ না করা, কুবিবাহ, ক্রিয়া-
লোপ এ কয়েটীতে বংশ পতিত হইল ।
গৃহস্থ অন্ন, জল, দ্রব্য অভাবে ফল-মূল
দ্বারাও যথাবিধি উপযুক্ত অতিথিকে পরি-
তুষ্ট করিলে গোদানের ফললাভ করিতে
পারে । অতিথি যাহার গৃহ হইতে অপূজিত
হইয়া ভগ্নমনোরথে ফিরিয়া যায়, তাহার
আজন্ম সঞ্চিত পুণ্য ক্ণকাল মধ্যে নষ্ট
হইয়া যায় । গৃহস্থ দেবতা, পিতৃলোক ও
মহুষ্যকে দানপূর্যক যাহা ভোজন করিবে,
তাহা অমৃত স্বরূপ হইবে ; দেবতা, পিতৃলোক
ও মহুষ্যাদিগকে বঞ্চনা করিয়া কেবল
নিজের উদরপূরণে ব্যস্ত হইয়া যাহা ভক্ষণ
করে, তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয় । যজী,
অষ্টমী, চতুর্দশী ও অমাবস্ত্যার ত্রী, তৈল ও
মাংসসেবন ও কৌর্যকার্য্য করিবে না ।
১৬৭—১৭২ । রজশলাগমন, ভার্ঘ্যার সঙ্কিত
একত্র ভোজন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ । এক-

একবাসা ন ভুক্তীত ন ভুক্তীতোৎকটাসনে ।
 নান্দ্রশীঃ স্ত্রীঃ সমীক্ষেত তেজঃকামো নরোরুতমঃ
 মুখেনোপধমেমরাগিঃ নয়ান্ নেক্ষেত যোষিতম্ ॥
 নাচক্ষীত ধ্বস্তীঃ গাং নেল্লচাপং প্রদর্শয়েৎ ।
 ন দিবোক্তাঃ সারঙ্গ ভক্ষয়েদধি নো নিশি ॥১৭৪
 নাশ্বিঃ প্রতাপযেদগ্নৌ ন বস্তুশুচি নিক্ষিপেৎ
 প্রানিহিংসাং ন কুপবীত ন স্ত্রীবাৎ সক্ষায়েদ্বিহৌঃ
 স্ত্রীধন্থীকীং নাভিবাৎসেদাদাদাত্তপ্তি রাক্ষিযু ।
 তৌর্ধাবকরিষে ন স্ত্যং কাংস্তে পাদৌ ন
 ধাবয়েৎ ।

ন ধারয়েদস্তু ভুং বাসশেচাপানগাবপি ।
 ন ভিন্নভাজনোহস্তীয়ারশ্মাশান্যাবদুর্ষিতে ॥ ১৭৮
 সর্পিশেন্নর্জচরণো নোচ্চকঃ কচিদাবজেৎ ।

বস্তু হইয়া বা ভয় অপবিত্র আসনে বসিয়া
 ভোজন করবে না। তেজঃকামী মানব,
 স্ত্রীর ভোজনকালে, তাহাকে দেখিবে না।
 মুখ দিয়া অনলে ফুৎকার দিবে না। বিবস্ত্রা
 রঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। গোবৎস
 দুগ্ধপান করিতেছে দেখিলে, তৎস্বামীকে
 বলিয়া দিবে না; ইন্দ্রবহু কাংহাকেও দেখা-
 টবে না। রাত্রিকালে দধি ভক্ষণ করিবে না
 এবং যাহার সার অর্থাৎ নবতীত উদ্ধৃত করিয়া
 লওয়া হইয়াছে, ঐদৃশ দধি দিবাভাগেও
 ভোজন করিবে না। অগ্নিতে পদ উত্তপ্ত
 করিবে না, অগ্নিতে অশুচি বস্তু নিক্ষেপ
 করিবে না, প্রানি হিংসা কাববে না, উভয়
 সক্ষায় আশার করবে না। ১৭৩—১৭৮।
 গুতুমতী নারীকে অভিজ্ঞান করিবে না।
 বাহ্যকালে পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করবে
 না। নৃত্য-গীত বাদ্যে আসক্ত হইবে না।
 নাশ্বপাত্রে পদপ্রক্ষালন করবে না। পদ-
 রের ব্যবহৃত পাত্রাদি বা বস্তু ব্যবহার করিবে
 না। ভয় বা অপবিত্র পাত্রে ভোজন করিবে
 না। আর্জচরণ হইয়া শবন করিবে না। উচ্চ
 মুখে বা উচ্ছ্রিত হস্তে কোথাও গমন করবে
 না। শয়ান হইয়া ভোজন করিবে না,
 উচ্ছ্রিত-আস্থায় নিজ মস্তক স্পর্শ করিবে

শয্যামো বা ন চাস্ত্রীয়াস্মোচ্ছ্রিতঃ সংস্পৃশেচ্ছিরঃ
 ন মনুস্যস্কতিং কুর্গামাস্তানমবমানয়েৎ ।
 অত্ৰ্যাদ্যস্তং ন প্রণমেৎ পরমশ্মাণি নো বদেৎ ॥
 এবং গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বানপ্রস্থঃশমং ব্রজেৎ ।
 সস্ত্রীকৌ বিগতস্ত্রীকৌ বিরজেত ততঃ পরম্ ।
 ইকৌবমাদয়ো বর্ষা গর্দভা ঋষিতিস্তদা ।
 ক্ষতী বামেণ মহতা সপোনোকৃতিঃস্বিনা ॥১৮২
 শেগ উবাচ ।
 ইথং সংশ্রুত্বো বস্মান বসন্তঃ সমুপস্থিতঃ ।
 যত্র যজ্ঞক্রিয়াদীনাং প্রাবস্তঃ সুমহাশ্রনাম্ ॥১৮৩
 দৃষ্ট্বী তং সময়ঃ ধীমান্ বশিষ্ঠঃ কলশোভবঃ ।
 রামং লোকমহারাজং প্রত্নাবাচ যথোচিতম্ ॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।

রামচন্দ্র মহাবাহো সময়ঃ পর্যভূত্ব ব ।
 হয়ো যত্র প্রমুচ্যেত যজ্ঞাণঃ পরিপূজিতঃ ॥১৮৫
 সামগ্ৰী বিযতাঃ ক্রজ আহরস্থং ত্বিজোত্তমঃ ।
 ারোতি পুত্রাঃ ভগবান্ ব্রাহ্মণানাং যথোচিতম

না। মনুষ্যের স্কতি করিবে না, আত্মাকে
 অবজ্ঞা করিবে না। উদীয়মান সূর্যকে
 প্রণাম করিবে না, যাহাতে পরের মশ্বপীড়া
 হয়, একপ কোন কথা বলিবে না। ১৭৭—
 ১৮০। প্রথমে গার্হস্থ্য ধর্ম করিয়া পরে
 সন্ন্যাস অথবা অস্ত্রীক হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম
 গ্রহণ করিবে। সর্বলোকহিতৈষী মহাত্মা
 রাম তৎকালে ঋষিগণের নিকটে ইত্যাদি-
 রূপ বর্ণাশ্রমধর্ম (যন্ত্রপুস্তক) শ্রবণ করিয়া-
 ছিলেন। অনন্তদেব কাহলেন,—এইরূপ
 যজ্ঞকথা শুনিতে শুনিতে বসন্তকাল উপস্থিত
 হইল, সেই বসন্তকালেই মহাত্মা মুনিগণ
 বজ্রকার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। ধীমান্
 বশিষ্ঠ যজ্ঞোপযোগী বসন্তকাল উপস্থিত
 দেখিয়া মহারাজ রামকে কাহলেন, হে মহা-
 বাহু রাম! এক্ষণে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব
 পূজা করিয়া ছাড়িয়া দিবার সময় উপস্থিত
 হইয়াছে। অতএব তুমি যজ্ঞোপযোগী
 সামগ্ৰী আহরণ করিয়া উপযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে
 আহ্বান কর এবং ব্রাহ্মণদিগের যথায়:

দীনাঙ্করূপগাণাং চ দানং স্বাস্ত্যসমুপগতম্ ।
 দদাতু বিধিবন্তেষাং প্রতিপূজ্যাধিবাসনৈঃ ॥১৮৭
 ভবান কনকসংপত্ত্যা দীক্ষিতোহত্র ব্রতং চর ।
 ভূমিশায়ী ব্রহ্মচারী বনুভোগবিবার্জিতঃ ॥১৮৮
 মৃগশৃঙ্গধরঃ কট্যাং মেখলাঙ্জিনদগুভুৎ ।
 করোতু সর্বসন্তারঃ সর্বদব্যাসমারিতঃ ॥ ১৮৯
 ইতি ঋদ্ধা মহদ্ধাক্যং বাসিষ্ঠশ্চ যথার্থকম্ ।
 উবাচ লক্ষ্মণং ধীমান্নানার্থপরিবৃৎহিতম্ ॥ ১৯০
 শ্রীরাম উবাচ ।
 শৃগু লক্ষণ মহদ্ধাক্যং ঋদ্ধা তৎ কুরু সহস্রম্ ।
 হয়মানয় যতেন বাজিমেষবক্রিয়ৌচিতম্ ॥১৯১ ॥
 শেষ উবাচ ।
 ঋদ্ধা বাকং রথুপতেঃ শক্জিলক্ষ্মণস্তদা ।
 সেনাপতিমুবাচেদং বচো বিবিধবর্ণনম্ ॥ ১৯২
 লক্ষ্মণ উবাচ ।
 বীর্যাকর্ণয় মে বচঃ সুমধুরং ঋদ্ধা ত্বরাতঃ পুনঃ
 কুর্বন্ত ক্ৰিপালমৌলিমুকুটপ্রেচ্ছাংশি রামাজয়

সেনাং কালবলপ্রঘাতনবলপ্রোদ্যৎসমখাঙ্কিনীঃ
 সজ্জাং সদ্রথহস্তিপত্তিহয়িনীমারাদ্বিধেহাবিতঃ ॥
 সজ্জীকৃত্য-বায়ুজবাস্তরঙ্গা-
 ঋবঙ্গমালা ললিতাজ্বপাতাঃ ।
 সদৃশচ্যায়ৈর্করুৎশস্ত্রবারিভিঃ
 সংরোহিতা বৈরিবলপ্রহারিভিঃ ॥ ১৯৭
 সংলক্ষ্যন্ত্যং হৃৎমনঃ পবনতাভা
 আধোরণৈঃ প্রাসকুস্তাগ্রহস্তৈঃ ।
 শূরৈঃ শ্রংসদ্ব্যরিদানোপহারাঃ
 ক্ষৌবাণাস্তে সর্বশস্ত্রানুপূর্ণঃ ॥১৯৫
 বিততবহুসমুদ্ধিত্রীজমানা রথা মে
 পবনজবনবেগৈরাজিভির্গুজ্জদেহাঃ ।
 বিবৃধরিপুর্বিদাশম্মারকৈরায়ুধাতৈস্-
 ত্তূতবলভিবিভাগা নীঘতাং স্মতরুদ্ভেদাঃ ॥১৯৬
 পতয়ঃ শতশো মহামায়াভ্রাত্ত্রানুপার্ণয়ঃ ।
 হয়মেধাইবাহস্ম রক্ষণে বিততোদ্যামাঃ ॥১৯৭

পূজা কর। ১৮১—১৮৬। দীন দরিদ্র অক্ষ
 ব্যক্তদিগকে মনোমত বস্তু দান কর। যথা-
 যোগ্য অর্থ ও বস্ত্র দান করিয়া তাহাদিগের
 পূজা ও সমাদর কর এবং তুমি সৌভাগ্য
 কনকময়ী প্রতিমা পত্নীর প্রতিনিধি করিয়া
 তৎসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া ভোগবিলাস
 পরিত্যাগপূর্বক কটীহটে মেখলা ও মৃগচর্ম
 পরিধান, মৃগশৃঙ্গ ধারণ, ও ভুলে শয়ন
 করত ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন কর এবং যজ্ঞোপ-
 যোগী সমস্ত বস্ত্র আহরণপূর্বক যজ্ঞের
 অল্পস্থান করিতে থাক। ধীমান রাম বিশিষ্ট-
 দেবের উজ্জ্বলপ্রকার যথার্থ সদৃশাক্য শ্রবণ
 করিয়া সদ্যুজ্জ্বলপূর্ণ বচনে লক্ষ্মণকে কহি-
 লেন, —লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা শ্রবণ
 করিয়া সহস্র অশ্বশালা হইতে অশ্বমেধযজ্ঞের
 উপযোগী উত্তম অশ্ব বাছিয়া আনয়ন কর ।
 ১৮৭—১৯১। অনন্তদেব কহিলেন,—শক্-
 জিৎ লক্ষ্মণ রামের বাক্য শুনিয়া সেনাপতিকে
 বলিলেন,—হে বীর! তুমি আমার সূর্মধুর
 বাক্য শ্রবণ কর; রামের আজ্ঞানুসারে

তুমি সহস্র অশ্বক-তুল্য প্রবল শক্দিগের
 দলনসমগ্ৰ উত্তম রথ সহ হস্তী অশ্ব ও পদা-
 তিক সেনা সুসজ্জিত কর। সেই সুসজ্জিত
 সেনাগণ বলদর্পে প্রতিদ্বন্দ্বী তুপালবর্গের
 মৌলিমুকুটে বিরাজ করুক। যাহাদের পদ-
 বিক্ষেপ তরঙ্গভঙ্গের স্তায় মনোহর, বায়ুর
 স্তায় বেগগামী ঈদৃশ অশ্বসকল সুসজ্জিত
 হউক, শক্দিগের দলনসমর্থ প্রবলবিক্রম
 অঝোরোত্তী সৈন্তগণ বহুতর অশ্বশূলহীয়া
 সেই সকল অশ্বের উপরে আরোহণপূর্বক
 শোভা পাইতে থাকুক। বহুদক্ষায়া পক্ষত-
 তুল্য দ্রুতকায় উগ্রহস্তী সকল, বহুতর
 অশ্বশূল পৃষ্ঠে বহনপূর্বক প্রাসকুস্তানুপার্ণী
 পগাকান্ত হস্তপক সহ বিরাজ করিতে
 থাকুক। আমাদের যে সকল অশ্ব দর্শন
 করিলে লোকেই দৈত্যপুঙ্কেব কথা মনে হয়,
 সর্বা গণ সেই সকল অশ্বের বলভিভাগ পূর্ণ
 করিয়া সুসজ্জিত বিবিধ ধনবস্ত্রপূর্ণ উত্তম
 রথে পবনের স্তায় বেগগামী উত্তম অশ্ব
 সকল যোজনা করুক। শার্বক শস্ত্রপাণি
 পদাতিক দৈত্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্ত লক্ষণস্য মনঃশব্দঃ ।
 সেনানীঃ কালজিরায়া কারয়ামাস সজ্জিতম্ ॥
 দশক্ষবকমণ্ডিতো লঘুসুরেমশোভাধিতো
 বিবিক্তগলশুক্ৰিভিত্তককঠকোশে মণিঃ ।
 মুখে বিশদকর্ণস্থয়ক শিতিসুহৃৎকর্ণদ্বয়ো-
 ব্যরাজত তদা হযো ধুতনরাগ্রারামাচ্ছটঃ ॥১৯৯॥
 কবলাশোভিতমুখং সুরদ্রুদ্রাবিশোভিতম্ ।
 মুক্ৰাকলানাং মাল্যভিঃ শোভিতো নিবযৌ হযঃ
 শেত্রাপত্রয়তিঃ সিতচামরশোভিতম্ ।
 বহুশোভাপত্রীতাক্ষো নিযযৌ হারয়াত্রি ততঃ ।
 অগ্রতো মধ্যতশ্চৈকে পৃষ্ঠতঃ সৈনিকাস্থবা ।
 দেবা হরিরং যথা পুংং সেবন্তে সেবনোচিতম্
 অথ সৈন্তং সমাহুয় সমীক্ষ্যাপযত্বণা ।
 হস্তাশ্বরথপত্নীনাং বুদ্ধৈঃ সুবহুসদৃশম্ ॥২০০॥
 ততস্ততঃ সমেতানাম্ সৈন্তানাং শ্রীযতে ধ্বনিঃ

কারবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া আমার নিকটে
 আগমন করুক । ১৯২—১৯৭ । মহাত্মা
 লক্ষণের এইরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া সেনা-
 পতি কালজিৎ অবিলম্বে সমস্ত কার্য সম্পন্ন
 করিলেন, — যজ্ঞীয় অথ সুসজ্জিত হইয়া
 আনাত হইল ; সেই অশ্বের অঙ্গে দশটা
 ক্ষবক চিহ্ন, গলদেশে, পবিত্র শুক্তি চিহ্ন,
 গৌবাদেশে মণি এবং সন্মীক্ষে সুন্দর সুন্দ
 সুন্দ রোমরাজি বিরাজমান ; হারয় কর্ণখুগল
 শ্রামবর্ণ এবং অতি থল, মুখে শ্বেতবর্ণ
 কাষ্ঠি, এবং অঙ্গ হইতে অভিনব জ্যোতি
 বাহির হইতেছে ; মুখে প্রদত্ত খাদ্যাগ্রাস
 শোভা পাইতেছে, শ্বেত ছত্র ও শ্বেত চামরে
 সুশোভিত ও সন্মীক্ষে বিবিধ রত্ন এবং
 গলদেশে মুক্ৰামালা দ্বারা সুশোভমান,
 সুসজ্জিত সেই অশ্বরাজ বহির্গত হইলেন, —
 দেবগণ যেমন হরির চতুঃপাশ্বে বেষ্টন
 করিয়া অবস্থায় করেন, তজপ সৈনিকগণ
 সেই হরির অর্থাৎ অশ্বের অগ্র পশ্চাৎ,
 এবং পাশ্বেদেশ বেষ্টন করিয়া বিরাজ
 করিতে লাগিল । অনন্তর হস্তী, অশ্ব, রথ
 এবং পদাতিক গণে অতিসঙ্খল সেই সৈন্তগণ

ততো হৃদ্বভিনাদোহভূতস্মিন পুরবরে
 তদা ॥ ২০৪ ॥
 ভিন্নিনাদেন শূরাণাঃ প্রিয়ৈশ্চ মহতা তদা ।
 কম্পন্তে গিরয়শ্চক্ষাঃ প্রাসাদা বিচলান্ত চ ॥২০৫॥
 হ্রেষারবো মং নিাসীর্বা জিনাং মুহ্যতাং নৃপ ।
 রথান্দ্রবতসুদ্রুপ্তা ধরা সঞ্চলতীব সা ॥ ২০৬ ॥
 চলন্তে গজযুধেশ্চ পৃথ্বী কৃদ্ধা সমস্ততঃ ।
 রজস্ত প্রচলন্তত্র জনাশুকীনা মাদধাৎ ॥ ২০৭ ॥
 নিজ্জগাম মহাগৈশ্চত্ব ছত্রৈঃ সঙ্ঘাদ্য ভাস্করম্ ।
 সেনান্তা কালজিরায়া প্রেরিতং জনসঙ্খলম্ ॥
 গজস্তস্তত্র বীর্যাগ্যাঃ কুর্ষন্তো রণসমভ্রমম্ ।
 রঘুনাথস্ত যাগায় সজ্জান্তে প্রযয়ুর্দা ॥ ২০৯ ॥
 যুগমদময়ম্ স্বেষঙ্গরাগং দধানাঃ
 কুঙ্গুমবিনমলাশোভিনশ্চোক্তমাঙ্গাঃ ।
 মুক্ৰটকটকভূনাভূবতঙ্গাঃ সমস্তা
 যযুরবানপতেশ্চৈব ব্রাজয়া চাপি সর্বে ॥২১০॥

তখন উর্জেষ্টের ডাকিয়া সকলকে আদেশ
 করিতে লাগিল । অনন্তর সেই অঘোষণা-
 মগরীতে চতুর্দিক হইতে আগত সৈন্তগণের
 কোলাহল, এবং হৃদ্বভিন্দ্রা হইতে লাগিল ।
 ১৯৮—২০৬ । বীরপ্রিয় সেই উচ্চ হৃদ্বভি-
 নিনাদে দর্শিত কম্পিত ও উচ্চ প্রাসাদ সকল
 বিচলিত হইয়া গেল । রণোচ্ছিন্ন অশ্বগণের
 হ্রেষারব এবং রথচক্রসমূহের ঘর্ঘরধ্বনিতে
 চতুর্দিক তুমুল হইয়া উঠিল, পৃথিবী কম্পিত
 হইতে লাগিল । প্রচলিত গজযুধে পৃথিবী
 চারিদিকে কঁদু হইয়া গেল । বুলিরাশি উচ্চান
 হওয়ায় লোক সকল অদৃশ্য হইয়া গেল ।
 সেনাপতি কালজিৎ কর্তৃক প্রণোদিত
 সেই জনসঙ্খল সৈন্ত বর্গ ছত্রসমূহে সূর্যা-
 দেবকে আচ্ছন্ন করিয়া বহির্গত হইল ।
 রঘুনাথের যজ্ঞের নিমিত্ত সজ্জিত সেই
 সকল বিখ্যাত বীরগণ বীরদর্পে গজজন
 করত লোকের মনে সংগ্রাম-শঙ্কা উৎ-
 পাদনপূর্বক পরমানন্দে নির্গত হইতে
 লাগিলেন । ২০৫—২০৯ । সেই বীর-
 গণের অঙ্গে কস্তুরীর অঙ্গরাগ, গলে উৎ-

ইত্যেবং তে মহারাজং যযুঃ সেনাচরাস্বয়াঃ ।
 ধনুর্দ্ধরাঃ পাশধরাঃ খড়্গধরাঃ কুটুম্বমাঃ ॥১১১
 এবং শনৈঃ শনৈঃ প্রাপ্তৌ মগুপং বাগ-

চিহ্নতম্

হয়ঃ খুরক্ষততলাং ভূমিং কুর্দধনং প্রবন্ ॥১১২
 রামো দৃষ্ট্য হরিং প্রাপ্তং বহুসমুদ্রমানসঃ ।
 বসিষ্ঠং প্রেরয়ামাস ক্রিয়াকর্তব্যতাং স্মৃতি ॥১১৩
 বসিষ্ঠৌ রামমাহুয় স্বর্ণপত্নীসমাস্বতম্ ।
 প্রয়োগং কারয়ামাস ব্রহ্মতাপানোদনম্ ॥১১৪
 ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধরে মৃগশৃঙ্গধারণঃ ।
 তৎকর্ম্ম কারয়ামাস রামঃ পরপুঞ্জয়ঃ ॥ ১১৫ ॥
 প্রারেভে যাগকর্ম্মাণি কুণ্ডং মগুপসম্মতম্ ।
 তত্রাচার্য্যোহভবদ্ব্যামান বেদশাস্ত্রবিচারিবৎ ॥
 বসিষ্ঠৌ রপুনাত্মশ্চ কুলপুঙ্গবকুর্দধনঃ ।
 ব্রহ্মস্তুত্রাচরদ্বার্য্যং কস্ম্যাস্ত্যস্তপোনিধিঃ ॥

বায়ৌকির্দুনিরপকর্দুনিঃ কল্পস্ত দ্বারপঃ ।
 অগ্নৌ দ্বারিণি তদ্বাদন শতোরণশ্চানি
 বৈ ॥ ১১৬ ॥

দ্বারি দ্বারি দ্বয়ং বিপ্র বায়বপাপিঃস্ববিৎ ।
 পুপিদ্বাবে মুনিশ্রেষ্ঠৌ দেবলাসিতসংক্রতো ॥
 দক্ষিণদ্বারি ভূমানৌ বশুপাত্নৌ তপোনিধী ।
 পশ্চিমদ্বারি কবতো জাতুকর্ণোহবজাজলিঃ ।
 উত্তরদ্বারি মুনৌ শৌ দিতৌককত্বাপসৌ ॥১২০
 এবং দ্বারবিবিং কুমা বসিষ্ঠং কুস্তসম্ভবঃ ।
 হনাব্যাত্য সংপূজ্যং বর্জুমারভত দ্বিজ ॥১২১॥
 সুবাসিনস্ত্যস্ময়ত্ত্বং বাসোহনকারশোভিতাঃ ।
 হবিঃস্ম্যক্তগাম্বাদ্যৌ পূজয়াম্যুর্দ্বারচ্ছিতম্ ॥১২২
 নীবাঞ্জনং তন্তে কত্বা পূণ্যিহ্মাঙ্করুম্মণৈঃ ।
 বর্কপিণং জনা নেশ্যৌচেকুস্তা বাডবাক্সমা ॥১২৩

কৃষ্ট পুষ্পমালা, মস্তকে মুকুট,—এবং
 হস্তাদি অবয়বে বেসরাপি ভূষণ। তাহার
 নকলে রাজ্যব আদেশে যজ্ঞভাজ্য গমন
 করিতে সাজ্জত হইলেন। এইকালে সেনা-
 গণ, ধনু পাশ ও খড়্গাদি যস্ত্র লক্ষ্য গ্রহণ
 পূর্বক অবলম্বে মহারাজের নিবর্তি পিসা
 উপস্থিত হইল। সুসাজ্জত যজ্ঞীয় অৰণ্ড
 সবেগগাত দ্বারা আকাশে উৎপ্লান এবং
 খুরাঘাতে ভূবিদারণ করত ধীরে ধীরে
 যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। রাম যজ্ঞীয়
 অৰণ উপস্থিত দেখিয়া সান্ত্রিশয় আস্থাদিত
 হওত বাশষ্ঠমুনিকে যজ্ঞের ইতিকর্তব্য সম্পা-
 দন করিতে আদেশ করিলেন। বশিষ্ঠ,
 সুবর্ণময়ী পত্নীসমবিত রামকে আহ্বান
 করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশক কার্য্য সকল
 অগ্রে সম্পাদিত করিলেন। ১০—১১৪।
 শক্রবিজয়ী রামও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বে-
 পূর্বক মৃগশৃঙ্গ ধারণ করিয়া, বশিষ্ঠদেব যে
 ক্রমে কার্য্য করিতে বলিলেন, তৎসমস্তই কর-
 লেন। অনন্তর সেই যজ্ঞমগুপের অল্পকণ
 যজ্ঞীয় কুণ্ডে প্রকৃত যাগ আরম্ভ হইল। বেদ-
 শাস্ত্রে পারদর্শী রামের কুলগুরু ধীমান

বশিষ্ঠমুনি সেই ব্যপোগে পাচাৰ্য্য হইলেন।
 সে গ্রন্থনা তপোনিধি অগস্ত্যদেব বর্ক-
 পিণ্ডে যা বর্কিলেন। বায়ৌকি মুনি গোত্র-
 বন্যে বর্তী হইলেন। বহুমুনি দ্বাররক্ষ-
 দেব শিবি কাবলে নামসনেন। সেই বজ্র-
 গুণে উভয় কোবাপুত্র হাতটা দাব নিশ্চিত
 হইলছিল। সে বিপ্রা প্রত্যেক করে এক
 একজন মস্তক পানব হাবিষ্ঠত পরিগেল।
 পূর্ণদিকেব তপ দ্বারে দেবল ও অসিত
 নামক দুই মুন, দক্ষিণপদ দুই প্রাবে তপো-
 নিধি কাশ্মীরে ও পশ্চিমদক্ষিণ দ্বারদ্বয়ে
 জাতকণ ও জাজনি, এবং উত্তরদিকের দ্বার-
 দুইদৌদ্রৌক ও একত মুন নিয়ুক্ত হইলেন।
 ১১৪—১২০ কে দ্বিজ। এইকালে দ্বাররক্ষণের
 বাবস্থা করিয়া বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যমুনি যজ্ঞীয়
 অশ্বের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।
 সুবাসিনী বিলম্বমণী রম্যমুণ বপুলঙ্কারে
 বিচুম্বিত শত্রু পাগমন করন কার্ভাদিগের
 আদেশামুদ্বারে হরিদা অক্ষত ও গাম্বাদি-
 দারা সেই পূজিত যজ্ঞীয় অশ্বের পূজা করিয়া
 নীবাঞ্জন (বরণ) ও মগুপ পূণ্যারা বর্কনা
 করিল। তৎপরে কুছুমাদি অগুক্ষ জব্য-

এবং সম্পূজা বিমলে ভালে চন্দনচর্চকৈ ।
 কুঙ্কমাদিকগন্ধচৌ সর্গশোভাসমবিশে ॥২০৪
 ববন্ধ ভাস্কর পত্র তপ্তহাটকনিশাশ্ব ।
 তত্রালিখদ্ধাশরণে প্ৰশাপবনমুক্তকম্ম ॥২০৫
 সূর্যবংশধরজো বন্যে বহুদিশে শুভৌর্ভকঃ ।
 যং দেবঃ সাস্করঃ সপ্তে নমান্তি মণিমৌলিভিঃ
 তপ্তাশ্রজো বীববল পর্ণগাবী রঘুবহঃ ।
 রামচন্দ্রো মহাভাগঃ সর্গশর্কশিরোমণিঃ ॥২০৬
 তন্মাতা কৌশলনৃপ গম্ভীরাসমুদ্রযুগ ।
 তপ্তাঃ কৃষ্ণভবং বরঃ রামঃ শকবহঃ ॥২০৮
 করোতি ত্রয়মেবং দেব ভ্রাক্ষাশেন সূর্শিক্ষিতঃ ।
 রাবণভিবিবেশেদন বরাণশপনুভবে ॥ ২০৯ ॥
 মোচিতেস্থেন বাহানং পুত্রাঃ সৌভাগ্যমাং বরঃ
 মহাবনপরীবীর পারশ্যাতঃ সুরক্ষিতঃ ॥ ২১০ ॥
 তদক্ষকোহাঁপ হুদ্ভ্রাতাঃ শকব্রা নবনাভয়ঃ ।
 হস্তাপরথপাদান-সত্যবসনাসারিতঃ ॥ ২১১ ॥
 যত্র রাজ্ঞ ইতি বসৌ নান্যঃ প্রাচন্দ্রবৎসরাশ্ব ॥

দিলেবিন চন্দনচর্চকৈ - প্রশোভিত অর্থ-
 লগ্নাটে টেলে চন্দনচর্চকৈ অর্থাৎ চন্দন
 কাঁববা দেওয়া বসলে সেই পুটে যথেষ্ট
 বন্য ও প্রহাটের মতো একটুও গন্ধ
 হইয়াছিল। ২০২-২০৫। যিনি কুঙ্ক-
 মাদিদিগ দীকার করিতেও শুভ, দেব-
 দৈতাগণ বাহাছে নমস্কারে প্রায় করে,
 সেই সূর্যকৃষ্ণধর বাজা দশরথের পুত্র
 নিপল বীরের শিবোমণি কৌশলী নন্দন
 শকবজয়ী মহাভাগ রামচন্দ্র, বাকনের
 আদেশে রাবণরূপ বিবস্বজনিভ পাপের
 ফালন নিমিত্ত অশ্রমে যজ্ঞ করিতে
 প্রবৃত্ত হইয়া এই যজ্ঞীয় অগ্নি উৎসর্গ কাঁববা
 ছাড়িয়া দিয়াছেন,- হাঁকার লগ্নাবিনয়ী
 ভ্রাতা শকব, বৃত্তবহুশী অশ্ব ও পার্ব্বাটিক
 সৈন্ত-পরিবৃত্ত হইয়া এই অগ্নি রক্ষা কারবার
 জন্ত নিযুক্ত হইয়াছেন--“আমি বড় বীর,
 আমি শত্ৰুহরদিগের শ্রেষ্ঠ, আমার স্তায়
 যোদ্ধা আর কেহ নাই”,--এইরূপ বাহাদের
 বলগর্ভী আছে, এইরূপ অভিমানে যে রাজা

পূবা বন্য বন্যকাঁববর্ষে বয়মিহোৎকটাঃ ॥২০২
 নে গুহুগ্ৰং বন্যবন্যে বন্যমানাবিভূসিতম্ ।
 মনৌবেদেঃ স মনবা নপগতাশিভাশ্বরম্ ॥২০
 ততো মোর্শিলা ভ্রাতা শকব্রো লৌলয়া হৃষ্টাৎ ।
 শরাসনবানবিকলবৎসদন্তপ্তঃ তৎপরঃ ॥ ২০৪
 ইতোবমাদ চ পালথা মনুনীল্লঃ
 শ্রীগমেচন্দ্রগাবানশং ব্রহ্মপম্ ।
 শৌভাগ্যবানমিনো নাতনবাবীঘবেগং
 পাতালিঃ ক্ৰোধাৎ পথবগো মুমোচ ॥ ২০৫
 শকব্রমাদিদেখান রামঃ শপ্তভূতাং বরঃ ।
 যাং বাহুগা রক্ষার্থে পুর্নিত্তে প্ৰেচ্ছয়া গতোঃ ॥
 শকব্র গজ্ঞ বাহুগা মাংস ভদং ভবেৎ তব ।
 ভবেতাং শকব্রব্রৌ রিপুকর্ষণে তে তুজৌ ॥
 যে যোদ্ধারঃ শ্রীতবগতাংস্তে বহা বারণীয়া
 বাহুঃ রক্ষ শকব্রগণবঃ সখুঃ সন্মহোষণাম্

নাদাঃ উন্নত সাছেন, তিনি আসুন;
 মনসরা এই বন্যমানাভূতি মনের স্তায়
 বোগ্যমাদিগের পক্ষের পক্ষাভিনয়ে শিক্ষিত
 যবেচ্ছাভিনয় অধ্বাশকব্র বনপৃমক গ্রহণ
 করুন, মনোর পক্ষাশকব্র ভাইর নিকট
 হইতে আনিবারকেন শকব্রনে ভাহাকে
 ছিন্ন ভিন্ন করিতে অগ্নি করিয়া লইবেন।”
 ২০৮-২০৯। বাহুগা মনস দেব, শ্রীরাম-
 চন্দ্রের বন্যভিনয় হইলে বাহুগার পত্র অশ্ব-
 ভালে পরিচালনা, পালন হুঁতল সর্ষত্র
 মনসিলা ভ্রাতা শকব্রবন্যোভাগিভ বায়ু
 মপেক্ষাও বোগ্যমাদি অগ্নির ছাড়িয়া
 দিলেন। ২০৫। শকব্রাশ্ববর রাম
 শকব্রনে মনোর পক্ষবন, বন্যপা ভূমি
 এই যজ্ঞীয় অগ্নি উৎসর্গ করিমিত্ত ইহার
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন হইবে, অর্থ যে দিকে
 যাইবে, সেই দিকেই গমন করিও, ইহার
 যথেষ্ট গমনের ব্যাঘাত করিত না, যাও
 তোমার মঙ্গল হইবে। হে রিপুদমন! এই
 অশ্বরক্ষা করিতে গয়া ভূমি বাহুবলে অনেক
 শক্ৰ জয় করবে। যে সকল যোদ্ধা অশ্ব
 কাড়িয়া লইবার জন্ত তোমার সহিত যুদ্ধ

সুপ্তান্ ভ্রষ্টান্ বিগতবগনান্ ভীতভীতান্

প্রণতান্ ॥

মা হস্তাস্তান্ স্মৃতিকৃতিনো যেন শংসন্তি কৰ্ম্ম
 বিরথান্ রথসংহৃত্তং যে বদন্তি বয়ং তব ।
 তে ত্বয়া ন নিহন্তব্যাস্তাঃ শক্রেন স্মৃকৃতিযথা ॥২৩৯
 যো হস্তাদ্ধিমদং মত্তং সুপ্তাঃ ভয়ভরাতুরম্ ।
 তাবকোহহং ক্রবানসু স রজ্যভ্যধমাঃ গতিম্ ॥
 পরশ্বে চিত্তবৃত্তিঃ স মা কৃপাঃ বরদারকৈ ।
 নাচে র্যসি মা বিদব্যাসঃ সমসদ্বন্দ্বনদ্যিত্ত ॥
 পুৰ্ব্বং প্রচারঃ পুৰ্ণানাম্ মা কুবাবা খরিত্ত্বং ।
 পূজ্যপূজাব্যাজ্ঞকাম্য মা বিবেহি দয়ানিত্ত ॥
 গাং বিপ্রঃ স্বং নমদৰ্ঘ্যা বৈষ্ণবঃ দশ্ৰাদঃপুতম্ ।
 অভিবাদ্য যতো গচ্ছেত্তত্র সিদ্ধিমবাপুয়াং ॥
 বিষ্ণুঃ সন্মেশ্বরঃ সাক্ষী সন্নব্যাপকদেহভূৎ ।
 যে তদীয়া মহাবাহো তজ্ঞাপা বিচরন্তি হি ॥ ২৪৪

করিতে আসিবে, তুমি নিজের গুণপন্ন
 দেখাইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অশ্ব-
 রক্ষা করিবে, তুমি সুপ্ত, পলায়িত, ভয়ে
 গলিতবসন, প্রণত এবং যাহারা সংকল্পে
 অল্পরাগী মহাত্মা একপ লোককে প্রহার
 করিও না । রথখীনের সাহচর্য্যাকট হইয়া
 যুদ্ধ করিও না; তুমি সংকল্পরত, তোমাকে
 এবিধে উপদেশ করা বাল্যন্যমাত্র । তথাপি
 বলিতেছি, —সুপ্ত, মত্ত, ভয়ভর, এবং যে
 ভয়ে শরণাগত হইয়াছে ও যাহার আদৌ
 বলগৰ্ব্ব নাই; একপ ব্যক্তিকে বধ করিলে
 অন্তিমে অবোগতি হইয়া থাকে । ২৩৯-২৪০
 হে অরিদমন! তুমি সম্ভাবন পদ্বণে
 ভূষিত, তোমাকে অধিক আশঙ্কিত বানব,
 পরধনে বা পরদায়ে কদাচ লোভ করিও
 না । নিরুপ্ত লোকের সহবাস করিও না ।
 বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে অশ্রু প্রহার করিও
 না । সৰ্বদা সদয় ভাবে থাকিবে । নৃশংসতা
 প্রকাশ করিবে না এবং পূজনীয় ব্যক্তিকে
 পূজার ক্রটি করিও না । তুমি গো, বিপ্র,
 ও ধার্ম্মিক বৈষ্ণব দেখিলে প্রণাম করিবে ।
 ইহাদিগকে প্রণাম করিয়া যেখানে যাইবে,

যে স্মরন্তি মহাবিষ্ণুং সৰ্ব্বভূতহৃদি স্থিতম্ ।

তে মন্তব্যাস্তা মহাবিষ্ণু-সমরূপা রথুত্তম ॥ ২৪৫

যশ স্মীযো ন পারক্যো যশ মিত্রসমো রিপুঃ ।
 তে বৈষ্ণবাঃ ক্ষণাদেব পাণিনং পাবরন্তি হি ॥
 যেসোঃ শিবা ভাগবতং তেবাং বৈ
 ব্রাহ্মণাঃ প্রিয়াঃ
 বৈকুণ্ঠাৎ প্রোবিতান্তেহত্র লোকপাবনহেতবে
 যেথা যুগে হরেনাম হৃদি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।
 উদরে বিষ্ণু-নৈবেদ্যঃ স পাপাকোহপি বৈষ্ণবঃ
 যেসোঃ বেদাঃ প্রিহতমান চ সংসারজং সুখম্ ।
 সৰ্বস্মানরতা যেহত্র তারমস্কৃষ্ণিহাধিতান্ ॥ ২৪৯
 শিবে বিকো ন বা ভেদো ন চ ব্রহ্মমহেশয়োঃ

তথায় অশীষ্ট সিদ্ধ হইবে । হে মহাবাহো!
 সপেশ্বর বিষ্ণু সৰ্বব্যাপী দেহ ধারণপূৰ্বক
 সকলের অন্তর্ধ্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন,
 যাহারা তাহার সাহচর্য্যে ঘনিষ্ঠ সহস্রগুণ অর্থাৎ
 সক্ষমা সেই নিখিল প্রাণীর হৃদয়বাহারী
 মহাবিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া থাকেন; তাহারা
 বিদূষকপ হইয়া বিচরণ করেন । হে রথুত্তম!
 তুমি সেই বিষ্ণুভক্ত মহাত্মাদিগকে মহাবিষ্ণু-
 রূপে জান করিবে । যাহার নিকটে আশ্রয়
 পর সবই এক, অবিক কি অনিষ্টকারী
 শত্রুও মিত্র বলিয়া পরিগণিত; সেই বিষ্ণু-
 ভক্ত ব্যক্তির সংসর্গে দাপী ব্যক্তি ক্ষণকাল
 মধ্যেই পবিত্র হইয়া যায় । ভাগবত ষাঁহাদের
 প্রিয় বস্তু, ব্রাহ্মণকে যাহারা ভক্তি করেন,
 তাহারা সামান্ত ব্যক্তি নহেন, তাহারা
 লোকদিগকে পবিত্র করার নিমিত্ত, বৈকুণ্ঠ
 হইতে বিষ্ণুকর্কুক প্রেরিত । যাহার যুগে
 সৰ্বদা হারাম, হৃদয়ে সনাতন বিষ্ণু, এবং
 উদরে বিষ্ণু-নৈবেদ্য অর্থাৎ যাহারা খাদ্যবস্তু
 বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া আহার করেন,
 ত্রিনি জাতিতে চণ্ডাল হইলেও গরম
 বৈষ্ণব । ২৪১—২৪৮ । যাহারা বেদব্যাক্যকে
 প্রিয়তম জান করেন, সংসারসুখ তুচ্ছ মনে
 করেন, এবং স্বয়ং নিরত থাকেন, তুমি
 তাহাদিগকে প্রণাম করিও । শিবে এবং

তেষাং পাদরজঃ পুতং বহাম্যঘবিনাশনম ॥২৫॥

গোব্রী গঙ্গা মহালক্ষ্মীরস্থ নাস্তি পৃথঙ্কয়া ।

তে মন্তব্যানরাঃ সৰ্বে স্বৰ্গলোকাদিহামরাঃ ।

শরণাগতরক্ষী চ মহাদানপরায়ণঃ ।

যথাশক্তি হরেঃ ক্রীতৈয স জ্ঞেয়ো বৈষ্ণবোত্তমঃ ।

যশা নাম মহাপাপ-বাশিঃ দহতি সহস্রম্ ।

তদীয়চরণধন্দে ভক্তিবশ্য স বৈষ্ণবঃ ॥ ২৫৩

ইন্দ্রিয়ানি বশে যেষাং মনোহপি হরিচিন্তকম্ ।

তান নমস্কৃত্য পুয়াং স আজন্মসরণান্তকম্ ॥

পরশ্রিয়ং ত্বং করবালবভ্যজয়

ভবেবর্ষশোভুষণভূতভূমিঃ ।

এবং মমাদেশ খাচেরংচ

লভেঃ পরং ধাম সুযোগমীড়ম্ ॥ ২৫৫

ইতি ক্রীপ্নদ্যে পাতালখণ্ডে চতুর্গোহধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণুতে কোনও ভেদ নাই, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরে কোন পার্থক্য নাই। আমি তাঁহাদের পবিত্র পদরজ মস্তকে ধারণ করি। ষাঁহার গোব্রী, গঙ্গা ও মহালক্ষ্মীকে অভিন্ন জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে স্বর্গ লোক হইতে আগত দেবতা জ্ঞান করিবে। যিনি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, এবং বিষ্ণুর ক্রীতিকামনায় যথাশক্তি প্রচুর দান করেন, তাঁহাকে বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া জানিবে। ষাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে অবিলম্বে মহাপাপরাপি নষ্ট হয়, তাদৃশ মহাশ্বার চরণযুগলে যিনি ভক্তিমান, তিনি বৈষ্ণব। ষাঁহার জিতেন্দ্রিয়, এবং মনে মনে সদা হরিচিন্তায় মগ্ন, তাহাদিগকে নমস্কার করিলে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। হে ভ্রাতাঃ! তুমি পরশ্রীকে স্মৃতিগতরবারির স্মায় জ্ঞান করিয়া, পরিত্যাগ করুত আমার আদেশমত কার্য কর, তাহা হইলে ইহলোকে অসীম যশসী হইয়া অস্তে প্রশংসনীয় পরম ধামে গমন করিতে পারিবে। ২৪৯—২৫৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

এবমাজ্ঞাপ্য ভগবান্ রামশচামিত্রকর্ণণঃ ।

বীবানালোকয়ন ভূয়ো জগাদ শুভয়া গিরা ॥১

শক্ৰশ্চ মম ভ্রাতৃক্ষ্যাজি রক্ষাকরশ্চ বৈ ।

কো গস্তা পৃষ্ঠতো রক্ষস্কারদেশপ্রপালকঃ ॥২

যঃ সর্ববীরান প্রতিন্মুখ্যমাগতান্

বিনিজ্জয়েন্নশ্চিভিদম্ সটৈষ্যঃ ।

গৃহ্নাস্বসৌ মে করবীটকং তদ-

ভূমৌ যশঃ সম্প্রথয়ন সুবিস্তরম্ ॥ ৩

ইত্যাঙ্কবতি রামে তু পুকলো ভরতাঙ্কজঃ ।

জগ্রাহ বীটকং তস্মাদপুৰাজকরাপুজাং ॥ ৪

স্বামিন্ গচ্ছামি শক্ৰ-পৃষ্ঠরক্ষাং কয়োম্যহম্ ।

সন্নদ্য সর্গতঃ শপ-চাপবাণবরঃ প্রভো ॥ ৫

সর্বমদ্য ক্ষিতিলঃ ত্বংপ্রতাপো বিজেষ্যতে

এতে নিমিত্তভূতা বৈ রামলক্ষ্ম মহামতে ॥ ৬

পঞ্চম অধ্যায় ।

অনন্ত দেব কহিলেন,—শক্ৰবিজয়ী ভগবান্ রাম, ভ্রাতা শক্ৰকে এইরূপ আদেশ করিয়া বীরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করত শুভবাব্যে কহিলেন, ‘আমার ভ্রাতা শক্ৰ অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন, কে ইহার আদেশ পালন করত অন্নগামী হইতে চাহেন? যিনি ইহার অন্নগমন করত মর্শ্বভেদী অক্ষসমূহদ্বারা পরাভবোদ্যত বীরবর্গকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি আমুন, আমার হস্ত হইতে তাসুল-বীটিকা গ্রহণ করুন, তাসুল বীটিকা লইয়া ভূতলে যশোপ্রাপ্তি বিস্তার করুন।’ রামের এই প্রকাব বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবতের পুত্র পুন্দরামের করপদ্য হইতে বীটিকা গ্রহণপূর্বক কহিলেন,—স্রোষ্ঠভাত মহাশয়! আমিই ধনুর্ধার ধারণপূর্বক সূক্ষ্মজিত হইয়া কনিষ্ঠ-পিতৃব্যমহাশয়ের অন্নসরণ করত ইহার পৃষ্ঠরক্ষা করিব। ১—৫। “হে মহামতি রাজাবিভাজ! আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র,

ভবৎকপাতঃ সকলং সমুদ্রাসুরমালুধম্ ।
 উপস্থিতং প্রযুক্তার্থং নিবারণক্ষমো হহম্ ॥ ৭
 সর্বং স্বামী ক্র. গসি যস্মৈ বিকমদর্শনাৎ ।
 এষ গম্ভাস্মি শকল্প-পৃষ্ঠবক্ষা প্রকারকঃ ॥ ৮
 এবং লবণং ভরনাম্বজং স
 প্রস্তুয় সার্বিকতালুমোদমঃ ॥
 শব্দং স সংগে ক.
 প্রভঞ্জনোদ্ধৃতমুগানং হিংস্রং ॥৯
 ভো হনুমতগণবীর গুণং মদ্যকামাদৃ
 ত্বং প্রসাদাময়া প্রাপ্তমিদং রাজ্যমকটকম্ ॥১০
 সীতারাম মম সংযোগো যোহভবজ্ঞানধিরৈঃ ।
 তারিতস্তদলং বেদ্যি সর্বং তব কপীশ্বর ॥ ১১
 ত্বং গচ্ছ মম মৈত্রস্ত পালকস্তম্মমাংসা ।
 শকল্পঃ সোদরো মহ্যং পালনীয়ত্বং যথা ॥ ১২
 যত্র যত্র মন্ত্রিভ্রংশঃ শকল্পস্ত স্তজ যতে ।
 তত্র তত্র প্রবেশিবো নাতা মম মগধাতে ॥১৩

আপনার জগদ্বাপী পুত্রপই সমস্ত ভূমণ্ডল
 জয় করিবে। আপনার রূপায় আমি দেব,
 দৈত্য, মনুষ্য—যে কেবল মুকার্গ সম্মুখীন
 হইবে, তাহাকে পরাধীন করিতে পারিবে।
 আপনি আমার বিক্রমেব বিষয় সমস্তই
 অবগত আছেন, আপনাকে যদিও বলা
 ধুইতামাত্র। পিতৃব্রাহ্মণের পৃষ্ঠরক্ষায়
 নিযুক্ত হইয়া এই নরায়ণ হইয়া বীরলয়
 ভরতনন্দন পুত্র এইরূপ নামে বটে, আমি
 সাধুবাদদ্বারা তাহার নাম অমরনামন করিত
 হনুমান প্রভৃতি প্রাণী প্রবাসী বানরগণকে
 কহিলেন,—ওহে মগধীর! হনু! তুমি
 সময়ে আমার কথা শ্রবণ কর। আমি
 তোমারই অনুগ্রহে এই পটক রাজ্য
 পাইয়াছি। ৬—১০। হে কপিবীর! নর-
 বানরগণের সমুদ্র পার হইয়া গঙ্গার গমন,
 সীতার উদ্ধার, এ সমস্ত যে হোমাবধি বল
 সম্পন্ন হইয়াছে—ইহা আমি বলক্ষণ বুঝিতে
 পারিয়াছি। তুমি আমার আদেশে মৈত্র-
 গণের রক্ষক হইয়া গমন কর, আমার সৎসা-
 দয় শকল্পকে আমার স্থায় দেখিও ৭, ৮

ইতি শ্রীমহা মহাবাহ্যঃ রামচন্দ্রশু ধীমতঃ ।
 শিরসা তৎসমাদায় প্রণামমকরণে তদা ॥১৪
 গবাদিশয়গারাজো জাদবন্তঃ কপীশ্বরম্ ।
 রথনাথশ্চ সেবায়ৈ কপীশ্বরমজঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
 অঙ্গদো গবযো মৈন্দস্তবা দ মমুগঃ কপিঃ ।
 সুগ্রীবঃ প্লবগাশিশঃ শতঃ লক্ষিকৌ কপী ॥১৬
 নীলো নলো মনোবেগোঐগস্তা বানরাজজঃ
 ইত্যেবমাদযো যুগ্ম সঙ্কীভূতা তবস্ত ভোঃ ॥১৭
 সবে রথৈঃ সন্দৈশ্চ তপ্তপটকভূষণৈঃ ।
 কাচেন শিরস্পানভূষিতা যান্ত সত্তরায়ঃ ॥ ১৮
 শেষ উগাচ ।
 সূ-স্বমাহব স্মমস্ত্রিণ তদা
 জগাদ রামো বলবীর্ঘ্যশোভিতঃ ।
 অর্নাত্যমৌলে বদ কেহর যোজ্য
 নরা হয়ং পালয়িত্বং সমার্থঃ ॥১৯
 তদ্বক্রমেবমার্থ্য জগাদ পরবীরহা ।
 হয়স্ত রকণে যোগান বলিনোহস্ত নরাধিপান

বিগদে রক্ষা করিও। হে মহামতে!
 শকল্পের কোথাও বৃদ্ধভ্রংশ ঘটিলে, আমার
 ভ্রাতা বলয় তুমি ইহাকে বুদ্ধিদান করিবে।
 হনুমান এইপ্রকার রামবচন শ্রবণ করিয়া
 শিবোবাধি করত প্রণাম কবিলেন ১১—১৪।
 হনুস্তর পূর্ববদ্য মহারাজ রাম, কপিবর
 জাদবানকে শকল্পের অনুগমন করিতে
 আদেশ করিলেন এবং অঙ্গদ, গবয়, মদধি-
 ব, মৈন্দ, বানরাজ সুগ্রীব, শতবলি,
 অক্ষয়, নল, নীল, হস্তাভি মনের স্থায়
 বেগগামী বাসুগণবে সন্দোহন করিয়া
 কহিলেন,—হে বানরগণ! হোমরা সকলে
 তবচ শিরস্পান বাধণপুঙ্ক উজ্জল স্বর্ণ-
 লকরে বিভূষিত ও মন্ত্রিজিহ হও, এবং
 অর্নাত্যমৌলে অর্নাত্যমৌলে আধোহণ-
 পুঙ্ক শকল্পের অনুগম কর। ১৫—১৮।
 অনন্তদেব কহিলেন,—অনন্তর বলবীর্ঘ্য-
 ণীলো রাম মন্ত্রিবর স্মমস্ত্রকে ডাকিয়া বলি-
 লেন,—মন্ত্রি-শশেষমে! কেন্ কেন্
 ব্যক্তিকে অধরক্ষায় নিবেগন করা যাইতে

রঘুনাথ শূন্যেতাংস্তব বীরান সূসংহিতান ।
 ধনুর্ধরান মহাবিদ্যান সর্ষশস্ত্রকোবিদান ১১
 প্রতাপাগ্রাং নীলরত্নং তথা লক্ষ্মীনিধিঃ নৃপম্ ॥
 ত্রিপুতাপং চোগ্রহয়ং তথা শর্ভং নৃপম ॥২২
 রাজন যোহসৌ নীলরত্নো মহা বীরো রথাগ্রীঃ
 স এব লক্ষ রক্ষে ক লক্ষ যুধোত নির্ভয়ঃ ॥
 অক্ষৌহিণীভির্দশ ভাতু বাহুশ রক্ষবে ।
 দংশিতঃ সশস্ত্রৈর্দশ ভাতু বরুদৈঃ ১৪
 প্রতাপঃ প্রাণৈঃ শিবে দাশির্গামনঃ ১৫ ।
 সত্যাপসংবাপানং যোক্তো সপ্ত স্বাবিকমঃ ১২৫
 এযোহক্ষৌ হ্রীবাং শতানি যাতু যজ্ঞহ্রাববে ।
 সন্নকো রিপুশাশ্রয় যুক্তঃ কোদণ্ডদণ্ডং বহু
 তথা লক্ষ্মীনিধিস্থেব যাতু রাজস্তুসত্তম ।
 যশ্চপোভিঃ শতধ্বজৈঃ প্রসাদানুস্থি চাভাশং ॥

ব্রহ্মাস্ত্রং পাশুপতাস্ত্রং গাকুচং নাগসংজিতম্ ।
 মায়ামং নাকুলং চৌর্যং বক্রবং মেঘসত্ত্ববম্ ॥২৬
 বজ্রং পাদিতমং ক্রঃ চ তথা বায়বাসঙ্গতম্ ।
 ইত্যাদিকানামস্ত্রাণাং সম্প্রয়োগবিষয়বিৎ ১২৯
 স এব নিজসৈছ্যানামক্ষৌ হ্রীনাং কয়া যুতঃ ।
 যাতু শূরাগ্রামুকুটঃ সপ্তবির প্রভঙ্কনঃ ১৫০
 রিপুতাপোহযমে যাতা গচ্ছতঃ পঃ বহুর্ভ্রাম্ ।
 সশস্ত্রাস্ত্রকুণ্ডনো বাবুধু ব শতবঃ ১৩১
 গচ্ছতঃ সেনাঃ স্বপ্নং চক্ৰং যমেতয়া ।
 শক্রস্রাজাঃ শিবে ক্রতে দানব্যা বলোৎকটাঃ ॥
 উগ্রাশ্বোহপি মহাবীরাঃ সপ্তা শর্ষবিদেব চ ।
 সযে যাদু স্তম্নপাক্ষব বাস্ক পালকাঃ ১৩৩
 শ্রীং ভাষিঃ মাকবি শস্ত্রিণঃ প্রজহ্ব চ ।
 আজ্ঞাপয়ামাঃ সতানি সূমন্ত্রাঃ যতান ভতান ॥
 বেহুক্রাঃ রঘুনাথস্য প্রাপ্য মোদং প্রপেদিরে

পাবে, তাহা বলি : শক্রজব-সমর্থ সূন্য
 রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কোন কোন
 নরপতি বলবান এবং অশ্রক্ষাব উপযুক্ত
 তাহা বলিতে লাগিলেন। হে রঘুনাথ !
 আপনার নিকটে সকল প্রকার অস্ত্রবদ্যায়
 পারদর্শী সুপণ্ডিত ধনুর্ধর এই বীরবর
 নীলরত্ন, প্রতাপাগ্রা, লক্ষ্মীনিধি, ত্রিপুতাপ,
 উগ্রাশ্ব এবং শর্ভবৎ রাজার পরিচয়
 দিতেছি, শ্রবণ করুন। ১১—২২। রাজন!
 ঐ যে রথদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর নীলরত্ন,
 উনি নিভীকচক্রে একাকীই লক্ষ লোকের
 সহিত যুদ্ধ এবং লক্ষ লোককে রক্ষা করিতে
 পারেন। উনি, শিবস্নানকবচধারা বল-
 গঙ্কিত দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া অশ্রক্ষা
 করিতে গমন করুন। নিখিল অস্ত্রবিদের
 অগ্রণী যে প্রতাপাগ্রা, যুগপৎ দুই হস্তে বাণ
 বর্ষণ করত অক্ৰমে অসংখ্য শক্র অবসর
 ও ক্লান্ত করিয়াছেন, তিনি শক্রবিনাশে
 উদ্যত হইয়া শস্য ও ধনুর্ধর ধারণপূর্বক
 বিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া অশ্রক্ষায়
 গমন করুন। ২৩—২৬। আর এই রাজস্তু-
 সত্তম লক্ষ্মীনিধি,—যিনি তপস্বাদ্বারা ব্রহ্মাকে,
 পরিতুষ্ট করিয়া ঈশ্বর নিকট হইতে ব্রহ্মস্তু,

পাশুপতাস্ত্র, গাকুচাস্ত্র, নাগপাশ, মায়ামন্ত্র,
 নাকুলাস্ত্র, চৌর্যাস্ত্র, বক্রবাস্ত্র, মেঘসত্ত্ব
 বজ্রাস্ত্র, পাদিতমং বায়বাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ
 অস্ত্রসমূহের প্রয়োগ সংহার শিক্ষা করি-
 য়াছেন, সেই বীরবর্গ-শিরোমণি নিখিল
 শক্রবর্গের পক্ষে ভীম প্রভঙ্কনরূপ লক্ষ্মী-
 নিধি এক অক্ষৌহিণী নিজ সৈন্য লইয়া সঙ্গে
 গমন করুন। আর ধনুর্ধরবাহুর অগ্রগণ্য
 সকল প্রকার অস্ত্রবদ্যায় নিপুণ ত্রিপুতাপের
 দাবানলরূপ এই ত্রিপুতাপ অদ্য অশ্র-
 ক্ষায় যাত্রা করুন। ইহার কুমার শক্রজের
 আজ্ঞা শিরোধার্য করত চতুরঙ্গ সৈন্য
 সমভিব্যাহরে অনুগামী হউন। আর এই
 মহারাজ উগ্রাশ্ব এবং এই শর্ভবৎ ইহারা
 সকলেই যুদ্ধসজ্জায় সাজিত হইয়া আপনার
 অশ্রক্ষা করিতে যাবেন। মহারাজ
 রাম এই প্রকার সূমন্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া
 পরম আনন্দিত হইয়া সূমন্ত্রকথিত সেই
 যোদ্ধগণকে আদেশ করিলেন। ২৭—৩৪।
 সেই রণোদ্ধারী সূমন্ত্রগণ বর্হদান হইতে
 যুদ্ধ কামনা করিতেছিলেন; তৎকালে
 রামের একমুখ আদেশ পাইয়া সাতিশয়

চিরকালং সাম্প্রায়ং বাঞ্ছতা যুদ্ধস্বর্ষদাঃ ॥৩৫
 সন্নদ্ধাঃ কবচাদৈশ্চ তথা শাস্ত্রাস্তবর্তনৈ ।
 যযুঃ শক্রস্রসংবাসং সীতাপতিপ্রণোদিতাঃ ॥৩৬
 শেষে উবাচ ।
 অথোক্তো ঋষিণা রামো বিধিনাপূজয়ং সহ ।
 আচার্যাদীনুযান্ সন্নান যথো ক্রবরদক্ষিণৈঃ ॥
 আচার্য্যায় দদৌ রামো হস্তিনং সষ্টিধায়নম্ ।
 হয়মেকং মনোবেষণং ব্রহ্মমালাবিভূষিতম্ ॥৩৮
 পৌরটং রথমেকং চ মণিরত্নবিভূষিতম্ ।
 চতুর্ভীকাজিভিষু ক্রং সশোপঞ্চরসংযুতম্ ॥৩৯
 মণিলক্ষং তু প্রত্যক্ষং মুক্তাকলতুলাশতম্ ।
 বিক্রমস্ত তুলানাস্ত সহস্রং সূটতেজসাম ॥৪০
 গ্রামমেকং সূসম্পন্নং নানাজনসমাকুলম্ ।
 বিচত্রশস্ত্রনিষ্পন্নং বিবিধৈর্সান্দিরৈরুতম্ ॥৪১
 ব্রহ্মণোহপি তথৈবাদাকোত্রৈহ্যপ্যস্বর্ঘ্যবে
 স্মৃতম্ ।
 ঋষিগুভ্যো ভূরিশো দত্ত্বা প্রণনাম রবুতমঃ ॥
 সর্ষে তে বর্ধনং বাগ্ভিরাশীর্ভির্ভতিপূজিতাঃ

আনন্দিত হইলেন। রামের আদেশে
 তাঁহার্য্য বর্ষাদি -পরিধানপূরক সূসাজ্জত
 হইয়া অস্ত্রশস্ত্র সমভিযাচারে শক্রস্রের অলু-
 গমনার্থ যাত্রা করিলেন। অনন্তদেব কহি-
 লেন,—অনন্তর রাম মর্হর্ষি বশিষ্ঠের
 আদেশে যথাবিধি দক্ষিণাদ দান করিয়া
 যথাবিধানে আচার্য্য প্রভৃতি কর্ত্তে ব্রত
 ঋষিদিগের পূজা করিলেন এবং আচার্য্যকে
 সষ্টিবৎসরবয়স্ক একটা হস্তী, ব্রহ্মমালাভূষিত
 মনের স্তায় বেগগামী একটা অশ্ব, মণিরত্ন-
 ভূষিত .চারটি অশ্বে যোজিত ও সকল
 প্রকার সজ্জায় সূসাজ্জত একখানি সূবর্ণময়
 রথ, এক লক্ষ বিশুদ্ধ মণি, শততুলা পরিমিত
 মুক্তা, সহস্রতুলা পরিমিত উজ্জল প্রবাল,
 এবং বিবিধ শস্ত্রশালী নানাবিধ-দেবমান্দর-
 শোভিত জমসঙ্কুল এবংখানি সমৃদ্ধ গ্রাম
 প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা, হোতা এবং অক্ষর্য্য
 (যজুর্ঋদজ হোতা) প্রভৃতি ঋষিকৃদগণ্ণেও
 এইরূপ প্রচুর অর্থদান করিলেন। পরে

চিরং জীব মহারাজ রামচন্দ্রে রঘুদহ ॥৪৩
 কস্তাদানং ভূমিদানং গজদানং তথৈব চ ।
 অশ্বদানং স্বর্ণদানং তিলদানং সমৌজিকম্ ॥৪৪
 অন্নদানং পয়োদানমভয়দানমেব চ ॥
 রত্নদানান সর্ষাণি বিপ্রৈশ্চাতিশমহান ॥৪৫
 দের্হ দের্হি ধনং দের্হি মা নোত্র ক্রহি কস্তাচিং
 দদা হন্নং দদা হন্নং সর্ষভোগসমর্ষিতম্ ॥৪৬
 ইথং প্রাবর্ত্তিত মথো রঘুনাথস্ত ধীমতঃ ।
 সর্ষাণৈর্দ্বিজবরৈঃ পূর্ষাঃ সর্ষাণ্ডভক্রিয়ঃ ॥৪৭
 অথ রামানুজো গত্ত্বা যাতরং প্রণনাম হ ।
 অাজ্ঞাপয়স্ব রক্ষার্থমেব গচ্ছামি শোভনে ॥৪৮
 ত্রংকুপাতো রিপুকুলং জিত্বা শোভাসমর্ষিতঃ ।
 আয়ান্তামি মহারাজৈর্হয়বর্ষ্যসমর্ষিতঃ ॥৪৯

সকলকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার্য্য
 সকলে এইরূপে রাম কর্ত্তক পূজিত হইয়া—
 “হে মহারাজ! রঘুনাথ! রামচন্দ্রে! আপনি
 চিরজীবী হউন” এই বলিয়া আশীর্ষাদ করত
 সন্দর্শনা করিলেন। মহার্য্য রামচন্দ্রে তৎকালে
 বাখণদিগকে কস্তাদান, ভূমিদান, হস্তদান,
 অশ্বদান, স্বর্ণদান, মুক্তাসহ তিলদান, অন্ন-
 দান, পয়োদান, অভয়দান রত্ন প্রভৃতি সকল
 প্রকার দান করিতে আদেশ করিলেন।
 ৩৫—৪৫। রঘুনাথের সেই বিরাট অশ্ব-
 মেধ যজ্ঞে কেবল “অর্থ দাও, অর্থ দাও,
 কাহাকেও না বলিও না, প্রচুর সুস্বাস্ত
 উপকরণ সহ অন্নদান কর, কাহাকেও বঞ্চিত
 কারও না” এইরূপে দানকার্য্যে উৎসাহ
 প্রদান হইতে লাগিল। দক্ষিণাদানে সন্তুষ্ট
 দ্বিপ্রগণ দ্বারা সেই যজ্ঞের সকল অল্পষ্ঠান
 সূচাক্রমে সম্পন্ন হইতে লাগিল। এদিকে
 রামানুজ শক্রস্র (অশ্বরক্ষণার্থ যাত্রা করিয়া)
 জননাদেবর নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া
 বলিলেন,—অয়ি শোভনে মাঃ! অল্পমাত্র
 কক্ষন, আমি অশ্বরক্ষা করিতে গমন করি ।
 আমি রাজবর্গের সাহিত যজ্ঞীয় অশ্বের অলু-
 গমন করত আপনার আশীর্ষাদে শক্রকুল
 জয় করত বিজয়ক্রীসম্পন্ন হইয়া আগমন

মাতোবাচ ।

পুত্র গচ্ছ মহাবীর শিবাঃ পশ্বান এব তে ।
 সন্নান রিধুগণান্জিহ্বা পুনরাগচ্ছ সম্মতে ॥৫০
 পুঙ্কলং পালয় নিজ্জাতৃজং ধর্ম্মবিত্তমম্ ।
 মহাবলিনমপ্যপি বালকং লৌলয়া যুতম্ ॥ ৫১
 পুয়াগচ্ছসি চেদযুক্তঃ পুঙ্কলেন শুভাপিতঃ ।
 তদা মম প্রমোদঃ স্মাবৃত্তথা শোকভাগিনী ॥৫২
 ইতি সন্তানমাণাঃ স্মাং মাতরং প্রত্নোবাচ সঃ ।
 পুঙ্কলং পালয়স্বাহং নিজ্জামিব শোভনে ॥৫৩
 স্বনামসদৃশং কৃত্বা পুন্মরেষ্যামি মোদবান ।
 তদৌগচরণবন্দ্যং স্মরন প্রাপ্যামি শোভনম্ ॥৫৪
 ইত্যুক্তা প্রযযৌ বৈরা রামং স মথমগুপে ।
 আসীনং মুনিবর্ধ্যাপ্রৈঃ মুনিবেষধরঃ বরম্ ॥৫৫
 উবাচ মতিমান বীরঃ সধশোভাসমবিতঃ ।
 রামাজ্ঞাপয় রক্ষার্থং হযস্মান্নজয়া তব ॥ ৫৬

রঘুনাথোহপি তচ্ছ্রুত্বা ভদ্রমস্থিত চাত্রবীৎ ।
 বালং স্মিয়ং প্রমত্তং দ্বং মা হস্তাঃ শত্রুবর্জিতম্
 তদা লক্ষ্মীনিধিভীতা জানক্যা জনকায়জঃ ।
 প্রহস্ম চিকিৎসয়নে নর্ত্তয়ন রামমত্রবীৎ ॥ ৫৮
 লক্ষ্মীনিধিকবাচ ।
 রামচন্দ্রে মহাবাহো সর্ষধর্ম্মপরাধণ ।
 শক্রয়ং শিক্ষয় তথা যথা লোকোত্তরো ভবেৎ
 কুলোচিতং কর্ম্ম কুর্ষন্নগ্রজাচরিতং তথা ।
 গচ্ছেৎ স পরমং ধাম তেজোবলসমপিতম্ ॥৬০
 ত্রয় প্রোক্তং মহাবাজ বাঞ্ছনং নাবমানয়েৎ ।
 পিতা তব হতো বিপ্রঃ পিতৃভক্তিপরায়ণঃ ॥৬১
 ত্রয়পি স্মৃহৎ কর্ম্ম শ্রুতং নোক্ষে বিগর্হিতম্ ।
 অবধ্যাং মাহত্যাং যন্ত হতবান্নিতং ততঃ ॥৬২
 অগ্রজোহস্ম মহারাজ কৃতবান যং পরাক্রমম্ ।
 স ন কেন কৃতঃ পুত্রঃ রাক্ষসাঃ কর্ণকর্ত্তনম্ ॥৬৩

করিব । ৪৬—৪৯। স্মিত্রাদেবী কহিলেন,
 —পুত্র! তুমি মহাবীর, অতএব (তোমাকে
 প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিতেছি) তুমি
 অশ্বরক্ষা করিতে স্বচ্ছন্দে গমন কর,
 তোমার মঙ্গল হউক। স্নুবুদ্ধে! তুমি
 সমুলয় শক্র জয় করিয়া কুশলী হইয়া
 প্রত্যাগমন কর। তোমার এই ভ্রাতৃপুত্র
 পুঙ্কল যদিও ধর্ম্মভ্রবর ও মহাবলশালী,
 তথাপি বয়সে ক্রৌড়াগ্নি বালক। তুমি
 ইহাকে সাবধানে রক্ষা করিবে। বৎস!
 তুমি পুঙ্কলের সহিত বিজয়ী হইয়া প্রত্যাগমন
 করিলে আমার বড়ই আনন্দ হইবে, নতুবা
 শোকের সীমা থাকিবে না। ৫০—৫২।
 স্মিত্রাদেবী এইরূপ বলিলে পর শক্রয়
 তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন;—মাঃ! আমি
 বৎস পুঙ্কলকে নিজ শরীরের স্নায় রক্ষা
 করত নিজ নামানুরূপ কাব্য দ্বারা বিজয়ী
 হইয়া পরমানন্দে প্রত্যাগমন করিব। আপ-
 নার পদযুগল ধ্যান করত আমি নিশ্চই
 কার্য্যসিদ্ধি করিব। সর্ষশোভাসমবিত বৃদ্ধি-
 মান বীরবর শক্রয় মাতৃদেবীকে এই কথা
 বলিয়া পুনর্বার যজ্ঞমগুপে গমনপূর্ব্বক মুনি-

বরদিগের সহিত সমাসীন মুনিবেশধারী
 রামচন্দ্রকে কহিলেন,—অগ্রজ মহাশয়!
 অশ্বরক্ষার্থ অনুমতি করুন। আমি আপনীর
 অনুমতি লইয়া যাত্রা করি। রঘুনাথ তদন্তরে
 বলিলেন,—বৎস! তোমার মঙ্গল হউক,
 তুমি অশ্ব লইয়া গমন কর; বালক, নারী
 বা নিরস্ত্র ব্যাক্রর অঙ্গে স্নান্যাত করিও
 না। ৫৩—৫৭। তৎকালে সীতার ভ্রাতা
 জনকপুত্র লক্ষ্মীনিধি ঈশৎ হস্ত্য করিয়া
 পরিহাসবাঞ্জক নয়নভঙ্গী প্রকাশপূর্ব্বক কহি-
 লেন,—হে সর্ষধর্ম্মজ মহাবাহু রামচন্দ্র!
 শক্রয় যাহাতে আপনাদের স্নায় অলৌকিক
 কাব্য করেন, এইরূপভাবে আপনি ইহাকে
 শিক্ষা দান করুন। অগ্রজ কর্তৃক আচরিত
 কুনোচিত কার্য্য করিলেই ইনি তেজোবল-
 সমপিত পরম ধামে গমন করিবেন। মহা-
 রাজ! আপনি বলিলেন, বাঞ্ছনং অপমান
 করিতে নাই, কিন্তু আপনার পিতা, পিতৃ-
 ভক্ত স্মৃবাক্ষণের হত্যা করিয়াছিলেন, শুনি-
 যাছি আপনিও অবধ্য নারী-বধরূপ অস্তি-
 মহৎ লোকগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ৫৮—
 ৬১। মহারাজ! এই শক্রয়ের অধেজ

এবং করিয়ায়িত নূপ শক্রয়ঃ শিক্ষয়া তব ।
 যদি নাশং তথা কুর্বাণং কুলস্তাসদৃশং ভবেৎ ॥
 ইত্যুক্তবস্তঃ তং রামঃ প্রত্যায্যত হসন্নিব ।
 মেঘগন্তীরয়া বাচ সর্ববাক্যনিধারকঃ ॥ ৬৫
 যুগং তু যোগিনঃ শান্তাঃ সমহৃৎশুখাঃ পুনঃ ।
 জানন্ত্যপারসংসার-নিষ্ঠার তরনাদি ধম্ ॥ ৬৬
 যে শর্যঃ স্নুযৎসেযোগাঃ সৰ্বশাস্ত্রাঙ্গকোবিদাঃ ।
 তে জানন্তি নিবুদ্ধা বার্ভাঃ ন তু ভবাদৃশাঃ ॥
 পরোপতাপিনো যে বৈ যে মেঘং বখিসারিণাং
 তে হস্তব্য নুপৈঃ সর্ষৈঃ সপদো চ্যভিভূমিভিঃ
 ইত্যুক্তমাকর্ণ্য সত্যসদস্যে
 সর্ষে শ্মিতং চক্রুরারদমগা ।
 কুস্তোস্তবঃ পূজি স্মেনামগা
 বিমোচ্যামাস স্নুশোভিতং তি ॥ ৬৯
 ইমং মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য বশিষ্ঠঃ কলসোস্তবঃ ।
 করাজেন স্পৃশন্নশং মুমোচ জয়কাজ্জক্যা ॥ ৭

লক্ষণ, রাক্ষসীর কর্ণকর্ত্তনে যে বিক্রম প্রকাশ
 করিয়াছেন, আর কেহই পূর্বে সেকণ বিক্রম
 প্রকাশ করে নাই। হে নূপ! শক্রয়ও
 আপনার উপদেশে সেইরূপ কর্ম্মই করিবেন,
 যদি তাহা না করেন, তৎবেশের অল্পরূপ
 কার্য্য করা হইবে না। লক্ষ্মীনিবি এইরূপ
 বলিলে পর বাগ্মিন্দের রাম মেঘগন্তীর
 বচনে পরিহাস করত কাহলেন,—তোমরা
 শান্তচিত্ত যোগী, তোমাদের স্মুখতথ সম-
 জ্ঞান, কি উপায়ে অসার সংসারপারাবার
 পার হওয়া যায়, ইষ্টাই কেবল শৈমরা জান,
 আমাদের কাণ্ডের ভাবনাক্ত তোমরা কি
 বুঝিবে? যাহার মবল প্রচার অস্থবিদ্যায়
 পারদর্শী বিখ্যাত ধর্ম্মগুর; সেই বীরগণই
 যুদ্ধবাহীর ভাবনাক্ত বুঝিতে পারেন।
 যাহার কুপংগামা ও পবেঃ উৎপাদমকারা,
 ঈদৃশ দৃষ্টলোকের নাপদি করা লোক-
 হিতৈষী রাজগণের অশ্রুৎপূবা ১৩০—৬৮।
 সভাসদগণ শক্রবিজয়ী রামস্বপ্নের এই বাক্য
 শ্রবণে দ্বৈবং হাশ্ব করিলেন। বশিষ্ঠংবে
 করণদ্বারা সেই স্নুশোভিত অশ্বের গায়

বাজিন গচ্ছ যথালৌলং সর্ষত্র ধরয়ী তলে ।
 যাগার্গে মোচিতো যেন পুনরাগচ্ছ সত্বরঃ ॥ ৭১
 অশ্বশ্ব মোচিতঃ সর্ষত্রৈর্ভট্টৈঃ শপ্তাস্বকোবিদৈঃ ।
 পবিতঃ প্রযযৌ প্রাচীং দিশং বায়ুজবাধিতঃ ॥
 প্রচ্যচান বনং সতং কম্পবদ্রয়ী হলম্ ।
 শেবোহপি কিঞ্চিৎতথা ফনয়া প্রতবান ভুবম্ ॥
 দিশঃ প্রমেহুঃ পরিভঃ স্মাতলং শোভয়াধিতম্
 বায়বস্বশ্ব শক্রয়ং পৃষ্টতো মন্দগামিনঃ ॥ ৭৪
 শক্রয়শ্ব প্রয়াণায়াভ্রাদ্যতস্তা ভুজোহুফুরং ।
 দক্ষিণঃ শুভমাশংসী জয়ায় চ বভূব হ ॥ ৭৫
 পুংলঃ সগুহং রম্যং প্রাবিবেশ সমুদ্ধিমং ।
 বিহৃগ্গিভিঃ স্নুশোভিতঃ রত্নবোধিকম্ ॥
 তত্রাপশ্মিন্জাং ভার্য্যাং পতিবতপরায়াণাম্ ।
 কিঞ্চৎস্বর্শনার্ভাং ভর্তৃর্শনলালসাম্ ॥ ৭৭

স্পর্শপূর্ষক পূজা করিয়া, বিজয়কামনায় “হে
 অশ্ব! তোমাকে যজ্ঞাশ্ব মোচন করিলাম,
 তুমি স্বচ্ছন্দভাবে পৃথিবীর সর্ষত্র গমনপূর্ষক
 বিচরণ করিয়া সত্বর আগমন কর।” এই মন্ত্র
 উচ্চারণপূর্ষক ছাড়িয়া দিলেন। সেই
 উৎসৃষ্ট যজ্ঞাশ্ব অস্থবিদ্যামিপুণ যোদ্ধাবর্গে
 পরিভূত হইয়া বায়ুবেগে পূর্ষাদিকে গমন
 করিল। সৈন্তগণ-পদভরে মেদিনী বিক-
 স্পত করিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
 করিতে লাগিল। ৩৭কালে সেই সৈন্তবর্গের
 পদভারাক্রান্ত মেদিনীর ভরে অনন্তদেবের
 ফনীকাকৎ নত হইয়া পড়িল। তাঁহাদের
 যাত্রাকালে দিক্ সকল নির্মূল হইল, ধরিত্রী-
 দেবী অশ্বী শোভা ধারণ কাহলেন, শক্র-
 য়েঃ পৃষ্টভাগে মন্দ মন্দ অল্পক্ল বায়ু বহিতে
 লাগিল। যাত্রাকালে শক্রয়ের দক্ষিণ বাহ
 স্পাদিত হইয়া শুভ জয়ের সূচনা করিল।
 ৬৯—৭৫। ভরতপুত্র পুংল ধনসমুদ্ধিপূর্ণ
 বনভ-শোভিত রত্নবোধকাবুর্গ রমণীয় নিজ
 ভবনে প্রিয়তমার নিকট বিদায় লইবার জন্ত
 গমন করিলেন। তথায় তাঁহার সাক্ষী
 ভার্য্যা তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকর্ষিত
 ছিলেন; স্বামীকে দেখিয়া তিনি অহ্লাদিতা

মুখারবিন্দেন চ নাগবল্লী-
 দলং সৰুপূৰ্ণকমল চৰ্ম্মতী ।
 নাঙ্গাফুলং তোয়ভবং মহাবলং
 বাহোমুগালীসদৃশোঃ সূকরণে ॥ ৭৮
 কুচৌ তু মালুব্বলোপমৌ বরৌ
 নিহন্ধবিদ্বং বরনীবিশোভিতম্ ।
 পাদৌ তুলাকেটবরৌ সুকোমলৌ
 দবক্তাহো বৈকত সা পতিং স্বকম্ ॥ ৭৯
 পীরিত্য প্রিয়াং বীরৌ গন্দগদগরভাষিণীম্ ।
 ত্তরোজপরীরত-ভীরৌ চক্ৰদেহকাম্ ॥ ৮০
 উবাচ ভদ্রে গজ্জামি শক্রপৃষ্ঠরক্ষকঃ ।
 রামাক্ষয়া বাক্যম্বং পালনং রবসংস্কৃতং ॥ ৮১
 ধ্যানে মাতং পূজ্যাঃ পাদসদাহনাদিভিঃ ।
 ত্তচ্ছিত্তিঃ কি ভুগানাং লুকম্বা চবণাদরা ॥ ৮২
 সৰ্বাঃ পতিবত্না নাথো লোপামুদাদিকাঃ শুভাঃ
 নাবমাত্মান্বয়া ভীকু স্বতপোবলশোভিতাঃ ॥ ৮৩

হইলেন; সেই অনিন্দ্যসুন্দরী পুঙ্কলপত্নীর
 নাসায় মহামূল্য মুক্তা, মনালোপম কেমল
 বাহুগুলে উৎকৃষ্ট রক্ষণ, সুকোমল পদযুগলে
 মনোহর নূপুর, শিতদমণ্ডলে মনোহর নীলী,
 স্তনযুগল বরকলের স্তায় পীনোরত। তিনি
 তৎকালে 'পু বরবাসিত' হাশুল চর্চন করিতে-
 ছিলেন। স্বামীকে দেখিবামায় সসভ ম
 গায়োথন সর্গিনী গদগদগরের স্বামীকে স্তম্ভা
 ধন কবলেন। নাবরকুত পুঙ্কল ভীমকে
 সুগাট আলিঙ্গন পদানবৃষ্টি কহিলেন
 প্রিয়ে! স্বামী সোম্বাহার আজ্ঞাকমে বধে
 আয়োজনপূর্ণক বনিষ্ঠ পিতৃবা মহাশবেব
 পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যজ্ঞাৎ রক্ষা করিতে গমন
 করিতেছি। তুমি এক্ষণে পাদসদাহনাদি
 ধারা মাতৃদেবীদিগের সেবা কার্যে রত
 থাকিবে এবং তাঁহাদের উদ্ভিষ্ট ভোজন
 করত পরম যত্নে তাঁহাদের আদেশ পালন
 করিবে। অগ্নি ভীকুস্বভাবে। লোপামুদা
 প্রভৃতি তপোবলশালিনী পতিবত্না বাসিন্দ্রী-
 দিগকে ভক্তিপূর্ণক সেবা করিবে, কদাচ
 কাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না। ৬৬—৮৩।

ইতাক্রবদ্বং স্বপতিং বাক্য প্রেয়া সুনির্ভরা ।
 প্রত্যাচ হস্তীব কিঞ্চিপলাদভাষিণী ॥ ৮৪
 নাথ তে বিজয়া তু নাৎসরীত্র রণমণ্ডলে ।
 শক্রয়া বা প্রকর্ষয়া হযরক্ষা যথা ভবেৎ ॥ ৮৫
 অবনীয়া নি বরদ্রপেবিকা রংপদানুগা ।
 কদাপি মানসং নাথ ত্ততো নাত্তত্র গচ্ছতি ॥ ৮৬
 গরমাযোধনে কান্ত অর্ভব্যাং ন জাতুচিৎ ।
 সত্যং ময়ি তব স্বাস্তে যুদ্ধে বিজয়সংশয়ঃ ॥ ৮৭
 পদ্যনেত্র তথা কার্যামুখিলায়া যথা মম ।
 শাস্ত্রেনৈব প্রকৃষতি মামীক্ষ্য করত্যাভটনঃ ॥ ৮৮
 ইং পত্নী মহাভীবোঃ সংগ্রামে প্রপলাষিতুঃ ।
 কাতরা যসি যুবাশ্চি শুরাণাং সময়ঃ কৃতঃ ॥ ৮৯
 ইতোবাং ন তদন্ত্যট্টেখা মে দেবরাক্ষনাঃ ।
 তথা কার্যং মহাবাহো রামস্ত হযরক্ষণে ॥ ৯০
 যোদ্ধা ত্বমাদৌ সর্ষয় পরে যে তব পৃষ্ঠতঃ ।

পুঙ্কলকামিনী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
 প্রেমগদগদ হইয়া সশ্মিত বচনে গদগদস্বরে
 স্বামীকে উত্তর দিলেন—নাথ! সকল
 সংগ্রামে আপনি বিজয় হউন, একাগ্রচিত্তে
 অস্তরক্ষা যত্নান হইয়া পিতৃবা মহাশয়ের
 আজ্ঞা পালন করুন। আপনার পলাশিত
 এই সেবাকারীণীক মনে রাখিবেন। নাথ!
 আমি বায়মনোগকে আপনাকে ধ্যান
 করত কাল অনিবারিত করিব। কান্ত।
 যোগতর যুদ্ধে যাপুত হইলে, কদাপি
 আমায় চিত্তা করিবে না, কারণ তাহা হইলে
 যুদ্ধে বিজয় সন্দেহের বিষয় হইবে। হে
 কমলাক্ষ! উর্ধ্বলা দেবী যেক্রপ স্বামীর
 বীরত্রে লোকের নিকটে গরীচনী হইয়াছেন,
 আমিও যেন সেইরূপ হইতে পারি।
 আমাকে দেখিয়া করতালি দিয়া কেহ যেন
 উপহাস না করিতে পারে। 'ইহার স্বামী
 বড ভীকু, যুদ্ধ করিতে গিয়া ভয়ে পলায়ন
 করিয়া আসিল। যে যুদ্ধ করিতে গিয়া কাতর
 হয়, সংগতে আবার বীরোচিত গুণ কি?'
 এই বলিয়া দেবরপত্নীগণ যেন আমাকে
 উপহাস না করিতে পারে; হে মহাবাহো।

ধনুস্তম্ভারবধিরাঃ ক্রিয়স্তাং বলিনঃ পরে ॥ ১১
 তব প্রোদ্যৎকরাস্তোজ-করবালভিয়া বলম্ ।
 পরেষাং ভবতাৎ ক্ষিপ্রমস্তোস্ত্র ভয়মাকুলম্ ॥১২
 কুলং মহৎ ত্বলং কার্য্যং পরান্ বিজয়তা ত্বয়া ।
 গচ্ছ স্বামিনমহাবাহো তব শ্রেয়ো ভবদ্বিহ ॥১৩
 ইদং ধনুর্গৃহাণাশু মহদগুণবিভূষিতম্ ।
 যশ্চ গর্জিতমাকর্ণ্য বৈরিরবৃন্দঃ ভয়াতুরম্ ॥১৪
 ইমৌ তে ত্রিশুধী বীর বধোতাং শং যথা ভবেৎ
 বৈরিকোট্যিভিনিম্পেয় বাণকোট্যশুপ্তরিতম্ ॥ ১৫
 কবচং ত্রিদমাধেহি শরীরে কামসুন্দবে ।
 বজ্রপ্রভামহাদৌপ্তি হতসন্তমসং দৃঢ়ম্ ॥ ১৬
 শিরস্থাপং নিজোস্তংসে কুরু কান্ত মনোরমম্ ।
 ইমে বতঃসে বিশদে মণিরত্নবিভূষিতে ॥ ১৭
 ইতি সুবিমলবাচং বীরপুত্রৌঃ প্রপশু-
 ম্ময়নকমলদৃষ্ট্যা বৌক্ষমাণস্তদা তাম্ ।

আপনি অধরক্ষা করিতে গিয়া বিশেষ সাব-
 ধানে যুদ্ধ করিবেন। ৮৪—৯০। তুমি সর্বত্র
 যোদ্ধা হইয়া অগ্রবর্তী হইতে চেষ্টা করিবে
 এবং বলবান্ বিপক্ষদিগকে পরাস্থ করিয়া
 ধনুকের টঙ্কাররবে বধির করিয়া তুলিবে।
 তোমার হস্তোস্ত্রোলিত নিশিত তরবারি
 দর্শন করিয়া শক্রসৈন্তগণ ভয়ে একান্ত
 ব্যাকুল হইয়া পড়ুক। হে স্বামিন! তুমি
 শক্রবিজয় দ্বারা বংশের গৌরববৃদ্ধি কর।
 হে মহাবাহো! নিশ্চিন্তভাবে যাত্রা কর,
 তোমার মঙ্গল হউক। সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত এই
 ধনু গ্রহণ কর, দেখিবে ইহার গর্জন শুনিলে
 শক্রগণ ভয়ে কাত্তর হইবে। হে বীর! এই
 তুণীদ্বয় পৃষ্ঠে বন্ধন কর, এই তুণীদ্বয়ে কোটি-
 শক্রের পেষণকারী কোটি বাণ রহিয়াছে;
 ইহাতে তোমার যথেষ্ট ইষ্টসিদ্ধি হইবে;
 বন্দপর্মনোহর এই শরীরে বর্ষ্য পরিধান
 কর। এই বর্ষ্য-সম্বন্ধ হীরকের জ্যোতি দ্বারা
 পার্শ্বস্থ অঙ্ককাররাশি বিদূরিত হইবে।
 ১১—১৬। কান্ত! মণিরত্নভূষিত এই বিমল
 শিরোভূষণ গ্রহণ করুন এবং এই শিরো-
 ভূষণের উপর মনোহর শিরস্ত্রাণ মুকুট পরি-

অধিগতপরিমোদো ভারতী শক্রজেতা
 রণকর্ণেদমর্গস্তাং জগাদাধিবীরঃ ॥ ১৮
 পুঙ্কল উবাচ ।
 কান্তে যথা ত্বং বদসি তথা সর্বং চরাম্যহম্ ।
 বীরপত্নি ভবেৎকীর্ত্তিস্তব কাশ্তিমতীপতা ॥ ১৯
 ইতি কাশ্তিমতীদন্তঃ কাচং মুকুটঃ বরম্ ।
 ধনুর্মহেশুধী বীরঃ সর্ষশাস্ত্রকাবিদঃ ॥ ১০০
 তমশ্রুশশোভাচাং বৌমমালাবিভূষিতম্ ।
 কৃষ্ণমাগুরুকন্তরী-চন্দনাদিকচর্চিত্তম্ ॥ ১০১
 নানাকুমুমলাভিরাঞ্জারুপরিশোভিতম্ ।
 নৌবাজয়মাস মুতস্তত্র কাশ্তিমতী সতী ॥ ১০২
 নীরাজয়িত্বা বহুশঃ কিরন্তী মোক্তিকমুভঃ ।
 গলদশ্চজ্জলা চৈব পরিরেতে পতিং নিজম্ ॥

ধান করুন। প্রিয়তমার এইরূপ নির্মল মধুর
 বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রবিজয়ী রণদক্ষ ভরত-
 নন্দন পুঙ্কল সান্তিশয় আনন্দিত হইলেন
 এবং সন্মুহে নয়নে সেই বীরনন্দিনীর দিকে
 দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—অগ্নি কান্তে
 কাশ্তিমতি! তুমি বীরের উপযুক্ত পত্নী,
 তুমি যাহা বলিলে, আমি তৎসমস্তই করিব;
 তোমার অভিলষিত কীর্ত্তিলাভ অবশুই
 হইবে। সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যায় স্নানিপুণ
 সেই ভরতপুত্র এই বলিয়া প্রিয়তমাপ্রদত্ত
 সেই বর্ষ্য মুকুট ধনু এবং তুণীদ্বয় গ্রহণ করি-
 লেন। তাঁহার সর্ষাঙ্গ কৃষ্ণম, অঙ্কক, কন্তরী ও
 চন্দনাদি দ্বারা চর্চিত, এবং গলদেশে বিবিধ
 পুষ্পদ্বারা গ্রথিত পুষ্পমালা আজারুলঙ্ঘিত
 হওয়ায় অতিশয় শোভা হইয়াছিল। তৎ-
 কালে তিনি এইরূপ বীরমালাবিভূষিত
 হইয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করত অপূর্ব শোভা
 প্রাপ্ত হইলেন। পতিপরায়ণা তদীয় পত্নী
 কাশ্তিমতী নীরাজনা করত তাঁহার শরীরে
 মুক্তা বর্ষণ দ্বারা যাত্রাকালীন মঙ্গলকার্য্য
 সমাধা করিয়া গলদশ্চনেত্রো তাঁহাকে আলি-
 ঙ্গন করিলেন। ১৭—১০৩। তৎকালে
 পুঙ্কলও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান-
 পুঙ্কল সান্ত্বনা করিলেন,—কাশ্তিমতি! বীর-

দৃঢ়ং স পরিরতৈভানাং চিরমাশাসয়ৎ তদা ।
 বীরপত্নী কান্তিমতি বিরহঃ মা কৃথা মম ॥১০৪
 এষ গচ্ছামি সবিধে তব ভামে পতিব্রতে ।
 ইতুক্তা ত্বাং নিজাং পত্নীং রথমাক্করহে বরম ॥
 তং প্রয়াস্তং পতিশ্চেষ্টং নয়নৈর্নিমিবোজ্জ্বলিতৈ
 বিলোকয়ামাস তদা পতিব্রতপরায়ণা ॥১০৬
 স যযৌ জনকং দ্রষ্টুং জননীং প্রেমবিহ্বল্যাম্ ।
 গত্বা পিতৃবমহাং চ ববন্দে শিরসা মুদা ॥১০৭
 মাতা পুত্রঃ পারষজ্য স্বাক্ষে চারোপয়ৎ তদা ।
 মুকুটৌ বাপনিচয়ং স্তস্ত্যস্ত নিজগাদ সা ॥১৮
 পিতরং প্রাহ ভরতং রামো যজ্ঞকরঃ পরঃ ।
 পালন্যৌ লক্ষণেন ভবান্ধ্রং মহান্ধ্রতিঃ ॥১০৯
 আক্ৰপ্তোহসৌজন্যাত্মা চ পিত্রা সংহৃষিতাঙ্গকঃ ।
 যযৌ শক্রব্রকটকঃ মহাবীরবভূসিতম্ ॥ ১১০

রথিভিঃ পত্তিভিঃ শূটৈঃ সদর্শৈঃ সাদিভির্বৃত্তম্
 যযৌ মুদা রযুক্তংস-মহাযজ্ঞহয়াগ্রণীঃ ॥১১১
 গচ্ছনপাঞ্চালদেশাংশ্চ কুরুশ্চৈবোস্তরানকুরুন
 দশার্ণশ্চিবিশালাংশ্চ সর্ষশোভাসময়িতঃ ॥১১২
 তত্র তত্রোপশ্রবানো রঘুবীরযশোহখিলম্ ।
 রাবণাপুত্রযাতেন ভক্ররক্ষাবিধায়কম্ ।
 পুনশ্চ হযমেধািদ-কার্য্যমায়ত্যা পাবনম্ ॥ ১১৩
 যশো বিতখনভুবনেলোকানরামোহবিতাভয়াৎ
 তেভাস্করৌ দদৌ হারান রত্নানি বিবিধানি চ
 মহাধনানি বাসাংসি শক্রয়ঃ প্রবরো মহান্ ।
 স্মমর্তিনাম তেজস্বী সর্মবিদ্যাশিশারদঃ ॥১১৫
 রঘুনাথস্ত সচিবঃ শক্রব্রাহ্মচর্যো বরঃ ।
 যযৌ তেন মহাবীরো গ্রামানজনপদান বহুন্ ॥
 রঘুনাথপ্রতাপেন ন কোহপি হতবান্ হযম্ ।

পত্নী হইয়া তোমার শোক কর' উচিত
 নহে, আমার জন্ত তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত
 হইও না; পতিব্রতে! আমি অবিলম্বেই
 আবার তোমার নিকটে আগমন করিতেছি।
 এই বলিয়া তিনি পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া
 উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। পতিপরায়ণ
 কান্তিমতী গমনকালে অনিযম-
 নেত্রে স্বামীকে দেখিতে লাগিলেন। প্রিয়-
 তমার নিকট বিদায় লইয়া পুঙ্কল পিতা ও
 স্নেহময়ী মাতাকে দেখিবার জন্ত গমন
 করিলেন এবং পরমানন্দে পিতা-মাতার
 পাকপদ্মে সাদিক প্রণাম করিলেন। তখন
 মাতা মাণ্ডবী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্রু-
 বিসর্জন করত “বৎস! তোমার মঙ্গল
 হউক” এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।
 তৎপরে পুঙ্কল পিতাকে বহিলেন,—জ্যেষ্ঠ-
 তাত মহাশয় এক্ষণে যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত
 থাকিলেন, আমি তাঁহার আদেশে যজ্ঞাঙ্গ
 রক্ষার সাহায্যার্থ যাইতেছি, অতএব আপনি
 এবং মধ্যম পিতৃব্য মহাশয় তাঁহাকে রক্ষণা-
 বেক্ষণ (ও সাহায্য) করিবেন ॥১০৪—১০৯।
 অনন্তর পুঙ্কল মাতাপিতার নিকট অল্প-
 মতি প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় হস্তিচক্রে রথী

পদাতি বড় বড় বীর উত্তম অশ্ব ও অশ্ব-
 রেহী সৈন্যসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া শক্রয়-
 শিবিরে গমন করিলেন। অনন্তর মহাস্বা
 শক্রয় বীরবর্গসমভিব্যাহারে সেই যজ্ঞীয়
 ‘অশ্বের অগ্রবল্লী হইয়া দিগ্বিজয় করিতে যাত্রা’
 করিলেন। সর্ষপ্রকারে যুদ্ধসজ্জায় সুশো-
 ভিত হইয়া তিনি পাঞ্চাল, কুরু, উত্তরকুরু,
 দশার্ণ, এবং উজ্জয়িনীপ্রভৃতি নানাস্থানে
 ভ্রমণ করিলেন। যে যে স্থানে গমন করি-
 লেন, সেই সেই স্থানে, “সুরগণেশ্বরী রাব-
 ণকে বধ করিয়া রাম ভক্তবৃদ্ধকে রক্ষা
 করিয়াছেন” এই বলিয়া সকলে রামের
 যশোগান করিতেছেন—শুনিতে পাইলেন।
 এবং সেই সর্ষব্যাপী যশোরামের মধ্যে
 আবার তাৎকালিক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান-
 জনিত পবিত্র যশোরামি বিস্তার করিতে
 লাগিলেন। রাম পূর্বে যে সকল লোককে
 বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, শক্রয়
 সমুদ্রে হইয়া তাহাদিগকে মহামূল্য বস্তু, হার
 ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন।
 সর্ষবিদ্যাশিশারদ তেজস্বী মহাবীর স্মমতি
 নামে রামের এক মন্ত্রী শক্রয়ের সহচর
 হইয়া নানা দেশ ও নানা গ্রামে ভ্রমণ

দেশাধিপা যে বহবো মহাবলাবুধিতাঃ ॥১১৭
 হস্ত্যশ্বরথপাদাত-চতুরঙ্গসমাধিতাঃ ।
 সম্পদো বহুশো নীহা মুক্তাখণ্ডিক্যসংযুতাঃ ।
 শক্রয়ঃ হৃদয়ক্ষয়ামাগতং প্রণতা মুহঃ ॥১১৮
 ইদং রাজ্যং ধনং সর্বং সপুত্রপশুবান্ধবম্ ॥১১৯
 রামচন্দ্রস্ত সর্বং হি ন মদীয়ং রঘুহৃৎ ॥১২০
 এবং তদুক্তমাকর্ণা শক্রয়ঃ পরবীরহা ।
 আজ্ঞাঃ স্বাঃ তত্রসংক্রাপ্য যযৌ নৈঃ সহিতপাথি
 এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তঃ শক্রয়ো হৃদয়বুধঃ ।
 অহিচ্ছত্রাং পুরাঃ ব্রহ্মনাশজনসমাকুলাম্ ॥১২১
 ব্রহ্মদ্বিজসমাকীর্ণং নানারত্নবিভূষিতাম্ ।
 সৌবর্ণৈঃ স্ফাটিবৈহ্ষ্যৈর্গোপুরৈঃ সমলঙ্কিতাম্
 যত্র রত্নাতিরস্কার-কারিণ্যঃ কমলাননাঃ ।
 দৃশ্যন্তে সর্বহৃদ্যৈষু ললনা লীলয়ান্নিতাঃ ॥১২৩
 যত্র স্বাচারললিতাঃ সর্ষভোগৈকভোগিনাঃ ।

ধনদাহুরচ, যন্ত্রতথা লীলাঃ, মনিতাঃ ॥ ১২৪
 যত্র বীরা ধনুহস্তাঃ শরসঙ্কানকোবিদাঃ ।
 কুর্বাণ্ড তং সুরাজানং স্নুহৃষ্টং স্নুমদাভিম্বম্ ॥
 এবংবিধং দদর্শাসৌ নগরং দূরতঃ প্রভূঃ ।
 পার্শ্বে তস্ত পুরশ্রেষ্ঠমুকানং শোভয়াধিতম্ ॥
 পুরাগৈর্নাগচৈস্পাশ্চ শ্রলকৈর্দেবদাক্ষিতাঃ ।
 অশোটকৈঃ পাটলৈশ্চূটৈশ্চন্দ্রকৈঃ

কোবিদরটৈঃ ॥ ১২৮

অত্রজম্বুকদৈশ্চত্রাং যানবনসৈস্তথা ।
 শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ মরিচাজ্যতিথুখাতিঃ ॥
 নাপৈঃ কদম্বৈশ্চকুলৈশ্চম্প্যকন্দুদনাভিপৈঃ ।
 শোভিতং স দদর্শাথ শক্রয়ঃ পরবীর ॥১২৯
 হ্রদো গন্তস্তদ্বনমধাদেশে
 তমালতালাদিসুশোভিতো বৈ ।

করিতে লাগিলেন। ১১০—১১৬ । রপু-
 নাথের প্রতাপে বেহই অশ্ব হরণ করিতে
 সাহসী হয় নাই। মহাবলশালী বহুর রাজা
 বক্রী অশ্ব, রথ, পদাতক, চতুরঙ্গ সৈন্য
 সমভিব্যাহারে আগমনপূর্বক শক্রকে
 প্রণাম করিয়া 'হে রথুকুণ্ডিনক! আমাদের
 এই রাজ্য, ধন পুত্র পৌত্র কলত্রাদি সমস্তই
 —মহারাজ রামচন্দ্রের অধুগ্রহণক; অতএব
 ইং আপনাদের সামগ্রী, এই বলিয়া মর্গ-
 মুক্তা তাঁহাকে উপহার দিতে লাগিলেন।
 শক্রবীরহস্তা শক্র প্রহাদের বিনীত বাক্য
 শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে আজ্ঞাবহ করত
 সমভিব্যাহারে লইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করি-
 লেন। হে ব্রহ্মনা! এইরূপে তিনি অশ্ব
 লইয়া দেশ ভ্রমণ কাহলে করিতে ক্রমে
 অহিচ্ছত্রা নগরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।
 অহিচ্ছত্রা নগরী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
 প্রভৃতি বহুর জাতির আবাসস্থান, নানা
 রত্নে বিভূষিত সুবর্ণময় স্ফটিকময় বড় বড়
 অট্টালিকা ও অত্রাচ্চ তোরণশ্রেণীর দ্বারা
 অলঙ্কৃত। তথাকার সকল অট্টালিকাত্তেই
 রত্নাতিরস্কারিণী কমলাননা বিলাসিনীরমণী

দৃষ্ট হইয় থাকে। ১১৭—১২৩। সেই
 নগরীর অধিবাসী লোক সকল সদাচারসম্পন্ন
 কুবেরের অনুচরদিগের স্তায় সকল প্রকার
 সুখ-ভোগে রত ও বিলাসী। ১২৪। সেই
 নগরীতে শরসঙ্কাননিপুণ ধনুর্ধারী বীরগণ
 নিজ বীরত্বে তত্রত্য রাজা স্নুমদকে সর্বদা
 সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। ১২৫। প্রভাবশালী
 শক্রয় দূর হইতে এবাধ্ব নগরী সন্দর্শন
 করিয়া নিকটে গমনপূর্বক সেই নগরীর
 পার্শ্বদেশে এক রমণীয় উদ্যান দর্শন করি-
 লেন। সেই উদ্যানটীই নগরীর মধ্য
 দর্শনীয় বস্তু। ১২৬। সেই উদ্যানমধ্যে
 পুরাগ, দেবদাক্ষ, পাটল, চূট, মন্দার, কোবি-
 দাশ, আম্র, জম্বু, কদম্ব, পিথাল, কাঁটাল
 তাল, তমাল, শাল, বকুল প্রভৃতি নানা-
 জাতীয় বৃক্ষ, এবং হিলুক, নাগচম্পক, মল্লিকা,
 জাশী, সুবিকা প্রভৃতি সুরম্যা পুষ্পবৃক্ষ শোভা
 পাইতেছে। বলমত বিপক্ষ যাহার হস্তে
 নিহত হয়, সেই শক্রয় সেই উদ্যানের শোভা
 নিগ্নীক্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে সেই
 যজ্ঞায় অশ্ব তমাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী
 দ্বারা শোভিত সেই কাননের অভ্যন্তরে
 প্রবেশ করিল; বীর শক্রয় অমনি সেই

ধ্যেয়ো ততঃ পৃষ্ঠিত এব বীরো

ধনুর্ধরৈঃ সেবিতপাদপদ্মঃ ॥ ১৩০

দদর্শ তত্র রচিতং দেবায়নমদ্ভুতম্ ।

ইন্দ্রনীলৈশ্চ বৈদূর্ধ্বৈস্তথা মারকটৈরপি ॥ ১৩১

শোভিতং স্তম্বদেবাহ কৈলাসপ্রস্থসমিতম্ ।

জাহরুপমঘস্তম্বঃ শোভিতং সম্মুখং ববম্ ॥

দৃষ্ট্বা তদ্রথুনাত্মজাতাঃ দেবালয়ং বরম্ ।

পপ্রচ্ছ স্মৃতাং স্বাধ্যায়মন্ত্রিনঃ বদহঃ বচনং ॥

শকল্প উবাচ ।

বদাশী হারবেদ্যেবানি কংগ দেবাস্তা কেতুম্ ।

কদ দেবতা পূজাতেহহং কল্প দেহোঃ

শ্রুতানঘ ॥ ১৩৪

এবমাব্যয় সপ্তজ্ঞো মন্ত্রবিদিনি দগাদ হ ।

শৃণুস্বৈকমনা বীর যথাবদিস্ব সমশঃ ॥ ১৩৫

কামাখ্যায়ঃ পরং স্থানং বিকি বিদ্যৈকশর্ষদম্

যস্মা দর্শনমাত্রেণ সর্গসিদ্ধিঃ কথ্যতে ॥ ১৩৬

অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরন্যমণ্ডে প্রবেশ

করিলেন। তাঁহার পাদপদ্মসেবী ধনুর্ধরগণও

তাঁহার অনুসরণ করিল। ১২৭—১৩০ ।

শকল্প হেথাষ দিয়া দেখা যেন,—ইন্দ্রনীল,

বৈদূর্ঘ্য, ও মরকত মণ দ্বারা রচিত দেবতা-

দিগের বাসযোগ্য অপরূপ এক দেবালয়

কৈলাস পর্বতের সাহস্রর স্থায় শোভা পাই-

তেছে। সেই অদ্ভুত দেবালয়টার স্তম্ভগুলি

সুবর্ণময়। রথুনাবের কান্ঠ ভ্রাতা গেই

মনেইহর দেবালয় দর্শন করিয়া নিজ মন্ত্রী

বাগ্মপ্রবর স্মৃতিকে জিজ্ঞাসা করলেন।

১৩১—১৩৩। শকল্প কহিলেন,—অমাত্য-

বর! হে অনঘ! এই মান্দরটা কোন দেব-

তার? ইহাষ নাম কি? এই মান্দরে

কোন দেবতার পূজা হয়? এত দেবতা

কি নিমিত্ত এই স্থানে বাস করিতেছেন?

তাহা বলুন। শকল্প মধ্যমং স্মৃতি

শকল্পের এই বাক্য শুনিয়া বাললেন,—

হে বীর! যথেষ্ট বিবরণ বিবৃতিভাবে

বলিতেছি, আপনি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ

করুন। বাঁহায় দর্শনমাত্রেই সর্গ-

দেবাসুরাশ্রয়ঃ স্তম্বান্না প্রাপ্তাখিলাঃশ্রয়ম্ ।

ধর্ম্যকামার্থমোক্ষাণাং দাতৌ ভক্তানু কৃষ্ণিনী ॥

যা চ তা স্মদেনাত্রোহিচ্ছত্রাপতিনা পুরা ।

স্থিতা করোতি সকলং ভক্তাঃ কুংখ্যারিণী ॥

তাং নমস্কর শকল্প সর্গবীরশিরোমণে ।

নন্না স্মৃসিকং প্রাপোতি সসুরাণু যত্বলভাম্ ॥

ইতি শকরাথ ক্রতাকাং শকল্পঃ শক্ল হাপনঃ ।

পপ্রচ্ছ সংলাংভাভেভাংসঃ পুরুষভঃ ॥ ১৪০

শকল্প উবাচ ।

কোহ হচ্ছত্রাপী রাজা স্মদঃ কিংতপঃ কৃতম্

যেনেয়ং সর্গলোকানাং গাণীভূতীত্র সংস্থতা ॥

বদ সর্গং মহামাতা নানা পরিব্রহতম্ ।

যাংবৎ হি জানানি তস্মায়দ মহামতে ॥ ১৪২

প্রচার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সেই ভগবতী

কামাখ্যা দেবী এই মন্দিরে স্থাপিত রাখিয়া-

ছেন, বিহম্বো এই স্থান একমাত্র সুখপ্রদ

বলিয়া জানিলেন। এটি কামাখ্যা দেবী

দয়া, অথ, বায় ও মোক্ষ দান করিয়া

থানেন, ত ক্রম প্রাপ্ত হইয়া অতুল রূপা

দেবদৈত্যগণ ইহঁকে স্তব ও প্রণাম করিয়া

নিবিল ক্রেশ্বয় লাভ করিয়াছেন। ভক্ত-

দুঃখহারিণী ভগবতী কামাখ্যা দেবী

এই অহচ্ছতা নগরীর অধীশ্বর স্মদের

প্রাণ এই স্থানে স্থাপিত করত সকলের

অভীষ্ট সাধন করিতেছেন। হে নিবিল

বীরের শিবেযমনি শকল্প। ইহঁকে প্রণাম

করিলে দেবাসুরগণ ভ স্মৃসিকি লাভ হয়,

এব আপনি ইহঁকে প্রণাম করুন।

১৩৭—১৩৯। পুরুবংশে শক্লতাপন শকল্প

তাপন এই নামে শ্রবণ করিয়া ভগবতী

ভগবতী সকল পুস্তান্ত জিজ্ঞাসু হইলেন।

শকল্প কহিলেন,—এ অহচ্ছত্রাধিপতি

রাজা স্মদ কে? তিনি কি তপস্বী

করয়াছিলেন? যাহাতে সর্গলোকমাতা

ভগবতী কামাখ্যা দেবী তুষ্ট হইয়া এই স্থানে

আস্থান করিলেন। হে মহামতি মহা-

মন্ত্রি! আপনি সমস্ত ঘটনাই জানেন

সুমতিরূপাচ ।

হেমকূটো গিরিঃ পুত্রঃ সর্ষদেবোপশোভিতঃ ।
তজ্জ্যস্তি তীর্থং বিমলমৃষিবৃন্দসুসেবিতম্ ॥১৪৩
সুমদো হি তপস্তপে হতমাতৃপিতৃপ্রজঃ ।
অরিভিঃ সর্ষসামন্তৈর্জগাম তপসে হি তম্ ॥১৪৪
বর্ষাণি ত্রীণি স পদা ত্বেকেন মনসা স্মরন ।
জগতাং মাতরং দধ্যৌ নাসাগ্রাস্তিমিত্তেক্ষণঃ ॥
বর্ষাণি ত্রীণি শুক্লাণাং পর্ণানাং ভক্ষণং চরন ।
চকার পরমুগ্রং স তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ১৪৬
বর্ষাণি ত্রীণি সলিলে নীতকালে মমজ্জ সঃ ।
গ্রীষ্মে চচাৱ পঞ্চায়ান প্রাবৃষ্টীশু জলদোমুখঃ ॥
ত্রীণি বর্ষাণি পবনং সংরুধ্য স্বাস্তগোচরম্ ।
ভবানীং স স্মরন ধীরো ন চ কিঞ্চন পশুতি ॥

অতএব এই নানার্থসম্পন্ন অশুর উপাখ্যান
আমার নিকটে কৌতূহল বরুন। সুমতি
কহিলেন,—দেবগণ যে স্থান শোভিত
করিয়া রহিয়াছেন, সেই হেমকূট পর্বতে
ঋষিবৃন্দসেবিত নিশ্চল একটি তীর্থ আছে।
পূর্বে কোন কারণে সামন্তরাজগণের
সহিত শক্রতা হওয়ায় ঐ সুমদ ক্ষমে বলহীন
হইয়া পড়িলে তাঁহার পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা
প্রভৃতি অস্বীয়বর্গ সমস্তই একে একে শক্র-
হস্তে নিহত হন; তাহার পর সুমদ রাজ্য-
ভ্রষ্ট হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক ঐ হেমকূট
তীর্থে গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ
করেন। প্রথম তিন বৎসর তিনি
নাসার অগ্রভাগে নিশ্চল ভাবে দৃষ্টিপাত-
পূর্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে
জগন্মাতাকে ধ্যান করিয়াছিলেন। তিন
বৎসর শুক পত্র ভক্ষণ করত অশ্রুর
অসাধ্য অতি কঠোর তপস্যা করিলেন।
তাহার পরে তিন বৎসর নীতকালে জলময়,
গ্রীষ্মকালে পঞ্চ অগ্নির মধ্যে অবস্থিত, এবং
বর্ষাকালে বৃষ্টিসলিলে আর্দ্র হইয়া তপস্যা
করিলেন। তাহার পরে তিন বৎসর অন্তঃ
প্রবাহী বায়ুরোধ করিয়া মনে মনে একমাত্র
ভগবতী কামাখ্যা দেবীকে স্মরণ করত

বর্ষে তু দ্বাদশেহতীতে দৃষ্টে তৎ পরমং তপঃ ।
বিভাব্য মনসাতীব শক্রঃ পম্পন্ধি তং ভয়াং ॥
আদিদেশ স কামান্ত পরিবারসমাবৃতম্ ।
অপরোভিঃ সুসংযুক্তং ব্রহ্মেশ্ববিজয়ে দ্যাতম্
গচ্ছ কাম সখে মহৎ প্রিয়মাচর মোহন ।
সুমদস্ত তপোবিদ্যং সমাচর যথা ভবেৎ ॥১৫১
ইতি শ্রদ্ধা মহত্বাক্যং তুরাসাহঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।
উবাচ বিশ্ববিজয়ে প্রোচগমৌ তদ্বদৎ ॥ .৫
কাম উবাচ ।

স্বামিন কোহসৌহিসুমদঃ কিং তপঃসম্বন্ধং পুনঃ
ব্রহ্মাদীনাং তপো ভয়ং কথোম্যস্ত তু কা কথা
মহাণবর্গনির্ভিন্নশ্চন্দস্তারাং গহঃ পুত্রা ।
স্মমপাহল্যাং গতবান বিশ্বামি স্তথোক্ষীমি ॥
চিন্তাং মা কুরু দেবেন্দ সেবকে ময়ি সংস্থতে
এষ গচ্ছামি সুমদং দেবান্ পালয় মরিষ ॥১৫৫

বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া তপস্যা করিলেন। ১৪০
—১৪৮। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত
হইলে পর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ
কঠোর তপস্যা দর্শন করিয়া মনে মনে
সাতিশয় ভীত হইলেন। তৎপরে, যিনি
ব্রহ্মাদিকে জয় করিতে সমর্থ সেই কন্দর্পকে
সপরিবারে অপ্সরা সমাভিব্যাহারে ঘাইয়া
তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে আদেশ দিয়া
কহিলেন,—সখে কাম! তুমি আমার
একটি প্রিয় কর্ম্ম সম্পাদন কর; হে মোহন!
তোমাকে অদ্য সুমদের তপোবিদ্য করিতে
হইবে। হে তদ্বনাথ! ইন্দ্রের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া বিশ্ববিজয়গর্ভিত প্রভাব-
শালী কন্দর্প তাঁহাকে কহিলেন,—স্বামিন!
ঐ সুমদ ত সামান্ত কথা, উহার
তপস্যাও ত যৎকিঞ্চৎ। আমি মনে করিলে
ব্রহ্মাদির তপোভঙ্গ করিতে পারি, ইহার ত
কথাই নাই। পুরাকালে মদীয় বাণবিদ্ধ
হইয়া, চন্দ্র তারাগমন, আপনিও অহল্যাগমন
এবং বিশ্বামিত্র উর্ধ্বলীগমন করিয়াছিলেন।
দেবেন্দ্র! আমি সেবক থাকিতে আপ-
নার কোন চিন্তা নাই। হে বিদ্বন!

এবমুক্তা কামদেবো হেমকূটং গিরিং যযৌ ।
 বসন্তেন যুতঃ সখ্যা তুথৈবাপ্রসঙ্গং গণৈঃ ॥১৫৬॥
 বসন্তস্তরু সকলান্ বৃক্ষান্ পুষ্পকলেধুতান্ ।
 কোকিলাঘটপদশ্রেণ্যা ঘৃষ্টানাশু চকার সং ॥
 বায়ুঃ স্মৃশীতলো বাতি দক্ষিণং দিশমশ্রিতঃ ।
 রুতমালাসরিভীয়ে লবঙ্গকুসুমাস্থিতঃ ॥ ১৫৮
 এবংবিধে বনে বৃন্তে রস্তা নামাপ্রবোবরা ।
 সখীভিঃ সংবৃত্তা তত্র জগাম সুমদাস্তিকম্ ॥ ৫৯
 তত্রারভত গানং সা কিন্নরস্বরশোভনা ।
 মৃদঙ্গপণবানেক-বাদ্যভেদবিশারদা ॥ ১৬০
 তপানমাকর্ণ্য নরাধিপোহসৌ
 বসন্তমালোক্য মনোহরঞ্চ ।
 তথাস্তপুষ্টিরটিতং মনোরমং
 চকার চক্ষুঃপরিবর্তনং বৃধঃ ॥ ১৬১

তং প্রবৃদ্ধং নৃপং বীক্ষ্য কামঃ পুষ্পায়ুধস্তরন ।
 চকার সজ্যং স তদা ধনুস্তংপৃষ্ঠতোহনঘ ॥
 একাপরা তত্র নৃপস্য পাদয়োঃ
 সস্বাহনং নর্জিতনেত্রপল্লবা ।
 চকাম চান্তা তু কটাক্ষমোক্ষণং
 চকার কাচিদভ্রশমঙ্গচেষ্টিতম্ ॥ ১৬৩
 অপ্পরোভিস্থখাকীর্ণঃ কামবিহ্বলমানসঃ ।
 চিস্তয়ামাস মতিমান্ জিতেল্লিয়শিরোমণিঃ ॥
 এত! মে তপসো বিঘ্নকারিণ্যোহপ্সরাং বরাঃ ।
 শক্রেণ প্রেযিতাঃ সর্বাঃ করিয়াস্তি যথাতথম্ ॥
 ইতি সঞ্চিন্ত্য স্মৃতপাস্তা উবাচ বরাস্তনঃ ।
 কা যুয়ং কুত্রসংস্থঃ কিং ভবতীনাং চিকীর্ষিতম্
 অত্যদুতং জাতমহো যন্তবতোহাক্ষিগোচরঃ
 যান্তপোভিঃ সূক্ষ্ম্রাপাস্তা মে তপস আগতাঃ ॥
 ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

আপনি দেবতাদের পালনরূপ নিজ কর্তব্য
 কর্ম নিশ্চিন্তভাবে সম্পন্ন করুন। আমি
 (এখনই) সুমদ রাজাকে জয় করিবার
 নিমিত্ত যাত্রা করিতেছি। এই বলিয়া
 কামদেব সখা বসন্ত এবং অঙ্গরোগণকে
 সঙ্গে লইয়া হেমকূট পর্বতে গমন করিলেন।
 প্রথমেই বসন্ত তথায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ
 সকলকে পুষ্প-ফলে সুশোভিত করিয়া
 কোকিলের কুল্লরব ও ভ্রমরের স্বাক্ষর উৎ-
 পাদন করিলে দক্ষিণ দিক হইতে স্মৃশীতল
 বায়ু রুতমালা নদীর তীরজাত লবঙ্গকুসুম
 সৌরভ বহন করত মন্দ মন্দ ভাবে বহিতে
 লাগিল। ১৪৯—১৫৮। কাননে এইরূপ
 বসন্তশোভা উপস্থিত হইলে অঙ্গরঃপ্রবরা
 রস্তা সখীগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন। মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতি
 বিবিধ বাদ্যে নিপুণা সেই রস্তা কিন্নরের
 স্তায় মধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ
 করিলেন। সেই জ্ঞানবান্ রাজা সুমদ
 কোকিলের কুল্লরব ও সেই মধুর সঙ্গীত
 শ্রবণ এবং বসন্তস্তুর আবির্ভাব দর্শন
 করিয়া নেত্র উন্মীলন করিলেন। হে

অনঘ। ঊঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া
 পুষ্পায়ুধ কন্দর্প তখনই সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে
 জ্যারোপণ করিলেন। তৎকালে কোন
 অঙ্গরো কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে করিতে
 রাজার পদসদ্বাহন করিতে লাগিল। কেহ
 (সম্মুখে অবস্থানপূর্বক) কেবল কটাক্ষ-
 বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কেহবা
 বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী করিতে লাগিল। জিতে-
 ল্লিয়-শিরোমণি মতিমান্ সুমদ অঙ্গরোগণে
 পরিবেষ্টিত ও কামবিহ্বলচিত্ত হইয়া ভাবি-
 লেন, এই অঙ্গরোগণ ইন্দ্রকর্তৃক আমার
 তপোবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত প্রেরিত
 হইয়াছে (দেখিতেছি), ইহার আপন
 কার্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে।
 তপোনিধি সুমদ এইরূপ চিন্তা করিয়া
 সেই সুন্দরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
 আপনারা কে? কোথায় থাকেন? এখানে
 কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?
 আপনাদের দর্শনে আমি সাতিশয় বিস্মিত
 হইয়াছি; কারণ, তপস্বী করিয়া আপন-
 দিগকে পাওয়া কঠিন; কিন্তু আমার

ষষ্ঠোঃ অধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য সুমদস্ত তপোনিধেঃ ।
জগদ্ভুঃ কামদেনোস্তং রস্তাদ্যম্পরসো মুদা ॥ ১
অন্তপোভিক্ষয়ং কাস্ত প্রাপ্তাঃ সর্গা বরাদনাঃ ।
তাসাং যৌবনসর্গসং ভূক্ত্য ত্যজ তপঃফলম্
ইয়ং দৃতাটী সুভগা চম্পকভরশরীরভূতং ।
কর্ণূরগন্ধললিতা ভূনক্তুঃ স্বমুখামৃতম্ ॥ ৩
এতং মহাভাগ সুশোভিবিভ্রমাং
মনোহরাক্ষীঃ ঘনপীনসংযুচাম্ ।
কাস্তোপভূতং ফলম্ নিজোগ্রপুণ্যতঃ
প্রাপ্তাং পুনস্তং ত্যজ দ্বেষসাগরম্ ॥ ৪
মামপ্যনর্থাভববোপশোভিতাং
মন্দারমালাপরিশোভিবক্ষসম্ ।

তপস্কালালেই আপনারা স্বয়ং উপস্থিত
হইলেন । ১৫৯—১৬৭ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

অনন্তদেব কহিলেন,—তপোনিধি সুম-
দেব এই কথা শ্রবণ করিয়া কামদেনো সেই
রস্তাদি ম্পরোগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া
কহিল,—কাস্ত ! আপনাব তপস্কালালেই
আমরা আসিয়াছি । আপনি তপস্কার
অন্ত ফল পরিভাগ করিয়া, এই সুন্দরী
দিগের যৌবন-সর্গসং উপভোগ করুন ।
এই সৌভাগ্যবতী,—ঋহাষর শরীরকাস্তি
চম্পকপুষ্পসদৃশ এবং গাত্র হইতে বর্ণূর-
গন্ধ বাহির হইতেছে, ইনি আপনার মুখা-
মৃত পান করুন । হে মহাভাগ ! ইহাঁর
বিলাসবিভ্রম অতি মনোহর ; এই দেখুন
ইহাঁর স্তনযুগল কিরূপ পীনোরত ; এই
মনোহরাক্ষী আপনার সাত্তিশয পুণ্যফলেই
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি শীঘ্রই
ইহাঁকে উপভোগ করুন । দুঃখ-সাগর

নানারতাখ্যানবিচারচক্রুরাং
দৃঢ়ং যথা স্ত্রাংপরিরস্তগং কুরু ॥ ৫
পিবামৃতং মামকবক্রনির্গতং
বিমানমাকুহ বরং ময়া সহ ।
সুমেকুশঙ্কং বহুপুণ্যসেবিতং
সম্প্রাপ্য ভোগং কুরু সতপঃফলম্ ॥ ৬
তিলোত্তমা যৌবনরূপশোভিতা
গহ্ব'হু তে মুর্ধনি তাপবারণে ।
সুচামরো সন্ততবারয়াক্ষিতৌ
গঙ্গাপ্রবাহাবিব সুন্দরোত্তম ॥ ৭
শৃণুধ ভোঃ কামকথা মনোহরাঃ
পিবামৃতং দেবগণাদিবাক্ষিতম্ ।
উদ্যানমাসাদা চ নন্দনার্ভিবং
বরাদনার্ভিধিরং কুরু প্রভো ॥ ৮
ইত্যুক্রমাকর্ণ্য মহামতিনূপো
বিচারযামাস কুতো ছাপস্থিতঃ ।

পরিত্যাগ করুন । আমিও অমূল্য অল-
ঙ্কারে ভূষিত হইয়া বক্ষস্বনে পারিজাত-
কুসুমের মাল্য পরিধান করিয়া আপনার
নিকটে আসিয়াছি, আমি বিবিধ রতি-
ক্রীড়ায় স্মরণপূর্ণ ; আপনি আমাকে গাঢ়
ভাণে আলিঙ্গন করুন । আপনি
আমার মুখামৃত পান করুন ; আমার সহিত
উত্তম বিমানে আরোহণ এবং বহু পুণ্য-
লভ্য সুমেকুশঙ্করে গমন করিয়া কঠোর
তপস্কার ফলস্বরূপ মাদৃশী দেবাক্ষী
সন্তোগ করুন । হে সুন্দরোত্তম ! এই রূপ-
যৌবনশালিনী তিলোত্তমা আপনার মস্ত-
কোপরি আতপত্র ধারণ করিয়া আপনার
অঙ্গে শতধারামুক্ত গঙ্গাপ্রবাহের স্তায় দৃশ্য
মনোহর চামর বীজন বরুক । প্রভো !
আপনি আমাদের গাঢ় নিকট মনোহর
কাম-কথা শ্রবণ করুন ; দেবাদিবাক্ষিত
আমাদের মুখামৃত স্বেচ্ছন্দে পান করুন,
নন্দনকাননে গিয়া আমাদের সহিত বিহার
করুন । ১—৮ মহামতি রাজা সুমদ তাহাদের
এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগি-

ময়া সূক্ষ্মীকৃতপসঃ সুরাঙ্গনা
 প্রত্নাহ এবাত্র বিধেয়মেধ কিম্ ॥ ৯
 ইতিচিন্তাতুরো রাজা স্বান্তে সাক্ষ্যে ধীরধীঃ ।
 জগাদ মতিমান বীরঃ সুমদো দেবতান্ধনাঃ ॥ ১০
 যুগং তু মম চিন্তয়া জগন্মাতৃস্বরূপকাঃ ।
 ময়া সাক্ষ্যতে যা হি সাপি ত্রুজ্জপণী মতা ॥ ১১
 ইদং তুচ্ছং স্বর্গসুখং ত্রয়োক্তং সবিবল্লকম্ ।
 মংস্বামিনী ময়া ভক্ত্যা সেবিণী দাস্ততে বরম্ ॥
 যৎরূপাত্তো বিধিঃ সত্যলোকং প্রাপ্তো মহানভূৎ
 সা মে দাস্ততি সপিং হি ততঃপ্রাপ্তকারিণী ॥
 কিং নন্দনং কিম্ গিহং কনকেন সুমণ্ডিতম্ ।
 কিং সুধা স্বল্পবৃণোন স্নাপ্যা দানবদ্বিধিতা ॥ ১৪
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য কামস্ব বিবিধৈঃ শরৈঃ ।
 প্রাহন্নরদেবক বর্জুং কিঞ্চিন্ন বে প্রভুঃ ॥ ১৫

লেন,—আমার এত আয়াসে অর্জিত তপ-
 স্তার বিস্ময় করিবার জন্য কোথা হইতে এই
 দেবান্ধনাগণ উপস্থিত হইল? এক্ষণে কি
 করা উচিত! বুদ্ধিমান রাজা সুমদ মনে
 মনে এইরূপ ভাবনামুক্ত হইয়া ধীরভাবে
 চিন্তা করিয়া সুরকামিনীদিগকে কহিলেন,—
 আপনারা আমার চিত্তস্থিত জগন্মাতৃস্বরূপা
 আমি আপনাদের স্তায় রূপবতী ভগ-
 বতী আদ্যাশক্তি কে চিত্রা করিতেছ।
 আপনি যে স্বর্গসুখের কথা বলিলেন, উ-
 সবিবল্লক, আমি উহা তুচ্ছ জ্ঞান করি
 আমি ভক্তপুঙ্গব সেবা করিলে পবনেশ্বরী
 আমাকে ইহা অপেক্ষাও উত্তম বর দান কর-
 বেন। বিধাতা ঋগীর রূপায় মন্ত্র জাতি করিয়া
 সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ভক্তরূপে
 নিবারিণী ভগবতী আমাকে সমস্ত বঞ্চিত
 বস্ত্র প্রদান করিবেন। আমি ভগবতীর
 নিকটে যে বিষয় বাজা করিয়া তপস্বী কর-
 তেছি, তাহার নিকটে নন্দনকানন, স্বর্ঘমণ্ডিত
 সুমেক্ষগিরি, এবং দানবদিগের কেবল ক্রেশ
 কর অল্পপুণ্যভ্য স্বর্গের সুধা স্ততি তুচ্ছ
 মনে করি। প্রভাবশালী কামদেব নর-
 দেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ বিবিধ

কটাক্ষনুপূরারাবেঃ পরিরম্ভে কিলোকিতৈঃ ।
 ন তত্র চিত্তবিভ্রাশ্চিং বর্জুং শক্তা বরান্ধনাঃ ॥ ১৬
 গতা যথাগং শকং জগদ্বীরধীনুপঃ ।
 তদুত্তরা মঘবা ভাষা মোঘমারম্মমান্বনঃ ॥ ১৭
 অত্র নিশিতো মাক্য স্বপদাজেহস্ত চাধিকা ।
 জিহে স্ত্রিয়ং মংহা জং প্রতক্ষাভূৎসুযোগিনী
 পদ্যাস্তপৃষ্ঠে নাতা শাশঙ্কশধরা বরা ।
 ধল্লক্ষাণধরা মান্য ভগৎপাবনপাবনী ॥ ২০
 তাং বীক্ষ্য মানসে ধীমান্ স্বয়ংকোটসমপ্রভাম্
 ধল্লক্ষাণশ্রীশাশন দধানাং হর্ষমাপ্তবান ॥ ২১
 শিরশা বহুযোগিনী মাতরং ভক্তভাবিতাম্ ।
 হস্তাশ্চ নিশাদেহেতু স্পৃশ্যতীং পানিনা মুখং ॥ ২২
 তুদ্যাব ভক্তুংকরিতা তিত্রতর্মহামাতিঃ ।

শরে প্রহার করিয়া ও তাঁহার কিছুই করিতে
 পারিলেন না। সেই সুরসুন্দরীগণ
 কটাক্ষদৃষ্টি, নুপুরধ্বনি এবং আলিঙ্গনদান
 দ্বারা তাঁহার চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে পারিলেন
 না। তাঁহারা যেরূপ আসিয়াছিলেন
 তেমনী ভাবে ফিরিয়া গিয়া ইশ্রকে রাজার
 জিতে শ্রেয়তার বিষয় জানাইলেন। দেব-
 রাজ আপনায় এত আয়াস বুধা হইল
 লোকস্বতী হইলেন। এ দিকে অতুল-
 যোগেশ্বরীশাসিনী ভগবতী অধিকা ধ্যানবলে
 জিতে শ্রেয়মহারাজ সুমদকে নিজ পাদপদে
 দৃঢ় ভক্তিমানে জানিবে পাঠয়া তাহার নিকটে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগতের নিখিল
 পবিত্র বস্ত্র ও পবিত্রকাঞ্চী ভগবতী
 জগন্মাতা পাশে অঙ্গুণ ও ধল্লক্ষাণ ধারণ-
 পুঙ্গব সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই
 রাজার নিকটে প্রত্যক হইলেন। ৯—২০।
 ধীমান্ স্বয়ং পাশ-অঙ্গুণ-ধল্লক্ষাণ-বারিণী
 কোটি স্বর্ঘ্যের স্তায় দেবীপ্যমানা সেই
 জগন্মাতাকে অবলোকন করিয়া সাতিশয়
 আনন্দিত হইলেন এবং ভূমিলুপ্তিত
 মস্তকে ভক্তিভাবে বারদ্বার তাঁহাকে প্রণাম
 করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসলা জগন্মাতা
 হস্ত বস্ত্র পুনঃপুনঃ তাঁহার শরীরে

গগনদম্বরসংযুক্তঃ কণ্টকাক্ষোপশোভিতঃ ॥ ২৩
 জয় দেবি মহাদেবি ভক্তবৃন্দৈকসেবিতৈ ।
 ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবেশ্চ-সেবিতা জ্ঞ্য যুগেহনঘে ॥২
 মাতস্তব কলাবিক্রমেতদ্ভাতি চরাচরম্ ।
 তদুত্তে নাস্তি সর্বঃ তন্মাতর্ভদ্রেনমোহস্ব তে ॥২
 মহৌ স্বাধারশক্ত্যা স্থাপিতা চলতীহ ন ।
 সপর্ষতবনোদ্যান-দিগ্গজৈরুপশোভিতা ॥২৬
 সূর্যাস্তপতি খে তীক্ষ্ণৈরংশুভিঃ প্রতপন্নসীম্ ।
 অচ্ছক্ত্যাবসুধাসংস্থং রসং গৃহ্নন বিমুক্তি ॥২৭
 অন্তর্কর্ষিঃস্থিতো বহুলৌকানাং প্রকরোতিশম
 স্বংপ্রতাপায়মহাদেবি সুরাসুরনমস্কৃতে ॥ ২৮
 ত্বং বিদ্যা ত্বং মহামায়া বিকোলৈকৈকপাবনী

করস্পর্শ করিলেন। মহামাত সুমদ
 ভক্তিরে উদ্ভাস্তচিত্ত হইয়া রোমাঞ্চিত-
 কলেবরে গগনদম্বরে তাঁহাকে স্তব করিতে
 লাগিলেন,—হে দেবি! আপনার জয়
 হউক, হে মহাদেবি! আপনিই ভক্ত-
 বৃন্দের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। হে নির্মল-
 স্বভাবে! ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবেশ্বরগণ
 আপনার পদযুগল সেবা করিয়া থাকেন।
 মাতঃ! আপনার আংশিক সত্তা থাকাতেই
 এই চরাচর বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে,
 আপনি ব্যতিরেকে (আপনার সত্তা না
 থাকিলে) এই নিখিল বিশ্বের কিছুমাত্র
 সত্তা নাই বা থাকিত না। হে ভদ্রে
 মাতঃ! আপনাকে নমস্কার। আপনি
 আধারশক্তি প্রদান করিয়া স্থির রাখিয়াছেন
 বলিয়া পর্ষত, অরণ্য, উদ্যান ও দিগ্গজ-
 শোভিত এই পৃথিবী স্থিরভাবে রহিয়াছেন,
 বিচলিত হন না। আপনারই শক্তি-
 বলে সূর্য্যদেব আকাশে উদ্ভিত হইয়া
 পৃথিবীকে তাপপ্রদান করত পৃথিবীর
 রসভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার পরি-
 ত্যাগ করিতেছেন। হে সুরাসুরবন্দিতে
 মহাদেবি! আপনার প্রতাপেই অগ্নিদেব
 লোকসমূহের অন্তরে-বাহিরে বিদ্যাধান
 থাকিয়া মঙ্গল করিতেছেন। আপনি

ত্বং শক্ত্যা স্বজসীদং ত্বং পালয়স্তপি মোহিনী ।
 ত্বন্তঃ সর্ষে সুরাঃ প্রাপ্য সিদ্ধিং সুখময়ন্তি বৈ
 মাং পালয় কুপানাথে বন্দিতে ভক্তব্রহ্মতে ॥৩০
 রক্ষ মাং সেবকং মাতস্তদীয়চরণাশুজে ।
 কুরু মে বাঞ্ছিতাং সিদ্ধিং মহাপুরুষপূর্ব্বজৈ ॥৩১
 সুমতিরূবাচ ।

এবং তুষ্টা জগন্মাতা বৃণীষ বরমুক্তমম্ ।
 উবাচ ভক্তঃ সুমদ তপসা কৃশদেহিনম্ ॥ ৩২
 ইত্যোতদাক্যমাকর্ণ্য প্রহৃষ্টঃ সুমদো নৃপঃ ॥৩৩
 ববে নিজং হৃতং রাজ্যং হতবৃদ্ধনকণ্টকম্ ।
 মহেশীচরণবন্দে ভক্তিমব্যতিচারিণীম্ ॥৩৪
 প্রান্তে মুক্তিস্তং সংসারবারিধেস্তরীণীং পুনঃ ॥৩৫
 কামাখ্যোবাচ ।

রাজ্যং প্রাপুহি সুমদ সর্বত্র হতকণ্টকম্ ।
 মহিলারত্নসঞ্জুষ্টে-পাদপদ্মধরো ভব ॥ ৩৬ ॥

বিদ্যা, আপনিই লোকসমূহের একমাত্র পাবনী
 বিষ্ণুর মহামায়া। আপনিই স্বীয় শক্তিবলে
 এই জগতের সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্ট
 জীবগণের মোহ উৎপাদন করত রক্ষা
 করিতেছেন। দেবগণই আপনার নিকট
 হইতে সিদ্ধিলাভ করিয়া সুখভোগ
 করেন। অতএব হে কুপাময়ি ভক্তবৎসলে
 লোক-বন্দিতে ভগবতি! আমাকে পালন
 করুন। মাতঃ! আমি আপনার পাদ-
 পদ্মের দেবক, আমাকে রক্ষা করুন। হে
 আদ্যাশক্তি! আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন।
 ২১—৩১। সুমতি কহিলেন,—তপস্শায় কৃশ-
 দেহ দেবীভক্ত সুমদ এইরূপে স্তব করিলে
 জগন্মাতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্তম
 বর প্রার্থনা করিতে বািললেন। রাজা
 সুমদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সতিশয়
 আক্লান্দিত হইয়া, দুর্জ্ঞানরূপ কণ্টক নিহত
 করিয়া অপহৃত নিজ রাজ্য পুনর্ব্বার যথোচ-
 পাইতে পারেন, এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন
 আর মহেশ্বরের পদযুগলে অলা ভক্তি ও
 অন্তিমে সংসারসাগরের তরীশ্বরূপ মুক্তি
 প্রার্থনা করিলেন। কামাখ্যাদেবী কহিলেন,

ত্ব বৈরিপরাজুতিস্মা ভূয়াৎ সুমদাভিধ ।
 ঘদা তু রাবণং হস্তা রঘুনাথো মহাযশাঃ । ৩৭
 করিষ্যত্যশ্রুযজ্ঞঃ হি সৰ্বভাবোপশোভিতম্ ।
 তন্তু ভ্রাতা মহাবীরঃ শক্রয়ঃ পরবীরহা । ৩৮
 পালয়ন হয়মায়ান্ত্যত্র বীরাদিভিবৃতঃ ।
 তস্মৈ সৰ্বং সমর্প্য ত্বং রাজ্যমুদ্ধিধনাদিকম্ ॥ ৩৯
 পালয়িষ্যাসি যোঐধঃ শৈবধ্বংসকারিতকুন্তটে ।
 ততঃ পৃথিব্যাং সৰ্বত্র ভ্রমিষ্যসি মহামতে ॥ ৪০
 ততো রামং নমস্কৃত্য ব্রহ্মলৈশাদিসেবিতম্ ।
 মুক্তিং প্রাপ্যসি তুপ্রাপাং যোগিভির্ধমদাবনৈঃ
 তাবৎকালমিহ স্বাতা যাবদ্রামহাযগমঃ ।
 পুশ্চাৎবাং তু সমুদ্রত্যা গন্তাস্মি পরমং পদম্ ॥ ৪২
 ইত্যুক্ত্যন্তুদ্ধিধে দেবৌ সুরাসুরনমস্কৃত্বা ।

—সুমদ ! তুমি কণ্টক উদ্ধার করিয়া নিজ-
 রাজ্য লাভ কর । উত্তম রমণীরত্ন
 তোমার পাদসেবা করুক । হে সুমদ !
 তুমি কখনই শক্রর নিকটে পরাজিত হইবে
 না । মহাযশস্বী রামচন্দ্র রাবণকে নিহত
 করত যখন সকল প্রকার উপকরণ
 সংগ্রহ করিয়া সূচাকরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ
 করিতে থাকিবেন, সেই সময়ে তদীয়
 ভ্রাতা শক্রবিজয়ী মহাবীর শক্রয়, বীরাদি-
 পরিবৃত হইয়া অশ্বরক্ষা করিতে আগমন
 করিবে, তখন তুমি তোমার রাজ্য-ঐর্ষ্যা
 সমস্তই শক্রয়হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজ বল-
 বান্ধুধর্মের যোদ্ধার সাহায্যে তাহার অশ্ব-
 রক্ষার সাহায্য করিবে । হে মহামতে !
 তুমি শক্রয়ের সহচর হইয়া পৃথিবীতে পরি-
 ভ্রমণ করিবে । ৩২—৪০ । তাহার পর ব্রহ্মা,
 ক্রু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাহার সেবা করেন
 সেই রামচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া জিতেন্দ্রিয়
 যোগিজনত্বর্গভ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে ।
 রামের যজ্ঞায় অশ্বের অগমকল পর্য্যন্ত
 তুমি এইখানে থাকিবে ; তাহার পর রাম
 তোমাকে উদ্ধার করিয়া পরমপদে লইয়া
 যাইবে । এই বলিয়া সুধাসুধবন্দিতা

সুমনোহপ্যহিচ্ছত্ৰায়াং শক্রন হস্তা নৃপো-
 হভবৎ ॥ ৪৩
 এষ রাজা সমর্খোহপি বলবাহনসংযুতঃ ।
 ন গ্রহীষ্যতি তে বাহং মহামায়াসুশিক্ষিতঃ ॥ ৪৪
 ঞ্জনা প্রাপ্তং পুরীপার্শ্বে হয়মেধংঘোস্তমম্ ।
 ঞ্জাঞ্চ সৰ্বমধারাজৈঃ সেবিতাজ্জিযুঃ মহামতিঃ ॥
 সৰ্বং দাস্যতি সৰ্বজ্ঞ রাজা সুমদনামধুক্ ।
 অধুনা তমহারাজ রামচন্দ্রপ্রতাপতঃ ॥ ৪৬
 শেষ উবাচ ।
 ইতি বৃত্তং সমাকর্ণ্য সুমদস্ত মহাযশাঃ ।
 সাধু সাধ্বাত চোবাচ জহর্ষ মতিমান্ বলী ॥ ৪৭
 অহিচ্ছত্ৰাপতিঃ সসৈঃ স্বর্গণৈঃ পরিবারিতঃ ।
 সভায়াং সুখমান্তে যো বহুরাজস্তুসেবিতঃ ॥ ৪৮
 ব্রাহ্মণা বেদবিভূষো বৈশ্ণা ধনসমুদ্ধয়ঃ ।
 রাজানং পর্ধুপাসন্তে সুমদং শোভাঘিষ্তম্ ॥
 বেদবিদ্যাবিবেদেন স্তাখিনৈঃ ব্রাহ্মণ্য বরাঃ ॥
 ভগবতী কামাখ্যাদেবী তথা হইতে অন্তর্ধান
 করিলেন । সুমদও ৩৭ পরে শক্রবর্গকে
 নিহত করিয়া অহিচ্ছত্রারাজা প্রাপ্ত হইলেন
 এই রাজ্য বলবাহন-সাহায্যে আমাদের
 অশ্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেও মহামায়ার
 আদেশে অশ্ব গ্রহণ করিবেন না । পরন্তু
 হে সৰ্বজ্ঞ ! ঐ মহামতি রাজা সুমদ, নগরী-
 পার্শ্বে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব, এবং নিখিল
 মহারাজ কর্তৃক সেব্যমান আপনার আগমন
 বার্তা শুনিতে পাইলে মহারাজ রামচন্দ্রের
 প্রতাপে এক্ষণেই আপনাকে যথাসর্ব্বধন দান
 করিবেন । অনন্তদেব কহিলেন,—শ্রীমান্
 পরাক্রমশালী মহাযশাঃ শক্রয় সুমদ
 রাজ্যর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দ
 প্রকাশ করত সাধুবাদ প্রদান করিলেন ।
 এদিকে অহিচ্ছত্রাপতি সুমদ বহুতর ক্ষত্রিয়
 কর্তৃক সেবিত ও আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত
 হইয়া রাজসভায় সুধাসীন রহিয়াছেন, এবং
 বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ও মহাসমুদ্ধিশালী বৈশ্ণবগণ
 সেই শোভাঘিষিত রাজা সুমদের উপাসনা
 করিতেছেন । বেদ-বিদ্যার চর্চায় কাল-

বদন্তি চাশ্বিনঃ ভূপং সর্ষী লোকৈকরক্ষকম্ ॥৫০
 এতস্মিন সময়ে কশিচদাগত্য নৃপতিং জগৌ ।
 স্বামিন্ জানে কশ্মান্তি হয়ঃ পত্রারো-তিকে ॥৫১
 তচ্ছূদ্রা সেবকং শ্রেষ্ঠং শ্রেয়স্ব্যমাস সত্বরঃ ।
 জানীহি কশ্ম রাক্ষোহয়মখো মম পুরান্তিকে ॥
 গম্বাথ সেবকস্তত্র জ্ঞান্বা বুভান্তমাদি-নঃ ।
 নিবেদয়ামাস নৃপং মহারা-জস্তসেবিতম্ ॥ ৫০
 স শ্রদ্ধা বধুনাথস্তা হয়ঃ চিরমনুস্মরন ।
 আজ্ঞাপয়ামাস জনং সর্ষী রাজা বিশারদঃ ॥৫৪
 লোকা মদীয়ঃ সর্ষে যে ধনধান্সবাকুলাঃ ।
 তোরণাদীন গেহেহু মঙ্গলানি স্বজান্তু ॥ ৫৫
 কশ্মাঃ সহস্রশো রম্যা রম্যাভরণভূষিতাঃ ।
 গজোপরি সমাকটা যান্ত শক্রয়নম্মুগম্ ॥ ৫৬
 ইত্যাদি সর্ষীমাজ্ঞাপ্য যমৌ রাজা স্বয়ং ত- ॥

যাপনকারী উত্তম রাক্ষণেরা মিশিন লোকের
 একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বাজা সুমদকে আশীর্বাদ
 করিতেছেন। ৪১—৫০। এমন সময়ে
 একটা লোক রাজার নিকটে মিত্রাণবল,—
 প্রভো! জানি না, কাহার এন্টা পত্রবাহঃ
 অথ নিকটে বিচরণ করিতেছে (আমর
 বুঝিতে পারিগাম না)। তাহা শুনিয়া রাজা,
 সুমদ অবিলম্বে “আমার নগরীসমীপে
 কাহার অথ বিচরণ করিতেছে, জানিয়া
 আইস” এই বালিয়া একটা উত্তম
 সেবককে শ্রেয়ণ করিলেন। অনন্তর সেবক
 তথায় গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বুভান্ত
 জানিয়া রাজসমূহে পরিবেষ্টিত সেই সুমদের
 নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত নিবেদন
 করিল। নিখিলগুণভূষিত সেই রাজা সুমদ,
 বহুদিনের বাঞ্ছিত বাঞ্ছিত অথ আগমন-
 বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পূৰ্ব্বতন ঘটনা মনে
 করত সকল লোককে আদেশ করিলেন,
 —আমার সমস্ত লোক ধনধান্সমৃদ্ধি গ্রহণ-
 পূৰ্ব্বক বহির্গত হইয়া গৃহের তোরণাদি সু-
 সজ্জিত করুক। আর সহস্র সহস্র সুন্দরী
 কশ্মা মনোহর আভরণে ভূষিত হইয়া গজো-
 পরি আরোহণপূৰ্ব্বক শক্রয়ের সমীপে গমন

পুত্রপৌত্রমহিষ্যাदि-পরিবারসমারূতঃ ॥ ৫৭
 শক্রয়ঃ সুমহামাট্যঃ সুভট্টৈঃ পুঙ্কলাদিকৈঃ ।
 সংযুতো ভূপতিং বীরং দদর্শ সুমদাভিধম্ ॥
 হস্তিভিঃ সাদিসংযুক্তৈঃ পতিভিঃ পরতাপনৈঃ ।
 বাজিভির্ভূষিতবীরৈঃ সংযুক্তং বীরশোভিতম্
 অথাগত্য মহারাজং শক্রয়ং নতবান মুদা ।
 ধস্তোহস্মি কুহকৃত্যোহস্মি সংকৃতঞ্চ কৃতংবপুঃ
 ইদং রাজ্যং গৃহাণাশু মহারাজোপশোভিতম্
 মহামাণিক্যমুদাদি-মহাবানসুপুত্রিতম্ ॥ ৬১
 স্বামিংশচরং প্রত্যক্ষেহং হয়স্তাগমনং প্রতি ।
 কামাখ্যাকথিতং পৃষং জাতং সম্প্রতি তদ্বয়ং ॥
 বিশ্লোকয় পুরাং মহাঃ কৃতার্থীকুরু মানবান ।
 পাবয়াম্যংকুলং সর্ষং রামান্নজ মহোপতে ॥৬৩
 ইতু-ক্যারোপয়ামাস কুঞ্জরং চল্লসুপ্রভম্ ।
 পুকলং চ মহাবীৰ্যং তথা স্বয়মথাক্রহং ॥৬৪

ককক সকলকে এইরূপ আদেশ করিয়া
 রামা স্বয়ং গ্নী, পুত্র, পৌত্রাদি পরিবারবর্গ
 সমাভ্যর্থ্যাগারে শক্রয়ের নিকটে গমন করি-
 লেন। শক্রয় উত্তম অমাত্যবর্গ এবং পুঙ্কল
 প্রভৃতি মহাযোদ্ধাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেখি-
 লেন, বীরবর রাজা সুমদ মাহুত সহ হস্তী,
 সুসজ্জিত অশ্ব এবং শক্রতাপন পদাতিক
 সৈন্তগণে পরিবৃত্ত হইয়া নিকটে আগমন
 করিতেছেন। অনন্তর সুমদ তথায় আগ-
 মনপূৰ্ব্বক আনন্দসংকারে মহারাজ শক্রয়কে
 প্রণাম করিয়া কহিলেন,—আমি অদ্য ধস্ত
 হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, আপনার সন্দর্শনে
 মাত্র আমার শরীর পবিত্র হইল। ৫১—৬০।
 মহারাজ! উৎকৃষ্ট মণিযুক্তাদি-ধনসমৃদ্ধি-
 শালী এই শোভাময় রাজ্য গ্রহণ করুন।
 প্রভো! আমি বহুদিন হইতে আপনাদের
 যজ্ঞয় অশ্বের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি,
 কামাখ্যাদেবী পূর্বে আমাকে যাহা বলিয়া-
 ছিলেন, এক্ষণে দেখিতেছি তৎসমস্তই
 সুসম্পন্ন হইয়াছে। হে ভূপতে রামা-
 ন্নজ! ঐ নগরী অবলোকন করুন, দর্শন-
 দানে আমার প্রজাবর্গকে কৃতার্থ করুন

ভেরীপণবতুর্ঘ্যাণাং বীণাদীনাং স্ননস্তদা ।
 ব্যাপ্নোতি অ মহারাজ-সুমদেন প্রণোদিতঃ ।
 কন্ঠাঃ সমাগত্য মহানরেন্দ্রঃ
 শক্রমিস্রাদিকসেবিতাজিগ্ৰ্যম্ ।
 করিস্থিতা মৌক্তিকবৃন্দসংজ্ঞৈ-
 র্কীর্দ্ধাপয়ামাসু বিনপ্রযুক্তাঃ ॥ ৬৬
 শটনৈঃ শটনৈঃ সমাগত্য পৃথীমধো জটনৈর্গণ ।
 বক্রীপিতো গৃহং প্রাপ তৌরণাদিকতুর্ঘিতম্ ॥
 হয়রজেন সংযুক্তস্তথা বীরৈঃ সুশোভিততঃ ।
 রাজ্ঞা পুরস্কৃতো রাজা শক্রয়ঃ প্রাপ মন্দিরম্ ॥
 অর্ঘ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা রঘুনাথবুজং মদা ।
 সর্বং সমর্পয়ামাস রামচন্দ্রায় ধীমতে ॥ ৬৯
 শেষ উবাচ ।
 অথ স্বাগতসম্ভবৈঃ শক্রয়ং প্রাহ ভূমিপঃ ।

(গৃহে পদার্পণ করিয়া) আমাদের বংশ পবিত্র করুন। এই বলিয়া সুমদ মং নীর শক্রয় এবং ভরতপুত্র পুত্রলকে চন্দ্রব জায় প্রভাশালী উত্তম হস্তীর উপরে আয়ো- হণ করাইয়া স্বয়ং ততুপরি আরোহণ করিলেন। তৎকালে মহারাজ সুমদের আদেশে বীণা, বেণু, ভেরী, পণব, তুর্ঘ্য প্রভৃতি বাদ্যের মিনাদে সেই নগরী তুল হইয়া উঠিল। ইত্যাদি দেবগণ মহার পদ- সেবা করিয়া থাকেন, সেই মহাবাজ শক- য়ের নিকটে বহুতর কন্ঠা পতুপ্রেরিত হইয়া কুঞ্জরোপরি অরোহণপূর্বক আগমন করিয়া মুক্তাসমূহ বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে সপ- র্দ্ধনা করিতে লাগিল। তত্রত্য জনগণ পরমানন্দে সধর্দ্ধনা করিলে রাজা শক্রয় ধীরে ধীরে সেই তৌরণাদিবিভূষিত রাজ- ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বীর- বর্গে পরিবৃত্ত হইয়া অনব্রত-সমভিব্যাহারে সুমদ রাজার অগ্রে অগ্রে শূশোভা ধারণ করত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা আনন্দিত হইয়া রঘুনাথের কানঠ ভাতাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ধীমান রামচন্দ্রের উদ্দেশে যথাসর্ব্ব দান করিলেন। ৬১—৬৯।

রঘুনাথকথাং শ্রেষ্ঠাং শুক্রয়ুঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৭০
 সুমদ উবাচ ।
 কচ্ছিদান্তে সুখং রামঃ সর্বলোকশিরোমণিঃ ।
 ভকরকাবতাবেহং মমারুগ্ৰহকারকঃ ॥ ৭১
 বন্যা নোচা ইমে পুর্ধাং রঘুনাথযুথাজুজম্ ।
 য়েহমিশং পাববেব ক্রাং পুট্টকৈঃ পরিমোদিতাঃ
 অনা তাত মদীয়ং চ নিচর্য্যৈ পুরুষবণ্ড ।
 ক্রত্যাং কুলভূমাদি বস্তুভাতং মহামতে ॥ ৭৩
 কামাখ্যায়া প্ৰমোদো মে ক্রতঃ পূর্বং দয়াদ্য়ীয়া ।
 রঘুনাথযুথাজেং জ্ঞেহোহস্য সক্রুদুদকঃ ॥ ৭৪
 ঐদ্রাক্রবতি ধীরে তু সুমদে পানিবোক্তমে ।
 সপং তং কবযামাস রঘুনাথগোদয়ম্ ॥ ৭৫
 দিরাত্র তত্র বৈ স্থিত্বা রঘুনাথারুজঃ পরম্ ।
 গম্বং চকার ধিসণাং রাজ্ঞা সহ মহামতিঃ ॥ ৭৬

অনন্তদেব কহিলেন,—অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা সুমদ উত্তম রামকণা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া শক্রয়কে আগত বাচ্যে সম্ভব করিয়া কথিতে লাগিলেন। সুমদ কহিলেন,—যিনি ভক্তগণকে রক্ষা করিবার মিমিত্ত ভূতলে গনগ্রীণ হইয়াছেন, যিনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন সেই সর্বলোকশিরোমণি রাম কুশলে আছেন ত? এই নগরীর এই লোক সকল বস্ত! যাঁহায়া পরমানন্দসহ- কারে নৈতুগল দ্বারা অবিব্রত রামচন্দ্রের মূপায় পাতা করিতে পাইত। হে মহা- মত! হে পুরুষ প্রবর! আমার বংশ, রাজ্য, সম্পত্তি সমস্তই অদ্য সাগর্গ হইল। ভগ- বন্তী কামাখ্যাদেবী দা পদবশ হইয়া আমার উপরে এষ্টরূপ অনুগ্রহ করিয়া গিয়া- ছেন, (তাঁহারই অনুগ্রহে আমি রাম- চন্দ্রকে যথাধর্ম্ম দান করিয়া চরিতার্থ হই- লাম।) অদ্য আত্মায়গা সমভিব্যাহারে রঘুনাথের মুখ-কমল সন্দর্শন করিব। রাজ- শ্রেষ্ঠ বাঃ সুম! এই কথা বলিলে পর রঘু- নাথারুজ মহামতি শক্রয় রঘুনাথের কার্তি- কাম হৃদয় নিকটে গিয়া—পরে তথায় ত্রিঃ প্র অবস্থিত করিয়া সেই রাজাকে

তজ্জ্ঞান্বা সুমদঃ সীত্রঃ পুত্রঃ রাজ্যো-

হভাষেচয়ৎ

শক্রেন্ন মহারাজা পুঙ্কলেনানুমোদিতঃ ॥ ৭

বাসাংসি বহুরত্নানি ধনানি বিবিধানি চ ।

শক্রস্বসেবকেভোগ্যেসৌ প্রাদান্তত্র মহামতিঃ

ততো গমনমারেভে মন্ত্রিভিরহুভিত্তৈমঃ ।

পত্তিভির্কাজিভির্নাগৈঃ সদশ্চৈ রথকোটিভিঃ

শক্রয়ঃ সহিতস্তেন সুমদেন ধনুর্ভূতা ।

জগাম মার্গে বিহসন রঘুনাথপ্রতাপভূৎ ॥ ৮০

পর্যোক্ষৌ তীরমাসাদ্য জগাম সংসোত্তমঃ ।

পৃষ্ঠতোহল্লঘয়ুঃ সর্ষে যোধ্য বৈরপ্রহারিণঃ ॥ ৮

আশ্রমান বিবিধান পশুন্নঘীণাং সূতপোভূতাম্

তত্র তত্র বিশৃণ্বানো রঘুনাথগুণোদয়ম্ ॥ ৮২

এষ ধীমান হরির্ঘাতি হরিণা পটিতাক্ততঃ ।

হার্যভহার্যভক্লেচ্চ হরিবর্ষানুগৈর্গুহুতঃ ॥ ৯৩

সমভিব্যাহরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা

প্রকাশ করিলেন । ৭০—৭৬। মহামতি

সুমদ তাহা জানিতে পারিয়া মহারাজ শক্রয়

ও পুঙ্কলের অশ্রমতে অনুসারে অবিলম্বে

পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং

শক্রয়র ভৃত্যবর্গকে বহু বস্ত্র, রত্ন ও বিবিধ

অর্থ প্রদান করিলেন । অনন্তর সুমদ,

উৎকৃষ্ট অশ্ব, হস্তী, পদাতি ও কোটি রথ

সঙ্গে লইয়া বহুদর্শী মন্ত্রিগণ সমভিব্য-

াহারে যাত্রা করিলেন । শক্রয় রঘুনাথের

প্রতাপ ধারণপূর্বক পশ্চিমধ্যে সেই ধনুর্বর

সুমদের সহিত হাস্ত-আমোদ করিতে

করিতে (পরমসুখে) যাইতে লাগিলেন ।

শক্রবিজয়ী যোদ্ধগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ

পশ্চাৎ যাইতে লাগিল । তাঁহারা পর্যোক্ষী

নদীর তীর দিয়া যাইতে লাগিলেন । পশ্চি

মধ্যে যাইতে যাইতে তীব্রতপা ঋষিদিগের

বিবিধ আশ্রম দর্শন, এবং রঘুনাথের গুণ-

গাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন । প্রভু শক্রয়

যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন, ঋষি-

গণ বলিতেছেন,—‘এই হরি (অর্থ)

হরি (শক্রয়) দ্বারা রক্ষিত হরির (রামের)

ইতি শৃণ্বন শুভা বাচো মুনীনাং পরিতঃ প্রভুঃ

ভূতোষ ভক্তাৎকলিতচিত্তবৃত্তিত্ততাং মহান্ ।

দদর্শ চাশ্রমং শুক্রং দ্বিজজন্তুসমাকুলম্ ।

বেদধর্মহিতাশেষামঙ্গলঃ শৃশ্বতাৎ নৃণাম্ ॥ ৮৫

অগ্নিহোত্রহবিধুমপবিত্রিতনভোহখিলম্ ।

মূর্নিবর্ষাক্রান্তেনক-যাগযুগসুশোভিতম্ ॥ ৮৬

যত্র গাবস্ত্ব হরিণা পাল্যস্তে পালনোচিতাঃ ।

মৃষকান খনন্ত্যস্মিন বিভ্রালস্তাভয়াছিলম্ ॥ ৮৭

ময়ূর্নৈর্নকুলৈঃ সার্কং ক্রৌড়ন্তি কণিনোহনিশম্ ।

গর্ভৈঃ সিংহৈর্নিত্যমত্র স্বীয়তে মিত্রতাং গর্ভৈঃ

এগান্তত্রতানীব্যার-ভক্ষণেষু কৃতাদর্যঃ ।

ন ভয়ং কুর্ষতে কালাজ্জিক্তা মুনিবৃন্দকৈঃ ॥ ৮৮

অনুগামী হরিভক্ত (রামভক্ত) জনগণ ও

হরিগণে (বানরগণে) পরিবেষ্টিত হইয়া

গমন করিতেছে । রামভক্তদিগের অগ্রণী

শক্রয় চতুর্দিক্ হইতে ঋষিদিগের মুখে

ঐরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তোষ

লাভ করিতে লাগিলেন । এইরূপে

যাইতে যাইতে পথে এক পবিত্র আশ্রম

দেখিতে পাইলেন । ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া

দেখিলেন,—ঐ আশ্রম যুগপাক্ষিগণে সমা-

কীর্ণ, তথায় নিয়ত বেদপাঠ হইতেছে, ঐ

বেদপাঠ-শ্রবণ করিয়া নরগণ পাপক্ষালন

করিতেছে, অগ্নিহোত্র-ধূমরাশি উড্ডীন হও-

য়ায় সমস্ত নভোমণ্ডল পবিত্র হইয়া যাই-

তেছে । স্থানে স্থানে মহর্ষিদিগের বহুত্র

যজ্ঞীয় যুপকাষ্ঠ শোভা পাইতেছে । ৭৭—৮৬

তথায় সিংহ-দেব একেবারেই নাই । সিংহ

অবশ্য কর্তব্য বোধে গো-সেবা করিয়া থাকে ।

বিড়ালের ভয় না থাকায় মুগিককে তথায় গর্ভ

খনন করিয়া বাস করিতে হয় না । সর্পেরা

সর্ষদাই ময়ূ ও নকুলের সহিত ক্রৌড়া

ফরিয়া থাকে । হস্তী ও সিংহেরা সর্ষদা

পরম্পর মিত্রতাবাপন হইয়া বাস করে ।

খাকার হরিণেরা ঋষিদিগের সংগৃহীত

নীবায় নির্ভয়ে ভক্ষণ করিয়া থাকে ।

ঋষিগণ বর্জ্ব (অপত্য নির্কির্ষে) প্রতি-

গাবঃ কুন্তসমোধক্ষা নন্দিনীসমবিগ্রহাঃ ।
কুর্কস্তু চরণোথেন রজসেলাং পবিত্রিতাম্ ॥১০॥
মুনিবর্ধৈঃ সমিৎপার্ণ-পদৈর্দ্বন্দ্বিক্রয়োচিতাম্ ।
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ স্মমতিং সর্ষজং রামমজ্জগম্ ॥ ১১
শকল্প উবাচ ।

স্মমতে কস্য সংস্থানং মনের্ভক্তি পুরোগতম্ ।
নির্ধৈরজন্তুসংসেব্যং মুনিবৃন্দসমাকুলম্ ॥ ১২
শেষ্যামি মুনিবার্তাঞ্চ বিদধামি পবিত্রিতম্ ।
নিজং বপুস্তদীয়ভিষার্জাভির্গণনাদিভিঃ ॥ ১৩
ইতি শ্ৰুত্বা মহদ্বাক্যং শকল্পস্ত মহান্মনঃ ।
কথয়ামাস সচিবো ব্রহ্মনাথস্ত বীমতঃ ॥ ১৪
স্মমতি-বাচ ।

চ্যবনস্তাশ্রমং বিদ্ধি মহাতপসশোভিতম্ ।
নির্ধৈরজন্তুসঙ্কীর্ণং মুনিপত্নীভিরাবৃতম্ ॥ ১৫
যোহসৌ মগামুনিঃ স্বর্গবৈদ্যয়োর্ভাগমাদধাৎ ।

পালিত ও রক্ষিত হওয়ায় তাহাদের অকালে মৃত্যুভীতি নাই। তথাকার গাভীদিগের কলসের স্তায় পালান, বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর স্তায় আকার। আশ্রমভূমি তাহাদের খুর-ধূলি দ্বারা সর্বদাই পবিত্রীকৃত হইতেছে। মহর্ষিগণ সমিৎকুশহস্তে নিয়ত ধর্ম্যকার্য্য করিতেছেন। শকল্প এইরূপ পবিত্র তপোবন দর্শন করিয়া, রামমজ্জী সর্ষজ স্মমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শকল্প কহিলেন,—স্মমতে! পুরোভাগে ঐ যে আশ্রম দেখা যাইতেছে, যথায় বহুতর মুনি বাস করিতেছেন, পরস্পর বিরোধী জন্তুগণ যেখানে হিংসাশ্বেষ-শূন্ত হইয়া নির্বিবাদে বাস করিতেছে ঐ আশ্রম কোন মুনির? আমি ঐ মুনির রক্তাশ্রবণ করিব। পবিত্র মুনি-চরিত্ত শ্রবণ করিয়া শরীর পবিত্র করিব। ৮৭—১০। ধীমান্ রামচন্দ্রের মজ্জী, মহাত্মা শকল্পের ঐ সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। স্মমতি কহিলেন,—জন্তু যেখানে বিরোধ পরিহার করিয়া বাস করিতেছে, মহাতপস্বিগণ যেস্থান স্মশো-ভিত্ত করিয়া রহিয়াছেন, মুনিপত্নীগণ ইত-

স্বায়ত্বমহাযজ্ঞে শক্রমানবিশেদনঃ ॥ ১৬
মগামুনেঃ প্রভাবোহয়ং ন কেনাপি সমাপ্যতে
তপোবলসমৃদ্ধস্ত বেদমুর্তিধরস্ত তু ॥ ১৭
শ্ৰুত্বা রামাহুজ্ঞো বার্তাং চ্যবনস্ত মহান্মনঃ ।
সর্ষং পপ্রচ্ছ স্মমতিং শক্রমানাদিভজ্ঞনম্ ॥ ১৮
শকল্প উবাচ ।
কদাসৌ দশমোর্ভাগং চকার সুরপঙক্রিয়ু ।
কিং কৃতং দেবরাজেন স্বায়ত্ববমহামখে ॥ ১৯
স্মমতীকুবাচ ।
ব্রহ্মবংশেতিবিপ্যাতো মুর্তিভূগুরতি শ্রুতঃ ।
কদাচিৎপ্রভবান্ সায়ং সমিদাহরণং প্রত ॥ ১০০
তদা মথবিনাশায় দমনো রাক্ষসো বলী ।
আংগতো্যচৈর্জগাদেদং মহাভয়করং বচঃ ॥

স্ততঃ বেড়াইতেছেন; ঐ আশ্রমে মহামুনি চ্যবন বাস করেন, উহার নাম চ্যবনশ্রম। ঐ যে মহামুনি চ্যবন, উনি স্বায়ত্ব মহাযজ্ঞে ইন্দ্রকে অপমানিত করিয়া স্বর্গোদ্যে স্বর্গীন্দ্র-কুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়াছেন। ঐ তপোনিধি মুর্তিমান্ বেদধরুপ; উহার তপোবল অত্যধিক। উহার প্রভাবের কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না। রামাহুজ শকল্প মহাত্মা চ্যবনের প্রভাবের কথা শ্রবণ করিয়া, স্মমতির নিকটে চ্যবন-কৃত ইন্দ্রের অপমানাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শকল্প কহিলেন,—ঐ চ্যবন-মুনি কোন সময়ে দেবতাদিগের যজ্ঞ-ভাগ অগ্নিনীকুমারদ্বয়কে দিবার ব্যবস্থা করেন? স্বায়ত্ব মহাযজ্ঞে দেবরাজ কি করিয়াছিলেন? (তাঁহা আপনি বলুন।) স্মমতি কহিলেন,—ব্রহ্মার বংশে অতি বিখ্যাত ভৃগু নামে এক মহর্ষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি একদা সায়ংকালে সমিধ্ আহরণ করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে দমন নামে এক বলবান্ রাক্ষস যজ্ঞবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে আসিয়া অতি ভীষণ উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিল,—“কোথায় সে অধম ঋষি, আর

কুহাস্তি মুনিবকুঃ স কুর তদাহিহানম্ ॥
 পুনঃপুনরুবাচেনং বচোঃ শ্রেয়সমাকুলঃ ॥ ১০২
 তদা হতবধো জ্ঞানী রাক্ষসভ্রম্যমগতামু ।
 দর্শয়ামাস তজ্জ্ঞানীযত্বম্ভ্রামিনন্দিতাম্ ॥ ১০৩
 জগ্রাহ রাক্ষসস্তাঃ তু রুদ্রশীঃ কুরয়ীমিব ।
 ভূগো রক্ষ পতে রক্ষ রক্ষ নাথ তপোনিনে ॥
 এবং বদন্তীমার্তাঃ স গৃহীত্বা নিরগারভিঃ ।
 তুষ্টিবাক্যপ্রাবাদেন ধর্ষয়ন স ভূগোঃ সতীম্ ॥
 ততো মহাভয়রস্তো গর্ভগোদধেমবাতঃ ।
 পপাত প্রজসরেন্তো বৈশানর ইবাক্ষতঃ ॥ ১০৬
 তেনোক্তং মা ব্রজশাস্ত্রং হং ভস্মীভব দুর্ষভে
 ন হি সাক্ষীপরামর্শং কুদ্রা শ্রেয়োহভিযাস্তাসি ॥
 ইতু্যক্তঃ স পপাতাশ্চ ভস্মীভূতকলেবরঃ ।
 মাতা তদার্তকং নোয়া জগামাশাশমুয়নাঃ ॥ ১০৮

নির্খুলচরিত্রা । ৮৭ পৃষ্ঠা হি বা কোথায ?
 সাত্তিশয় কোদপরবশ হইয়া রাক্ষস পুনঃ
 পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলে মর্ষণ ভূগুর
 গৃহ-রাক্ষত অগ্নি রাক্ষসভাষি উপস্থিত
 দেখিয়া ভয়ে মর্ষণের ঘনঃস্রা ভাবিককে
 দেখাইয়া দিলেন । ৯৮—১০৩ । রাক্ষস
 সেই অসহায় মুনিপত্রাকে বলপূর্বক গ্রহণ
 করিল, তখন ভূগুপত্নী “কোথায নাথ !
 কোথায তপোনিনি ভূগুদেব ! রক্ষা করুন,
 রক্ষা করুন” এই বলিয়া কুরবার শ্রায় করণ-
 স্বরে রোদন করিতে আশ্রয় করিলেন ।
 ছয়ান্না দমন পতিব্রতা ভূগুগামিনীর করণ
 ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক
 গ্রহণ করিয়া বহির্দেশে গমন করিল এবং
 মিষ্টবাক্যে তাঁহার ধর্ষনাশ করতে উদ্যত
 হইল । অনন্তর নিদারুণ ভবে শ্রীষপত্নীর
 গর্ভপাত হইয়া গেল । তখন সেই গর্ভস্থ
 বালক অগ্নির শ্রায় ক্রোধে জলিত হইয়া
 কহিল,—“রে দুর্ষভে ! তুই সাক্ষীর ধর্ম্য নষ্ট
 করিয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবি না,
 তুই আর যাবি কোথা ? অবিলম্বে ভস্ম হ” ।
 সেই ঋষির গুণসজ্জাত বালক স্বতঃসিদ্ধ
 প্রভাব বলে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলে

ভূগুর্ধিকৃতং সর্ষং জ্ঞানী কোপসমাকুলঃ ।
 শশাপ সমভয়স্তং ভব দুষ্টারিস্ফচক ॥ ১০৯
 তদা শ্রেয়োহভিযুক্তো জগ্রাহ গুহ্রাশ্চক্ষণিঃ
 কুর মেবলুগ্রহং স্বামিন কুপার্ণব মহামতে ১১০
 ময়ানুভবচৌভীত্যা কথিতং ন শুক্ৰজহা ।
 তস্মান্মমোপরি রূপাং কুর ধার্ম্মিশরোমণে ১১১
 উদারুগ্রহমবত সর্ষভক্ষেণা ভবান শুচিঃ ।
 ইতু্যক্তবান হতভূজং দয়াজ্জোমুনিতাপসঃ ॥ ১১২
 গর্ভাচ্ছ্যুতস্ত পুত্রস্ত অভবস্মাদিকং শুচিঃ ।
 চমার বিবিবাব্রব্বো দর্ভপাণিঃ স্মমঙ্গলৈঃ ॥ ১১৩
 চ্যবনাচ্চ্যবনং প্রাহঃ সর্ষে তত্র তপর্ষিনঃ ।
 শটোঃ শটোঃ সা বরুধে শুক্ৰপ্রতিপাদিনুবৎ ॥ ১১৪

দুর্ষুকে নিশাচর অবলম্বে ভস্মীভূত হইয়া
 পাত্ত হইল । তখন জননী সেই সদ্যো-
 জাত বালককে কোড়ে করিয়া বিমর্ষভাবে
 গ্রহণে প্রয়াগমন করিলেন । এদিকে
 ভূগু আশ্রয়ে আসিয়া অগ্নির দোবে এই
 গর্ভটনা ঘটয়াছে জানিতে পারিয়া ক্রোধে
 অধার হইয়া “রে দুষ্ট অনল ! তুমি যেমন
 শকহস্তে আমার পত্রাকে সমর্পণ করিয়াছ,
 সেই পাপে তুমি সমভূক্ত হও ।” এই
 বিনয়া অগ্নিকে অভিসম্পাত করিলেন ।
 অভিশপ্ত হইয়া অগ্নি সাত্তিশয় হুংবিত হই-
 লেন এবং ঋষির পদধারণপূর্বক কহিলেন,
 —প্রভো ! দয়াসাগর ! আমার প্রতি, রূপা
 করুন । মহামতে ! আমি মিথ্যা কথা বলিবার
 ভয়েই রাক্ষসকে বলিয়া দিয়াছি, আপনার
 শ্রীষ্টি করিবার অভিব্রায়ে আমি এ কার্য্য
 করি নাই, অতএব হে ধার্ম্মিকশিরোমণে !
 আপনি আমার উপরে অলুগ্রহ করুন ।
 এখন মুনিবর ভূগু অগ্নির কাতর বাক্যে
 দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার প্রতি অলুগ্রহ করি-
 লেন, বলিলেন,—“তুমি সর্ষভূক্ত হইয়াও
 শুচি থাকিবে ।” ১০৪—১১২ । অনন্তর
 বিপ্রবর ভূগু পবিত্রভাবে দর্ভ হস্তে যথা-
 বিধানে সেই গর্ভচ্যুত বালকের জাত-
 কর্ম্মাদি সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিলেন ।

ন জগাম তপঃকর্তুং রেবাং লৌকিকপাবনীম্
 শিবিঃ পরিবৃতঃ সৈবৈস্তপোবদসম্বৰ্ণিতঃ ॥
 গম্বা তত্র তপস্তেশে বর্ধাণামযুক্তং মহান ।
 অংসয়োঃ কিংশুকৌ জ্ঞাতৌ বয়োক্ষোপরি-
 শোভিতৌ ॥
 মৃগা আগত্য তস্যাস্তে কঃ বিদধকংসুকাঃ ।
 ন কিঞ্চিৎ স হ জ্ঞানান্তি হর্নিবার কয়াদৃঢ়ঃ ॥১১৭
 কদাচিম্বক্ষুহ্যক্জস্তীর্ণযায়া প্রতি প্রভুঃ ।
 স্কুটুদো যযৌ রেবাং মহাবলনমাবৃতঃ ॥ ১১৮
 তত্র স্নাত্মা মহান দ্যং সমুপ্য পিতৃদেবতাঃ ।
 দানানি বাভবেভ্যশ্চ প্রাদাদিনুপ্রভুষ্টিয়ে ॥১১৯

তৎকল্পা বিচরন্তী স বনমধ্য ইতস্ততঃ ।
 সখীভিঃ সহিতা রম্যা তপ্তহাটকভূষণা ॥ ১২০
 তত্র দৃষ্ট্বাথ বলীপং মহাতরুশুশোভিতম্ ।
 নিমেষোন্মেষরহিতং তেজ কিন্তু দর্শন স ॥১২১
 গম্বা তত্র শলাকাভিরতুদর্জাধরঃ শবৎ ।
 দৃষ্ট্বা রাজোহঙ্গজা খেদং প্রাপ্তবত্যথদুঃখিতা ॥
 ন জনন্তৌ তথা পিত্রে শশংসাঘেন বিপ্লুতা ।
 স্বয়মেবান্নান্নানং শুশোচ সা ভয়াতুরা ॥১২৩
 তদা ভূশলিতা রাজন দিবশেচ্যোকা পপাত হ ।
 ধূমা দিশোহভবন্ সঘাঃ স্বর্ঘ্যাশ্চ পরিবেষিতঃ

তত্রত্য তপস্বিগণ গর্ভচ্যুত বাল্যা সেই
 বালককে 'চ্যবন' বলিয়া ডাকিলেন; তাহা
 তেই তাঁহার চ্যবন নাম হইল। তিনি
 শুক্রস্বামী প্রতিপচ্ছন্দেব স্নায় দিন দিন
 বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সেই
 ভৃগুনন্দন ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তপোবল-
 সম্পন্ন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নৌক-
 পাবনী বেরানদীর তীরে তপস্যা করিতে
 গমন করিলেন। মহাত্মা চ্যবন তথায়
 গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ
 করিলেন, তপস্যা করিতে করিতে অযুত
 বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার
 সর্ব শরীর বলীকমৃতিকায় আবৃত হইয়া
 পড়িল; দুই স্বন্ধে দুইটি কিংশুক বৃক্ষ
 উৎপন্ন হইল। ক্রমে তিনি কঠিন
 মৃত্তিকাস্তূপে আবৃত হইয়া রহিলেন। হরি-
 ণেরা কখন কখন গাত্রকুণ্ঠিনিরন্তির
 অভিলানে তথায় আগমন করিয়া তাঁহার
 শরীরে গাত্র ঘর্ষণ করিয়া যাইত। তাঁহার
 শরীর কঠিন মুৎসূপ দ্বারা এমনই আবৃত
 ছিল যে, তিনি কিছু মাত্র তাহা জানিতে
 পারিতেন না। একদা মহারাজ মনু
 তীর্থযাত্রা করণাভিলাষে সপার্ববারে বহি-
 র্গত হইয়া বলবান সৈন্যসমূহ সহ সেই
 বেরানদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
 মনু সেই মহানদীতে স্নাত হইয়া পিচ্-

তর্পণ ও দেবপূজা করিয়া বিষয় জীতি-
 কামনায় ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থদান করি-
 লেন। সেই সময়ে উজ্জ্বল স্বর্ণলঙ্কারে
 ভূষিতা তদীয় পরমা সুন্দরী কন্যা সখীগণ
 সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পিচরণ করিতে
 করিতে মধ্যরক্ষশোভিত সেই বলীকস্তূপ
 দেখিতে পাইলেন। সেই বলীকস্তূপের
 খবর দিয়া সেই যোগিবর চ্যবনের উজ্জ্ব-
 চক্ষুর জ্যোতি বহির্গত হইতেছিল। মনু-
 ন্দিনী দূর হইতে সেই মৃত্তিকাস্তূপানুসৃত
 অনিমেষ নৈত্রজ্যোতি দেখিতে পাইয়া
 বালিকাসুলভ বৌতুল বশতঃ নিকটে
 গিয়া মৃত্তিকাস্তূপের যে ছিদ্র দিয়া জ্যোতি
 নিঃসৃত হইতেছিল, সেই ছিদ্র শলাকা-
 দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ হইবামাত্র
 সেই ছিদ্র দিয়া ক্রবর নির্গত হইতে
 লাগিল; তদর্শনে রাজনন্দিনী উন্মধ্যে
 জীবিত প্রাণী রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া যার
 পর নাই দুঃখিত হইলেন। ১১৩--১২২ ।
 নিতান্ত গাঙ্ঘিত কার্য্য করিয়াছেন মনে করিয়া
 বড়ই ভীত হইলেন, পিতা মাতাকে সে
 কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। ঘোর
 পাপকার্য্য করিয়াছেন, মনে করিয়া আপনা-
 আপনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন।
 রাজন! এদিকে মনুর রাজ্যে ঘোরভর
 অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইল; ভূমিস্প, আকাশ
 হইতে উজাপাত হইতে লাগিল; দিকৃদকল

তদা রাজো হয়ানষ্টা হস্তিনো বহবো মৃতাঃ ।
 ধনং রত্নযুতং নষ্টং কলহোহভূম্মিথস্তদা ॥ ১২৫
 তদালোক্য নৃপো ভীতঃ কিঞ্চিদ্ভয়মানসঃ ।
 জনানপৃচ্ছৎ কেনাপি মুনয়ে ত্বপরাধিতম্ ॥ ১২৬
 পারম্পর্যেণ তজ্জাহ্ন্বা স্বপুত্র্যাঃ পরিচেষ্টিতম্
 যযৌ স হৃথিতস্তত্র সমুদ্রবলবাহন ॥ ১২৭
 তং বৈ তপোনিবেৎ বীক্ষ্য মহতা তপসায়ুতম্
 স্বহা প্রসাদয়ামাস মুনিবর্ষ্য দয়ং কুরু ।
 তস্মৈ তুষ্টো জগাদায়ং মুনিবর্ষ্যো মহাতপাঃ ।
 তবান্নজাকৃতং সর্কমুৎপাত দ্যমবেহি তৎ ॥ ১২৮
 তব পুত্র্যা মহারাজ চক্ষুর্বিষ্কাটিনং কৃতম্ ।
 বহু সূশ্রাব কধিরং জানতী স্বামুবাচ ন ॥ ১৩০
 তস্মাদিদং মহাতুপ মহং দেয়া যথাবিধি ।

ধুম্রবর্ণ হইল; সূর্যদেব মণ্ডলে বেষ্টিত হইলেন। রাজার বহুতর হস্তী ও অশ্ব প্রাণ-
 ত্যাগ করিতে লাগিল। ধন-রত্ন নষ্ট হইতে
 আরম্ভ হইল। পরস্পর কলহবিবাদ উপাস্থত
 হইতে লাগিল। রাজা তদর্শনে সাতিশয়
 ভীত ও উদ্ভয় হইয়া ‘তপস্বীর নিকটে কেহ
 কোন অপরাধ করিয়াছে কি না’ সকলকে
 জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নিজ
 তনয়্যর তৎকার্য্য লোকপরম্পরা অবগত
 হইয়া অতীব হৃথিতহৃদয়ে সেই ঋষির নিকটে
 গমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্শা-
 নিরত সেই তপস্বিপ্রবরকে নিরীক্ষণ করিয়া
 “মুনিবর! দয়া করুন” বারংবার এই বলিয়া
 স্তব করত ঠাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন।
 যথাতপা মুনিবর প্রসন্ন হইয়া হৃষ্টচক্রে
 ঠাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্! এই সমস্ত
 উৎপাত আপনার তনয়্যাকৃত; মহারাজ!
 আপনার কষ্ঠা আমার চক্ষু বিদ্ধ করিয়া
 দেওয়ায় আমার চক্ষু হইতে বহুতর কধির-
 শ্রাব হইয়াছে, আপনার কষ্ঠা এ ঘটনা
 জানিয়াও আপনাকে বলে নাই। হে
 দেবমান্ন মহারাজ! যদি আপনার এই
 কষ্ঠাটিকে যথাবিধায়ে আমাকে সম্প্রদান

ততশোৎপাতশমনং ভবিষ্যতি স্মরার্চিতং ।
 তচ্ছূদ্যা হৃথিতো রাজা প্রজ্ঞাচক্ষুশ্ব আন্মজাম্
 দদৌ কুলবয়োঃপ-নীললক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩২১
 দস্তা যদা নৃপশৈবং কষ্ঠা কমললোচনা ।
 তদোৎপাতাঃ শমং যাতাঃ সর্কো মুনিরুষো-
 দগতাঃ ॥ ১৩৩
 রাজা দস্তান্নজাং তস্মৈ মুনয়ে তপসাঃনিধে ।
 প্রাপ স্বাং নগরীয়ং তুষ্টো হৃথিতো দয়য়া পুনঃ ॥
 ইতি শ্রীপাদ্মো পাতালখণ্ডে ষষ্ঠোঃঅধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোঃঅধ্যায়ঃ ।

সুমতিরূবাচ ।

অর্থিঃ স্বাশ্রমগতো মানব্যা সহ ভার্ঘ্যয়া ।
 মুদং প্রাপ হতশেষপাতকো যোগযুক্তয়া ॥ ১
 সা মানবী তং বরমান্বনঃ পতিঃ
 নেত্রেণ হীনং জরসা গতোজ্জসম্ ।

করেন, তাহা হইলে আপনার এই সকল
 উৎপাত দূর হইবে। রাজা তপস্বীর উক্ত
 বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃথিত হইলেন এবং
 প্রজ্ঞাচক্ষুঃসেই ঋষিপ্রবরকে কুল ও বয়সের
 অরূপ সুলক্ষণা সংস্ভার্য্য কষ্ঠা সম্প্রদান
 করিলেন। রাজা ঋষিকে কমলাক্ষী কষ্ঠা
 সম্প্রদান করিবামাত্র মুনির ক্রোধ-সঞ্জাত
 উৎপাতসকল প্রশান্ত হইয়া গেল। হে
 তপোনিধে! রাজা সেই অন্ধ চ্যবনমুনিকে
 কষ্ঠা-দান করিয়া তনয়্যল্পেহে হৃথিতভাবে
 রাজধানীতে পুনঃ প্রত্যাগমন করি-
 লেন। ১২৩—১৩৪ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

সুমতি কহিলেন,—অনন্তর যোগবলে
 বীতপাপ সেই চ্যবনমুনি ভার্ঘ্য্য মনুকষ্ঠার
 সহিত পরমসুখে সেই আশ্রমে বাস করিতে

সিবেব এনং হরিমেধসোস্তমঃ
 নিজেষ্টদাত্রীং কুলদেবতাং যথা ॥ ২
 শুক্রাঈতী তং পতিমিক্তিজ্রা
 মহান্নভাবং তপনাং নিধিঃ প্রিয়ম্ ।
 পরাং মুদং প্রাপ সতী মনোহরা
 শচী যথা শক্রনিষেবণোদ্যতা ॥ ৩
 চরণৌ সেবতে তস্মৈ সর্কলক্ষণলক্ষিতা ।
 রাজপুত্রী সুন্দরাক্ষী ফলমূলোদকাশণা ॥ ৪
 নিত্যং তদ্বাক্যকরণে তৎপর্য পূজনে রতা ।
 কালক্ষেপং চ কুরুতে সর্কভূতহিতে রতা ॥ ৫
 বিসৃজ্য কামদম্ভঞ্চ দ্বেষং লোভং ভয়ং মদম্ ।
 অপ্রমত্তোদ্যতা নিত্যং চ্যবনং সমতোষয়ৎ ॥
 এবং তস্মৈ প্রকুর্বাণা সেবাং বান্ধ্যকর্ম্মভিঃ ।
 সহস্রাঙ্কং মহারাজ সা চ কামং মনশ্চাৎ ॥ ৭
 কদাচিদেবভিষজাবাগতাবাশ্রমে মুনেঃ ।

লাগিলেন। সেই মল্লনন্দিনীও বৃদ্ধ অক্ষ
 পতিকে অভীষ্টদাতা কুলদেবতার ছায়
 জ্ঞান করিয়া পরম ভক্তসহকারে সেবা
 করিতে লাগিলেন। সেই স্বামীকে পরমে-
 ষ্বর বিষ্ণুর ছায় জ্ঞান করিয়া কায়মনো-
 বাক্যে তাঁহার শুক্রাষয় নিরত হই-
 লেন। শচী যেমন ইন্দ্রের পদসেবায় রত
 থাকেন, সেইরূপ ইাক্তবোধে নিপুণা
 সেই মল্লনন্দিনী মহান্নভব তপস্বী স্বামীর
 সেবায় সাতশয় আনন্দ বোধ করিতে
 লাগিলেন। সকল প্রকার সুলক্ষণা-
 ষিতা ক্ষীণাক্ষী সুন্দরী রাজপুত্রী ফল-মূল
 ভক্ষণ করত (কায়মনে) স্বামীর পদসেবা
 করিতে লাগিলেন। নিখিল প্রাণীর
 হিতসাধনে তৎপর্য সেই রাজপুত্রী সর্কদা
 স্বামীর পদপূজা এবং আজ্ঞাপালনে কাল-
 যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি কাম, দম্ভ,
 দ্বেষ, লোভ, ভয় এবং মদাদি পরি-
 ত্যাগপূর্ব্বক অতি সাবধানে নিরত চ্যবন
 মুনির সন্তোষবিধান করিতে লাগিলেন।
 মহারাজ; এইরূপে সহস্র বৎসরকাল
 কায়মনোবাক্যে স্বামসেবা করার পর তাঁহার

স্বাগতেন সুসম্ভাব্য তয়োঃ পূজাং চকার সা ॥
 শর্ঘাতিকম্ভাকৃতপূজনার্ঘ্যা- ৮
 পাদ্যাদিনা তোষিক্চিত্তবৃত্তী ।
 তাবুচতুঃ স্নেহবশেন সুন্দরৌ
 বরং বৃগীষেতি মনোহরাক্ষীম্ ॥ ৯
 তুষ্টি তৌ বীক্ষ্য ভিষজৌ দেবানাং বরযাচনে
 মতিং চকার নৃপতেঃ পুত্রী মতিমতাং বরা ॥ ১০
 পত্যভিপ্রায়মালক্ষ্য তাব্বাচ নৃপাঞ্জয়া ।
 দন্তং মে চক্ষুরী পত্যর্ধিদি তুষ্টি যুবাং সুরৌ ॥
 ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা সুকম্ভায়া মনোহরম্ ।
 সতীত্বঞ্চ বিলোক্যাদমুচতুর্ভিষজাং বরৌ ॥ ১২
 ত্বৎপতির্ধিদি দেবানাং ভাগং যজ্ঞে দধাত্যসৌ ॥
 আবয়োরধুনা কুর্বশ্চক্ষুষোঃ স্মৃটদর্শনম্ ॥ ১৩
 চ্যবনোহপ্যোমিতি প্রাহ ভাগদানে বরৌজসোঃ

মনে কামাংর্ভাব হইল। সেই সময়ে
 এক দিন স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমার ষয় চ্যবন-
 মুনির আশ্রমে আগমন করিলেন। চ্যবনপত্নী
 স্বাগতবাক্যে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের
 পূজা করিলেন। শর্ঘাতিকম্ভা পাদ্য-
 অর্ঘাদি দ্বারা যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা
 করিলে সেই সুন্দর স্ববৈদ্যযুগল সন্তুষ্ট
 হইয়া স্নেহপ্রকাশ করত সেই মনোহরাক্ষীকে
 কহিলেন,—তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর।
 অতি বুদ্ধিমতী রাজপুত্রী দেববৈদ্যযুগলকে
 সন্তুষ্ট দেখিয়া বর প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায়
 করিলেন। ১—১০। স্বামীর অভিপ্রায়
 অবগত হইয়া রাজনন্দিনী তাঁহাদিগকে বলি-
 লেন,—হে দেবযুগল! আপনারা যদি সন্তুষ্ট
 হইয়া থাকেন ত আমার স্বামীর চক্ষু দুইটি
 প্রদান করুন। বৈদ্যপ্রবরদ্বয় এইরূপ মনো-
 হর বাক্য শ্রবণ করিয়া সুকম্ভার পতিভক্তি
 দর্শনে (সবিশেষ তুষ্ট হইয়া) বলিলে,—
 যদি তোমার পতি দেবতার যেরূপ যজ্ঞ ভাগ
 প্রাপ্ত হন, আমাদেরও সেইরূপ যজ্ঞভাগ
 পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে
 আমরা তাঁহার চক্ষু প্রদান করি।
 চ্যবনমুনি সেই তেজস্বী স্বর্গ-বৈদ্যযুগলকে

তদা তুষ্টিবর্ষিনো তমুচুতুস্তপসাং বরম ॥ ১৪
 নিমজ্জতাং ভবানশ্বিন হৃদে সিদ্ধবিনির্শ্বিতৈ ।
 ইত্যাকো জরয়া গ্রন্থ-দেশে ধমনিসম্বৃতঃ ॥ ১৫
 হৃদং প্রবেশিতোহপিভাং স্বয়ংভ্রামজ্জতাং হৃদে
 পুরুষাস্থয় উতস্কুরপীড়্যা বনিতাপ্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥
 রুক্ষশ্রজঃ কুণ্ডলিনশ্চল্যকপান সুবাসসঃ ।
 তাঁন্নয়ীক্ষ্য বরারোহা স্কুকপান স্বর্ধাবর্চসঃ
 অজ্ঞানতী পতিং সাধ্বী স্বশ্বনো শরণঃ যযৌ ।
 দর্শয়িত্বা পতিং তেষ্ট্রে পাত্তিব্রহ্মেন তোষিতৌ
 ঋষিমামন্ত্য যযতুর্বিমানেন ত্রিবিষ্টপম্ ।
 যক্ষ্যমাণে ক্রন্তৌ স্বীয়-ভাগার্থাশয়া যুতো ॥

যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় সম্ভ্রষ্ট হইয়া সেই তপস্বি প্রবরকে কহিলেন,—“আপনি এই সিদ্ধনির্শ্বিত হৃদে অবগাহন করুন।” এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় সর্বাঙ্গে পরিদৃশ্যমান-শিরাব্যাপ্ত জরাজর্জ চ্যবনমুনিকে হৃদে প্রবেশ করাইলেন এবং তাঁহারাও তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর হৃদ হইতে রমণীবাঞ্ছিত তিনটা সুন্দর পুরুষ-মূর্তি উথিত হইল। তিনটা মূর্তিই দেখিতে একরূপ। সকলেরই গলে সুবর্ণ-ময় মালা, কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে মনোহর বস্ত্র; সকলেই স্বর্ধোর স্তায় তেজস্বী। সুন্দরী শর্ধাহিনন্দিনী সুন্দর মূর্ত্তিব্রয় অবলোকন করিয়া কোনটি নিজ পতি, তাহা নিয়র্ণ করিতে পারিলেন না; মহা ভাবনাগ্রস্ত হইয়া সাধ্বী অশ্বিনীকুমারযুগলের শরণাপন্ন হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার পতিভক্তি দর্শনে সম্ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পতি দর্শন করাইলেন। তাঁহার পাত্তিব্রত পয়সীকা করিবায় নিমিত্তই তাঁহারা মায়া করিয়া এইরূপ তিনটি মূর্ত্তি আবির্ভূত করিয়াছিলেন।) পরে তাঁহারা চ্যবনমুনির নিকট বিদায় গ্রহণ করত ভাবিয়া যজ্ঞে অংশ পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া বিমানে অরোহণপূর্বক দ্বারগমন করিলেন। শর্ধাওতনয়া এই-

কালেন ভূয়সা ক্ষামাং কশ্বিতাং ব্রতচর্ঘ্যায়া ।
 প্রেমগদগদয়া বাচা পীড়িতঃ রুপযাত্রবীৎ ॥ ২০ ॥
 তুষ্টিহৃদমদ্য তব মানিনি মানদায়াঃ
 শুশ্রাব্যঃ পরমবা হৃদি চৈকভক্ত্যা ।
 যো দেহিনাময়মলৌব সুহং সুদেহো
 নাবেক্ষিতঃ সমুচিতঃ ক্ষপিতং মদর্গে ॥ ২১ ॥
 যে মে স্বধর্ম্মনিরতস্ত তপঃসমাধি-
 বিদ্যায়যোগসিজ্জিতা ভগবৎ প্রসাদাঃ ।
 তানব তে মদহুসেবনয়া বরুক্কা
 দৃষ্টিং পশশু বিতরামাভয়ানশোকান ॥ ২২ ॥
 অন্ত্রে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজ্জস্ত-
 বিশ্রংসিতার্গরচকঃ কিমুকক্রমস্ত ।
 সিদ্ধাসি ভূত বিভবান্নিজয়র্ষদোহান
 দিব্যাব নরাননিগমন্নপবিক্রিয়াভিঃ ॥ ২৩

রূপে ঋষির পরির্ঘ্যায় বহুকাল অস্বীত করিলে পর একদা ঋষি রূপাপবশ হইয়া প্রেমগদগদ বচনে সেই তপস্কৃশা সহধর্ম্মীগীকে কহিলেন। ১১—২০। মানিনি! তোমার এই একাগ্রভক্তিগহকারে শুশ্রাব্য দ্বারা আমি তোমার উপরে অদ্য তুষ্টি হইয়াছি। যে সুন্দর দেহ প্রণীদিগের অনেক কাঙ্ক্ষার সহায় বলিয়া যজ্ঞে রক্ষণীয়, তুমি সেই সুন্দর শরীরের দিকে দৃকপাত কর নাই; আমার শুশ্রাব্য কশ্বিতে সেই শরীরকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি। অতএব আমি স্বধর্ম্মে থাকিয়া তপ, সমাধি, বিদ্যা ও আয়োগদ্বারা যে ভগবৎপ্রসাদ (ঈশ্বরানুগ্রহ) লাভ করিয়াছি, আমার সেবা করায় তুমিও সেই ভগবৎপ্রসাদ পাইবার উৎসুক; তোমাকে আমি সেই বিশোক ভীতিশূন্য ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করিছি, তুমি আমার বরে জ্ঞানদৃষ্টি প্রাপ্ত হও। মহাশক্তিশালী ভগবানের কটাক্ষপাতে যে সকল স্বগীয় ভোগ অনায়াসে সিদ্ধ হয়, তুমি মদীয় সেবারূপ পুণ্যবলে সেই সকল মনুষ্যদুল্লভ দিব্য রাজভোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে ইচ্ছামত সুখভোগ কর। নিখল ষোগ-

এবং ক্রবণমবলম্বিত্বাণিগমায়া-
বিদ্যাবিচক্ষণমবেক্ষ্য গতাংবিরাসৌৎ ।
সম্প্রদায়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদৃ-
ত্রীড়াবিলৌকিকবিলসঙ্গসিতা তমাহ ॥ ২৪
সুকলোবাচ ।

রাক্ষ বত দ্বিজবৃষে তদমোঘযোগ-
মায়াধিপে ত্বয়ি বিভো তদবৈমি ভর্ত্তঃ ।
যন্তেহত্যাদয়ি সময়ঃ সক্রদঙ্গসঙ্ঘো
কৃষাধ্বরীয়াস গুণপ্রসবঃ সতীনাম্ ॥ ২৫
তত্রৈতিকৃত্যমুপশিক্ষ্য যথোপদেশং
যেনৈষ কৰ্ণিততমোহিতিরিরংসয়াত্মা ।
সিধ্যেত তে কৃতমনোভবধর্ষিতায়া
দীনস্তদীশ ভবনঃ সদৃশং বিচক্ষ ॥ ২৬
সুমতিরুবাচ ।

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মধিচ্ছ্যচ্যবনো যোগমাস্তিতঃ ।

বিদ্যাবিশারদ চ্যবনমুনির উক্ত প্রকার বাক্য
শ্রবণ করিয়া রাজপুত্রীর এত দিনের মনঃ-
ক্লেশ বিদূরিত হইল । তিনি ঈষৎ লজ্জিতা
হইয়া সম্মিত বদনে গদগদস্বরে প্রণয়গর্ভ-
বিনীতবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন। সুকল্যা
কহিলেন—দ্বিজবর ! অমোঘ যোগমায়া
আপনার বশীভূত, অতএব হে বিভো !
হে স্বামিন্ ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা
সম্পন্ন হইয়াছে মনে করি । গুণবান স্বামীর
সহবাস সতী রমণীদিগের অশেষগুণের
পরিচায়ক, আপনার কথিত আমার সহিত
সহবাসরূপ সদাচার আপনি অল্পগ্রহ করিয়া
অনুষ্ঠান করুন। হে ঈশ ! আমি এযাবৎ
আপনার সঙ্গে বাস্ত্বা করিয়াই কামশর-
জর্জরিত হইয়া শরীরকে অশেষ কষ্ট দিয়া
কেবল আপনার আদেশ প্রতিপালনে কাল-
হরণ করিয়াছি । এক্ষণে এই হতভাগিনীর
চিরমনোরথ যাহাতে সিদ্ধ হয়, অনুগ্রহ বার-
তাহা করুন। এক্ষণে কি করিতে হইবে
উপদেশ করুন এবং আমাদের বৈষায়িক,
২খণ্ডোদ্যোগ উপযুক্ত এক ভবন নির্দেশ
করুন। সুমতি কহিলেন,—হে রাজন্ ! মূনি-

বিমানঃ কামদঃ রাজস্তুর্হোবাবিরচীকরং ॥ ২৭
সর্ষকামদ্বঘং দিব্যং সর্ষরত্নমধিতম্ ।
সর্ষকুটাপচয়োদকং মণিস্তৈরুপকৃতম্ ॥ ২৮
দিব্যোপস্তরণোপেতং সঙ্গকালসুখাবহম্ ।
পট্টিকাভিঃ পতাকাভিক্রীকিত্রোভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৯
স্রগুর্ভির্বিচক্রেমালাভির্মধুশিঞ্জং যজুর্ভ্রুভিঃ ।
তুঙ্গলক্ষ্মকৌশেশৈর্নানাবস্ত্রৈর্ধিরাজতম্ ॥ ৩০
উপর্যুপরিবিস্তস্তনিলয়েষু পৃথক্ পৃথক্ ।
ক্লষ্টৈঃ কাশপুভিঃ ক্রান্তঃ পর্য্যঙ্কব্যজন দিভিঃ
তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্তনানাশিল্পোপশোভিতম্ ।
মহামরকতস্থল্যা জুহুঃ বিক্রমবেদিভিঃ ॥ ৩২
দ্বাঃসু বিক্রমদেহলা। ভাতঃ বজ্রকপাটিকম্ ।
শিখরৈশ্বলনৌলেষু হেমকুস্তৈর্গধিশ্রিতম্ ॥ ৩৩
চক্ষুশ্চংপদ্যরাগাটৈগ্রাকুজ্জাভিতম্ নিশ্চিতৈঃ ।
জুষ্টং বিচিত্রবৈভাটৈর্মুক্ণাহারাবলাঘিতৈঃ ॥ ৩৪

বর চ্যবন প্রিয়ায় ক্রীতিকামনায় যোগবলে
তৎক্ষণাৎ এক কামপ্রদ বৃহৎ বিমান আবি-
ষ্কার করিলেন। সেই দিব্য বিমান সকল
প্রকার রত্নে বিভূষিত। তাহার স্তম্ভগুলি
মণিময়, মধ্যে দিব্য আস্তরর্ণ, উপস্থিতভাগে
বিচিত্র পতাকা শোভিত। সেই বিমানের
এমনই দৈবী শক্তি যে, তাহাতে অবস্থান
করিলে সকল সময়েই মনে এক অনির্কচনীর
সুখানুভব হয়, এবং তাহার প্রভাবে আরো-
হণকারী উত্তরকালে অসীম সমৃদ্ধিশালী হয়।
সেই বিচিত্র বিমানের অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলি
পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ; সেই সকল পুষ্পমাল্য
ভ্রমরগণ মধুলোভে আসিয়া গুঞ্জন করি-
তেছে। সেই গৃহসমূহের স্থানে স্থানে মুকুল,
ক্ষৌম, কোশেয় (তসর গরদ) প্রভৃতি বিবিধ
বস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ২১—৩০। সেই
বিমান দ্বিতল ত্রিতলাদি গৃহসমূহে সুশো-
ভিত ; প্রত্যেক গৃহে পর্য্যঙ্ক-ব্যজনাদি
সুসজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক গৃহেই
অদ্ভুত শিল্পকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে।
গৃহের ভূমিভাগ মহামরকত মণিঘায়া
বিনির্মিত ; মধ্যে মধ্যে প্রবালনির্মিত

পদ্মপুরাণম্

হংসপার্বত্যবত্ৰাটন্তত্র তত্র বিকৃজিতম্ ।
 কৃত্রিমান্ মন্তমানৈস্তানধিকৃৎসাবকৃৎ ৫ ॥
 বিহারস্থানবিশ্রাম-সংবেশপ্রাক্ষণাজিহ্নৈঃ । ৩৫
 যথোপজোযং রচিটৈর্বিষ্মাপনমিবাঙ্কনং । ৩৬
 ক্ৰদৃগৃগৃহং প্রপঞ্জস্তীং নাতিপ্রীতেন চেতসা ।
 সর্ষকৃত্যশয়াভিজ্ঞা প্রোবাচ বচনং স্বয়ম্ । ৩৭
 নিমজ্যাম্ভিন্ হ্রদে ভীকৃ বিমানমিদমাকৃৎ ।
 সা তু তর্কুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা ॥ ৩৮
 সরজো বিভ্রতী বাসো বেগীভূতাংস্চ মূর্ধজান্ ।
 অক্ষক্ মলপঙ্কেন সম্পন্নঃ শবলস্তনম্ ॥ ৩৯
 আবিবেশ সরস্তত্র মুদা শি জলাশয়ম্ ।

বেদিকা । প্রত্যেক দ্বারে প্রবাল-নির্মিত
 দেহলী, হীরকময় কপাট । গৃহসমূহের
 ছাদ সকল ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা প্রস্তুত । সেই
 ছাদের উপরে সুবর্ণকলস সুসজ্জিত রহি-
 য়াছে । গৃহগুলির ভিত্তি হীরক দ্বারা নির্মিত,
 মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল পদ্মায়গমণি দ্বারা বদ্ধ ।
 গৃহসমূহের অভ্যন্তরে মুক্তাহার-বিলম্বিত
 অপরূক চন্দ্রোতপ । চতুর্দিক হইতে হংস ও
 পার্বত্য সকল আগমনপূর্বক ঋষিপ্রবরের
 সঙ্কল্পরচিত সেই অট্টালিকার প্রদেশসকল
 যথার্থই কেহ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে মনে
 করিয়া (নিঃশঙ্ক চিত্তে) ইত্যন্ততঃ আরোহণ
 ও অবরোহণ করত কুঞ্জন করিতে লাগিল
 সুব্যবস্থাসহকারে নির্মিত বিহারস্থান,
 বিশ্রামস্থান ও চন্দ্রাদি অলোকন করিলে
 মনে অপরূক বিস্ময় উৎপন্ন হয় । সহধর্মিণী
 সুকন্ধ্যা প্রফুল্লচিত্তে বিস্মিত হইয়া অট্টালিক
 অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া সকলের
 অস্তিত্বপ্রায়বিৎ চ্যবনমুনি তাঁহাকে কহিলেন,—
 “অগ্নি ভীকৃ ! তুমি প্রথমে এই হ্রদে অব-
 গাহন করিয়া বিমানে আরোহণ কর ।
 ঋষিপত্নী তৎকালে ঋতুমতী ছিলেন ;
 সেই দিন ঋতুমতী হইবেন ; অঙ্গে
 ঋতুন্নানোপকরণ মাখিয়াছেন, অঙ্গলিপ্ত মল-
 পঙ্কে পয়োধর বিচিহ্নিত হইয়াছে, কেশ-
 কলাপ বেগীরূপে আবদ্ধ রহিয়াছে ; এতাদৃশ

সাস্তঃসরসি বেষাঙ্কঃ শতানি দশ কন্ধ্যকাঃ । ৪০
 সর্ষাঃ কিশোরবয়সো দদর্শোৎপলগন্ধ্যয়ঃ ।
 তা দৃষ্ট্বা সহসোখায় প্রৌচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্ত্রিয়ঃ । ৪১
 বয়ং কর্ম্মকরাস্তভ্যাং শাধি নঃ করবাম কিম্ ।
 স্নানেন তাং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনৌম্ । ৪২
 দুকূলে নির্মূলে নৃত্তে দত্বরৈশ্চৈ চ মানদ ।
 ভূষণানি পরাক্ষ্যানি বরীয়ংসি দ্যুমন্তি ৫ ॥ ৪৩
 অন্নং সর্ষঙণোপেতং পানকৈবামৃতাশবম্ ।
 অথাদর্শে স্বমান্বানং স্রগ্নিনঃ বিরজোহম্বরম্ ॥
 তাভিঃ কৃতস্বস্ত্রয়নং কন্ধ্যাভির্বহমানিতম্ ।
 হারৈণ চ মহার্হেণ কচকেন বিভূষিতম্ ॥ ৪৫
 নিষ্কণ্ডীবং বলয়িনং কুঞ্জংকাঞ্চননপুরম্ ।
 শ্রোণোরধ্যস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চষ্ঠা বহুরত্নয়া ॥

বেশে সেই কুবলয়াক্ষী স্বামীর আদেশ
 পাইবামাত্র পরমানন্দে সেই মঙ্গলময় হ্রদে
 অবগাহন করিলেন । তিনি হ্রদমধ্যে অব-
 গাহন করিবামাত্র গাড়ে উৎপলগন্ধবস্তী
 কিশোরবয়স্কা সহস্র কন্ধ্যা সেই বিমানের
 গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার
 সম্মুখে আগমনপূর্বক কৃতাজলিপুটে কহিতে
 লাগিল । ৩১—৪১ । “আমরা আপনার দাসী
 আপনার কি কার্য্য করিব আজ্ঞা করুন” এই
 বলিয়া তাহার সেই মনস্বিনী ঋষিপত্নীর
 গাড়ে মহামূল্য স্নানোপকরণ লেপনপূর্বক
 তাঁহাকে স্নান করাইয়া নির্মূল নূতন বস্ত্র
 পরাইয়া দিল । হে মানদ ! তৎপরে তাহার
 তাঁহাকে উত্তম উজ্জ্বল বহুমূল্য অলঙ্কার পরি-
 ধান করাইয়া সর্ষঙণারিত অন্ন আহার এবং
 অমৃতাসব পান করিতে দিল এবং পরম
 সমাদরে তাঁহার জন্ত মঙ্গলকাঞ্চোর অনুষ্ঠান
 করিতে লাগিল । সুকন্ধ্যা স্নান করিয়া বেশ-
 ভূষণ সজ্জিত হইয়া দর্পণে নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
 নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তাঁহার পরি-
 ধানবস্ত্র রজোহীন ; গলে পুষ্পমালা, মহামূল্য
 হার ও কচক শোভা পাইতেছিল । শ্রীবাঘ
 মোহর বিলম্বিত ছিল ; হস্তে বলয়, পদে
 স্বর্ণনূপুর, কটীতে রত্নখচিত সুবর্ণময় কাঞ্চী ।

সুক্রবা সুদতা শুক্র-স্বিধাপাঙ্গেন চক্ষুযা ।
 পদ্মকোশস্পৃধা (হা) লীনৈরলকৈশ্চ লসমুখম্ ॥
 যদা সম্মার ঙ্গয়তম্বুধীগাং বহ্নভতং পতিম্ ।
 তত্র চাস্তে সহ স্ত্রীভির্ঘাত্তে স মুনৌশ্বরঃ ॥ ৪৮
 তর্ভুঃ পুরস্তাদাআনং স্ত্রীসহস্বরূতং তদা ।
 নিশম্য তদ্ব্যোগগতিং সংশয়ং প্রত্যপদ্যত ॥
 স তাং কৃতমলগ্নানাং বিভ্রাজস্তীমপূর্ষবৎ ।
 আআনো বিভ্রতীং রূপং সংবীতরুচিরস্তনীম্ ॥
 বিদ্যাধরীসহশ্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসম্ ।
 জাতভাবো বিমানং তদারোপয়দমিত্রহন ॥ ৫১
 তস্মিন্নলুপ্তমহিমা প্রিয়য়ান্নযজ্ঞে
 বিদ্যাধরীভিকুপটং শ্বপুর্ষিমানৈ ।
 বভ্রাজ উৎকটকুমুদগাবানপীডা-
 স্তারাভিরাবৃত ইবোদ্ভূপতিন্তঃশ্বঃ ॥ ৫২

জাঁহার ক্ষয়ুগল অতি মনোহর, দর্শননিচয়
 অতি সুলক্ষণায়িত, নয়নের অপাঙ্গদেশ
 শেতাঙ্গক, মুখপার্শ্বে অলকবুচ্ছ বিরাজিত ।
 বোধ হইতেছিল যেন মধুকরনিকর পদ্মভ্রমে
 মুখপার্শ্বে লীন হইয়া রহিয়াছে । অনন্তর
 ঋতুনাভা সেই ঋষিপত্নী নিজ স্বামী মুনিবর
 চ্যবনকে যেমন স্মরণ করিলেন, .অমান
 দেখিলেন,—মুনিবর স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া
 অবস্থান করিতেছেন এবং নিজেও সহস্র
 স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন ।
 স্বামীর এইরূপ তপোমহিমা সন্দর্শন করিয়া
 তিনি* সংশয়াকুল হইলেন । ৪২—৪৩ ।
 হে শক্রতাপন! তখন মুনিবর চ্যবনও
 ঋতুনাভা হইয়া অপরূপ-স্রীধারিনী ভাধ্যাকে
 মনোহর স্তনযুগল বস্ত্রাবৃত করিয়া জাঁহার
 অল্পরূপ বেশভূষণ সজ্জিত ও সহস্র বিদ্যা-
 ধরী দ্বারা সেবিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত
 দেখিয়া জাঁহার প্রতি একান্ত অহুরক্ত হই-
 লেন এবং উত্তম বসনপরিধানা সেই
 সুন্দরীকে সেই বিমানে আরোহণ
 করাইলেন । এইরূপ বিষয়াল্লয়ক হইলেও
 ঋষির তপোমহিমা অক্ষুর রহিল ; তিনি
 বিদ্যাধরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রিয়া-

তেনাষ্ট্রলোকপরিহারকুলাচলেশ্চ-
 দ্রোগীধনঙ্গসখমারতসৌভগানু ।
 সিদ্ধৈল্লতে ছাধুনিপাতশিষস্বনানু
 রেমে চিরং ধনদবল্ললানবরুধী ॥ ৫৩
 বৈশম্বকৈ সুরবনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে ।
 মানসে চৈত্রেরথো চ স রেমে রাময়া রতঃ ৫৪
 ইতি শ্রীপা দ পাতালখণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

সুমতিরূবাচ ।

এবং তয়া ক্রৌড়মানঃ সর্ষভ ধরনীতলে ।
 নাবধ্যত গতানন্দান শতসম্ব্যাপন্নোমিতান ॥১
 ততো জ্ঞাভাথ তদ্বিপ্রঃ স্বকালপরিবর্তিনীম্ ।
 মনোরথেন পূর্ণাঞ্চ স্বস্ত প্রিয়তমাং বরাম্ ॥২

সমভিযাহারে সেই বিমানে আরোহণ করিয়া
 কুমুদবিকাসী তারাসমূহে পরিবেষ্টিত আকাশ-
 স্থিত পূর্ণচন্দ্রের স্থায় শোভা পাইতে লাগি-
 লেন । তিনি সেই রমণীয়ত্ব লইয়া ধনপতির
 স্থায় কিয়ৎকাল সেই বিমানে সুখভোগ
 করিয়া তাহার পর সিদ্ধগণ কর্তৃক প্রণত হইয়া
 অষ্টলোকপালদিগের বিহারস্থান কুলপর্কত-
 সমূহে—যথায় কন্দর্পসহচর মলয়ানিল মন্দ
 মন্দ প্রবাহিত, যথায় মন্দাকিনীর জলপ্রপা-
 তের মধুরধ্বনি শ্রুত সেই মলয়পর্কত, হিমা-
 লয় পর্কত, বৈশম্বক বন, দেবোদ্যান নন্দন,
 পুষ্পভদ্র, মানসসরোবর ও চৈত্রেরথে বহু-
 কাল ব্যাপিয়া বিহার করিলেন । ৫০—৫৪ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

এইরূপে সমস্ত ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ-
 পূর্ষক সেই রমণীরত্নের সহিত-বিহার করত
 তিনি কত বৎসর অতীত হইয়া গেল, তাহা
 বুঝিতে পারিলেন না । অনন্তর সেই
 ভ্রাঙ্কণ, প্রিয়তমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে,

স্ববর্ত্তভাশ্রমং শ্রেষ্ঠং পয়োক্ষ্যাস্তীরসংস্থিতম্
নির্ধৈরজস্জলনতা-সকুলং যুগসেবিতম্ ॥ ৩

তত্রোবসং স সূতপাঃ শিষ্যৈর্ক্লেদসমধিতৈঃ ।

সেবিতাভ্য যুগো নিত্যং ততাপ পরমং তপঃ

কদাচিদধ শর্ঘ্যত্রিধ্বষ্টুমৈচ্ছত দেবতাঃ ।

তদা চ্যবনমানেভুঃ প্রেষয়ামাস সেবকান ॥ ৫

তৈন্নাহুতো দ্বিজবরস্তদা গচ্ছন মহাতপাঃ ।

সুকশ্চয়া ধর্মপত্নী স্বাচারপরিনিষ্ঠয়া । ৬

আগতং তং মুনিবরং পত্ন্যা মহ মধ্যযশাঃ ।

দদর্শ হৃহিতুঃ পার্শ্বে পুরুষং সৃষ্টিবর্জসম্ ॥ ৭

রাজা হৃহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্ ।

আশিবো ন প্রযুক্তানো নাতিপ্রীতমনা ইব ॥ ৮

শ্রিয়ন্তয়া ইন্দ্রিয়-সেবায় চরিতার্থ হইয়াছেন,

বুঝিতে পারিয়া, যথায় পরস্পরবিরোধী যুগ-

পক্ষিগণ নির্ঝিরোধে বাস করিতেছে, সেই

পয়োক্ষী নদীর তীরবর্তী মনোহর শান্তিময়

আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই

-তপোনিধি সেই পূর্বতন আশ্রমে প্রত্যায়ুক্ত

হইয়া বেদপাঠ-নিরত শিষ্যগণ কর্তৃক সেবিত

হইয়া পুনরপি সর্বদা কঠোর তপস্যায় মনো-

নিবেশ করিলেন। অনন্তর একদা রাজা

শর্ঘ্যতি দেবতাদিগের উদ্দেশে যাগ করিবার

অভিপ্রায়ে চ্যবনমুনিকে আনয়ন করিবার

জন্তু কতিপয় ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন।

ভৃত্যগণ আসিয়া শর্ঘ্যতির আস্থান নিবেদন

করিলে মহাতপা দ্বিজবর চ্যবন, সদাচার-

নিরতা ধর্মপত্নী সেই সুকশ্যাকে সঙ্গে লইয়া

রাজভবনে গমন করিলেন। অশ্বিনী-

কুম্বারের বরে ঋষির সে জরাগ্রস্ত আকারের

পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি স্তম্ভর কমনীয়

মূর্ত্তি পাইয়াছেন; পত্নী-সমভিব্যাহারে তিনি

রাজসভায় উপস্থিত হইলে মহাযশস্বী রাজা

শর্ঘ্যতি ঠাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

তিনি হৃহিতার পার্শ্বে সৃষ্টির স্তায় তেজস্বী

স্তম্ভরমূর্ত্তি পুরুষ দেখিয়া কিছু কষ্ট হইলেন।

হৃহতা আসিয়া ঠাঁহার পাদবন্দন করিলে

‘পরপুরুষসঙ্গতা হইয়াছে’ মনে করিয়া তিনি

চিকীর্ষিতং তে কিমিদং পতিশ্চয়া

প্রলম্বিতো লোকমমম্বতো মুনিঃ ।

যা ত্বং জরাগ্রস্তমসম্মতং পতিং

বিহায় জারং ভজসেহমুমধগম্ ॥ ৯

কথং মতিস্তেহবগতাশ্চথা সতাং

কুলপ্রসূতেঃ কুলদূষণং ত্বিদম্ ।

বিভর্ষি জারং যদপত্রুপা কুলং

পিতুঃ স্বভর্জুশ্চ নয়শ্চধস্বতাম্ ॥ ১০

এবং ক্রবাণং পিতরং স্মরমানা শুচিস্মিতা ।

উবাচ তাত জামাতা তবৈবম ভৃগুনন্দনঃ ॥ ১১

শশংস পিত্রে তৎ সর্কং বয়োঃরূপাভিলস্তুনম্ ।

বিস্মিতঃ পরমপ্রীতস্তনয়াঃ পরিষম্বজে ॥ ১২

সোমেনাযাজয়দীরং গ্রহং সোমস্তু চাগ্রহীৎ ।

অসোমপোরপ্যাশিনোচ্যবনঃ শ্বেনু তেজসা ॥ ১৩

ঠাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন না, পরন্তু

নিতান্ত অসম্বষ্ট হইয়া কহিলেন,—তোমার

এ কি কার্য? তুমি সর্বলোকবন্দিত সেই

তপস্বিপ্রবর স্বামীকে প্রভারণা করিয়াছ,

তুমি সেই জরাগ্রস্ত স্বামীকে অপছন্দ করিয়া

ঠাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক ঐ পথিক

উপপাতিকে ভজনা করিতেছ, সধঃশদন্তুতা

হইয়া তোমার এরূপ বুদ্ধিঃশ ঘটিল কেন?

তুমি আমার বংশে কলঙ্ককালিমা অর্পণ

করিলে; লজ্জা ত্যাগ করিয়া এইরূপে জার-

সঙ্গতা হইয়া পিতৃকুল ও পতিকুল অধোগামী

করিতে বসিয়াছ। ১—১০। পিতা এই

বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকিলে সেই

নির্ম্মলহাসিনী সুকশ্যা ঈষৎ হাস্ত করিয়া

পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! ইনিই সেই

আপনার জামাতা ভৃগুনন্দন। এই বলিয়া

যেভাবে স্বামীর রূপযৌবনপ্রাপ্তি ঘটিল,

পিতার নিকটে তৎসমুদয় বিস্তৃত করিয়া

বলিলেন। মহারাজ শর্ঘ্যতি সমস্ত কৃতান্ত

শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং সাত্ত্বিক

সম্বষ্ট হইয়া কশ্যাকে ক্রোড়ে লইয়া

আদর করিলেন। তপোবলশালী চ্যবন

যজ্ঞোৎসাহী শর্ঘ্যতিরাজাকে সোমযজ্ঞ

গ্রহস্ত গ্রাহ্যায়াস তপোবলসমৰিতঃ ।
 বজ্রং গ্রহীত্বা শক্রস্ত হস্তং ব্রাহ্মণসন্তমম্ ॥ ১৪
 অপঞ্জিকৃপাবনৌ দেবৌ কুরূপাং
 পঞ্জিকৃগোচরৌ ।
 শক্রং বজ্রধরং দৃষ্ট্বা মুনিঃ শ্বহননোদ্যতম্ ॥ ১৫
 হৃদ্ধারমকরোং ধীমান্ স্তম্ভয়ামাস তঙ্কজম্ ।
 ইন্দ্রস্তুকঙ্কজস্তত্র দৃষ্টঃ সর্কৈশ্চ মানবৈঃ ॥ ১৬
 কোপেন শ্বসমানোহর্ষির্ধা মন্ত্রনিষক্তিতঃ ।
 স্তুষ্টাব স মুনিং শক্রস্তুকবাহুস্তপোনিধিম্ ॥ ১৭
 অশ্ৰিত্যাং ভাগমাদানং কুরূপং নির্ভয়ান্তরম্ ।
 কথয়ামাস ভোঃ স্বামিন্ দীযতামশিনোর্বলিঃ ॥ ১৮
 ময়া ন বার্ধ্যতে তাস্ কামস্বাঘং ময়া কৃতম্ ।

করিতে আদেশ করিলে । যজ্ঞসম্পন্ন হইলে মুনিবর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এতাবৎকাল দেবসমাজে (বোধ হয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলিয়া) স্থগিত ছিলেন; ঠাঁহার দেবতাদিগের সহিত একপঞ্জিকৃতে বসিয়া আহার করিতে পাইতেন না বলিয়া যজ্ঞভাগলাভে বঞ্চিত ছিলেন । চ্যবনমুনি তেজোবলে বলপূর্বক অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবতাদিগের পঞ্জিকৃস্তু করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র ক্রোধে সেই ব্রাহ্মণসন্তমকে হত্যা করবার জন্ম বজ্রগ্রহণ করিলেন । ইন্দ্র বজ্রগ্রহণ করিয়া ঠাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া ধীমান্ মুনি এক হৃদ্ধার করিয়া ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করিয়া দিলেন । তৎকালে মানবগণ দেখিল, বাহুস্তম্ভিত হওয়ায় ইন্দ্র মন্ত্রবলে নিরুদ্ধবীৰ্য্য বিষধর কৃষ্ণকেশর স্তায় ক্রোধে ফৌস্ ফৌস্ করিতেছেন । এদিকে তপোনিধি নির্ভীকচিত্তে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে লাগিলেন । ঋষির প্রভাবে স্তম্ভবাহু ইন্দ্র উপায়ান্তর না দেখিয়া ঋষির মহিমা কীৰ্ত্তন করত ঠাঁহাকে বলিলেন,—“প্রভো! আপনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদান করুন । ভাত! আমি আপনাকে আর নিষেধ

ইত্যুক্তঃ স মুনিঃ কোপং জহৌ তুর্ণং
 কৃপানিধিঃ ॥ ১৯
 ইন্দ্রো মুক্তভুজস্তাসীতদানীঃ পুরুষর্ষত ।
 এতশ্চৌক্ষ্য জনাঃ সর্কৈ কোতুকাবিষ্টমানসাঃ ।
 শশংশু ব্রাহ্মণানাং তু বলং দেবাদিদুর্লভম্ ।
 ততো রাজা বহুধনং ব্রাহ্মণেষুভ্যোহদদন্নহান্ ॥
 চক্রে চাবভূথস্মানং যাগান্তে শক্রতাপনঃ ।
 ত্বয়া পুষ্টং যদাচক্ষ চ্যবনস্ত মহোদয়ম্ ॥ ২২
 স ময়া কথিতঃ সর্বস্তপোযোগসমৰিতঃ ।
 নমস্কৃত্বা তপোমূর্ত্তিমেদং প্রাপ্য জয়াশিবঃ ॥
 প্রেষয় ত্বং সপত্নীকং রামযজ্ঞে মনোরমে ॥ ২৩
 শেষ উবাচ ।

এবং তু কুরূপো বার্জাং হয়ঃ প্রাপ্যশ্রমং শ্রীতি
 বিদধদ্বাঘবেগেন পৃথ্বীঃ ধুবিলকিতাম্ ॥ ২৪

করিতেছি না, আমি না বুঝিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন ।” কৃপানিধি মুনি ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত ক্রোধ ত্যাগ করিলেন । ১১—১৯ । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তখন ইন্দ্র মুক্তবাহু হইলেন । তদন্তয় জনগণ এই ঘটনা অবলোকনে সীতিশর বিম্বিত হইয়া দেবাদিদুর্লভ ব্রাহ্মণবলের প্রশংসা করিতে লাগিল । অনন্তর শক্রতাপন মহাত্মা শৰ্ণাতি রাজা ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর ধন দান করিলেন, আর যাগান্তে অবভূথস্মান সমাধা করিলেন । আপনি আমার নিকটে চ্যবন মুনির যে মহান্ অভ্যুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাঁহার সেই অভ্যুদয়বৃত্তান্ত ও অদ্ভুত তপোবল সমস্তই আপনার নিকটে বলিলাম । এক্ষণে এই মূর্ত্তিয়াম্ তপোরূপী মুনিকে প্রণাম করিয়া ইহঁার নিকট জয়াশীর্কাদ লাভ করুন এবং মনোহর রামযজ্ঞে এই সপত্নীক মুনিবরকে প্রেরণ করুন । অনন্তদেব কহিলেন,—ঠাঁহার এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন, এমত সময়ে সেই বেগবান্ যজ্ঞাধ পৃথিবী ধুবল্কত করত বাঘবেগে চ্যবনমুনির আশ্রমে উপস্থিত

দূর্ধ্বাকুরান মুখাগ্ৰেণ চরন্তত্র মহাশ্রমে ।
 মনয়ো যাবদাদায় দর্ভান স্নাতুং গতা নদীম্ ।
 শক্ৰঃ শক্ৰসেনান্নাস্তাপনঃ শূরসম্মতঃ ।
 তাবৎ প্রাপ মুনের্বাসং চ্যবনস্তাদিশোভিতম্ ।
 গতা তদাশ্রমং বীরো দদর্শ চ্যবনং মুনিম্ ।
 স্ককশ্চায়াঃ সমীপস্থং তপোমূর্ত্তিমিব স্থিতম্ ॥২
 ববন্দে চরণে তস্ত স্বাভিধাং সমুদাহরন ।
 শক্ৰয়োহহং রঘুপতেভ্রাতা বাহন্থ পালকঃ ॥২৮
 নমস্করোমি যুযভাং মহাপাপোপশাস্তয়ে ।
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য জগাদ মুনিসন্তমঃ ॥ ২৯
 শক্ৰস্ত তব কল্যাণং ভূয়াৎ নরবরধ্বত ।
 যজ্ঞং পালয়মানস্ত কৌর্ন্তিস্তে বিপুলা ভবেৎ ।
 চিত্রং পশুত ভো বিপ্রা রামোহপি মথকারকঃ
 যন্নামস্মরণাদীনী কুর্ন্তিস্তি পাপনাশনম্ ॥ ৩১
 মহাপাতকসংযুক্তাঃ পরদাররতা নরাঃ ।

হইয়া সেই মহাশ্রমে বিচরণ করত দূর্ধ্বাকুর
 ভক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই
 আশ্রমবাসী অপরাপর মুনিগণ দর্ভহস্তে
 নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন।
 সেই সময়ে, বীরসম্মানিত শক্ৰতাপন
 শক্ৰ স্নানোভায় সেই চ্যবনাশ্রমে উপ-
 স্থিত হইলেন। বীর শক্ৰর আশ্রমে
 গিয়া দেখিলেন, মূনিবর চ্যবন স্ককশ্চার
 সমীপে অবস্থান করত মূর্ত্তিমান তপোরাশির
 স্তায় বিরাজ করিতেছেন। শক্ৰে মূনির
 চরণে প্রণাম করত নিজের নাম উচ্চারণ
 করিয়া বলিলেন,—আমি রঘুনাথ রামচন্দ্রের
 ভ্রাতা, আমার নাম শক্ৰ, আমি যজ্ঞাধ-
 রক্ষা করিতে আসিয়াছি; মহাপাপক্ষাল-
 নের নিমিত্ত আপনাকে প্রণাম করিতেছি।
 মুনিসন্তম চ্যবন শক্ৰের উক্ত বাক্য শ্রবণ
 করিয়া কহিলেন,—বৎস নরবর শক্ৰ!
 তোমার মঞ্চল হউক, তুমি রামের যজ্ঞ রক্ষা
 করিয়া অতুল কৌর্ন্তি সঞ্চয় কর। ২০—৩০।
 ওহে বিপ্রগণ! তোমরা এক অন্ধুত ঘটনা
 দেখ, যাহার নাম স্মরণ করিলে পাপ বিনষ্ট
 হয়; সেই রামচন্দ্র যজ্ঞ করিতেছেন;

যন্নামস্মরণে যুক্তা মুলা যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২
 পাদপদ্মসমুথেন রেণুনা গ্রাবমূর্ত্তিভূৎ ।
 তৎক্ষণাদ্ গোতমাদ্বাদ্বী জাতা
 মোহনরূপধ্বং ॥ ৩৩
 মামকীয়স্ত রূপস্ত ধ্যানেন প্রেমনির্ভরা ।
 সর্বপাতকরাশিং সা দন্ধা প্রাপ্তা স্বরূপতাম্ ।
 দৈত্যা যন্ত মনোহারি রূপং প্রধানমণ্ডলে ।
 পশুন্তঃ প্রাপুরেতস্ত রূপং বিকৃতিবর্জিতম্ ॥৩৫
 যোগিনো ধ্যাননিষ্ঠাসু যৎ ধ্যাত্বা
 যোগমস্থিতাঃ ।
 সংসারভয়নিম্মুক্তাঃ প্রযতাঃ পরমং পদম্ ॥৩৬
 ধন্তোহহমদ্য রামস্ত মুখং ত্রক্ষ্যামি শোভনম্ ।
 পয়োজদলনেক্রান্তঃ সুনাসঃ স্ক্রুৎ সন্নতম্ ॥৩৭
 সা জিহ্বা রঘুনাথস্ত নামকৌর্ন্তনমাদরাৎ ।
 করোতি বিপরীতী যা কণিনো রসনাসমা ॥৩৮
 অদ্য প্রাপ্তং তপঃপুণ্যমদ্য পূর্ণা মনোরথাঃ ।

পরদারনিরত মহাপাতকী নরগণ ষাঁহার
 নাম স্মরণ করিলে পরমানন্দে পরমা গতি
 প্রাপ্ত হয়, পাষাণমূর্ত্তিধারিনী গৌতমপত্নী
 ষাঁহার পাদপদ্মের রেণুস্পর্শে তৎক্ষণাৎ
 অন্ধুত মনোমোহন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
 সেই গৌতমভাৰ্য্যা ভক্তিতে আমায় রাম-
 চন্দ্রের রূপ ধ্যান করিয়া নিখিল পাতকরাশি
 দহ করত নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
 দৈত্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ষাঁহার মনোহর রূপ
 নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার নিরীকার রূপ অর্থাৎ
 কুটস্থ ত্রক্ষরূপ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইয়াছে,
 যোগময় যোগিগণ ধ্যানকালে ষাঁহার ধ্যান
 করিয়া সংসারভীতি হইতে মুক্ত হইয়া পরম
 পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রাম অদ্য যজ্ঞ
 করিতেছেন। আমি অদ্য যজ্ঞ, যে হেতু
 অদ্য আমি পদ্মলাশলোচন রামচন্দ্রের
 উত্তম নাসা ও স্তন্দর ক্রয়ুজ্জমনোহর মুখ
 দেখিতে পাইব। যে জিহ্বা আদরে রঘুনাথের
 নামকৌর্ন্তন করে, তাহাই প্রকৃত জিহ্বা; যে
 জিহ্বা তাহা না করে, তাহা সর্গজিহ্বার তুল্য।
 অদ্য আমি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলাম।

যদ্রুচ্যে রামচন্দ্রে মুখং ব্রহ্মদিদৃশ্বতম্ । ৩১
 তৎপাদরেণুনা স্বাক্ষং পবিত্রং বিদধামাহম্ ।
 বিচিত্রতরবার্হাভিঃ পাবয়ে রসনাং স্বকাম্ ॥ ৪০
 ইত্যাদিরামচরণশ্চ রণপ্রবুদ্ধ-
 প্রেমব্রজপ্রস্বতগদগদবাণ্ডদক্ষঃ ।
 শ্রীরামচন্দ্রে রঘুপুঙ্গব ধর্ম্মমূর্ত্তে
 ভক্তানুকম্পক সমুদ্বয় সংস্বর্ত্তে রাম্ ॥ ৪১
 জল্পরক্ষকলাপূর্ণো মুনীনাম্ পুরতন্তদা ।
 নাজ্যাসীতত্র পারক্যং নিজধ্যানেন সংস্থিতঃ ॥
 শক্বেস্তুং মুনিং প্রাহ স্বামিন্ নো মখসন্তমঃ ।
 ক্রিয়তাং ভবতা পাদরজসা স্পৃশ্বিত্রিতঃ ॥ ৪৩
 মহন্তাগাং রঘুপতের্ঘদ মুখান মানসান্তরে ।
 তিষ্ঠত্যসৌ মহাবাহুঃ সর্ষলৌকিকপুঞ্জিতঃ ॥ ৪৪
 ইত্যুক্তঃ সপত্নীবীরঃ সর্ষগ্নিপরিসংবৃতঃ ।
 জগাম চ্যবনস্তত্র প্রমোদপ্লবসম্প্লুতঃ ॥ ৩২

অদ্য আমার মনোরথ পূর্ণ হইল ; যে চেতু
 ব্রহ্মদিদৃশ্বত রামমুখ দেখিতে পাইব । অদ্য
 আমি তাঁহার পদরেণু দ্বারা সর্ষশরীর পবিত্র
 করিব এবং অদ্ভুততর রামকথায় নিজ
 রসনা পবিত্র করিব । মহাশ্বা চ্যবন রাম-
 চন্দ্রেয় পাদপদ্ম স্মরণে প্রেমত্যাগি উচ্ছলিত
 হওয়ায় গদগদস্বরে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে
 করিতে “হে রঘুনাথ রামচন্দ্রে ! হে ধর্ম্ম-
 মূর্ত্তি ! হে ভক্তরূপাময় ! আমাকে সংসার
 হইতে উদ্ধার করুন” ইত্যাদি বলিতে
 লাগিলেন । তৎকালে মুনিবর চ্যবন আন-
 দাশ্রুপ্রাবিত হইয়া মুনিদিগের সমক্ষে এই-
 রূপ বলিতে বলিতে তনয় হওয়ায় একপ্রকার
 বাহুজ্ঞানশূন্ত হইয়া পড়িলেন । ৩১—৪২ ।
 তখন শক্বেয় তাঁহাকে বলিলেন,—প্রভো !
 আপনি পদধূলি দিয়া আমাদের মহাযজ্ঞ
 সুপবিত্র করুন । মহাবাহু রঘুনাথের মহা
 সৌভাগ্য যে তিনি আপনাদের চিত্তমধ্যেও
 অবস্থান করিতেছেন । যথার্থই তিনি নিখিল
 লোকের একমাত্র পূজনীয় । শক্বেয় কর্ত্তক
 এইরূপ কথিত হইয়া মহামুনি চ্যবন সকল
 অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আনন্দপ্রবাহে

হনুমান্তং পদা যান্তং রামভক্তমবেক্ষ্য চ ।
 শক্বেয়ঃ নিজগাদাসৌ বচো বিনয়সংবৃতঃ ॥ ৪৬
 স্বামিন কথয়সি ত্বং চেমহাপুরুষসুন্দরম্ ।
 রামভক্তং মুনিবরং নয়ামি স্বপুত্রৌমহম্ ॥ ৪৭
 ইতি শ্রুত্বা মহাকাব্যং কপিবীরশ্চ শক্বেহা ।
 আদিশেহ হনুমন্তং গচ্ছ শ্রাপয় তং মুনিম্ ॥ ৪৮
 হনুমান্তং মুনিং স্বীয়ে পৃষ্ঠ আয়োগ্য বেগবান্
 সকুটুযঃ নিনায়ান্ত বায়ুঃ খ ইব সর্ষগঃ ॥ ৪৯
 আগতং তং মুনিং দৃষ্ট্বা রামো মতিমতাং বরঃ
 অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং চক্রে শ্রীতঃ প্রণয়বিল্বলঃ ॥ ৫০
 ধস্তোহস্মি মুনিবর্ষাশ্চ দর্শনেন তবাধুনা ।
 পবিত্রিতো মথো মহৎ সর্ষসন্তারসংবৃতঃ ॥ ৫১
 ইতি বাক্যং সমাকর্ষ্য চ্যবনো মুনিসন্তমঃ ।

ভাসিতে ভাসিতে সপরিবারে তাঁহাদের
 সমভিবাাহারে যাত্রা করিলেন । হনু-
 মান সেই রামভক্ত মুনিকে পদব্রজে গমন
 করিতে দেখিয়া বিনীতভাবে শক্বেয়কে
 বলিলেন,—প্রভো ! আপনি যদি অল্প-
 মতি করেন, ত আমি এই মহাপুরুষ
 সুন্দর রামভক্ত মুনিবরকে পৃষ্ঠে করিয়া
 অযোধ্যায় লইয়া যাই । শক্বেয় কপিবর
 হনুমানের এই মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তাঁহাকে আদেশ করিলেন, যাও তুমি
 মুনিকে লইয়া গমন কর । হনুমান, পরি-
 বারসহ সেই মুনিবরকে পৃষ্ঠে লইয়া সর্ষ-
 গামৌ বায়ুর স্তায় অতিবেগে আকাশপথ
 দিয়া অবিলম্বে অযোধ্যায় উপস্থিত হই-
 লেন । মতিমানদিগের অগ্রগণ্য রাম
 সেই চ্যবনমুনিকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার
 প্রতি ভক্তিগদগদ হইয়া প্রফুল্লচিত্তে পাদ্য
 অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন,
 এবং বলিলেন,—মুনিবর ! আপনায় দর্শনে
 আজ আমি ধস্ত হইলাম, আপনায় আগমনে
 সকল প্রকার আয়োজনসম্পন্ন মদীয়
 যজ্ঞ আজ পবিত্র হইল । এই কথা
 শ্রবণ করিয়া মুনিসন্তম চ্যবনের সর্ষাঙ্ক

উবাচ প্রেমনির্ভর-পুলকান্ধোহতিনিবৃত্তঃ ।৫২
 স্বামিন ব্রহ্মণ্যদেবস্ত তব বাভবপুঞ্জম্ ।
 যুক্তমেব মহারাজ ধর্ম্মমার্গপ্ররাক্ততুঃ ।৫৩
 ইতি শ্রীপদ্মে পাতালখণ্ডেহষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

শক্রস্রচ্যবনস্তাথ দৃষ্টাচিস্ত্যং তপোবলম্ ।
 প্রশংস তপো ব্রাহ্মং সর্বলৌকিকবন্দিতম্ ।
 অহো পশুত যোগস্ত সিদ্ধিব্রীক্ষণসন্তমে ।
 যঃ ক্ৰণাদেব হৃস্প্রাপং সুবিমানমচীকরং ।২
 ক ভোগসিদ্ধির্মহতী মুনীনামমলাশ্রমাম্ ।
 ক তপোবত হীনানং ভোগেচ্ছা ময়জ্ঞানাম্ ।
 ইতি শ্ৰুতমাশংসন শক্রস্রচ্যবনাশ্রমে ।
 ক্ৰণং স্থিত্বা জলং পীত্বা সুখসন্তোগমাশ্রবান্

প্রেমভরে পুলকিত হইল ; তিনি অতিশয়
 সুখী হইয়া কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি
 ধর্ম্মপথের রক্ষক ; হে স্বামিন ! ব্রহ্মণ্যদেব
 হইয়া আপনার ব্রাহ্মণপূজা উপযুক্তই
 বটে । ৪০—৫৩ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

নবম অধ্যায় ।

অনন্তদেব কহিলেন,—অনন্তর শক্রস্র
 চ্যবন মুনীর অচিন্তনীয় তপোবন দর্শন করিয়া
 সর্বলোকের একমাত্র বন্দিত ব্রাহ্ম তপ-
 স্তার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—
 দেখ, ভিক্ষুরের কি অদ্ভুত যোগসিদ্ধি, ক্ৰণ-
 কাল মধ্যেই যিনি দুর্লভ বিমান আবিষ্কার
 করিলেন । নির্মলাস্মা মুদিগের এরূপ মহতী
 ভোগসিদ্ধি কোথায় ? আর তপোবল-হীন
 ময়যাদিগের ভোগেচ্ছাই বা কোথায় ?
 মনে মনে এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে
 শক্রস্র সেই চ্যবনাশ্রমে ক্ৰণকাল অবস্থিতি

হয়ন্তস্তাঃ পয়োক্ষাখ্য নদ্যাঃ পুণ্যজলাশ্রমঃ ।
 পংঃ পীত্বা যযৌ মার্গে বায়ুব্বেগং পদং দধৎ ॥
 যোধাস্তরির্গমং দৃষ্ট্বা পৃষ্ঠতোহন্নয়যুক্তদা ।
 হস্তিভিঃ পশ্চিভিঃ কেচিৎ রথৈঃ কেচনবাজ্জিভিঃ
 শক্রস্রোহমাত্যবর্গেণ স্মৃত্যাহ্নেন সংযুতঃ ।
 পৃষ্ঠতোহন্নজগামান্ত রথেন হযশোভিনা ॥ ৭
 গচ্ছন বাজী পুরং প্রাপ্তো বিমলাখ্যস্তূভূপতেঃ
 রত্নাতটাখ্যং জনতা হৃষ্টপুষ্টসমাকুলম্ ॥ ৮
 স সেবকাহুপশ্রত্য রঘুনাতথয়োত্তমম্ ।
 পুরান্তিকে হি মস্ত্রাপ্তং সর্বযে ধনমবিতম্ ॥১০
 তদা গজানং সপ্তত্যা চন্দ্রবর্দমানয়া ।
 অখানামযুতৈঃ সার্কি রথানং কাঞ্চনহিষাম্ ॥
 সহস্রৈঃ চ সংযুক্ত শক্রস্রঃ প্রতি জগিথবান্ ।
 শক্রস্রং স নমস্কৃত্য সর্বং প্রাদান্মহানুণঃ ॥ ১১
 বসুকোশং ধনং সর্বং রাজ্যং তস্মৈ নিবেদ্য চ

করিয়া তত্রত্য পয়োক্ষীনদীর জলপান
 করতঃ অনির্ভরনীর আনন্দ লাভ করি-
 লেন। তাঁহার যত্রাণ সেই পুণ্যজলা
 পয়োক্ষীনদীর জল পান করিয়া বায়ু-
 বেগে পদক্ষেপ করিতে করিতে ঘাইতে
 লাগিল। অশ চলিয়াছে দেখিয়া যোধগণ
 তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেহ অশ্বে, কেহ গজে,
 কেহ রথে, কেহ বা পদব্রজে গমন করিতে
 লাগিল। শক্রস্র উত্তম অশ্বযোজিত রথে
 আরোহণপূর্বক স্মৃতি প্রভৃতি অমাত্যবর্গ-
 সমভিব্যাহারে ক্ষিপ্ৰমেনে অশ্বের পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ ঘাইতে লাগিলেন। এইরূপে অশ্ব
 ঘাইতে ঘাইতে বিমল নামক কোন রাজার
 হৃষ্টপুষ্ট-জনসঙ্কুল রত্নাতট নামক নগরে
 গিয়া উপস্থিত হইল। ১—৮। মহারাজ বিমল
 ভৃত্যমুখে রামচন্দ্রের যজ্ঞীয় অশ্বরত্ন বহু
 যাক্ষবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া নগরীর নিকটে
 উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রতুল্যবর্ণ
 সপ্ততিসংখ্যক হস্তী, অযুত অশ্ব এবং স্বর্ণে-
 জ্বল সহস্র রথ লইয়া শক্রস্রের নিকটে উপ-
 স্থিত হইলেন, এবং শক্রস্রকে প্রণাম করিয়া
 তৎপ্রদয় উপঢৌকন করিলেন। তৎপরে

কিং কয়েমৌতি রাজানং জগাদ পুরতঃ স্থিতঃ
 রাজাপি তং স্বীয়পদে প্রথমং
 দোর্ভাঃ দূঢ়ঃ তঃ পরিসম্বজে মহান ।
 জগাম সাকং তনয়েঃ স্বরাজ্যং
 নিক্ষিপ্য সর্বং বহুধর্মি'ভূর্ভূতঃ ॥ ১৩
 রামচন্দ্রকথাং শ্রদ্ধা সর্বশ্রুতিমনোহরাম্ ।
 সর্বৈ প্রথম্য তং বাহুং দর্শনু মহাধনম্ ॥ ১৪
 এবং স গচ্ছন্ত্যার্গে পর্বতাগ্রাঃ দদর্শ হ ।
 ফটিকৈঃ কান্টিকৈ রৌপ্যৈ রাজিতপ্রস্থরাজিভিঃ
 জলনির্ঝরসংহ্রাদ-ন নাধাতুকভূতলম্ ।
 গৈরিকাদিকসঙ্ঘাত-রাশিরক্ষবিয়াজিতম্ ॥ ১৬
 বীণারপকঃসমুৎক-ক-নুন্দরশোভিতম্ ।
 যত্র সিদ্ধাঙ্গনাঃ শিকৈঃ ক্রৌড়ন্ত্যাপ্যকূতোভয়াঃ ॥

গন্ধর্বাপরসো নাগা যত্র ক্রৌড়ন্তি লীলয়া ।
 গন্ধাতরঙ্গসংস্পর্শ-শীতবায়ুনিবেবিতম্ ॥ ১৮
 পর্বতং বীক্ষ্য শক্রয় উবাচ স্মৃতিঃ স্বিদম্ ।
 তদর্শনসমুভূত-বিশ্বাব্যাবিষ্টমানসঃ ॥ ১৯
 কোহয়ং গিরির্সহ্যমজ্জিন বিশ্বায়য়তি মে মনঃ ।
 মহারজতপ্রস্থ্যাটো মার্গে রাজতি মেহুভূতঃ ॥
 'অত্র কিং দেবতাবাসো দেবানাং ক্রৌড়নস্থলম্
 যদেতন্ননসঃ কোভঃ কনোতি ক্রীসমুচ্চয়ৈঃ ॥
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য জগাদ স্মৃতিস্তদা ।
 বক্ষ্যমাণশুণাগার-রামচন্দ্রপাঞ্জবীঃ ॥২২
 নীলে হয়ং পর্বতো রাজন পুরতো ভাতি
 চুম্বিপ ।
 মহাশৃঙ্গৈর্বনোহারৈঃ ফটিকাদৈঃ সমস্ততঃ ॥২৩

নিজ রাজ্য ধন বস্তু কোশ সমস্তই রাজ্য
 শক্রকে নিবেদন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে
 (নতভাবে) দণ্ডায়মান হইয়া “আজ্ঞা করুন,
 কি করিব” এই বলিয়া তাঁহার পদে প্রণত
 হইয়া পড়িলেন । মহাত্মা রাজা শক্রও
 সেই পদানত ভূপতিকে উত্থাপিত করত
 বাহুগল ঘারা স্পৃদভাবে আলিঙ্গন করি-
 লেন । তৎপরে রাজা বিমল, পুত্রের উপর
 রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বহু ধনুর্ধরে পরিবৃত্ত
 হইয়া শক্রের সঙ্গে যাত্রা করিলেন । রাম-
 কথা সকলের কর্ণেই মনোহর । রামকথা
 শ্রবণ করিয়া সকলেই সেই যজ্ঞীয় অশকে
 প্রণাম করিয়া শক্রকে বহু ধনরত্ন প্রদান
 করিতে লাগিল । ১—১৪ । এইরূপে যাইতে
 যাইতে শক্র পথিমধ্যে এক মনোহর
 পর্বত দেখিতে পাইলেন । সেই পর্ব-
 তের সান্নিদেশ সকল কতক ফটিকময়,
 কতক স্নুবর্ণময়, কতক বা রৌপ্যময় ;
 তাহাতে এই পর্বতে অপূর্ব শোভা ধারণ
 করিয়াছে । এই পর্বতের পার্শ্ববর্তী বিবিধ-
 ধাতুময় ভূমিভাগ । উচ্চ হইতে পতিত
 নিঝর-সলিলে বিচিত্র শোভা ধারণ করি-
 তেছে ; গৈরিক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতুশিখর
 রূপে এই পর্বত সুশোভিত হইয়া রহি-

য়াছে । এই পর্বতে হংস ও শুকপক্ষিগণ বীণা
 ধনির স্থায় সুরধ্বজ কুজন করিতেছে । এই
 পর্বতে সিদ্ধকামিনীগণ সিদ্ধগণের সহিত
 অকুতোভয়ে ক্রৌড়া করিয়া থাকে । গন্ধর্ব,
 অপর্য ও নাগগণ এই পর্বতে স্বচ্ছন্দে ক্রৌড়া
 করে । এই পর্বতে গন্ধাতরঙ্গস্পর্শে সূশী-
 তল বায়ু সর্বদাই প্রবাহিত হইয়া থাকে ।
 শক্র এই পর্বতের অপূর্ব শোভা সন্দর্শনে
 সাতিশয় বিস্মিত হইয়া স্মৃতিকে কহি-
 লেন,—মহামন্ত্রিন ! পথিমধ্যে এই যে অপূর্ব
 পর্বত শোভা পাইতেছে ; যাহার অধিকাংশ
 সান্নিই স্নুবর্ণময়, এই পর্বতটির নাম কি ? এই
 পর্বত দেখিয়া আমার মনে সাতিশয় বিস্ময়
 উপস্থিত হইতেছে ; এই পর্বতে কি কোন
 দেবতা বাস করেন ? না ইহা দেবগণের
 ক্রৌড়াভূমি ? ইহার অপূর্ব শোভা সন্দর্শনে
 আমার মন বিচলিত হইতেছে । ১৫—২১ । মন্ত্রি-
 বর স্মৃতি শক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই
 কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্রের মহিমা কীর্তিত হই-
 মনে করিয়া অশেষশুণাধার রামচন্দ্রের পাদ-
 পদ্মে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগি-
 লেন,—রাজন ! অগ্রে এই যে পর্বত চতুর্দিকে
 ফটিকাদিধাতুময় মনোহর মহাশিখরে বিচ্ছ-
 বিত হইয়া শোভা পাইতেছে, উহার নাম

এনং পশুস্তি নো পাপাঃ পরদাররতা নরাঃ ।
 বিকোঃক্ৰুপগণান যে বৈ ন মন্তস্তে নরাধমঃ ॥২৪
 ঋত্বিস্মৃতিসমুখাঃ যে ধর্ম্যঃ সন্তিঃ সুসাধিতম্ ।
 ন মন্তস্তে অ বুদ্ধিস্ব-হেতুবাদবিচারিণঃ ॥ ২৫
 নীলীবিক্রয়কর্তারো লাক্ষ্যবিক্রয়কারকঃ ।
 যো ব্রাহ্মণো স্বভাদীনি বিক্রীণাতি সুরাপকঃ ॥
 কস্ত্যাং রূপেণ সম্পন্নঃ ন দদ্যাৎ কুলশালিনে ।
 বিক্রীণাতি দ্রব্যলোভাৎ পিতা পাপবিমোহিত
 সত্যং দুষয়তে যন্ত কুলশীলবতীঃ নরঃ ।
 স্বয়মেবাস্তি মধুরং বন্ধুভ্যো ন দদাতি যঃ ॥ ২৮
 মায়াবী ব্রাহ্মণার্থে চ পাকভেদং করোতি যঃ ।
 কৃৎনং পায়নং বাপি নিজার্থে পাচয়েৎ কুধীঃ ॥
 অতিধীনবমন্তস্তে সূর্যোঢ়ান সুক্ষুধাদিতান ।
 অস্তরিক্কভূজো যে চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥৩০
 ন পশুস্তি মহারাজ রঘুনাথপরাসুয়াঃ ॥

নীল পর্কীত । যে সকল মনুষ্য পরদাররত,
 পাপী এবং যাহারা বিষ্ণুর গুণমহিমা মানে
 না, সেই নরাধমেরা এই পর্কীত দেখিতে
 পায় না । যাহারা সাধুজন-সম্পাদিত ঋতি-
 স্মৃতিবিহিত ধর্ম্য মানে না, নিজ বুদ্ধির
 যুক্তি দেখাইয়া তর্ক বিচার করে, যাহারা
 নীলী ও লাক্ষ্য বিক্রয় করে ; যে ব্রাহ্মণ
 হইয়া মদ্য পান ও স্বভাদ বিক্রয় করে, যে
 রূপবতী কস্তাকে সংকুলজাত পাত্র সমর্পণ
 না করে, পরন্তু পাপমোহিত হইয়া অর্থলোভে
 কস্তা বিক্রয় করে ; যে কুলশীলবতী সতী রম
 ণীর চরিত্র দূষিত করে ; যে উপাদেষ খাদ্য বন্ধু
 বর্গকে না দিয়া নিজেই ভোজন করে, যে কুবুদ্ধি
 লোক কপটতা করিয়া নিজের জন্ত উত্তম
 পায়স পিষ্টকাদি পাক করিয়া, ব্রাহ্মণকে অস্ত
 অপকৃষ্ট খাদ্য পাক করিয়া দেয় ; যাহারা, সূর্য্য-
 তাপতাপিত ও অতিক্ষুধার্ত হইয়া আগত
 অতিথিকে বিমুখ করে ; যাহারা অন্তরীক্ষে
 ভোজন করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে,
 আর যাহারা রঘুনাথ রামচন্দ্রকে ভক্তি করে
 না, তাহারা এই পবিত্র পর্কীতকে দেখিতে পায়

অন্যো পুণ্যো গিরিবরঃ পুরুষোত্তমশোভিতঃ ॥
 পবিত্রগতি সন্নান নো দর্শনেন মনোহরঃ ।
 অত্র তিষ্ঠতি দেবানাং মুকুটৈরর্কিতাজ্ব কঃ ॥
 পূণ্যবস্তিঃ সুদর্শার্বঃ পুণ্যদঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 ঋতয়ো নেতিনেতীতি-ক্রবাণা ন বিদন্তি যম্ ॥
 যৎপাদরজ ইন্দ্রাদিদেবৈর্ভূগ্যাং সুহর্লভম্ ।
 বেদান্তাদিত্রিন্দ্রবৈবাক্যৈর্বিদন্তি যৎ বৃধাঃ ॥
 সৌহরজীমান মহাশৈলে বসতে পুরুষোত্তমঃ
 আকৃহ্য তং নমস্কৃত্য সম্পূজ্য সুকৃতানি ॥৩৫
 নৈবেদ্যঃ ভক্ষয়িত্বা বৈ ভূপ ভূধ্যৎ চতুর্ভুজঃ ।
 অত্রাপ্যাদাহরস্তামিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৩৬
 তং শৃণু মহারাজ সর্বাশ্চর্যাসমধিতম্ ।
 রত্নগ্রীবস্ত নৃপতের্বদ্বস্ত সঙ্কটুহননঃ ।
 চতুর্ভুজাদিকং প্রাপ্তং দেবদানবহর্লভম্ ॥ ৩৭

না । মহারাজ ! এই পবিত্র উত্তম পর্কীতে
 পুরুষোত্তম অবস্থিতি করিতেছেন । ২২—৩১
 এই মনোহর পর্কীত দর্শন করিয়া অদ্য আমরা
 সকলে পবিত্র হইব । এই পবিত্র পর্কীতে
 পুণ্যপ্রদ ভগবান পুরুষোত্তম অবস্থিতি
 করিতেছেন । দেবগণ শিরোমুকুট স্পর্শ
 করাইয়া ঈহার পাদপদ্ম পূজা করেন, একমাত্র
 পুণ্যান্বগণ ঈহার দর্শনলাভে সমর্থ হন,
 ঋতিগণ “তন্ন তন্ন”করিয়া ঈহার তত্ত্ব প্রকাশ
 করেন, ঈহার অতি দুর্লভ পদধূলি ইন্দ্রাদি
 দেবগণও অবেষণ করিয়া থাকেন, বৃধগণ
 বেদান্তাদি বহুশাস্ত্র ব্যাক্যের সাহায্যে ঈহার
 তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন, সেই জীমান পুরু-
 শোত্তম এই মহাপর্কীতে বাস করিতেছেন ।
 রাজন ! আপনি পুণ্যবলে এই পর্কীতে আরো-
 হণপূর্বক ভগবানকে প্রণাম ও পূজা করিয়া
 নৈবেদ্য ভক্ষণ করত চতুর্ভুজ হউন । এই
 বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস কথিত হইয়া
 থাকে । ৩২—৩৬ । মহারাজ ! বিবিধ
 অদ্ভুতঘটনাপূর্ণ সেই ইতিহাস আপনার নিকট
 বলিতোঁছি, শ্রবণ করুন । অত্রত্য রাজা
 রত্নগ্রীব সপরিবারে যেরূপ দেবগণদুর্লভ
 চতুর্ভুজাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও

আসীং কাঞ্চী মহারাজ পুরী লোকে সুবিশ্রুত ।
 মহাজনপরীবীর-সমুদ্রবলবাহনা ॥ ৩৮
 যশাং বসন্তি বিপ্রাগ্র্যাঃ যটকর্ষ্মনিরতা ভূশম্
 সর্ষভুভহিতে যুক্তা রামভঙ্কিমু লালসাঃ ॥ ৩৯
 ক্ষত্রিয়া রণকর্তারঃ সংগ্রামোহপ্যাপলায়িনঃ ।
 পরদারপরদ্রব্য-পরদ্রোহপরাজুখাঃ ॥ ৪০
 বেস্তাঃ কুসৌদকুম্বাদি-বাণিজ্যশুভবৃত্তয়ঃ ॥ ৪১
 কুর্বন্তি যযুনাথশ্চ পাদান্তোজৈ রতিং সদা ।
 শূদ্রা ব্রাহ্মণসেবাভির্গতত্রাজিদিনা নরাঃ ॥ ৪২
 কুর্বন্তি কখনং রাম-রামোত রসনাগ্রতঃ ।
 প্রাকৃত্যঃ কোহপিনে' পাপংকুর্বন্তি মনসাত্ত বৈ
 দানং দয়া দমঃ সত্যং তত্র তিষ্ঠতি নিত্যশ্যঃ ।
 বদতে ন পরবাধং বাক্যং কোহপি নরোহনঘ
 ন পারক্যে'ধনে লোভঃ কুর্বন্তি ন হি পাতক

এবং প্রজা মহারাজ রত্নগ্রীবেন পাল্যতে ॥৫৫
 যষ্ঠাংশং তত্র গুহ্যতি নান্যং লোভবিবর্জিতঃ।
 এবং পালয়মানশ্চ প্রজাং ধর্মেণ ভূপতেঃ ॥৫৬
 গতানি বহুবর্ষাণি সর্ষভোগবিলাসিনঃ ।
 বিশালাক্ষীং মহারাজ একদা হ্যুচিবাণিদম্ ॥
 পতিব্রতাং ধর্ম্মপত্নীং পতিব্রতপরায়ণাম্ ।
 পুত্রা জাতা বিশালাক্ষি প্রজারক্ষাধরম্মরাঃ ॥৫৮
 পরিবারো মহান্ মহ্যং বর্ষতে বিগতজরঃ ।
 হস্তিনো মম শৈলাভা বাজিনঃ পবনোপমাঃ ॥৫৯
 রথশ্চ সুহৃদৈর্ঘূক্তা বর্ষস্তে মম নিত্যশ্যঃ ।
 মহাবিষ্ণুপ্রসাদেন কিঞ্চিন্নূনং মমাস্তি ন ॥৬০
 পরং মনোরথশ্বেকস্তিষ্ঠতে মানসে মম ।
 পশ্য' তৌর্থং ময়া নাদ্য কৃতং পরমশৌভনম্ ॥৬১
 গর্ভবাসবিভ্রামায় ক্ষমং গোবিন্দশেভিতম্ ।

আপনার নিকটে বলিতেছি। মহারাজ! জিলোকবিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী জ্ঞানবান্ লোক-সমূহে এবং প্রচুর সৈন্য-সামন্তে ও অশ্ব-গজাদিতে পরিপূর্ণ কাঞ্চী নামে এক নগরী ছিল। তথায় সর্ষদা যটকর্ষ্মরত ভাল ভাল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তত্রত্য ক্ষত্রিয়গণ নিখিল প্রাণীর হিতসাধনে নিরত রামভক্ত এবং সর্ষদা যুদ্ধোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার কখনই সংগ্রামে পরাজুখ হইতেন না। তথাকার বৈশুগণ পরদার-সংসর্গে, পরদ্রব্যে, ও পশ্চের অনিষ্টসাধনে পরাজুখ হইয়া কেবল কুম্বি-বাণিজ্য, অর্থ ধার দিয়া কুসৌদ গ্রহণ প্রভৃতি স্বজাতীয় শুভ কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত এবং সর্ষদা রামচন্দ্রের পাদ পদ্যে ভক্তিমান হইয়া কালযাপন করিত। শূদ্রগণ দিবারাজি ব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত থাকিত; আর জিহ্মাগ্রে সর্ষদা রামনাম উচ্চারণ করিত। নিঃস্টেজাতীয় কোন লোকই মনে মনেও পাপচিন্তা করিত না। হে অনঘ! সেই নগরীতে দয়া, সত্য, শাস্তি, ও দান প্রভৃতি সংপ্রসূতি সকলেরই সর্ষদা দৃষ্ট হইত। পরের মনঃক্লেশকর কথা কেহই মুখে আনিত না। কেহই পরধনে

লোভ বা অস্ত্র কোনরূপ পাপকার্য করিত না। মহারাজ! রত্নগ্রীব (সবিশেষ যশ-সহকারে) প্রজাপালন করিতেন। লোভ-শূন্য হইয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে কেবল-মাত্র যষ্ঠাংশ রাজস্ব গ্রহণ করিতেন; তদন্তিন্ন আর কিছুই লইতেন না। এইরূপে ধর্ম্মাধ-সারে প্রজাপালন করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। তিনি এইরূপে প্রজাপালন ও ঐশ্বর্যসম্ভোগ করত বহুকাল অতিক্রম করিলেন। একদা মহারাজ নিজ পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী বিশালাক্ষীকে বলিলেন,—বিশা-লাক্ষি! পুত্রগণ প্রজাপালন করিবার উপযুক্ত হইয়াছে ১৩৭—৪৮। আর আমার এই সুবহু পরিবার সকলেই স্বচ্ছন্দে অবস্থান করি-তেছে, কাহারও কোনরূপ কষ্ট নাই। পরতোপম হস্তী সকল, বাহুর ছায় বেগগামী অশ্ব সকল এবং উত্তম অশ্বঘোষিত বহুতর রথ সমস্তই আমার সর্ষদা সুসজ্জিত রহি-য়াছে; মহাবিষ্ণুর অল্পগ্রাহে আমার কোন বিষয়েরই অভাব নাই। কিন্তু আমার মনে একটি অভিলাষ রহিয়াছে, গর্ভবাস-যজ্ঞা হইতে মুক্তিকামনায় আমি গোবিন্দ-মূর্ত্তিবিরাজিত পরম পবিত্র তৌর্থ-

বৃক্ষো জাতোহস্ম্যহং তাবদ্বলৌপলিতদেহবান
করিষ্যামি মনোহারি-তীর্থসেবনমাদৃতঃ ।
যো নরো জন্মপর্যন্তঃ স্বোদরশু প্রপূরকঃ ॥৫৩
ন করোতি হরেঃ পূজাং স নরো গোবৃষঃ স্মৃতঃ
তস্মাদগচ্ছামি ভো ভদ্রে তীর্থযাত্রাং প্রতিপ্রিয়ে
সকুটমঃ স্মৃতে স্তস্ত ধুরং রাজস্তু নিভৃতাম্ ।
ইতি ব্যবস্তু সঙ্ঘায়াং হরিং ধ্যায়ন নিশান্তরে
অত্রাকৌৎ স্বপ্রমপেয়কং ব্রাহ্মণং তাপসং বরম্
প্রাতরুখায় রাজাসৌ কুত্বা সঙ্ঘাদিকং ক্রিয়াঃ
সভাং মন্ত্রিজ্ঞনৈঃ সার্কং স্মৃথমাসেদিবান মহান
তাবদ্ বিপ্রং দদর্শাথ তাপসং কৃশদেহিনম্ ॥
জটাবল্কলকৌশ্পীন-ধারিণং দগুপাণিনম্ ।
অনেকতীর্থসেবাভিঃ কৃতপুণ্যকলেবরম্ ॥ ৫৮

ক্ষেত্রে অদ্যাপি যাইতে পারি নাই ।
এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, শরীরে বলী পলিত
হইয়াছে, অতএব এক্ষণে যত্নপূর্বক
মনোহর তীর্থ সেবা করিবার ইচ্ছা করি-
য়াছি । যে মানব আজন্ম কেবল নিজ
উদরপূরণে ব্যস্ত, কদাপি শ্রীহরির পূজা
করিতে সমর্থ হয় না, সে ত গোবৃষ বলিয়া
গণ্য । অতএব প্রিয়ে! আমি তীর্থযাত্রা-
উদ্দেশে গমন করিব । রাজা এইরূপ
শ্বির করিয়া এতাবৎকাল যে রাজ্যভার
বহন করিয়া আসিতেছিলেন, সেই রাজ্য-
ভার পুত্রের উপরে স্তস্ত করিয়া সপরিবারে
তীর্থযাত্রা করিতে উদ্যোগ করিলেন ।
সঙ্ঘাকালে হরিধ্যান করিয়া রাজিকালে
নিদ্রিত হইয়া এক মহাতপস্বী ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে
দেখিলেন । তৎপরদিবস প্রাতঃকালে
গাত্ৰোখান করিয়া মহারাজ সঙ্ঘাদি নিত্য-
কার্য সমাপনান্তে মন্ত্রিবর্গের সহিত সভা
করিয়া সঙ্ঘন্দে আয়ীন রহিয়াছেন, এমত
সময়ে জটাবল্কলধারী কৌশীনপরিহিত
কৃশকায় এক তপস্বী ব্রাহ্মণ দগুহস্তে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন ; সেই ব্রাহ্মণ অনেক তীর্থ
সেবা করিয়া বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন ।

রাজা তং বীক্য শিরসা প্রণনাম মহাভূজা ।
অর্থাপাদ্যাদিকং চক্রে প্রহৃষ্টোচ্ছা মহীপতিঃ ॥
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং পপ্রচ্ছ বিদিতং বিজম্ ॥
স্মামিন্ বদদর্শনায়েহদ্যা গতং দেহশু পাতকম্
মহাঃঃ কৃপণান্ পাভুঃ যাস্তি তদেহমাদরাৎ ।
তস্মাৎ কথয় ভো বিপ্র বৃদ্ধশু মম সম্প্রতি ॥৬১
কো দেবো গর্ভবারায় কিং তীর্থং বা ক্বমং
ভবেৎ ॥

যুয়ং সর্কগতিশ্চেষ্টাঃ সমাধিধানতৎপরঃ ॥ ৬২
সর্কতীর্থাবগাহেন কৃতপুণ্যাত্মনোহমলাঃ ।
যথাবজ্জ্বতমহং হৃদধানায় বিস্তরাৎ ।
কথয়স্ব প্রসাদেন সর্কতীর্থবিচক্ষণ ॥ ৬৩

৪২—৫৮ । মহাবাহু রাজা তাঁহাকে দর্শন
করিয়া মস্তক অবনমনপূর্বক প্রণাম করি-
লেন, এবং সাতিশয় হর্ষপ্রকাশপূর্বক পাদ্য-
অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন । অনন্তর সেই
ব্রাহ্মণ সুখাগীন হইয়া পথশ্রম অপনয়ন করিলে
পর, রাজা তাঁহার শ্রমাপনোদন হইয়াছে
বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! অদ্য
আপনার দর্শনে আমার শরীরের পাপ দূর
হইল । মহদব্যক্তিগণ দীন পাপাশা-
দিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের
দেহ পবিজ্ঞ করিবার জন্ত আদরপূর্বক
তাহাদের নিকটে গমন করিয়া থাকেন ।
আপনিও মহাত্মা, তাই এই পাপাত্মার প্লাপ-
কালন করিতে আসিয়াছেন) অতএব হে
বিপ্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে গর্ভ-
যজ্ঞগা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত কোন্ দেব-
তার আরাধনা করিব, কোন্ তীর্থে গমন
করিলে মুক্তি পাইব, তাহা আমাকে বলুন ।
আপনারা সমাধি-নিরত, সর্কদা পরমেশ্বর-
ধ্যানে তৎপর, নিখিল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া
অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, নিশ্চলতা
লাভ করিয়াছেন, সকল পুণ্যক্ষেত্রে গমন
করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন, সর্কতীর্থ ভ্রমণে
বিচক্ষণ হইয়াছেন ; আপনার উপদেশ শ্রদ্ধা-
পূর্বক যথাযথ ঋণিতে উদ্যত হইয়াছি, আমি

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শৃণু রাজেন্দ্র বক্ষ্যামি যৎপৃষ্টং তীর্থসেবনম্ ।
কশ্চ দেবশ্চ রূপয়া গৰ্ভশ্চ বারণং ভবেৎ ॥ ৬৪
সেব্যঃ স্রীরামচন্দ্রোহসৌ সংসারজরনাশকঃ ।
পূজ্যঃ স এব ভগবান্ পুরুষোত্তমসংজিতঃ ॥৬
পুৰ্য্যো নানা ময়া দৃষ্টাঃ সৰ্ব্বপাপক্ষয়বহাঃ ।
অযোধ্যা সরযুস্তাপী তথা দ্বারং হরয়েঃ পরম্ ।
অবন্তী বিমলা কাঞ্চী রেবা সাগরগামিনী ।
গোকৰ্ণং হাটকাঞ্চক হত্যাণকোটিবিনাশনম্ ॥৬
মল্লিকাখ্যো মহাশৈলো মোক্ষদঃ পশ্চাতংনুগাম্
যত্রোক্ষেয়ু নুনাং তোয়ং শ্রামং বা নিৰ্ম্মলংভবেৎ
পাতকশ্চাপহারীদং ময়া দৃষ্টং তু তীর্থকম্ ।
ময়া দ্বারবতী দৃষ্টা সুরাসুরনিবেবিতা ॥ ৬৯
গোমতী যত্র বহতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মজলা শুভা ।
যত্র স্বাপো লয়ঃ প্রোক্তোমূর্তির্কোক্ষ ইতি শ্রুতিঃ

যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, অল্পগ্রহপূৰ্ব্বক বিস্তৃত-
ভাবে তাহা বলুন । ব্রাহ্মণ কহিলেন,—রাজেন্দ্র
আপনি যে তীর্থ সেবার কথা, এবং কোন
দেবতার রূপায় গৰ্ভঘন্ত্রণা হইতে মুক্তি হয়
জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আপনার নিকটে
বলিতেছি শ্রবণ করুন । সংসার-রোগ-
বিনাশী স্রীরামচন্দ্রের সেবা করা উচিত,
তিনিই ভগবান্ পুরুষোত্তম নামে অভি-
হিত ; তিনিই সকলের পূজ্য । ৫২—৬৪ ।
আমি নিৰ্ম্মলপাপক্ষয়কারী নানা নগরী
দর্শন করিয়াছি ; অযোধ্যা, সরযু, তাপী,
হরদ্বার, অবন্তী, বিমলা, কাঞ্চী, সাগর-
গামিনী রেবানদী, কোটিব্রহ্মহত্যা-
বিনাশী গোকৰ্ণ, হাটক, দর্শনকারী
মহুৰ্য্যাদগের মুক্তিপ্রদ মল্লিকানামক মহা-
পৰ্ব্বত প্রভৃতি নানা তীর্থ অবলোকন
করিয়াছি । যথাকার শ্রাম নিৰ্ম্মল সলিল
মহুৰ্য্যাদগের শরীরস্থ সকল প্রকার
পাতক অপহরণ করে, সেই (সুপবিত্র)
প্রয়াগতীর্থ দেখিয়াছি । সুরাসুর-সেবিত
দ্বারবতীতীর্থ দর্শন করিয়াছি, যে দ্বারবতী-
তীর্থে শুভ-গোমতী নদী সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী

যশ্চাং স'বসতাং নুনাং ন কলিঃ প্রভবেৎকটিৎ
চক্রাঙ্কা যত্র পাষণা মানবা অপি চক্রিণঃ ॥ ৭১
পশবঃ কৌটপক্ষ্যাদ্যাঃ সৰ্বে চক্রশরীরিণঃ ।
ত্রিবিক্রমো বসেদৃযশ্চাংসৰ্বলৌকিকপালকঃ ॥৭২
সাপুরী তু মহাপুণৈর্দেয়া দৃগুগোচরীকৃতা ।
কুরুক্ষেত্রং ময়া দৃষ্টং সৰ্বহত্যাণনোদনম্ ॥ ৭৩
সমস্তপঞ্চকং যত্র মহাপাতকনাশনম্ ।
বারাণসী ময়া দৃষ্টা বিশ্বনাথকৃতালয়া ।
যত্রোপদিশ্রুতে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মসংজিতম্ ॥৭৪
যশ্চাং মৃতঃ কৌটপতঙ্গভূঙ্গাঃ
পৰ্ব্বাদয়ে বা সুরযোনয়ো বা ।
স্বকৰ্ম্মসম্ভোগশুখং বিহায়
গচ্ছন্তি কৈলাদমতীতঃখাঃ ॥ ৭৫
মণিকণা যত্র তীর্থং যশ্চামুস্তরবাহিনী ।

সলিলে পূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে,
যথায় নিজা যাইলে লয় (স্বপ্নে . ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
কার) এবং মরণেই মোক্ষ বলিয়া বেদে
কথিত হইয়াছে, যেখানে বাস করিলে মান-
বের কলিভয় থাকে না, যথাকার পাষণ-
মাত্রেই চক্রচিহ্নিত, অধিক কি যথাকার
মানবমাত্রেই চক্রধারী ; যেখানকার পশু,
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই চক্র-
চিহ্নিত মূর্তিধারী ; সৰ্বলৌকিকপালক দেব
ত্রিবিক্রম যথায় বাস করিতেছেন, সেই দ্বার-
বতীপুরী আমি মহাপুণ্যবলে দেখিয়াছি ।
যথায় গমন করিলে সৰ্ব্বপ্রকার হত্যাপাপের
অপনোদন হয়, যথায় মহাপাতকনাশী সমস্ত-
পঞ্চক অবস্থিত, সেই কুরুক্ষেত্রতীর্থ আমার
দৃষ্ট হইয়াছে । যথায় বিশ্বনাথ অবস্থিতি
করিতেছেন, যথায় তারকব্রহ্ম মন্ত্র
উপদেশ হইতেছে, সেই পবিত্র বারা-
ণসীতীর্থ আমি দেখিয়াছি । ৬৫—৭৪ ।
সেই পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ
করিলে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি
কিছা দেবযোনি সকলেই স্ব-স্ব-কৰ্ম্মশাশ-
মুক্ত হইয়া বীতভুখ হওত কৈলাসধামে
গমন করে ; ধরাধামে পুনরাগত হইয়া আর

করোতি সংসৃতবন্ধচ্ছেদং পাপকৃতামপি ॥৭৬
 কপর্দিনঃ কুণ্ডলিনঃ সর্পভূষাধর্য বরঃ ।
 গজচর্মপরীধানা বসন্তি গতজঃখকাঃ ॥ ৭৭
 কালভৈরবনামাত্র করোতি যমশাসনম্ ।
 ন করোতি নৃগাং বার্তাঃ যমো দণ্ডধরঃ প্রভুঃ ॥
 এতাদৃশী ময়া দৃষ্টা কালী বিশ্বেশ্বরাক্ষিতা ।
 অনেকান্তপি তীর্থানি ময়া দৃষ্টানি ভূমিপ ॥ ৭৯
 পঃমেকং মহচ্চিত্রং যদদৃষ্টং নীলপর্বতে ।
 পুরুষোত্তমসান্নিধ্যে তন্ন কাপ্যক্ষিগোচরম্ ॥৮০
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।
 রাজঃশ্বং শৃণু যদবৃন্তং নীলে পর্বতসন্তমে ।
 যজ্ঞদধানাঃ পুরুষা যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৮১
 ময়া পর্যটতা তত্র গতং নীলাভিধে গিরৌ ।
 গঙ্গাসাগরতোয়েন স্কালিতপ্রাঙ্গণে মুহুঃ ॥৮২

তাহাদিগের কর্মফল ভোগ করিতে হয় না ।
 সেই বারাগসীতে উত্তরবাহিনী মণিকর্ণিকা
 নামে যে অতি পবিত্র তীর্থ আছে, তথায়
 স্নান করিলে মহাপাতকদিগেরও সংসার-
 বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে । তথায় যাহারা
 প্রাণত্যাগ করে, তাহার সকলেই ভূজঙ্গ-
 ভূষিত গজচর্মপরিহিত কুণ্ডলধারী শিবস্বরূপ
 হইয়া পরম সুখে বাস করে; তাহাদের আর
 কোনপ্রকার ক্লেশ থাকে না । তথায় কাল-
 ভৈরবনামক মহাদেবই যমের শাসনকার্য্য
 সম্পন্ন করিতেছেন; প্রাণীদিগের দণ্ড-
 দাতা প্রভু যমকে তত্রত্য প্রাণীদিগের
 কোন সংবাদ রাখিতে হয় না । হে
 মহারাজ! আমি বিশ্বেশ্বরকর্তৃক চিহ্নিত
 এতাদৃশী মহতী কালীপুরী দর্শনানন্তর
 অন্তান্ত অনেক তীর্থ দর্শন করিয়াছি । কিন্তু
 পুরুষোত্তম-সান্নিধ্যে নীলাচলে যে মহাশর্চ্যা
 দৃষ্ট দর্শন করিয়াছি, অস্ত্র কুড়াপি সেরূপ
 দেখি নাই । ব্রাহ্মণ কহিলেন;—হে রাজন্!
 আমি তোমার নিকট সেই পর্বত-শ্রেষ্ঠ নীলা-
 চলবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
 হাথাতে শ্রদ্ধাশীল পুরুষগণ সনাতন ব্রহ্মপদ
 অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । আমি

তত্র ভিন্না ময়া দৃষ্টাঃ পর্বতাগ্রে ধনুর্ভূতঃ ।
 চতুর্ভুজা মূলফলৈর্ভৈক্যার্ণির্দীর্ঘাচিতক্রমাঃ ॥৮৩
 তদা মে মংসি ক্ষিপ্ৰং সংশযঃ সুমহানভূৎ ।
 চতুর্ভুজাঃ কিমেতে বৈ ধনুর্ক্ষাণধরা নভাঃ ॥৮৪
 বৈকুণ্ঠবাসিনাং রূপং দৃশুতে বিজিতান্য়নাম্ ।
 কথমেতৈঃকৃপালকঃ ব্রহ্মাট্যৈরপি দুর্ভভম্ ॥৮৫
 শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ্য-পদ্মোন্নসিতপাণয়ঃ ।
 বনমালাপরীতাক্ষা বিষ্ণুভক্তা ইবাস্তিকে ॥৮৬
 সংশয়াবিস্টচিত্তেন ময়া পৃষ্টং তদা নূপ ।
 যুয়ং কে বত যুয্মাভির্লক্ণং চাতুর্ভুজং কথম্ ॥৮৭
 তদা তৈর্বিহ হাস্তস্ত কুহ্মা মাং প্রতি ভাষিতম্ ।
 ব্রাহ্মণোহয়ং ন জানাতি পিণ্ডমাহাশ্ম্যমভুতম্ ॥
 ইতি শ্ৰুত্বাবদং চাহং কঃ পিণ্ডঃ কস্ত দীয়তে ।

ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নীলাখ্য পর্বতে
 গমন করিলাম, যাহার প্রাঙ্গণভাগ গঙ্গা-
 সাগরবারি দ্বারা সর্বদা বিধোত হই-
 তেছে । সেই পর্বতের শিখর ভাগে ধনুর্ধারী
 চতুর্ভুজ ভিন্নগণ বিচরণ করিতেছে, ফল-
 মূল ভক্ষ্য দ্বারা তাহাদিগের ক্ষুৎক্লেশ
 নিবারিত হইয়া থাকে । তাহাদিগকে
 দেখিবামাত্রই আমার মনে সুমহান সন্দেহ
 জন্মিল,—ইহারা কি ধনুর্ক্ষাণধারী চতুর্ভুজ
 মানব? হে ভূপ! আমি তাহাদিগের সেই
 বিজিতান্য় বৈকুণ্ঠবানীদিগের স্তায় রূপ
 দেখিয়া ভাবিলাম, ইহারা ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ভ
 এই রূপ কি প্রকারে প্রাপ্ত হইল? ৭৫—৮৫।
 তখন আমি সংশয়াবিস্টচিত্তে সেই শঙ্খ-
 চক্র-গদা-শার্ঙ্গ্য-পদ্ম-শোভিত বাহুচতুর্ভুজধারী
 বনমালা-শোভিত-কলেবর ভিন্নগণকে পরম
 বিষ্ণুভক্ত জানে সমাপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা
 করিলাম,—ভো ভো আপনার কে?
 কি প্রকারেই বা এই চতুর্ভুজদেহ প্রাপ্ত
 হইয়াছেন? তখন ঐহারা বহু হাস্ত
 করিয়া আমার প্রতি কহিলেন,—এই ব্যক্তি
 ব্রাহ্মণ হইয়াও অদ্ভুত পিণ্ড-মাহাশ্ম্য জানে
 না, আমি তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া কহিলাম,—হে চতুর্ভুজদেহারিগণ!

তন্নম ক্রত ধর্মিষ্ঠাশ্চতুর্ভুজপর্যটনঃ । ৮২
 তদা মধাক্যামীকর্ণ্য কথিতং তৈর্মহাত্মভিঃ ।
 সর্বঃ তত্র তু যদ্বন্দ্বিতং চতুর্ভুজভবাদিকম্ ॥১০
 করাতা উচুঃ ।
 শৃণু ভ্রাম্মণ বৃত্তান্তমস্মাকং পৃথুকঃ শিশুঃ ।
 নিত্যং জম্বুকলাদৌ ন ভক্ষয়নক্রৌড়া চরন ॥১১
 একদা রমমাগন্ত গিরিশৃঙ্গং মনোরমম্ ।
 সমাকরোহ শিশুভিঃ সমস্তাং পরিবারিতঃ ॥১২
 তদা তত্র দদর্শাথ দেবায়তনমদ্ভুতম্ ।
 গারুড়াদিমণিভিঃ খচিতং স্বর্ণভিত্তিকম্ ॥ ৩
 স্নুকাশ্য্য তিমিরশ্রেণীঃ দারয়দ্রবিবদভূশম্ ।
 দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপে ন কিমিদং কস্ত বৈ গৃহম্ ॥১৪
 গত্বা বিলোকয়ামৌতি কিমিদং মহত্যাং পদম্ ।
 ইতি সঙ্কিন্ত্য গেহান্তর্জ্জগাম বহুভাগ্যায়ঃ ॥ ১৫

দদর্শ তত্র দেবেশং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
 কিরীটহারকেয়ুরগ্রেবেদ্যৈদ্যক্ষিরাঞ্জিতম্ ॥ ১৬
 অবতংসে মনোজ্ঞে তু ধারয়ন্তং সুনির্মলে ।
 পাদপদ্মে তুলসিকা-গন্ধমস্তযজ্ঞজ্বকে ॥ ১৭
 শঙ্খচক্রেগদাশার্ঙ্গ-পদ্মাদ্যৈর্মূর্তিসংযুতৈঃ ।
 উপাসিতাজ্বিঃ স্ত্রীমূর্তিঃ নারদাদ্যৈঃ
 সুসেবিতম্ ॥ ১৮
 কোচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি হসন্তি পরমদ্ভুতম্ ।
 প্রাণয়ন্তি মহারাজং সর্বলোকৈকবন্দিতম্ ॥১৯
 হারং বৌক্ষ্য মদৌহোহর্ভস্তত্র সঞ্জগিবান্ মুনৈঃ ।
 দেবাস্তত্র বিধায়োক্তৈঃ পূজাং ধূপাদিকংপুনঃ ॥
 নৈবেদ্যং স্ত্রীপ্রিয়তার্থে কৃত্বা নৌরাজনং ততঃ ।
 জগ্মুঃ স্বং স্বং মহারাজ রূপাং পশুন্ত আদরাৎ ॥
 মহাভাগ্যবশান্তেন প্রাপ্তং নৈবেদ্যসিক্ধকম্ ।
 পতিতং তত্র দেবাদি-হস্তভস্মতিমাহ্বয়ম্ ॥১০২

সেই পিণ্ড কি ? এবং কাহার উদ্দেশে বা
 উহা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা আমাকে
 বলুন। আমার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই
 মহাত্মগণ, চতুর্ভুজদেহপ্রাপ্তি প্রভৃতি ভাবং
 বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্তন করিলেন।
 কিরাতগণ কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমা-
 দিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, এই নীল পর্শতে
 পৃথুক নামক আমাদের এক শিশু নিত্য
 জম্বুকলাদি ভক্ষণ করত ইত্যন্তঃ ক্রৌড়া
 করিয়া বিচরণ করিত, এতদা সে অন্তান্ত
 বালকগণের সহিত ক্রৌড়া করিতে করিতে
 পরমানন্দে একটা মনোরম গিরিশৃঙ্গে
 আরোহণ করিয়া একটা অদ্ভুত দেবালয়
 দর্শন করিল; উহার ভিত্তিসমূহ স্বর্ণময় এবং
 মরকতাদি নানাবিধ মণিধারা সুশোভিত
 হইয়া সূর্য্যকিরণবৎ অতুলজ্বল স্নুকাশি
 দ্বারা তত্রত্য অক্ষকারাশি বিদূরিত করত
 আয়তনের, অভ্যন্তরভাগ আলোকিত করি-
 তেছে; তদর্শনে সেই বালক বিস্ময়াপন্ন
 হইয়া ভাবিল—ইহা কি ? কাহারই বা গৃহ ?
 ৮৬—১৪। যাহা হউক, আমি এই মহদা-
 শ্রমের অভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখি; এই
 প্রকার চিন্তা করিয়া সেই বালক পূর্ব্বজন্মা-

র্জিত বহু ভাগ্যকলে সেই গৃহের অভ্যন্তরে
 প্রবেশ করিয়া দেখিল, তন্মধ্যে শঙ্খ চক্র-
 গদা-শার্ঙ্গ পদ্মধারী দেবায়িত্তেব স্ত্রীহরির
 কিরীট হার কেয়ুর গ্রেবেয়কাপি কুব্ধ ধারা
 শোভিত সুরাসুরনমস্কৃত চতুর্ভুজমূর্তি স্থাপিত
 রহিয়াছে, তাঁহার কর্ণধরে সুনির্মল মনোজ
 কর্ণভূষণ শোভা পাইতেছে। ভক্তজন-
 প্রদত্ত সচন্দন তুলসীর গন্ধযুক্ত পাদপদ্মঘর্ষে
 মস্ত যুটপদবৃন্দ মধুর গুঞ্জন করিতেছে।
 মূর্তিমান শঙ্খচক্রাদি ও নারদাদি পরম-
 বৈষ্ণবগণ সেই পাদপদ্মের পূজা করিতেছেন।
 কেহ কেহ অদ্ভুত নৃত্য, কেহ কেহ গীত,
 কেহ কেহ বা অদ্ভুত হাস্য দ্বারা সেই সর্ব-
 জনৈকবন্দিত ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রীতি উৎপাদন
 করিতেছেন। হে বিপ্র! আমাদের সেই
 বালক এবংবিধ স্ত্রীহরিমূর্তি অবলোকন
 করিয়া মন্দিরের নিকটবর্তী হইয়া দেখিল,—
 দেবগণ তথায় ধূপ দীপ নৈবেদ্য দ্বারা
 ভক্তিপূর্ব্বক সেই লক্ষ্মীবল্লভের পূজা
 করিলেন, পরে তাঁহাকে নীরাজনা করিয়া
 তাঁহার রূপা প্রত্যক্ষ দর্শন করত স্ব স্ব
 স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর সেই

তত্ত্বক্ষণঞ্চ কৃত্বাথো জীমূর্তিমবলোক্য চ ।
 চতুর্ভুজম্বাপ্তং বৈ পৃথুকেন স্মৃশোভিনা ॥১০৩।
 তদাস্মাভির্গৃহং প্রাপ্তো বালকো বৌদ্ধিতো

গত্বা স্বমপি দেবশ্চ দর্শনং কুরু সত্তম
 ভূক্তা তত্রান্নসিকথন্ত ভব বিপ্রং চতুর্ভুজঃ ।
 ত্বয়া পৃষ্টং যদাচক্ষু তদুক্তং বাডবর্ষত ॥ ১১০

মুহুঃ ।

ইতি শ্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডে নবমেহধ্যায়ঃ ।

চতুর্ভুজাদিকং প্রাপ্তঃ শম্বচক্রোদিধারকঃ ॥ ১৪
 অস্মাভিঃ পৃষ্টমেতস্মা কিমেতজ্জাতমদ্ভুতম্ ।

দশমে হধ্যায়ঃ ।

তদা প্রোবাচ নঃ সর্দান্ বালকঃ পরমাদ্ভুতম্ ।
 শিখরগ্রাগ্রে গতং পূর্বে তত্র দৃষ্টঃ সুরেশ্বরঃ ।
 তত্র নৈবেদ্যসিকথন্ত ময়া প্রাপ্তং মনোহরম্ ।
 তস্মা ভক্ষণমাত্রেণ কারণেন তু সম্প্রতম্ ।
 চতুর্ভুজম্বং সম্প্রাপ্তো বিস্ময়েন সমরিঃ ॥ ১০৫
 তদুচুবা তু বচস্তস্মা সদ্যঃ সম্প্রাপ্তবিস্ময়েঃ ।
 অস্মাভিরপ্যাদৌ দৃষ্টো দেবঃ পরমদুর্লভঃ ॥ ১০৬
 অন্নাদিকং তত্র ভুক্তং সর্দান্দসমম্বিতম্ ।
 বয়ং চতুর্ভুজা জাতা দেবশ্চ রূপয়া পুনঃ ॥ ১০৭

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ইতি শ্রদ্ধা তু তদ্বাক্যং ভিল্লানামহমদ্ভুতম্ ।
 অত্যাশ্চর্য্যমিদং মত্বা প্রহৃষ্টোহভবমিত্যুত ॥ ১
 গঙ্গাসাগরসংযোগে স্নাত্বা পুণ্যকলেবরঃ ।
 শৃঙ্গমাকরুহে তত্র মণিমাণিক্যাচক্রিতম্ ॥ ২
 তত্রাপশুং মহারাজ দেবং দেবাদিবন্দিতম্ ।
 নমস্তুত্বা কৃতার্থোহহং জাতোহন্নপ্রাশিনেন চ ॥
 চতুর্ভুজম্বং সম্প্রাপ্তঃ শম্বচক্রোদিচিহ্নিতম্ ।
 পুরুষোত্তমদর্শনে ন পুনর্গর্ভমাবিশম্ ॥ ৪
 রাজস্বমেব তত্রান্ত গচ্ছ নীলাভিঃ গিরিম্ ।

সুন্দর পৃথু মহাভাগ্যবশে তথায়
 পতিত দেবাদি-দুলভি অতিমানুষ্য নৈবেদ্য-
 সিকথ প্রাপ্ত হইল এবং অবিলম্বে উহা
 ভক্ষণানন্তর জীমূর্তি দর্শন করিবামাত্র
 চতুর্ভুজম্ব প্রাপ্ত হইল। ১৫—১০৩। অন-
 স্তর সেই শম্বচক্রোদিধারক চতুর্ভুজ বালক
 গৃহাগত হইলে আমরা তাহাকে পুনঃপুন
 দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বালক !
 তোমার এরূপ হইবার কারণ কি ? কি
 প্রকারেই বা এই অদ্ভুত রূপ প্রাপ্ত হইলে ?
 তখন বালক আমাদের নিকট সেই
 অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত যথায়থ বর্ণন করিল ;—
 আমি প্রথমে শিখরগ্রাগ্রে গমন করিয়া তথায়
 প্রতিষ্ঠিত সুরেশ্বরমূর্তি দর্শন করিলাম,
 তথায় পতিত নৈবেদ্যসিকথ প্রাপ্ত হইয়া
 ভক্ষণ করিবামাত্রই চতুর্ভুজম্ব প্রাপ্ত হইয়া
 বিস্ময়াধিত হইলাম। আমরা পৃথুকমুখ-
 বিনিঃসৃত অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন
 হইয়া সকলেই নীলাচল-শিখরে গমন করত
 সেই পরমদুর্লভ দেবদর্শন ও তৎসম্মিধানে
 পতিত সর্দান্দসমম্বিত অন্নাদি ভক্ষণ
 করিয়া ঠাঁহার রূপায় এইপ্রকার চতুর্ভুজ-

দেহ প্রাপ্ত হইলাম। হে সন্তমবিপ্র ! তুমিও
 তথায় গমনপূর্বক জীমূর্তি দর্শন ও অন্নাদি
 ভক্ষণ করিয়া চতুর্ভুজম্ব লাভ কর হে
 দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,
 তাহা কথিত হইল। ১০৪—১১০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯ ।

দশম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন ! আমি
 ভিল্লাদিগের উক্ত অদ্ভুত বাক্য শ্রবণানন্তর
 উহা অত্যাশ্চর্য্য মনে করিয়া প্রহৃষ্টচিত্ত
 হইলাম এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানদ্বারা
 পবিত্রদেহ হইয়া নানা মণিমাণিক্যাশোভিত
 নীলাচলশৃঙ্গে আরোহণপূর্বক দেবাদিবন্দিত
 সেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পতিত অন্নাদি ভক্ষণ
 দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম্বচক্রোদিচিহ্নিত চতু-
 র্ভুজদেহ প্রাপ্ত হইলাম এবং পুরুষোত্তম
 দর্শনরূপ মহাপুণ্যবলে পুনর্জন্মরহিত হই-

কৃতার্থং কুরু চান্মানং গৰ্ভহুঃখবিবর্জিতম ॥ ৫

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ বাভ্রবাগ্রাস্ত ধীমতঃ

পপ্রচ্ছ হৃষ্টগাত্ৰস্ত তীর্থযাত্রাবিধিঃ মুনিম্ ॥ ৬

রাজ্জোবাচ ।

সাধু বিপ্রাগ্রা হে সাধো ভদ্রা প্রোক্তঃ মমানঘ

পুরুষোত্তমমাহাশ্বাঃ শৃণুতাং পাপনাশনম্ ॥ ৭

ক্রুহি স্তম্ভতীর্থযাত্রায়াঃ বিধিঃ শ্রুতিসমষ্টিতম্ ।

বিধিনা কেন সম্পূর্ণফলপ্রাপিনুংগং ভবেৎ ॥৮

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শৃণু রাজন প্রবক্ষ্যামি তীর্থযাত্রাবিধিঃ শুভম্

যেন সম্প্রাপ্যতে দেবঃ সুভাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ৯

বলৌপলিতদেহো বা যৌবনেনাষিতোহপি বা ।

জ্ঞান্বা মৃত্যুমনিস্তীর্থ্যঃ হরিং শরণমারজেৎ ॥ ১০

তৎকীর্তনে তচ্ছরণে বন্দনে তস্মৈ পূজনে ।

মত্তিরেব প্রকর্তব্যো নাচ্যত্র বনিতাদিযু ॥ ১১

সর্বৈঃ নশ্বরমালোক্য ক্ষণস্থায়ী সুহৃৎ খদম্ ।

লাম । হে মহারাজ ! তুমিও নীলাচলে

গমনপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ ও গৰ্ভ-

হুঃখবির্জিত কর। সেই ধীমান বিপ্র-

প্রবরের বাক্য শ্রবণান্তর রাজা হৃষ্টগাত্ৰ

হইয়া তাঁহার নিকট তীর্থ-যাত্রাবিধি জিজ্ঞাশ

করিলেন ;—হে সাধো ! হে অনঘ বিপ্র-

প্রবর ! আপনি আমার নিকট শ্রবণকারি-

গণের পাপনাশন পুরুষোত্তমমাহাশ্বা উত্তম-

রূপে কীর্তন করিলেন ; এক্ষণে সেই তীর্থ-

যাত্রার বেদান্তমোদিত বিধি বর্ণন করুন ।

নয়গণ কোন বিধি অবলম্বন করিয়া উক্ত

তীর্থে যাত্রা করিলে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হন ?

ব্রাহ্মণ কাহিলেন,—হে রাজন ! আমি

সেই শুভতীর্থ-যাত্রাবিধি বর্ণন করি-

তেছি শ্রবণ কর, যাহা দ্বারা সুভাসুরনমস্কৃত

দেব জীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলী

পলিতদেহ বৃদ্ধ অথবা যুবক সকলেরই

মৃত্যুকে অনিবার্য জানিয়া জীহরির শরণ

প্রার্থন করা উচিত । নাশশীল অত্যল্পকাল-

স্থায়ী অতীব হুঃখদায়ক স্ত্রী পুত্র ধনাদি

হইতে মৃতিকে সংযত করিয়া কেবল সেই

জন্মহুঃখ জরাতীতঃ ভক্তিবল্লভমচ্যুতম্ ॥ ১২

ক্রোধাৎ কামাত্তয়াদ্বেষাভ্রোভক্তান্তরঃ পুনঃ ।

যথাকথঞ্চিদ্বিভক্তয় স হুঃখঃ সমশ্চুতে ॥ ১৩ ॥

স হরিজ্যেষ্ঠে সাধু-সঙ্গমাৎ পাপবির্জিতাৎ ।

যেযাং রূপাতঃ পুরুষা ভবন্তাসুখবির্জিতাঃ ॥ ১৪

তে সাধবঃ শান্তরাগাঃ কামলোভবিবর্জিতাঃ ।

ক্রবন্তি যমহারাজ তৎ সংসারনিবর্তকম্ ॥ ১৫

তীর্থেষু লভাতে সাধু রামচন্দ্রপরায়ণঃ ।

যদর্শনং মৃগাং পাপ-রাশিদাহাশুশুকণিঃ ॥ ১৬

তস্মাত্তীর্থেষু গন্তব্যং নরৈঃ সংসারভীকৃতিঃ ।

পুণ্যোদকেষু সততং সাধুশ্রেণিবিরাজিষু ॥ ১৭

তানি তীর্থানি বিধিনা দৃষ্টানি প্রহরন্ত্যধম্ ।

জন্মহুঃখ ও জরাবর্জিত ভক্তিপ্রিয় সাক্ষি-

নন্দ জীহরির নাম কীর্তনে, তন্নীলা শ্রবণে,

তাঁহার স্মৃতি করণে ও পূজনে একান্তমতি

হওয়া উচিত । ১—১২ । কাম ক্রোধ লোভ

দ্বেষ ভয় ও দম্ব প্রভৃতি যে কোন কারণে

তাঁহার ভজনা না করিলে মানব অশেষ হুঃখ-

ভাগী হইবে। (অথবা ক্রোধ কাম লোভ

দ্বেষ ও ভয় এবং দম্ব প্রভৃতি যে কোন ভাব

দ্বারা তাঁহার ভজনাকারী ব্যক্তি কখনই

সংসারহুঃখ প্রাপ্ত হইবে না।) পাপবির্জিত

সাধুগণের সঙ্গদ্বারা মানব সেই জীহরিকে

বৃত্তিতে সক্ষম হয়। হে মহারাজ ! যে

সকল মহাপুরুষের রূপা দ্বারা নয়গণ সংসার-

হুঃখবির্জিত হইয়া থাকেন, সেই সকল

শান্তরাগ কাম-লোভবির্জিত সাধুগণ যে

উপদেশ দান করেন, সেই সকল উপদেশই

জন্মজরামৃত্যুযুক্ত ত্রিচাপদায়ক সংসারের

নিবর্তক হইয়া থাকে। ঐ রামচন্দ্রপরায়ণ

(আত্মানন্দামৃতসেবা) সাধুগণ সদা তীর্থ-

ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া থাকেন, ইহাদিগের

দর্শনরূপ অগ্নিদ্বারা তীর্থাগত জনগণের

পাপরাশি তৎক্ষণাৎ তস্মাদ্ভূত হইয়

থাকে। তজ্জন্মই সংসারভীকৃ ব্যক্তি

পুণ্যোদকযুক্ত সাধুগণবিরাজিত তীর্থক্ষেত্রে

সমাজে অবস্থাই গমন করিবেন। সেই

তং বিধিঃ নৃপশাৰ্দীল কুরুষ ঋতিগোচরম্ । ১৮
 বিরাগো জনয়েৎ পূৰ্বে কলত্রাদিকুটুৰ্ঘকে ।
 অসত্যভূতং তজ্জজ্ঞান, হরিস্ত মনসা স্মরেৎ ॥
 ক্ৰোশমাত্রঃ ততো গদ্যা রাম রামেত চ ক্রবন
 তত্র তীৰ্থাদিসু স্নান্না ক্ৰোরঃ কুৰ্ঘ্যাঃ স্বধানবিৎ ॥
 মল্লযাণাঞ্চ পাপানি তীৰ্থানি প্রতি গচ্ছতাম্ ।
 কেশমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্ত তস্মাস্তধপনঃ চরেৎ ॥ ২১ ॥
 ততো দণ্ডন্ত নিগ্রাহিঃ কমণ্ডলুমখাজিনম্ ।
 বিভূয়ালোভনির্গুণ্তস্তৌৰ্বেবৈবধরো নরঃ ॥ ২২ ॥
 বিধনা গচ্ছতাং নৃনাঃ কলাবাণ্ডিলিশেষতঃ ।
 তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্বেন তীৰ্থযাত্রাবিধিঃ চরেৎ ॥ ২৩ ॥
 যন্ত হস্তো চ পাদৌ চ ম-শ্চৈব স্মসংহতম্ ।
 বিদ্যা তপশ্চ কৌৰ্ত্তশ্চ স তীৰ্থকলয়শ্চুতে ॥ ২৪ ॥

সকল তীৰ্থ ঋতিসম্বন্ধ বিধিপূৰ্বক দৰ্শন-
 করিলে পাপপুঞ্জ বি-ষ্ট হয়। হে নৃপশাৰ্দীল!
 আমি তোমার নিকট সেই বিধি কৌৰ্ত্তন
 করিতেছি, শ্রবণ কর। ১০—১৮। তীৰ্থ-
 গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রথমে মায়ারচিত
 অসত্যভূত অনিত্য অপত্য-কলত্রাদির প্রতি
 জাতবিরাগ হইয়া একমাত্র শ্রীহরিকে
 সত্য জানিয়া তাঁহাকেই মনে মনে স্মরণ
 করিবে এবং 'রাম রাম' এই শব্দ উচ্চারণ
 করিতে করিতে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া
 একক্ৰোশমাত্র গমন করত তত্রত্য
 তীৰ্থাদিতে বিধিপূৰ্বক স্নান ও ক্ৰোরকাৰ্য্য
 সমাধা করিবে; যেহেতু স্বধিগণ কহিয়া
 থাকেন যে, তীৰ্থযাত্রী মানবগণের পাপরাশি
 তাঁহাদিগের কেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি
 করে। অনন্তর লোভ-মুক্ত হইয়া দণ্ড-
 নিগ্রাহিঃ কমণ্ডলু ও অজিন ধারণ
 পূৰ্বক তীৰ্থবেশধারী হইবেন। বিধিপূৰ্বক
 তীৰ্থগামিগণই সমধিক ফলভাগী হইয়া
 থাকেন, তজ্জন্ত সকলেরই সৰ্বপ্রযত্নে
 তীৰ্থযাত্রাবিধি পালন করা কর্তব্য।
 হার পদধয় শ্রীহরিক্রমে গমনে রত, হস্ত-
 হার সেবনে ব্যাপৃত, মন তচ্চিত্তনে মগ্ন
 যিনি শ্রীহরिवিষয়ক জ্ঞানকে বিদ্যা তপস্তা

ংরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ভক্তবৎসল গোপতে
 শরণ্য ভগবন বিষ্ণো মাংপাহি বহুসংসৃত্তে: ॥
 ইতি ক্রবন রসনয়া মনসা চ হরিং স্মরন ।
 পাদচারী গতিং কুৰ্ঘ্যাতীৰ্থং প্রতি মহোদয়ঃ ॥ ২
 যানেন গচ্ছন পুরুষঃ সমভাগফলং লভেৎ ॥
 উপানন্ত্যাং চতুর্থাংশং গোযানে গোবধাদিকম্
 ব্যবহারায় তৃতীয়াংশং সেবয়াষ্টমভাগভাক্ ।
 অনিচ্ছয়া ব্রজঃস্তত্র তীৰ্থমর্দ্ধফলং ভবেৎ ॥ ২৮
 যথাযথং প্রকর্তব্যং তীৰ্থানামাভিযাত্রিকা ।
 পাপক্ষয়ো ভবত্যেব বিধিদৃষ্ট্যা বিশেষতঃ ॥ ২৯
 তত্র সাধুন নমস্কুৰ্ঘ্যাৎ পাদবন্দনসেবনৈঃ ।
 তদ্বারা হরিভক্তাই প্রাপ্যতে পুরুষোত্তমো ৩০
 ইতি তীৰ্থবিধিঃ শ্রোক্তঃ সমাসেন ন বিস্তরাৎ
 এবং বিধিঃ সমাশ্রিত্য গচ্ছন্তঃ পুরুষোত্তমম্ ॥

দ্বারা শ্রীহরই নকব্য ও তাঁহার অল্পগ্রহ-
 লাভই কৌৰ্ত্ত বলিয়া মনে করেন, তিনিই
 সম্যক তীৰ্থকল পাইতে সমর্থ। "হে হরে কৃষ্ণ
 হরে কৃষ্ণ ভক্তবৎসল জগৎপতে শরণ্য ভগ-
 বন বিষ্ণো! আমাকে এই বিভীষিকাময়
 বিশাল সংসার হইতে রক্ষা কর" এইবাক্য
 জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিতে করিতে এবং
 মনে মনে শ্রীহরকে স্মরণ করিতে করিতে
 ধীমান ব্যক্তি পাদচারে তীৰ্থযাত্রা করিবেন।
 কোনরূপ যানে গমন করিলে অর্দ্ধফল,
 এবং চর্ম্মপাত্ৰকা ব্যবহারে চতুর্থাংশ
 ফল প্রাপ্ত হয়। গোযানে গমন করিলে
 অধিকন্তু গোবধাদি পাপ হয়। মানব,
 বাণজ্যপ্র ঙ্গে তীৰ্থে গমন করিলে ফলের
 তৃতীয়াংশ এবং কাহারও সেবা উপলক্ষে
 তীৰ্থে গমন করিলে অষ্টমাংশের ভাগী হয়।
 অনিচ্ছা পূৰ্বক তীৰ্থগমনে অর্দ্ধফলভাগী হয়।
 বিধিদৃষ্টপূৰ্বক যথাযথরূপে তীৰ্থযাত্রা করিলে
 পাপক্ষয় হয়। ১৯—২৯। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
 সাধুগণের পাদবন্দন, সেবন ও পূজনানন্তর
 নমস্কার করিলে নিশ্চিতই শুদ্ধচিত্ত হইয়া
 হরিভক্তি প্রাপ্ত হইবে। এই আমি তোমার
 নিকট সংক্ষেপে তীৰ্থযাত্রাবিধি বর্ণন করি-

তুভ্যং তুষ্ণো মহারাজ দাস্ততে ভক্তিমচ্যুতঃ ।
 যথা সংসারনির্বাহঃ ক্ষণাদেব ভবিষ্যতি ॥ ৩২
 তীর্থযাত্রাবিধিঃ শ্রদ্ধা সৰ্বপাতকনাশনম্ ।
 মৃগ্যেতে সৰ্বপাপেভ্য উগ্রেভ্যঃ পুরুষৰ্ঘভ ॥ ৩৩
 স্মৃত্তিকবাত্ ।
 ইতি বাচং সমাকৰ্ণ্য ববন্দে চরণৌ মহান ।
 তন্তীর্থদৰ্শনোৎসুক্য-বিস্বলৌক্যতমানসঃ ॥ ৩৪
 আদিদেশ নিজামাত্যং মন্ত্রবিস্তমমুতমম্ ।
 তীর্থযাত্রেচ্ছয়া সৰ্বান সহ নেতুং মনো দধৎ ॥
 মন্ত্ৰিন্ পৌরজনান্ সৰ্বানাদিশ স্বঃ মমাজয়া ।
 পুরুষোত্তমপাদাজ-দৰ্শনপ্রতিহেতবে ॥ ৩৬
 যে মদীয়ে পুরে লোকা যে চ মধাক্যাকারকাঃ
 সৰ্বে নির্ধান্ত মে পুৰ্ণ্যা ময়া সহ নরোত্তমাঃ ॥ ৩৭
 যে তু মধাক্যমুল্লভ্যা স্বাস্তি পুরুষা গৃহে ।
 তে দণ্ড্যা যমদণ্ডেন পাপিনোহধৰ্ম্মহেতবঃ ॥ ৩৮

কিং তেন স্মৃৎস্বন্দেন বাঙ্কবেঃ কিং স্মৃৎস্বন্দৈঃ
 যৈর্ন দুষ্টোহয় চক্ষুৰ্ভ্যাং পুণ্যদঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 শূকরীযুধবন্তেযাং প্রসূতিকিট্টপ্রভঙ্কিকা ॥ ৩৯ ॥
 যেযাং পুত্রাশ্চ পৌত্রা বা হরিতং ন শরণং গতঃ
 যো দেবো নামমাত্রেণ সৰ্বান পাবয়িতুং ক্ষমঃ ।
 তং নমস্কৃত্ব ক্ৰিপ্রং মদীয়প্রকৃতিভ্রঙ্কাঃ ॥ ৪০ ॥
 ইতি বাচ্যং মনোহারি ভগবদংশুশ্চিন্দিতম্ ।
 প্রজর্ধ মহামাত্য উত্তমঃ সত্যনামধুৎ ॥ ৪১ ॥
 শান্তং বরমাকরহ পটহেন ব্যাঘোষয়ৎ ।
 যবাণিষ্টং নুপেণেহ তীর্থযাত্রাং সমিচ্ছত ॥ ৪২ ॥
 গচ্ছন্ত অরিতা লোকা রাজা সহ মহাগিগ্নিম্ ।
 দৃশ্বতাঃ পাপসংহারী পুরুষোত্তমনামধুৎ ॥ ৪৩ ॥
 ক্রিয়তাং সৰ্বসংসার-সাগরো গোপ্পদং পুনঃ ।
 ভূষ্যতাং স্মাচ্চক্রাদিচিহ্নৈঃ স্বঘহন্নরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

লাম; তুমি এচ বাধ অবলম্বন করিয়া
 পুরুষোত্তমে যাত্রা কর । তাহা হইলে শ্রীহরি
 তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষণ কালমধ্যে
 তোমার সংসারবন্ধন ছিন্ন করিবেন । পুরুষ-
 গণ সৰ্বপাপনাশন তীর্থযাত্রাবিধি শ্রবণ দ্বারা
 সৰ্বপ্রকার কঠোর পাপসমূহ হইতে
 মুক্তি পাইয়া সুখাশ্রিত হইয়া থাকেন ।
 স্মৃতি কহিলেন,—রাজা ব্রাহ্মণের তৎসমুদয়
 বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষোত্তমতীর্থ দেখিবার
 নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার চরণধর
 বন্দনা করিলেন এবং অমাত্যগণকে আহ্বান
 করিয়া আজ্ঞা করিলেন,—আমি শ্রীশ্রীপুরু-
 ষোত্তম দেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শননিমিত্ত স্বগণ-
 সমভিব্যাহারে তন্তীর্থে যাত্রা করিব; তুমি
 আমার এই আজ্ঞা সাধারণে প্রচার কর যে,
 মন্ত্রবিস্তম সচিব ভৃত্য ও পুরবাসিগণ
 সকলকেই আমার সহিত পুরুষোত্তমে
 যাইতে হইবে। যে সকল মহাপাপী
 আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহে
 অবস্থিত করিবে, সেই সকল অধর্ম্ম-
 কারী পুরুষ যমদণ্ড দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে;
 অতএব সকলেই এই দণ্ডে আমার সহিত

পুরুষোত্তম দর্শন উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত
 হউক । যে সকল ব্যক্তি পুণ্যদ পুরুষোত্তম
 দর্শনে চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদনে বিশ্বস্ত, তাদৃশ
 দুর্নীতিপরায়ণ বলপুত্রে বা বাঙ্কবগণে প্রয়ো-
 জন কি? যাহাদিগের পুত্র ও পৌত্রগণ
 শ্রীহরির শরণাগত না হয় তাহাদিগের প্রসূতি-
 গণ শূকরীযুধবৎ বিষ্ঠাভোজনকারিণী হইয়া
 থাকেন । দেব শ্রীহরি নিজ নাম উচ্চারণ-
 কারী ব্যক্তির পাপরাশি তদ্বৎসেই দূর করত
 তাহাকে পবিত্র করেন; আমার প্রকৃতিপুঞ্জ
 সেই শ্রীহরিকে নমস্কার করুক । ৩০—৪০ ।
 সত্যনামধারী অমাত্যপ্রবর নৃপতির সেই
 ভগবদংশুশ্চিন্দিত মনোহারি আজ্ঞা-বাক্য
 শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং
 তৎক্ষণাৎ মহাকায় হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ-
 পূর্বক পটহরিনি-সহযোগে পুরুষোত্তম-গম
 নেচ্ছুক নৃপতির আজ্ঞা প্রচার করিলেন ।—
 ভো ভো প্রকৃতিপুঞ্জ! তোমরা অবিলম্বে
 নৃপতিসমভিব্যাহারে পুণ্যধাম নীলাচলে
 গমন করত তত্রাধিষ্ঠিত পাপসংহারক পুরু-
 ষোত্তমদেবের দর্শনলাভ দ্বারা বিশাল
 সংসার-সাগরকে গোপ্পদে পরিণত করি

ইত্যাদি ঘোষণামাস রাজাদিষ্টং যদঙ্কৃতম্ ।
 সচিবো যযুনাথতুত্রি-ধ্যাননির্ধারিতশ্রমঃ ॥ ৪৫
 তক্ষুহা তাঃ প্রাজাঃ সর্বা আনন্দরসসম্প্লুতা ।
 মনো দধুঃ খনিস্তারে পুরুষোত্তমদর্শনাৎ ॥ ৪৬
 নির্ধর্মব্রাহ্মণাস্তত্র শিষ্যৈঃ সহ সুবেশিনঃ ।
 আশিষো বরদানাঢ্যা দদতো ভূপতিং প্রতি ॥
 ক্ষত্রিয় ধর্মিনো বীরা বৈশ্ণা বস্ত্রক্রম্যাক্ষতাঃ ।
 শূদ্রাঃ সংসারনিস্তার-হর্ষিতস্যয়বিগ্রহাঃ ॥ ৪৮
 রজকাক্ষত্র্যকঃ ক্লেদাঃ কিরাতা ভিত্তিকারকঃ ।
 সূচীবৃত্ত্যা চ জীবন্তস্তাতুলক্রমকারকঃ ॥ ৪৯
 ভালবাদ্যধরা যে চ যে চ রঙ্গোপজীবিনঃ ।
 তৈলবিক্রয়িণৈশ্চ বস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা ॥ ৫০
 সূতা বদন্তঃ পৌরণাৎ বার্তাং হর্ষসমবিতাঃ ।
 মাগধা বন্দিনস্তত্র নির্গতা ভূমিপাজয়া ॥ ৫১
 ভিষগুবৃত্ত্যা চ জীবন্তস্তথা পাশককোবিদাঃ ।
 শাক্ষাত্তরসাত্তিজ্ঞা হান্তবাক্যানুরক্ষণাঃ ॥ ৫২

স্বাপন স্বাপন অঙ্গ শঙ্খ-চক্রাদি-শোভিত
 ততুর্ধাঙ্কবৃত্ত কর । সচিবপ্রবর এই প্রকার
 অঙ্কত রাজাজ্ঞা ঘোষণানস্তর যযুনাথের
 স্মিাপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া শ্রম দূর করিলেন ।
 প্রজাগণ রাজাজ্ঞা শ্রবণে আনন্দরস-
 পরিবিক্ত হইয়া পুরুষোত্তম দর্শন দ্বারা
 স্ব স্ব মুক্তিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল । ব্রাহ্মণ-
 গণ সুন্দর তীর্থবেশ ধারণপূর্বক ভূপতিকে
 আশীর্বাদ করিতে করিতে শিষ্যগণের সহিত
 পুরুষোত্তম উদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হই-
 লেন । ধর্মধারী ক্ষত্রিয় বীর, কৃষিজীবী
 ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ ‘পুরুষোত্তম দর্শনে নিশ্চয়ই
 সারসাগর হইতে নিস্তার পাইব’ এই
 মনে পুলকিততুল হইয়া গৃহ হইতে বহি-
 ত হইল । রজক, চর্ম্মকার, খনক, কিরাত,
 ভিত্তিকারক (স্থপতি), সূচীজীবী, তাতুল-
 ক্রমসারী, ভালবাদ্যধর প্রভৃতি নাট্যোপ-
 বিগণ, তৈলবিক্রয়ী ও অস্ত্রান্ত বস্ত্র-
 বিগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইল ।
 পণবার্তারত সূতগণ এবং মাগধ
 বন্দন ভিষগুবৃত্তিপরিয়া ব্যক্তিগণ

ঐশ্বর্যজালিকবিদ্যাধ্রাস্তথা বার্তাসু কোবিদাঃ ।
 প্রশংসন্তো মহারাজং নির্ধর্মুঃ পুরমধ্যতঃ ॥ ৫৩
 রাজাপি তত্র নির্বিতা প্রাতঃসঙ্ঘাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
 ব্রাহ্মণং তাপসশ্রেষ্ঠমানিনায় সুনির্ম্মলম্ ॥ ৫৪
 তদাজয়া মহারাজো নির্জ্জগাম পুরাধিহিঃ ।
 লোকৈরনুগতো রাজা বভৌ চন্দ্র ইবোজ্জ্বলিতঃ
 ক্রোশমাত্রং স গহ্মাথ ক্রোশং কৃত্বা বিধানতঃ
 দণ্ডং কমণ্ডলুং বিভ্রম্য গচ্ছম্ তথা শুভম্ ॥ ৫৬
 শুভবেষণে সংযুক্তো হরিধ্যানপরায়ণঃ ।
 কামক্রোধাদিরহিতং মনো বিভ্রম্যহাযশাঃ ॥ ৫৭
 তদা দুন্দুভয়ো ভেদ্যা আনকঃ পণবাস্তথা ।
 শঙ্খবীণাদিকাশ্চৈবান্নাতান্তদ্বাদকৈর্মুগ্ধঃ ॥ ৫৮
 জয় দেবেশ দুঃখং পুরুষোত্তমসংক্রিত ॥
 দর্শয়স্ব তনুং ময়ং বদন্তো নির্ধর্মুজ্জনাঃ ॥ ৫৯
 ইতি স্মিাপাদ্যে পাতালখণ্ডে দশমোহধ্যায়ঃ ॥

দূতপণ্ডিত, পাক্ষাত্তরসাত্তিজ্ঞ (আহার-
 পটু), হস্ত-পরিহাসপটু (বিদূষক), ঐশ্বর-
 জালিক বিদ্যাধর ও বাক্চতুর ব্যক্তিগণ
 সকলেই মহারাজের প্রশংসা করিতে করিতে
 হৃষ্টচিত্তে তদীয় আজ্ঞানুসারে পুরমধ্য হইতে
 বহির্গত হইলেন । ৪১—৫৩। রাজাও
 প্রাতঃসঙ্ঘাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া,
 তাপসশ্রেষ্ঠ শুক্লসম্ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করি-
 লেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে পুর মধ্য
 হইতে পুরুষোত্তম উদ্দেশে বহির্গমন করি-
 লেন । তৎকালে তিনি সুবেশ মুজনগণে
 পরিবৃত্ত হইয়া নক্ষত্রবেষ্টিত শশধরের
 স্তায় শোভা পাইতেছিলেন । অনস্তর
 মহাযশা নরপতি ক্রোশমাত্র দূর গমন
 করিয়া বিধিপূর্বক কৌরস্নানকার্য্য সমাধা
 করিয়া দণ্ড, কমণ্ডলু ও অজিনরূপ শুভবেশ
 ধারণ করিলেন, এবং হরিধ্যানপরায়ণ হইয়া
 কামক্রোধাদিবির্জ্জিত স্থিরমনা হইলেন ।
 তখন বাদ্যকরগণ মুহূর্ঘ্বে দুন্দুভি, ভেরী,
 আনক, পণব, শঙ্খ, বীণা প্রভৃতির
 বাদ্য করিতে লাগিল, রাজাও স্বগণসহিত
 “হে দেবেশ পুরুষোত্তম! আমাকে দেখা

একাদশোঃ অধ্যায়ঃ ।

স্মৃতিরূবাচ ।

অথ প্রয়াতে ভূপালে সৰ্বলোকসমর্থিত ।
 মহাভাগ্যৈকৈকবৈশ্চ গায়ন্তঃ কৃষ্ণকীৰ্ত্তনম্ ॥ ১ ॥
 তত্রাবাসৌ মহারাজ মার্গে গোবিন্দকীৰ্ত্তনম্ ।
 জয় মাধব ভক্তানাং শরণ্য পুরুষোত্তম ॥ ২ ॥
 পথি তৌৰ্ব্বাক্ষেনেকানি কুর্স্বন পশুন মহোদয়ম্ ।
 তাপসব্রাহ্মণ্যন্তেবাঃ মহিমানমথাশুণোৎ ॥ ৩ ॥
 বিচিত্রবিষ্ণুবার্ত্তাভিস্নিনৈদিতমনা নৃপঃ ।
 মার্গে মার্গে মহাবিষ্ণুঃ গাণয়ামাস গায়ত্কেঃ ॥ ৪ ॥
 দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ পূনাং বাসনোচিতম্ ।
 দানং দদৌ মহারাজো বুদ্ধিমান্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
 অনেকতৌৰ্ব্বক্শবিরজমান্বানং ভব্যতাং গতম্ ।
 কুর্স্বন যথৌ শ্বেকলৌকৈর্হরিধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৬ ॥

দাও" এই কথা বলিতে বলিতে তথা
 হইতে প্রস্থান করিলেন । ৫৪—৫৯ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০

একাদশ অধ্যায় ।

স্মৃতি কহিলেন,—সৰ্বলোক-সমর্থিত
 রাজা গমনকালে পথিমধ্যে কৃষ্ণকীৰ্ত্তনগান-
 কারী মহাভাগ্যবান বৈষ্ণবগণ-গীত “জয়
 মাধব ভক্তগণপ্রিয় পুরুষোত্তম” এই গোবিন্দ-
 কীৰ্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন । পথিমধ্যে
 অনেকানেক তৌৰ্ব্ব দর্শন ও তৎকৃত্য সমাধা-
 পূৰ্ব্বক তাপসব্রাহ্মণ-মুখ হইতে তন্তুতৌৰ্ব্বের
 মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । মধ্যে মধ্যে
 মনোরম বিষ্ণুবার্ত্তা শ্রবণে ঘনান্দিহচিত্ত রাজা
 সুগায়কগণ কর্তৃক পবিত্রিত মহাবিষ্ণুর যশো-
 গান করাইয়াছিলেন । সেই মহাবুদ্ধিমান
 জিতেন্দ্রিয় রাজা দীন রূপণ ও পঙ্গুদিগকে
 কামনোচিত দান দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন ।
 অনেকতৌৰ্ব্ব-দর্শনাদি দ্বারা মনকে তমোরজো
 বর্জিত কুশলময় করিয়া ত্রিহরির ধ্যান
 করিতে করিতে স্বগণ সহিত গমন করিয়া-

নূপো গচ্ছন দদর্শাগ্রে নদীঃ পাপপ্রপাশিনীম্ ।

চক্রাঙ্কিতগ্রীবযুতাং মুনিমানসনির্ম্মলাম্ ॥ ৭ ॥

অনেকমুনিবৃন্দানাং বহুশ্রেণিবিরাঞ্জিতাম্ ।

সারসাদিপতত্রীণাং কৃষ্ণিতৈরুপশোভিতাম্ ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ বিপ্রাগ্র্যঃ তাপসং ধর্ম্মকোবিদম্ ।

অনেকতৌৰ্ব্বমাহাত্ম্য-বিশেষজ্ঞান্জুষ্টিতম্ ॥ ৯ ॥

স্বামিন্ কেয়ং নদী পুণ্যা মুনিবৃন্দনিষেবিতা ।

করোতি মম চিত্তস্ত প্রমোদতরনির্ভরম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রুত্বা বসন্তস্ত রাজরাজস্ত ধীমতঃ ।

বজ্জুঃ প্রচক্রমে বিদ্বাংস্তৌৰ্ব্বমাহাত্ম্যমদ্ভুতম্ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

গণ্ডকীয়ং নদী রাজন সুরাসুরনিষেবিতা ।

পুণ্যোদকপরাবাহ-হতপাতকসঙ্কয়া ॥ ১২ ॥

দর্শনামানসং পাপং স্পর্শনাৎ কৰ্ম্মজং দহেৎ ।

বাচিবং স্বীয়ভোয়স্ত পানতঃ পাপসঙ্কয়ম্ ॥ ১৩ ॥

পুরা দৃষ্ট্বা প্রজানাথঃ প্রজাঃ সর্বা বিপাপিনীঃ ।

ছিলেন । ১—৬ । রাজা পুরুষোত্তমপথে

গমন করিতে করিতে সর্বাগ্রে সৰ্বপাপ-

প্রপাশিনী মুনিগণমানসতুল্য-নির্ম্মলজলা

চক্রাঙ্কিতশিলাযুক্তা ইতস্ততঃশ্রেণীবন্ধ-মুনিগণ-

বিরাঞ্জিততা এবা কুঞ্জরত-সারসাদিগুলের

পক্ষিগণ-পরিশোভিতা একটা নদী দর্শন

করিয়া অনেক তৌৰ্ব্বের মাহাত্ম্যভিজ্ঞ ধর্ম্ম-

কোবিদ সেই তাপস বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন,—হে প্রভো! মুনিবৃন্দনিষেবিত এই

পবিত্রা নদীর নাম কি? ইহাকে দেখিবারামাত্র

আমার চিত্তে প্রচুর প্রমোদ জন্মিয়াছে ।

ধীমান্ রাজরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া

সুবিজ্ঞ তাপসবিপ্র অদ্ভুত তৌৰ্ব্বমাহাত্ম্য

কহিতে আরম্ভ করিলেন,—হে রাজন্!

এই সুরাসুরনিষেবিতা শ্রোতব্তৌর নাম

গণ্ডকী, ইহার পবিত্র জলপ্রবাহ জীব-

গণের পাপরাশি বিলুপ্ত করিয়া থাকে;

ইহার দর্শনে মানস পাপ, স্পর্শনে কৰ্ম্মজ

পাপ এবং পুণ্য সলিলপানে বাচিক পাপ দহ

হইয়া থাকে । পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্ম

স্বগণবিপ্রমোহনক-পাপস্রীঃ সৃষ্টবানিমাং ১১৪
 এতাং নদীঃ যে পুণ্যোদাং স্পৃশন্তি
 সূত্রঙ্গীম্ ।
 তে গৰ্ভভাজো নৈব স্যুরপি পাপকৃতো নরাঃ
 অস্তাঃ ভবা যে চাশ্মানশ্চক্রচিহ্নরলকৃতাঃ ।
 তে সাক্ষাত্তগবস্তো হি স্বরূপধরাঃ পরাঃ ১১৬
 শিলাং সম্পূজয়েদ্ব্যম্ নিত্যং চক্রযুতাং নরঃ ।
 ন জাতু স জনস্তা বৈ জঠরং সমুগাবিশেৎ ১১৭
 পূজয়েদ্ব্যো নরো ধীমান্ শালগ্রামশিলাং বরাম
 তেনাচারবতা ভাব্যঃ দন্তলোভবিয়োগিনা ১১৮
 পরদারপরজব্য-বিমুখেন নরেন চ ।
 পূজনীয়ঃ প্রযত্বেন শালগ্রামঃ সচক্রমঃ ১১৯
 দ্বারবন্ত্যাং ভবঃ চক্রং শিলা বৈ গণ্ডকীভবা ।
 পুংসাং ক্ৰণাকরতোব পাপং জন্মশতার্জিতম্ ।
 অপি পাপসহস্রাণাং বর্জ্যে তাবন্নরো ভবেৎ ১২০

শালগ্রামশিলাপাথঃ পীত্বা পুয়েত তৎকর্ণাৎ ।
 ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বেদপথি স্থিতঃ ।
 শালগ্রামং পূজয়িত্বা গৃহস্থা মোক্ষমাণুয়াৎ ১২২
 ন জাতু বৈ স্ত্রিয়া কার্য্যং শালগ্রামস্ত পূজনম্ ।
 ভর্তৃহীনাথ সুভগা স্বর্গলোকহিতৈষিনী ১২৩
 মোহাৎ স্পৃষ্ট্বাথ মহিলা জন্মশীলগুণাষিতা ।
 হিত্বা পুণ্যসমুহস্ত সত্বরং নরকং ব্রজেৎ ১২৪
 স্ত্রীপাণিমুক্তপুঙ্গাণি শালগ্রামশিলোপরি ।
 সর্বাভ্যধিকপাপানি বদন্তি ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ১২৫
 চন্দ্রঃ বিষপঙ্কভঃ কুকুমং বজ্রসন্নিভম্ ।
 নৈবেদ্য কালকূটভং ভবেত্তগবতঃ কৃতম্ ১২৬
 তস্ম্যৎসর্বাণ্যনা ত্যাজ্যঃ স্ত্রিয়া স্পর্শঃ
 শিলোপরি ।
 কুর্ত্বী যাতি নরকং যাবদিত্রাশ্চতুর্দিশ ১২৭
 অপি পাপসমাচারো ব্রহ্মহত্যায়ুতোহপি বা ।
 শালগ্রামশিলাতোয়ং পীত্বা যাতি পরাং গতিম্

প্রজাগণকে ঘোরপাতকী দেখিয়া তাহাদিগের
 নিস্তারের নিমিত্ত স্বীয় গণ্ডদেশ হইতে এই
 বহুপাপস্রী নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে
 সকল ব্যক্তি এই পুণ্যাদায়িনী ললিতলহরী-
 মালাশোভিতা নদী স্পর্শ করে, তাহার
 অতীব পাপকারী হইলেও পুনর্বার কখনই
 মাতৃগর্ভগত হইবে না। হে মহারাজ !
 এই গণ্ডকীত্রে যে সকল চক্র-চিহ্নিত
 বর্জুল শিলা জন্মে, তৎসমুদয় সাক্ষাৎ
 পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণের অরূপ বলিয়া
 জানিবে। যে প্রতিদিন চক্রচিহ্নিত শিলার
 পূজা করিবে, সে কদাচ পুনর্বার জননী-
 জঠরগত হইবে না। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি
 পরম পবিত্র শালগ্রামশিলার পূজা করি-
 য়েন, তাঁহার দন্তলোভবিরহিত ও নিষ্ঠাবান
 হওয়া উচিত। পরদার ও পরজব্যে বিমুখ
 হইয়া যত্নাভিষয়ে সচক্র গালগ্রাম শিলার
 পূজা কর্তব্য। দ্বারবতীজাত চক্র ও গণ্ডকী-
 জাত শিলা, পুরুষগণের শত জন্মার্জিত পাপ
 কাল মধ্যে হরণ করেন। ৭—২০।
 হৃৎসহস্র পাপকারী হইলেও বেদমার্গাশ্রায়ী

ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি মানব-
 গণ শালগ্রামশিলার স্নানোদক পান মাত্রই
 সর্ষপাপমুক্ত হয়। শালগ্রামশিলার পূজা দ্বারা
 গৃহস্বগণ মোক্ষলাভ করিতে পারেন। পর-
 লোকগুণাভিলাষিণী স্বামিসৌভাগ্য-শালিনী
 বা ভর্তৃহীনা নারী কখনই শালগ্রামশিলার
 পূজা করিবেন না। সংকুলজাতা সর্ষ-
 সদগুণসম্পন্ন নারী মোহবশতঃ শালগ্রাম
 স্পর্শ করিলে পূর্ষকৃত পুণ্যরাশি হারাইয়া
 সত্বর নরকগামিনী হইবেন। হে মহা-
 রাজ ! ব্রাহ্মণোত্তমগণ কহিয়া থাকেন,
 শালগ্রাম শিলার উপর নারীহস্তযুক্ত পুঙ্গুই
 সর্ষাপেক্ষা অধিকতর পাপজনক স্ত্রীহস্ত-
 ক্ষিপ্ত চন্দ্র বিষপঙ্কবৎ, কুকুম বজ্রসদৃশ ও
 নৈবেদ্য কালকূটবৎ কথিত হইয়া থাকে।
 তজ্জন্ত স্ত্রীগণের শালগ্রাম স্পর্শ সর্ষথা
 অবিহিত। নিষেধবিধি অতিক্রম করিয়া
 কোন নারী শালগ্রাম স্পর্শাদি করিলে
 নিশ্চয়ই চতুর্দশ-ইন্দ্রাধিকার ব্যাপককালে
 নরকে বাস করিবে। অধিক কি বলিব,
 সদা পাপাচারী ও ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও

তুলসী চন্দনং বায়ি শঙ্খো ঘটাধ চক্রবন্ম ।
 শিলা তাম্রস্ত পাভক্ত বিকোর্নাম পদামৃতম্ ॥২১
 পদামৃতম্ নবভিঃ পাপরাশিপ্রদাহকম্ ।
 বদন্তি মুনয়ঃ শাস্তাঃ সর্ষশাস্তার্থকোবিদাঃ ॥৩০
 সর্ষতীর্থপরিস্রানাৎ সর্ষক্রতৃপমর্চ্চনাৎ ।
 পুণ্যং ভবতি যদ্রাজন্ বিন্দৌ বিন্দৌ তদঙ্কৃতম্
 শালগ্রামশিলা যত্র পূজ্যতে পুকবোস্তমৈঃ ।
 তত্র যোজনম তস্ত তীর্থকোটীসমধিতম্ ॥ ৩২
 শালগ্রামাঃ সমঃ পূজ্যাঃ সমেষু দ্বিতয়ং ন হি
 বিষয়া এব পূজ্যস্তে বিষয়েষু ত্রয়ং ন হি ॥ ৩৩
 দ্বারাবতীভবং চক্রং তথা বৈ গণ্ডকীভবম্ ।
 উভয়োঃ সঙ্গমো স্তত্র তত্র গঙ্গা সমুদ্রগা ॥ ৩৪
 রক্ষাঃ কুর্ষন্তি পুরুষানায়ুক্তীকীর্তবর্জিতান্ ।
 তস্মাৎ শিষ্টা মনোহারা রূপিণো দদতি ভ্রিয়ম্
 অযুক্তাশো নরো যন্ত ধনকামোহপি যঃ পুমান্

পূজয়ন সর্ষমাপ্রোক্তি পারলৌকিকমৈধিকম্ ॥৩৬
 প্রাণান্তকালে পুংসস্ত ভবেত্তাগ্যবতো নুপ ।
 বাচি নাম হরেঃ পুণ্যং শিলা হৃদি তদন্তিকে ॥
 গচ্ছৎসু প্রাণমাগেগ্নু যস্ত বিস্কন্ততোহপি চেৎ
 শালগ্রামশিলাকুর্ষিত্তস্ত মূর্ত্তিন সঃশয়ঃ ॥ ৮
 পুরা ভগবতা প্রোক্তমধরীষায় ধীমতে ।
 ব্রাহ্মণা স্তাসিনঃ সিন্ধ্যাঃ শালগ্রাম শিলাস্তথা ॥৫১
 স্বরূপত্রিতয়ং মহ্যমের্ত্বিক ক্ষিত্তিমণ্ডলে ।
 পাপিনাং পাপনির্নাশং কর্ত্তুঃ ধৃতমুদধতা ॥ ৪০
 নিন্দন্তি পাপিনো যে বা শালগ্রামশিলাং সঙ্গৎ
 কুষ্ঠীপাকে প্রপাচ্যন্তে যাবদ হৃতসম্ভবষাঃ ৪১
 পূজাঃ সমুদ্রাতৎ কর্ত্তুং যো বারযতি মুঢ়যাঃ ।
 তস্ত মাতা পিতা বন্ধু বর্গা নরকভাগিণঃ ॥৪২
 যো বৈ কথয়তি প্রেষ্ঠঃ শালগ্রামার্চ্চনং কুক্ষা
 স কৃতার্থো নয়ত্যাও বৈকুঠঃ স্বীয়পূর্বজান্ ৪৩

শালগ্রামশিলার স্নানবায়ি পান করিলে
 পরম গতি লাভ করে। সর্ষশাস্তার্থ-
 ভিজ্ঞ শমগুণসম্পন্ন মূনিগণ কহিয়া থাকেন
 যে, তুলসীপত্র, চন্দন, বায়ি, শঙ্খ, ঘটা,
 চক্র, শিলা, তাম্রপাত্র, বিষ্ণুর নাম ও চরণা-
 য়ত এই নয়টি দ্রব্য নরগণের সর্ষপাপ-
 প্রদাহক হইয়া থাকে। হে রাজন্! সর্ষ-
 তীর্থপরিসেবণ ও সর্ষযজ্ঞাস্ত্রান দ্বারা যে
 পুণ্য জন্মে, বিষ্ণুর চরণায়ুতের প্রতিবিন্দুতে
 তদপেক্ষা অধিকতর পুণ্য বর্ত্তমান আছে।
 ২১-৩১। যে স্থানে বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুষ-
 গণ শালগ্রাম শিলার পূজা করেন, তাহার
 চতুর্পার্শ্ববর্তী যোজনপরিমিত স্থান কোটি-
 তীর্থ-সম্বিত হয়। সমসংখ্যায় দুই ও
 বিষমসংখ্যায় তিন ব্যক্তিরেকে তাবৎ সম
 ও বিষমসংখ্যক শালগ্রামের পূজা করা
 যাইতে পারে। যে যে স্থানে দ্বারাবতী-
 জাত চক্র এবং গণ্ডকীজাত শিলা একত্র
 সমাবষ্ট হন, সেই স্থানই গঙ্গাসাগর-
 সঙ্গম বলিয়া বুঝতে হইবে। রক্ষগাত্র
 শিলা পূজিত হইলে পুকবগণ আয়ুঃ
 জী ও কীর্ত বর্জিত হইয়া থাকেন। যে

শালগ্রাম শিলার গাত্র মস্পণ ও মনোহর,
 তাহার পূজা করিলে কামনা-পরায়ণ ব্যক্তি
 জী, আয়ু, ধন এবং ত্রৈহিক পারত্রিক সর্ষ-
 প্রকার কুশল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে
 মহারাজ! অতি ভাগ্যবান্ পুকবেরাই
 প্রাণান্তকালে বাক্যে হরিনাম ও হৃদয়ে
 কিংবা সমীপে শালগ্রামশিলার স্থাপন করিয়া
 থাকে। যাহার মৃত্যুকালে হৃদয়পথে শাল-
 গ্রামশিলার প্রকাশ হয়, সে নিশ্চয়ই মুক্তি-
 লাভ করে। পূর্বকালে ভগবান্ নারায়ণ
 ধীমান্ অধরীষকে কহিয়াছিলেন যে, আমি
 পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও সিন্ধ্য শাল-
 গ্রামশিলা এই তিন প্রকার রূপ ধারণ
 করিয়া পাপিগণের পাপনাশ করত বিচরণ
 করিয়া থাকি। যে সকল পাপী একবার
 মাত্র শালগ্রামের নিন্দা করে, তাহার মধ্য-
 প্রলয়কাল পর্যন্ত ঘোর কুষ্ঠীপাক নামক
 নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যে মুঢ়
 বুদ্ধি নর শালগ্রাম পূজনোদ্যত ব্যক্তির
 নিবারণ করে, তাহার পিতা-মাতা ও বন্ধুবর্গ
 নরকভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্জি
 ত্রিয় পুত্রাদিকে শালগ্রাম-পূজনে অয়ুঃ

অত্রৈবোদাহরস্তমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
 মুনধো বীতরাগাশ্চ কামক্রোধবিবজ্জিতাঃ ॥৪৪
 পুরা কৌকটদেশে বৈ দেশে ধর্মবিবজ্জিতে ।
 আসীৎ পুঙ্কসজাতীয়ো নরঃ শবরসংজ্ঞতঃ ॥৪৫
 নিত্যং জন্তুবোধোদ্যুকঃ শংসনধরো মুতঃ ।
 তীর্থং প্রতি যযাস্থনাং বলাদ্ধরতি জীবিতম্ ॥
 অনেকপ্রাণিহত্যাক্রুৎ পরস্বনরতঃ সদা ।
 সদা রাগাদিসংযুক্তঃ কামক্রোধাদিসংযুতঃ ॥৪৬
 বিচরত্যনিশং ভীমে বনে প্রাণিবধকঃ ।
 বিষসঃসক্তবাণাগ্রারুচটাপণ্ডণোদুরঃ ॥ ৪৮
 স কদা পর্বাটন ব্যাধঃ প্রাণিমাত্রভয়ঙ্করঃ ।
 কালঃ প্রাপ্তঃ ন জানাতি সমীপে মুগ্ধমানসঃ ॥
 যমদূতাস্ত সম্প্রাপ্তা পাশমুদারপাণয়ঃ ।
 তত্রকেশা দীর্ঘনখা লহদংষ্ট্রা ভয়ানকাঃ ॥ ৫০
 শ্রামা লোহস্ত নিগড়ান বিভ্রতো মোহকারকাঃ
 বধস্তু পাপিনং হেনং প্রাণিমাত্রভয়ঙ্করম্ ॥ ৫১

করেন, সেই কৃতার্থপুরুষ অতি সত্বর স্বীয় পূর্বপুরুষগণকে বৈকুণ্ঠধামে আনয়ন করেন । ৩২—৪৩ । এই বিষয়ে কাম ক্রোধ-বিবজ্জিত সংসারানাসক্ত মূনিগণ এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিয়া থাকেন । পূর্বকালে ধর্মবিজ্জিত কৌকটদেশে (বেহার প্রদেশে) পুঙ্কস-জাতীয় শবরনামধেয় একব্যক্তি বাস করিত ; সে সদা ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক প্রাণিবধোদ্যত থাকিত, এবং তীর্থযাত্রিগণের জীবন বলপূর্বক সংহার করিয়া সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত, ধনাদিতে অনুরাগ বশতঃ সে, সদা কাম-ক্রোধাদিসংযুক্ত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর বনময় প্রদেশে প্রাণিত্যারত থাকিত; তাহার শরা-সন্বিত বাণাগ্রভাগ তীক্ষ্ণবিষসংযুক্ত থাকিত, সেই প্রাণিগণ-ভয়ঙ্কর ব্যাধ এইরূপে প্রাণি বধ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে কোন সময়ে কাল প্রাপ্ত হইবে, মোহ বশতঃ তাহা জানিতে পারিল না । এতদিন তান্ত্রিকেশ দীর্ঘ নখ লহদংষ্ট্র কৃষ্ণবর্ণ মোহকারী অতিভয়ানক মমদূতগণ পাশ মুদার ও লৌহনিগড় হস্তে তাহার সমীপস্থ হইয়া কেহ বলিতে লাগিল,

এতস্ত জিহ্বাং বৃহতীমং নিকাসয়াম্যতঃ ।
 একো বদতি চৈতস্য চক্ষুঃপটিয়াম্যহম্ ॥ ৫২
 একো বদতি চৈতস্য করৌ কৃষ্ণামি পাপিনঃ ।
 অস্তো বদত্যহং কর্ণে কর্তয়ামি দুরাশ্বনং ॥ ৫৩
 কদাচিন্মনসা নায়ং প্রাণিমাত্রোপকারকঃ ।
 পরদারপরদ্রব্য-পরজোহপরায়ণঃ ॥ ৫৪
 এবং বদন্তঃ স্তূভশং দষ্টেদন্তনিপীড়কাঃ ।
 আগত্য তং দুরাশ্বান সাযুভাস্তস্কুময়দাঃ ॥ ৫৫
 একো দূতস্তদা সর্প-রূপঃ ধ্বদাদশং পদে ।
 স দষ্টমাত্রঃ সহসা গতাস্তুঃ পর্য্যজায়ত ॥ ৫৬
 তদা তং লোহপাশেন বদ্ধা শমনকঙ্করাঃ ।
 কশাভিত্তাডয়ামানুর্মুদারৈঃ প্রাহরংস্তথা ॥ ৫৭
 অহো হৃষ্টে দুরাশ্বাস্ত্বঃ কদাচিরাচরঃ শুভম্ ।
 মনসাপি যতস্ত্যাং বৈ ক্ষেপস্যামা রৌচবেষু চ
 ত্রয়্যাংসং বায়সা রোদ্রা ভক্ষয়িষ্যন্তু বৈ ক্রুধা ।

—এই প্রাণিগণ-ভয়ঙ্কর পাপিষ্ঠকে বন্ধন কর, আমি ইহার বৃহতী রসনা টানিয়া বাহির করিব ; কেহ কহিতে লাগিল, আমি উহার চক্ষুঃপটি আন করিব । কেহ বলিতে লাগিল ; আমি উহার হস্তদ্বয় ছিন্ন করিব । কেহ কহিতে লাগিল, আমি এই দুরাশ্বার কর্ণদ্বয় বর্তন করিব, এই নয়াদধ কখন কোন জীবের হিতচিন্তাও করে নাই ; কেবল সদা পরদার, পরদ্রব্য ও পরজোহে রত হইয়া কালক্ষেপ করিতেছে, এই প্রকার বলিতে বলিতে এবং দষ্টে দষ্ট বর্ষণ দ্বারা বিষম শব্দ করিতে করিতে সশস্ত্র হইয়া উন্নতভাবে তাহার নিকটবর্তী হইল । অনস্তর তাহাদিগের মধ্যে একজন সর্পরূপ ধারণ করিয়া তাহার পদে দংশন করিলে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চদ পাইল । তখন যম-দূতেরা তাহাকে লৌহপাশে বদ্ধ করিয়া ঘন ঘন কশাঘাত ও মুদারপ্রহার করিতে লাগিল, এবং কহিতে লাগিল, যে দুরাশ্বন ! তুই কখনই মনে মনেও কাহারও শুভচিন্তা করিস্ নাই ; অতএব আমরা তোকে ঘোর নরকে নিক্ষেপ করিব ॥৪৪—৫৮ তুই আময়ণ-

আজ্ঞায়ত্ব ভবতান কৃতঃ হরিসেবনম্ । ৫৫
 ত্বয়া পুত্র কলত্রাদ্যা জোহং কৃৎস্বাপোষিতাঃ ।
 ন কদাচিত্বেশ্বতো দেবঃ পাপহারী জনাধিনঃ ।
 তস্মাৎস্বাঃ লোহশঙ্কো বা কুন্তীপাকেহতিরৌববে
 ধর্ম্মরাজাজয়া সর্কো নেম্যামো বক্তাত্তনৈঃ । ৬১
 এবমুক্তা যদা নেতুং সন্মৈচ্ছন যমকিক্কয়াঃ ।
 তাবৎ প্রাপ্তো মহাবিশ্ব-চরণাজপরাষণঃ । ৬২
 যমদূতাস্তদা দৃষ্টো বৈষ্ণবেন মহাস্থনা ।
 পাশমুদারদণ্ডাদি দৃষ্টায়ুধধরা গণাঃ । ৬৩
 পুঙ্কসং লোহানগৈর্ভেদিত্বা গন্তুং সমুদ্যতাঃ ।
 বন্ধ বন্ধ গ্রাস ছিদ্ধি ভিদ্ধি ভিদ্ধীতি বাদিনঃ ।
 তদা রূপালুস্তং প্রেক্ষ্য পদ্মনাভপরাষণঃ ।
 অভ্যাক্তরূপয়া যুক্তং চেতন্ত্ব তদাকরোৎ । ৬৫
 অসৌ মহাত্মষ্ট পীড়াং মা যাতু মম সন্নিধৌ ।
 মোচয়াম্যহমদৈব্য যমদূতেভ্য এব চ । ৬৬
 ইতি কৃৎস্বা মতিং তস্মৈ রূপায়ুক্তো মুনীশ্বরঃ ।

কালের মধ্যে কখন শ্রীহরির সেবন করিস্
 নাই, তজ্জন্ত ক্রুদ্ধ কাকবাহ তোর দেহ হইতে
 মাংস তুলিয়া ভক্ষণ করিবে। তুই প্রাণিপীড়া
 দ্বারা পুত্র কলত্রাদির পোষণ করিয়াছিস্, কখন
 সর্কপাপহারী ভগবান্ জনাধিনের স্মরণ
 করিস্ নাই; তজ্জন্ত আমরা ধর্ম্মরাজের
 আজ্ঞানুসারে দারুণ প্রহার করিতে করিতে
 তোরে লোহশঙ্কু বা কুন্তীপাক নরকে লইয়া
 যাইব। যমদূতগণ এই প্রকার কহিয়া
 তাহাকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে,
 এমনকালে মহাবিশ্বভক্ত এক বৈষ্ণব তথায়
 উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ‘বন্ধন কর’
 বন্ধন কর,’ ‘গ্রাস কর গ্রাস কর,’ ‘ছেদ কর
 ছেদ কর,’ ‘ভেদ কর ভেদ কর’ ইত্যাকার
 বাক্য প্রয়োগ করিয়া পাশ-মুদার-দণ্ডাদি-
 দৃষ্টায়ুধধর কালকিক্করগণ শবরকে লোহ-
 নিগভবন্ধ করিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম
 করিতেছে। তাহা দেখিয়া সেই মহাত্মা
 বিস্মৃত্তের মনে দয়ার উদয় হইল
 এবং এই পাপিষ্ঠ আমার সমক্ষে পীড়া না
 পাউক, অদ্যই উহাকে যমদূতগণের হস্ত

শালগ্রামশিলাং হস্তে গৃহীত্বাস্ত গতেহন্তিকে।
 তস্ত পাদোদকং পূণাং তুলসীদলমিশ্রিতম্ ।
 মুখে বিনিক্ষিপন কর্ণে রামনাম জপাপ হ ৬৮
 তুলসীং মস্তকে তস্ত ধারণামাস বৈষ্ণবঃ ।
 শিলাং হৃদি মহাবিকোঁধাত্মা প্রাহ স বৈষ্ণবঃ ।
 গচ্ছন্ত যমদূতা বৈ যাতনানু পরায়ণাঃ ।
 শালগ্রামশিলাস্পর্শো দহতাং পাতকং মহৎ ।
 ইত্যুক্তবতি তস্মিন্ বৈ গণা বিকোঁর্ম্মহাত্মনাঃ
 আয়যুক্তস্ত সবিধে শিলাস্পর্শহতাংসঃ । ৭১
 শ্বীতবস্ত্রাঃ শঙ্খচক্র-গদাপদ্মবিরাজিতাঃ ।
 আগত্য মোচয়ামাস্লোলোঁহপাশাদুরাসদাৎ । ৭২
 মোচয়িত্বা মহাপাপকারকং পুঙ্কসং নরম্ ।
 উচুঃ কিমর্থং বন্ধোহয়ং বৈষ্ণবঃ পূজ্যদেহভূৎ ।
 কস্তাজ্ঞাকারকা যুয়ং যদর্থ্মপ্রকারকাঃ ।

হইতে উদ্ধার করিব’ এইরূপ মনে করিয়া
 সেই রূপালু মুনীশ্বর শালগ্রামশিলাহস্তে
 তাহার সমীপস্থ হইয়া তুলসীদলমিশ্রিত
 পরম পবিত্র শালগ্রামপাদোদক তাহার
 মুখে অর্পণ করত কর্ণে রামনাম জপ
 করিলেন। ৫৯—৬৮। তাহার মস্তকে
 তুলসীপত্র ও হৃদয়ে শালগ্রামশিল স্থাপন
 করিয়া কহিলেন,—যাতনাদায়ক যমদূতগণ
 দূরে গমন করুক ও শালগ্রামশিলাস্পর্শ
 দ্বারা উহার পাপরাশি ভস্মীভূত হউক। সেই
 বৈষ্ণবমুখ হইতে উক্ত বাক্য উচ্চারিত
 হইবা মাত্র অদ্ভুত শ্বীতবাস শঙ্খ-চক্রগদাপদ্ম-
 শোভিত বিষ্ণুচরণ শালগ্রাম-শিলাস্পর্শে
 পবিত্র শবরসন্নদানে উপনীত হইয়া মহা-
 পাপকারী পুঙ্কস নরকে সূহৃষ্মোচ্য লোহপাশ-
 বন্ধন হইতে মোচন করত কহিলেন,—এই
 পূজ্যদেহধারী বৈষ্ণব কি নিমিত্ত পাশ-
 বন্ধ হইল? ওরে অর্থ্মচারিদূতগণ!
 তোমরাই বা কাহার আজ্ঞাবাহক?
 এই বাক্য শ্রবণানন্তর যমকিক্করগণ কহিল,—
 আমরা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে, এই প্রাণি-
 হত্যারূপ মহাপাপকারী, তীর্থযাত্রীদিগের
 সর্কশূলগঠনকারী দৃষ্টশরীরধারী, সদা পরদার

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য জগদ্ব্যর্থমকিঙ্করঃ । ৭৪
 ধর্ম্মরাজাজয়া প্রাপ্তা নেতুং পাপিনমুদ্যতাঃ ।
 প্রাণিহত্যামহাপাপ-কারী চৃষ্টশরীরভৃৎ ॥ ৭৫
 বহুশস্তীর্থাক্রায়াং গচ্ছতোহসৌ ব্যলুর্গয়ৎ ।
 পরদায়তো নিত্যং সর্ষপাপাধিকারকঃ ॥ ৭৬
 তস্মায়েতুঃ বয়ং প্রাপ্তাঃ পাপিনং পুঙ্কসং নরম
 ভবন্তিস্থোচিতং কস্মাদকস্মাদাগতেরিহ ॥ ৭৭
 বিষুদ্বৃতা উচুঃ ।

ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং প্রাণিকোটিবধোস্তবম্ ।
 শালগ্রামশিলাস্পর্শঃ সর্বং দহতি তৎক্ষণাৎ ॥
 রামেতি নাম যচ্ছোভে বিশস্তাদাগতং যদি ।
 করোতি পাপসন্দাহং তুলঃ বহ্নিকণো যথা ॥ ৭৯
 তুলসী মস্তকে যশ্চ শিলা হৃদি মনোহরা ।
 মুখে কর্ণেহথবা রাম নাম মুক্তস্তদেব সঃ ॥ ৮০
 তস্মাদনেন তুলসী মস্তকে বিধৃত্য পুরা ।
 জীবিতং রামনামাশু শিলা হৃদি সুধারিতা ॥ ৮১
 তস্মাৎ পাপসমূহোহস্যা দম্বঃ পুণ্যকলেবরঃ ।
 যাস্যতে পরমং স্থানং পাপিনাং যৎসুহৃৎতম্ ॥

ও সর্ষপাপ-নিরস্ত পুঙ্কস নরকে লইতে আসিয়াছি। আপনারাই বা কে? কোথা হইতে এই স্থানে আগমন করিলেন এবং কি নিমিত্তই বা এই পাপিষ্ঠকে মুক্ত করিলেন? বিষুদ্বৃতগণ কহিলেন,— ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ও কোটীপ্রাণিবধোস্তব পাপ, শালগ্রামশিলা স্পর্শ মাত্রই ভস্মীভূত হয়। ‘রাম’ এই নাম একবারমাত্র কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে বহ্নিযোগে তুলা-রশির স্তায় সর্ষ পাপ দম্ব হয়। যাহার মস্তকে তুলসী, হৃদয়ে মনোহর শিলা এবং বদনে ও কর্ণে মধুর রামনাম স্মরণ ও শ্রবণ ঘটে, সে নিশ্চয়ই তদগুণে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৬৯—৮০। এই পুঙ্কস, প্রথমে মস্তকে তুলসী ধারণ করিয়াছে, উহার কর্ণে রামনাম জপিত হইয়াছে, পরে হৃদয়ে শাল-গ্রামশিলা ধারণ করায় দম্বপাপ হইয়া পুণ্য কলেবর হইয়াছে, অভএব এই ব্যক্তি পাপিগণের সুহৃৎত পরম স্থানে গমন

বর্ধায়ুতং তত্র ভুক্তা ভোগান সর্ষধনোহরান ।
 কাষ্ঠাং জয় সমাসাদ্যারাম্য তঞ্চ জগদুৎকম্ ॥
 প্রাপ্যতে পরমং স্থানং সুরাসুরসুহৃৎতম্ ।
 ন জাতো মহিমা সমাক্ শিলায়াঃ পরমেষ্টিনা ॥
 দৃষ্টা স্পৃষ্টার্চিতা বাপি সর্ষপাপহরা ক্ষণাৎ ॥
 ইত্যুক্তা বিরতাঃ সর্ষে মহাবিকোর্গণা মুদা ॥ ৮৫
 যাম্যাস্তে কিঙ্কর্য রাক্ষে কথয়ামাসুরভুতম্ ।
 বৈকবো হর্ষমাপেদে রঘুনাথপরায়ণঃ ॥ ৮৬
 মুক্তোহসৌ যমপাশাচ্চ গমিষ্যতি পরং পদম্
 তদাজগাম বিমলং কিঙ্কণীজালমণ্ডিতম্ ॥ ৮৭
 বিমানং দেবলোকান্তে মনোহরিন মহাভুতম্ ।
 তত্রাক্রম গতঃ স্বর্গং মহাপুণ্যানিষেবিতম্ ॥ ৮৮
 ভোগান ভুক্তা সুবিপুলানাজগাম মহৌতলম্ ।
 কাষ্ঠাং জয় সমাসাদ্য শুচিবাড়বসংকূলে ॥ ৮৯

করিবে। তথায় দশসহস্রবর্ষ নানাবিধ মনোহর ভোগ্য বস্তুর ভোগানন্তর কানীধামে জন্মগ্রহণ পূর্বক তথায় দেবদেব জগদুৎকর আরাধনা করিয়া সুরাসুরগণের সুহৃৎত পরম স্থান বৈকুণ্ঠধামলাভের অধিকারী হইবে। শাল-গ্রামশিলার মাহাত্ম্য আমরা কি কহিব? পমেষ্টি সমাক্ জাত নহেন। শালগ্রাম-শিলা দৃষ্ট, স্পৃষ্ট ও অর্চিত হইলে ক্ষণকালমধ্যে পাপ হরণ করেন। মহাবিশুয় দৃতগণ, উক্ত প্রকার কথনানন্তর আনন্দিত-মনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যম-কিঙ্করগণ যমালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম-রাজের নিকটে এই অভূত ঘটনার বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিল। সেই রঘুনাথপরায়ণ বৈকবও পুঙ্কসের অবস্থা দেখিয়াও পুঙ্কস যম-পাশমুক্ত হইয়া পরম পদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হই-বেক। পরমানন্দিত হইলেন, অনন্তর দেব-লোক হইতে কিঙ্কণীজালবিজড়িত মহাভূত অতি মনোহর বিমল বিমান আগত হইলে শরয় তাহাতে আরোহণ করিয়া মহাপুণ্য-নিষেবিত স্বর্গধামে গমন করিল; তথায় বিপুল ভোগ্য বস্তুর ভোগানন্তর কানীধামে পবিত্র ব্রাহ্মণ-সংকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া

আরাধ্য জগতামীশং গতবান পরমং পদম্ ।
স শাপী সাধুসঙ্কর্তা শালগ্রামশিলাঃ স্পৃশন ।
মহাশীড়াবিনির্ধুক্তো গতবান পরমং পদম্ ।
ময়া তেহভিহিতং রাজন শালগ্রামশিলাচর্চনম্
ঋত্বা বিমুচ্যতে পাটৈর্ভুক্তিঃ মুক্তিঞ্চ বিদতি ।

ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে একা-
দশোঃধ্যায়ঃ । ১১ ।

দ্বাদশে ষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

সুমতিরূবাচ ।

এতয়াহাশ্চামতুল্যং গুণক্যাঃ কর্ণগোচরম্ ।
কৃত্বা কৃতার্থমাশ্বানমমল্লত নৃপোত্তমঃ ॥ ১
স্নাত্বা তীর্থে পিতৃন সর্বান সন্তপ্যা জহসে
মহান ।

শালগ্রামশিলাপূজাং কুর্স্বন বাডববাক্যতঃ ॥ ২
চতুর্কিংশচ্ছিলাস্তত্র গৃহীত্বা স নৃপোত্তমঃ ।

জগৎপতির আরাধনা দ্বারা অস্ত্রে পরমপদ
লাভ করিল। হে মহারাজ! সেই
মহাপাপী পুঙ্কস সাধুসঙ্কতি দ্বারা শালগ্রাম-
শিলাস্পর্শ করিয়া মহাপাপব্যাধি হইতে বিনি-
মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিল। আমি
তোমার নিকট যে শালগ্রামশিলাচর্চন-বিষয়
কীর্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে নয়
হুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ৮১--৯১ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সুমতি कहিলেন,—রাজা এই অতুল
গণ্ডকীমাহাত্ম্য কর্ণগোচর করিয়া আপনাকে
কৃতার্থ মনে করিলেন। অনন্তর গণ্ডকী তীর্থে
স্নান ও তজ্জল দ্বারা পিতৃগণের সন্তপণ
করিয়া ও তাপস ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে
শালগ্রামশিলাপূজা করিয়া পরমানন্দিত হই-

পূজয়ামাস চ শ্রেয়া চন্দনাভ্যুপচারকৈঃ । ৩
তত্র দানানি দত্ত্বা চ দীনাচ্ছেভ্যো বিশেষতঃ ।
গঙ্কং প্রচক্রমে রাজা পুঙ্কযোত্তমন্দিরম্ ॥ ৪
এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো গন্ধাসাগরসঙ্কমম্ ।
কৃদ্বাক্ষিগোচরং তঞ্চ ব্রাহ্মণং পৃষ্টবান মুদা ॥ ৫
স্বামিন বদ কিয়দ্বরে নীলাধ্যঃ পরীতো মহান
পুঙ্কযোত্তমসংবাসঃ সুরাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ৬
তদা ঋত্বা মহদ্বাক্যং রত্নগ্রীবস্ত কুপহেঃ ।
উবাচ বিশ্বম্বাবিষ্টো রাজানং প্রতি সাদরম্ ॥ ৭
রাজম্নেতৎ স্বলং নীল-পরীতস্ত নমস্কৃতম্ ।
কিমর্থং দৃশ্ততে নৈব মহাপুণ্যকলপ্রদম্ ॥ ৮
পুনঃপুনকবাচেষৎ স্বলং নীলস্ত ভূভূতঃ ।
কথং ন দৃশ্ততে রাজন পুঙ্কযোত্তমবাসভূৎ ॥ ৯
অত্র স্নাতং ময়া সমাগত্র ভিগ্নাক্ষিগোচরাঃ ।
অনেনৈব পথা রাজন্নরতঃ পরীতোপরি ॥ ১০

লেন। সেই স্থান হইতে চতুর্কিংশতি শিলা
সংগ্রহ করিয়া প্রেমভরে চন্দনাদি উপচার
দ্বারা পূজা করিলেন এবং তত্রত্য দীন ও
অন্ধদিগকে প্রচুর ধনাদি দান করিয়া পুঙ্কযো-
ত্তমন্দির উদ্দেশে গমন করিতে করিতে
গন্ধাসাগরসঙ্কমস্থান প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত
মনে তাপস ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে প্রভো! পুঙ্কযোত্তমদেবের বাসভূত
সুরাসুর-নমস্কৃত সেই নীলাধ্য মহাপরীত ও
স্থান হইতে কত দূরে অবস্থিত? ব্রাহ্মণ,
ভূপতি রত্নগ্রীবের এই মহদ্বাক্য শ্রবণে
বিশ্বম্বাবিষ্ট হইয়া সাদরে कहিলেন,—হে
মহারাজ! এই মহাপুণ্য-কলপ্রদ সর্বজন-
নমস্কৃত স্থান নীল পরীতের অন্তর্গত, তুমি কি
জন্ত তাহা দেখিতে পাইতেছ না? ব্রাহ্মণ
পুনঃপুনঃ कहিতে লাগিলেন,—হে রাজন!
তুমি পুঙ্কযোত্তম দেবের আবাসভূত নীল-
পরীতান্তর্গত স্থান কি জন্ত দেখিতেছ না?
হে মহারাজ! আমি এই গন্ধাসাগরসঙ্কমে
স্নান করিয়াছিলাম, এই স্থানেই চতুর্ভূজ
ভিজ্জগণকে দর্শন করিয়াছিলাম এবং এই

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য বিব্যথে মানসে নৃপঃ ।
 নীলকুণ্ডলদর্শায় কুর্করুৎকর্ণিতং মনঃ ॥ ১১
 উবাচ চ কথং বিপ্র দৃশ্বেত পুরুষোত্তমঃ ।
 কথং বা দৃশ্বেত নীলস্তুমুপাং বদস্ব নঃ ॥ ১২
 তদা বাক্যং সমাকর্ণ্য রত্নগ্রীবস্ত ভূপতেঃ ।
 তাপসত্রাঙ্কণো বাক্যমুবাচ নৃপ বিস্মিতঃ ॥ ১৩
 গঙ্গাসাগরসংযোগে স্নানাস্নানভিষ্মহীপতে ।
 স্বাতব্যং ভাবদেবাত্রে যাবন্নীলো ন দৃশ্বেত ॥ ১৪
 গীয়তে পাপহা দেবঃ পুরুষোত্তমসংজিতঃ ।
 করিষ্যতে রূপামাশু ভক্তবৎসলনামধুৎ ॥ ১৫
 ত্যজত্যসৌ ন বা ভক্তান দেবদেবশিরোমণিঃ
 অনেকে রক্ষিতা ভক্তাস্তদগায়স্ব মহামতে ॥ ১৬
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজা ব্যথিতচেতসা ।
 স্নানাস্নানগঙ্গাসংযোগে ততোহনশনমাদধাৎ ॥
 করিষ্যতি রূপাং যর্হি দর্শনে পুরুষোত্তমঃ ।
 পূজাং কৃত্বাশনং কুর্ধ্যামস্তথানশনং ব্রতম্ ॥ ১৮

পথদ্বারাই নীলপর্কতে আরোহণ করিয়া-
 ছিলাম । ১—১০ । রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য
 শ্রবণে মনে ব্যথা পাইলেন এবং মনকে
 নীলাচল-দর্শনে উৎকর্ণিত করিয়া কহি-
 লেন,—হে বিপ্র ! তন্নুগ্রহপূর্বক আমা-
 দিগকে পুরুষোত্তম দেব ও নীলাচল
 দর্শনের উপায় বলুন । নৃপতির বাক্য শ্রবণ-
 নস্তর ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—হে
 মহারাজ ! যাবৎ নীলাচল দর্শন না হয়,
 তাবৎ এই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান ও এই
 স্থানেই অবস্থিত করিয়া সেই পাপহারী
 পুরুষোত্তমদেবের নাম গান করিতে হইবে ।
 তাহা হইলে সেই ভক্তবৎসলনামধারী ভগ-
 বান শীঘ্র দয়া করিবেন । তিনি ভক্তগণের
 প্রতি উপেক্ষা করেন না । তিনি ভক্ত-
 গণের রক্ষাকর্তা । অতএব হে মহারাজ !
 ভক্তিতেই তাঁহার নাম গান কর । ১১—১৬ ।
 রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে ব্যথিতচিত্ত
 হইয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া অনশন-
 ব্রত অবলম্বন করিলেন । ‘যদি ভগবান্
 দর্শনবিষয়ে রূপা করেন, তবে পূজা করিয়া

ইতি কৃত্বা স নিয়মং গঙ্গাসাগররোধসি ।
 গায়ন্ হরিগুণগ্রামমুপবাসমখাচরৎ ॥ ১৯
 রাজোবাচ ।

জয় দীন দয়াকর প্রভো
 জয় তুংখাপহ মঙ্গলাহ্বয় ।
 জয় ভক্তজনার্জিনাশক
 ঙ্গিতবর্ষন জয় দুষ্টঘাতকঃ ॥ ২০
 অম্বরীষমথ বীক্ষ্য তুংখিতঃ
 বিপ্রশাপহতসর্কমঙ্গলম্ ।
 ধারয়ন্ নিজকরে স্মদর্শনঃ
 স্বং রয়ক জঠরাধিবাসতঃ ॥ ২১
 দৈত্যরাজপিতৃকারিতব্যথঃ
 শূলপাশজলবহিপাতনৈঃ ।
 স্ত্রীনৃসিংহতনুধারণা ত্রয়া
 রক্ষিতঃ সপদি পশ্চতঃ পিতৃঃ ॥ ২২
 গ্রাহবক্রপতিতাজ্জিমুস্তটং
 বারণেন্দ্রমতিতুঃখপীড়িতম্ ।
 বীক্ষ্য সাধু কল্পনার্দ্রমানস-
 স্বং গুরুমুখিত কৃতাক্রহক্রিয়ঃ ॥ ২৩

আহার করিব ; নচেৎ এই অনশন-ব্রত-
 দ্বারাই জীবন ত্যাগ করিব’ এইরূপ সঙ্কল্প
 করিয়া রাজা হরির গুণগ্রাম কীর্তনরত হইয়া
 উপবাসব্রতরত্ন করিলেন । রাজা কহি-
 লেন,—জয় দীনদয়াকর প্রভো, জয় তুংখা-
 পহ মঙ্গলাপহ, জয় ভক্তজনার্জিনাশক গুণি-
 দায়ক, জয় দুষ্টঘাতক, ভগবান্ ! তুমি ব্রহ্ম-
 শাপ দ্বারা হত-কুশল স্তম্ভ অম্বরীষকে
 তুংখিত দেখিয়া স্মদর্শন ধারণ করিয়া তাঁহাকে
 জঠরবাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলে ।
 দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু নিজ শিশুপুত্র
 প্রহ্লাদকে তোমার ভজনরত দর্শনে কুপিত
 হইয়া শূল-পাশ-জল-বহি প্রেড়তি দ্বারা
 ব্যথিত করিলে, তুমি তাহার ব্যথা
 নিবারণপূর্বক নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া
 দৈত্যরাজের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া
 ছিলে । ১৭—২২ । কুন্তীরের মুখাঙ্করে
 পতিতপদ উদ্ভট বারণেন্দ্রকে অতিতুংখ-

ত্যাগপক্ষিপতিরাস্তচক্রকো
বেগকম্পযুতমালিকাধরঃ ।
গীর্ষসেইসুভিরমুখা ন ক্রতো
মোচকঃ সপদি তদ্বিনাশকঃ ॥ ২৪
যত্র যত্র তব সেবকর্দিনঃ
ভক্ত ভক্ত বত দেহধারিণা ।
পাল্যাতেহত্র ভবতা স্বয়া নিজঃ
পাপহারিচরিতৈর্ষনোহরৈঃ ॥ ২৫
দীননাথ সুরমোলিহৌরকৌদ্-
স্বষ্টপাদতল ভক্তবল্লভ ।
পাপকোটিপরাধাহক প্রভো
দর্শয়স্ব মম পাদপঙ্কজম্ ॥ ২৬
পাপকুদ্‌যদি জনৈহমাগতো
মানসে তব তথা হি দর্শয় ।
ভাবকা বয়মঘোঘনাশন
বিস্মৃতং ন হি সুরাসুরার্চিত ॥ ২৭
যে বদন্তি তব নাম নির্মলং
তে তরন্তি সকলাঘনাগরম্ ।

পীড়িত দেখিয়া, গুরুড়ারোহী তুমি করুণার্জ-
চিত্ত হইয়া পক্ষিপতিকে পরিত্যাগ করিয়া
সুদর্শনচক্রে ধারণপূর্বক তাহার রক্ষার নিমিত্ত
এরূপ দ্রুতবেগে গমন করিয়াছিলে যে,
গলললিত বনমালা ও পীতবাস কম্পিত
হইয়াছিল এবং সাধুগণ তৎক্ষণাৎ তোমার
সেই নৈকবধ ও বারণেশ্বের রক্ষাবিষয়ক
বশোগান করিয়াছিলেন। হে মনোহর
পাপনাশকস্বভাব ভগবান! যেখানে যেখানে
তোমার ভক্তগণের প্রতি পীড়ন ঘটে, তুমি
সেই সেই স্থানেই মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক
উপস্থিত হইয়া নিজ ভক্তগণের রক্ষা করিয়া
 থাক। হে দীননাথ! হে সুরগণের মস্তকস্থ
হিরণ্য মুকুটে স্বষ্টপাদতল ভক্তবল্লভ,
কোটাধিকপাপদাহক প্রভো! আমাকে,
তোমার পাদপদ্ম দেখাও। যদি আমাকে
পাপকারী বলিয়া মনে করিয়া থাক,
তথাপি পাদপদ্ম দেখাইতে হইবে, যে
হেতু আমরা তোমার নাম বিস্মৃত হই

। সচ্ছুভির্ষদি কৃতা তদা ময়া
প্রাপ্যতাং সকলদুঃখহারকঃ ॥ ২৮
সুমতিরুচাচ ।
এবং গায়ন গুণান রাত্রে দিবাপি চ মহাপতিঃ
ক্ষণমাত্রং ন বিশ্বাস্তো নিদ্রামাপ ন বৈ সূখম্ ।
গায়ন গচ্ছন গৃণংস্তিষ্ঠন বদন্তোভদধনিশম্ ।
দর্শয়স্ব রূপানাথ স্বতন্ত্রং পুরুষোত্তম ॥ ৩০
এবং রাজঃ পঞ্চদিনং গতং গন্ধাক্ষিসঙ্গমে ।
তদা রূপাক্ষিঃ রূপয়া চিন্তয়ামাস গোপাতিঃ ॥ ৩১
অসৌ রাজা মদৌয়েন গানেন বিগতাস্বকঃ ।
পশুতানামকীং প্রেষ্ঠাং সুরাসুরনমস্কৃতাম্ ॥ ৩২
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ রূপাপুরিতমানসঃ ।
সন্ন্যাসিবেশমাস্বায় যথো রাজোহস্তিকং বিভুঃ
ভক্ত গাং মহারাজ ত্রিদণ্ডী যতিবেশধুক্ ।
ভক্তান্নকম্পয়া প্রাপ্তো বীক্ষিতস্তাপসেন হি ।

নাই। হে সুরাসুরার্চিত! পাপরাশি-
নাশক! দেব! আমরা তোমারই। যে
সকল ব্যক্তি তোমার নির্মল নাম উচ্চারণ
করে, তাহার সকল পাপশাগর হইতে
নিস্তার পায়, এই ক্ষতি যদি সত্য হয়,
তাহা হইলেও আমি সর্বদুঃখহারক তোমার
দর্শন পাইতে পার। সুমতি কহিলেন,—
রাজা রত্নগ্রীব এই প্রকারে অহোরাত্র বিচ-
রণ ও উপবেশনে হরিগুণগান করিতে
লাগিলেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রা বা
সুখের জন্ত বিশ্বাস্ত হইলেন না এবং
বলিতে লাগিলেন,—হে রূপানাথ! পুরুষো-
ত্তম! আমাকে তোমার শ্রীমূর্তি দেখাও।
এই প্রকারে সেই গন্ধাঙ্গারসঙ্গমে রাজার
পঞ্চদিবস অতিবাহিত হইলে রূপাসিন্ধু
গোপাত চিন্তা করিলেন, 'এই রাজা মদি-
ষয়ক গানে পাপশূন্ত হইয়াছে, আমার সুরা-
সুরনমস্কৃত অতিপ্রিয় শ্রীমূর্তি দর্শন করুক।
রূপাপুরিত-মানস ভগবান্ বিভু এই প্রকার
চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসিবেশ ধারণপূর্বক রাজার
সম্মুখে গমন করিলেন। ভক্তান্নকম্পী
ত্রিদণ্ডী যতিবেশধারী আগমনকালে তাপস

ওঁ নমো বিষ্ণবেত্যুক্তা নমস্ক্রে নৃপোত্তমঃ

অর্ঘ্যপাদ্যাসনৈঃ পূজাং চকার হরিমানসঃ ৷ ৩৫

উবাচ ভাগ্যমতুলং যন্তবানক্ষিগোচরঃ ।

অতঃপরং দাস্ততে মে গোবিন্দো নিজদর্শনম্

ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং পর্যাসী নিজগাদ তম্

রাজন শৃণুয কথিতং মম বাক্যং বিনিঃসৃতম্ ।

অহং জ্ঞানেন জানামি ভূতং ভবায় ভবচ্চ যৎ

তস্মাদহং ক্রবে কিঞ্চিচ্ছৃণুৈষকাগ্রমানসঃ ॥ ৩৮

শো মধ্যাহ্নে হরিদিতা দর্শনং ব্রহ্মহর্ষভম্ ।

পঞ্চতিঃ স্বজনৈঃ সাকং যাস্তসে পরমং পদম্ ॥

স্বমাত্যাস্ত মহিলা তব তাপসবাড়বঃ ।

পুরে তব করদ্বাখ্যঃ সাধুশ্চ তন্তুবায়

এতৈশ্চ পঞ্চাভিস্তস্মিন নীলে পরিতপ্তমৈ ।

যাস্তসে ব্রহ্মদেবেশ্চ-বন্দিতে সুরপূজিতে ॥ ৪১

ইতু্যকাদৃশ্তাং প্রাপ্ষো যতিঃ কাপি ন দৃশতে

তদাকর্ণ্য নৃপো হর্ষং প্রাপ চাপ্ সবিষ্ময়ম্ ॥ ৪২

ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়াছিলেন। হরিচিন্তাপরা-

য়ণ রাজা দর্শনমাত্র, “ওঁ নমো বিষ্ণবে”

বলিয়া নমস্কারানন্তর অর্ঘ্য পাদ্য ও আসন

দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং কহিলেন,

—আমি পরমভাগ্যবান; যে হেতু আপ-

নাকে দর্শন করিলাম। অতঃপর শ্রীগোবিন্দ

নিশ্চয়ই আমাকে দর্শন দিবেম। ২৩—৩৬।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী

কহিলেন,—হে রাজন! আমার উচ্চারিত

বাক্য শ্রবণ কর। আমি জ্ঞান দ্বারা ভূত-

ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটনা সকল জ্ঞাত আছি,

তজ্জ্ঞান একাগ্রমানস হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ

কর। আগামী কল্যাণকালে সম্মুখে শ্রীহরি

তোমাকে ব্রহ্মহর্ষভ দর্শন দিবেন; তাহাতে

তুমি পঞ্চ স্বজনের সহিত পরমপদ প্রাপ্ত

হইবে। তুমি, তোমার অমাত্য, স্বদীয়া পত্নী ও

তাপস ব্রাহ্মণ এবং তব পুরস্থিত করদ্বাখ্য সাধু

তন্তুবায় এই পঞ্চজনের সহিত ব্রহ্মদেবেশ্চ-

বন্দিত সুর-পূজিত পরিতপ্তম নীলাচলে

গমন করিবে। এই কথা বলিয়া সেই যতি

অদৃশ হইলেন। অশ্রু কৃত্রিম দৃষ্ট হইলেন

রাজোবাচ ।

স্বামিন্ কোহসৌ সমাগত্য সন্ন্যাসী

মাং যদৃচিবান্ ।

ন দৃশতে পুনঃ কুত্র গতৌহসৌ চিত্তহর্ষদঃ ॥ ৪৪

তাপস উবাচ ।

রাজঃশ্রব মহাপ্রেমাকৃষ্টচিত্তঃ সমভ্যাগাৎ ।

পুরুষোত্তমনাথায় সর্ষপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪৫

শো মধ্যাহ্নে পুরো ভাবী ভবিষ্যতি মহাগিরিঃ

তমাকুহ হরিং দৃষ্টা কৃতার্থস্বঃ ভবিষ্যসি ॥ ৪৬

ইতি বাক্যসুধাপূর-নাশিতস্বাস্তসঞ্জরঃ ।

হর্ষং যমাপ স নৃপো ব্রহ্মাপি ন হি বেত্তি তম্ ॥

তদা হৃদুভয়ো নেতুবীণাপণবগোমুখাঃ ।

মহানন্দস্তদা হাসীভ্রাজরাজস্ব চেতসি ॥ ৪৮

গায়নু হরিং ক্ষণং তিষ্ঠন নৃত্যান্ জল্পন

ইসন্ ক্রবন্ ।

না। রাজা তাহার বাক্য শ্রবণে যুগপৎ

হর্ষ ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। রাজা

কহিলেন,—হে স্বামিন! এই যে সন্ন্যাসী

অমার সহিত কথা কহিয়া গেলেন, তিনি

কে? সেই চিত্তানন্দদায়ক মহাপুরুষকে

অল্পসন্ধান দ্বারা আর কোথায়ও দেখা গেল

না। তাপস কহিলেন,—হে রাজন! ঐ

যতি সর্ষপাপপ্রণাশন পুরুষোত্তমদেব,

তোমার মহাপ্রেম দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া

তোমার সমীপাগত হইয়াছিলেন। আগামী

কল্যাণকালে সম্মুখে নীলপরিভ

দেখিতে পাইবে। তুমি তাহাতে আরোহণ

করিয়া শ্রীহরির দর্শন লাভে কৃতার্থ

হইবে। ৩৭—৪৬। রাজা তাপসের বাক্য-

মুতপ্রবাহপূর সেবনে চিত্তজর নিবারণ-

পূর্কক যে আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, ব্রহ্মাও

সেইরূপ আনন্দানুভবে অক্ষম। তৎকালে

হৃদুভি বীণা পণব গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য

নির্নাদিত হইতে লাগিল, মহারাজের অন্তঃ-

করণে মহানন্দের সঞ্চারণ হইল। তিনি কখন

বা হরিগুণগান করিতে করিতে পরমানন্দে

হাস্ত ও নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখন বা

আনন্দং প্রাপ সুঘনং সর্ষসস্তাপনাশনম্ ৷৪৯
সুমতিক্রবাচ ।

অথ সর্ষদিনং নীড়া হরিঅরগকীর্তনৈঃ ।
রাজৌ সুধাপ গঙ্গায়্য রোধস্যুকফলপ্রদে ৷৫০
দদর্শ স্বপ্নমধ্যে তু স স্বান্নানং চতুর্ভুজম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শর্ঙ্গকোদণ্ডারিণম্ ৷ ৫১
নৃত্যন্তং পুরুষে তমস্ত পুরতঃ শর্ষাদিদেবৈঃসহ
শ্রীমন্তঃ স্বতনয়ুৈতররিগদাসুখাজ্জহেত্যাপিভিঃ
বিশ্বকসেনবরৈর্গণৈঃ স্বত্নুভিঃ শ্রীশংসদো-
পাসিতং ।
দৃষ্টা বিশ্বয়মাপ লোকবিষয়ং হর্বং তথাভাডুতম্
দততঃ মনসোহভীষ্টে পুরুষোত্তমসংজিতম্ ।
আস্থানক রূপাপাত্রমস্ত ত মহামতিঃ ৷ ৫৩
ইত্যেবং স্বপ্নবিষয়ে দদর্শ নৃপসন্তমঃ ।
প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বিপ্রায় জগাদ স্বপ্নমৌক্ষিতম্ ।
তচ্ছূয়া বাভবো ধীমান্ কথয়ামাস বিস্মিতঃ ।

উপবেশনপূর্ষক শ্রীহরির নাম কীর্তন বা
তল্লালা জল্পন করিয়া সর্ষসস্তাপনাশক
সুগাঢ় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন ।
সুমতি কহিলেন,—অনন্তর রাজা সেই
বহুপুণ্যফলপ্রদ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে শ্রীহরির
অরগ-কীর্তনে দ্বিভাগ যাপন করিয়া
রাহিতে স্নিজা ভোগ করিলেন । স্বপ্নে
দেখিলেন, সুসুন্দরমূর্ত্তি বিশিষ্ট গদা শঙ্খ
পদ্ম ও শর্ঙ্গ ধনু প্রভৃতি এবং মহাদেবাদি-
গণের সহিত নিজেও শঙ্খ চক্র গদা
পদ্ম ও কোদণ্ডে শোভিত চতুর্ভুজ, ধারণ
করিয়া পুরুষোত্তমের সম্মুখে নৃত্য করিতে-
ছেন । বিশ্বকসেনপরায়ণগণের সহিত নিজ
শরীর দ্বারা মনোভীষ্টদায়ক পুরুষোত্ত-
মাধ্য শ্রীপতিকে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময় ও
লোকাভীত অদ্ভুত হর্ব প্রাপ্ত হইলেন ।
মহামতি রাজা আপনাকে তাঁহার অল্পগ্রহপাত্র
বলিয়া মনে করিলেন । ৪৭—৫৩ । রাজা
প্রাতঃকালে জাগ্রিত হইয়া উক্ত প্রকার
স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার তাপস ব্রাহ্মণকে কহিলেন ।
রাজার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই ধীমান্ তাপস

রাজস্বয়ামৌ দৃষ্টৌ যঃ পুরুষোত্তমসংজিতঃ ।
দাস্ততে শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিতাং স্বত্নুঃ হরিঃ ।
ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং রত্নগ্রীবো মহামনিঃ ।
দাপয়ামাস দানানি দীনানানং মানসোচিতম্ ।
স্নাত্বা গঙ্গাদিসংযোগে তর্পয়িত্বা পিতৃন স্মরান
গায়ন্ হ রণগ্রামং প্রত্যেক্ত চ দর্শনম্ ৷৫৭
ততো মধ্যাহ্নসময়ে দিবি ত্নুভয়ো মুহুঃ ।
জল্পুঃ সুরকরাঘাত-বহুশব্দমুশদিতাঃ ৷ ৫৮
অকস্মাৎ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ বভূব নৃপমস্তকে ৷ ৫৯
ধনোহসি নৃপবর্ষান্তং নীলং পশ্যাক্ষিগোচরম্ ।
শৃণোতীতি যদা বাক্যং নৃপো দেবপ্রণোদিতম্
তদাসিসুর্ঘ্যকোটীনামধিকান্তিধরোহুঙ্কৃতঃ ।
রাজোহক্ষিগোচরোজাতোনীলনামা মহাগিরিঃ
রাজতৈঃ কাঞ্চনৈঃ শৃঙ্গৈঃ সান্ত্বাৎ পরিরাজিতঃ
কিমরিঃ প্রজলতোয বিতীঃ কিমুভাস্করঃ ৷৬২

বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—হে মহারাজ ! তুমি
স্বপ্নে পুরুষোত্তমনামধারী শ্রীহরিকেই দেখি-
য়াছ । তিনি তোমাকে শঙ্খ চক্রাদি-শোভিত
নিজ তনু দান করিবেন । তাপসের বাক্য
শ্রবণ করিয়া মহামনা রাজা রত্নগ্রীব গঙ্গা-
সাগরসঙ্গমে স্নানানন্তর দেবতা ও পিতৃগণের
সন্তর্পণ করিয়া দীনগণকে বাসনারূপ ধনাদি
দানের নিমিত্ত অমাত্যের প্রতি অল্পমতি
করিলেন এবং হরিগুণগায় গান কা তে
করিতে দর্শনের অপেক্ষা করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে,
স্বর্গে দেবগণহস্ত-তাজিত নানামনোহর
ধ্বনিবিশিষ্ট ত্নুভৈসমূহ নির্নাদিত হইতে
লাগিল, অকস্মাৎ রাজার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি
হইতে লাগিল । ৫৪—৫৯ । “হ নৃপবর্ষ !
তুমি ধনু, ঐ নীল পরীত দেখ” রাজা এই
দেব-প্রণোদিত বাক্য শ্রবণমাত্রই, কোটি
সুর্ঘ্য অপেক্ষাও অধিক তেজোময় সেই
অদ্ভুত নীল পরীত দৃষ্টগোচর করিলেন ।
উহার চতুর্দিকে রজতময় ও কাঞ্চনময় শৃঙ্-
সমূহ শোভা পাইতেছে । তাহা দেখিলে
বোধ হয় ইহা কি প্রজলিত অগ্নিরাশি বা

কিময়ং বৈহ্যাতঃ পুঞ্জো হকস্মাৎ স্থিরকাস্তিধ্বং
তাপসব্রাহ্মণো দৃষ্টৌ নীলপ্রস্থঃ স্নুশোভিতম্ ।
রাজেনিবোধয়ামাস এষ পুণ্যো মহাগিরিঃ ॥৬৩
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ শিরসা প্রণনাম হ ॥ ৬৪
ধস্তোহস্মি কৃতকৃত্যোহস্মি নীলো মে

দৃষ্টিগোচরঃ ।

অমাত্যো রাজপত্নী চ করহস্তস্তায়কঃ ॥ ৬৫
নীলদর্শনসংক্লেপ্তা বভূবুঃ পুরুষধৰ্ত ।
পটেকতে বিজয়ে কালে নীলপর্কীতমারুহন ॥ ৬৬
মহাত্মনুভিনির্ঘোষান শৃৎস্তো হময়ৈঃ কৃতান ।
তস্তোপরিভনে শৃঙ্গে চিত্রেপাদপরাজিতে ॥ ৬৭
দদর্শ হাটকাবধঃ দেবালয়মম্বস্তমম্ ।
ব্রহ্মাগত্য সদা পূজাং করোতি পরিমেষ্টিনঃ ॥
নৈবেদ্যং কুরুতে যত্র হরিসস্তোষকারকম্ ।
দৃষ্ট্বাধ তত্র বিমলং দেবায়তনমম্বুতম্ ॥ ৬৯
প্রবিবেশ পরীবারৈঃ পঞ্চভিঃ সহ সন্তঃ ।
তত্র দৃষ্টা জাতরূপে মহামণিবিচিত্রিতে ॥ ৭০

সিংহাসনে বিরাজস্তঃ চতুর্ভুজমনোহরম্ ।

চণ্ডপ্রচণ্ডবিজয়-জয়াদিভিকুপাসিতম্ ॥ ৭১

প্রণনাম সপত্নীকৌ রাজা সেবকসংযুতঃ ।

প্রণম্য পরমাত্মানং মহারাজং নৃপোত্তমঃ ॥ ৭২

শ্রাপয়ামাস বিধিবদ্বৈদোক্তৈঃ স্নানমস্তকৈঃ ।

অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং চক্রে স্ত্রীভেন মনসা নৃপঃ ।

চন্দনেন বলিপৈনং বস্ত্রে চ বিনিবেদ্য চ ।

ধূপমারাত্রিকং কুহ্মা সর্কস্বাহ্মনোহরম্ ॥ ৭৪

নৈবেদ্যং ভগবনুর্ভ্যে স্তবদয়দধৌ নৃপঃ ।

প্রণম্য চ স্তম্বিতং চক্রে তাপসব্রাহ্মণেন চ ।

যথামতি গুণগ্রামশুভ্রিতস্তোত্রসংক্ৰয়ৈঃ ॥ ৭৬

রাজোবাচ ।

একস্তং পুরুষং সাক্ষাদ্ ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ

কার্যাকরণতো ভিন্নো মহন্তস্বাদিপূজিতঃ ॥ ৭৬

ত্বরাভিকমলাজ্ঞপ্তে কব্রশ্বল্পেত্রসস্তরঃ ।

ঐয়াজ্ঞপ্তঃ কবোহ্যাস্তা বিধ্বস্তা পরিচেষ্টিতম্ ॥৭৮

স্বত্তো জাতং পুরাণাদ্যং জগৎ স্বাস্ত্ৰ চরিস্থ চ

ষিভীয় মূর্ধ্য অথবা অকস্মাৎ স্থিরকাস্তিধ্বারী
বৈহ্যতিক তেজোরশি? তাপসব্রাহ্মণ,
স্নুশোভিত নীল প্রস্থ দর্শন করিয়া রাজাকে
কহিলেন,—হে রাজন! এই সেই পরম
পবিত্র নীলগিরি। রাজা তচ্ছ্রুত্বাৎ নীলা-
চলোদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,
—আমি নীলাচল দর্শনে ধস্তা ও কৃতকৃত্য
হইলাম। তাঁহার অমাত্য, রাজপত্নী ও
করহনামক তচ্ছ্রুত্বাৎ নীলাচল দর্শনে
অতীত আন্দিত হইল। এই পঞ্চ বাক্তি
বিজয়কালে পর্কীতোপরি আরোহণপূর্কক
দেবগণ-বাদিত মহা-ত্মনুভি-নির্ঘোষ শ্রবণ
করিলেন। তাহার উপরিস্থিত চিত্রেপাদপ-
রাজিত শৃঙ্গে একটা অত্যাৎকষ্ট স্বর্ণপ্রাচীর-
বেষ্টিত দেবালয় দর্শন করিলেন। পরমেষ্ঠী
ব্রহ্মা, প্রতিদিন তথাই আগমনপূর্কক পূজা
করিয়া হরিসস্তোষসাধক নৈবেদ্য দান করিয়া
ধাকেন। রাজা পঞ্চ পরিবারপরিবৃত্ত হইয়া
সেই বিমল অম্বুত দেবালয়মধ্যে প্রবেশ
করিলেন। দেখিলেন,—স্বর্ণ-নির্মিত মহামণি-

বিচিত্রিত সিংহাসনে চণ্ড প্রচণ্ড বিজয় ও
জয়াদিসেবিত চতুর্ভুজ মনোহর বিগ্রহ শোভা
পাইতেছেন। রাজা পত্নী ও সেবকগণের
সহিত জগৎপতি পরমাত্মাকে নমস্কার করি-
লেন। অনন্তর তাঁহাকে বোদ্ধোক্ত মন্ত্রসমূহ
দ্বারা বিধিবৎ স্নান করাইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য
দানপূর্কক গাত্রে চন্দন লেপন ও বস্ত্রধয়
নিবেদন এবং ধূপারাত্রিক বিধান করিয়া সর্ক
স্বাহ মনোহর নৈবেদ্য নিবেদন করিলেন।
অতঃপর প্রণামান্তে তাপসব্রাহ্মণের সহিত
ভগবদ্বশুণ-পরিপূর্ণ স্তোত্রসমূহ দ্বারা যথাজ্ঞান
স্তব করিতে লাগিলেন। ৭০—৭৫। রাজা
কহিলেন ;—তুমিই প্রকৃতির অতীত একমাত্র
পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান, কার্য ও কারণ-
রূপে ভিন্ন (স্থল ও স্থল) মহন্তস্বাদি পূজিত
ব্রহ্মা তোমার নাভিকমল হইতে এবং ক্রু
তোমার নেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমারই
আজ্ঞানুসারে এই বিশ্বের পরিচালন-কার্য
করিতেছেন। হে পুরাণ পুরুষ! এই নমস্কার

চেতনাশক্তিযাবিশ্ব স্বয়ং চেতয়ন্ত হে ॥৭৯

তব জন্ম তু নাশ্চেত্ব নাস্তন্তব জগৎপতে ।

বুদ্ধিক্ষয়পরীশামাশ্বয়ী সন্ত্যেব নো বিতো ॥৮০

তথাপি ভক্তয়ক্ষার্থং ধর্মস্থাপনহেতবে ।

করোষি জন্মকর্ম্মাণি হনুরূপশুণানি চ ॥ ৮১

অয়া মাৎস্বং বপুষ্প্ণা শঙ্খা নিহতোহসুরঃ ।

বেদাঃ সুরক্ষিতা বক্ষন মহাপুরুষ পূর্কজ ॥৮২

শেষো ন বেত্তি মহাশ্ব্যং ভারত্যপি মহেশ্বরী

কিমূতোস্তে মহাবিক্ষো মাদৃশাশ্ব কুবুদ্ধয়ঃ ॥৮৩

মনসা স্বাং ন চাপোত্তি বাগিয়ং পরমেশ্বরী ।

তন্মাদহং কথং স্বাং বৈ স্তোতুং স্তামীধরঃ

প্রভো ॥ ৮৪

ইতি স্বদা স শিরসা প্রণামমকরোমুহঃ ।

গঙ্গদশম্বরসংস্কো যোমহধাক্ষিতাক্ষকঃ ॥ ৮৫

ইতি স্বদা প্রহৃষ্টাশ্বা ভগবান পুরুষোত্তমঃ ।

জড়জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,

অহো তুমিই চেতনাশক্তির সমাবেশ দ্বারা

উহাকে সচেতন করিতেছ, হে জগৎপতে !

তোমার জন্ম, নাশ, বৃদ্ধি, ক্ষয়, ও পরিণাম

নাই। তথাপি ভক্তগণের রক্ষা ও ধর্ম-

সংস্থাপনের নিমিত্ত দেব-তির্যক্-নরাদিতে

অবতীর্ণ হইয়া অল্পরূপ কার্য্য সকল

করিয়া থাক। ৭৬—৮১। হে মহাপুরুষ

ব্রাহ্মণ! তুমি মৎস্ব দেহ ধারণ করিয়া

শঙ্খাসুরের নিধনপূর্বক বেদচতুষ্টয় রক্ষা

করিয়াছিলে। অনন্তদেব তোমার মহিমা জ্ঞাত

নহেন, মাহেশ্বরী ভারতী দেবীও তোমার

মহিমাবর্ণনে অক্ষমা; অতএব হে মহা-

বিক্ষে। মাদৃশ কুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তোমার মহি-

মার বিষয় কি জানিবে? হে ঈশ্বর! হে প্রভো!

যখন পরমেশ্বরী বাগ্‌দেবীও তোমাকে মনে

ধারণা করিতে অক্ষমা, তখন আমি কি প্রকারে

তোমার স্তব করিব? রাজা গঙ্গদশম্বরে

রোমাঞ্চিতশরীরে এই প্রকার স্তব করিয়া

কুম্ভাবলুণ্ড-শির হইয়া পুনঃ পুনঃ

নমস্কার করিতে লাগিলেন। ৮২—৮৫। ভগ-

বান পুরুষোত্তম, রাজার এই স্ততি শ্রবণে

উবাচ বচনং সত্যং রাজানঃ প্রতি সার্থকম্ ।

শ্রীভগবান্নরাচ ।

তব সত্য্যতিরহোহভূমম রাজান মহামতে ।

জানীহি স্বঃ মহারাজ মাঞ্চ প্রকৃতিতঃ পরম্ ॥

নৈবেদ্যভক্ষণং স্বঃ হি শীত্রং কুঞ্চ মনোহরম্ ।

চতুর্ভুজস্বঃ প্রাপ্তঃ সন গন্তাসি পরমংপদম্ ॥৮৬

স্বংকৃতস্ততিরহেন যো মাং স্তোষ্যতি মানবঃ ।

তস্তাপি দর্শনং দাস্তে তুষ্টিমুক্তিপ্রদং পরম্ ॥

ইতোবাং বচনং রাজা স্বঃ ভগবতোদিতম্ ।

নৈবেদ্যভক্ষণং চক্রে চতুর্ভিঃ সহ সেবকৈঃ ॥৯০

ততো বিমানং সম্প্রাপ্তঃ কিক্বিনীজালমাণ্ডিতম্

অপ্সরোবৃন্দসংসেব্য-সর্কভোগসমধিতম্ ॥৯১

পুরুষোত্তমসঙ্গঞ্চ পশ্চান রাজা স ধার্মিকঃ ।

ববন্দে চরণৌ তস্য কৃপাপাত্রকৃতাস্বকঃ ॥৯২

তদাজয়া বিমানে স আকুহ মহিলাযুতঃ ।

জগাম পশ্চতন্তস্ত দিবি বৈকুণ্ঠমভূতম্ ॥৯৩

প্রহৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া তাঁহার প্রতি সত্য অর্ধ-

যুক্ত বাক্য করিলেন;—হে মহামতে রাজান!

তোমার স্তব দ্বারা আমার অতীত হর্ব-জয়ি

য়াছে, হে মহারাজ! তুমি আমাকে প্রকৃতির

অতীত বলিয়া জান। সত্য মন্নিবেদিত

নৈবেদ্য ভক্ষণ কর, তাহা হইলে চতুর্ভুজস্ব

প্রাপ্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইবে ॥৬—৮৬

যে মানব তোমার কৃত এই স্ততিরত্বদ্বারা

আমার স্তব করিবে, আমি তাহাকে সর্কবিধ

ভোগ ও মুক্তিপ্রদ মদর্শন দান করিব।

রাজা ভগবত্কৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চারি

দ্বন্দ্ব অল্পচরণে সহিত নৈবেদ্য ভক্ষণ করি-

লেন। অনন্তর কিক্বিনীজাল-মাণ্ডিত অপ্সরো-

গণসেবিত, নানা ভোগ্য বস্তুসম্বলিত

পুরুষোত্তমাধিষ্ঠিত বিমান উপস্থিত দেখিয়া

ধার্মিক রাজা আপনাকে পুরুষোত্তমের কৃপা-

পাত্রে জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনাপূর্বক

তদীয় আজান্নসারে সতীক বিমানে আরো-

হণ করত ভগবৎ-প্রদর্শিত গগন-পথে

অভূত-বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। মহা-

রাজের সর্ক ২৩৩৩কুশল সর্কধর্ম্মসত্যনাম-

মন্ত্রী ধর্মপত্নী রাজঃ সর্বধর্মবিদ্বন্তমঃ ।
 যযৌ সাকং বিমানেন ললনাবৃন্দসেবিতঃ ॥২৪
 তাপসত্রাক্ষণস্তত্র সর্বতীর্থাবগাহকঃ ।
 চতুর্ভূজঃ সম্প্রাপ্তো যযৌ দেবৈর্কিমানিভিঃ ।
 করযোহপি মহারাজ গানপুণ্যেন দর্শনম্ ।
 প্রাপ্তো যযৌ সুর্য্যবাস সর্বদেবাদিহর্ষভম্ ।
 সর্কে প্রচলিতা গিষুলোকং পরমমভূতম্ ।
 চতুর্ভূজাঃ শঙ্খচক্রেগদাপাখোজধারিণঃ ॥ ২৭
 সূর্কে মেঘশিখাঃ শুক্লা লসদন্তোজপাণয়ঃ ।
 হারকে যুগলকটকেভূষিতাঙ্গা যযুর্দ্বিমম্ ॥ ২৮
 তথিমানাবলৌদ্ ঠ্টা লোকৈঃ প্রকৃতিভিস্তদা ।
 হৃদ্বতীনাঙ্ক নিধৌযন্তেঃ কৃতঃ কর্ণগোচরঃ ॥২৯
 তদৈকো ব্রাহ্মণো হ্যাদীদ্বিষুপাদাজংলভঃ ।
 গতস্তথিরহাকৃষ্টচেতা জাতস্তচতুর্ভূজঃ ॥ ১০০
 তজ্জিহ্বা বীক্ষ্য তে লোকাঃ প্রশংসন্তে
 মহোদয়ম্ ।

ধারী মন্ত্রীও অপ্নরোরুন্দ-সেবিত হইয়া তাঁহার
 সহিত বিমানারোহণপূর্বক বৈকুণ্ঠে গমন
 করিলেন। ৮৯—২৪। সর্বতীর্থাবগাহক
 চতুর্ভূজপ্রাপ্ত তাপসত্রাক্ষণও বিমানারোহী
 দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।
 হে মহারাজ! করষ নামক তন্ত্ৰায় হরি-
 ণগান-পুণ্যধারা পুরুষোত্তমের দর্শন লাভ
 করিয়া চতুর্ভূজ হইয়া সর্বদেবাদি-হর্ষভ
 বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। তাঁহার সাকলে
 মেঘশ্রাবণ ও শঙ্খ-চক্রে-গদা-পদ্ম-ধারী
 চতুর্ভূজ দেহ ধারণ করিয়া অস্ত্র ত বিসুলোকে
 গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হস্ত-
 স্থিত পদ্ম ও অঙ্গস্থিত হার কেয়ুর কটক
 প্রভৃতি ভূষণ স্বর্গপথে শোভা বিস্তার করিতে
 লাগিল। ২৫—২৮। তাঁহাদিগের বিমান-
 বলা দেখিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ যে হৃদ্বভিধ্বনি
 করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের কর্ণগোচর
 হইয়াছিল। তৎকালে আর একটি হরি-
 পাদাঙ্ক-শ্রিয় ব্রাহ্মণ মহারাজের বিরহে
 কাতর হইয়াছিলেন। তিনিও চতুর্ভূজ হইয়া
 বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। জনসমূহ এই

গন্ধাসাগরসংযোগে দ্বাব্যভুতং পুরং প্রতি ॥
 অহো ভাগ্যং ভূমিপতে যযুগ্রীবস্ত সন্মতেঃ ।
 জগমানেন দেহেন তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥
 রাজরসো নীলগিরিঃ পুরুষোত্তমসংকৃতঃ ।
 যং বীক্ষ্যৈব ব্রজস্তুত্বা বৈকুণ্ঠং পরমায়নম্ ॥
 এতন্নীলস্ত মহান্ধ্যাং যঃ শৃণোতি স্মৃত্যগ্যবান
 যঃ শ্রাবয়তি লোকান বৈ তৌ গচ্ছেতাংপরং
 পদম্ ॥ ১০৪
 এতচ্ছূয়া ত হুঃস্বপ্নো নশ্চতি স্মৃতিমাত্রতঃ ।
 প্রাপ্তে সংসারনিস্তারং দদাত পুরুষোত্তমঃ ॥
 যোহঙ্গৌ নীলাদ্রিবাসৌ চ স রামঃ পুরুষোত্তমঃ
 সীতা সাকামহালক্ষ্মীঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ১০৬
 হৃদমেধং চরিত্বা স লোকান বৈ পাবয়িষ্যতি ।
 যন্নাম ব্রহ্মহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তে প্রদিশ্যতে ॥ ১০৭

আশ্চর্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মহোদয়
 নৃপতির প্রশংসা করিতে করিতে গন্ধাসাগর-
 সঙ্গমে স্নান করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল।
 ২৯—১০১। অহো উত্তমমতি মহোপাল
 যযুগ্রীবের কি সৌভাগ্য! তিনি পার্শ্ব
 দেহ লইয়াই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।
 হে রাজন! এই নীলগিরি পুরুষোত্তমের
 অধিষ্ঠানহেতু পরম পবিত্র; লোকে ইহা
 দর্শন করিলে পরম স্থান বৈকুণ্ঠে গমন
 করে। যে সৌভাগ্যবান মানব এই নীল-
 চলমাহান্ধ্য শ্রবণ করেন এবং যিনি শ্রবণ
 করান, তাঁহার উভয়ে পরম পদ প্রাপ্ত
 হন। ইহা শ্রবণ করিলে হুঃস্বপ্ন নাশ পায়,
 ইহা স্মরণ করিলে ভগবান পুরুষোত্তম,
 তাহার প্রাণান্তকালে সংসার হইতে নিস্তার
 করেন। এই নীল পর্বতের অধিষ্ঠাতা
 পুরুষোত্তম দেবই শ্রীরামচন্দ্র; সাকাম মহা-
 লক্ষ্মী সীতা দেবী, সর্ব বস্তুর কারণ যে
 প্রকৃতি, তাহারও কারণ অর্থাৎ মহাশক্তি-
 রূপিণী। সেই রামচন্দ্রেই অধমেধ যজ্ঞাহুষ্ঠান
 দ্বারা লোকসমূহকে পবিত্র করিবেন, তাহা-
 রই নাম ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তে উপ-

ইদানীং তক্ষয়ঃ প্রাপ্তো নীলে পৰ্বতসত্তমে ।
 পুরুষোত্তমদেবং ত্বং নমস্করু মহামতে ॥ ১০৮
 তত্র নিম্পাপিনো ভূবা বাস্তুমঃ পরমং পদম্ ।
 যন্ত প্রসাদাৎ হবো নিস্তীর্ণা ভবসাগরাৎ ॥ ১০৯
 এবং প্রবদন্তস্ত প্রাপ্তোহস্থো নীলপৰ্বতম্ ।
 বায়ুবেগেন পৃথিবীং কুর্কন সংক্লমণ্ডলাম্ ।
 তদা রাজাপি তৎপৃষ্ঠচারী নীলাভধং গিরিম্
 প্রাপ্তো গন্ধাক্ষিসংযোগে স্নাত্বাগাৎ পুরুষো-
 ত্তমম্ ॥ ১১১
 ত্বা নভা চ তং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
 জাতং কৃতার্থমাত্মানমমস্ত ত শক্রহা ॥ ১১২
 ইতি জীপাদ্যে পাতালখণ্ডে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥

দৃষ্ট হইবেক। অধুনা তাঁহার যজ্ঞাৰ নীলাখ্য
 পৰ্বতসত্তমে উপস্থিত হইয়াছে। হে
 মহামতে! তুমি পুরুষোত্তম দেবকে নমস্কার
 কর। ষাঁহার প্রসাদে বহু মানব ভব-
 সাগর হইতে নিস্তার পাইয়াছে, আমরাও
 সেই নীলপৰ্বতস্থ পুরুষোত্তম দৰ্শনে
 নিম্পাপ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইব। এই
 প্রকার বলিতে বলিতে তাঁহার অৰ্থ বায়ু-
 বেগে পৃথ্বীমণ্ডল সংক্লমণ করিয়া নীলাচলে
 উপস্থিত হইল। অথারোহী রাজাও নীলা-
 চলে উপস্থিত হইয়া অৰ্থ হইতে অবতরণ
 করিল গন্ধা-সাগর-সঙ্গমে স্নানপূৰ্বক পুরুষো-
 ত্তমসমীপে গমন করিলেন। শক্রতাপন নর-
 পতি সুরাসুরনমস্কৃত পুরুষোত্তম দেবের
 ভক্তিপূৰ্বক নমস্কার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ
 মনে করিলেন। ১০২-১১২।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

ক্ৰণং স্থিত্বা তৃণাশ্বা যবো বাজী মনোজবঃ ।
 বীরশ্ৰেণীবৃতঃ পত্র ভালে ধৃষা স্যামরঃ ॥ ১
 শক্রয়েন সুবীরেণ লক্ষ্মীনিধিনুপেণ চ ।
 পুঙ্কলেনোগ্রবাহেণ প্রতাপাগ্রোণ রক্ষিতঃ ॥ ২
 যযৌ পুরীং স চক্রাঙ্কঃ সুবাহুপরিরক্ষিতাৰ্ধ ।
 অনেকবীরকোটিভী রক্ষিতোহহুগতঃ প্রভো
 তদা পুত্রোহস্ত দমনো যুগয়ামাশ্বিতো মহান ।
 দদর্শাৰ্ধঃ ভালপত্রং চন্দনাদিকচর্চিতম্ ॥ ৪
 বিলোক্য সেবকং প্রাহ কশাৰ্ণে

মেহক্ষিগোচরঃ ।

ভালে পত্রং ধৃতং কিং হু চামরং কিং হু

শোভনম্ ॥

ইতি রাজো বচঃ ক্রবা সেবকঃ প্রযযৌ ততঃ
 যত্রাসৌ বস্তুতে বাজী ভালপত্রসুশোভনঃ ॥ ৬
 গৃহীত্বা তং কেশসজ্জ্যে রত্নমালাবিভূষিতম্ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

অনন্তর কহিলেন—চামরমুক্ত মনোজব
 অৰ্থ ক্ৰণকাল অবস্থিত ও তৃণাদি ভোজন
 করিয়া ললাটে বীরশ্ৰেণীবৃত পত্র ধারণপূৰ্বক
 গমন করিতে লাগল। সুবীর শক্রয় লক্ষ্মী-
 নিধি নামক রাজা এবং প্রচুর অগ্রগামি-
 সেনাসহ প্রতাপাগ্র্য নামক রাজা অৰ্ণের রক্ষণে
 নিযুক্ত ছিলেন। হে প্রভো! সেই অৰ্থ
 পশ্চাত্তানে কোটী কোটী বীর দ্বারা রক্ষিত
 হইয়া সুবাহুবিরক্ষিতা চক্রাঙ্ক পুরীতে গমন
 করিল। তখন রাজা সুবাহুর যুগয়া-
 গত দমন নামক বীর পুত্র, চন্দনাদি
 চর্চিত ভালপত্র অৰ্থ দেখিতে পাইলেন।
 সেবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার
 অৰ্থ দেখিতেছি, ইহার কপালে পত্র ও
 সুশোভিত চামর কেন? রাজার এই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া সেবক ভালপত্র সুশোভন রত্ন-
 মালাবিভূষিত অৰ্ণের নিকট গমন ও কেশর-
 সমূহ ধারণপূৰ্বক তাহাকে সুবাহুকুলধরত্ব

নিদায় পার্শ্বং তুপশ্চ সুবাহুকুলধারিণঃ ॥ ৭ ॥ অদ্য মে নিশিতা বাণাঃ শক্রয়ঃ কিংগুকং
 স পত্রং বাচনামাস স্কন্দরাক্ষরশোভনম্ । যথা ।
 অঘোধ্যাধিপতিশাসীভ্রাজা দশরথো বলী ॥ ৮ ॥ পুষ্পিতং বিদধত্বন্ধা কতাবৃতশরীরকম্ ॥ ১৫ ॥
 তস্তাশ্বজ্ঞো রামভদ্রঃ সৰ্বশুরশিরোমণিঃ । দারয়ন্ত কপোলাশ্চ সায়কা মম দন্তিনাম্ ।
 নাস্তোহস্তি তৎসমঃ পৃথ্যাং ধনুর্ধরণবিক্রমঃ ॥ ৯ ॥ অস্থান পশুন্ত শতশো রুধিরৌষধপরিপ্লুতান্ ॥
 [তেনাসৌ মোচিতে বাজী চন্দনাদিচর্চিতঃ । পিবন্ত যোগিনী সন্ধ্যা রুধিরাপি নুমন্তকৈঃ ।
 তং পালয়তি ধর্ম্মাশ্বা শক্রয়ঃ সৰ্ববীরহা ॥ ১০ ॥ শিবা ভবন্ত সন্তুষ্টা মর্ষৈরিক্রব্যাতক্ৰণৈঃ ।
 যন্ত শূরা বয়ং বীরা ধনুহন্তা বয়ং ত্বিতি । পশুন্ত স্তুভটাস্তস্ত মম বাহবলং মহৎ ॥
 তে গৃহুন্ত বলাহাঘং রত্নমালাবিভূষিতম্ ॥ ১১ ॥ কোদগুদগুনির্মুক্তাঃ শরকোটীর্কিমুক্তাঃ ॥ ১৭ ॥
 মোচয়িষ্যতি শক্রয়ঃ সৰ্ববীরশিরোমণিঃ । ইখমুক্তো মহীপশু তল্পজো দমনাভিধঃ ।
 অস্তথা পাদয়োস্তস্ত প্রণতিং যান্ত ধ্বনিঃ ॥ ১২ ॥ স্বপুরুং প্রেবদিশ্বা তং প্রহস্তৌহভবহুস্তটঃ ॥ ১৮ ॥
 ইত্যভিপ্রায়মালোক্য জগাদ নৃপনন্দনঃ । সেনাপতিমুবাচেনং সজ্জীকৃক মহামতে ।
 রাম এব ধনুর্ধারী ন বয়ং ক্রিয়য়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥ সেনাং পরিমিতাং মহং বৈরিবৃন্দনিবারণে ॥
 তাতে মম দ্বিতে পৃথ্যাং কোহয়ং গর্বে । সজ্জাং সেনাং বিধায়ান্ত সন্মুখো রণমণ্ডলে ।
 মহান ভুবি । স্থিতবান্ যাবদভ্যুগ্রস্তাবৎ প্রাপ্তা হ্যায়ুগাঃ ॥
 প্রাপ্নোতু গর্ভস্ত কলং মম নির্ধুক্তসায়কৈঃ ॥ কাশৌ হয়ো মহারাজো ভালপত্রৈণ চিহ্নিতঃ ॥

রাজা দমনের নিকট আনয়ন করিল। রাজা
 অশ্বের ললাটস্থিত স্কন্দরাক্ষর-শোভিত
 পত্র পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিলেন—অঘোধ্যা
 নগরে মহাবলী দশরথ নামে নরপতি ছিলেন,
 তাঁহার পুত্র রামভদ্র সৰ্ববীরশ্রেষ্ঠ, পৃথি-
 বীতে তাঁহার তুল্য ধনুর্ধর বীর আর
 নাই। তিনি এই চন্দনাদিচর্চিত অশ্ব
 মোচন করিয়াছেন এবং পরবীরহা ধর্ম্মাশ্বা
 শক্রয় তাহার রক্ষা করিতেছেন। ষাঁহার
 আপনাদিগকে ধনুর্ধারী ও বীর বলিয়া
 অভিমান করেন, তাঁহার্য বলপূর্বক এই রত্ন-
 মালাভূষিত অশ্ব ধারণ করুন, সৰ্ববীর-
 শিরোমণি শক্রয় তাঁহাদিগের হস্ত হইতে
 অশ্ব মোচন করিবেন। যদি উক্ত অভিমান
 না থাকে, তবে সেই সকল ধনুর্ধারী তাঁহার
 পদে প্রণতি করুন। ১—১২। নৃপনন্দন,
 পত্রের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন,—
 কেবল রামই ধনুর্ধারী, তিনি কি আমা-
 দিগকে ক্রিয় বলিয়া মনে করেন না?
 আমার শিতা জীবিত থাকিতে পৃথিবীতে
 তাঁহার কি এত অধিক গর্ভ হইয়াছে?

আমার নিক্ত শরসমূহদ্বারা সকলে গর্বেয়
 উপযুক্ত কল পাউক। অদ্য আমার নিশিত
 বাণসমূহ শক্রয়ের শরীর ভেদ করিয়া
 সরক্তকতাপ্লুত করিয়া পুষ্পিত কিংগুক-
 রক্ষের স্তায় করুক। আমার শর-
 নিকর করিবৃন্দের গণ্ডস্থল ভেদ ও অশ্ব-
 সমূহকে বিদ্ধ করিয়া রুধিরৌষধপরিপ্লুত
 করুক। সন্ধ্যাযোগিনী নরমন্তকের সহিত
 রুধির পান করুন। শৃগালগণ, আমার শক্রের
 মাংস ভক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হউক। শক্রয়ের
 সুযোদ্ধারা কোদগুদগু হইতে শতকোটি শর
 নিক্ষেপকম আমার মহৎ বাহবল দেখুক।
 নৃপনন্দন মহাশ্বা দমন সেই অশ্ব রাজ-
 ধানীতে প্রেরণ করিয়া হস্তমনা হইলেন
 এবং সেনাপতিকে কহিলেন, হে মহা-
 মতে! তুমি আমার নিমিত্ত শক্রনিবারণের
 জন্ত পরিমিত সেনা সজ্জিত কর। সেনা
 সজ্জা করিয়া দমন যখন অভ্যুগ্রভাবে যুদ্ধার্থ
 রণে সম্মুখীন হইলেন, তখনই অশ্বরক্ষকের
 উপস্থিত হইল। ১১—২০। অনন্তর অশ্ব
 রক্ষকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পরস্পরকে

পপ্রচ্ছুস্তে তু চাত্তোহস্তমতিব্যাকুলিতা মুক্তঃ
 ভাবদদর্শ পুরতঃ প্রতাপাগ্র্যঃ পরস্তপঃ ।
 সজ্জীকৃতং তু কটকং বীরশক্দিনাদিতম্ ॥২২
 তত্রাবদন ভটঃ কেচিন্নীতোহস্থোহনেন ভূপতে
 স্তত্রথা সস্মৃগন্তিষ্টেৎ কথং ধীরো বল্লুগঃ ॥
 ইত্যাকর্ণ্য প্রতাপাগ্র্যঃ প্রেসয়ামাস সেবকম্ ।
 স গতা তত্র পপ্রচ্ছ কুত্রাশো রামভূপতেঃ ॥ ২৪
 কেন নীতঃ কুতো নীতো রামঃ জানাতি

নো কুধীঃ ।

যং শক্রপ্রমুখা দেবা বলিমাধায় সন্নতাঃ ॥ ২৫
 তস্ম বৈ ধর্ম্মরাজস্য কুপিতং তু বলং মহৎ ।
 সর্ধ্বা হি এসিষ্যেত প্রণতিং চেন্ন যাস্ততি ॥২৬
 ইখমুক্রঃ সমাকর্ণ্য তদা রাজপুত্রো বলী ।
 তং বৈ ধিকারয়ামাস বাচাং জালেন দুর্ম্মনাঃ ॥

পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—
 মহারাজের পত্রাচিহ্নিত অশ্ব কোথায় ?
 এমতকালে পরস্তপ প্রতাপাগ্র্য নরপতি
 সস্মুখে বীরশক্দিনাদিত সজ্জীকৃত সৈন্য
 দোষতে পাইলেন । তখন দূতেরা কহিল,—
 বোধ হয় এই ব্যক্তি মহারাজের অশ্ব
 লইয়াছে ; নচেৎ এই বীর পশ্চাতে বহু
 সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং সস্মুখে অবস্থান করি-
 তেছে কেন ? দূতের বাক্য শ্রবণানন্তর মহা-
 রাজ প্রতাপাগ্র্য জনৈক লোককে কুমার-
 দমনের নিকট পাঠাইলেন ! সেবক তথায়
 উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—মহারাজ
 রামভদ্রের যজ্ঞীয়শ্ব কোথায় ? কে লইয়াছে,
 কোথায় লইয়া গিয়াছে ? সেই কুবুন্ধিপরা-
 যণ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার বল-বিক্রমের
 বিষয় জ্ঞাত নহে । ইন্দ্রাদি দেবগণও উপ-
 হারহস্তে ঐহার নিকট অবনত হন, অশ্ব-
 গ্রহণকারী অশ্ব প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সেই ধর্ম্মাশ্বা
 নরপতির চরণে প্রণত না হইলে, তাঁহার
 বলবতী সেনা নিশ্চয়ই তাহাকে গ্রাস
 করিবে । ২১—২৬ । মহাবলশালী রাজতনয়
 দমন সেবকের বাক্যাবলী শ্রবণে বিচলিত-
 চিত্ত হইয়া তাহাকে ধিকার দিয়া কহিলেন,

ময়া নীতো যজ্ঞহয়ঃ পত্রাচিহ্নাদ্যলঙ্কৃতঃ ।
 যে শুরাস্তে তু মাং জিত্বা মোচয়ন্ত বলাদিহ ॥২৮
 সেবকস্তম্ভঃ শক্রা রোষপূর্ণো হসন যযৌ ।
 রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস যথাবদ্রূপবর্ণিতম্ ॥ ২৯
 তচ্ছ্রুত্বা রোষতাম্রাশ্বঃ প্রতাপাগ্র্যো মহাবলঃ ।
 যযৌ যোকুং রাজপুত্রঃ মহাবীর পুরস্কৃতম্ ॥৩০
 রথেন কনকাস্ত্ৰেন চতুর্ধাজিসুশোভিনা ।
 স্নুকুবরেন সর্গাস্ত্রপুরিতেন যযৌ বলী ॥ ৩১
 ধনুস্ত্কারয়ামাস মহাবলসমর্ষিতঃ ।
 পুনঃ পুনর্জহাসৌচ্চৈঃ কোপাত্রুক্ষামিতাশ্রকঃ ॥
 অশ্চারা গজারুঢাঃ খঞ্জোগ্রাসিতপাণয়ঃ ।
 অধমুস্তে প্রতাপাগ্র্যং রোষপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ॥৩২
 হস্তিনঃ পশ্চয়শ্চৈব কোটিশঃ শ্রেধনোদ্যতঃ ।
 চিরকালমভীপ্সন্তো রণং বীরেন কারিতম্ ॥৩৩
 তদোদ্যতং সমাজায় রিপুসৈন্তং নৃপাত্মজঃ ।
 প্রত্যুজ্জগাম বীরাগ্র্যো মহাবলপরিবৃতঃ ॥৩৫

পত্রাচিহ্নাদ্যলঙ্কৃত যজ্ঞশ্ব আম লইয়াছি,
 ঐহার্য্য বীর হইবেন, তাঁহার্য্য বিক্রম
 সহকারে আমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ
 করুন । সেবক দমনের বাক্য শ্রবণে রোষ-
 পূর্ণ হইয়া হাস্য করিতে করিতে গমনপূর্ব্বক
 মহারাজ প্রতাপাগ্র্যের নিবট সমুদয় যথাযথ
 বর্ণন করিল । তচ্ছ্রবণে মহাবল প্রতাপাগ্র্য
 ক্রোধারক্ত-লোচন হইয়া উত্তম কুবরসমর্ষিত
 সর্গাস্ত্রপুরিত চতুরশ্বসুশোভিত কনকরথে
 আরোহণপূর্ব্বক মহাবীরগণবেষ্টিত দমনের
 সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন । মহাবল
 প্রতাপাগ্র্য ধনুস্ত্কারধরনি করিয়া পুনঃপুনঃ
 উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন, ক্রোধে তাঁহার
 শরীর হইতে স্বেদোৎসব হইতে লাগিল ।
 বহু খজাপাণি অশ্বারোহী গজারোহী ও
 পদাতিক সৈন্য এবং বহুতর হস্তী রণোদ্যত
 হইয়া রোষপূর্ণাকুলান্ন নরপতি প্রতাপাগ্র্যের
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল । এই সকল
 সৈন্য বহুদিন হইতে বীরগণের সহিত যুদ্ধ
 ইচ্ছা করিতেছিল । ২৯—৩৪ । সুবাহনন্দন
 বীরপ্রবর দমন শক্রসৈন্তগণকে রণোদ্যত

সন্নতঃ কবচী খঞ্জী শরাসনধরো যুবা ।
 লীলদৈব যযৌ যোদ্ধুঃ যুগয়াভগজযুথকম্ ॥ ৩৬
 তদা যোধাঃ প্রকৃপিতাঃ পরম্পরবধৈষণং ।
 -ছিন্ধি ভিন্ধীতি ভাষন্তো রণকার্যবিশারদাঃ ॥
 পত্তয়ঃ পত্তিসংঘেন গজারূঢাশ্চ সাদিভিঃ ।
 রথারূঢা রথেষ্টশ্চ বাহ্যরূঢাশ্চ সংস্থিতৈঃ ॥ ৩৮
 গজা ভিন্না বিধা জাতা হয়শ্চ বিদলীকৃত্যঃ ।
 অনেকরক্তধারাভিক্ষৌদনী পুরিতা হত্বং ॥ ৩৯
 তদা প্রকৃপিতো রাজা প্রতাপাগ্র্যো মহাবলঃ ।
 স্তৈস্তম্ভকদনোদযুক্তঃ রাজপুত্রঃ সমীক্ষ্য চ ॥ ৪০
 উবাচ সারথিঃ তত্র প্রাপয়াস্থান যতো মম ।
 সৈস্তম্ভ কদনাসক্তো রাজপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৪১
 অথ বীরশিরোরত্ন-নমিতাঃ স্ত্রীপাত্মজঃ ।
 যযৌ সন্মুখমেবাস্ত প্রতাপাগ্র্যস্ত বীর্ঘবান্ ॥ ৪২

সারথিঃ প্রাপয়ামাস প্রতাপাগ্র্যস্ত বাজিনঃ ।
 যত্রাসৌ দমনো বীরঃ সৰ্বশুরশিরোমণিঃ ॥ ৪৩
 গত্রা তমাহ্বয়ামাস রাজপুত্রঃ রণোদ্যতম্ ।
 রথে পুরটনির্গিক্তে তিষ্ঠন কোদণ্ডদণ্ডভৃৎ ॥ ৪৪
 যে রাজপুত্রক শিশো ভয়া বন্ধোহধঃসম্ভমঃ ।
 ন জাতোহাস্ত মহারাজঃ সৰ্ববীরেন্দ্রেসেবিতঃ ॥
 যস্ত প্রতাপং দৈত্যেন্দ্রে ন শক্তঃ সোচুর্মদুতম্
 তস্ত ভ্রুং বাজিনঃ নীহাগময়ঃ পুটভেদনম্ ॥ ৪৬
 মাং জানৌহি পুরঃপ্রাপ্তং কালরূপস্ত বৈরিণম্ ।
 মুঞ্চাশ্বমৰ্ভ গচ্ছাশ্চ বালক্রৌড়নকং কুক ॥ ৪৭
 কস্তাশ্বজন্তুঃ কুত্রত্যঃ কথং নোহদৌর্ঘদর্শিনা ।
 ধৃতোহধস্তথ সংজাতা স্তৃণা মম শিশো ভয়ি ॥ ৪৮
 ইথমাকর্ণ্য দমনঃ শ্মিতং চক্রে মহামনাঃ ।
 উবাচ চ প্রতাপাগ্র্য ভূগীকুরীশ্চ তদ্বলম্ ॥ ৪৯

দমন উবাচ ।

জানিয়া মহাবীরগণপরিবৃত্ত হইয়া তাহা-
 দিগের প্রত্যুদগমন করিলেন । সিংহ যেরূপ
 গজযুথের প্রতি ধাবমান হয়, তজ্রপ বর্ষ্মপরি-
 হিত সুসাজ্জিত খঞ্জপাণি শরাসনধারী প্রভৃতি
 যুবক সৈন্তের আনন্দে যুদ্ধার্থ ধাবমান হইল ।
 অনন্তর রণকার্যবিশারদ যোধগণ পরস্পর
 বধৈষী হইয়া প্রকৃষ্ট কোপ-সহকারে ছেদ
 কর' ছেদ কর, ভেদ কর ভেদ কর'
 ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল ।
 পদাতিকগণ পদাতিকগণের সহিত, গজা-
 রোহী গজারোহিগণের সহিত, রথিগণ রথি-
 গণের সহিত এবং অশারোহিগণ অশারোহী
 সৈন্তের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । অথ
 ও হস্তিগণ বিদারিত ও দ্বিখণ্ডিত হওয়ায়
 বহু-রক্তধারা দ্বারা পৃথিবী পরিপ্লুত
 হইল । অনন্তর মহাবল প্রতাপাগ্র্য, রাজ-
 পুত্র দমনকে স্তৈস্তম্ভ-নাশোদ্যত দেখিয়া
 সক্রোধে কহিলেন,—হে সারথি! তুমি
 আমার রথাস্থগণকে দমনের নিকট লইয়া
 চল । কারণ মহাবলশালী রাজপুত্র আমার
 সৈন্তগণের সংহার করিতেছে । তখন
 বীরশিরোমণিগণ-বন্দিতপদ বীর্ঘবান্ "রাজ-
 পুত্রও প্রতাপাগ্র্যের সন্মুখে গমন করিতে

ময়া বন্ধো বলাদশ্বো নীতশ্চ পুটভেদনম্ ।
 নার্পিয়িষ্যেহস্য সপ্রাণঃ কুক যুদ্ধং মহাবল ॥ ৫০

লাগিলেন ; প্রতাপাগ্র্যের সারথিও রথাস্থ-
 গণকে সৰ্ববীরচুড়ামণি দমনের নিকট উপ-
 স্থিত করিলেন । ৩৫—৪৩ । স্বর্ণভূষিত
 রথোপবিষ্ট ধনুর্দণ্ডধারী মহারাজ প্রতাপাগ্র্য,
 রণোদ্যত রাজ পুত্রকে আহ্বান করিয়া
 কহিলেন ; ওরে শিশো রাজপুত্রক ! তুমি
 যজ্ঞীয়াধ ধারণ করিয়াছ ? তুমি সৰ্ববীরেন্দ্রে-
 সেবিত মহারাজ রামভদ্রকে জান. না ?
 দৈত্যেন্দ্রেও ষাঁহার অদ্ভুত প্রতাপ সহ করণে
 অক্ষম ; তুমি তাঁহার যজ্ঞীয়াধ লইয়া নগরে
 প্রেরণ করিয়াছ ? তুমি আমাকে সন্মুখস্থিত
 কালরূপী শত্রু বলিয়া জান । হে বালক !
 তুমি সত্তর অশ্ব পরিভ্যাগপূর্বক বালক্রৌড়ায়
 রত হও । তুমি কাহার পুত্র, কোন স্থানে
 বাস কর, অবিস্মৃষ্টকারিতা প্রকাশ করিয়া
 অশ্ব ধারণ করিয়াছ কেন ? হে শিশো !
 তোমার উপর আমার স্তৃণা জন্মিয়াছে ।
 ৪৪—৪৮ । মহামনা দমন, প্রতাপাগ্র্যরাজার
 উক্ত বাক্যাবলী শ্রবণে হাস্ত করিয়া
 তদীয় সৈন্তবল ভৃগবৎ তুচ্ছ জান

যয়া যজ্ঞস্তং বালবং গতা ক্রৌড়মকং কুরু ।
 তয়ে পশু মহারাজ ক্রৌড়নং রণমূর্ধনি ॥ ৫১
 • শেষ উবাচ ।
 ইতু্যকা সপ্তং চাপং বিধায় সুভূজাজজঃ ।
 শরাণাং শতমাধস্ত প্রতাপাগ্র্যাস্ত বক্ষসি ॥ ৫২
 সঙ্ঘায় বাণশতকং শঙ্খ দগ্নৌ প্রতাপবান ।
 তেন শঙ্খনিদানেন কাতরাণাংভয় স্বভূৎ ॥ ৫৩
 তাড়য়ামাস হৃদয়ে বাণানাং শতকেন সঃ ।
 প্রতাপাগ্র্যোঃ প্রচিচ্ছেদ লব্ধস্তঃ স্পর্ষণঃ ॥ ৫৪
 স বাণচ্ছেদনং দৃষ্ট্বা কুপিতো ব্যসজচ্ছরান ।
 কঙ্কপক্ষাঘিতাংস্তীক্ষ্ণনভন্নানরাজাজ্ঞো বলী ।
 আকাশে ভূবি মধ্যে চ বাণা দদৃশিরেবংকিতাঃ
 স্নানমচিহ্নিতাস্তীক্ষ্ণা ধারাপাতমুশোভিতাঃ ।
 শরাস্তে বাতহৃদয়ে লগ্না বহিকণান্ বহুন্ ।

করত কহিলেন,—আমি বলপূর্বক অশ
 বন্ধন করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছি,
 দেহে প্রাণ থাকিতে কখনই অদ্য অশ প্রত্য-
 র্ণণ করিব না। হে মহাবল! আপনি
 আমার সহিত যুদ্ধ করুন। আপনি কহিয়া-
 ছেন, তুমি বালক, গৃহে গমন করিয়া ক্রৌড়া-
 রত হও” হে মহারাজ! এই রণস্থলেই
 আমার ক্রৌড়া অবলোকন করুন। অনন্ত
 কহিলেন,—রাজনন্দন দমন এই কথা বলিয়া
 সজ্যধর্ম ধারণপূর্বক প্রতাপাগ্র্য রাজার
 বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া শত বাণ সন্ধান করি-
 লেন। প্রতাপবান দমন শরসন্ধানানন্তর
 শঙ্খধ্বনি করিয়া রাজা প্রতাপাগ্র্যের হৃদয়ে
 নিক্ষেপ করিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে
 ভীকরণ ভীত হইল। লব্ধস্ত মহারাজ
 প্রতাপাগ্র্য বাণসমূহ ছেদন করিলেন।
 প্রতাপাগ্র্য কর্তৃক বাণসমূহ ছিন্ন হইল দেখিয়া
 নৃপনন্দন বলশালী দমন, কঙ্কপক্ষাঘিত ভীক-
 শয়সমূহ ও বহুতর ভঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন ।
 ৪২—৫৫। আকাশ পৃথিবী ও মধ্যভাগে
 কেবল নিক্ষিপ্ত অশ নামচিহ্নিত, ধারাপাত-
 শোভিত, অতি তীক্ষ্ণশরজাল দৃষ্ট হইতে
 লাগিল। সেই সকল শর বহু অগ্নিকণায়

স্বজন্তঃ কুর্বতে সৈন্তদাহনং তদভ্যুহং ॥ ৫৭
 প্রতাপাগ্র্যোঃ প্রকুপিতস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ ক্রবন্ ।
 শরেষ দশসংখ্যেন তাড়য়ামাস মূর্ধনি ॥ ৫৮
 তে বাণা রাজপুত্রস্ত ললাটে পরিনিষ্ঠিতাঃ ।
 বিরাজন্তে স্ম চ মূনে দশশাখাস্তরোরিব ॥ ৫৯
 তেন বাণপ্রহারেণ বিব্যাথে ন মহামনাঃ ।
 যষ্টিকাগ্রহতো যধৎকুঞ্জরঃ সপ্তবর্ষকঃ ॥ ৬০
 বাণান ধর্ম্মযি সঙ্ঘায় মুমোচ ত্রিশতান শুভান ।
 সুবর্ণপুষ্পরচিতামহাকালানলোপমান ॥ ৬১
 তে বাণাশ্চ প্রতাপাগ্র্যবক্ষো ভিষা গতা যধঃ ।
 শোণিতাক্তা যথা রামচন্দ্রস্তজিপরায়ুধাঃ ॥ ৬২
 প্রতাপাগ্র্যোঃ প্রকুপিতঃ শরানুধ্বজং সহস্রশঃ ।
 অকরোরদ্বিরথং স্মঃ সুবাহোস্তৎক্ষণাদ্ভ্রতম্
 চতুর্ভিঃশতরো বাহান্ঘাত্যাং ধ্বজমশাতয়ৎ ॥
 একেন সারথ্যেঃ কায়াচ্ছিরো মহামপাতয়ৎ ॥
 চতুর্ভিঃশতায়ামাস তং স্মঃ নৃপতেঃ পুনঃ ।

স্বজনপূর্বক কাহার বক্ষে, কাহার বাহুতে
 বিদ্ধ হইয়া মহা সৈন্তদাহ উৎপাদন করিল।
 মহারাজ প্রতাপাগ্র্য অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া
 ‘রহ রহ’ এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে
 দমনের মস্তকে দশসংখ্যক শর নিক্ষেপ
 করিলেন। সেই সকল শর দমনের ললাটে
 বিদ্ধ হইয়া বৃক্কের দশ শাখার স্থায় শোভা
 পাইতে লাগিল। যেমন সপ্তবর্ষবয়স্ক বল-
 দৃশ কুঞ্জর যষ্টিগ্রহত হইলে ক্রিষ্ট হয় না,
 মহামনা দমনও সেইরূপ বাণ প্রহার দ্বারা
 কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি সুবর্ণ-
 পুষ্পশোভিত মহাকালানুগ্নিসদৃশ ত্রিশত সুভীক
 বাণ, সন্ধানপূর্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই
 সকল বাণ প্রতাপাগ্র্যের বক্ষ ভেদ করত
 রক্তাক্ত হইয়া রামচন্দ্র-ভক্তিপরায়ুধগণের
 স্থায় ভূমিতে পতিত হইল। তখন মহারাজ
 প্রতাপাগ্র্য অতীব কোপাঘিত হইয়া অতি
 সঙ্কর সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ দ্বারা সুবাহ-
 নন্দনকে বিরথ করিলেন। বাণচতুষ্টিয় দ্বারা
 যথাঃ চতুষ্টিয়, বাণদ্বয় দ্বারা ধ্বজ ও এক বাণ
 দ্বারা সারথির মস্তক ছেদনপূর্বক ভূমিতে

তৎক্ষণাচ্চাপমেকেন গুণযুক্তঃ সমচ্ছিনৎ ॥৫৫
 সোহস্তঃ রথঃ সমাক্রম্য হযবত্নমুশোভিতম্ ।
 ধনুঃ করে সমাদায় সজ্যাং চক্রে মহামনঃ ॥৬৬
 প্রতাপাগ্র্যঃ প্রত্যাবাচ ত্বয়া বিক্রান্তমদ্ভুতম্ ।
 পশ্চোদানীং পরাক্রান্তং ধনুযো মম সন্তট ॥ ৬৭
 এবমুক্তা স দমনো বাণানদশ সমাদদে ।
 চতুর্ভিচ্চতুরো বাহাগ্নিনায় যমসাদনম্ ॥ ৬৮
 চতুর্ভিচ্ছিলশঃ কুন্তো রথশ্চক্রসমধিতঃ ।
 একেন হৃদি বিব্যাধ বাণেনৈকেন সারথিম্ ॥
 জগর্জ্জ শঙ্খমাপূর্ষ্য শঙ্খশব্দসমধিতঃ ।
 তৎকর্ম্য পুঞ্জয়ামাস সাধুং বীর মহাবল ॥ ৭০
 ইতি বিক্রান্তমালোক্য প্রতাপাগ্র্যো ক্রমধিতঃ
 অস্তং রথং সমাস্থায় যযৌ যোক্তুং নৃপান্নজম্ ॥
 উবাচ বীর পশু ত্বং মম বিক্রান্তমদ্ভুতম্ ।
 ইত্যুক্তান্ত মুমোচৌষাঙ্করাণাং শিতপর্কণাম্ ॥

শর্যঃ সর্বত্র দৃষ্টস্তে কুঞ্জরেষু হযেবু চ ।
 পরব্রহ্মৈব সর্বত্র ব্যাণ্টাচ্চাস্তরগোচরঃ ॥ ৭০
 তং রাজপুত্রং শিতবাণকোটিভি-
 ব্যাণ্টং বিধায়াশু জগর্জ্জ বিক্রমী ।
 সংহর্ষয়ন স্বীয়গণান্ পরান্নহান্
 কূর্কন হৃদা শূচতমান গতাশুকান্ ॥ ৭৪
 সরাজপুত্রঃ শিতসায়কব্রজৈঃ
 সম্পূর্ণমান্নানমবেক্ষ্য রোষিতঃ ।
 জগ্রোহ শস্ত্রাণি হ্রস্বস্তবক্রমো
 ধনুশ্চ ধ্বন ভুজদণ্ডয়োর্মহান ॥ ৭৫
 চার্ত্ত সর্ধাণ্যস্ত্রাণি শস্ত্রাণি চ মহাবলঃ ।
 এষ ভাস্মৈক্ষণো মুঞ্চন শরান্ বৈরিবিদারিণঃ ॥
 তচ্ছরজালং নিধূয় রাজপুত্রো জগাদ তম্ ।
 ক্ষমস্বৈকং প্রহারং মে যদি শুরোহসি মারিষ ॥
 যদ্যনেন ভবন্তং বৈ রথাস্ত্র পাতয়ামি ন ।

পাতিত করিলেন । তৎক্ষণাৎ আর চারিটা
 বাণ দ্বারা সুবাহনন্দনকে তাড়িত করিয়া এক
 বাণ দ্বারা তাঁহার গুণযুক্ত চাপ ছেদন করি-
 লেন । মহামনঃ দমন তৎক্ষণাৎ অস্ত্র
 মুশোভিত রথে আরোহণপূর্বক ধনুস্পাণি
 হইয়া সজ্জিত হইলেন । ৫৬—৬৬ । আর
 প্রতাপাগ্র্যের প্রতি কহিলেন,—হে সুযোধ!
 আপনার বিক্রম অদ্ভুত : কিন্তু আমার ধনু-
 কের বিক্রম দেখুন । এই কথা বলিয়া দমন
 দশবাণ গ্রহণপূর্বক তাহার চারিটা দ্বারা
 রথখচতুষ্টিয় যমালয়ে প্রেরণ করিয়া, অপর
 চারিটা দ্বারা প্রতাপাগ্র্যের চক্রসমধিত রথ
 ভিলবৎ খণ্ড খণ্ড করত এক বাণ দ্বারা
 তাঁহাকে ও অপরটা দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ
 করিলেন । অনন্তর দমন শঙ্খধনিপূর্বক
 তৎশব্দ সহ গর্জন করিলেন । প্রতাপাগ্র্য
 দমনের এতাদৃশ বিক্রম দর্শনে ‘সাধু
 বীর মহাবল’ এবম্প্রকার বাক্যে তাঁহার
 কর্মের প্রশংসা করিয়া অতীব ক্রুদ্ধ
 হইয়া অস্ত্র রথে আরোহণপূর্বক তাঁহার
 সস্থিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন । ‘হে
 বীর! তুমি আমার অদ্ভুত বিক্রম দেখ,’

এই কথা বলিয়া শাণিতপর্ক শরজাল নিক্ষেপ
 করিতে লাগিলেন । ৬৭—৭২ । সর্বত্র
 কেবল শরজাল দৃষ্ট হইতে লাগিল, পরব্রহ্ম,
 যে প্রকার বিশ্বের বাহ্যভাস্তরব্যাপী, প্রতাপা-
 গ্যাণিনির্মুক্ত শরনিকরও সেই প্রকার রণা-
 ক্ষনস্থিত হয়, হস্তী ও সৈন্তগণের শরীর-
 সমূহের অন্তর্বহির্ব্যাণ্ড হইল । সেই বিক্রম-
 শালী রাজা, কোটি নিশিত শরদ্বারা দমনকে
 আঘাত করিয়া স্বপক্ষেয় আনন্দোৎপাদন
 ও পরপক্ষেয় আন্তরিক নিরাশার বিধান
 করত অনেক সৈন্ত সংহারপূর্বক গর্জন
 করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজপুত্র দমন
 আপনাকে নিশিতশরজালে ব্যাণ্ড দেখিয়া
 রোষাবিষ্ট হইলেন । হ্রস্বস্তবিক্রম মহাবীর
 ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া ভুজদণ্ডে ধনু-
 ধারণপূর্বক শস্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রতাপাগ্র্য-
 নির্মুক্ত শরসমূহ কর্ত্তন করিলেন এবং বহু
 শর নিক্ষেপ দ্বারা অনেক শত্রু নিপাত করি-
 লেন । তাঁহার শস্ত্রসমূহ নিবারণানন্তর রাজ-
 পুত্র প্রতাপাগ্র্যকে ঈষৎ উপেক্ষাসহকারে
 কহিলেন, হে বিঘ্ন! যদি আপনি বীর
 হইয়ন, তবে আমার একটা প্রহার সূক্ষ

প্রতিজ্ঞাং শূনু মে বীর মম গর্বেণ নির্মিতাম্ ।
 বেদং নিন্দান্ত যো মন্তা হেতুবাদবিচক্ষণাঃ ।
 তেবাং পাপুং মমৈবাশ্চ নরকার্ণবমজ্জকম্ ॥ ৭০
 ইত্যুক্তা বাণমাধস্ত কোদণ্ডে কালসম্নিতম্ ।
 জালামালুকুলং তীক্ষ্ণং নিমগ্নাঃ স্তম্ভং বরম্ ॥
 স মুক্তো নৃপবর্ষণে হৃদি লক্ষ্যীকৃতঃ শরঃ ।
 জগাম তন্নসাতং বৈ কালানলসমপ্রভঃ ॥ ৮১
 প্রতাপাগ্র্যঃ শরং দৃষ্ট্বা স্বপাতনসদুদ্যতম্ ।
 বাণান ধনুযাধাধস্ত শরচ্ছেদায় বৈ শিতান্ ॥
 স বাণঃ সর্ষবাণাংস্তাঃ শিহ্নদমধ্যত এব ॥ ১২ ॥
 জগামৈব প্রতাপাগ্র্য-হৃদয়ং ধৈর্য্যসংযুতম্ ॥ ৮৩
 স লগ্নো হৃদি নাগীকো বিবেশ তদনন্তরম্ ।
 রাজা কৃতপ্রহারস্ত পপাত পৃথিবীতলে ॥ ৮৪
 মুচ্ছিতং চেতনাসীনং রথোপস্থাপিতং ভূবি :
 সারথিস্তং সমাদায়্যাপোবাহ রণমণ্ডলাৎ ॥ ৮৫

করুন। আমার এই গর্বময়ী প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন; যদি আমি এই প্রহারে আপনাকে রথ হইতে ভূপাতিত করিতে না পারি, তবে বেদনিন্দাকারী মন্ত তार्কিক পণ্ডিতগণের নরকার্ণব-মজ্জনকারী পাপ আমাকে আহ্বয় করিবেক। ৭০—৭১। এই কথা বলিয়া রাজকুমার তুণীর হইতে একটি অগ্নিশিখা-জ্বালা-পরিব্যাপ্ত, কালসদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাণ বহিষ্কৃত করিয়া ধনুতে যোজনা করিলেন। ঐ কালায়িদৃশ প্রভাশালী বাণ প্রতাপাগ্র্যের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বিমূৰ্ত্ত হওয়ায় অতিক্রমিত ঠাঁহার দিকে গমন করিতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপাগ্র্য সেই আশ্চর্য্যবিনাশোদ্যত বাণ দেখিয়া উহার ছেদনের জন্ত বহু সুতীক্ষ্ণ বাণ ধনুতে যোজনা করিলেন, কিন্তু সেই বাণ, নিবর্ত্তক বাণ-ব্যুহ ছেদ করিতে করিতে উগাদিগের মধ্য দিয়াই প্রতাপাগ্র্যের বৈর্য্যশালী (ফটিন) হৃদয়ে পতিত হইল। সেই বাণ ঠাঁহার হৃদয়ে লগ্ন হইয়া তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে প্রহৃত রাজা ভূতলে পতিত হইলেন। সারথি ঠাঁহাকে অচেতন হইয়া রথের

হাংকারো মহানাসীধলঃ স্তম্ভং গতং ততঃ ।
 যন্ন শক্রস্নানামাসো বীরকোটিপরীধৃতঃ ॥ ৮৬
 রাজাস্বজ্ঞো জয়ং প্রা ॥ ১ ॥ প্রতাপাগ্র্যঃ বিজিত্যসঃ
 প্রতীক্ষান্ত চকারান্ত শক্রস্নস্ত চ ভূপতে: ॥ ৮৭

ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে
 ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

—

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

শক্রস্নস্ত জুর্বাভিষ্টো দন্তান্দনৈক্বিনিশ্চিন্মিন্ ।
 হস্তো বৃষল্লগনোহয়মধরং জিহ্বাসকৃৎ ॥ ১
 পুনঃপুনস্তান পপ্রচ্ছ কেনাশো নৌযতে মম ।
 প্রতাপাগ্র্যঃ কেন জিতঃ সর্ষশুরশিরোমণিঃ ॥ ২
 সেবকাস্তে তদা প্রোচুর্দমনো নাম শক্রহন ।
 সুবাহুঃ প্রতাপাগ্র্যং জিতবান্ হয়মাহরৎ ॥ ৩

উপরিভাগ হইতে ভূপতিত দেখিয়া রথে উত্তোলনপূর্ব্বক রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। তদর্শনে সৈন্তগণ হাংকার করিতে করিতে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া বীরকোটি-পরিবৃত শক্রস্নের নিকট গমন করিল। রাজাস্বজ দমন প্রতাপাগ্র্যকে পরাস্ত করিয়া জয় লাভ করত রাজ শক্রস্নের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৮০—৮৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—শক্রস্ন ক্রোধে অধীর হইয়া দস্তে দস্ত নিষেধণ করত বাহু-দ্বয় আফালন এবং ব.রংরার জিহ্বা ছায়া অধর লেহন করিতে লাগিলেন এবং তাহা-দিগকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন “বল কে আমার অশ্ব লইয়াছে এবং সর্ষবারাগ্রগণ্য প্রতাপাগ্র্যকেই বা কে জয় করিয়াছে” ? তখন ঠাঁহার অশ্বের

ইতি ঋষা হযং নীতং দমনেন স্ববৈরিণা ।
 আজগাম স বেগেন যত্রাভূদ্রণমগুলাম ॥ ৪
 তত্রাপগুৎ স শক্রয়ে। গজানদীর্ণকপোলকান ।
 পর্ত্তানবিন রক্তোদে মজ্জমানায়দোদ্ধতান ॥
 হয়ান্তত্র নিজারোহকর্ভুতিঃ সহিতাঃ ক্রতাঃ ।
 মৃত্যু বীরেণ দদৃশিরে শক্রয়েন স্নুকোপিনা ॥
 নরান রথান গজান ভয়ান বৌক্ষমাগঃ স শক্রহা
 অভীব চুকুধে যধৎ প্রলয়ে প্রলয়ার্ণবঃ ॥ ৭
 পুরতো দমনং বৌক্ষ্য হযনেতারমুক্তটম্ ।
 প্রতাপপ্রস্তু জেতায়েং তৃগীকৃত্য নিজং বলম্ ॥
 তদা রাজা প্রতুবাচ যোধান কোপাকুলেক্ষণঃ
 কোহসৌ দমনজেতাং সর্বশস্ত্রাধারকঃ ॥৯
 যো বৈ রাজসুভং বীরং রণকর্ম্মবিশারদম্ ।
 জেষ্যত্যশ্নেণ নির্নীতিঃ সজ্জীভূতো ভবত্বয়ম্ ॥
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুঙ্কলঃ পরবীরহা ।

বলিল, হে শক্রহস্তঃ! সুবাহুপুত্র দমন
 প্রতাপপ্রাণ্যকে পরাজিত করিয়া অশ্ব কাড়িয়া
 লইয়া গিয়াছে। নিজ শক্র দমন অশ্ব
 লইয়া গিয়াছে শুনিয়া, তিনি ক্রতবেগে
 রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
 সেখানে আসিয়া সেই অতিক্রুদ্ধ বীর শক্রর
 দেখিলেন,—নদমস্ত হস্তসকলের গণ্ডস্থল
 বিদূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে যেন
 শোণিত-সাগরে নিমজ্জিত পর্ত্তের স্তায়
 দেখাইতেছে। ১—৫। আরোহি-সহিত অশ্ব-
 সকল ক্ষত-বিক্ষত শরীরে ইতস্ততঃ মরিয়া
 পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপে সৈন্তগণ মৃত,
 ব্রধসমূহ ভয় ও হস্তসকল বিনষ্ট দেখিয়া
 সেই শক্রহস্তা শক্রর প্রলয়কালীন সমুদ্রের
 স্তায় ক্রোধে অত্যন্ত উদ্বেল হইয়া উঠিলেন।
 তখন, যে দমন ভীহার সৈন্তবলকে ভূগজান
 করিয়া এবং প্রতাপপ্রাণ্যকে পরাজয় করিয়া
 অশ্ব অপহরণ করিয়াছিল, তাহাকে সসৈন্তে
 সম্মুখীন দেখিয়া ক্রোধে আরক্তচক্ষুঃ রাজা
 শক্রর বলিলেন,—কে সেই সর্বাধারী
 বিজয়ী দমন? যে মাদৃশ রণপণ্ডিত বীর
 রাজপুত্রকে অন্তহারা পরাজিত করিব?

দমনং জেতুমদ্যুক্তো জগাদ বচনং ত্রিদম্ ॥১১
 স্বামিন্ কায়ে দমনকঃ ক তেহপরিমিতং বলম্ ॥
 জেযেহহং বৎপ্রতাপেন গচ্ছাম্যেয মহামতে
 সেবকে ময়ি যুদ্ধায় স্থিতে কৈনীরতে হযঃ ।
 বয়ুনাথপ্রতাপোহয়ং সর্বং কৃত্যং করিষ্যতি ॥
 স্বামিন্ শৃণু প্রতিজ্ঞাং মে তব মোদপ্রদায়িনীম্
 বিজেযে দমনং যুদ্ধে রণকর্ম্মবিচক্ষণম্ ॥ ১৪
 রামচন্দ্রপদান্তোজমধ্বাস্বাদবিন্দোগিনাম্ ।
 যদমন্তু ভবেত্তয়ে দমনং ন জয়ে যদি ॥ ১৫
 পুত্রো যো মাতৃপাদান্তস্তীর্থং মম্বা তয়া সহ ।
 বিরুধ্যন্তস্তমো মহং ন জয়ে দমনং যদি ॥ ১৬
 অন্য মদ্বাণনির্ভিন্ন-মহোরকো নৃপাঙ্গজঃ ।
 অলঙ্করোতু প্রধনে ভূতলং শয়নেন হি ॥ ১৭

সেই দুঃখিনীত যুদ্ধের জন্ত সজ্জিত হইয়া
 অগ্রণর হউক। তখন শক্রবীর-বিমর্দনকারী
 পুঙ্কল দমনকে জয় করিতে উদ্যত হইয়া এই
 প্রকার বলিতে লাগিলেন। হে মর্ত্তমন্!
 হে প্রভো! আপনার অপারমিত বীর্ঘ্য-
 রাশির তুলনায় দমন অতি ক্ষুদ্র, আপনার
 প্রতাপের প্রভাবে আমিই তাহাকে জয়
 করিব; এই সজ্জিত হইয়া চলিলাম। ৬—১২।
 আমি আপনার দাস যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতে
 কাহার সাধ্য, অশ্ব লইয়া যায়; এক মহারাজ
 রামচন্দ্রের প্রতাপেই সকল কার্য সম্পন্ন
 হইবে। ৬—১৩। প্রভো! আপনার আনন্দ-
 কর আমার এই প্রীতিজ্ঞা শ্রবণ করুন, আমি
 রণদক্ষ দমনকে যুদ্ধে জয় করিবই। যদি
 আমি দমনকে জয় করিতে না পারি, তাহা
 হইলে রামচন্দ্রের পাদপদ্মের মধুপানে বিরত
 হইলে যে পাপ হয়, আমার যেন সেই পাপ
 হয় এবং যে পুত্র জননীর পদারবিন্দকে
 পাবিত্র ভীষণ মনে না করিয়া তাহা ব্যত্যয়িত্ত
 অস্ত তীর্থকে মনে স্থান দেয় এবং সেই
 পরমারাধ্যা জননীর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে
 যেইরূপ মোহে পতিত হয়, আমারও যেন
 সেইরূপ মোহ উপস্থিত হয়। আজ যুদ্ধে
 সেই রাজপুত্র দমনের বিশাল বক্ষ আমার

শেব উবাচ ।

ইতি প্রতিজ্ঞাকর্ণ্য পুঙ্কলস্ত রবুবহঃ ।

জহর্ষ চিন্তে তেজস্বী নিদিদেশ রণং প্রতি । ১৮।
আজ্ঞপ্তোহসৌ যথো সৈশ্চৈকীভিঃ

পরিবারিতঃ ।

যজ্ঞান্তে দমনো রাজ-পুত্রঃ শুরকুলোত্তবঃ । ১৯

দমনোহপি তমাজায় হাগতঃ রণমগুলে ।

প্রত্যুজ্জগাম বীরাত্রাঃ শ্বসৈস্তুপরিবারিতঃ । ২০

অস্তোহস্তঃ তো সন্মিলিতৌ রথশৌ

রথশোভিনৌ ।

সমরে শক্রদৈত্যৌ কিং যুদ্ধার্থং রণমাগতো ।

উবাচ পুঙ্কলস্তঃ বৈ রাজপুত্রং মহাবলম ।

রাজপুত্র দমনক মাং জানীহি সমাগতম্ । ২২

সপ্রতিজ্ঞস্ত যুদ্ধায় ভরতাশ্চয়মুত্তম্ ।

পুঙ্কলেন স্নান্যা চ লক্ষিতং বিকি সত্তমম্ । ২৩

রঘুনাথপদান্তোজ-নিত্যসেবামধ্বরতম্ ।

বাণে বিদারিত হইবেই এবং তাহাকে আজ যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বলশায়ী করিব । ১৪—১৭ । অনন্তদেব বলিলেন,—সেই তেজস্বী রঘুকুল-ধুরন্ধর শক্রর পুঙ্কলের এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং যুদ্ধের জন্ত আদেশ দিলেন । পুঙ্কল এই আজ্ঞা পাইয়া, যে স্থানে বীরবংশসমুত্ত রাজ-পুত্র দমন অবস্থান করিতেছিলেন, বহু-সৈন্যপরিবৃত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । বীরাগ্রগণ্য দমনও শক্রর যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন জানিয়া নিজসৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রত্যুজ্জগমন করিলেন । যখন দুইজনে রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসিয়া পরস্পর মিলিত হইলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্য, যুদ্ধের জন্ত একত্র মিলিত হইয়াছেন । পুঙ্কল সেই মহাবলশালী রাজ-পুত্র দমনকে বলিলেন,—হে “সাধুস্তম দমন! আমি ভরতের পুত্র, আমার নাম পুঙ্কল, আমি যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সসৈন্যে তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি । আমি

থাং জ্বেষ্যে শত্রুসংজ্ঞেন সজ্জাতব মহামতে ॥২৪

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য দমনঃ পরবীরহা ।

প্রত্যাবাচ হসন বাগ্না নির্ভয়ো দৃষ্টবিক্রমঃ ॥২৫

সুবাহুপুত্রঃ দমনং পিতৃভক্তিহতাচকম ।

বিকি মামখনেতারং শক্ররস্ত মটীপতেঃ ॥ ২৬

জয়ো দৈববিস্মটোহয়ং যশ্চ চালঙ্করিষ্যতি ।

স প্রাপ্নোতি নিরীক্ষ্য বলং মে রণমুর্দ্ধনি ॥ ২৭

ইতু্যক্কা সশরং চাপং বিধায়াকর্ণপুরিতম্ ।

মুযোচ বাণান্নিশিতান বৈরিপ্রাণাপহারিণঃ ॥২৮

তে বাণাশ্বাবলীভূতাশ্চাদয়ামাসুন্নধরম্ ।

স্বর্ধ্যভান্নপ্রভা যত্র বাণচ্ছায়ানিবারিতা ॥ ২৯

গজানান্ কটভিত্তীযু লয়া সাযকসন্তকিঃ ।

অলঙ্করোতি ধাতুনাং রাগা ইব বিচিহ্নিতাঃ ॥ ৩০

পতিতাস্তত্র দৃশ্যন্তে নয়া বাহা গজা রথাঃ ।

রামচন্দ্রের দাস, নিত্যই তাঁহার পাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকি, অন্তপ্রভাবে আজ আমি তোমায় জয় করিব, হে মহামতে! তুমি রণসজ্জায় সম্ভিত হও । শক্রবিধ্বংসী বাক-পটু নির্ভীক এবং অতি বিক্রমশালী সেই দমন, পুঙ্কলের এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—আমি সুবাহুর পুত্র দমন । পিতৃভক্তি প্রভাবে আমি নিম্পাপ । মহীপতি শক্রের অথ আমিই গইয়া গিয়াছি জানিবে । যুদ্ধ জয় হওয়া দৈবাবধীন, যাহার জয় হইবে, সেই অথ পাইবে । এখন যুদ্ধের সময় আমার বল কত তাহা দেখ । এই কথা বলিয়া ধনুকে বাণ সন্ধান করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন এবং শক্রপ্রাণঘাতী শ্মশ্রুতীক বাণ সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । ১৮—২৮ । সেই বাণ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথ এমন করিয়া ছাইয়া ফেলিল যে, প্রথর স্বর্ধ্যরশ্মিও তাহা ভেদ করিতে সক্ষম হইল না; ভূমণ্ডল সেই বাণসমূহ দ্বারা ছায়াময় হইয়া পড়িল । হস্তীদিগের কপোলদেশ শর-নিকর দ্বারা বিদ্ধ হওয়ায় বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিতের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল ।

শরভ্রাতেন নৃপতে: স্তুতেন পরিভাড়ািতা: ॥ ৩১ ॥
 তদ্বিক্রান্তং সমালোক্য পুঙ্কল: পরবীরহা ।
 শরণাং ছায়য়া ব্যাপ্তং রণমণ্ডলমীক্ষ্য চ ॥ ৩২ ॥
 শরাসনে সমাধস্ত বাণং বহুভিমস্তিতম্ ।
 আচম্য সম্যগ্বিধিবন্যোচ্যামাস সায়কম্ ॥ ৩৩ ॥
 ততোহগ্নি: প্রাত্তরভবস্তত্র সংগ্রামমূর্ধনি ।
 জালাভিলিহন বোয়ামপ্রলয়ার্চ্চয়িবােথিত: ॥
 ততোহস্ত সৈন্তং নির্দগ্নং ত্রাসং প্রাপ্তং

রণাঙ্গনে ।

পলায়নপরং জাতং বহুজালাভিপীড়িতম্ ॥ ৩৫ ॥
 ছত্রাগ্নি সম্প্রদগ্নানি চন্দ্রাকারাগ্নি ভূভূতাম্ ।
 দৃশ্বন্তে জাতরূপস্ত কাস্তিধারীণি তত্র হ ॥ ৩৬ ॥
 হয়া দগ্না: পলায়ন্তে কেশরেষু তু বৈরিণাম্ ।
 রথা অপি গতা দ্বাহং সুকুবরসমঘিতা: ॥ ৩৭ ॥
 মণিমাণিক্যরত্নানি বহস্ত: করভাস্তত: ।

পলায়ন্ত চ দহনজালামালভিপীড়িতা: ॥ ৩৮ ॥
 কুত্রচিদস্তিনো নষ্টা: কুত্রচিদ্বয়সাদিন: ।
 কুত্রচৎপত্তয়ো নষ্টা বহুদগ্নকলেবরা: ॥ ৩৯ ॥
 শরা: সর্বে নৃপসুত-প্রযুক্তা: প্রলয়ং গতা: ।
 আশুশু কণিকীলাভিভ্রাতীভূতা: সমস্তত: ॥ ৪০ ॥
 তদা স্বসৈন্তে দগ্নে চ দমনো রোষপূরিতত: ।
 তচ্ছাস্ত্যর্থক সর্বাঙ্গবিদ্বারুণমথাদদে ॥ ৪১ ॥
 বারুণং বহিঃশাস্ত্যং যুক্তং তেন মহীভূতা ।
 আশ্রাবয়দগ্নং তস্ত রথবাজিসমাকুলম্ ॥ ৪২ ॥
 রথা বিপ্রাবিতা যেন দৃশ্বন্তে পরিপহ্নিনাম্ ।
 গজাশ্চাপি পরিপ্লুষ্টা: স্বীয়া: শাস্তিমূপাগতা: ॥
 বহিঃশ শাস্তিমগমদগ্নাস্তপরিমোচিতত: ।
 শাস্তিমাপ বলং স্বীয়ং বহুজালাভিপীড়িতম্ ॥
 কম্পিতা: নীততোয়েন নীৎকুর্বন্তি চ বৈরিণ: ।
 করকাবৃষ্টিভি: ক্ষিপ্তা বায়ুনা চ প্রপীড়িতা: ॥ ৪৫ ॥

তথায় মহুয়া, হস্তী, রথ এবং অস্ত্রাশ্র
 বাহক সমস্ত সেই রাজপুত্র দমন কর্তৃক
 নিক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া
 ইতস্তত: পতিত হইতে লাগিল। শক্র-
 নিসূদন পুঙ্কল দমনের বিক্রমপ্রভাবে
 রণস্থল বাণের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে
 দেখিয়া যথাবিধি আচমনান্তর বহিমস্তপুত
 একটি অগ্নিবাণ স্বীয় কার্য্যকে যোজনা করি-
 লেন। তখন, অতি প্রদীপ্ত প্রলয়াগ্নি যেরূপ
 আকাশ ভেদ করিয়া শিখা বিস্তার করে,
 পুঙ্কলের নিক্ষিপ্ত অগ্নিবাণও রণক্ষেত্রে সেই-
 রূপ প্রচণ্ড অগ্নি উৎপাদন করিল। তদনন্তর,
 যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিশিখাদ্বারা দগ্ন হওয়ায় ঈহায়
 সৈন্তগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ
 করিল। রাজগণের চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ গোলা-
 কার ছত্র সকল দগ্ন হইয়া স্বর্ণের মত কাস্তি
 ধারণ করিল। শক্রদিগের অশ্বসমূহের
 কেশর দগ্ন হওয়ায় তাহারা রণক্ষেত্রে হইতে
 পলায়ন করিতে লাগিল এবং অনেক সুন্দর
 কুবরকাষ্ঠসমধিত রথ সকল একেবারে ভস্মী-
 কৃত হইয়া গেল। ২৯—৩৭। প্রদীপ্ত অগ্নি-

শিখা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া বহুমূল্য মণ-
 মাণিক্যাবভূষিত করিশাবকসমূহও পলাইতে
 আরম্ভ করিল। বহুদ্বারা দগ্নদেহ হইয়া
 কোথাও হস্তিসকল বিনষ্ট, কোথাও অশ্বা-
 রোহী সৈন্ত, কোথাও বা সেনাপতি সকল
 নিহত হইতে লাগিল। নৃপপুত্র দমনকর্তৃক
 তেুদ্বিকে নিক্ষিপ্ত যাবতীয় শরসমূহ অগ্নিশিখা-
 দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া, ব্যর্থ হইতে লাগিল।
 তখন সেই সর্বাঙ্গবিৎ দমন নিজ সৈন্তসমূহ
 দগ্ন হইতেছে দেখিয়া অতিশয় রোষাধিত
 হইয়া অগ্নির প্রভাব নিবারণের জন্ত বারুণাস্ত্র
 যোজনা করিলেন। অগ্নি নির্ধাপণের জন্ত
 রাজপুত্র দমনকর্তৃক পরিত্যক্ত বারুণাস্ত্র, রথ
 এবং অশ্ব সমেত পুঙ্কলের সৈন্তগণকে জল-
 দ্বারা প্রাবিত করিয়া ফেলিল। সেই বারুণাস্ত্র-
 প্রভাবে শক্রপক্ষীয় রথ সকল জলপ্রাবিত
 হইল এবং স্বপক্ষীয় হস্তাসমূহের গাত্র আর্দ্র
 হওয়ায় অগ্নিজালা শাস্ত হইল। আগ্নেয়াস্ত্র-
 প্রভাবে উৎপন্ন অগ্নি নির্ধাপিত হইল এবং
 অগ্নিজালাপ্রপীড়িত স্বীয় সৈন্তগণও শাস্তি-
 লাভ করিল। ৩৮—৪৪। তখন শিলাবৃষ্টি
 ও প্রবল বায়ুর সহিত অতি নীতল জল-

তদা শ্ববলমালোক্য ভোয়পূরপ্রশীড়িতম্ ।
 কম্পিতঃ ক্ষুভিতঃ নষ্টময়্যাস্তঃ বারুণাহতম্ ॥৪৬
 তদাভিকোপতাম্রাক্ষঃ পুঙ্কলো ভরতান্বজঃ ।
 বায়ব্যান্সঃ সমাধন্ত ধ্বস্বব্যেকং মহাশরম্ ॥ ৪৭
 ততো বায়ুর্ষহানাসীদ্বায়ব্যান্সপ্রচোদিতঃ ।
 নাশয়ামাস বেগেন ঘনানীকমুপস্থিতম্ ॥ ৪৮
 বায়ুনাফালিতা নাগাঃ পরম্পরসমাহতাঃ ।
 অশাশ্চ সংহতাস্তোস্তাং শ্বথারোহসমবিভাঃ ॥
 নয়ঃ প্রভঞ্জনোদ্ধুতা মুক্তকেশা নিরৌজসঃ ॥
 পত্তস্তোহস্ত সমীক্যস্তে বেতাল। ইব ভূগতাঃ ।
 বায়না শ্ববলং সর্গং পরিভূতং বিলোক্য সঃ ।
 রাজপুত্রঃ পরীতান্তঃ ধনুর্মুঠৈঃ সমাদধে ॥ ৫১
 তদা তু পরীতাঃ পেতুর্মুস্তকোপরি যুধ্যতায ।
 বায়ুঃ সঙ্ঘাদিতস্তৈশ্চ ন প্রচক্রাম কুত্রচিৎ ॥

পুঙ্কলো বজ্রসংক্রান্ত সমাধন্ত শরাসনে ।
 বজ্রেন কৃতান্তে সর্গে জাতাশ্চ তিলশঃ কণাৎ
 বজ্রং নগান রজঃশেবান কৃত্বা বাণেহভিমান্বতম্
 রাজপুত্রোরসি প্রৌঢ়ৈঃ পপাত বিনদদৃভূশম্
 স ত্ৰাকুলিতচেতকো হৃদি বিদ্ধঃ কতো ভূশম্
 বিব্যাধে বলবান বীরঃ কশ্মলঃ পরমাপ সঃ ।
 তং বৈ কশ্মলিতং দৃষ্ট্বা সারথির্নয়কোবিদম্ ।
 অপোবাহ রণাত্ম্যং ক্রোশমাত্রং নরেন্দ্রজম্
 ততো যোধো রাজহৃনোঃ প্রনষ্টাঃ প্রপলায়িতাঃ
 গহ্না পুরীং সমাচম্বাঃ কশ্মলশ্বঃ নৃপাশ্বজম্ ॥
 পুঙ্কলো জয়মাপ্যেবং রণমূর্খনি ধর্ম্মবিৎ ॥
 ন প্রহর্ষুঃ পুনঃ শক্ভো রঘুনাথবচঃ শ্রবনং ॥ ৫৮
 ততো হুন্ধুভিনির্ঘোষো জয়শব্দো মহানকুৎ ॥
 সাধু সাধিবতি বাচশ্চ প্রাবর্তন্ত মনোহর্যঃ ॥৫৯

ধারাসম্পাতে শক্রগণ দারুণ শীতার্ভ
 হইয়া কাঁপিতে লাগিল । নিজ সৈন্ত-
 সমূহ জলরাশি-প্রাবনে প্রশীড়িত হইয়া
 কম্পিত ও ক্ষুভিত হইতেছে এবং বারুণা-
 স্ত্রের প্রভাবে নিজ অস্ত্র বার্থ হইল
 দেখিয়া সেই ভরতান্বজ পুঙ্কল ক্রোধে
 আরক্তমু হইলেন এবং বায়ব্যান্স নামক
 একটি মহাশর খীয় কাণ্ডিকে যোজনা করি-
 লেন । তখন বায়ব্যান্সপ্রভাবে প্রবল বায়ু
 উৎপন্ন হইয়া পুঙ্কৌকৃত মেঘ-সমূহকে অতি
 বেগে দূরীকৃত করিয়া ফেলিল । বায়ুর
 প্রবল বেগে বিভাঙিত হইয়া হস্তিসকল
 পরস্পর সংঘর্ষিত এবং আরোহী সমেত
 অশসকল পরস্পর প্রতিহত হইতে লাগিল ।
 বাত্যাসফালিত হওয়ায় আলুলায়িতকেশ
 নিস্তেজ মনুষ্য সকল অন্তরিক্ক হইতে পতন-
 শীল বেতালের স্তায় ভূপৃষ্ঠে পড়িতে লাগিল
 তখন রাজপুত্র দমন বায়ব্যান্স দ্বারা আপনার
 যাবতীয় সৈন্তগণকে পরাভূত দেখিয়া, আপন
 কাণ্ডিকে পরীতান্ত সন্ধান করিলেন ॥৪৫—৫১।
 তখন যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈন্তসকলের মস্তকোপরি
 পরীত আসিয়া পড়িতে লাগিল । বায়ু সেই
 পরীতগণ দ্বারা ব্যাহতগতি হইয়া ইত-

স্ততঃ প্রবাহিত হইতে পারিল না ।
 অনন্তর পুঙ্কল শরাসনে অব্যর্থ বজ্র অস্ত্র
 সন্ধান করিলেন । সেই বজ্রাশ্রে পরীত
 সকল কণকাল মধ্যে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল ।
 সেই মস্তপুত বজ্র অস্ত্র পরীতসমূহকে কণকাল
 মধ্যে ধূলিকূপে পরিণত করিয়া গভীর গর্জন
 করিতে করিতে রাজপুত্র দমনের বক্ষঃস্থলে
 প্রবলবেগে পতিত হইল । মহাবীর দমন
 হৃদয়ে বজ্রবিদ্ধ হইয়া সবিশেষ আহত
 হইলেন ; শুক্রতর আঘাতে আকুলিত হইয়া
 মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । সংগ্রামনিপুণ সেই
 রাজপুত্রকে মুচ্ছিত দেখিয়া, তদীয় সারথি,
 তৎকণাৎ রথ লইয়া সেই রণস্থল হইতে
 একক্রোশ দূরে অপস্থত হইল । অনন্তর
 রাজপুত্র দমনের সহচর অপরাপর যোদ্ধগণ
 তাঁহার অদর্শনে ভয়ে পলায়ন করিয়া পুরী-
 মধ্যে প্রবেশপূর্বক রাজপুত্রের মুচ্ছাবস্থা
 জ্ঞাপন করিল ॥৫২—৫৭। এদিকে ধর্ম্মজ
 পুঙ্কল সম্মুখসংগ্রামে এইরূপে জয়লাভ করিয়া
 রঘুনাথের আদেশ শ্রবণ করত রণপরাভুৎ
 শক্রর প্রতি পুনঃ প্রহার করিলেন না
 তখন তাঁহার সৈন্তমধ্যে হুন্ধুভিবাদ
 সহকারে মহান জয়শব্দ হইতে লাগিল

হর্বং প্রাপ স শক্রয়ো জয়িনং বীক্য পুঙ্কলম্
প্রশংস স সুমত্যাদিমন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ॥৬০

শেষ উবাচ ।

অথ বীক্য ভট্টান্নিজায়ুপো
কৃধিরৌঘেন পরিপ্লুতাকান ।
শময়িত্বি ব তচ্ছূচোহথ তান্
পরিপপ্রচ্ছ স্তুতস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৬১

গমতাখিলকশ্ম তস্ত বৈ
স কথং চাহরনথবর্ধ্যাকম্ ।
কথয়ন্ত পুনঃ কিয়দ্বলং
বত বীরঃ কতি যুদ্ধলীলাসঃ ॥৬২
অথ শক্রবলোন্মুখঃ কথং
মম বীরো দমনো রণং ব্যথাৎ ।

বিজয়ঞ্চ বিধায় দুর্জয়ঃ

কিল বীরঃ বত কোহ্যশাতয়ৎ ॥৬৩

ইত্যাকর্ণ্য বচো রাজঃ প্রত্যুচুস্তেহস্ত সেবকাঃ
কতজেন পরিক্রম-গাজবস্ত্রাদিধারিণঃ ॥ ৬৪

চতুর্দিক্ হইতে মনোহর ধস্ত ধস্ত ধ্বনি
হইতে লাগিল। পুঙ্কল বিজয়লাভ করিয়া-
ছেন দেখিয়া শক্রয় অতিশয় আফ্লাদিত
হইলেন এবং সুমতি প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গে
পরিবৃত হইয়া পুঙ্কলের প্রশংসা করিতে
লাগিলেন। অনন্তদেব কহিলেন,—এদিকে
দমন-পিতা রাজা সুবাহ রক্তাক্তকলেবরে
আগত যোদ্ধাদিগকে দর্শন করিয়া আশাস-
বাক্যে তাহাদিগকে সাহুনা করত পুত্রের
ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—
দমনের কার্যকলাপ তোমরা আমার নিকট
বর্ণনা কর। সে কিরূপে অথ হরণ করিল ?
দমনের সঙ্গে কত সৈন্য গিয়াছে ? কত
বীর তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে ? আমার
পুত্র বীর দমন শক্রসেনাভিযুখে গমন
করত কিরূপ যুদ্ধ করিল ? (তোমাদের
অবস্থা দর্শনে আমার বোধ হইতেছে)
কেহ সেই দুর্জয় বীরকে পরাভব করিয়া
খাঁকিবে। রক্তাক্ত-কলেবর রক্ত-রঞ্জিত-
বেশধারী সেই সেবকগণ রাজার এইরূপ

রাজরথং সমালোক্য পত্রচিহ্নাদ্যলঙ্কৃতম্ ।
গ্রাহয়ামাস গর্বেণ তৃণীকৃত্য রঘুধর্মম্ ॥ ৬৫
ততো হয়ারুগঃ প্রাপ্তঃ স্বল্পসৈন্তসমারূতঃ ।
তেন সাকমভুদ্দযুদ্ধঃ সুমহজ্জোমহর্ষণম্ ॥ ৬৬
তং মুর্ছিতং ততঃ কৃৎস্বা তব পুত্রং স্বসায়কৈঃ ।
যাবন্তিষ্ঠত্যাথায়াতঃ শক্রয়ঃ সবলৈর্দূতঃ ॥ ৬৭
ততো যুদ্ধঃ মহদভুচ্ছ স্ত্রাস্ত্রপরিবৃ-হিতম্ ।
বহুশো জয়মাপেদে তব পুত্রো মহাবলঃ ॥ ৬৮
ইদানীং মুক্তমস্তন্ত শক্রয়ভাতৃস্থনাম্ ।
মুর্ছিতঃ প্রধানেন রাজ্ঞন কৃতো বীর স্তুতস্তব ॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রোষশোকপরিপ্লুতঃ ।
স্বগিতাক্ত ইবাসীৎ স সমুদ্র ইব পর্কণি ॥ ৭০
উবাচ সেনাধিপতিঃ রোষপ্রস্কুরিতাধরঃ ।

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল,—
রাজন! রাজকুমার দমন পত্রচিহ্নাদি-
শোভিত অথ অবলোকন করিয়া বলদর্পে
রঘুনাথকে তৃণজ্ঞান করত সেই অথ রোধ
করিতে অন্তমতি করেন। (তাঁহার আফ্লাদ-
নগারে অথ গৃহীত হইলে) অথায়ুগামী এক
জন যোদ্ধা কতিপয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া
(বলপূর্বক অথ লইতে) আসিলে তাহার
সহিত আমাদের রাজপুত্রের ঘোরতর লোম-
হর্ষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আপনার পুত্র
বাণনির্ক্ষেপে সেই যোদ্ধাকে যেমন সংক্রা-
হীন করিলেন, তৎক্ষণাৎ অমনি শক্রয়
সৈন্যপরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।
৫৮—৬৭। অনন্তর পুত্র আপনার পুত্র বহুবিধ
অস্ত্রপ্রয়োগে শক্রয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ
করিলেন; সেই যুদ্ধে রাজপুত্র বহুবার জয়-
লাভও করিলেন। রাজন! এক্ষণে শক্র-
য়ের এক ভাতৃপুত্র অস্ত্রপ্রয়োগে আপনার
পুত্রকে মুর্ছিত করিয়াছে। রাজা সুবাহ
এই কথা শ্রবণ করিয়া যুগপৎ কোপ ও
শোকের আবির্ভাবে কণকাল স্তম্ভিত
হইয়া রহিলেন। চন্দ্রোদয়ে জলরাশি যেরূপ
উচ্ছলিত হয়, সেইরূপ সেই সুবাহ পুত্রের
বিপদবার্তায় শোককাতর হইলেও ক্রোধে

দৃষ্টেদুস্তান্নিহরোষ্ঠঃ । শোককর্ষিতঃ ॥ ১১ ॥
 সেনাপতে কুরুধারায়ম সেনান্ত সজ্জিতাম্ ।
 যোৎসে রসমস্ত সুভট্টৈর্মম পুত্রোপঘাতকৈঃ ।
 অদ্যাৎ মম পুত্রস্ত হুঃখদং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 ভেদয়ামি যদি হেনং রক্তিতাপি মহেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥
 সেনাপতিরিদং বাক্যং প্রোক্তং সুভূজভূপতেঃ
 নিশম্য চ তথা কৃত্বা সজ্জীভূতোহভবৎস্বরম্ ।
 রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস সজ্জাং স চতুরঙ্গিণীম্ ।
 সেনাং কালবলপ্রখ্যাং হতভূর্জনকোটিকাম্ ॥ ১১ ॥
 কৃত্বা সেনাপতেকীক্যং সুবাহুঃ পরবীরহা ।
 নিরুজ্জগাম ততো যজ্ঞ শক্রয়ঃ স্বসুতর্দনঃ ॥ ১২ ॥
 কুঞ্জরৈশ্চ মদোন্নতৈহৈশ্চাপি মনোজীবৈঃ ।
 নরৈশ্চ সর্বশস্ত্রাপূরিণৈশ্চ রিপুজ্ঞেভূভিঃ ॥ ১৩ ॥
 ভূশ্চক্রে তদা তত্র সৈন্তভারেন পীড়িতা ।
 সম্বর্ধঃ সূমহানাসীত্তত্র নৈশ্চৈ বিসর্পতি ॥ ১৪ ॥

অধীর হইয়া উঠিলেন; ক্রোধাবেশে তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি দৃষ্টে দৃষ্ট ঘর্ষণ করিয়া অধরলেখন করত সেনাপতিকে কহিলেন,—সেনাপতে! তুমি সৈন্ত সজ্জিত করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস। যাহারা আমার পুত্রকে আহত করিয়াছে, রামের সেই সুযোদ্ধাদিগের সহিত আমি যুদ্ধ করিব। আমার পুত্রকে যে কষ্ট দিয়াছে, অদ্য আমি তাহাকে নিশিত শরে আহত করিব; মহেশ্বর আসিলেও অজি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। সেনাপতি, সুবাহুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈন্ত সজ্জা করিয়া স্বয়ং সুসজ্জিত হইলেন। কোটিকোটবিজয়ী অস্ত্রকসৈন্তভূত্য অসংখ্য সৈন্ত সুসজ্জিত করিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। ৬৮—৭৫। সেনাপতি সৈন্ত সজ্জা করিয়াছেন শুনিয়া শক্রবীরঘাতী সুবাহু সসৈন্তে বহির্গত হইয়া, তাঁহার পুত্রপীড়ক শক্রয়ের অস্ত্রমুখে ঘাড়া করিলেন। মদমত্ত হস্তী, মনের ছায় বেগগামী অশ্ব এবং বহুত্তর রিপুবজয়ী ঘোড়া বহু অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাঁহার সন্ধে সন্ধে বাইতে লাগিল। তৎ-

রাজানং নির্গতং দৃষ্ট্বা রথেন কনকালিনা ।
 শক্রয়সৈন্তমদ্যুভূক্তং সর্ববৈরিপ্রহারকম্ ॥ ১২ ॥
 সূকেতুস্তস্ত বৈ ভ্রাতা গদাযুদ্ধবিশারদঃ ।
 রথেনাশু জগামায়ঃ সর্বশস্ত্রাপূরিভঃ ॥ ১৩ ॥
 চিত্রাঙ্গস্ত সূতো রাজঃ সর্বযুদ্ধবিচক্ষণঃ ।
 জগাম স্বরথেনাশু শক্রয়বলমুদমম্ ॥ ১৪ ॥
 তস্তান্নজ্ঞো বিচিত্রাথ্যো বিচিত্রয়ণকোবিদঃ ।
 যযৌ রথেন ঠৈহমেন ভ্রাতৃর্দুঃখেন পীড়িতঃ ॥ ১৫ ॥
 অশ্বে শূরা মহেধ্বাসাঃ সর্বশস্ত্রাকোবিদাঃ ।
 যজ্ঞনৃপসমাদিষ্টাঃ প্রধানঃ বীরপূরিভম্ ॥ ১৬ ॥
 রাজা সুবাহুঃ সংরোধাদাগতঃ প্রধানকনে ।
 বিলোকয়ামাস সূতং মুর্ছিতং শরপীড়িতম্ ॥
 রথোপস্থম্বিতং মুঢ়ং স্বসুতং দমনাতিধম্ ।
 বীক্য হুঃখং মুহঃ প্রাপ বীজয়ামাস পরীবৈঃ ॥ ১৭ ॥

কালে সুবাহুর সৈন্তভারে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার সৈন্তসমূহ বহির্গত হইতে থাকিলে পশ্চিমধ্যে ভয়ানক জনসম্বর্ধ হইয়া উঠিল। রাজা সুবাহু সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন, দেখিয়া সর্ববীরঘাতী শক্রয়ের সৈন্তও সুসজ্জিত হইল। সদাযুদ্ধনিপুণ সুবাহুভ্রাতা সূকেতু সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রথারোহণে বহির্গত হইলেন; সর্বপ্রকার যুদ্ধে সুনিপুণ সুবাহু-পুত্র চিত্রাঙ্গ রথে আরোহণপূর্বক অবিলম্বে বলোন্নত শক্রয়সৈন্তাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই চিত্রাঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র অদ্ভুত রণকৌশলী, তিনি ভ্রাতার বিপদবার্তায় কাতর হইয়া সুবর্ণময় রথে আরোহণপূর্বক বহির্গত হইলেন। ১৬—১৭। নিখিল অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ অপরাপর মহাধনুর্ধরগণ রাজার আদেশে সেই বীরপুত্র সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইল। রাজা সুবাহু ক্রোধভরে গমরস্থলে আগমন করিয়া দেখিলেন,— তাঁহার পুত্র দমন শরপীড়িত হইয়া মুর্ছিত হইয়া রহিয়াছেন। নিজপুত্র দমনকে রথোপরি মুর্ছিত দেখিয়া রাজা সাতিশয় হৃৎখিত হইলেন এবং পল্লবদ্বারা তাঁহাকে বীজন

জলেন সিক্তঃ সংস্পৃষ্টো রাজ্ঞা কোমলপানিন।
 সংজ্ঞামাপ শনৈর্নব্বীরো দমনঃ পরমাত্মবিন্দুঃ ॥
 উখিতঃ ক ধম্মুর্ধেহস্তি ক পুঙ্কল ইতো গতঃ
 সংসজ্য সমরং ত্যাক্তা মহাণরনপীড়িতঃ ॥ ৮৭
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য সুবাহুঃ পুত্রভাষিতম্ ।
 পরমং হর্বমাপেদে পরিরভ্য সূতং স্বকম্ ॥ ৭৮
 দমনো বীক্য জনকং ত্রপানজ্ঞশিরোধরঃ ।
 পপাত পাদয়োৰ্ভক্ত্যা ক্তদেদেহোহস্তরাজিভিঃ
 স্বসূতং রথসংস্থস্ত বিধায় নৃপতিঃ পুনঃ ।
 জগাদ সেনাধিপতিং রনকর্ম্মবিশারদঃ ॥ ৯০
 ব্যাহং রচয় সংগ্রামে ক্রৌঞ্চাখ্যাং ত্রিপুত্ৰজয়ম্ ।
 যথাবিধি জয়ে সৈন্ত্যং শক্রয়স্ত মহীপতেঃ ॥ ৯১
 উদ্ধাক্যমাকর্ণ্য সুবাহুভূপতেঃ
 ক্রৌঞ্চাখ্যাসুব্যাহবিশেষমাদধাৎ ॥
 যং নো বিশস্তে সহসা ত্রিপোর্গণা
 মহাবলাঃ শস্ত্রসমূহধারিণঃ ॥ ৯২

করিতে লাগিলেন । পরে সেই অন্তঃ-
 ক্ষবর মহাবীর দমন বীজনা, জলসেক ও
 রাজার কোমল করস্পর্শে ক্রমে সংজ্ঞালাভ
 করিলেন । সংজ্ঞালাভের পরক্ষণেই দমন
 গাত্রোথান করিয়া ‘আমার ধর্ম কোথায় ?
 পুঙ্কল যুদ্ধ করিতে করিতে আমার
 শরপীড়িত হইয়া যুদ্ধপরিত্যাগপূর্বক কোথায়
 গমন করিল ?’ পুত্রের এবিধ বাক্য
 শ্রবণে সুবাহু সাত্ত্বিয় আক্লান্দিত হইয়া
 তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । অন্তঃপ্রহারে
 বিকৃতভেদে দমন পিতাকে দেখিয়া লজ্জায়
 নতগ্রীব হইয়া ভক্তিতরে তাঁহার চরণে
 পতিত হইলেন । যুদ্ধকর্ম্মবিশারদ সুবাহু
 পুত্রকে স্বধোপরি আরূঢ় করিয়া সেনাপতিকে
 কহিলেন,—তুমি সংগ্রামে শক্রহর্জয় ক্রৌঞ্চ-
 ব্যাহ নিশ্চীর্ণ কর ; আমি সেই ক্রৌঞ্চবৃহে
 প্রবিশ্ট হইয়া শক্রর রাজার সৈন্ত জয় করিব ।
 সেনাপতি, সুবাহু রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া
 শক্রহর্ভেদ্য উত্তম ক্রৌঞ্চবৃহে রচনা করি-
 লেন । মহাবলশালী বহুশস্ত্রধারী শক্রগুণ
 সহসা সেই ক্রৌঞ্চবৃহে প্রবেশ করিতে পারে

যুখে স্নুকেতুস্তাস্ত্রাসীদাগলে চিত্রাঙ্গসংজ্ঞকঃ ।
 পক্ষয়ো রাজপুত্রৌ ধৌ পুচ্ছে রাজা প্রতিষ্ঠিতঃ
 মধ্যে সৈন্ত্যং মস্তিস্ত চতুরঙ্গশুশোভিতম্ ।
 কৃষা শুবেদয়জ্ঞে ক্রৌঞ্চবৃহং বিচিহ্নিতম্ ॥
 দৃষ্টৌ রাজা সুরসম্ভঃ ক্রৌঞ্চবৃহং বিনিশ্চিতম্ ।
 রণায় স্বমতিং চক্র শক্রয়কটকে হিতৈঃ ॥ ৯৫
 ইতি শ্রীপাদ্যে পাতাশথশ্চৈতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

শক্রয়স্তদ্বলং দৃষ্টৌ ভীষণাকৃতি মেঘবৎ ।
 হস্তাশ্বরথপাদাতৈর্কলভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ১
 স্মমতিং প্রতুব্যাচেষৎ বচো গন্তীরশ্বকযুক্ ।
 নানাবাক্যবিচারজৈঃ পণ্ডিতৈঃ পরিসেবিতঃ ॥

না । সেই ক্রৌঞ্চবৃহের সম্মুখভাগে স্নুকেতু,
 কণ্ঠভাগে চিত্রাঙ্গ, হুই পক্ষে অর্থাৎ পার্শ্ব-
 ভাগে অস্ত্র হুই রাজপুত্র এবং পুচ্ছে অর্থাৎ
 পশ্চাদ্ভাগে রাজা সুবাহু অধিষ্ঠিত হইলেন ।
 তাহার মধ্যভাগে সেই বিপুল চতুরঙ্গ সৈন্ত
 অবস্থিত করিতে লাগিল । সেনাপতি এই-
 রূপ বিচিহ্ন ক্রৌঞ্চবৃহে রচনা করিয়া রাজাকে
 নিবেদন করিলেন । রাজা ক্রৌঞ্চবৃহে নিশ্চিত
 ও সুসজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া শক্রয়-
 শিবিরে অবস্থিত যোদ্ধবর্গের সহিত যুদ্ধ
 করিতে উদ্যত হইলেন । ৮৩—৯৫ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

(সর্গরাজ) শেষ বলিলেন,—অতঃপর
 নানা বাক্যবিচারজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরি-
 সেবিত শক্রয় বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব রথ
 ও পদাতিনিচয়ে পরিবৃত মেঘবৎ ভীষণাকৃতি
 সেই সৈন্তসমূহ সদর্শনপূর্বক গন্তীরশ্বরে

শক্ৰ উবাচ ।

সুমতে কশ্চ নগরঃ প্রাপ্তো মে হৃদয়স্তমঃ ।
বল মেতন্নিকীকৃত পন্নোদধিতরঙ্গবৎ ॥ ৩
কশ্চৈতত্ত্বলমুদ্বর্ষণং চতুরঙ্গসমধিতম্ ।
পুরতো ভাতি যুদ্ধায় সমুপস্থিতমাদরাৎ ॥ ৪
এতৎসর্বং সমাচক্ষু যথাবৎপৃচ্ছতো মম ।
যজ্ঞজ্ঞানী যুদ্ধসংস্থায়ৈ নির্দিশামি স্বকান্ ভটান্
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য সুমতিঃ শুভবুদ্ধিমান্ ।
উবাচ বচনং শ্রীতঃ শক্ৰঃ বৈরিতাপনম্ ॥ ৬
সুমতিরুবাচ ।

চক্রাঙ্কানগরী রাজান্ বর্জতে সবিধে শুভা ।
যন্তাঃ সন্তি নরাঃ পান্যরথিতা বিষ্ণুভক্তিভঃ ॥
ভন্তাঃ পুর্যাঃ পতিরয়ং সুবাহুর্ধর্মবিস্তমঃ ।
তবায়ং পুরতো ভাতি পুত্রপৌত্রসমাবৃতঃ ॥ ৮
স্বদারনিরতো নিত্যং পরদায়পরাসুখঃ ।
বিঝোঃ কথাস্তু সর্বদা ন চান্তার্থপ্রকাশনো ॥

সুমতিকে এই কথা বলিলে। শক্ৰ বলিলেন,—সুমতে! আমাদিগের যজ্ঞ অথবা কোন ভূপালের নগরে উৎস্থিত হইয়াছে? এবং কাহারই বা এই সাগরোপম মহাসৈন্য দুই হইতেছে? এই চতুরঙ্গবল সন্দর্শনে সকলেরই গায়ে রোমাঞ্চিত হয়, এই নৈশ্চিন্দয় যুদ্ধার্থই সাদরে সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে বোধ হইতেছে। আমি এই সকল বিষয় জানিবায় নিম্নিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমায় যথার্থরূপে বল। আমিও এই সকল বিষয় জানিয়া সংগ্রামার্থ নিজে সৈন্যগণকে আদেশ করিব। সদবুদ্ধিশালী সুমতি, ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দচিত্তে শক্ৰনিস্বদন শক্ৰকে কহিলেন,—রাজন! সন্নিকটে চক্রাঙ্ক নামে এক পরম সুন্দর নগরী আছে, তথাকার সকল ব্যক্তিই বিষ্ণুভক্তিপ্রভাবে নিম্পাপদেহ। সেই নগরীর অধিবাসন পরম ধার্মিক এই সুবাহু, পুত্র-পৌত্রে পরিবৃত্ত হইয়া আপনায় সম্মুখে উপস্থিত। ইনি সত্যত্বদারনিরত, ৩৩ পরদায়পরাসুখ। ইহায়

পরশ্ব ন সমাদত্তে যষ্ঠাংশাদধিকং নৃপঃ ।
ভ্রাক্ষণা বিষ্ণুভক্ত্যেব পূজ্যস্তে তেন ধর্মিণা ॥
নিত্যং সেবারতো বিষ্ণুপাদপদ্মধ্বজতঃ ।
এষ স্বধর্মনিরতঃ পরধর্মপরাসুখঃ ॥ ১১
এতস্ত বহুতুল্যং হি ন বীর্যাণাং বলঃ কচিৎ ॥
পুত্রস্ত পতনং ঋত্বা যোবশো কসমাকুলঃ ।
চতুরঙ্গসমেতোহয়ং যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ১৩
তথাপি বীরা বহবো লক্ষ্মীনিধিমুখা অমুন ॥
জেষ্যস্তি শত্রুসংজ্ঞেন নির্দিশাশু পরং হি তান্
শক্ৰস্তত্ত্বচঃ ঋত্বা প্রোবাচ সুভটান্ নরান্ ।
রণপ্রাপ্তিভবোদ্বর্গ- পুরপুরিতমানসান্ ॥ ১৫
ক্রোধব্যাধোহদা রচিতঃ সুবাহুপরিসৈনিকৈঃ ॥
মুখশঙ্খিতা যোধান্তান্ কো ভেৎস্তুতি শত্রুবি
যস্ত তেদে নিজে শক্তির্যো বীরবিজয়োদ্যতঃ ॥

কর্ণে হরিকথাভিন্ন অস্তকথা প্রবেশ করিতে পারে না। এই রাজা কদাচ যষ্ঠাংশাভিরিক্ত পরশ গ্রহণ করেন না এবং এই ধার্মিকবর বিষ্ণুভুক্তিতে ভ্রাক্ষণগণকে পূজা করিয়া থাকেন। ১—১০। ইনি সত্যতাই স্বধর্মনিরত, পরধর্মপরাসুখ এবং ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মের ভ্রমররূপ; ইনি নিয়ত বিষ্ণু-সেবায় নিরত; ইহার বলতুল্য অপর বীরগণের বল কৃত্রাপি ঋত্ব হয় না। এই নৃপবর, পুত্রের নিধনবার্তা শ্রবণে যুগপৎ ক্রোধ ও শোকে অধীর হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্তের সহিত যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইয়াছেন। যাহাই হউক, তথাপি লক্ষ্মীনিধিমুখ ভবদীয় বহু বীরগণ নিশ্চয়ই অশ্রুনিচয়ে ইহাকে ও ইহার সৈন্যগণকে জয় করিবে; পরন্তু এক্ষণে আপনি অবিলম্বে বীরগণকে সংগ্রামার্থ আদেশ দিন। শক্ৰ সুমতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সংগ্রামপ্রাপ্তিজন্ত নিয়তিশয় আনন্দপূর্ণহৃদয়ে প্রাণসিত যোদ্ধরূপকে কহিলেন,—সম্প্রতি সুবাহুরাজের সৈনিকগণ ক্রোধব্যাধ রচনা করিয়াছে; বহু যোদ্ধরূপ এই ব্যূহের মুখ ও পার্শ্বদানে অবস্থান করিতেছে; আমাদিগের মধ্যে কোন শত্রুবিদ

স গৃহীত্ব মদীয়াক্ষি পানিপদ্মাক্ষ বীটকম্ । ১৭
 তদা লক্ষ্মীনিধিবীরো জগ্ৰাহ ক্রৌঞ্চভেদনে
 সৰ্বশস্ত্রাশ্রবীৰ্যবৈবহতিঃ পরিবারিতঃ । ১৮
 উবাচ বচনং রাজ্ঞন যাস্তেহং ক্রৌঞ্চভেদনে ।
 ভার্গবঃ পূৰ্ণমেবাসীৎ ক্রৌঞ্চভেদস্তা তথা হৃৎম্ ।
 তথাশ্চবীরমাবোচৎ কোহস্ত সার্দং গমিষ্যতি ।
 পুঙ্কলঃ পৃষ্ঠতো যোহস্ত গন্তঃ চক্রে মতিং ততঃ
 রিপুঁতাপো নীলরত্ন উগ্রাস্তো বীরমর্দনঃ ।
 সৰ্বে শক্রস্নির্দেপাদৃশ্যুস্তে ক্রৌঞ্চভেদনে ॥২১
 শক্রয়েহপি রথে সংস্থঃ সৰ্বায়ুধধরঃ পয়ঃ ।
 পৃষ্ঠতোহস্ত পরীয়ায় বহতিঃ সৈনিকৈর্ভূতঃ ॥২২
 তদা প্রচলিতৌ দৃষ্টাবস্তোস্তবলবারিধী ।
 প্রলয়ং কৰ্ত্তুমৃদৃশ্যুস্তো জগতঃ স্ততরক্ষিণৌ ॥২৩

বীর উহা ভেদ করিতে সমর্থ হইবে ?
 ঐ ব্যহভেদে যাহার সামর্থ্য থাকে, এবং যিনি
 বীরবিজয়ে উদ্যত আছেন, তিনি মদীয়
 হস্ত হইতে বীটক (তাম্বুল) গ্রহণ করুন।
 তখন বহুল বীরবৃন্দে পরিবৃত, সৰ্বপ্রকার
 অস্ত্র-শস্ত্রবেস্তা-বীরবর লক্ষ্মীনিধি, ব্যহভেদ-
 নার্থ সজ্জিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। এবং
 বলিলেন,—রাজন! আমিই ক্রৌঞ্চব্যহভেদ
 করিতে গমন করিব। পূর্বে ভার্গব যেমন
 ক্রৌঞ্চভেদস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন,
 আমিও আজি সেইরূপ হইব। ১১—১২।
 অনন্তর পুঙ্কল নামক যে বীর লক্ষ্মীনিধির
 পশ্চাৎ গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন,
 তিনি অস্ত্রাশ্র বীরগণকে বলিলেন,—কে
 ইহাঁর সহিত গমন করিবে ? তৎপরে
 শক্রয়েঃ নিদেশান্ত্রসারে রিপুঁতাপ, নীলরত্ন-
 উগ্রাস্ত ও বীরমর্দন প্রভৃতি সমুদয় বীরগণ
 ক্রৌঞ্চ ভেদনার্থ লক্ষ্মীনিধির সহিত গমন
 করিলেন। অপিচ স্বয়ং শক্রয়ও প্রভূত
 সৈনিকে পরিবৃত হইয়া সৰ্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র
 ধারণ করত রথারোহণে লক্ষ্মীনিধির পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলেন। তৎকালে
 সেই ভীষণ তরঙ্গ-মালাকুল উত্তর পক্ষীয়
 সৈন্তসাগর ঘেন জগৎ প্রলয়ার্থ সমুদ্যত

তদা তেৰ্যাঃ সমাজয়কুভয়োঃ সেনয়োদৃঢ়াঃ ।
 রণভেৰ্যাঃ শম্বানাদাঃ শ্রয়স্তে তত্র তত্র হ ॥ ২৪
 হ্রেষস্তে বাজিনস্তত্র গর্জন্তি দ্বিরদা-ভৃশম্ ।
 হৃৎ কুর্বন্তি বীরাগ্ৰ্যো নদন্তি রথনেময়ঃ ॥২৫
 তত্র বীরাঃ প্রকৃপিতাঃ সুবাহুবলদর্পিতাঃ ।
 ছিদ্ধি ভিক্ষীতি ভাষন্তো দৃশ্বন্তে বহবো রণে ॥
 এবম্বৃত্তে রণোদ্যুক্তে সৈন্তে শক্রয়বৈরিণোঃ ।
 মুখসংস্থঃ সূকৈতুঃ তং লক্ষ্মীনিধিরূবাচ হ ॥২৭
 লক্ষ্মীনিধিরূবাচ ।
 জনকস্ত সূতঃ বিদ্ধি লক্ষ্মীনিধিরিত স্মৃতম্ ।
 সৰ্বশাস্ত্রাস্ত্রকুশলং সৰ্বমুদ্রবিশারদম্ ॥ ২৮
 মুকাৰং রামচন্দ্রস্ত সৰ্বদানবদংশিতুঃ ।
 নো চেয়মাণনির্ভিরো যাস্তসে যমসাদনম্ ॥২৯
 ইতি ক্রবন্তঃ বীরাগ্ৰ্যঃ সূকৈতুস্তরসা বলী ।
 সজ্জং চাপং বিধায়ান্ত বাণান মুঞ্চন রণেহতবৎ

হইয়াই গমন করিতেছে দৃষ্ট হইল। ২০—২৩।
 ঐ সময়ে উভয় সৈন্তमध्ये প্রায় সর্বত্রই রণ-
 ভেদ্য বাদিত হইতে থাকিল ও শম্বধ্বনি
 ঙ্গতিগোচর হইতে লাগিল। বাজিগণ হ্রেষ-
 রব করিতে লাগিল, দ্বিরদগণ ভীষণ গর্জন
 করিতে থাকিল। বীরগণ হৃৎকার ধ্বনি
 করিতে আরম্ভ করিল এবং রথনেমি সকল
 শকাইমান হইতে থাকিল। সেই সংগ্রাম-
 ক্ষেত্রে সুবাহুরাজের বলদর্পিত বহুসংখ্যক
 বীরগণকেই অভিযয় ক্রৌঞ্চভেদে মারকাট
 শব্দ করিতে দেখা গেল। শক্রয় ও তদীয়
 শক্রপক্ষীয়ের সৈন্তগণ এবংবিধ সংগ্রামে
 প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্মীনিধি ব্যহমুখাঙ্কিত সূকৈ-
 তুকে কহিলেন,—ওহে বীরবর! আমাকে
 জনক রাজের পুত্র এবং সৰ্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে
 সুনিপুণ ও সৰ্বমুদ্রবিশারদ জানিও, আমার
 নাম লক্ষ্মীনিধি। এক্ষণে নিখিল দানবকুলের
 সংহারকারী ঈশ্বরামচন্দ্রের যজ্ঞমাধ পরিচর্যাগ
 কর, নচেৎ মদীয় বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া
 নিশ্চয়ই তোমাকে যমপুরী গমন করিতে
 হইবে। বীরবর লক্ষ্মীনিধি এইরূপ বলিতে
 থাকিলে মহাবলশালী সূকৈতু স্বরায় শরাসন

তে বাণাঃ শিতপর্কীণঃ স্নর্গপুন্ধ্যাঃ সমস্ততঃ ।
 দৃষ্টান্তে ব্যাপিনস্তত্র রণমধ্যে সুদূর্ভরাঃ ॥৩১
 তষণজলাঃ তরসা নিহত্য }
 লক্ষ্মীনিধিশ্যপমখাততজ্যম্ । }
 বিধায় তস্তোরসি বাণঘটকং
 মুমোচ তীক্স শিতপর্কীশোভিতম্ ॥ ৩২
 তে বাণাঃ সুভূজভ্রাতুরুদয়ং সংবিদাধ্য চ ।
 গতান্ত ভূবি দৃষ্টান্তে ক্রধিরাক্রমলীমসাঃ ॥ ৩৩
 তষণভিন্নরুদয়ঃ সুকেতুঃ কোপপূরিতঃ ।
 জঘান শরবিশত্যা তীক্সয়া নতপর্কয়া ॥ ৩৪
 উভৌ বাণবিভিন্নান্জাবুভৌ ক্ততজবিপ্লুতো ।
 সৈনিকৈঃ পরিদৃষ্টতে কিংগুকাবিব পুষ্টিভৌ
 মুঞ্চন্তৌ বাণকোটীশ দধতো তরসা শরান্ ।
 কেনাপি ন বিলক্ষ্যত লঘুহস্তৌ মহাবলৌ ॥

কুণ্ডলীকৃতসচ্চাপৌ বর্ষন্তৌ বাণধারয়া ।
 নবাবুদাবিবি দিবি শকনির্দেশকারিণৌ ॥ ৩১
 তযোবাণা গজান বাহারয়শরান্ বিমস্তকান্ ।
 কুর্ষন্তঃ কেবলঃ দৃষ্টা ন চ সন্ধানমোক্ষণে ॥ ৩২
 পৃথিবী সুভট্টে: পূর্ণা সক্রীট্টে: সক্রুওলে: ।
 ধনুর্কীপকটৈ রোযসন্দষ্টাধরয়ুগ্মকৈ: ॥ ৩৩
 তয়ো: প্রযুধ্যতোর্দির্পাং সর্কশস্রাস্রবেদিনে: ।
 যুদ্ধং সমতবদেযায়ঃ দেববিস্মাপনং মহৎ ॥ ৪০
 সমর্দেহভবদত্যস্তং বীরকোটীবিঘাতনঃ ।
 ন কেনচিৎ কচিদৃষ্টং শরজালাস্তরেৎস্বয়ম্ ॥ ৪১
 তস্মিন্ সময়ে লক্ষ্মীনিধিবীরোহরমর্দনঃ ।
 বাণাংস্চাপে সমাধস্ত বসুসংখ্যান দৃঢ়াঙ্কিতান্
 চতুর্ভিত্তরগান্ বীর সুকেভোরনয়ৎ ক্ষয়ম্ ।

সজ্জিত করিয়া তদুপরি শর বর্ষণ করিতে
 করিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। দেখা
 গেল, তৎকালে সমরক্ষেত্রে তদীয় নিশিত
 পর্কী ভীষণ স্নর্গপুন্ধ্য শরনিকর চতুর্দিক্ পরি-
 ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তদর্শনে লক্ষ্মী-
 নিধি অরায় স্বীয় শরাসনে জ্যারোপণপূর্বক
 সুকেতুনিষ্কিপ্ত সেই শরজাল তিরোহিত
 করিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে ষট্‌সংখ্যক নিশিত-
 পর্কীশোভিত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন।
 ২৪—৩২। দেখা গেল, সেই ষট্‌সংখ্যক
 বাণই সুভূজরাজের সহোদর সুকেতুর
 বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ক্রধিররঞ্জিত কলেবরে
 ফুগর্ভে গমন করিল। এদিকে সুকেতুও
 তদীয় বাণে বিরুদ্ধদয় হইয়া কোপপূর্ণরুদয়ে
 নতপর্কী সুতীক্ষ্ণ বিংশতি শরে লক্ষ্মীনিধিকে
 আহত করিলেন। তৎকালে সৈনিকগণ
 উভয়কেই বাণভিন্নান্ ও রক্তাক্ত হইয়া
 পুষ্টিত কিংগুকা পাদপেয় স্তায় সন্দর্শন
 করিতে লাগিল। সেই মহাবলশালী ক্ষিপ্ত-
 হস্ত বীরদ্বয় এরূপ সত্বর ভাবে শরনিকর
 গ্রহণপূর্বক এককালে অসংখ্য শরনিক্ষেপ
 করিতে থাকিলেন যে, কেহই তাঁহাদিগের
 শরগ্রহণ ও শরক্ষেপের কাল লক্ষ্য করিতে

পারিল না। তৎকালে উভয়েই প্রকাণ্ড
 কোদণ্ড কুণ্ডলিত করিয়া নিরস্তর বাণধার
 বর্ষণ করায় বোধ হইল যেন দেবরাজের
 আদেশানুসারে মহামেঘদ্বয় গগনমণ্ডলে নির-
 বচ্ছিন্ন বারিধারা বর্ষণ করিতেছে। দেখা
 গেল, তাঁহাদিগের শরজাল নিরস্তর কেবল
 মাতঙ্গ তুরঙ্গ ও বীরগণের মস্তক ছেদন
 করিতেছে, কিন্তু সন্ধান বা মোক্ষণ কিছুই
 লক্ষিত হয় নাই। ক্রমে পৃথিবী নিহত যোদ্ধ
 বৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, উহাদিগের
 মস্তকে ক্রীট, কর্ণে কুণ্ডল ও হস্তে ধনুর্কীপ
 শোভা পাইতেছিল এবং জীবিতাবস্থায়
 তাহারা যে রোষভরে ওষ্ঠাধর দস্ত দ্বারা
 দংশন করিয়াছিল সেই ভাবেই রহিল।
 সর্কপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রবেত্তা সেই বীরবরদ্বয়
 দর্পভরে এইরূপ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সেই
 ঘোরতর সংগ্রামে দেবগণও বিস্ময়াবিত হইয়া-
 ছিলেন। বস্তুতঃ সেই সংগ্রাম অতিশয়
 ভীষণ হইয়াছিল, কোটি কোটি বীর উহাতে
 ধুরাশীয়া হয়। সেই সমররাজনে কুত্রাপি
 কেহই নিবিড় শরজালের মধ্য দিয়া গগন-
 মণ্ডল দেখিতে পায় নাই। সেই সময়ে
 অগ্নিমর্দন বীর লক্ষ্মীনিধি, পরাসনে বহু-
 সংখ্যক দৃঢ় শাণিত শর সন্ধান করিলেন।

একেন ধ্বজমত্যাগ্রং চিচ্ছেদ তরস্না হসন ॥৪৩
 একেন সারথঃ কায়াচ্ছিরো ভূমাবপাতয়ৎ ।
 একেন চাপং সশুণমচ্ছিন্দ্রোষপূরিতঃ ॥ ৪৪
 একেন হৃদি বিব্যাধ স্নুকেতোর্কৈগবান নৃপঃ ।
 তৎকর্মাঙ্কৃতমুদীক্য বীরা বিস্ময়মাযুঃ ॥ ৪৫
 স ছিন্নধ্বা বিরথো হতোশো হতসারথিঃ ।
 মহতীং স গদাং নীতা ষোড়শকামোহভ্যুপেয়িবান
 তমাস্ত্রং সমালক্য গদাযুদ্ধবিশারদম্ ।
 মহত্যা গদয়া যুক্তং রথাদবততার সঃ ॥ ৪৭
 গদামাধায় মহতীং সর্বায়াসবিনির্মিতাম্ ।
 সাতরূপবিচিত্রাকৌঃ সর্বশোভাপুরস্কৃতাম্ ॥৪৮
 লক্ষ্মীনিধিভৃশং ক্রুদ্ধঃ স্নুকেতোর্কৈকসি তরন
 তড়য়ামাস সুদৃঢ়ং গদাং বজ্রাগ্নিসম্ভিতাম্ ॥৪৯
 গদয়া তাড়িতো বীরো নাকম্পত মহামুনে ।

মদোন্নতো যথা দস্তী বালেনৈব শ্রজা হন্তঃ ॥৫০
 কথয়ামাস বীরাগ্রেয়ো নৃপং লক্ষ্মীনিধিঃ তদা ।
 সহশ্বেকপ্রহারং মে যদি শুরঃ পরস্তপঃ ॥ ৫১
 ইত্যুকা তাড়য়ামাস ললাটে গদয়া ভূশম্ ।
 গদয়া তাড়িতো ভালেহস্থমন কুপিতো ভূশম্
 মুর্ধ্নি তং তাড়য়ামাস গদয়া কালরূপয়া ।
 স্নুকেতুরপি তং স্বন্ধে তাড়য়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥৫৩
 এবং ভূশং স্নুপুপিতো গদাযুদ্ধবিশারদো ।
 গদাযুদ্ধং প্রকুর্ব্বাতে পরম্পরজয়ৈষণৌ ॥ ৫৪
 অস্ত্রোক্তঘাতবিমতো পরম্পরবধোদ্যতো ।
 ন কোহপি তত্র হীয়েত ন কো জীয়েত সংযুগে
 মুর্ধ্নি ভালে তথা স্বন্ধে হৃদি গাত্রেসু সর্বভঃ ।
 কধিরৌঘপরিক্রমৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ৫৬
 তদা লক্ষ্মীনিধিঃ ক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য বেগবান্ ।

পরে সেই বীর চারিটা বাণে স্নুকেতুর তুরগ-
 নিচয়কে সংহার এবং অবিলম্বে হাসিতে
 হাসিতে তাহার সমুদ্রত ধ্বজদণ্ড ছেদন
 করিয়া ফেলিলেন । তিনি যোষাবিষ্ট হইয়া
 এক বাণে স্নুকেতুর সারথির মস্তক ছেদন-
 পূর্ব্বক ভূমিতলে পাতিত এবং অপর এক
 বাণে জ্যার সহিত চাপমণ্ডল ছেদন করি-
 লেন । অনন্তর সেই নৃপবর সবেগে এক
 বাণে স্নুকেতুর হৃদয় বিদ্ধ করিলেন । তাঁহার
 সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সমুদয়
 বীরগণই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। ৩৩—৪৫ ।
 রাজভ্রাতা স্নুকেতু, এইরূপে শরাসন ছিন্ন
 এবং রথার্থ ও রথগারথি নিহত হওয়ার
 রথবিহীন হইয়া প্রকাণ্ড এক গদা গ্রহণ-
 পূর্ব্বক যুদ্ধকামনায় লক্ষ্মীনিধির সন্ন-
 ধানে আগমন করিতে লাগিলেন ।
 তখন লক্ষ্মীনিধি, গদাযুদ্ধবিশারদ স্নুকেতুকে
 বৃহৎ এক গদা লইয়া আগমন করিতে
 দেখিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন ।
 পরে সুবর্ণভূষিত পরম সুন্দর লৌহময়ী
 এক মহতী গদা গ্রহণ করিয়া সাতিশয়
 ক্রোধপূর্ণ-হৃদয়ে স্বরায় স্নুকেতুর বন্ধ-
 স্থলে দৃঢ়রূপে বজ্রাগ্নিসম্ভিত সেই গদা
 পাতিত করিলেন । হে মহামুনে ! মদো-

ন্নত মাতঙ্গকে যেমন কোন বালক মালা-
 ঘাত করিলে সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না,
 সেইরূপ মহাবীর স্নুকেতুও গদাঘায়া আহত
 হইয়া অণুমাত্র কম্পিত হইলেন না । পরন্তু
 তখন বীরবর স্নুকেতু, লক্ষ্মীনিধিকে কহি-
 লেন, ওহে বীর ! যদি তুমি যথার্থ শুর ও
 শক্রনিযুদন হও, তবে আমার একবার
 প্রহার সহ্য কর দেখি । স্নুকেতু এই কথা
 বলিয়াই লক্ষ্মীনিধির ললাটদেশে সাতিশয়
 গদাঘাত করিলেন । তখন লক্ষ্মীনিধি ললাটে
 গদাহত হইয়া কধির বমন করিতে, করিতে
 সমধিক ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে কালরূপিণী স্বীয়
 গদাঘায়া স্নুকেতুর মস্তকে আঘাত করায়
 ধর্ম্মবিৎ স্নুকেতুও পুনরপি লক্ষ্মীনিধির
 স্বন্ধে প্রহার করিলেন । গদাযুদ্ধবিশারদ সেই
 বীরবরষয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরম্পর
 জিগীষায় এইরূপ ভীষণ গদাযুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন । তৎকালে তাঁহার উভয়েই
 পরম্পরকে প্রহার ও সংহার করিতে
 উদ্যত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু সেই
 সংগ্রামে কাহারও জয় বা পরাজয় হয় নাই ।
 ৪৬—৫৫ । সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের
 মস্তক, ললাট, স্বন্ধ ও হৃদয় প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গই

জগাম প্রবলং হস্তং হৃদি রাজানুজং বলী ॥৫৭
 তমায়াস্তমখালোক্য স্বগদাং মহতীং দধৎ ।
 যযৌ তং তরুসা হস্তং রাজভ্রাতা বলাহলম্ ॥৫৮
 গদাং তেন বিনিক্ষিপ্তাং স্বকরে ধৃতবানয়ম্ ।
 তয়েব গদয়া তস্ম হৃদি জয়ে মহাবলঃ ॥ ৫৯
 স্বগদাং তেন বৈ নীতাং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীনিধিনৃপঃ ।
 বাহুবুধেন তং যোদ্ধুমিষেয বলবন্তরম্ ॥ ৬০
 তদা রাজানুজঃ ক্রুদ্ধো বাহুভ্যামুপগৃহ্য তম্ ।
 যুযুধে সর্ষযুদ্ধস্ত জ্যাতা বীরেষু সন্তমঃ ॥ ৬১
 তদা লক্ষ্মীনিধিস্তস্ত হৃদি জয়ে স্বমুষ্টিনা ।
 তদা সৌম্বপি শিরস্থেন মৃষ্টিমুদাম্যা চাহমৎ ॥৬২
 মৃষ্টিভিক্ৰজসন্ধাস্তলক্ষ্ণেটৈশ্চ দারুণৈঃ ।
 অস্ত্রোস্ত্রং জয়তুঃ ক্রুদ্ধো সন্দষ্টাধরপন্নবো ॥৬

মৃষ্টিমুষ্টি দস্তাদস্তি কচাকচি নখানিধি ।
 উভয়োরভবদযুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥ ৬৪
 তদা প্রকৃপিতো ভ্রাতা নৃপতেশ্বরণে নৃপম্ ।
 গৃণীত্বা ভ্রাময়িত্বাথ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৫
 লক্ষ্মীনিধিঃ করে গৃহ্য তং নৃপানুজমুচ্চকৈঃ ।
 ভ্রাময়িত্বা শতশুণং গজোপশ্বে জঘান তম্ ॥৬৬
 স তদা পতিতো ভূমৌ সংজ্ঞাং প্রাপ্য ক্ষণাদহু
 তধেব ভ্রাময়ামাস ব্যোমি বেগেন বিক্রমী ॥৬৭
 এবং প্রধুম্যানো ভৌ বাহুবুদ্ধং গতৌ পুনঃ ।
 পাদে পাদং করে পাণিং হৃদি হৃদং মুখে মুখম্
 এবং পরস্পরং শ্লিষ্টৌ পরস্পরবর্ধেযিণৌ ।
 উভাবপি বলাক্রান্তাবুভৌ মুচ্ছামপীয়তুঃ ॥ ৬৯
 তদৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ প্রশশংসুঃ সহশ্রশঃ ।
 ধস্তো লক্ষ্মীনিধির্ভূপো ধস্তো রাজানুজো বলী
 ইতি শ্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

কবিষধারণ্য পরিক্রিন্ন হইয়াছিল । অনন্তর
 মহাবলশালী লক্ষ্মীনিধি সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া
 গদা উত্তোলনপূর্বক প্রবল শক্তি রাজানুজ
 স্নুকেতুকে বক্ষঃস্থলে প্রহারার্থ মহাবেগে
 তদভিমুখে ধাবিত হইলেন । তখন সেই
 রাজভ্রাতা স্নুকেতুও লক্ষ্মীনিধিকে তক্রপে
 আগমন করিতে দেখিয়া সবলে স্বীয় মহতী
 গদা ধারণ করত লক্ষ্মীনিধিকে প্রহারার্থ
 স্ত্রায় তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ।
 অনন্তর মহাবলশালী, স্নুকেতু লক্ষ্মীনিধি-
 নিক্ষিপ্ত গদা নিজকরে গ্রহণপূর্বক তদ্বারাই
 লক্ষ্মীনিধির হৃদয় আহত করিলেন । নৃপতি
 লক্ষ্মীনিধি, স্বীয় গদাকে স্নুকেতু কাঙ্ক্ষিয়া লইল
 দেখিয়া সেই মহাবল পরাক্রান্ত স্নুকেতুর
 সহিত বাহুবুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন ।
 অনন্তর সর্ষযুদ্ধবিষারদ সর্ষবীরোগণ্য
 রাজানুজ স্নুকেতু, ক্রুদ্ধ হইয়া উভয় হস্তে
 লক্ষ্মীনিধিকে ধারণ করত বাহুবুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইলেন । তৎকালে লক্ষ্মীনিধি স্নুকেতুর
 বক্ষঃস্থলে মৃষ্টি প্রহার করিলে স্নুকেতুও মৃষ্টি
 উত্তোলনপূর্বক লক্ষ্মীনিধির মস্তকে আঘাত
 করিলেন । সেই বীরদ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ
 হইয়া দস্ত দ্বারা ওষ্ঠাধর সংশন করত
 ব্রজোপম মৃষ্ট্যাঘাত ও দারুণ চপেটাঘাত

দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন ।
 বস্ততঃ সেই দুই বীরে রোমহর্ষণকর
 তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে উভয়েই
 উভয়ের কেশাকর্ষণ মৃষ্টিপ্রহার দস্তাঘাত
 ও নখাঘাত করিয়াছিলেন । অন-
 ত্তর নৃপভ্রাতা স্নুকেতু সাতিশয় কৃপিত হইয়া
 নৃপতি লক্ষ্মীনিধির চরণধারণপূর্বক ঘূর্ণিত
 করত ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন । তৎ-
 পরে লক্ষ্মীনিধিও নৃপানুজের বরধারণপূর্বক
 উর্দ্ধে শতবার ভ্রমণ করাইয়া গজোপশ্বে
 পাতিত করিলেন । তৎকালে মহাবিক্রমশালী
 স্নুকেতু ভূতলে পতিত হইয়া ক্ষণকাল পরেই
 সংজ্ঞালাভ করত লক্ষ্মীনিধিকে সববেগে শুল্লে
 তক্রপ ভ্রমণ করাইতে আরম্ভ করিলেন ।
 ঠাঁহার উভয়ে এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে
 পরস্পর চরণে চরণ করে কর বক্ষঃ-
 স্থলে বক্ষঃস্থল ও মুখে মুখ বিস্তস্ত
 করিয়া পুনরায় বাহুবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।
 পরস্পর বখাভিলাষী সেই বীরদ্বয় এইরূপে
 পরস্পর দৃঢ়বন্ধ এবং উভয়েই উভয়ের বল-
 বিক্রমে আক্রান্ত হইয়া মুচ্ছাপন্ন হইয়া-
 ছিলেন । ঠাঁহাদিগের সেই অদ্ভুতব্যাপার

ষোড়শোঃ অধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

চিত্রাক্ষঃ ক্রৌঞ্চকণ্ঠস্থো রথস্থো বীরশোভিতঃ
গাহয়ামাস তৎসৈন্যং ব্যাৱাহ ইব বাৱিধির্ম্ ৷ ১ ৷
ধ্বংস্বিন্ধিফাৰ্ঘ্য স্মৃদূঢ়ং মেঘনাভনিমাদি তৎ ।
মুমোচ বাণান্নিশিতান্ বৈৱিকোটবিদাহকান ৷
তথাগতিমসর্ষাক্ষাঃ শেরতে স্মৃতটা ত্ৰশম্ ।
শকিরীটতল্লজ্জাণাঃ সষ্টেন্দ দশনচ্ছদাঃ ৷ ৩ ৷
এবং প্রযুক্তে সংগ্রামে যযৌ যোক্ষুঃ তু পুঞ্চলঃ
মণিচিহ্নিতমাদায় চাপং বৈৱিপ্রতাপনম্ ৷ ৪ ৷

দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সহস্র সহস্র
লোক “নৃপতি লক্ষ্মীপতি ধ্বস্ত এবং
রাজাম্বুজ স্মৃকতুও ধ্বস্ত” এইরূপ প্রশংসা
করিয়াছিল । ৫৬—৭০ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

শেষ বলিলেন,—অনন্তর ক্রৌঞ্চব্যাহের
কণ্ঠদেশস্থিত বীরগণে শোভিত রথারূঢ়
চিত্রাক্ষ, ব্যাহুর্মুর্ধিধারী ভগবান্ যেমন মহা-
সাগরকে আলোড়িত করিয়াছিলেন, তজ্জপ
শব্দেৱর সেই সৈন্যগণকে বিমথিত করিতে
আরম্ভ করিল । সেই বীরবর স্মৃদূঢ় ধ্বঃ
বিফারণপূর্বক অসংখ্য বৈৱিবিনাশক নিশিত
শরনিকর বর্ষণ করিতে থাকিলে তৎকালে
তদীয় ধ্ব হইতে মেঘধ্বনিবৎ ভীষণ শব্দ
উথিত হইল । বহুল মহাযোদ্ধগণই তদীয়
বাণে বিদীর্ণক হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে
থাকিল । তাহাদিগের ওষ্ঠপুট পূর্ববৎই
নস্তপংক্তি দ্বারা সন্দষ্ট রহিল এবং মস্তকে
কিরীট ও বক্ষঃস্থলে বর্ম্ম শোভা পাইতে
থাকিল । এইরূপ সংগ্রাম হইতে আরম্ভ
হইলে বীরবর পুঞ্চল বৈৱিগণের সত্ৰাপপ্রদ
মণিবিচিহ্নিত শরাসন গ্রহণপূর্বক যুদ্ধার্থ

তযোঃ সঙ্গতয়ো রূপং দৃষ্টতেহতিমনোহরম্ ।
পুরা তারকসংযোগে কন্দতারকযোৰ্ধবা ৷ ৫ ৷
বিফারয়ন ধ্বঃ শীঘ্রং সব্যসাচী তু পুঞ্চলঃ ।
তাক্ষয়ামাস তং ক্রিপ্রং শটৈঃ সন্নতপর্ষতিঃ ৷ ৬ ৷
চিত্রাক্ষোহপি কষাক্রান্তঃ শরাসন ইধ্বংহিতান
দধদব্যমুঞ্চদ্বহশো রণমণ্ডলমূর্ছনি ৷ ৭ ৷
নাদানং ন চ সন্ধানং ন যোচনমথাপি বা ।
দৃষ্টং ভাবেব সন্দষ্টো কুণ্ডলীকৃতচাপিনো ৷ ৮ ৷
তদাসৌ পুঞ্চলঃ ক্রুদ্ধঃ শরণাং শতকেন তম্
বিব্যাধ বক্ষঃস্থলকে মহাযোদ্ধারমুন্ডটম্ ৷ ৯ ৷
চিত্রাক্ষস্তাহারান সর্ষাক্ষিচ্ছেদ তিলশঃ

ক্ষণাৎ ।

ভাড়ায়াস চাক্ষেযু পুঞ্চলং শিতসায়কৈঃ ৷ ১০ ৷
পুঞ্চলস্তদ্রথং দিব্যং ভ্রামকাস্ত্রেণ শোভিনা ।

রিপু-সন্নিধানে গমন করিলেন । পূর্বকালে
কার্ত্তিকেয় ও তারকাসুরের সন্নিগনে যেমন
শোভা হইয়াছিল, তজ্জপ সংগ্রামার্থ পরস্পর
মিলিত চিত্রাক্ষ ও পুঞ্চলেরও তৎকালে অতি
মনোহর রূপ দৃষ্ট হইয়াছিল । অনন্তর
সব্যসাচী পুঞ্চল অবিলম্বে শরাসন বিফারণ-
পূর্বক সন্নতপর্ষ শরসমূহ দ্বারা চিত্রাক্ষকে
প্রহার করিল । তখন চিত্রাক্ষও রোষাক্রান্ত
হইয়া স্বীয় শরাসনে বহুল নিশিত ইয়ুনিচয়
সন্ধান করত সময়ক্ষেত্রে বর্ষণ করিতে
লাগিল । তৎকালে উভয়েই যে, কখন
শর গ্রহণ, কখন সন্ধান ও কখনই বা নিক্ষেপ
করিতে লাগিল, তাহা কেহই দেখিতে
পাইল না; কেবল ইহাই দেখা গেল যে,
উভয়ের চাপমণ্ডলই নিরন্তর কুণ্ডলবৎ
গোলাকার হইয়া রহিয়াছে ৷ ১—৮ ৷ ঐ সময়
পুঞ্চল নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একদা শত শরে
দুর্নদ মহাযোদ্ধা চিত্রাক্ষের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ
করিতে উদ্যত হইলে চিত্রাক্ষও পুঞ্চল-
নিক্ষিপ্ত শরনিকরকে শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ
তিল তিল প্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিল
এবং নিশিত সায়কসমূহ দ্বারা পুঞ্চলের

নভসি ভ্রাময়ামাস তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ১১
 ভ্রাম্বা মুহূর্ত্তমাত্রং তু তদ্রথো হয়সংযুতঃ ।
 স্থিতিং লেভেহৃতিকষ্টেন সঙ্কতো রণমণ্ডলে ॥
 স চাস্ত বিক্রমং দৃষ্ট্বা চিত্রাঙ্গঃ কুপিতো ভূশম্ ।
 উবাচ পুঙ্কলঃ ধীমান্ সর্ষাপ্তেষু বিশারদঃ ॥১৩
 চিত্রাঙ্গ উবাচ ।
 ভয়া সাধু কৃতং কৰ্ম্ম সুভট্টেষু ধি সশ্যতম্ ।
 মজ্জথো বাজিসংযুক্তো ভ্রামিতো নভসি ক্ষণম্ ॥
 পরাক্রমং সমীক্ষ্য ময়াপি সুভট্টেভিতম্ ।
 আকাশচারী তু ভবান্ ভবত্বমরপুঞ্জিতঃ ॥ ১৫
 ইত্যুক্ষা স মুমোচাস্তঃ রণে পরমদারুণম্ ।
 ধনুৰ্বা পরমাস্ত্রজঃ সর্ষবর্ষ্যবিত্তমঃ ॥ ১৬
 তেন বাণেন সৰ্ব্বদ্বঃ খে বভ্রাম পতঙ্গবৎ ।
 সরথঃ সহয়ঃ সখ্যে সধ্বজ্জশ্চ সসারথিঃ ॥ ১৭
 ভ্রান্তঃ স রথবর্ধ্যস্ত নভসি ত্বরয়াধিতঃ ।

সর্ষাপ্ত ভাঙিত করিল। পরে পুঙ্কল পরম শোভমান ভ্রামকাস্ত্রদ্বারা চিত্রাঙ্গের দিব্যরথ গগনাক্ষেপে ভ্রামিত করিতে থাকিলে উহা এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া উঠিল। সেই রথ অশ্বের সহিত মুহূর্ত্তকাল আকাশে ঘূর্ণমান হইয়া অতিক্রমশে রণস্থলে স্থাপিত হইল। তখন সর্ষাপ্তবিশারদ ধীমান্ চিত্রাঙ্গ, পুঙ্কলের বিক্রমদর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া পুঙ্কলকে এইরূপ কহিল। চিত্রাঙ্গ বলিল,—বীরবর! তুমি যে বাজীগণ-সম্বিত মদীয় রথকে ক্ষণ-কাল নভোমণ্ডলে ভ্রামিত করিয়াছ, ইহা ভোমার মহৎ কার্য্য করা হইয়াছে, এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় যোদ্ধা মাত্রেই ভোমার ঐ কাৰ্য্যের প্রশংসা করিতেছে। এক্ষণে আমারও বীরগণের প্রশংসনীয় পরাক্রম নিরীক্ষণ কর। তুমি মদীয় পরাক্রমে অমর-গণ-পুঞ্জিত আকাশচারী হও। সমুদয় ধর্ম্মাস্ত্র-গণের অগ্রগণ্য পরমাস্ত্রবিৎ চিত্রাঙ্গ এই কথা বলিয়া সেই সমরক্ষেত্রে ধনুঃসহায়তায় এক পরম দারুণ ভ্রামকাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। পুঙ্কলের গাত্রে সেই অস্ত্র সংক্রান্ত হইবা মাত্র পুঙ্কল সেই সমরাক্ষয়মধ্যে অর্ধ ধ্বজ ও

যাবৎস্থিতিং ন লভতে তাবনুকোহপয়ঃ শরঃ
 পুনশ্চ পরিবভ্রাম রথঃ সূতসমধিতঃ ।
 তৎকর্ম্ম বৌক্ষ্য পুত্রস্ত রাজ্ঞো বিশ্বময়াপ সঃ ॥
 কথঞ্চিৎ স্থিতিমপ্যাপ পুঙ্কলঃ পরবীরহা ।
 রথঃ জঘান বাণৈশ্চ সসূতঃস্ম্যস্ত চ ॥ ২০
 স ভয়স্বন্দনো বীরঃ পুনরস্তং সমাধিতঃ ।
 সোহপি ভয়ঃ শরৈর্যাস্ত পুঙ্কলেন রণাক্ষনে ॥
 পুনরস্তং সমাহ্বায় যাবদায়াতি সশ্মথম্ ।
 ভাবরভঞ্জ নিশিতৈঃ সাধৈকৈস্তত্রথং পুনঃ ॥ ২২
 এবং দশ রথা ভয়া নৃপতেরাশ্চজ্ঞস্ত হি ।
 পুঙ্কলেন তু বীরেণ মহাসংযুগশালিনা ॥ ২৩
 তদা চিত্রাঙ্গকঃ সখ্যে রথে স্থিত্বা বিচিজ্রিতে ।
 আঙ্গগাম হ বেগেন যোদ্ধুঃ পুঙ্কলকেন তু ॥২৪
 পুঙ্কলং পঞ্চভিক্ষাগৈস্তাড়ায়াস সংযুগে ।

সারথির সহিত নভোমণ্ডলে পতঙ্গবৎ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। পুঙ্কলের সেই মহারথ ক্ষতবেগে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করত স্থির হইতে না হইতেই চিত্রাঙ্গ অপর একটি শর-নিক্ষেপ করায় সেই রথ সারথির সহিত পুনরপি অতিবেগে ভ্রমণ করিতে থাকিল। রাজপুত্র চিত্রাঙ্গের তৎকার্য্য দর্শনে পুঙ্কল বিশ্বময়াপ হইল। ১০—১১ পরে পরবীরঘাতী পুঙ্কল অতিক্রমশে অবস্থিত হইয়া বাণনিচয় দ্বারা চিত্রাঙ্গের রথ, সারথি ও অশ্বের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বীরবর চিত্রাঙ্গ রথ ভঙ্গ হওয়ায় যেমন অস্ত্র রথে আরোহণ করিল, অমনি পুঙ্কল পুনরায় শরসমূহে রণাক্ষয় মধ্যে সেই রথও ভঙ্গ করিয়া দিল। পরে পুন-রপি অস্ত্র রথে আরোহণপূর্বক যেমন সশ্মথে আগমন করিবে, অমনি পুনর্বার নিশিত সাধকসমূহ দ্বারা তাহাও চূর্ণ করিয়া দিল। মহাযোদ্ধা বীরবর পুঙ্কল এইরূপে সেই রাজ কুন্নারের দশখানি রথ ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। তখন চিত্রাঙ্গ অপর একখানি বিচিজ্রিত রথে অবস্থানপূর্বক পুঙ্কলের সহিত যুদ্ধার্থ বেগে সমরাক্ষনে আগমন করিল অন-স্তর চিত্রাঙ্গ সেই সমরক্ষেত্রে পঞ্চবাণে

তৈকর্নৈর্নিহতোহত্যন্তং বিব্যাধে ভরতাস্বজঃ
 স ক্রুদ্ধশাপমুদ্যম্য বাণান দশ শিতায়হান
 মুমোচ হৃদয়ে তস্মৈ স্বর্ণপুঙ্খমুশোভিতান ॥ ২৬
 তে বাণাঃ পপুৱেতস্মৈ কধিরং বহুদাকৃণাঃ ।
 পীত্বা পেতুঃ কিত্তো কূটসাক্ষিণঃ পূর্ষজা ইব ॥
 তদা চিত্রাক্ষকঃ ক্রুদ্ধো ভগ্নান পঞ্চ সমাদদে ।
 মুমোচ ভালে পুত্রস্ত ভরতস্ত মহৌজসঃ ॥ ২৮
 তৈভিন্নৈরাহতঃ ক্রুদ্ধঃ শরাসনবরে শরম্ ।
 দধৎপ্রতিজ্ঞামকরোচ্চিত্রাক্ষনিধনং প্রাতি ॥ ২৯
 শূণু বীর মম ক্বিপ্রঃ প্রতিজ্ঞাং স্বধধাশ্রিতাম্ ।
 তজ্জজ্ঞাস্ব সাবধানেন যোক্শ্বব্যঞ্চ স্বয়ত্র হি ॥
 বাণেনানেন চেত্বাং বৈ ন কুর্ধ্যাং প্রাণ-
 বর্জিতম্ ।
 সতীং সন্দ্য বনিতাং শীলাচারমুশোভিতাম্
 লোকো যঃ প্রাপ্যতে লোকৈকম্মতশ বশবর্ত্তিভিঃ

স লোকো মম বৈ কুর্ধ্যাৎ সত্যং যম
 প্রতিজ্ঞতম্ ।
 ইতি শ্রেষ্ঠং বচঃ শ্রুত্বা জহাস পরবীরহা ।
 উবাচ মতিমানবীরঃ পুঙ্কলং বচনং শুভম্ ॥ ৩০
 মৃত্যুরৈকৈ প্রাণিণাং ভাব্যঃ সর্ষজৈব চ সর্ষদা ।
 তস্মায়ে নিধনে হুঃখং নাস্তি শূরশিরোমণে ॥
 প্রতিজ্ঞা যা কৃত্তা বীর ত্বয়া বীরেণ শোভিতা ।
 সা সট্ঠ্যব পুনর্মুহুদ্য শ্রয়তাং ব্যাহৃতং মহৎ
 তব বাণং বধোদযুক্তং মম ন ছেদ্মি চেদহম্ ॥
 তদা প্রতিজ্ঞাং শূণু মে সর্ষবীরাত্তিমানিনঃ ॥ ৩১
 তীর্থং জিগমিষোধৌ বৈ কুর্ধ্যাৎ স্বান্তবিশ্বগুনম্
 একাদশীত্রতাদন্তজ্ঞানাত্তি ব্রতমুচ্চকৈকঃ ॥ ৩২
 তস্মৈ পাপং মমৈবান্ত প্রতিজ্ঞাপরিঘাতিনঃ ।
 ইতি বাক্যমুদৌর্ধেব তুষ্ণীভূতো ধনুর্দধে ॥ ৩৮

পুঙ্কলকে আহত করিল, তখন ভরতাস্বজ
 পুঙ্কল সেই বাণনিচয়ে আহত হইয়া সাতিশয়
 ব্যাধিত হইল। পরে মহামনা পুঙ্কল, ক্রুদ্ধ
 হইয়া শরাসন উত্তোলনপূর্বক চিত্রাক্ষের
 বক্ষঃস্থলে এককালে স্বর্ণপুঙ্খ মুশোভিত
 শিলাশাণিত দশবাণ নিক্ষেপ করিল।
 পুঙ্কলপ্রেরিত নিদাকৃণ বাণ সকল চিত্রাক্ষের
 ঋধির পান করিয়া পূর্ষজ কূটসাক্ষি-
 চয়ের স্তায় ক্ষিতিলে পতিত হইল। তখন
 চিত্রাক্ষ সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চসংখ্যক ভগ্ন
 গ্রহণপূর্বক মহাতেজা ভরতপুত্র পুঙ্কলের
 লগাটে নিক্ষেপ করিল। এদিকে পুঙ্কল,
 ভগ্নাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসনে
 শর সঙ্কান করিতে উদ্যত হইয়া চিত্রাক্ষের
 নিধনার্থ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল যে, হে
 বীর! এক্ষণে স্বীয় বধ সম্বন্ধে আমার
 প্রতিজ্ঞা শুন। মদায় প্রতিজ্ঞা পরিহৃত
 হইয়া তুমি সাবধানে যুদ্ধ করও। আমি
 এই বাণে যদি তোমার প্রাণ সংহার
 করিতে না পারি, তাহা হইলে সদাচারসম্পন্ন
 সঙ্করিত্তা সতী রমণীকে সম্যকরূপে দুষিত

করিয়। লোক সকল যমের বশবর্ত্তী হইয়া
 যে লোক প্রাপ্ত হয়, আমারও যেন সেই
 লোকে গতি হয়, আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য
 জানিবে। ২০—৩২। পরবীরহস্তা মতিমান বীর
 চিত্রাক্ষ, পুঙ্কলের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে হাস্ত
 করিয়া উঠিল এবং এই কথা বলিল যে,
 ওহে শূরশিরোমণে! প্রাণিগণের সর্ষদাই
 সর্ষজ মৃত্যু হইতে পারে, তজ্জন্ত আমার
 মরণে অণুমাত্র হুঃখ নাই। হে বীর!
 তুমি মহাবীর হইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিলে
 তাহা সত্যই হইবে; কিন্তু এক্ষণে আমার
 এক মহাবাক্য শ্রবণ কর। আমাকে সংহার
 করিতে উদ্যত স্বদায় বাণ আমি যদি ছেদন
 করিতে না পারি, তাহা হইলে সর্ষবীরা-
 ত্তিমানী আমারও এই প্রতিজ্ঞা শুন যে,
 কোন ব্যক্তি তীর্থগমনে অভিলাষী হইলে
 যে তাহার সেই ইচ্ছার খণ্ডন করিয়া দেয়
 এবং যে ব্যক্তি একাদশীত্রত অপেক্ষা
 অস্ত ব্রতকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে,
 তাহার যে পাপ উক্ত আছে, প্রতিজ্ঞা
 লঙ্ঘন করিলে আমারও যেন সেই পাপ
 হয়। চিত্রাক্ষ এই কথা বলিয়াই তুষ্ণীভার

তদা তেন নিষজ্ঞাৎ স্বাহুহুতা সাযকং বরম্ ।
কথিতং তত্র বিশদং বাক্যং শক্ৰবধাবহম্ ॥৩৯
পুঞ্চল উবাচ ।

যদি রামার্জিযুগলং নিষ্কাপট্যেন চেতসা ।
উপাসিতং ময়া তর্হি মম বাক্যং ভবদ্ভূতম্ ॥৪০
যদি স্বমহিলাং ভূক্তা নাত্তাং জানামি চেতসা ।
তেন সত্যেন মে বাক্যং সত্যং ভবতু সঙ্গরে
ইতি বাক্যমুদীর্ঘাণ্ড বাণং ধনুধি সন্ধিতম্ ।
কালানলোপমং বীরশিরশ্ছেদনমাক্ষিপৎ ॥ ৪২
তং বাণং মুক্তমালোক্য স তু রাজসুতো বলী
বাণং শরাসনেহধস্ত জীক্ৰং কালানলোপমম্ ।
তেন বাণেন সঞ্জিন্নো বাণঃ স্ববধ উদ্যতঃ ।
হাহাকারো মহানাসীচ্ছিন্নে তস্মিন শরে তদা
পর্যাক্তং পতিতং ভূমৌ পূর্বার্কং কলসংযুতম্ ।
শিরোধরাৎ চকর্তীশু পদ্মনালমিব ক্ৰণাৎ ॥৪৫

অবলম্বন করত ধনুঃ ধারণ করিল। তৎ-
কালে পুঞ্চলও তুগীর হইতে একটা উৎকৃষ্টসার
উজ্জ্বলনপূর্বক শক্ৰবধবিষয়ক এইরূপ পবিত্র
বাক্য বলিল যে, যদি আমি অকপটচিত্তে
ত্রীমামের পাদপদ্মযুগল উপাসনা করিয়া
 থাকি, তবে সেই সত্যধর্মবলে আমার বাক্য
যেন সত্য হয়। যদি আমি স্বমহিলা উপ-
ভোগ করিয়াই সুখী হই, এবং পরস্ত্রীকে মনে
মনেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে
সেই মৃত্যুবলেই যেন এই সমরক্ষেত্রে
আমার বাক্য সত্য হয়। পুঞ্চল এই কথা
বলিয়া তৎক্ৰণাৎ ধনুতে বীরগণের শির-
শ্ছেদক কালানলোপম এক বাণ সন্ধানপূর্বক
নিক্ষেপ করিল। মহাবলশালী রাজনন্দন
চিত্রাঙ্গ, পুঞ্চলানক্ষিপ্ত সেই বাণ অবলোকন
করিয়া স্বয়ংও শরাসনে কালানলোপম এক
জীক্ৰ বাণ সন্ধান করিল। —৪০। কিন্তু
সেই বাণে পুঞ্চলপ্রেরিত বাণ ছিন্ন হইয়াও
যখন চিত্রাঙ্গের সংহারে উদ্যত হইল, তখন
মহা হাহাকারধ্বনি হইয়া উঠিল। তৎকালে
সেই বাণ ছিন্ন হইলেও আশ্চর্যের বিষয়
এই,—বাণের পশ্চাদর্শে ভূতলে পতিত হইল,

তদা ভূমৌ পতিস্তঃ তু দদৃশুঃ সর্ষসৈনিকাঃ ।
হাহা কৃন্দা ভৃশং সর্ষে পলায়নপরা গতাঃ ॥৪৬
পৃথিব্যাং মস্তকং শ্বেষ্ঠং সক্রিরীটং সক্রুণলম্ ।
শুভেহতীব পতিতং চন্দ্রবিধং দিবো যথা ॥
তং বীক্য পতিতং বীরঃ পুঞ্চলো ভরতাশ্বজঃ
ব্যগাহত ব্যাহমিমং সর্ষবীরৈকশোভিতম্ ॥৪৮
শেষ উবাচ ।

অথ পুঞ্চং সমালোক্য পতিতং ব্যস্মুস্কৃতম্ ।
বিললাপ ভৃশং রাজা সুভদ্রঃখেন দুঃখিতঃ ।
মুর্ধ্নি সস্তাভ্যামাস পাণিভ্যাংমতিদুঃখিতঃ ।
কম্পমানো ভৃশং চাক্ষায়মুঞ্চন্নয়নাজয়োঃ ॥ ৫০
গৃহীত্বা পতিতং বক্রং চন্দ্রবিধমনোরমম্ ।
পুঞ্চলেশুক্ৰতাংগুডিশ্ছন্নং কুণ্ডলশোভিতম্ ॥৫১
কুটিলক্রয়ুগলশ্বেষ্ঠং সন্দষ্টাধরপল্লবম্ ।

কিন্তু ঞ্জলকসংযুত পূর্বার্কভাগ, অবিলম্বে
চিত্রাঙ্গের গ্রীবানদেশ পদ্মনালবৎ ক্ৰণমধ্যেই
ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তখন সমুদয়
সৈনিকগণ চিত্রাঙ্গকে ভূতলে পতিত হইতে
দেখিয়া সান্তিশয় হাহাকারপূর্বক পলায়ন
করিতে থাকিল। চিত্রাঙ্গের কিরীটকুণ্ডলা-
লঙ্কৃত মনোহর মস্তক পৃথিবীতে পতিত
হইয়া আকাশচ্যুত চন্দ্রবিধের স্থায়
শোভা পাইতে লাগিল। ভরতাশ্বজ মহা-
বীর পুঞ্চল চিত্রাঙ্গকে পতিত দেখিয়া বহুল
বীরগণে শোভিত সেই কৌঞ্চব্যূহমধ্যে
প্রবেশ করিল। শেষ বলিলেন,—অনন্তর
রাজা সুবাহু মহাবলোকৃত পুত্রকে পতিত
ও গতাসু দর্শনে পুত্রদুঃখে সান্তিশয়
দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।
তৎকালে তাঁহার সর্ষশরীর কম্পিত হইতে
লাগিল, তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে
স্বীয় লগাটদেশে কন্নঘাত এবং নয়নার-
বিন্দু হইতে আবরলঅক্ষ জল বর্ষণ করিতে
লাগিলেন। ৪৪—৫০। অনন্তর সুবাহুরাজ,
কুটিল ক্রয়ুগলভূষিত, অধরপল্লবে দশনমালায়
দংশিত, পুঞ্চলের শরঘাতজনিত ক্ষত স্থান
হইতে বিচিত্র কথিরধারায় পরিষ্কৃত, কুণ্ডল-

সমুখ্য মুখপয়েন বিলগরিদমব্রবীৎ । ৫২

হা পুত্র বীর কথমুৎসুকচেতসং মাং

কিং নেকসে বিশদনেজয়ুগেন শূর ।

কিং মছিনোদকতয়া রহিতস্বমেব

। রোবোদধিপুত্রমমাঃ কিল লক্ষ্যাসে চ ॥৫৩

বদ পুত্র কথং মাং স্বং প্রক্রবে ন হসন পুনঃ ।

অমৃতৈশ্বধুধাশ্বাঈর্বিনোদয়সি পুত্রক ॥ ৫৪

শক্রস্বাং গৃহণ স্বং সিষ্ঠচামরশোভিতম্ ।

সুবর্ণপত্রশোভাচ্যং ত্যাক্য নিদ্রাঃ মহামতে ॥৫৫

এষ প্রতাপবিশদঃ প্রতাপাগ্রাঃ পরস্তপঃ ।

ধনুর্কিঁত্রং পুরো ভাতি পুঙ্কলঃ পরবীরহা ॥৫৬

এনং বায়য় সস্তীকৈর্কীরৈঃ কোদগুনির্গঠৈঃ ।

কথং স্বং রণমধ্যে বৈ শেষে বীর বিমোহিতঃ

হস্তিনঃ পস্তয়শ্চৈব রথারূঢ়া ভয়াদ্বিতাঃ ।

শরণং ত্বাং সমায়ান্তি তানীক্শ্ব মহামতে ॥ ৫৮

শোভিত, স্ত্রবিদ্ববৎ মনোহর, পতিত পুত্র-
মস্তক গ্রহণপূর্বক স্বীয় মুখপদ্ম দ্বারা বায়ংবায়
চূষন ও বিলাপ করিয়া এইরূপ কহিতে
লাগিলেন,—হা পুত্র! হা বাবা! কি জন্ত
আমাকে স্বদর্শনে সমুৎসুকচিত্ত জানিয়াও
আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না? হা
শূর! কি নিমিত্ত তুমি আমার সন্তোষ
সাধনে বিরত হইতেছ? আমি যে এখনও
ভোমাকে যেন রোষসাগর উত্তরণে ইচ্ছুক
দেখিতেছি। হা পুত্র! বল, কি জন্ত
আমায় সহাস্ত বদনে কিছু বলিতেছ না?
তুমি যে সর্গদা আমায় অমৃতোপম সুমধুর
বচনপরম্পরায় আনন্দিত করিয়া থাক। হে
মহামতে! এক্ষণে নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক
শুভচামরশোভিত সুবর্ণপত্রভূষিত শক্রস্বের
অর্থ গ্রহণ কর। ৫১—৫৫। ঐ দেখ, পর-
বীরহস্তা মহাপ্রতাপশালী পরস্তপ পুঙ্কল ধনু-
র্ধারণ করিয়া তোমায় সমুখে বিরাজ করি-
তেছে। হে বীর! এক্ষণে কোদগুবির্গত
সুতীক্শ্ব শরনিকর দ্বারা উহাকে নিবারণ
কর। কি জন্ত তুমি বিমোহিত হইয়া রণ-
মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? হে মহামতে!

পুত্র স্বয়া বিনা সোঢ়ুং কথং শক্তো রণাঙ্গণে ।

শক্রস্বদায়কাংস্তীকাংশ্চকোদগুনির্গতান ॥৫৯

অতো মান্ত স্বয়া হীনং কো বা পালয়িতুং কামঃ

যদি ত্যাক্যসি নিদ্রাঃ স্বং জয়ায়াহং কামস্তদা ॥

ইথং বিলপ্য সুভূষণং ততাত্ত হৃদয়ং স্বকম্ ।

বজ্রণঃ পাণিনা রাজা পুত্রহুংখেন হুংখিতঃ ॥ ৬১

তদা বিচিত্রদমনো স্বশস্ত্রদমনসংস্থিতৌ ।

পিতৃশ্চরণয়োর্নহা উচ্যতুঃ স্বময়োচিতম্ ॥ ৬২

রাজস্বাস্ত্র জীবৎসু কিং হুংখং হৃদি তেহনব

বীরণাঃ প্রধনে মৃত্যুর্কীকৃতিভো জায়তে মহান্

ধস্তোহয়ং বত চিত্তাঙ্গো যো বীরভূবি শোভতে

সকিরীটশ্চ সন্দষ্ট-দস্তচ্ছদয়ুগঃ প্রভুঃ ॥ ৬৪

কথয়াশু কিমদৈব্য কুরন্তে কার্যমীপিতম্ ।

দেখ, হস্তী, পদাতি ও রথী প্রভৃতি সেনাগণ
ভীত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হই-
তেছে, একবার তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত
কর। পুত্র! তোমা ভিন্ন আমি কি প্রকারে
এই সমরাজন মধ্যে শক্রস্বের প্রচণ্ড কোদগু-
বির্গত সুতীক্শ্ব শরনিকর সহন করিতে
সমর্থ হইব? অতঃপর তোমাবিরহিত
আমায় কেই বা পালন করিতে সমর্থ হইবে?
তুমি যদি নিদ্রা ত্যাগ কর, তবেই আমি
শক্রস্বকে জয় করিতে পারি। পুত্রহুংখে
হুংখিত রাজা সুবাহ একস্ত্রকার সাতিশয়
বিলাপ করিয়া বজ্রবার স্বীয় হৃদয়ে করাঘাত
করিতে লাগিলেন। ৫৬—৬১। তৎকালে
বিচিত্র ও দমন নামক তদীয় পুত্রস্বয় স্ব স্ব
রথায়োহণে আগমন করিয়া পিতৃচরণে
প্রণতিপুরঃসর সময়োচিত বাক্য বলিল;—
রাজন! আমরা জীবিত থাকিতে আপ-
নার হৃদয়ে কি হুংখ উপস্থিত হই-
তেছে? হে অনঘ! বীরগণের সংগ্রামে
মৃত্যু ত বাঞ্ছনীয় এবং প্রশংসনীয়। অহো!
এই চিতাঙ্গই ধস্ত! কারণ, ইনি কিরীটভূষিত
মস্তকে বীরজনাটিত সমরভূমিতে দশন-
পংক্তি দ্বারা অঘরদেশ দংশন করত কেমন

শক্রবাহিনীঃ সর্কামাংবাঃ হৃৎ প্রমাথিনীম্ ॥৬৫
 অদৈব পুঙ্কলং ভ্রাতৃর্ষধকারিণমাংহবে ।
 পাতয়াবো ষ্ঠাচ্ছিব শিরো মুকুটমণ্ডিতম্ ॥৬৬
 ত্যজ শোকং সুহৃৎখর্ষঃ কথং ভাসি মহামতে
 আক্রাপয়াবাঃ মানার্হ কুরু যুদ্ধে মতিং তথা ॥
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুত্রয়োবীরমানিনোঃ ।
 শোকং ত্যক্ত্বা মহারাজো যুদ্ধায় মতিমাদধাৎ
 ভাবপি প্রতিযোদ্ধারং বাহুস্তো রণদুর্ঘটো ।
 জগতুঃ কটকে শত্রোরনন্তভটপুরিতে ॥ ৬৯ ॥
 রিপুতাপেন দমনো নীলরত্নেন চেতয়ঃ ।
 ষুধুধাতে রণে বীরো প্রাবর্ষৌব বলাহকৌ ॥৭০
 রাজা কনকসন্নদ্ধে রথে মণিবিচিত্রিতে ।
 রত্নকুবরশোভাঢ্যে তিষ্ঠংস্তাপধরো বলী ॥৭১
 ঘযৌ যোদ্ধুস্ত শক্রস্বং বীরকোটিভিরাবৃতম্ ।
 তৃণীকুর্ধ্বন মহাবীরান্ ধনুর্ধ্বিন্যাবিশারদান্ ॥৭২

তং যোদ্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা স্রুবাঃ রোষপূরিতম্ ।
 পুত্রনাশেন ক্রুদ্ধস্তঃ সর্কসৈন্তবর্ধাদিকম্ ॥ ৭৩
 শক্র্য পার্শ্বকারী হনুমাংস্তমুপাত্রবৎ ।
 নখাযুধো মহানাৎ কুরন মেঘ ইবাহবে ॥ ৭৪
 স্রুবাঃস্তঃ হনুমন্তমাগচ্ছন্তঃ মহারবম্ ।
 উবাচ প্রহসন্ বাক্যং রোষপূরিতলোচনঃ ॥৭৫
 ক গভঃ পুঙ্কলো হস্তা মৎপুত্রং রণমণ্ডলে ।
 পাতয়াম্যদ্য তস্তাশু শিরো জলিতকুণ্ডলম্ ॥৭৬
 ক শক্রয়ো বাহপালঃ ক চ রামঃ কুতো ভটাঃ
 প্রাণহন্তারমায়ান্তঃ পশুস্ত প্রধনে তু মাশ্ ॥৭৭
 ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য হনুমান্ নিজগাদ তম্ ।
 শক্রয়ো লবণচ্ছেতা বর্ভতে সৈন্তপালকঃ ॥৭৮
 স কথং প্রবনে যুধ্যেৎ সেবকেহগ্রহিতে নৃপ

শোভা পাইতেছেন । অরায় আজ্ঞা করুন, অদ্য আমাদিগকে আপনার কোন্ অভীষ্ট কার্য্য করিতে হইবে? আমরা অদ্যই প্রমাথিনী সমুদয় শক্রবাহিনীকে সংহার করিব এবং অদ্যই কুণ্ডলভূষিত মস্তক ছেদন পুঙ্কল ভ্রাতৃহস্তা পুঙ্কলকে রথ হইতে পাতিত করিব । হে মহামতে! শোক পরিত্যাগ করুন, কিজন্ত এক্রপ সমধিক তৃৎখর্ষ হইতে-ছেন? হে মানার্হ! আমাদিগকে আজ্ঞা করুন, যুদ্ধে মত দিন । মহারাজ স্রুবাঃ বীর পুত্রস্বয়ের ঐদৃশ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া শোকপরিত্যাগপুঙ্কল যুদ্ধার্থ অভিলাষ করিলেন । তখন সেই রণ-দুর্ঘটদ রাজ-কুমারস্বয় প্রতিযোদ্ধাকে পাইবার বাসনায় অনন্ত যোদ্ধুবন্দে পরিপূর্ণ শক্রকটকমধ্যে গমন করিল । অনন্তরস্বীরবর দমন, রিপুতাপের সহিত এবং বিচিত্র নীলরত্নের সহিত নিরন্তর জলধারাবধী বর্ধাকালীন মেঘধণ্ডস্বয়ের স্তায় সতত শরধারা বর্ষণ দ্বারা সংগ্রাম আরম্ভ করিল । মহাবলশালী রাজা স্রুবাঃ কনক-মণ্ডিত, মণিখচিত ও রত্নকুবরশোভিত রথে আরোহণ করিয়া ধনুর্ধ্বিন্যাবিশারদ মহা মহা

বীরগণকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করত শরাসন-হস্তে অসংখ্য বীরগণে পরিবৃত শক্রসমি-ধানে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন । অনন্তর রাজা স্রুবাঃকে পুত্রের বিনাশনিবন্ধন রোষপূর্ণ হৃদয়ে অখিল শক্রসৈন্যাদিগকে বিনাশ ও বিমর্দন কারিতে করিতে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া শক্রস্বের পার্শ্বকারী হনুমান্ মেঘবৎ গস্তীর গর্জজন করিতে করিতে নখমাত্র আঘুসহায়ে সেই সমরাদানমধ্যে স্রুবাঃ-রাজের সম্মিধানে ধাবিত হইল । পরে স্রুবাঃ, হনুমান্কে মহাশব্দে আগমন করিতে দেখিয়া রোষপূর্ণহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত করত এই কথা বলিলেন যে, পুঙ্কল রণ-মণ্ডলে আমার পুত্রকে নিহত করিয়া কোথায় গেল? আমি এখনই তাহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক পাতিত করিব । ৬২—৭৬ । আর এক কথা, সেনাপতি শক্র্য ও রামই বা কোথায়? এবং বীরগণই বা কোথায় আছে? আমি এই রণস্থলে তাঁহাদিগের প্রাণসংহারার্থ আসিতেছি, আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন । হনুমান্ স্রুবাঃর এবদ্বিধ বাক্য শ্রবণে বলিল, লবণাসুর-হৃদন শক্র্য সৈন্ত রক্ষা করিতেছেন । হে নৃপ! সংগ্রামক্ষেত্রে সেবক সশু-

মাং বিজিত্য রণে তঞ্চ ত্বং গস্তাসি নরর্ষভ ॥
 ইত্যুক্তবস্তং তরসা বিব্যাধ দশসার্যকৈঃ ।
 হৃদি তং বীরমত্যাগ্ৰং পরীতাগ্রামিবি স্বিকৃতম্ ॥
 তে বাণা আগতা তেন গৃহীতাঃ করকুড়ালে ।
 চূর্ণয়ামাস তিলশঃ শিতান্ বৈরিবিদারণান্ ॥৮১
 চূর্ণয়িত্বা শরাস্ত্রাস্ত্রাস্তাম বিনদন ঘনগর্জিত্তৈঃ ।
 পুচ্ছেনাবেষ্টা বেগেন রথং নিশ্চে মহাবলঃ ॥
 তং যাস্তং নূপবর্ষোহসাবাকাশে স্থিত এব সঃ
 লাক্সলং তাক্ষয়ামাস শিতাগ্ৰৈঃ সায়কৈর্মুহুঃ ॥৮৩
 স তাড়িতস্ত পুচ্ছাগ্ৰে শরৈঃ সন্নতপরীতিঃ ।
 মুমোচ তদ্রথং দিব্যং কনকেন বিচিহ্নিতম্ ॥৮৪
 স মুক্তস্তেন তরসা শরৈস্তৌকৈর্জঘান তম্ ।
 হনুমন্তঃ কপিবরং রোষসম্পূরিতেক্ষণঃ ॥ ৮৫

মুখেই বর্তমান থাকিতে তিনি অথঃ কিজন্ত
 সংগ্রাম করিবেন? নরর্ষভ! তুমি
 সমরে আমাকে পরাজয়পূর্বক তাঁহার নিকট
 গমন করিবে। হনুমান এইরূপ বলিলে
 সুবাহু সম্মুখে প্রকাণ্ড পর্তবৎ অবস্থিত
 সেই মহাবীরের হৃদয়ক্ষেত্র বিদ্ধ করিবার
 নিমিত্ত অরায় দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।
 সেই বাণ সকল যেমন সন্নিকটে সমাগত
 হইল, অমনি হনুমান বৈরিবিদারক
 নিশিত সেই শরসমূহকে করে ধারণ-
 পূর্বক তিল তিল প্রমাণে চূর্ণ করিয়া
 ফেলিল। মহাবল হনুমান, এইরূপে
 তৎসমুদয় শর চূর্ণ করিয়া মেঘধ্বনির স্তায়
 ভীষণ সিংহনাদ করত সবেগে স্বীয় লাক্সল
 দ্বারা সুবাহুর রথ বেষ্টনপূর্বক শূন্যপথে
 লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। নূপবর
 সুবাহু হনুমানকে ঐরূপে যাইতে দেখিয়া
 আকাশমার্গে অবস্থিত থাকিয়াই নিশিত
 শরনিকর দ্বারা বায়বায় তাহার লাক্সল
 তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান,
 সন্নতপরী শরসমূহে পুচ্ছাগ্ৰে তাড়িত হইয়া
 কনকবিচিহ্নিত সেই দিব্য রথ পরিত্যাগ
 করিল। রাজা সুবাহু হনুমান কর্তৃক পরি-
 ত্যক্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ রোষপূর্ণ লোচনে

হনুমান বাণসঙ্ঘিনঃ সর্ষত্র কধিরাপ্পতঃ ।
 মহারোষঃ সমাধত নূপোপরি কপীধরঃ ॥ ৮৬
 গৃহীত্বা তস্ত নঃস্ট্রীভা রথং হুমসমধিতম্ ।
 চূর্ণয়ামাস বেগেন তদকৃত্তমিভাবৎ ॥ ৮৭
 স্বরথং ভজয়মানস্ত দৃষ্ট্বা রাজা ত্বরন বলী ।
 অস্তং রথং সমাস্তায় যুযুধে তং মহাবলম্ ॥ ৮৮
 পুচ্ছে মুখেহৎ হৃদয়ে বাহ্বেশ্চরণয়ো নু পঃ ।
 জঘান শরসন্ধান-কোবিদঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৮৯
 তদা ক্রুদ্ধঃ কপিবরস্তাডয়ামাস বক্ষসি ।
 পাদনোৎপ্লুত্বা বেগেন রাজঃ স্তুভটশোভিনঃ
 স পদা প্রহতো ভূমৌ পপাত কিল মুচ্ছিতঃ ।
 মুখাধমন্নস্বক চোকং শ্বাসপূরপ্রবেপিতঃ ॥ ৯১
 তদা প্রকুপিতোহস্তান্ত্যং হনুমান্ প্রধনাক্রমে ।
 অশ্বান্ গজান্ রথানবীরাংশ্চূর্ণয়ামাস বেগতঃ

সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে সেই কপিবরকে আহত
 করিলেন। ৭৭—৮৫। তৎকালে কপিবর হনুমান
 সর্ষাক্ষে শরসমাচ্ছন্ন ও কধিরাপ্পত হইয়া
 সুবাহুরাজের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ
 হইল। পরে মহাবেগে সুবাহুরাজের রথ
 গ্রহণপূর্বক ভীষণ দস্তাবলী দ্বারা অশ্বনিচয়ের
 সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিল, এই সময়ে ঐব্যাপার
 সকলেরই অদ্ভুত বোধ হইল। মহা-
 বলশালী রাজাও স্বীয় রথ ভয় দেখিয়া
 অরায় অস্ত্র রথে আরুঢ় হইয়া সেই মহাবল
 হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।
 অনন্তর, সেই শরসন্ধানকোবিদ, পরমাস্ত্রবিৎ
 নূপতি, হনুমানের মুখে হৃদয়ে বাহুদ্বয়ে চরণ-
 যুগলে ও পুচ্ছে সাতিশয় আঘাত করিলেন।
 তখন কপিবর সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে
 উল্লম্বনপূর্বক মহা মহা বীরগণের মধ্যে
 শোভমান রাজার তৃক্ষণস্থলে পদাঘাত
 করিল। তিনি হনুমানের পাদপ্রহারে মুচ্ছিত
 হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, মুখবিবর হইতে
 উৎক শোণিত নির্গত এবং দৌর্ভিন্ধ্বাসসহকারে
 তাঁহার নরী শরীর কম্পিত হইতে থাকিম।
 এদিকে হনুমান নিরতিশয় প্রকুপিত হইয়া
 সবেগে সমরান্বনমধ্যে অসংখ্য অশ্ব গজ ও

তদা সূকেতুস্তদভ্রাতা তথা লক্ষ্মীনিধিনৃপঃ ।
 উভাবপি স্মসন্নকৌ যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ ॥ ১৩
 রাজানং মুচ্ছিতং দৃষ্ট্বা প্রপলায্য গতা নয়াঃ ।
 ইতস্ততো বাণসংজ্ঞৈঃ ক্ষতঃ পুরুষবর্ষিতৈঃ ॥
 তন্ত্র্যমানং স্ববলং বীক্ষ্য রাজান্নজৌ বলী ।
 দমনঃ স্তম্ভমায়াস সেতুর্ধাক্ষিমিবোচ্চলম্ ॥ ১৫
 তদা তু মুচ্ছিতৌ রাজা স্বপ্নমেকং দদর্শ হ ।
 রণমধ্যে কপিবর-প্রপদাঘাতপীড়িতঃ ॥১৬
 রামচন্দ্রস্বযোধায়ান্ সরযুতীরমণ্ডলে ।
 ব্রাহ্মণৈর্ধাজিকশ্রোষ্ঠৈর্কষভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৭
 তত্র ব্রহ্মাদয়ৌ দেবাস্তত্র ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ।
 কৃতপ্রাঞ্জলয়ন্তং বৈ স্বস্তি স্ততিভির্মুহঃ ॥১৮
 রামং শ্রামং সুনয়নং যুগশৃঙ্গপরিগ্রহম্ ।
 গায়ন্তি নারদাদ্যাশ্চ বীণোজসিতপাণয়ঃ ॥১৯

রথীদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে রাজভ্রাতা সূকেতু ও এদিকে নৃপতি লক্ষ্মীনিধি উভয়েই সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইলেন। ১৬—১৩। তৎকালে সুবাহুরাজের সৈন্তগণ রাজাকে মুচ্ছিত দেখিয়া এবং পুরুষের বাণবর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকিল। তখন মহাবলশালী রাজকুমার দমন, স্বীয় সৈন্তগণকে ভয় দেখিয়া সেতু যেমন মহাবেগশালী জলরাশিকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ তাহাদিগকেও স্থির করিয়া রাখিল।* এদিকে কপিবরের পদাঘাতে প্রপীড়িত রাজা সুবাহু সেই সমরাজনে মুচ্ছিত থাকিয়া তদবস্থায় এক স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—ক্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় সরযুতীরে বহুসংখ্যক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত্ত হইয়া, অবস্থান করিতেছেন। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লোকসকল কৃতাজলি হইয়া বিবিধ স্ততিবাদ দ্বারা বারংবার তাঁহার স্তব করিতেছেন। নারদাদি ঋষিগণ, বীণাবাদন-সহকারে শার্ঙ্গধনুর্ধারী, সুলোচন, নবদূর্বা-দলশ্যাম ক্রীরামের গুণ গান করিতেছেন।

নৃত্যন্ত্যপন্নসস্তত্র স্মতাটীমেনকাদয়ঃ ।
 বেদা মুর্তিধরা ভূত্বা হ্যপতিষ্ঠন্তি রাঘবম্ ॥
 যচ্চ কিঞ্চিৎসজ্জাতং সর্ষভোভাসমধিতম্ ।
 তস্ত দাতারমখিলভক্তানাং ভোগদায়কম্ ॥১০১
 ইত্যেবমাদি সম্পশ্চন জাগ্রৎসংজ্ঞামবাপ্য সং ।
 ব্রহ্মশাপহতজ্ঞানঃ কিং দৃষ্টমতি বৈ বদন ॥ ১০২
 গন্তং প্রবৃত্তোহসৌ পশ্চ্যাৎ শক্লন্নচরণং প্রতি ।
 ভৃত্যকোটিপরীবায়-রথকোটিসমারূতঃ ॥ ১০৩
 সূকেতুঃ স সমাহুয় বিচিত্রং দমনং তথা ।
 যুদ্ধং কর্তুং সমুদযুক্তান বারয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥
 উবাচ তান মহারাজৌ ধর্ম্মাচ্ছা ধর্ম্মসংযুতঃ ।
 ভ্রাতঃ পুত্রৌ শৃণুত মে বাক্যং ধর্ম্মসমধিতম্ ॥১০৪
 মা যুদ্ধং কুরুত ক্షিপ্রমনয়ন্ত মহানভূৎ ।
 যদামচন্দ্রবাহং ভ্রমগৃহ্নাদমনোজ্জিতম্ ॥ ১০৬
 এষ রামঃ পরংব্রহ্ম কার্য্যকারণতঃ পরম্ ॥

১৪—১১। তথায় স্মতাটী ও মেনকাদি
 অঙ্গরা সকল নৃত্য করিতেছে। বেদসকল
 মূর্তিমান হইয়া, ঘিনি অখিল ভক্ত
 গণেরই ভোগপ্রদ এবং জগতে যাহা
 কিছু পরম শোভাকর বস্তুনিচয় আছে,
 তৎসমুদয়ই প্রদান করিতে সমর্থ, সেই
 ক্রীরামকে স্তব করিতেছেন। এককালে
 রাজা সুবাহু, ব্রহ্মশাপে হতজ্ঞান হইয়া-
 ছিলেন, এক্ষণে এইরূপ স্বপ্ন দর্শনে দিব্য-
 জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যেন জাগরিত হইলেন
 এবং “একি দেখিলাম!” বলিতে বলিতে
 অসংখ্য ভৃত্য ও রথিগণে পরিবৃত্ত হইয়া
 পাশ্চায়েই শক্লয়ের চরণপ্রান্তে গমন করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই ধার্ম্মিকবর
 রাজা সুবাহু, যুদ্ধার্থ-সমুদ্যত সূকেতু, বিচিত্র
 ও দমনকে আহ্বানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে
 নিবারণ করিলেন। ধর্ম্মাচ্ছা মহারাজ সুবাহু,
 তাহাদিগকে কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! হে পুত্র-
 যুগল! আমার এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ
 কর, যুদ্ধ করিও না। দমন! তুমি শক্ল-
 যের প্রসিক অথ গ্রহণ করিয়া অতি অস্তায়

চরাচরজগৎস্বামী ন মাহুযবপুর্নকরঃ ॥ ১০৭ ॥
 এতদ্ধি ব্রহ্মবিজ্ঞানমধুন। জ্ঞাতবানহম্ ।
 পুরাণিতাক্ষশাপেন হৃতজ্ঞানধনেহনঘাঃ ॥ ১০৮ ॥
 অহং পুরা তীর্থযাত্রাঃ গতস্তত্শিববিসংসয়া ।
 তত্রানেকে ময়া দৃষ্টা মুনয়ো ধর্ম্মবিস্তমাঃ ॥ ১০৯ ॥
 অসিতাক্ষং মুনিমহং গতবান্ স্তাতুমিচ্ছয়া ।
 তদা প্রোবাচ মাং বিপ্রঃ কৃপাং কৃত্বা মমোপরি
 ষোড়শাবযোধ্যাধিপতিঃ স পরঃ ব্রহ্মশক্তিভিতঃ ।
 তস্ত যা জানকী দেবী সা সাক্ষাচ্চিন্নয়ী স্মৃতা ॥
 এনং তু যোগিনঃ সক্ষাৎপাসতে যমাদিভিঃ ।
 হস্তরাপারসংসার-বারিধিং সন্তিতীর্থবঃ ॥ ১১২ ॥
 স্মৃতমাত্রো মহাপাপহারী স গুরুভূধ্বজঃ ।
 য এনং সেবতে বিদ্বান্ স সংসারং তরিস্যতি

তদাহমহং বিপ্রং কোহয়ং রামম্ মাহুযঃ ।
 কেয়ং স জানকী দেবী হর্ষশোকসমাকুলা ॥
 অজয়নঃ কথং জয় অকর্তুঃ কৃত্যমত্র কিম্ ।
 জয়তুঃখজরাতীতঃ কুপয় ত্বং মুনো মম ॥ ১১০ ॥
 ইত্যুক্তবস্তঃ মাং প্রাজ্ঞঃ শশাপ স মুনীশ্বরঃ
 অজ্ঞাত্বা তৎস্বরূপং ত্বং প্রতিক্রবে মমাধম ॥
 এনং নিশ্চিন্তি রামঃ ত্বং মাহুযোহয়মিদং হসন্
 তস্মান্তং তত্বসম্মুচো ভবিষ্যন্ত্যাদরস্তরিঃ ॥ ১১১ ॥
 তদাহং তস্য চরণৌ গৃহীত্বা দয়য়া যুতম্ ।
 কৃতবান্ স পুনর্বাঙ্স্ত প্রোবাচ ককর্ণানিধিঃ ॥
 ত্বং রামশ্য মখে বিস্ময় করিস্যসি যদা নৃপ ।
 পদা তদা হনুমাংস্বাং তাড়য়িস্যতি বেগতঃ ॥
 তদা তং জ্ঞাস্যসে রাজরাত্তথা স্বমনীয়া ।

কার্য করিয়াছ। কারণ, শ্রীরাম মাহুয-
 দেহধারী সামান্ত মানব নহেন, তিনি
 সচরাচর অখিল জগতের প্রভু, কার্যকারণের
 অতীত পরম ব্রহ্ম। হে অনঘগণ! পূর্বে
 অসিতাক্ষমুনির শাপবলে আমার জ্ঞানরত্ন
 অপহৃত হইয়াছিল, এক্ষণে এই ব্রহ্মবিজ্ঞান
 আমি জানিতে পারিয়াছি। পূর্বে একদা
 আমি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার বাসনায় তীর্থযাত্রা
 করি, পরে কোন তীর্থস্থানে বহল ধার্মিক
 মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ১০০—১০৯।
 অনন্তর তত্ত্ববিষয় জানিবার জন্ত মুনিবর
 অসিতাক্ষের নিকট আমি গমন করি, তখন
 সেই বিপ্র, আমার প্রতি কৃপা করিয়া বলেন,
 অযোধ্যাধিপতি যে শ্রীরাম, তিনিই পরব্রহ্ম
 শব্দের প্রতিপাদ্য, এবং তদীয় পত্নী যে
 জানকী, তিনিই সেই সাক্ষাৎ চিন্নয়ী প্রকৃতি
 বলিয়া উক্ত আছে। যোগিগণ, হস্তর
 ছপার সংসারপারাবার পার হইবার বাসনার
 যমাদি সাধন দ্বারা নিরন্তর হৃদয়ক্ষেত্রে
 সাক্ষাৎ ঐ শ্রীরামচন্দ্রকেই উপাসনা করিয়া
 থাকেন। সেই ভগবানকে স্মরণ মাত্রেই
 তিনি মহাপাপ হরণ করিয়া থাকেন। যে
 বিদ্বান্ ব্যক্তি, তাঁহাকে সেবা করেন, তিনি
 অনঃসন্দেহে সংসার হইতে নিস্তার লাভ করি-

বেন। তৎকালে এই কথা শুনিয়া আমি সেই
 বিপ্রবরকে উপাহাস করিয়া বলিয়াছিলাম,
 সেই রাম আবার কে? তিনি ত মাহুয
 এবং হর্ষশোকবশীভূতা সেই দেবীই বা
 কিরূপে চিন্নয়ী হইবেন? মুনো! যিনি
 জয়বিহীন, তাঁহার আবার কিরূপে জয়
 হইবে? এবং যিনি নিশ্চিন্ত, কি প্রকারে
 তিনি যাবৎবধাদি কার্য করিবেন? আপনি
 আমার জয়জয়গির্জুঃখের অতীত ব্রহ্মের
 বিষয় বলুন। সেই প্রাজ্ঞ মুনিবর আমাকে
 এইরূপ বলিতে শুনিয়া অভিসম্পাত করত
 কহিলেন,—রে অধম! তুই ব্রহ্মের স্বরূপ
 না জানিয়াই আমার কথার প্রত্যাশ করিতে
 ছিস? তুই যখন শ্রীরাম মাহুয
 বলিয়া উপহাস করত তাঁহাকে নিন্দা করিতে
 ছিস, তখন তুই তত্ত্ববিষয়ে বিমুঢ় হইয়া
 কেবল আত্মোদর-পুরণে প্রবৃত্ত হইবি।
 ১১০—১১১। সেই সময় আমি তাঁহার
 চরণদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করি,
 তাহাতে সেই ককর্ণানিধি পুনরায় আমাকে
 বলেন, নৃপ! তুমি যখন শ্রীরামের অধ-
 মেধযজ্ঞে বিস্ময় করিবে, সেই সময়
 হনুমান দৃঢ়তরুরূপে তোমাকে পাদপ্ৰহার
 করিবে, রাজন্! সেই সময়েই তুমি শ্রীরামকে

পুরাণমুক্তেনৈবং তদ্বৃষ্টমধুনা সয়া । ১২০

যদা মাং হনুমান ক্রুদ্ধস্তাভয়ামাস বক্ষসি ।
তদাদর্শঃ রমানাথঃ পূর্ণব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ১২১ ॥
তস্মাদধঃ তু শোভাচ্যামানমস্ত মহাবলাঃ ।
ধনানি চৈব বাসাংসি রাজ্যাক্ষেপঃ সমর্পয়ে ॥
সামং দৃষ্ট্বা কৃতার্থঃ স্যামহং যজ্ঞেহতিপুণ্যদে ।
ইতি বৈ সহয়ং মহং রোচতে তু তদর্পণম্ ॥

ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে নাম
ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।
শেষ উবাচ ।

তে তু ভাতবচঃ স্তত্রা হর্ষিতাঃ সম্পহারিণঃ ।
তথৈত্বাচৃশ্মহরাজঃ রামদর্শনলালসম্ ॥ ১

জানিতে পারিবে, অস্তথা স্বীয় ধীশক্তিতে
কদাচ বৃদ্ধিতে পারিবে না। পূর্বে মুনিবর
যে আমার এইরূপ বলিয়াছিলেন, অধুনা
অপ্নে তদ্রূপই দর্শন করিলাম। হনুমান
ক্রুদ্ধ হইয়া যে সময়ে আমার বক্ষঃস্থলে
পদাঘাত করে, তৎকালেই আমি সেই
রমানাথ শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্মরূপে দর্শন
করিয়াছি। অতএব হে মহাবলশালী জাত-
পুত্রগণ! সেই মাল্যাদিশোভিত যজ্ঞিয়
অশ্বটিকে আনয়ন কর; আমি সেই অশ্ব
এবং বহুল ধনসম্পত্তি, দিব্য বসননিচয়,
অধিক কি মদীয় এই রাজ্য পর্য্যন্ত
ঊর্ধ্বায় চরণে সমর্পণ করিব। শ্রীরামের
অতি পুণ্যপ্রদ যজ্ঞস্থলে ঊর্ধ্বাকে নিরীক্ষণ
করিয়া আমি কৃতার্থ হইব, বিবেচনাতেই
অশ্বের সহিত রাজ্য-সমর্পণে আমার অভি-
ক্রুতি হইতেছে। ১১৮—১২০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

শেষ বলিলেন,—সুকৃতের সহিত বোধ-
প্রবর রাজকুমারদ্বয় পিতৃবাক্য শ্রবণে পুল-

পূজাবৃত্তঃ ।

রাজন ভবৎপদাধস্তর জ্ঞানীমঃ পরস্তপ ।
তস্মাবজ্জিদি যজ্ঞাতঃ তত্তবদ্ব্যয়ং বেগতঃ ॥ ২ ॥
অখোহয়ং নীয়তাং তত্র সিভচামরভূষিতাঃ ।
রত্নমালাদিশোভাচ্যশ্চন্দনাদিকচর্চিত্তঃ ॥ ৩ ॥
রাজ্যমাজ্ঞাকলং স্বামিন কোশা বহুসমৃদ্ধয়ঃ ।
চন্দনং চন্দ্রকং চৈব বাজিনঃ সুমনোহরয়াঃ ॥ ৪ ॥
হস্তিনস্ত মদোকুতা রথাঃ কাঞ্চনকুবরয়াঃ ।
ব সাংসি সুমহাধাঁপি স্মৃশ্চাপি শুশুণানি চ ॥ ৫ ॥
বিচিত্রতরবর্ণানি নানাভরণভূষিতাঃ ।
দাস্তঃ শতসহস্রঞ্চ দাসাশ্চ সুমনোরমাঃ ॥ ৬ ॥
মণয়ঃ সূর্যাসঙ্কাশা রত্নানি বিবিধানি চ ।
মুক্তাকলানি শুভ্রাণি গজকুন্তভবানি চ ॥ ৭ ॥
বিজ্রমাঃ শতসাহস্রা যদ্বদ্বস্ত মহোদয়ম্ ।
তৎসর্কং রামচন্দ্রায় দেহি রাজন মহামতে ॥ ৮ ॥
সুহানস্মান কিঙ্করায়ঃ সর্কানর্পয় কুপতে ।

কিত হইয়া রামদর্শনান্তলাষী মহারাজ সুবা-
হকে কহিল,—তাহাই হউক। রাজন!
আমরা আপনায় চরণ-ভিন্ন আর কিছুই
জানি না; অতএব হে পরস্তপ! আপনায়
হৃদয়ে বাহা কর্তব্য স্থির হইয়াছে, অবিলম্বে
তাহাই হউক। কিঙ্করগণ দ্বারা শ্রীরামসর্ক-
ধানে শ্বেতচামরভূষিত রত্নমালাদিশোভিত
ও চন্দনাদিচর্চিত যজ্ঞিয় অশ্বকে তবে লইয়া
যান। স্বামিন! আজ্ঞা মাগ্রেই তদ্রূপ
ফলপ্রদ আপনায় এই রাজ্য, বহুতরন-
রত্নাদিপূর্ণ কোষাগারনিচয়, চন্দন, চন্দ্রক,
পরম মনোহর অশ্বসমূহ, মদমত্ত মাতঙ্গনিচয়,
কাঞ্চনকুবরশোভিত বহুল রথ, শিল্পকার্য-
শোভিত বিচিত্রবর্ণ মহামূল্য স্মৃশ্চ বসনচয়,
নানাভরণভূষিত শতসহস্র দাস-দাসী,
সূর্যাসম সমুজ্জল মনোহর মণিনিচয়,
বিবিধপ্রকার রত্নরাজি, গজকুন্তোদ্ভূত শুভ্র
মুক্তাকলরাশি, শতসহস্র বিজ্রম এবং অস্ত্রাস্ত্র
যে কিছু আপনায় মহামূল্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট
বস্তু আছে, হে মহামতে রাজন! আপনি

কথং ন কুরুষে রাজংস্তদধীনং নৃপাসনম্ ।১
শেষ উবাচ ।

ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা হর্ষিতোহভ্য়ুন্নহীপতিঃ ।
উবাচ বশুতান বীরান স্ববাক্যকরণোদ্যতান
রাজোবাচ ।

আনয়ন্তু হযং সর্ষে সন্নদ্ধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।
নানাশ্বথপন্নীবারাস্ততো যাস্তে নৃপং প্রতি ।
শেষ উবাচ ।

ইতি রাজো বচঃ শ্রুত্বা বিচিহ্নো দমনস্তথা ।
সুকেতুশচাপরে শূরা জম্বুস্তম্ভাজয়োদ্যতাঃ ।
তে গম্বাথ পুরীঃ শূরা বাজিনঃ সুমনোহরম্ ।
সিতচামরসংযুক্তং স্বর্ণপদ্মাদ্যলঙ্কৃতম্ । ১৩
রত্নমালাবিভূষাঢ্যং চিত্রপত্রৈশ্চ শোভিতম্ ।
বিচিত্রমণিভূষাঢ্যং মুক্তাজালশ্লঙ্কৃতম্ । ১৪

তৎসমস্তই জীৱামকে সমর্পণ করুন । হে ভূপতে ! আপনার এই পুত্রগণকে এবং আমাদিগের এই সমুদয় কিস্করগণকেও রাম-করে সমর্পণ করুন ; আর এক কথা, স্বীয় রাজসিংহাসন বা কি জম্বু জীৱামের অধীন না করিতেছেন ? অনন্তদেব কহিলেন,— মহীপতি সুবাহু পুত্রদ্বয়ের এবশ্রকার বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া স্বীয় আজ্ঞাকারী বীর পুত্রগণকে কহিলেন,—তবে তোমরা সকলে এক্ষণে জীৱামের যজ্ঞীয় অশ্বকে আনয়ন কর,পরে সকলে সজ্জিত,শস্ত্রপাণি এবং বহুল স্বর্ণ ও পরিজনগণে পরিবৃত্ত হইয়া রাজসম্মি-ধানে গমন করিব। ১—১১। সুবাহু রাজের ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার বিচিত্র ও দমন এবং রাজভ্রাতা সুকেতু ও অস্তান্ত শুরগণ রাজাজ্ঞা হেতু অশ্ব আনয়নে উদ্যত হইয়া নগরান্তিমুখে গমন করিল। পরে তাহার নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞের অশ্বকে সুবাহুরাজের নিকটে আনয়ন করিল। সেই যজ্ঞীয় অশ্ব অতীব সুন্দর। য়ে গায়র, স্বর্ণ-পত্র ও রত্ন-মালাদি দ্বারা কুচিত, এবং চিত্রপদ্মালঙ্কৃত সেই অশ্ববয়ের

রজ্জা ধৃত মহাবীরৈঃ পূর্ষিতঃ পৃষ্ঠতো ভট্টৈঃ
মহাশস্ত্রাসংযুক্তৈঃ সর্ষেশোভাসমষ্টিতৈঃ । ১৫
সিতাতপত্রমস্তোচ্চৈর্ভাতি মুর্ধনি বাজিনঃ ।
চামরদ্বয়কে তস্ত দ্বিয়েতে পুরতো মুহুঃ । ১৬
কৃষ্ণাঙ্কুরাদিমুদৈশ্চ ধূপিতং বায়ুবেগিনম্ ।
রাজঃ পুরো নিনায়াশ্বঃ হযমেধস্ত সংক্রতোঃ ।
তমানীতং হযং দৃষ্ট্বা রত্নমালাবিভূষিতম্ ।
মনোজবং কামরূপং জহর্ষ মতিমান নৃপঃ । ১৮
জগাম পদ্ম্যাং শক্রয়ং রাজচিহ্নাদ্যলঙ্কৃতম্ ।
সপুত্রপৌত্রৈঃ সংযুক্তো রাজা পরমধাৰ্ম্মিকঃ ।
যযৌ কর্ত্ত্বং ধনাধাঞ্চ সন্যায়ং চলগামিনাম্ ।
এতন্নি নশ্বরং মত্বা হুঃখদং সজ্ঞচেতসাম্ । ২০
শক্রয়ং স দদর্শাথ সিতচ্ছত্রৈশ্চ শোভিতম্ ।
চামরৈর্বীজ্যমানঞ্চ সেবকৈঃ পুরতঃ স্থিতৈঃ । ২১

সর্ষশরীর বিচিত্র মণিময় ভূষণ ও মুক্তাজালে সুশোভিত ছিল। সে বায়ুবেগে গমনশীল বলিয়া সর্ষ প্রকারে সুসজ্জিত অস্ত্রশস্ত্রধারী মহামহা বীরগণ সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগে রজ্জ্ব-বন্ধনপূর্বক তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মস্তকোপরি খেতচ্ছত্র শোভমান হইতেছিল, সম্মুখে চামরদ্বয় মুহুমুহু আন্দোলিত হইতেছিল এবং কৃষ্ণাঙ্কুর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে বিরচিত ধূপগন্ধে তাহার চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়াছিল। মতিমান নৃপবর সুবাহু, রত্নমালাবিভূষিত, মনোবৎ ক্রতগামী কমনীয়মূর্ত্তি সেই অশ্বকে আনীত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। অনন্তর পরম ধাৰ্ম্মিক রাজা,নিজ পুত্র-পৌত্র-গণের সহিত পাদচারেই রাজচিহ্নাদি দ্বারা অলঙ্কৃত শক্রয়ের সম্মিধানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ‘বিদ্যাসক্ত মানবগণের ভোগ্য বস্তুসকল বিনশ্বর ও হুঃখের নিদান’ এইরূপ মনে করিয়াই তিনি সেই ক্ষণভঙ্গুর ধনের সন্যায় করিবার জম্বুই গমন করিয়া-ছিলেন। ১২—২০। অতঃপর তিনি দেখিলেন,—শক্রয়ের মস্তকোপরি খেতচ্ছত্র শোভা পাইতেছে, সেবকগণ তাহার সম্মুখে অবস্থান

সুমতিঃ পরিপূঙ্কন্তঃ রামচন্দ্রকথানকম্ ।
 ভয়বার্ত্তাবিনিপুঙ্কঃ বীরশোভাবলকৃতম্ ॥ ২২ ॥
 বীরকোটিভিরাণীণঃ মেত্রপাত্তিকাক্ষকৈকৈ ।
 বায়গানানং সহশ্রেষ্ঠ সমস্তানং পরিবায়িতম্ ॥ ২৩ ॥
 দৃষ্টৌ শক্রস্রচরণৌ প্রণনাম সপুত্রকঃ ।
 ধস্তোহহমিতি সংকুন্তৌ বদন্ রামৈকমানসঃ ॥ ২৪ ॥
 শক্রস্রস্তং প্রণয়িনং দৃষ্টৌ রাজানমুস্তটম্ ।
 উখায়াসনতঃ সর্কৈর্দৌর্ভাণ্ডাঞ্চ পরিবষজ্জে ॥ ২৫ ॥
 দুঢং সম্পূজ্য রাজা তং শক্রস্রঃ পরবীরহা ।
 উবাচ হর্ষমাপন্নো গদ্গদশ্বরভূষিতঃ ॥ ২৬ ॥
 সুবাহুরুবচা ।

অদ্য ধস্তোহস্মি সসুতঃ সকুটুম্বঃ সবাহনঃ ।
 যদযুধচ্চরণো দ্রেক্ষ্যে নৃপকোটিভিরৌভিতো ॥
 অজ্ঞানিনা স্তুতেনাযং গৃহীতো বাজিনা বরঃ।

করত নিরস্তুর চামর বীজ্ঞন করিতেছে। তিনি বীরোচিত পরিচ্ছদাদি শোভায় সুশোভিত হইয়া মাজ্জবর সুমতিকৈ জীৱামের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দেখিলেই বোধ হয়, তদীয় হৃদয়ে যেন কখনই ভয়বার্ত্তা প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি রূপাকটাক্ষভিলাষী অসংখ্য বীরগণে পরিব্যাপ্ত এবং চতুর্দিকে সহস্রসহস্র বানরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত করিতেছেন। পরে জীৱামের প্রতি একাগ্রহৃদয় নৃপবর সুবাহু স্ত্রীপুত্রগণের সহিত শক্রস্রের চরণ-গুগল সন্দর্শনপূর্ব্বক ‘আজ আমি ধস্ত হইলাম’ বলিতে বলিতে সানন্দচিত্তে প্রণাম করিলেন। তখন শক্রস্র, সেই মহাবীর রাজা সুবাহুকে প্রণয়পূর্ণ দেখিয়া সমুদয় পার্বদগণের সহিত গাজোখানপূর্ব্বক উভয় হস্তে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর পরবীরঘাতী সুবাহুরাজ শক্রস্রের প্রাত্তি অতিশয় সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সানন্দহৃদয়ে গদ্গদশ্বরে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। সুবাহু বলিলেন,— অদ্য আমি যে কোটি কোটি নৃপগণের বন্দনীয় ভবদীয় চরণগুগল দর্শন করিলাম, ইহাতেই আমি পুত্র, পরিবার ও বাহনাদির সহিত ধস্ত

দমনেনানয়ং স্বস্ত কম্বব ককর্ণানিধে ॥ ২৮ ॥
 ন জানাতি রঘুস্তঃসং সর্কদেবাধিদৈবতম্ ।
 লীলায়া বিশ্বস্রষ্টারং হস্তারমণি পালকম্ ॥ ২৯ ॥
 ইদং রাজ্যং সমুদ্বাকং সমুদ্বলবাহনম্ ।
 ইমে কোশা ধনৈঃ পূর্ণা ইমে পুত্রা ইমে বয়ম্ ॥
 সর্কৈ বয়ঃ রামনাথাস্বপাজ্ঞাপ্রতিপালকাঃ ।
 গৃহাণ সর্কং সকলং ন মেহান্ত কচিদ্ভয়তম্ ॥ ৩০ ॥
 কাসৌ হনুমান রামস্ত চরণান্তোজযট্টিপদঃ ।
 যৎপ্রসাদািবহং প্রাপ্স্যো রাজরাজস্ত দর্শনম্ ॥
 সাধুনাং সঙ্গমে কিং কিং প্রাপাতে ন মহীতলে
 যৎপ্রসাদাদহং মুঢ়ো ব্রহ্মশাপমতীতরম্ ॥ ৩১ ॥
 দৃষ্টৌ ষড় মহারাজং পদ্যপত্রনিত্তেক্ষণম্ ।
 প্রাপ্স্যামি জন্মনঃ সর্কং কলং তুর্লভমত্র চ ॥ ৩৪ ॥

হইলাম। আমার অজ্ঞান পুত্র দমন অজ্ঞানতা বশতই এই যজিয় অশ্ববরকে লইয়া গিয়াছিল। হে ককর্ণানিধে! আপনি তাহার সেই অস্ত্রাঘাচরণকে উপেক্ষা করত কম্ব ককর্ণ। রঘুনাথ জীৱামচন্দ্রে যে, সমুদয় দেবগণের অধিদেবতা, তিনি যে লীলা প্রকাশাই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি-স্বিত্তি-লয় করিতেছেন, তাহা সে জানেন না। ২১—২২। আমার এই সমুদ্র রাজ্য, সমুদ্র বলবাহন, ধনপূর্ণ কোশাগারনিচয় এবং এই সকল মদীয় পুত্রগণ ও আমার সকলেই জীৱামের আজ্ঞাকারী হইলাম; তিনিই এই সমুদ্রের প্রভু, অতএব আপনি এই সমুদয় গ্রহণ করিয়া সকল করুন, আমার কোন বিষয়েই বিরোধ নাই জানিবেন। আমি যাহার প্রসাদে রাজরাজ রামচন্দ্রের দর্শন পাইব, জীৱামের চরণারবিন্দেয় ভ্রমরস্বরূপ সেই হনুমান এক্ষণে কোথায়? আমি যখন তাঁহার প্রসাদে নিতান্ত মূঢ় হইয়াও ব্রহ্মশাপ হইতে পুরিভাণ পাইয়াছি, তখন এই মহীতলের সাধুদিগের সঙ্গমে কোন অভীষ্ট বস্তু না লভ হয়? অধুনা আমি সেই পদ্যপলাশলোচন মহারাজ রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া এই জগতে জন্ম গ্রহণের যে সকল কল তুর্লভ

মম ভাবদগতং চান্বর্ষহু রামবিদ্যোগিনঃ ।
 বহুস্বর্ষরিতং তত্ত্ব কথং দ্রেক্ষ্যে রঘুসন্তমম্ ॥ ৩১ ॥
 মহ্যং দর্শয় স্বং রামং যজ্ঞকর্ম্মবিচক্ষণম্ ।
 যদজিত্ব রজসা পুত্রা শিলাভূতা মুনিপ্রিয়া ॥ ৩২ ॥
 কাকঃ পরং পদং প্রাপ্তো যদানস্পর্শনাৎ খগঃ ।
 অনেকে যশ্চ বক্ত্রাজং বৌদ্ধা সঙ্ঘো পদং
 গতাঃ ॥ ৩৭ ॥

যে তশ্চ রঘুনাথশ্চ নাম গৃহতি সাদরাঃ ।
 তে যান্তি পরমং স্থানং যোগিভির্বাধিত্যভ্যতে ॥
 ধন্যাবোধ্যাভবা লোকা যে রামমুখপঙ্কজম্ ।
 শ্লোচনপুটে: পীত্বা সুখং যান্তি মহোদয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
 ইতি সত্ভাষ্য নৃপতিবাংং রাজ্যং ধনানি চ ।
 সর্বং সমর্পা চাবোচৎ কিল্লরোহস্মি মহীপতে ॥
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।

তাঁহাই প্রাপ্ত হইব । এতাবৎকাল জীৱাম-
 দর্শনে বঞ্চিত থাকায় আমার অধিকাংশ
 আয়ুই বুধা গিয়াছে, এক্ষণে যে অত্যল্পমাত্র
 অবশিষ্ট আছে, উহাই সকল হইল'; অতএব
 বলুন কিরূপে তাঁহাকে অবলোকন করিব ?
 ঝাঁহার চরণরঙ্গস্পর্শে পাবানময়ী মুনিপত্নী
 অহল্যা পবিত্র হইয়াছেন, ঝাঁহার বাণস্পর্শে গগন
 চারী কাকও পরমপদ লাভ করিয়াছে এবং
 অসংখ্য বীরগণ সমরস্থলে ঝাঁহার মুখারবিন্দ
 দর্শন করিয়া সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে,
 এক্ষণে আমায় সেই যজ্ঞকর্ম্মে বিচ-
 ক্ষণ জীৱামচন্দ্রকে দেখাইয়া দিন ।
 যাঁহার সাদরে রঘুনাথের নাম উচ্চারণ করে,
 গুনিয়াছি, তাঁহার যোগিগণের চিন্তনীয়
 পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অযোধ্যাবাসী
 যে সকল মানব স্বচক্ষে জীৱামের মুখ-
 পঙ্কজ অবলোকনপূর্বক অনন্ত মহামুখ
 উপভোগ করিতেছে, তাঁহারাই ধন্য ।
 নৃপতি সুবাহ এইরূপ বলিয়া শক্রব্রহ্মকে রাজ্য,
 ধন ও বাহনাদি সমুদয় সমর্পণপূর্বক কহিলেন,
 —হে মহীপতে! আমি আপনার কিঙ্কর ।
 বাগ্মী ব্যাক্যবিশারদ শক্রমর্দন শক্রয় রাজা

প্রভৃতে বিনতং কুপং বাগ্মী বাক্যবিশারদঃ ॥
 শক্রয় উবাচ ।
 কথং রাজস্মিন্দংক্রবে স্বং বুদ্ধো মম পুঞ্জিতঃ ।
 সর্বং তদীয়ং স্বভ্রাজ্যং দমনো বিদধাৎসয়ম্ ॥ ৪২ ॥
 ক্ষত্রিয়ানামিদং কৃত্যং যৎ সংগ্রামবিধায়কম্ ।
 সর্বং রাজ্যং ধনক্লেদং প্রতিঘাতু মমাজ্ঞয়া ॥
 যথা মে রঘুনাথশ্চ পুজ্যো বাহনস্যা সদা ।
 তথা ত্বমপি মৎপুজ্যো ভবিবাসি মহীপতে ॥ ৪৩ ॥
 ভবান্ সজ্জো ভবত্বশ্চ হযশ্চানুগমং প্রতি ।
 সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী রথস্বখণসংযুতঃ ॥ ৪৫ ॥
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শক্রয়শ্চ মহামতেঃ ।
 পুত্রং রাজ্যেহভির্ঘট্যেব শক্রয়েন সুপুঞ্জিতঃ ।
 মহারথৈঃ পরিবৃতো নিজং পুত্রং রণাঙ্গনে ।
 পুঙ্কলেন হতং ভূয়ঃ সংকৃত্য বিধিপূর্বকম্ ॥
 কণং শুশোচ তত্ত্বজ্ঞো লোকদৃষ্ট্যা মহারথঃ ।

সুবাহর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই
 বিনয়বনত ভূপতিকে কহিলেন,—রাজন!
 আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি
 বয়োজ্যেষ্ঠ; সুতরাং আমার পূজনীয় ।
 আপনার সমস্ত রাজ্যই আপনার রহিল ।
 আপনার পুত্র এই দমনই উহার রক্ষণ-
 বেক্ষণ করুন । ৩০—৪২। রাজন! সাময়িক
 ব্যাপারই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য; অতএব আপনি
 আমার কথায় রাজ্য-ধন গ্রহণ করুন । হে
 মহীপতে! রঘুনাথ যেমন সর্বদা আপনার
 কাধমনোবাক্যে পূজনীয়, আপনিও সেইরূপ
 আমার পূজ্য হইবেন । এক্ষণে আপনি
 এই অশ্বের অনুসরণার্থ রথনিচয়ে পরিবৃত
 হইয়া খডগবর্ষাদি ধারণ করত সজ্জিত
 হউন । রাজা সুবাহ, মহামতি শক্রব্রহ্মের
 ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে স্বীয় পুত্রকে রাজ্যে অভি-
 যুক্ত করিয়া শক্রব্রহ্মকর্তৃক সম্যক স্বাধীনত
 হইয়াছিলেন । পরে সেই তত্ত্বজ্ঞ মহারথ
 নৃপবর, মহারথনিচয়ে পরিবৃত হইয়া সমরা-
 ঙ্গনে পুঙ্কলকরে নিহত নিজ পুত্রকে স্বাধি-
 সংকারপূর্বক বাহদৃষ্টি গুহ্যসারে কণকাল
 শোক করিলেন । তৎপরে মনোমধ্যে

জ্ঞানেনাশময়চ্ছোকং স্বধ্বনাধমহুস্মরন । ৪৮
সজ্জীভূতো রথে তিষ্ঠন মহাসৈন্তসমাহৃতঃ ।
আজগাম ন শক্রয়ঃ মহারথিপুরুষতঃ ॥ ৪৯ ॥
রাজা তমাগতং দৃষ্ট্বা সর্কসৈন্তসমঘর্ষনম্ ।
গন্তং চকার ধিষণাং হ্রস্ববর্ষাস্ত পালনে ॥ ৫০ ॥
সোহখে বিমোচিতস্তেন ভালে পত্রেন

চিহ্নিতঃ ।

বামাবর্জং ভ্রমন্ প্রায়ান্ত পৌরবান জনপদান
বরন ॥ ৫১ ॥

তত্র তত্র চ ভূপালৈশ্মশাশুরাভিপূজিতৈঃ ।
প্রণতিঃ ক্রিয়ন্তে তস্তান কোহপি তমগৃহত ॥
কেচিৎসাংসি চিত্রোপ কেচিৎসাজ্যং স্বকং মহৎ ॥
কেচিৎকনানি বা কিঞ্চিদানীয় প্রণমন্তি তম্ ॥ ৫৩ ॥
ইতি শ্রীপাশে পাতালখণ্ডে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করত জ্ঞানবলে পুত্র-
শোক প্রশমিত করিলেন । ৪৮—৪৯। অনন্তর
তিনি সজ্জীভূত এবং মহাসৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া
মহারথীদিগকে অগ্রে করত রথারোহণে
শক্রয়ের সন্নিধানে আগমন করিলেন । তখন
রাজা শক্রয়, সুবাহুরাজকে সমুদয় সৈন্তগণের
সহিত সমাগত দেখিয়া অশ্ববরের স্বকার্য
গমনে ইচ্ছা করিলেন । পরে ললাটে জয়-
পত্রে চিহ্নিত করিয়া অশ্বকে বিমুক্ত করিয়া
দিলেই । সেই অশ্ব বামাবর্জে ভ্রমণ করিতে
করিতে পূর্বদেশীয় বহুল জনপদে গমন
করিল । যে যে স্থানেই যাইতে লাগিল,
সেই সেই স্থানেই মহা মহা বীরগণের পূজ-
নীয়, তথাকার ভূপালগণ সেই অশ্বকে নম-
স্কার করিতে লাগিল । কেহই তাহাকে
ধরিল না । কোন কোন রাজা বিচিত্র বসন-
নিচয় ও কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎ ধন-ব্রত
আনয়নপূর্বক শক্রয়কে প্রদান করিতে
লাগিল এবং কতিপয় নৃপতি স্বীয় বিশাল
রাজ্যই প্রদান করিল । ৪৯—৫৩ ।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

—

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

অথ তেজঃপুরং প্রাপ্ত্বশক্রয়ঃ পত্রশোভিতঃ ।
যস্তাং পালমতে রাজা প্রজাঃ সত্যেন
সত্যবান্ ॥ ১ ॥

অথ কেটিপন্নীবারো স্বধ্বনাধমহুস্মরনতঃ ।
হয়ারুগো যযৌ তস্ত পুরতঃ পুরধর্ষণঃ ॥ ২ ॥
উদৃষ্ট্বা নগরং রম্যং চিত্রপ্রাকারশোভিতম্ ।
কাঞ্চনৈঃ কলশৈস্তত্র পরিভঃ প্রতিভাসিতম্ ॥
দেবায়তনসাহস্রৈঃ সর্কসৈস্ত বিরাজতম্ ।
যতীনাস্ত মঠাস্তত্র শোভন্তে যতিপুত্রিতাঃ ॥
বহত্যত্র মহাদেবী শিখিলোচনমুর্ধগা ।
হংসকারগুবাকীর্ণা মুনিবৃন্দনিবেষিতা ॥ ৫ ॥
ব্রাহ্মণানাং প্রত্যগারময়িহোত্তমবঃ পুনঃ ।
ধুমস্তত্র পুনাতাক পাতকাপ্ততমানসান ॥ ৬ ॥
উবাচ স্মৃতিং রাজা শক্রয়ঃ শক্রতাপনঃ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

শেষ বলিলেন,—অতঃপর সেই জয়পত্র-
শোভিত অশ্ব, যে স্থানে রাজা সত্যবান্
সত্যবর্ষাভূসারে প্রজাবর্গ পালম করিতে-
ছিলেন, সেই তেজঃপুরে উপস্থিত হইল ।
পরে পরপুরঞ্জয় রামারুজ শক্রয় অসংখ্য
অম্বুচরবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া অশ্বের অঙ্গসংর-
করত সেই নগরসমীপে গমন করিলেন ।
চতুর্দিকে বিচিত্র প্রাচীর এবং ভূত্বপরি খেণী-
বদ্ধ স্বর্ণকলসনিচয়ে ঐ নগর সুশোভিত
ছিল । ঐ নগরে প্রায় সর্কসৈস্ত বহুল দেবা-
য়তন এবং যতিগণে পূর্ণ মঠ সকল পরম
সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছিল । তথায়
শিবশিরোরিবিহারিণী হংস-কারগুবাদি জলচর
বিহঙ্গগণে পরিব্যাপ্তা ও মুনিবৃন্দনিবেষিতা
মহাদেবী ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেছিলেন ।
ব্রাহ্মণগণের প্রতীহু হইতে অগ্নিহোত্রের
ধুম উত্থিত হইয়া পাতকী জীবগণকে পবিত্র
করিতেছিল ; শক্রতাপন রাজা শক্রয়

তৎপুরশ্ৰেণোক্তত্ববিম্বিতমানসঃ ॥ ৭

শক্ৰ উবাচ ।

মহিন্ কথয় কশ্বেদং পুরং মে দৃষ্টিগোচরম্ ।
করোতি মানসাহ্লাদং ধৰ্ম্মেণ প্রতিপালিতম্ ॥

শেষ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শক্ৰেণ স্ত মহাপতেঃ ।

উবাচ স্মৃতিঃ সৰ্বাঃ যথাতথমল্লঙ্কতম্ ॥ ৯

স্মৃতিকবাচ ।

শৃণুবাৰহিতঃ স্বামিন্ বৈকবশ্চ কথ্যঃ শুভাঃ ।

যাঃ শ্ৰব্ণা মুচ্যতে পাশাদ্ভ্রক্ষহত্যাশাসাদপি ॥১০

জীবয়ুক্তো বরীবর্ষি রামাঙ্কুশ্চাণ্ডয়চৈপদঃ ।

সত্যবান্ যজ্ঞযজ্ঞাক্ষজাতা কর্তাবিতা মহান্ ।

ধেহ্নং শ্ৰসাদ্য বহুভির্ভৈর্ভর্ষং প্রাপ তৎপিতা ।

ঋতন্তরায়ো জগতি খ্যাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥১২

গৌঃ প্রসন্নো দদৌ পুত্রমনেকগুণসংস্কৃতম্ ।

সত্যবান্নাম শোভাচ্যং তং জানীহি নৃপোত্তমম্

এতাবশ্চ স্মরমা সেই নগর সন্দর্শন করিয়া

তদর্শনজনিত হর্ষ ও বিস্ময়ে যুগপৎ আক্রান্ত-

চিত্ত হইয়া মন্ত্রিবর স্মৃতিকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন,—মহিন্! ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালিত

এই যে নগর আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে,

উহা কাহার বল, উহা আমার অন্তঃকরণে

পরম আনন্দ উপাদান করিতেছে। ১—৮।

অনন্তদেব বলিলেন,—স্মৃতি, মহীপতি

শক্ৰেণ এবং বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীত-

ভাবে যথাযথ সমুদয় বিষয় বলিতে আরম্ভ

করিল।—স্বামিন্! যে সকল কথা শ্রবণে

মানব ভ্রক্ষহত্যাশন পাতক হইতেও মুক্ত হয়,

আপনি অবহিতচিত্তে বিষ্ণুভক্ৰে সেই

শুভপ্রদ বিবরণ শ্রবণ করুন। যজ্ঞ ও যজ্ঞ-

দেবতা, যজ্ঞকর্তা, যজ্ঞরক্ষিতা, ঈশ্বরের

পাদপদ্মের ভ্রমররূপ জীবযুক্ত নৃপবর

সত্যবান্ এই নগরে অবস্থান করিতেছেন।

জগতে ঋতন্তর নামে প্রসিদ্ধ পরম ধার্ম্মিক

উদীয় পিতা বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা

ধেহ্নকে প্রসন্ন করিয়া উক্ত সত্যবান্কে

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একমাত্র ধেহ্ন, প্রসন্ন

শক্ৰেণ উবাচ ।

কো বা ঋতন্তরো রাজা কিমর্থং ধেহ্নপুজনম্ ।

কথং প্রাপ্তঃ স্তুতন্তেন বৈকবো বিষ্ণুসেব : ॥

সূরমেতৎ সমাচক্ষ বৈকবশ্চ কথানকম্ ।

ঋতং হরতি জন্তুনাং মহাপাতকপর্কতম্ ॥ ১০

শেষ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শক্ৰেণ স্ত মহার্ধকম্ ।

কথয়ামাস বিশদং তদুৎপত্তিকথানকম্ ॥ ১৬

ঋতন্তরোহত্র নৃপতিরনপত্যঃ পুরাভবৎ ।

কলত্রাণি বহুশ্চ ন পুত্রং প্রাপ তেহু বৈ ॥ ১৭

তদা জাবালিনামানং মুনিং দৈবাহুপাগতম্ ।

পপ্রচ্ছ কুশলোদ্যুক্তঃ ন পুত্রোৎপত্তিকারণম্ ॥

ঋতন্তর উবাচ ।

স্বামিন বক্ষ্যশ্চ মে ক্রহি পুত্রোৎপত্তিকরং বচঃ

যৎ কৃত্বা জায়তেহপত্যং মম বংশধরং বরম্ ॥১৯

হইয়াই সত্যবান্ নামক সর্বগুণালঙ্কৃত পরম

সুন্দর ঐ নৃপবর-পুত্রকে দান করিয়াছেন

জানিবেন। তৎশ্রবণে শক্ৰে বলিলেন,—রাজা

ঋতন্তরই বা কে? কি জন্মই বা ধেহ্ন-পুত্র

করিয়াছিলেন? এবং কি প্রকারেই বা তিনি

পরম বিষ্ণুভক্ত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন?

স্মৃতে! সেই বিষ্ণুভক্ৰে এই সমুদয়

বিষয় আমায় বল। বৈকবেব বিবরণ শ্রবণ

করিলে জীবগণের পর্কতপ্রমাণ মহাপাতকও

বিলীন হইয়া যায়। সর্পরাজ বলিলেন,—

স্মৃতি শক্ৰেণ ঐদৃশ উদারার্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ

করিয়া সত্যবানের উপ্তিবিষয়ক পবিত্র

ইতিবৃত্ত বলিতে আরম্ভ করিল। স্মৃতি

বলিল,—রাজন্! পূর্বে ঋতন্তর নামে এক

রাজা ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার

অনেকগুলি পত্নী ছিল বটে, কিন্তু কাহারও

পুত্র হয় নাই। ১০—১৭। একদা তিনি দৈবাৎ

উপস্থিত জাবালিমুনিকে বংশের কল্যাণ-

লাভার্থ উৎসুক হইয়া যেরূপে পুত্র হইতে

পারে, তাবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋতন্তর

বলিলেন,—স্বামিন্! আমি বক্ষ্য, যেরূপ

বাক্যানুসারে কার্য করিলে আমার বংশধর

ভজ্জায়া ভবতো ভবাং প্রকুর্যাং নিশিতং বচঃ
 দানং ব্রতং বা তীর্থং বা মথং বা মুনিসত্তম ॥২০
 ইতি রাজ্ঞো ধ্যঃ ক্ষত্বা জগাদ মুনিসত্তমঃ ।
 সূতোৎপত্তিকরং বাক্যং প্রণতস্ত সূতার্থিনঃ ।
 অপত্যপ্রাপ্তিকামস্ত সন্তাপ যাত্নয়ঃ প্রভো ।
 বিবেকোঃ প্রসাদো গোশ্চাপি শিবস্যাপ্যথবা পুনঃ
 তস্মাৎ কুরু বৈ পূজাং ধেনোর্দেবতনো নৃপ ।
 যস্তাঃ পুচ্ছে মুখে শৃঙ্গে পৃষ্ঠে দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
 সা তুষ্টা দাশ্চতি ক্ষিপ্রং বাহ্বিতং ধর্ম্মসংযুতম ॥ ২৪
 এবং বিদিত্বা গোপূজাং বিধেহি যমুতস্তয় ॥ ২৪
 যো বৈ নিত্যং পূজয়তি ন্যং গোহে যবসাদিভিঃ
 তস্ত বেদাশ্চ পিতরো নিত্যং তৃপ্তা ভবন্তি হি
 যো বৈ গবাহ্বিকং দদ্যাদ্রিঘমেন শুভব্রতঃ ।
 তেন সত্যেন তস্ত সূ্যঃ সর্গে পূর্ণা মনোরথাঃ
 তৃপ্তিতা গোগৃহে বন্ধা গোহে কস্তা রজশ্বলা ।

দেবতাশ্চ সনির্ম্মালা হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম ॥
 যো বৈ গাং প্রতিবিধোত চরন্তীঃ স্বং তৃণং নর
 তস্ত পূর্বে চ পিতরঃ কম্পন্তে পতনোন্মুখাঃ ॥
 যো বৈ তাড়য়তে যষ্ট্যা ধেল্লং মর্ন্ত্যো বিমূঢ়ীঃ
 ধর্ম্মরাজস্ত নগরে স যাতি করবাজ্জিতঃ ॥ ২২
 যো বৈ দংশান বায়য়তি তস্ত পূর্বে কৃতার্থকাঃ
 নৃত্যন্ত্যতৃত্যৎসবাদস্মাস্তারয়িষ্যতি ভাগ্যবান ॥
 অত্রৈবোদাহারন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম ॥
 জনকস্ত পুরারূন্তং ধর্ম্মরাজপুয়েৎভুক্তম ॥ ৩১
 একদা জনকো রাজা যোগেন তন্নমতাজৎ ।
 তদা বিমানং সম্প্রাপ্তং কিল্কীগীজালভূষিতম ॥
 তদাক্রম্য গতো রাজা সেবকৈ রুচদেহবান ।
 মার্গে জগাম ধর্ম্মস্ত সংযমিতাঃ পুরোহস্তিকে ॥

উৎকৃষ্ট পুত্র হয় তাদৃশ বাক্য বলুন। হে
 মুনিসত্তম! যে কোন প্রকার দান, ব্রত, তীর্থসেবন, বা যজ্ঞই হউক, আমি তাহা
 জানিয়া নিশ্চয়ই ভবদীয় শুভকর বাক্য প্রতি-
 পালন করিব। মুনিবর জাবালি পুত্রপ্রার্থী
 প্রণত ভূপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তাঁহাকে পুত্রোৎপত্তিকর এইরূপ কথা বলি-
 লেন।—রাজন! পূত্রাভিলাষী ব্যক্তির
 পুত্রলাভের ত্রিবিধ উপায় আছে; বিষ্ণু মহা-
 দেব বা শ্বেত্বর প্রসন্নতা। অতএব নৃপ!
 তুমি দেবময়শরীর ধেয় পূজা কর, ধেয়
 পুচ্ছে মুখে শৃঙ্গে ও পৃষ্ঠদেশে দেবগণ অব-
 স্থিত। তিনি প্রসন্ন হইয়া নিশ্চয়ই তোমাকে
 অবিলম্বে বাহ্বিত ধার্ম্মিক পুত্র প্রদান করি-
 বেন। হে ঋতস্তয়! তুমি এইরূপ নিশ্চয়
 জানিয়া গোপূজা কর। যে ব্যক্তি, প্রতি-
 দিন ভবনে যবাদি দানে গোপূজা করে,
 তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ সতত পরিতৃপ্ত
 হন। সে সদাচারী মানব, নিয়ম করিয়া
 প্রত্যহ গোগণকে দৈনিক খাদ্য দেয়, তাহার
 সেই সত্যধর্ম্মবলে সমুদয় মনোরথ পূর্ণ হইয়া
 থাকে। যাহার গৃহে গো তৃকর্গু হইয়া বন্ধ

থাকে, কস্তা রজশ্বলা হইয়া অবিবাহিতা হয়
 এবং দেবাজ্ঞে নির্ম্মালা থাকে, তাহার পূর্ব-
 কৃত অখিল পুণ্যই বিনষ্ট হইয়া যায়। গোগণ
 যখন শ্বেচ্ছানুসারে তৃণ ভোজন করিতে
 থাকে, তখন যে মানব তাহাকে তৃণভোজনে
 নিবারণ করে, তাহার পূর্ব পিতৃগণ পতনো-
 ন্মুখ হইয়া কম্পিত হইতে থাকেন। ১৮—২৮
 যে ব্যক্তি মৃত্তবাবশত গোগণকে যষ্টিপ্রহার
 করে, তাহাকে হস্তহীন হইয়া যমপুরে গমন
 করিতে হয়। যে ব্যক্তি গোগাজ হইতে
 দংশকনিচয়কে দূর করিয়া দেয়, তাহার পূর্ব-
 পুরুষসকল কৃতার্থ হন, অপিচ 'এই ভাগ্যবান
 বংশধরই আমাদিগকে পরিভ্রাণ করিবে'
 বিবেচনায় সেই উৎসবকর ব্যাপার জন্ত
 সানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। পুরা-
 বিদগণ এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিবৃত্ত
 কীর্তন করিয়া থাকেন, উহা যমপুরে জনক-
 রাজের এক অদ্ভুত পুরারূন্ত। একদা রাজা
 জনক যখন যোগবলে তন্ন ত্যাগ করেন,
 তখনই কিল্কীগীজালভূষিত এক দিবা বিমান
 তথায় উপস্থিত হয়। তখন প্রসিদ্ধ দিব্য-
 দেহধারী রাজা সেবকগণের সহিত তাহাতে
 আরোহণপূর্বক যাইতে যাইতে ধর্ম্মরাজের

তদা নরককৌটীম্ পীড়্যন্তে পাপকারিণঃ ।
 জনকশাস্ত্রপবনং প্রাপ্য সৌখ্যং প্রপেদিয়ে ।
 নিরয়ে দাহজা পীড়া জাতৈন্যঃ সুখকারিণী ।
 মহদুখং তদা নষ্টং জনকশাস্ত্রবায়ুনা ॥ ৩৫
 তদা তং নির্গতং দৃষ্ট্বা জন্তবঃ পাপপীড়িতাঃ ।
 অভ্যস্তং চুক্ৰুশ্চতীভাস্ত্রিষয়োগমনিচ্ছবঃ ॥ ৩৬
 উচুস্তে করুণাং বাচঃ মা গচ্ছ সুকৃতিভৃতঃ ।
 বদদ্ববায়ুসংস্পর্শাৎ সুখিনঃ স্তাম পীড়িতাঃ ॥ ৩৭
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজা পরমধার্মিকঃ ।
 মানসে চিন্তয়ামাস করুণাপূরপুরিতে ॥ ৩৮
 চেয়ন্তঃ প্রাণিনাং সৌখ্যং ভবেদ্বিহ তদা পুনঃ
 অত্রৈব চ পুরে স্বাস্ত্রে স্বৰ্গ এষ মনোরমঃ ॥ ৩৯
 এবং কৃত্বা মৃগস্তম্বো তত্রৈব নিরয়াগ্রতঃ ।
 বিদধৎ প্রাণিনাং সৌখ্যমমুকাম্পিতমানসঃ ॥ ৪

সংঘমিনী পুরীর সন্নিহিত পথে গমন করি-
 লেন। এই সময়ে যে সকল পাপাঙ্কারী,
 বহুবিধ নরকনিচয়ে পীড়িত হইতেছিল,
 তাহারা জনকরাজের শরীর-সংসর্গী বায়ু-
 স্পর্শে সুখ লাভ করিতে থাকিল। জনক-
 রাজের শরীর-বায়ুদ্বারা তাহাদিগের মহা
 ক্লেশও তিরোহিত হইয়াছিল। আশ্চর্যের
 বিষয় এই,—তৎকালে নিরয়মধ্যে তাহা-
 দিগের দাহজনিত পীড়াও সুখোৎপাদন
 করিতে লাগিল। অনন্তর জনকরাজকে
 সেই স্থান হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া পাপ-
 পীড়িত জীবগণ ভীত হইয়া তাঁহার সহবাস-
 বাসনায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল
 এবং তাহারা এইরূপ করুণবাক্য বলিল,—
 হে সুকৃতিন্! এস্থান হইতে যাইবেন না,
 আমরা বিবমযাতনায় পীড়িত হইয়াও আপ-
 নার শরীর-বায়ুস্পর্শে সুখী হইতেছি।
 পরমধার্মিক রাজা জনক তাহাদিগের এইরূপ
 কথা শুনিয়া করুণাপূর্ণহৃদয়ে ভাবিলেন, যদি
 আমা হইতে এইস্থানে এই প্রাণীদিগের
 সুখোদয় হয়, তাহা হইলে আমি এই সম-
 পুরেই অবস্থান করিব, ইহাই আমার মনো-
 রম-স্বৰ্গরূপ। করুণাপূর্ণহৃদয়ে নৃপবর জনক

তত্র ধর্ম্মং সম্প্রাপ্তো নিরয়দ্বারি হুঃখদে ।
 কারয়ন্ যাতনাস্তৌত্রা নানাপাতককারিণাম্ ॥
 স তঃ দদর্শ রাজানং জনকং বারসংস্থিতম্ ।
 বিমানেন মহাপুণ্যকারিণঃ দয়য়া সুতম্ ॥ ৪২
 তন্নবাসং প্রেক্ষ্যপতির্জনকঃ স হসন্ গিরা ।
 রাজন্ কুতস্ত্বং সম্প্রাপ্তঃ সর্কধর্ম্মশিরোমণিঃ ॥
 এতৎ স্থানং ত্রষবতাং দৃষ্টানং প্রাণঘাতিনাম্ ॥
 নায়াস্তি পুরুষা ভূপ বাদৃশাঃ পুণ্যকারিণঃ ॥ ৪৩
 অত্রোম্মান্তি নরান্তে বৈ যে পরজোহত্তৎপরয়াঃ ।
 পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যপরায়াণাঃ ॥ ৪৫
 যো বৈ কলত্রং ধর্ম্মিষ্ঠং নিজসেবাপরায়াণম্ ॥
 অপরাধাদৃতে জহাৎ স নরোহত্র সমারজেৎ
 মিত্রং বঞ্চয়তে যন্ত ধনলোভেন লোভিতঃ ।
 আগত্যাত্র নরঃ পীড়াং মন্তঃ প্রাথোতি
 দারুণাম্ ॥ ৪৭
 যো রামং মনসা বাচা কর্ম্মণা দন্ততোহপি বা ।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রাণিগণের সুখোৎ-
 পাদন করত সেই নরক-সন্নিধানেই অবস্থিত
 রহিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ নানাপ্রকার
 পাপগণের নানাবিধ ভীত যাতনা বিধান
 করত সেই হুঃখময় নরকদ্বারে উপস্থিত হই-
 লেন। পরে মহাপুণ্যাত্মা দয়ার্হ্রদয় সেই
 রাজাকে বিমানারোহণে নরকদ্বারে অবস্থিতি
 করিতে দেখিলেন। তখন প্রেতপতি সহাস্য-
 বদনে জনককে কহিলেন,—রাজন্! তুমি
 সর্কধর্ম্মশিরোমণি হইয়াও কি জন্ত এস্থানে
 আসিয়াছ? ২২—৪৩ হে ভূপ! প্রাণঘাতী
 দৃষ্ট পাপাঙ্কারিগেরই এইস্থান নির্দিষ্ট আছে,
 স্বাদৃশ পুণ্যাত্মা মানবগণ কখন এস্থানে
 আসেন না। যে সকল মানব পরদ্রব্যপরা-
 যণ, পরাপবাদে নিরত ও পরজোহে তৎপর,
 তাহারাই এস্থানে আসিয়া থাকে। যে
 ব্যক্তি স্বামিসেবানিরতা ধর্ম্মপরায়াণ পত্নীকে
 বিনাপরাধে পরিত্যাগ করে, তাহাকেই এই
 স্থানে থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি ধনলোভে
 মিত্রকে বঞ্চনা করে, সে-ই এস্থানে আসিয়া
 আমা হইতে দারুণ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হেবাধা চোপহাসাধা ন স্মরতোব মুচ্যধীঃ ।
 তং বধামি পুনশ্চেষু নিক্ষিপ্য শ্রপয়ামি চ । ৪৮
 যৈঃ স্মৃতো বৈ রমানাথো নরকক্রেশবায়কঃ ।
 তে মংস্থানং বিহয়াশু বৈকুণ্ঠাখ্যং প্রয়াস্ত্যহো
 তাবৎ পাপং মল্লস্বাণামল্লেষু নৃপ তিষ্ঠতি ।
 যাবদ্রামং রসনয়ান গৃহ্নাতি সূত্মশ্রুতিঃ । ৫০
 মহাপাপকরা রাজান য়ে ভবন্তি মহামতে ।
 তানাময়ন্তি মদৃত্যাত্মাদৃশান দ্রষ্টুমক্ষমাঃ । ৫১
 চন্দ্রাদগচ্ছ মহারাজ ভুক্তুক ভোগাননেকশঃ ।
 বিমানবরমাকঙ্ক ভুক্তুক পুণ্যমুপাৰ্জিতম্ । ৫২
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য ধর্মরাজস্ত তৎপতেঃ ।
 উবাচ ধর্মরাজানং করুণাপুরপ্রিতঃ । ৫৩
 জনক উবাচ ।
 অহং গচ্ছামি নো নাথ জীবানামহুকম্পকঃ ।

যে মুচ্যতি-মানব, দান্তিকতা, ধ্বংস বা উপ-
 হাস করিয়া কায়মনোবাক্যে জীৱামকে স্মরণ
 না করে, তাহাকেই আমি বহনপূর্বক এই-
 সকল স্থানে নিক্ষেপ করিয়া অশেষ যাতনা
 দিয়া থাকি। যাহারা নরক-নিবারক রমা-
 নাথ রামচন্দ্রকে স্মরণ করে, তাহারা আমার
 এই স্থান পরিত্যাগপূর্বক স্বরায় বৈকুণ্ঠপুরে
 গমন করিয়া থাকে। হে নৃপ! দুর্শ্রুতি
 বানবগণ যাবৎ কাল না রসনাগ্রে রামনাম
 উচ্চারণ করে, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই সেই
 মানবগণের শরীরে পাপ অবস্থান করিতে
 পারে। হে মহামতে রাজন! যাহারা
 গুরুতর পাপাচরণ করে, মর্দীয় তৃত্যগণ
 তাহাদিগকেই আনয়ন করিয়া থাকে, কিন্তু
 আত্মশ্রুতি ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিতেও সক্ষম
 হয় না। অতএব মহারাজ! এস্থান হইতে
 প্রস্থান কর, স্বীয় পুণ্যলব্ধি বিবিধ ভোগ্য-
 সকল উপভোগ করিতে থাক, এক্ষণে এই
 দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া উপাৰ্জিত পুণ্য-
 কল উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হও। করুণা-
 পূর্ণ-হৃদয় জনকরাজ, তৎপুত্রাধিগতি ধর্ম-
 রাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
 এইরূপ কহিতে আরম্ভ করিলেন। জনক

মদনবায়না ছেতে সূখং প্রাপ্তাঃ স সংস্বিতাঃ
 এতান মুঞ্চসি চেদ্রাজন সর্কান বৈ নিরয়স্থিতান
 ততো গচ্ছামি স্মৃতিতঃ স্বর্গং পুণ্যজনাম্ষিতম্ ॥
 জাবালিকবাচ ।
 ইতি বাক্যমখাশ্রুত্ব জনকং প্রত্যুবাচ সঃ ।
 প্রত্যেকং নির্দেশন জীবান্নিরয়স্থাননেকশঃ । ৫৬
 ধর্মরাজ উবাচ ।
 অয়ং মিত্রকলত্রং বৈ বিশ্বস্তমহুকগিবান্ ।
 তস্মাদেনং লোহশক্কো বধীয়ন্তমপীপচম্ । ৫৭
 পশ্চাদেনং শূকরাণাং যোনৌ নিক্ষিপ্য দোষিণম্
 মাহুবেষবতর্ধেয়ং ষণ্টিচিহ্নেন চিহ্নিতম্ । ৫৮
 অনেন পরদ্বারশ্চ বলাদালিঙ্গিতা মুহঃ ।
 তস্মাদয়ং পচ্যতেহত্র যৌরবে শতহায়নম্ । ৫৯
 অয়ন্ত পরকীয়ং সৎ সুবিস্বা বৃহুজে কৃধীঃ ।
 তস্মাদস্ত করৌ ছিষ্মা পচেয়ং পুয়শোণিতে । ৬০

বলিলেন,—নাথ! আমি এই জীবগণের
 উপর অহুকম্পাপরবশ হইয়াছি, এজন্য
 এস্থান হইতে যাইতে পারিতেছি না। দেখুন,
 ইহার আমার শরীর-সমীরণস্পর্শে সূখী
 হইয়াছে। অতএব রাজন! আপনি যদি
 এই সমুদয় নরকবন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া
 দেন, তাহা হইলেই পরম সূখে পুণ্যজনাম্ষিত
 স্বর্গধামে গমন করিতে পারি। জাবালি
 বলিলেন,—এইরূপ কথা শুকিয়া ধর্মরাজ
 নরকবাসী বহুল জীবকে এক এক করিয়া
 নির্দেশ করত জনককে কহিলেন,—এই
 ব্যক্তি বিশ্বস্ত মিত্রপত্নীতে উপগত হইয়াছিল
 বলিয়া অযুতবর্ষ কাল ইহাকে লোহশক্কুতে
 পীড়িত করিতেছে। ৪৪—৫৭। ইহার পর
 এই পাপাত্মকে শূকরযোনিতে নিক্ষেপপূর্বক
 ষণ্টিচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া মল্লস্য জাতিতে
 প্রেরণ করিব। ঐ ব্যক্তি বহুবার বল-
 ঐক্যশপূর্বক বহুল পরবনিতাকে আলিঙ্গন
 করায় শতবর্ষ এই যৌরবনয়কে অশেষ
 যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। দেখ, অপন্ন
 এই একজন অতি কুবুদ্ধিশালী বলিয়াই পরম
 অপহরণপূর্বক ভোগ বসিগাছিল, আমি

অয়ং সায়ন্তনং প্রাণমতিথিং ক্ষুধাদিতম্ ।
 বাণ্যপি নাকরোক্তস্ত পূজনং স্বাগতং ন চ ॥৬১
 তস্মাদয়ং পাতনীয়স্তামিশ্রেহন্ধেন পুরিতে ।
 ভ্রমরৈঃ পীড়িতো যাতু যাতনানং শতহায়নাম্ ।
 অয়ং তাবৎ পরস্তোচ্চৈর্নিদাং কুর্বন্ন লজ্জিতঃ
 অয়মপাশুণোৎকর্ণো প্রেরয়ন বহুশঙ্ক তাম্ ॥
 তস্মাদিমা বন্ধকূপে পতিতো হুঃখহুঃখিতো ।
 অয়ং মিত্রকৃৎসিঃ পচ্যতে রোরবে ভূশম্ ॥৬৪
 তস্মাদেতান পাপভোগান কারয়িত্বা বিমোচয়ে
 স্বং গচ্ছ নরশাঙ্গুল পুণ্যরাশিবিধায়কঃ ॥ ৫৩
 জাবালিকুবাচ ।

এবং স নির্দিশন জীবাং স্ত্রীকীমা সাধকারিণঃ ।
 শ্রোবাচ রামভক্তোহসৌ করুণাপুরিতেক্ষণঃ ॥

তজ্জন্তই ইহার ভূজয়ুগল ছেদনপূর্বক এই
 পুয়শোণিত-নরকে পীড়িত করিতেছি ।
 অপর এই এক ব্যক্তিকে যে দেখিতেছেন,
 এ সায়ংকালে উপস্থিত ক্ষুধার্ত অতিথিকে
 বাক্য দ্বারাও সম্ভষ্ট বা স্বাগত প্রদ্ব কয়ে
 নাই, তজ্জন্তই উহাকে অন্ধকারপূর্ণ তামিশ্র-
 নরকে পাতিত করিয়াছি, এই স্থানে এই
 ব্যক্তি ভ্রমরদংশনে পীড়িত হইয়া শতবর্ষকাল
 বিষম যাতনা ভোগ করিবে । ঐ একজন
 উচ্চরবে পরনিন্দা করত কিছুমাত্রও লজ্জিত
 হইত না এবং অপর ঐ এক ব্যক্তি ঋতি-
 যুগল স্থির রাখিয়া বহুবার পরনিন্দা শ্রবণ
 করিয়াছে, তন্নিমিত্ত টহার উভয়ে অন্ধকূপ-
 নরকে পতিত হইয়া নিদারুণ হুঃখ ভোগ
 করিতেছে । আর ঐ অপর একজন মিত্রের
 অপকার করিয়াছিল বলিয়া রোরব-নরকে
 প্রসীড়িত হইতেছে । হে নরশাঙ্গুল !
 ইহার পাপী বলিয়াই অগ্রে ইহাদিগকে
 পাপের ফলভোগ করাইয়া পরে মুক্ত করিয়া
 দিব । তুমি অসীম পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ,
 স্মৃত্যং তুমি এস্থান হইতে গমন কর ।
 ৫৮—৬৫ । জাবালি বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ
 এইরূপে পাপী জীবগণকে একে একে
 নির্দেশ করিয়া মোনাবলছন করিলে শ্রীরাম-

জনক উবাচ ।

কথং নিরয়নির্ধুক্তিজীবানাং হুঃখিনাং তবেৎ ।
 তদত্র কথয় স্বং বৈ যৎ কুহা সুখমাপুযুঃ ॥ ৬৭
 ধর্ম্মরাজ উবাচ ।
 নৈভিরারামিতো বিস্বর্নৈভিস্তস্ত কথ্য ঋতা ।
 কথং নিরয়নির্ধুক্তিভবেদৈ পাপকারিণাম্ ॥৬৮
 যদি স্বং মোচয়ন্তেতান মহাপাপকরানপি ।
 তদর্পয় মহারাজ পুণ্যং তৎকথয়াম্যতঃ ॥ ৬৯
 একদা প্রাতঃস্থায় শুদ্ধভাবেন চেতসা ।
 ধ্যাতঃ শ্রীরমুনাথোহসৌ মহাপাপহর্যভিধঃ ॥
 রাম রামেতি বৈ প্রোক্তং ত্বয়াকস্মারোক্তম
 তৎপুণ্যমর্পয়েতেভ্যো যেন স্মারিরয়াকু্যুতিঃ
 জাবালিকুবাচ ।

এতচ্ছূহা বচস্তস্ত ধর্ম্মরাজস্ত ধীমতঃ ।
 পুণ্যং দদৌ মহারাজ আজন্মসমুপার্জিতম্ ৭২

ভক্ত জনক, করুণারসে বিস্ফারিতলোচন
 হইয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন,—দেব !
 কিরূপে এই হুঃখিত জীবগণের নরক হইতে
 নিস্তার হইবে ? যে কার্য করিলে উহার
 সুখলাভ করিতে পারে, আপনি এক্ষণে
 তদ্বিসয় বলুন । ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—রাজন !
 ইহার কখন ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা বা
 তাঁহার গুণকথা শ্রবণ করে নাই, স্মৃত্যং
 এই পাপাঙ্কাদিগের কি প্রকারে নিরয় হইতে
 নিষ্কৃতি হইবে ? মহারাজ ! তুমি যদি
 একান্তই এই পাপিষ্ঠদিগকে মুক্ত করিতে
 চাও, তবে, নিজ পুণ্য প্রদান কর, যে পুণ্য
 দান করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি ।
 নরোত্তম ! একদা তুমি প্রাতঃকালে গাজো-
 খানপূর্বক বিশুদ্ধান্তঃকরণে .মহাপাপহারী
 শ্রীরামচন্দ্রকে যে ধ্যান করিয়াছিলে এবং
 অকস্মাৎ যে “রাম রাম” বলিয়াছিলে, সেই
 পুণ্য ইহাদিগকে অর্পণ কর ; তাহাতেই
 ইহাদিগের নরক হইতে মুক্তি হইবে ।
 ৬৬—৭১ । জাবালি বলিলেন,—ধর্ম্মরাজের
 এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ জনক
 আজন্ম-সমুপার্জিত স্বীয় পুণ্য প্রদান করি-

মদাজমুকুতৈঃ পুণ্যৈ রঘুনাথার্চনোত্তমৈঃ ।
 এতেবাং মিরয়ানুক্তিৰ্ভবত্বন্ন মনোরমা ॥ ৭০
 এবং কথয়তস্তস্ত জীবা নিরয়সংস্থিতাঃ ।
 তৎক্ষণানিরয়ানুক্তা জাতা দিব্যবপুর্জয়াঃ ॥ ৭৪
 উচুস্তে জনকং রাজংস্বৎপ্রসাদাধয়ং ক্ৰণাৎ ।
 দুঃখদা'ন্নরয়ানুক্তা যামো বৈ পরমং পদম্ ॥ ৭৫
 তান দৃষ্ট্বা সূর্য্যসঙ্কাশান্ নরান্নিরয়নিঃসৃতান্ ।
 তুতোষ চিত্তে স্মৃৎশং সৰ্ব্বভূতদয়ারতঃ ॥ ৭৬
 তে সৰ্ষে প্রযযুলৌকং দিব্যং দেবৈরলঙ্কৃতম্ ।
 জনকস্ত প্রশংসন্তো মহারাজং দয়ানিধিম্ ॥ ৭৭
 ইতি জীপায়ে পাত'লখণ্ডেহষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

একোনিবিশোহধ্যায়ঃ ।

জাবালিকুবাচ ।

অথ তেষু প্রয়াতেষু নরকস্থেষু বৈ নৃপ ।
 রাজা পপ্রচ্ছ কৌনাশং সৰ্ব্বধৰ্ম্মাবদাং বরম্ ॥ ১
 রাজোবাচ ।
 ধৰ্ম্মরাজ ভয়া প্রোক্তং যৎপাতককরা নরাঃ ।
 আয়াস্তি তব সংস্থানং ন চ ধন্যকথারতাঃ ॥ ২
 মদাগমনমদ্রাজুৎ কেন পাপেন ধার্ম্মিক ।
 তদৈ কথয় সৰ্বং মে পাপকারণমাদিতঃ ॥ ৩
 ইতি ক্ৰত্বা তু তদ্বাক্যং ধৰ্ম্মরাজঃ পরস্তপঃ ।
 কথয়ামাস তন্ত্শবং যমপূৰ্ব্ব্যাগমং তদা ॥ ৪

ধৰ্ম্মরাজ উবাচ ।

রাজংস্তব মহৎ পুণ্যং নৈতাদৃক্ কস্ত ভূতলে ।
 রঘুনাথপদদ্বন্দ্ব-মকরন্দমধুরত ॥ ৫
 তৎকৌন্তিধৰ্ম্মানী সন্মান পাপিনো মলসংযুতান্

লেন । তিনি বলিলেন,—মদীয় আজমুকুত,
 রঘুনাথের অর্চন-জনিত পুণ্যফলে এক্ষণে
 ইহাদিগের নিরয় হইতে মনোরম মুক্তি
 হইক । তাঁহার এইরূপ বাক্য শেষ হইতে
 না-হইতেই নিরয়স্থিত জীবগণ তৎক্ষণাৎ
 নিরয় হইতে মুক্ত হইল এবং দিব্যদেহ
 ধারণ করত জনককে কহিল,—রাজন্!
 আমরা আপনার প্রসাদেই ক্ৰণকাল মধ্যে
 দুঃখময় নিরয় হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ
 প্রাপ্ত হইলাম । তখন, সৰ্ব্বভূতে দয়াবান
 রাজা জনক নিরয়-নিঃসৃত সেই জীবগণকে
 সূর্য্যোক্ত স্তায় তেজঃপুঞ্জকলেবর দেখিয়া
 মনোমধ্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । অনন্তর
 তাঁহার সকলে দয়ানিধি মহারাজ জনককে
 প্রশংসা করিতে করিতে দেবগণে অলঙ্কৃত
 দিব্যালোকে গমন করিলেন । ৭২—৭৭

উনিবিশ অধ্যায় ।

জাবালি বলিলেন,—নরকবাসী সেই
 মানবগণ এইরূপে দিব্যালোকে গমন করিলে
 পর, রাজা জনক সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিদগণের অগ্রগণ্য
 ধৰ্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধৰ্ম্মরাজ!
 আপনি যে বলিলেন পপিষ্ঠ মানবনিচয়ই
 ভবদীয় ভবনে আগমন করে, ধৰ্ম্মকথারত
 ব্যক্তিগণ কদাচ আসেন না । অতএব হে
 ধার্ম্মিক! কি পাপে আমার এস্থলে আগ-
 মন হইল, আদ্যোপাস্ত তৎসমুদায় পাপের
 কারণ আমায় বলুন । পরস্তপ ধৰ্ম্মরাজ জন-
 কের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালে যে
 জ্ঞাত তাঁহার যমপুরে আগমন হইয়াছিল,
 তদ্বয় ঠাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ।
 ধৰ্ম্মরাজ বলিলেন,—রাজন্! তোমার যেরূপ
 মহাপুণ্য আছে, ভূতলে এমত আর কাহা-
 রও নাই । হে রঘুনাথের জীচরণবিদ্যের
 মধুরত! যদিও পরমানন্দদায়িনী দুষ্ট-
 তারিণী, তদীয় কৌন্তিক্রপা সুরশৈবলিনী
 পাপানলদগ্ধ অখিল পাপিগণকেই পবিজ্ঞ

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ।

পূনাতি পরমাহ্লাদ-কারিণী বৃষ্টভারিণী । ৬
 তথাপি পাপলেশশ্চে বর্ততে নৃপসত্তম ।
 যেন সংযমিনীপার্শ্বমাগতঃ পুণ্যপূরিতঃ । ৭
 একদা তু চরন্তীঃ গাং বারয়ামাস বৈ ভবান্ ।
 তেন পাপবিপাকেন নিরয়দ্বারদর্শনম্ । ৮
 ইদানীং পাপনির্মুক্তো বহুপুণ্যসমধিতঃ ।
 ভৃঙ্ক ভোগান্ সুবিপুলান্নিজনপুণ্যার্জিতান্
 বহুন । ৯
 এতেষাং করুণাবান্ধী রঘুনাথোহসুখং হরন্ ।
 সংযমিন্যা মহামার্গে প্রেরয়ামাস বৈষ্ণবম্ । ১০
 নাগমিষ্যে যদি স্তং বৈ মার্গেণানেন সুব্রত ।
 অভবিষ্যৎ কথং ত্বেষাং নিরয়াৎপরিমোচনম্ ।
 দ্বাদশাঃ পরহুঃখেন হুঃখিতাঃ করুণালয়াঃ ।
 প্রাণিনাং হুঃখবিচ্ছেদং কুর্যন্ত্যেব মহামতে ॥১২
 জাবালিরূবাচ ।
 এবং বদন্তঃ শমনং প্রণম্য স দিবং গতঃ ।

করিতেছে সত্য, কিন্তু তথাপি হে নৃপ-
 সত্তম! তোমার কিঞ্চিৎ পাপলেশ আছে
 বলিয়াই পুণ্যপূর্ণ হইয়াও এই সংযমিনী-
 পুরে আগত হইয়াছ। একদা কোন
 একটী ধেম্ব তৃণভোজন করিয়া বেড়াইতে-
 ছিল, তুমি তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলে
 বলিয়া সেই পাপ-বিপাকহেতু তোমার নরক-
 দ্বার দর্শন হইল। এক্ষণে তুমি সেই পাতক
 হইতে মুক্ত হইলে এবং বহুপুণ্যসমধিত
 বলিয়া নিজ পুণ্যোপার্জিত বিপুল ভোগ
 উপভোগ কর। রাজন! করুণাসাগর
 রঘুনাথই ইহাদিগের হুঃখ দূরীকরণ
 বৈষ্ণববর তোমাকে এই সংযমিনীপুরীর
 মহামার্গে প্রেরণ করিয়াছেন। ১—১০। হে
 সুব্রত! তুমি যদি এই পথে না আসিতে,
 তাহা হইলে এই পাপীদিগের কিরূপে
 নিরয় হইতে মুক্তি হইতে? হে মহামতে!
 পরহুঃখকাতর ভবাদৃশ দয়াবান ব্যক্তিগণই
 প্রাণিগণের হুঃখমোচন করিয়া থাকেন।
 জাবালি বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ এইরূপ বলিলে
 জনকরাজ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপরো-

দিব্যেন সুবিমানেন অপরোগণশোভিনা ॥১৩
 তন্মাদ্গাবোহনিশঃ পূজ্যা মনসাপি ন গর্হয়েৎ
 গর্হয়ন্ নিরয়ঃ যাতি যাবদিশ্রান্ততুর্দশ । ১৪
 তন্মাদ্বঃ নৃপতিশ্চেষ্ট গোপুঞ্জাং বৈ সমাচর ।
 স ভূপ্তী দাগ্ধতি ক্ষিপ্ৰং পুত্রং ধর্ম্মপরায়ণম্ ॥১৫
 সুমতিক্রবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা ধেম্বপুঞ্জাং স পপ্রচ্ছ কথমাদরাৎ ।
 পূজনীয়া প্রযত্বেন কীদৃশং কুরুতে নরঃ ॥ ১৬
 জাব লিঃ কথয়ামাস ধেম্বপুঞ্জাং যথাবিধি ।
 প্রত্যহং বিপিনং গচ্ছেচ্চারণায় ত্রতী তু গোঃ
 গবে যবাংস্ত সন্তোজ্য গোময়স্থান সমাহরেৎ
 ভক্ষণীয়া যবাস্তে তু পুত্রকামেণ ভূপতে ॥ ১৮
 সা যদা পিবতে ভোয়ং তদা পেয়ং জনং শুচি

গণ-শোভিত দিব্য বিমানারোহণে সুরপুরে
 গমন করিলেন। সেই জন্তই বলিতেছি,
 সর্বদা গোগণকে পূজা করিবে, কদাচ
 তাহাদিগের নিন্দা করিবে না; যে ব্যক্তি,
 গোগণকে নিন্দা করে, সে চতুর্দশ ইন্দ্রের
 অবস্থিতিকাল পর্যন্ত নরকে বাস করিয়া
 থাকে। অতএব হে নৃপবর! তুমি গো
 পূজা কর, তিনি প্রসন্ন হইয়া নিশ্চয় তোমাকে
 ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রদান করবেন।
 সুমতি বলিলেন,—রাজা ঋতস্কর, জাবালির
 এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাদরে
 তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশ্বন!
 গোপূজা কিপ্রকারে করিতে হয়? মানব-
 গণকে ঐ কার্যে প্রযত্নসহকারে কিরূপ
 আচরণ করিতে হয় বলুন। জাবালি,
 নৃপতি ঋতস্করের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তাঁহাকে যথাবিধি গোপূজার বিষয় বলিতে
 আরম্ভ করিয়া কহিলেন,—মানব নিয়মাবলী
 হইয়া প্রত্যহ গোচারণার্থ গো-সমভিব্যাহারে
 বিপিনে গমন করিবে। হে ভূপতে! পুত্র-
 প্রার্থী মানব, অগ্রে গোকে যব ভোজন করা-
 ইয়া পরে গোময়স্থিত সেই যবনিচয় আহরণ
 পূর্বক স্তং তাহা ভোজন করিবে। সেই
 গো যখন সলিল পান করিবে, তখনই

সোল্লস্থানে যদা তিষ্ঠেত্তদা নীচাসনস্থিতঃ ॥১৯
দংশান নিবারণয়েন্নিত্যং যবস্যং স্বয়মাহরেৎ ।
এবং প্রকুর্ব্বতঃ পুত্রঃ দাস্ততে ধর্ম্মতৎপরম্ ॥
সুমতিক্রবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুত্রকাম ঋতস্তরঃ ।
ব্রতং চকার ধর্ম্মাচ্ছা খেহুপূজাং সমাচরেন ॥২১
প্রত্যহং কুরুতে গাঞ্চ যবসাদিদ্যেন ভোষিতাম্ ।
দংশান স্তবায়য়ক্ষীমান যবভক্ষকুরুতাদয়ঃ ॥ ২২
এবং খেহুং পুত্রয়তো গতান্ত দিবসাদিঘনাঃ ।
বনমধ্যে তৃণাদীংশ্চ চরন্তীমকুন্তোক্তয়াম্ ॥ ২৩
একদা নৃপতিস্তস্য বনস্ত ত্রীনিরীক্ষণে ।
স্তম্ভদৃষ্টিঃ স পরিতো বভ্রাম সুকুতুহলৌ ॥ ২৪
তদাগত্যাহনদগাং বৈ পঞ্চাস্তঃ কাননাস্তরায়ৎ ।

কৌশস্তাঃ বত্থা দীনাঃ হৃদ্বারাবেণ হুঃখিতাম্
তদা নৃপঃ সমাগত্য বিলোক্য নিজমাতরম্ ।
সিংহেন নিহতঃ পশুন্ কুরোদাতীব বিহ্বলঃ ॥
স হুঃখিতঃ সমাগত্য জাবালিং মুনিসন্তমম্ ।
নিকৃতিঃ তস্ত পপ্রচ্ছ গোবধস্ত প্রমাদতঃ ॥২৭
ঋতস্তর উবাচ ।

স্বামিংস্বদাজ্ঞয়া খেহুং পালয়ন বনমাশ্রিতঃ ।
কুতোহপ্যগত্য তাং সিংহো জঘানাদৃষ্টিগোচরঃ
ভস্ত পাশস্ত নিকৃতে কিং করোমি জঘাজ্ঞয়া ।
কথং বা ব্রতসম্পূর্ত্ত্বম্ম পুত্রপ্রদায়িনী ॥ ২৯
ইত্যুক্তবস্তং তং ভূপং জগাদ মুনিসন্তমঃ ।
সন্ত্যপায়া মহোপাল পাশরাশ্ত্রপহুস্তয়ে ॥ ৩০
ব্রহ্মব্রহ্ম কৃতব্রহ্ম সুরাপস্ত মহামতে ।
প্রায়শ্চিত্তানি বর্ভস্তে সর্ষপাপহরণি চ ॥ ৩১

সেবককে পবিত্র সলিল পান করিতে হইবে
এবং সে যখন উচ্চস্থানে থাকিবে, তখন
সেবককে নিম্নস্থানে অবস্থিতি করিতে
হইবে। প্রতিনিয়ত গোশরীর হইতে
মশকগণকে দূর করিয়া দিতে হইবে এবং
গোভক্ষ্য ঘাস স্বয়ংই আহরণ করিবে।
এইরূপে গোসেবা করিলে অবশুই তোমাকে
ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র প্রদান করিবেন। সুমতি
বলিল, পুত্রপ্রার্থী ধর্ম্মাচ্ছা ঋতস্তর, জাবালির
ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রতাবলম্বী হইয়া
গোপূজা আরম্ভ করিলেন। ১১—২১। সেই
ধীমান্ নৃপরব, প্রত্যহ যবসাদিদানে গোর
সন্তোষ উৎপাদন এবং তদীয় শরীর হইতে
দংশকগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং
স্বয়ংও সাদরে পুত্রোক্ত বিবানে যব ভক্ষণ
করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন। এইরূপে গোসেবা
করিতে করিতে ঠাঁহার বহু দিন গত হইল,
সেই গোমাতাও বনমধ্যে অকুতোভয়ে
তৃণাদি ভোজন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।
একদা নৃপতি, সেই অরণ্যাসৌন্দর্য্য দর্শন
কুতুহলী হইয়া একদৃষ্টিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ
করিতেছেন, এমন সময়ে এক সিংহ বনাস্তর
হইতে সহসা উপস্থিত হইয়া সেই গোকৈ
সংহার করিল, এই সময়ে সেই খেহু সিংহ-

দর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়া উর্দ্ধেঃশ্বরে
হৃদ্যরব করিয়াছিল। তৎকালে তাহার
চীৎকার শ্রবণে নৃপবর তথায় সমাগত হইয়া
সিংহকরে নিহত নিজ মাতাকে অবলোকন-
পূর্ব্বক বিহ্বল-হৃদয়ে সাতিশয় রোদন
করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি,
হুঃখিত চিত্তে মুনিবর জাবালির নিকট
আগমন করিয়া কিসে সেই অজ্ঞানকৃত
গোবধ হইতে নিকৃতি পাইবেন তদ্বিময়
জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋতস্তর বলিলেন,—
স্বামিন! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে
গোসেবা করত বনমধ্যে অবস্থিত ছিলাম,
এমত সময়ে সহসা অলক্ষিত ভাবে কোথা
হইতে এক সিংহ আসিয়া সেই খেহুটিকে
সংহার করিয়াছে। এক্ষণে সেই পাতক
হইতে নিকৃতিনিমিত্ত ভবদীয় আজ্ঞায় কি
করিতে হইবে বলুন, এবং কি করিলেই বা
আমার পুত্রফলপ্রদ ব্রত সম্পূর্ণ হইবে?
ভূপতি এইরূপ কহিতে লাগিলে, মুনি-
সন্তম জাবালি ঠাঁহাকে বলিলেন,—হে মহী-
পাল! অস্তান্ত পাপরাশি বিনাশের নিমিত্ত
বহুবিধ উপায় কথিত হইয়াছে। ২২—৩০।
হে মহামতে! ব্রহ্মর, কৃতব্রহ্ম ও সুরাপারীরও

কুল্লেখ্যশাস্ত্রায়ণৈর্দানৈত্রৈতঃ সনিয়মৈর্মহৎ ।
 পাপস্ত প্রলয়ং যান্তি নিয়মাদনুভিত্ততঃ ॥ ৩২
 যয়োর্বে নিষ্কৃতির্নাস্তি পাপপুঞ্জকতোস্তয়োঃ ।
 মৃত্যুা গোবধকর্ষুস্ত নারায়ণবিনিদ্ভিতুঃ ॥ ৩৩
 গবাং যো মনসা দুঃখং বাঙ্কৃত্যধমসন্তমঃ ।
 স যান্তি নিরয়স্থানং যাবদিশ্চাত্তুর্দিশ ॥ ৩৪
 যোহপি দেবং हरिं নিলেৎ স কুর্দ্ভূগ্যবান
 নয়ঃ ।

স চাপি নরকং গচ্ছেৎ পুত্রপৌত্রপরীভুতঃ ॥ ৩৫
 তস্মাজ্জাত্বা हरिं নিল্লেৎ গোযু দুঃখং সমাচরন
 কদাপি নরকানুজ্জিনং ন প্রাপ্নোতি নরেশ্বর ॥ ৩৬
 অজ্ঞানপ্রাপ্তগোহত্যা প্রায়শ্চিত্তং তু বিদ্যাতে ।
 রামভক্তস্ত ধীমন্তং যাহি ত্মতপর্ণকম্ ॥ ৩৭
 স বৈ সমদৃশা সর্কান শক্জন মিত্রান সমং চরন
 তুভ্যং বদিষ্যতি কিপ্রং গোবধস্তাস্য নিষ্কৃতিম্

সর্কপাপনাশক বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত আছে ।
 নিয়মানুসারে অনুষ্ঠান করিলে প্রাজ্ঞাপত্য
 চান্দ্রায়ণ এবং নিয়মিত্ত দান ও ব্রত দ্বারা
 সমস্ত পাতকই বিলয় প্রাপ্ত হয় । কিন্তু
 জ্ঞানকৃত গোঘাতী ও বিষ্ণুনিন্দক এই উভয়
 গুরুতর পাতকীর আর কিছুতেই নিষ্কৃতি
 নাই । যে নরাধম, মনে মনেও গোগণের
 যাহাতে ক্লেস হয় এরূপ কাৰ্য্য ইচ্ছা
 করে, তাহাকে চতুর্দিশ ইন্দ্রের অবস্থান-
 কাল পর্য্যন্ত নরকযাতনা ভোগ করিতে
 হয় এবং যে ব্যক্তি, একবার মাত্রও
 জ্ঞানবশতঃ ভগবান্ হরিকে নিন্দা করে,
 সেই হতভাগ্য মানব, পুত্রপৌত্রগণে পবিত্রত
 হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে । হে
 নরেশ্বর ! সেই জন্তই বলিতেছি, যে
 মানব জ্ঞান-পূর্ব্বক হরিনিন্দা বা গোগণের
 ক্লেশোৎপাদন করে, সে কদাচ নরক হইতে
 মুক্তি লাভ করিতে পারে না । কিন্তু অজ্ঞান-
 কৃত গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত আছে । তুমি
 এক্ষণে শ্রীরামভক্ত ধীমান্ ঋতুপর্ণরাজের
 নিকট গমন কর । তিনি সমদৃষ্টিতে সমুদয়
 শক্রমিত্রের প্রতিই সমান ব্যবহার করিয়া

তস্ত দেশাংশ্বমাক্রামংস্তেন নির্কাসিতঃ পুরা ।
 বৈরিভাবঃ পরিতজ্য গচ্ছ ত্মতুপর্ণকম্ ॥ ৩৯
 স যদদিষ্যতি কিপ্রং তৎ কুরুষ সমাহিতঃ ।
 যথা স্বংকৃতপাপান্ত নিষ্কৃতির্হি ভবিষ্যতি ॥ ৪০
 স তু ত্বচনং শ্রুবা জগাম ঋতুপর্ণকম্ ।
 রামভক্তং রিপৌ মিত্রে সমদৃষ্ট্যা সমঞ্জসম্ ॥ ৪১
 স তস্মৈ কথয়ামাস যজ্ঞাতঃ গোবধাদিকম্ ।
 তস্ত পাপান্ত নিষ্কৃত্যে কায়াতঃ স্বাস্ত্যমুক্তবান্ ॥
 তদা প্রোবাচ তৎ রাজা ঋতুপর্ণঃ প্রতাপবান্ ।
 উবাচ চ হসন বাক্যং বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মকোবিদঃ ॥ ৪২
 কোহহং স্বামিন্ মুনীনাং বৈ পুরতঃ শাস্ত্র-
 বেদিনাম্ ।
 তান হিত্বা কিম্ম মাং প্রাপ্ষো মূর্খং পণ্ডিত-
 মানিনম্ ॥ ৪৪
 মধি তে হস্তি চেচ্ছুক্কা তদা কিঞ্চিদব্রবৌম্যহম্ ।

থাকেন ; এজন্য নিশ্চয়ই অবিলম্বে তোমাকে
 এই গোবধের নিষ্কৃতি বলিয়া দিবেন ।
 পূর্ব্বক তুমি ঠাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া
 ঠাঁহাকে নির্কাসিত করিয়াছ, এজন্য অধুনা
 বৈরিভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋতুপর্ণের নিকট
 গমন করিও । যাহাতে তোমার পাপের
 নিষ্কৃতি হয় তাবিষয় তিনি যাহা বলিবেন,
 অনতিবিলম্বে একাগ্রচিত্তে তাহাই করিবে ।
 নৃপবর ঋতুপর্ণ, মুনিবরের তাদৃশ বাক্য
 শ্রবণে শক্রমিত্রের প্রতি সমদৃষ্টিবশতঃ সৰু-
 লের প্রতিই যথোচিত-ব্যবহার সম্পন্ন শ্রীরাম
 ভক্ত ঋতুপর্ণের নিকট গমন করিলেন । অন-
 ন্তর ঠাঁহার নিকট গোবধাদি যাগ ঘটাইয়াছে
 এবং সেই পাপের নিষ্কৃতি নিমিত্ত যে
 আসিয়াছেন, তৎসমস্তই ব্যক্ত করিলেন ।
 তখন প্রতাপবান্ ধর্ম্মকোবিদ, মহাবুদ্ধিশালী
 রাজা ঋতুপর্ণ, হাস্য করত ঠাঁহাকে কহিলেন,—
 স্বামিন্ ! শাস্ত্রবেত্তা মুনিগণের নিকটে আমি
 কে ? আপনি ঠাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া
 কিজন্য এই পণ্ডিতাভিমানে মূর্খের নিকটে
 আসিয়াছেন ? ৩২—৪৪ । যাহাই হউক,
 হে নরশাস্ত্রী ! আমার প্রতি যদি আপনায়

শুণ্ণ নরশাব্দিল গদিতং মম সাদরঃ । ৪৫
 তজ্জ জীৱঘূনাথং ত্বং কৰ্ম্মণা মনসা গিরা ।
 নৈকপটেয়ন লোকেশং তোষয়স্ব মহামতে ॥৪৬
 সন্তুষ্টৌ দাস্ততে সৰ্ব্বং তব হৃৎস্বং মনোরথম্ ।
 অজ্ঞানকৃতগোহত্যা-পাপনাশং কৰিষ্যতি ॥ ৪
 রামস্মরণপূতাস্মা ধেনুং ব্রাহ্মণসন্তমে ।
 দদ্বা যথোক্তং কনকং পাপনিকৃতিমাপ্যসি । ৪৮
 স্মৃতিৰুবাচ ।
 এতচ্ছৃণ্বা তু ত্বদ্বাক্যমুত্তরনূপসুখা ।
 বিধায় রামস্মরণং পূতাস্মা ব্রতমাচরৎ ॥ ৪৯
 পূৰ্ব্ববৎপালয়ন ধেনুং জগাম বিপিনং মহৎ ।
 রামনাম স্মরণিত্যাং সৰ্ব্বভূতহিতে ব্রতঃ ॥ ৫০
 তস্মৈ তুষ্টী তু স্মরতিঃ প্রোবাচ পরিতোষিতা ।
 রাজ্ঞ বরয় মন্তো বৈ বরং হৃৎস্বং মনোরমম্ ॥
 তদা প্রোবাচ বৈ রাজা পুত্রং দেহি মনোরমম্ ॥

শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে এবিষয় যৎকিঞ্চিৎ
 বলিতেছি, সাদরে আমার কথা শ্রবণ করুন ।
 হে মহামতে! এক্ষণে আপনি অকপট-
 ভাবে কায়মনোবাক্যে লোকনাথ জীৱামকে
 ভজনা করুন এবং তাঁহারই সন্তোষোৎপাদনে
 প্রবৃত্ত হউন । তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আপনার
 সমুদয় মনোরথ পূর্ণ করিবেন এবং আপনার
 এই অজ্ঞানকৃত গোহত্যাজনিত পাতক
 ক্ষয় করিয়া দিবেন । আপনি জীৱামস্মরণে
 পবিত্রাস্মা হইয়া বিজবরকে ধেনু ও যথোক্ত
 কনক দান করিয়া এই পাতক হইতে
 নিকৃতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই ।
 স্মৃতি বলিলেন,—নৃপতি ঋতস্তর ঋতুপর্ণের
 এতদ্বাক্যশ্রবণে জীৱামকে স্মরণ করত
 পূতাস্মা হইয়া পূৰ্ব্ববৎ ব্রতচরণে প্রবৃত্ত
 হইলেন । তিনি সৰ্ব্বভূতের হিতাচরণে
 নিরত হইয়া প্রতিদিন্যত জীৱামচন্দ্রের নাম
 স্মরণ করত পূৰ্ব্ববৎ গোপালনার্থ মহাবিপিনে
 গমন করিলেন । কিয়দিনানন্তর স্মরতি,
 তদীয় সেবার পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহি-
 লেন,—রাজ্ঞ! আমার নিকট অভীষ্ট বর
 প্রার্থনা কর । তখন রাজা বলিলেন,—দেবি!

রামতত্ত্বং পিতৃভক্তং স্বধৰ্ম্মপ্রতিপালকম্ ॥ ৫২
 তুষ্টী দদ্বা বরং সাপি তস্মৈ রাজ্ঞে স্মৃতাধিনে ।
 জগামাদর্শনং দেবী কামধেনুঃ রূপাবতী ॥ ৫৩
 স কালে প্রাপ্তবান পুত্রঃ বৈষ্ণবঃ রামসেবকম্
 সত্যবৎসংস্রয়া যুক্তমকরোন্নাম তৎপিতা ॥৫৪
 সত্যবস্তং স্মৃতং লজ্জা পিতৃভক্তমুত্তরঃ ।
 পরমং হৰ্ষমাগেদে শক্রতুলাপরাক্রমম্ ॥ ৫৫
 স রাজা ধার্ম্মিকং পুত্রং দৃষ্ট্বা হৰ্ষেণ নিব্রতঃ ।
 রাজ্যাং তস্মিন মহন্নাস্ত জগাম তপসে বনম্ ॥
 তত্রারাদ্য হৃষীকেশং ভক্তিযুক্তেন চেতসা ।
 নিধৃতপাপঃ সতত্শ্রয়গাঙ্ঘরিপদং নৃপঃ ॥ ৫৭
 স্মৃতিৰুবাচ ।
 অসাবপি নৃপঃ সৌম্যসত্যবান্নাম বিস্কতঃ ।
 নিজধর্ষণে লোকেশং রঘুনাথমতোষয়ৎ ॥ ৫৮
 অস্মৈ তুষ্টৌ রমানাথো দদৌ ভক্তিমচঞ্চলাম্ ॥

আমাকে জীৱামভক্ত পিতৃভক্ত ও স্বধৰ্ম্ম-
 প্রতিপালক মনোরম পুত্র প্রদান করুন ।
 তৎশ্রবণে সেই রূপাবতী দেবী কামধেনু
 সন্তোষপূর্ণ হৃদয়ে পুত্রপ্রার্থী রাজাকে অভীষ্ট
 বর প্রদানপূৰ্ব্বক অন্তর্দান করিলেন । অন-
 স্তর কিয়ৎকালের পর সত্যবানের পিতা
 নৃপতি ঋতস্তর জীৱামসেবক ঐ বৈষ্ণবপুত্রকে
 প্রাপ্ত হন এবং সত্যবান নাম রাখেন । নৃপ-
 বর ঋতস্তর, ইন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী পিতৃ-
 ভক্ত পুত্র সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পরম হৰ্ষ
 লাভ করেন । ৪৫—৫৫ । কিয়দিনানন্তর
 রাজা ঋতস্তর স্বীয় পুত্রকে বরপ্রাপ্ত ও পরম
 ধার্ম্মিক দেখিয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে পুত্রের উপর
 মহৎ রাজ্যভার অর্পণপূৰ্ব্বক তপস্চরণার্থ
 বনে যাইলেন । তথায় ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে
 ভগবান হৃষীকেশকে আরাধনাপূৰ্ব্বক নিম্পাপ
 হইয়া সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ।
 স্মৃতি কহিলেন,—রাজ্ঞ! সত্যবান নামে
 বিখ্যাত সৌম্যমুর্ষি ঐ নৃপবরও নিজ কৌলিক
 ধৰ্ম্মানুসারে লোকনাথ রঘুনাথকে পরিতুষ্ট
 করিয়াছেন এবং রমানাথও প্রসন্ন হইয়া
 ইচ্ছাকে যে নিজ চরণারবিন্দে অচলা ভক্তি

নিজাজি পদ্মে যজ্ঞতাং দুর্লভাং পুণ্যকোটিতিঃ
নাথস্ত কথানকমনাতুরঃ ।

কুরুতে সর্বলোকানাং পাবনং রুপয়া যুতঃ । ৬।
যো ন পূজয়তে দেবং রঘুনাথং রমাপতিম্ ।
স তেন ভাভ্যতে দর্শৈর্ধমস্মাতিভয়াবধৈঃ । ৬১।
অষ্টমাষৎসহাদুর্কমশীতির্কৎসরো ভবেৎ ।
ভাবদেকাদশী সর্কৈশ্বীহুধৈঃ কারিতামুনা । ৬২।
তুলসী বনভা যস্ত কদাচিদ্যচ্ছিরোধরাম্ ।
ন মুকতি রমানাথংপানপয়াশ্শুভম্ । ৬৪।
ঋষীগামপি পূজ্যোহয়মিতরেষাং কথং ন হি ।
রঘুনাথস্মৃতিপ্রীতিধৃতপাপো হতাশুভঃ । ৬৪।
জাহ্নায়ং রামচন্দ্রস্ত বাজিনং পরাভুতম্ ।
আগত্য তুভ্যাং সন্দাস্ত্যোক্তজাজ্যমকণ্টকম্
ঘষয়াভিহিতং রাজস্তুতে কথিতমুত্তমম্ ।

পুনঃ কিং পৃচ্ছসে স্বামিরাজাপয় কয়ামি তৎ
শেষ উবাচ ।

গতোহশ্বস্তংপুরাত্তম্ নানাশ্চর্যসমবৃত্তম্ ।
তং দৃষ্ট্বা জনতাঃ সর্বা রাক্ষে গতা স্তবেদয়ন ॥
জনতা উচুঃ ।

কোহপাশ্বঃ সিতবর্ণেন গন্ধাজলসমেন বৈ ।
ভালে সৌবর্ণপাশেণ রাজমানঃ সমাগতঃ । ৬৮।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রম্যাং জনানাং হৃদ্যমীরিতম্ ।
তাশ্চ প্রত্যাহ বৈ ভূপো জায়তাং কস্ত বৈ হয়ঃ
তাস্শ্চৈতং কথয়ামাসুঃ শক্লেন্নে ন প্রপালিতঃ ।

আয়াত্যাশো মহীভর্তু রামস্ত পুরমধ্যতঃ । ৭০।
রামস্ত নাম স ঋত্বা দ্যাক্করং সুমনোরমম্ ।
জহষ চিত্তে চ ভূশং গগনদম্বরচিহ্নিতঃ । ৭১।
ময়া যো ধাৰ্য্যতে নিত্যং যো রামশ্চিন্ত্যতে হৃদি

দিয়াছেন, বিবিধ-বাগকর্তাদিগের কোটি
কোটি পুণ্যবলেও তাহা দুর্লভ । এই সত্য-
বান, সকলের প্রতি রূপা করিয়া সর্বদাই
অকাত্তর চিত্তে অখিল লোকের পবিত্রতা-
জনক শ্রীরাম-বিষয়িণী কথা উপদেশ করিয়া
ধাকেন তদীয় রাজ্যে যে ব্যক্তি রমাপতি
দেব রঘুনাথকে পূজা না করে, তিনি
তাঁহাকে অতি ভীষণ যমদণ্ডে তাড়িত
করেন । অষ্টম বর্ষের অধিক বয়স্ক ও অনীতি
বর্ষের নান বয়স্ক নিজ রাজ্যস্থ সকল
প্রজাকেই তিনি একাদশী ব্রত করাইতেন ।
ভগবচ্চরণারবিন্দমাল্যের প্রধান বস্তু, ভগ-
বানের প্রিয়তম তুলসীপত্র কদাচ যাহার কণ্ঠ-
দেশ পরিত্যাগ করে না, ইতর ব্যক্তির কথা
কি, সে ঋষিগণের পূজ্য । সতত রঘুনাথের
স্মরণ ও তাঁহার প্রতি প্রীতিবশতঃ নিম্পা-
দেহ ও সর্বপ্রকার অশুভ বিহীন ঐ
ভূপতি শ্রীরামের এই পরমাত্মত অশেষ
বিষয় জানিতে পারিলেই নিশ্চয়ই স্বয়ং
আগমনপূর্বক আপনাকে নিষ্কণ্টক এই
রাজ্য প্রদান করিবেন । রাজন! আপনি
যাঁধবস্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি

সম্যক্রূপে কহিলাম । স্বামিন! এক্ষণে
অপর কোন বিষয় জানিতে চান, আজ্ঞা
করুন, আমি অবশুই আপনার আজ্ঞানুরূপ
কার্য্য করিব । ৫৬—৬৬। সর্গরাজ কহিলেন,—
অনন্তর সেই যজ্ঞস্থ অশ্ব, নানাবিধ বিচিত্র
বস্তুপূর্ণ সেই নগরমধ্যে প্রতিষ্ঠ হইল, এবং
নগরবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া রাজার
নিকট নিবেদন করিল । তাঁহার কহিল,—
মহারাজ! নগরমধ্যে কোন একটি অশ্ব
আসিয়াছে, তাঁহার বর্ণ গন্ধাজলের স্তায়
শুভ্র এবং ললাটদেশে স্বর্ণময় বিজয়পত্র
শোভা পাইতেছে । ভূপাল সত্যবান, জন-
গণের সেই হৃদয়ানন্দপ্রদ রমণীয় কাক্য
শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—অহু-
সন্ধান লও সেটি কাঁহার অশ্ব । পরে
তাঁহার ভূপতিকে কহিল,—ঐ অশ্ব শক্লয়-
কর্তৃক পালিত হইয়া মহীপাল শ্রীরামচন্দ্রের
অযোধ্যানগর হইতে আসিতেছে ।
ভূপাল সত্যবান, শ্রীরামের সুমনোরম দ্যাক্কর
নাম শ্রবণ করিয়াই মনোমধ্যে সমধিক
আনন্দ অহুভব করিতে লাগিলেন, গদ-
গদস্বরেই তাঁহার সেই আনন্দ প্রকাশ
পাইল । তিনি ভাবিলেন, আমি সতত

তস্তাশ্বঃ সহশক্রয়ঃ সমাঘাতঃ পুরে মম । ৭২
 হনুমাংস্তত্র রামাঙ্জি—সেবাকর্তা ভবিষ্যতি ।
 কদাচিদপি যো রামং ন বিশ্বস্রতি মানসে । ৭৩
 গচ্ছামি যত্র শক্রয়ো যত্র মারুতনন্দনঃ ।
 অশ্বেহপি যত্র পুরুষা রামপাদাঙ্জাসেবকাঃ । ৭৪
 অমাত্যাদিদেশাশ্ব সর্ষরাজ্যং ধনং মহৎ ।
 গৃহীত্বা তু ময়া সার্কিমাগচ্ছ ত্বরয়া যুতঃ । ৭৫
 যাস্তেহহং রঘুনাথস্য হৃৎ পালয়িতুং বরম্ ।
 বর্তুং বা রাবপাদান্ত পরিচর্যাঃ সুদুর্লভাম্ । ৭৬
 ইত্যান্কা নিৰ্জ্জগামাশ্ব শক্রয়ঃ প্রতি সৈনিকৈঃ ।
 তাবৎপুণীমথ প্রাপ্যো রামভ্রাতা সৈনিকৈঃ । ৭৭
 বীরা গজ্জন্তি প্রবলা রথাঃ সুনিন্দন্তি চ ।
 জয়শাস্ত্র্য নাদাশ্চ বীণানাদাশ্চ সর্ষভঃ ॥ ৭৮

যাহাকে চিন্তা করিয়া থাকি এবং ষাঁহার
 মূর্তি নিরন্তর হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি
 তাঁহাই অশ্ব শক্রয়-কর্তৃক পালিত হইয়া
 আমার এই নগরীতে আসিয়াছে । তবে,
 সেই নৈশ্বমধ্যে যিনি কদাচ হৃদয়মধ্যে
 ঐরামকে বিশ্বাস্ত হন না, সেই ঐরামের
 চরণসেবক হনুমান নিশ্চয়ই থাকিবেন ।
 এক্ষণে যে স্থানে শক্রয়, যে
 স্থানে মারুতনন্দন হনুমান এবং যে
 স্থানে ঐরামের চরণারবিন্দ-সেবক অপর
 পুরুষসকল অবস্থিত আছেন, আমি সেই
 স্থানেই গমন করি । অনন্তর অমাত্যকে
 কহিলেন,—তুমি ত্বরায় সমৃদ্ধ ধন-সম্পত্তি
 লইয়া আমার সহিত আগমন কর, আমি
 রঘুনাথের যজ্ঞের অশ্ববর স্বার্থ কিংবা
 ঐরামের সুদুর্লভ চরণারবিন্দের পরি-
 চর্যানিমিত্ত এখনই গমন করিব । নৃপ-
 বর সত্যবান্, অমাত্যকে এইরূপ কহিয়া
 শক্রয়-সঙ্গিধানে গমনার্থ দৈন্তগণের সহিত
 যেমন নির্গত হইলেন, অমনি রামাঙ্জ-
 শক্রয়, সটেন্দ্রে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।
 তৎকালে চতুর্দিকে মহাবল-পরাক্রান্ত বীর-
 গণ গজ্জন করিতে লাগিল, রথনিচয়
 শকাযমান হইতে থাকিল, জয়শ্চক শঙ্খ-

অগত্য সত্যবান্ রাজা মস্তিভিঃ সুরমধিহঃ ।
 চরণে শ্লিণপত্যটৈশ্চ রাজ্যং প্রাদায়হাধনম্ । ৭৯
 শক্রয়স্তস্ত রাজানঃ জাহ্না রামমহুভ্রতম্ ।
 তদ্রাজ্যং তস্ত পুত্রায় কল্পনায়ে দদৌ মহৎ ।
 হনুমন্তং পরীরভ্য সুবাহুং রামসেবকম্ ।
 অস্তান্ বৈ রামভক্তাংশ্চ পরিব্রভ্য মংমনাঃ ।
 কৃতার্থমেবমানানং মেনে সত্যমধিহিতঃ ।
 ননন্দ চেতসি তদা শক্রয়েন সমধিতঃ । ৮২
 হযস্তাবদগতো দূরং বীরৈঃ সূপরিরক্ষিতঃ ।
 শক্রয়স্তেন ছুপেন যথো বীরসমধিতঃ । ৮৩
 শেষ উবাচ ।

গচ্ছৎসু রথিবর্ধেযু শক্রয়াদিসু ছুরিযু ।
 যদারাজেযু সর্ষেযু রথকোটিযুক্তেযু চ ॥ ৮৪
 অকস্মাদভবন্ন্যাগে তমঃ পরমদারুণম্ ।
 যস্মিন স্ত্রীযো ন পারক্যো লক্ষ্যতে
 জ্ঞানিভির্নরৈঃ ॥ ৮৫

ধ্বনি ও বীণাধ্বন হইতে আরম্ভ হইল ।
 ৬৭—৭৮ । এদিকে রাজা সত্যবান্ মস্তিগণ-
 সম্ভি-ব্যাহারে আগমনপূর্বক শক্রয়ের
 চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যধন
 প্রদান করিলেন । শক্রয়ও রাজবর সত্য-
 বান্কে ঐরামের ভক্ত জানিয়া কল্পনামক
 তদীয় পুত্রকে সেই বিশাল রাজ্য অর্পণ
 করিলেন । অনন্তর মহামনা সত্যপরায়ণ
 সত্যবান্, রামসেবক হনুমান, রাজা সুবাহু
 ও অস্তান্ত রামভক্তদিগকে আলিঙ্গনপূর্বক
 আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং
 শক্রয়-সাম্বলনে মনোমধ্যে অপার আনন্দ
 উপভোগ করিতে লাগিলেন । এদিকে
 বীরগণে পরিরক্ষিত সেই অশ্ব বহুদূর গমন
 করিল দেখিয়া বীরগণে পায়বৃত শক্রয়,
 ভূপাল সত্যবানের সহিত তাহার পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ ঘাইতে আরম্ভ করিলেন । সর্পরাজ
 বলিলেন,—অসংখ্য-রথিসমধিত রথিপ্রবর
 শক্রয়াদি প্রবণপরাক্রান্ত রাজগণ এইরূপে
 গমন করিতেছেন এমত সময়ে পশ্চিমধ্যে

রাজস্য ব্যাপিতং ব্যোম বিদ্যাৎস্তনিতসঙ্কলম্ ।
 এতাদৃশে তু সম্বর্দে মহাভয়করে ভতঃ ।
 মেঘা বর্ষন্তি কধিরং পুন্ড্রামেধ্যাদিকং বহু ॥৮৬
 অত্যাঙ্কুলা বভুবুস্তে বীরাঃ পরমবৈরিণঃ ।
 আকুলীকৃতলোকে তু কিমিদং কিমিতি স্থিতম্
 ভমোব্যাপ্তানি লোকানাং চক্ষুঃষি প্রথিতৌজসাম্
 জহারাখং রাবণস্ত সূক্ষ্মং পাতালস স্থিতঃ ।
 বিদ্যামালীতি বিখ্যাতো রাক্ষসশ্রেণিসংবৃতঃ ।
 কামগে স্তুবিমানে তু সর্বাযসনিষেবিণি ।
 আক্রোটোহস্ত বীর্যাণাং ভয়ং কুর্স্বন জহায় সঃ
 মহুর্ভান্তত্তমো নষ্টমাকাশং বিমলং বভো ।
 বীরাঃ শক্রয়মুখ্যাশ্চ প্রোচুঃ কুত্র হয়োহস্তি সঃ

অকস্মাৎ এরূপ ঘোর অন্ধকার প্রাজ্বলিত হইল যে, তাহাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও স্বপ্নক পন্নপক্ষ স্থির করিতে পারিল না । ৭২—৮৫ । সমুদয় নভোমণ্ডল ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং নিরস্তর বিদ্যাৎ ও মেঘধরনি হইতে থাকিল, মহাভয়জনক এতাদৃশ সম্বর্দ উপস্থিত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরেই জলদজাল, কধির ও পুয় (পূজ) প্রভৃতি অমেধ্য সকল প্রভূত পরিমাণে বর্ষণ আরম্ভ করিল। তখন সেই সকল বীরগণ বিষম বৈরী উপস্থিত হওয়ায় অতীব ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎকালে সকলেই ব্যাকুলিত চিন্তে কেবল “একি! একি হইল” এইরূপ বলিতে থাকিল। প্রসিদ্ধ তেজস্বীদিগেরও চক্ষু-সকল অন্ধকারপূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সময়ে বিদ্যামালী নামে বিখ্যাত পাতালবাসী রাবণ-সূক্ষ্ম কোন রাক্ষস, রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া অথকে হরণ করিল। সেই রাক্ষসাধম, সর্বপ্রকার লৌহময় অস্ত্রশস্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ পরমসুন্দর কামগামী এক বিমানে আকৃত থাকিয়া বীরগণের ভয়োৎপাদন করত অথ হরণ করিয়াছিল। পরে মহুর্ভ-কালমধ্যেই অন্ধকার তিরোহিত হইল এবং আকাশমণ্ডল বিমলভাব ধারণে শোভা পাইতে লাগিল। তখন শক্র প্রভৃতি

তে সর্বে হয়রাজস্ত লোকয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
 দদৃশ্বন যদা বাহং হাহাকারস্তদাভবৎ ॥ ৯১
 কুত্রাপ্থো হয়মেধস্ত কেন নীতঃ কুবুদ্ধিনা ।
 ইতি বাচমবোচুস্তে তাবৎ স দনুজেশ্বরঃ ৯২
 সদৃশে স্তুভট্টে: সর্বে রথেষু: শৌর্ধ্যশোভিতৈঃ
 বিমানবরমারুটো রাক্ষসাশ্রো: সমারুতঃ ॥৯৩
 হুমুখা বিকরালান্তা লক্ষদংষ্ট্রা ভয়ানকাঃ ।
 রাক্ষসান্তত্র দৃশুস্তে হয়গ্রোহকরোদ্যতাঃ ॥ ৯৪
 তদা তং বেদয়ামাসু: শক্রয়ং নুবরোক্তমম্ ।
 হয়ো নীতো ন জানীমঃ খে বিমানবিলাসিনা ॥
 তমসা ব্যাকুলান্ কুত্রা বীর্যানস্মান্ স মাযয়া ।
 জগ্রাহ নৃপশর্দূল হয়ং কুরু যথোচিতম্ ॥ ৯৬
 শক্রয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা মহারোষসমারুতঃ ।

বীরগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, সেই অথ কোথায়? ৮৬—৯০। তাঁহারা পরস্পর সকলেই অথের অনুসন্ধান করত যখন দেখিতে পাইলেন না, তখন চতুর্দিকেই হাহাকার পড়িয়া গেল। অথমেঘযজের অথ কোথায় যাইল, কোন তুম্বিতি তাহাকে লইয়া গেল, তাঁহারা পরস্পর এই কথা বলিতেছেন, এমত সময়ে শৌর্ধ্যশালী রথারুত সমুদয় বীরবৃন্দই মহামহা রাক্ষসগণে পরিবৃত বিমানারুত সেই রাক্ষসরাজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাক্ষসদিগের মধ্যে কাহার কাহার মুখমণ্ডল অতি বিরক্তভাবাপন্ন ও কাহার কাহার অতি সুদীর্ঘ, আকৃতি অতি ভয়ানক এবং সকলেই প্রায় সেই অথগ্রহণার্থ কর উত্তোলন করিতেছে। তৎকালে সেই বীরগণ, নৃপবর শক্রয়কে কহিলেন,—হে নৃপশর্দূল! আমরা তাহাকে সম্যক জানিতে পারিতেছি না, কিন্তু কোন একজন বিমানে আরোহণ করত অথকে আকাশপথে লইয়া যাইতেছে। সে, মায়াবলে এই সমুদয় বীরগণকে ভয়োজ্বলে ব্যাকুল করিয়া অথ লইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় করুন। তাহাদিগের বাক্য

কৌহন্তোষ্য রাক্ষসো যো মে হয়ঃ জগ্রাহ

বীর্ঘ্যবান্ ॥ ১৭

বিমানং তৎপতত্ৰদ্য মধাণব্রজনির্হতম্ ।
পতত্ৰদ্য শিরস্ত্ৰস্ত কুরপ্রৈশ্বে মহীতলে ॥ ১৮
সজ্জৌয়স্তাং রথাঃ সর্কেষ মহাশস্ত্রাপুরিতাঃ ।
যাস্ত তং প্রতি সংহর্ষুঃ যোদ্ধারো বাজ্জহারিণম্
ইতু্যক্তা যোযতাস্ত্রাক্ উবাচ নিজমস্ত্রিণম্ ।
নয়ানয়বিদং শুরং যুদ্ধকার্য্যবিশারদম্ ॥ ১০০
শক্রয় উবাচ ।

মস্ত্রিন্ কথয় কে যোজ্য্য রাক্ষসস্ত বধোদ্যতাঃ ।
মহাশূরা মহাশস্ত্রাঃ পরমান্ন বহুতমাঃ ॥ ১০১
কথয়াণ্ড বিচার্য্যেবং তৎকরোমি ভবদ্বচঃ ।
বীরান্ কথয় তৈশ্চবং যোগ্যান্ সর্কাস্ত্র-
কোবিদান্ ॥ ১০২
এতচ্ছূদ্বাথ সচিবঃ প্রাহ বাক্যং যথোচিতম্ ।
রণে বীরবরান্ যোগ্যান্নির্দিশংস্তরসাবিতান্ ॥

শ্রবণে শক্রয় মহাকৃষ্ণ হইয়া বলিলেন, এরূপ
বীর্ঘ্যবান্ রাক্ষস কে আছে যে, আমার
অশ্ব গ্রহণ করে। এখনই তাহার
বিমান মদীয় শরজালে বিধ্বস্ত হইয়া পতিত
হইবে, এবং এই দণ্ডেই তদীয় মস্তক
আমার কুরপ্রায়ে ছিন্ন হইয়া মহীতলে
লুপ্তিত হইবে, সন্দেহ নাই। প্রভুত অস্ত্র-
শস্ত্রে পরিপূর্ণ রথসকল সজ্জিত হউক এবং
যোদ্ধাবৃন্দ সেই অশ্বহারককে সংহারার্থ এখনই
তদভিমুখে যাউক। শক্রয় রোষাক্রণিত
নেত্রে এইরূপ কাহিয়া যুদ্ধকার্য্য-বিশারদ নীতি
ও অনীতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, মহাবীর নিজ
মস্ত্রী স্মৃতিকে বলিলেন,—মস্ত্রিন্! রাক্ষস-
বধে উদ্যত দিব্যাস্ত্র-কুশল মহাস্ত্রধারী কোন
মহাবীরগণকে এক্ষণে নিয়োগ করা যায়
বল; আমি তোমারই বচনানুসার কার্য্য
করিব; অতএব অবিলম্বে এই বিষয় বিচার
করিয়া বল এবং সর্কাস্ত্রকোবিদ কোন বীর-
গণই বা তাহার সহিত যুদ্ধে যথার্থ
যোগ্য হইতে পারে বল। সচিববর স্মৃতি
শক্রয়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর

স্মৃতিক্রবাচ ।

জেতুং গচ্ছতু তদ্রক্ষঃ সমরে বিজয়োদ্যতঃ ।
মহান শস্ত্রাস্ত্রসংযুক্তঃ পুঙ্গলঃ পরতাপনঃ ॥ ১০৪
তথা লক্ষ্মীনিধির্থা তু শস্ত্রশজ্জসমঘ্নিতঃ ।
করোতু তস্ত বানস্ত ভঙ্গং তৌক্লেঃ স্বসায়কৈঃ
হনুমান্ দৃষ্টকর্শ্মাজ্জ রাক্ষসায়োধনক্ষমঃ ।
করোতু মুখপুচ্ছাভ্যাং তাড়নং রক্ষগাং প্রভো ॥
বানরা অপি যে বীরা রণকর্শ্মবিশারদাঃ ।
গচ্ছন্ত তেহখিলা যোচ্ছুঃ তব ঙ্কাপ্রণোদিতাঃ
সুন্দশ্চ সুবাহশ্চ প্রতাপাশ্রাণ্ড সন্তমাঃ ।
গচ্ছন্ত সায়কৈস্তৌক্লেস্তান্ যোচ্ছুঃ রাক্ষসাধমান্
ভবানপি মহাশস্ত্র-পরীবায়ো রথে স্থিতঃ ।
করোতু বিজয়ং যুদ্ধে রাক্ষসং হন্তুদ্যতঃ ॥ ১০৬
এতন্নম মতঃ রাজ্ঞন্ মে যোধাস্তৎপ্রমর্দনাঃ ।
তে গচ্ছন্ত রণে শূরাঃ কিমন্তৈক্লেভির্ভটৈঃ ॥

সংগ্রামে যোগ্য মহাবেগশালী বীরবরগণকে
নির্দেশ করত যথোচিত বাক্য বলিতে লাগি-
লেন ১০১—১০৩ স্মৃতি বলিলেন,—সমরে
বিজয়োদ্যত, শক্রতাপন মহাবীর পুঙ্গল অস্ত্র-
শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই রাক্ষসকে জয় করি-
বার নিমিত্ত গমন করুন। লক্ষ্মীনিধিও
অস্ত্রনিচয় গ্রহণপূর্বক গমন করুন এবং স্বীয়
সুতৌক্ল সায়কসমূহে তাহার যান ভগ্ন করুন।
প্রভো! যাহার অলৌকিক কার্য্য সকলেই
দর্শন করিয়াছে, রাক্ষসসমরে সক্ষম সেই
হনুমান দস্ত ও পুচ্ছ দ্বারা রাক্ষসনিচয়কে
তাড়িত করুন। অস্তান্ত যে সকল বানরও
রণকার্য্যে বিশারদ এবং বীর, তাহার সক-
লেও আপনার আজ্ঞায় যুদ্ধার্থ গমন করুক।
অতীব সদাশয় সুন্দ সুবাহ এবং প্রতা-
পাশ্রাণ্ড তৌক্ল সায়কসমূহদ্বারা রাক্ষসাধমগণের
সহিত যুদ্ধার্থ গমন করুন। আপনিও মহাস্ত্র-
নিচয় ধারণ করত রথধিরোহণে পরিজন-
বর্গের সহিত সেই রাক্ষসকে সংহারার্থ উদ্-
যুক্ত হইয়া সমরে বিজয় লাভ করুন। রাজন্!
কলে আমার এই মত যে, যে সকল যোদ্ধা
রাক্ষসমর্দনে সক্ষম, সেই সকল শুরগণই রণে

ইত্যাঙ্কবতি বীরাগ্রোহমাত্যো স্মৃতিসংক্রমে
 শক্রয়ঃ কথয়ামাস বীরান সংগ্রামকোবিদান
 যে বীরাঃ পুঙ্কলাদ্যাঙ্ক সর্ষশাস্ত্রকোবিদাঃ ।
 তে বদন্ত প্রতিজ্ঞাং বৈ মৎপুত্রো রাক্ষসাদিনে ।
 রুদ্ভা প্রতিজ্ঞাঃ বিপুলান্ স্বপরাক্রমশোভিনীন্ ।
 গচ্ছন্ত রণমধ্যে হি যুগ্মং বলসমর্থতাঃ ॥ ১১৩
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শক্রয়ন্ত মহাবলাঃ ।
 স্বাঃস্বাঃ প্রতিজ্ঞাং মহতীং চক্রুস্তেজঃসমর্থিতাঃ ॥
 তত্রান্যো পুঙ্কলো বীরঃ ঞ্জহা বাক্যং মহাপতেঃ
 পরমোৎসাহসম্পন্নঃ প্রতিজ্ঞামুচবাংস্তথা ॥ ১১৪
 পুঙ্কল উবাচ ।

শুশ্রুম নৃপশাৰ্দূল মৎপ্রতিজ্ঞাং পরাক্রমাৎ ।
 বিহিতাং সর্ষলোকানাং শূৰ্যতাং পরমাক্ৰ তাম্ ।
 চেন্ন কুর্যাৎ ক্ষুরপ্রাগ্ৰোস্তীকৈঃ কোদণ্ডনির্গঠৈঃ
 দৈত্যৈঃ মুচ্ছাসমাক্রান্তঃ কীর্ণকেশাকুলাননম্
 কস্তান্বভোক্তুর্বাৎপাপং যৎপাপং দেবনিন্দনে ।

গমন করুন, অন্তান্ত বহু ল বীরের প্রয়োজন
 নাই। বীরবর অমাত্য স্মৃতি এইরূপ
 कहিলে, শক্রয় সংগ্রামনিপুণ বীরগণকে কহি-
 লেন,—সর্ষপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগে অভিজ্ঞ
 পুঙ্কলাদি যে সকল বীরগণ আছেন, তাঁহারা
 আমার নিকট রাক্ষসদলনে নিজ নিজ
 প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করুন। সকলে স্ব স্ব পরাক্রমা-
 হুয়ারিক গুরুতর প্রতিজ্ঞা করিয়া সৈন্তগণ-সম-
 ভিব্যাহারে সময়ে গমন করুন। মহাবল-
 শালী মহাতেজস্বী বীরগণ শক্রয়ের ঈদৃশ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব গুরুতর প্রতিজ্ঞা
 প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বীরবর
 পুঙ্কল মহাপতির বাক্য শ্রবণে পরম উৎসাহ-
 বিত হইয়া অগ্রেই প্রতিজ্ঞা করিলেন। পুঙ্কল
 বলিলেন, হে নৃপশাৰ্দূল! আমি স্বীয় পরাক্রম-
 বশতঃ সকলকে ওনাইয়া যে প্রতিজ্ঞা করি-
 তেছি, শ্রবণ করুন। আমি যদি স্বীয় কোদণ্ড-
 নির্গত স্ত্রীকক্ষ ক্ষুরপ্রান্ত্রে সেই দৈত্যকে
 মুচ্ছাভিক্ত এবং আলুলায়িতকেশকলাপে
 ব্যাকুলানন না করিতে পারি, যদি সত্য
 সত্যই আমার কথা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে

তৎপাপং মম বৈ ভূয়াচ্চেৎ কুর্যাৎ
 স্বভোচোহনৃতম্ ॥ ১৮
 যদি মৰাণনির্ভিন্নাঃ সৈনিকাঃ স্মহাবলাঃ ।
 ন পতন্তি মহারাজ প্রতিজ্ঞাং তত্র মে শৃণু ॥ ১১৯
 বিক্ষীণযোর্কিভেদং যঃ শিবশক্ত্যোঃ কয়ো-
 ত্যপি ।
 তৎপাপং মম বৈ ভূয়াচ্চেন্ন কুর্যানুতং বচঃ ॥
 সর্ষং মদ্বাক্যমিত্যুক্তং রঘুনাথপদাশ্রয়ে ।
 ভক্তির্মৈ নিশ্চলা যাক্তি সৈব সত্যং করিষ্যাতি
 পুঙ্কলন্ত প্রতিজ্ঞাং তাং ঞ্জহা লক্ষ্মীনিধিনৃপঃ ।
 প্রতিজ্ঞাং ব্যদধাৎ সত্য্যং স্বপরাক্রমশোভ-
 তাম্ ॥ ১২২

লক্ষ্মীনিধিকবাচ ।

বেদানাং নিন্দনং ঞ্জহা আস্তে যো মোনিবল্লভঃ
 মানসে রোচয়েদযন্ত সর্ষধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ ॥ ১২৩
 ত্রাঙ্কণো যো ত্রুতাচারো রসলাক্ষাদিবিক্রয়ী ।
 বিক্রীণাতি চ গাং মুচো ধনলোভেন মোহিতঃ

কস্তার সম্পত্তি উপভোগে কস্তার অর্থ উপ-
 ভোগে ও দেবনিন্দায় যে পাতক নির্দেশ
 আছে, আমারও যেন সেই পাতক হয়।
 ১০৪-১১৮। মহারাজ! মহাবলপরাক্রম রাক্ষস
 সৈন্তগণ যদি মদৌঘবানে ক্ত-বিক্ত হইয়া
 পতিত না হয়, তবে তর্দ্বিষয়ে আমার প্রতিজ্ঞা
 শুচুন। যদি স্ববাক্য সত্য করিতে না
 পারি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি হরি ও হরে
 এবং শিব-শক্তিতে ভেদ কল্পনা করে, তাহার
 যে পাপ কথিত হইয়াছে, আমারও যেন সেই
 পাপ হয়। রাজন! রঘুনাথের চরণারবিন্দে
 আমার যে অচলা ভক্তি আছে, তাহাই
 মহত্ব এই সমুদয় বাক্য সত্য করিবে। তৎ-
 কালে নৃপবর লক্ষ্মীনিধি, পুঙ্কলের এতাদৃশ
 প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া স্বীয় পরাক্রমাহুয়ারী
 সত্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। লক্ষ্মীনিধি বলি-
 লেন,—যে ব্যক্তি দেবনিন্দা শ্রবণ করিয়া
 মৌনী হইয়া থাকে এবং সর্ষধর্ম্ম-বহিষ্কৃত যে
 ব্যক্তি অন্তঃকরণে দেবনিন্দায় কচি করে
 কিংবা যে ত্রুতাচার ত্রাঙ্কণ রস-লাক্ষাদি বিক্রয়

স্নেচ্ছকুপোদকং পীত্ব। প্রায়শ্চিত্তং নাচরেৎ ।
 তৎপাপং মম বৈ ভূয়াম্ভিবশ্চৈত্ত্বাম্যাহম্ ॥১২৫
 তৎপ্রতিজ্ঞামধাঞ্চত্য হনুমান্ রণকোবিদঃ ।
 রামাঙ্জিৎস্বরগং কৃষ্মা প্রোবাচ বচনং শুভম্ ॥১২৬
 মৎস্বামী হৃদয়ে নিত্যং ধ্যেয়ো বৈ যোগিভির্ষুহঃ
 যঃ দেবাঃ সাসুরাঃ সর্ষে নমস্তি মণিমৌলিভিঃ
 রামঃ স্ৰীমানযোধায়াঃ পতির্গৌকেশপুঞ্জিতঃ ।
 তং স্মৃবা। যদ্বক্রবে বাক্যং তদ্বৈ সত্যং ভবিষ্যতি
 রাজন্ কোহয়ং লঘুর্দৈত্যো হুর্ললঃ কামগে
 স্থিতঃ ॥ ১২৮
 কথঞ্চাৎ ময়া কার্ধ্যমেতেন বিনিপাতনম্ ॥১২৯
 মেকং দেবেশ্চসহিতং লাক্সলাগ্রেণ লৌলয়া ।
 জলধিং শোষণে সর্ষং সাবর্ত্তং বা পিবাম্যাহম্ ॥
 রাজঃ স্ৰীরঘুনাথশ্চ জানক্যাঃ রুপয়া মম ।

তন্নাস্তি ভূতলে রাজন্ যদসাধ্যং কদা ভবেৎ
 এতৎকাক্যং ময়া প্রোক্তমনুতঃ স্মাদযদি শ্রুতো
 তদেব রঘুনাথশ্চ ভক্তিদুরো ভবাম্যাহম্ ॥১৩২
 যঃ ক্রুদ্ধঃ কপিলাং গাং বৈ পয়োবৃক্ষ্যাম্মশালয়েৎ
 তস্ত পাপং মমৈবাশ্চ চেৎকুর্ধ্যামনুতঃ বচঃ ॥১৩৩
 ব্রাহ্মণীঃ গচ্ছতে মোহাজুহুঃ কামবিমোহিতঃ ।
 তস্ত পাপং মমৈবাশ্চ চেৎ কুর্ধ্যামনুতঃ বচঃ ॥
 যদব্রাহ্মণরকং গচ্ছেৎ স্পর্শনাচ্চাপি রৌরবম্
 তাং পিবন্নদিত্যাং যো বা জিহ্বাশ্বাদেনলোলুপঃ
 তস্ত যচ্ছায়তে পাপং তন্নমৈবাশ্চ নিশ্চিতম্ ।
 চেৎ কুর্ধ্যাৎ প্রতিজ্ঞাং শ্বাসত্যাতাং রামরূপা-
 বলাৎ ॥ ১৩৬
 এবমুক্তে মহাবীর্য যোদ্ধারন্তরস্যা ভূতাঃ ।
 চকুঃ প্রতিজ্ঞাং মহতীং স্বপরাক্রমশালিনীম্ ॥

করে, যে মূঢ় মানব ধনলোভে মোহিত হইয়া
 গোবিক্রয় করে, এবং যে ব্যক্তি, স্নেচ্ছকুপো-
 দক পান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা-
 দিগের যে পাপ উল্লিখিত হইয়াছে, আমি
 যদি রণে বিমুগ্ধ হই, তবে আমারও যেন
 সেই পাপ হয়। রণকোবিদ হনুমান সেই
 সকল প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া স্ৰীরামের চরণ-
 ধূগলস্বরূপপূর্বক এইরূপ শুভকর বাক্য
 বলিলেন যে, মদীয় স্বামী যে রামকে যোগি
 গণ নিরন্তর হৃদয়ে ধ্যান করেন, সুরাসুরগণ
 ঈর্ষাকে মণিময়কিরীটশোভিত মস্তক দ্বারা
 প্রণিপাত করিয়া থাকেন এবং অযোধ্যাধিপতি
 যে স্ৰীমান্ রাম লোকপালগণেরও পূজিত,
 সেই স্ৰীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া আমি
 যাহা বলিব, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে।
 রাজন্! কামগ বিমানস্থিত এই সামান্য দৈত্য
 ঋক কে? ওত অতি হুর্লল, আপনি আজ্ঞা
 বরুন, আমি একাকী এখনই; উহার নিপাত
 করিতে পারি। আমি লাক্সলাগ্রে দ্যেবে-
 শ্চের সহিত স্নেচ্ছকুপোদক এবং অবলীলাক্রমে লয়
 করিতে পারি এবং আবর্ত্তসমবিত সমুদয়
 জলধিকেও শোষণ বা পান করিয়া ফেলিতে

পারি। রাজন্! রাজবর স্ৰীরঘুনাথ ও
 জানকীর প্রসাদে ভূতলে এমন কোন কার্যই
 নাই, যাহা কোনকালে আমার অসাধ্য হইতে
 পারে। শ্রুতো! আমি যে কথা বলিলাম,
 যদি ইহা সত্য না হয়, তাহা হইলে আমি
 রঘুনাথের প্রতি ভক্তিবিহীন হইব জানি-
 বেন। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কেবল হৃদ-
 লাভ প্রত্যাশায় কপিলা ধেনুকে পালন করে,
 তাহার যে পাতক হয়, আমি যদি নিজবাক্য
 সত্য করিতে না পারি, তবে আমারও যেন
 সেই পাতক হয়। ১১৯—১৩৩। শূদ্র কাম-
 মোহিত হইয়া ব্রাহ্মণী-গমন করিলে তাহার
 যে পাপ হয়, আমার কথা মিথ্যা হইলেও
 যেন আমার সেই পাপ হয়। যাহা অজ্ঞান
 বা স্পর্শ করিলেও মানবকে রৌরব-
 নরকে গমন করিতে হয়, তাদৃশ মদিরাকে
 যে ব্যক্তি কেবল জিহ্বা দ্বারা আশ্বাদ-
 গ্রহণে লোলুপ হইয়া পান করে, তাহার
 যে পাতক হয়, আমি যদি স্ৰীরামের রূপায়
 স্বীয় প্রতিজ্ঞা সকল করিতে না পারি,
 তবে আমারও সেই পাতক হইবে, সন্দেহ
 নাই। হনুমান এইরূপ কহিলে মহাবীর
 যোদ্ধারূপে স্তম্ভিত হইয়া স্ব স্ব পরাক্রমায়-

ଶକ୍ତରେହିଁଅପି ବ୍ୟାଧାନ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଂ ପଞ୍ଚତାଂ ନୃଣାମ୍ ।
 ସାଧୁ ସାଧୁ ପ୍ରଶଂସାଂଶ୍ଚ ତାନଂ ବୀରାନଂ ଯୁଦ୍ଧକୋବିଦାନଂ ।
 କଥୟାମି ପୁରୋ ବଃ ଶ୍ଵାଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଂ ସଂଶୋଭିତାମ୍ ।
 ତତ୍ତୁଃସ୍ତୁ ମହାଭାଗା ଯୁଦ୍ଧୋଽସାହସମସିତାଃ ॥ ୧୭୨
 ଚେତସ୍ତ ଶିର ଆହୁତ୍ୟା ପାତୟାମି ନ ସାୟତ୍କେ ।
 ବିମାନାଠ କବଳାଠ ତିମ୍ନଂ ହିରଂଧ୍ୟ କୁତଲେ ।
 ସଂପାପଂ କୃଟିକାକ୍ଷ୍ୟେଽପ ସଂପାପଂ ଶ୍ଵର୍ଗଚୌର୍ଥତଃ ।
 ସଂପାପଂ ବ୍ରହ୍ମନିନ୍ଦାୟାଂ ତନ୍ମୟାନ୍ତନ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟାଂ ।
 ଇତି ଶକ୍ତେରମଦାକ୍ୟଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ଚେ ବୀରପୁଞ୍ଜିତାଃ ।
 ଧତ୍ତୋଽସି ରାଷବଭ୍ରାତଃ କନ୍ଦୁଭକ୍ତୋଽପିରୋ ଭବେଽ
 ଦ୍ଵୟା ବିନିହତୋ ଦୈତ୍ୟୋ ଦେବଦାନବହୁଃସଦଃ ।
 ଲବଣୋ ନାମ ଲୋକେଶ ମଧୁପୁତ୍ରୋ ମହାବଳଃ ॥ ୧୮
 କୋଽସ୍ୟ ବୈ ରାକ୍ଷସୋ ହୁଃଃ କ ଚାନ୍ତ ବଳମଗ୍ନକମ୍
 କରିଷ୍ୟାସି କ୍ଷମାଦେବ ତନ୍ତ୍ରାପାୟଂ ମହାମତେ ॥ ୧୮୮

ଯାୟିକ ଖରୁତର ଖରୁତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲେନ
 ଅବଶେଷେ ଶକ୍ତେର ଓ ସର୍ବଜ୍ଞାନମକ୍ଷେ ସେହି ସକଳ
 ଯୁଦ୍ଧକୋବିଦ ବୀରଗଣକେ “ସାଧୁ ସାଧୁ” ବଲିୟା
 ପ୍ରଶଂସା କରତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲେନ । ତିନି ବଲି-
 ଲେନ,—ହେ ଯୁଦ୍ଧୋଽସାହସମସିତ ମହାଭାଗଗଣ ।
 ଆମି ଏକ୍ଷଣେ ଆପନାଦିଗେର ନିକଟ ନିଜ
 ବଳବିକ୍ରମାଭିରୂପ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିତେହି
 ଶ୍ରବଣ କଲମ । ଆମି ଯଦି ସାୟକସମୂହ
 ହାରା ତାହାର ହିର-ଭିର ମନ୍ତକ ତଦୌୟ ଦେହ
 ଓ ବିମାନ ହୈତେ ଅପହତ କରିୟା ଭୂତଲେ
 ପାତିତ କରିତେ ନା ପାରି, ତାହା ହୈଲେ
 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ୟ ଶ୍ଵର୍ଗଚୌର୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣନିନ୍ଦାୟ
 ସେ ପାପ ହୟ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞ ଆମାରଓ
 ସେହି ପାତକ ହୈବେ । ବୀରପୁଞ୍ଜିତ ସେହି
 ସକଳ ଷୋକ୍ତରମ୍ ଶକ୍ତେର ଈନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାଧୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା
 ଶ୍ରବଣପୂର୍ବକ କହିଲେନ,—ହେ ରାଷବ-ଭ୍ରାତଃ !
 ଆପନିହି ଯତ୍, ଆପନି ଭିର ଆର କେହି
 ବା ଏରୂପ ହୈତେ ? ହେ ଲୋକେଶ ! ଆପନି
 ସ୍ଵର୍ଗ ଦେବଦାନବଗଣେର ହଃସପ୍ରଦ ମହାବଳ-ପରା-
 କ୍ରାନ୍ତ ମଧୁପୁତ୍ର ଲବଣାସୁରକେ ନିହତ କରିୟାଛେନ,
 ତତ୍ତନ ଆପନାର ନିକଟ ଏହି ହୁଃଃ ନିଶାଚିର ଆର
 କେ ? ଇହାର ସାମାନ୍ତ ବଳହି ବା କୋଧାର
 ଧାକିବେ ? ହେ ମହାମତେ ; ଆପନି କ୍ଷମାଦେବହି

ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ଶ୍ଚେ ମହାବୀରାଃ ସଞ୍ଜୀକୃତା ର୍ଗାଜ୍ଞନେ ।
 ପ୍ରତିଜ୍ଞାଂ ଶ୍ଵାମତାଂ କର୍ତ୍ତୁଃ ସୟୁକ୍ତେ ରାକ୍ଷସଂ ମୁଦା ।
 ଶେଷ ଉବାଚ ।
 ରଥେଃ ସଦୈଃ ଶୋଭାଠାଟୋଃ ସର୍ବଶକ୍ତାନ୍ତ୍ରପୁରିତେଃ ।
 ନାନାରତ୍ନସମାୟୁକ୍ତେର୍ଧ୍ୟୁକ୍ତେ ରାକ୍ଷସା ମୟ ॥ ୧୮୭
 ତାନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା କାମଗେ ଯାନେ ହିତଃ ପ୍ରୋବାଚ ରାକ୍ଷସଃ
 ମେଷଗଞ୍ଜୀରୟା ବାଚା ତତ୍ତ୍ଵୟସିବ ତ୍ଵରିତଃ ॥ ୧୮୯
 ଯା ସାନ୍ତ ଅଭୂତା ଯୋକ୍ତୁଃ ଗଞ୍ଜନ୍ତୁ ନିଜମନ୍ଦିରମ୍ ।
 ଯା ତ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶ୍ଵକାନଂ ପ୍ରାଣୀରଂ ଯୋକ୍ତେ ବାଜିନଂ :
 ବରମ୍ ॥ ୧୮୮
 ବିହ୍ୟାନ୍ମାଳୀତ ବିଧ୍ୟାତୋ ରାବଣନ୍ତୁ ଅହଂ ସଖା ।
 ସଂସର୍ଥାଃ ପ୍ରେତଭୂତନ୍ତୁ ନିକୃତିଃ କର୍ତ୍ତୁମେସିବାନ ।
 କାସୌ ରାମୋ ମମାହତ୍ୟା ସର୍ଥାଂ ରାବଣଂ ଗତଃ ।
 ତନ୍ତୁ ଭ୍ରାତାପି କୁତ୍ରାନ୍ତେ ସର୍ବଶୁରଶିରୋମଣିଃ ॥ ୧୯
 ତଂ ହତ୍ଵା ନିକୃତିଂ ତନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତୋ ରାମନ୍ତୁ ଚାନ୍ତୁଜ୍ଞମ୍
 ପିବନଂ କଠିରୟୁକ୍ତ ତଂ କର୍ତ୍ତନାନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦୈଃ ॥ ୧୯୧

ତାହାର ସଂହାର-ସାଧନ କରିତେ ପାରିବେନ ।
 ସେହି ମହାବୀରଗଣ, ଏହିରୂପ କହିୟା ସମରାଜ୍ଞନେ
 ଶ୍ଵ ଶ୍ଵ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧସଞ୍ଜା
 କରତ ସାନନ୍ଦେ ସେହି ରାକ୍ଷସେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଯାତ୍ରା
 କରିଲେନ । ୧୭୮—୧୮୯ । ସର୍ପରାଜ କହିଲେନ,
 —ଅନନ୍ତର ଠାହାରା ସ୍ଵର୍ଗ ନାନାରତ୍ନ-ସଂଶୋଭିତ
 ନାନାପ୍ରକାର ଅନ୍ତ୍ର-ଶକ୍ତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ
 ଅଧ୍ୟୁକ୍ତ ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ରଥେ ଆରୋହଣ
 କରିୟା ସେହି ରାକ୍ଷସାଧମେର ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ
 ହୈଲେନ, ତତ୍ତନ ସେହି କାମଗ ବିମାନାଧିକୃତ
 ରାକ୍ଷସ, ଠାହାଦିଗକେ ଦଧିୟା ମେଷଗଞ୍ଜୀର
 ବଚନେ ବାରଂବାର ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞ କରତ କହିଲ,—ଓହେ
 ଅଭୂତଗଣ ! ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ଆସିଓ ନା, ନିଜ ନିଜ
 ଭବନେ ଗମନ କର, ବୃଥା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଓ
 ନା, ଆମି ଏହି ଅଧ୍ୟବରକେ ଛାଡ଼ିବ ନା । ଆମି
 ବିହ୍ୟାନ୍ମାଳୀ ନାମେ ବିଧ୍ୟାତ, ରାବଣେର ପ୍ରିୟବନ୍ଧୁ ।
 ପ୍ରେତଭୂତ ମଦୌୟ ସଖୀ ନିକୃତି କରିବାର
 ଜନ୍ତୁହି ଆସିୟାହି । ମଦୌୟ ସଖା ରାବଣକେ
 ସଂହାର କରିୟା ସେହି ରାମ ଏତ୍ତନ କୋଧାର
 ଗିୟାଛେ ? ଏବଂ ସର୍ବଶୁର-ଶିରୋମଣି ତଦୌୟ
 ଭ୍ରାତା ବଳ୍ଲଣହି ବା କୋଧାର ? ଅତ୍ତନ ଶ୍ଵାମି

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য বোধানাং প্রবরো মহান
পুঙ্কলো নিজগাটেনং বীৰ্য্যশৌৰ্য্যসমৰিভম্ ॥

পুঙ্কল উবাচ ।

বকথনং ন কুর্কন্তি সংগ্রামে সুভটা নয়াঃ ।
পরাক্রমং দর্শয়ন্তি নিজশস্ত্রানুবর্ধনৈঃ ॥ ১৫৩
রাবণো নিহতো যেন সমুদ্বলবাহনঃ ।

তস্ত বাজিন্মাহত্য কুত্র গস্তাসি দুর্মতে ॥ ১৫৪
পতিব্যাসি ত্বং শক্রেন-বাণৈঃ কোদণ্ডনির্গতৈঃ ।
ত্বামৎকন্তি শিবা ভূমো পতিতঃ প্রাণবর্জিতম্
মা গর্জন্তি সুভটা যুদ্ধে শক্রেন জিহ্বা মহোদয়ান ॥

শেষ উবাচ ।

এবং ক্রবন্তং তং বীরং পুঙ্কলং রণদুর্মদম্ ।
জঘান শক্ত্যা সুভৃশং হৃদি রাক্ষসসত্তমঃ ॥ ১৫৭

আঘাত্যঃ তাং মহাশক্তিমায়াসীং কাক্ষনাশ্রিতাম্
চিচ্ছেদ ত্রিভিরভ্যুগ্ৰৈঃ শিটৈর্কাটৈঃ স পুঙ্কলঃ
সা ত্রিধা হৃণতদভূমো বিশিখৈর্নিশ্চ্রভীকৃত্য ।

পতন্তী বিররাজাসৌ বিষ্ণোঃ শক্তিভ্রয়ীব কিম্
তাং ছিন্নাঃ শক্তিকান্দৃষ্ট্বা রাক্ষসঃ পরভাপনঃ
শূলং জগ্রাহ তরসা ত্রিশিখং লোহনির্মিতম্ ॥

তীক্ষ্ণাগ্রং জলনপ্রখ্যং রাক্ষসেন্দ্রো ব্যামোচয়ৎ
আয়াস্তং তিলশব্দকে বাণৈঃ পুঙ্কলসংজিতঃ ॥
ছিবা ত্রিশূলং তরসা রাঘবস্ত হি সেবকঃ ।

পুঙ্কলশ্যাপ আধত বাণাংস্তীক্ষ্ণান্নোজবান ॥
তে বাণা হৃদি তস্মাৎ লগ্না রাগঃ বতাস্তজ্জন ॥
বৈকবস্ত যথা স্তান্তে গুণা বিষ্ণোর্নোহরয়াঃ ॥
তদ্বাণবেধহুঃখান্তো বিদ্বান্মালী সূমর্দনঃ ।

জগ্রাজ মুগায়ং ঘোরং পুঙ্কলং হস্তমুদ্যতঃ ॥ ১৬৪

সেই রাম ও রামানুজকে সংহারপূর্বক
তাঁহাদিগের কঠনাল হইতে উদ্ধৃত সুবদ্বদ
কৃধর পান করিয়া বন্ধুধণ হইতে নিষ্কণ্ঠি
প্রাপ্ত হইবে। শৌৰ্য্যবীৰ্য্য-সমৰিত যোদ্ধা-
প্রবর মহামনা পুঙ্কল, ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ওহে রাক্ষসবর!
মহাবীরগণ রণস্থলে রূধা বিকথনা করেন
না, তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ দ্বারা পরাক্রমই
প্রকাশ করিয়া থাকেন। .র দুর্মতে! যিনি
বন্ধু-বান্ধব ও বলবাহনের সহিত
রাবণকে নিহত করিয়াছেন, তুই তাঁহার
অখ হরণ করিয়া কোথায় যাইবি? তুই
এখনই শক্রব্রের কোদণ্ডনির্গত শরাঘাতে
বিমান হইতে পতিত হইবি এবং তুই
যখন গভাসু হইয়া ভূতলে পতিত থাকিবি,
তখন শিবাগণ তোকে ভক্ষণ করিবে। রে
দুষ্ট! স্ত্রীরামসেবক আমি স্মৃশ্ব শরীরে অব-
স্থিত থাকিতে রূধা গর্জন করিস্ না, মহা-
বীরগণ যুদ্ধে মহোদয় শক্রগণকে পরাজয়
করিয়াই গর্জন করিয়া থাকেন। সর্পরাজ
কহিলেন, রণদুর্মদ বীরবর পুঙ্কল এইরূপ
কহিতে থাকিলে রাক্ষসবর বিদ্বান্মালী, তদীয়
বন্ধুঃস্বল উদ্দেশে মহাবেগে এক শক্তি

নিষ্কেপ করিল। এদিকে পুঙ্কলও কাক্ষন-
ভূষিতা লোহময়ী সেই মহাশক্তিকে আসিতে
দেখিয়া পথিমধ্যেই অত্যাগ্ন নিশিতশরনিকর
দ্বারা ছেদন করিয়া কেলিলেন। সেই শক্তি
পুঙ্কল-শরে নিশ্চ্রভ ও ত্রিধা বিভক্ত হইয়া
যখন ভূতলে পতিত হয়, সেই সময়ে ভগ-
বান বিষ্ণুর ত্রিবিধা শক্তির স্তাঘ অনির্কট-
নীদ্ররূপে বিরাজমান হইতে লাগিল। তৎ-
কালে সেই শক্তিকে ছিন্ন দেখিয়া শক্র-
ভাপন রাক্ষসেন্দ্র তরায় লোহনির্মিত,
তীক্ষ্ণাগ্র, জলন-প্রভ, ত্রিশিখ এক শূল লইয়া
পুঙ্কলোদ্দেশে নিষ্কেপ করিল। এদিকে
পুঙ্কলও সেই শূলকে আসিতে দেখিয়া বাণ-
সমূহ দ্বারা তিল তিল প্রমাণে ছেদন করিয়া
কেলিলেন। ১৪৬—১৬১। স্ত্রীরাম-সেবক
পুঙ্কল, এইরূপে সেই শূলচ্ছেদন-পূর্বক তৎ-
ক্ষণাৎ স্বীয় শরাসনে মনের স্তাঘ ক্রতগামী
সুতীক্ষ্ণ বাণনিচয় সন্ধান করিলেন। তখন
সেই বাণসকল অবিলম্বে রাক্ষসরাজের
বন্ধুঃস্বল-লয় হইয়া বৈকব-রূপে বিষ্ণুর
মনোহর গুণাবলী যেমন অমুরাগ উৎপাদন
করে, তক্রূপ তদীয় বন্ধুঃস্বলেও শোণিত-
রাগ উৎপাদন করিল। রিপুঘাতী বিদ্যা-

মুদগরঃ প্রহিতস্তেন বিদ্যায়ান্নাভিধেন হি ।
 হৃদি লগ্নোহস্বজঙ্ঘ্রীঘ্নঃ কশ্মলং তদকারয়ৎ ॥
 মুদগরপ্রহতো বীচঃ কম্পমানঃ সবেপথুঃ ।
 পশাত স্তন্দনোপশেষে পুঙ্কলঃ শক্রতাপনঃ ॥১৬৬
 উগ্রদংষ্ট্রোহিধ তদভ্রাতা লক্ষ্মীনিধিমযোধয়ৎ ।
 শরীরৈরিধিধা মুক্তৈরীরপ্রাণাহিতক্রয়ৈঃ ॥ ১৬৭
 পুঙ্কলস্তৎক্ষণাৎ প্রাপ্য সংজ্ঞাং রাক্ষসমব্রবীৎ
 ধস্তোহসি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহীয়াংস্তে পরাক্রমঃ ॥
 পশ্চোদানীঃ মমাপ্যট্টেচঃ প্রতিজ্ঞাং শুরমানিতাম্
 বিমানাংপাতয়াম্যদ্য ভূমৌ হ্বাং শিতসায়কৈঃ
 ইত্যুক্তা নিশিতং বাণং সমগৃহ্ণাদুরাসদম্ ।
 জলস্তময়িতৈজস্বঃ মহৌদার্যাসমবিহম্ ॥ ১৭০
 স যাবন্তঃ প্রতীকর্জুঃ বিধতে স্বপরাক্রমম্ ।
 তাবদ্বহদি ততো লয়স্তীক্ৰবক্রঃ স সায়কঃ ॥

তেন বাণেন বিভ্রান্তো ভ্রমচ্চিত্তঃ স রাক্ষসঃ ।
 পপাত কামগোপস্বাভূমৌ বিগতচেতনঃ ॥
 উগ্রদংষ্ট্রেণ বৈ দৃষ্টঃ পতমানো নিজাগ্রজঃ ।
 গৃহীত্বা তং বিমানান্তর্নিয়য় রিপুশঙ্কিতঃ ॥ ১৭০
 প্রাহ চারিঃ মহারোবাৎপুঙ্কলং বলিনাং বরম্
 মদভ্রাতরং পাতয়িষ্য কুত্র যাস্তসি হৃদ্যতে ॥
 মাং বৈ যুধি বিনির্জিত্য গন্তাসি জয়মুক্তমম্ ।
 স্থিতে ময়ি তব স্বাস্তে জয়াশা বিনিবর্ত্ত্যাম্ ॥
 এবং ক্রবন্তঃ তরসা জঘান দশভিঃ শটৈঃ ।
 হৃদয়ে শুস্ত হৃষ্টশ্চ রোষপূরিতলোচনঃ ॥ ১৭৬
 স তাড়িতো দশশটৈঃ পুঙ্কলেন মহাশ্বন ।
 চূক্রোধ হৃদি দুর্বুদ্ধিস্তঃ হস্তস্ত প্রচক্রবে ॥ ১৭৭
 দস্তান নিষ্পীড়্য সক্রোধং মুষ্টিমুদ্যম্য চোরসি ।

য়ালী পুঙ্কল-বাণে বিদ্ধ হওয়ায়, অতিশয়
 ক্রিষ্ট ও পুঙ্কলকে সংহার করিতে উদ্যত
 হইয়া ঘোরতর এক মুদগর গ্রহণ করিল।
 পরে বিদ্যায়ালী কর্তৃক সেই মুদগর
 নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পুঙ্কলহৃদয়ে পতিত হইয়া
 ঠাঁহার মোহ-উৎপাদন করিল। তৎ-
 কালে শক্রতাপন বীরবর পুঙ্কল মুদগরঘাতে
 কম্পিতকলেবর হইয়া রথনৌড়ে পতিত
 হইলেন। অনন্তর বিদ্যায়ালীর ভ্রাতা
 উগ্রদংষ্ট্র বীরগণের প্রাণসংহারক বহুবিধ
 অস্ত্র শস্ত নিক্ষেপ করত লক্ষ্মীনিধির সহিত
 যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে পুঙ্কলও
 তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া রাক্ষস
 বিদ্যায়ালীকে কহিলেন,—রাক্ষসবর! তুমি
 বশ্ত, তোমার পরাক্রমও অতিপ্রশংসনীয়।
 অধুনা আমারও বীরগণের আদরণীয়
 মঞ্জু প্রতিক্রা স্বরণ কর; আমি এখনই
 তোমাকে নিশিত শরনিকর দ্বারা বিমান
 হইতে পাত্তিত করিব। ১৬২—১৬৯। তিনি
 এই কথা বলিয়াই প্রজ্জলিত অগ্নির স্তায়
 তেজোময় অতীব গৌরবাধিত অসহনীয়
 এক নিশিত বাণ গ্রহণ করিলেন। সেই
 রাক্ষসবর, তাহার প্রতিকারার্থ যেমন স্বীয়

পরাক্রমপ্রকাশ করিবে, অমনি সেই তীক্ষ্ণাণ
 সাধক তদীয় হৃদয়ে বিদ্ধ হইল।
 তখন সেই রাক্ষস সেই বাণপ্রহারে ষণ্মান
 ভ্রাস্তচিত্ত ও পরে হতচেতন হইয়া বিমানমধ্য
 হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। ঐ সময়ে
 তদীয় ভ্রাতা উগ্রদংষ্ট্র নিজ অগ্রজকে পতিত
 হইতে দেখিয়া পাছে রিপুগণ লইয়া যায়, এই
 আশঙ্কায় তাহাকে উত্তোলনপূর্বক বিমান-
 ভ্যস্থরে লইয়া গেল। অপচ, সাতিশয়
 ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলশালী শক্র পুঙ্কলকে
 কহিল,—যে হৃদ্যতে! তুই মদীয় ভ্রাতাকে
 পাত্তিত করিয়া কোণায় যাইবি? যুদ্ধে
 আমাকে জয় করিলে তবে সম্যক জয় লাভ
 করিতে পারিবি, নতুবা আমি জীবিত
 থাকিতে হৃদয়ে যে জয়াশা হইয়াছে, তাহা
 তিরোহিত হউক। ১৭০—১৭৫। উগ্রদংষ্ট্র
 এইরূপ বলিতে থাকিলে পুঙ্কল রোষাক্রণিত-
 লোচনে অরায় দশ শরে সেই হৃষ্ট নিশা-
 চরের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সেই
 হৃদ্যতি রাক্ষস মহাত্মা পুঙ্কল কর্তৃক দশ
 শরে তাড়িত হইয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল
 এবং পুঙ্কলকে সংহার করিবার নিমিত্ত
 উপক্রম করিল। সক্রোধে দস্ত দ্বারা দস্ত
 নিষ্পেষণপূর্বক মুষ্টি উত্তোলন বারিয়া

বাংলান্দ্বজনির্বাভ-পাতঙ্গকাঃ স্বজন হৃদি ১৭৮
 মুষ্টিনাভিহতো বীরঃ পুঙ্কলঃ পরমাত্মবিং ।
 নাকম্পত বিনিপেষঃ বাহুঃস্বস্ত দুর্ভাঙ্কনঃ ১৭৯
 বৎসদস্তান মহাতীকান মুমোচ হৃদয়ে ততঃ ।
 তৈর্কীটৈর্কীর্ষিতো দৈত্যাত্মশূলস্ত সমাদদে ।
 জাজল্যমানঃ জিশিখঃ জালামালাভিভীষণম্ ।
 লগ্নঃ হৃদি মহাবীর-পুঙ্কলস্ত সুদারুণম্ ১৮১
 মুচ্ছিতস্তেন শুলেন নিহতো ধ্বিসত্তমঃ ।
 বশ্বলঃ পরমঃ প্রাপ্তঃ পপাত স্বন্দনোপরি ।
 মুচ্ছাপ্রাপ্তঃ সমাজায় হনুমান পবনাজ্জঃ ।
 কোপব্যাকুলিতঃ ষাণ্ডে বভাষে তন্তু রাক্ষসম্
 কুত্র গচ্ছসি হৃর্কুঙ্কে নয়ি যোদ্ধরি স্মৃষতে ।
 ত্বাং হস্মি চরণাঘাতৈর্কীর্ষিতো রমাগতম্ ১৭৮৫
 এবমুক্তো মহাদৈত্যান জঘান পরসৈনিকান ।
 বিমানস্বারখাগ্রেণ দারয়ন্নভসি স্থিতঃ ১৮৫

সকলের হৃদয়ে বজ্র ও নির্ধাতপাতের
 শব্দা উৎপাদন করত পুঙ্কলের হৃদয়ে ভীষণ
 আঘাত করিল। পরমাত্মবিং বীরবর পুঙ্কল
 তদীয় মুষ্টিপ্রহারে আহত হইয়াও সেই
 দুর্ভাঙ্কন সংহারবাসনা করত কিছুমাত্র বিচ-
 লিত হইলেন না। অনন্তর তিনি সেই রাক্ষ-
 সের হৃদয়ে সূত্রীক বৎসদস্ত নামক অস্ত্রনিচয়
 নিক্ষেপ করিলেন; দৈত্যবরও সেই বৎস-
 দস্ত বাণে ব্যথিত হইয়া জালামালা-পরিব্যাপ্ত
 অতিভীষণ জিশিখ এক শূল গ্রহণ করিল,
 পরে সেই জাজল্যমান সুদারুণ শূল মহাবীর
 পুঙ্কলের হৃদয়ে যেমন সংলগ্ন হইল, অমনি
 সেই মহাধম্বুর্ধ্বরও শূলাঘাতে হতজান হইয়া
 গেলেন এবং সাতিশয় মুচ্ছাপ্রাপ্ত হওয়াতেই
 রথোপরি পতিত হইলেন। তখন পবনাজ্জ
 হনুমান, পুঙ্কলকে মুচ্ছাভিত্তৃত জানিয়া মনো-
 মধ্যে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই রাক্ষসকে
 কহিলেন,—অরে হৃর্কুঙ্কে! যুদ্ধোদ্যত
 আমি থাকিতে তুই কোথায় যাইতেছিস? স-
 ম্মুখাগত অশ্বহারী তোকে চরণাঘাতেই
 আমি যমালয়ে পাঠাইব। হনুমান
 এইরূপ হইয়াই আকাশপথে অবস্থিত

লাঙ্গুলেনাহতাঃ কেচিং কেচিংপাদঙলাহতাঃ ।
 বাহুভ্যাং দারিতাঃ কেচিং পবনস্ত তনুভূবাঃ ।
 নশ্চক্তি কেচিরিহতাঃ কেচিনুচ্ছিত্তি সংহতাঃ ।
 পলায়ন্তে তদাঘাত-ভয়পীড়াহহাস্ততঃ ১৮৭
 অনেকে নিহতান্তত্র রাক্ষসাস্তিত্তিধারণাঃ ।
 ছিন্না ভিন্না ধিধা জাতাঃ পবনস্ত স্মুভেন বৈ ১
 কামগন্ত বিমানঃ তন্তিরপ্রাকারহোরণম্ ।
 হাংকুরীভিরস্মুরৈঃ সমস্তাং পরিবারিতম্ ।
 হনুমতি মহাশুরে ক্ৰণং ভূমো ক্ৰণং দিব ।
 ইতস্ততঃ প্রদৃশ্বেত কামযানঃ দুর্ভাসদম্ ১২০
 যত্র যত্র বিমানঃ তন্তত্র তত্র সমীরজঃ ।
 প্রহরয়েব দৃশ্বেত কামরূপধরঃ কপিঃ ১২১

হইয়া বিমানস্থিত, শব্দপক্ষীয় মহাদৈত্য-
 সৈন্তগণকে নখাঘাতে সংহার করিতে লাগি-
 লেন। তখন পবনন্দন হনুমান-কর্তৃক কেহ
 কেহ লাঙ্গুলাঘাতে আহত, কেহ কেহ পাদ-
 তল-প্রহারে তাড়িত, ও কেহ কেহ বা
 বাহুগুলদ্বারা বিদারিত হইতে লাগিল।
 ১৭৬-১৮৬। তৎকালে কতকগুলি রাক্ষস-সৈন্ত
 আহত হইয়া জীবন বিসর্জন করিতে লাগিল,
 কতকগুলি মুচ্ছিত হইয়া পড়িল, এবং
 কতকগুলি হনুমানের প্রহার-ভয়েই পীড়িত
 হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ
 করিল। ফলতঃ সেই যুদ্ধে পবনন্দন
 অনেকানেক ভৌমকায় রাক্ষসকেই সংহার
 করিলেন এবং অনেককে ছিন্ন-ভিন্ন ও
 অনেককে দ্বিধণ্ড করিয়া কেলিলেন।
 অনন্তর হনুমান কামগবিমানের প্রাকার-
 তোরণাদি ভয় করায় রাক্ষসগণ হাংকার
 করিতে করিতে তাহার চতুর্দিকে দাঁড়াইল।
 মহাপুর হনুমান ক্রণকাল ভূতলে ও ক্রণকাল
 আকাশমণ্ডলে অবস্থিত করিতে থাকিলে,
 সেই হৃর্কুঙ্ক কামগবিমানও কখন এদিকে
 কখন ওদিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল।
 কিন্তু যে যে স্থানেই বিমান অবস্থিত
 করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই দেখা
 গেল কপিবর পবনন্দন ইচ্ছাভূষায়ী নানা-

এবং তদাকুলীভূতে নিমানস্থে মহাজনে ।
 উগ্রদংষ্ট্রস্ত দৈত্যেস্ত্রেঃ হনুমন্তমুপেয়িবান ॥
 কপে স্বয়া মহৎকৃত্যং কৃতং যন্তটপাতনম্ ।
 ক্ষণং তিষ্ঠসি চেৎ পূর্বে তব প্রাণবিয়োগজনম্
 এবমুকা হনুমন্তঃ প্রজ্ঞহার স দুর্শ্রুতিঃ ।
 ত্রিশূলেন স্রুতীক্ষ্মেন জলংপাবককান্তিনা ॥১৯৪
 তদাগতং ত্রিশূলঞ্চ মুখে জগ্রাহ বৌধ্যবান ।
 চূর্ণয়ামাস সকলং সর্ষলোহবিনির্শিতম্ ॥ ১৯৫
 চূর্ণয়িত্বা ত্রিশূলং তদায়সং দৈত্যামোচিতম্ ।
 জঘান তং চপেটাভির্সহভির্হনুমান বলী ॥
 স আহতঃ কপীশ্চৈব চপেটাভিরভিস্ততঃ ।
 ব্যথিতো ব্যস্জন্মায়াঃ সর্ষলোকভঙ্করীম্ ॥
 তদা তমোহভবস্তীব্রঃ যত্র কো বা ন লক্ষ্যতে

রূপ ধারণ করত রাক্ষসদিগকে প্রহার
 করিতেছেন। তৎকালে বিমানস্থ রাক্ষস-
 সকল এইরূপে ব্যাকুল হইয়া উঠিলে দৈত্য-
 বর উগ্রদংষ্ট্র হনুমানের নিকট উপস্থিত
 হইল এবং কহিল,—কপিবর! তুমি যে
 রাক্ষসবীরগণকে নিপাতিত করিয়াছ, ইহা
 তোমার অতি প্লাঘনীয় কার্য করা হইয়াছে ;
 যাই হউক, যদি ক্ষণকাল আমার সম্মুখে
 অবস্থান কর, তাহা হইলেই তোমার প্রাণ-
 বিয়োগ হইবে। সেই দুর্শ্রুতি রাক্ষস এই
 বলিয়া প্রজ্বলিত হতাশনের স্তায় দেদীপ্য
 মান স্রুতীক্ষ্ম ত্রিশূল-দ্বারা হনুমানকে প্রহার
 করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর সেই ত্রিশূল
 যেমন হনুমানের নিকটে আসিল, অমনি
 মহাবৌধ্যশ লী হনুমান লৌহময় সেই শূলকে
 মুখবিনয়ের গ্রহণ করত চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।
 মহাবলপরাক্রান্ত হনুমান দৈত্যনিকিণ্ড
 সেই লৌহময় ত্রিশূল এইরূপে চূর্ণ
 করিয়া সেই রাক্ষসকে বহুবার গুরুতর
 চপেটাঘাত করিলেন। সেই রাক্ষসবর,
 সর্ষলোহে কপিবরের চপেটাঘাতে ব্যথিত
 হইয়া সর্ষলোক-ভঙ্করী মায়া সৃষ্টি করিল।
 তখন চতুর্দিকেই গভীর অন্ধকার প্রাচুর্যুত
 হইল, পরস্পর কেহই লক্ষিত হইল না, কি

যত্র স্বীয়ো ন পারক্যো বিদামাস জনান বহুন।
 শিলাঃ পর্ষতশৃঙ্গাভাঃ পতন্তি স্রুভটোপরি ।
 ভাভির্হতাশ্চ তে সর্ষে ব্যাকুলা অথ জজিরে ।
 বিদ্রাতো বিলসন্ত্যত্র গঙ্গন্তি জলদা ধনম্ ।
 বর্ষন্তি পুয়কধিরং মুঞ্চন্তি সমলং জলম্ ॥২০০
 আকাশাং পতমানানি কবন্ধানি বহুনি চ ।
 দৃশুস্তে ছিন্নশীর্ষাণি সক্রুণ্ডলযুগানি চ ॥২০১
 নগা বিরূপাঃ স্রুভৃশং কীর্ণকেশাঃ স্রুভৃথুধাঃ ।
 দৃশুস্তে সর্ষতো দৈত্যা দারুণা ভয়কারিণঃ ॥
 তদা ব্যাকুলিতো লোকঃ পরস্পরভয়াকুলঃ ।
 পলায়নপরো জাতো মহোৎপাতমমস্তত ॥২০৩
 তদা শক্রয় আন্রাতো রথে স্থিত্বা মহাঘশাঃ ।
 স্ত্রীরামস্মরণং কৃত্বা চাপে সন্ধ্যায় সায়কান্ ॥ ২০
 তাং মায়াং স বিধুয়াথ মোহনাস্ত্রেণ বৌধ্যবান্ ।
 শরধারাঃ কিরন্ বোয়স্মি ববর্ষ সমরে রিপূম্ ॥

স্বপক্ষীয়, কি বিপক্ষীয়, কোন ব্যক্তিই সেই
 বহুল জনগণকে বিদিত হইতে পারিল না।
 নিরস্তর বীরগণের উপর পর্ষতশৃঙ্গসম শিলা-
 খণ্ডসকল পতিত হইতে থাকিল এবং সেই
 শিলাঘাতে সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।
 তৎকালে তথায় অবিরল বিদ্রামালা ফুরিত
 হইতে থাকিল এবং জলদজাল নিরস্তর
 গভীর গঙ্গন করত পুয়কধির গু সমল জল
 বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৭—২০০।
 আকাশ হইতে বহুসংখ্যক কবন্ধ এবং
 সক্রুণ্ডল ছিন্নমস্তক সকলকে পতিত হইতে
 দেখা গেল। চতুর্দিকেই উলঙ্গ, বিক্রতাকার,
 আবুলায়িতকেশ, ত্রুরকর্ষা, ভয়ঙ্কর দানবৃন্দ
 দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সমুদয়
 লোকই পরস্পর ভয়াকুল ও ব্যাকুলহৃদয়
 হইয়া “মহোৎপাত” মনে করত পলায়ন
 করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে মহাঘশা
 শক্রয়, স্ত্রীরামকে স্মরণপূর্বক শরাসনে
 শর সন্ধান করিয়া রথারোহণে তথায় উপ-
 স্থিত হইলেন। অনন্তর সেই মহাবৌধ্যশালী
 শক্রয় মোহনাস্ত্রে রাক্ষসসৃষ্ট মায়া তিরোহিত
 করিয়া গগনাজনে নিরস্তর শরধারা বর্ষণ

তদা দিশঃ প্রসেসুস্তা রবিষ্মপরিবেষবান ।
 মেঘা যথাগতং যাতা বিভ্রাতঃ শান্তিমাগতাঃ ।
 তদা বিমানং পুরতো দৃশ্বতে রাক্ষসৈর্গতম্ ।
 ছিদ্ধিভিক্ষীতিভাষাভির্ষ্যাকুলং স্তুতরাং মহৎ ॥
 বাণাশ্চ শতসাহস্রাঃ স্বর্ণপুষ্কৈঃ সুশোভিতাঃ ।
 পেতুর্বিমানে নভসি স্থিতে কামগমে মুহঃ ॥
 তদা ভগ্নং বিমানং হি দৃশ্বতে পতচ্চকটকৈঃ ।
 স্বর্ণপুৰীষগুমেকত্র ভয়াঙ্কমিব ভূতলে ॥ ২০২
 তদা প্রকুপিতো দৈত্যো বাণান ধ্বষি সন্দধে
 তৈর্কর্ণৈর্কিরিকিরন রাম-ভ্রাতারমভিগর্জিতঃ ॥
 তে বাণাঃ শতশস্ত্রস্ত্রাণা বপুষি ছুরিশঃ ।
 শোভামাপুঃ শোণিতোষান বহস্ত্তৌল্লবক্রিণঃ ॥
 শক্রয়ঃ পরয়া শক্ত্যা সংযুক্তো বায়ুদেবতম্ ।
 অস্ত্রং ধ্বষি চাধস্ত রাক্ষসানাং প্রকম্পনম্ ॥ ২১২

তেনাত্মেণ বিমানাং খাৎ পতন্তো মুক্তমূর্ত্ত্বজাঃ
 দৃশ্বন্তে ভূতবেতাল-সজ্জা ইব নভশ্চরাঃ ॥ ২১৩
 তদস্ম' রঘুনাথস্ত ভ্রাতৃমুক্তঃ বিলোক্য সঃ ।
 অস্তুঃ বৈ পাশুপত্যাং স্ব্যাপেহধাদমুজ্জাস্বজঃ ॥
 ততঃ প্রবৃত্তা বেতাল ভূতপ্রেতনিশাচরাঃ ।
 কপালকর্ষরীযুক্তাঃ পিবন্তঃ শোণিতং বহু ॥ ২১৫
 তে বৈ শক্রয়বীর্যাণাং ক্রধিরাণি পপুমুদা ।
 জীবতঃমপি তুর্ক্ষারাঃ কর্ষরীপাণিশোভিতাঃ ॥
 তদস্তুং ব্যাপুৰ্বদৃষ্টৌ সর্ষবৌয়প্রভঞ্জনম্ ।
 মুমোচ তন্নিবারণ্য নারায়ণমথাস্ত্রকম্ ॥ ২১৭
 নারায়ণাস্ত্রং তান সর্ক্ষান বারয়ামাস তৎক্ষণাৎ
 তে সর্ক্ষে বিলয়ঃ প্রাপুনিশাচরপ্রণোদিতাঃ ॥
 তদা ক্রুদ্ধো নিশাচারী বিভ্রামালী সমাদদে ।
 ত্রিশূলং নিশিতং ঘোরং শক্রয়ং হস্তমুদনম্

করত সমরক্ষেত্রে শক্রকে সমাচ্ছন্ন করিয়া
 ফেলিলেন। তখন দিক্‌সকল প্রসন্ন ও পূর্ণা-
 মণ্ডল পরিবেশমুখ হইল এবং মেঘসকল
 যথাস্থানে প্রস্থান করিল, বিদ্রাবাবলীও
 শান্তি পাইল। রাক্ষসপূর্ণ বিমান, সম্মুখে
 দৃষ্ট হইল। তৎকালে ঐ মহাবিমান, রাক্ষস-
 নিচয়ের কেবল "ছিদ্ধি ভিক্ষি" ইত্যাকার
 শব্দে পর্য্যাকুল হইতেছিল। অনন্তর নভো-
 মণ্ডলস্থিত সেই কামগবিমানে নিরন্তর স্বর্ণ-
 পুষ্কসুশোভিত শত-সহস্র বাণ পতিত হইতে
 থাকিল। দেখা গেল, সেই মুহূর্ত্তেই
 বিমান শরজালে ভগ্ন হইয়া একত্র চূর্ণিত
 অমরনগরীর স্তায় উচ্চ হইতে ভূতলে
 পতিত হইল। তৎকালে দৈত্যবর বিদ্রা-
 য়ালী সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় ধ্বজে
 শরসমূহ সন্ধান করিল এবং গর্জন করত
 রামাত্মকে সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া
 ফেলিল। সেই শত-শত তীক্ষ্ণপ্রবাণ
 শক্রয়ের শরীরে সংলগ্ন হইয়া বহুল শোণিত-
 ধারা প্রবাহিত করত সমধিক শোভা পাইয়া-
 ছিল। তখন পরম-শক্তিশালী শক্রয়, রাক্ষস-
 দিগকে প্রকম্পিত করত স্বীয় শরাসনে বায়-
 ব্যাস্ত্র সন্ধান করিলেন। সেই অঙ্গপ্রভানে

রাক্ষসনিচয় যখন আকাশস্থিত বিমান
 হইতে আলুলায়িতকেশে ভূতলে পতিত
 হইতে লাগিল, তখন দৃষ্ট হইল যেন আকাশ-
 চারী ভূতবেতালগণ পতিত হইতেছে।
 এদিকে সেই দমুজ্জাস্বজ বিদ্রামালী, রামা-
 নুজনিষ্পত্ত বায়ব্যাস্ত্র দর্শন করিয়া স্বীয় চাপে
 পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিল। ২০১—২১৪।
 তৎপরেই অসংখ্য বেতাল ভূত প্রেত ও
 পিশাচ, নৃকপাল ও কর্ষরিকা-হস্তে প্রভূত
 শোণিত পান করিতে করিতে তথায় প্রাকৃত্ত
 হইল। সেই সকল তুর্ক্ষার ভূত-প্রেতাদি
 হস্তে কর্ষরিকা ব্যবহার করত সানন্দে
 শক্রয়ের জীবিত বীরবৃন্দেরও ক্রধিরায়া
 পান করিতে লাগিল। তখন শক্রয় সেই
 পাশুপত অস্ত্রকে রণস্থলে ব্যাপ্ত হইতে এবং
 সমুদয় বীরগণকে প্রসিদ্ধিত করিতে দেখিয়া
 তাহার নিবারণার্থ নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ করি-
 লেন। তৎক্ষণাৎ সেই নারায়ণাস্ত্র, সমুদয়
 ভূতবেতালাদিকে নিবারণ করিল। এমন
 কি রাক্ষসপ্রবর্ত্তিত সেই সমুদয় প্রাণীই
 এককালে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। তখন
 নিশাচর • বিভ্রামালী সাত্তিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
 শক্রয়ের সংসারণ্য এক নিশিত ভীষণ ত্রিশূল

শূলহস্তঃ সমায়াস্তঃ বিদ্যাম্মালিনমাহবে ।
 সায়কৈঃ প্রাহরন্তস্ত ভূজে বর্ধশশিপ্রভৈঃ ॥২২০
 তৈর্কর্বাণৈশ্চিন্নমহস্তঃ স শিরসা হস্তমুদ্যতঃ ।
 হতোহসি যাহি শক্রয় কস্তাং ত্রাতা ভবিষ্যতি
 ইতি ক্রবাণঃ তরসা চিচ্ছেদ শিতসায়কৈঃ ।
 মস্তকং তস্ত বলিনঃ শুরস্ত সহকুণ্ডলম্ ॥ ২২২
 তং ছিন্নশিরসং দৃষ্ট্বা উগ্রদংষ্ট্রঃ প্রভাপবান্ ।
 মুষ্টিনা হস্তমারোভে শক্রয়ং শ্বসেবিতম্ ॥২২৩
 শক্রয়স্ত কুরপ্রোণ সায়কেনাচ্ছিনচ্ছিরঃ ।
 প্রবাধতো রণে বীরান্ সর্কশস্ত্রাকোবিদান্ ॥
 হতশেষা যয়ুঃ সর্কৈ রাক্ষসা নাথবর্জিতাঃ ।
 শক্রয়ঃ প্রণিপত্যথ দহুর্কীজিনমাহতম্ ॥ ২২৫
 ততো বীণানিনাদাশ্চ শঙ্খানাধাঃ সমস্ততঃ ।
 জয়ন্তে শুরবীরগাণাং জয়নাদা মনোহরাঃ ॥ ২৩৬
 ইতি স্রীপদ্মে পাতালখণ্ডে এবেদবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

প্রাপ্য তং বাজিনং রাজা শক্রয়ো রাক্ষসৈ-
 হস্তম্ ॥
 অতঃস্ত হর্ষমাপেদে পুঙ্কলেন সমবিতঃ ॥ ১
 কধিরৈঃ সিক্তগাজাস্তে যোধা লক্ষ্মীনিধিস্থথা ।
 রণোৎসাহেন সংযুক্তাঃ প্রাশংসাসুর্ধ্বহানুপম্ ॥২
 হতে তস্মিন্ মহাদৈত্যো বিদ্যাম্মালিনি দুর্জয়ে
 সুরাঃ সর্কৈ ভয়ং ত্যক্তা সুখমাপূর্নমহৎ ॥ ৩
 নদ্যস্ত বিমলা জাতা রবিষ্ঠ বিমলোহস্তবৎ ।
 বাতা ববুঃ স্নগন্ধোদসিক্তা বিমলশুষ্ণিণাঃ ॥ ৪
 স্নগন্ধাস্তে মহাবীরা ব্রথস্বা বিমলাঙ্গকাঃ ।
 রাজানমুচুস্তে সর্কৈ জয়লক্ষ্ম্যা সমবিতাঃ ॥ ৫
 বীরা উচুঃ ।
 দিষ্ট্যা হতস্তয়া দৈত্যো বিদ্যাম্মালৌ মহাবলঃ ।

গ্রহণ করিল। অনন্তর শক্রয়, সময়ক্রমে শূলহস্তে নিশাচরকে আসিতে দেখিয়া অর্ধ-
 চন্দ্রসদৃশ সায়কসমূহ দ্বারা তদীয় ভূজস্থয়ে
 প্রহার করিলেন। তৎকালে সেই বাণ-
 নিচয়ে বিদ্যাম্মালীর হস্তস্থয় ছিন্ন হইলেও
 সে মস্তকদ্বারা শক্রয়কে নিহত করিতে
 উদ্যত হইয়া কছিল,—শক্রয়! নিহত হইলি,
 পলায়ন কর, কে ভোর রক্ষা কর্তা হইবে?
 তাহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়া শক্রয়, অরায়
 নিশিত সায়কসমূহ দ্বারা সেই মহাবলশালী
 মহাবীর বিদ্যাম্মালীর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক
 ছেদন করিয়া কেলিলেন। তখন প্রভাপবান
 উগ্রদংষ্ট্র, বিদ্যাম্মালীকে ছিন্নমস্তক দেখিয়া
 বীরগণ-সেবিত শক্রয়কে মুষ্টি প্রহার করিতে
 আরম্ভ করিল। অনন্তর শক্রয়, কুরপ্রোজ
 দ্বারা সমরক্ষেত্রে সর্কপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে
 সুনিনুপ বীরগণের প্রতি অত্যাচারী সেই
 রাক্ষসাধর্মের মস্তক ছেদন করিলেন। তৎ-
 পরে হতাবশিষ্ট সমুদয় রাক্ষসগণ, অনাথ
 হইয়া শক্রয়কে প্রণিপাতপূর্বক অপকৃত
 অথ প্রদান করিল এবং তথা হইতে চলিয়া
 গেল। তদনন্তর চতুর্দিকেই মনোহর বীণা-

রব শঙ্খাদ এবং শুরবীরগণের জয়ধ্বনি
 জ্ঞত হইতে থাকিল। ২১৫—:২৬।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৯

বিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—মূনিবর! রাজা
 শক্রয়, রাক্ষসহত অথ প্রাপ্ত হইয়া
 পুঙ্কলের সহিত সাতিশর আনন্দ উপভোগ
 করিতে লাগিলেন। সত্তত রণোৎসাহসম্পন্ন
 কধিরাঙ্ককলেবর যোদ্ধবন্দ ও লক্ষ্মীনিধি
 মহারাজ শক্রয়কে প্রাশংসা করিতে থাকি-
 লেন। মুনে! সেই দুর্জয় মহাদৈত্য বিদ্যা-
 ম্মালী নিহত হইলে সমুদয় সুরগণও শক্রা
 পরিভ্যাগপূর্বক পরম সুখ অমুভব করিতে
 লাগিলেন। সূর্য্যমণ্ডল ও নদীসকল বিমল
 হইল এবং জলকণাসিক্ত স্নগন্ধ বায়ু বিমল-
 ভাবে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে থাকিল।
 পরে ব্রথাধিরূক্ত সূসজ্জিত সমুদয় মহাবীরগণ
 বিমলাঙ্গ ও জয়লক্ষ্মী-শোভিত হইয়া
 নুপবর শক্রয়কে কহিলেন,—কধিরাঙ্ক!

যন্তয়ান্ভ্রামাপন্নঃ সুরাঃ স্বর্গান্নিব্রাহ্মণাঃ ॥ ৭
 দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মহাবাজী রঘুনাথশ্চ শোভনঃ
 দিষ্ট্যা গন্তাসি সর্কজ জয়ন্ত ক্তিতমণ্ডলে ॥ ৭
 স্বামী মুকুত্বিমং বাহুং মনোবেগং মনোরমম্ ।
 সময়ন্ত বিলম্বো মা ভবত্বত্র মহামতে ॥ ৮
 শেষ উবাচ ।

ইতি শ্ৰীমদ্ভাগবতম্ বীরগণং সমযোচিতম্
 সাধু সাধু প্রশংসিতম্ভ্যমোচ হরমুত্তমম্ ॥ ৯
 স মুক্তশ্চোত্তরামাশাং বভ্রাম রথিরক্ষিতঃ ।
 রথপত্তিহরশ্চেষ্টৈঃ সর্কশস্ত্রাকোবিদৈঃ ॥ ১০
 তত্র যদ্বুত্তমেতস্ত শব্দে স্তম মনোহরম্
 বাৎস্তায়ন শৃণুতৈতৎ পাপরাশিপ্রদাহকম্ ॥ ১১
 রেবাতীরমথ প্রাপ্তো মুনিবৃন্দনিবেষিতম্ ।

নীলরত্নসমুদ্রং রসঃ কিস্ত পয়োমিধাৎ ॥ ১২

যাহার ভয়ে ভীত হইয়া সুরগণও স্বর্গভ্রষ্ট
 হইয়াছিলেন আমাদিগের অদৃষ্টবশে আপনি
 আজ সেই মহাবলশালী দৈত্যবন্ধু বিহ্বা-
 ন্মালীকে নিহত করিলেন । শুভাদৃষ্টবশেই
 রঘুনাথের সুশোভন যজ্ঞয় মহাশকে প্রাপ্ত
 হইলেন এবং আমাদিগের শুভাদৃষ্টবশেই
 সমুদ্র ক্তিতমণ্ডলেই জয়লাভ করিবেন,
 সন্দেহ নাই । এক্ষণে আমাদিগের ইচ্ছা,
 আপনি এই মনের স্তায় বেগগামী মনোরম
 অশ্বকে ছাড়িয়া দিন, মহামতে ! এ বিষয়ে
 আর কালবিলম্ব উচিত নহে । শক্রস্র,
 বীরগণের তৎকালোপযুক্ত এতদ্বাক্য শ্রবণে
 তাঁহাদিগকে “সাধু সাধু” বলিয়া প্রশংসা
 করত হরবরকে ছাড়িয়া দিলেন । অনন্তর
 সেই অশ্ব সর্কপ্রকার অন্তরশ্বৈর স্ননিপুণ
 রথী পদাতি ও অঝারোহী সৈন্তে পরি-
 রক্ষিত হইয়া উত্তরভূভাগে বিচরণ করিতে
 লাগিল । ১—১০ । বাৎস্তায়ন ! ঐ উত্তর-
 প্রদেশে শক্রস্রের যে অঙ্গুত ঘটনা ঘটয়া-
 ছিল শ্রবণ করুন, উহার শ্রবণে সমুদ্র পাপ-
 রাশি দহ হইয়া যায় । অতঃপর শক্রস্র,
 মুনিবৃন্দ-নিবেষিত রেবাতীরে উপস্থিত হন,
 ঐ রেবাজল দেখিলে বোধ হয় যেন জল-

তাংস্তান্ মুনিবরান্ সর্কান প্রণমন শুরসেবিতঃ
 জগাম হররত্নশ্চ পৃষ্ঠতঃ কামগামিনঃ ॥ ১০
 গচ্ছন্তত্রাশ্রমং জীর্ণং পলাশপর্ণনির্মিতম্ ।
 রেবায়াজলকল্লোলৈঃ সিক্তং পাপহরাশ্রয়ম্ ॥ ১১
 তং দৃষ্ট্বা স্মৃতিং প্রাহ সর্কজঃ নয়কোবিদম্ ।
 শক্রস্রঃ সর্কধর্মার্থকর্মকর্তব্যকোবিদঃ ॥ ১২
 রাজোবাচ ।

মদ্ভিন্ন কথয় কস্তায়মাশ্রমং পুণ্যদর্শনং ।
 বিচারচতুরশ্চেষ্ট বদৈতমম পূজুতঃ ॥ ১৩
 শেষ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য স্মৃতিং প্রাহ তং নৃপম্
 বিশদস্মেরয়া বাচা দর্শয়ন্নাশ্রমসৌন্দর্যম্ ॥ ১৭
 স্মৃতিরুবাচ ।

এনং দৃষ্ট্বা মহারাজ ধৃতপাপা বয়ং মহৎ ।
 ভবিষ্যামো মনিশ্চেষ্টৈঃ সর্কশাস্ত্রপরাধারণম্ ॥ ১৮
 তস্মান্নরা ত্রমাপূচ্ছ সর্কঃ তে কথয়িষ্যতি ।
 রঘুনাথপদান্তোক্ত-মরন্দাশ্রাদলোলুপঃ ॥ ১৯

ছলে নীলকান্তদ্রব শোভা পাইতেছে ।
 তথায় শুরগণ-পারবেষ্টিত শক্রস্র, তত্রত্য
 মুনিবরগণকে প্রণাম করত খেচ্ছারসারে
 বিচরণকারী সেই অশ্ববরের পশ্চাৎপশ্চাৎ
 গমন করিতে লাগিলেন । তিনি এইরূপে
 যাইতে যাইতে তথায় রেবানদীর জল-
 কল্লোলে সিক্ত পলাশপর্ণনির্মিত এক জীর্ণ
 আশ্রম দেখিতে পাইলেন । সর্কপ্রকার ধর্মার্থ
 ও কর্তব্য কার্যে বিচক্ষণ শক্রস্র, সেই
 আশ্রম দর্শনে নীতিবিশায়দ সর্কজ স্মৃতিকে
 কহিলেন,—মদ্ভিন্ন ! এই পুণ্যদর্শন আশ্রম
 কাহার বল, যে পরমবিচার-চতুর ! আমি
 জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা
 করিতেছি, আমার নিকট এই বিষয় যথার্থ-
 রূপে ব্যক্ত কর । ১১—১৬ স্মৃতি, শক্রস্রের
 এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মমধুর ঈষৎ হাস্ত-
 সহকারে স্ত্রীয় সৌন্দর্য প্রকাশ করত তাঁহাকে
 কহিলেন,—মহারাজ ! সর্কশাস্ত্রপরাষণ এই
 মুনিবরকে দর্শন করিয়া আমরা আজ সম্পূর্ণ-
 রূপে নিম্পাপ হইবা । অতএব আপনি

নাশ্রা আরণ্যকং খ্যাতং রঘুনাথাত্মসেবকম্ ।

অতুগ্রতপসা পূর্ণং সৰ্বশাস্ত্রার্থকোবিদম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রদ্ধা তদ্বাক্যং ধৰ্ম্মার্থপরিবৃৎহিতম্ ।

জগাম তমথো দ্রষ্টুং স্বল্পসেবকসংযুতং ॥ ২১ ॥

হনুমান পুঙ্কলো বীরঃ স্মৃতিস্মিত্তিসন্তমঃ ।

লক্ষ্মীনিধিঃ প্রতাপাশ্রয়ঃ সুবাহুঃ স্মদস্তথা ॥ ২২ ॥

এতৈঃ পরিবৃতো রাজা শক্রেশ্বঃ প্রাপদাশ্রমম্ ।

নমস্কৰ্ত্তুং দ্বিজবরমারণ্যকমুদারধীঃ ॥ ২৩ ॥

গহ্বা তং তাপসশ্রেষ্ঠং নমস্কারমথাকরোৎ ।

সঠৈরৈঃ সহিতো বীরৈর্কিনয়ানতকঙ্করৈঃ ॥ ২৪ ॥

তান দৃষ্ট্বা সন্নতান সৰ্বান শক্রেশ্বপ্রযুখান্ নৃপান্

অৰ্ঘ্যপাদ্যাদিকং চক্রে কলমুলাদিভিস্তদা ॥ ১৫ ॥

উবাচ তান নৃপান সৰ্বান ভবন্তঃ কুত্র সঙ্গতাঃ

কথমত্র সমায়াতান্তুং সৰ্বং বদতানঘাঃ ॥ ২৬ ॥

অতুগ্র-তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন, সৰ্বশাস্ত্রার্থ-

কোবিদ, রঘুনাথের চরণসেবক আরণ্যক

নামে বিখ্যাত এই মূৰিবরকে অভীষ্ট বিষয়

জিজ্ঞাসা করুন, আপনাকে সকল বিষয়ই

কহিবেন। ইনি সৰ্বদাই শ্রীরাম-চরণারবি-

ন্দের মকরন্দপানে লোবুপ। শত্রু, স্মৃতির

এতাদৃশ ধৰ্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণে স্বল্পসংখ্যক

পরিজনের সহিত তাঁহাকে দর্শন করিবার

নিমিত্ত গমনে প্ররুত হইলেন। উদারমতি

রাজা শক্রেশ্ব, তৎকালে হনুমান, বীরবর

পুঙ্কল মন্ত্রিপ্রবর স্মৃতি এবং মহাপ্রতাপশালা

লক্ষ্মীনিধি, সুবাহু ও স্মদ এই কয়েকটি

মাত্র পরিজনে পরিবৃত হইয়াই দ্বিজবর

আরণ্যককে নমস্কারার্থ তদীয় আশ্রমে উপ-

স্থিত হইলেন। তিনি তথায় গমনপূৰ্ব্বক

পূৰ্বোক্ত বীরগণের সহিত বিনয়বনস্ত

মন্তকে সেই তাপসবরকে নমস্কার কর-

লেন। তখন সেই মূনিবর, শক্রেশ্বপ্রমুখ

সেই সমুদয় বীরগণকে প্রণাম করিতে দেখিয়া,

কলমুলাদির সহিত পাদ্য অৰ্ঘ্য প্রদান

করিলেন,—অনন্তর সেই নৃগণকে কহি-

লেন। হে অনঘগণ! আপনারা কোথায়

যাইতেছেন? এবং কি উদ্দেশ্যেই বা এই

তচ্ছূদ্রা বাক্যমেতচ্চ মূনিবর্ষাস্ত বাড্ভব।

স্মৃতিঃ কথয়ামাস বাক্যবাদবিচক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥

স্মৃতিরূবাচ ।

রঘুবংশনৃপস্বায়মথো বৈ পাল্যতেহথিলৈঃ ।

যাগং করিষ্যতে বীরঃ সৰ্বসন্তারসম্ভৃতম্ ॥ ২৮ ॥

তচ্ছূদ্রা বচনং তেষাং জগাদ মূনিসন্তমঃ ।

দস্তকাস্ত্যাখিলং ঘোরং তমো নির্কারয়ত্রিব ।

আরণ্যক উবাচ ।

কিং যাগৈর্কিবিধৈ রম্যৈঃ সৰ্বসন্তারসম্ভৃতৈঃ ।

স্বল্পপুণ্যপ্রদৈর্নূনং ক্ষয়িষুপদদাতকৈঃ ॥ ৩০ ॥

মূঢ়ো লোকো ধ্বংসং ত্যক্তা কত্রোত্যন্তম-

র্চনম্ ।

রঘুবীরঃ রমানাথঃ স্থিরৈর্ষধ্যপদপ্রদম্ ॥ ৩১ ॥

যো নরৈঃ স্মৃতমাত্রোহসৌ হরতে পাপপৰ্কতম্

তং মুক্তা ক্রিষ্টতো মূঢ়ো যোগযাগব্রতাদিভিঃ

স্থানে সমাগত হইয়াছেন? সেই সকল

বিষয় ব্যক্ত করুন। হে বাড্ভব! সেই

মূনিবরের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবাদ-

বিচক্ষণ স্মৃতি কহিলেন,—মহাশয়! আমরা

সকলে রঘুবংশীয় নৃপবরের বস্ত্রিয় অশ্র রক্ষা

করিতে উপস্থিত হইয়াছি, সেই বীরবর,

সৰ্বৌপকরণসম্পন্ন অশ্রমেধযজ্ঞ করবেন।

মূনিবর, স্মৃতির এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া

দস্তপ্রভায় যেন অখিল ঘোর অন্ধকার

দূর করত কহিলেন,—বিবিধ প্রকারে

যাগযজ্ঞের প্রয়োজন কি? ঐ সকল কার্য

সৰ্বপ্রকার উপকরণসম্পন্ন ও সুলভরূপে

অল্পপ্রিত হইলেও উহাতে যৎসামান্ত

পুণ্য হয় এবং উহাঘারা যে অর্গাদি পদ

প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারও ক্ষয় আছে।

তজ্জন্তই বলিতেছি, মূঢ়ব্যক্তিই স্থিরৈর্ষধ্য-

পদপ্রদ রমানাথ রঘুবীর হরিকে পরিত্যাগ

করিয়া অস্ত্র দেবতার অর্চনা করে।

১৭—৩১। মানবগণ স্মরণ করিবামাত্র যিনি

তাঁহাদিগের পৰ্কতপ্রায় পাপরাশিকেও হরণ

করিয়া থাকেন, মূঢ় মানব তাদৃশ শ্রীরামকে

পরিত্যাগপূৰ্ব্বক অকারণ যোগ-যাগ-ব্রতাদি

অহো পশুত মুচুৎ লোকানামতিবঞ্চিতম্ ।
 সুলভঃ রামভজ্ঞঃ মুকো দুর্লভমাচরেৎ ॥ ৩৩
 সকামৈর্যোগিভির্কাপি চিন্তাতে কামবর্জিতৈঃ
 অপবর্গপ্রদঃ নৃপাঃ স্মৃতমাত্মাখিলাঘরম্ ॥ ৩৪
 পুরাঃ ত্বব্বিৎসায়াঃ জ্ঞানিনঃ সুবিচারয়ন ।
 অগমঃ বহুতীর্থানি ন কোহপি মম ত্বদঃ ॥ ৩৫
 তদৈকদা হি মন্তাগ্যাৎ প্রাপ্তঃ বৈ লোমশঃ
 মুনিম্ ।

স্বর্গলোকাৎ সমায়াস্তঃ তীর্থযাত্রাচিকীর্ষয়া ॥ ৩৬
 তমহং প্রণিপত্যাথ পর্যাপৃচ্ছঃ মহামুনিম্ ।
 মহামুঃ মহাযোগি-সংসেবিতপদম্বয়ম্ ॥ ৩৭
 স্বামিন ময়াহ্য মাহুযাৎ প্রাপ্য দুর্লভমভূতম্ ।
 সংসারঘোরজলধিঃ কিং কর্তব্যং তিতীর্থণা ॥
 বিচার্য কথয় স্বং তদব্রতঃ দানং জপং মথম্ ।
 দেবো বা বিদ্যতে যো বৈ সংসৃত্তোষি-

তারকঃ ॥ ৩৯

অনুষ্ঠানে ক্রেশ ভোগ করে। অহো! জনগণের কি মুচুতা এবং কি বিধিবঞ্চনা দেখ, তাহারা সুলভ রামভজ্ঞ পরিভ্যাগ করিয়া কিনা দুর্লভ যাগাদি আচরণে প্রবৃত্ত হয়! কি সকাম, কি নিকাম, সমুদয় যোগি-বৃন্দই স্বরণমাত্রে সর্সপা-বিনাশন অপ-বর্গপ্রদ রামপদ চিন্তা করিয়া থাকেন, পূর্বে একদা আমি মূলতব জানিবার বাসনায় প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষ অন্বেষণ করিতে করিতে বহু তীর্থস্থানে গমন করি, কিন্তু কেহই আমায় তত্ত্বদান করিতে পারেন নাই। তৎকালে একদিন মদীয় সৌভাগ্যবশতঃ তীর্থ-যাত্রাভিলাষে স্বর্গলোক হইতে মুনিবর লোমশকে আগত হইতে দেখিলাম। পরে মহাযোগিগণেরও পূজ্যপাদ দীর্ঘায়ুঃ সেই মহামুনিকে প্রণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাসা করি-লাম, স্বামিন! দুর্লভ ও অদুত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ভাষণ সংসার-পারাবার পার হইবার বাসনায় আমার এক্ষণে কি কর্তব্য? সংসার-সাগর হইতে নিস্তার করিতে সক্ষম যদি কোন দেবতা, কিংবা কোনরূপ ব্রত,

যজ্ঞক্রিয়া সংসৃতিঃ ঘোরাঃ তরামি

ঐৎকৃপাকিতঃ ।

তয়ে কথয় যোগেশ সর্সশাস্ত্রার্থপারগ ॥ ৪০
 ইতি মথাক্যামার্ক্য জগ্নাদ মুনিসত্তমঃ ।
 শৃণুৈষকমনা বিপ্র শ্রদ্ধয়া পরয়া বৃহঃ ॥ ৪১
 সন্তি দানানি তীর্থানি ব্রতানি নিয়মা যমাঃ ।
 যোগযজ্ঞাস্তথানেকে বর্ত্তেৎ স্বর্গদায়কঃ ॥ ৪২
 পরঃ শুহং প্রবক্ষ্যামি সর্সপাপপ্রণাশনম্ ।
 তচ্ছৃণু মহাভাগ সংসারাত্তোষিতারকম্ ॥ ৪৩
 নাস্তিকায় ন বক্তব্যং ন চাশ্রদ্ধালবে পুনঃ ।
 নিন্দকায় শঠায়াপি ন দেয়ং ভক্তিত্ববরণে ॥ ৪৪
 রামভক্তায় শাস্তায় কামক্রোধবিয়োগিনে ।
 বক্তব্যং সর্সত্বঃশ নাশকারকমুত্তমম্ ॥ ৪৫
 রামান্নাস্তি পরো দেবো রামান্নাস্তি পরং ব্রতম্

দান, জপ, বা যজ্ঞ থাকে, আপনি বিচার করিয়া তদ্বিষয় আমায় বলুন। হে যোগেশ! আপনি ত সমুদয় শাস্ত্রার্থ অবগত আছেন, অতএব যদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া আমি ভবদীয় অপার রূপায় ঘোর সংসার হইতে উদ্ধার হইতে পারি, আপনি তদ্বিষয় আমায় বলুন। ৩২-৪০। সেই মুনিবর আমার ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,— বিপ্র! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা-সহকারে আমি যাহা বলি শুন। নানাবিধ যে দান, তীর্থ, ব্রত, নিয়ম, যম এবং যোগ-যজ্ঞাদি আছে, তৎসমুদয়ই স্বর্গকলপ্রদ; এজন্ত হে মহাভাগ! যাহার দ্বারা সংসার-সাগর হইতে নিস্তার লাভ করা যায় এবং সর্সপ্রকার পাতক বিনষ্ট হয়, সেই পরম শুহাবিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। নাস্তিক ও শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিকে বদাচ তাহা বলিবে না এবং নিন্দক শঠ ও ভক্তি-হীনকেও তাহা দাতব্য নয়। সর্স-ত্বঃবিনাশন সেই উৎকৃষ্ট বিষয় কাম-ক্রোধাদিবিহীন শাস্ত্রপ্রকৃতি জীৱামভক্তকেই দান করা উচিত। দ্বিজবর! নিশ্চয় জানিবে রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতা, রাম

নহি রামাং পরো যোগো নহি রামাং পরো
 মখঃ ॥৪৬
 তং স্মৃদ্ধা চৈব জপ্তা চ পূজয়িত্বা নরঃ পরম্ ।
 প্রাপ্নোতি পরমামুদ্ভিমৈহিকামুদ্ভিকীং তথা ॥৪৭
 সংস্মৃতো সনসা ধ্যাতঃ সৰ্বকামকলপ্রদঃ ।
 দপাতি পরমাং ভক্তিং সংসারান্তোষি-
 তারিণীম্ ॥ ৪৮
 অপাকোহপি হি সংস্মৃত্য রামং যাতি পরাং
 গতিম্ ।
 যে বেদশাস্ত্রনিরস্তাদৃশশব্দে কিং পুনঃ ॥৪৯
 সর্বেষাং বেদশাস্ত্রাণাং রহস্যং তে প্রকাশিতম্
 সমাচর্য তথা হং বৈ যথা স্মৃতে মনৌষিতম্ ॥
 একো দেবো রামচন্দ্রো ব্রতমেকং তদর্চনম্ ।
 মজ্জোহৈপ্যেকশ্চ ভ্রাম্য শাস্ত্রং তদ্ব্যব তৎস্মৃতিঃ
 তস্মাৎ সৰ্বাঙ্গানা রামচন্দ্রে ভজ্য মনোহরম্ ।
 যথা গোশপদবজ্রুচ্ছো ভবেৎ সংসারসাগরঃ ॥

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত, রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
 যোগ বা রাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ কিছুই
 নাই। ঐশ্বর্যকে স্মরণ, ঐশ্বর্যের নাম
 জপ, ঐশ্বর্যকে পূজা করিলে মানব ঐহিক
 পারত্রিক পরম ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। ঐহিকে
 স্মরণ বা মনোমধ্যে তদীয় রূপ ধ্যান করিলে
 তিনি সমুদয় কামনা পূর্ণ করেন এবং
 যাহাতে সংসারসাগর হইতে নিস্তার পাওয়া
 যায়, ঐশ্বর্য পূর্ণতা ভক্তি প্রদান করিয়া
 থাকেন। যাহার বেদবহিত কার্য্যসুষ্ঠানে
 তৎপর, তাহুশ ব্যক্তিগণের কথা কি ?
 চণ্ডালও ঐশ্বর্যকে স্মরণ করিয়া পরমগতি
 প্রাপ্ত হন। সমুদয় বেদের যাহা গুঢ়
 তাৎপর্য্য, তাহাই আমি তোমার নিকট
 প্রকাশ করিলাম ; এক্ষণে যাহাতে তোমার
 অভীষ্ট হয়, সেই প্রকার আচরণ কর।
 ঐশ্বর্যই একমাত্র পরম-দেবতা, রামার্চনাই
 প্রধান ব্রত, ঐশ্বর্য নামই সর্বাৎকৃষ্ট
 মন্ত্র এবং যে শাস্ত্রে ঐশ্বর্য ভূতবাদ আছে,
 তাহাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র। সেই হেতু,
 মনোহরমূর্ত্তি ॥ ঐশ্বর্যচন্দ্রকেই সৰ্ব-প্রযত্নে

ঐশ্বর্য ময়া তু ত্বদ্বাক্যং পুনঃ শ্রবণমকারিষম্ ।
 কথং বা ধ্যায়তে দেবঃ কথং বা পূজ্যতে নরৈঃ
 কথয়স্ব মহাবুদ্ধে সৰ্বজ্ঞ মম বিস্তরাৎ ।
 যজ্ঞস্রাবাহং কৃতার্থঃ স্মাং ত্রিলোক্যাঃ
 মুনিসন্তম্ ॥ ৫৪
 এতচ্ছ্রুত্বা তু মদ্বাক্যং মুনিবর্ষ্যঃ সঙ্কলোমশঃ ।
 কথয়ামাস মে সৰ্ব্বং রামধ্যানপূরঃসরম্ ॥৫৫
 শৃণু বিপ্রেন্দ্র বক্ষ্যামি যৎ পৃষ্টস্ত ত্বয়ানঘ ।
 যথা তুস্যেজ্ঞমানাথঃ সংসারজরদারকঃ ॥৫৬
 অযোধ্যানগরে রম্যে চিত্রমণ্ডপশোভিতে ।
 ধ্যায়েৎ কল্পত্রয়োমূলে সৰ্বকামসমুদ্ভিদম্ ॥৫৭
 মহামরকতস্বর্ণ-নীলরত্নাদিশোভিতম্ ।
 সিংহাসনং চিত্তহরং কাষ্ঠ্য্য তামিশ্রনাশনম্ ।
 তত্রোপরি সমাসীনঃ স্বপুত্রাজং মনোরমম্ ।

ভজনা কর, তাহা হইলে তোমার অপার
 সংসার-পারাবারও গোশপদবৎ তুচ্ছ জ্ঞান
 হইবে। মুনিবর লোমশের তাদৃশ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া আমি পুনরায় ঐহিকে জিজ্ঞাসা
 করিলাম, মানবগণ কিরূপে ঐহায় ধ্যান
 বা পূজা করিবে ? হে মুনিসন্তম ! আপনি
 মহাবুদ্ধিশালী ও সৰ্বজ্ঞ ; অতএব যদ্বারা
 আমি ত্রিলোকমধ্যে কৃতার্থ হইতে পারি,
 আপনি ঐহায় তাদৃশ ধ্যানাদির বিষয়
 আমায় সবিস্তরে বলুন। ৪১—৫৪। মুনিবর
 লোমশ আমার ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 আমায় ঐশ্বর্যের ধ্যানাদি সমুদয় বিষয় কহি-
 লেন। তিনি বলিলেন,—হে অনঘ বিপ্রেন্দ্র !
 তুমি যে বিষয় আমায় জিজ্ঞাসা করিলে এবং
 সংসার-ক্লেসহারী ভগবান রমানাথ রাম
 যাহাতে তুষ্ট হন, ঐশ্বর্যের সেই ধ্যানাদির
 বিষয় বল শুন। সেই সর্বাভীষ্টপ্রদ সৰ্ব-
 সমুদ্ভি-দাতা ঐশ্বর্যচন্দ্রকে এইরূপ ধ্যান
 করিবে যে, তিনি রমণীয় অযোধ্যা নগরে
 কল্পতরু-মূলস্থিত বিচিত্র মণ্ডপমধ্যে বিরাজ
 করিতেছেন। মহামরকত, স্বর্ণ ও নীলকান্ত
 মণিখচিত তদীয় সিংহাসন অতি মনোহর,
 তাহার প্রভায় অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে।

দুর্গাদলভ্যামতঃ দেবং দেবেশুপূজিতম্ ॥৫১
 রাক্ষাঃ পূর্ণশীতাংস্ত-কান্তিধিকারিবক্রিণম্ ।
 অষ্টমৌচন্দ্রশকল-সমভালাধিধারণম্ ॥ ৬০
 নীলকুম্বলশোভাঢাঃ কিরীটমণিরঞ্জিতম্ ।
 মকরাকারসৌন্দর্য্য-কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥
 বিক্রমপ্রভসঃ কান্তি-রদচ্ছদবিরাজিতম্ ।
 ভাৱাপতিকরাকার-বিজয়াজিষুশোভিতম্ ।
 জবাশুপাভয়া মাধৱ্যা জিহ্বয়া শোভিতাননম্ ।
 যন্তাঃ বসন্তি নিগমা ঋগাদ্যাঃ শাস্ত্রসংযুতাঃ ॥
 কনু কান্তিধরশ্রীবা-শোভয়া সমলকৃতম্ ।
 সিংহবক্রককৌ স্বকৌ সিংসকৌ বিভ্রতং বরম্
 বাহু দধানং দীর্ঘাদৌ কেয়ুরকটকান্তিতৌ ।
 মুক্তিকাহীরশোভাভিভূষিতৌ জাহ্নলঘিনৌ ॥
 বক্রো দধানং বিপুলং লক্ষ্মীবাসেন শোভিতম্
 শ্রীবৎসাদিবিচিত্রোদৈকরঞ্জিতং সুনোহরম্ ॥৬৬

মহোদরং মহানাভিং ৫ তকট্যা বিরাজিতম্ ।
 কাঞ্চা বৈ মণিময়া চ বিশেষেণ ত্রিযাষিতম্ ।
 উরুভ্যাং বিমলাভ্যাক জাহ্নভ্যাঃ শোভিতং
 শ্রিয়া ॥
 চরণাভ্যাং বজ্রখেথা-যবাক্ষুশসুরেখয়া ॥৬৮
 যুতাভ্যাং যোগিধোয়াভ্যাং কোমলাভ্যাং
 বিরাজিতম্ ।
 ধ্যাভা স্মৃভা চ সংসার-সাগরং তং ভরিষ্যসি ॥
 তমেব পুঞ্জয়েন্নিত্যং চন্দ্রনাভিভিরচ্ছয় ॥
 প্রাপ্নোতি পরমায়ুক্তিমৈহিকামুখিকৌ পরাম্ ॥
 তয়া পৃষ্টং মহারাজ রামস্ত ধ্যানমুক্তমম্ ।
 তন্তে কথিতমেতদ্ বৈ সংসারজলধিং তন্ন ॥৭১
 ইতি শ্রীপদ্মে পাতালখণ্ডে রামাধমেধে
 বিংশোঃখণ্ডঃ ।

নবদুর্গাদলভ্যাম, দেবেশুপূজিত দেব রত্ন-
 নাথ, মনোহর মূর্তিতে সেই সিংহাসনোপরি
 উপবিষ্ট আছেন, তদীয় মনোমুগ্ধকর মুখ-
 মণ্ডল যেন পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রকেও ধিকার
 প্রদান করিতেছে এবং ললাটদেশে অষ্টমীর
 অর্ধচন্দ্রের স্তায় শোভা পাইতেছে । তদীয়
 মুখমণ্ডল, মকরাকার কুণ্ডলযুগ্মে বিরাজিত,
 কলেবর কিরীটমণিপ্রভায় রঞ্জিত, এবং মস্তক
 সুনীল কেশপাশে সুশোভিত হইতেছে ।
 তদীয় মুখবিবরে সুধাকরের কিরণাবলীর
 স্তায় দন্তপংক্তি বিরাজমান, ওষ্ঠাধর বিক্রম-
 মণিবৎ মনোহর কান্তিময় ॥৫৫—৬২ ॥
 যাহাতে অস্বাভ শাস্ত্রসমবিত ঋগাদি বেদ-
 তেষ্টিয় নিয়ত কুর্তি পাইতেছে, জবাক্ষুশম-
 সন্নিত তাদৃশ মধুময় রসনায় ঠাঁহার বদনা-
 ভাস্তর সতত শোভমান হইতেছে । তদীয়
 দেহ, কঙ্কুবৎ কমনীয় শ্রীবদেশাচার্য সমলকৃত
 এবং তদীয় স্বকঙ্কবৎ সিংহবক্রের স্তায় সমুরত
 ও মাংসল । ঠাঁহার সুদীর্ঘ বাহুবুগল
 আজাহ্নলবিত, অকুরীয়ক হীরকপ্রভায় উভা-
 সিত এবং কেয়ুর ও বলয় দ্বারা সুশোভিত ।
 তদীয় সুনোহর বিশাল বক্রঃস্থল, লক্ষ্মীবাস

শ্রীবৎসাদি বিচিত্র চিহ্নে বিভূষিত, উদর-
 দেশের গঠন অতি সুন্দর, নাভি গভীর,
 মনোহর কাটদেশে বিরাজিত এবং মণিময়
 কাঞ্চীতে সর্বিশেষ সুশোভিত । তিনি
 পরম সুন্দর সুবিমল উরুবুগল, জাহ্নবয় এবং
 বজ্র, অক্ষুশ ও যবরেখাদিচিহ্নিত, যোগি-
 গণের ধ্যেয় স্নকোমল চরণবুগলদ্বারা বিরাজ-
 মান আছেন । বিপ্রবর! তুমি রামচন্দ্রকে
 ধ্যান ও স্মরণ করিয়া সংসার-সাগর হইতে
 উদ্ধীর্ণ হইতে পারিবে । মানবগণ, প্রতিদিন
 স্বীয় ইচ্ছানুসারে চন্দ্রনাভিচার্য ঠাঁহার পূজা-
 করত ঐহিক ও পারত্রিক পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । বিজয়াজ ! তুমি যে শ্রীরামের
 ধ্যানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই
 আমি তোমাকে সেই উৎকৃষ্টতম ধ্যানের
 বিষয় কহিলাম, এক্ষণে ঐরূপ ধ্যান করিয়া
 সংসার-সাগর পার হও ॥ ৫৫—৭১ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোছাধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

এতচ্ছুভা তু বিপ্রেন্দ্রো লোমশাৎ পরমং মহৎ
পুনঃ পপ্রচ্ছ তমুবিং সন্নজং যোগিনাং বরম্ ॥

আরণ্যক উবাচ ।

মুনিশ্চেষ্ট বদৈত্তয়ে পূচ্ছামি ত্বাং মহামতে ।
শুরবঃ কৃপয়া যুক্তা ভাষন্তে সেবকেহখিলম্ ॥ ২
কোহসৌ রামো মহাভাগ যো নিত্যং ধ্যায়তে
তয়া ॥

তন্ত কানি চরিত্রাণি বদন্ত ত্বং দ্বিজর্ষভ ॥ ৩
কিমর্থমবতীর্ণোহসৌ কাম্মান্নমুযতাং গতঃ ।
তৎ সর্বং কথয়াশু ত্বং মম সংশয়হন্তয়ে ॥ ৪

শেষ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মুনেঃ পরমশোভনম্ ।
লোমশঃ কথয়ামাস রামচারিত্রমদ্ভুতম্ ॥ ৫
লোকান্নিরঃসন্ময়ান্ জ্ঞাত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

সর্পরাজ বলিলেন,—বিপ্রবর আরণ্যক
লোমশমুনির নিকট স্ত্রীরামচন্দ্রের ঈদৃশ
উৎকৃষ্টতম মহাধ্যান শ্রবণ করিয়া পুনরায়
সেই সন্নজ যোগিবরকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—মুনিবর! আমি পুনর্বার আপ-
নাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি,
কৃপা করিয়া আমায় তদ্বিষয় বলুন। হে
মহামতে! গুরুজন দয়াবান হইয়া সেবককে
সকল বিষয়ই বলিয়া থাকেন। হে মহা-
ভাগ! আপনি প্রতিনিয়ত ঐহাকে ধ্যান
করিয়া থাকেন, সেই রাম কে? দ্বিজবর!
ঠাঁহার চরিত্রই বা কি প্রকার, আমায় বলুন।
কি জন্ত তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? এবং
কি জন্তই বা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন?
আমার এই সংশয় নিবারণার্থ তৎসমুদয়
বিষয় আমাকে বলুন। মুনিবর লোমশ,
আরণ্যকমুনির এতাদৃশ স্তম্ভনোহর বাক্য
শ্রবণ করি। ঈদৃশ রাণচরিত্র বলিতে আরম্ভ

কৌষ্ঠিঃ প্রথয়িতুং লোকে যয়া ঘোরং তরিষ্যতি
এবং জ্ঞাত্বা দয়াবাক্ষিঃ পরমেশো মনোহরঃ ।
অবতারঃ চকারাজ চতুর্কা স শ্রিয়াষিতঃ ॥ ৭
পুরা ত্রেতাযুগে প্রাপ্তে পূর্ণাংশো রঘুনন্দনঃ ।
স্বর্ঘ্যবংশসমুৎপন্নো রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৮
স রামো লক্ষ্মণসখঃ কাকপক্ষধরো যুবা ।
তাতন্ত বচনান্তো তু বিশ্বামিত্রমহুত্রতো ॥ ৯
যজ্ঞসংরক্ষণার্থায় রাজ্ঞা দন্তো কুমারকৌ ।
দান্তো ধনুর্ধরো বীরো বিশ্বামিত্রমহুত্রতো ॥ ১০
পথি প্রব্রজতোস্তাবস্তাডকা নাম রাক্ষসী ।
সঙ্গতা চ বনে ঘোরে তয়োর্ধৈ বিদ্রকারণাৎ ॥
ঋষেরহুজয়ো রামস্তাডকাং যমযাতনাম্ ।
প্রাবেশয়দ্বন্দ্বুর্ধৈদ বিদ্যাভ্যাগেসেন রাঘবঃ ॥ ১২
যন্ত পাদতলম্পর্শাচ্ছিলা বাসবযোগজা ।

করিলেন। তিনি বলিলেন, বিপ্রবর! অখিল
যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, দয়াসাগর পরমেশ্বর
জীবগণকে নিরন্তর নিরয়গামী হইতে
জানিয়া যাহাতে তাঁহার ঘোরনরক হইতে
নিস্তার পায়, জগতে এরূপ কৌষ্ঠি বিস্তার
করিবার নিমিত্ত আপনাকে চারিঅংশে
বিভক্ত করিয়া কমলার সহিত মনোহর
মূর্তিতে অবতীর্ণ হন। রাজীবলোচন রঘু-
নন্দন রাম, ইতিপূর্বে বর্তমান ত্রেতা যুগে
রঘুবংশে অবতীর্ণ হন, তিনি ভগবান হারির
পূর্ণাংশ। তদীয় অলুজ লক্ষণ স্ত্রীরামের পরম
সখা ছিলেন। একদা কাকপক্ষধারী যুবা
রাম ও লক্ষ্মণ পিতার বাক্যানুসারে বিশ্বা-
মিত্রের অলুগমন করেন। রাজা দশরথ
বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার্থ সেই জিতেন্দ্রিয় মহা-
ধনুর্ধর বীরবর কুমারদ্বয়কে বিশ্বামিত্রহস্তে
প্রদান করায় ঠাঁহার বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গিয়াছিলেন। ১—১০। ঠাঁহার যখন
ভীষণ বনপথে গমন করেন, সেই সময়ে
তাঁড়কানারী কোন রাক্ষসী ঠাঁহাদিগের বিনা-
সার্থ তথায় উপস্থিত হয়। অনন্তর রাম বিশ্বা-
মিত্র ঋষির আজ্ঞায় ধনুর্ধৈদবিদ্যা-শিক্ষাবলে
সেই তাঁড়কাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

অহল্যা গৌতমবধুঃ পুনর্জাতা স্বরূপিণী । ১৩
 বিখ্যামিত্তস্ত যজ্ঞে তু স্প্রবৃত্তে রথুত্তমঃ ।
 মারীচঞ্চ সুবাহুঞ্চ জঘান পরমেধুভিঃ ॥ ১৪
 ঈশ্বরস্ত ধনুর্ভয়ঃ জনকস্ত গৃহে স্থিতম্ ।
 রামঃ পঞ্চদশে বর্ষে যদুবর্ষামথ মৈথিলীম্ ॥ ১৫
 উপযেমে বিবাহেন রম্যাং সৌতামযোনিজাম্ ।
 কৃতকৃত্যস্তদা জাতঃ সৌতঃ সম্প্রাপ্য রাঘবঃ ।
 ততো দ্বাদশবর্ষাণি রমে রামস্তয়া সত্ ।
 সপ্তবিশ্ৰুতিমে বর্ষে যৌবরাজ্যমকল্পয়ৎ ॥ ১৭
 রাজানমথ কৈকেয়ী বরদ্বয়মঘাচত ।
 তয়োরেকেন রামস্ত সন্যতঃ সহলক্ষণঃ ॥ ১৮
 জটাধরঃ প্রব্রজতাং বধাণীহ চতুর্দশ ।
 তরতস্ত দ্বিতীয়েন যৌবরাজ্যাধিপোহস্ত মে ॥
 জানকীলক্ষণসথং রামং প্রব্রাজয়ন নৃপঃ ।

দেবরাজের সহবাসজন্তু পাষণভূতা গৌতম-
 পত্নী অহল্যা যে রামের চরণতলস্পর্শে পুন-
 রায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ঈরাম,
 বিখ্যামিত্তের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পরমাত্ম দ্বারা
 মারীচ ও সুবাহু রাক্ষসকে নিশ্চিহ্নিত
 করেন । অন্তঃপর রামচন্দ্রে, পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃ-
 ক্রমকালে জনকগৃহে হরধনুঃ ত্যজ করিয়া
 পরমরূপলাবণ্যবতী যদুবর্ষীয়া অযোনিজা
 সৌতাদেবীকে যথোক্ত বিবাহবিধি অনুসারে
 বিবাহ করেন, তৎকালে সৌতাকে প্রাপ্ত
 হইয়া ঈরাম কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন ।
 তৎপরে ঈরামচন্দ্রে, দ্বাদশ বর্ষকাল জনক-
 নন্দিনীর সহিত পরমসুখে বিহার করেন ।
 অনন্তর সপ্তবিশ্ৰুতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজা
 দশরথ ভঁহার যৌবরাজ্যাভিবেকের কল্পনা
 করিলেন । তদর্শনে কৈকেয়ী রাজার
 নিকট দুইটা বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—
 এক বরে, ঈরাম জটাধর করত সীতা ও
 লক্ষণের সহিত চতুর্দশ বৎসরের জন্ত
 অরণ্যে গমন করুন এবং অপর বরে মদীয়
 তরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন, এইরূপ
 প্রার্থনা করেন ; তজ্জন্য নৃপতি দশরথ, সত্য
 রক্ষার্থে জানকী ও লক্ষণের সহিত ঈরামকে

দ্বিরাত্রমুদকাহারশতুর্বেহিহি কলাশনঃ ।
 পঞ্চমে চিত্রকূটে তু রামঃ স্থানমকল্পয়ৎ ॥ ২০
 অথ ত্রয়োদশে বর্ষে পঞ্চবট্যাং মহামুনে ॥ ২১
 রামো বিরূপায়ামাস শূর্ণগং নিশাচরীম্ ।
 বনে বিচরতস্তস্ত জানক্যা সহিতস্ত চ ॥ ২২
 আগতো রাক্ষসস্তাং বৈ হস্তৈঃ পাপবিপাকতঃ ।
 ততো মাঘাসিতাষ্টম্যাং মূহর্তে বৃন্দসংজ্ঞকে ॥
 রাঘবাতাং বিনা সৌতঃ জহাব দশকন্দরঃ ।
 তেনৈবং ত্রিযমাণা সা চক্রন্দ কুররী যথা ॥ ২৪
 রাম রামেতি মাং রক্ষ রক্ষ মাং রক্ষণা হুংাম্
 যথা শ্ৰোনঃ ক্ষুধাক্রান্তঃ ক্রন্দন্তীঃ বর্জিকং নরৈঃ
 তথা কামবশং প্রাপ্তো রাবণো জনকাস্তজাম্
 নয়ত্যেবং জনকজাঃ জটায়ুঃ পশ্চিরাটী তপা ॥ ২৬

নির্বাসিত করিয়াছিলেন । ঈরাম নির্বাসিত
 হইয়া তিন দিবস জলমাত্র পান ও চতুর্থ দিনে
 কলাহার করিয়া পঞ্চম দিবসে চিত্রকূট
 পর্বতে বাসস্থান স্থির করিলেন । ১১—১২ ।
 হে মহামুনে ! অনন্তর ত্রয়োদশ বর্ষ সময়ে
 পঞ্চবটীবনে ঈরাম, রাক্ষসী শূর্ণগাকে
 লক্ষণদ্বারা নাসিকা-কর্ণ ছেদন করাইয়া
 বিরূতাকার করিয়া দেন । ঈরামচন্দ্রে জান-
 কীর সহিত বনমধ্যে এইরূপে বিচরণ করিতে
 থাকিলে, তদীয় পত্নীকে স্বীয় পাপের পরি-
 গামবশতঃ হরণ করিবার জন্ত রাক্ষসরাজ
 রাবণ তথায় আগমন করে । অনন্তর মাঘ-
 মাসের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে বৃন্দনামক মূহর্তে রাম-
 লক্ষণের অমুপস্থিতিকালে দশানন সৌতাকে
 হরণ করে । রাবণ যখন সৌতাদেবীকে
 হরণ করিয়া লইয়া যায়, সেই সময়ে “হা
 রাম ! আমায় রক্ষা করুন, রাক্ষস আমাকে
 হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আমায় রক্ষা
 করুন” এইরূপ বলিয়া সৌতা কুররীর স্তায়
 ক্রন্দন করেন । ক্ষুধাতুর শ্ৰোনপক্ষী যেমন
 স্নোহন্যমানী বর্জিকাকে লইয়া যায়, কামাতুর
 রাবণও সেইরূপ জনকনন্দিনীকে লইয়া গিয়া-
 ছিল । তৎকালে রাবণ জানকীকে এইরূপ
 লইয়া যাইতে থাকিলে পশ্চিমদিকে পশ্চিরাজ

মুহুর্তে রাক্ষসেশ্ৰেণ স রাবণহতোহপতৎ ।
 মার্গশুক্লনবম্যাং তু বসন্তী রাবণালয়ে ॥ ২৭
 সম্পাতির্দিশমে মাস আচথো বানরেষু তাম্ ।
 একাদশ্যাং মহেন্দ্রাজ্ঞে পুপ্পবে শতযোজনম্ ।
 হনুমান নিশি তস্তাং তু লঙ্কায়াং পর্য্যাকালয়ৎ ।
 ত্ত্রোত্রিশেষে সীতার্য্য দর্শনং কি হনুমতঃ ॥ ২৯
 ষাটশ্যাং শিংশপারুক্কে হনুমান পর্য্যবস্থিতঃ ।
 তস্তাং নিশায়াং জানক্যাং বিশ্বাসায় চ সন্ধা ॥
 অক্ষাদিতিস্রয়োদশ্যাং ততো যুদ্ধমবর্তত ।
 ব্রহ্মাশ্ৰেণ চতুর্দশ্যাং বকঃ শকজিতা কপিঃ ॥ ৩১
 বহিনা পুচ্ছযুক্তেন লঙ্কায়া দহনং কৃতম্ ।
 পৌর্ণমাস্যাং মহেন্দ্রাজ্ঞৌ পুনরাগমনঃ কপেঃ ॥ ৩২
 মার্গশিতশ্রাতিপদঃ পঞ্চভিঃ পথি বাসটৈঃ ।

পুনরাগত্য যষ্টেহহি ধ্বস্তঃ মধুবনং কিল ॥ ৩৩
 সপ্তম্যাং প্রত্যভিজ্ঞানদানং সর্কনিবেদনম্ ।
 অষ্টম্যন্তরক্ষস্তস্তাং মুহূর্তে বিজয়াতিথে ॥ ৩৪
 মধ্যং প্রাপ্তে সহস্রাংশৌ প্রস্থানং রাঘবস্ত চ
 রামঃ কৃত্য প্রতিক্রান্ত প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্
 তৌত্বাহং সাগরমপি হনিষ্যে রাক্ষসেশ্বরম্ ।
 দক্ষিণাশাং প্রয়াতস্য স্ত্রীবোহপ্যভবৎ সখা ॥
 বাসটৈঃ সপ্তভিঃ সিদ্ধোঃ স্কন্ধাবারনিবেষণম্ ।
 পৌষশুক্রে প্রতিপদস্তৃতীয়া যাবদস্থঃ ॥ ৩৭
 উপস্থানং সর্সৈস্তস্য রাঘবস্ত বভূব হ ।
 বিভীষণস্ততুর্থাস্ত রামেণ সহ সন্ধতঃ ॥ ৩৮
 সমুদ্রতরণার্থায় পঞ্চম্যাং মন্ত্র উদাতঃ ।
 প্রায়োপবেশনং চক্রে রামো দিনচতুর্দয়ম্ ॥ ৩৯

জটায়ু রক্ষসরাজের সহিত ॥ বিস্তর যুদ্ধ
 করিয়া পরিশেষে রাক্ষসরাজের হস্তে
 জীবন বিসর্জনপূর্বক ভূতলে পতিত
 হয়। অনন্তর দশম মাসে অগ্রহায়ণ
 মাসের শুক্লনবমীতে জটায়ুর জ্যেষ্ঠ
 সম্পাতি, বানরগণকে বলিয়া দেয় যে, সীতা
 রাবণালয়ে আছেন। পরে হনুমান একা-
 দশীতে মহেন্দ্রপর্বত হইতে লঙ্কাধারা শত-
 যোজন বিস্তৃত সাগর পার হইয়া তদ্বিবসীয়া
 রাজিকালে লঙ্কায় উপস্থিত হয়। অনন্তর
 সেই রাজিশেষে সীতার সহিত হনুমানের
 সাক্ষাৎ হয় এবং ষাটশীতে হনুমান এক
 শিংশপারুক্কে অবস্থিত করে। পরে ঐ
 দিবস রাজিকালে জানকীর বিশ্বাসের নিমিত্ত
 নির্জনে উভয়ের নানা বিষয়ে কথোপকথন হয়,
 অনন্তর ত্রয়োদশী দিনে রাবণকুমার অক্ষাদির
 লহিত হনুমানের যুদ্ধ হয়। তৎপরে চতু-
 র্দশীতে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা হনুমানকে
 বন্ধন করে এবং হনুমানের পুচ্ছে অগ্নি
 দেওয়ার সে সেই পুচ্ছাগ্নি দ্বারা লঙ্কা-
 নগরী দহ করে। অনন্তর কপিবর হনুমান
 পৌর্ণমাসীতে পুনরায় মহেন্দ্রপর্বতে আসিয়া
 উপস্থিত হয়, এবং অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণ
 প্রতিপদ হইতে কৃষ্ণ পঞ্চমী পর্য্যন্ত পঞ্চ

দিবস পথিমধ্যে অতিবাধিত করিয়া ষষ্ঠ
 দিবসে স্ত্রীবোহর মধুবন বিধ্বস্ত করে।
 পরে সপ্তমীতে শ্রীরামের নিকট আসিয়া
 সীতার প্রত্যভিজ্ঞান দান ও সমুদয়
 বিষয় নিবেদন করে। অনন্তর
 পরদিবস উত্তরক্ষস্তনীলক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী
 তিথিতে, সূর্য্যদেব মধ্যাকাশে উপ-
 স্থিত হইলে বিজয়মুহূর্তে শ্রীরামচন্দ্রে যুদ্ধযাত্রা
 করেন। যাত্রাকালে তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা
 করিয়া দক্ষিণদিক্ অভিমুখে প্রস্থান করিয়া-
 ছিলেন যে “আমি মহাসাগরকেও অতিক্রম
 করিয়া রাক্ষসরাজকে সংহার করিব”। অতঃ-
 পর তিনি বানররাজ স্ত্রীবোহর সহিত দক্ষিণ
 দিকে যাত্রা করেন ॥ ২১—৩৬ ॥ তিনি যে
 অষ্টমীতে যাত্রা করেন, তৎপরেবস্তী
 অমাবস্তা পর্য্যন্ত সপ্তাদিবসে সিন্ধুতীরে
 উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করেন।
 পরে পৌষ মাসের শুক্লপঞ্চমী প্রতিপদ
 হইতে তৃতীয়া পর্য্যন্ত তিন দিবস সর্সৈস্তে
 তথায় অবস্থান করেন। তৎপরে চতুর্ধীতে
 রাবণাশ্রয় বিভীষণ শ্রীরামের সহিত মিলিত
 হয় এবং পঞ্চমীতে শ্রীরামচন্দ্রে সাগর উত্তীর্ণ
 হইবার নিমিত্ত মন্ত্রণ করেন। অনন্তর রাম,

সমুদ্রাবরলাভে সধোপায়প্রদর্শনম্ ।
 ততো দশম্যামারম্ভয়োধোদগ্ধাঃ সমাপনম্ ॥ ৪০ ॥
 চতুর্দশ্যাং সুবেলাজৌ রামঃ সৈন্ত্যং স্তবেষম্ ৭ ॥
 পৌর্ণমাস্তা দ্বিতীয়ান্তঃ ত্রিদিনৈঃ সৈন্ত্যভরণম্ ॥
 তীর্থা ত্রয়োনিধিঃ রামো বানরেশ্বরসৈন্ত্যবান্ ॥
 করোধ চ পুরীঃ লঙ্কাঃ সীতার্থং সহলক্ষণঃ ॥
 তৃতীয়াদিশম্যস্তং নিবেশচ দিনান্তিকম্ ।
 শুকসারণয়োস্তত্র প্রাপ্তিরেকাদশীদিনে ॥ ৪৩ ॥
 পৌষাসিতাষাষাদগ্ধাঃ সৈন্ত্যসংখ্যানমেব চ ।
 শার্দুলেন কপীন্দ্রাণাং সহ সারোপবর্ণনম্ ॥ ৪৪ ॥
 জ্যৈষ্ঠাদগ্ধা অমাবস্তাং একায়াং দিবসৈশ্চিত্তিঃ ।
 রাবণঃ সৈন্ত্যসংখ্যানং রণেৎসাহং
 তদাকরাৎ ॥ ৪৫ ॥
 প্রযযাবন্ধদো দৌত্যে মাঘশুক্লাদ্যবাসরে ।

সীতাযাশ্চ ততো ততুর্ধ্বায়ামুর্দ্ধাদির্দর্শনম্ ॥ ৪৬ ॥
 মাঘদ্বিতীয়াদিদিনৈঃ সপ্তভির্ধাবদষ্টমী ।
 রক্ষসাং বাণরণান্ত যুদ্ধমাসীচ্চ সঙ্কলম্ ॥ ৪৭ ॥
 মাঘশুক্লনবম্যস্ত রাত্র্যাবিশ্রজিত্ত্য রণে ।
 রামলক্ষণয়োর্নাগ-পাশবন্ধঃ কৃতঃ কিল ॥ ৪৮ ॥
 আকুলেষু কপীন্দ্রেষু নিরুৎসাহেষু সর্কশঃ ।
 নাগপাশবিনাশার্থং দশম্যাং পবনোহজ্ঞপৎ ॥ ৪৯ ॥
 কর্ণে স্বরূপং রামস্ত গরুড়গমনং ততঃ ।
 একাদশ্যাঞ্চ ষাডশ্যাং ধূমাক্ত বধঃ কৃতঃ ।
 জ্যৈষ্ঠাদগ্ধান্ত তেনৈব নিহতঃ কম্পনো রণে ॥
 মাঘশুক্লচতুর্দশ্যা যাবৎ কৃষ্ণাদিবাসরম্ ॥ ৫১ ॥
 ত্রিদিনে তু প্রহস্তস্ত নীলেন বিহিত্তো বধঃ ।
 মাঘকৃষ্ণদ্বিতীয়ায়ান্ততুর্ধ্যস্তং ত্রিতিপ্তিনৈঃ ॥ ৫২ ॥
 রামেণ তুমুলে যুদ্ধে রাবণো জ্রাভিত্তো রণাৎ ।

বঙ্গী হইতে নবমী পর্য্যন্ত দিনচতুর্দশ সমুদ্র
 পার হইবার নিমিত্ত সমুদ্রভীরে প্রায়োপ-
 বেশন করেন এবং সাগরের নিকট সেতু
 বন্ধনরূপ পায়ের উপায় অবগত ও বরপ্রাপ্ত
 হন। অতঃপর দশমীতে সেতু আরম্ভ এবং
 জ্যৈষ্ঠদশীতে সমাপ্ত হয়। পরে চতুর্দশীতে
 জীরাণ্ড সুবেলপূর্কতে সৈন্ত্যগণকে সন্নি-
 বেশিত করেন। অনন্তর জীরাণ্ড পৌর্ণ-
 মাসী হইতে দ্বিতীয় পর্য্যন্ত তিন দিবসে
 সৈন্ত্যগণকে সাগরপার করেন। বানরসেনা-
 সমন্বিত জীরাণ্ড, লক্ষণের সহিত এইরূপে
 সাগর পার হইয়া সীতার উদ্ধারার্থ লঙ্কাপুরী
 অবরোধ করিয়াছিলেন। অনন্তর তৃতীয়
 হইতে দশমী পর্য্যন্ত অষ্টদিবস লঙ্কাতে
 সৈন্ত্যসন্নিবেশ করেন, পরে একাদশীতে
 রাবণের মন্ত্রিষ্য শুক-সারণ তথায় উপস্থিত
 হয়। অতঃপর রাবণদ্বিত শার্দুল উক্ত
 পৌষমাসের কৃষ্ণদশীতে তথায় আগমন-
 পূর্কক বানরসৈন্ত্যের সংখ্যা এবং রাবণের
 বলবিক্রমের বিষয় বর্ণন করে। পরে রাবণ,
 বীণ ও পরকীয় সৈন্ত্যসংখ্যা অবগত হইয়া
 জ্যৈষ্ঠদশী হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত ত্রিদিবস

যুদ্ধের উদ্বেগ করে। অনন্তর মাঘমাসের
 শুক্লপ্রতিপদে জীরাণ্ডদ্বিত অঙ্ক, রাবণ-
 সন্নিবেশ উপস্থিত হয়। পরে রাবণ সীতা-
 দেবীকে মাঘমাসে তদীয় ভর্তা জীরাণ্ডের
 ছিন্ন-মস্তকাদি দর্শন করায়। তৎপরে উক্ত
 মাঘমাসের দ্বিতীয়াদি অষ্টমী পর্য্যন্ত সপ্তদিবস
 রাক্ষস ও বানরগণের সঙ্কল যুদ্ধ হয়। অন-
 ত্তর উক্ত মাঘমাসের শুক্লনবমীতে রাত্রি-
 কালে ইন্দ্রজিৎ জীরাণ্ড-লক্ষণকে নাগপাশ
 দ্বারা বন্ধন করে। তাহাতে সমুদ্র কপীন্দ্র-
 গণ ব্যাকুল ও নিরুৎসাহ হইলে পরদিন
 দশমীতে পবনদেব নাগ-পাশ-বিনাশার্থ
 জীরাণ্ডের কর্ণমূলে ভাঁহার স্বরূপ বর্ণন
 করেন। পরে একাদশীতে গরুড় তথায়
 আগমন করেন; তৎপরে ষাডশীতে জীরাণ্ড-
 করে ধূমাক্ত ও জ্যৈষ্ঠদশীতে রণস্থলে কম্পন
 নামক রাক্ষস নিহত হয়। ৩৭—৫০। অন-
 ত্তর উক্ত মাঘমাসের শুক্লা চতুর্দশী হইতে
 কৃষ্ণ প্রতিপদ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় সংগ্রাম
 করিয়া বানরবর নীল, প্রহস্ত-রাক্ষসের
 বিনাশ সাধন করে। তৎপরে উক্ত
 মাঘমাসের, কৃষ্ণ দ্বিতীয় হইতে চতুর্দ-
 পর্য্যন্ত দিবসত্রয় রাম-রাবণের তুমুল সংগ্রাম

পঞ্চম্যা অষ্টমীং যাবজ্রাবণেন প্রবোধিতঃ ॥৫০
 কুন্তকর্ণেণ চক্রেহত্যবহারঃ চতুর্দ্দিনে ।
 কুন্তকর্ণে দিষ্টে: বভূর্ভির্নবম্যাং চতুর্দ্দশীম্ ॥ ৫৪
 রামেণ নিহতো যুদ্ধে বহুবানরভক্ষকঃ ।
 অমাবস্তাদিনে শোকাদবহারো বভূব হ ॥ ৫১
 কাঙ্কানাতিপ্রতিপদশ্চতুর্থাং চতুর্দ্দিনে: ।
 বিসতস্তপ্রভৃতয়ো নিহতা: পঞ্চরাক্ষসা: ॥ ৫৬
 পঞ্চম্যা: সপ্তমীং যাবদতিকায়বধস্তথা ।
 অষ্টমীং দ্বাদশীং যাবন্নিহতো দিনপঞ্চকাং ॥ ৫৭
 নিকুন্তকুণ্ডাবৃত্ত মকরাঙ্কনিত্তির্দ্দিনে: ।
 কাঙ্কানাতিষষ্ঠীয়ায়াং দিনে শক্রজিতা
 জিতম্ ॥ ৫৬
 তৃতীয়াদিসপ্তম্যস্তং দিনপঞ্চকমেব চ ।
 ঋষ্যানয়নব্যগ্রাদবহারো বভূব হ ॥ ৫২

হয়; ঐ সংগ্রামে রামভয়ে রাবণ রণস্থল
 হইতে পলায়ন করে। অনন্তর পঞ্চমী
 হইতে অষ্টমীপর্য্যন্ত চারিদিন যথাসাধ্য
 চেষ্টায় রাবণ, কুন্তকর্ণের নিজা ভঙ্গ করে
 এবং ঐ অষ্টমীতে কুন্তকর্ণ জাগরিত হইয়া
 প্রভূত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে থাকে।
 তৎপরে নবমী হইতে চতুর্দ্দশীপর্য্যন্ত ছয়দিবস
 বুদ্ধ করিয়া জীরাণকরে নিহত হয়। ঐ কুন্ত-
 কর্ণ সমরাস্রমে অসংখ্য বানর ভক্ষণ করিয়া-
 ছিল, কুন্তকর্ণের শোকে তৎপরদিন অমা-
 বস্তাতে যুদ্ধ স্থগিত থাকে। ৫১—৫৫।
 অতঃপর কাঙ্কনামায়ী শুক্রপ্রতিপদ হইতে
 চতুর্থাপর্য্যন্ত চারিদিনের যুদ্ধে বিসতস্ত প্রভৃতি
 প্রধান পঞ্চ রাক্ষস নিহত হয়। পরে পঞ্চমী
 হইতে সপ্তমীপর্য্যন্ত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে
 অতিকায় এবং অষ্টমী হইতে দ্বাদশীপর্য্যন্ত
 পঞ্চদিবস যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নিকুন্ত
 ও কুন্ত প্রাণত্যাগ করে। তৎপরে
 তিনদিবসের মধ্যে মকরাঙ্কের মৃত্যু
 হয়, অবশেষে কাঙ্কনমাসের রুক্ষপক্ষীয়
 ষষ্ঠীয়াতে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে জয়লাভ
 করে। ঐ রুক্ষপক্ষের তৃতীয়া হইতে
 সপ্তমীপর্য্যন্ত পঞ্চদিবস ঔষধি আনয়নাধ

ততন্ত্রয়োদশীং যাবদ্দিনে: পঞ্চভিরশ্রজিৎ ।
 লক্ষণেন হতো যুদ্ধে প্রখ্যাতিবলপৌরুষ: ॥ ৬০
 চতুর্দ্দশাং দশগ্রীবো দীক্ষাং প্রাপাবহারত: ।
 অমাবস্তাদিনে প্রায়াদ্যুক্রায় দশকঙ্কর: ॥ ৬০
 চৈত্রশুক্রপ্রতিপদ: পঞ্চমীং দিনপঞ্চকৈ: ।
 রাবণে যুধ্যমানে তু প্রচুরো রক্ষসাং বধ: ॥ ৬২
 চৈত্রষষ্ঠীয়াষ্টমীং যাবন্নহাপাৰ্শ্বাদিমারণম্ ।
 চৈত্রশুক্রনবম্যাং শৌমিভ্রো: শক্তিভেদনম্ ॥
 কোপাবিষ্টেন রামেণ জ্রাবিতো দশকঙ্কর: ।
 দ্রোণাঙ্কিরাজনেয়েন লক্ষণাধর্ম্মুপাহৃত: ॥ ৬৪
 দশম্যামবহারোহভূজামযুদ্ধে তু রক্ষসাম্ ।
 একাদশাস্ত রামায় বথো মাতলিসারথি: ॥
 প্রেরিতো বাসবেনোজাবর্গ্যামাস ভক্তিত: ॥

জীরাণসৈন্তের যুদ্ধ স্থগিত ছিল। অনন্তর
 ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস ইন্দ্রজিৎের সহিত
 লক্ষণের যুদ্ধ হয় এবং ঐ যুদ্ধেই লক্ষণ, সেই
 বিখ্যাতবল-পৌরুষশালী ইন্দ্রজিৎকে সংহার
 করেন। তৎপরবর্তী চতুর্দ্দশীতে যুদ্ধ স্থগিত
 রাখিবার জন্য রাবণ মন্ত্রিগণের নিকট উপ-
 দেশ প্রাপ্ত হয় এবং পরদিন অমাবস্তাতে
 যুদ্ধাং যাত্রা করে। পরে চৈত্রমাসের শুক্র-
 প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসে
 রাবণের সহিত জীরাণের ষোল্লরতর সংগ্রাম
 হওয়ায় বহু রাক্ষসের বিনাশ হয়। অনন্তর
 চৈত্রমাসের শুক্রষষ্ঠী হইতে অষ্টমীপর্য্যন্ত
 দিবসত্রয়ে মহাপাৰ্শ্বাদির নিপাত হয় এবং
 তৎপরদিন শুক্রনবমীতে লক্ষণ শক্তিশেলে
 বিদ্ধ হন। অনন্তর রাম নিরতিশয় ক্রুদ্ধ
 হইয়া দশাননকে রণস্থল হইতে বিদূরিত
 করেন এবং অঞ্জানানন্দন হনুমানকর্তৃক
 লক্ষণের নিমিত্ত দ্রোণশৈল আনীত হয়।
 ৬৬—৬৪। তৎপরবর্তী দশমীদিনে জীরাণের
 সহিত যুদ্ধে রাক্ষসগণ বিশ্রাম গ্রহণ
 করে। পরে একাদশীতে দেবরাজ জীরাণের
 নিমিত্ত সারথি মাতলির সহিত স্বীয় রথপ্রেরণ
 করেন এবং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া
 মাতলি জীরাণকে ভক্তিতাবে তাহা অর্পণ

কোপবানধ্ব দ্বাদশা ঘাৎ কৃষ্ণচতুর্দশীম্ ॥ ৬৩
 অষ্টাদশদিনে রামো রাবণঃ ধৈর্যথেহবধৌৎ ।
 সংগ্রামে তুমুলে জাতে রামো জয়মবাশুবান্ ॥
 মাধুশুক্ৰবিত্তীয়ায়ৈশ্চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দশীম্ ॥
 সপ্তাশীতিদিনান্তেব মধ্যং পঞ্চদশাহকম্ ॥ ৬৮
 যুদ্ধাবহারঃ সংগ্রামো দ্বাসপ্ততিদিনান্তক্ৰুৎ ।
 সংকারো রাবণাদীনামমাবান্তাদিনেহভবৎ ॥
 বৈশাখাদিত্তিথৌ রাম উবাস রণভূমিষু ।
 অতিবিক্তো দ্বিতীয়ায়ঃ লঙ্কারাজ্যে বিভীষণঃ
 সীতা শুক্রভৃতীয়ায়ঃ দেবেভ্যো বরলভ্তনম্ ॥
 হৃদ্যচিত্রের লঙ্কেশং লক্ষণাগ্রজ এব সঃ ॥ ৭১
 গৃহীত্বা জ্ঞানকৌ পুণ্যং কুখিতাঃ রাক্ষসেন তু
 আদায় পরয়া ক্রীত্যা জ্ঞানকৌঃ স চ্যবর্ত্তত ॥ ৭২
 বৈশাখন্ত চতুর্থ্যাক্ত রামঃ পুষ্পকমাত্রিতঃ ॥

করেন। অনন্তর কোপাবিষ্ট জীরামচন্দ্র
 শুক্রবাদনী হইতে রাবণের সহিত দৈরঘ
 যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবস কৃষ্ণচতু-
 দশীতে রাবণকে সংহার করেন। জীরাম-
 চন্দ্রে সেই তুমুল সংগ্রামেও এইরূপে জয়ী
 হন; বিপ্রবর! মাধমাসের শুক্রপক্ষের
 দ্বিতীয়তে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আর চৈত্রমাসের
 কৃষ্ণচতুর্দশী এই সপ্তাশীতি দিবসে উহা শান্তি
 পায়, মধ্যে পঞ্চদশ দিবসমাত্র যুদ্ধ নিবৃত্ত
 ছিল, অপর দ্বিসপ্ততি দিবস যুদ্ধ
 হইয়াছিল। পরে অমাবস্তাতে রাবণাদির
 সংকার হইয়। অনন্তর বৈশাখমাসের প্রথম
 তিথি শুক্রপ্রতিপদে জীরাম রণ-ভূমিতেই
 বাস করেন, পরে দ্বিতীয়তে বিভীষণ
 জীরামকর্তৃক লঙ্কারাজ্যে অতিবিক্ত হয়।
 পরদিবস শুক্রভৃতীয়াতে সীতা দেবগণের
 নিকট বর প্রাপ্ত হন। লক্ষণাগ্রজ রাম
 এইরূপে অচিরকালমধ্যে লঙ্কেশ্বরকে
 সংহারপূর্বক রাক্ষসপীড়িতা পবিত্রহৃদয়া
 জ্ঞানকৌকে পরমক্রীতি-সহকারে গ্রহণ
 করিয়া লক্ষা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে
 প্রবৃত্ত হন। ৬৫—৭২। অনন্তর পরদিন উক্ত
 বৈশাখমাসীয় শুক্রচতুর্দশীতে জীরামচন্দ্র

বিহারস্যা নিবৃত্তস্ত জুয়োহযোধ্যাঃ পুরীঃ প্রতি
 পূর্ণে চতুর্দশে বধে পঞ্চম্যাঃ মাধবন্ত তু ।
 ভারত্বাজাশ্রমে রামঃ সগণঃ সমুপাविशन् ॥ ৭৪
 নন্দিগ্রামে তু যষ্ট্যাং স ভরতেন সমাগতঃ ।
 সপ্তম্যামভিষিক্তোহসৌ ভূয়োহযোধ্যাং রথুঘ্নঃ
 দশৈকাধিকমাংসাংশ্চতুর্দশাহানি মৈথিলী ।
 উবাস রামরহিতা রাবণন্ত নিবেশনে ॥ ৭৬
 দ্বিচত্বারিংশবর্ষে তু রামো রাজ্যমকারয়ৎ ।
 সীতায়াশ্চ ত্রয়ত্রিংশদ বৎসরাণি তদাভবন্ ॥ ৭৭
 স চতুর্দশবর্ষান্তে প্রবিষ্ট ঋঃ পুরীঃ প্রভুঃ ।
 অযোধ্যায়াঃ সমুদিতো রামো রাবণহারণঃ ॥ ৭৮
 ভ্রাতৃত্তিঃ সহিতস্তত্র রামো রাজ্যমথাকরোৎ ।
 রাজ্যং প্রকুর্ষতস্তস্ত পুরোধো বদতাং বরঃ ॥ ৭৯
 অগস্ত্যঃ কুন্তসভৃতিস্তমাগস্তা রঘোঃ পতিম্ ।
 তদাক্যাদ্রথুনাথোহসৌ করিষ্যতি হযক্রতুম্ ॥

পুষ্পকে আরোহণপূর্বক আকাশপথদ্বারা
 অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। পরে পূর্ণ
 চতুর্দশবর্ষে বৈশাখমাসের শুক্রপঞ্চমীতে
 জীরামচন্দ্রে অন্নচরণের সহিত ভারত্বাজা-
 শ্রমে উপস্থিত হন। অনন্তর সেই রথুঘ্ন
 বধীতে নন্দিগ্রামে ভরতের সহিত মিলিত
 হন এবং পরে সপ্তমীতে পুনরায় অযোধ্যায়
 অভিবিক্ত হন। মৈথিলী রামবিযুক্তা হইয়া
 রাবণগৃহে একাদশ মাস ও চতুর্দশ দিবস
 বাস করিয়াছিলেন। জীরাম, দ্বিচত্বারিংশৎ
 বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজ্য কারিতে আরম্ভ
 করেন; তৎকালে সীতার বয়ঃক্রম ত্রয়-
 ত্রিংশৎ বৎসর হইয়াছিল। ৭৩—৭৭। রাবণারি
 প্রভু জীরামচন্দ্রে এইরূপে চতুর্দশবর্ষান্তে
 স্বীয় রাজধানীতে প্রবেশপূর্বক অযোধ্যা-
 প্রদেশে সমুদিত হন এবং ভ্রাতৃগণের
 সহিত মিলিত হইয়া অধ্যাপি সানন্দে
 রাজ্য ভীহার এই রাজ্য-
 শাসনকালের মধ্যে কোন সময়ে বাগ্নিধ্ববর
 পুরোধিত, কুন্তোত্তব অগস্ত্যমুনি সেই রথু-
 নাথের নিকট উপস্থিত হইবেন এবং ভীহা-
 রই কথাছসারে রথুপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ করি-

তস্তাগমিষ্যতি হয আশ্রমে তব পুত্রত ।
 তস্তা যোধাঃ প্রমুদিতা আয়াস্তস্তি তবাত্মমে ॥৮১
 তেষামগ্রে রামকথাঃ করিষ্যাসি মনোহরাঃ ।
 তৈঃ সাকং ভ্রমযোধায়াং গস্তাসি ত্বং দ্বিজর্ষভঃ
 দৃষ্ট্বা রামমযোধায়াং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ।
 তৎক্ষণাদেব সংসার-ব্যাধিনিস্তারয়ান্ ভব ।
 ইতু্যক্তা মাং মুনিবরো লোমশঃ সর্ষবন্ধিমান্ ।
 উবাচ তে কিং প্রষ্টব্যং তদাহমবদৎ হিতম্ ॥৮৪
 জাতং স্বংকুপয়া সর্ষং রামচরিত্রমদ্ভুতম্ ।
 স্বংপ্রসাদাদবাপ্পেয়াহং রামস্ত চরণাপুঞ্জম্ ॥৮৫
 ময়া গমস্কৃতঃ পশ্চাৎকাম্যাম স মুনীশ্বরঃ ।
 তৎপ্রসাদাময়া প্রাপ্তং রামস্ত চরণার্চনম্ ॥৮৬
 সোহহং অগ্রামি রামস্ত চরণাবধঃ মুহঃ ।
 গাযামি তস্ত চরিত্রঃ মুহুর্ষুহরতস্মিতঃ ॥ ৮৭

পাবয়ামি জনানস্তান্ গানেন স্তাস্তহারিণা ।
 জযামি তমুনেকাক্যং স্মারং স্মারং তদীক্ষয়া ।
 ধস্তোহহং কৃতকৃত্তোহহংসভাগ্যোহহংমহীতলে
 রামচন্দ্রপদান্তোজ-দিদৃক্ষাম মে ভবিষ্যতি ॥ ৮২
 তস্মাৎ সর্ষাননা রামো ভজনীয়ো মনোহরঃ ।
 বন্দনীয়ো হি সর্ষেযাং সংসারাক্রিত্তৌর্ষয়া ॥৯০
 তস্মাদযুযং কিমর্থং বৈ প্রাপ্তাঃ কো বা
 নরাধিপাঃ ।
 যাগং করোতি ধর্ম্মায়া হযমেধং মহাকৃতুম্ ॥৯১
 তৎসর্ষং কথয়ন্ত্ব হ্যাস্ত বাহস্ত পালনে ।
 স্মরন্ত রঘুনাথাজিৎ স্মৃষ্বা স্মৃষ্বা পুনঃপুনঃ ॥৯২
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মুনেষিস্মরয়াগতাঃ ।
 রঘুনাথং স্মরন্তস্তে শ্রোচুরারণ্যকং মুনিম্ ॥৯৩
 ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাশ্রমেধ
 একবিশোহধ্যায়ঃ ॥

বেন। হে পুত্রত! তাঁহার সেই যজ্ঞিয়
 অশ্ব ও সৈন্যগণ সানন্দে তোমার আশ্রমে
 উপস্থিত হইবে। হে দ্বিজবর! পরে তুমি
 তাহাদিগের নিকট শ্রীরামের মনোহর পুষ্ক-
 চরিত্ত কৌতুহল করিবে এবং তাহাদিগের
 সহিত অযোধায় যাইবে। তৎপরে
 অযোধ্যানগরে, পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামকে
 অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ তুমি সংসার-
 সাগর হইতে নিস্তার লাভ করিবে। সর্ষা-
 পেক্ষা বুদ্ধিশালী মুনিবর লোমশ আমাকে
 এইরূপ কহিয়া পুনরায় বলিলেন, 'তোমার
 আর কি জিজ্ঞাস্য আছে?' তখন আমি সেই
 হিতাকাঙ্ক্ষীকে কহিলাম,—আমি আপনার
 রূপায় অদ্ভুত সমুদয় রামচরিত্রই শ্রবণ
 করিলাম এবং আপনারই প্রসাদে শ্রীরামের
 চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইব। অতঃপর সেই
 মুনিবরকে আমি প্রণাম করিলাম; তিনিও
 অভ্যুত্থান স্থানে গমন করিলেন। আমি
 তাঁহারই প্রসাদে শ্রীরামের পাদপদ্ম অর্চনা
 করিতে শিক্ষা করিয়াছি। সেই আমি
 তদবধি নিরলস্তুভাবে নিরন্তর শ্রীরামের
 চরণ যুগল স্মরণ এবং মুহুর্ষুহ তদীয় গুণগান

করিয়া থাকি। আমি মনোমোহন তাঁহার
 গুণগানদ্বারা অপর জনগণকেও পবিত্র
 করিয়া থাকি এবং পুনঃপুনঃ সেই মুনিবাক্য
 স্মরণ করিয়া শ্রীরামের দর্শন পাইব বলিয়া
 অপার আনন্দ প্রাপ্ত হই। এই মহীমণ্ডলে
 আমিই ভাগ্যবান, আমিই কৃতকৃত্তা ও
 আমিই ধস্ত, কারণ অচিরে আমার
 শ্রীরামের চরণারবিন্দ দর্শনাভিলাষ সফল
 হইবে। সেই মহামুনির বাক্যানুসারে
 সকলেরই সংসারসাগর পার হইবার
 নিমিত্ত সেই মোহনমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন
 ও বন্দনা করা উচিত এবং তৎক্ষণাই
 জিজ্ঞাসা করিতেছি, রঘুবংশীয় কোন মহাত্মা
 নরাধিপ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন?
 এবং তোমরাই বা কি অভিপ্রায়ে মদীয়
 আশ্রমে আগত হইয়াছ? এক্ষণে আমার
 তৎসমুদয় বিষয় বল এবং রঘুনাথের চরণ-
 যুগল স্মরণ করিতে থাক, আর তাঁহাকেই
 পুনঃপুনঃ স্মরণপূর্ব্বক অশ্রয়ার্থ যথেষ্ট
 গমন করা' সেই অশ্রয়ার্থ জনগণ
 আরণ্যকমুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণে
 সান্তিভয় বিষয়াধিত হইয়া রঘুনাথকে স্মরণ

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

তে পৃষ্টা মুনিবর্ষেণ রামচারণমুত্তমম্ ।
 ধন্তং সভাগ্যং মনানাং প্রোচুরাত্মানমাদরাৎ ৷ ১
 জনা উচুঃ ।
 পবিত্রিতা বয়ং সর্বে দর্শনেন তবাধুনা ।
 যদ্রামকথয়াত্মানং বৈ পাবয়ন্তধুনা জনান ॥ ২
 শৃণুষ বচনং তথ্যং ভবনং ব্রহ্মসিসংসম ॥
 ত্বয়া পৃষ্টং যদম্ভভাং সর্বং তৎকথয়াম বৈ ॥ ৩
 অগস্ত্যবাক্যঙ্কীরামো িপ্রহত্যা পহন্তয়ে ।
 যাগং করোত সুমহান সর্বসত্তারসঙ্কৃতম্ ॥ ৪
 তং পালয়ানাং সর্বে বৈ অদাশ্রমমুপাগতাঃ ।
 অশেন সহিতা বিপ্র তজ্জনানীহি মহামতে ॥ ৫

ইতি বাক্যং সমাকর্ণা মনোহারি রসায়নম্ ।
 অত্যন্তং হর্ষমাপেদে ব্রাহ্মণো রামভক্তিমান ॥ ৬
 অদ্য মে কলিতো বৃক্ষ মনোরথশ্রিয়াধিতঃ ।
 অদ্য মে জননৌ মাং যৎ সুবুবে তদভুদৃতম্ ॥ ৭
 অদ্য রাজ্যং ময়া প্রাপ্তং কণ্টকৈশ্চ বিবর্জিতম্
 অদ্য কোশাঃ সুসম্পন্ন অদ্য দেবাঃ সুতো-
 ষিতাঃ ॥ ৮
 অগ্নিহোত্রকলং অদ্য প্রাপ্তং মে হবিষা হৃতম্ ।
 যদদ্রেক্ষ্যে রামচন্দ্রে চরণাভ্যো কহোর্গুণম্ ॥ ৯
 যো নিত্যং ধ্যায়তে শাস্তে অযোধ্যায়াঃ
 পতিঃ প্রভুঃ ।
 স মে দৃগ্গোচরো নুনং ভবিষ্যতি মনোহরঃ ॥
 হনুমান মাং সমালিঙ্গ্য প্রক্যাতে কুশলং মম ।
 ভক্তিং মে মহতীং দৃষ্টা তোষং প্রাপ্যতিসত্তমঃ

করত মুনিবরকে যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান
 করিয়াছিল । ৭৮—১০ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—সেই জনগণ, মুনি-
 বর কর্তৃক শ্রীরামের সুমহৎ কার্যের বিষয়
 জিজ্ঞাসিত হইয়া স্ব স্ব আত্মাকে ধন্ত ও
 সৌভাগ্যশালী মনে করত সাদরে
 কহিল,—মুনে! আপনি যখন অধুনা এই
 জনগণকে রামকথায় পবিত্র করিতেছেন,
 তখন এক্ষণে আমরা সকলে ভবদীয়দর্শনে
 নিম্পাপ হইলাম । হে ব্রহ্মসিসংসম! সত্য
 কথা শ্রবণ করুন, আপনি আমাদের যথা
 জিজ্ঞাসা করিলেন তৎসমুদয় বলিতেছি ।
 পরম-মাহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রেই ব্রহ্মহত্যা পাপের
 শাস্তির নিমিত্ত অগস্ত্যমুনির বাক্যানুসারে
 সর্বোপকরণ-সম্পন্ন অশ্বমেধ যাগ করিতে
 প্রবৃত্ত হইয়াছেন । হে মহামতে বিপ্রবর!
 আমরা সকলে তাঁহারই যজ্ঞের অধিকে রক্ষা
 করত সেই অশ্বের সহিত আপনার আশ্রমে

উপস্থিত হইয়াছি । শ্রীরামভক্ত বিজবর
 আরণ্যক জনগণমুখে রসায়ন স্বরূপ এবাবিধ
 মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব হর্ষ প্রাপ্ত
 হইলেন । তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—
 অদ্য আমার মনোরথ-বৃক্ষ কলিত হইয়া
 পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিল, মদীয়
 জননৌ যে আমায় প্রসব করিয়াছিলেন
 অদ্য তাহা সার্থক হইল । অদ্য আমি
 অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইলাম, অদ্য
 আমার অতুল ঐশ্বর্য্য হইল এবং আমি
 দ্বারা দেবগণ সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন ।
 অহো! আমি যখন শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল
 নিরীক্ষণ করিতে পাইব, তখন, এককাল
 যে স্তুতাহুতি প্রদান করিরাছি, অদ্য আমি
 সেই অগ্নিহোত্রের ফল প্রাপ্ত হইলাম ।
 অযোধ্যাধিপতি যে প্রভুকে আমি এককাল
 নিরন্তর মনোমধ্যে ধ্যান করিতেছি, অধুনা
 সেই যোহনমূর্ত্তি শ্রীরাম নিশ্চয়ই আমার
 দৃষ্টিগোচর হইবেন । নিশ্চয়ই পরম সাধু
 হনুমান আমায় আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল
 জিজ্ঞাসা করিবেন এবং নিশ্চয়ই তিনি
 শ্রীরামের প্রতি মদীয় মহতী ভক্তি দর্শনে

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য হনুমান্ কপিসম্ভবঃ ।
 জগ্ৰাহ পাদযুগলং মূনেন্নরায়ণ্যকস্ত হ ॥ ১০
 স্বামিন্ হনুমান্ বিপ্রর্ষে সেবকোহহং পুংঃস্থিতঃ
 জ্ঞানীহি রামদাসস্ত রেণুকল্পঃ মুনীশ্বর ॥ ১৩
 ইত্যুক্তবতি তস্মিন্ বৈ মুনিঃ পরমহর্ষিতঃ ।
 আলিঙ্গিত্ব হনুমন্তং রামভক্ত্য্য সুশোভিতম্ ॥
 উভৌ প্রেমবিনির্ভিন্নাম্ভাবভাবপি সুধাপ্তভৌ ।
 স্থগিতৌ চিত্রলিখিতাবিব তত্র বভূবতুঃ ॥ ১৫
 উপবিষ্টৌ কথাস্তস্ত চক্রতুঃ স্মনোহহয়ঃ ।
 রঘুনাথপদান্তোক্ত-জীতিনির্ভরমানসৌ ॥ ১৬
 হনুমাৎস্তমুবাচেদং বচৌ বিবিধশোভনম্ ।
 আরণ্যকং মুনিবয়ং রামাজ্জি-ধ্যাননির্ভৃতম্ ।
 স্বামিবয়ং দশরথ-কুলহীরাঙ্কুরৌ মহান্ ।
 রামভাতা মহাশুরঃ শক্রয়ঃ প্রণমত্যসৌ ॥ ১৮
 লবণৌ যেন নিহতঃ সর্বলোকভয়ঙ্করঃ ।

সম্ভট্ট হইবেন। কপিবর হনুমান্ ঈদৃশ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া আরণ্যকমুনির পাদযুগল
 ধারণপূর্বক কাহলেন,—হে স্বামিন্! হে
 বিপ্রর্ষে! এই আমিই সেই জীরাামসেবক
 হনুমান, মুনীশ্বর! আমাকে জীরাামের কিঙ্কর-
 গণমধ্যে রেণুকল্প জানিবেন। ১—১৩।
 হনুমান এইরূপ কহিলে মুনিবর আরণ্যক
 পদ্মর আনন্দিত হইয়া রামভক্তি-সুশোভিত
 হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে
 উভয়েই প্রেমরসে বিভোর এবং উভয়েই
 যেন সুধারসে পরিব্যাপ্ত হইয়া তথায় কিয়ৎ-
 কাল যেন চিত্র-লিখিতের স্থায় নিষ্পন্দভাবে
 অবস্থিত রহিলেন। পরে উভয়ে উপবিষ্ট
 ও রঘুনাথের জীচরণারবিন্দ-প্রেমে পরিপূর্ণ-
 হৃদয় হইয়া জীরাাম সম্বন্ধে নানাবিধ অতি-
 মনোহর কথোপকথন করিতে লাগিলেন।
 অনন্তর হনুমান, জীরাামের ধ্যানে বিভোর
 মুনিবর আরণ্যককে এইরূপ পদ্মর শোভন
 বাক্য বলিলেন,—স্বামিন্! যিনি এই আপ-
 নাকে প্রণাম করিতেছেন, ইনি জীরাামের
 ভ্রাতা এবং মহাশ্মা মহাবীর ও দশরথকুলের
 হীরকখণ্ডস্বরূপ, ইহার নাম শক্রয়। ইনিই,

কৃতান্ত স্তম্বিনঃ সর্ষে মুনয়ঃ স্তুতশোধনাঃ ॥১২
 এষ পুঙ্কলনামা স্বাঃ নমস্ত্যক্তটসেবিতঃ ।
 যেনাধনা মহাবীর্য জিতাঃ সমরমণ্ডলে ॥ ২০
 জানীহেতং বহুগুণং রামামাত্যং মহাবলম্ ।
 প্রাণপ্রিয়ং রূপভেদে সঙ্কতেঃ ধর্ম্মকোবিদম্ ॥২১
 সুবাহুরয়মত্যাগৌ বৈরিবংশদবানলঃ ।
 রামপাদান্তরোলম্বো নমতি স্বাঃ মহাযশাঃ ॥২২
 স্মদোহপ্যেব পার্শ্বত্যা দস্তরামাজ্জিবসেবয়া ।
 প্রাণোহধুনা স্বসংসার-বার্দ্ধিনিস্তরণং মহান্ ।
 সত্যবান্ রামমখং যঃ প্রাণমাঙ্কিত্য সেবকাৎ ।
 রাজ্যং নিবেদয়ামাস স স্বাঃ প্রণমতি ক্রিতৌ ॥
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য সমালিঙ্গনমাদরাৎ ।

সর্বলোকভয়ঙ্কর লবণাসুরকে নিহত করিয়া
 সমুদয় তপোধন মুনিরূপকে স্তম্বী করিয়া-
 ছেন। অপর এই ব্যক্তি যে আপ-
 নাকে নমস্কার করিতেছেন, ইহার নাম
 পুঙ্কল, মহা মহাবীরগণ ইহার সেবা করিয়া
 থাকেন, ইতিপূর্বেই ইনি সমরক্ষেত্রে মহা
 মহাবীররূপকে পরাজয় করিয়াছেন। এই
 যে ব্যক্তি, প্রণাম করিলেন, ইহাকে সর্বজ্ঞ,
 ধর্ম্মকোবিদ, মহাবল ও বহুগুণশালী
 জীরাামের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় অমাত্য জানি-
 বেন। এই যে মহা প্রতাপশালী ব্যক্তি,
 আপনাকে নমস্কার করিতেছেন, ইহার নাম
 সুবাহু, ইনি বৈরিবংশরূপ মহাকাননের
 দাবানল এবং জীরাামের চরণারবিন্দের ভ্রমর-
 স্বরূপ ও মহাযশস্বী। এই যে ব্যক্তিকে
 দোষিতেছেন, ইনি অতিমহাশ্মা, ইহার নাম
 স্মদ, ভগবতী পার্শ্বতী ইহাকে জীরাামের
 চরণসেবার উপদেশ দেওয়ায় ইনি এক্ষণে
 তৎকার্য্যকলে সংসার-সাগর হইতে নিজার
 প্রাণ হইয়াছেন এবং এই যে ব্যক্তি,
 ক্রিতত্তলে আপনাকে প্রণাম করিতেছেন,
 ইহার নাম সত্যবান্, ইনি সেবকগণের
 প্রমুখাৎ জীরাামের যজ্ঞিয় অথ আসিরাছে
 গুনিয়াই জীরাামচরণে স্বীয় সমুদয় রাজ্য উৎ-
 সর্গ করিয়াছেন ১৪—২৪। হনুমানের মুখে

চকারাণ্যকৰ্ম্মিঃ স্বাগতঃ কলকাদিনা । ২৫
 তে হৃষ্টাস্তত্র বসতিঃ চকুর্মুনিবরাজমে ।
 প্রাতর্নিত্যক্রিয়াঃ কৃত্বা রেবাধাঃ তে মহোদ্যমাঃ
 নরযানমথারোপ্য সের্বকৈঃ সহিতঃ মুনিম্ ।
 শক্রয়ঃ প্রাপয়ামাসাযোধ্যাঃ রামকৃতালয়াম্ ।
 স দূরায়গরীং দৃষ্ট্বা স্বর্ধ্যবঃ শনুপোষিতাম্ ।
 পদাতিরত্তবদবেগাদ্রঘূনাখাদিদৃক্ষয় । ২৮
 সম্প্রাপ্য নগরীং রম্যামযোধ্যাঃ জনশোভি-
 তাম্ ।
 মনোরথসঙ্কশ্ৰেণ সংকুটো রামদর্শনে ॥ ২৯
 দদর্শ তত্র সরযু-তীরে মণ্ডপশোভিতে ।
 রামং দূরীদলশ্রামং কঙ্কান্তিবিলোচনম্ ॥ ৩০
 মুগশূকঃ কটৌ রম্যং ধারয়ন্তঃ শিষ্যব্রিতম্ ।
 ঋষিবৃন্দৈর্বাসুহৃদৈর্বৃতঃ শুরৈঃ সুসেবিতম্ ॥

এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আরণ্যক ঋষি
 সাদরে সকলকে আলিঙ্গন ও স্বাগত-প্রশ্ন-
 পূর্বক কলাদিকানে তাঁহাদের আতিথ্য করি-
 লেন। তাঁহারা সকলেই সানন্দ চিত্তে তদি-
 বস সেই মুনিবরের আশ্রমে অবস্থানপূর্বক
 প্রাতঃকালে রেবানদীতে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া
 সমাপন করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। অন-
 স্তর শক্রয়,সেই মুনিবরকে শিবিকায় আরো-
 হণ করাইয়া কতিপয় সেবক-সমভিব্যাহারে
 ঐরামের অধিষ্ঠিত অযোধ্যায় প্রেরণ করি-
 লেন। অতঃপর মুনিবর আরণ্যক দূর
 হইতে স্বর্ধ্যবংশীয় নৃপবর রামচন্দ্রের অধি-
 ঠিত অযোধ্যা নগরী দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ
 ঐরামের দর্শনাভিলাষে পদত্ৰজে গমন
 করিতে আরম্ভ করিলেন। অনস্তর ঐরাম-
 দর্শনে অসীমাতলাষী সেই মুনিবর বিবিধ-
 জনসমূহশোভিত রমণীয় অযোধ্যায় প্রবেশ
 করিয়া দেখিলেন,—সরযুতীরে সুরমা মণ্ডপ-
 মধ্যে পদ্মপলাশলোচন নবদূরীদলশ্রাম
 ঐরামচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন; কটিদেশে
 রমণীয় মুগশূক ধারণ করায় তাঁহার পরম
 সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ব্যাসাদি
 ঋষিবৃন্দে পরিবৃত আছেন এবং শুরগণকঙ্ক

ভরতেন সুমিত্রায়াস্তমুজেন পরীর্তম্ ।
 দদতঃ দীনসজ্জঘোজো দানানি প্রার্থিতানি তম্
 বিলোকারণ্যাকাহ্নেহাসৌ কৃতার্থ ইত্যমস্ত
 মল্লোচনে পদ্মদল-সমানে রামলোককে ॥ ৩৩
 অদ্য মে সর্ষশাস্ত্রম্ জাতৃ হং বহু সার্ককম্ ।
 যেন ঐরামমাজ্যায় প্রাপ্তোহযোধ্যাঃ পুরী-
 মিগাম্ ॥ ৩৪
 ইত্যেবমাবিবচনানি বহুনি হৃষ্টৌ
 রামাজ্জদর্শনসুহৃদিত্বেগাত্ৰশোভৌ ।
 প্রায়াজমেখ রসমীপমগম্যমন্তৌ-
 যোগেশ্বরেণপি বিচারপটৈঃ সুদূরম্ ॥ ৩৫
 বশোহহমদ্য রামস্ত চরণাবক্ষণোগোরৌ ।
 করিষ্যামি বশে রম্যং বদন রামমবেক্ষয়ন ॥ ৩৬
 বামোহপি পাডবশ্রেষ্ঠ জলন্তঃ শ্বেন চেজসা ।

সুসেবিত হইতেছেন। ২৫—৩১। তাঁহার
 উভয় পাশ্বে ভরত ও লক্ষণ, তিনি
 দীন-দারদ্রসমূহকে তাহাদের পার্গত বস্ত-
 নিচয় প্রদান করিতেছেন। মুনিবর আর-
 ণ্যক তাদৃশ ঐরামচন্দ্রকে বিলোকনপূর্বক
 মনে করিলেন, আজ যখন রামরূপ দর্শন
 বরিলাম, তখন আমার এই পদ্মদলবৎ
 বিশাল লোচনদ্বয় সার্থক হইল। আমি
 যে জ্ঞাননিবন্ধন ঐরামকে পরমার্থরূপে অব-
 গত হইয়া এই অযোধ্যাপুরী আসিয়াছি,
 আজ আমার সেই সর্ষশাস্ত্রজ্ঞান সার্থক
 হইল। মুনিবর তারণ্যক ঐরামদর্শনে
 রোমাঞ্চিতকলেবর ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে
 মনে ইত্যাদি নানাপ্রকার বাচ্য বলিতে
 বলিতে যিনি তাকিকগণের তর্কের অতীত
 এবং অস্তান্ত পরম যোগিগণেরও অগম্য
 সেই রমানাথ ঐরামের সমীপে উপস্থিত
 হইলেন। তখন বিবেচনা করিলেন, আমি
 যখন আজ ঐরামমূর্ত্ত দর্শন করত রমণীয়
 অতীষ্ট বাক্য বলিতে বলিতে ঐরামের
 রণমুগল দৃষ্টিগোচর করিব, তখন আমিই
 বশ। ৩২—৩৬। এদিকে ঐরামচন্দ্রেণ
 শ্যৈ চেজঃপ্রভায় দেদীপ্যমান সাক্ষাৎ

তপোমূর্তিধরঃ বীক্ষ্য প্রত্যাখানমথাকরোৎ ।
 রামচন্দ্রস্তস্ত পাদৌ স্মৃচিরং নভবান্ মহান ।
 ব্রহ্মণ্যদেব পাবিত্র্যং কৃতমদ্য তনোর্মম ॥ ৩৮
 ইতি বাক্যং বদন্তস্ত পাদয়োঃ পতিতঃ প্রভুঃ
 সুরাসুরনমস্কোলি-মণিনৌরাজিতাভিষ্কিকঃ ॥ ৩৯
 প্রণতঃ তং নৃপশ্রেষ্ঠং বাডবেন্দ্রো মহাপাঃ ।
 গৃহীত্বা ভুজয়োর্মধ্যমালিলিক্ প্রিং প্রভুম্ ॥
 কৌশল্যাতনয়স্তং বা উচ্চৈশ্মণিময়াসনে ।
 সংস্থাপ্য চ পদোর্থিগ্মং জলেনাক্ষালয়ং প্রভুঃ ॥
 পাদাবনেজনেনোদস্ত মস্তকেহধাকরিঃ স্তম্ ॥
 পবিত্রিত্যোহদ্য সগণঃ সকুটুদ্ব ইতি ক্রবন্ ॥৪২
 চন্দনেন বিলিপ্যাথ গাঞ্চ প্রাদাৎ পয়স্বিনীম্ ।
 উবাচ চ বচো রম্যং দেবদেবেন্দ্রেসেবিতঃ ॥ ৪৩
 স্বামিন মথো ময়া বাজিমেষসংস্তঃ ক্রিয়েত হ ।

তপোময়মূর্তি মূনিবরকে নিরীক্ষণপূৰ্ব্বক
 অভ্যুত্থান করিলেন। অনন্তর মহাশয়
 রামচন্দ্র বহুক্ষণ সেই মূনির চরণে প্রণাম
 করিলেন। সমুদয় সুরাসুরগণও অবনত
 মস্তকে কিরীটমণিপ্রভায় ষাঁহার চরণযুগল
 উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, সেই প্রভু স্ত্রীরাম-
 চন্দ্র তখন “হে ব্রহ্মণ্যদেব! আজ আমার
 দেহ পবিত্র করিলেন” এইরূপ বাক্য বলিতে
 বলিতে তদীয় চরণে নিপতিত হইলেন।
 মহাতপা বাডবেন্দ্র আরণ্যক, সেই প্রণত,
 প্রিয়, প্রভু, নৃপবর রামচন্দ্রকে ভুজদ্বয়ের
 মধ্যে ধারণ করত আলিঙ্গন করিলেন।
 অতঃপর কৌশল্যাতনয় প্রভু রামচন্দ্র,
 তাঁহাকে উচ্চ মণিময় আসনে উপবেশন
 করাইয়া জলদ্বারা তদীয় পাদযুগল প্রক্ষালন
 করিয়া দিলেন এবং “অদ্য আমি বহুবাক্য
 ও পরিজনবর্গের সহিত পবিত্র হইলাম” এই
 কথা বলিয়া মূনিবরের পাদোদক স্বয়ং মস্তকে
 ধারণ করিলেন। ৩৭—৪২। পরে দেব-
 দেবেন্দ্রেসেবিত রাম, মূনিবরের চরণে
 চন্দন লেপনপূৰ্ব্বক তাঁহাকে পয়স্বিনী
 গোদান করিলেন এবং এইরূপ মধুর বাক্য
 বলিলেন যে, স্বামিন! আমি যে অশ্বমেধ-

সোহয়ং ত্ৰচরণায়ানাদদ্য পূর্ণো ভবিষ্যতি ।
 অদ্য মে ব্রহ্মহত্যাখ-পাপহানিং করিষ্যতি ।
 অশ্বমেধকতুর্ভুস্কচরণেন পবিত্রিতঃ ॥ ৪৫
 ইতি বাক্যং ক্রাণং তং রাজরাজেন্দ্রেসেবিতম্
 আরণ্যক উপাচেষদং হসন্ মাধব্যা গিরা মূনিঃ ॥
 স্বামিস্তব তু যুকঃ হি বচো ব্রহ্মণ্য ভূমিপ ।
 ত্ৰন্যর্চয়ো মহাশয় ব্রাহ্মণ্য বেদপারগাঃ ॥ ৪৭
 ব্রহ্মেদ্ব্যাক্ষং পূজাদি-কর্ম্য কার্যং করিষ্যসি ।
 ততোহখিলা নৃপা বিপ্রান্ পূজয়িষ্যন্ত ভূমিপ ॥
 ত্ৰয়োক্তং যদ্যগরাজ বিপ্রহত্যাপনুস্তয়ে ।
 যাগং করোমি বিমলং তত্তু হান্তকরং বচঃ ॥ ৫০
 ব্রহ্মামশ্ররণানুচঃ সর্বশাস্ত্রবিবর্জিতঃ ।
 সর্বপাপাক্রিমুস্তৌধ্যং স গচ্ছেৎপরমং পদম্ ॥ ৫০
 সর্ববেদেতিহাসানাং সারার্থোহধর্মিতি স্কুটম্ ।
 যদ্রামনামশ্ররণং ক্রিয়তে পাপতারকম্ ॥ ৫১
 তাবদগর্জ্যন্ত পাপানি ব্রহ্মহত্যাশ্রমনি চ ।

যজ্ঞ করিব, তাহা আপনার এ স্থানে পদার্পণ
 হেতুই পূর্ণ হইবে। আমার অশ্বমেধ যজ্ঞ,
 আপনারই চরণ-ধূলিদ্বারা পবিত্র হইয়া
 আঁচরে আমার ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক বিদূ-
 রিত করবে। রাজরাজেন্দ্রেসেবিত স্ত্রীরাম-
 চন্দ্র এইরূপ বলিলে মূনিবর আরণ্যক হাত্ত
 করত স্তম্ভুর বাক্যে বলিলেন,—হে স্বামিন!
 হে ব্রহ্মণ্য ভূমিপ! এরূপ বাক্য আপনারই
 উপযুক্ত, কারণ, মহারাজ! বেদপারগ
 ব্রাহ্মণগণ ত আপনারই মূর্তি। হে ভূমিপ!
 আপনি যদি ব্রাহ্মণগণের পূজাদি করেন,
 তাহা হইলে অস্তান্ত নৃপগণও বিপ্রগণকে
 পূজা করবেন। মহারাজ! আপনি যে বলি-
 লেন “ব্রহ্মহত্যা পাপের নাশের নিমিত্ত আমি
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব,” আপনার এই কথা
 নিতান্তই হান্তকর। কারণ, যে ব্যক্তি সর্ব
 শাস্ত্রবিবর্জিত নিতান্ত মূর্থ সেও আপনার
 নাম শ্ররণে সর্বিধি পাতকরূপ মহার্ঘ্য হইতে
 উদ্ধীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 স্ত্রীরামচন্দ্রের নামশ্ররণ যে সর্বপাপবিনাশক,
 ইহাই সমুদয় বেদ-পুরাণেরই পরিষ্কুট

ন যাবৎ প্রোচ্যতে নাম রামচন্দ্রে তব ক্ষুটম্ ।

অন্নামগর্জনং শ্রদ্ধা মহাপাতককুণ্ডলাঃ ।

পলায়ন্তে মহারাজ কুত্রচিৎ স্থাননিপ্পয়াঃ । ৪০

তস্মাশ্চিব কথং হত্যা মহাপুণ্যদর্শন ।

রাম তৎসুকথাং শ্রদ্ধা পূতঃ সর্বো ভবিষ্যতি ।

যয়া পূর্বে কৃতযুগে গন্ধাতীরবাসিনাম্

ঋষীণাং মুখতো বাক্যং শ্রুতমস্তি পুরাবিদাম্ ।

তাবৎপাপতিমুঃ পুংসাং কাতরাণাং সুপাপিনাম্

যাবন্ন বদতে বাচা রামনাম মনোহরম্ । ৫৬

তস্মাদ্ভ্রান্তোহহমধুনা মম সংস্থিতনাশনম্ ।

সাম্প্রকং সুলভং রামচন্দ্রে বদদর্শনাদভুৎ । ৫৭

ইতুক্তবস্তুং স মুনিং পূজয়ামাস তত্র বৈ ।

সর্বো মুনিজনঃ সাধু সাধু বাক্যমিতি কবন । ৫৮

শেষ উবাচ ।

অ দ্ব্যশ্চর্যামভূদ্যযুত তমে নিগদতঃ শৃণু ।

বাৎস্রায়ন মুনিশ্রেষ্ঠ রামভক্তিপরায়ণ । ৫৯

রামং দৃষ্ট্বা মহারাজং যাদৃশং ধ্যানগোচরম্ ।

অত্যন্তং হৃষ্যাপন্নো জগাদ স মুনীশ্বরান্ । ৬০

মুনীশ্বরাঃ শৃণু ত ভো মধ্যাক্যং সুননোরয়ম্ ।

মাদৃশং কো হু ভুলোকে ভবিষ্যতি সুভাগ্যবান্

নাস্তি মম সমঃ কোহপি ন জাতো ন ভবিষ্যতি

যদ্যামভদ্রো নস্মা মাং স্বাগতং পরিপৃষ্টবান্ । ৬২

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিযুগ্যং সদৈব হি ।

সোহন্দা মৎপাদয়োঃ পাথঃ পীত্বা পুতযমমৃত ।

এবং প্রবদত পশু ব্রহ্মখোচৌহভবঃশপা ।

সায়ুত্বামুক্তিঃ সম্প্রাপ দুর্লভাং যোগিভিজ্ঞানৈঃ

দ্বিবি ভূবানিনাদোহ ভূদ্বীণানাদোহভবস্তদা ।

সার্বার্থ। হে রামচন্দ্রে! মানবগণ যাবৎ-

কাল সুস্পষ্টরূপে আপনার নামোচ্চারণ না

করে, তাবৎকাল পর্যন্তই তাহাদিগের ব্রহ্ম-

হত্যাসম গুরুতর পাপনিচয় গর্জন করিয়া

থাকে। মহারাজ! আপনার রামনামের

গর্জন শ্রবণে মহাপাপরূপ কুঞ্জরসকল আশ্রয়-

স্থান লাভাশায় কোথায় পলায়ন করে,

তাহার অনুসন্ধান থাকে না। রাম! ভব-

দীয় দর্শনই যখন জীবগণের মহাপুণ্যপ্রদ,

এবং আপনার মনোহর চরিত্রকথা শুনিলে

যখন সকলেই পবিত্র হয়, তখন আপনার

আবার ব্রহ্মহত্যা কি? আমি পূর্বে সত্য-

যুগে গন্ধাতীরবাসী পুরাবিদ ঋষিগণের

শ্রমুখ্যৎ এই কথা শুনিয়াছি যে, মানবগণ

যাবৎকাল না সুস্পষ্ট বাক্যে মনোহর রাম-

নাম বলে, তাবৎকাল পর্যন্তই ব্যাকুলহৃদয়

মহাপাতকী জনগণের পাপভয় থাকে।

৪০—৫৬। অতএব রামচন্দ্রে! আমিই

ধন্ত, অধুনা ভবদীয় দর্শনে অনায়াসেই

আমার সংসারক্লেশ তিরোহিত হইয়াছে।

আরণ্যক মুনি এইরূপ কহিলে জীরামচন্দ্রে

উঁহাকে যথোচিত পূজা করিলেন এবং তৎ-

কালে তথায় অবস্থিত মুনিজনসকল সাধু

সাধু বলিতে লাগিলেন। অনন্তদেব বলি-

লেন,—মুনিবর বাৎস্রায়ন! তুমি জীরামের

পরমভক্ত, এক্ষন্ত ঐ সময়ে যে আশ্চর্য

ঘটনা ঘটয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ

কর। সেই মুনিবর আরণ্যক, চিরদিন

অন্তরে যেরূপ ধ্যান করিয়াছিলেন, সেইরূপ

মহারাজ জীবামচন্দ্রকে স্তব্ধে নিরীক্ষণ-

পূর্বক পরম আনন্দিত হইয়া মুনিবরগণকে

কহিলেন, হে মুনিবরগণ! আমার অতি

মনোহর মহাভাগোর বিষয় শ্রবণ করুন;

এই ভুলোকে আমার স্তায় সৌভাগ্যশালী

আর কে হইবে? স্বয়ং রামভদ্র যখন

আমায় প্রণামপূর্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছেন, তখন বস্তুতঃ মৎসদৃশ ভাগাবান

কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবেও না।

৫৭—৬১। বেদসমূহও স্বীকার পাদপঙ্কজ-

রজঃ সর্বদা অনুসন্ধান করিচ্ছে, তিনিই

কি'না আমার পাদোদক পান করিয়া আপ-

নাকে পবিত্র মনে করিলেন। এইরূপ বলিতে

বলিতেই আরণ্যকের ব্রহ্মরজঃ ক্ষুটিত হইল;

তখন তিনি, যোগিগণেরও দুর্লভ সায়ুজ্য

শক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে স্বয়ং

পুষ্পরূপীঃ পপাতাগ্রে পশুতাং চিত্রমদ্ভুতম্ । ৬৫
 মুনয়োহপ্যেত্যদৌক্ষিণ্য প্রশংসন্তো মুনীশ্বরম্ ।
 কৃতার্থোহয়ং মুনিশ্রেষ্ঠো যদ্রামবপুষীক্ষিতঃ । ৬৬
 ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

এতদাখ্যানকং শ্রুত্বা বাৎস্তায়ন উদারবধীঃ ।
 পরমং হর্ষমাপেদে জগাদ চ ফণীশ্বরম্ । ১
 বাৎস্তায়ন উবাচ ।
 কথং সংশ্রুত্বো মহ্যং তৃপ্তিনীশিত্তি ফণীশ্বর ।
 রঘুনাথস্ত ভক্তার্হিহারিকীর্তীকরস্য বৈ । ২
 ধস্ত আরণ্যকো নাম মুনীর্ষেদধরঃ পরঃ ।
 রঘুনাথং সমালোকা দেহং ততাজ্ঞ নম্বরম্ ॥ ৩

সুমধুর চন্দ্রভি-নির্নাদ ও বীণাধ্বনি এবং
 দর্শকবৃন্দের অগ্রে পুষ্পরূপী হইতে লাগিল ।
 মূনিগণও এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে মুনি-
 বর আরণ্যককে প্রশংসা করত কহিতে
 লাগিলেন,—যখন রাম-কলেবরে মিলিত
 হইতে দৃষ্ট হইলেন, তখন মূনিবর আরণ্যকই
 যথার্থ কৃতার্থ । ৬৩—৬৬ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—উদারমতি বাৎস্তায়ন,
 এই ইতিবৃত্ত শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া
 সর্পরাজকে বলিলেন,—হে ফণীশ্বর! আপ-
 নার মুখে ভক্তগণের ক্লেশ-বিনাশক-
 কীর্তীকর রামচরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার
 তৃপ্তি হইতেছে না । যিনি, রঘুনাথকে দর্শন
 করিয়া নম্বর দেহ পরত্যাগ করিয়াছেন,
 সেই বেদপরাধণ আরণ্যক মূনিই ধস্ত ।
 ফণীশ্বর! বনুন, তাহার পর রাজা রাম-

তশো রাজ্ঞো হয়ঃ কৃত্র গত্যঃ কেম নিয়ন্তিতঃ ।
 কথং তত্র রমানাথ-কীর্তীজ্জাতা ফণীশ্বর । ৪
 সর্বং কথয় মে তথ্যং সর্বজ্ঞোহস্তি যতো
 ভবান্ ।
 ধরাদধরবপূর্দারী সাক্ষাত্তস্ত স্বরূপধ্বং । ৫
 ব্যাস উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য প্রহৃষ্টেনাস্তরাস্বনা ।
 উবাচ রামচারিত্রং তন্তদ্গুণকথোদয়ম্ । ৬
 শেষ উবাচ ।

সাদু পৃচ্ছসি বিপ্রর্থে রঘুনাথগুণান্ মুহুঃ ।
 শ্রুতানশ্রুতবৎকৃত্বা তেবু লোলুপতাং দধৎ ॥ ৭
 ততো নিরগমদ্বাহঃ সৈনিকৈর্কর্ষতিবর্ত্তঃ ।
 রেবাতীরে মনোহারে মুনিবৃন্দনিষেবিতৈঃ । ৮
 সেনাচরাস্ততঃ সর্ষে যত্র বাহস্ততস্ততঃ ।
 প্রসূর্ণান্তি নিরীক্ষস্তস্তমার্গং রণকোবিদাঃ । ৯
 বাজৌ গতোহথ রেবায়্য হৃদেহগাধজলাধিতৈঃ ।

চন্দ্রের যজ্ঞিষাষ কোথায় যাইল, কেবা
 তাহাকে বন্ধ করিয়াছিল এবং কি প্রকারেই
 বা রমানাথ রামচন্দ্রের মহীয়সী কীর্তী হইল ?
 অনন্ত-মূর্ত্তিধারী আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্
 শ্রীরামের স্বরূপ, ও সর্ষজ্ঞ, অতএব আমাকে
 সত্যরূপে তৎসমুদয় বিষয় বলুন । ব্যাস
 বলিলেন,—সর্পরাজ এইরূপ বাক্যশ্রবণ
 করিয়া পরমহৃষ্টাস্তঃকরণে শ্রীরামের প্রসিদ্ধ
 পূর্ণ চরিত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি
 বলিলেন,—বিপ্রর্থে! তুমি রঘুনাথের গুণ-
 বলী শ্রবণে লোলুপ হইয়া বারংবার তদীয়
 গুণনিচয় শ্রবণেও, যেম কিছুই ক্ষত হও
 নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করত যে
 আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইহা তোমার
 উত্তম কার্য্যই হইতেছে । ১—৭ । বাৎ-
 স্তায়ন! তৎপরে বহুলসৈনিকগণে পরি-
 বৃত সেই অথ, মুনিবৃন্দ-নিষেবিত মনোহর
 রেবাতীরে উপস্থিত হইল; রণকোবিদ
 সৈন্তসামন্তসকলও অশেষ গমনমার্গ নিরী-
 ক্ষণ করিতে করিতে যে স্থানে সে যাইতে
 লাগিল, সেই স্থানেই উপস্থিত হইতে

ভালে স্বর্ণভবঃ পত্রঃ ধারয়ন পুঞ্জিতাক্রকঃ । ১০
 ততো জলে মমজ্জাসৌ রামচন্দ্রং যো বরঃ ।
 তদা সর্বে মহাশূরাস্তত্র বিস্ময়মাগতাঃ । ১১
 তৈঃ পরম্পরমেবোচে কথং হয়সমাগমঃ ।
 কোহত্র গন্তা জলে বাহমানেনুঃ তং মহৌদয়ম্ ।
 ইতি যাবৎসমুদ্রিণা মন্ত্রস্তে পরম্পরম্ ।
 তাবদীরশতৈঃ সার্কমাজগাম স্বযোঃ পতিঃ ১২
 তান সর্বান বিমনস্বান স দৃষ্ট্বা শক্রয়সংজিতঃ
 পপ্রচ্ছ মেঘগভীরবাচা বীরশিরোমণিঃ । ১৪
 কিং স্থিতঃ নিখিলৈরত্র সুম্মাভিঃ সত্বশো জলে
 কুত্রাশৌ রঘুনাত্ত্বা স্বপ্নজ্ঞেয় শোভিতঃ । ১৫
 জলে কিং নিমমজ্জাসৌ হুতো বা কেন মানিনা
 তন্নে কথয়ত কিপ্রং কথং যুগং বিমোহিতাঃ
 শেষ উবাচ ।
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজ্ঞো রঘুবরস্ত তে ।

থাকিল। অতঃপর ললাটে স্বর্ণপত্রধারী
 সম্মাঞ্জিতকলেবর স্ত্রীরামের সেই যজ্ঞিয়
 অশ্বর অগাধ-জলপূর্ণ সেই রেবাহ্রদে গমন
 করিল এবং জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। তৎ-
 কালে সেই ঘটনা দর্শনে সমুদয় মহাবীরগণই
 বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর বীরগণ
 পরস্পর বলিতে লাগিল, কিরূপে আমরা
 অশ্ব পাইব। কেই বা সেই অশ্ববরকে
 অননয়নার জলমধ্যে প্রবেশ করিবে?
 তাহার্য সুমুদ্র-চিন্তে এইরূপ মন্ত্রণা করি-
 তেছে, এমত সময়ে রঘুপতি শক্রয় শত শত
 বীরগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন।
 ৮—১৩। পরে বীরশিরোমণি শক্রয়,
 তাহাদিগকে ব্যাকুলহৃদয় দেখিয়া মেঘগভীর-
 বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা দলবদ্ধ
 হইয়া এই জলসমীপে কিজন্ত চিত্তাঙ্কিতের
 স্তায় অবস্থান করিতেছ? স্বর্ণপত্র-শোভিত
 রঘুনাত্ত্বের অশ্ব কোথায়? সে কি জলমধ্যে
 নিমগ্ন হইয়াছে? না কোন বীরাভিমানী
 তাহাকে হরণ করিয়াছে? অথবা আমরা বল,
 কেন তোমরা বিমোহিত হইয়াছ? রাজা
 রঘুবর শক্রয়ের এই কথা শুনিয়া সেই

কথয়ামাস্তুস্তং সর্বে বীরাঃ শূরশিরোমণিম্ । ১৭
 জনা উচুঃ ।
 স্বামিন বয়ং ন জানীমো মুহূর্ত্তমভবজ্জলে ।
 নিমমজ্জ ততো নার্যাক্রয়ন্তব মনোহরঃ । ১৮
 ত্রমেব তত্র গত্বেমং বাহমানয় বেগতঃ ।
 অস্মাভিস্তত্র গন্তব্যং ত্বয়া সার্কং মহামতে । ১৯
 ইতি ঋত্বা বচন্তেষাং সৈনিকানাং রঘুহঃ ।
 খেদঃ প্রাপ্য জনান পশ্চান জলসন্তরণোদ্যতান
 উবাচ মন্ত্রিমুখ্যঃ স কিং কর্তব্যমতঃ পরম্ ।
 কথং বাহস্ত সস্মাভিস্তর্ভবিষ্যতি তথা বদ । ২১
 কে তত্র শুরাঃ সংযোজ্যা জলেহবেষয়িতুঃ হয়ম্
 কো বানায়যতে বাহং কেনোপায়েন ত্বদ ।
 ইতি রাজ্ঞো বচং ঋত্বা স্মৃতিস্মৃতিসন্তমঃ ।
 উবাচ সময়ে যোগ্যাং শক্রয়ং হর্ষয়িত্ব । ২৩
 স্মৃতিরুবাচ ।
 স্বামিনস্তি তব স্ত্রীমশ শক্তি রক্ষুতকর্মণঃ ।

সমুদয় বীরগণ, শূরশিরোমণি শক্রয়কে
 কহিল,—স্বামিন! আমরা জানি না কোথায়
 যাইল, এক মুহূর্ত্তকাল হইল, আপনার সেই
 মনোহর অশ্ব জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে,
 তাহার পর আর আসিতেছে না। ১৪—১৮।
 মহামতে! আপনিই অবিলম্বে জলমধ্যে
 গিয়া সেই অশ্ব আনয়ন করিতে প্রস্তুত
 হউন, আমরা আপনার সম্ভিবাচারে তথায়
 গমন করিব। রঘুনাত্ত্ব শক্রয়, সৈনিকগণের
 এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সমুদয় জন-
 গণকেই সংস্কৃত চিন্তে জলসন্তরণে উদ্যত
 দেখিবা মন্ত্রিবরকে কহিলেন,—অতঃপর কি
 কর্তব্য? কিরূপে অশ্ব পাওয়া যাইবে বল,
 এক্ষণে অশ্বের অবেষণার্থ কোন কোন
 বীরকে নিযুক্ত করা যায়? এবং কি উপায়ে
 কে বা সেই অশ্ব আনয়ন করিতে পারিবে?
 তাহা বল। মন্ত্রিবর স্মৃতি, নৃপতি শক্রয়ের
 এই কথা শুনিয়া তাহার হর্ষণোৎপাদন করত
 তৎকালোপযুক্ত এই কথা বলিলেন;—হে
 স্ত্রীমশ স্বামিন! আপনার কার্য্য অতি অসুভূত,
 এজন্ত নিশ্চয় আপনার জলমধ্য হইতে

পাতালগমনে শক্তির্জলমধ্যাদিহ ক্ষুটম্ ॥ ২৪
 অত্রচ পুঙ্কলস্তাপি শক্তিরস্ত মহাশ্বানঃ ।
 হনুমতোহপি রামস্ত পাদসেবাপন্নস্ত চ ॥ ২৫
 তস্মাদ্দুঃ তত্র গতা হয়মানয়ত ক্রবম্ ।
 যতো ভবেদ্বাহমেধো রঘুনাথস্ত ধীমতঃ ॥ ২৬
 শেষ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাশ্রুত্যা শক্রয়ঃ পরবীরহা ।
 স্বয়ং বিবেশ তেয়াস্তর্হনুমৎপুঙ্কলাধিতঃ ॥ ২৭
 যাবজ্জলং বিবেশানৌ তান্৭পুন্নমদ্রুত ।
 অনেকোদ্যানশোভাঢ্যামমেয়ং পুটভেদনম্ ॥ ২৮
 তত্র মাণিক্যাখচিত্তে স্তম্ভে মণিময়ে হয়ম্ ।
 বহুং দদর্শ রামস্ত স্বর্ণপত্রসুশোভিতম্ ॥ ২৯
 ত্রিমস্তত্র মনোহারি-রূপধারণ্যা উত্তমাঃ ।
 সেবস্তে সুন্দরীমেকাং পর্য্যঙ্কে সুখমাশ্রিতাম্ ।
 তান দৃষ্ট্বা তাঃ ত্রিযঃসর্বাঃ প্রাবোচনস্বামিনীঃপ্রতি
 এতে পীবরবর্ণাণো মাংসপুষ্টকলেবরাঃ ॥ ৩১

পাতালগমনে শক্তি আছে। আর মহাক্সা পুঙ্কল ও জীরামের চরণ-সেবায় নিয়ত, হনুমানেরও পাতালে বাইবার সামর্থ্য আছে, সন্দেহ নাই। ১৯—২৫। অতএব যাহাতে ধীমান রঘুনাথের অধমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্ত আপনারা তিন জনেই পাতালে গমনপূর্ব্বক নিশ্চিত সেই অশ্ব আনয়ন করিতে পারিবেন। শক্রবীরনিষুদন শক্রয় স্তম্ভতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান ও পুঙ্কলের সহিত স্বয়ং জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি, জলমধ্যে যেমন প্রবিষ্ট হইলেন, অমনি বহুল উদ্যানশোভিত অপরিমিত এক নগর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তৎপরেই দেখিলেন, জীরামের সেই স্বর্ণপত্র-শোভিত অশ্বটী মাণিক্যাখচিত এক মণিময় স্তম্ভে বহু রহিয়াছে। এবং কতকগুলি মনোহর রূপলাবণ্যবতী রমণী, পর্য্যঙ্কোপরি সুখে অবাশ্বত এক পরমা-সুন্দরীকে সেবা করিতেছে। অনন্তর সেই রমণীসকল শক্রয় প্রভৃতিকে দেখিয়া কত্রীকে কহিল,—এই মাংসপুষ্টকলেবর-স্বল-

ভবিষ্যন্তি তব শ্রেষ্ঠমাহারস্ত ফলং মহৎ ।
 এতেষাং শোণিতং স্মর্তু পুরুষাণাং গতাযুযাম্
 এতদ্বচঃ সমাকর্ণ্য সেবকীনাং বরাক্সনাম ।
 জহাস কিঞ্চিৎঘদনং নর্ত্তয়ন্তী ক্রবানস্বা ॥ ৩৩
 তাবলয়ন্তে সম্প্রাপ্তাঃ সন্নাহজীবিশোভিতাঃ ।
 শিরস্বাণানি দধতঃ শৌর্ধ্যবীর্ধ্যসমধিতাঃ ॥ ৩৪
 তা দৃষ্ট্বা মহিলাস্তত্র সৌন্দর্য্যক্রীসমধিতাঃ ।
 প্রোচুস্তে বিস্ময়ং বিপ্র কিমিদংদৃশ্যতে মহৎ ॥
 নমস্কুরুস্মহাশ্বানঃ সর্বে দেববরাক্সনামঃ ।
 কিরীটমণিবিদ্যোত-দ্যোতিতাজিৎযুতাস্ততঃ ॥
 সা তান পপ্রচ্ছ পুঙ্কলান সর্ষ্বশ্রেষ্ঠা সুভামিনী
 কে যুযমত্র সম্প্রাপ্তাঃ কথং চাপধরা নরাঃ ॥ ৩৭
 মৎস্বলং সর্ষ্বদেবানামগম্যাং মোহনং মহৎ ॥
 অত্র প্রাপ্তস্ত তু কাপি নিরুত্তির্ন ভুবেৎপুনঃ ॥

কায় মানবজয় আপনার মহৎ আহারীয় ফল হইবে; এই গতায় পুঙ্কলদিগের শোণিত অতি সুস্বাদ। সেই পবিত্রহৃদয়া বরাক্সনাম, কিঙ্করীগণের ঐদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রয়ুগল ধারা মুখমণ্ডল নর্ত্তিত করত কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। ঐ সময় যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত উকীষধারী শৌর্ধ্যবীর্ধ্যশালী শক্রস্বাদিগণ, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হে বিপ্র! অনন্তর তাঁহার তথায় সেই পরমা সুন্দরী মহিলাদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন “এক অদ্ভুত দৃষ্ট হইতেছে!” ২৬—৩৫। অতঃপর মহাক্সা শক্রস্বাদি সবলে সেই দেবাক্সনাদিগকে শ্রণাম করিলেন, তৎকালে শক্রয় প্রভৃতির কিরীটমণি-প্রভায় অক্ষয়গণের চরণযুগল উদ্ভাসিত হইল। পরে সেই রমণীগণের মধ্যে যিনি সর্ষ্বপ্রধানা তিনিই, শক্রস্বাদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা মানব হইয়া চাপধারণ করত কি প্রকারে এখানে আসিয়াছ? তোমরা কে? আমার এই মহৎস্থান দেবগণেরও অগম্য এবং সকলেরই মোহকর। এই স্থানে আগমন করিলে, তাহার আর প্রতিগমন হয় না।

অখৌহয়ং কস্ত রাজ্ঞো বৈ কথং চামরবীজ্ঞনঃ
স্বর্ণপত্রৈশ্চ শোভাঢ্যঃ কথয়ন্তু মমাগ্রতঃ । ৩৯

শেষ উবাচ ।

ইতি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা মোহনাকরসংযুতম্ ।
হনুমাস্তাং প্রত্যা বাচ গতভৌঃ প্রহসন্নিব । ৪০
বয়ং বৈ কিঙ্করা রাজ্ঞৈশ্চৈকো কাস্তা শিবামবেদে ।
ত্রিলোকী যং প্রণমতে সর্বদেবশিরোমণিঞ্চ ॥
রামভদ্রস্ত জানীশ্বরং হয়মেধপ্রবর্তিতুঃ ।
মুক্তস্ত বাহমস্মাকং কবং বন্ধো বরাজ্ঞনে । ৪১
বয়ং সর্বাশ্বকুশলাঃ সর্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদাঃ ।
নয়িষ্যামো বলাদ্বাহং শত্রা তৎপ্রতিরোধকান্ ॥
ইতি বাক্যঃ সমাকর্ণ্য প্রবক্ষ্যন্ত বরাজ্ঞনা ।
বিবরস্তা প্রত্যা বাচ হসন্তী বাক্যকোবিদা ॥ ৪৪
ময়ানীতময়ং বাহং ন কো মোচয়িতুঃ ক্রমঃ ।
বর্ষযুতেন নিশিটেক্ষাণৈঃ কোটিভিক্রচ্ছিগৈঃ ॥
পরং রামস্ত পাদাজ্ঞ সোমকৌকর্ম্মকারিণী ।

এক্কে আমায় বগ, কোন রাজার এই অশ্ব,
এবং কি জন্তুই বা এ, চামর ও স্বর্ণপত্রদ্বারা
সুশোভিত হইয়াছে? সেই কামিনীর মনো-
মুগ্ধকর অক্ষরসময়িত ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া হনুমান নিভীকচিত্তে হাস্য করত
ঊঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—বরাজ্ঞনে!
ঊঁহাকে সকল দেবতার শিরোমণি বলিয়া
ত্রিলোকবাসী সকলেই প্রণাম করিয়া থাকে,
আমরা, সেই ত্রিভুবন-তিলক রামচন্দ্রের
কিঙ্কর জানিবেন; তিনি, অধমেধ যজ্ঞানু-
ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব ঊঁহার এই
অশ্ব পরিত্যাগ করুন, কি জন্তু বন্ধন করিয়া
রাখিয়াছেন? ৩৬—৪১। আমরা সর্ব-
প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে-পারদর্শী, এজন্ত যাহারাই
অশ্বকে অবরুদ্ধ করিবে, তাহাদিগকেই
সংহার করিয়া বলপূর্বক অশ্ব লইয়া যাইব
জানিবেন। সেই বিবরবাসিনী বাক্য-
প্রয়োগচতুরা কামিনী হনুমানের এবংবিধ
বাক্য শ্রবণে হাস্য করত কহিলেন,—কোন
ব্যক্তিই অযুতবর্ষকাল নিরন্তর প্রদীপ্ত, সুশা-
নিত কোটি কোটি শরজালবর্ষণেও আমা

ন গ্রহীষ্যামি তদ্বাহং রাজরাজ্ঞস্ত ধীমতঃ । ৪৬
মহানবিনদ্যো জাতো মমানেক্যো সুবাজিনঃ ।
কমতাজামচন্দ্রস্তচ্ছরণ্যো উক্তবৎসলঃ । ৪৭
যুৎ ক্রিষ্টান্ত্বৎপুংকবা হয়ার্থং তস্ত রক্ষিতুঃ ।
যাচক্ষ্বং বরমপ্রাপ্যং দেবানা পি সন্তম্যঃ । ৪৮
যথা মেহমীবমত্যাগ্নঃ কমেত পুরুষোত্তমঃ ।
ত্রীড়াং ত্যাক্ষাধিলাং সর্কো বৃশস্ত বরমুত্তমম্ ॥ ৪৯
তস্তা বচঃ পরং শ্রুত্বা হনুমান্নিজগাদ তাম্ ।
রঘুনাথপ্রসাদেন সর্বমস্মাকমুঞ্জিতম্ । ৫০

তথাপি যাচে বরমেকমুত্তমং
বিধেহি তন্নে মনসঃ সমীহিতম্ ।
ভবে ভবে নো রঘুনাথকঃ পতি-
কয়ঞ্চ তৎকর্ম্মকরাশ্চ কিঙ্করাঃ ॥ ৫১
এতদ্বচঃ সমাকর্ণ্য প্রবক্ষ্যন্ত তদাজ্ঞনা ।

কর্তৃক আনীত এই অশ্বকে লইয়া
যাইতে সক্ষম নহে। কিন্তু আমি সেই
রাজরাজ রামচন্দ্রের কিঙ্করী, এজন্ত ঊঁহার
অশ্ব গ্রহণ করিব না। ঊঁহার অশ্ব আনয়ন
করায় আমার অতিশয় অস্ত্রায় কার্য হইয়াছে,
সুঅবশ্যই শরণাগতপালক তক্তবৎসল রাম
তাহা ক্ষমা করিবেন। হে সন্তমগণ! তোমরা
সেই জগৎপালক স্রীরামচন্দ্রের অন্তর হই-
য়াও আমারই অস্ত্রায়বশতঃ তদীয় অশ্বের
নিমিত্ত বিস্তর ক্রেশ পাইয়াছ, অতএব
আমার নিকট দেবগণেরও যাহা দুর্লভ, সেই-
বর প্রার্থনা কর। যাহাতে এক্কে সেই
পুরুষোত্তম, আমার এই অত্যাগ্র্য অন্তর্চিত্ত
কার্যে ক্ষমা করেন, তজ্জন্ত তোমরা সকলে
সর্বপ্রকার লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক উৎকৃষ্টতম
বরপ্রার্থনা কর। সেই ললনার এইরূপ
প্রশংসনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান ঊঁহাকে
বলিলেন,—রঘুনাথের প্রসাদে আমাদিগের
সকলই সুসম্পূর্ণ আছে। তথাপি এই এক
মনোভিলষিত উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা করিতেছি,
'জন্মজন্মান্তরেও যেন রঘুনাথ আমাদিগের
প্রভু হন এবং আমরা যেন ঊঁহার কার্য-
কর কিঙ্কর হই' আপনি আমাদিগকে
এই বর দান করুন। ৪৩---৫১। তৎকালে

উবাচ বাক্যং মধুরং প্রহস্য গুণপুঞ্জিতম্ । ৫২
 ভবতিঃ প্রার্থিতং যন্তু দুর্লভং সৰ্বদৈবতৈঃ ।
 তত্ত্ববিষ্যত্যসন্দেহঃ সেবকাস্ত্রস্বঘোঃ পতেঃ । ৫৩
 অথাপি বরমেকং বৈ দাস্তামি কৃতহেলনা ।
 রঘুনাথস্ত তুষ্টিার্থং তদূতং মে ভবিষ্যতি । ৫৪
 অগ্রে বীরমণির্ভূষো মহাবলসমৰ্থিতঃ ।
 গ্রহীষ্যতি ভবদ্বাং শিবেন পরিরক্ষিতঃ ॥ ৫৫
 তচ্ছর্য্যার্থং মহাস্ত্রং মে গৃহীত স্মমহাবলাঃ ।
 বৈরম্বে ত তু যোদ্ধব্যঃ শক্রয়েন তয়া মহান ।
 ইদমস্ত্রং যদা ত ত্বক্ষেপয়িষ্যসি সঙ্গরে ।
 অনেন পূতো রামস্ত শরুপং জ্যাস্ততে পুনঃ । ৫৬
 জ্যাস্তা তং বাজিনং দধা চরণে প্রপতিষ্যতি ।
 তস্মাদগৃহীত চাস্ত্রং তন্নম বৈরিবিদারণম্ । ৫৮

সেই কামিনী হনুমানের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া হস্তপুরঃসর সদগুণ হেতু সৰ্বজন-
 পুঞ্জিত কপিবরকে এইরূপ মধুর বাক্য বলি-
 লেন যে, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা
 দেবগণের দুর্লভ হইলেও ষটিবে, তোমরা
 নিঃসন্দেহে প্রতিজ্ঞয়েই সেই রঘুনাথের
 সেবক হইবে। যাহাই হউক, তথাপি আমি
 যখন রঘুনাথকে অবহেলা করিয়াছি, তখন
 তাঁহার সন্তোষার্থ তোমাদিগকে আশ্রয়
 একটি বর দান করিব, মদন্তবর অবগুই
 সার্থক হইবে। সন্নিকটেই বীরমণি নামে
 এক মহাবলসম্পন্ন ছুপতি আছেন, ভগবান
 শক্রর তাঁহাকে সৰ্বদা রক্ষা করেন, তিনি
 তোমাদিগের অশ্ব গ্রহণ করিবেন। হে বীর-
 বরগণ! তাঁহাকে পরাজয় করিবার জন্ত
 আমার নিকট এক মহাস্ত্র গ্রহণ কর।
 শক্রয়! তুমি সেই মহান নৃপবরের সহিত
 বৈরম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। সমরাস্ত্রনে
 যখনই তুমি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে,
 তখনই সে এতৎপ্রভাবে পবিত্র হইয়া
 জীৱামের স্বরূপ অবগত হইবে এবং তাহা
 পরিত্যক্ত হইয়াই অশ্ব প্রত্যর্পণপূর্বক
 স্বদীয় চরণে নিপতিত হইবে। অতএব
 আমার নিকট হইতে সেই শক্রনাশন অস্ত্র-

তচ্ছূদ্বা রঘুনাথস্ত ভ্রাতা জগ্রাহ চাস্ত্রম্ ।
 উদভূবঃ পবিত্রাস্ত্রো যোগিন্তা দন্তমদ্ভুতম্ । ৫১
 তৎপ্রাপ্যাস্ত্রং মংগতেজা বভূব রিপুকর্শনম্ ।
 ত্বম্প্রথব্যো তুরারাদ্যো বৈরিবারুণসঙ্কৃণিঃ । ৬০
 তাং নদ্বা রাঘবশ্চেষ্ঠঃ শক্রয়ো হয়নস্তমম্ ।
 গৃহীত্বাগাজ্জলাস্তম্মাদ্ভেবাতৌরে সুখোচিতৈঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা সৈনিকাঃ সৰ্বো ব্রহ্মসীমা মুপার্বতাঃ ।
 সাধু সাধু প্রশংসন্তঃ পপ্রচ্ছুর্হয়নির্গমম্ । ৬২
 হনুমান কথয়ামাস হৃদ্যস্তাগমনং মহৎ ।
 বরপ্রাপ্তিকু তেভ্যো বৈ তেহপি শ্রুত্বা
 মদং গতাঃ ।

ইতি জীপাম্যে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে
 ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৩ ।

গ্রহণ কর। রামাস্ত্র শক্রয়, তদ্ব্যক্তি শ্রবণে
 পবিত্রাস্ত্র ও উত্তরাস্ত্র হইয়া যোগিনীদন্ত
 সেই অদ্ভুত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। শক্র-
 সমূহরূপ মাতঙ্গনিচয়ের ভীষণ অলুগ্ণস্বরূপ
 অরাতিনিষূদন, মহাতেজাঃ শক্রয়, যোগি-
 নীর নিকট সেই পরমাত্র প্রাপ্ত হইয়া সমধিক
 তুষ্প্রথব্য ও তুরারাদ্য হইয়া উঠিলেন।
 ৫২—৬০। অনন্তর রঘুকুলতিলক শক্রয়
 সেই ললনাকে প্রণামপূর্বক অশ্ব লইয়া জল-
 মধ্য হইতে সুখসেব্য রেবাতীরে উপস্থিত
 হইলেন। তখন সমুদয় সৈনিকগণ, তাঁহাকে
 দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত ও পুলকিতাস্ত্র হইয়া উঠিল
 এবং “সাধু সাধু” বলিয়া প্রশংসা করত জল
 হইতে অশ্বের নির্গমনের বিষয় জিজ্ঞাসা
 করিল। তখন হনুমান, যে প্রকারে অশ্ব
 আসিল, সেই মহৎ বিবরণ এবং বরপ্রাপ্তির
 বিষয় তাহাদিগকে বলিলেন, তাহারায় তদ-
 বৃত্তান্ত শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ
 করিল। ৬১—৬৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩।

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

নিমদংশু মুদক্ষেষু বীণানাংদেন সর্কতঃ ।
 মুক্তো বাহন্ততো দেবপুংঃ দেববিনিশ্চিতম্ ॥ ১
 যত্র ফাটিককুড্যানাং রচনাভিগৃহা নৃণাম্ ।
 হসন্তি বিদ্যাং বিমলং পরুতং নাগসেবিতম্ ॥ ২
 রাজতানি গৃহাণাত্ত দৃশুস্তে প্রকৃতেরপি ।
 বিচক্রেমণিসন্নকানানামাণিক্যাগোপুরাঃ ॥ ৩
 পদ্মিস্তো যত্র লোকানাং গেহে গেহে

মনোহরাঃ ।

হরস্তি চিত্তানি নৃণাং মুখপদ্মকলঙ্কিতাঃ ॥ ৪
 পদ্মরাগমণির্যত্র গেহে গেহে স্নভুমিষু ।
 বন্ধঃ সংলক্ষ্যতে বিপ্র তদাঠস্পর্ধয়ান্ন কিম্ ॥ ৫
 ক্রীড়াশিলাঃ প্রত্যগায়ং নীলরত্নবিনিশ্চিতাঃ ।
 কুর্কস্তি শক্কাঃ মেঘস্ত ময়রাণাং কলাপিনাম্ ॥ ৬

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলি, লন,—অনন্তর চতুর্দিকে
 বীণায়বের সহিত মুদক্ষধনি হইতে লাগিল ।
 এদিকে সেই অঞ্চ ও অবরোধশূন্য হইয়া
 দেবনিশ্চিত **দেবপুরে** উপস্থিত হইল ।
 তথায় মানবগণের গৃহসকল ফটিক-মণিময়
 ভিত্তি-বিস্তারসহেতু যেন নাগগণসেবিত বিমল
 বিদ্যাচলকেও উপহাস করিতেছিল । তৎ-
 কালে, তথায় অনেকানেক প্রজাবর্গের
 রক্তগৃহসমূহ, এবং মণিনিচয় ও নানাবিধ
 মাণিক্যখচিত পুরষায়সকল দৃষ্ট হইয়াছিল ।
 তথায় জনগণের গৃহে গৃহে অবস্থিত মনো-
 হর পদ্মলতাসকল মানবগণের চিত্তাকর্ষণ
 করিতেছিল এবং তাহাতে প্রস্তুতি
 পদ্মনিচয় যেন তত্রত্য লোকের মুখপদ্মের
 স্তায় লঙ্কিত হইয়াছিল । বিপ্র! তথায়
 প্রত্যেক গৃহেরই মনোহর তলভূমিতে
 বিস্তৃত পদ্মরাগমণিসকল যেন গৃহনিচয়ের
 ওষ্ঠসৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছিল । তথা-
 কার প্রত্যেক গৃহেই নীলরত্ন-বিনিশ্চিত
 ক্রীড়াশিলা সকল ময়রনিচয়ের মেঘশক্কা

হংসা যত্র নৃণাং গেহে ফাটিকেষু নিরস্তিতাঃ ।
 কুর্কস্তি মেঘারো ভীতিং মানসং ন স্মরস্তি চ
 নিরস্তরং শিবস্থানে ধ্বস্তং চন্দ্রকমা তমঃ ।
 শুক্রকৃষ্ণবিত্তো ন পক্ষয়োস্তত্র বৈ নৃণাম্ ॥
 তত্র বীরমণী রাজা ধার্ম্মিকেষগ্রীর্ণহান ।
 রাজ্যং করোতি বিপুলং সর্কভোগসমবিতম্ ॥
 তস্ত পুত্রো মহাশয়ো নামা কৃষ্ণাক্রদো বলী ।
 বনিতাভিগতো রম্যদেহাভিঃ ক্রীড়িতুং বনম্ ॥
 তাঙ্গাং মঞ্জীরসংরাবঃ কঙ্কানাং রবস্তথা ।
 মনো হরতি কামস্ত কিমস্তস্ত কথা প্রভো ॥ ১১
 বনং জগাম সুমহৎ সুপুপ্পনগসংযুতম্ ।
 সদাশিবকৃত্তাবাসমুভূষট্টকৈবিরাজিতম্ ॥ ১২
 চম্পা যত্র বহুশঃ ফুলকোরকশোভিতাঃ ।

উৎপাদন করিতেছিল বলিয়া তাহার্য্যও
 পুচ্ছবিস্তার করিতেছিল । তথায় বহুল
 মানবগণেরই গৃহমধ্যে ফটিকমণিময় তল-
 দেশে হংসনিচয় অবরুদ্ধ থাকিয়া মেঘের ভয়
 করিত না এবং মানস সরোবরকেও মনে
 আনিত না । সেই শিবস্থানে শিবমস্তক-
 স্থিত চন্দ্রের কৌমুদীতে তথাকার তমোজাল
 নিরস্তর তিরোহিত হইত বলিয়া তত্রত্য
 মানবগণের উভয় পক্ষেই শুক্র বা কৃষ্ণপক্ষ
 বলিয়া বিভেদ জ্ঞান ছিল না । সেই দেব-
 পুরে ধার্ম্মিকাগ্রণী মহাত্মা নৃপবর বীরমণি
 অবস্থান করত সর্কপ্রকার ভোগ্য বস্তুপূর্ণ
 বিপুল রাজ্যাশমন করিতেন । কৃষ্ণাক্রদ
 নামক মহাবল-পরাক্রান্ত তদীয় পুত্র সেই
 সময়ে ক্রীড়াার্থ্য্য রূপবতী বনিতাগণের সহিত
 উপবনে গমন করেন । লেই লননাগণের
 নৃপুত্র ও কঙ্কধ্বনিতে অস্তের কথা কি,
 শাক্যং কামদেবের মনও মুগ্ধ হই । ১—১১।
 রাজকুমার কৃষ্ণাক্রদ যেন গমন করিয়া-
 ছিলেন, তথায় ভগবান্ সদাশিব সতত অব-
 স্থিত থাকিতেন এবং উহাতে সর্কদাই নান-
 বিধ কুমুদকরসকল পূর্ণিত থাকায় বোধ
 হইত, যেন ছয় ঋতুই নিরস্তর বিরাজ করি-
 তেছে । ঐ উপবনে যে সকল ফুলকোরক-

কুর্কস্তু কামিনাং তত্র হৃচ্ছয়াভিঃ বিলোকিতাঃ ।
 চূতাঃ কলাদিভিন্নমা মঞ্জরীকোটিসংযুতাঃ ।
 নাগাঃ পুরাগবৃক্ষাশ্চ শালাস্তালাস্তমালকাঃ ॥ ১৪ ॥
 কোকিলানাং সমারাবা যত্র চ ঞ্জতিগোচরাঃ ।
 সদা মধুপবনকারাগতনিভ্রাঃ সুমল্লিকাঃ ॥ ১৫ ॥
 দাড়িমানাং সমূহাশ্চ কর্ণিকারৈঃ সমন্বিতাঃ ।
 কেতকীকানকীবন্ত-বৃক্ষরাজি'বয়াজতাঃ ॥ ১৬ ॥
 তস্মিন বনে প্রমদসংযুতচিত্তবৃতি-
 র্গায়ন কলঃ মধুরবাগ্‌বিতিকীর্যমৌচৈঃ ।
 উদ্যৎকুচান্তিরভিত্তো বনিতান্তিরাগা-
 ছোভানিধানবপুর্কজ্জ্বিতভাবিশেষঃ ॥ ১৭ ॥
 কাশ্চিন্তং নৃত্যবিদ্যাভিত্তোময়স্তু স্ম শোভনম্
 কাশ্চিদানকলাভিঞ্চ কাশ্চিদ্ধাক্‌চতুরোচিতৈঃ ।
 ক্রসংজ্ঞয়াপরাঃ কাশ্চিত্তোময়ামা সুকুমদাঃ ।
 পরিব্রজণচাতুর্ধৌস্তং হৃষ্টং বিদধুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

শোভিত বহল চম্পকবৃক্ষ ছিল, তাহাদিগকে বিলোকন করিলেই কামিগণের অন্তরে কামপিণ্ডা উদ্ভূত হইত। তথায় অসংখ্য মঞ্জরী-শোভিভি, ফলভারাবনত বহল চূত-তরু, নাগকেশর, পুরাগ, শাল, তাল ও তমালনিচয় উপবনের অসীম সৌন্দর্য্যবিস্তার করিতেছিল। ঐ স্থানে সর্ষদাই কোকিলের কুহুম্বনি ও ধূপমগণের গুণগুণ শব্দ ঞ্জতিগোচর হইত এবং সততই মনোহর-মল্লিককুমুম প্রফুল্লিতি থাকিত। তথায় কর্ণিকার-সমন্বিত দাড়িমসমূহ ও কনকবর্ণ কেতকীবৃক্ষসকল বন্ত বৃক্ষরাজি দ্বারা বিরাঞ্জিত ছিল। তৎকালে পয়ম সুল্লরাকৃতি মধুরকণ্ঠ সেই রাজকুমার, অকুতোভয়ে ও প্রফুল্লচিত্তে চতুর্দিকে উন্নতস্তনীর মণীষ্মন্দে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগের কামবিকার উদ্ভাবনার্থ উচৈঃস্বরে সুমধুর সঙ্গীত করত সেই বনমধ্যে গমন করিলেন। অনন্তর সেই উপবন মধ্যে কোন কোন কামিনী নৃত্য-বিদ্যা, কেহ কেহ সঙ্গীতবিদ্যা কেহ কেহ বাকচাতুর্য্য, কেহ কামোন্নত হৃদয়ে' ক্রভঙ্গী এবং অপর কেহ কেহ বা আলিঙ্গন বিষয়ে

তাভিঃ পুষ্পোচ্ছয়ং কৃত্বা ভূষধামাস তাঃ স্ত্রিয়ঃ
 বাণ্যা কোমলয়া শংসন্ রেমে কামবপুর্কমঃ ॥ ২০ ॥
 এবং প্রবৃত্তে সময়ে রাজরাজস্ত ধীমতঃ ।
 প্রায়ান্তধনদেশং স হংযঃ পরমশোভনঃ ॥ ২১ ॥
 তং স্বর্ণপত্রয়চিতৈকললাটদেশং
 গন্ধাসমঃ ঘৃৎসুকুঙ্কুমপিঞ্জরাক্ষম্ ।
 গন্ধা সমং পবনবেগহিরঙ্করিণ্যা
 দৃষ্ট্বা স্ত্রিঃ পরমকৌতুকধামদেহম্ ॥ ২২ ॥
 উচুঃ পাতং কমলমধ্যাপশঙ্গবর্ণা-
 স্তাম্রাধরপ্রতিভয়াহতবিজ্রমাভাঃ ।
 দম্বব্রজপ্রমিতহাস্তসুশোভিবক্রাঃ
 কামস্ত বাণনয়নাদিবমোহনভাঃ ॥ ২৩ ॥
 স্ত্রিয়ঃ উচুঃ ।
 বাস্ত কোহং মহানর্কী স্বর্ণপত্রৈকশোভিতঃ ।
 কস্ত বা ভাতি শোভাচ্যা গৃগণ স্ববলাদিমম্ ॥ ২৪ ॥

চতুরতা প্রকাশ দ্বারা রাজকুমারকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। পরে নৃপকুমার কল্লাক্ষদ সেই ললনাগণের সহিত পুষ্পচয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভূষিত করিলেন এবং কোমল বচনে তাহাদিগের সৌন্দর্যের প্রশংসা করত কামার্ভ হইয়া তাহাদিগের সহিত রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২—২০। ঐ সময়ে ধীমান রাজরাজ স্ত্রীরামচন্দ্রের পরম শোভন যজ্ঞয়াশ্ব সেই বনস্থলীতে উপস্থিত হইল। তখন রমণীগণ, ললাটদেশে স্বর্ণপত্র-বিভূষিত, গন্ধাজলের স্নায় বিমল ও কুঙ্কুমবৎ পিঞ্জলাঙ্গ পরমকৌতুকবাহ সেই অশ্ব দর্শনে এককালে সকলেই পবনবেগে গমনপূর্ব্বক নিজপতি রাজকুমারকে তদ্ভি-ষয়ে কহিতে লাগিল। তাহাদিগের কলেবর, পদ্মের মধ্যস্থলের স্নায় পিশঙ্গবর্ণ, তাম্রমর্গ অধরের প্রভায় বিজ্রমপ্রভাও পরাজিত হয়, মুখবিবর মনোহর দম্বপংক্তির অঙ্ক-রূপ সুমধুর হাস্তে সুশোভিত এবং কামবাণস্বরূপ নয়নাদি-শোভায় তাহাদিগের রূপমাধুরী সকলেরই মনোমুগ্ধকর। তাহার্য্য কহিল, হে কান্ত! এইস্থানে স্বর্ণপত্র-

শেষ উবাচ ।

তৎক্ৰমঃ বচ আকৰ্ণ্য লীলাললিতলোচনঃ ।

জগ্রাহ হৃদয়েকেন করপদ্যেন লীলয়া ॥২৫

বাচয়িত্বা ভালপত্রং স্পষ্টবর্ণসমবিতম্ ।

জহাস মহিলামধ্যে জগাদ বচনং পুনঃ ॥ ২৬

কক্সাক্দ উবাচ ।

পৃথিব্যাং নাস্তি মে পিতা সমঃ শৌৰ্যোগ চ স্মিগা

তস্মিন রাজি কথং ধস্ত উৎসেকঃ রামভূমিপঃ

যস্ত রক্ষাং প্রকুরুতে সদা রুদ্রঃ পিনাকধৃক্ ।

যং দেবা দানবা যক্ষা নমস্তি মণিমৌলিভিঃ ॥২৮

কুরুত্বাৰাজিমেষং বে জনকো মে মহাবলঃ ।

যাশ্বেষ বাজিশালায়ং বধস্ত মম উক্তটাঃ ॥২৯

ইতি বাক্যং সমাকৰ্ণ্য মহিলাস্তা মনোহরাঃ ।

প্রহর্ষবদন্যু জাতাঃ কান্তস্ত পরিরেভিরে ॥৩০

শোভিত কোন একটি মহা অশ্ব আসিয়াছে; জানি না সেই পরম সুন্দর অশ্বটা কাহার, আপনি নিজবলে তাহাকে গ্রহণ করুন। নারীগণের তদ্বাক্য শ্রবণে নৃপনন্দন কক্সাক্দ বিলাস-মনোহর নেত্রে অবলীলাক্রমে এক হস্তে সেই অশ্বকে ধারণ করিলেন। অনন্তর স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ললাটপত্র পাঠ করিয়া মহিলাগণের মধ্যে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং এই কথা বলিলেন,—বীরভে বা ঐশ্বৰ্য্যে আমার পিতার তুল্য পৃথিবীতে আর কেহই নাই। সেই নৃপবর বর্তমান থাকিতে কিরূপে ভূপতি রাম এরূপ গুরুত্ব প্রকাশ করিতেছে? স্বয়ং রুদ্রদেব পিনাকহস্তে সর্ষদা ষাাহাকে রক্ষা করিতেছেন; দেব, দানব ও যক্ষগণ মণি-ভূষিত মস্তকধারী ষাাহাকে প্রণিপাত করিয়া থাকেন, সেই মহাবলশালী মদীয় পিতাই অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে পারেন, অতএব মদীয় মহাবল কিকরগণ ইহাকে বন্ধন করুক, এ অশ্ব-শালায় রক্ষিত হউক। রাজকুমারের এব-ধিষ বাক্য শ্রবণে সেই পরমসুন্দরী রমণী-গণের মুখমণ্ডল হর্ষাৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং

গৃহীত্বা তং হৃদং পুত্রো রাজ্যো বীরমণের্মহান ।

পুরং পত্নীসমাযুক্তো মহোৎসাহমবৌবিশং ॥৩১

মুদঙ্গধানবু প্রৌঢ়ৈরাহতেষু সমস্ততঃ ।

বন্দিত্তিঃ সংস্কৃতঃ প্রাগাংশপিভূম্মিদিরংমহৎ ॥

ভস্মৈ স কথায়ামাস হৃদং নীতং রঘোঃ পতেঃ

বাজিমেষায় নিৰ্মুক্তঃ স্বচ্ছন্দগতিমভূতম্ ।

রক্ষিতং শক্রসুদেন মহাবলসমেতিনা ॥ ৩৩

তচ্ছূঁষা বচনং তস্ত নৃপো বীরমণের্মহান ।

নাতিপ্রশংসয়ামাস তৎকৰ্ম্ম সুমহামতিঃ ॥ ৩৪

নীত্বা পুনঃ সমায়াতং চৌরশ্চেব বিচেষ্টিতম্ ।

কথয়ামাস জামাত্রে শিবায়াভূতকৰ্ম্মণে ।

কক্সাক্দধরায়াক্স-ভূষায় চন্দ্রশোভনে ॥ ৩৫

ভেন সস্মজয়ামাস নৃপো বীরমণের্মহান ।

পুত্রসৃষ্টং মহৎকৰ্ম্ম বিনিদ্যং মহতাং মতম্ ॥

তাহার। আনন্দভরে রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিল। ২১—৩০। পরে নৃপবর বীরমণির সেই মহাবল পুত্র কক্সাক্দ স্বয়ংই অশ্ব লইয়া পত্নীগণের সহিত মহোৎসাহে পুরমধ্যে প্রাবিষ্ট হইলেন। তৎপরে চতুর্দিকে মুদঙ্গ-ধনি হইতে লাগিল এবং বন্দীগণ রাজ-কুমারের স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি স্বীয় পিতৃমন্দিরে প্রবেশপূর্বক পিতাকে কহিলেন,—রঘুপতি রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত যে অশ্বকে মোচন করিয়া-ছেন, এবং শক্রর, বিপুল সৈন্তগণ সমভিব্য-হারে যে অশ্ব রক্ষা করিতেছেন, আমি সেই অব্যাহতগতি অদ্বুত অশ্ব লইয়া আশিয়াছি। মহামতি মহাত্মা নৃপবর বীরমণি পুত্রের তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার তৎকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিলেন না। অধিকন্তু কহিলেন,—তুমি যে অশ্ব লইয়া আশিয়াছ, ইহা তোমার চৌরের স্তায় কার্য্য করা হই-য়াছে। অনন্তর তিনি কক্সাক্দধারী, বিভূষি-তাক্স, চন্দ্রভূষণ, অভূতকৰ্ম্মা জামাতা মহে-শ্বরকে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎপরে মহাত্মা নৃপতি বীরমণি, পুত্র যে গুরুতর কার্য্য করিয়াছে, তাহা মহাত্মাদিগের

শিব উবাচ ।

রাজন পুত্রোণ ভবতঃ কৃতং কৰ্ম্ম মহাভূতম্ ।
যোঃজীহরয়গ্রহাবাং রামচন্দ্রস্ত ধীমতঃ ॥৩৭
অদ্য যুদ্ধং মহাভক্তি পুরাপুরবিমোহনম্ ।
শঙ্করেন মহারাজা বীরকোট্যেকরক্ষিতুঃ ॥৩৮
ময়া যো ধীয়তে শ্বাস্তে জিহ্বরয়া প্রোচ্যতে হি যঃ
তস্ত রামস্ত যজ্ঞাঙ্কং জহায় তব পুত্রকঃ ॥ ৩৯
পরমত্র মহালাভো ভবিষ্যতি রণাঙ্কনে ।
যদামচরণাভোজ্যং দ্রক্ষ্যামঃ শ্বয়সেবিতম্ ॥৪০
অত্র যত্তো মহাকার্য্যো হয়স্ত পরিরক্ষণে ।
নয়িব্যস্তে বলাদ্বাহং ময়া রক্ষিতমপ্যমুম্ ॥ ৪১
তস্মাদিদং মহারাজ রাজ্যেন সহ সন্নতঃ ।
বাজিনং শোভনং দশা প্রেক্ষশ্বাত্ জিয়ুগং

ততঃ ॥ ৪২

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য শিবস্ত স নৃপোত্তমঃ ।

মতে অতি নিন্দনীয় বিবেচনায় তজ্জন্ত মহা-
দেবের সহিত কর্তব্যবিষয়ে মজ্ঞা করিতে
লাগিলেন। মহাদেব বলিলেন,—রাজন!
ভবদীয় পুত্র যে ধীমান রামচন্দ্রের যজ্ঞিয়
মহাশ হরণ করিয়াছে, ইহা তাহার মহাভূত
কার্য্য করা হইয়াছে। অদ্য হইতে কোটি
কোটি বীরগণের একমাত্র রক্ষাকর্তা আপ-
নার, মহারাজ শঙ্করের সহিত পুরাপুর-
গণেরও বিশ্বয়জনক মহাযুদ্ধ হইবে সন্দেহ
নাই। আমি সতত হৃদয়ে ঐহাকে ধ্যান
এবং রসনাধারা নিরন্তর ঐহার নামো-
চ্চারণ করিয়া থাকি, তদীয় পুত্র সেই
রামচন্দ্রেরই যজ্ঞাশ হরণ করিয়াছে।
যাহাই হউক, কিন্তু ইহাতে আমার এই এক
পরম লাভ হইবে যে, আমি রণাঙ্কনে শ্বীয়
সেবিত শ্রীরামের চরণার বিন্দ দর্শন করিব।
একপে অশ্বরক্ষায় সমধিক যত্ন করা কর্তব্য;
ধারণ, আমাদ্বারা রক্ষিত হইলেও রাম-
কিঙ্করগণ আসিয়া বলপূর্বক ইহাকে লইয়া
যাইবে। অতএব মহারাজ! আমার মতে
অবনত হইয়া রাজ্যের সহিত অশ্ব প্রদান-
পূর্বক শ্রীরামের চরণযুগল দর্শন কর।

ঐবাচ তং সুরেন্দ্রাদি-বন্দ্যপাদাঙ্গুজয়ম্ ॥৪৩
বীরমণিরুবাচ ।

কত্রিয়াগাময়ং ধর্ম্মো যৎপ্রতাপস্ত রক্ষণম্ ।
তদসৌ ক্রান্তযুদ্ধুক্তঃ ক্রতুনা হয়সংজিনা ॥ ৪৪
তস্মাদ্রক্ষ্যঃ স্বপ্রভাপো যেন কেনাপি মানিনা
যাবচ্চক্যং কৰ্ম্ম কৃত্বা শরীরব্যয়কায়কম্ ॥ ৪৫
সর্বং কৃতং সুরেনেদং গৃহীতোহম্বঃ পুনর্ধতঃ ।
কোপিতং রামভূপালং সমরার্গং কুরু প্রভো ॥৪৬
কত্রিয়াগামিদং কৰ্ম্ম কর্তব্যার্গং ভবেন্ন হি ।
যদকস্মাদ্রিপোঃ পাদৌ প্রণমেদগ্ৰবিহ্বলঃ ॥ ৪৭
রিপবো বিহসন্ত্যেব কাতরোহয়ং নৃপাধমঃ ।
ক্ষুদ্রঃ প্রাকৃতবদ্রীচো ন ভবান ভয়বিহ্বলঃ ॥৪৮
তস্মাদ্ভবান যথাযোগ্যং যোদ্ধব্যে সত্বপস্থিতে
যদিধেয়ং বিচার্য্যেবং কর্তব্যং ভক্তরক্ষণম্ ॥৪৯

ইন্দ্রাদি দেবগণও সর্বদা ঐহার চরণারবিন্দ-
যুগল বন্দনা করিয়া থাকেন, সেই শশাঙ্ক-
শেখরের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপসন্তম
বীরমণি তাঁহাকে কহিলেন,—দেব! প্রতাপ
রক্ষা করাই কত্রিয়গণের ধর্ম্ম, কিন্তু রাম,
অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমাদিগের সেই ধর্ম্ম
বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তজ্জন্ত
যে কোন কত্রিয়াভিমানী বীরেরই শরীরপাত
করিয়াও সাধ্যানুসারে শ্বীয় প্রতাপ রক্ষা
করা উচিত। ৩৩—৪৫। মদীয় পুত্র যে ভূপাল
রামকে কুপিত করিয়া তাঁহার যজ্ঞাশ লইয়া
আসিয়াছে, ইহা সে সম্পূর্ণ তদ্ভূত কার্য্য
করিয়াছে সত্য, কিন্তু হে প্রভো! একপে
সময়োচিত কার্য্য করুন। ভয়কাতর-
চিত্তে সহসা শক্রচরণে প্রণত হওয়া কদাচ
কত্রিয়দিগের কর্তব্য কার্য্য নহে। তাহা
হইলে “এই নৃপাধম ভীক কাপুকব” বলিয়া
শক্রগণ তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে,
আপনি ত নীচমনা ক্ষুদ্র প্রাকৃত ব্যক্তির
স্তায় কদাচ ভয়কাতর নহেন। অতএব
যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে যাহা বিধেয় হয়,
বিচারপূর্বক সাধ্যানুসারে ভক্তকে রক্ষা

শেষ উবাচ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য চন্দ্রচূড়োহবদধ্বংঃ ।
 প্রহসন্মেষগভীর-বাণ্যা সম্মোহয়ন্নয়নঃ ॥ ৫০
 যদি দেবান্নয়ন্ত্রিশংকোটয়ঃ সযুপস্থিতাঃ ।
 তথাপি স্বস্তঃ কেনাশ্বো গৃহতে মম রক্ষিতুঃ ।
 যদি রামঃ সমাগত্য স্বান্বানঃ দর্শয়িষ্যতি ।
 তদাৎ চরণো তস্ত প্রণয়ামি স্নুকোমলো ॥ ৫২
 স্বামিনা সহ যোদ্ধব্যং মহাননয় উচ্যতে ।
 অস্ত্রে বীরাস্ত্রণপ্রায়াঃ কিঞ্চিংকর্তুঃ ন বৈ ক্ষমাঃ
 তস্মাদযুধ্যস্ব রাজেন্দ্রে রক্ষকে ময়ি সমস্থিতে ॥
 কো গৃহ্নাতি বলাহাঃ ত্রিলোকো যদি সঙ্গতা ॥

শেষ উবাচ।

এতদ্বচঃ পরঃ শ্রুত্বা চন্দ্রচূড়স্ত ভূমিপঃ ।
 জহর্ষ মানসেহত্যস্তং যুদ্ধকর্ম্মণি কোতুকৌ ॥৫৫
 সেনাচর্যা মহারাজো মহাবলসমেতিনঃ।

করা আপনার কর্তব্য। ভগবান চন্দ্র-
 শেখর, রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে উচ্চ-
 হাস্তপূরঃসর মেঘগভীর বচনে সকলের
 মন মোহিত করত এই কথা বলিলেন,—
 রাজন্! যদি আজ ত্রয়স্রিংসংকোটী দেব-
 গণও অশ্বগ্রহণার্থ উপস্থিত হন, তথাপি
 আমি তোমায় রক্ষা করিলে কাহার সাধ্য
 তোমার নিকট হইতে অশ্ব লইয়া যাথ।
 কিন্তু মহারাজ! যদি স্ত্রীরামচন্দ্রে আসিয়া
 আমার দর্শন দেন, তাহা হইলেই আমি
 তাঁহার স্নুকোমল চরণযুগলে প্রণত হইব
 জানিবে; কারণ, প্রভুর সহিত যুদ্ধ করা
 অতি অস্ত্রায় কার্য্য বলিয়া কথিত আছে।
 অপরাপর বীরগণ ত আমার নিকট তৃণপ্রায়,
 তাহার আমার কিছুই করিতে সক্ষম নহে।
 অতএব রাজেন্দ্রে! আমি যখন তোমায়
 রক্ষক আছি, তখন নির্ভয়ে যুদ্ধ কর,
 ত্রিলোক যদি একত্রিত হয়, তথাপি বল-
 পূর্ব্বক কে অশ্ব লইয়া যাইবে? সংগ্রাম-
 কুতূহলী ভূপতি বীরমণি, ভগবান শশাঙ্ক-
 শেখরের সিঁদৃশ বাক্য শ্রবণে অন্তরে সান্তি-

সমাগতঃ তং পশ্বন্তো হয়ঃ রামস্ত ভূপতেঃ ॥ ৫৮
 কাশাবশঃ কেন নীতঃ কথং বা দৃশ্বতে ন সঃ ।
 কো গন্তা যমপূর্য্যাং বৈ বাহং হুবা স্মমন্দধীঃ ।
 বিলোকয়ন্তস্তম্মার্গং যাবৎ সেনাচর্যা রঘোঃ ।
 ভাবৎপ্রাপ্তো মহারাজো মহাসৈন্তপরীকৃতঃ ॥৫৮
 পপ্রচ্ছ সেবকান্ সর্বান কুত্রাপো মম সাম্প্রতম্
 ন দৃশ্বতে কথং বাহঃ স্বর্ণপদ্মসুশোভিতঃ ॥ ৫৯
 ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সেবকান্তে হয়ানুগাঃ ।
 প্রৌচুর্নাথ মনোবেগো বাহঃ কেনাপি কাননে ॥
 হতো ন লক্ষ্যতে তস্মাদস্মাভির্মাংগকোবিদৈঃ
 তদত্র যত্রঃ কর্তব্যো হয়প্রাপ্তিঃ প্রতি প্রভোঃ ।
 তেষাং বচনমাকর্ণ্য পপ্রচ্ছ স্মমতিং নৃপঃ ।
 শক্রয়ঃ শক্রসংহার-কারী মোহনরূপধ্বং ॥ ৬২

শয় আনন্দিত হইলেন। এদিকে মহারাজ
 শক্রয়ের বহুসৈন্ত-সমধিক্ত প্রধান প্রধান
 সৈনিকগণ স্ত্রীরামের অশ্বকে অক্ষুপস্থিত
 দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল,—যজ্ঞাশ্ব
 কোথায় যাইল? কে তাহাকে হইয়া গেল?
 কেন তাহাকে দেখিতেছি না? কোন মূঢ়-
 মতি মানব আজ অশ্বহরণ করিয়া যমপূরে
 যাইবে? ৪৫—৫৭। অনন্তর সেই সেনা-
 চবগণ যৎকালে অশ্বমার্গ অবলোকন করিতে
 করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল,
 সেই সময়ে মহারাজ শক্রয় বিপুল সৈন্তগণে
 পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।
 পরে তিনি, ভৃত্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
 আমার সেই স্বর্ণপদ্ম-সুশোভিত অশ্ব এখন
 কোথায় আছে? কেন তাহাকে দেখিতেছি
 না? অথানুগামী সেবকগণ শক্রয়ের তথাক্য
 শ্রবণ করিয়া কহিল, নাথ! এই কানন-
 মধ্যে নিশ্চয় কেহ সেই মনোগামী অশ্ব হরণ
 করিয়া থাকিবে, তজ্জন্ত আমরা অশ্বমার্গানু-
 সন্ধানে পারদর্শী হইয়াও তাহাকে দেখিতে
 পাইতেছি না, প্রভো! এক্ষণে অশ্বলাভার্থ
 সবিশেষ যত্ন করা উচিত। মোহনমূর্ত্তি
 শক্রসংহারকারী নৃপবর শক্রয়, ভৃত্যগণের
 এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মমতিকে

শক্রয় উবাচ ।

কোহত্র রাজা নিবসতি কথং বাহস্তু সঙ্গমঃ ।
কিয়ঞ্চলং ভূমিপতেৰ্ধেন মেহদ্য হৃত্তো হঃ ॥৬৩॥
সুমতিক্রবাচ ।

রাজন্ দেবপুরং ছেতদেবেনৈব বিনির্মিতম্ ।
কৈলাসমিব তুর্গম্যং বৈরিসসৈভ্যঃ সূসংহতৈঃ ।
অগ্নিন বীরমণী রাজা মহাশূরঃ প্রতাপবান ।
রাজ্যং করোতি ধর্মেণ শিবেন পন্নিরক্ষিতঃ ।
যোহসৌ প্রলয়কারী স আস্তে ভক্ত্যা
বশীকৃতঃ ।

চন্দ্রচূড়োহস্ত ভক্তস্ত পক্ষপাতং স্বধনং সদা ॥
তস্মাস্তত্র মহদযুদ্ধং গৃহীতশ্চেত্তবিষ্যতি ।
যত্নাঃ সন্তঃ প্রকূর্ষন্ত রক্ষণং কটকস্ত হি ॥ ৬৭ ॥
এবং শ্রদ্ধা স শক্রয়ঃ সর্বভূপশিয়োমণিঃ ।
সৈন্তব্যাহং রচিৎসো তিষ্ঠতি স মহাঘশাঃ ॥৬৮॥

জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন্ত্রিবর! এখানে কে রাজা আছেন? কি প্রকারেই বা অশ্ব পাইতে পারি। যিনি আমার অশ্বহরণ করিয়াছেন, সেই ভূপতির বলই বা কিরূপ? তৎ-শ্রবণে সুমতি कहিলেন,—রাজন্! এই স্থান দেবপুর নামে প্রসিদ্ধ; ভগবান মহাদেবই এই নগর নির্মাণ করিয়াছেন। বৈরিগণ দলবদ্ধ হইয়াও কৈলাসগিরির ত্রায় সহসা এই পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাশূর প্রতাপবান রাজা বীরমণি মহেশ্বর-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে এইস্থানে রাজ্যাশাসন করিতেছেন। ৫৮—৬৫। যিনি প্রলয়কারী, সেই দেবাধিদেব চন্দ্রশেখর পরমভক্ত বীরমণির ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ভক্তের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করত স্বয়ং এই স্থানে সর্বদা অবস্থিত আছেন। সেই হেতু, যদি সেই নৃপবর অগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে এই স্থানে মহৎযুদ্ধ সংঘটিত হইবে, সন্দেহ নাই; এক্ষণে সকলে যত্নবান হইয়া সেনানিবেশ রক্ষা করুন। সর্ব-ভূপ-শিয়োমণি মহাঘশাঃ শক্রয়, সুমতির ঐবন্ধিধ বাহ্য শ্রবণে সৈন্তব্যাহ রচনাপূর্বক

অথ তং সূখমাসীনং মন্ত্রয়ন্তং সূমন্ত্রিণা ।

আজগাম স দেবর্ষির্ভুক্তকৌতুকসংযুতঃ ॥ ৬৯ ॥
তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা শক্রয়স্তপসাং নিধিম্ ।
অভ্যুপায়াসনে স্থাপ্য মধুপর্কমখাচরৎ ॥ ৭০ ॥
স্বাগতেন চ সন্তুষ্টং নারদং মুনিসন্তমম্ ।
উবাচ জীর্ণয়ন বাচা বাক্যবাদবিশারদঃ ॥ ৭১ ॥
শক্রয় উবাচ ।

মদীয়োহর্থঃ কুত্র বিপ্র কথয়স্ব মহামতে ।
ন লক্ষ্যতে গতিস্তস্য সেবকৈর্মম কোবিদৈঃ ॥
শংস তং যেন বা নীতং ক্ষত্রিয়েণ চ মানিনা ।
কথং তত্র হয়প্রাণ্ডির্ভবিষ্যতি তপোধন ॥ ৭৩ ॥
ইতি বাক্যং সমাকণ্য শক্রয়স্ত স নারদঃ ।
উবাচ বীণাং রণয়ন গায়ন রামকথাং যুতঃ ॥৭৪ ॥
নারদ উবাচ ।
এতদেবপুরে রাজন্ ভূপো বীরমণির্মহান্ ।

অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুখোপবিষ্ট শক্রয়, যখন মন্ত্রিবরের সহিত মঞ্জণা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ যুদ্ধদর্শনে কৌতুহলা-ক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। তখন শক্রয় সেই তপোনিধি মুনি-বরকে আগত দর্শনে গাত্ৰোত্থানপূর্বক আসনে উপবেশন করাইয়া মধুপর্ক প্রদান করিলেন। পরে সেই বাক্যবাদ-বিশারদ রামানুজ, মুনিসন্তম নারদকে স্বাগতপ্রশ্নে সন্তুষ্ট করিয়া পুনরপি মধুর বচনে তাঁহার জীতি উপপাদন করত कहিলেন,—হে মহামতে বিপ্রবর! মদীয় অশ্ব, কোথায় আছে বলুন, আমার কার্যকুশল বিষ্ণুরেণ্ডাও অশ্ব যে কোথায় গিয়াছে লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। যে বীর্যভিমানী ক্ষত্রিয়, তাহাকে লইয়া গিয়াছে, সে কে? বলুন, তপোধন! এক্ষণে কি প্রকারেই বা অশ্ব পাইব? ৬৬—৭৩। দেবর্ষিনারদ শক্রয়ের এই কথা শুনিয়া বীণা-বাদনসহকারে বারংবার জীর্ণায়ের গুণগান করত कहিলেন,—রাজন্! এই দেবপুরে যিনি ভূপতি আছেন, তাঁহার নাম বীরমণি,

তৎপুঞ্জেন বনস্থেন গৃহীতস্তব বাজিরাট্ ॥ ৭৫
 তত্র যুদ্ধঃ মহন্তেহদ্য ভবিষ্যতি স্মদারুণম্ ॥
 অত্র বীরাঃ পতিষ্যন্তি বলশৌৰ্য্যসমৰিভাঃ ॥ ৭৬
 তস্মাদত্র মহাযত্নাৎ স্নাতব্যঃ তে মহাবল ॥
 রচয় ব্যহরচনাং দুর্গমাং পরসৈনিকৈঃ ॥ ৭৭
 জয়ন্তে ভবিতা রাজন কৃষ্ণেণ তু নৃপোত্তমাৎ ॥
 রামং কো নু পরাজীয়াদ্ভুবনে সকলে হপি ॥ ৭৮
 ইত্যুক্তান্তর্দধে বিপ্রো নভসি স্থিতবাঃস্ততঃ
 যুদ্ধঃ স্মদারুণং অক্ষ্যান দেবদানবয়োরিব ॥ ৯৯
 শেষ উবাচ ॥

অথ রাজা বীরমণিঃ সর্গশুরশিরোমণিঃ ॥
 পটহং ঘোষিতুং স্বীয়ে পুরমধ্যে মহারবম্ ॥ ৮০
 অহ্রয়ামাস সেনান্তং রিপুবারণং মহোন্নদম্ ॥
 কথয়ামাস চ ক্ষিপ্রং মেঘগন্তোরয়া গিয়া ॥ ৮১
 বীরমণিরুবাচ ॥

সেনানীঃ পটহস্তাজ্ঞাৎ নেহি মে শোভনে পুরে

তিনি অতি মহান ব্যক্তি, উপবর্নাস্থিত তদীয় পুত্র তোমার অশ্রু লইয়া গিয়াছে। অদ্য এই স্থানে তোমার তজ্জন্ত স্মদারুণ মহাযুদ্ধ হইবে, সেই যুদ্ধে শৌৰ্য্যবীৰ্য্যসমধিত বহুল-বীরগণকেই ধরাশায়ী হইতে হইবে। অত-এব হে মহাবল! এ স্থানে অতি সাবধানে অবস্থান করিবে, এক্ষণে শক্রপক্ষীয়েরা যাহাকে প্রবেশ করিতে না পারে, এরূপ ব্যুৎ রচনা কর। রাজন! সেই নৃপবর হইতে অতি ক্রেশে তোমার জয়লাভ হইবেই হইবে, কারণ, অখিল ভুবনমধ্যে ত্রীণামকে পরাজয় করিতে পারে এমন কে আছে? দেবধি এই কথা বলিয়াই অস্ত্রদান করিলেন এবং দেবদানবের স্তায় সেই রাজ-ঘরের ভীষণ যুদ্ধ অবলোকনার্থ অলক্ষিত-ভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর এদিকে সর্গশুর-শিরোমণি রাজা বীরমণি, স্বীয় নগরমধ্যে মহারবশালী ভেরী বাদন করত যুদ্ধ-ঘোষণার্থ সময়ে মহোৎসাহসম্পন্ন রিপুবারণ নামক সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিলেন এবং মেঘ-

যচ্ছুরা মে সুসন্নদাঃ শক্রয়ং প্রতি যান্তি তে ॥
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রাজ্ঞো বীরমণেশ্বরা ॥
 কারয়ামাস পটহং মহারবনির্নাদিতম্ ॥ ৮৩
 গেহে গেহে চ রথ্যায়াং ক্ষণতে পটহধ্বনিঃ ॥
 শক্রয়ং যান্তু য়ে সর্কে বীরা রাজপুরে স্থিতাঃ ॥
 য়ে বৈ রাজঃ সমুল্লজ্যা শাসনং বীরমানিনঃ ॥
 পুত্রা বা ভ্রাতরো বাপি তে বধার্থা নৃপাজ্ঞয়া ॥
 শৃণুস্ত বীরাঃ পুনরপ্যাহতে পটহে রবম্ ॥
 অত্রা বিধায়তামাশু কৰ্ত্তব্যং মা বিলম্বিতম্ ॥ ৮৬
 শেষ উবাচ ॥

ইতি পটহরবং স্বকর্ণগোচরং
 নরবরবীরবরা যযুর্নৃপোত্তমম্ ॥
 তে চ কবচপরিভূষিতস্বদেহাঃ
 সমরমহোৎসবহুষ্টিচিত্তকোশাঃ ॥ ৮৭

গন্তীর বচনে কহিলেন,—সেনানী! আমার এই সর্গজন-সুশোভন পুরমধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধপটহ বাদনার্থ কোন কিছুরকে আজ্ঞা-কর। উহার শব্দ শ্রবণে মদীয় যোদ্ধাবৃন্দ সর্গবিধ রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া শক্রয়ের নিকট গমন করিবে। ৭৪—৮২। তৎকালে সেনাপতি রাজবর বীরমণির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াই উচ্চরবে ভেরীবাদন করাইল। তখন প্রতিগৃহে ও প্রতিরথ্যা-তেই সেই ধ্বনি ক্ষত হইতে থাকিল এবং এইরূপ ঘোষণা করা হইল যে, এই রাজপুরে যে সকল বীর অবস্থিত আছেন, সকলেই শক্রয়ের সমীপে গমন করুন। যে সকল বীরাভিমানী ব্যক্তি এই রাজশাসন উল্লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহারা পুত্র বা ভ্রাতা হইলেও রাজাজ্ঞায় বধার্থ হইবেন। বীরগণ! পুনরপি ভেরী বাদিত হইতেছে শব্দ শুনি, এই শব্দ শ্রবণে যাহা কৰ্ত্তব্য বোধ হয় স্বরায় করুন, বিলম্ব করিবেন না। দেব-পুরস্থিত সমুদয় বীরবর নরপতিগণ স্বকর্ণে এইরূপ পটহরব শ্রবণ করিয়াই স্ব কলে-বর কবচহারা ভূষিত করত সমরোৎসাহে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া নরপতি-সন্নিধানে গমন

কেচিদঘ্নুঃ শিরস্ৰাণং ধূহা শিবসি শোভনে ।
 কবচেন সুশোভাত্যাঃ শতকোটি সুশোভিনা ॥
 রথেন হয়যুগ্মেন মণিকাক্ষনশোভিনা ।
 যযুস্তে রাজসন্দেশাদ্ভূপালা যুদ্ধহৃদ্যদাঃ ॥ ৮৯
 কেচিমত্কঞ্জৈশ্মনৈঃ কেচিঘ্নাহৈঃ সুশোভিতৈঃ
 যযুর্নৃপগৃহং সর্ষে রাজসন্দেশহারকঃ ॥ ৯০
 বিধিক্তস্বর্ণকবচাঃ শিরস্ৰাণেন শোভিতাঃ ।
 কঙ্কাদেহপি চ নিজে রথে তিষ্ঠন্নানোজবে ॥
 শুভাক্দদোহ্নুজস্তম্ভ মহারত্ৰয়মৎ দধৎ ॥
 কবচং বপুশি হেষ্ঠে নিজং প্রাগাদ্রণোৎসবে ॥
 রাজভ্রাতা বীরসিংহঃ সর্ষশস্ত্রাস্তেদেবিদঃ ।
 যযৌ নৃপাজ্জয়া তত্র শাসনং ভূমিপস্ত হি ॥ ৯৩
 জামেয়স্তম্ভ রাজোহপি বলমিত্র ইতি স্মৃৎ ॥
 সরস্বতঃ কবচী খড়্গী জগাম নৃপমন্দিরম্ ॥ ৯৪
 সেনানী রিপুবারোহপি সেনাং তাং

তুরঙ্গিণীম্ ।

করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন যুদ্ধহৃদ্য ভূপাল রাজাজ্ঞানুসারে সুন্দর শিরোদেশে শিরস্ৰাণ পরিধান করত শতকোটি সুশোভিত কবচ দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া যুগ্মাশ্বযুক্ত, মণিকাক্ষন-শোভিত রথে আরোহণপূর্বক গমন করিলেন। কেহ কেহ মস্তমাতঙ্গ-পৃষ্ঠে ও কেহ কেহ বা সুশোভিত অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ফলে রাজাজ্ঞাবহ সমুদয় বীরগণই বিমল স্বর্ণকবচ ও শিরস্ৰাণে শোভিত হইয়া নৃপভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজকুমার কঙ্কাদ এবং তৎকনিষ্ঠ শুভাক্দ ও পরমসুন্দর কলেবরে মহারত্ৰখচিত স্ব স্ব কবচ পরিধান করিয়া মনোবৎ ক্রতগমনশীল রথে অবস্থান করত রণোৎসবে গমন করিলেন। সর্ষপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে পারদর্শী রাজভ্রাতা বীরসিংহ ভূপতির শাসন অলঙ্ঘনীয় বিবেচনায় রাজাজ্ঞানুসারে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। বসমিত্র নামে বিখ্যাত রাজার ভাগিনেয়ও কবচ ও খড়্গ ধারণ করত যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নৃপমন্দিরে উপস্থিত

সজ্জায় বিধায় ভূপায় ক্রবেদয়দধো মহান ॥ ৯৫
 অথ রাজা বীরমণিঃ সর্ষশস্ত্রাস্ত্রপুত্রিতম্ ।
 মণিস্থষ্টোচ্চক্রোচ্চমারোহৎ স্তম্ভনোস্তমম্ ॥
 ততো বীরারবঃ শঙ্খনিদাশ্চ সমস্ততঃ ।
 ক্রমতে কান্তরান বীরান প্রেরয়ন্নিব সঙ্গয়ে ॥
 সর্ষে কৃতস্বস্তায়নাঃ সর্ষাভরণভূষিতাঃ ।
 সর্ষশস্ত্রাস্ত্রসম্পূর্ণা যযুঃ সমরমণ্ডলম্ ॥ ৯৮
 ভেরীশঙ্খনিদানেন পুরিতাশ্চ নগা গুণাঃ ।
 আকারিতুঃ গতঃ কিম্বু তদ্রবঃ স্বর্গসংস্থিতান ॥
 তস্মিন কোলাহলে বৃন্তে রাজা বীরমণিস্থহান ।
 রণোৎসাহেন সংযুক্তো যযৌ প্রধনমণ্ডলম্ ॥
 আগত্য সংস্থিতং তাবদ্রথপত্তিসমাকুলম্ ।
 সমুদ্র ইব তৎস্থানাৎ প্রাবিতুঃ পুরুষানযাৎ ॥
 তদাগতং বলং দৃষ্ট্বা রথিভিঃ শস্ত্রকোবিদৈঃ ।

হইলেন। অনন্তর মহাবীর সেনাপতি রিপুবীর, চতুরঙ্গিণী সেনা সজ্জিত করিয়া ভূপতিকে তর্দ্বয় নিবেদন করিলেন। অতঃপর নৃপতি বীরমণি সর্ষবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ, মণিময় বৃহৎ বৃহৎ চক্রযুক্ত, অতি সুন্দর এক উচ্চরথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর চতুর্দিকে ভীক বীরগণকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করিবার জন্তই যেন সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে সমুদয় যোদ্ধাবর্গই সর্ষপ্রকার আভরণে বিভূষিত ও সর্ষবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া স্বস্তায়নপূর্বক সমরমণ্ডলে গমন করিতে থাকিলেন। তৎকালে ভেরীধ্বনি ও শঙ্খনিদানে সমুদয় পর্ষত ও গুহা পরিব্যাপ্ত হইল এবং বোধ হইল যেন স্বর্গবাসীদিগকে আহ্বান করিবার জন্তই উহা আকাশমণ্ডলে উথিত হইতেছে। তৎকালে এইরূপে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইলে মহামনা রাজা বীরমণি রণোৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। ৮৩—১০০। রথ-পত্তিসমাকুল তদীয় মহাসৈন্ত যখন তথায় আসিয়া অবস্থিত করিল, তখন জ্ঞান হইল যেন, সমুদ্র, রাজপুরুষগণের পাণ্ডে দৃষিত সেই

কোলাহলীকৃতঃ সর্গযুবাচ স্মৃতিঃ নৃপঃ ॥১০২
শক্রস্ত উবাচ ।

সমাগতো বীরমণির্ম্মম বাজিধরো বলী ।
যোদ্ধুঃ মাং মহতা ভূপঃ সৈন্তেন চতুরঙ্গিণা ।
কথং যুদ্ধং প্রকর্তব্যং কে যোৎসৃশ্চি বলোৎকটাঃ
তানসর্গান্দিশ মে বীরান্যথা স্মাজ্জয় দৃপিতঃ
স্মৃতিক্রবাচ ।

স্বামিন্সৌ মহারাজো মহাসৈন্তপরীভূতঃ ।
সমাগতঃ স যুদ্ধার্থে শিবভক্তিসমধিতঃ ॥ ১০৫
সাম্প্রতং যুধ্যতাং বীরঃ পুঙ্কলঃ পতমাসুবিৎ ।
অস্তেহপি নীলরত্নায়া যোদ্ধারো যুদ্ধকোবিদাঃ
শিবেন সহ যোদ্ধব্যং রাজা বা ভবতানঘ ।
হৃদয়ুদ্ধেন জ্ঞেতব্যো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১০৭
অনেন বিধিনা রাজন্ জয়ন্তেহত্র ভবিষ্যতি ।

স্বান গ্লাবিত করিবার জন্তই উপস্থিত
হইয়াছে। শত্রুকোবিদ রথিগণে পরি-
ব্যাণ্ড সেই মহাসৈন্তকে ভীষণ কোলাহল
করিতে করিতে আগত দেখিয়া নৃপবর
শক্র, স্মৃতিকে কহিলেন,—মন্ত্রিবর! যিনি
আমার অধ লইয়াছেন, সেই মহাবলশালী
ভূপতি বীরমণি আমার সহিত যুদ্ধ করি-
বার নিমিত্ত প্রভুত চতুরঙ্গিণী সেনা
সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়াছেন, দেখ।
এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বাসনাস্বরূপ
জয় হয়, তৎক্ষণ্ত্ব কি প্রকারে যুদ্ধ করা কর্তব্য
এবং কোন কোন মহাবলশালী বীরগণই
বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে
নির্দেশ কর। তৎক্ষণে স্মৃতি কহিলেন,—
স্বামিন্! এই প্রসিদ্ধ শিবভক্ত মহারাজ
বীরমণি যখন মহাসৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া
যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন, তখন এক্ষণে
পরমাসুবিৎ বীরবর পুঙ্কল যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হউন এবং নীলরত্ন প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র যে
সকল যুদ্ধকোবিদ বীরগণ আছেন, তাঁহা-
রাও সহযোদ্ধা হইবেন। হে অনঘ!
আপনি স্বয়ং মহেশ্বর বা মহারাজের সহিত
যুদ্ধ করিবেন, এই মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালকে

পশ্চাদ্যদ্রোচেতে স্বামিন্তৎকুরুষ মহামতে ॥
শেষ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকণা শক্রস্তঃ পরবীরতা ।
সুভটানাদিদেশাথ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১০২
সকৈঃ সৈন্যৈর্দুর্দ্ধার্থঃ রাজভিঃ শত্রুকোবিদৈঃ
যথা স্বাঃ জয়ঃ কিপ্রং যতিতব্যং তথা পুনঃ ॥
শেষ উবাচ ।

রণার্থং রাঘবশ্চৈবং ক্ষত্রা তে রণকোবিদাঃ ।
মহোৎসাহেন সংযুক্তা যযুর্দোকু ভুগৈনিতৈকৈঃ ॥
যুদ্ধায় তে সুসম্রাজাঃ শক্রস্তস্য মহাবলাঃ ।
যযুবীরমণেঃ সৈন্তমধ্যে শৌর্য্যসমধিতাঃ ॥ ১১২
শরান্ বিমুঞ্চমানান্তে ভিন্দন্তঃ সৈনিকান্ বহুন্
ব্যদৃশ্চন্ত রণান্তে শরাসনধরা নরঃ ॥ ১১৩
অনেকে নিহতান্তর গজা মণিময়া রথাঃ ।

হৃদয়ুদ্ধে জয় করিতে প্রবৃত্ত হউন। হে
মহামতে রাজন্! আমার বিবেচনায় এই-
রূপ নিয়মে নিশ্চয়ই আপনার যুদ্ধে জয়
হইবে। স্বামিন্! ইহার পর আপনার যাহা
বিবেচনা হয় করুন। ১০১—১০৮। শক্র-
নিষ্পদন শক্র স্মৃতির এবং বিধ বাক্য শ্রবণে
যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর রাজগণকে
আদেশ করিলেন, আপনারা সকলেই
অস্ত্রশস্ত্রে স্নানিপুণ ও ভূপাল, এ জন্ত
আপনারা সকলে সসৈন্তে যাহাতে অবি-
লম্বে আমার জয়লাভ হয়, এরূপ ভাবে
যুদ্ধার্থ যত্নবান হইবেন। সর্পরাজ বলিলেন,
—রণকোবিদ সেই সকল রাজগণ শত্রুর
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মহা উৎসাহাধিত হইয়া
সৈনিকগণের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতে
আরম্ভ করিলেন। অনন্তর শত্রুর
পক্ষাবলম্বী মহাবলবীর্ষশালী সেই রাজগণ,
যুদ্ধার্থ স্মৃতি হইয়া ভূপতি বীর-
মণির সৈন্তমধ্যে গমন করিলেন। অন-
ন্তর তাঁহাদিগকে সমরাজনমধ্যে শরাসন
গ্রহণপূর্বক অবিরল শরধারা বর্ষণ করত
বহু সৈনিককে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে দেখা

ভগ্না বাহসমেতাশ্চ দৃশ্যন্তে রণমণ্ডলে ॥ ১১৪
 বিহিতং কদনং তেষাং কৃষ্ণা কঙ্কাজদো বলী
 রথেষু মণিময়ে তিষ্ঠন্ত যযৌ যোদ্ধুস্ত সৈনিকান ॥
 শরশাশনে শরান্ন ধাত্ত্বান্নযুধৌ অক্ষয়ৌ দধৎ ॥
 শোণনেক্রান্তরো ভীমৌ মহাকোপসমব্রিতঃ ॥
 অনেকবাণসংবিগ্নান্ কুর্ষন বীরান্ সহস্রশঃ ॥
 হাহাকারং কারয়ন্তদৃঘযৌ কঙ্কাজদো বলী ॥
 রাজপুত্রঃ স্বপদৃশঃ বলেন যশসা শ্রিয়া ॥
 আহ্বঃমাংস শক্রৈঃ ভারতং পুঙ্কলং বলী ॥ ১১৫
 কঙ্কাজদ উবাচ ॥
 আগচ্ছ বীরকমণে মহাবলপরাক্রম ॥
 ময়া যোদ্ধুস্ত বলিনা রাজপুত্রোণ ভাষতা ॥ ১১৬
 কিমশ্চৈশ্বান্নিতৈবীর নিঃশৈঃ কোটিভিন্দৈঃ ॥
 ময়া সমং মহাযুদ্ধং বিধায় জয়মাপ্নুতি ॥ ১২০

গিয়াছিল তৎকালে দেখা গেল, সেই রণ-
 ক্ষেত্রে প্রভূত মাতঙ্গ ও অশারোহসকল
 সবাহনে নিহত হইতেছে এবং মণিময় রথ-
 সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অনন্তর
 মহাবলশালী রাজকুমার কঙ্কাজদ, শক্রগণ
 উদীয় সৈন্তগণের মহামার উপস্থিত করি-
 য়াছে স্বপ্নে সাতিশয় কোপাবিষ্ট ও আরক্ত-
 লোচন হইয়া শরাসনে অবিচ্ছিন্ন শরসঙ্কান-
 নাধ পৃষ্ঠদেশে অক্ষয় তুণীরঘয় ধারণ করত
 মণিময় রথে আরোহণপূর্বক শক্রসৈনিক-
 গণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভীমমূর্তিতে
 ভদ্রভিমুখে ধাবিত হইলেন। ১০৯—১১৬।
 সেই মহাবলপরাক্রান্ত কঙ্কাজদ যখন যাইতে
 লাগিলেন, তখন সহস্র সহস্র বীরগণকে
 প্রভূত বাণবর্ষণে উষ্ম করিতে থাকায়
 শক্রদের সৈন্তমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।
 অনন্তর বলিবান্ রাজপুত্র বল যশ ও
 সৌন্দর্য্যে স্বপদৃশ শক্রনিয়ুত ভরতনন্দন
 পুঙ্কলকে সখোদনপূর্বক কহিলেন,—ওহে
 বীরচূড়ামণি! তুমি ত মহাবলপরাক্রান্ত,
 অতএব এই তেজোমান্ মহাবলশালী রাজ-
 পুত্রের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন কর। হে বীর!
 অস্তান্ত কোটি কোটি মানবগণকে ত্রাসিত

ইত্যুক্তবস্তং তরুণা প্রহসন পুঙ্কলো বলী ॥
 জঘান বিপুলে মধ্যে বক্ষসস্তীক্ষ্মপক্ষীভিঃ ॥ ১২১
 তদমুখান রাজপুত্রো মহাচাপে দধচ্ছরান ॥
 জঘান দশভিকারং পুঙ্কলং বক্ষসোহস্তরে ॥
 উভৌ সমরসংরক্তাবুতাবপি জর্ঘৈষণৌ ॥
 য়েজ্ঞাতে সঙ্গরে তৌ হি কুমারস্তারকৌ যথা ॥
 বাণান্ ধ্বংয সন্তায় দশসঙ্খ্যান্ মহাশিতান ॥
 অকরোৎ পুঙ্কলো বীরৌ বিরথং রাজপুত্রকম্ ॥
 চতুর্ভিঃচতুরৌ বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতমপাতয়ৎ ॥
 একেন ধ্বজমেতস্ত দ্বাভ্যাং স্তন্দনরক্ষকৌ ॥
 একেন হৃদি বিব্যাধ রাজপুত্রস্ত বেগবান ॥
 তদদ্ভুতং কশ্ম সর্কৌ দৃষ্ট্বা বীরঃ প্রতোষিতাঃ ॥
 স চ্ছিন্নধ্বংসুঃস্বিরথো হতাশো ত্তসারধিঃ ॥
 অত্যস্তকোপমাপন্নঃ স্তন্দনং পরমাবিশৎ ॥ ১২৭

ও নিহত করিয়া কি ফল আছে? এক্ষণে
 আমার সহিত মহাযুদ্ধ করিয়া জয়লাভ কর।
 কঙ্কাজদকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া মহাবল-
 শালী পুঙ্কল উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত করত তৎ-
 ক্ষণাৎ স্তম্ভীক শরনিকর দ্বারা তদীয় বক্ষ-
 স্থলের মধ্যভাগে প্রহার করিলেন। তখন
 রাজনন্দনও তাহা সহ করিতে না পারিয়া
 ভীষণ শরাসনে শর সন্ধানপূর্বক দশবাণে
 বীরবর পুঙ্কলের বক্ষঃস্থল আহত করিলেন।
 পরস্পর জয়াভিলাষী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত
 তাঁহারা উভয়ে, তৎকালে সমরক্ষেত্রে কার্ত্তি-
 কৈয় ও তারকাসুরের স্থায় শোভা পাইতে
 লাগিলেন। অনন্তর বীরবর পুঙ্কল শরা-
 সনে সুশাণিত দশ শর সন্ধানপূর্বক রাজ-
 কুমারকে রথবিহীন করিলেন। তিনি
 উক্ত দশ শরের মধ্যে চারিবাণে রাজ-
 কুমারের চারি অঙ্গ, দুইবাণে সারধি, এক
 বাণে রথধ্বজ ও দুইবাণে রথরক্ষকদ্বয়কে
 নিপাতিত করিয়া মহাবেগে একবাণে তাঁহার
 বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়াছিলেন। পুঙ্কলের এই
 অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে সমুদয় বীরগণই স্তম্ভ
 হইয়াছিলেন। ১১৭—১২৬। এইরূপে শরাসন
 ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং অশ ও সারধি নিহত

স স্থিতি স্থানবয়ে হয়রহেন ভূষিতে ।
 শরাসনং মহানুভা স্নদৃঢ়ং গুণপূরিতম্ ॥ ১২৮
 উবাচ পুঙ্কলং বীরং কৃষ্ণাঙ্গদ ইদং বচঃ ।
 মহাপরাক্রমং কৃষ্ণা ক যাস্তসি পরস্তপ ॥ ১২৯
 পশু মেহদ্য পরাক্রান্তিঃ স্বদলেন বিনিশ্চিতাম্
 যত্নান্তিষ্ঠেভ্য ভো বীর নয়ামি স্বদ্রথং নভঃ ॥ ১৩০
 ইত্যুবা শরমত্যাগ্ৰং দধায় স্বশরাসনে ।
 মন্ত্রয়িত্বা মুমোচাত্মং ভ্রামকং পোকলে রথে ।
 মুমোচ নিশিতং বাণং স্বর্ণপুঙ্খকশোভিতম্ ।
 তেন বাণেন নীতোহস্ত রথো যোজনমাত্রকম্
 ধৃতঃ কৃচ্ছ্রণ স্তেন রথো বভ্রাম ভূতলে ।
 কৃচ্ছ্রণ প্রাপ্য তৎস্থানং পুঙ্কলঃ পরমাত্তবিৎ ।
 জগাদ বচনং তং বৈ বাণং বিভচ্ছরাসনে ।
 স্বর্ণং প্রাপ্ত্বিহি বীরাত্মা সর্ষদেবৈকশোভিতম্ ॥

হওয়ায় কৃষ্ণাঙ্গদ যৎপরোনাস্তি কোপাবিষ্ট
 হইলেন এবং অপর রথে আরোহণ করি-
 লেন । তিনি উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত সেই
 উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়াই অপর এক
 স্নদৃঢ়, জ্যায়ুক্র মহৎ শরাসন ধারণপূর্বক
 বীরবর পুঙ্কলকে এই কথা বলিলেন,—ওহে
 পরস্তপ! মহাপরাক্রম প্রকাশ করিয়া কোথায়
 যাইবে? মন্দীয় বলবিক্রম অবলোকন
 কর । ওহে বীর! সম্প্রতি যত্নসহকারে
 রণস্থলে অবস্থিতি করিতে সচেষ্ট হও, আমি
 এখনই তোমার রথ নভোমণ্ডলে উৎকৃষ্ট
 করিব। রাজকুমার এই বলিয়া স্বীয়
 শরাসনে অত্যাগ্র এক শর সংযোজন করি-
 লেন এবং অভিমন্বিত করিয়া পুঙ্কলের
 রথোপরি সেই ভ্রামকান্ত নিক্ষেপ করিলেন ।
 তিনি যে স্বর্ণপুঙ্খকশোভিত সেই নিশিত
 শর ত্যাগ করিলেন, তদ্বারা পুঙ্কলের রথ
 একযোজন দূরে চালিত হইল । সারথি
 শ্রয়ত্নসহকারে ধারণ করিয়া রাখিলেও
 পুঙ্কলের সেই রথ ভূতলে ঘূর্ণমান হইতে
 থাকিল । অনন্তর পরমাত্তবিৎ পুঙ্কল অতি
 ক্রেশে পূর্বস্থান প্রাপ্ত হইয়া শরাসনে শর
 সন্ধান করত কৃষ্ণাঙ্গদকে এই কথা বলিলেন,

দাদৃশাঃ পৃথিবীযোগ্যা ন ভবন্তি নৃপোত্তম ।
 শতকৃতুসভাযোগ্যাস্তদগচ্ছ স্বরালয়ম্ ॥ ১৩১
 ইত্যুবা স মুমোচাত্মমাকাশপ্রাপকং মহৎ ।
 তেন বাণেন স রথো যযৌ স্বরললোমতঃ ।
 সর্ষালোকানতিক্রম্য যযৌ স্বর্ধ্যাত্ত মণ্ডলম্ ।
 তচ্ছালয়া রথো দধৌ হয়স্বতসমারভতঃ ॥ ১৩২
 তৎকরৈর্দধুভূষিষ্ঠ-কলেবরঃ স্তুঃখিতঃ ।
 পপাত চন্দ্রচূড়ং স ধৃত্বা হৃদ্যাসুখান্দনম্ ॥ ১৩৩
 ভূমৌ নিপাততস্তত্র করদঙ্ককলেবরঃ ।
 অত্যস্তদুঃখমাপনৌ মুমুর্ছ রণমণ্ডলে ॥ ১৩৪
 তস্মিন নিপতিতে ভূমৌ মুর্ছিতে রাজপুত্রকে
 হাহাকারো মহানাসৌত্তত্র সংগ্রামমুর্ছনি ॥ ১৪০
 বৈরিণো জয়লক্ষ্মীঃ তে সম্প্রাপ্তাঃ পুঙ্কলোমুখাঃ
 পলায়নশয়া জাতা বৈরিণো হয়রক্ষকাঃ ॥ ১৪১

—ওহে বীরবর! এক্ষণে তুমি সমুদয়
 সুরগণে সুশোভিত স্বর্ণধাম প্রাপ্ত হও ।
 রাজকুমার! দাদৃশ বীরগণ পৃথিবীতে বাস
 করিবার যোগ্য নয়, ইন্দ্রসভার উপযুক্ত,
 অতএব সুরালয়েই গমন কর ১২৭—১৩১।
 তিনি এই কথা বলিয়া আকাশপ্রাপক এক
 মহাস্র নিক্ষেপ করিলে সেই অস্ত্রপ্রভাবে তৎ-
 ক্রমাৎ রাজকুমারের রথ আকাশে
 উঠিত হইল এবং ক্রমিক অস্ত্রাস্ত্র
 সমুদয় লোক আতিক্রমপূর্বক স্বর্ধ্যমণ্ডলে
 গমন করিলে স্বর্ধ্য-রাশিতে অশ্ব ও সারথির
 সহিত উহা দধু হইয়া গেল । রাজকুমারেরও
 বহল অঙ্গ স্বর্ধ্যাকরণে দধু হওয়ায় তিনি
 অত্যন্ত ক্রিষ্ট হইয়া হৃদয়মধ্যে সর্ষদুঃখের
 ভগবান হরকে ধারণ করত পতিত হইতে
 থাকিলেন । রাজকুমার এইরূপে স্বর্ধ্যাকরণে
 দধু-কলেবর ও ভূতলে নিপতিত হইয়া
 সাতিশয় ক্রেশবশতঃ সেই রণক্ষেত্রে মুর্ছিত
 হইলেন! সেই রাজপুত্র ভূমিতলে পতিত
 ওঁ মুর্ছিত হইলে সেই সংগ্রাম-মণ্ডলে মহান
 হাহাকার হইতে লাগিল । তখন বীরমণি
 নৃপাতর পুঙ্কলাদ বৈরিগণ জয়লক্ষ্মী প্রাপ্ত
 হইলেন এবং শক্রের বৈরিনক্ষীয় হয়রক্ষ-

তদা পুত্রস্ত বৈ মুচ্ছাং দৃষ্ট্বা বীরমণিনৃপঃ ।
 প্রায়োৎ সমরমধ্যস্থং পুঙ্কলং কোপপুরিতঃ ॥১৪২
 তদা ভুমিষ্ঠচালেয়ং সপর্কতবনোস্তমা ।
 শূরা বৈ হর্ষমাপন্নঃ কাতরা ভয়পীড়িতাঃ ॥ ১৪৩ ॥
 চাপং মহদধানঃ স ইমুধী অক্ষয়াবপি ।
 রোবাশ্রিধাসমামুৎকরাশ্রয়ামাস বৈরিণম্ ॥ ১৪৪
 শেষ উবাচ ।
 আহ্লয়স্তং মহাসৈন্ত-বারিধৌ পুঙ্কলং নৃপম্ ।
 সমালক্ষ্য কপীশ্রোহপি হনুমান্তমধাবত ॥১৪৫
 লাক্সলমুদ্যম্য বিশালদেহং
 সংয়াবমাতত্য পয়োদঘোষম্ ।
 রণস্থিতান বীরবরান কপীশ্রো
 জগাম তং বীরমণিং নরেন্দ্রম্ ॥ ১৪৬ ॥
 আয়াস্তকং হনুমন্তং বৌক্ষ্য পুঙ্কল উত্ততঃ ।
 বিলোকয়ামাস দৃশ্য বৈরক্রোধসুশোণয়া ॥১৪৭
 জগাদ তং হনুমন্তং পুঙ্কলঃ পরমাত্তবিৎ ।

কাদি পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তৎ-
 কালে নৃপবর বীরমণি পুত্রের মুচ্ছা দর্শনে
 সাত্তিশয় ফোপাবিষ্ট হইয়া সমরমধ্যবস্তী
 পুঙ্কলের নিকট আগমন করিলেন। ঐ
 সময়ে সমুদয় পর্কত ও কাননেব সহিত
 বসুন্ধর্য কাম্পিতা হইতে থাকিল এবং
 ভয়কাতর বীরগণ আনন্দ-অনুভব করিতে
 লাগিলেন। নৃপসন্তম বীরমণি, প্রকাণ্ড
 এক শরাসন ও অক্ষয় তুণীরদ্বয় ধারণ করত
 রোষভরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে
 করিতে পুত্রবৈরী পুঙ্কলকে বারংবার আহ্বান
 করিতে লাগিলেন। সেই সাগরোপম সৈন্ত-
 মধ্যে নৃপবর পুঙ্কলকে আহ্বান করিতে
 স্তনিয়া কবিবর হনুমান তদভিমুখে ধাবিত
 হইলেন। তিনি স্বীয় সুবৃহৎ লাক্সল উত্তো-
 লনপূর্বক মেঘবৎ গভীর গর্জন করিতে
 করিতে রণস্থিত বীরগণকে বিভ্রাসিত করত
 নরেন্দ্র বীরমণির নিকট গমন করিতে
 থাকিলেন। এইরূপে হনুমানকে আগমন
 করিতে নিরীক্ষণ করিয়া পরমাত্তবিৎ বীর-
 ণী পুঙ্কল, বৈরিগণের প্রতি ক্রোধবশতঃ

মেঘগভীরয়া বাচা নাদয়ন রণমণ্ডলম্ ॥ ১৪৮
 পুঙ্কল উবাচ ।
 কথং ত্বং সমরে যোদ্ধুমাগতোহসি মহাকপে ।
 কিয়দ্বলং স্বল্পমেতদ্ভ্রাজো বীরমণেশ্বহং ॥ ১৪৯
 যত্র ত্রিজগতী সর্কা সন্মুখং সমুপাগতা ।
 তত্র ত্বং লীলয়া যোদ্ধুং যাতুমিচ্ছসি বা ন বা ॥
 কোহয়ং রাজা বীরমণিঃ কিয়দ্বলমথাল্লকম্ ।
 অত্রাগমনমত্যাগ্রং তব বীর ন ভাব্যতে ॥ ১৫১
 রঘুনাথরূপাপাক্রাদহং নিস্তীর্ণ্য দৃষ্টরম্ ।
 ক্ষণাশ্রিধামি কৌশেল্য মা চিন্ত্যং কুরু সঙ্গরে ॥
 ত্বয়া রাক্ষসপাথোধিস্তীর্ণো রামরূপাত্রজ্ঞাৎ ।
 তথাহং রামং সংসৃত্য নিস্তরিষ্যামি দৃষ্টরম্ ॥
 যে কেচিদৃষ্টরং প্রাপ্য রঘুনাথং স্বয়ন্তি চ ।

আরক্ত নেত্রে তরুপরি কটাক্ষপাতপূর্বক
 মেঘগভীর বচনে রণমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত
 তাহাকে কহিলেন,—হে মহাকপে! আপনি
 কি জন্ত এই সামান্ত সমরে যুদ্ধে আগত
 হইলেন। রাজা বীরমণির আর কতই
 সামর্থ্য? উহা অস্ত্রের নিকট মহৎ হই-
 লেও আমার জ্ঞানে অতি যৎসামান্ত।
 যে যুদ্ধে সমুদয় ত্রিলোকবাসী সন্মুখীন
 হইবে সেই ক্ষেত্রেও আপনি ক্রৌড়ানিমিত্ত
 যুদ্ধ করিতে যাইতে ইচ্ছা করেন
 কিনা সন্দেহ। হে বীর! আপনার
 নিকট এই যৎসামান্ত রাজা বীরমণি কে?
 ইহার বলই বা কি! উহাত অতি যৎ-
 সামান্ত! এজন্ত এই সামান্ত যুদ্ধে আপনার
 এরূপ উগ্রভাবে আগমন সঙ্গাবিত হয় না।
 হে বানরেন্দ্র! সমরে আমার জন্ত চিন্তা
 করিবেন না, আমি নিশ্চয়ই রঘুনাথের
 রূপাকটাক্ষে এই দৃষ্টর সমরসাগর উত্তীর্ণ
 হইয়া ক্ষণমধ্যেই নির্গত হইব। আপনি
 যেমন জীৱামের রূপায় দৃষ্টর রাক্ষসসৈন্য-
 সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তজপ আমিও
 নিঃসন্দেহ জীৱামকে অরণ করিয়া এই দৃষ্টর
 সৈন্য-সাগর পার হইব। ১৩৬-১৫৩বে কোন
 ব্যক্তি দৃষ্টর গুণ-সাগরে নিপতিত হইয়া

তেষাং হুঃখোধিঃ শুক্লো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ
তন্মাদ্ৰজ মহাবীর শক্রসবিধে বলিন ।
এষ আয়ামি নিৰ্জিত্য ভূপং বীরমণিঃ কণাৎ
শেষ উবাচ ।

ইতি ধীরাঃ সমাকর্ণ্য বাণীং পুঙ্কলভায়িতাম ।
জগাদ বনেং ভুয়ঃ পুঙ্কলং পরবীরহা ॥ ১৫৬
হনুমানুবাচ ।

পুত্র মা সাহসং কাযৌৰ্ভূপং বীরমণিঃ প্রতি ।
এষ দাতা শরণাশ্চ বলশৌৰ্য্যাস্তশোভিতঃ ।
ঔঃ বালঃ স্ববিরো ভূপোহখিলশস্ত্রাবিত্তমঃ ।
অনেকে বিজিতাঃ সঙ্ঘ্যে বীরাঃ শৌৰ্য্য-
সুশোভিতাঃ ॥ ১৫৮

জানীহি পাৰ্শ্ব এতস্ত রক্তিতারং সদাশিবম ।
ভক্ত্যা বশীকৃতং স্থাণুং সোমং চৈতৎপুরীস্থিতম
পুঙ্কল উবাচ ।

শিবো ভক্ত্যা বশীকৃত্য স্বপুৰে স্থাপিতোহমুনা

যদি জীৱামকে স্মরণ করে তাহা হইলে
তাহাদিগেরও যে হুঃখসাগর শুক হইয়া যায়
তাহাতে আর সংশয় নাই! অত-
এব হে মহাবীর। আপনি শক্রের নিকট
গমন করুন, আমি এখনই ভূপতি বীর-
মণিকে পরাজয় করিয়া আসিতেছি। পুঙ্ক-
লের ঈদৃশ বীরতাপূর্ণ বচনবলী শ্রবণ
করিয়া পরবীরনিষুদন হনুমান পুনরায়
পুঙ্কলকে কহিলেন,—পুত্র! ভূপতি বীরমণির
নিকট এরূপ সাহস করিও না, ইনি দাতা,
শরণাগতপালক ও বলবীৰ্য্যে সুশোভিত।
তুমি বালক, এবং এই ভূপাল স্ববির ও
অখিল অস্ত্র-শস্ত্রে সুপণ্ডিত; ইনি সমরে
শৌৰ্য্য-সুশোভিত অনেকানেক বীরগণকেই
পরাজয় করিয়াছেন। নিশ্চয় জানিও ইহাঁর
পার্শ্বে ভগবান শশাঙ্কশেখর অবস্থিত থাকিয়া
ইহাঁকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই সদা-
শিব ইহাঁর ভক্তিতে বশীভূত হইয়া
সৰ্বদাই ইহাঁর পুরমধ্যে অবস্থিত আছেন।
হনুমানের ঈদৃশবাক্য শ্রবণে পুঙ্কল কহি-
লেন, এই নৃপবর ভক্তিতে মহেশ্বরকে বশী-

পরমস্তাশু হৃদয়ে ন তিষ্ঠতি মহেশ্বরঃ ॥ ১৬০

সদাশিবো যমারাধ্য পরমং স্থানমাগতঃ ।

স রামো মন্বনস্ত্যক্তান ন কাপি পরিগচ্ছতি ॥

যত্র রামস্তত্র বিধং সৰ্বং স্থাণু চরিত্ব চ ।

তন্মাদহং জয়িষ্যামি রণে বীরমণিঃ নৃপম ॥ ১৬২

ব্রজ ঔঃ সমরে যোদ্ধুমস্তান মানিবরান নৃপান

বীরসিংহমুখান কৌশ যচ্চিন্তাং মা কুরু প্রভো

বাচমিথং সমাকর্ণ্য হনুমান ধীরতেরিতম ।

জগাম সক্রমে যোদ্ধুং বীরসিংহং নৃপাহুজম ॥

লক্ষ্মীনিধিঃ সূতেনাস্ত শুভাক্ষদমুসংক্রিনা ।

দৈৱধেন প্রমুঘুধে মহাশস্ত্রাবেদিনা ॥ ১৬৫

বলমিচ্ছেৎ সূমদঃ স্বপ্রতাপবলোজ্জিতঃ ।

যোদ্ধুঃ শস্ত্রাসংগ্রাম-বিচারচতুরো নৃপঃ ॥ ১৬৬

আক্ষয়স্তং নৃপং দৃষ্ট্বা দৈৱথে যুদ্ধকোবিদঃ ।

কৃত করিয়া স্বীয় পুরমধ্যেই স্থাপন করিয়া-

ছেন কিন্তু তিনি ত ইহাঁর হৃদয়মধ্যে অব-

স্থিত নাই; আরও দেখুন, সেই ভগবান

সদাশিব ঐহাকে আরাধনা করিয়া পরম

স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রামচন্দ্র, মদীয়

হৃদয়ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ কুত্রাপি

গমন করেন না। আর প্রভু রামচন্দ্র, যে

স্থানে অবস্থিত থাকেন, সে স্থানে মহে-

শ্বরের কথা কি, সচরাচর অখিল বিশ্বই

তথায় অবস্থিত, জানিবেন। অতএব হে

কপিবর! আমি অবশ্যই এই বীরমণিকে

পরাজিত করিতে পারিব। আপনি সমর-

ক্ষেত্রে বীরসিংহপ্রমুখ বীরভিমানী অস্ত্রাস্ত্র

নৃপগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করুন, আমার

জন্ত চিন্তা করিবেন না। হনুমান পুঙ্কলের

ধীরতাপূর্ণ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমরে

রাজাহুজ বীরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার

নিমিত্ত গমন করিলেন। এদিকে লক্ষ্মীনিধি,

মহাশস্ত্রাবেতা রাজপুত্র শুভাক্ষদের সহিত

দৈৱধন্যকে প্রবৃত্ত হইলেন। অস্ত্র-শস্ত্র,

সংগ্রাম ও বিচারবিষয়ে চতুর, স্বীয় প্রতাপ

ও বলে বিখ্যাত নৃপবর সূমদ, রাজভাগি-

নেয় বলমিচ্ছেৎ সহিত যুদ্ধার্থ সমুদ্রত হই-

পুঙ্কলো ভর্ষখচিত্তে রথং তিষ্ঠন যযৌ হি তম্
 রাজা তমাগতং দৃষ্ট্বা পুঙ্কলং যুদ্ধকোবিদম্ ।
 উবাচ নির্ভিয়া বাণ্যা রণমধ্যে সুভাবিতঃ ॥১৬৮
 বীরমণিরুবাচ ।

বাল মা যাহি মাং ক্রুদ্ধং সংগ্রামে চণ্ডকোপনম্
 গচ্ছ প্রাণপরীপ্সায়ৈ মা যুদ্ধং কুরু মে সহ ॥১৬৯
 স্বাদৃশান বালকান ভূপা মাদৃশাঃ রূপয়ন্তি বৈ ।
 প্রহরন্তি ন চেতান বৈ তন্মাদৃগচ্ছ রণাঘর্ষিঃ ॥
 যাবন্তঃ ন ময়া দৃষ্টশঙ্কুর্ভ্যাং তাবৎস্মনঃ ।
 সাম্প্রত্যং ত্বাং প্রহর্তুং ন মনঃ সমভিকাক্ষতি ।
 যব্ধয়া মৎসুতো বাটৈর্গভির্বো মুচ্ছীকৃতঃ পুনঃ ।
 সর্বং ময়া ক্কান্তমদ্য তব বালমিযো মহৎ ॥ ১৭২
 ইতি বাক্যং সমাকণ্য পুঙ্কলো নিজগাদ তম্ ॥

লেন। ১৫৪—১৬৬। এদিকে নৃপবর
 বীরমণি দৈবরথযুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন
 দেখিয়া যুদ্ধকোবিদ পুঙ্কল, স্বর্ণখচিত রথে
 অবস্থান করত তলভি মুখে যাইতে থাকি-
 লেন। পরে সুমিষ্টভাষী রাজা বীরমণি,
 যুদ্ধ-কোবিদ পুঙ্কলকে সমীপাগত দেখিয়া
 সেই সমরক্ষেত্রে মধ্যে অভয়বাক্যে বলিলেন,
 বালক! সমরে আমার ক্রোধ অতি প্রচণ্ড,
 অতএব ক্রুদ্ধ আমার নিকট আসিও না;
 এক্ষণে প্রাণপ্রাপ্তিবাসনায় স্থানান্তরে গমন
 কর, আমার সহিত যুদ্ধ করিও না। মাদৃশ
 ভূপতিগণ মাদৃশ বালকদিগকে রূপা করিয়া
 থাকে, কদাচ প্রহার করে না, অতএব রণস্থল
 হইতে বহির্দেশে গমন কর। আমি যাবৎ-
 কাল তোমায় স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করি নাই,
 তাবৎ কালই সাতিশয় উন্নয়ন ছিলাম;
 এক্ষণে তোমায় দেখিয়া আর আমার মন
 তোমাকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করিতেছে
 না। তুমি যে আমার পুত্রকে শরজালে
 কত-বিকৃত ও মুচ্ছিত করিয়াছ, এক্ষণে
 তোমাকে বালক জানিয়া তোমার তৎসমুদয়
 গুরুতর অপরাধই ক্ষমা করিয়াছি। ১৬৭—
 ১৭২। বীরবর পুঙ্কল ভূপালের এবং বিধবাক্য
 শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্যই আমি

পুঙ্কল উবাচ ।

বালোহহঃ ত্বং মহাবৃদ্ধঃ সর্বশস্ত্রান্ত্রকোবিদঃ ।
 কত্রিয়াণাং মতে যে তু বলাধিক্যেণ সংযুতাঃ
 ত এব বৃদ্ধা ভূপাগ্রা ন বয়োবৃদ্ধতাং গতাঃ ॥
 ময়া তে মুচ্ছিতঃ পুত্রঃ স্বশৌর্ধ্যবলদর্পিতঃ ।
 ইদানীং ত্বামহং শট্শ্রঃ পাতায়যামি সঙ্গয়ে ॥
 তন্মদ্বাং যত্নতল্লিষ্ঠ রাজন সংগ্রামমুচ্ছিনি ।
 স্বামভক্তং ন মাং কশ্চিৎজয়তীন্দ্রপদে স্থিতঃ ॥
 ইখং ভাবিতমাক্ষত্যা পুঙ্কলন্ত নৃপাগ্রীঃ ।
 জহাস বালং সংবীক্য কোপঞ্চ ব্যদধাৎ পুনঃ
 তং বৈ কোপিতমালক্য ভরতাঋজ উন্নদঃ ।
 জঘান শরবিংশত্যা রাজানং হৃদি তীক্ষ্ণয়া ॥
 রাজা তানাগতান্ দৃষ্ট্বা বাণাংস্তেন

বিমোচিতান্ ।

চিচ্ছেদ পরমক্রুদ্ধঃ শট্শ্রস্তীকৈরনেনধধা ॥ ১৭২
 তদ্বাণচ্ছেদনং দৃষ্ট্বা ভারতিঃ পরবীরহা ।

বালক, এবং আপনি সর্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে
 পারদর্শী মহাবৃদ্ধ; কিন্তু হে ভূপবর! কত্রিয়-
 দিগের মতে যাহাদিগের বল অধিক, তাহা-
 রাই প্রকৃত বৃদ্ধ, কেবল বয়োবৃদ্ধের প্রকৃত
 বৃদ্ধ নহেন। রাজন! আমি আপনার বল-
 বোধ-সম্বন্ধিত পুত্রকে মুচ্ছিত করিয়াছি,
 এক্ষণে আপনাকেও শস্ত্রাঘাতে সমরাজনে
 পতিত করিব; অতএব এক্ষণে আপনি সাব-
 ধানে সংগ্রামস্থলে অবস্থিতি করুন। আমি
 শ্রীরামের ভক্ত, এজন্য ইন্দ্রপদে অবস্থিত
 কোন ব্যক্তিও আমাকে জয় করিতে পারেন
 না। নৃপাগ্রী বীরমণি, পুঙ্কলের এইরূপ
 কথা শুনিয়া সাতিশয় কোপাধিত হইলেন
 এবং বালক দর্শনে হাশ্বও করিতে লাগি-
 লেন। সমরোন্নত ভরতাঋজ পুঙ্কল ভূপা-
 লকে কুপিত দেখিয়া এককালে বিংশতি
 স্ত্রীক শরে রাজাকে বক্ষঃস্থলে আহত
 করিতে উদ্যত হইলেন। রাজাও পুঙ্কল-
 নিক্ষিপ্ত শরসমূহকে সমীপাগত দেখিয়া
 সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্ত্রীক শরনিকর
 ছায়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কেলিলেন। তখন

চুকোপ হৃদয়েহত্যাস্তং রাজানঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ
 বিব্যাধ ভালে ভূপাল-পুত্রঃ পুঙ্কলস ত্রিভিঃ ।
 তত্র লগ্না বিরেজুস্তে ত্রিকূটশিবরাগি কিম্ ॥
 তৈর্ধাতৈর্বাধিতো রাজা জঘান নবভিঃ শরৈঃ
 হৃদয়ে পুঙ্কলং বীরং মহাকোপসমর্ষিতঃ ॥ ১৮২
 তৈর্কৈৎসদৈর্কৈর্কহস্বনং পীতং রামানুজাঙ্গজম্ ।
 সর্গা আনীবিষা যৎকুরুক্রান্তদ্বপুষি স্থিতাঃ ।
 পরমং কোপমাপন্নঃ পুঙ্কলো ভূমণঃ পুনঃ ।
 বাণানাং শতকেনাশু বিভেদ শিশুপরিণা ॥ ১৮৪
 তৈর্কৈর্ধৈঃ কবচং ভিন্নঃ কিরীটঃ শিরশস্থকঃ ।
 রথো ধনুর্মহৎসজ্যাং ছিন্নঃ কোপপরিপ্লাবৎ ॥
 ক্ষতজ্ঞেন পরিপ্লুষ্টো বাণভিন্নকলেবর ।
 অস্ত্রং স্তন্দনমাক্রম্য জগাম ভরতায়ুজম্ ॥ ১৮৬
 ধস্তোহসি বীর রামস্ত চরণাঙ্কমধুরত ॥

মহৎ কৃতং কর্ম তেহদ্য যদহং বিবরথীকৃতঃ ।
 প্রাণান রক্ষস্ব ভো বীর সাম্প্রতং মধি যুধতি ॥
 শূলভান তব প্রাণাঃ কালরূপে মধি স্থিতে ॥
 ইত্যানু বাহনঘাণেরসর্গেষ্কারস্বকোবিদঃ ।
 ভূমো দিশি চ তদ্বাণানুক্রান্তে তত্র হ ॥ ১৮২
 অনেকে গজসাহস্রা ভিন্না অশ্বাঃ সমস্ততঃ ।
 রথা রথিযুতাস্তেন ছিন্না ভিন্না ষিধা কৃতাঃ ॥
 শোণিতৌষা সরিত্ত্ব প্রসুশ্রাব রণাঙ্গনে ।
 যত্রোন্নদা হি মাতঙ্গা দৃশ্যন্তে শৈলশৃঙ্গবৎ ॥ ১২১
 কেশাঃ শৈবালবল্লক্যা মুহঃ প্রাণিধিরঃস্থিতাঃ ।
 অনেকে পাণযশ্ছরা বীরগণাঃ মুদ্রিকাক্রম্যঃ ।
 দৃশ্যন্তে অহিবস্ত্ব চন্দনাদিকরুচিতাঃ ।
 শিরাংসি চ ভটাগ্রাণাং কচ্ছপাভাং বহন্তি বৈ
 মাংসানি স্ফা যত্রাসন বীরগণাঃ মহত্যাং ততঃ ।

পরবীরঘাতী ভরতবংশধর রাজপুত্র পুঙ্কল,
 সেই বাণচ্ছেদন দর্শনে অন্তরে সাতিশয়
 ক্রুদ্ধ হইয়া যুগপৎ শরত্রয়ে রাজার ললাটদেশ
 বিদ্ধ করিলেন । তৎকালে রাজার ললাট-
 দেশে সংলগ্ন সেই শরত্রয় ত্রিকূটপর্বতের
 শিবরত্রয়ের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল ।
 ১৬৭—১৮১ । অনন্তর রাজা বীরমণি, সেই
 শরত্রয়ে ব্যাধিত হওয়ায় অতিশয় কুপিত
 হইয়া এককালে বৎসদস্ত নামক নয়
 শরে পুঙ্কলবীরের হৃদয়ে আঘাত
 করিলেন । তৎকালে সেই বৎসদস্ত
 শরসকল ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পসমূহের স্থায়
 ভরতায়ুজ পুঙ্কলের শরীরে অবস্থিতি
 করত তদীয় বহুল শোণিত পান করিল ।
 অনন্তর রাজকুমার পুঙ্কল সমর্ষিত ক্রুদ্ধ হইয়া
 তৎক্ষণাৎ নিশিতপর্ক শত বাণে ভূপতিকে
 বিদ্ধ করিলেন । সাতিশয় ক্রোধভরে
 নিষ্কণ্ঠ সেই শরনিচয়ে ভূপালের রথ ভগ্ন
 এবং শিরস্থাগ, কিরীট ও প্রকাণ্ড সজ্যা
 ধনু ছিন্ন হইয়া গেল । তৎকালে নৃপ-
 বর বীরমণি পুঙ্কলের শরজালে ক্ষত-বিক্ষত
 ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া অপর রথে অরো-
 ধনপূর্বক ভরতায়ুজের নিকট গমন করিলেন

এবং বহিলেন,—হে বীর ! হে রামচরণার-
 বিন্দের মধুরত ! তুমি যে আমার রথবিহীন
 করিয়াছ, ইহা তোমার মহৎকার্য্য করা হই-
 যাচ্ছে, এজন্য তুমি ধন্য । হে বীর ! আমি
 যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন সম্প্রতি
 প্রাণরক্ষায় যত্ববান হও, আমি এই সমরক্ষেত্রে
 কালরূপে অবস্থিত থাকিলে তোমার জীবন-
 রক্ষা বর শূলভ নহে । অস্বকোবিদ ভূপতি
 এই কথা বলিয়াই অসংখ্য শরনিকর দ্বারা
 পুঙ্কলকে প্রস্ফীড়িত করিতে লাগিলেন ।
 তৎকালে কি ভূতল, কি গগনভল সর্বত্রই
 তদীয় শরজাল ভিন্ন অপর আর কিছুই দৃষ্ট
 হয় নাই । চতুর্দিকেই সহস্র সহস্র মাতঙ্গ ও
 তুরঙ্গসকল শরাঘাতে বিদীর্ণ হইতে থাকিল
 এবং রথ-সমর্ষিত রথসকল ছিন্ন-ভিন্ন ও
 বিধগ্নিত হইয়া গেল । তৎকালেসেই রণাঙ্গনে
 শোণিত-সরিৎ প্রবাহিতা হইতে লাগিল ।
 মদমত্ত মাতঙ্গসকল উহাতে শৈল-শৃঙ্গবৎ,
 প্রাণিগণের ছিন্নমস্তক-স্থিত কেশজাল
 শৈবালবৎ এবং বীরগণের চন্দনাদিচর্চিত,
 অঙ্গুলি-মুদ্রা-সমর্ষিত অনেকাণেক ছিন্নস্ত
 সর্পসমূহবৎ দৃষ্ট হইল । মস্তসকল কচ্ছপ-
 সাদৃশ্য ধারণ করিল; আর মহা মহাবীর

এবং ব্যতিকরে বৃক্ষে যোগিস্ত্রঃ শতশো রণে
 পপুঃ পাত্রেণ কধিরঃ প্রাণিনাং রণপাতিনাম্ ।
 মাংসানি বভূজুস্তা বৈ হর্ষকৌতুকসংযুতাঃ । ১১৫
 শীঘ্রা তু শোণিতং তত্র ভক্ষিত্বা মাংসকং মুদা
 ননৃত্তুর্জহসুঃ প্রোচৈককঙ্কণ্ডঃ প্রধানঙ্গনে । ১১৬
 পিশাচান্তত্র সমরে প্রাণিনাং মস্তকানি বৈ ।
 ধৃত্বা কন্নাভ্যাং মস্তাকান্তালবন্দাদনোদ্যতাঃ ।
 শিবাশ্রিত্ত মহামাংসং পতিতানাং রণঙ্গনে ।
 ভক্ষিত্বা ব্যনদমস্তাঃ কাতরাণাং ভয়প্রদম্ ।
 কাতরাস্তত্র সস্তস্তা গতাঃ কুঞ্জরকোটরে ।
 ভক্ষিত্বা যোগিনীভিস্তে পাপিনাং কাপি ন
 স্থিতিঃ । ১১৯
 এতৎ কদনমালক্য স্বৈসম্ভ্রম্ম রথাগ্রীণীঃ ।
 পুঙ্কলোহপি চকারাত্র কদনং রণমণ্ডলে । ২০০

গণের প্রভূত মাংসরাশি পঙ্কস্থানীয় হইল ।
 ১৮২—১২৪ । এইরূপ সংঘটন উপস্থিত
 হইলে শত শত যোগিনী সেই রণস্থলে
 আসিয়া হর্ষ ও কৌতুকপূর্ণ হৃদয়ে নুকপাল-
 পাত্রে রণশায়ী প্রাণিগণের কধির পান ও
 মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ করিল ।
 তাহারাই সে রণক্ষেত্রে বারংবার এইরূপে
 শোণিত পান ও মাংস ভোজন করত
 আনন্দে নৃত্য এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত ও
 গান করিতে থাকিল । সেই সময়মণ্ডলে
 অসংখ্য পিশাচ উভয় হস্তে প্রাণিগণের
 মস্তক ধারণপূর্বক উন্নতভাবে তালকলবৎ
 বাদিত করিতে লাগিল । রণঙ্গনে পতিত
 প্রাণিপুঞ্জের প্রভূত মাংস ভক্ষণপূর্বক
 মস্ত শৃগালগণ ভীকরণের ভয়প্রদ রব
 করিতে প্রনৃত হইল । যে সকল ভীক
 মানব, ভীত হইয়া কুঞ্জরকোটরে লুকা-
 য়িত হইতে থাকিল, যোগিনীসকল তাহা-
 দিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল ; ইহাতেই
 বোধ হইল—পাণিগণের কৃত্রাপি আশ্রয় স্থান
 নাই । স্বীয় সৈন্তগণের এইরূপ মহামার
 দেখিয়া রথিপ্রবর পুঙ্কলও শত্রুগণের
 মহামার উপস্থিত করিলেন । দেখা গেল

ভিদ্যাস্তে গজশীর্ষাণি পতন্তি মোক্ষিকানি তু ।
 দৃশ্যস্তু লোমভিঃ পূর্বা তাম্রপানীব তন্নদী । ২০১
 পুঙ্কলপ্রহিতা বাণা নৃণামঙ্গেরু সঙ্গতাঃ ।
 কুর্ধান্ত প্রাণবিচ্ছেদং বৌরাণামপি সধতাঃ । ২০২
 সর্বে কবিরসিক্রাঙ্গাঃ সর্বে ছিন্ননিজাঙ্গনাঃ
 দৃশ্যস্তু কিংকরা যদৎ সুভটাঃ প্রধানঙ্গনে ।
 এতন্মিন সময়ে ক্রুদ্ধং সমাভাষ্য মহাপতিম্ ।
 জঘান দশবাণৈস্তং রোষপূরণিপ্লুতঃ । ২০৪
 তদ্বাণবেধতিভ্রাঙ্গো বিশীর্ণকবচো নৃপঃ ।
 মহাবলঃ তং মর্যাদাং প্রাহরচ্ছরকোটিভিঃ । ২০৫
 তৈর্কীর্ণৈঃ কবচামুক্তং শ্রবদ্বহসুশোণিতম্ ।
 বপূর্ষভুব কচিরং শরণঙ্গরগোচরম্ । ২০৬
 শরণঙ্গরমধ্যাস্থো বিহ্বলীকৃতমানসঃ ।
 শরান নেতুর্ধ সন্ধাতুং ন চক্ষাম স ভ্রারতিঃ ।

তদীয় বাণে গজমস্তকসকল ভিন্ন হইতে
 লাগিল এবং তাহা হইতে গজমুস্তানিচয়
 পতিত হইতে থাকিল । তখন যে লোম-
 পরিব্যাপ্তা শোণিতময়ী নদী প্রবাহিতা হইল,
 তাহা তাম্রপানীনদীর স্থায় বিকাশ পাইতে
 লাগিল । ১১৫-২০১ । তৎকালে পুঙ্কলনিষ্কণ্ড
 বাণসকল চতুর্দিকেই মহাবীর মানবগণের
 শরীরে সংলয় হইবামাত্র প্রাণবিয়োগ করিতে
 আরম্ভ করিল । সেই সময়ক্ষেত্রে ঐ সময়ে
 সমুদয় শত্রুবীরগণই তদীয় শরণপ্রহারে ক্ষত-
 বিক্ষতাক্র ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত
 কিংকরূকবৎ দৃষ্ট হইতে থাকিল । এই
 অবসরেই সেই নিরতিশয় রোষাবিষ্ট পুঙ্কল
 ক্রুদ্ধ মহাপতিকে সর্দোধনপূর্বক দশ বাণে
 আহত করিলেন । পুঙ্কলের শরণপ্রহারে
 অঙ্গসকল ক্ষত-বিক্ষত এবং বর্ষ্য ছিন্ন হও-
 য়ায় নৃপবর বীরমাণ, পুঙ্কলকে মহাবলশালী
 বিবেচনা করত কোটি কোটি শরে তাঁহাকে
 বিদ্ধ করিলেন । জুপালের সেই শরাঘাতে
 পুঙ্কলের শরীর বর্ষ্যহীন হইল এবং তাহা
 হইতে অবিচ্ছিন্ন শোণিতধারা বিগলিত
 হইতে থাকিল । তৎকালে পুঙ্কলের সেই
 শরণঙ্গর-গোচর শরীর এক অদ্ভুত দৃষ্ট

রামঃ স্মৃদ্ধা ধনুর্ধ্বা করে সজ্যাং মহদ্বটঃ ।
 ন্যমোচ বাণান নিশিতান বৈরিবৃন্দনিবারণান ।
 তৈস্মানৈঃ শরজ্বালাঃ তদ্বিবৃথ বিজপ্লব ।
 শঙ্খঃ প্রধায় সমরে জগাদ গতভানুপম ॥ ২০০ ॥
 পুঙ্কল উবাচ ।

ত্বয়া কৃতং মহৎকর্ম যমাং বাণস্ত পঞ্জরে ।
 গোচরং কৃতবানু বীর বীরতাপনমুদ্বটম ॥ ২১০ ॥
 ব্রহ্মস্বান্নম মাশ্চোহসি সাম্প্রতং রণমণ্ডলে ।
 পশু মেহদ্য পরাক্রান্তং রাজন বীরমণে মহৎ
 বাণত্রয়েণ ভো বীর মুর্ছিতং করবৈ ন হি ।
 তাঁর্ধ প্রতিজ্ঞাং শূন মে সঙ্গবীরবমোহিনীম ॥
 গঙ্গাং প্রাপ্যাপি যো বৈ তাং নিন্দ্য
 পাপহারিণীম্ ।

ন মজ্জতি মহাপাপো মহামুটবিচেষ্টিতঃ ॥ ২১০ ॥

হইয়া উঠিল। ভয়ত-নন্দন পুঙ্কল, শর-
 পঞ্জরের মধ্যবস্তী হইয়া এরূপ বিহ্বলচিত্ত
 হইলেন যে, তখন তিনি আর শরগ্রহণ বা
 শরসন্ধানে সক্ষম হইলেন না। বিজবর।
 অনন্তর মহাবীর পুঙ্কল, জীরামচন্দ্রকে স্মরণ-
 পূর্বক হস্তে সজ্যা মহৎ ধনু ধারণ করিয়া
 বীরবৃন্দনিবারক শরনিকর মৌচন করিতে
 আরম্ভ করিলেন এবং তদ্বারা বীরমণির
 শরজ্বাল তিরোহিত করিয়া সেই সময়ঙ্গন
 মধ্যে শঙ্খধ্বনি করত নির্ভয়চিত্তে নৃপ-
 বরকে কহিলেন,—বীর! আপনি যে, এই
 বীরতাপন রণহর্ম্মদ আমাকে শব-
 পঞ্জরে অবরুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা আপনার
 অতি মহৎকার্য্য করা হইয়াছে। রাজন
 বীরমণে! আপনি বয়োধিক, এজন্য আমার
 মাননীয়; যাহা হউক, অদ্য এই রণমণ্ডলে
 মর্দীয় ভীমপরাক্রম নিরীক্ষণ করুন। ওহে
 বীর! যদি আমি বাণত্রয়ে আপনাকে
 মুর্ছিত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি
 যে, সমুদয় বীরগণের বিশ্বয়কারী প্রতিজ্ঞা
 করিতেছি শ্রবণ করুন। মহামুটমতি যে
 মহাপাতককৌ, গঙ্গায় উপস্থিত হইয়াও সেই
 পাপহারিণীকে নিন্দা করত তাহাতে অব-

তস্ত পাপং মমৈবান্ত চেৎ ভাং রণমণ্ডলে ।
 পতিতঃ মুর্ছিতা ভাবৎ সন্নকো ভব ভূপতে ॥
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুঙ্কলস্ত নৃপোত্তমঃ ।
 চূকোপ তৃশমুদ্রিয়ঃ সন্দধে নিশিতান শরান ।
 তে শরা হৃদয়ঃ ভিষা গতাশ্চে ভারতেহুর্ধ্বং ॥
 পেতুঃ কিতাবধো যদ্ব্যামভক্তিপরাসুধাঃ ।
 ততঃ শরং যুমোচাশ্মৈ নিশিতং বহ্নিসম্ভবম্ ॥
 লক্ষ্যকৃত্য মহরক্ষঃ কপাটতটবিন্দুতম্ ॥ ২১৭ ॥
 স বাণো ভূমিপতিনা দ্বিধা ছিন্নঃ শরেণ হি ।
 পপাত রথমধ্যেহপি ভূমণ্ডলমিব জলন ॥ ২১৮ ॥
 অপরং বাণমাধস্ত মাভুক্তভিবৎ ততঃ ।
 নিধায় পুণ্যং সোহপোষ চিচ্ছেদ মহতা পুনঃ ॥
 তদা ধিন্নঃ স হৃদয়ে কিং কর্তব্যামতি শরন ॥

গাহন করে না, আমি যদি আপনাকে
 মুর্ছাবশে পতিত না করিতে পারি তাহা
 হইলে আমারও যেন তদুল্য পাতক হয়;
 ভূপতে! এক্ষণে অন্তশস্ত্রে সুসজ্জিত হউন।
 নৃপবর! বীরমণি পুঙ্কলের এবাধিধ বাব্য
 শ্রবণে সাতিশয় কুণিত হইলেন এবং অত্যন্ত
 উদ্বিগ হইয়া নিশিত শরনিকর সন্ধান করি-
 লেন। ২০২—২১৫। তখন সেই সকল শর,
 ভয়হুকারের হৃদয়দেশ প্রগাঢ়রূপে বিদ্ধ
 করিয়া জীরামের প্রতি ভক্তিবিহীন মানব-
 নিচয় যেমন অধ পতিত হয় সেইরূপ ক্রিতি-
 তলে পতিত হইল। অনন্তর পুঙ্কল,
 বীরমণির কপাটতটবৎ সুবিন্দুত বিশাল
 বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বহুদম দেদীপমান
 এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন।
 পরে সেই বাণ, ভূপতির শরে দ্বিধা হইলেও
 তাহার একাংশ ভূতলে পতিত হওয়ার ক্রম-
 গুলকে যেন উন্মাসিত করিতে থাকিল এবং
 অপরাংশ ভূপতির রথমধ্যেই পতিত হইল।
 তৎপরে পুঙ্কল, অপর একটি বাণে মাতৃ-
 ভীক্তজনিত পুণ্য অর্পিত করিয়া তাহা সন্ধান
 করিলেন, কিন্তু বীরমণি তাহাও এক উৎ-
 কৃষ্টবাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন
 পরমাত্মবিৎ পুঙ্কল, কিংকর্তব্য বিবেচনায়

রামং হৃদি নিজার্জিত্বং মুমে'চ পরমাত্মবিৎ ।
 স বাণস্তস্য হৃদয়ে লয় আশীবিষোপমঃ ।
 মুচ্ছামপ্রাপয়ন্তঃ বৈ জলন সূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ২২১
 ততো হাহারুতং সর্বং পলায়নপরায়ণম্ ।
 রাজ্ঞি সন্মুচ্ছিতে জাতে পুঙ্কলো জয়মাগুবান
 ইতি জীপান্দে পাতালধণ্ডে রামাশমেধে
 পুঙ্কলবিজয়ো নাম চতুর্ধিংশো'ধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চবিংশো'ধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

হনুমান বীরসিংহস্ত সমাগত্যারবীন্দ্রঃ ।
 তিষ্ঠ যাসি কুতো বীর জেযামি ত্রাং ক্ষণাদিহ
 এবমুক্তং সমাকর্ণ্য প্লবঙ্গস্ত বচো মহৎ ।
 কোপপূরণপরিপ্লবঃ কার্শ্বকং জলদমনম্ ॥ ২

অন্তরে খেদ প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়মধ্যে স্বীয় সর্ব-
 দুঃখবিনাশন জীরামচন্দ্রকে স্মরণ করত
 অপর এক বাণ ত্যাগ করিলেন । সূর্য্যসম
 দেদীপ্যমান আশীবিষোপম সেই বাণ ভূপ-
 তির হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়াই তাঁহাকে মুচ্ছিত
 করিল । অনন্তর সমুদয় সৈন্তগণ হাহাকার
 করিতে করিতে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে
 আরম্ভ করিল । বীরমণি এইরূপে মুচ্ছাভি-
 ক্লুত হওয়ায় পুঙ্কল জয়লক্ষ্মী লাভ করি-
 লেন । ২১৬—১২২ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—এদিকে হনুমান,
 রাজভ্রাতা বীরসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া
 কহিলেন,—বীর ! থাক, কোথায় যাইতেছ ?
 আমি ক্ষণমধ্যাই তোমায় পরাজয় করিব ।
 বীরসিংহ কপিবরের এবদ্বিধ বাক্য শ্রবণে
 ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া কার্শ্বক ধারণপূর্ব্বক

বিনদ্য ঘোরান নিশিতান বাণান মুক্ণন বভো
 রণে ।

আঘাতে জলদশ্বেব ধারাসারো মনোহরঃ ।
 তান দৃষ্টা নিশিতান বাণান শ্ববপুঙ্কে

বিলগকান্ ।

চুকোপ হৃদয়েহত্যস্তং তং হস্তং মন আদধে ।
 মুষ্টিনা তাড়য়ামাস হৃদয়ে বজ্রসারিণা ।
 স মুষ্টিনা হতো বীরঃ পপাত ধরণীতলে ॥ ৫
 মুচ্ছিতং তং সমালোক্য পিতৃব্যং স শুভান্দ্রদঃ
 কৃষ্ণান্দ্রদোহপি সন্মুচ্ছাঁং ত্যক্তগাদ্রণমগুলাম্ ।
 বাণান সমভিবর্ষন্তো মেঘাবিব মহাশ্বনো ।
 কুর্ষন্তো কদনং ঘোরং প্লবঙ্গং প্রতি জগাতুঃ
 তৌ দৃষ্টা সমরে বীরৌ সমায়াতো কপীশ্বরঃ
 লাক্সলেন চ সংবেষ্ট্য সরথৌ চাপধারকৌ ॥

জলদজালের স্তায় ভীষণ টঙ্কারধ্বনি-সহ-
 কারে নিদারুণ স্মৃতীক্ৰ শরনিচয় বর্ষণ করত
 রণ ক্ষনে শোভমান হইতে থাকিলেন এবং
 তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল অবিশ্রান্তভাবে পতিত
 হইতে থাকায় বোধ হইল যেন আঘাত
 মাসের মেঘমালা হইতে মনোহর ধারাসার
 পতিত হইতেছে । তৎকালে হনুমান তদীয়
 নিশিত শরনিকরকে স্বীয় শরীরে সংলগ্ন
 হইতে দেখিয়া অন্তরে অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন
 এবং বীরবরকে সংহার করিতে মনস্থ করি-
 লেন । অনন্তর বজ্রসার মুষ্টিধারা তদীয়
 হৃদয়ে আঘাত করিলেন । বীরসিংহ বীর-
 সিংহ সেই মুষ্টিধারে হতপ্রায় হইয়া ধরণী-
 তলে পতিত হইলেন । ১—৫ । অনন্তর
 পিতৃব্যকে মুচ্ছিত অবলোকন করিয়া রাজ-
 কুমার শুভান্দ্রদ সেই রণস্থলে উপস্থিত হই-
 লেন এবং তৎকালে মুচ্ছা অপনৌত হওয়ায়
 কৃষ্ণান্দ্রদও তথায় আসিলেন । সেই রাজ-
 কুমারদ্বয়, মেঘবৎ গাভীর সিংহনাদ-সহকারে
 অবিরল শরবর্ষণ করত বিষম বিমর্দ উপ-
 স্থিত করিয়া হনুমানের নিকট আগত হই-
 লেন । তখন কপিবর সেই বীরদ্বয়কে শরা-
 সনহস্তে সময়ে সমাগত দেখিয়া লাক্সলধারা

ফোটায়ামাস ভূদেশে তৎক্ষণাচ্ছিত্তাবভৌ ।
 নিশ্চেষ্টৌ সমস্তুতাং তৌ কধিরাক্রান্তদেহকৌ
 বলমিত্রশিরঃ যুদ্ধঃ বিধায় সুমদেন হি ।
 মুচ্ছামপ্রাপয়ন্তঃ বৈ বাণৈঃ স্মৃশিতপর্ষতিঃ ॥ ১
 পুঙ্কলেন ক্ষণান্নীতো মুচ্ছাং চৈতন্তবর্জিতাম্
 এতস্মিন সময়ে শরঃ স্যান্দনং বরমাস্থিতঃ ।
 বিষ্কারয়ন ধনুর্দিব্যমুপাবাব্দভটানিমান ॥ ২
 জটাজুটাস্তুরগতাং চন্দ্রশেখাং বহনমগান্ ।
 সর্পক্ষুযাং মনঃস্পৃশ্যাং দধদাজগবঃ ধনুঃ ॥ ১৩
 সম্বুচ্ছিতান জনান্ দৃশ্বা ভক্তার্জিস্ত্রে মহেশ্বরঃ
 যোদ্ধুঃ শ্রায়ামহাসৈস্তে শক্রশ্রগু ভটানিমান ॥
 সগণঃ সপত্রীবীরঃ কম্পয়ন পৃথিবীতলম্ ।
 ভক্তরক্ষার্থমাগচ্ছংস্রিপুরঞ্চ যথা পুরা ॥ ১৫
 কোপাচ্ছোণ্ডতরে নেত্রে বহন প্রলয়কারকঃ ।
 পশুন্ বীরান বহুমতীন পিনাকী দেববান্দিতঃ

তমাগতং মহেশানং বীক্ষ্য রামানুজো বলী ।
 জগাম সমরে যোদ্ধুং সর্বদেবশিরোমাণিম্ ॥
 অংগতস্ত শক্রয়ঃ ক্রমো বীক্ষ্য পিনাকভূৎ
 উবাচ পরমাপন্নঃ কোপং সগুণচাপভূৎ ॥ ১৮
 পুঙ্কলেন মহৎ কন্য় কৃতং রামাঙ্ঘ্রুসেবিনা ।
 মঙক্রং যো রণে হত্বা গতঃ সমরমণ্ডলম্ ॥ ১৯
 অদ্য রামাবা বীরঃ পুঙ্কলঃ পরমাস্থিৎ ॥
 তং হৃদয়ং পামি সমরে ভক্তপীড়নম্ ॥
 শেষ উবাচ ।

ইতুঙ্কো বীরভক্তঃ স প্রেষয়ামাস পুঙ্কলম্ ।
 যাহি ত্বং সমরে যোদ্ধং পুঙ্কলং সেবকান্দনম্ ।
 নন্দিনং প্রেষয়ামাস হনুমন্তঃ মহাবলম্ ॥ ২১
 কুশধ্বজং প্রচণ্ডস্ত ভূঙ্গণকং সুবাহকম্ ।
 সুমদং চণ্ডনামানং গণং স্বীয়ং সমাদিশৎ ॥ ২২
 পুঙ্কলস্ত সমায়ান্তং বীরভক্তঃ মহাগণম্ ।

রথের সহিত সংবেষ্টনপূর্বক ভূতলে আক্ষিপ্ত
 করায় উভয়েই তৎক্ষণাৎ মুচ্ছিত, নিশ্চেষ্ট
 ও কধিরাক্র-কলেবর হইলেন। এদিকে
 রাজভাগিনেয় বলামিত্র, সুমদের সহিত
 বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া নিশ্চিতপর্ষ-বাণনিচয় দ্বারা
 তাঁহাকে মুচ্ছিত করিলে, বীরবর পুঙ্কলও
 তৎক্ষণাৎ বলমিত্রকে চৈতন্তবিহীন করি-
 লেন। ঐ সময়ে ভগবান মহেশ্বর এক দিব্য
 রথে আরূঢ় হইয়া দিব্যধনুঃ বিষ্কারণ করত
 ঐ সকল যোদ্ধুরূন্দের নিকট উপস্থিত হইতে
 লাগিলেন। সেই ভক্তার্জি-বিনাশন মহে-
 শ্বর জটাজুটাস্তুরালে চন্দ্রকলা, সর্বশরীরে
 সর্প-ক্ষুযণ, এবং হস্তে আজগব নামক মহা-
 ধনুঃ ধারণ করত তথায় আসিয়া ভক্তগণকে
 সম্যক মুচ্ছিত দর্শনে যুদ্ধার্থ শক্রয়ের বিপুল
 সৈন্ত-মধ্যবস্তী তন্তং বীরগণের নিকট আগ-
 মন করিতে থাকিলেন। ১৬—১৪ সেই মহা-
 প্রলয়কারী দেবগণ-বন্দিত পিনাকী, তৎ-
 কালে রোষাক্রান্ত নেত্রে মহামতি বীরগণের
 প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পৃথিবীহল
 কম্পিত করত পরিজন ও প্রথমগণের সহিত
 পূর্বে যেমন ত্রিপুরধামে গমন করিয়াছিলেন,

সেইরূপ, ভক্ত-রক্ষার্থ তথায় আগমন
 করিলেন। অনন্তর অলৌকিক বলশালী
 শক্রয় মহেশ্বরকে সমাগত দেখিয়া সেই
 সর্বদেব-শিরোমাণ শক্রয়ের সহিত যুদ্ধার্থ
 সমরাস্রমে অবতীর্ণ হইলেন। তখন
 সজা-শরাসনধারী ক্রম্মমূর্ত্ত দেববর
 পিনাকী শক্রয়কে সমরার্থ আগত দেখিয়া
 সমর্ষক কোপপূর্ণ হৃদয়ে কাহলেন, যে আজ
 রণক্ষেত্রে মদীয় ভক্তকে ধরাসাধী করিয়া
 স্থানান্তরিত হওয়াছে, সেই রামাঙ্ঘ্রুসেবক
 পুঙ্কল তদনুষ্ঠানরূপ মহৎকার্য্যই করিয়াছে।
 এক্ষণে সেই পরমাস্থিৎ পুঙ্কল কোথায়
 আছে? আমি সেই ভক্তপীড়ককে সমরে
 সংহারপূর্বক সুখলাভ করিব। ১৫—২০।
 সর্পরাজ কাহলেন,—“তিনি শক্রয়কে এইরূপ
 বলিবার পর, ‘বীরভক্ত! তুমি মদীয় সেবক-
 পীড়ক পুঙ্কলের সহিত যুদ্ধার্থ সমরে যাও’
 এই কথা বলিয়া বীরভক্তকে পুঙ্কল-সম্মিধানে
 এবং মহাবল হনুমানের সহিত যুদ্ধার্থ নন্দীকে
 প্রেরণ করিলেন। তৎপরে কুশধ্বজের
 নিকট প্রচণ্ডকে, সুবাহুর নিকট ভূঙ্গীকে
 এবং সুমদ-সম্মিধানে চণ্ডনামক স্বীয়গণকে

মহারুদ্ধস্ত সংবীক্ষ্য যোদ্ধুং প্রায়ান্নহামনাঃ ।
 পুঙ্কলঃ পৰ্জ্বলীকানৈশ্চাভ্যামাস সংযুগে ॥ ২৪
 তৈর্কানৈঃ ক্তগাভ্রস্ত ত্রিশূলং স সমাদদে ।
 স ত্রিশূলং ক্ণাচ্ছিত্বা ব্যাঙ্কজত মহাবলঃ ॥ ২৫
 ছিন্নং স্বীয়ং ত্রিশূলং বৈ বীক্ষ্য রুদ্রানুগো বলী
 খট্টাঙ্গেন জঘানান্ত মস্তকে ভারতিং দ্বিজ ॥ ২৬
 খট্টাঙ্গাভিহতঃ সোহথ মুমুচ্ছ ক্ণমুদ্ভটঃ ।
 বিহায় মুচ্ছাং সর্দীরঃ পুঙ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ ।
 চচ্ছেদ খট্টাঙ্গমাপ করস্বং তস্মা তৎক্ণাৎ ॥ ২৭
 বীরভদ্রঃ স্বকে ছিন্নে খট্টাঙ্গৈ করসংস্থিতে ।
 পরমাং ক্রোধমাপনো বভজ রথিনো রথম্ ॥ ২৮
 ভঙ্ণুকা রথস্ত বীরস্ত পদাতিঞ্চ বিধায় সঃ ।
 বাহযুদ্ধেন যুযুধে পুঙ্কলেন মহাস্থন ॥ ২৯

যাইতে আদেশ দিলেন। এ দিকে মহামনা পুঙ্কল, মহারুদ্ধের মহাগণ বীরভদ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সেই সময়ক্রেত্রে পঞ্চবাণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। তখন বীরভদ্র পুঙ্কলশরে ক্ত-বিক্ষতান্ত্র হইয়া যেমন ত্রিশূল লইলেন, অমনি মহাবল পুঙ্কল ক্ণমধ্যে শরাঘাতে উহা ছেদন করতাসংহনাদ করিয়া উঠিলেন। দ্বিজবর! মহাবলশালী রুদ্রানুচর বীরভদ্র, স্বীয় ত্রিশূল ছিন্ন দেখিয়া তৎক্ণাৎ খট্টাঙ্গদ্বারা ভারতাস্ত্রজের মস্তকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। তখন পরমাস্ত্রবিৎ মহাবীর পুঙ্কল, তদীয় খট্টাঙ্গপ্রহারে ক্ণকাল মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, পরে যেমন মুচ্ছী অপগত হইল অমনি তৎক্ণাৎ বীরভদ্রের হস্তাস্ত্র খট্টাঙ্গকেও ছেদন করিলেন। বীরভদ্র স্বীয় করতলস্থিত খট্টাঙ্গকেও ছিন্ন করিতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রথাক্রম পুঙ্কলের রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরবরের রথ ভগ্ন ও তাঁহাকে পাদচ্যবী করিয়া সেই মহাত্মা পুঙ্কলের সহিত বাহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-স পুঙ্কলো রথঃ ত্যক্ষ্য চূর্ণিতঃ তেন বেগতঃ

মুষ্টিনা তাড়য়ামাস বীরভদ্রং মহাবলঃ ॥ ৩
 অন্ত্রোস্ত্রঃ মুষ্টিভিরস্তাবুকভির্জানুভিস্তথা ।
 পরস্পরবোধোদ্যুক্তো পরস্পরজয়ৈষিণো ॥ ৩১
 এবং চতুর্দিনমভূদ্রাত্রিন্দ্রিবমশীশযোঃ ।
 ন কোহপি তত্র হীয়েত ন জীয়েত মহাবলঃ ॥
 পঞ্চমে তু দিনে যুক্তে বীরভদ্রো মহাবলঃ ।
 গৃহীত্বা নভ উড্ডীনো মহাবীরস্ত পুঙ্কলম্ ॥ ৩৩
 তত্র যুদ্ধং তয়োরাণীন্দেবানুস্মরবিমোহনম্ ।
 মুষ্টিনা চরণঘাতৈর্কাল্হিতঃ স্মৃথৈর্সহৎ ॥ ৩৪
 তদাত্যস্তং প্রকুপিতঃ পুঙ্কলো বীরভদ্রকম্ ।
 গৃহীত্বা কণ্ঠদেশে তু তাড়য়ামাস ভূতলে ॥ ৩৫
 তৎপ্রহারেণ ব্যাধিতো বীরভদ্রো মহাবলঃ ।
 গৃহীত্বা পুঙ্কলং পাদে জঘানান্ফালয়মুহঃ ॥ ৩৬
 তাড়য়িত্বা মহীদেশে পুঙ্কলং স্মমহাবলম্ ।
 ত্রিশূলেণ চকর্তান্ত শিরো জলিতকুণ্ডলম্ ॥ ৩৭

ছিলেন। ২১—২৯ । মহাবল পুঙ্কলও বীরভদ্র-কর্তৃক চূর্ণিত রথ পরিত্যাগপূর্বক মৎতেজা বীরভদ্রকে মুষ্টি প্রহার করিলেন। তৎকালে তাঁহার উভয়েই পরস্পর জয়বাসনায় পরস্পর বোধোদ্যত হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে মুষ্টি, উরু ও জাম্বু দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। চারি অহোরাত্র সেই বীরদ্বয়ের এইরূপ যুদ্ধ হইল, তথাপি কেহই হীনবল বা জয়ী হইলেন না। পরে পঞ্চম দিনে মহাবল বীরভদ্র মহাবীর পুঙ্কলকে লইয়া নভোমণ্ডলে উথিত হইলেন। পরে সেই স্থানেও মুষ্টি হস্ত পাদ ও মুখাদি-প্রহারে দেবানুস্মরণেরও বিস্ময়জনক মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে পুঙ্কল অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া বীরভদ্রের কণ্ঠদেশে ওহণ-পূর্বক ভূতলে নিপীড়িত করিলেন। ৩০—৩৫। মহাবল বীরভদ্র, সেই প্রহারে ব্যাধিত হইয়া বারম্বার আফালন করত পুঙ্কলের পাদদ্বয় ধারণপূর্বক ভূতলে আক্লিষ্ট করিলেন। বীরভদ্র হত মহাবলশালী পুঙ্কলকে ক্রুরূপে ভূতলে তাড়িত করিয়া অবিলম্বে ত্রিশূল দ্বারা তদীয় কুণ্ডালস্ত মস্তক ছেদন করিয়া

ঈগরু পুঙ্কলং হস্তা বীরভদ্রে! মহাবলঃ ।
 গজ্জহা তেন শাক্ষেণ প্রাপিতাস্ত্রাসমুত্তটাঃ ।
 হাহাকায়ে মহানানীৎ পুঙ্কলে পতিতে রণে ।
 ত্রাসং প্রাপুর্জনাঃ সর্বে রণমধ্যেয়ু কোবিদাঃ
 তে শশংসুশ্চ শক্রেন্নং পুঙ্কলং পাতিহং রণে ।
 বীরভদ্রেণ বীরেণ মহেশ্বরগণেন বৈ ॥ ৪০
 ইত্যাক্রত্য মহাবীরঃ পুঙ্কলস্ত বধং তদা ।
 দুঃখপ্রাপ্তো রণেহ ত্রাস্তংকম্পমানঃ শুচ্য মহান
 তং দুঃখিতক শক্রেন্নং জাত্মা রুদ্রেহ ববীৰ্য্যেঃ ।
 শক্রেন্নং সমরে বীরং শোচন্তং পুঙ্কলে হতে ॥
 রে শক্রেন্নং রণে শোকং না কুথাঃ সুমহাবল ।
 বীরগণং রণমধ্যে তু পতনং কীৰ্ত্তয়ে স্মৃতম্ ॥
 ধন্তো বীরঃ পুঙ্কলাখ্যো যশ্চ বৈ দিনপঞ্চকম্ ।

যুযুধে বীরভদ্রেণ মহাপ্রলয়কারিণা ॥ ৪৪
 যেন ঋণাধিনিহতো দৃশ্যো মদপমানকৃৎ ।
 ঋণাধিনিহতা যেন দৈভ্যাস্ত্রিপূরসৈনিকাঃ ॥ ৪৫
 তস্মাদ্যুধ্যায় রাজেন্ন শোকং ত্যক্তা মহাবল ।
 যত্রান্তিষ্ঠাদ্য বীরাগ্রা ময়ি যোদ্ধার সংস্থিতে ॥
 শোকং তত্য়াজ শক্রয়ো বীরশ্চুক্ৰোধ শক্রম্
 আন্তসজ্যধনুর্কাণিণেঃ প্রাহরৎ স মহেশ্বরম্ ॥ ৪৭
 তে বাণাঃ সুরশীর্ষণ্য-বপুয়ং কৃতবিক্রতম্ ।
 অকুর্বৎসুতমহক্রিতং ভক্তরক্ষার্থমাগতম্ ॥ ৪৮
 তে বাণাঃ শক্তরস্থাপি বাণা নভসি সংস্থতাঃ ।
 ব্যাণৈণ্যতৎসকলং বিশ্বং চিত্রকারি মূনেরপি ॥
 তথাগমোর্ধ্বুকবলং বৌক্ষ্য সর্বিত্র মেনিরে ।
 প্রলয়ং লোকসংহার-কারকং সর্বিমোহকম্ ॥ ৫০

ফেলিলেন। মহাবল বীরভদ্র এইরূপে পুঙ্কলকে সংহার করিয়া গর্জনে করিতে থাকিলে তাঁহার সেই গর্জনে মহামহা বীরগণও জাসাধিত হইলেন। এইরূপে পুঙ্কল রণস্থলে পতিত হইলে পর চতুর্দিকেই মহান হাহাকার ধ্বনি উথিত হইল এবং যে সকল ব্যক্তি সমরকার্যে গতি স্নানপুণ তাঁহারিও সাত্বিশয় ভীত হইলেন। তৎকালে তাঁহারি শিবকিস্কর মহাবীর বীরভদ্র কর্তৃক রণাঙ্গনে নিপাতিত শক্রনিসূদন পুঙ্কলকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর মহাত্মা শক্রেন্ন, পুঙ্কলের এবাধ্ব বধবৃত্তান্ত শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে তাঁহার সর্বশরীর শোকে কম্পিত হইতে থাকিল। পুঙ্কল নিহত হওয়ায় শক্রঘাতী বীরবর শক্রেন্ন সাত্বিশয় দুঃখিতচিত্তে সমরান্ধনে শোক করিতেছেন, জানিয়া রুদ্রদেব নিকটে গমনপূর্বক কহিলেন,—মহাবলশালিন্ শক্রয়! সমরক্ষেত্রে বৃথা শোক করিও না; বীরগণের রণমধ্যে পতন কীৰ্ত্তিকর বলিয়া উক্ত আছে। আমার অপমানকারী দক্ষপ্রজাপতিকে যে বীর ঋণমধ্যে নিহত

করিয়াছিল, ত্রিপুরাসুরের দানব সৈন্তগণ যাহার হস্তে ঋণকালের ভিতর জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সেই মহাপ্রলয়কারী বীরভদ্রের সহিত যে, পুঙ্কল পঞ্চদিবস যুদ্ধ করিয়াছে, ইহাতে সেই বীরবর পুঙ্কলই ধন্ত। অতএব হে মহাবল রাজেন্ন! এক্ষণে শোক পরিহারপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং আমি যখন যোদ্ধকপে সম্মুখে অবাস্থিত, তখন হে বীরাগ্রা! এক্ষণে সাবধানে অবস্থান কর। তৎশ্রবণে বীরবর শক্রেন্ন শোক পরিত্যাগ করিলেন এবং শক্তরের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, পরে সজ্য শরাসন গ্রহণপূর্বক বহুলবাণে মহেশ্বরকে প্রহার করিলেন। শক্রেন্ননিকিণ্ত সেই শরনিচয়, ভক্তরক্ষার্থ আগত সর্বিদেবশিরোমণি মহেশ্বরকে কৃতবিক্রতঙ্গ করিল, উহা এক মহাশধ্যের বিষয় হইয়াছিল। ৩৬—৪৮। অনন্তর শক্রেন্নের ও শক্তরের অসংখ্য বাণনিচয় এই সমুদয় বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া যখন নভোমণ্ডলে বিরাজমান হইতে লাগিল, তখন মূনিগণেরও তাহাতে বিশ্বয় জন্মিল। তৎকালে উভয়েরই বাণযুদ্ধের ক্ষমতা দর্শনে সর্বিত্র সকলেই মনে করিলেন, সকলের মোহজনক লোকক্ষয়কর প্রলয়কাল উপ-

আকাশে তু বিমানানি সংশ্রিতা স্বঃপুত্রস্থিতাঃ
 বিলোকয়িতুমাগত্য প্রশংসন্তি তয়োর্ভ্রশম্ ॥৫১
 অয়ং লোকজয়স্তাপি প্রলয়োৎপত্তিকারকঃ ।
 অসাবপি মহারাজ-রামচন্দ্রস্ত চানুজঃ ॥ ৫২
 কিমিদং ভবিতা কো বা জেযাতিক্ষিতিমগুলে
 পরাজয়ং বা কো বীরঃ প্রাপ্যতে রণযুদ্ধনি ॥৫৩
 এবমেকাদশাহনি কৃত্তং যুদ্ধং পরম্পরম্ ।
 দ্বাদশে দিবসে প্রাপ্তে মুমোচাস্ত্রং নরাধিপাঃ ।
 ব্রহ্মসংগ্রঃ মহাদেবঃ হস্তঃ ক্রোধসমধিতঃ ॥ ৫৪
 স বিজায় মহাস্ত্রং তনুক্রং শক্রস্ববৈরিণা ।
 হসন্নপ্যপিবন্তেন মুক্তং ব্রহ্মশিরো মহৎ ॥ ৫৫
 অত্যস্তং বিস্ময়ং প্রাপ্য কিং কর্তব্যমতঃ পরম্
 এবং বিচারযুক্তস্ত হৃদয়ে জলনোপমম্ ।
 শয়ং বৈ নিচখানান্ত দেবদেবশিরোমণিঃ ॥ ৫৬

স্থিত। ঐ সময়ে সুরপুরবাসী সমুদয় দেব-
 বৃন্দই, যুদ্ধদর্শনার্থ বিমানারোহণে গগনানুগে
 আগমনপূর্বক উভয়কেই সমধিক প্রশংসা
 করিতে থাকিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে
 লাগিলে, —এই মহেশ্বর লোকজয়ের ও প্রলয়
 কারক, এবং এই শক্রয়ও মহারাজ শ্রীরাম
 চন্দ্রের অনুরূপ, অতএব ক্ষিতিমগুলে এই
 সমরাস্ত্রমধ্যে কোন বীর যে জয়ী হইবেন
 এবং কেবা পরাজয় প্রাপ্ত হইবেন, ক য়ে
 ঘটবে, বলা যায় না। ক্রমাগ্রে একাদশ
 দিবস পরস্পর এইরূপ যুদ্ধ হইল, পরে
 দ্বাদশ দিবসে নরাধিপ শক্রয় সমধিক
 ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবের সংহারার্থ ব্রহ্মশিরো-
 নামক অস্ত্র মোচন করিলেন। তখন মহে-
 স্বর স্বীয় বৈরী শক্রয়, ব্রহ্মশিরোনামক মহাস্ত্র
 নিক্ষেপ করিয়াছেন জানিয়া হস্ত করত তাহা
 গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তখন বীরবর
 শক্রয়, সেই ব্রহ্মশিরোনামক মহাস্ত্র মহা-
 প্বেবকে অবলীলাক্রমে গ্রাস করিতে দেখিয়া
 সাতিশয় বিস্ময়াবিত হইয়া অতঃপর কি করা
 কর্তব্য মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে-
 ছেন, এমন সময়ে দেবদেব-শিরোমণি মহে-
 স্বর, তাঁহার হৃদয়ে জলনোপম এক মহাশয়

তেন বাণেন শক্রয়ে মূর্ছিতো রণমগুলে ।
 হাহাভূতমচ্ছুং সর্বং কটকং ভটসেবিতম্ ॥৫৭
 সর্বে রুদ্রগণৈকৌরাঃ পাতিতাঃ পৃথিবীতলে ।
 সুবাহুশুমদধৃথাঃ স্ববাহুবলদর্পিতাঃ ॥ ৫৮
 পতিতং মূর্ছয়া বীক্ষ্য শক্রয়ঃ শরপীড়িতম্ ।
 পুরুহস্ত রথে স্থাপ্য সেবকৈঃ পরিরক্ষিতম্ ॥৫৯
 হনুমানাগতো যোদ্ধুঃ শিবং সংহারকারকম্ ।
 শ্রীরামস্মরণাদ্বোধান স্বীয়ানপি প্রহরিতান ।
 প্রকূর্বন রোষতন্তীত্রং লাস্কুলক প্রকম্পয়ন ॥৬০
 ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রামাষ্টমোঃশতকে
 পরাজয়ো নাম পঞ্চবিংশোঃঅধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়বিংশোঃঅধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

আগত্য সবিধে রুদ্রঃ সমরাস্ত্রমমূর্ছনি ।
 জগাদ হনুমান বীরঃ সঞ্জীহীবৃঃ সুরাধিপম্ ॥ ১

নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শক্রয় সেই
 বাণপ্রহারে রণমগুলে মূর্ছিত হওয়ায়, বীর-
 পূর্ণ তদীয় সমুদয় সৈন্য দলमध्ये হাহাকার
 ধ্বনি উঠিল। অন্যর মহেশ্বরের প্রমথ-
 গণকর্তৃক সুবাহু শুমদ প্রভৃতি স্বীয় তেজো-
 বলদর্পিত সমুদয় বীরবৃন্দই পৃথিবীতলে
 নিপাতিত হইল। তখন হনুমান শক্রয়কে
 শিবশরে প্রপীড়িত মূর্ছিত ও পাতিত
 দেখিয়া পুরুহস্তকে সেবকগণে পরিরক্ষিত
 করত রথোপরি স্থাপনপূর্বক শ্রীরামকে
 স্মরণ করিয়া রোষভরে ভীষণ লাস্কুল কম্পিত
 ও স্বীয় যোধগণকে আনন্দিত করিতে
 করিতে যুদ্ধার্থ সংহারকারক মহেশ্বরের সন্নি-
 ধানে গমন করিলেন। ৪৯—৬০ ।
 পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ ।

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন, —সুরাধিপ মহে-
 স্বরের সিংহারান্তিলাষী মহাবীর হনুমান

হনুমানুবাচ ।

যঃ যদাচরসে ক্রদ ধর্ম্মস্ত প্রতিকুলনম্ ।
 তস্মাৎ শাস্তিমিচ্ছামি রামতক্রবোধোদাতম্ ॥২
 ময়া ক্রতঃ পুরা বেদ-ব্যবিত্তিক্রোধোদিতম্ ।
 বৃনানধপদস্মারী নিত্যঃ ক্রদঃ পিনাকভুৎ ॥ ৩
 তৎসর্ব্বস্তুষা জাতং শক্রেন্নঃ প্রতি যুধাতা ।
 পুরুলো মে হতঃ শুরঃ শক্রয়োহপি বিমূর্চ্চিতঃ
 তস্মাৎ পাতয়ামাদ্য ত্রৈলোক্যপ্রলয়োদ্যতম
 যত্নমাতীষ্ঠ ভোঃ শরী রমভক্তিপরায়ুথ ॥ ৫
 শেষ উবাচ ।
 ইত্যুক্তবস্তঃ প্রবগৎ প্রোক্ত স মহেশ্বরঃ ।
 ধস্তোহসি বীরবর্ষা ত্বং ভবান্ বদতি নো মুখা
 মংস্তামী রামচন্দ্রোহয়ং সুরাসুরনমস্কৃতঃ ।
 তদধমানয়ামাস শক্রেন্নঃ পরবীরহা ॥ ৭
 তদ্রক্ষার্থঃ সমায়াতস্তত্তক্ত্যা তু বশীকৃতঃ ।

সমরাজ্ঞনে ক্রদদেবের সমীপে আগমন করি-
 যাই কহিলেন,—ক্রদ। তুমি যে হেতু ধর্ম্ম-
 বিহীন আচরণ করিতেছ, সেই হেতু ত্রীয়াম-
 তক্রের বোধোদ্যত তোমাকে আমি শাসন
 করিতে ইচ্ছা করি। আমি পূর্বে বহুবীর
 দেবধিগণকথিত এই কথা শুনিয়াছিলাম যে,
 পিনাকপাণি ক্রদদেব প্রতিনিয়তই ত্রীয়ামের
 পাদযুগল স্মরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি
 যখন শক্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে
 মূর্চ্চিত ও বীরবর পুরুলকে নিহত করিয়াছ,
 তখন সে সমস্ত কথাই মিথ্যা হইয়াছে।
 তজ্জন্তই আমি আজ ত্রৈলোক্যপ্রলয়োদ্যত
 তোমাকে নিপাত্তিত করিব। ওহে রামভক্তি-
 পরায়ুথ শরী! এক্ষণে সাবধানে অবস্থান
 কর। কপিবর এইরূপ বলিলে ভগবান
 মহেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন,—বীরবর! তুমিই
 ধস্ত। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে।
 বতাই, সুরাসুর-নমস্কৃত ত্রীয়ামচন্দ্র আমার
 প্রভু, এবং বীরমণি যে, তাঁহারই যজ্ঞাধ-
 ঞ্জানিয়াছে তাহা জানি, কিন্তু শক্র যথার্থই
 শক্র বলিয়া বীরমণিকে রক্ষার্থই এই স্থানে
 সমাগত হইয়াছে; কারণ, বীরমণির ভক্তিতে

যথাকথঞ্চিভক্তোহসৌ রক্ষ্যঃস্বাত্মা ইতিহিত্তিঃ
 রঘুনাথঃ রূপাং কৃত্বা বিলোকয়তু নিত্মশম্ ।
 মাং স্বভক্তং সূক্তঃ খেন কিকিৎকোপং দধন্নহান
 শেষ উবাচ ।
 এবং বদন্তি চণ্ডীশে হনুমান্ কুপিতো ভূশম্ ।
 শিলামাদায় মহতীঃ ভাড়ায়াস তদ্রথম্ ॥ ১০
 শিলয়া ভাতিতস্তস্ত রথঃ শকলতাং গতঃ ।
 সমুতঃ সহয়ঃ কেতু-পতাকাভিঃ সমধিতঃ ॥ ১১
 নভস্মা দেবতাঃ সর্বাঃ প্রশশংসুঃ কপীশ্বরম্ ।
 ধস্তোহসি প্রবগাধীশ মহৎকর্ম্ম ত্বয়া কৃতম্ ॥ ১২
 ত্রীশিবং বিরথং দৃষ্ট্বা নন্দী তুং সমুপাদ্রবৎ ।
 উবাচ ত্রীমহাদেবং মে পৃষ্ঠং গম্যতামিতি ॥ ১৩
 বৃশস্বিত্তত্ত্ব ভূতেশং হনুমান্ কুপিতো ভূশম্ ।
 শালমৎপাট্য তরসা প্রাণেন্দুদয়ে তদা ॥ ১৪

আমি বশীকৃত আছি। ধর্ম্মমর্ধ্যাদাও এই যে,
 যে কোন প্রকারেই হউক ভক্তকে রক্ষা করা
 উচিত, যে হেতু তক্ত আত্মার স্বরূপ। আমর
 বাসনাই এই যে, সেই মহান রঘুনাথ, অতি-
 হৃৎখবশে কিকিৎ কুপিত হইয়া রূপা করিয়া
 এই নিলজ্জ নিজ ভক্তকে অবলোকন
 করেন। ১—২। অনন্তদেব বলিলেন,—
 বিপ্রবর! চণ্ডীনাথ মহেশ্বর, এইরূপ
 বলিলে, হনুমান সান্তিশয় কুপিত হইয়া
 প্রকাণ্ড শিলাপাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক তদ্বারা মহে-
 শ্বরের রথে আঘাত করিলেন। তৎ-
 কালে শিবরথ, সেই শিলাদ্বারা আহত
 হইয়াই সারথি অশ্ব এবং ধ্বজ-পতাকার
 সহিত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তদুদর্শনে
 গগনতলস্থিত সমুদয় দেববৃন্দই “প্রবগাধিণ!
 তুমিই ধস্ত, তুমি অতি মহৎকর্ম্ম করিয়াছ”
 ইত্যাকাররূপ হনুমানকে প্রশংসা করিতে
 লাগিলেন। এদিকে নন্দী, মহেশ্বরকে রথ-
 বিহীন দেখিয়া তৎসরিধানে ক্রতগতি আগ-
 মনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—মদীয় পুঠে
 আয়োজন করুন। অতঃপর হনুমান, ভূত
 নাথকে বৃষোপরি অবস্থিত দেখিয়া সান্তিশয়
 কুপিত হইলেন এবং তরসা এক শালমূক্ষ

তদাভ্যন্তো ভূতপতিঃ শূলং তীক্ষ্ণং সমাদদে ।
 জাজ্জল্যমানং ত্রিশিখং বহ্নিজ্জ্বালাসমপ্রভম্ ॥
 অগ্নাস্তং তন্নহদ্বষ্টা শূলং প্রজ্জ্বলনপ্রভম্ ।
 হস্তে গৃহীত্বা তন্নস্যা বভঙ্গ তিলশঃ স্ফণাৎ ॥ ১৬
 ভগ্নে ত্রিশূলে তন্নস্যা কপীন্দ্রেন স্ফণাদ্ভবঃ ।
 শক্তিঃ করে সমাধস্ত সর্বলোহবিনির্মিতাম্ ॥ ১৭
 সা শক্তিঃ শিবনির্ধুক্তা হৃদয়ে তস্ত ধৌমতঃ ।
 লগ্না স্ফণাদভুতস্ত্র বিক্লবঃ প্লবগাধিপঃ ॥ ১৮
 স্ফণাচ্চ তদ্বাখাং নীত্বা গৃহীত্বা বৃক্ষমূষণম্ ।
 তাড়য়ামাস হৃদয়ে মধ্যব্যালবিভৃষিতে ॥ ১৯
 তাড়িতান্তেন বীরেন কণীন্দ্রাস্ত্রসমাগতাঃ ।
 ইতস্ততস্তে তং মুক্তা গতাঃ পাতালমুজ্জ্বাভাঃ ।
 শিবস্ত্রাস্ত্রমাগমুক্তে বক্ষসি স্বে নিরীক্ষ্য হ ।

উৎপাটনপূর্বক তদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে
 প্রহার করিলেন। তৎকালে ভূতপতি এই-
 রূপে আহত হইয়া অগ্নিশিখাৎ জাজ্জল্যমান,
 ত্রিশিখাযুক্ত, সুতীক্ষ্ণ এক শূল গ্রহণ করি-
 লেন। অনস্তর হনুমান্ সেই প্রজ্জ্বলিত
 অনলপ্রভ মহাশূলকে নিকটাগত দেখিয়া
 তৎস্ফণাৎ মহাবেগে হস্তে গ্রহণপূর্বক তিল
 তিল প্রমাণে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।
 হনুমান্ মহাবেগে স্ফণামধ্যে ত্রিশূলকে
 এইরূপ ভগ্ন করিলে তিনি সর্বলোহ-
 বিনির্মিতা এক শক্তি হস্তে লইলেন। অন-
 স্তর সেই শক্তি মহেশ্বর কর্তৃক নিকৃষ্ট
 হইয়া যেমন কপীন্দ্রের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল,
 অমনি তৎস্ফণাৎ তিনি, ব্যাকুল হইয়া পড়ি-
 লেন। কিন্তু স্ফণামধ্যেই তৎস্ফণাৎ অগ্রাহ্য
 করিয়া শাখা-প্রশাখাব্যাপ্ত এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ
 ধারণপূর্বক মহাদেবের মহাসর্প-সুশোভিত
 বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন হর-
 হৃদয়-বিহারী কণীন্দ্রগণ, বীরবর হনুমান-
 কর্তৃক এইরূপে তাড়িত হওয়ায় ভীত হইয়া
 হৃদয়দেশ পয়িত্যাগপূর্বক মহাবেগে ইত-
 স্ততঃ পলায়ন করত পাতালপুরে গমন
 করিল। ১০.—২০। অনস্তর মহেশ্বর স্বীয়
 বক্ষঃস্থলে কণীন্দ্রগণ নাই দেখিয়া উভয় হস্তে

কুপিতোহধাঙ্গহাঘোরঃ মুষলং কহয়ুগ্মকে ॥
 হতোহসি গচ্ছ সংগ্রামাৎ পলায় প্লবগাধম ।
 এব তে প্রাণহস্তাং মুষলেণ স্ফণাদিহ ॥ ২২
 মুষলং বৌক্ষ্য নির্ধুক্তং শিবেন কুপতেন বৈ ।
 কীশস্তম্বকয়ামাস মহাবেগো হরিঃ স্মরন ॥ ২৩
 মুষলং তৎ পপাতাধঃ শিবমুক্তং মহায়সম্ ।
 বিদার্য্য পৃথিবীং সর্বাং জগাম চ রসাতলম্ ॥ ২৪
 তদা প্রকুপিতোহত্যস্তং হনুমান্ রামসেবকঃ ।
 গৃহীত্বা পরীতং হস্তে তাড়য়ামাস বক্ষসি ॥ ২৫
 স যাবৎপরীতং ছেদ্তুং মতিং চক্রে সতৌপীঃ ॥
 তাবদ্রুতঃ কপীন্দ্রেন শালেন বহুশাখিনা ॥ ২৬
 তমপি ছেদ্তুমদ্যুক্তো যাবতাবচ্ছিলাহতঃ ॥ ২৭
 শিলাস্তা ভেদিতুং স্তাস্তং চকার মুড় উদ্যতঃ ।
 তাবদ্রুটিং চকারায়ং শিলাভিন্ধগপক্ষতৈঃ ॥ ২৮

ভয়ঙ্কর এক মুষল ধারণ করিলেন এবং
 কহিলেন,—রে প্লবগাধম! হত হইলি,
 এখনও পলায়নপূর্বক রণস্থল হইতে প্রস্থান
 কর, নতুবা আমি স্ফণাকালমধ্যেই এই
 মুষলাঘাতে তোয় প্রাণ সংহার করিব।
 অতঃপর মহাদেব ক্রোধভরে সেই মুষল
 নিক্ষেপ করিলেন দেখিয়া মহাবেগশালী
 কপিবর ভগবান্ হরিকে স্মরণ করত,
 তাহাকে বঞ্চনা করিলেন। তখন সেই
 শিবনিকৃষ্ট মহালৌহময় মুষল অধোদেশে,
 পতিত হইয়া পৃথিবী বিদারণপূর্বক রসাতলে
 প্রবেশ করিল। ঐ সময়ে স্ত্রীয়ামের সেবক
 হনুমান্ সান্তিশয় কষ্ট হইয়া হস্তে পরীত
 গ্রহণপূর্বক তদ্বারা মহেশ্বরের বক্ষঃস্থলে
 প্রহার করিলেন। দ্বিজবর! হনুমানেন্দ্র
 উক্ত পরীতপ্রণয়কালে সতৌপতি যেমন
 পরীতছেদনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অমনি
 কপিবরকর্তৃক বহুশাখানম্বিত এক শাল-
 বৃক্ষের আহত হন এবং যেমন সেই
 বৃক্ষছেদনে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন অমনি
 শিলাসমূহ দ্বারা বিভাঙিত হন এবং
 যেমন সেই শিলাসমূহকে চূর্ণ করিতে বাসনা
 করিয়াছিলেন, অমনি কপিবর প্রভূত

লাঙ্গুলেন চ সংবেষ্ট্য তাদ্ভয়তোষ ভূপম্ ।
 শিলাভিঃ পরিতৈর্ভূকৈঃ পুচ্ছাফোটেন ভুরিশঃ ।
 নন্দী প্রাপ্তো মহাত্মানং চন্দ্রোহপি শকলীকৃতঃ
 অত্যন্তঃ বিহ্বলো জাতো মহেশানঃ প্রকোপনঃ
 কণে কণে প্রহারেণ বিহ্বলঃ কুর্বতঃ ভূশম্ ।
 জগাদ প্রবগাদীশং ধস্তোহসি রঘুপানুগ ।
 মহৎকর্ম্ম কৃতং তেহৃদ্য যতেহহং স্প্রপ্রতোষিতঃ
 ন দানেন ন যজ্ঞেন নাল্লেন তপসা হহম্ ।
 সুলভোহস্মি মহাবেগে তস্মাৎপ্রার্থয় মে বরম্
 শেষ উবাচ ।

এবং ক্রবস্তঃ তং দৃষ্ট্বা হনমান নিজগাদ তম্ ।
 প্রহসন্ নির্ভীয়া বাচা মহেশানন্ত তোষিতম্ ।
 হনমানুবাচ ।
 রঘুনাথ প্রসাদেন সর্বং মেহস্তু মহেশ্বর ।
 তথাপি যাচে হি বরং ব্রহ্মতঃ সমরতোষিতাৎ ।

শিলাপর্বতাদি বর্ষণে তাঁহাকে প্রসিদ্ধিত
 করেন। পরিশেষে ভূকনাথকে লাঙ্গুল দ্বারা
 সম্যক্ বেষ্টনপূর্বক ভুরিভুরি শিলা পরিত
 ও বৃক্ষ দ্বারা এবং পুনঃপুনঃ পুচ্ছাফোটন
 দ্বারা পুনরপি তাড়িত করিতে থাকিলেন।
 তাহাতে নন্দীও ভীত হইলেন, চন্দ্রকলা
 তন্ন হইয়া গেল এবং রুক্মিণী মহেশ্বরও
 সান্তিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ২১—৩০।
 এইরূপে কণে কণে প্রহার দ্বারা সান্তিশয়
 বিহ্বল করিতে দেবিয়া মহেশ্বর কপিবরকে
 কহিলেন,—ঋষবানুচর! তুমিই ধন্ত, তুমি
 যখন যুদ্ধে আমার পতিত হইয়াছ, তখন
 অদ্য তুমি মহৎ কার্য্য করিলে। হে মহা-
 বেগশালিন! তুমি যেমন পাইয়াছ, সমস্ত
 দান যজ্ঞ ও তপস্যায় কেহ আমার এরূপ
 প্রাপ্ত হইতে পারে না, অতএব আমার
 নিকট বর প্রার্থনা কর। হনুমান মহেশ্বরকে
 প্রসন্নহৃদয়ে এইরূপ বলিতে শুনিয়া সহাস্ত-
 বদনে নির্ভয়বচনে তাঁহাকে কহিলেন,—
 মহেশ্বর! রঘুনাথের প্রসাদে আমার
 সমুদয় অতীষ্টই সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি
 আপনি যখন সময়ে সময়ে হইয়াছেন, তখন

এম পুঙ্কলসংজ্ঞে নঃ সময়ে পতিতো হতঃ ।
 তথা চ রামাবরজঃশঙ্কঃ মুচ্ছিতো রণে ॥৩৫
 অস্তে চ বীর্য্য বহবঃ পতিতাঃ শরবিষ্কৃতাঃ ।
 মুচ্ছিতাঃ পতিতাঃ কেচিন্তান রক্ষয় গণৈঃ সহ
 যথা চৈতান মহাত্মতা বেতালাশ্চ পিশাচকাঃ ।
 ন হরন্তি ন খাদন্তি শশুগালাদযন্তথা ॥ ৩৭
 এতেষাং বপুষো ভেদো ন ভবেৎ তথাচর ।
 যাবদিস্তং রণে জিত্বানয়ামি দ্রোণপর্বতম্ ॥ ৩৮
 তত্রহা ঐষধীস্বাপি নৌত্বা সংস্থাপিতান ভটান ।
 জীবয়ামি বলাৎসর্বাঃস্তাবৎ রক্ষ সর্বাশঃ ॥ ৩৯
 এষ গচ্ছামি তং নেতুং দ্রোণঃ পর্বতসমুদয়ম্ ।
 যাম্মন বসন্তোবধয়ঃ প্রাণিসঞ্জীবনঙ্করাঃ ॥ ৪০
 এতৎসচঃ সমাকর্ণ্য তথোত নিজগাদ তম্ ।
 যাত শীঘ্রং নগং নেতুং রক্ষামি বসন্তান মৃতান

—
 আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি-
 তেছি, প্রদান করুন। আমাদের পুঙ্কল
 সময়ে নিহত হইয়া পতিত আছেন, রামানুজ
 শঙ্করও রণে মুচ্ছিত হইয়া রহিয়াছেন এবং
 অন্তান্ত বহুল বীরগণ শরবিষ্কৃত হইয়া
 ধরাশায়ী হইয়াছেন; আর, কেহ কেহ বা
 মুচ্ছিত ও পতিত আছেন, আপনি অনুচর-
 গণের সহিত তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন।
 ভূত, বেতালা, পিশাচ বা শূগাল-কুকুরগণ
 ষাণ্ডাতে উহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে
 বা ভক্ষণ করিতে না পারে এবং উহাদিগের
 দেহের কোনরূপ বিপর্যয় না ঘটে, আপনি
 তদনুরূপ আচরণ করুন। যাবৎকাল না
 আমি সময়ে ইন্দ্রকে বাহুবলে পরাজয়পূর্বক
 দ্রোণপর্বত বা তত্রহা পৈদি আনয়ন করিয়া
 সংস্থাপিত সমুদয় বীরগণকে জীবিত করিতে
 পারি, আপনি তাবৎকাল পর্য্যন্ত সর্বপ্রকারে
 রক্ষা করুন। যখন প্রাণিসঞ্জীবনী ঐষধী
 আছে সেই মহাপর্বত আনয়নার্থ এই আমি
 এখনই যাইতেছি। ৩১—৪০। চন্দ্রশেখর
 হনুমানের এতদ্বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে কহি-
 লেন,—আচ্ছা তাহাই হইবে, তুমি ঐষয়
 পূর্বক আনয়নার্থ যাও, আমি স্বর্গীয় মৃত

তচ্ছূদ্রা বাক্যমীশখ জগাম দ্রোণপক্ষতম্ ।
 দ্বীপান্ সর্বাণিতক্রামন্ জগাম ক্ষীরসাগরম্ ॥
 অত্র তু স্বগণৈঃ সাকং রক্ষতি স্ম শিবো মহান
 আশানং তদগণৈঃ স্বীয়ৈর্মহাবলপরাক্রমৈঃ ॥ ১০
 হনুমান দ্রোণমাসাদ্য দ্রোণং নাম মহাগিরিম্ ।
 লাস্তুলে তং নিধায় শু প্রতস্থে রণমণ্ডলম্ ॥৪৪
 তং নেতুমদ্যাতে বিপ্র চকম্পে স চ পৰ্বতঃ ।
 কম্পমানস্ত তঃ দৃষ্ট্বা তৎপালা দেবভাগিনাঃ ॥৪৫
 হাহেতি ক্রুধা প্রোচুস্তে কিমিদং ভবিতা গিরৌ
 কো ছেনং নয়তে বীরো মহাবলপরাক্রমঃ ॥৪৬
 এবং কুয়া সুরাঃ সর্বে সংহতা দদৃশুঃ কপিম্ ।
 মুঞ্চেইনমিতি তে প্রোচ্য জয়ঃ শস্ত্রাস্ত্রকোটিভিঃ
 তান্ সর্বাশ্রিত্তো দৃষ্ট্বা হনুমান্ কুপিতো ভূশম্
 জঘান তান্ কণাধীঃ শক্রঃ সর্বা সুরান যথা

বীরগণকে রক্ষা করিতেছি। হনুমান্ মহেশ্বরের উদ্বাধ্য শ্রবণে দ্রোণপক্ষত আনয়নার্থ গমন করিলেন। ক্রমে সমুদয় দ্বীপ অতিক্রমপূর্বক ক্ষীরসাগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে মহাত্মা মহেশ্বর, মহাবলপরাক্রমশালী স্বীয় অমৃতচরণের সহিত আশানপ্রায় সেই রণস্থল রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে হনুমান্ দ্রোণপক্ষতে উপস্থিত হইয়াই সেই মহাগিরিকে লাস্তুলে স্থাপনপূর্বক রণস্থলে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। বিপ্রবর! হনুমান্ সেই পর্বতকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে পৰ্বত কম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহাকে কম্পমান দেখিয়া পর্বত-রক্ষক দেবভাসকল হাহাকার করত বলিতে লাগিলেন,—পর্বতে আজ কি ঘটবে? কোন্ মহাবল-পরাক্রান্ত বীর ইহাকে চালিত করিতেছে? ৪১—৪৬। এইরূপ জল্পনা-পুয়ঃসের পর্বতরক্ষক সমুদয় দেবগণই মিলিত হইয়া কপিবরকে নিরীক্ষণ-পূর্বক “ইহা পরিভাগ কর” এই কথা বলিয়া কোটি কোটি অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণকে প্রহার করিতে দেখিয়া হনুমান্ সান্তিষ্ণ

কেচিৎ পাদাহতান্তত্র কেচিৎ করবির্মদিতাঃ ।
 লাস্তুলনিহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছূদ্রেন চাহতাঃ ॥৪৭
 সর্বে তে নাশমাগরা। কণাৎকৌশেণতাড়িতাঃ
 কোচিন্নিপতিতা ভূমৌ কধিরেণ পরিশ্লুতাঃ ॥৫০
 কেচিৎ কৌশভয়ালস্তা জঘ্নুঃ শক্রং সুরাধিপম ।
 ক্ষতেন চ পরিশ্লুষ্টা কধিরক্ষতদেহিনঃ ॥ ৫১
 তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংবরণান্ কধিরেণ পরিশ্লুতান্ ।
 সুরান্ গাদ বিঘনাঃ শক্রঃ সর্বসুরোত্তমঃ ॥৫২
 কথং যুৎ ভয়ত্রস্তাঃ কথং কধিরবিশ্লুতাঃ ।
 কেন দৈত্যান নিহতা রাকসেনাধমে ন বা ॥৫৩
 সর্বং শংসত মে তথাং যথা জ্ঞাতা ব্রজামি তম্
 নিহতা বদ্ধা চায়ামি যুযুদ্ঘাতকমুদম্ ॥ ৫৪
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য তুরাসাতঃ সুরোত্তমাঃ ।
 জগদ্দীনয়া বাচা সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ৫৫

কুপিত হইলেন এবং অসুঃগণকে সুর-রাজের আয় ক্রমধ্যেই সেই বীর সকলকে ধরাশায়ী করিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ হনুমানের চরণ দ্বারা আহত, কেহ কেহ করদ্বারা বির্মদিত, কেহ কেহ লাস্তুলদ্বারা নিহত ও কেহ কেহ শূদ্রস্থান দ্বারা প্রসীড়িত হইলেন। কপিবরকর্তৃক এইরূপে তাড়িত হইয়া ক্রমকাল মধ্যে প্রায় সমুদয় দেবগণই বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন; কেহ কেহ কাধি-রাক্ত কলেবরে ভূতলে নিপতিত হইয়া ঝিহলেন এবং কেহ কেহ বা ক্ষতবিক্ষত ও কাধি-রাক্ত শরীরে হনুমানের ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। ৪৭—৫১। তখন সুরবর দেবরাজ তৎসমুদয় দেবগণকে ভয়কাতর ও কধিরপরিশ্লুত দেখিয়া ভ্রুংখিত-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি জন্ত তোমরা ভয়ে এরূপ কাতর ও কধিরাক্ত হইয়াছ? কোন্ দৈত্য বা রাক্ষসাদম তোমাদিগকে প্রহার করিয়াছে? আমার নিকট সত্যরূপে সমুদয় ব্যক্ত কর, আমি বৃত্তাঃ জানিয়া এখনই যাইতেছি এবং তোমাদিগের সেই উন্নদ ঘটককে সংহার ও বধনপূর্বক লইয়া আসিতেছি। পর্বতরক্ষক সুরগণ, এত-

দেবা উচু: ।

ইহাগত্য ন জানৌম: কশ্চিৎসানররূপধ্বং ।
 নেতুং দ্রোণং সমুদযুক্তো লাক্সলাবেষ্টিতং গিরিম্
 গন্তুঃ কৃতমতিস্তাবধ্বয়ং সর্বে সূসংহতাঃ ।
 যুদ্ধং চক্রুঃ সূসন্নক্কাঃ সর্বাশ্রয়ান্নবর্ষণঃ ॥ ৫৭
 তেন সর্বে বয়ং যুদ্ধে নির্জিতা বলশালিনা ।
 অনেকে নিহতাস্তত্র ভূমৌ পেতুঃ সুরোত্তমাঃ ॥
 বয়স্ত বহুভিঃ পুৈয়োজ্জীবিতা ইহ চাগতাঃ ।
 শোণিতেন সূষিক্তাক্কাঃ কতপীড়াসমঘিতাঃ ॥ ৫৯
 এতদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য সুরাণাং স পুরন্দরঃ ।
 আদিদেশ সুরান সর্বাশ্রয়ান্নবলসমঘিতান ॥ ৬০
 যাত মহাদ্রোণগিরিং কপিং বন্ধুঃ মহাবলম্ ।
 বন্ধানঘত যুগং বৈ সুরাণাং রণপাতকম্ ॥ ৬১
 ইত্যাজ্ঞপ্তা যযুস্তে বৈ দ্রোণং পন্নতমুত্তমম্ ।
 যত্রাস্তে বলবান বীরো হনুমান কপিসত্তমঃ ॥ ৬২

দ্বাক্য শ্রবণে সেই সুরাসুর-নমস্কৃত সুর-
 রাজকে দীনবচনে কহিলেন,—আমরা জানি
 না, কোন বানরমূর্ত্তিধারী বীর আসিয়া
 লাক্সলদ্বারা দ্রোণপর্বতকে বেষ্টিতপুষ্ক লইয়া
 যাইতে উদ্যত হইয়াছে। সে যখন পন্নত
 লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই সময়ে আমরা
 সকলে সমবেত হইয়া সর্বাধ অস্ত্র-শস্ত্র
 বর্ষণে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, কিন্তু
 সেই মহাবলশালী বীরবর আমাদের
 সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছে এবং
 অনেকানেক প্রধান প্রধান দেবতা তাহার
 হস্তে নিহত হইয়া তথায় ধরাশায়ী হইয়াছে।
 প্রভো! আমরা বহুপুণ্য-বলেই জীবন
 লইয়া শোণিতাক্র ও কতবিকৃত শরীরে
 এখানে অসিয়াছি। পুরন্দর, সেই দেব
 গণের এই কথা শুনিয়া সমুদয় মহাবল-
 সমঘিত দেবগণকেই আদেশ করিলেন যে,
 তোমরা অবিলম্বে সেই মহাবলশালী কপি-
 বরের সহিত যুদ্ধার্থ দ্রোণগিরিতে গমন কর
 এবং সুরগণের সেই রণপাতককে বন্ধন-
 পুষ্কক আনয়ন কর ॥ ৫২—৬১। তাঁহার এইরূপ
 আদিষ্ট হইয়াই যেখানে কপিসত্তম মহাবল-

গত্বা তে প্রাহর্য সর্বে হনুমন্তং মহালম্ ।
 হনুমতা তে নিহতা মুষ্টিভিঃ ধরতাড়নৈঃ ॥ ৬৩
 পতিতাস্তে ক্ষণাৎ তত্র কথিরকতবিগ্রহাঃ ।
 অস্ত্রে পলায়নপর্য জঘ্যুস্তং ত্রিদিবেধরম্ ॥ ৬৪
 তক্ষুর্বা কুপিতঃ শক্রঃ সর্ভানমরসত্তমান ।
 আদিদেশ মহাবীরং বানরেশ্বরং সুরোত্তমং ॥ ৬৫
 তদাজ্ঞপ্তা যযুস্তে বৈ যত্র কৌশেধরো বলী ।
 তান সর্বাশ্রয়গতান দৃষ্ট্বা জগাদ কপিসত্তমঃ ।
 মায়াস্ত বীরঃ সমরে সংহতারং হি মাং বলাৎ
 নেষামি যুযানধ্বনা সংঘমিস্তাঃ পুরোবস্তুিকে ॥
 ইত্যুক্তা অপি তে সর্বে সন্নক্কাঃ প্রাহর্যন কপিম্
 শস্ত্রাশ্রয়স্বহা মুক্তৈশ্রমহাবলসমঘিতাঃ ॥ ৬৮
 কেচিচ্ছূনৈঃ পরশুভিঃ কেচিৎ খট্টোক্ষপট্টিশৈঃ

শালী বীরবর হনুমান অবস্থিত ছিলেন,
 সেই দ্রোণপর্বতে গমন করিতে লাগিলেন।
 অনন্তর তাঁহার সকলে তথায় উপস্থিত হই-
 যাই মহাবল হনুমানকে প্রহার করিতে আরম্ভ
 করায় হনুমানও তাঁহাদিগকে কঠোর মুষ্টি-
 ঘাতে নিহত করিতে লাগিলেন। তখন
 ক্ষণমধ্যেই প্রায় তাঁহার সকলে রক্তাক্ত
 শরীরে তথায় পতিত হইলেন। অবশিষ্ট
 অস্ত্রান্ত সকলে পলায়নপুষ্ক ত্রিদিবেধরের
 নিকট গমন করিলেন। তদ্রূপে শ্রবণে,
 সুররাজ সমধিক কুপিত হইয়া মহাবীর
 বানরেশ্বরের সংহারার্থ অখিল সুরবৃন্দকেই
 আদেশ করিলেন তৎকালে সেই সুর-
 গণ সুররাজের আশ্রয় যথা মহাবল কপি-
 বর বিক্রম প্রকাশ করিতেছিল, তথায়
 যাইলেন। পরে কপিসত্তম হনুমান তাহা-
 দিগকে আগত দেখিয়া কহিলেন,—বীরগণ!
 সর্বাশ্রয়ক আমাকে পর জয় করিবার জন্য
 সমরক্ষেত্রে আসিও না। আমি ভূজবলে
 এখনই তোমাদিগকে ঘষের সংঘমনী পুরে
 প্রেরণ করিব। হনুমান এইরূপ কহিলেও
 সেই সকল মহাবলসম্পন্ন দেবগণ, বধোদ্যত
 হইয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা কপিবরকে
 প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা-

মুঠেলৈঃ শক্তিভিঃ কেচিৎ ক্রোধেন কলুষীকৃত্তা
স আহতোহমরবরৈর্কিবিধৈরায়ুধৈর্কলৌ ।

শিলাভিস্তানু জঘানান্ত সর্কানমরসন্তমান ॥৭০
কেচিৎ পলাযা আভ্রুস্তে গতাঃ শক্রসমীপকম্
তদ্বক্তঃ বাক্যামাকর্ণ্য ভয়ং প্রাপ সুরাধিপঃ ॥৭১
বৃহস্পতিঃ সুরাধাক্ষং মঞ্জিৎ স্বর্গবাসিনাম্ ।
পপ্রচ্ছ সবিধে গতা নত্বা সুরগুরুং তদা ॥ ৭২
ইন্দ্র উবাচ ।

কোহসৌ ষো বানরো দ্রোণঃ নেতুং স্বামিন
সমাগতঃ ।

যেন মে নিহতা বীরা অমরাঃ শস্ত্রধারিণঃ ॥ ৭৩
শেষ উবাচ ।

এতচ্ছুরা তু তদ্বাক্যমুক্তমাস্মিন্নসো মহান ।
জগাদ ভয়সংবিগ্নং তুরাঙ্গাহং সুরাধিপম্ ॥ ৭৪
বৃহস্পতিকুবাচ ।

যো রাবণমহন স্খো কুস্তকর্ণমদীদহৎ ।

দিগের মধ্যে সকলেই ক্রোধে মলিনচিত্ত
হইয়াছিলেন, এজন্য এককালে কেহ কেহ
শূল ও পরশু দ্বারা কেহ কেহ খণ্ড ও পটিশ
দ্বারা এবং কেহ কেহ বা মুসল ও শক্তি দ্বারা
হনুমানকে আহত করিতে লাগিলেন। মহা-
বলশালী হনুমান, অমরগণকর্তৃক বিবিধ অস্ত্র
শস্ত্রে এইরূপ আহত হইয়া অসংখ্য শিলা-
ঘাতে সেই সুরবরগণকে সংহার করিতে
আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কতিপয়
ব্যক্তি পলায়নপূর্বক ইন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত
হইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন,
সুররাজও ঊর্ধ্বাদিগের বাক্য শ্রবণে
ভীত হইলেন। ৬২—৭১ । অনন্তর
দেবরাজ, সন্নিধানে গমনপূর্বক দেবমন্ডী
সুরগুরু বৃহস্পতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, স্বামিন! যে বানর দ্রোণেশলকে
লইয়া যাইতে আসিয়াছে এবং যে সৌর,
আমার অসংখ্য শস্ত্রধারী দেববীরগণকে
নিপাত্ত করিয়াছে, সে, কে? অন্ধিরো-
নন্দন মহাত্মা বৃহস্পতি ইশ্রোক্ত এতদ্বাক্য
শ্রবণ করিয়া ভয়োদ্ভিন্ন সুররাজকে কহিলেন,

যেন তে বৈরিণঃ সর্কৈ হতান্তস্ত হি সেবকঃ ॥
যেন লক্ষ্য সত্ৰিকূটা নির্দঙ্কা পুচ্ছবাহুনা ।

অক্ষচ নিহতো যেন হনুমন্তমবেহি তম্ ॥ ৭৬
তেন সর্কৈ বিনিহতা দ্রোণার্থময়মুদাত্তঃ ।
হয়মেবং মহারাজঃ করোতি বলিসন্তমঃ ॥ ৭০
তস্তাশ্চ শিবভক্তস্ত নৃপো বীরমার্গমহান ।
জহার তত্র সমভূদ্রগং সুরবিমোহনম্ ॥৭৮
শিবেন নিহতাঃ স্খো বীরা রামস্ত ভূরিশঃ
তান্ বৈ জীবয়িতুং দ্রোণং নেষ্যত্যেব মহা-
বল ॥ ৭৯

নাগ্নং বর্ষশতৈর্জেয়ো ভবতা বলসংযুতঃ ।
তস্মাৎ প্রসাদয় কপিং দেহি তত্রতামৌষধম্ ॥
ইতি জীপান্নে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে দেব-
যুদ্ধং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥২৬॥

যিনি সময়ে রাবণ ও কুস্তকর্ণকে সংহার
করিয়াছেন, অধিক কি যাহার হস্তে তোমার
সমুদয় বৈরিগুন্দই নিহত হইয়াছে, ঐ কপি-
বর তাঁহারই সেবক। যে কপিবর, লাসূল-
বাহুধারা ত্রিকূটপর্বতের সহিত লক্ষ্যপূরী
দক্ষ এবং রাবণরাজ অক্ষ কুমারকে নিহত
করিয়াছেন, ঐ বানরবরকে সেই হনুমান
বলিয়া জানিবে। সেই হনুমানই দেবগণকে
ধরাশায়ী করিয়াছেন এবং তিনিই দ্রোণ-
গিরিকে লইয়া যাইতে উদাত্ত হইয়াছেন।
বীরাঙ্গী মহারাজ রামচন্দ্র একপে অশ্বমেধ
যজ্ঞ করিতেছেন। শিবভক্ত মহাত্মা
নৃপবর বীরমণি তাঁহারই অশ্ব হরণ
করিয়াছেন বলিয়া তথায় দেবগণেরও
বিশ্বাস্যকর সংগ্রাম হইয়াছে। সেই
সংগ্রামে স্বয়ং মহেশ্বর, ত্রীরামের বহু বীর-
গুন্দকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া ঊর্ধ্বাদিগকে
পুনর্জীবিত করিবার নিমিত্তই মহাবল হনুমান,
দ্রোণপর্বতকে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবেন।
দেবরাজ! তুমি শত শত বর্ষ যুদ্ধ করিয়াও
ঊর্ধ্বাকে পরাজয় করিতে পারিবে না, একজ

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

গুরুভাষিতমাকর্ণ্য বৃষপূর্ষরিপুঃ স্বরাট ।
জ্ঞাত্বা রামস্ত কাৰ্ধ্যাৰ্থমাগতং পবনায়জম্ ॥ ১
ভয়ং তত্ৰাজ্ঞ মনসি বানরাং সমুপস্থিতম্ ।
জহর্ষ চিত্তে স ভূশঃ বাচস্পতিমুবাচ হ ॥ ২
ইন্দ্র উবাচ ।

কথং কাৰ্ধ্যং সুরাধীশ দ্রোণেহয়ং নেঘ্যতে
যদি ।

দেবানাং জীবিতং ভূয়ঃ কথং স্মাদিত মে বদ
ইদানীং পবনোদ্ভূতঃ প্রসাদয় যথা কথম্ ।
রামঃ স্ত্রীতিঃ পরাং যাতি দেবানাঞ্চ সূখং

ভবেৎ ॥ ৪

দেবাবিপশু বচনঃ শ্রুত্বা বাচস্পতিস্তদা ।
শক্ৰস্ত পুরতঃ কৃত্বা সর্ষদেবৈঃ পরীবৃতম্ ॥ ৫

তত্রত্য ঔষা প্রদানপূর্ষক কপিবরকে প্রসন্ন
কর । ৭০—৮০ ।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—বৃষপূর্ষরিপু দেব-
রাজ, বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণে পবনায়জ
হনুমানকে রামকাৰ্ধ্যার্থ আগত জানিয়া
তদীয় হৃদয়ে যে হনুমান হইতে ভয়
উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ত্যাগ করি-
লেন এবং অন্তরে সান্ত্বয় আনন্দিত হইয়া
বৃহস্পতিকে কহিলেন,—হে সুরাধীশ! হনু-
মান যদি দ্রোণপূর্ষক লইয়া যান তাহা হইলে
আমা দগের কি কর্তব্য? এবং দেবগণেরই
বা কি প্রকারে পুনর্সার জীবনলাভ হইবে
বলুন। এক্ষণে যেকোন প্রকারে হটক
পবননন্দনকে প্রসন্ন করুন, তাহা হইলে
শ্রীরামচন্দ্রও পরম প্রীতি লাভ করিবেন
এবং দেবগণেরও সূখ লাভ হইবে। তৎ-
কালে দেবরাজের বাক্য শ্রবণে বৃহস্পতি

জগাম তত্র যদ্বাপ্তে হনুমান নির্ভয়ঃ কপিঃ ।
গর্জতি প্রসভঃ জিহ্বা সুরান সর্ষান সূখাসনঃ
তে গতা সবিধে তস্ত বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।
পেতুস্তে চরণে নত্বা সমারতভূজস্ত হি ॥ ৭
বৃহস্পতিস্ত তং বীর্যং জগাদ প্রেরিতো মুদা ।
সুরাধীশেন লোকস্ত গুরুণা বদতাং বরঃ ॥ ৮
বৃহস্পতিকৃবাচ ।

অজানন্তিঃ কৃতং কৰ্ম্ম দেবৈস্তব পরাক্রমম্ ।
রামস্ত চরণযোজ্যং সেবকোহসি মহামতে ॥ ৯
কিমর্থময়মারম্ভঃ কথমত্র সমাগমঃ ।
তৎকরিয়ামহে সর্ষে সন্নতাস্তব ভাষিতম্ ॥ ১০
রোষং ত্যক্তা কৃপাং কৃত্বা দেবাধীশং

বিলোকয় ।

পবনায়জ দৈত্যানাং ভয়ঙ্করবপুর্ষধৎ ॥ ১১ ॥

শেষ উবাচ ।

ইথাং ভাষিতমাকর্ণ্য দেবানাং স গুরোর্ষিচঃ ।

অখিল দেবগণে পরিবৃত-দেবরাজকে অগ্রে
করিয়া যে স্থানে কপিবর হনুমান সমুদয়
সুরগণকে বাহুবলে পরাজয়পূর্ষক সূখে
অবস্থান করত গর্জন করিতেছিলেন, তথায়
গমন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ,
বৃহস্পতিকে অগ্রে লইয়া হনুমানের নিকটে
গমনপূর্ষক সেই পবননন্দনের চরণসু-
লে প্রণামানন্তর পাতিত হইলেন। অতঃপর
বাগ্যপ্রবর বৃহস্পতি লোকগুরু সুররাজ-
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া সানন্দে মহাবীর হনু-
মানকে কহিলেন,—হে মহামতে! তুমি
শ্রীরামচন্দ্রের চরণসেবক, দেবগণ তোমার
পরাক্রম না জানিয়াই এরূপ কাৰ্য্য করিয়া-
ছেন। তোমার এরূপ মহৎ ব্যাপারের
প্রয়োজন কি? এস্থানে কিজন্ত সমাগম হই-
য়াছে বল, আমরা সকলেই তদীয় বাক্য
বিনম্রভাবে রক্ষা করিব। ১—১০। তে পবনা-
য়জ! তুমিতো দৈত্যগণ-সম্বন্ধেই ভয়ঙ্কর
মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক, অতএব এক্ষণে কৃপা
করিয়া রোষ পরিত্যাগপূর্ষক দেবরাজের
প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মহাযশা হনুমান বৃহ-

উবাচ দেবান সকলান শুক্ৰঋষ মহাযশাঃ ।
রাজ্ঞো বীরমণেঃ সন্ধ্যো হতাঃ শর্ক্বেণ ভূরিশঃ
ভটাস্তান বৈ জীবয়িতুং দ্রোণং নেম্যামি

পর্যন্তম্ ॥ ১৩

তদ্যে নিবারয়িষ্যন্তি স্ববীর্ঘ্যবলদর্পিতাঃ ।
তান্নেম্যামি ক্ৰণাদেব যমস্ত সধনং প্রভি ॥১৪
তস্মাদদতু মে যুয়ং দ্রোণং বাথ তদৌষধম্ ।
যেন সঞ্জীবয়িষ্যামি যুতান বীরান্ রণাক্ষনে ।
শেখ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পবনস্ত সূতস্ত হ ।
তে সর্বে প্রশংসিতং গতাঃ দৃঢ়ঃ সঞ্জীবনৌষধম্ ।
তে প্রহৃষ্টা ভয়ং ত্যক্তা সুরাঃ স্বর্গৌকসঃ সমম
যুঃ সুরপতিঃ কৃৎস্না পুত্রঃ সোখাসমবিতাঃ ॥১৭
হনুমান ভেষজং তত্ত্ব সমাদায় গতো রণন ।
শ্রুতঃ সর্কৈঃ সুরগণৈর্নর্হাকর্ষসমুৎসুকৈঃ ॥১৮

স্পত্তির মুখে দেবগণের ঈর্ষশ বাকা শ্রবণ
করিয়া সমুদয় দেবগণ ও বৃহস্পতিককে কহি-
লেন,—রাজা বীরমণির সহিত যুদ্ধে বীরবৃন্দ
শঙ্করকরে নিহত হইয়াছে। আমি তাহা-
দিগকেই জীবিত করিবার নিমিত্ত দ্রোণ-
পর্যন্ত লইয়া যাইব; ইহাতে স্বীয় বলবীর্ঘ্য-
দর্পিত যাঁহারা ই বাধা দিবে, ক্রণমধ্যেই
তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব
সন্দেহ নাই। অতএব রণাক্ষনে মুতে বীর-
গণকে যাহাতে সঞ্জীবিত করিতে পারি,
তজ্জন্ত তোমরা আমাকে হয় দ্রোণপর্যন্ত, না
হয় সেই ঔষধ প্রদান কর। তাহারা সকলে
পবননন্দনের এই কথা শুনিয়া ঈহাকে
প্রশংসিতপূর্বক যুতসঞ্জীবন ঔষধ দান করি-
লেন। অনন্তর স্বর্গলোক-নিবাসী সেই
সুরগণ শঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক সুরপতিকে
অগ্রে করিয়া জুষ্টান্তঃকরণে পরমসুখে সকলে
একত্রে স্বর্গধামে গমন করিলেন। এদিকে
হনুমান সুরগণ-কর্তৃক এইরূপে সমাদৃত হইয়া
যুতসঞ্জীবন ঔষধ গ্রহণপূর্বক মহৎ কৰ্ম্ম
সম্পাদনার্থ সমুৎসুকচিত্তে রণক্ষেত্রে উপ-

তমাগত্য হনুমন্তং বীক্য সর্কৈহপি বৈরয়ণঃ ।
সাধুসাধু প্রশংসন্তো অদ্ভুতং মেনিরে কপিম্ ।

কপিঃ সমাগত্য মহাযুধা যুতঃ

পুরা ভটং পুঙ্কলমাহতং যুতম্ ।

শিবেন সংরক্ষিতমুগ্রমগুলে

ক্রীয়ামচিত্তং সবিধে জগাম হ ॥ ২০

সুমতিক্ৰম সমাহুয় মন্ত্রিণং মহতাং মতম্ ।
উবাচ জীবয়াম্যাদা সর্কান বীরান্ রণে যুতান
এবমুক্তা ভেষজং তৎ পুঙ্কলস্ত মহোরসি ।
শিরঃ কায়েন সঙ্কায় জগাদ বচনং শুভম্ ॥২২
যদ্যহং মনসা বাচা কশ্মণা রাঘবং পতিম্ ।
জানামি তর্হি হেতেন ভেষজেনাশু জীবিতু ॥
ইতি বাক্যং যদা বক্তি তাবৎ পুঙ্কল উথিতঃ
রণাক্ষনেহদশদ্রোষাদস্তান বীরশিরোরামণিঃ ।
ক গতো বীরভদ্রোহসৌ মাং সশ্চক্ষ্য রণা-
ক্ষনে ।

স্থিত হইলেন। তৎকালে সমুদয় বৈরিগণও
কপিবর হনুমানকে স্বকার্য সাধনপূর্বক সমা-
গত দেখিয়া “সাধু সাধু” ইত্যাকার প্রশংসা
করিতে থাকিল এবং তাঁহাকে অদ্ভুত পুঙ্কল
বলিয়া মনে করিল। ১১—১২। এইরূপে
কপিবর পরমানন্দে আগমনপূর্বক সর্কাগ্রেই
ভীষণ রণস্থলে পতিত, অন্ত্রাঘাতে যুত,
শঙ্কর-কর্তৃক পরিরক্ষিত ক্রীয়ামগত প্রাণ
বীরবর পুঙ্কলের নিকট গমন করিলেন।
অনন্তর মহাজন-সম্মত মন্ত্রিবর সুমতিকে
আহ্বানপূর্বক কহিলেন,—রণস্থলে যুত সমুদয়
বীরগণকে আমি এখনই জীবিত করিব।
এই কথা বলিয়াই পুঙ্কলের শত্রুরের সহিত
মস্তক সংঘোজিত করিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে
ঔষধ সংস্থাপনপূর্বক এইরূপ শুভকর বাক্য
বলিলেন,—‘যদি আমি কায়মনোবাক্যে
ক্রীয়ামচক্রেই প্রভুজ্ঞানে সেবা করিয়া
থাকি, তাহা হইলে এই ঔষধে অবিলম্বে
পুঙ্কল জীবিত হইক’। হনুমান, যেমন এই
কথা বলিলেন, অমনি তৎক্রপাৎ বীরশিরো-
মণি পুঙ্কল দস্তে দস্ত পীড়ন করিতে করিতে

সদ্যোহং পাতয়ামোং কান্তি .ম বহুকন্তমৎ
ইতি তং ভাষমাণং বৈ প্রাহ বীরং কপীন্দ্রকঃ ।
ধন্তোহসি বীর যদুয়ো বদন্তেবং রণাঙ্গনে ॥২৬
সং হতো বীরভদ্রেণ রঘুনাথপ্রসাদতঃ ।
পুনঃ পঞ্জীবিঃতাহঃ স্তাহি শক্রয়ং যাম মুচ্ছিতম্
ইত্যাক্ষা প্রযযৌ তত্র সংগ্রামবরমূর্ধনি ।
শ্বসন্নাস্তে স শক্রয়ঃ শিববানপ্রসীড়িতঃ ॥
তত্র গত্বা সমীপং তচ্ছক্রয়শ্চ মহান্বনঃ ।
নিধায় ভেষজং তস্য বক্ষসি ষাণমাগতে ॥ ২৯
উবাচ হনুমাংস্তং বৈ জীব শক্রয় সত্তম ।
মুচ্ছিতোহসি রণে কস্মান্নহাবলপরাক্রমঃ ॥৩০
যদ্যহং ব্রহ্মচর্য্যাক জন্মপর্বাশ্রমপ্যাহতঃ ।
পালয়ামি তদা বীরঃ শক্রয়ে জীবতাংক্ষণাৎ
উক্রমাত্রেণ তেনেদং জীবিতং ক্ষণমাত্রতঃ ।

কঃ শিবঃ ক শিবো যাতো বিহায় রণমণ্ডলম্ ।
অনেকে নিহতাঃ সখ্যো জীক্রেণ পিনাকিনা
তে সর্ষে জীবিতা বীরাঃ কপীন্দ্রেণ মহান্বনা
তদা সর্ষে সুনন্দকায়ো যপুত্রতমানসঃ ।
সে যে রথে স্থিতাঃ শক্রয়ং প্রযযুঃ ক্ষতবিগ্রহাঃ
পুঙ্গলো বীরভদ্রস্ত চণ্ডে বৈ কুশধ্বজঃ ।
নন্দিনং হনুমান্ বীরঃ শক্রয়ঃ সক্রয়ে শিবম্ ।
ধনুস্বিন্ধারয়ন্তঃ তং শক্রয়ং বলিনাং বরম্ ।
সংগ্রামে শিবমাহুয় তিষ্ঠন্তঃ প্রযযৌ নৃপঃ ॥ ৩৬
রাজা বীরমণিবীরঃ শক্রয়ঃ সময়ে বগৌ ।
অন্যোন্তং চক্রতুর্গুণ্ডঃ মুনিবিশ্বদেবকারক । ৩৭
রাজঃ বৈ বীরমণিরাধা তয়াঃ শত বিকাঃ ।
শক্রয়শ্চ নরেন্দ্রশ্চ তিলশঃ ক্ষণতোঃধ্বজ ॥ ৩৮
তদা প্রকৃপিতোহত্যাং শক্রয়ো রণমণ্ডলে ।

রণাঙ্গনে উৎখিত হইলেন এবং বলিলেন,—
সেই বীরভদ্র সময়ক্ষেত্রে আমার মুচ্ছিত
করিয়া কোথায় যাইল? আমি এখনই
তাহাকে নিপাত্ত করিব; আমার সেই
মহৎধনুঃ কোথায় আছে?। পুঙ্গল এইরূপ
বলিতে থাকিলে কপিবর সেই বীরকে
কহিলেন,—বীর। তুমি যে রণাঙ্গনে পুনরায়
এইরূপ বলিতেছ, ইহাতে তুমিই ধস্ত। বীর-
ভদ্র তোমায় বিনাশ করিয়াছিল, রঘুনাথের
প্রসাদেই পুনরায় জীবন পাইলে, এক্ষণে
আইস, শক্রয় মুচ্ছিত আছেন, তাঁহার নিকট
যাই। তিনি এই বলিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে যে
স্থানে শক্রয় শিবশরে প্রসীড়িত হইয়া
শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, তথায় যাই-
লেন। অনন্তর হনুমান্ মহাশয় শক্রয়ের
সন্নিধানে গমনপূর্বক তদীয় শ্বাস-কম্পিত
বক্ষঃস্থলে ঔষধ রাখিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—
হে সাধুতম শক্রয়! জীবিত হউন, আপনি
মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া কিজন্য রণক্ষেত্রে
মুচ্ছিত আছেন?২০—৩০। যদি আমি সমুৎ-
সুকটিল্পে আজন্মকাল ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া
ধাঁকি, তাহা হইলে বীরবর শক্রয় এখনই

জীবিত হউন। হনুমান্ এইরূপ বলিবামাত্র
তৎক্ষণাৎ শক্রয় সূহ হইলেন এবং বলিলেন,
—‘শিব কোথায়? শিব রণমণ্ডল ত্যাগ
করিয়া কোথায় গিয়াছেন। অনন্তর, পিনাক-
পাণ জীক্রেদেব, সময়ে যে বজ্র বীরকে
হিত করিয়াছিলেন, মহাশয় কপীন্দ্রে সেই
সমুদয় ব্যক্তিকেই পুনর্জীবিত করিলেন।
তখন তাঁহার সকলে ক্ষত-বিক্ষতশরীর
হইলেও ক্রোধপূর্ণ-হৃদয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সূদীক্ষিত
হইয়া স্ব স্ব রথে আরোহণ করত পুনরায়
শক্রগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই
সময়ক্ষেত্রে পুঙ্গল বীরভদ্রকে, কুশধ্বজ
চণ্ডকে, বীর হনুমান্ নন্দীকে এবং শক্রয়
মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন।
বলশালীদিগের অগ্রগণ্য শক্রয়কে ধনুর্ধারণ
করত সংগ্রামে মহাদেবকে আহ্বানপূর্বক
অবস্থিত করিতে দেখিয়া নৃপতি বীরমণি
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা
বীরমণিও মহাবীর এবং শক্রয়ও সময়ে
মহাবলশালী, এক্ষণ পরস্পর মুনিগণেরও
বিশ্বয়কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। বিজ-
বর। কিয়ৎকালের পর রাজা বীরমণি
ক্ষণকালমধ্যে নরেন্দ্র শক্রয়ের শতাধিক রথ

আয়েয়ান্নঃ মুমোচাটৈশ্চ দধ্বঃ সৈস্তঃ সমধিতম্
দাহকঃ তন্নহৃদ্বৃষ্টী মহান্নঃ শক্ৰমোচিতম্ ।
অত্যন্তঃ কুপিতো রাজা বাক্গান্নমখাদদে ॥৪০
বায়ব্যান্নঃ মুমোচাটৈশ্চ তেন বায়ুর্মহানকুৎ ।
বায়ুনা সংহতা মেঘা যযুস্তে সর্কতো দিশঃ ।
ইতস্ততো গতাঃ সর্কো সৈস্তঃ তৎ সুধিতং
বভৌ ॥ ৪১

সৈস্তে পবনপীড়ার্কে নৃপো বীরমণির্মহান্ ।
পর্কতান্নঃ রিপুন্ধারী জগ্ৰাহ চ শরাসনে ॥ ৪২
পর্কতেঃ স্তম্বিতো বায়ূর্ন প্রসর্পতি সঙ্করে ।
তদ্বীক্য রামাবরজো বজ্রাস্তম্ভ সমাদদে ।
বজ্রাস্ত্রেণ হতাঃ সর্কো নগাশ্চ ত্রিলশাঃ কৃতাঃ ।
চূর্ণতাং প্রাপুরেতস্মিন রণে বীরবরার্চিত্তে ।
বজ্রাস্ত্রেণ বিদৌগাঙ্গা বীরাঃ শোণিতশো ভতাঃ
সুবভূবুঃ সমরপ্রান্তে চিত্রঃ সমভবদ্রণম্ ॥ ৪৫

ত্রিলপ্রমাণে ভয় করিয়া ফেলিলেন । তৎ-
কালে শক্ৰেয় অতীথ প্রকৃপিত হইয়া বীরমণি-
উদ্দেশে রণমণ্ডলে আয়েয়ান্ন ত্যাগ করি-
লেন, তাহাতে বহুল সৈন্তই দধ্ব হইল ।
রাজা বীরমণি, শক্ৰেয়নিকিঞ্চু দহনকারী
মহান্ন দর্শনে সান্তিশয় কষ্ট হইয়া বাক্গান্ন
সন্ধান করিলেন । ৩১—৪০ । তদ-
র্শনে শক্ৰেয়, তদুদ্দেশে বায়ব্যান্ন মোচন
করায় তথায় প্রচণ্ড বায়ু উপস্থিত হইল এবং
সেই বায়ুপ্রভাবে নিবিড় মেঘসকল ইতস্ততঃ
বিকিঞ্চু হইয়া দিগদিগন্তে গমন করিল,
তাহাতে স্বীয় সৈন্ত সুখলাভ করত শোভা
পাইতে থাকিল । তখন মহামনা নৃপবর
বীরমণি, স্বীয় সৈন্তগণকে বায়ুপীড়িত দর্শনে
শরাসনে রিপুনাশন পর্কতান্ন সন্ধান করি-
লেন । অনন্তর সেই প্রচণ্ডবায়ু পর্কতান্নে
স্তম্বিত হওয়ায় আর সমরান্নে প্রবাহিত
হইতে পারিল না, তদর্শনে শক্ৰেয় বজ্রাস্ত্র
সন্ধান করিলেন । তখন সেই বীরবরার্চিত্ত
সমরক্ষেত্রে পর্কতান্নসম্ভূত পর্কতসকল
বজ্রাস্ত্রভাঙনে তিল তিল প্রমাণে চূর্ণ হইয়া
গেল । সমুদায় বীরবৃন্দও সেই বজ্রাস্ত্রে

তদা প্রকৃপিতোহত্যন্তঃ রাজা বীরমণির্মহান্ ।
ব্রহ্মান্নং চাপ আধস্ত বৈরিদাহকমদ্রুতম্ ॥ ৪১
ব্রহ্মান্নে সন্ধিতে সৌহপি সন্মার স্মমোনহরম্
শরঃ তদ্যোগিনীদস্তঃ সর্কোবৈরিবিমোহনম্ ॥
ব্রহ্মান্নঃ তৎকরভ্রষ্টমাগতঃ বৈরিণঃ প্রতি ।
তাবচ্ছক্ৰঘ্ননায়া তু মুক্তঃ তয়োহনান্নকম্ ॥৪২
মোহনান্নেন্বেণ তদব্রাহ্মং দ্বিধা চ্ছিন্নং ক্কাণাদিহ ।
লগ্নং রাজ্ঞো হৃদি ক্কাপ্রং মুচ্ছামপ্রাপয়য়ম্ ॥
তে বাণাঃ শতশো মুক্তাঃ শক্ৰেয়েন মহীভূতা !
সর্কোহপি মুচ্ছিতা বীরা গণা রুদ্রশ্চ যে পুনঃ
শিবস্ত চরণোপশ্বে মুচাঃ পেতুর্মহীতলে ।
তদা শিবঃ প্রকৃপিতো রথে ত্রিষ্ঠন যযৌ নৃপম্
শিবেন সহসা যোদ্ধুং সমায়াতো রণাঙ্গনে ।

বিদৌগকলেবর ও শোণিতাক্ত হইয়া
সমরপ্রান্তে পোভা পুপাইতে থাকিলে, সেই
রণস্থল বিচিত্র বোধ হইল । তৎকালে
মহান্না রাজা বীরমণি নিরতিশয় কুপিত
হইয়া স্বীয় শরাসনে শক্ৰ-সংহারক অদ্রুত
ব্রহ্মান্ন সন্ধান করিলেন । বীরমণি, ব্রহ্মান্ন
সন্ধান করিলে শক্ৰেয়ও সেই যোগিনী-
প্রদত্ত সর্কশক্ৰ-বিমোহন স্মমোনহর মোহ-
নান্ন স্মরণ করিলেন । অনন্তর সেই ব্রহ্মান্ন
বীরমণির কর-নিকিঞ্চু হইয়া যেমন তদীয়
শক্ৰ শক্ৰেয়র নিকট আসিল, তৎক্ষণাৎ
শক্ৰেয়ও সেই মোহনান্ন-নিকিঞ্চু ফরিলেন ।
তৎক্ষণাৎ সেই মোহনান্ন ব্রহ্মান্নকে দ্বিধু
করিয়া ফেলিল, এবং অবিলম্বে নৃপতি বীর-
মণির হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া তাঁহাকে মুচ্ছিত
করিল । তৎকালে মহীপতি শক্ৰেয়,
সুপ্রসিক্ত শত শত বাণ বর্ষণ করিতে লাগি-
লেন, তাহাতে তদ্রত্যা সমুদয় বীর ও রুদ্র-
দেবের অনুচরণ মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।
অনন্তর কতিপয় শিবান্নেয় নিতান্ত কাতর
হইয়া মহেশ্বরের চরণপ্রান্তে ভূতলে পতিত
হইলেন । তখন মহেশ্বরও সান্তিশয় কুপিত
হইয়া রথায়োহণে নৃপবর শক্ৰেয়র নিকট
গমন করিতে লাগিলেন । এদিকে শক্ৰেয়ও

শক্রয়ঃ সজ্যামাত্ত্যঃ ধনুঃ কৃৎন্য বায়ুধ্যত ৫২
 তয়োঃ সমভবদ্বেশোরঃ রণং বৈরিবিদারণম্ ।
 শত্রোত্রৈর্কর্কধামুক্রৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥ ৫৩
 অস্ত্রপ্রত্যস্তসজ্বাতৈস্তাভ্যনপ্রতিতাত্তনৈঃ ।
 দেবানামপি যদৈন্দ্রস্তং তদভুজ্জগমগুণে ॥ ৫৪
 তদা ব্যাকুলিতোহত্যস্তং শক্রয়ঃ শিবসঙ্করে
 সম্মার স্বামিনং তত্র পাবনেকপদেদশতঃ ॥৫৫
 হা নাথ ভ্রাতরত্যাগ্রঃ শিবঃ প্রাণাপহারণম্ ।
 করোতি ধনুকদ্যম্য ত্রায়স্ব রণমগুণে ॥ ৫৬
 অনেকে দ্বঃখপাথোধিং তৌর্ণা রাম তবাখ্যায় ।
 মামপ্যুদ্ধর দুঃং হং রাম রাম রুপানিধে ॥৫৭
 ইথাং বক্তি যদা তাবদীকিতো রণমগুণে ।
 নীলোৎপলদলশ্চামো রামো রাজীবলোচনঃ ॥

শক্রের সহিত যুদ্ধার্থ সহসা সমরাস্ত্রনে সমা-
 গত হইলেন এবং সজ্য শরাসন ধারণ-
 পূর্ষক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 ৪১—৫২। তৎকালে তাহাদিগের উভ-
 যের বৈরিবিদারণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে
 লাগিল । পরস্পর নিষ্কিঞ্চ বিবিধ অস্ত্র-
 শস্ত্রপ্রভায় দিগ্গুণল উদ্ভাসিত হইয়া
 উঠিল । সেই রণমগুণে অস্ত্র-শস্ত্রসমূহের
 একপ ঘাত-প্রতিঘাত হইতে লাগিল যে,
 তাহাতে দেবগণেরও ব্যাকুলতা জন্মিল ।
 ঐ সময়ে শক্রয়, শিবসমের নিতান্ত ব্যাকুল
 হইয়া হনুমানের উপদেশানুসারে স্বীয় প্রভু
 জীরামকে স্মরণ করিলেন । তিনি মনে
 মনে বলিতে লাগিলেন, হা নাথ ! হা ভ্রাতঃ !
 আজ মহেশ্বর অতি উগ্রমূর্ত্তি হইয়া আমার
 প্রাণহরণে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব এই
 সমরক্ষেত্রে আমায় পরিত্রাণ করুন । হে
 রাম ! অনেকে আপনার নামোচ্চারণেই ত
 অপার দুঃখনাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব
 হে রুপানিধি রাম ! আমি দুঃখদশায় পতিত,
 আমাকেও উদ্ধার করুন । শক্রয় মনে মনে
 যেমন এইরূপ বলিলেন, অমান সেই
 নীলোৎপলদলশ্চাম রাজীবলোচন রামচন্দ্র

য়ুগশৃঙ্গ করে ধ্বংস দীক্ষিতঃ বপুরুষহন ।
 তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ শক্রয়ঃ সমরাস্ত্রনে ॥৫৯

ইতি জীপাদ্যে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে
 সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

আগতঃ বীক্য জীরামঃ শক্রয়ঃ প্রণতার্জিহম
 ভ্রাতরং সকলাদুঃখানুক্লেহভৃদ্বিজসন্তম ॥ ১
 হনুমান্ বীক্য বিভ্রান্তো রামস্ত চরণৌ মুগা ।
 ববন্দে ভক্তরক্ষার্থমাগতং নিজগাদ হ ॥ ২.
 স্বামিংস্তবৈতদ্যুক্রং তু স্বভক্তপরিপালনম্ ।
 যৎ সংগ্রামে জিতং শক্র-পাশবন্ধমযোচয়ঃ ৩
 বয়ং ধৃত্বা ইদানীং বৈযদ্রক্যামো ভবৎপদে ।
 জেয্যামোহগৌন কণাদেব ত্বৎকৃপাতো রবুদ্বহ

করে যুগশৃঙ্গ ধারণ করত যজ্ঞদীক্ষিত মূর্ত্তি-
 তেই রণস্থলে দৃষ্ট হইলেন । তখন শক্রয়,
 তাঁহাকে সহসা সমরাস্ত্রনে উপস্থিত হইতে
 দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । ৫৩—৫৯ ।

সপ্তবিংশ অব্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—হে বিজসন্তম !
 শক্রয় প্রণতার্জিনাশন ভ্রাতা জীরামকে দেখি-
 যাই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন । হনু-
 মান তাঁহাকে দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন
 এবং সানন্দে তাঁহার চরণযুগল বন্দনাপূর্ষক
 সেই ভক্তরক্ষার্থ সমাগত জীরামচন্দ্রকে কহি-
 লেন,—স্বামিন ! আপনি যে ভক্তগণের
 সংগ্রামে সর্বজয়ী শিবপাশ-বন্ধন মোচন
 করিলেন, এই ভক্তপরিপালন আপনারই
 উপযুক্ত । এই সময়ে আমরা যে ভবদীয়
 চরণযুগল দর্শন করিতে পাইলাম ইহাতেই
 আমরা ধস্ত । হে ভৃগুহে ! এক্ষণে আপ-

শেষ উবাচ ।

স্বাগত্যাগতং স্যামং যোগিনাং ধ্যানগোচরম্ ।
পতিত্বা পাদযোষি প্র জগাদ প্রভাতভয়ম্ ॥৫
একস্বং পুরুষঃ সাক্ষাৎপ্রকৃতঃ পর ঈর্ষ্যসে ।
যঃ স্বাংশকলয়া বিবং স্বজত্বাবতি হস্তি চ ॥৬
অরুপস্বমশেষস্ত জগতঃ কারণং পরম্ ।
এক এব ত্রিধা রূপং গৃহাসি কুহকারিতঃ ॥ ৭
সৃষ্টৌ বিধাতুরূপস্বং পালনে স্বপ্রভাময়ঃ ।
প্রলয়ে জগতঃ সাক্ষাদহং শরীত্বাত্যং গতঃ ॥
তব যৎ পরমেশস্ত হয়মেধক্ৰুক্রিয়া
ব্রহ্মহত্যাপনোদায় তদ্বিভূত্ব-মদ্ভুতম্ ॥৯
যৎপাদশৌচমলং গন্ধাখ্যং শিরসোহস্তুরা ।
বর্গামি পাপশাস্ত্যর্থং তস্ত তে পাতকং কৃতঃ ॥
ময়া বৎসোপকারায় কৃতং কস্ম্য তব স্মৃটম্ ॥

নার রূপায় ক্ষণকালমধ্যেই সমুদয় রিপুগণকে
জয় করিব, সন্দেহ নাই। বিপ্রবর! তৎ-
কালে ভগবান্ শশাঙ্কশেখর যোগীগণের
ধ্যানগোচর, প্রণত ভক্তগণের অভয়দাতা
শ্রীরামকে সমাগত দর্শনে তদীয় চরণযুগলে
পঙ্কিত হইয়া কহিলেন,—প্রভো! যিনি, স্বীয়
অংশকলা দ্বারা অখিল বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-
লয় করিতেছেন, একমাত্র আপনিই সেই
প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ পরম পুরুষ বলিয়া
উক্ত হইয়া থাকেন। ১—৬। দেব! আপনি
নিরাকার ও অনন্ত জগতের পরম কারণ,
আপনি একমাত্র হইয়াও মায়াসংযোগে
ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। আপনি সৃষ্টি-
কার্যে বিধাতুরূপী, পালনে স্বপ্রভাময় বিষ্ণু-
রূপী এবং জগতের সংহারকার্যে সাক্ষাৎ
আপনার স্বরূপ আমি, মহেশ্বর নামে
প্রসিদ্ধ। আপনি পরমেশ্বর; আপনার
আবার যে ব্রহ্মহত্যা-পাতকনাশের নিমিত্ত
অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ইহা এক
অদ্ভুত বিভূত্বনা। ঐহার পাদস্পর্শ হেতু
পবিত্র গন্ধাপ্রবাহ আমি পাপনাশার্থ নিরন্তর
মস্তকে বহন করিতেছি, সেই আপনার
আবার কিরূপে পাতক হইবে? হে রূপা-

ক্ষম্যতাং তৎরূপালো হি ভবতো ব্যবধায়কম্
কিং কেরোমি ময়া সত্য-পালনার্থমিদং কৃতম্ ।
জানন প্রভাবং ভবতো ভক্তরক্ষার্থমাগতঃ ॥২
অসৌ পুরা উজ্জ্বলিত্যং মহাকালনিকेतনে ।
স্বাক্ষা ক্ষিপ্ৰাখ্যসরিতি তপস্তপে মহাভুতম্ ॥
ততঃ প্রসন্নোহহমহো জগাদ ভূমিপং প্রতি ।
যাচয়স্ব মহারাজ স বত্রে রাজ্যামদ্ভুতম্ ॥ ১৪
ময়া প্রোক্তং দেবপুরে তব রাজ্যং ভবিষ্যতি
যাবদ্রামহয়ঃ পৃথ্যামাগমিষ্যতি যাজ্ঞকঃ ॥ ১৫
তাবৎপ্রভৃত্যহং স্থানে তব রক্ষার্থমুদাতঃ ।
এতদ্ব্রতবরো রাম কিং কেরোমি চ সত্যতঃ ॥
স্বনিতোহস্ম্যধুনা রাজা সপুত্রপশুবান্ধবঃ ।
হয়ং সমর্পা ভবতে পাদসেবাং বিধায়তি ॥১৭
শেষ উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মহেশস্ত রঘুভূতম্ ।

ময়! আমি ভক্তের উপকারার্থে, আপ-
নার মহিমা বরক অপ্ৰিয় কার্য্য করিয়াছি,
তাহা ক্ষমা করুন। প্রভো! কি করি, আমি
সত্যপালনার্থই এই কার্য্য করিয়াছি; আমি
আপনার প্রভাব জানিয়াও ভক্তরক্ষার্থ
সময়ে উপস্থিত হইয়াছি। এই বীরমণি,
পূর্বে উজ্জয়িনী প্রদেশে ক্ষিপ্ৰা নদীতে অব-
গাহনপূর্ব্বক মহাকাল-নিকेतনে মহাভুত
তপোহনুষ্ঠান করে। তাহাতে আমি ঐ
ভূপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলাম,
মহারাজ! বর প্রার্থনা কর; তখন বীরমণি
অদ্ভুত রাজ্য প্রার্থনা করিল। তৎক্রমে
আমি বলিয়াছিলাম, দেবপুরে তোমার রাজ্য
হইবে। যৎকালে তদীয় নগরে শ্রীরামের
যজ্ঞার্থ আগমন করিবে, আমি স্বয়ং তাবৎ-
কালার্থ্যস্ত তোমার রক্ষার্থ ঐ নগরে অব-
স্থিত থাকিব। রাম! আমি উহাকে এই-
রূপ বর দিয়াছি, সুতরাং সেই সত্য অনু-
সারে আর কি করি বলুন। আমি এই
কার্য্য করিয়া নিতান্ত স্থগিত হইয়াছি, এক্ষণে
রাজা আপনাকে অশ্ব সমর্পণপূর্ব্বক পুত্র-
বান্ধবাদির সহিত ভবদীয় চরণ সেবা

উবাচ ধীরয়া বাণ্যা রূপয়া পূর্ণলোচনঃ ॥ ১৮
শ্রীরাম উবাচ ।

দেবানাময়মেবাস্তি ধর্মো ভক্তস্ত পালনম্ ॥
অয়া সাধু কৃতং কর্ম যত্ক্রো রক্ষিতোহধুন ॥
মমাস্তি হৃদয়ে শর্কো ভবতো হৃদয়ে অহম্ ॥
আবয়োরন্তরঃ নাস্তি মূঢ়াঃ পশুস্তি দুঃখিঃ ॥ ২০ ॥
যে ভেদং বিদধত্যাকা আবয়োরেকরূপয়োঃ ।
কুন্তীপাকেষু পচ্যন্তে নরাঃ কল্পসহস্রকম্ ॥ ২২ ॥
যে ভ্রতুকাঃ সদাসংস্বে মদুক্রা ধর্মসংযুতাঃ ।
মতুক্রা অপি ভূয়স্তা ভক্ত্যা তব নতিক্রবাঃ ।
শেষ উবাচ ।

ইথং ভাষিতমার্কণ্য শর্কো বীরমণিঃ নৃপম্ ॥
মূর্চ্ছিতং জীবয়ামাস করম্পর্শাদিনা প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥
অস্তানপি স্মৃতানশ্চ মূর্চ্ছিতান শরপীড়িতান ।
জীবয়ামান সম্মতান সমর্থঃ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

করিবে। রঘুত্তম রাম, মহেশ্বরের এতাদৃশ
বাক্য শ্রবণ করিয়া রূপাপূর্ণলোচনে গম্ভীর
বচনে বলিলেন,—ভক্তকে রক্ষাকরাই সমুদয়
দেবগণের কর্তব্য কার্য, অতএব তুমি যে
এক্ষণে ভক্তকে রক্ষা করিয়াছ, ইহা তুমি
উত্তম কার্যই করিয়াছ। ১—১১। তুমি
সর্বদাই মদীয় হৃদয়ে এবং আমিও সর্বদা
তোমার হৃদয়ে জাগরুক, আমাদিগের উভ-
য়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তুমিই মুখেরাই
পার্থক্য দর্শন করিয়া থাকে। আমার উভয়েই
অভিন্নরূপ, যাহারা আমাদিগের ভেদ বিধান
করে সেই সকল মানব, সহস্র কল্প কুন্তীপাক
নরকে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।
যাহারা তোমার ভক্ত, সেই ধার্মিকগণ
আমার ভক্ত, এবং যাহারা আমার ভক্ত
তাহারা সেই আমার প্রতি ভূয়সী ভক্তি
নিবন্ধন তোমারও কিঙ্কর। সর্বদম্পাদন-
সমর্থ সঙ্গপ্রভু মহেশ্বর, শ্রীরামের এইরূপ
বাক্য শ্রবণ করিয়া মুচ্ছিত নৃপতি বীরমণিকে
এবং তদীয় মূঢ়মতি শরপীড়িত মূর্চ্ছাভিত্ত
পুত্রগণকে ও অন্ত্যস্ত সকলকেও কর-
ম্পর্শাদি দ্বারা জীবিত করিলেন। অনন্তর

সজ্জং বিধায় তং ভূপং শ্রীরামপদঘোঁর্নতম্ ॥
কারয়ামংস তুতেশঃ পুত্রপৌত্রপত্রৌবৃক্ষম্ ॥ ২৫ ॥
ধস্তো রাজা বীরমণিষো দদর্শ রঘুত্তমম্ ॥
যোগিভির্বোগিনিষ্ঠাতিহৃষ্টাপ্যামযুতায়ুতৈঃ ॥ ২৬ ॥
তে নত্বা রঘুনাথঃ তং কৃতার্থীকৃতবিগ্রহাঃ ।
ব্রহ্মাদিভিঃ পূজ্যতমা অচুবন দ্বিজসত্তম ॥ ২৭ ॥
শক্রয়হনুমদ্র্যাক্ষ পুঙ্কলাদিতিক্রমুটৈঃ ।
পবিত্রায় রামায় দদৌ রাজা হয়োত্তমম্ ॥ ২৮ ॥
রাজেন সহিতং সর্বং সপুত্রগণবান্ধবম্ ॥
শর্যেণ প্রেরিতঃ প্রোদাভূপো বীরমণিস্তদা ॥ ২৯ ॥
ততো রামো হুতঃ সর্বৈবৈরিভিনিজসেবকৈঃ
শক্রয়াদিভিরত্যস্তমুৎসুকৈশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩০ ॥
রথে মণিময়ে তিষ্ঠন বভূব স তিরোহিতঃ ।
অস্ত্যহিত রামভদ্রে সর্বে প্রাপুঃ সুবিস্ময়ম্ ॥
মা জানীহি মনুষ্যাঃ স্বং রামঃ লোকৈকবন্দিতম্ ॥

সেই ভূতপতি মহেশ্বর, ভূপতিকে সুসজ্জিত
করিয়া পুত্রপৌত্রগণসহ শ্রীরামের চরণগলে
প্রণত করাইলেন। হে দ্বিধবর! অযুতা-
যুত বর্ষ যোগসাধনেও যোগিণের হৃষ্টাপ্য
রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রকে যিনি অনায়াসেই দর্শন
করিয়াছিলেন, সেই রাজা বীরমণিই
ধন্য। দ্বিজসত্তম। তৎকালে বীরমণি
প্রভৃতি সকলে রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া
সফলজীবন ও ব্রহ্মাদিরও পূজ্যতম হইয়া
ছিলেন। ঐ সময়ে রাজা বীরমণি মহেশ্বর-
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শক্রয়, হনুমান এবং
মহাবীর পুঙ্কলাদির সহিত বিরাজমান,
পরমপরিভোষাধিত শ্রীরামচন্দ্রকে পুত্র,
পুত্র ও বন্ধুবান্ধবদিগসমর্থিত সমুদয় রাজ্য
প্রদান করিলেন। অনন্তর, শ্রীরামচন্দ্র
সমুদয় বৈরিগণ ও নিজসেবকগণ
কর্তৃক এবং বিশেষতঃ সমুৎসুকৈশ্চ
শক্রয়াদি কর্তৃক বন্দিত হইয়া মণিময়
রথে আরোহণপূর্বক অস্ত্যহিত হইলেন।
এইরূপে ঠামভদ্রে অস্ত্যহিত হইলে সকলেই
সাতিশয় বিস্ময়াধিষ্ট হইয়াছিলেন। ২০—২১।
! সর্বলোকবন্দিত শ্রীরামচন্দ্রকে

জলে স্থলে চ সর্ষত্র বর্ষতেহস্থঃস্থিতঃ সদা ॥ অনেকভটসাহস্রৈ রক্ষিতো বক্রচামরঃ ॥ ৩৯
 ততো বীর্য অলং হৃষ্টী অন্তোস্থং পরিরেভিরে যো বৈ বিস্তারতো দৈর্ঘ্যাদ্যোজনানাঃ
 তুর্ধ্যমঙ্গলবাদিত্রৈকৈরুৎসবকোহভবৎ ॥ ৩৩ সমস্ততঃ ।
 ততো মুক্তো হয়ঃ সর্ষেকর্করৈঃ শস্ত্রান্নকোবিদৈঃ অযুতেন সুশৃঙ্গৈশ্চ রাজতৈঃ কাঞ্চনাদিভিঃ ।
 সর্ষেকরমুগতঃ স্রীতৈর্কিন্ময়েন সমন্বিতৈঃ ॥ ৩৪ তত্রোদ্যানং মহচ্ছ্রেষ্ঠং পাদটপৈঃ পরি-
 শর্কৈঃ সত্যপ্রতিশ্ৰেষ্ঠ তমমুস্তাপ্য সেবকম্ । শোভিতম্ ।
 ষোড়শী স্রীরামশরণং যাহি লোকসুহৃৎভভম্ ॥ ৩৫ শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈঃ সমস্ততঃ ॥ ৪১
 স্বয়মস্তহিতস্তত্র প্রলয়োৎপত্তিকারকঃ । হিস্তালৈর্নাগপুত্রাণৈঃ কোবিদারৈঃ সবিষকৈঃ ।
 কৈলাসমগমংসর্ষকৈঃ সেবকৈঃ পরিশোভিতঃ ॥ চম্পকৈবকুলৈশ্চোষ্মাদনৈঃ কুটজাদিভিঃ ॥ ৪২
 ভূপো বীরমণির্দ্বায়ন স্রীরামচরণোদজম্ । জাতিকান্তির্ধুঁধিকান্তির্নবমালিকয়া তথা ।
 জগাম সাংক শক্রবলিনা বলসংযুঃ ॥ ৩৭ আত্মস্মাদধবদকৈশ্চ দাড়িমৈঃ শোভিতং বরম্
 এতদ্রামস চরিতং যে শৃণুস্তি নবোক্তমাঃ । অনেকপক্ষিসঙ্গুষ্ঠং ভ্রমরৈর্নির্নদীকৃতম্ ।
 তেষাং সংসারজং দুঃখং ন ভবিষ্যতি কর্ণিচিং ময়হকেকারবিতং সর্ষকুঁসুখদং হয়ঃ ॥ ৪৪
 শেষ উবাচ । প্রবিবেশ শশক্রেয়ো মনোবেগসমন্বিতঃ ।
 হয়ো গতো হেমকূটং ভারতান্তে দ্বিজোত্তম । স্বর্ণপত্রং বিশালে শ্বে ভালে বিভ্রন্নোরমমাঃ ॥

মহুয়া জ্ঞান করিবেন না, তিনি কি জলে, অনেকসহস্র বীরবৃন্দে পরিরক্ষিত চামর-
 কি স্থলে, সর্ষকই সর্ষক অন্তরে অবস্থিত শোভিত সেই অশ্ব, ভারতপ্রান্তবর্তী হেমকুট
 আছেন। অনন্তর সমুদয় বীরগণ পরস্পর পক্ষিতে যাইয়া উপস্থিত হইল। উহা দৈর্ঘ্য
 আলিঙ্গন করিতে থাকিলেন। এবং মঙ্গল- ও বিস্তারে চতুর্দিকেই অযুতযোজনপরিমিত
 সূচক তুর্ধ্যমনি-সহকারে সমধিক উৎসব এবং বোঁা ও কাঞ্চনাদিময় শৃঙ্গসমূহে
 হইতে লাগিল। তৎপরে সেই যজ্ঞক্ষেত্রে এক সুশোভিত। তথায় পরমোৎকৃষ্ট এক
 মোচন করা হইল এবং অশ্ব-শস্ত্রে পারদর্শী উদ্যান ছিল, চতুর্দিকেই শাল, তাল,
 সমুদয় বীরবৃন্দ বিশ্ময়াবিষ্ট ও স্রীতির্নূর্ণ হৃদয়ে তমাল, কর্ণিকার, হিস্তাল, নাগকেশর,
 তাহার অনুগমন করিলেন। এদিকে পুত্রাগ, কোবিদার, বিষ্ণু, চম্পক, মেঘবৎ
 প্রলয়কারী মহেশ্বর, স্বীয় প্রতিজ্ঞা সত্য প্রতীয়ামান বকুল, মদন, কুটজ, জাতি,
 করিয়া নিজসেবক বীরমণিকে “তুমি সর্ষ- যুঁধিকা, নবমালিকা, এবং বসন্ত-শোভাকর
 লোকে সুহৃৎভ স্রীরামের শরণ গ্রহণ কর” আত্ম ও দাড়িমাদি বিবিধ তরুশক্তি দ্বারা
 বলিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন এবং সমুদয় সততই উহা সুশোভিত। উহাতে নিরন্তর
 সেবকগণে পরিশোভিত কৈলাসধামে গমন নানাবিধ বিহঙ্গগণের স্মরণ কৃজন-ধনি,
 করিলেন। অতঃপর ভূপতি বীরমণি, ভ্রমরনিচয়ের গুণগুণশব্দ এবং ময়ূরগণের
 স্রীরামের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে কেকারব শব্দ হইত; কলে সকল ঋতুতেই
 মহাবলশালী শক্রের সহিত স্বীয় সৈন্ত- ঐ উদ্যানদর্শনে জনগণের হৃদয়ে এক
 সামন্ত-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। দ্বিজ- অভূতপূর্ব আনন্দ অল্পভূত হইত। ৩২—৪৪।
 বর! যে সকল সাধুশীল মানব, এই রাম- অনন্তর স্বীয় বিশাল ললাটদেশে মনোরম
 চরিত্র শ্রবণ করে, তাহাদিগের কদাপি স্বর্ণপত্রধারী মনোবৎ ক্রুতগামী সেই যজ্ঞাশ্ব
 স্ত্রুংসার-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অনন্ত- তন্নামে প্রবেশ করিল এবং শক্রবৎ সৈন্তগণ
 দ্বেষ বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম। অনন্তর সহ উহার পশ্চাতে গমন করিলেন। দ্বিজো-

অনেকসহস্র বীরবৃন্দে পরিরক্ষিত চামর-
 শোভিত সেই অশ্ব, ভারতপ্রান্তবর্তী হেমকুট
 পক্ষিতে যাইয়া উপস্থিত হইল। উহা দৈর্ঘ্য
 ও বিস্তারে চতুর্দিকেই অযুতযোজনপরিমিত
 এবং বোঁা ও কাঞ্চনাদিময় শৃঙ্গসমূহে
 সুশোভিত। তথায় পরমোৎকৃষ্ট এক
 উদ্যান ছিল, চতুর্দিকেই শাল, তাল,
 তমাল, কর্ণিকার, হিস্তাল, নাগকেশর,
 পুত্রাগ, কোবিদার, বিষ্ণু, চম্পক, মেঘবৎ
 প্রতীয়ামান বকুল, মদন, কুটজ, জাতি,
 যুঁধিকা, নবমালিকা, এবং বসন্ত-শোভাকর
 আত্ম ও দাড়িমাদি বিবিধ তরুশক্তি দ্বারা
 সততই উহা সুশোভিত। উহাতে নিরন্তর
 নানাবিধ বিহঙ্গগণের স্মরণ কৃজন-ধনি,
 ভ্রমরনিচয়ের গুণগুণশব্দ এবং ময়ূরগণের
 কেকারব শব্দ হইত; কলে সকল ঋতুতেই
 ঐ উদ্যানদর্শনে জনগণের হৃদয়ে এক
 অভূতপূর্ব আনন্দ অল্পভূত হইত। ৩২—৪৪।
 অনন্তর স্বীয় বিশাল ললাটদেশে মনোরম
 স্বর্ণপত্রধারী মনোবৎ ক্রুতগামী সেই যজ্ঞাশ্ব
 তন্নামে প্রবেশ করিল এবং শক্রবৎ সৈন্তগণ
 সহ উহার পশ্চাতে গমন করিলেন। দ্বিজো-

গচ্ছতস্ত বাহন্য হযমেধক্রতোস্তদা ।
 অকস্মাদভবচ্চিত্তং তচ্ছূণুষ দ্বিজোত্তম ॥ ৪৬
 গাত্রস্তস্তোহভবস্তস্য ন চচাল পথি স্থিতঃ ।
 হেমকূট ইবাচাল্যো বভূব হযসন্তমঃ ॥ ৪৭
 তদাত্তদ্রক্ষকাঃ সর্ষে কশাঘাতান বিতোনরে ।
 তদা হতোহপি ন যযৌ স্তরুগাত্রোহয়োত্তমঃ ॥
 শক্রয়সবিধে গতা চুকুণ্ডরীহরক্ষকাঃ ।
 স্বামিন বয়ং ন জানীমঃ কিমভূদয়সন্তমে ॥ ৪৯
 গচ্ছতো বাহবর্ষাস্ত মনোবেগস্য ভূপতে ।
 আকস্মিকোহভবস্তস্য গাত্রস্তো মহামতে ॥ ৫০
 কশাভিত্তাভিঃস্বাম্ভিঃ পরং তত্র চচাল ন ।
 এবং বিচার্য যৎকার্য্যং তৎকুরুষ নৃপোত্তম ॥
 তদা বিস্ময়মাপনৌ ভূপতিঃ সহ সৈনিকৈঃ ।
 জগাম সহিতঃ সর্ষেহয়স্য মহতোহস্তিকে ॥ ৫২

স্তম! পরে সেই অশ্বমেধীয় অশ্ব তন্মধ্যে
 গমন করিতে থাকিলে অকস্মাৎ এক অদ্ভুত
 ঘটনা হইয়াছিল, অরণ করুন। সহসা সেই
 অশ্বের সর্ষশরীর একপ স্তম্ভিত হইয়া গেল
 যে, সে আর এক পাও অগ্রসর হইতে
 পারিল না, তখন সেই অশ্বের পথি মধোই
 অবস্থিত রহিল। হেমকূট পর্বতের স্রায়
 তাঁহাকেও পরিচালিত করিবার কাহারও
 সাধ্য রহিল না। তৎকালে অশ্বরক্ষকগণ
 বিস্তর কশাঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু সেই
 অশ্বের স্তরুগাত্র হওয়ায় সবিশেষ আহত
 হইলৈও গমন করিতে পারিল না। অনন্তর
 সেই অশ্বরক্ষকগণ, শক্রয়ের নিকট গমন-
 পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, স্বামিন! অশ্ব-
 বয়ের যে কি হইয়াছে, আমরা কিছুই
 বুঝিতে পারিতেছি না। হে মহামতে
 ভূপতে! সেই অশ্বের মনের স্রায় ক্রত-
 বেগে গমন করিতে করিতেই আকস্মিক
 তাহার এরূপ গাত্রস্তম্ভ উপস্থিত হইয়াছে যে,
 আমরা বারংবার কশাঘাত করিলেও সে
 কিছুতেই অগ্রসর হইল না, নৃপবর! এক্ষণে
 বিচারপূর্বক যাহা কর্তব্য হয় করুন ১৪৫—৫০।
 তখন শক্রয়, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সমু-

পুঙ্কলা বাহনা ধ্বা চরণৌ তস্য ভূতলাং ।
 উৎপাটয়ামাস তদা পরং নো চেলাতুস্ততঃ ॥ ৪৬
 বলেন বলিনাক্রান্তো নাকস্পত হযস্তদা ।
 হনুমাংস্তং সমুদ্বর্তুঃ মতি চক্রে মহামনাঃ ॥ ৪৮
 লাস্কুলেন সমাবেষ্ট্য বলেন বলিনাঃ বরঃ ।
 আচর্ষ বলাঘাতঃ ন চচাল তথাপি সঃ ॥ ৫০
 তদোবাচ কপিশ্ৰেষ্ঠো হনুমান বিস্ময়াবৃতঃ ।
 শক্রয়ং বলিনাং শ্রেষ্ঠং বোরগাং পরিশৃণুতাম্
 ময়া দ্রোণো লাস্কুলেন লৌল্যোৎপাটিভোহধুনা
 পরমত্র মহাশর্ঘ্যং কস্পতে ন হয়োহয়স্কতঃ ॥ ৫১
 দিষ্টমত্র নিদানং হি বীরৈরকালিতকৃদ্বৈতৈঃ ।
 আকুটৌহপি ন চ স্থানানুচচাল তিলমাত্রতঃ ॥ ৫২
 কপিভাষিতমাকর্ষ্য শক্রয়ো বিস্ময়াধিতঃ ।
 স্মৃতিং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৫২

দয় সৈনিকগণের সহিত সেই মহাশ্বের
 নিকটে গমন করিলেন। অনন্তর পুঙ্কল,
 হস্তদ্বারা তাহার সমুখবর্তী পদদ্বয় ধারণপূর্বক
 ভূতল হইতে উত্তোলিত করিলেন, কিন্তু
 অশ্ববর ভাষা আর চালিত করিতে পারিল
 না। তৎকালে সেই মহাবলশালী পুঙ্কল
 তাহাকে সমাক আকর্ষণ করিতে থাকিলেও
 সে কিছুতেই বিচলিত হইল না
 দেখিয়া মহামনাঃ হনুমান তাহাকে পরি-
 চালিত করিবার মানস করিলেন। পরে
 সেই বলশালীদিগের অগ্রগণ্য হনুমান
 অশ্বকে লাস্কুল দ্বারা বেটনপূর্বক সবলে
 আকর্ষণ করিলেন, তথাপি সে একপাও চলিত
 না। তখন কপিবর হনুমান বিস্ময়াবিষ্ট
 হইয়া সমুদয় বোরগণকে স্তানইয়া বলশালি-
 শ্রেষ্ঠ শক্রয়কে কহিলেন,—আমি এই মাত্র
 অবলীলাক্রমে দ্রোণ পর্বতকে লাস্কুলদ্বারা
 উৎপাটিত করিয়াছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য।
 এই সামান্য অশ্ব কস্পতও হইল না। বলো-
 ক্ত বীরগণকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও যে স্থান
 হইতে তিলমাত্র চালিত হইল না, দৈবই
 তাহার নিদান। বাগ্মপ্রবর শক্রয়, হনু-
 মানের বাক্যশ্রবণে বিস্ময়াধিত হইয়া মন্ত্রি-

শক্রম্ উবাচ ।

জ্ঞান কিমভবদ্বাহে স্তম্ভনং বৃপুসোহনঘ ।

হাহত্বেপায়ো বিধেয়ঃ সাদৃশ্যেন

বাহগতির্ভবেৎ ॥৬০॥

সুমতিরূবাচ ।

মিন কশ্চিয়ুনির্ম্মং গোহবিলজ্ঞানবিচক্ষণঃ ।

শোভিতবমহং জানে প্রত্যক্ষং ন পরোকক্ষম্

শেষ উবাচ ।

তি বাক্যং সমাকর্য্য সুমতের্কর্ম্মকোবিদঃ ।

।বেষয়ামাস মুনিং সেবকৈঃ সহ শোভিতম্ ॥

ত সর্ষে সর্ষতো গদ্বা মুনিং ধর্ম্মবিদং ভট্টাঃ

।লোকয়ন্তঃ সর্ষত্ন চাপশ্চন খযৌধরম্ ॥৬৩

কশ্চল্লচেণো বিপ্র গতো যোজনমাত্ততঃ ।

র্ষস্ত্যাং দিশি চোদ্যুক্তঃ পশ্চতিস্ম মহাশ্রমম্ ॥

হ নির্ধৈরিণঃ সর্ষে পশবো জনতাস্তথা ।

জ্ঞানানহত্যাশেব-কির্ষিণাঃ সুমনোহরাঃ ॥৬৪

র সুমতিকে কহিলেন,—মস্ত্রিন! বিজ্ঞস্ত

শ্বের একরূপ শরীরসম্বলিত হইল? অনঘ।

হাতে একপে উগার গতি-শক্তি জন্মে,

দ্বিষয়ে কি উপায় করা কর্তব্য? তৎ-

বণে সুমতি কহিলেন,—স্বামিন। একপে

জান সর্ষজ মুনিবরের অনুসন্ধান করা

চিত্ত, কারণ, আমি লৌকিক প্রত্যক্ষ

।ষয়ই পরিজ্ঞাত আছি, অপ্রত্যক্ষের

।ষয় কিছুই জানি না; ৫১ ৬১। ধর্ম্ম-

কাবিদ শক্রম্, সুমতির এইরূপ বাক্য

বর্ণ করিয়া সেবকবৃন্দের সহিত কোনও

নিবরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অন-

র তদীয় সমুদয় বীরগণই সর্ষজ গমনপূর্ব্বক

নিবরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু

জান মুনিপুত্রবকেই দেখিতে পাইল না।

প্রবর! পরে তন্নম্বো কোন একজন অহু-

উদ্যম সহকারে পূর্ব্বদিকে একযোজন পথ

গমন করতঃ এক মহাশ্রম সন্দর্শন করিল।

আশ্রমে সমুদায় জনগণ, অধিক কি সমু-

পশুগণও পরস্পর কেহ কাহারও প্রতি

রিজ্ঞাচরণ করে না; অজ্ঞতা সকল ব্যক্তিই

যত্র কেচিত্তপঃ শ্রেষ্ঠঃ কুর্ত্তি স্মুহতাশনৈঃ ।

ধৃমৈরধোমুখাঃ কেচিৎশায়ুভিঃ শ্বোদরস্তরাঃ ॥৬৬

যত্রায়িহোত্রৈজো ধূমঃ পবিত্রয়তি সর্ষদা ।

অনেকমুনিসঙ্গুপ্তা মুক্তপত্রলতোক্তম্ ॥ ৬৭

তমাশ্রমঃ মুনৈর্জ্ঞান্বা শৌনকস্ত মনোহরম্ ।

অবেদয়ন নৃপায়াসো বিস্ময়াবিষ্টচেতসা ॥৬৮

ক্ষুদ্রা হর্ষিতোহত্যন্তঃ শক্রম্ঃ সহ সেবকৈঃ

হনমৎপুঙ্কলাদৈশ্চ সংযুতোহগাস্তদাশ্রমম্ ॥৬৯

তত্র বীক্ষ্য মুনিশ্রেষ্ঠং সমাগৃহত্হতাশনম্ ।

প্রণম্য দণ্ডবস্তন্ত চরণৌ পাপহারিণৌ ॥ ৭০

তমায়ান্ত্য নৃপং জ্ঞাত্বা শক্রম্ঃ বলিমাং বরম্ ।

অর্থাপাদ্যাদিকং চক্রে প্রীতস্তদর্শনাদভূৎ ॥৭১

সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্ত্য নৃপং প্রাহ মুনীশ্বরঃ ।

প্রত্ৰিদিন গন্ধান্নানজন্ত নিম্পাপ ও হৃদয়ের

শান্তিনিবন্ধন পরম মনোহরমূর্ত্তি। তথ্য

কেহকেহ, চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া

তন্নম্বো অবস্থিতি করত, কেহ কেহ অধো-

মুখে ধূমপান করত এবং কেহ কেহ বায়ু-

মাত্র ভোজন করত কঠোর তপোহনুষ্ঠান

করিতেছিলেন। আহত পত্র-লতাদি দ্বারা

বিবন্ধিত কিংবা মাধবীলতার স্তায় সুদৃশ্য

মুনিগণসেবিত অগ্নিহোত্র-জনিত ধূমরাজি

সর্ষদা তত্রত্য অখিল বশ্কেই পবিত্র

করিতেছিল। সেই অনুচর, মুনিবর শৌন-

কের তাদৃশ মনোহর আশ্রম দর্শনে বিস্ময়া-

বিষ্ট হইয়া রাজ-সম্মুখানে গমনপূর্ব্বক তদ্বি-

ষয় নিবেদন করিল। শক্রম্ তদ্বাক্য শ্রবণে

সমধিক হৃষ্ট হইয়া হনুমান ও পুঙ্কল প্রভৃতি

দৈনিকগণের সহিত সেই আশ্রমে গমন

করিলেন। অনন্তর তথায় অগ্নিতে সম্যক-

রূপে আহুতিপ্রদ মুনিবরকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক

তদীয় চরণযুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দণ্ডাঘ-

মান রহিলেন ৬২—৭০। এদিকে মুনিবর সমু-

দয় বলশালিগণের অগ্রগণ্য নৃপতি শক্রম্কে

আগত জানিয়া অর্থা-পাদ্যাদি প্রদান করি-

লেন এবং তদর্শনজন্ত সাতিশয় আনন্দিত

হইলেন। অনন্তর শক্রম্ মুখে উপবিষ্ট হ

কিমৎমটনং তেহত্র মহৎপর্ঘাটনং তব । ৭২
 স্বাদৃশাঃ পৃথিবীঃ সর্কীং নৃপা ভৈ ন ভ্রমস্তি চেৎ
 তদা হৃষ্টা জনাঃ সাধুন বাধস্তে বিগতজ্ঞরান্ ।
 কথয়ন্ত মহীপাল শক্রয় বলিনাঃ বর ।
 সর্কীং শু ভায় না ভূয়াস্তব পর্ঘাটনাদিবম্ ॥ ৭৪
 শেষ উবাচ ।

ইত্যুক্তবস্তং ভূদেবং প্রত্যা বাচ মহীশ্বরঃ ।
 গঙ্গাদম্বরয়া বাচা হর্ষিতস্বীয়বিগ্রহঃ ॥ ৭৫
 শক্রয় উবাচ ।
 অকস্মাদভবচ্চিত্রং রামাশ্বস্ত মনোহৃতঃ ।
 নাতদূরে 'হৃদ'বাসান্তজুগ্ম্ব বিদাংবর ॥ ৭৬
 উদ্যানে পুষ্পশোভাচো যদৃচ্ছাতো হয়ো গম্ভঃ
 তৎপ্রান্তে তস্য বাহস্য গারস্তঃস্তাভবৎ ক্ষণৎ
 তদা মে বলিনো বীর্যঃ পুঙ্কলাদ্যা মহোৎকটাঃ
 বলাদীচক্রবৃষাভং ন চচাল তথাপ্যসৌ ॥ ৭৮

শান্তিবিহীন হইলে মূনিবর তাঁহাকে কহিলেন,—তোমার এখানে আগমনের এবং এরূপ মহাপর্ঘাটনের উদ্দেশ্য কি? যাহাই হউক, যদি স্বাদৃশ নৃপতিগণ সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ না করেন, তাহা হইলে হৃষ্ট জনগণ শান্তিপূর্ণহৃদয় সাধুদিগকে নিঃসন্দেহ নানা-প্রকার ক্লেণদান করিতে পারে। হে বলি-প্রবর মহীপাল শক্রয়! এক্ষণে আগমনের কারণ ব্যক্ত কর, 'হৃদীয়' এই পর্ঘাটনাদি যেন আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হয়। সেই ষিঞ্জবর এইরূপ কহিলে মহৌপতি শক্রয় আনন্দভরে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া গঙ্গাদম্বরে কহিলেন,—হে বিদাংবর! ভবদীয় আশ্রমের অনতিদূরে ঐরামের মনোহর যজ্ঞাশস্বন্ধে যে অকস্মাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে, শ্রবণ করুন। সেই যজ্ঞাশ্ব, বিবিধ-পুষ্পোপশোভিত কোন উদ্যানমধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে যেমন গমন করিল, অমনি সেই উদ্যানপ্রান্তে ক্ষণমধ্যেই তাহার সর্কণরীয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনন্তর মদীয় পুঙ্কলাদি মহা মহা বীরগণ সবেল সেই অশ্বকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি সে

অস্মানপারশ্বঃখাকৌ মগ্নান প্রতি ভরির: স্মৃত:
 দৈবান্দ্রষ্টঃ সুভাটৈগাস্ত: কথয়ন্ত নিলানকম্ ॥ ৭২
 শেষ উবাচ ।
 এবং পৃষ্টৌ মূনিবরঃ ক্ষণং দধৌ মহামতিঃ ।
 ততঃ কারণসংযুক্তং বিচারেণ দধয়ম্ ॥ ৮০
 ক্ষণান্তজ্ঞানতাং প্রাপ্য বিশ্বয়োৎফুল্লোচনঃ
 জগাদ স মহীপালঃ হুঃখিতং সংশয়াষিতম্ ॥ ৮১
 শোনক উবাচ ।
 শূনু রাজন প্রবক্ষ্যামি হয়ন্তস্তস্য বারণম্ ।
 যক্ষুহা মুচাতে হুঃখাদতিতৈঃ কথানকম্ ॥ ৮২
 গৌড়দেশে মহারমো কাবেরীতীরভূমিতে ।
 বাভবঃ সার্বিকো নাম্না চচাৱ পরমং তপঃ ॥ ৮৩
 একাংশং পয়সঃ প্রাশী দিদিনকং বাস্তুককঃ ।
 দিনৈকং তু নিরাহার এবং তিদিনমুন্নয়েৎ ॥ ৮৪
 এতং বতে প্রবৃত্তস্য কালঃ সর্কক্ষয়করঃ ।
 জগ্রাহ শ্বকপষ্ট্রীয়াং মূতিং প্রাপ মহারতৌ ॥ ৮৫

স্বস্থান হইতে চলিত হইল না। এক্ষণে অপর দুঃখসাগরে নিমগ্ন আমাদিগের আপ-নিই তরণশরুপ, সৌভাগ্যবলেই দৈব্যাৎ আপনার দর্শন পাইয়াছি, এক্ষণে উহার কারণ বলুন। মহামতি মূনিবর শক্রয় কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইলেন এবং অন্তরে বিচারসহকারে অশ্বের গাত্রস্তম্ভ বিষয়ে কারণ নির্ণয় করত ক্ষণমধ্যে তদ্বিসয় পরিজ্ঞাত হইয়া বিশ্বয়োৎফুল্লোচনঃ সংশয়াকুল হুঃখিত মহীপাল শক্রয়কে কহিলেন,—রাজন! অশ্বস্তম্ভের কারণ বলি শুন, উহা অতিবিচিত্র আখ্যান, উহা শ্রবণ করিলে নিশ্চয় হুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। ৭১—৮২। গৌড় দেশে কাবেরী-নদীর তীরবর্তী মহারণ্য-মধ্যে সার্বিক নামক কোনও ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্চারণ করেন। তিনি এক দিবস জলমাত্র পান ও এক দিবস বায়ু ভোজন করিতেন এবং এক দিবস নিরাহার থাকিতেন, এরূপ পধ্যায়ক্রমে তিন তিন দিন কাটাইতেন। সেই সার্বিক যখন এইরূপ ব্রতে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময়ে

বিমানে সৰ্বশোভাটো সৰ্বরত্নবিভূষিতে ।

অপ্সরোভিঃ সহ ক্রৌড়ন যযৌ মেয়োঃ

শিখাশ্বিতঃ ॥ ৮৬

জহূর্নাম মহাবৃক্ষস্ত্র সেব্যস্ততোহভবৎ ।

নদী জাহ্নুবতীসংক্রা স্বর্জিবসমযিতা ॥ ৮৭

প্রতীপমাচরন্তেযাং স্বাভিমানমদোদ্ধতঃ ।

ততস্ত শপ্ঠো মুনিভী রাক্ষসো ভব দুর্ধৃথঃ ॥ ৮৮

ততোহতিদুঃখিতঃ প্রাহ মুনীন বিদ্যাভূপোধনান

অনুগুরুস্ত মাং সর্ষে বিপ্রা যুগং রূপালবঃ ॥ ৮৯

তদা তৈরনুগৃহীতো যথা রামহয়ং ভবান ।

স্তম্ভয়িষ্যতি বেগেন ততো রামকথাশ্রুতিঃ ।

পশ্চান্মুক্তির্ভবিত্বী তে শাপাদস্মাৎ সূদাকৃগাৎ ॥

স প্রোক্তো মুনিভির্দেবো রাক্ষসস্ব মতঃ প্রভো

সর্ষসংহারক কাল তাঁহাকে স্বীয় দংষ্ট্রাস্তরালে

গ্রহণ করেন, তজ্জন্ত সেই মহাবতীও মৃত্যু

প্রাপ্ত হন। অনস্তর সাব্বিহ, সন্নরত্ন-বিভূ

ষিত সর্ষশোভাময় বিমানে আরোহণ করত

অপ্সরাদিগের সহিত ক্রৌড়া করিতে করিতে

স্বর্গধামে গমন করেন, তথায় মেক্ষিশখর-

শ্বিত জহূর্নামক কোন মহাবৃক্ষ ও তত্রত্য

স্বর্জিবশালিনী জাহ্নুবতীনায়া নদী তাঁহার

সেব্য হয় ॥ ৮৩—৮৭ ॥ অতঃপর তিনি

স্বীয় অভিমানমদে মত্ত হইয়া তত্রত্য মুনি-

গণের প্রতিকূলাচরণ ক্রিতে আরম্ভ

করায় “তুই দুর্ধৃথ রাক্ষস হ” এই বলিয়া

মুনিগণকর্তৃক অতিশপ্ত হন অনস্তর সেই

সাব্বিক অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই পরমজ্ঞানী

তপোধন মুনিগণকে বলেন, হে বিপ্রগণ!

আপনারা পরম দয়াণু, অতএব সকলে

আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তখন

তাঁহারা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া কহি-

লেন,—যে সময়ে তুমি জীরােমের যজ্ঞিয়াথকে

আকস্মিক স্তম্ভিত করিবে, সেই সময়ে

জীরােমের গুণকীর্তন শ্রবণ করায় এই

সূদাকৃগ শাপ হইতে তোমার মুক্তি হইবে।

রাজন! সেই দেবদেহধারী সাব্বিক মুনিগণ-

কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াই রাক্ষসস্ব প্রাপ্ত

স্তুয়ামাস রামাংঃ মোচয়ানঘ কৌর্ভনে: ॥ ৯১

শেষ উবাচ ।

ইতি প্রোক্তঃ তু মুনিয়া সংশ্রুত্য পরবীরহা ।

বিস্ময়ঃ মানয়ামাস হৃদি শৌনকমত্রবীৎ ॥ ৯২

শক্রুর উবাচ ।

কর্ষণো গহনা বার্তা যয়া সাব্বিকনামধুৎ ।

দিবং প্রাপ্তোহপি মহতা কর্ষণা রাক্ষসৌকৃতঃ ॥

স্বামিন বদ মহর্ষে ত্বং কর্ষণাং স্বগতির্ঘথা ।

যেন কর্ষবিপাক্ষেণ যাদৃশং নরকং ভবেৎ ॥ ৯৪

শৌনক উবাচ ।

বস্তোহসি রাঘবশ্রেষ্ঠ যন্তে মর্হিরয়ঃ শুভা ।

জানন্নাপ হিতার্থায় লোকানাং ত্বং ত্রবীসি ভোঃ

কথয়ামি বিচক্রাণাং কর্ষণাং বিবিধাং গতিম্ ।

ত্বাং শূণুষ মহারাজ যচ্ছূয়া মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৬

পর্যবস্তঃ পরাপত্যং কলত্রঃ পারকঞ্চ যঃ ।

হন, তিনিই জীরােমের যত্রাথকে স্তম্ভিত

করিয়াছেন। হে অনঘ! এক্ষণে রামগুণ-

কীর্তনে অথকে মোচন কর! শক্রনিবৃদন

শক্রুর, মুনিবরকথিত এবংবিধ বাকাশ্রবণে

মনোমধ্যে সাতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করত

মুনিবর শৌনককে কহিলেন, মহর্ষে! কর্ষ-

গতি কি গহন! সেই সাব্বিক নামক বিপ্র

স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াও ভীষণ কর্ষকলে রাক্ষসস্ব

প্রাপ্ত হইলেন? অতএব হে স্বামিন! যেরূপ

কর্ষকলে স্বর্গপ্রাপ্তি ও যে প্রকার কর্ষবিপাক-

জন্ত যেরূপ নরক হয়, এক্ষণে সেই সকল

কর্ষ ও নরকের বিষয় বলুন ॥ ৮৮—৯৪ ॥

তৎশ্রবণে শৌনক কহিলেন,—ঋষুর। তুমি

এ সকল বিষয় অবগত থাকিয়া যখন লোক-

হিতার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার

বুদ্ধি অতিশুভকরী, সুতরাং তুমিই ধন্ত।

মহারাজ! মানবগণ যৎশ্রবণে মোক্ষপ্রাপ্ত

হইতে পারিবে, এক্ষণে আমি সেই সকল

বিবিধ কর্ষের বিবিধ গতির বিষয় বলি

শুন। যে দুর্ঘাত মানব, আত্মভোগার্থ

বলপ্রয়োগদ্বারা পরধন পরস্বী বা পরাপত্য

বলাৎকারেণ গৃহ্মাতি ভোগবন্ধা তু দুর্মাতিঃ ।
 কালপাশেন সন্দ্রো যমদুর্ভেদন্থহাবদৈঃ ।
 তামিশ্রে পাত্যতে তাবদ্ব্যাববর্ষসহশকম্ ॥ ৯৮
 তত্র ত ডনমুদ্রুতাঃ কুর্ধস্তি যমকিকরাঃ ।
 পাপভোগেন সন্তপ্তস্ততো যোনিস্ত শৌকরীম
 তত্র ভুক্তা মহাহুংখং মানুষত্বং গমিযাতি ।
 রোগাদিচিহ্নিতং তত্র দুর্ধশোজ্ঞাপকং স্বকম্ ॥
 ভুতদ্রোহং বিধায়ৈব কেবলং স্বকুটুম্বকম্ ।
 পুণ্যতি পাপনিরতঃ সোহস্ত্রতামিশ্রকে পতেৎ
 যে নরা ইহ জন্মানং বধং কুর্ধস্তি বৈ মুখা ।
 তে রোগেব িপাত্যন্তে ভিদ্যন্তে রুকুভীরুনা
 যঃ স্বোদরার্থং ভুতানাং বধমাচরতি ফুটম্ ;
 মহারৌরবসংজে তু পাত্যতে চ যমাপ্তয়া ॥ ১০০
 যে বৈ নিজস্ত জনকং ব্রাহ্মণং বেষ্টি পাপকৃতং ।
 কালসূত্রে মহাহুংখে যোজনাযুতবিস্তৃতে ॥ ১০৪

আত্মসাৎ করে, সে কালপাশে আবদ্ধ হইয়া
 মহাবল যমদুর্ভগণ কর্তৃক সহস্রবৎসর
 তামিশ্র নরকে নিপাতিত থাকে । উদ্ধৃত
 যমকিকরসকল তথায় তাহাকে নিরন্তর
 ভাঙিত করে ; সেই পাপও তাদৃশ পাপ-
 ভোগে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া পরে শূকর-
 যোনি প্রাপ্ত হয় এবং সেই দেহে অশেষ
 দুঃখ ভোগ করিয়া পাপসূচক রোগাদিচিহ্নিত
 মানবদেহ লাভ করে । ৯৫—১০০ । যে
 ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করিয়া কেবল স্বীয়
 পরিবারবর্গের প্রতিপালন করে, সেই
 পাপাত্মা, অস্ত্রতামিশ্র নরকে পতিত হয় ।
 যে সকল মানব, অকারণ প্রাণিদিগকে বধ
 করে, তাহারা রৌরবনরকে নিপাতিত হয়
 এবং তথায় ক্রুদ্ধ রুকুগণকর্তৃক ছিন্নভিন্ন
 হইতে থাকে । যে ব্যক্তি আরোদয়-
 পুরণার্থ জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, যমরাজের
 আজ্ঞানুসারে তদীয় কিকরগণ তাহাকে
 মহারৌরবনরকে নিপাতিত করে । যে
 পাপিষ্ঠ, নিজ জনক বা ব্রাহ্মণের ঘেষ করে,
 তাহাকে অযুত যোজন বিস্তৃত ভীষণ দুঃখ-
 প্রদ কালসূত্র নামক নরকে বাস করিতে

যাবন্তি পত্তরোমাণি গবাং ঘেষং করোতি যঃ
 তাবদ্ব্যবসংস্থানি পচ্যতে যমকিকরৈঃ ॥ ১০৪
 যো ভূমো ভূপিত্ত্বীভূতা দণ্ডাযোগ্যস্ত দণ্ডঃ
 করোতি ব্রাহ্মণস্থাপি দেহদণ্ডঞ্চ লোলুপঃ ॥ ১০৫
 শূকরমুখৈহুইষ্টৈঃ পীড়্যতে যমকিকরৈঃ ।
 পশ্চাদ্ধীম্ন যোনীষু জাতে পাপমুক্তয়ে ॥ ১০৬
 ব্রাহ্মণানাং গবাং যে তু দ্রব্যং বিস্তং তথাঙ্গক
 রুতিং বা গৃহ্মতে মোগল্পুপ্তি স্ববলানরায়ঃ ।
 তে পরব্রাহ্মকুপে চ পাত্যন্তে চ মহা দীতাঃ
 যোহন্নং স্বয়মুপাহৃত্য মধুরং চান্তি লোলুপাঃ ।
 ন দেবায় ন সুহৃদে দদাতি রসনাভূরঃ ।
 ন পততোব নরকে কুমিভোজনসংজ্ঞকে ॥
 অনাপদি নরো যন্ত হিরণ্যাদীশ্বপাহরেৎ ।
 ব্রহ্মস্বং বা মহাহুষ্টে সন্দংশে নরকে পতেৎ ।
 যঃ স্বদেহং প্রপুণ্যতি নান্তং জানাতি মূঢ়শীঃ

হয় । যে ব্যক্তি গোগণের দ্রোহচরণ করে
 সে উক্ত গো-রোমপরিমিত বর্ষসংখ্যে যাব
 যম কিকরগণ কর্তৃক নরকে পাতিত হয়
 যে ব্যক্তি ভূতলে ভূপতি হইয়া লোভ
 বশে দণ্ডাযোগ্যকে দণ্ডবিধান এবং ব্রাহ্মণে
 দেহদণ্ড করে, সেও সেই কালখণ্ড নরকে
 শূকরাস্ত্র যমকিকরগণ কর্তৃক পীড়িত হই
 পশ্চাৎ পাপমুক্তির নিমিত্ত দুর্ভয়োনিতে
 জন্মলাভ করিয়া থাকে । তাহারা মোহবশ
 ব্রাহ্মণ ও গোগণের কোন প্রকার অন্ন মাত্র
 দ্রব্য, বিস্ত বা রুতি অপহরণ করে, কিং
 স্বীয় সামর্থ্যে তাহার উচ্ছেদ করিয়া দে
 তাহারা দেহাবসানে অন্ধকূপনরকে নিপতি
 হইয়া অশেষ প্রকারে প্রপীড়িত হই
 থাকে । যে লোভী পুঙ্কব, সুমিষ্ট খাদ্য বা
 অহরণপূর্বক স্বয়ংই ভোজন করে, দেব
 ও সুহৃদগণকে দেয় না, সেই রসনাশ্রা
 লোলুপ পাপিষ্ঠ কুমিভোজন নামক নরকে
 পতিত হয় । যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব হরণ করে
 কিংবা কোন প্রকার আপদ্ উপস্থিত
 হইলেও অস্ত্রের হিরণ্যাদি অপহরণ করে
 সে অতীব ক্রোধপ্রদ সন্দংশনামক নরকে বা

ন পাত্যতে তৈলতপ্তে কুম্ভীপাকেহতিদারণে
 যো বাগম্যাং স্নিগ্ধং মোহাদৃষোযিস্তাবাক্ক
 কাময়েৎ ।
 তং তয়া কিক্করাঃ সৌৰ্ঘ্যা পরিরস্কক কুর্বতে ।
 য বলাদৃবেদমর্ধ্যাদাং লুম্পস্তি স্ববলোক্কতাঃ ।
 ত বৈতরণ্যাং পতিতা মাংসশোণিতভোক্ষকাঃ
 মুষলীঃ যঃ স্নিগ্ধং কৃৎবা তয়া-গার্হস্থ্যমাচরেৎ ।
 পুয়োদে নিপততোব্য মহাজুঃখসমবিত্তঃ । ১১৪
 য দস্তানাম্ভয়স্তে বৈ ধূর্জী লোকস্ত বঞ্চে ।
 বশসে নরকে মূঢ়াঃ পতস্তি যমতাক্কিতাঃ ।
 য সৰ্বণাং স্নিগ্ধং মূঢ়াঃ পায়য়স্তি স্বয়েতসঃ ।
 রতঃকুল্যানু তে পাত্যা রেতঃপানেষু তৎ-
 পয়াঃ । ১১৬
 য চৌরা বহিরা গৃষ্টা গরদা গ্রামলুৰ্ঠকাঃ ।

সারমেয়াদনে তে বৈ পাত্যস্তে পাতকাৰিতা,
 কুটসাক্ক্যাং বদত্যাক্কা পুরুষঃ পাপসম্ভূতঃ ।
 পরকীয়স্ত জ্বং যো হরতি প্রসভঃ বলী । ১১৮
 সোহবীচিনরকে পাপী হবাগব্ধ্রুঃ পতত্যথঃ ।
 তত্র দুঃখঃ মহদুকা পাপিষ্ঠাং যোনিমাত্রজেৎ ।
 যো নরো রসনাম্বাদাৎ সুরাং পিবতি মুঢ়ধীঃ
 তং পায়য়স্তি লোহস্ত রসং ধৰ্ম্মস্ত কিক্করাঃ ।
 যো গুরুনবমস্তেত স্ববিদ্যাচারদর্পিতঃ ।
 স মূঢ়ঃ পাত্যতে ক্কারনরকেহধোমুখঃ পুমান্
 বিশ্বাসঘাতং কুর্বন্তি যে নরা ধৰ্ম্মনিক্কতাঃ ।
 শূলপ্রোতে তু নরকে পাত্যস্তে বহুঘাতনে ।
 পিণ্ডনো যো নরান সর্কান্নবেজয়তি বাক্ক্যতঃ
 দন্দশূকে চ পতিতো দন্দশূকে স দশুতে ।
 এবং রাজন্নরকে বৈ নরকাঃ পাপকারিণাম্ ।
 পাপংকৃৎবা প্রয়াস্তোতে পীড়াংঘাস্তি সূদার্কণাম্

হয়ে । যে মূঢ়, স্বদেশমাত্র পোষণেই তৎপর
 নপরের প্রতি লক্ষ্য করে না, সে উত্তম
 তলপূর্ণ অতি দারুণ কুম্ভীপাকনরকে পতিত
 য়। যে ব্যক্তি, অগম্যা স্ত্রীকে মোহবশে
 ভাগ্য ঘোষণা বৃদ্ধিতে কামনা করে, যম-
 কঙ্করগণ তাহাকে স্বর্ঘ্যবৎ তেজোময়ী সেই
 মর্গ্যমূর্তির সহিত আলিঙ্গন করায়।
 বলোক্কত যে সকল ব্যক্তি বলপূর্বক বেদ-
 র্ধ্যাদা বিলুপ্ত করে, তাহারা বৈতরণীতে
 তিত হইয়া মাংস-শোণিত ভোজন করিতে
 কে। ১০১—১১৩। যে ব্যক্তি, শূদ্রকে
 স্ত্রী করিয়া তাহার সহিত গার্হস্থ্য
 র্ম আচরণ করে, সে পুয়োদকনামক নরকে
 পতিত হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ পায়। যে
 কল ধূর্জী ব্যক্তি, লোকবঞ্চনার্থ দান্তিকতা
 রিয়া বেড়ায়, সেই মুর্খেরা যমরাজকর্তৃক
 িড়িত হইয়া বৈশসনামক নরকে পতিত
 । যে মূঢ়গণ সৰ্বণা স্ত্রীকে রেতঃপান
 রায়, তাহারা রেতঃকুল্যা নামক নরকে
 তিত হইয়া নিরস্তর রেতঃপানে তৎপর
 কে। যে সকল দুষ্করিত্ত মানব, চৌর্ঘ্যবৃষ্টি
 :র, কিংবা কাহারও গৃহে অগ্নিদান করে
 কাহাকেও বিশ্বাস করায় অথবা গ্রাম

লুঠন করে, সেই পাতকিগণ সারমেয়াদন-
 নামক নরকে পতিত হইয়া থাকে। যে
 পাপায়া মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান কিংবা বলপূর্বক
 পরদ্রব্য হরণ করে, সে অবীচিনামক নরকে
 অধোমুখ হইয়া পতিত হয় এবং নিরতিশয়
 যাতনা ভোগান্তে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ
 করে। যে মূঢ়মতি মানব, রসনার তৃপ্তির
 জন্ত সুরাপান করে, দেহাবসানে যমকঙ্কর-
 গণ সেই পাপাত্মাকে তপ্ত লোহদ্রব পান
 করাইয়া থাকে। ১১৪—১২০। যে ব্যক্তি
 স্বীয় বিদ্যা ও আচারাদিহেতু দর্পাবিত হইয়া
 গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করে, সে দেহান্তে
 ক্কারনরকে অধোমুখে পতিত হয়। যে
 সকল মানব, বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেই
 ধৰ্ম্মবহিষ্কৃত পাপীরা অশেষ যাতনাদায়ক শূল-
 প্রোতনরকে পতিত হয়। খলস্বভাব যে
 ব্যক্তি ভীতবচনে সকল মানবকে দুঃখ
 প্রদান করে, সে দন্দশূকনামক নরকে পতিত
 হইয়া সর্পগণ কর্তৃক দষ্ট হইতে থাকে।
 রাঃন! পাপাত্মাদিগের জন্ত এইরূপ আরও
 অনেক নরকা আছে, পাপিগণ পাপানুষ্ঠান-
 পূর্বক তৎসমস্ত নরকগামী হইয়া সূদার্কণ

যৈর্ন ঋতা রামকথা ন পরোপকৃতিঃ কৃতা ।
 তেষাং সর্বাণি হুঃখানি ভবন্তি নরকান্তরে ॥
 অত্র যশ্চ সুখং ভূয়ন্তশ্চ স্বর্গ ইতীর্ষ্যতে ।
 যে হুঃখিনো রোগযুতা নরকস্থা মহীপতে ॥২২৬॥
 শেষ উবাচ ।

এতচ্ছুরা মহীপালঃ কম্পমানঃ কণে কণে ।
 পপ্রচ্ছ ভূয়ন্তং বিপ্রং সর্বাংসঃশয়ন্তয়ে ॥ ১২৭
 তন্তংপাপশ্চ চিহ্নানি কথয় ত্বং মহামুনে ।
 কেন পাপেন কিং চিহ্নং ভূলোক উপজায়তে ।
 ইতি ঋষা তু তদ্বাক্যং মুনিঃ প্রোবাচ ভূমিপম্
 শূণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি চিহ্নানি পাপকারিণাম
 শৌনক উবাচ ।

সুরাপঃ স্ত্রীবদন্তঃ স্ত্রীমরকান্তে প্রজায়তে ।
 অভক্ষ্যভক্ষকারী তু জায়তে গুহ্মাকোদরঃ ।
 উদক্যা বৌদ্ধিতং ভূক্কা জায়তে ক্রমিলোদয়ঃ
 ঋমার্জ্জারাদিসংস্পৃষ্টঃ ভূক্কা হর্গন্ধবান্ ভবেৎ

ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা রামকথা
 শ্রবণ ও পরোপকার করে না, তাহাদিগকে
 নিরয়গামী হইয়া সর্ষপ্রকার হুঃখই উপভোগ
 করিতে হয় । মনুষিগণ ইহাও বলিয়াছেন
 যে, যাহার এই জগতে সর্ষপ্রকার সুখ
 আছে, সে-ই স্বর্গভোগ করিতেছে এবং
 যাহারা বিবিধরোগাক্রান্ত ও হুঃখাধিত,
 তাহারা নরকস্থিত। ১২১—১২৬। মহীপাল
 শ্রবণ, এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কণে
 কণে কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং সর্ষ-
 প্রকার সন্দেহ ভঙ্গনার্থ পুনরপি সেই বিপ্র-
 বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে!
 ভূমণ্ডলে মানবগণের কোন পাপে কি চিহ্ন
 হয়, এক্ষণে তন্তংপাপের তন্তংচিহ্নের বিষয়
 বলুন । শক্রব্ধের এতদ্বাক্য শ্রবণে মুনিবর
 সেই ভূপতিকে কহিলেন, রাজন্ ! পাপকারী-
 দিগের পাপচিহ্নের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ
 কর । সুরাপায়ী মানব, নরকভোগান্তে
 স্ত্রীবদন্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং
 অভক্ষ্য-ভক্ষণকারী গুহ্মরোগাক্রান্ত হয় ।
 মানব রজস্বলাস্পৃষ্ট অন্ন ভোজনে ক্রমি-

অনিবেদ্য সুরাদিভ্যো ভুঞ্জানো জায়তে নন্ন
 উদরে রোগবান্ হুঃখী মহারোগপ্রসীড়িতঃ
 পরান্নবরকরণাদজীর্ণমভিজায়তে ।
 মন্দোদরায়ির্ভবতি সতি দ্রব্যে কদম্নদঃ ॥১২৭॥
 বিষদশ্ছদ্দিরোগী স্ত্রীমার্গহা পাদরোগবান্ ।
 পিশুনো নরকস্থান্তে জায়তে কাসশ্বাসবান্ ।
 ধূর্তোহপস্মাররোগী স্ত্রীচ্ছদৌ চ পরতাপকুৎ
 দাবায়িদায়কশ্চৈব রক্তাতিসারবান্ ভবেৎ ॥
 সুরালয়ং জলং বাপি সক্রুদ্ধৈঃ করোতি ষঃ
 গুহ্মরোগো ভবেত্তশ্চ পাপরূপঃ সুরারণঃ ।
 গর্ভপাতনজা রোগা যকুৎপ্লীহজলোদয়াঃ ।
 প্রতিমাতঙ্গকারী চ অপ্রতিষ্ঠক জায়তো১৩
 হুষ্টবাদী খণ্ডিতঃ স্ত্রীং খষাটঃ পরনিন্দকঃ ।
 সভায়াং পক্ষপাতী চ জায়তে পক্ষঘাতবান্ ।
 পরোক্তহাস্করুৎ কাণঃ কুনখী বিপ্রহেমহৎ ।

লোদয় এবং কুকুর ও মার্জ্জারাদি-স্পৃষ্ট অন্ন
 ভোজনে হর্গন্ধবান হইয়া থাকে । দেবাদিবে
 নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে মানঃ
 উদররোগে ও মহারোগে প্রসীড়িত হইয়
 হুঃখভোগ করিতে থাকে । অপয়ের ভোজন
 কালে বিষ উৎপাদন করিলে অজীর্ণরোগ
 এবং উত্তম অন্ন থাকিতে কদম্ন দান করিরে
 জঠরায় অতি নিস্তেজ হয় । ১২৭—১৩৩
 বিষদাতা ছদ্দিরোগী, মার্গনাশক পাদরোগ
 এবং খলস্বভাব ব্যক্তি নরকভোগাবসাতে
 শ্বাসকাসরোগী হইয়া থাকে । ধূর্তব্যক্তি
 অপস্মাররোগাক্রান্ত, অস্ত্রের সস্তাপদায়
 শূলরোগে সীড়িত এবং দাবায়িদায়ক
 রক্তাতিসাররোগে ক্রিষ্ট হয় । যে ব্যক্তি
 একবারমাত্রও দেবালয় বা জল দূষিত করে
 তাহার পাপরূপ সুরারূপ গুহ্মদেশের রোগ
 হইয়া থাকে । গর্ভপাতনজন্ত যকুৎ প্লীহা
 জলোদয়রোগ জন্মে । প্রতিমাতঙ্গকারী
 অপ্রতিষ্ঠ, হুষ্টভাবী খণ্ডিত, পরনিন্দক
 খষাটরোগী, এবং সভাহলে পক্ষপাত
 কারী পক্ষঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে -
 যে ব্যক্তি, পরবাক্যে মুখভঙ্গাদি প্রদর্শনে

ତୁଳୀବରୀ ତାନ୍ତ୍ରୋତ୍ତରଃ କାଂଶ୍ଚହଂ ପୁଂଶୁରୀକିକଃ ।
 ଦ୍ରୁପହାରୀ ଚ ପୁରୁଷୋ ଜାୟତେ ପିଞ୍ଜମୁର୍ଦ୍ଧଜଃ ।
 ସୀମହାରୀ ଚ ପୁରୁଷୋ ଜାୟତେ ନୀର୍ବରୋଗବାନ ।
 ସ୍ଵତହାରୀ ଚ ପୁରୁଷୋ ଜାୟତେ ନେତ୍ରରୋଗବାନ ।
 ଦ୍ରବହାରୀ ଚ ପୁରୁଷୋ ଜାୟତେ ଯେଦସା ବୃତ୍ତଃ ॥୧୪୧
 ମଧୁଚୌରଞ୍ଚ ପୁରୁଷୋ ଜାୟତେ ବନ୍ଧିଗନ୍ଧବାନ ।
 ଲୋହହାରୀ ଚ ପୁରୁଷୋ ବର୍ବରାଞ୍ଚଃ ପ୍ରଜାୟତେ ।
 ତୈଳଚୌର୍ଯ୍ୟେଣ ଭବତି ନୟଃ କଂଶୁତିସ୍ପୀଡ଼ିତଃ ।
 ଆମାନ୍ନହରଣାଠିଚେବ ଦନ୍ତହୀନଃ ପ୍ରଜାୟତେ ॥୧୪୨
 ପକାନ୍ନହରଣାଠିଚେବ ଜିହ୍ଵାରୋଗଯୁତୋ ଭବେତ୍ ।
 ମାତୃଗାମୀ ଚ ପୁରୁଷୋ ଜାୟତେ ଲିଞ୍ଜବର୍ଜିତଃ ॥
 ଖରୁଜାୟାଭିଗମନାୟୁରୁକ୍ତଃ ପ୍ରଜାୟତେ ।
 ସ୍ଵସୁତାଗମନେ ଚୈବ ରଜ୍ଜକୃଷ୍ଣଃ ପ୍ରଜାୟତେ ॥୧୪୫
 ଭଗିନୀଗମନେ ଚୈବ ସ୍ଵୀତକୃଷ୍ଣଃ ପ୍ରଜାୟତେ ।
 ଭାତୃଭାର୍ଯ୍ୟାଭିଗମନେ ଖଲ୍ଲକୃଷ୍ଣଃ ପ୍ରଜାୟତେ ॥୧୪୬
 ସ୍ଵାମିଗମ୍ୟାଦିଗମନେ ଜାୟତେ ଦକ୍ରମଂଶୁଳମ୍ ।
 ବିଷ୍ଠଭାର୍ଯ୍ୟାଗମନେ ଗଞ୍ଜଚର୍ମା ପ୍ରଜାୟତେ ॥୧୪୭

ପିତୃସମ୍ରାଭିଗମନେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚେ ବ୍ରଣୀ ଭବେତ୍ ।
 ମାତୂଳାନ୍ତାନ୍ତ ଗମନେ ବାମାଞ୍ଚେ ବ୍ରଣବାନ ଭବେତ୍ ।
 ପିତୃବ୍ୟାପତ୍ରାଗମନେ କଟୋ କୃଷ୍ଣଃ ପ୍ରଜାୟତେ ।
 ମିତ୍ରଭାର୍ଯ୍ୟାଭିଗମନେ ସ୍ଵତଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଜାୟତେ ॥୧୪୯
 ସ୍ଵଗୋତ୍ରସ୍ତ୍ରୀପ୍ରସଞ୍ଜେନ ଜାୟତେ ଚ ଭଗନ୍ଦରଃ ।
 ତପସ୍ଵିନୀପ୍ରସଞ୍ଜେନ ପ୍ରମେହୋ ଜାୟତେ ନୟେ ॥୧୫୦
 ଶ୍ରୋତ୍ରିୟସ୍ତ୍ରୀପ୍ରସଞ୍ଜେନ ଜାୟତେ ନାସିକାବ୍ରଣୀ ।
 ନୌକ୍ଷିତସ୍ତ୍ରୀପ୍ରସଞ୍ଜେନ ଜାୟତେ ହୃଷ୍ଟରଜ୍ଜସ୍ଵକ୍ ।
 ସ୍ଵଜାତିଜାୟାଗମନେ ଜାୟତେ ହୃଦୟବ୍ରଣୀ ।
 ଜାତ୍ୟୁରତସ୍ତ୍ରୀଗମନେ ଜାୟତେ ମନ୍ଥକବ୍ରଣୀ ॥ ୧୫୨
 ପଞ୍ଚସୋନୋ ଚ ଗମନାୟୁରୁଷାତଃ ପ୍ରଜାୟତେ ।
 ଏତେ ଦୋଷା ନରାଣାଂ ସ୍ଵାର୍ନରକାନ୍ତେ ନ ସଂଶୟ ।
 ସ୍ତ୍ରୀଗାମିଣି ଭବନ୍ତୋତ୍ତେ ତତ୍ତତ୍ପୁରୁଷସମ୍ପରାୟ ।
 ଏବଂ ରାଜନ୍ ହି ଚିହ୍ଵାନି କୌର୍ତ୍ତିତାନି ସ୍ଵପ୍ନାପିନାୟ
 ଦାନପୁଣ୍ୟାପ୍ରସଞ୍ଜେନ ଶ୍ରୀଧୀନିକ୍ରିୟା ତଥା ।
 ରାମଚାର୍ଯ୍ୟରଞ୍ଜନାତ୍ୟା ତପସା ବା କ୍ଷୟଃ ବ୍ରଜେତ୍ ॥

ହାନ୍ତା କରେ, ସେ କାମ ହୁଏ । ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣେର
 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପହରଣ କରେ, ସେ କୁନସୀ ହୁଏ
 ଥାକେ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରୋତ୍ତରୋ ତୁଳୀବର ରୋଗେ
 ଓ କାଂଶ୍ଚ ହରଣେ ପୁଂଶୁକରୋଗେ ଆକ୍ରାନ୍ତ
 ହୁଏତେ ହୁଏ । ୧୨୪—୧୨୬ । ରଜ୍ଜ ଅପ-
 ହରଣ କରিলେ ମାନବେର କେଶସକଳ ପିଞ୍ଜଲ-
 ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୀମକାହରଣେ ଶିର-ସ୍ପୀଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।
 ସ୍ଵତହାରୀ ପୁରୁଷ, ନେତ୍ରରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଏବଂ ସ୍ଵଗ-
 ଚର୍ମାଦି ହରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଦୋରୁଦ୍ଧିରୋଗେ
 ପ୍ରସ୍ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ଥାକେ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁ ଅପ-
 ହରଣ କରେ, ତାହାର ବନ୍ଧିଦେଶ ଦର୍ଗନ୍ଧମୟ ଏବଂ
 ଲୋହାପହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ବରାଞ୍ଚ ହୁଏ । ମାନବ
 ତୈଳଚୌର୍ଯ୍ୟ କରিলେ କଂଶୁରେଗେ ନିତାନ୍ତ
 ପ୍ରସ୍ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ଥାକେ ଏବଂ ଆମାନ୍ନହରଣେ
 ଦନ୍ତହୀନ ହୁଏ । ପକାନ୍ନ ହରଣେ ମାନବକେ ଜିହ୍ଵା-
 ରୋଗେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏତେ ହୁଏ ଏବଂ ମାତୃଗାମୀ
 ପୁରୁଷ ଲିଞ୍ଜହୀନ ହୁଏ ଥାକେ । ଖରୁପତ୍ରାଗମନେ
 ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, କନ୍ଥାଗମନେ ରଜ୍ଜକୃଷ୍ଣ, ଭଗିନୀଗମନେ
 ସ୍ଵୀତକୃଷ୍ଣ, ଭାତୃଭାର୍ଯ୍ୟାଗମନେ ଖଲ୍ଲକୃଷ୍ଣ, ସ୍ଵାମି-
 ଗମ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ରମ୍ୟାଗମନେ ସକ୍ଷାସ୍ୟାପକ ଦକ୍ର-

ଓ ବିଷ୍ଠଭାର୍ଯ୍ୟାଗମନେ ଗଞ୍ଜଚର୍ମାରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ
 ହୁଏ । ପିତୃସମ୍ରାଭିଗମନେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚେ ବ୍ରଣରୋଗୀ,
 ମାତୂଳାନୀଗମନେ ବାମାଞ୍ଚେ ବ୍ରଣବାନ ହୁଏ ଥାକେ,
 ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତୃବ୍ୟାପତ୍ରାତେ ଉପଗତ ହୁଏ, ତାହାର
 କଟିଦେଶେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯେ ମିତ୍ରଭାର୍ଯ୍ୟା ଗମନ
 କରେ ତାଗର ବହୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଥାକେ ।
 ସଗୋତ୍ରରମଣୀସହବାସେ ଭଗନ୍ଦର, ତପସ୍ଵିନୀସହ-
 ବାସେ ପ୍ରମେହ, ଶ୍ରୋତ୍ରିୟସ୍ତ୍ରୀସହବାସେ ନାସିକା-
 ବ୍ରଣ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଦିତେ ନୌକ୍ଷିତା ରମଣୀସଂସର୍ଗେ
 ହୃଷ୍ଟରଜ୍ଜ ବ୍ୟାଧି ଜ୍ଵାମିୟା ଥାକେ । ସ୍ଵଜାତିଜାୟା
 ଗମନେ ମାନବେର ହୃଦୟବ୍ରଣ, ଆପନାର ଅପେକ୍ଷା
 ଉନ୍ନତଜାତୀୟା ! ସ୍ତ୍ରୀଗମନେ ମନ୍ଥକବ୍ରଣ ଏବଂ
 ପଞ୍ଚସୋନିଗମନେ ସୁସ୍ଵାସାତ-ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।
 ରାଜନ୍ ! ମାନବଗଣେର ଏହି ସମୁଦୟ ଦୋଷ ଯେ
 ନରକଭୋଗାନ୍ତେ ଘଟିଯା ଥାକେ, ତାହାତେ ଆର
 ସଂଶୟ ନାହି । ଏହିରୂପ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକାଦିଗେର
 ତତ୍ତତ୍ପୁରୁଷସମ୍ପରାୟେ ତତ୍ତତ୍ତରୋଗ ଜନ୍ମେ । ସମୁଦୟ
 ବିଷ୍ଠଦ୍ଵାଗଣି ଖରୁତର ପାପଚାରୀଦିଗେର ଏହିରୂପ
 ନାନା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ଵ ବାଲିଯାଛନ୍ । ଦାନାଦି ପୁଣ୍ୟ-
 କାଷ୍ଠ, ଭୀଷ୍ମପର୍ଯ୍ୟାଟନାଦି, ସ୍ତ୍ରୀରାମଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବଂ ଏବଂ

সক্লেসামপু্যপাঘানাং হরিকীর্ত্তির্ধনির্নৃণাম্ ।
 কালয়েৎ পাপিনাং পঙ্কঃ নাত্র কার্ঘ্যা বিচারণা ॥
 যশ্চাবমশ্চেত হরিনঃ তং গঙ্গা ন পুনাতি হি ।
 তীর্থাস্তপি সুপুণ্যানি পাবিতুং ন কমাণি তম্ ॥
 হসতে কীর্ত্ত্যমানঃ যশ্চরিত্রঃ জ্ঞানধূর্জলঃ ।
 ন তস্ম নরকান্মুক্তিঃ কল্পাস্থেহপি ভবিষ্যতি ॥
 যাহি রাজন বিমোক্ষার্থং হযস্ত্যাহুচরৈঃ সহ ।
 শ্রাবয় শ্রীশচরিতং যতো বাহগতির্ভবেৎ ॥১৫৯
 শেষ উবাচ ।

ইতি শ্রদ্ধা প্রস্থোক্তোক্তক্রেয়ঃ পরবীরহা ।
 প্রণম্য তং পরিক্রম্য যযৌ সেবকসংযুতঃ ॥১৬০
 তত্র গম্বা স হনুমান হযবর্ধ্যস্ত্য পার্শ্বতঃ ।
 উবাচ রামচরিতং মহাহর্গতিনাশনম্ ॥ ১৬১
 যাহি স্তেব বিমানং স্বং রামকীর্ত্তনপুণ্যতঃ ।
 ষৈরধর স্বলোকে ব্রং মুক্তো ভব কুয়োনিতঃ

তপস্বী দ্বারা সমস্ত পাতকই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।
 কলকথা, পাপকালনের সর্বপ্রকার উপায়ের
 মধ্যে ভগবান হরির গুণকীর্ত্তনই যে, পাপী
 মানবগণের পাপপঙ্ক বিশেষরূপে কালন
 করে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচার করিবার
 নাই । যে ব্যক্তি ভগবান হরিকে অবজ্ঞা
 করে, গঙ্গাজল বা পরম পবিত্র তীর্থসেবাও
 তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না । যে
 মুঢ়, হরিগুণকীর্ত্তন-শ্রবণে উপহাস করে,
 কল্পাস্ত্রও তাহার নরক হইতে মুক্তি হইবে
 না । রাজন! এক্ষণে অশ্বের মোচনাথ
 অনুচরগণের সহিত তথায় গমন কর, এবং
 ঐপতি শ্রীরামের চরিত্রশ্রবণ করাও, তাহা
 হইলেই অশ্বের পুনরায় গতিশক্তি হইবে ।
 শক্রনিবৃদ্ধন শক্রয় মুনিবরের এবংবিধ বাক্য-
 শ্রবণে সাতিশয় হুঁষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে
 প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেবকগণের
 সহিত তৎস্থান উদ্দেশে যাত্রা করিলেন ।
 ১৪০-১৬০। অনন্তর হনুমান অশ্ববরের পাশ্বে
 উপস্থিত হইয়া মহাহর্গতিনাশন শ্রীরাম-
 চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, দেব! আপনি
 শ্রীরামের গুণকীর্ত্তন শ্রবণজন্য পুণ্যকলে

ইতি বাক্যঃ সমাকর্ণ্য শক্রয়ো যাবদাশ্বিতঃ ।
 তাবদ্দর্শ বিমলঃ দেবং বৈমানিকং বরম্ ॥
 স উবাচ হ পুতোহং রামকীর্ত্তনসংশ্রুতঃ ।
 যামি স্বং ভবনং রাজরাজ্যাপয় মহামতে ॥১৬৪
 ইত্যুক্তা প্রযযৌ দেবো বিমানে শ্বে পরিস্থিতঃ
 তদা বিশ্বম্ভামপুস্তে শক্রয়েন সহাহুগাঃ ॥ ১৬৫
 ততো বাহো বিনির্ধুক্তো ভূতলাদগাত্রস্তম্বনাৎ
 যযৌ তদ্বিপিং সর্বং ভ্রমং পক্ষিসমাকুলম্ ॥
 শেষ উবাচ ।

মাসাঃ সঞ্জাভবংস্তস্য হযবর্ধ্যস্ত্য হেলয়া ।
 চরতো ভারতং বর্ধমনেকনূপপুরিতম্ ॥ ১৬৭
 স পুঞ্জিতো ভূপবরৈঃ পরীত্য বরভারতম্ ।
 পরীযুতো বীরবরৈঃ শক্রয়াদিভিকৃত্টে ॥১৬৮
 স বভ্রাম বহুং দেশান হিমালয়সমীপতঃ ।

কুৎসিত রাক্ষসযোনি হইতে মুক্ত হউন, এবং
 স্বীয় বিমানে আরোহণ করুন ও স্বস্থানে
 যথেষ্ট বিচরণ করিতে থাকুন । শক্রয়,
 হনুমানের মুখে এই কথা শুনিয়া যেমন উপ-
 বেশন করিলেন, অমনি সেই দেবকে বিমল-
 দেহে বিমানাধিকৃত সন্দর্শন করিলেন । পরে
 সেই দেব কহিলেন,—হে মহামতে রাজন ।
 আমি শ্রীরামের গুণকীর্ত্তনশ্রবণে পুত হইয়া
 স্বস্থানে যাইতে প্ররুত হইয়াছি, আমায়
 আজ্ঞা দিন । ১৬১—১৬৪ । সেই দেব এই
 কথা বলিয়া স্বীয় বিমানাধিরোহণে স্বস্থানে
 প্রস্থান করিলেন, তখন শক্রয়ের সহিত
 তদীয় সমুদয় ভ্রূচরবর্গ সাতিশয় বিশ্বয়াবিস্ট
 হইল । অনন্তর সেই যজ্ঞাশ্ব গাত্রস্তম্বন
 হইতে বিমুক্ত ও ভূতল হইতে উৎখিত হইয়া
 বিবিধ বিহগকুলসমাকুল উল্লিখিত সমস্ত উপ-
 বন ভ্রমণ করত যথেষ্ট গমন করিতে আরম্ভ
 করিল । শ্রীরামের সেই যজ্ঞাশ্ব এইরূপে
 বহুল নৃপগণপূর্ণ ভারতবর্ষে যথেষ্ট বিচরণ
 করত সপ্তমাস ঘটীত করিল । মহাবল
 পরাক্রান্ত শক্রয়াদি বীরবরণে পরিকৃত
 সেই অশ্ব বর্ধোত্তম ভারতবর্ষ পরি-
 ক্রমণপূর্ব্বক ভূপবরণকর্ত্তক পূজিত হইয়া

ন কেহপি তং নিজগ্রাহ হয়ঃ রামবলং স্মরন ।
 অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গানাং রাজভিঃ সংস্রাতো হয়ঃ ।
 জগাম নগরে রাজঃ সুরথশ্চ মনোহরে ॥ ১৭০ ॥
 কুণ্ডলং নাম নগরমদিত্তেৰ্জ কুণ্ডলম্ ।
 কর্ণয়োঃ পতিতং ভ্রুমো হর্ষভয়স্বকম্পয়োঃ ॥ ১৭১ ॥
 যত্র ধর্মব্যতিক্রান্তিঃ ন করোতি কদাপি না ।
 শ্রীরামস্মরণং প্রেমা করোতি জনতারাম্ ॥ ১৭২ ॥
 অশ্বখানান্ত যত্রার্চা তুলস্যাঃ প্রত্যহং নৃত্তিঃ ।
 ক্রিয়তে রঘুনাথশ্চ সেবকৈঃ পাপবর্জিতৈঃ ।
 যত্র দেবালয়া রম্যা রাঘবপ্রতিমাযুতাঃ ।
 পূজ্যন্তে প্রত্যহঃ শুদ্ধচিত্তৈঃ কপটবর্জিতৈঃ ॥
 বাচি নাম হরেষ্ট্র ন বৈ কলহসঙ্কথা ।
 হৃদি ধ্যানস্ত ভট্টশ্চ বন চ কামফলস্মৃতিঃ ॥ ১৭৩ ॥
 দেবনং যত্র রামশ্চ বার্ভাভিঃ পুত্ৰদেহিনাম্ ।

একে একে হিমালয়সমীপবর্তী বল্লভ দেশেই ভ্রমণ করিল, কিন্তু শ্রীরামের বলবিক্রম স্মরণ করিয়া কেহই তাহাকে গ্রহণ করিল না। সেই অশ্ব অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশের রাজগণবর্জক সংকুত হইয়া ক্রমে সুরথ-বাজের মনোহর নগরে গমন করিল। হর্ষ ও ভয়ে নিরতিশয় কম্পমান অদিত্তি কর্ণ হইতে ঐ স্থানে ভুলে কুণ্ডল পতিত হইয়াছিল বলিয়া উহা কুণ্ডলনগর নামে প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে কোন মানবই, কদাপি অধর্ম্যাচরণ করে না এবং সকল ব্যক্তিই প্রত্যহ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া থাকে। তথায় সমুদয় মানবই শ্রীরামের সেবক ও পাপবিবর্জিত, তাহার প্রতিদিন অশ্বখ ও তুলসীসৌন্দর্যে অর্চনা করিয়া থাকে। ঐ নগরে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্তি-শোভিত বহুসংখ্যক রমণীয় দেবালয় আছে এবং কপটবিহীন বিশুদ্ধচেতা তত্ত্ব মানবগণ প্রত্যহ সেই শ্রীরামমূর্তির পূজা করিয়া থাকে। তথায় কাহারও মুখে হরিনাম ভিন্ন কলহের কথা নাই এবং অন্তরে শ্রীরামের ধ্যান ভিন্ন কেহ কোনরূপ কাম্য বস্তু স্মরণ করে না।

ন জাতুচিন্নগামস্তি সপ্তব্যাসনমোচিনাম্ ॥ ১৭৬ ॥
 যস্মিন বসতি ধর্ম্মায়া সুরথঃ সত্যবান্ বলী ।
 রঘুনাথপদস্মারহৃষ্টাচিন্তঃ পরোন্নয়নঃ ॥ ১৭৭ ॥
 কিং বর্ণদ্যামি রামশ্চ সেবকং সুরথং নরম্ ।
 যশ্চাশেষগুণা ভ্রুমৌ বিকৃত্তাঃ পাবনশ্চাঘম্ ॥ ১৭৮ ॥
 সেবকান্তশ্চ ভূপশ্চ পর্ধ্যটন্তঃ কদাচন ।
 অপশ্চন হয়মেধশ্চ হয়ং চন্দনচর্চিত্তম্ ॥ ১৭৯ ॥
 তে দৃষ্টৌ বিশ্বয়ং প্রাপ্তৌ হয়পত্রমলোকয়ন ।
 স্পষ্টাক্ষরসমাযুক্তং চন্দনাদিকচর্চিত্তম্ ॥ ১৮০ ॥
 জ্ঞাত্বা রামেণ সংযুক্তং হয়ং নেত্রমনোহরম্ ।
 হৃষ্টা রাজে সভাস্থায় কথয়ামাসুক্রংসুক্রাঃ ॥
 স্বামিন্নযোধ্যা নগরী পতিস্তশ্চা রাঘবঃ ।
 হয়মেধকৃত্তৌ যোগ্যৌ হয়ো মুক্তঃ পরিভ্রমন ॥
 স তে পুরশ্চ নিকটে প্রাপ্তঃ সেবকমংযুতঃ ।
 গৃহাণ স্বং মহারাজ হয়ং তং স্মনোহরম্ ॥ ১৮০ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের চারিজন শ্রবণাদি দ্বারা পবিত্রায়া সপ্তপ্রকার ব্যাসন-বিহীন মানবগণের তথায় কদাচ অক্ষক্রৌড়াদি নাই। শত্রুবিজয়ী সত্য-বাদী মহাবলশালী ধর্ম্মায়া নৃপবর সুরথ, সন্ত রঘুনাথের পাদপদ্ম স্মরণ করত সানন্দ হৃদয়ে ঐ নগরে বাস করিয়া থাকেন। শ্রীবামসেবক নরবর সুরথের বিষয় অধিক আয় কি বর্ণন করিব, তাহার অসীম গুণরাণ ভ্রমণে পরিব্যাপ্ত হইয়া সকলেরই পাপপঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া থাকে। কদাচিৎ সেই ভূপতির সেবকগণ যথেষ্ট বিচরণ করিতে করিতে সেই চন্দনচর্চিত্ত অশ্বমেধীয় অশ্ব অবলোকন করিল। তাহার অশ্বদর্শনে সাত্ত্ব-শয় বিশ্বয়াবিস্ট হইল; পরে যখন তদীয় ললাটদেশে স্পষ্টাক্ষরযুক্ত চন্দনাদিচর্চিত্ত জয়পত্র অবলোকন করিল, তখন সেই নেত্র-মনোহর অশ্ববরকে শ্রীরামমুক্ত জানিতে পারিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ও সমুৎসুকচিত্তে সভাস্থ রাজসন্নিধানে কহিল,—স্বামিন! অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র, অশ্বমেধযজ্ঞোপযুক্ত অশ্ব মোচন করিয়াছেন, সেই যজ্ঞাশ্ব যথেষ্ট পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেবকগণে পরিবৃত্ত হইয়া

শেষ উবাচ।

ইতি ক্ষত্রীয়া নিজপ্রোক্তং বাক্যং হর্ষপরিপ্লুতঃ।
উবাচ নৃপতিবীরান মেঘগন্তীরয়া গয়া ॥ ১৮৪ ॥
সুরথ উবাচ।

ধস্তা বয়ং রামমুখং পশ্চামঃ সহসেবকাঃ।
প্রীষ্যামি হয়ং তস্ত ভটকোটপন্নীরুহম্ ॥ ১৮৫ ॥
তদা মোক্ষ্যামি বাহং তং যদা রামঃ সমাব্রজেৎ
কুপার্থঃ মম ভক্তস্ত চিরং ধ্যানরতস্ত বৈ ॥ ১৮৬ ॥
শেষ উবাচ।

ইখমুক্তা মহীপালঃ সেবকান স্বয়মাদিশৎ।

গুহুস্ত বাহং প্রসভং ন মোচ্যোহিবো-

হক্ষিগোচরঃ

অনেন সুমহালাভো ভবিষ্যতি তু মে মতম্।
যদ্রামচরণো প্রেক্ষ্যে ব্রহ্মশক্রাদি দুর্ভে ॥ ১৮৮ ॥
স এব ধন্তঃ স্বজনঃ পুত্রো বা বান্ধবোহথবা।

তবদীর্ঘ নগরীনি কটে উপস্থিত হইয়াছে; মহারাজ! এক্ষণে আপনি সেই সূমনোহর অশ্ববরকে গ্রহণ করুন। ১৮৫—১৮৬। নৃপতি নিজ কিল্করগণের এবং বিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মেঘগন্তীর বনে বীরগণকে কহিলেন,—আমরাই ধন্ত, কারণ আমরা সেবকগণের সহিত স্ত্রীরামকে দর্শন করিব। নিশ্চয়ই আমি স্ত্রীরামচন্দ্রের বীরবৃন্দ-পরিবৃত্ত যজ্ঞাশ্বকে গ্রহণ করিব। আমি বহুকাল হইতে তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি, এই তজ্জের প্রতি অল্পগ্রহ প্রকাশার্থ যখন তিনি স্বয়ং এ স্থানে আগমন করিবেন, তখনই তদীয় যজ্ঞাশ্ব পরিভ্যাগ করিব। মহীপাল সুরথ, এইরূপ কহিয়া স্বয়ং সেবকগণকে এই আদেশ করিলেন যে, তোমরা এখনই সেই অশ্ব ধারণ কর। সে যখন দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তখন কোন প্রকারেই ছাড়িও না। আমার বিবেচনায় ইহাতে আমার পরম লাভ হইবে, কারণ ইহা দ্বারা আমি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদির দুর্ভে স্ত্রীরামের চরণযুগল নিরীক্ষণ করিতে পাইব। যাহার জন্ত আমার রাম-দর্শন হইবে, মদীয় সেই স্বজন, পুত্র, বাহুব,

পশুনা বাহনং বাপি রামান্তির্ধেন সন্তবেৎ।

তন্মদগুহীত্রা ক্রমশ্চ স্বর্ণপত্রশোভিতম্।

বধুস্ত বাজিশালায়াং কামবেগং মনোরমম্।

ইত্যুক্তান্তে ততো গতা বাহং রামস্ত

শোভিনম্।

গুহীত্রা তরসা রাজে দদৌ সর্ষকভাঙ্গিনম্।

রাজা প্রাপ্য মহানশ্বং রামস্ত দহুজাঙ্গিনঃ।

সেবকান প্রাহ বলিনো ধর্ম্মকৃত্যবিচক্ষণঃ ॥ ১৯২ ॥

বাৎস্ফায়ন মহাবুদ্ধে শুবুঁষকাগ্রমানসঃ।

ন তস্ত বিষয়ে কশ্চিৎ পরদায়রতো নরঃ ॥ ১৯৩ ॥

ন পরদ্রব্যনিরতো ন কামেষু চ লম্পটঃ।

ন জিহ্বাভিরনুসারগঃ কৌন্তয়েজামকীর্তনাৎ।

যঃ সেবকান নূপো ব্যক্তি যুয়ং সেবার্থমাগতাঃ

কথয়ন্ত ভবচ্ছেষ্টাঃ ধর্ম্মকর্ম্মবিশারদাঃ ॥ ১৯৫ ॥

পশু বা বাহনই ধন্ত। অতএব তোমরা অবিলম্বে স্বর্ণপত্র-শোভিত বাহুগাণী সেই মনোহর যজ্ঞাশ্বকে গ্রহণ করিয় অশ্বশালায় বন্ধন করিয়া রাখ। বীরগণ এইরূপ কথিত হইয়া তরায় গমনপূর্বক স্ত্রীরামের সেই সর্ষক-সুন্দর স্বর্ণপত্রশোভিত অশ্ব ধারণ করিয়া রাজসমীপে আনয়ন করিল। ১৮৪—১৯১। তখন ধর্ম্মকৃত্য-বিচক্ষণ মহাত্মা সুরথরাজ, অসুরনিহ্বান স্ত্রীরামচন্দ্রের সেই যজ্ঞাশ্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাবলশালী সেবকগণকে রক্ষার্থ আজ্ঞা পুঁকরিলেন। হে মহাবুদ্ধে বাৎস্ফায়ন! এক্ষণে সেই রাজার চরিত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি, একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ কর। তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোন মানবই পরদ্রব্যে বা পরদ্রব্যে আসক্ত কিংবা কামভোগে লম্পট ছিল না এবং কেহই স্ত্রীরামের নাম কীর্তন ব্যতীত জিহ্বাঘারা কুকথা উচ্চারণ করিত না। সেই নৃপবর, সেবকগণকে বলিতেন, তোমরা যে আমার সেবার জন্ত আসিয়াছ, এক্ষণে নিজ নিজ ব্যবহারের বিষয় বল দেখি, তোমারা ত সকলে ধর্ম্ম-কর্ম্মে সুনিপুণ? সকলেই ত

একপত্নী-ব্রতধর্য ন পরজ্বালোলূপাঃ ।
 পরপাবাদনিরতান চ বেদোৎপথং গতাঃ ।
 শ্রীরামশ্রবণাদিনী কুর্বন্তি প্রত্যহং ভটাঃ ।
 তানহং মম সেবার্থং রক্ষ্যাম্যস্তিকশোভনান্ ।
 এতদ্বিকল্পধর্ম্যাণো যে নরাঃ পাপসংযুতাঃ ।
 তানহং বিষয়ে মহং বাসয়ামি ন দুর্শ্বতীন্ ॥ ১৯ ८
 তস্ত্র দেশে ন পাপিষ্ঠাঃ পাপং কুর্বন্তি মানসে
 হরিধ্যানহতাশেষ-পাতকা মোদসংযুতাঃ ॥ ১৯৯
 যদেবমভবদেশে রাজা ধর্ষণে সংযুতঃ ।
 তদা তৎস্বা নরাঃ সর্কে যুতা গচ্ছন্তি নিকৃতিম্
 যমানুচরনির্কেশো নাভবৎ সৌরথে পুরে ।
 তদা যমো মূনে রূপং ধৃতা প্রাগায়হৌশ্বরম্ ॥
 বঙ্কলাস্বরধারী চ জটাশোভিতশীর্ষকঃ ।
 সুরথঞ্চ সদোমধ্যে দদর্শ হরিসেবকম্ ॥ ২০২

তুলসী মস্তকে যস্তা বাঁচ নাম চরৈঃ পরম্ ।
 ধর্ম্মকর্ম্মসংহতাং বার্ত্তাং শ্রাবয়ন্তং নিজান্ ভটান্ ॥
 তদা মুনিং নৃপো দৃষ্ট্বা তপোমূর্ত্তিমবি স্থিতম্ ।
 ববন্দে চরণৌ তস্ত্র পাদ্যাদিকমধাকরোৎ ॥ ২০৪
 সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তঃ মুনিং প্রাহ নৃপাগ্রনীঃ ।
 ধন্ত্রমদ্য জহুর্গৃহং ধন্ত্রমদ্য গৃহং মম ॥ ২০৫
 কথাঃ কথয়তানুহঃ রামস্ত্র বিবিধা বরাঃ ।
 যাঃ শৃণ্বতাং পাপহানির্ভবিষ্যতি পদে পদে ।
 ইত্থমুক্তং সমাকর্ণ্য জহাস স মুনিভৃশম্ ।
 দন্ত্রান প্রদর্শয়ন সর্কাংস্ত্রালক্ষালিতপাণিকঃ ।
 হসন্তং তং মুনিং প্রাহ হসনে কারণং কিমু ।
 কথয়ন্ত্র প্রসাদেন যথা স্ত্রান্ননসঃ স্ত্রমম্ ॥ ২০৮
 ততো মুনির্নৃপং প্রাহ শৃণু রাজন ধিয়া যুতঃ ।
 যদহং তেহভিধাস্ত্রামি স্ত্রিতে ক রণমুক্তমম্ ॥

একপত্নী-ব্রতধর্য ? তোমরা ত কখন পর-
 জ্ববো লোলূপ, পরনিন্দায় নিরত এবং
 বেদবিক্রান্তাচারী নও ? ফলে যাহারা প্রত্যহ
 শ্রীরামচন্দ্রের শ্রবণাদি করিয়া থাকে, আমার
 সন্নিকটে থাকিবার উপযুক্ত সেই সকল
 ব্যক্তিকেই আমি সেবার্থ নিকটে রাখিব,
 আর যাহারা ইহার বিরুদ্ধাচারী পাপিষ্ঠ,
 সেই সকল দুর্শ্বতিদিগকে আমার রাজ্যমধ্যে
 বসতি করিতে দিব না। বঙ্কতঃ ঠাঁহার
 রাজ্যমধ্যে পাপিষ্ঠ ছিল না, এমন কি,
 তদীয় অধীনস্থ লোকসকল মনে মনেও
 কোনরূপ পাপাচরণ করিত না, সকলেই
 সর্বাঙ্গ সানন্দহৃদয়ে হরিধ্যান করত নিষ্পাপ
 হইয়াছিল। রাজা সুরথ যদবধি এষ্টরূপ
 ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন, তৎকাল হইতে তদে-
 বাসী সমুদয় মানবগণই মুক্ত হইয়া নির্ধান
 লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক
 কি, সুরথরাজের পুরমধ্যে যমকঙ্করসকল
 প্রবেশ করিতেই পারিত না। ঐ সময়ে
 একদা যমরাজ মুনিরূপ ধারণ করিয়া মহী-
 পতির নিকট উপস্থিত হন। ঠাঁহার মস্তক
 জটাভায়ে সুশোভিত এবং বঙ্কলাস্বর পরি-
 ধান ছিল। তিনি উপস্থিত হইয়া হরিসেবক

সুরথরাজকে সভাস্থলে সমাসীন দেখিলেন।
 আরও দেখিলেন, তিনি নিজ সেকবৃন্দকে
 ধর্ম্মকর্ম্মসংহকে নানা বিষয় শ্রবণ করাইতে-
 ছেন। তাঁহার মস্তকে তুলসীপত্র রহিয়াছে
 এবং কথায় কথায় হরিনাম উচ্চারিত হই-
 তেছে। তৎকালে নৃপবর, সাক্ষাৎ তপো-
 মূর্ত্তিস্বরূপ সম্মুখে উপস্থিত সেই মুনিবরকে
 দেখিয়া চরণবয় বন্দনাপূর্ব্বক পাদ্যার্থ্যাদি
 প্রদান করিলেন। ১৯২—২০৪। অনন্তর নৃপবর
 মুনিবরকে সুখোপবিষ্ট ও বিশ্রান্ত দেখিয়া
 কহিলেন,—অদ্য আমার জন্মও ধন্ত্র হইল
 এবং আমার গৃহও অদ্য ধন্ত্র হইল।
 এক্ষণে যাহা শ্রবণ করিলে, অত্রত্য জনগণের
 প্রতিপদেই পাপক্ষয় হইবে, সেই উৎকৃষ্টতম
 বিবিধ কামরূপী হরির কৌর্ত্তিকথা আমায়
 বলুন। রাজার ঈদৃশ বাক্যশ্রবণে সেই
 মুনিবর, স্কলকে দন্ত্রপংক্তি প্রদর্শন করাইয়া
 তালবৃক্ষের ন্যায় সুদীর্ঘ বাহুযুগল প্রসারণ
 করত উচ্চঃস্বরে হাস্ত করিয়া উঠিলেন।
 তখন সুরথরাজা, সেই মুনিবরকে তাদৃশ
 হাস্ত করিতে দেখিয়া কহিলেন,—মুনে!
 যাহাতে আমার মনের সুখ লাভ হয়, তজ্জন্ত
 রূপা করিয়া বলুন, হাস্তের কারণ কি ?

বয়া শ্রোতঃ হয়েঃ কীর্তিঃ কথয়ষ নমাগ্রহঃ ।
 কো হরিঃ কন্ত কা কীর্তিঃ সর্বে কৰ্মবশা নরাঃ
 কৰ্মণা প্রাপ্যতে স্বৰ্গঃ কৰ্মণা নরকং ভজেৎ ।
 কৰ্মণেহ ভবেৎ সৰ্বং পুত্রপৌত্রাদিকং বহঃ ॥১১১
 শক্রঃ শতং ক্রতুনাং তু কৃষাগাং পরমং পদম্
 ব্রহ্মাণি কৰ্মণা লোকং প্রাপ সত্যাধ্যমঙ্কৃতম্ ।
 অনেকে কৰ্মণা সিং মরুদাদয় ঈশিনঃ ।
 কুৰ্বন্তি ভোগসৌখ্যঞ্চ অপ্সরোগণসেবিতাঃ ।
 তন্নাং কুরুষ যজ্ঞাদীন যজুষ কিল দেবতাঃ ।
 যথা তে বিমলা কীর্তির্ভবিষ্যতি মহীতলে ॥২১৪
 ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং কোপস্থভিতমানসঃ ।
 উবাচ রাটমকমনা বিপ্রং কৰ্ম্মবিশারদম্ ॥২১৫
 মা ক্রহি কৰ্ম্মণো বার্ভাঃ কথিয়ঙ্কলদায়িনীম্ ।
 গচ্ছ মরুগরপ্রাস্তাভিহেলোকবিগহিতঃ ॥ ২১৬

ইন্দ্রঃ পতিষ্যতি কিপ্রং পতিষ্যত্যপি পরজঃ ।
 ন পতিষ্যন্তি মনুজা রামস্ত নিজসেবকাঃ ॥২১৭
 পশু ধবং চ প্রহ্লাদঃ বিভীষণমধাকৃতম্ ।
 যে চান্তে রামভক্তা বৈ কদাপি ন পতন্তি তে
 যে রামানন্দকা মুষ্টান্তানিমে যমকিঙ্করাঃ ।
 তাডযিষ্যন্তি লোকস্ত মুগরৈঃ পাশবন্ধনৈঃ ॥
 ব্রাহ্মণস্বাদেহতপঃ ন কুৰ্ব্যাং তে দ্বিজাধম ।
 গচ্ছ গচ্ছ মদালোকান্তাভিষ্যামি চান্তথা ॥২২০
 ইন্দ্ৰমুক্তবতি শ্রেষ্ঠে ভূপে সুরধসংক্রিতে ।
 সেবকা বাতনা ধূম্বা নিকাসযিতুমুদাতাঃ ॥ ২২১
 তদা যমো নিজং রূপং ধূম্বা লৌকিকবন্দিতম্
 প্রাচ ভূপং প্রতুষ্ঠৌহস্মি যাচষ হরিসেবক ।
 ময়া প্রলোভিতো বাগ্গীভক্শ্বীভিরপি সুরত
 চসিতৌহসি ন রামস্ত সেবায়াঃ সাধুসেবকঃ ।

অনন্তর মুনি, নৃপতিকে কহিলেন,— রাজন!
 আমি তোমায় যে হাশ্বের উত্তম কারণ
 বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি
 বলিলে, ‘আমার নিকট হরিকীর্তি বলুন,’
 কিন্তু হরি কে? কাহারই বা কীর্তি? সমস্ত
 মানবগণই কৰ্ম্মের বশ। জীবগণ স্বীয়
 কৰ্ম্মাঙ্কুসারেই স্বর্গপ্রাপ্ত হয় এবং কৰ্ম্ম-
 ফলেই নরকে গমন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ
 এই সংসারে কৰ্ম্মাঙ্কুসারেই পুত্রপৌত্রাদি সমুদয়
 সংঘটিত হয়। ইন্দ্র, শত অশমেধ যজ্ঞ করি-
 যাই পরম স্বর্গাধিপত্যপদ এবং ব্রহ্মাও কৰ্ম্ম-
 ফলে অদ্ভুত সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।
 এইরূপ অনেকেই কৰ্ম্মাঙ্কুসারে সিদ্ধি লাভ
 করিয়াছেন এবং মরুদাদি দেবগণও নিজ
 নিজ কৰ্ম্মে অপ্সরাদিগের সহিত ভোগ-সুখ
 উপভোগ করিতেছেন। অতএব এই
 মহীতলে যাহাতে তোমার সুবিমল কীর্তি
 হয়, তৎসমস্ত ষাগযজ্ঞাদি কর, দেবগণের
 আরাধনা কর। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত
 আগ্রহচিত্তে নৃপবর মুনির এবংবিধ বাক্য
 শ্রবণে কোপবশতঃ ক্ষুব্ধদয় হইয়া সেই
 কৰ্ম্মবিশারদ বিপ্রকে কহিলেন, মুনে! নশর-
 কল্পদ কৰ্ম্মের কথা বলিবেন না, আপনি

লোকবিগহিত, একান্ত মদীয় নগরপ্রান্ত
 হইতে বহির্ভূত হউন। ইন্দ্রও ত অবি-
 লম্বে পতিত হইবেন এবং কমল-
 যোনি ব্রহ্মাও সময়ে পতিত হইবেন; কিন্তু
 ঈশ্বরসেবক মানবগণ কদাচ পতিত হইবে
 না জানিবেন। ইহার প্রমাণ ধ্রুব, প্রহ্লাদ
 ও অদ্ভুত-চরিত্র বিভীষণকে দেখুন। এইরূপ
 ঈশ্বরের অস্বাভ্য যে সংলভ্য তত্ত্ব আছে,
 তাহার কদাচ পতিত হয় না। যে সকল
 পাশাঙ্কুরা ঈশ্বরের নিম্নুক, তাহাদিগকেই
 যমকিঙ্করগণ লৌহময় দণ্ডদ্বারা এবং পাশ-
 বন্ধনাদি দ্বারা প্রসিদ্ধিত করিয়া থাকে। হে
 দ্বিজাধম! তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমার দেহ-
 দণ্ড করা কর্তব্য নয়, এক্ষণে আমার দৃষ্টিপথ
 হইতে গমন কর, অস্বাভ্য তোমাকে শান্তি
 দিব ॥২০৫ ২২০। নৃপবর সুরধ এইরূপ বলিবা-
 মাত্র তদীয় ভৃত্যগণ সেই ব্রাহ্মণের হস্তধারণ
 করিয়া অপসারিত করিতে উদ্যত হইল।
 তখন যমরাজ সৰ্বলোকপুঞ্জিত নিজরূপ
 ধারণ করিয়া ভূপতিকে কহিলেন, হরিসেবক!
 তোমার প্রতি সাতিশয় ভূষ্ট হইয়াছি, বর
 প্রার্থনা কর। হে সুরত! আমাকর্তৃক বহু-
 বিধবাক্যে প্রলোভিত হইয়াও যখন ঈশ্বর-

তদা শ্রোবাচ তুমীশো যমঃ নৃষ্টা স্মৃতোষিতম্
 উবাচ যদি তুষ্টোহসি দেহি মে বরমুত্তমম্ ।
 ভাবনাম ন বৈ মৃত্যুর্ধীবক্রামসমাগমঃ ।
 ন ভয়ঃ মে ভবতো হি কদাচন তি ধর্ম্মত্রাট্ ।
 ভদোবাচ যমো ভূপমিদং তব ভবিষ্যতি ।
 সর্ব্বঃ অদীপ্নিতঃ তথ্যং করিষ্যতি রঘোঃ

পতিঃ ১২৩৬

ইত্যাফাঙ্কহিতো ধর্ম্মো জগাম স্বপুরুঃ প্রতি ।
 প্রশস্ত তস্ত চরিতং হরিভক্তিপরায়নঃ ১২২৭
 স রাজা ধার্ম্মিকো রাম-সেবকঃ পরয়া মুদা ।
 গৃহীত্বাশং প্রত্যাচ সেবকান হরিসেবকান ।
 ময়া গৃহীতো বাহোহসৌ রাঘবস্ত মহীপতেঃ ।
 সজ্জীভবন্ত সর্ব্বত্র যুগং রণবিশারদাঃ ২২১৯
 ইতি প্রোক্তাঙ্ক তে সর্ব্বে ভট্টা রাজ্ঞো মহাবলাঃ
 সজ্জীকৃতাঃ কণাদেব সভায়াং জগুরুজ্জবাঃ ।

সেবা হইতে বিচলিত হও নাই, তখন তুমিই
 স্বার্থ রামসেবক । তখন ভূপতি ধর্ম্ম-
 রাজকে পরিভূষ্ট দেখিয়া কহিলেন—যদি
 আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই
 প্রাৰ্থনীয় উৎকৃষ্ট বর প্রদান করুন যে, যাবৎ-
 কাল না জীৱামের সমাগম হয়, তাবৎকাল
 আমার মৃত্যু হইবে না এবং হে ধর্ম্মরাজ !
 কদাচ যেন আমার আপনা হইতে ভয় না
 হয় । তৎক্ষণে যমরাজ ভূপতিকে কহিলেন
 তোমার এই প্রাৰ্থনা সুসিদ্ধ হইবে, রঘুনাথই
 তোমার সমুদয় ঐশ্ব্য বিষয় পূর্ণ করিবেন ।
 ধর্ম্মরাজ, এই কথা বলিয়াই অদৃষ্ট হইলেন,
 এবং মনে মনে পরম হরিভক্ত সুরথরাজের
 চরিত্রের প্রশংসা করিয়া স্বপুরোদ্দেশে গমন
 করিলেন । এদিকে সেই জীৱামভক্ত ধার্ম্মিক
 সুরথরাজ, পরম আনন্দের সহিত অশ্বকে
 গ্রহণ করিয়া হরিভক্ত সেবকগণকে কহিলেন,
 —আমি ত মহীপতি জীৱামচন্দ্রের এই অশ্ব
 গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তোমরা সকলে যুদ্ধার্থ
 সজ্জীভূত হও, কারণ তোমরা সর্ব্বত্রই সমর-
 কাধ্যে স্নদক ১২২১-২২২ মহাবল-পরাক্রান্ত
 সেই সৰ্ব্ব রাজবীরগণ এইরূপ কথিত হইবা-

রাজ্ঞো বীরা দশ সূতাশ্চম্পকো মোহকস্তথা ।
 রিপুঞ্জয়ঃ দুর্ধীরঃ প্রতাপী বলমোদকঃ ২৩১
 হর্ষাক্ষঃ সহদেবশ্চ তুরিদেবোহসুতাপনঃ ।
 ইতি রাজ্ঞো দশ সূতাঃ সজ্জীভূতা রণাঙ্গনে ।
 যাতুমিচ্ছামকুর্ষংস্তে মহোৎসাহসমর্ষিতাঃ ২৩২
 রাজাপি স্বরথং চিত্রং হেমশোভাবিনির্ম্মিতম্ ।
 আহ্নয়ামাস সূজবৈর্ধীজিভিঃ সমলকৃতম্ ২৩৩
 রণোৎসাহেন সংযুক্তঃ সর্ব্বসৈন্তগরীবৃতঃ ।
 সভায়াং সেবকান সর্ধান দিশরাজ্ঞে মহীপতিঃ
 ইতি জীপাদ্যে পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধে
 অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ২৮ ।

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

অথ রামায়াজ্ঞো বেগাৎ সমাগত্য শ্বসেবকান
 পপ্রচ্ছ কৃত্ব বাহোহসৌ যাজ্ঞিকঃ স্মনোমহরঃ
 মাত্র তৎক্ষণাৎ সজ্জীভূত হইয়া মহাবেগে
 সভায় উপস্থিত হইল । চম্পক,মোহক, রিপু-
 ঙ্গয়, দুর্ধীর, প্রতাপী, বলমোদক, হর্ষাক্ষ, সহ-
 দেব, তুরিদেব ও সুতাপন নামে সুরথরাজের
 যে দশ পুত্র ছিল, সেই বীর রাজকুমারগণও
 সজ্জীভূত হইয়া মহোৎসাহসহকারে রণাঙ্গনে
 যাইতে ইচ্ছা করিল । এদিকে রাজাও
 মহাবেগাশালী অশ্বচতুষ্টিয়ে সুসজ্জিত সুরথ-
 ভূষিত স্বীয় বিাট্রে রথ আনয়নার্থ আদেশ
 করিলেন । তৎকালে সেই মহীপতি, সমু-
 দয় সৈন্তগণে পরিবৃত্ত ও রণোৎসাহপূর্ণ
 হইয়া অখিল সেবকগণকে সংগ্রামার্থ আদেশ
 করত সভাস্থলে অবস্থতি করিতে লাগি-
 লেন । ২৩০.—২৩৪ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—অতঃপর এদিকে
 শক্র মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় সেবক-

ভদ্রা তে বচনং প্রোচুঃ শক্রয়ঃ সুমহাবলম্ ।
 ন জ্ঞানীমো ভটা কেচিৎকয়ং নৌহা গতাঃ পুরে
 বয়ক্ ঠিক্কৃত্যঃ সর্বে বলিভা রাজসেবকৈঃ ।
 অত্র প্রমাণঃ ভগবানিতিকর্তৃব্যতাং প্রতি ১৩
 তচ্ছূদ্বা বচনং ত্বেষাং শক্রয়ঃ কোপিতো ভূশম্
 দশনরোবাৎশদশনান জিহ্বয়া লেলিহন মুহুঃ ১৪
 উবাচ বীরো মহাহং হুয়া কুত্র গমিষ্যতি ।
 ইদানীং পাতয়ে বাণৈঃ পুরং জনসংখিতম্ ১৫
 ইত্যা ক্কা সুমতিং প্রাহ কশ্চদং পুটেভেদনম্ ।
 কো বর্ততেহস্তাধিপতিধৌ মে বাহমজৌহরং ১৬
 শেষ উবাচ ।
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য ভূপতেঃ কোপসংযুতম্ ।
 জগাদ মম্বী স্মগিরা ফুটীকরসমধিতম্ ১৭
 বিদ্বীদং কুণ্ডলং নাম নগরং সূমনোহরম্ ।
 অশ্বিন্ বসতি ধর্ম্মীষ্মা সুরথঃ কত্রিয়ে বলৌচ
 নিত্যং ধর্ম্মপত্তৌ রাম-চরণহৃদ্যসেবকঃ ।

মনসা কর্ণগা বাণ হনুমানিব সেবকঃ ১২
 চরিত্রান্ত্রস্ত শতশো বর্তন্তে ধর্ম্মকারিণঃ ।
 মহাবলপরীবায়ঃ সুরথঃ সর্বেশোভনঃ ১৩
 মহদযুধং ভবেত্তত্র হৃতশেষমাহসন্তমঃ ।
 অনেকে প্রথা হয্যাহি বীরা রণবিশারদাঃ ১৪
 এবমুক্তং সমাক্রম্য শক্রয়ঃ সচিবং প্রতি ।
 উবাচ পুনরপোষং বচনং বদতাং বরঃ ১৫
 শক্রয় উবাচ ।
 কথমত্র প্রকর্তব্যং রামাশোহনেন চেচ্ছতঃ ।
 নাযাতি যোকুঃ প্রবলং কটকং বীরসেবিতম্ ১৬
 সূমতিরূবাচ ।
 দূতঃ প্রেষ্যো মহারাজ রাজানং প্রতি বাগ্নিকঃ
 যদ্ব্যক্যেণ সমায়াতি বলেন বলিনাং বরঃ ১৭
 ন চেদজ্ঞানতো বাহো ধৃতঃ কেনাপি মানিনা ।
 অর্পযিষ্যতি নঃ সাধুমণং ক্রতুবরং শুভম্ ১৮

গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই সূমনোহর যজ্ঞার্থ কোথায়? তখন সেবকগণ মহাবল শক্রয়কে কহিল,—আমরা সবিশেষ জানি না, কতিপয় বীর আসিয়া অশ্বগ্রহণপূর্বক নগরমধ্যে গমন করিয়াছে। সেই মহাবল-শালী রাজকিন্ধরগণকর্তৃক আমরা সকলেই ঠিক্কৃত হইয়াছি, এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্তব্য হয়, আপনিই অবধারণ করুন। শক্রয় তাহাদিগের উদ্ব্যক্য শ্রবণে সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া কোপভরে বায়বায় দস্তে দস্ত ঘর্ষণ এবং জিহ্বাঘারা গুঠাবলেহন করত কহিলেন,—কোন বীর মদৌষ অর্থাৎ হরণ করিয়া কোথায় যাইবে! এখনই শরজালে জনপূর্ণ এই নগর ধ্বংস করিব। তিনি, এইরূপ বলিয়া সূমতিকে কহিলেন,—এই নগর কাহার? এবং যে আমার অর্থাৎ হরণ করিয়াছে কে সে, ইহার অধিপতি? মম্বী সূমতি, ভূপতির এবংবিধ কোপপূর্ণ বাক্যশ্রবণে সূম্পষ্ট বচনে বলিলেন,—এই সূমনোহর নগর কুণ্ডল নামে বিখ্যাত জানিবেন, মহাবলশালী কত্রিয় ধর্ম্মীষ্মা

সুরথরাজ এই স্থানে বাস করেন। সেই ধার্ম্মিকবর ঐরামের চরণযুগলের সেবক, তিনি কাযমনোবাক্যে হনুমানের স্তায় নিত্য স্তোত্র সেবা করিয়া থাকেন। এই ধার্ম্মিকবরের শতশত পুণ্যকৌন্তি শুনা আছে, এই সুরথরাজ সর্ষপ্রকারেই শোভমান, এবং বিপুল সৈন্য ও পরিবার-সমধিত। ১—১০। যদি তিনি অশ্ববর হরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখানে ঘোর যুদ্ধ হইবার সম্ভব এবং সেই যুদ্ধে অনেকানেক রণবিশারদ বীরগণই জয়লাভার্থ যত্ববান হইবে। বাগ্নিপ্রবর শক্রয় সূমতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সচিববরকে পুনর্বার কহিলেন,—যদি তিনিই রামাশ হরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কি কর্তব্য? তিনি ত মদৌষ বীরগণসেবিত এই মহাসৈন্যকটকমধ্যে আপিতেছেন না। তৎশ্রবণে সূমতি কহিলেন,—মহারাজ! সেই মহাবলশালী সুরথ-রাজ যাহার বাক্যে সটস্বে আগমন করেন, তাদৃশ কোন বাগ্নিপ্রবর দূতকে সেই রাজার নিকট প্রেরণ করুন। আর যদি এরূপ না হয়, কোন মানী ব্যক্তি যদি অজ্ঞানবশতঃ

ইতি শব্দা তু ভবাক্যং শব্দয়ো বলিনাং বলী
অঙ্গনং প্রত্যবাচেনং বচনং বিনয়ামিতম্ ॥১৬
শব্দয় উবাচ ।

যাহি ত্বং নিকটস্থে বৈ সুরথস্ত মহাপুরে ।
হৃতবেন তন্তো গম্বা প্রব্রুহি নৃপতিং প্রতি ॥১৭
শব্দা ধৃতো রামবাহো জ্ঞানতোহজ্ঞানতোহপি বা
অর্ণয়তু ন বায়াকু প্রধনং বীরসংযুতম্ ॥ ১৮
রামস্ত দৌত্যং লঙ্কায়ঃ স্বাৰণং প্রতি যৎকৃতম্
তর্ধৈব কৃৎ কৃষিষ্ঠ-বলসংযুত বুদ্ধিমান্ ॥ ১৯
শেষ উবাচ ।

এতচ্ছব্দানন্দো বীর গমিতি প্রোচ্য কৃষিপম্ ।
জগাম সংসদো মধ্যে বীরশ্রেণিসমমিতম্ ॥২০
দর্শয় সুরথং স্মুগং তুলসীমঞ্জরীধরম্ ।
রামতজ্ঞং রসনয়া ক্রবস্তং সেবকামিজান্ ॥২১
রাজাপি দৃষ্টী প্রবগং মনোহরবপুধুরম্ ।
শব্দয়দূতঃ মত্ৰাপি বালিজং প্রত্যভাষত ॥২২

অথ ধারণ-করিয়া থাকে, তাহা হইলে
অবশ্যই তিনি আমাদিগকে মনোহর শুভ
যজ্ঞাৰ্ণ সমর্পণ করিবেন। বলিপ্রবর শব্দয়
সুমতির ভবাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত
অঙ্গনকে এই কথা বলিলেন,—তুমি নিকটস্থ
সুরথরাজের মহানগরীতে যাত্রা কর, এবং
তথায় বাইয়া সেই নৃপতিকে বলিবে, আপনি
যে জ্ঞানত বা অজ্ঞানতঃ স্ত্রীরামের অথ
গ্ৰেহণ করিয়াছেন, তাহা হয় প্রত্যর্পণ করুন,
না হয় বীরগণের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ
হউন। ১১—১৮। হে অসীমবলশালিন্ !
তুমি লঙ্কায় স্বাৰণের নিকট যেমন স্ত্রীরামের
দৌত্য করিয়াছিলে, এক্ষণে সেইরূপ কর,
কারণ তুমি সমর্থিক বুদ্ধিমান। বীরবর
অঙ্গন এই কথা শুনিয়া ভূপতি শব্দয়কে
'তথাত' বলিয়া সুরথরাজের সভামধ্যে গমন
করিলেন এবং দেখিলেন, ভূপতি সুরথ,
মস্তকে তুলসীপত্র ধারণ করিয়াছেন ও নিজ
সেবকগণকে রসনায় রামনাম বলাইতেছেন।
এদিকে সুরথরাজও মনোহর-শরীরধারী
অঙ্গনকে দেখিয়া শব্দয়ের দূত বুদ্ধিগাণ্ড

সুরথ উবাচ ।

প্রবক্ষ্যামি প কস্যামাগতোহত্র কথং ভবান্ ।
ক্রহি মে কারণং সর্বং যথা জ্ঞাত্বা করোমি তৎ
শেষ উবাচ ।

ইতি সত্যবমাণং তং প্রত্যবাচ কপীশ্বরঃ ।
বিস্ময়ংশ্চেষতসি ভূশং রামসেবাকরং নৃপম্ ॥২৪
জানৌহি মাং নৃপশ্চেষ্ট বালিপুত্রং হরীশ্বরম্ ।
শব্দয়েন চ দূতত্বে .প্রেষিতো ভবতোহস্তিকে
সেবকৈঃ কৈশ্চিদাগত্য ধৃতোহস্থো মমসাম্প্রভম্
অজ্ঞানতো মহাস্তায়ং কুর্বন্তিঃ সহসা নৃপ ॥২৬
ভমশং সহ রাজ্যেয়ং সহ পূজৈনুর্দাষিতঃ ।
শব্দয়ঃ যাহি চরণে পতিত্বাণ্ড শ্ৰদেহি চ ॥ ২৭
নো চেচ্ছব্দয়নিপুঞ্জ-নারাটোঃ কৃতবিগ্ৰহঃ ।
পৃথীতলমলকুর্বন শযিষ্যাসি বিশীর্ষকঃ ॥ ২৮
যেম লক্ষাপতির্নাশং প্রাপিতো লীলয়া কণাৎ ।

সেই বালি-নন্দনকে কহিলেন,—ওহে প্রব-
গাধিপ ! তুমি কে ? কি জন্ম এখানে আসি-
য়াছ ? আমাকে আগমনের কারণ বল, আমি
সমুদয় বিষয় যথার্থরূপে জানিয়া তত্পরযুক্ত
বার্ধা করিব। কপীশ্বর অঙ্গন, সুরথরাজকে
এইরূপ বলিতে শুনিয়া মনে মনে সাতিশয়
বিস্ময় বোধ করত সেই রামসেবাপরায়ণ
নৃপতিকে কহিলেন,—নৃপবর ! আমাকে
বালিনন্দন কপিরাজ জানিবেন, শব্দয়
আমাকে আপনার নিকট দৌত্যকার্যে
প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—
নৃপবর ! এইমাত্র ভবদীয় কতিপয় সেবক
আসিয়া অজ্ঞানবশতঃ অতিঅস্ত্রাঘাচরণ করত
সহসা আমার অধধারণ করিয়াছে। এক্ষণে
আপনি দ্বারার পুত্রগণের সহিত সানন্দ-
চিত্তে শব্দয়ের নিকট গমন করুন এবং
তদীয় চরণে পতিত হইয়া রাজ্যের সহিত
সেই অথ প্রদান করুন। নচেৎ শব্দয়-
নিকিণ্ড নারাটনিঃয়ে কৃতবিকৃতশরীর ও
ছিন্নমস্তক হইয়া পৃথিবীতল অলকৃত করত
শয়ন করিবেন। যিনি অবলৌকিকের কণ-
কালমধ্যেই লক্ষাপতি স্বাৰণকে বিনাশ

তস্তাৎ যোগযোগান্ত হুত্বা কৃত্ব গমিষ্যসি ।২৯ শেষ উবাচ ।

ইত্যাদি ভায়মাণং তং প্রত্যুবাচ মহীশ্বরঃ ।
 সৰ্বং তথ্যত্রবীষি স্বং নানুতং তব ভাষিতম্ ।
 পরং শৃণু মম্বাক্যং শক্রশ্রপদসেবক ।
 ময়া ধৃতো মহানশো রামভদ্রস্ত ধীমতঃ । ৩১
 ন মোক্ষ্যে সৰ্বথা বাহং শক্রশ্রাদিভয়াদহম্ ।
 চেভ্রামঃ স্বয়মাগত্য দর্শনং দাস্ততে মম । ৩২
 তদাহঃ চরণে নম্বা দাস্তামি স্তুতসংযুতঃ ।
 সৰ্বং রাজ্যং কুটুম্বক ধনং ধাস্ত্যং বলং বহু ।
 ক্ষত্রিয়ধাময়ং ধর্ম্মং খামিনাপি বিক্ৰযতে ।
 ধর্ম্মেণ যুদ্ধং তত্রাপি স্বামদর্শনমিচ্ছতা ॥ ৩৪
 শক্রশ্রাদি প্রবীরাস্তানবহ্নাঃ ক্ষণাদপি ।
 জিহ্বা বহ্নাষি মগ্নোহে নো চেভ্রামঃ সমারজেৎ
 শেষ উবাচ ।

ইতি শক্রশ্রাদো ধীমান জহাস নৃপতিং তদা ।

করিয়াছেন, তদীয় যোগযোগ্য অশ্ব চরণ
 করিয়া কোথায় যাইবেন? অল্পদ ইত্যাদি
 কহিতে লাগিলে মহীশক্তি সুরথ তাহাকে
 কহিলেন,—তুমি সমুদয়ই যথার্থ বলিতেছ,
 তোমার একটি কথাও মিথ্যা নহে। কিন্তু,
 হে শক্রশ্রপদসেবক! আমারও কথা শুন,
 আমি যে, ধীমান রামভদ্রের মহা অশ্ব
 ধারণ করিয়াছি, তাহা শক্রশ্রাদির ভয়ে
 পরিত্যাগ করিব না; যদি স্বয়ং রামচন্দ্র
 আসিয়া আমার দর্শন দেন, তাহা হইলে
 আমি তাঁহার চরণযুগলে প্রণতিপূর্ব্বক পুর-
 গণের সহিত সমুদয় রাজ্য, কুটুম্ব, এবং বহু
 সংখ্যক সৈন্য ও ধনধাস্তাদিও প্রদান
 করিব। ১৯—৩০। ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মই
 এই যে, স্বামীর সহিতও বিরোধ করিতে
 পারে, আর এস্থলে ত আমি জীৱামের
 দর্শনাভিলাষী হইয়াই ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ
 করিব। জীৱাম যদি সমাগত না হন, তাহা
 হইলে নিশ্চয়ই আমি এখনই ক্ষণমধ্যে
 শক্রশ্রাদি বহ্নাষি বীরগণকে পরাজয়পূর্ব্বক
 মর্দীয় গৃহে বন্ধন করিয়া রাখিব। ধীমান

উবাচ চ মহাবাক্যং মহাধৈর্ধ্যসম্বিতম্ । ৩৬
 অল্পদ উবাচ ।

বুদ্ধিহীনঃ প্রবদসি বৃদ্ধবাৎ সা গতা তব ।
 যথং শক্রশ্রনৃপতিং ধিক্শ্রয়োষি ধিয়া বলী ॥ ৩৭
 যো মাঙ্কাত্তরিপুঃ দৈত্যং লবাং লীলয়াবধীৎ
 যেনানেন জিতাঃ সঙ্খ্যে বৈরিণঃ প্রবলোকুরাঃ
 বিদ্যাম্মালী হস্তো যেন রাক্ষসঃ কামগে স্থিতঃ
 তং স্বং বরাণি বীরেন্দ্রং মতিহীনঃ প্রভাসি যে
 দাতৃজো যশা সুবলী পুঙ্কসঃ পরমাজ্জবিৎ ।
 যেন রুদ্রগণঃ সঙ্খ্যে বীরভদ্রঃ স্তোত্রোচিতঃ ॥৪০
 বর্ণয়ামি কিমেতস্ত পরাক্রান্তঃ বলোজ্জিতাম্
 যেন নাশ্তি সমঃ পুথ্যং বলেন যশসা শ্রিয়া ॥
 হনুমানস্ত নিকটে রঘুনাথপদাভাবীঃ ।
 যস্তানেকানি কর্ম্মাণি ভবিষ্যন্তি ক্ষতানি তে ॥

অল্পদ এইকপ কথা শুনিয়া হাস্ত করিয়া
 উঠিলেন এবং নৃপতিকে মহাধীরতাপূর্ণ এই-
 রূপ মহাবাক্য বলিলেন যে, রাজন!
 আপনি মহাবলশালী সত্য, কিন্তু আপনি যে
 স্বীয় বুদ্ধিতে শক্রশ্রকে ভুচ্ছ করিতেছেন,
 ইহাতে বোধ হয় বার্কিক্য হেতু আপনার বুদ্ধি
 বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্মই বুদ্ধিহীনের
 স্তায় এরূপ প্রলাপ বলিতেছেন। যিনি
 অবলীলাক্রমে মাঙ্কাত্তরিপু লবণাসুরকে
 সংহার করিয়াছেন, ষাঁহার হস্তে মহাবল-
 পরাক্রান্ত বহুস বৈরিগুণই সময়ে পরাজিত
 হইয়াছে এবং যিনি কামগবিমানে অবস্থিত
 রাক্ষসরাজ বিদ্যাম্মালীকে নিহত করিয়াছেন,
 আপনি সেই বীরেন্দ্রকেও যে বন্ধন করিতে
 উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতেই আমার বোধ
 হইতেছে, আপনি নিতান্ত নিরোধ। যিনি
 সময়ে রুদ্রানুচর বীরভদ্রকে যুদ্ধ-কৌশল-
 প্রতর্শনে সাতিশয সন্তুষ্ট করিয়াছেন, সেই
 পরমাত্রিৎ মহাবলশালী পুঙ্কল ষাঁহার ভ্রাতৃ-
 পুত্র, অধিক কি, বল, যশ ও ঐশ্বর্য্যে পৃথি-
 বীতে ষাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহার
 বলোকীর্ণিত পরাক্রমের বিষয় আর কি
 বর্ণন করিব? রাজন! ষাঁহার বহুল অঙ্কুত

সত্রিকটা রাক্ষসপুর্নিকা যেন ক্ষণাদ্বলাৎ ।
 অক্ষো যেন হতঃ পুত্রো রাক্ষসেন্দ্রস্ত্য তুর্ঘতে:
 জ্যোষণো নাম গিরির্ষেন পুচ্ছাগ্রেণ সৈদবতঃ ।
 আনীতো জীবনার্থস্ত সৈনিকানাং মুহুর্ষুহঃ ॥৪৪
 জানাতি রামশচারিত্রং নাস্তো জানাতী মুঢ়াী:
 যং কপীন্দ্রং মনাক্ষাস্তান্ন বিস্ময়তি সেবকম্ ॥
 সুগ্রীবাদ্যাঃ কপীন্দ্রাশ্চ পৃথ্বীং সর্বাঃ গ্রসন্তি যে
 তে শক্রয়ঃ নৃপঃ সর্কো সেবন্তে প্রেক্ষণোৎসুকা:
 কুশধ্বজো নীলরত্নো রিপুতাপো মহানুবিৎ ।
 প্রতাপাগ্রাঃ সুবাহুশ্চ বিমলঃ সুমদস্তথা ॥ ৪৭
 রাজা বীরমণিঃ সত্য-যুতো রামশ্চ সেবকঃ ।
 এতেহস্তেহপি নৃপা ভূমে: পত্যয়: পয্যুপাসতে
 তত্র ত্বং বীরজলধৌ মশক: কো ভবানিতি ।

কার্যসকল আপনার ক্ষত আছে ও হইবে,
 যিনি ক্ষণকালমধ্যেই ত্রিকুটপর্বতের সহিত
 রাক্ষসপুরী স্বীয় সামর্থ্যে দক্ষ করিয়াছেন,
 তুমি রাক্ষসেন্দ্র রাবণের পুত্র অক্ষকুমার
 ঠাহার হস্তে নিহত হইয়াছে, যিনি সৈনিক-
 গণের জীবনার্থ দেবগণপূর্ণ দ্রোণনামক
 পর্বতকে বারংবার পুচ্ছাগ্রদ্বারা আনয়ন
 করিয়াছেন, ঐরামচন্দ্র ঠাহার অদ্ভুত বল-
 বিক্রমের বিষয় অবগত আছেন, অস্ত্র মুচ-
 মতি মানব ঠাহার বিষয় অবিদিত, এবং
 রঘুনাথ স্বীয় সেবক যে কপীন্দ্রকে ক্ষণকালের
 জ্ঞাত ও অন্তরে বিস্মৃত হইতে পারেন না,
 ঐরামচন্দ্রের চরণারবিন্দে একাগ্রহৃদয় সেই
 হনুমান ও শক্রয়ের নিকট আছেন ১৩৪—৪২।
 সুগ্রীবাদি যে কপীন্দ্রগণ, ঠাহারা সমুদয়
 পৃথিবীকেই গ্রাস করিতে পারেন, ঠাহারা
 সকলেও রূপাকটাকলাভে উৎসুক হইয়া
 নৃপবর শক্রয়ের সেবা করিতেছেন। এত-
 স্তিম মহানুবিৎ কুশধ্বজ, নীলরত্ন, রিপু
 তাপ, প্রতাপাগ্রা, সুবাহু, বিমল, সুমদ,
 রাজা বীরমণি, ঐরামসেবক সত্যবান এই
 সকল নৃপগণ এবং অস্ত্রাশ্র বহুল ভূপতি-
 গণও শক্রয়ের উপাসনা করিতেছেন। অত-
 এব সেই বীরসাগরে মশকোপম আপনি

তজ্জ্যোত্বা গচ্ছ শক্রয়ঃ রূপালুঃ পুত্রকৈধ্বুতঃ ।
 বাহঃ সমর্প্য গস্তাসি রামং রাজীবলোচনম্ ।
 দৃষ্ট্বা কৃতার্থীকুরুষে স্বান্বানি জহুযা সহ ॥ ৫০
 শেষ উবাচ ।
 রামা প্রেবাচ তং দূতং প্রক্ৰবন্তমনেকথা ।
 এতান্ দর্শয়সি কিপ্রং সর্কো ন মম গোচরঃ ।
 যাদৃশং মঙ্গলং দূত তাদৃশং ন হনুমতঃ ।
 যো রামং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাগাদ্যাগস্ত পালনে ॥
 যদ্যহং মনসা বাচ্য কশ্মণা কৃতকৃষ্ণি তঃ ।
 ভজামি রামং তর্হ্যস্ত দর্শয়িষ্যতি স্মং তনুম্ ॥
 অস্তথা হনুমুখ্য বীরা বপ্রঃ মাং বলাৎ ।
 গুরুস্ত বাহঃ তরসা রামভক্তিসমর্ষিতাঃ ॥ ৫৪
 গচ্ছ ত্বং নৃপশক্রয়ঃ কথয়স্ব মমোদিতম্ ।
 সজ্জাভবন্ত সুভটা এষ যামি রণে বলা ॥ ৫৫

আর কে? এক্ষণে আপনি তদ্বিষয় অবগত
 হইয়া গরবার্থ পুত্রগণের সহিত রূপালু
 শক্রয়ের নিকট গমন করুন। আপনি
 অথ প্রত্যর্পণ করিয়া পরে রাজীবলোচন
 ঐরামের নিকট গমন করিবেন, তাহা
 হইলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া জন্ম ও দেহ
 সকল করিতে পারিবেন। ৪৩—৫০। সেই
 দূত অক্ষদ এইরূপ নানা কথা বলিতে
 থাকিলে রাজা তাহাকে কাহলেন,—তুমি যে
 এই সকল নৃপগণের কথা শুনাইতেছ, ইহারা
 সকলেও আমার গোচর নয়। দূত! আমার
 যেরূপ বল, যিনি ঐরামকে পক্ষাৎ করিয়া
 তদীয় যজ্ঞরক্ষার্থ আসিয়াছেন, সেই হনু-
 মানের তাদৃশ বল নয়। যদি আমি সমুৎ-
 স্কক হইয়া কায়মনোবাক্যে ঐরামকে ভজনা
 করিয়া থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি
 অবিলম্বে আমায় নিজরূপে দর্শন দিবেন।
 অস্তথা রামভক্ত হনুমান প্রভৃতি বীরগণ
 বাহবলে আমায় বন্ধন করিবেন এবং অবি-
 লম্বেই যজ্ঞাশ্র গ্রহণ করিবেন। তুমি এক্ষণে
 নৃপবর শক্রয়ের নিকট গমন কর, এবং
 তাঁহাকে আমার এই কথা বলিও যে,
 যোক্ররূপ যুদ্ধার্থ সজ্জাভূত হউক, আমি

স বিচার্য যথায়ুক্তঃ করিস্যতি রণাঙ্গনে ।
মোচয়ন্ত মহাবাহুঃ ন বা মমিদানস্ত তে ॥ ৫৮

শেষ উবাচ ।

ইতিশ্রুত্বা শ্মিতং কৃত্বা যযৌ বীরো যতো নৃপঃ
গত্বা নিবেদয়ামাস যথোক্তং সুরধেন বৈ ॥ ৫৭
তক্ষুত্বা ভাষিতং তস্ত সুরধস্যাদাননাৎ ।
সজ্জীভূতা রণে সর্ষে রথস্থা রণকোবিদাঃ ॥ ৫৮
পটহানাং নিনাদোহুদ্ভূভেরীনাদস্তথৈব চ ।
বীরগাং গর্জ্জনা নাদাঃ প্রাহুর্ভূতা রণাঙ্গনে ॥ ৫৯
রথচৌৎকারশব্দেন গজানাং বৃংহিতেন চ ।
ব্যাপ্তং তৎসকলং বিশ্বং দিবং যাতো মহারবঃ
রণোৎসাহেন সংযুক্তা বীরা রণবিশারদাঃ ।
কুরুন্তি বিবিধাদাদান কাতরস্তা ভয়ঙ্করান্ ॥ ৬১
এবং কোলাহলে যুতে সুরথো নাম ভূমিপঃ ।

স্মৃত্তঃ সৈনিকৈশ্চাধ কৃতঃ প্রায়াজ্ঞানাম্ ।
গজৈ রথৈহৃদৈঃ পত্তিব্রজৈঃ পূর্ণাশ মেদিনীম্ ।
কুরুন্ সমুদ্র ইব তাং পাবয়ন দদৃশে ভট্টেঃ ॥
শঙ্খনাগেন সত্ত্বধুর্ধৈ জয়নাদৈস্তথৈব চ ।
বীক্ষ্য তং প্রধনোদযুক্তং সুরমতিঃ প্রাহ
ভূমিপঃ ॥ ৬৪

শক্রয় উবাচ ।

এষ রাজা সমায়াতো মহাসৈন্যাপরীবৃতঃ ।
অত্র যৎ কৃত্যমশ্মাকং তদ্বদন্থ মহামতে ॥ ৬৫
সুযতি কবাচ ।
যোদ্ধব্যমত্র বহুভিব্রীটৈ রণবিশারদৈঃ ।
পুরুলাদিভিরতু্যটৈঃ সশস্ত্রান্নাকোবিদৈঃ ॥ ৬৬
রাজা সহ সমীরস্ত পুত্রঃ পরমশৌধ্যবান্ ।
যুদ্ধং কয়োতু সুবলঃ পরযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৬৭
শেষ উবাচ ।

ইতি ক্রতে মহামাত্যো যাবস্তাবল্পপান্নাজাঃ ।
রণাঙ্গনে ধনংস্বাদ্যা স্বীরয়ামাসুক্রদতাঃ ॥ ৬৮

এখনই সসৈন্তে রণক্ষেত্রে যাইতেছি।
তিনি বিচারপূরক সমরাজ্ঞনে যাহা কর্তব্য
হয় করিবেন, হয় তাঁহারই বাহুবলে
অর্ধেক মোচন করুন, না হয় আমাকে
ধৃত করুন। বীরবর অঙ্গদ এই কথা
শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া শক্রের নিকট
গমন করিলেন এবং গমনান্তে সুরথ
যে রূপ বলিয়াছিলেন তৎসমুদয় নিবেদন
করিলেন। তখন অঙ্গদের মুখে সুরথের
বাক্য শ্রবণ করিয়া রণকোবিদ সমুদয়
বীরগণই সমরাত্র সজ্জীভূত হইয়া রথে
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে
সেই সমরাজ্ঞনে বহুল পটহ ও ভেরীধ্বনি
এবং বীরগণের সিংহনাদ প্রাহুর্ভূত হইল।
অনন্তর যোদ্ধগুন্দের চৌৎকারশব্দে এবং
মাতঙ্গনিচয়ের বৃহিতধ্বনিত্তে সমুদয় ভূমণ্ডল
পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, অধিক কি সেই
মহারব সুরপুরেও উপস্থিত হইল। ঐ
সময়ে রণবিশারদ সমুদয় বীরগণই রণোৎ-
সাহপূর্ণ হৃদয়ে ভীরুগণের ভয়প্রদ নানাবিধ
চৌৎকারধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৫১—৬১।
এইরূপ সমর-কোলাহল উপস্থিত হইলে সুরথ

সুরথও স্বীয় পুত্রগণ ও সৈন্তগুণে পরিবৃত
হইয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাভিনিচয়ে
মেদিনী পূর্ণ করত যখন বণাঙ্গনে আগমন
করিতে লাগিলেন, তখন শক্রের সৈন্তগণ
তাঁহাকে দেখিল যেন সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া
ভূমণ্ডল প্রাবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।
তৎকালে চতুর্দিকে বীরগণের জয়ধ্বনি-
সহকারে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। এদিকে
ভূপতি শক্রের সুরথরাজকে এইরূপ যুদ্ধো-
দ্যত নিরীক্ষণ করিয়া সুরথকে কহিলেন,—
হে মহামতে! এই রাজাও বিপুল সৈন্তে
পরিবৃত হইয়া সমাগত হইতেছেন, এক্ষণে
আমাদিগের যাহা কর্তব্য বল। সুরথ কহি-
লেন,—সমপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুরথপুত্র রণবিশা-
রদ মহাপরাক্রান্ত পুরুলাদি বহুল বীরগণেরই
এস্থলে যুদ্ধ করা কর্তব্য। মহাবলশালী
মহাযুদ্ধ-বিশারদ পরম শৌধ্যবান্ সমীরনন্দন
হনুমান্ রাজার সহিত যুদ্ধ করুন। অমাত্যবর
সুরথ যেমন এইরূপ বলিতেছেন, অমনি
বাহুবলোকৃত সুরথরাজের কুমারগণ রণাঙ্গনে

তান বীক্ষ্য যোধঃ স্নুবলাঃ পুঙ্কলাদ্যা
 বলোৎকটাঃ ।
 অভিজগ্নুঃ স্তম্ভনৈঃ শৈবর্জনৃষি দধতো মতাঃ ।
 চম্পকেন সমং বীরঃ পুঙ্কলঃ পরমান্ববিৎ ।
 দৈৱথেনৈব যুগুধে মহাবীরেণ পালিতঃ ॥ ৭০ ॥
 মোহকং যে'ধয়ামাস জানকিঃ সকুশম্বজ্জঃ ।
 রিপুঞ্জয়েন বিমলো দুর্ধারেন স্নুবাহকঃ ॥ ৭১ ॥
 প্রতাপিনা প্রতাপাগ্র্যো বলমোদেন চান্দদঃ ।
 হর্ষাক্ষেণ নীলরত্নঃ সহদেবেন সত্যবান ॥ ৭২ ॥
 রাজা বীরমণির্ভূরিদেবেন যুগুধে বলৌ ।
 অসুতাপেন চোগ্রাধো যুগুধে বলসংযুতঃ ॥ ৭৩ ॥
 দৈৱথেন মহদবুদ্ধমকুর্ষন যুদ্ধকোবিদাঃ ।
 সর্ষশস্ত্রকুশলাঃ সর্ষে বুদ্ধিবিশারদাঃ ॥ ৭৪ ॥
 এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে সুরথস্তা স্মৃতিস্তদা ।
 অত্যন্তং কদনং তত্র বভূব মুনিস্তম ॥ ৭৫ ॥
 পুঙ্কলচম্পকং প্রাহ কিমামাসি নৃপা যজ ।

ধস্তোহসি যো ময়া সর্ষঃ রণমধ্যস্থেয়িবান ।
 ইদানীং তিষ্ঠ কিং ধাসি কথং তে জীবিতং
 ভবেৎ ।
 এহি যুদ্ধং ময়া সর্ষঃ সর্ষশস্ত্রকোবিদ ॥ ৭৭ ॥
 ইত্যভিব্যাহৃতং তন্তু শ্রদ্ধা রাজাঙ্কজো বলৌ ।
 জগাদ পুঙ্কলং বীরো মেঘশস্ত্রীরয়া গিরা ॥ ৭৮ ॥
 চম্পক উবাচ ।
 ন চ নান্না কুলেনেদং যুদ্ধমত্র ভবিষ্যতি ।
 তথাপি তব বক্ষ্যেহং স্বনাম বলপূর্ষকম্ ॥ ৭৯ ॥
 মম মাতা রথোর্শাখো মৎপিতা রাঘবঃ স্মৃতঃ ।
 মম বন্ধু রামভদ্রঃ স্বজনো মম রাঘবঃ ॥ ৮০ ॥
 মম্নাম রামদাসো'চশ্মি সদা রামস্ত সেবকঃ ।
 তারিষ্যতি মাং যুদ্ধে রামো ভক্তকৃপাকরঃ ।
 লোকানাং মতমাশ্রয় প্রত্নবীমি তবানু ।
 সুরথস্তা স্মৃতো রাজো মাতা বীরবতী মম ॥ ৮১ ॥
 মম্নাম যো মধৌ সর্ষান শোভনান বিদধতি চ

শ শ ধনু বিফারিত করিলেন । এদিকে
 বলোদ্ধত পুঙ্কলাদ বীরগণ, তাদৃশ রাজ-
 কুমারগণকে দেখিয়া শক্রসৈর মতানুসারে
 শরাসন ধারণ করিয়া শ শ রথধিরোহণে
 উদভিমুখে ধাবিত হইলেন । অনন্তর
 পরমান্ববিৎ বীরবর পুঙ্কল মহাবীরগণে পরি-
 রক্ষিত হইয়া রাজকুমার চম্পকের সহিত
 দৈৱথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । জনক-বংশধর
 কুশম্বজ মোহকের সহিত, বিমল রিপুঞ্জয়ের
 সহিত, স্নুবাহ দুর্ধারের সহিত, প্রতাপাগ্রা
 প্রতাপীর সহিত, অঙ্গদ বলমোদের সহিত,
 নীলরত্ন হর্ষাক্ষের সহিত, সত্যবান সহদেবের
 সহিত, মহাবলশালী রাজা বীরমণি ভূরি-
 দেবের সহিত এবং মহাবল-সমর্ষিত উগ্রাশ
 অসুতাপের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
 ৬২—৭০ । সর্ষবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুনিপুণ যুদ্ধ-
 বিশারদ সেই সকল বীরগণ এবংস্ত্রকারে
 ভীষণ দৈৱথযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । মুনিবর !
 তৎকালে সুরথের পুত্রগণের সহিত এবংবিধ
 তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে তদীয় ভীষণ
 মহামার উপস্থিত হইল । কিয়ৎকালের

পর পুঙ্কল চম্পককে কহিলেন,—নৃপাঙ্কজ !
 তোমার নাম কি ? তুমি যখন আমার
 সহিত সংগ্রামার্থ রণস্থলে আসিয়াছ, তখন
 তুমিই যজ্ঞ । ওহে সর্ষশস্ত্রকোবিদ !
 এক্ষণে কিয়ৎকাল অবস্থান কর, কি জন্ত
 স্থানান্তরে যাঁতে উদ্যত হইতেছ ? কি
 প্রকারে আজ তোমার জীবনরক্ষা হইবে ?
 এস, আমার সহিত যুদ্ধ কর । মহাবলশালী
 বীরবর রাজকুমার চম্পক পুঙ্কলের
 বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘশস্ত্রীর বচনে তাঁহাকে
 কহিলেন,—এক্ষণে নাম বা কুল লইয়া ত যুদ্ধ
 হইবে না, ভাল, তথাপি আমি বলপূর্ষক
 তোমায় স্বনাম বলিতেছি শুন । যথার্থরূপে
 রথুনাথই আমার মাতা ও পিতা এবং রাম-
 ভদ্রই আমার বন্ধু ও স্বজন । আমার নাম
 রামদাস, আমি সর্ষদাই স্ত্রীরামের সেবায়
 নিযুক্ত আছি, ভক্তবৎসল সেই রামই
 আমাকে যুদ্ধে পরিভ্রাণ করিবেন । এক্ষণে
 লোক-ব্যবহারানুসারে তোমায় নিজনাশাদি
 বলিতেছি, আমি সুরথরাজের পুত্র, আমার
 মাতার নাম বীরবতী । মমামায় যে পুঙ্ক,

মধুশা স্বপ্নসাদ্বাসঃ ত্যজন্তি মধুমোহিতাঃ ৮৩
 বর্ণেন স্বর্ণসদৃশো মধ্যো লিঙ্গবপুর্নকঃ ।
 তদাখ্যাবাভিধাং বীর জানৌহি মম মোহিনীম ॥
 যুধ্যস্ব বাণৈঃ প্রধনে ন কো জেতুহিমাং ক্রমঃ
 ইদানীং দর্শয়িষ্যামি স্বপ্নরাক্রমমদুঃস্বপ্নম ৮৪
 শেষ উবাচ ।

ইতি স্বপ্ন মহাকাব্যে পুঙ্কলো জন্মিতোহিতঃ ।
 তঃ পুঙ্কলঃ মন্তমানঃ শরাসু কুন্ রণেহ তবৎ ।
 শরসজ্জাঃ প্রমুখস্তঃ কোট্টিবা পুঙ্কলো বলা ।
 চম্পকঃ কোপসংযুক্তো ধ্বং সজ্জ্যমবাকরোৎ ৯
 মৃমোচ নিশিতান শণান বৈরিবৃন্দবিদারণান ।
 স্বপ্নাঘর্ষিতান স্বর্ণ-পুঙ্কভাগনমবর্তান ৮৮
 তাংশ্চিচ্ছেদ মহাবীরঃ পুঙ্কলঃ প্রধনাজনে ।
 শরাসু কুন্ সস্বত্র মুকুন্ বাণান শিলাশিতান

স্ববাণচ্ছেদনং দৃষ্ট্বা কৃতং বীরেণ চম্পকঃ ।
 আশ্চর্য্যামাস বলিনং পুঙ্কলং কোপপুরিতঃ ৯০
 মা প্রযাহি রণে ক্রান্তি ক্রবন স পুনঃপুনঃ ।
 পুঙ্কলঃ হৃদয়ে বাণৈর্বিবাহা দশভিষ্কুরন ৯১
 তে বাণাঃ পুঙ্কলস্তাহো হৃদয়ে তৌব্রগামিণঃ ।
 আগতঃ হৃদয়ে লগ্নাঃ শোণিতং পপুঙ্কজিতম ৯২
 তৈকাণৈব্যাধিতো বীরঃ শতান পঞ্চ সমাদদে ।
 সুতৌক্সাগ্রান মহাকোপানাবয়ন পঞ্চতানিব ৯৩
 তে বাণাস্তস্মৈ বাণাশ্চ পরস্পরমধোজ্জিতাঃ ।
 আকাশে ত্ৰিচিহ্নিতাঃ শতধা রাজসুহূনা ৯৪
 ছিষ্টা বাণান সুতৌক্সাগ্রান সুরধাক্সোক্তবো বলা
 বাণান শত সমাধস্ত পুঙ্কলঃ তাজিতুং হৃদি ।
 তে বাণাঃ শতধাছিন্নাঃ পুঙ্কলে মনস্কান ।
 অপতন সমরোপান্তে শরবাধাপ্রসীড়িতাঃ ৯৬

বসন্তে নিকটস্থ সমুদয় প্রদেশকে শোভিত
 করে, মধুপগণ যাহার মধুপানান্তিলাসে মোহিত
 হইয়া স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করে,
 যাহার বর্ণ স্বর্ণসদৃশ, এবং যাহার মধ্যস্থল
 লিঙ্গাকারধারী, হে বীর ! তাহার নামেই
 আমার মনোহর নাম জানিবে। এক্ষণে
 এই যুদ্ধক্ষেত্রে শরনিচয় দ্বারা আমার সহিত
 যুদ্ধ কর, স্থির জানিও আমাকে জয় করিতে
 কেহই সক্ষম নহে, আমি এখনই স্বীয় অদ্ভুত
 পরাক্রম দর্শন করাইব। ৭৪—৮৫। পুঙ্কল
 চম্পকের এতাদৃশ মহৎ বাক্য শ্রবণে মনে
 মনে স্তম্ভিত হইয়া তাহাকে দুঃস্বপ্ন
 বোধ করত শরক্ষেপ করিত আরম্ভ
 করিলেন। মহাবল পুঙ্কল কোটি কোটি
 শরনিক্ষেপ করত তাহাকে প্রহার
 করিলে চম্পকও ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্বংস
 জ্যারোপণপুঙ্কক স্বর্ণপুঙ্ক-শোভিত স্বনাম-
 চিহ্নিত বৈরিবিদারক নিশিত শরনিকর
 বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহা-
 বীর পুঙ্কল, চম্পকযুক্ত তৎসমুদয় শর-
 নিচয়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অসীম
 শানিত শর মোচন করত সেই সমরক্ষেত্রে
 সস্বত্রই শরাসুকার প্রাণ্ডুভূত করিলেন।

তখন চম্পক, বীরবর পুঙ্কল স্বীয় শরসমুদয়
 ছেদন করিল দেখিয়া কোপপূর্ণ হৃদয়ে সেই
 মহাবলশালী পুঙ্কলকে যুদ্ধার্থ অস্থান করিতে
 লাগিলেন এবং “বীর ! সমর পরিত্যাগপুঙ্কক
 পলায়ন করিও না।” পুনঃপুনঃ এইরূপ
 বলিয়া স্বরিতভাবে দশশরে পুঙ্কলের হৃদয়
 বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণসকল তৌব্রবেগে
 আগমনপুঙ্কক পুঙ্কলের হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া
 প্রভূত কাঁধর পান করিয়াছিল। তখন
 বীরবর পুঙ্কল, সেই বাণপ্রহারে ব্যথিত
 হইয়া নিরতিশয় ক্রোধভরে পঞ্চতবৎ সুদৃঢ়
 সুতৌক্সাগ্র পঞ্চ শর গ্রহণ করত সন্ধান
 করিলেন। অনন্তর তদ্বাগনিচয় এবং
 চম্পক-নিষ্কণ্ড বাগনিচয়ও আকাশমণ্ডলে
 পরস্পর মিলিত হইয়া সমাধিক প্রদীপ্ত হইয়া
 উঠিল। রাজকুমার চম্পক এইরূপে পুঙ্ক-
 লের বাণসকল শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলি-
 লেন। মহাবল সুরথনন্দন, পুঙ্কল-প্রেরিত
 সুতৌক্স বাণসকল ছিন্ন করিয়াই পুঙ্কলহৃদয়ে
 প্রহারার্থ এককালে শতবাণ সন্ধান করি-
 লেন। অনন্তর মহাশক্তি পুঙ্কল-কর্তৃক সেই
 সকল বাণও শতধা ছিন্ন হইয়া সমরোপান্তে
 পতিত হইল এবং পতনসময়ে সেই ছিন্নাংশ-

তদা তৎ স্মহৎ কর্ম দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ স্মৃতো বলী
 সহশ্ৰেণ শরণাঞ্চাতাড়য়দ্বক্ষসি ক্ষুটম্ ॥ ৯৭
 তানপ্যাশু প্রচিচ্ছেদ পুঙ্কলঃ পরমাস্ত্রবিৎ ।
 ততোহত্যন্তং প্রকুপিতঃ শরবৃষ্টিমখাকরোৎ ॥
 শরবৃষ্টিঃ সমায়ান্তীঃ মহা চম্পকবীরহা ।
 সাধু সাধু প্রশংসংস্তং পুঙ্কলং সমতাড়য়ৎ ॥ ৯৯
 পুঙ্কলশ্চম্পকং দৃষ্ট্বা মহাবীৰ্য্যসমবিতম্ ।
 ব্রহ্মণোহস্তং সমাধত্ত স্বচাপে সর্ষশস্ত্রবিৎ ॥ ১০০
 তেন মুক্তং মহাস্ত্রং তৎ প্রজজ্ঞাস দিশো দশ ।
 খং রোদসৌ ব্যাপ্য বিধং প্রলয়ং কর্তুমদ্যতম্ ॥
 চম্পকো মুক্তমস্ত্রং তদৃষ্ট্বা সর্ষাস্ত্রকোবিদঃ ।
 তৎ সংহর্তুং তদেবাস্ত্রং মুমোচ রিপুমদ্যতম্ ।
 দযৌয়েকতমং তেজঃ প্রলয়ং মেনিরে জনাঃ ।
 সঞ্জহার তদাস্ত্রাস্ত্রমেকাভূতং পরাস্ত্রকম্ ॥ ১০১

তৎ কর্ম চাভূতং দৃষ্ট্বা পুঙ্কলস্তিষ্ঠতিষ্ঠ চ ।
 ক্রবন শরানমেয়াঃস্ত চম্পকং স ক্রুধাহনৎ ॥
 চম্পকস্তান শরান মুক্তানগণঘা মহামনাঃ ।
 বাঘাস্ত্ৰং প্রমুমোচাথ পুঙ্কলং প্রতি দারুণম্ ॥
 হনু ক্রমস্ত্রমালোক্য চম্পকেন মহাস্ত্রান ।
 ছেদুঃ যাবন্নশচক্রে তাবদ্বস্ত্রঃ শয়েণ সঃ ॥
 বক্রশ্চম্পকবীরেণ রথে ষে স্থাপিতঃ পুমঃ ।
 পুরং প্রেসয়িতুং তাবন্নশচক্রে মহামনাঃ ॥ ১০৭
 হাহাকারো মহানাসৌদবন্ধে পুঙ্কলসংজ্ঞকে ।
 শক্রেস্ত্রং প্রযযৌধাধাঃ পলায়নপরায়ণাঃ ॥ ১০৮
 ভগাংস্তান বীক্ষ্য শক্রেস্ত্রো হনুমস্ত্রমুবাচ হ ।
 কেন বীরেণ মে ভগং বলং বীরৈরলকৃতম্ ॥
 ভক্তোবাচ মহানীথং পুঙ্কলং পরবীরহা ।
 বক্রা নয়তি বীরোহসৌ চম্পকঃ স্বপদৌহুরঃ ॥

সকলও পুঙ্কলের শরতাড়নে জর্জরিত হইয়া
 গেল। ৮৬—৯৬। তখন মহাবল রাজকুমার
 পুঙ্কলের সেই স্মহৎ কার্য্য দর্শনে যুগপৎ
 সহশ্রশরে তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ পুঙ্কল
 সেই শরসমূহকেও সম্যকরূপে ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন এবং সান্তিশয় ক্রুর হইয়া শর-
 বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তখন বীরহস্তা
 চম্পক, সেই শরবৃষ্টিকে আসিতে দেখিয়া
 পুঙ্কলকে বায়ংবার সাধুবাদপ্রদানে প্রশংসা
 করিতে করিতে শরাঘাতে সম্যকরূপে
 প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সর্ষশস্ত্রবিৎ
 পুঙ্কল, চম্পককে অসীমবীৰ্য্যশালী দেখিয়া
 স্বীয় শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সজ্জান করিলেন।
 অনন্তর পুঙ্কলমুক্ত সেই মহাস্ত্র অর্থাৎ বিশ্ব-
 সংহারার্থই যেন আকাশ ও ভূমণ্ডল
 পরিব্যাপ্ত করত দশদিক্ উদ্ভাসিত
 করিল। তখন সর্ষাস্ত্রকোবিদ চম্পকও
 ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত দেখিয়া তৎসংহারার্থ বিনা-
 শোদ্যত রিপু-উদ্দেশে তদস্ত্রই নিক্ষেপ
 করিলেন। অনন্তর সেই উভয় অস্ত্রেরই
 প্রবলভম তেজ দেখিয়া তত্রত্য সকল লোকই
 প্রলয়কাল উপস্থিত মনে করিল। পরে উভ-

য়ান্নই একীভূত হইয়া উভয়ান্ত্রকে সংহার
 করিল। তখন পুঙ্কল চম্পকের সেই অভূত
 কার্য্য দর্শনে সক্রোধে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া
 চম্পক-উদ্দেশে অমেয় শরসমূহ নিক্ষেপ
 করিলেন। মহামনা চম্পক পুঙ্কল-নিক্ষিপ্ত
 সেই শরসমূহকে অগ্রাহ করিয়া পুঙ্কলো-
 দ্দেশে সূদারুণ রামাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।
 তখন পুঙ্কল মহাস্ত্রা চম্পক-নিক্ষিপ্ত সেই
 রামাস্ত্র দর্শনে যেমন তাহা ছেদন করিতে
 অভিলাষ করিলেন, অমনি তদস্ত্রে বক্র হই-
 লেন। ৯৭—১০৬। মহামনা চম্পক, পুঙ্কলকে
 এইরূপে বক্র করিয়া স্বীয় রথে স্থাপনপূর্বক
 নগরমধ্যে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।
 এইরূপে পুঙ্কল বক্র হইলে চতুর্দিকে ভীষণ
 হাহাকার শব্দ উথিত হইল এবং যোদ্ধৃগুল
 পলায়ন করত শক্রেস্ত্রের নিকট উপস্থিত
 হইতে লাগিল। তখন শক্রেস্ত্র যোধগণকে
 ভয় দেখিয়া হনুমানকে কহিলেন,—বীরবৃন্দে
 অলঙ্কৃত মদীয় সৈন্য কোন্ বীর ভয়
 করিল? তখন হনুমান মহীপতি শক্রেস্ত্রকে
 কহিলেন,—প্রভো! স্বকার্য্য-সাধনোদ্যত
 পরবীরঘাতী বীরবর চম্পক পুঙ্কলকে বন্ধন
 করিয়া নিজপুরে লইয়া যাইতে উদ্যত

তস্তদুর্গবাক্যমাকর্ণ্য শক্রয়ঃ কোপসংযুতঃ ।
 উবাচ পবনোদ্ধৃতঃ মোচয়ান্তু নৃপা যজ্ঞজ্ঞাং ॥১১১॥
 মহাবলঃ সূতশ্চাত্ত বদা যঃ পুঙ্কলং ভটম্ ।
 তস্মায়োচয় বীর্যগ্র্য কথং তিষ্ঠসি চাহবে ।
 এতদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য হনুমানোমিত্তি ক্রবন ।
 জগাম তং মোচয়িতুং পুঙ্কলং চম্পকান্তট্যং ॥
 হনুমন্তমখালোক্য তং মোচয়িতুমাগতম্ ।
 বাণৈঃ শতেশ্চ সাহস্রৈর্জঘান পরকোপণঃ ॥
 বাণাংস্তান্ স বভক্তান্ত মুক্তাংস্তেন মহাবলঃ ।
 পুনরপ্যেবমেবাণ্ড বাণান্ মুঞ্চন মহানভুৎ ॥
 তান্ সর্বাংশ্চূর্ণয়াশস নারায়ান্ বৈরিমোচিতান
 শালং করে সমাধৃত্য জঘান নৃপনন্দনম্ ॥১১৬
 শালং তেন বিশিষ্টক্ৰমং তিলশঃ কৃত্বান বলৌ ।
 গঞ্জো হনুমতা মুক্তো নৃপনন্দনমস্তকে ॥১১৭

সোহপ্যাহতশ্চম্পকেন যুক্তো জুমৌ পপাত সঃ
 শিলাঃ স মোচয়ামাস হনুমান্ পরমাস্ববিৎ ॥
 চম্পকস্তাঃ শিলাঃ সর্বাঃ ক্ষণাচ্চ গ্ৰীতবান ভৃশম্
 বাণযন্ত্রিকয়া ব্রহ্মন মহচ্চিত্রমভূদিদম্ ॥ ১১২
 স্বমুক্তান্তাঃ শিলাঃ সর্বাশ্চূর্ণিতা বীক্য মাক্ৰান্তিঃ
 চূকোপ জগদ্বেহতাঙ্কং বভূর্বাধামিত্তি স্মরন ॥
 আগত্য চ করে পুত্ৰা নভশ্চুৎপত্তিতঃ কপিঃ ।
 তানদঘমৌ নেত্রপথাদুপরি ক্ষিপ্ৰবেগবান্ ॥১২১
 চম্পকস্তং হনুমন্তং যুযুধে নভসি স্থিতঃ ।
 বাহুগুদেন মহতা তাদ্ভিতঃ কপিপুঙ্কবঃ ॥ ১২২
 চূকোপ মানসে বীরো গর্ষপর্কতদারণঃ ।
 পদঃ পুত্ৰা চম্পকং তং তাড়য়ামাস ভূতলে ॥
 তাড়িশোহসৌ কপীল্লেন ক্ষণাতুথায় বেগবান
 হনুমন্তস্ত লাঙ্গলে পুত্ৰা বভ্রাম সর্বিভঃ ॥ ১২৭

হইয়াছে । শক্রয় হনুমানের এতদ্বাকা শ্রবণে
 ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পবননন্দনকে কহিলেন,—
 শীঘ্র পুঙ্কলকে নৃপকুমার হইতে মুক্ত কর ।
 যে বীরবর পুঙ্কলকে বন্ধন করিয়া লইয়া
 যাইতেছে, সুরধেব সেই পুত্র নিশ্চয়ই
 মহাবল-পরাক্রান্ত, অতএব তে বীর্যগ্রগণা ।
 কিজন্য সময়ে নিশ্চিত হইয়া রহিয়াছ, হরায়
 মোচন কর । তখন হনুমান্ এতদ্বাকা
 শ্রবণে 'তদ্বাক্ত' বলিয়া বীরবর চম্পকের হস্ত
 হইতে পুঙ্কলকে মোচন করিবার নিমিত্ত
 গমন করিলেন । অনন্তর চম্পক, হনুমানকে
 পুঙ্কলের মোচনার্থ আগত দর্শনে সাত্বিশয়
 কোপায়িত হইয়া শতসহস্র বাণে প্রহাৰ
 করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহাবল হনু-
 মান্ ও চম্পকনিকিণ্ড বাণসতল অবিলম্ব ভগ্ন
 করিয়া ফেলিলে চম্পক তৎক্ষণাৎ পুনরপি
 ভীষণ অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন ।
 হনুমান্ বৈরিনিকিণ্ড সেই সকল লৌহময়
 বাণও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং হস্তে
 শালবৃক্ষ ধারণ করত তদ্বারা ব্রাজকুমারকে
 প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন । অনন্তর
 মহাবলশালী চম্পক, হনুমানের নিকিণ্ড
 সেই শালবৃক্ষকেও তিল তিল প্রমাণে খণ্ড

খণ্ড করিলে হনুমান্ তদীয় মস্তকোদেশে
 এক প্রকাণ্ড মাক্ৰান্ত মিক্ষেপ করিলেন ।
 পরে চম্পকের শরাস্রাভে সেই মাক্ৰান্তও
 যখন পঙ্কজ প্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল,
 তখন হনুমান্ শিলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন,
 কিন্তু পরাপুত্র চম্পক ক্ষণকালমধ্যেই সেই
 সমুদয় শিলাগণ্ডও বাণযন্ত্রক দ্বারা চূর্ণ করিয়া
 ফেলিলেন ; ব্রহ্মনা তৎকালে উগ্র এক অদ্ভুত
 ব্যাপার বলিয়া বোধ হইয়াছিল । ১০৭—১১২
 তখন মাক্ৰান্তি, স্বমুক্ত শিলা সমস্ত চূর্ণিত
 দেগিয়া চম্পকের বীর্ষা আসৌম বিবেচনা করত
 অক্ষরে সাত্বিশয় কুপিত হইলেন । অনন্তর
 কপিবর হনুমান্ মশাবেগে আগমনপূর্বক
 চম্পককে কব ধারণ করিয়া নভোমণ্ডলে
 উত্থান হইয়া নেত্রপথের অন্নৌক হইলেন ।
 পবে চম্পক নভোমণ্ডলে থাকিয়াই হনু-
 মানের সহিত ঘোরতর বাহুযুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন । তাহাকে বৈরগর্ষরূপ পর্কত-
 ভেদী মহাবীর কপিবর তাড়িত হওয়ায়
 অন্তরে সাত্বিশয় কুপিত হইয়া পাদপ্রহারে
 চম্পককে ভূতলে তাড়িত করিলেন । তখন
 চম্পক এইকপে তাড়িত হইয়াও ক্ষণমধ্যে

কপীন্দ্রভঙ্গঃ বীক্ষ্য হসন পাদেহগ্রহীৎ পুনঃ ।
 ভ্রাময়িত্বা শতশুণং গজোপশ্বে হপাতয়ৎ ॥১২৫
 পপাত ভ্রুমৌ সুবলো রাজসুহৃৎ স চম্পকঃ ।
 মুচ্ছিত্তো বীরভূষাচ্যমলঙ্কু ঘন রণাঙ্গনম্ ॥১২৬
 তদা হাহেতি বৈ লোকাস্কুক্রুঃ শুশম্পকানুগাঃ
 পুঙ্কলং মোচয়ামাস বন্ধং চম্পকপাশতঃ ॥ ১২৭

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে রত্নমাখমেধে
 একোনত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

চম্পকং পতিতং দৃষ্ট্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়ো বলী
 পুত্রহঃপগরীতাক্ণো জগাম সান্দনস্থিতঃ ॥ ১

সবেগে গাত্রোথানপূর্বক হনুমানের লাজুল
 ধারণ করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করাইতে
 লাগিলেন। অনন্তর হনুমান চম্পকের সামর্থ্য
 দর্শনে আশ্চর্যকর সন্দোষহেতু হাস্য করিতে
 করিতে তাঁহার পাদ ধারণপূর্বক তদপেক্ষা
 শতশুণ ভ্রমণ করাইয়া পুত্ররপি গজোপশ্বে
 পাতিত করিলেন। তখন মহাবল-পরাক্রান্ত
 রাজকুমার চম্পক মুচ্ছিত হইয়া বীরগণ-
 ভূষিত রণাঙ্গনকে সমধিক অলঙ্কৃত করত
 ভূমিতলে পতিত হইলেন। তৎকালে
 চম্পকানুগামী সকল লোকই হতাশকার শব্দে
 চৌৎকার করিতে আরম্ভ করিল, এদিকে
 হনুমান বন্ধনপ্রাপ্ত পুঙ্কলকে চম্পকপাশ
 হইতে মুক্ত করিলেন। ১২০ — ১২৭।

উনত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৯॥

ত্রিশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—অনন্তর মহাবল-
 শালী রাজা সুরথ চম্পককে পতিত দর্শনে

কপীন্দ্রমাজুহাবাধ সুরথঃ কোপসংযুতঃ ।
 নিশ্বাসাৎ৬ বহন মুঞ্চন মহ বলসমবিতঃ ॥ ২
 আস্থয়ানং নৃপং দৃষ্ট্বা নিজং বীরঃ কপীশ্বরঃ ।
 জগাম তং মহাবাবীরো মহাবেগসমবিতঃ ॥ ৩
 তমাগতং হনুমন্তং তৃণীকূর্বন্তমুস্তটান ।
 উবাচ সুরথো রাজা মেঘগন্তীরসুশ্বরঃ ॥ ৪

সুরথ উবাচ ।

ধস্তোহসি কপিবর্ষা স্বং মহাবলপরাক্রম ।
 যেন রামমহৎকৃত্যং রুতং রাক্ষসকে পুরে ॥ ৫
 স্বং রামচরণস্থাসি সেবকো ভক্তি সংযুতঃ ।
 স্বয়া বীরেণ মৎপুত্রঃ পাতিতশ্চম্পকো বলী ॥ ৬
 ইদানীং ব্রাহ্ম সখ্যক্য গন্তামি নগরে মম ।
 যত্নান্তিষ্ঠ কপীশ স্বং সত্যযুক্তং ময়া স্মৃতম্ ॥ ৭
 ইতি ভাষিতমাকণ্য সুরথস্ত কপীশ্বরঃ ।
 উবাচ ধীরয়া বাণ্যা রণে বীরৈকভূষিতৈ ॥ ৮

পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া রথারোহণে তৎ-
 সন্নিধানে গমন করিলেন। পরে সেই
 মহাবলসম্পন্ন সুরথ রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া
 ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে
 কপিবর হনুমানকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে
 লাগিলেন। অনন্তর, নৃপতি তাঁহাকে আহ্বান
 করিতেছেন শুনিয়া মহাবীর কপিবর দ্রুত-
 বেগে তৎসন্নিধানে গমন করিলেন। তখন
 রাজা সুরথ, বীরগণকে ভূগভুলা জ্ঞান
 করত হনুমানকে আগত দেখিয়া মেঘগন্তীর-
 স্বরে বলিলেন, ওহে মহাবলপরাক্রম
 কপিবর। তুমিই ধস্ত, যেহেতু তুমি রাক্ষস-
 পুরে শ্রীরামচন্দ্রের মহৎকার্য সাধন করি-
 যাছ। তুমি যখন মহাবলশালী মদীয় পুত্র
 চম্পককে পাতিত করিয়াছ, তখন তুমি
 শ্রীরামের যথার্থই ভক্ত চরণসেবক। কিন্তু
 হে কপীশ! আমি এক্ষণে তোমাকে বন্ধন
 করিয়া নিজ নগরে লইয়া যাইব, তুমি
 সাবধানে অবস্থান কর, নিশ্চয় জানিবে, যাহা
 আমি বলিয়ায় তাহা সত্য। কপিবর
 হনুমান, সুরথের এই কথা শুনিয়া সেই
 বীরগণ-ভূষিত সময়ক্ষেত্রমধ্যে ধীর বচনে

হনুমান্বাচ ।

বৎ রামচরণস্বারী বয়ং রামস্ত সেবকাঃ ।
বধাসি চেমাং প্রসভং মোচয়িষ্যতি মৎপ্রভুঃ ।
কুরু বীর ভবংস্বাস্থিতং সত্যং প্রতিজ্ঞতম্ ।
সামং স্মরন্ত বৈ তুংখং যাতি বেদা বদন্ত্যদঃ ॥১॥
শেষ উবাচ ।

ইতি ক্রবন্তং সুরথঃ প্রশস্ত পবনস্বজম্ ।
বিব্যাধ বাণৈর্কর্তিভিঃ শিতৈঃ শানেন দারুণৈঃ
তান মুক্তানগণযাধ বাণান শোণিতপাভিনঃ ।
করে জগ্রাহ কোদণ্ডং সজ্জ্যং শরসমবিতম্ ॥১২॥
গৃহীষ্য করয়োশ্যাপ বভঙ্ক কুপিতঃ কপিঃ ।
চীৎকুর্কংস্বাসয়ন বীরান্নবৈদীর্ণান স্বজন
ভটান ॥ ১৩

ভেন ভগ্নং ধনুর্দ্ধৃষ্টী স্বকীয়ং গুণসংযুতম্ ।
অপরং ধনুর্দ্রাদন্ত মহৎগুণবিক্তুবিভম্ ॥ ১৪
তচ্চাপি জগৃহে যোয়াৎ কপিশ্যাপং বভঙ্ক তৎ

বলিলেন,—তুমিও সতত স্ত্রীস্বামচন্দ্রের চরণ-
ধ্যানকারী এবং আমারও তাঁহার সেবক,
এজন্ত সহসা তুমি যদি আমায় বন্দনই কর,
আমার প্রভুই আমায় মোচন করিবেন।
অতএব হে বীর! ভবদীয় হৃদয়স্থিত
প্রতিজ্ঞা সত্য কর। বেদে কথিত আছে যে,
স্ত্রীস্বামকে স্মরণ করিলে কাহারও কোন তুংখ
ধাকে না ১১—১০। পবনন্দন হনুমান এই-
রূপ বলিতে থাকিলে নৃপবর সুরথ তাঁহাকে
প্রশংসা করিয়া বহুল শিলাশানিত স্তুতাক্রম
শরে তদীয় বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।
অনন্তর কপিবর কুপিত হইয়া সেই শরনিচয়
অগ্রোচ্ছ করিয়া এক হস্তে তদীয় শরসমবিত
সজ্জ্য শরাসন গ্রহণ করিলেন, এবং নবাঘাতে
বীরগণকে বিদীর্ণ ও চীৎকারধ্বনিতে ত্রাসিত
করত উভয় হস্তে সেই চাপ ধারণপূর্বক ভগ্ন
করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে হনুমান, স্বীয়
জ্যাস্তসমবিত ধনুঃ ভগ্ন করিল দেখিয়া নৃপবর,
গুণবিক্তুবিভ অপর এক মহৎ ধনু গ্রহণ করি-
লেন। কিন্তু মহাবল হনুমান রোষভরে

অস্তচ্চাপং সন্নাদন্ত তদ্বভঙ্ক মহাবলঃ ॥ ১৫
তস্মিন্শ্যাপে প্রভয়েৎপি সোহস্তককৃৎকপাদদৎ
সোহপি চাপং বভঙ্কাত মহাবেগসমবিতঃ ॥ ১৬
এবং রাজভ্রু চাপানামনীতির্বিদলীকৃত্য ।
কর্ণে কর্ণে মহারোষাৎ কুর্কন্নাদাননেকশঃ ॥১৭
ভদাত্যস্তং প্রকুপিতঃ শক্তিমুগ্রামখানদে ।
শক্ত্যা স তাড়িতো বীরঃ পপাত কণযুৎসুকঃ
উখায় স্তম্ভনং রাজো জগ্রাহ কুপিতো তৃণম্ ।
উড্ডীনস্তং গৃহীষ্য তু সমজ্যতিবেগতঃ ॥ ১৮
তমুড্ডীনঃ সমালক্ষ্য সুরথঃ পরবীরহা ।
তাড়য়ামাস পরিঘেহুদি মারুতিমুদ্যতম্ ॥ ২০
মুক্তস্তেন রথো দূরাক্শীকৃতোহতবৎ কণাৎ
সোহস্তং রথং সমাকৃহ যথো বেগাৎ
সমীরজম্ ॥

তাঁহাও গ্রহণপূর্বক ভগ্ন করায় সুরথ যেমন
অপর ধনু গ্রহণ করিলেন, অমনি হনুমান
তাঁহাও ভগ্ন করিয়া দিলেন। সেই শরাসন
ভগ্ন হইলে পরও সুরথ অস্ত শরাসন গ্রহণ
করিলেন, কিন্তু হনুমান তৎকণাৎ মহাবেগে
তাঁহাও চূর্ণ করিয়া দিলেন। হনুমান নিরন্তি-
শয় রোষভরে কর্ণে কর্ণে ঘন ঘন সিংহনাদ
করত এইরূপে সুরথরাজের অনীতিসংখ্যক
শরাসন ভগ্ন করিলেন। তৎকালে সুরথ
নিরন্তিশয় কুপিত হইয়া উগ্র এক শক্তি
গ্রহণপূর্বক তদ্বারা হনুমানকে প্রহার করায়
বীরবর হনুমান ব্যথিত হইয়া কণকালের
জন্ত পতিত হইলেন। অনন্তর সমধিক
কুপিত হইয়া গাত্ৰোখানপূর্বক অতি বেগে
সুরথ-রাজের নামাঙ্কিত রথ লইয়া উড্ডীন
হইলেন। তখন পরবীরঘাতী সুরথ, হনু-
মানকে তজ্জপে উড্ডীন দেখিয়া পরিঘনিচয়
ধার্য মহোদ্যমশালী মারুতিকে হৃদয়ে প্রহার
করিলেন। তাহাতে হনুমান বহুদূর হইতে
সুরথরাজের রথ যেমন নিক্ষেপ করিলেন,
অমনি তৎকণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল; তখন
সুরথ অপর রথে আরোহণপূর্বক মহাবেগে
সেই পবনন্দনের নিকট গমন করিলেন।

হনুমান্তদ্রথঃ পুচ্ছে সংবেয়া প্রধানাক্রমে ।
 হয়সারথিসংযুক্তং বভূবু স পতাকিনম্ ॥ ২২
 অস্তং রথং সমাশ্বায় যযৌ রাজা মহাবলঃ ।
 বভূবু তং রথং বেগান্নাক্রান্তিঃ কুপিতঃ ক্রকঃ ॥
 তথ্যং তং স্তন্দনং বীক্ষ্য সুরথোহস্তং সমাপ্তিত
 তথ্যঃ স তেন সহসা হয়সারথিসংযুক্তঃ ॥ ২৪
 এবমেকোনপঞ্চাশদ্রথো ভগ্না হনুমতা ।
 তৎ কর্ম বীক্ষ্য রাজাপি বিস্মিয়েয় সৈনিকঃ
 কুপিতঃ শ্রাহ কীশেষুঃ ধস্তোহসি পবনাক্রজঃ
 পরাক্রমমিদং কর্ম ন কর্তা ন করিম্যতি ॥ ২৬
 কণমেফং প্রতীক্ষ্য যাবৎ সজ্যং ধনুস্তহম্ ।
 করোমি পবনোদ্ধৃত রামপাদাক্রমহৃৎপদ ॥ ২৭
 ইত্যুক্ষা চাপমাসক্ত্যঃ ক্রভা রোষপরিপ্লুতঃ ।
 অস্ত্রং পাশুপতং নাম সন্দধে শর উদগে ॥ ২৮

১১—২১ । পরে হনুমান সেই রথ লাকুলদ্বারা
 বেষ্টন করিয়া রণক্ষেত্রমধ্যেই সারথি অশ্ব ও
 পতাশ্বাদির সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ।
 তদধর্মে মহাবল রাজা, অস্ত্র রথে অবস্থান
 করিয়া তদভিমুখে যাইলে হনুমান নিরতিশয়
 ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাও ভগ্ন করিলেন ।
 সেই রথও ভগ্ন হইল দেখিয়া রাজা সুরথ
 অস্ত্ররথ আশ্রয় করিলেন, কিন্তু হনুমান
 সহসা অশ্ব ও সারথির সহিত তাহাও চূর্ণ
 করিয়া দিলেন । হনুমান এইরূপে ক্রমাগয়ে
 একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যক রথ ভগ্ন করিলেন ।
 রাজাও হনুমানের তৎকার্য্য দর্শনে সৈন্ত-
 গণের সহিত সাত্তিশয়-বিস্ময়াবষ্ট হইলেন ।
 পরে কুপিত হইয়া কপিবরকে কহিলেন,—
 পবনাক্রজ ! তুমিই ধস্ত ! একরূপ পরাক্রম
 ও অদ্বুতকার্য্য কেহ কখন করে নাই এবং
 করিতেও পারিবে না । হে রামচরণায়মুদ্-
 বৃষ্টপদ পবননন্দন ! এক্ষণে কণকাল
 প্রতীক্ষা কর, আমি শরাসন সজ্জিত করিয়া
 লই । রাজা সুরথ এইরূপ কহিয়া শরাসন
 সজ্জিতকরণান্তর ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে মহাবীর
 হনুমানের উদ্দেশে পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করি-

ততো ক্রুতাশ্চ বেতলাঃ পিশাচা যোগিনীমুখাঃ
 প্রাপ্তুর্ভূত্বঃ সহসা ভীষয়ন্তঃ সমীরজম্ ॥ ২৯
 কপিঃ পাশুপতৈরস্ত্রৈরুকো লোকৈকরভীক্ষিতঃ
 হাহেতি চ বদন্তোহস্তে যাবস্তাবৎ সমীরজঃ ॥
 স্মৃদ্ধা রামং স মনসা য়োটিগামাস তৎক্ষণাৎ ।
 স মুক্তমাত্রঃ সহসা যুধে সুরথং নৃপম্ ॥ ৩১
 স মুক্তগাত্রং তং বীক্ষ্য সুরথঃ পরমাস্ত্রবিৎ ।
 মহাবলং মন্ত্রমানো ব্রাহ্মমন্ত্রং সমাদধে ॥ ৩২
 মাক্তিত্রীক্ষমন্ত্রস্ত নিজগাল হসন বলী ।
 তন্নীগীর্ষ্যঃ নৃপো দৃষ্ট্বা রামং সস্মার ভূমিপঃ ॥ ৩৩
 স্মৃদ্ধা দাশরথিং রামং রামাস্ত্রং স্বশরাসনে ।
 সন্ধ্যায় তং জগাদেদং বন্ধোহসি কপিপূঙ্গব ॥
 ঋত্বা তৎপ্রক্রমেদ্যাবতাবধন্ধো রণাক্রমে ।
 রাজ্ঞা রামাস্ত্রতো বীরো হনুমান্ রামপৈবকঃ ॥
 উবাচ ভূপং হনুমান্ কিং করোমি মহীভূজ ।

লেন । তাহাতে ভূত, প্রেত, পিশাচ,
 বেতাল ও যোগিনী প্রভৃতি প্রাপ্তভূত হইয়া
 পবননন্দনকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে
 লাগিল । তৎকালে সকল লোকেই দেখিল,
 কপিবর পাশুপতাস্ত্রে বদ্ধ হইলেন এবং
 যেমন তাহার হাহাকার করিয়া উঠিল, অমনি
 পবনাক্রজ, মনে মনে শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া
 তৎক্ষণাৎ পাশুপতাস্ত্র ক্রটিত করিয়া ফেলি-
 লেন । তিনি এইরূপে তদস্ত্র হইতে মুক্ত
 হইয়াই তৎক্ষণাৎ নৃপতি সুরথের সহিত
 যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । পরমাস্ত্রবিৎ রাজবর
 সুরথ, হনুমানকে মুক্ত দেখিয়া মহাবল-
 সম্পন্ন বিবেচনায় ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন ।
 অনন্তর অসৌমবলশালী হনুমান হস্ত করিতে
 করিতে সেই অস্ত্র কবলিত করিয়া ফেলি-
 লেন ; তখন ভূপতি তদস্ত্রকে কবলিত করিতে
 দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন । তিনি
 দাশরথি শ্রীরামকে স্মরণ করিয়াই স্বীয়শরা-
 সনে রামাস্ত্র সন্ধানপূর্বক হনুমানকে কহিলেন,
 —কপিবর ! এইবার বদ্ধ হইলে ১২২—৩৪।
 বীরবর রামপৈবক হনুমান তৎক্ষণে যেমন
 বিক্রম প্রকাশে উদাত হইলেন, অমনি রণা-

সংখ্যামাশ্বেপ সখকো নাশ্চেন প্রাকৃতেন বৈ ॥৩৬
 তন্মানয়ামি ভূপাল নমস্ব স্বপূরং প্রতি ।
 মোচয়িষ্যতি মংস্বামী হাগতা স দয়ানিধিঃ ॥
 বন্ধে সমীরজে ক্রুদ্ধঃ পুঙ্কলো ভূমিপং যযৌ ।
 তং পুঙ্কলং সমায়ান্তং বিব্যাধ বসুভিঃ শটৈঃ ॥
 অনেকবাণসাহস্রৈর্নিজঘান নৃপং বলৌ ।
 রাজ্ঞানেকে শরাস্ত্রাচ্ছিন্নাঃ প্রধানমণ্ডলে ॥৩৯
 এবং সমরসংক্রমে সুরথে পুঙ্কলে তথা ।
 বাণৈরিপুং জগৎসকলং স্বানু ভূয়শ্চরিসু চ ॥
 তেষাং রণোদ্যমং বীক্ষ্য মুমূহুঃ সুরসৈনিকাঃ
 মানবানাস্তু কা বার্ত্ত্বং কণাৎ জ্ঞাসং সমীযুযাম ॥
 অন্তপ্রত্যন্তবিগমেস্মহামন্ত্রপরিপ্লুতৈঃ ।
 বভূব ভূয়সং যুদ্ধং বীরানাং রোমহর্ষণম ॥৪২
 তদা প্রস্বপিতো রাজা নারচস্ত সমাদদে ।

ছিন্নং স তু ক্রুধা মুক্তৈঃ সঙ্গৈঃ স ভারতেঃ
 ছিন্নে তস্মিন শরে রাজা কোপাদম্ভং সমাধিদে
 ছিন্তিতি বাবৎস শরং ভাবম্ভো হৃদি কতঃ ॥৪৪
 মুক্তাং প্রাপ মহাতেজাঃ পুঙ্কলো মহদভুতম্ ।
 যুদ্ধং বিধায় স্মমহান রাজ্ঞা সহ মহামতিঃ ॥৪৫
 পুঙ্কলে পাতিতে রাজা শক্রয়ঃ শক্রতাপনঃ ।
 সুরথং প্রতি সঙ্ক্রুদ্ধো জগাম স্তম্ভনন্বিতঃ ॥
 উবাচ সুরথং ভূপং রামভ্রাতা মহাবলঃ ।
 অঘা মহৎ কৃতং কর্ম যবন্ধকঃ পবনাম্ভজঃ ॥৪৭
 পুঙ্কলোহপি মহাবীরস্তথাস্তে মম সৈনিকাঃ ।
 পাতিতাঃ প্রবনে ঘোরো মহাবলপরাক্রমাঃ ॥৪৮
 ইদানীং তিষ্ঠে মম্বরান পাতিষিষ্য রণাঙ্গনে ।
 কুত্র যাস্তসি ভূমীশ সহস্র মম সাযকান ॥ ৪৯
 ইখ্মাশ্চত্য বীরস্য ভাষিতঃ সুরথো বলৌ ।

জনে নৃপতি কর্তৃক রামাস্ত্রে বন্ধ হইয়া তাঁহাকে
 কহিলেন,—হে মহীভুজ ! কি করিব, মদীয়
 প্রভুর অস্ত্রই বন্ধ হইলাম, অপর প্রাকৃত
 অস্ত্রে নহে। হে ভূপাল! আমি অপ্নের
 সন্মান রাখিতেছি, তুমি আমায় স্বপূরে লইয়া
 যাও; আমার দয়ানিধি আমি আসিয়াই
 আমায় মুক্ত করিবেন। সমীরাজ হনুমান
 বন্ধ হইলে পুঙ্কল ক্রুদ্ধ হইয়া ভূপতির অস্ত্র-
 মুখে ধাবিত হইলেন, রাজাও পুঙ্কলকে
 আসিতে দেখিয়া অষ্টশরে বিদ্ধ করিলেন।
 অনস্তর মহাবল পুঙ্কল বহুসহস্র বাণে নৃপ-
 তিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে রাজাও
 সেই সময়ক্রমে পুঙ্কলনিকপ্ত অসংখ্য বাণ-
 নিচয় ছেদন করিয়া কেলিলেন। সুরথ ও
 পুঙ্কল এইরূপ সমরক্রুদ্ধ হইলে স্বাবর-জন্ম-
 ময় অবিল জগৎ বাণব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।
 বাহ্যরা কণমাংসেই জ্ঞাসারিত হয়, সেই সকল
 মানবগণের কথা কি? তাহাদিগের যুদ্ধো-
 দ্যম দর্শনে সুরসৈনিকগণও মোহিত হইয়া-
 ছিলেন। ৩৫—৪১। বীরবৃন্দের রোমহর্ষণ
 সেই যুদ্ধে, মহামন্ত্রপুত্র অন্তপ্রত্যন্ত নিকপে
 সাতিশর তুমুল ব্যাপার হইয়াছিল। ঐ
 সময়ে রাজা সুরথ সমধিক কুপিত হইয়া

নারচাস্ত্র নিকপ করিলে ভরতাস্ত্রের
 ক্রোধমুক্ত বৎসদস্তবাণনিচয়ে তাহা ছিন্ন
 হইল। সেই নারচাস্ত্র ছিন্ন হইলে রাজা
 ক্রোধভরে অন্ত নারচাস্ত্র সন্ধান করিলেন।
 তখন পুঙ্কল যেমন তাহা ছেদন করিতে
 উদ্যত হইলেন, অমনি তাহা পুঙ্কলের হৃদয়ে
 সংলগ্ন হইয়া বিদ্ধ হইল। মহাতেজা মহা-
 বীর, মহামতি পুঙ্কল সুরথ-রাজের সহিত
 কিয়ৎকাল এইরূপ মহাভূত যুদ্ধ করিয়া উক্ত
 শরাঘাতে মুচ্ছিত হইলেন। এইরূপে
 পুঙ্কল পতিত হইলে শক্রতাপন রাজা শক্রয়
 নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণে সুরথান্তি-
 মুখে গমন করিলেন। অনস্তর মহাবলশালী
 রামভ্রাতা শক্রয়, ভূপতি সুরথকে কহিলেন,—
 আপনি যে পবনাম্ভজকে বন্ধন এবং
 মহাবীর পুঙ্কল ও মহাবল-পরাক্রম মদীর
 সৈনিকগণকে ভীষণ সময়ক্রমে পাতিত
 করিয়াছেন, ইহা অতি মহৎ কাৰ্য্যই
 করিয়াছেন। ভূপতে! এক্ষণে কিয়ৎ-
 কাল অবস্থান করুন, মদীয় বীরবৃন্দকে
 পাতিত করিয়া কোথায় যাইবেন? আমার
 শরাঘাত বন্ধন করুন। মহাবলশালী সুরথ,

জগাদ্ রামপাদাজং দধচ্চেতসি শোভনম্ ।৫
 ময়া তে পাতিভাঃ সন্ধ্যো বীর্য মারুতজ্যোমুখা
 ইদানীং পাতিয়িষ্যামি স্বামপি প্রধানক্ৰমে ॥৫১
 স্মরণ্য রামং যো বীরশ্চামাগত্য প্ররুক্ষতি ।
 অশ্রুখা জীবিতং নাস্তি মৎপুত্রঃ শক্রতাপন ॥৫২
 ইত্যুক্তা বাণসাহস্রৈশ্চন্তঃ জঘান মহীপতিঃ ।
 শক্রয়ঃ শরসজ্জাত-পল্পরে শুদধাৎ পরম্ ॥৫৩
 শক্রয়ঃ শরসজ্জাতং মুঞ্চন্তঃ বহুদৈবতম্ ।
 অস্ত্রং মুমোচ দাহার্থং শরাণাং নতপর্ষণাম্ ॥৫৪
 তদন্তঃ মুক্তমালোক্য রাজা বৈ সুরথো মহান
 বাক্যগান্ধেণ শময়ন বিব্যাধ শরকোটিভিঃ ॥৫৫
 তদা তদ্যোগিনিদন্তমস্তঃ ধম্বসি সন্দধে ।
 মোহনং সর্ষবীর্যাণাং নিদ্রাপ্রাপকমদ্ভুতম্ ॥৫৬
 শুয়োহনং মহান্তঃ স বীক্য রাজা হরিং স্মরন

জগাদ শক্রমভয়ং সর্ষশস্ত্রাত্তকোবিদঃ ॥ ৫৭
 মোহিতস্ত মম শ্রীমদ্রামস্ত স্মরণেন হ ।
 নান্ত্রয়োহনমাভাতি মায়াপি ভয়মাপ মে ॥৫৮
 ইত্যুক্তবতি বীরেহপি মুমোচ স মহান্তকম্ ।
 তেন বাণেন সঙ্কিরং পপাত রণমণ্ডলে ॥ ৫৯
 তয়োহনং মহান্তস্ত নিফলং বীক্য ভূমিপঃ ।
 অত্যন্তং বিশ্বয়ং প্রাপ বাণঃ ধম্বসি সন্দধে ॥৬০
 লবণো যেন নিহতে মহাস্মরবিমদনঃ ।
 তং বাণঞ্চাপ আধস্ত ঘোরকালানলপ্রভম্ ॥৬১
 তং বীক্য রাজা প্রোবাচ বাণোহয়মসত্যঃ হৃদি
 লগতে রামভক্তস্ত সস্মুখেহপি নু ভাত্যসৌ ।
 ইত্যেবং ভাষমাণস্ত বাণেনানেন শক্রহা ।
 বিব্যাধ হৃদয়ে ক্షিপ্ৰং বহুজালাসমপ্রভম্ ॥৬৩
 তেন বাণেন হুংখার্ভো মহাপীড়াসমাহৃতঃ ।

বীরবর শক্রয়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে
 হৃদয়मध्ये শ্রীরামের মনোহর চরণারবিন্দ
 ধ্যান করিয়া কহিলেন,—আমি সমরাজনে
 মারুতি প্রভৃতি তদীয় বীরগণকে যেমন
 পাতিত করিয়াছি, এক্ষণে সেইরূপ তোমাকেও
 পাতিত করিব। হে শক্রতাপন! যে
 বীর আগমনপূর্বক তোমায় রক্ষা করিবেন,
 এক্ষণে সেই শ্রীরামচক্রকে স্মরণ কর, নতুবা
 আমার নিকট তোমার জীবন রক্ষা হইবে
 না। মহীপতি সুরথ এই কথা বলিয়া সহস্র
 সহস্র বাণে শক্রকে আহত করিতে লাগি-
 লেন, অধিকন্তু শরপঞ্জরमध्ये আবদ্ধ করিয়া
 কোঁলিলেন। তখন শক্র সেই নৃপতিবরকে
 অবিরল শরনিকর বর্ষণ করিতে দেখিয়া
 সেই সকল সন্ত্রস্তপর্ষ শরসমূহকে দণ্ড
 করিবার অতিপ্রায়ে আরোহস্ত্র ত্যাগ করি-
 লেন। ৪২—৪৪। মহারা] রাজা সুরথ
 আরোহস্ত্র মুক্ত দেখিয়া বাক্যগত দ্বারা তাহা
 প্রশমিত করত পুনরপি কোটি কোটি শরে
 শক্রকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।
 তৎকালে শক্র, অধিল বীরগণের নিদ্রা-
 প্রাপক, পূর্বকথিত যোগিনীপ্রদম্ব অদ্ভুত
 মোহনাত্ম ধম্বতে সন্ধান করিলেন। সর্ষ-

প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে স্নিগ্ধ রাজা সুরথও সেই
 মোহননামক মহান্তকে নিরীক্ষণপূর্বক ভগবান
 হরিকে স্মরণ করিয়া নির্ভ্রুতিতে শক্রকে
 কহিলেন,—বীরবর! আমি শ্রীরাম স্মরণেই
 বিমোহিত, তোমার আর অস্ত্র কোন বস্তুই
 মোহকর বলিয়া বোধ হয় না; অধিক কি,
 সাক্ষাৎ মায়াই আমার নিকট ভয়প্রাপ্ত
 হইয়াছে। বীরবর সুরথরাজ এইরূপ কহি-
 লেন শক্র। যেমন সেই মহান্ত ত্যাগ
 করিলেন, অমনি উহা সুরথশরে ছিন্ন হইয়া
 রণমণ্ডলে পতিত হইল। মহাসুরঘাতী
 ভূপতি শক্র মোহননামক সেই মহান্তকে
 নিষ্কল হইতে দেখিয়া নিরতিশয় বিশ্বাস্যপন্ন
 হইলেন এবং যদ্যরা লবণাসুরকে নিহত
 করিয়াছিলেন, সেই ঘোর কালানলপ্রভ শর
 ধম্বকে সন্ধান করিলেন। ৫৫—৬১। তদর্শনে
 রাজা কহিলেন,—এই বাণ অসাধুহৃদয়েই
 স্থান পায়, রামভক্তের সস্মুখেও আসিতে
 পারে না। সুরথরাজ এইরূপ কহিতে
 থাকিলে, শক্র অবিলম্বে তদীয় হৃদয়ে
 সেই বহুজালাসমপ্রভ বাণ বিদ্ধ করিলেন।
 তখন শক্রতাপন সুরথ সেই বাণপ্রহারে ঘণ-
 পন্ননাস্তি পীড়িত ও হুংখার্ভ হইয়া ক্ষণকাল

রোধোপন্থে ক্ৰমং মুচ্ছামিবাণ পরতাপনঃ ॥ ৪
 স কণাত্যং ব্যাধাং নীভা জগাদ ত্রিপুমগ্রতঃ ॥ ৫
 সহসৈবকং প্রহারঃ মে কুত্র যাসি মমাগ্রতঃ ॥ ৬
 এবযুক্তা মহাসম্ভো বাণমাধস্ত সায়কে ।
 জালামালাপরীভাক্ষং স্বপ্নপুঙ্খসম্বিতম্ ॥ ৬
 স বাণো ধম্বসো মুক্তঃ শক্রয়েয় পথি স্থিতঃ ।
 ছিন্নোহপ্যগ্রকলেনাত্ত হৃদয়ে সমপদ্যত ॥ ৬৭
 তেন বাণেন সমুচ্ছ্র্য পপাত স্তম্বনোপরি ।
 ততো হাহ'কৃতং সৰ্ব্বং সৈন্তং ভয়ং পরাদ্রবৎ
 সুরধো জয়মাণেদে স'গ্রামে রামসেবকঃ ।
 দশ বীরা দশশূনৈর্মুচ্ছিতাঃ পতিতাঃ কচিৎ ॥
 শেষ উবাচ ।

সুগ্রীবস্তচ্চ কটকং নষ্টং বীক্ষ্য রণাঙ্গনে ।
 স্বামিনঃ মুচ্ছিতকপি যযৌ যোদ্ধুং নৃপং প্রতি
 আগচ্ছ তূপ সর্বাণো মুচ্ছারিতা কুতো ভবান
 নিপ্রং গচ্ছতি মাং দেহি যুদ্ধং রণবিশারদ ॥

রোধোপন্থে মুচ্ছা প্রাপ্ত হইলেন । পরে কণ-
 মধ্যে সেই বাণব্যথা দূর করিয়া সমুদ্বিষ্ট
 ত্রিপুকে কহিলেন,—আমার সমুদ্বিষ্ট হইতে
 কোথায় যাইবে ? মদীয় এক প্রহার সহ্য কর ।
 সেই ভীষণ সময়কেন্দ্রে মধ্যে রাজা সুরথ
 এইরূপ কহিয়া স্বপ্নপুঙ্খ-সুশোভিত জালামালা-
 পরিব্যাণ্ড এক বাণ শরাসনে সন্ধান করি-
 লেন । সুরথরাজের ধর্ম্মনির্গুণ্য সেই বাণ
 পথিমধ্যেই শক্রের কটুক বিখণ্ডিত হইলেও
 তাহার অগ্রকলক শক্রয়ের হৃদয় বিদ্ধ
 করিল । শক্রয় সেই বাণপ্রহারে মুচ্ছিত
 হইয়া রোধোপরি পতিত হইলে সমুদয়
 সৈন্তগণ হাহাকার করত রণে ভঙ্গ দিয়া
 পলায়ন করিতে লাগিল । জীরামসেবক
 সুরথ সংগ্রামে এইরূপে জয়লাভ করিলেন
 এবং তদীয় দশ কুমার ও সময়কেন্দ্রের অপর
 কোন কোন স্থানে অপর দশ বীরকে
 মুচ্ছিত ও পতিত করিলেন । অনন্তর
 সুগ্রীব রণাঙ্গনে সমুদয় সৈন্তগণকে ভয় ও
 প্রকৃতক মুচ্ছিত দেখিয়া যুদ্ধার্থ সুরথরাজের
 অতিমুখে গমনপূর্বক কহিলেন,—ওহে তূপ !

এবযুক্তা নগং কক্ষিদ্বিশালং শাখয়া ভূতম্ ।
 উৎপাট্য প্রাহরন্তস্ত মস্তকে বলসংযুতঃ ॥ ৭২
 তেন প্রহারেণ মহাবলো নৃপঃ
 সংবীক্ষ্য সুগ্রীবমথো হচচাপে ।
 বাণান্ সমাধায় শিতান স রোহা-
 জ্জ্বান বক্ষস্তিপোকৃষো বলী ॥ ৭৩
 তান্ বাণান্ ব্যধমৎ সর্গান সুগ্রীবঃ সহসা
 হসন ।
 তাড়য়াস স হৃদয়ে সুরথঃ সুমহাবলঃ ॥ ৭৪
 পর্ত্তৈঃ শিখরৈশ্চৈব নগৈর্দ্বিরদবধৈর্গণৈঃ ।
 বেগাৎ স তাড়য়াস দারয়ন্ সুরথং নৈথৈঃ ॥ ৭৫
 ভ্রমপ্যাণ্ড ববন্ধান্নাদ্রামসংজ্ঞাৎ সূদাকৃণাৎ ।
 বন্ধং কপিবরো যেনে সুরথং রামসেবকম্ ॥ ৭৬
 গজো যথায়সময়ীঃ শীঘ্রালাঃ পাদলম্বিতাম্ ।
 প্রাপ্য কিঞ্চিন্ন বৈ কর্ত্তুং শক্ৰোতি স তথা
 হ্যকুৎ ॥ ৭৭

আইস, আমাদিগের সকলকে মুচ্ছিত করিয়া
 কোথায় যাইবে ? হে যুদ্ধবিশারদ ! ত্বরায়
 আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ১০২—১০১ ।
 মহাবল সুগ্রীব, এই কথা বলিয়াই শাখা-
 প্রশাখাধিত এক বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক
 তদ্বারা নৃপতির মস্তকে প্রহার করিলেন ।
 অতীব পৌকষশালী মহাবলগণ্যকৃষ্ণ নৃপবর
 সুরথ সেই বৃক্ষপ্রহারেহেতু সাতিশয় রোষভরে
 সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত স্বীয়
 শরাসনে নিশিত শরনিকর সন্ধানপূর্বক
 সুগ্রীবের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত
 হইলেন । তখন অসীমবলশালী সুগ্রীব,
 হস্ত করিয়া সহসা তৎসমস্ত বাণষ্ট ব্যর্থ
 করিলেন এবং পর্ত্ত, পর্ত্তশূল, বৃক্ষ ও
 মাতঙ্গাদি বর্ষণদ্বারা সুরথের হৃদয় পীড়িত
 করিয়া পুনরপি মহাবেগে নখাঘাতে সুরথকে
 ক্ত-বিন্ধত করত ভাঙিত করিতে লাগি-
 লেন । অনন্তর সুরথ অবিলম্বে সুগ্রীবকেও
 নিদারুণ রামাস্ত্রে বন্ধন করায় সেই কপিবর
 সুরথকে যথার্থ রামসেবক মনে করিলেন ।
 মহামাতঙ্গ যেমন চরণে লোহশূঙ্খলাবন্ধ

জিতং তেন মহারাজা সুরধেন সুপজিগা ।
 সর্বান বীরান রথে স্থাপ্য যযৌ স্বমগরং প্রতি
 গস্থা সভায়ঃ সুমহান্ বহুং মাক্তিমব্রবীৎ ।
 সুর জীরঘুনাথং ত্বং দয়ালুং ভক্তপালকম্ ॥ ১৯
 যথা ত্বাং বন্ধনাৎ সদ্যো মোচয়িষ্যাতি তুষ্টবীঃ ।
 অস্তথাযুতবর্ষণে মোচয়িষ্যামি বন্ধনাৎ ॥ ২০

ইত্যুক্তমাকর্ষ্য সমীরজস্তদা
 সুবন্ধমান্বানমবেক্ষ্য বীরান্ ।
 সম্মুর্চ্ছিতান শকেশরাতিঘাত-
 পীড়াযুতান্ বন্ধনমুক্লেষেৎ সুরং ॥ ১৯
 জীরামচন্দ্রং রঘুবংশজাতং
 সৌতাপতিং পঙ্কজপত্রনেত্রম্ ।
 সম্মুক্রয়ে বন্ধনতঃ রূপালুং
 সম্মার সর্ষৈঃ করণৈকৈশোকাৈঃ ॥ ২০
 হনুমান্ববাচ ।

হা নাথ হা নরবরোত্তম হা দয়ালো
 সৌতাপতে কচিরকুণ্ডলশোভিবক্ত্র ।

হইলে আর কিছুই করিতে পারে না,
 সুগ্রীবও সেইরূপ হইয়া পড়িলেন । মহা-
 রাজ সুরথ, এইরূপে সেই রামাক্ররূপ মহা-
 শরে জয়লাভ করিলেন এবং সমুদয় বীর-
 গণকে রথে স্থাপন করিয়া স্বায় নগরাভিমুখে
 যাত্রা করিলেন । অনন্তর সেই পরম মহাত্মা
 সুরথ সভায় উপস্থিত হইয়া অস্ত্রবন্ধ মাক-
 ত্তিকে কহিলেন,—একপে তুমি ভক্তবৎসল
 দয়াময় রঘুনাথকে এরূপ ভাবে সুরণ কর,
 যাহাতে তিনি তুষ্ট হইয়া তোমাকে অবিলম্বে
 বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, অস্ত্রথা আমি
 তোমায় অযুত বর্ষান্তে বন্ধন হইতে মোচন
 করিব । তখন সমীরাজ হনুমান্ সুরথের
 এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং আপনাকে
 অস্ত্রবন্ধ ও বীরগণকে শকেশরপ্রহারজনিত
 বেদনায় মুর্চ্ছিত দেখিয়া বন্ধন হইতে সমুদয়
 ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া পদ্মপলাশলোচন রঘু-
 বংশসজ্জত রূপায় সৌতাপতি জীরামচন্দ্রকে
 সুরণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে হনু-
 মান মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—হা নাথ !

ভক্তার্তিদাহক মনোহররূপধারিন্
 মাং বন্ধনাৎ সপদি মোচয় মা বিলম্বম্ ॥ ২০
 সম্মোচিতং ভবতা গজপুঙ্কবাধ্যা
 দেবাশচ দানবকুলায়িসু দহমানাঃ ।
 তৎশূলশ্রীশিরসি সংস্থিতকেশবন্ধ-
 সাম্মাচিত্তাসি করুণালয় মাং সুরথ ॥ ২১
 ত্বং যাগকর্মান্বিতোহসি মুনীশ্বরেস্ত্রে-
 ঙ্গম্মং বিচারয়সি ভূমিপভাড্যপাদ ।
 অত্রাহমদ্য সুরধেন বিগাঢ়পাশ-
 বন্ধোহস্মি মোচয় মহাপুঙ্কবাণু দেব ॥ ২২
 নো মোচয়স্তথ যদি সুরণাতিতরেকা-
 রং সন্দেহববরপূজিতপাদপদম্ ।
 লোকো ভবন্তমিদমুজ্জসিতো হসিষ্য-
 ত্যস্মাদ্বিলম্বমিহ মাচর মোচয়াণ্ড ॥ ২৩

হা সৌতাপতে ! আপনি অখিল নরোত্তম-
 গণের মধ্যেও উত্তমতম, আপনার রূপ
 ধরাবতই মনোহর, তদুপরি আবার মনো-
 হর কুণ্ডলযুগলে আপনার বদনমণ্ডলের অল্প-
 পম শোভা হইয়াছে, হে দয়াময় ! আপনি
 দয়া করিয়া ভক্তগণের সর্বদুঃখ দূর করিয়া
 থাকেন, অতএব অবিলম্বে আমায় বন্ধন
 হইতে মুক্ত করিয়া দিন । ১২—২৩ দেব ! পূর্বে
 আপনি রাজাকে এবং দেবগণ দানবকুলায়িতে
 দগ্ধ হইয়া আপনাকে সুরণ করায় আপনি
 ঠীহাদিগকেও সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া-
 ছিলেন এবং দানবদিগকে সংহারপূর্বক
 তাহাদিগের পত্নীগণের মস্তকস্থিত কেশ-
 বন্ধনও মোচন করিয়াছেন, অতএব হে
 করুণালয় ! আমাকে সুরণ করুন । হে
 ভূপতিগণের পূজ্যপাদ ! আপনি মুনীশ্ব-
 রগণের সহিত যাগকার্যে নিয়ত আছেন
 এবং ঠীহাদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয় বিচার
 করিতেছেন, কিন্তু এ স্থানে আমি আজ
 সুরথরাজ কর্তৃক দৃঢ়তর পাশে বন্ধ হইয়াছি,
 অতএব হে দেব ! হে মহাপুঙ্কব ! সুরায়
 আমায় মোচন করুন । অখিল দেবগণই
 আপনার চরণাবিস্মের পূজা করিয়া থাকেন,

ঐতি ক্ৰমা জগন্নাথো বৃষবীরঃ রূপানিধিঃ ।
 তরুঃ মোচয়িতুঃ প্রাগাৎ পুষ্পকোণ্ড বেগিনা
 লক্ষণেনাঙ্গগেনাথ ভয়তেন সুশোভিতম্ ।
 মুনিবৃন্দৈর্দেবায়ামুখ্যৈঃ সমেতং দদৃশে কপিঃ ॥৮৮
 তথাগতঃ নিজঃ নাথঃ বৌদ্ধ্য কৃপং সমব্রবীৎ
 পশু রাজ্রিঞ্জং মোক্ষুয়ায়াতং রূপয়া হরিম্ ॥৮৯
 অনেকে মোচিতাঃ পূর্ষঃ স্মরণাৎ সেবকা

নিজাঃ ।

তথা মাং পাশতো বন্ধং সমোচনিভূমাগতঃ ॥৯০
 শ্রীরামভদ্রমায়াতং বৌদ্ধ্যাসৌ সুরথঃ কণাৎ ।
 নতয়ঃ শতশব্দক্রে ভক্তিপুরপরিশ্রুতঃ ॥ ৯১
 শ্রীরামস্তঃ নিঈজৈর্দৌর্ভিঃ পরিরেভে চতুর্ভুজঃ ।
 মুর্দ্ধি সিংহরাজ্রলৈর্হৃষাভক্তং স্বকং পুনঃ ॥ ৯২

অতএব আপনি যদি সম্যক স্মরণেও মোচন না করেন, তাহা হইলে হুই জনগণ সানন্দ-চিত্তে আপনাকে উপহাস করিবে, এ জন্ত আর বিলম্ব করিবেন না, অবিলম্বে মোচন করুন । রূপাময় জগন্নাথ বৃষবীর হনুমানের এবং বিধ বাক্যশ্রবণে সেই ভক্তকে মোচন করিবার জন্ত আশুগামী পুষ্পকে আয়োজন করিয়া সুরথপুরে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর হনুমান অঙ্গুগামী ভরত ও লক্ষণ দ্বারা সুশোভিত ও ব্যাসাদি-মুনিবৃন্দ-সম্বিত নিজ প্রভুকে আগত দেখিয়া ভূপতিকে কহিলেন,— রাজন! দেখুন, ভগবান হরি রূপা করিয়া নিজ ভক্তকে মোচন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন । পূর্বে আনকানক নিজ সেবকগণকে এইরূপ স্মরণ করায় যেরূপ মোচন করিয়াছেন, সম্প্রতি পাশবন্ধ আমাকেও সেইরূপ মোচনার্থ উপস্থিত হইলেন । এদিকে সুরথ শ্রীরামচন্দ্রকে আগত দেখিয়া তৎকণাৎ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শত শত বার নমস্কার করিলেন । তৎকালে চতুর্ভুজমূর্ত্তিধারী শ্রীরামচন্দ্রও আনন্দভরে তদীয় মস্তকে আনন্দাঞ্জ বিসর্জন করিতে করিতে সেই স্বীয় ভক্তকে নিজ বাহুচতুষ্টয় দ্বারা পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিলেন এবং

উবাচ বশ্তদেহোহসি মহৎ কর্ম কৃতং ত্বয়া ।
 কশীপরথয়া বন্ধো হনুমান সন্ধিতোবলঃ ॥ ৯৩
 শ্রীরামঃ কপিবর্ধাং তং মোচয়ামাস বন্ধনাৎ ।
 মুচ্ছিতাঃস্তান ভটান সর্গান বৌদ্ধ্য দৃষ্টয়া
 স্বজীবয়ৎ ॥ ৯৪

তে মুচ্ছাং তত্ভাজুর্কৃষ্টা রামেণাশ্রয়যাতিনা ।
 উথিতা দদৃশুঃ শ্রীমদ্রামচন্দ্রং মনোহরম্ ॥ ৯৫
 তে প্রণম্মা ব্রধুপতিং তেন পৃষ্টা অনাময়ম্ ।
 সুবীভূতা নৃপাঃ প্রোচুঃ সর্গঃ স্বকুশলঃ নৃপাঃ ॥
 সুরথো বৌদ্ধ্য শ্রীরামং রূপাংং সেবকাঙ্কনঃ ।
 আগতং সকলং রাজ্যং সহয়ং সুমূর্দার্ষয়ং ॥৯৬
 অনেকবরিবস্তাভিঃ শ্রীরামং সমতোষয়ৎ ।
 কথয়ামাস মেহস্তাযাং কৃতস্তে কম রাঘব ॥৯৮
 শ্রীরাম উবাচ ।

ক্ৰিয়ণাময়ং ধর্ম্যঃ শ্বামিনা সহ যুধ্যতে ।

কহিলেন—সুরথ ! তুমিই সার্থক দেহ ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্গাপেক্ষা সমধিক বলশালী কপিবর হনুমানকে বন্ধন করিয়াছ, ইহা তোমার মহৎকার্য্য করা হইয়াছে । অনন্তর শ্রীরাম রূপাদৃষ্টিতে সেই কপিবরকে বন্ধন হইতে মুক্ত এবং মুচ্ছিত অপর সমুদয় বীরগণকে সচেতন করিলেন । সেই সকল বীরগণ শ্রীরামের দৃষ্টিমাঝে মুচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক উথিত হইয়া মনোহরমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিলেন । অনন্তর সেই সকল নৃপগণ ব্রধুনাথকে প্রণাম করিলেন, ব্রধুবরও তাঁহাদিগকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে তাঁহারা পরম সুবী হইয়া নৃপবর শ্রীরামচন্দ্রকে সর্ব্ববিষয়ক নিজ নিজ কুশল বলিলেন । রাজা সুরথ শ্রীরামকে আশ্রয় সেবকের প্রীতি রূপাপ্রকাশার্থ সমাগত দেখিয়া সানন্দে সেই যজ্ঞাশ্বের সঁহস্ত স্বীয় সমুদয় রাজ্য সমর্পণ করিলেন । পরে নানাবিধ পূজা দ্বারা শ্রীরামকে পরম সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, হে রাঘব ! আমি যে আপন্যর প্রীতি অশ্রায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা কমা করুন । ৮৪—৯৮ । শ্রীরাম

ঈশা সাধু কৃতঃ কর্ণ রণে বীরাঃ প্রভোবিতাঃ
 ইত্যুক্তবস্তঃ নৃহরিঃ পুঞ্জয়ন সপ্ততোহন্তবৎ ।
 স্ত্রীরামস্নিগ্ধিনঃ স্থিত্বা যযৌ তমহমত্যা চ ॥ ১০০ ॥
 কামগেন বিমানেন মূনিভিঃ সহিতো মহান ।
 তঃ দৃষ্ট্বা বিস্মিতান্তস্ত কথাস্কন্ধেৰ্মনোহরাঃ ॥
 চম্পকং স্বপূরে স্থাপ্য পুরথঃ কত্রিয়ো বলী ।
 শক্ৰেন্নেদ সমং যাতুং মনশ্চক্রে মহাবলঃ ॥ ১০২ ॥
 শক্ৰেণঃ স্বহয়ং প্রাপ্য ভেরীনাদানকারয়ৎ ।
 শঙ্খনাদানং বহুবিধানং সৰ্ব্বজ্ঞ সমবাদয়ৎ ॥ ১০৩ ॥
 পুরথেন সমং বীরো যজ্ঞবাহমমুচুৎ ।
 স বল্যম পরান দেশান কৈশ্চিঙ্গুগৃহে বলী ॥
 যত্র যত্র গতো বাহঃ পুরদেশান পরিভ্রমৎ ।

বলিলেন,—রাজন! কত্রিয়গণের ধর্ম্মই এই-
 রূপ যে, স্বীয় প্রভুর সহিতও যুদ্ধ করিতে
 পারে; অতএব তুমি যে সময়ে বীর-
 গণকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, ইহা তুমি উত্তম
 কাৰ্য্যই করিয়াছ। মানবরূপী ভগবান হরি
 এইরূপ কহিলে, পুরথ পুত্রগণের সহিত
 ঠাঠার যথোচিত অর্চনা করিলেন; স্ত্রীরাম-
 চন্দ্রও তথায় দিবসভয় অবস্থান করিয়া
 ঠাঠাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক মূনিগণের সহিত
 কামগ বিমানে আরোহণ করত স্বস্থানে
 প্রস্থান করিলেন। এদিকে পুরথাদি সকলে
 স্ত্রীরামকে দর্শন করিয়া সাতিশর বিস্ময়াবিষ্ট
 হৃদয়ে তৎসম্বন্ধে নানাধিকার মনোহর
 কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে
 মহাবলসম্পন্ন রাজা পুরথ, নিজ নগরে
 চম্পককে স্থাপনপূর্ব্বক শক্ৰেণের সহিত গমন
 করিতে মনস্থ করিলেন। এদিকে শক্ৰ
 স্বীয় অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দিকে বহুবিধ শঙ্খ-
 ধ্বনি ও ভেরীবাদন করাইতে আরম্ভ করি-
 লেন। অনন্তর বীরবর শক্ৰ, পুরথের
 সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞাধিকে সোচন করি-
 লেন। পরে সেই অশ্ব প্রসিক দেশনিচয়ে
 যথেষ্ট ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু
 কোন বলশালী ব্যক্তিই তাহাকে গ্রহণ
 করিল না। সেই অশ্ব বহল নগর ও দেশ

তত্র শক্ৰেণ আয়াতঃ পুরথেন মহাবলঃ ॥ ১০৪ ॥
 কদাচিচ্ছাহুবীতৌরে বাস্মীকৈরাজয়ং বরম্ ।
 গতো মূনিবরৈরঙ্কুঠৈঃ প্রাতধূমেন চিহ্নিতম্ ॥
 শেষ উবাচ ।
 গতঃ প্রাতঃক্রিয়াং কর্তুং সমিধস্তৎক্রিমার্হকাঃ ।
 আনেতুং জানকৌস্থল্লবৃত্তো মূনিশুভৈর্লবঃ ॥
 দদর্শ তত্র যজ্ঞাধঃ স্বর্ণপত্রৈঃ চিহ্নিতম্ ।
 কুঙ্কমাণ্ডককন্তুরী-দিব্যাগন্ধেন বাসিতম্ ॥ ১০৬ ॥
 বিলোক্য জ্ঞাতকৃতুকো মূনিপুত্রোহবাচ সঃ ।
 অরী কস্ত মনোবেগঃ প্রোশ্নো দৈবায়দাশ্রমম্
 আগচ্ছন্ত ময়া সার্কং প্রেক্ষন্তাঃ শ্রাভয়ং কৃথাঃ
 ইত্যুক্তা স লবকুর্ণং বাহস্ত নিকটে গতঃ ॥ ১১০ ॥
 স রয়াজ সমৌপস্থো বাহস্ত রথুবংশজঃ ।
 ধর্ম্মস্বর্গাধরঃ স্বস্তো জয়ন্ত ইব দুর্জয়ঃ ॥ ১১১ ॥
 গতা মূনিশুভৈঃ সার্কং বাচয়ামাস পত্রকম্ ।

পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে যে স্থানেই
 যাইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই মহাবল
 শক্ৰ পুরথের সহিত উপস্থিত হইতে
 লাগিলেন। অতঃপর একদা প্রাতঃকালে
 সেই অশ্ব, জাহুবীতৌরবর্তী হোমধুমচিহ্নিত
 পুরগণ-সেবিত বাস্মীকির মনোহর আশ্রমে
 উপস্থিত হইল। তৎকালে জানকৌপুত্র লব,
 মুনিবালকগণে পরিবৃত্ত হইয়া বাস্মীকির
 প্রাতঃকালীন কর্তব্য কার্য্যের জ্ঞাত তদুপযুক্ত
 সমিধ আনয়নার্থ তথায় গমন করেন। অন-
 ত্তর তিনি, কলাটদেশে স্বর্ণপত্র-চিহ্নিত এবং
 কুঙ্কম অণ্ডক ও কন্তুরী প্রভৃতি মনোহর
 গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত সেই যজ্ঞাধ-অবলোকন-
 পূর্ব্বক কোতুলগাথিত হইয়া মূনিকুমারগণকে
 কহিলেন,—“আমাদিগের আশ্রমে, জানি না
 কাহার, মনের স্তায় দ্রতগামী একটা অশ্ব
 দৈবাৎ আসিয়াছে; এক্ষণে আমার সহিত
 আগমন কর, দেখ, ভয় করিও না। লব এই-
 কথা বলিয়া স্বরায় অশ্বসন্ধিধানে গমন করি-
 লেন ॥২২—১১০॥ স্বস্তে ধর্ম্মস্বর্গাধারী, জয়ন্তে
 স্তায় দুর্জয় রথুবংশজাত সেই লব অশ্বের
 সমৌপস্থ হইয়া পরম শোভমান হইতে লাগি-

ভালস্থিতঃ স্পষ্টবর্ণরাজিরাজিতমুত্তমম্ ॥১১২
 বিবম্বতো মহান বংশঃ সর্বলোকেষু বিষ্ণুতঃ ।
 যত্র কোহপি পরাবাধী ন পরদ্রব্যাম্পটঃ ॥১১৩
 সূর্য্যবংশধ্বজো ধৰ্ম্মী ধনুদীক্ষাশুকুর্ভুতঃ ।
 যং দেবাঃ সাঙ্গুরাঃ সর্বৈ নমস্তি মণিমৌলিভিঃ
 তস্তান্বজো বীরবল দর্পহারী রঘুবহঃ ।
 রামচন্দ্রো মহাতাগঃ সর্বশূরশিরোমণিঃ ॥ ১১৫
 তস্মাত্তা কোশলনৃপ-পুত্রীরত্নসমুদ্ভবা ।
 তস্মাঃ কুক্ৰিভবং রত্নঃ রামঃ শক্রকয়স্করঃ ॥১১৬
 করোতি হয়মেধং স ব্রাহ্মণৈশ্চ স্মৃশিক্ষিতঃ ।
 রাবণাভিধবিপ্রৈশ্চবশ-পাপাপনুভয়ে ॥ ১১৭
 মোচিতস্তেন বাহানাম মুখ্যোহসৌ যজ্ঞমুক্তিমান
 মহাবলপরীবার-পরিখাভিঃ স্মৃতক্ষিতঃ ॥ ১১৮
 তত্রক্ষকোচস্তি তদ্ভ্রাতা শক্রয়ো লবণাস্ককঃ ।

হস্তাশ্বরথপাদাসজ্জ্যসেনাসমম্বিতঃ ॥ ১১৯
 যস্ত রাজ ইতি শ্রেষ্ঠো মানো জায়েত স্বায়ম্বাৎ
 শূর্য্য বয়ঃ ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠা বয়মহোৎকটাঃ ॥১২০
 তে গুরুস্ত বলাস্বাহাঃ রত্নমালাবিভূষিতম্ ।
 মনোবেগঃ কামজবঃ সৰ্বগত্যাধিভাস্করম্ ।
 ততো মোচয়িত্তা ভ্রাতা শক্রয়ো লীলয়া হঠাৎ
 শরাসনবিনশ্চুক্ৰ-বৎসদন্তগতব্যথাৎ ॥ ১২২
 যে ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়কস্তকাসু =
 জাশাশ্চ সংকেত্রকুলেষু সংসু ।
 গুরুস্ত তে তদ্বিপরীহদেহা
 নামস্ত রাজ্যং রমবে নিবেদ্য ॥ ১২৩
 ইতি সংবাচ্য কুপিতো লবঃ শত্রুধনুর্ধরঃ ।
 উবাচ মুনিপুত্রাস্তান বোয়গদগপভাসিতঃ ॥১২৪
 পশুত ক্ষিপ্রেমেতস্ত গৃহীৎস্বঃ ক্ষত্রিয়স্ত বৈ ।

লেন। তিনি মুনিকুমারগণের সহিত অশ্বের
 নিকট গমন করিয়াই তদীয় ললাটস্থিত
 স্পষ্ট বর্ণমালা-শোভিত জয়পত্র পাঠ করি
 লেন। তাহাতে লিখিত ছিল, যে সূর্য্যবংশ
 অতিমহান, যাহা সর্বলোকের পরিজাত,
 যে বংশে কেহ কখন পয়ের অনিষ্টচরণ
 বা পরদ্রব্য অপহরণ করে নাই, সেই সূর্য্য-
 বংশের যিনি ঋজ্বরূপ, যিনি ধনুঃসদ্যা-
 শিক্ষাদানে সকলের গুরু এবং যিনি মহা-
 ধনুর্ধর ও সকলের পূজনীয়, অধিক কি,
 সমুদয় দেবাসুরগণও মণিভূষিত মস্তকধারা
 ঠাহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন; সেই দশ-
 রথের পুত্র রঘুবংশধর মহাতাগ শ্রীরামচন্দ্র,
 অবিল বীরগণের বলদর্পহারী ও সমুদয়
 শুরগণের শিরোমণি। রত্নগর্ভা কোশল-
 রাজকন্যা কোশল্যা ঠাহার মাতা, শক্র-
 সহায়ক শ্রীরামচন্দ্র, সেই কোশল্যাদেবীরই
 গর্ভসমুত রত্ন ॥১১১—১১৬। সম্প্রতি
 সেই শ্রীরামচন্দ্র, ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উপদিষ্ট
 হইয়া রাবণনামক বিপ্রবরের বধজনিত পাপ-
 ক্ষয়ার্থ অশ্বমেধযজ্ঞ করিতেছেন। তিনিই,
 যজ্ঞার্থ বধহেতু মোক্ষাধিকারী এই অশ্ববরকে
 পরিখাশ্বরূপ মহাবলশালী পরিজনগণে সুর-

ক্ষিত করিয়া মোচন করিয়াছেন। লবণাসুর-
 ঘাতী তদীয় ভ্রাতা শক্রয়, হস্তী অশ্ব রথ ও
 পদাতি, এই চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হইয়া
 ইহার রক্ষার্থে নিযুক্ত আছেন। যে
 রাজ্যের স্বীয় বলমদে এক্ষণ মহাভীমান
 জন্মিবে যে, আমরাই শূর, আমরাই ধনু-
 ঈর্দ্ধারিগণের অগ্রগণ্য এবং আমরাই সর্ব-
 প্রধান, ঠাহারাই মনের স্থায় ঙ্গতগামী,
 সর্বত্র অবাধে গমন জন্ত যথেষ্ট গমনশীল,
 এবং ভাস্কর অপেক্ষাও যেন সমধিক তেজস্বী
 এই রত্নমালাবিভূষিত অশ্বকে বলপূর্ষক গ্রহণ
 করিবেন। তদীয় ভ্রাতা শক্রয়, অবলীলা-
 ক্রমে অশ্বগ্রাহীকে স্বীয় শরাসনবিক্ষিপ্ত বৎস-
 দন্তবাণে বহুখিত করিয়া ঠাহার নিকট হইতে
 এই অশ্বকে মোচন করিবেন ॥১১৭—১২২।
 যে সকল ক্ষত্রিয়গণ, সংকেত্র ও সংকুলে
 সমুত, এবং ষাহারা যথার্থ ক্ষত্রিয়কস্তার গর্ভে
 জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ঠাহারাই ইহাকে
 গ্রহণ করিবেন, আর ষাহারা সেরূপ নহেন,
 ঠাহারা রঘুপতিকে স্বীয় রাজ্য সমর্পণপূর্বক
 অবনত হউন। বিবিধ অস্ত্র ও ধনুর্ধর লব,
 এইরূপ লিপিপাঠে কুপিত হইয়া বোয়গদগপ-
 বচনে সহচর মুনিকুমারগণকে কাহিলেন,—

লিলেখ যো ভালপত্রে স্বপ্রভাপবঃ নৃপঃ ॥১২৬
 কোহসৌ রামঃ কঃ শক্রয়ঃকীটঃশ্লবলাশ্রিতাঃ ।
 ক্ষত্রিয়ানাং কুলে জাতা এতে ন বয়মূর্তমাঃ ॥
 এতস্ম বীরসুখীনা জানকী ন কুশপ্রস্নঃ ।
 যা রত্নঃ কুশসঃশ্রুত্ব দধারারিমিবারণিঃ ॥ ১২৭
 ইদানীঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদি দর্শয়িষ্যামি সন্নতঃ ।
 যদি ক্ষত্রিয়ত্বেরে ভবযাতি চ শক্রহা ॥ ১২৮
 গ্রহীয্যতি ময়া বন্ধঃ বাহঃ যজ্ঞক্রিয়োচিতম ।
 নো চেহুৎসেকমনুগ্যা কুশশ্চ চরণার্চকঃ ॥১২৯
 অধুনা মে ধনুশ্চ-শরৈঃ সুশ্ৰো ভবিষ্যতি ।
 অস্ত্রেহপি যে মহাবীরা রণমণ্ডলভূষণাঃ ॥ ১৩০
 ইত্যাদি বাক্যচ্চার্যা লবো জগ্রাহ তং হযম্ ।
 তৃণীকৃত্য নৃপান সর্বাংশপাবাণধরো বহুঃ ॥১৩১
 তদা মুনিসুতাঃ প্রোচুর্লবং হযজিহীর্ষীকম্ ।

এতৎলেখক ক্ষত্রিয়ের ধৃষ্টতা দেখ, যে নৃপতি
 এই অশ্বের ললাটপত্রে এইরূপ মিজ বল
 প্রভাপের বিষয় লিখিয়াছে, সেই রাম কে ?
 শক্রয়ই বা কে ? আমার বিবেচনায় ইহার
 ত শ্লবলাসম্পন্ন কীট; এই আমরা কি
 ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করি নাই ? আমরা
 কি সংক্ষত্রিয় নই ? ইহারই মাতা বীরপ্রস-
 বিনী ! আর যিনি, অগ্নিকে অরপিকাঠের
 স্তায় কুশরত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই
 কুশ-জননী জানকী কি বীরপ্রসবিনী
 নছেন ? আমি এখনই সর্বপ্রকারে ক্ষত্রিয়-
 ত্বাদি দেখাইব। শক্রয় যদি যথার্থ ক্ষত্রিয়-
 সম্ভান হয়, তবেই সে আমাদ্বারা বন্ধ যজ্ঞ-
 কার্যোপযোগী এই অশ্বকে মোচন করিবে,
 নতুবা ঐকৃত্য পরিহারপুষ্টক কুশের চরণ-
 সেবক হইবে। এই মুহূর্ত্তেই সেই শক্রয় এবং
 রণক্ষেত্রের ভূষণস্বরূপ অস্ত্রাস্ত্র যে সকল
 মহাবীর আছে, তাহারও মদৌষ শরাসন-
 নির্মুক্ত শরনিকরে ধরাশায়ী হইবে। শর-
 শরাসনধারী বীরবর লব, ইত্যাদি বাক্য
 বলিয়া সমুদয় নৃপগণকে ভূণ জ্ঞান করত সেই
 অশ্ব ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎ-
 কালে মুনিকুমারগণ লবকে অশ্বগ্রহণে সমুৎ-

অযোধ্যানুপত্তী রামো মহাবলপরাক্রমঃ ॥১৩২
 তস্ম বাহং ন গৃহ্নতি শক্রোহপি স্ববলোদ্বুরঃ ।
 মা গৃহণ শৃণুধেদঃ মদ্বাক্যং হিতসংযুতম্ ॥
 ইত্যুক্তঃ স শ্রুতৌ ধূহা জগাদ স দ্বিজাঙ্কজন
 যুৎ বলং ন জানীধ ক্ষত্রিয়ানাং দ্বিজাঙ্কজাঃ ॥
 ক্ষত্রিয়া বীর্ঘ্যশৌণ্ডীর্ঘ্যা দ্বিজা ভোজনশালিনঃ
 তস্মাদযুৎ গৃহে গতা ভূঞ্জন্ত জননীহতম্ ॥
 ইত্যুক্তান্তেহভবৎস্বকীং প্রোক্শ্যস্তঃ পরাক্রমম
 লবস্ম মুনিপুত্রান্তে সম্ভস্কুর্দুরতো বহিঃ ॥ ১৩৬
 এবং ব্যতিকরে বৃতে দেবকাস্তস্ম ভূপতেঃ ।
 আয়াতান্তং হযং বন্ধঃ দৃষ্ট্বা প্রোচুস্তদা লবম্ ॥
 ববন্ধ কো হযমহো কষ্টঃ কস্ম চ ধর্ম্মরটি ।
 কো বাণব্রজমধ্যস্থঃ প্রাপ্যতে পরমাঃ ব্যথাম্
 তদা লবো জগাদাশু ময়া বন্ধোহশ্ব উত্তমঃ ।
 যো মোচয়তি তস্মা শু কঠো ভ্রাতা কুশোমহান

শুক দেখিয়া কহিলেন,—অযোধ্যাধিপতি রাম
 মহাবল পরাক্রান্ত। স্বীয় বাহুবলোদ্ধত দেব-
 রাজও তাঁহার অশ্ব গ্রহণ করেন না, অতএব
 আমাদিগের হিতকর বাক্য শুন, অশ্ব গ্রহণ
 করিও না। লব, মুনিকুমারদিগের এবংবিধ
 বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সেই দ্বিজবালক-
 গণকে কহিলেন,—দ্বিজাঙ্কজগণ ! তোমরা
 ক্ষত্রিয়গণের বল জান না। ক্ষত্রিয়গণ বীর্ঘ্য-
 প্রকাশেই সুনিপূ, এবং দ্বিজগণ ভোজনেই
 পটু, অতএব তোমরা গৃহে ঘাইয়া তোমা-
 দিগের জননীপ্রদত্ত ভোজ্য বস্ত্রসকল
 ভোজন করিতে থাক। ১২৩—১৩৫। লব
 এইরূপ কহিলে সেই সকল মুনিকুমার-
 গণ মৌনী হইয়া লবের পরাক্রম দর্শননিমিত্ত
 দূরবর্তী বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগি-
 লেন। এইরূপ ব্যাপার ঘটিলে ভূপতি শক্র-
 যের ভৃত্যগণ আসিয়া অশ্বকে বন্ধ দর্শনে
 লবকে কহিল,—অহো ! কে এই অশ্ব বন্ধন
 করিয়াছে ! ধর্ম্মরাজ কাহার প্রতি কষ্ট হই-
 লেন ? সম্প্রতি কোন ব্যক্তি বাণসমূহের
 মধ্যবর্তী হইয়া নিদারুণ বেদনা সহ করিবে ?
 তখন লব বলিলেন,—আমিই এই অশ্ববরকে

বমঃ করিষ্যতি কথমাগতোহপি স্বয়ং প্রভুঃ ।
নহা গমিষ্যতি কিপ্রং শরবৃষ্ট্যা সূতোবিতঃ ।
শেষ উবাচ ।

এতদ্বাক্যং সমাকৰ্ণ্য বালোহয়মিতি তেহকবন
সমাগতা মোচয়িত্বঃ স্বয়ং বদ্ধস্ত যে হরৈঃ ॥১৪১
তান বৈ মোচয়িত্বঃ যাতান শক্রস্রস্ত চ সেবকান
কোদণ্ডঃ করষোধুত্বা ক্ষুরপ্রাস্ত্রাণ্যমুমু১৭ ॥১৪২
তে ছিন্নবাহবঃ শোকচ্ছক্রেবঃ প্রতিসঙ্গতাঃ ।
পৃষ্ঠাস্তে জগত্ঃ সর্ষে লবাৎ স্বত্বজকৃতনম্ ।

ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে ষাট্ঠাম্যধ্যে
লবকৃতান্ত্রংনাম ত্রিংশো
অধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

বন্ধন করিয়াছি। যে ইহাকে মুক্ত করিবে,
মদীয় মহামনা ভ্রাতা কুশ তাহার প্রতি কষ্ট
হইবেন। সর্ষনিয়ন্তা ধর্ম্মরাজ যদি স্বয়ং
আগমন করেন, তথাপি তিনি কি করিতে
পারিবেন? তিনি শরবর্ষণে পরিতুষ্ট হইয়া
প্রণিপাতপুরঃসর অবিলম্বে এস্থান হইতে
প্রস্থান করিবেন। শক্রস্রের অমুচরণ,
লবের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল
“এ বালক!” পরে যাহারা ভগবান
হরির সেই বন্ধ অথকে মোচন করিবার
নিমিত্ত নিকটে যাঁইল, লব করে
কোদণ্ডধারণপূর্বক অধমোচনার্থ সমীপাগত
শক্রস্রের সেই সকল সেবকগণ-উদ্দেশে ক্ষুর-
প্রাস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
অতঃপর তাহারা ছিন্নবাহ হইয়া শোক
করিতে করিতে শক্রস্রের নিকট উপাষত
হইল এবং তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া,
সকলেই লব হইতে আপনাদিগের বাহ
চ্ছেদনের বিষয় কহিল। ১৩৬—১৪৩।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশো অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এতাঃ শ্রুত্বা কথ্যঃ রমাঃ লবস্ত বলিলো মুনিঃ
সংশয়ানঃ পর্য্যপৃচ্ছন্নাগঃ দশশতাননম্ ॥ ১
বাৎস্তায়ন উবাচ ।

সযোক্তস্ত পুরা রামঃ সীতামেকাকিনীঃ বনে ।
রজকস্ত ত্বকৃৎসাসৌ তত্যাগ য হলোলুপঃ ॥২
জানক্যাক সূতো জাতৌ ন বরুন্ধরভাৎ গতৌ
বধং বা শিক্ষিতা বিদ্যা যো রামহয়মাহরৎ ॥ ৩
ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা মুনেকাক্যং শেষনাগো মহামতিঃ ।
প্রশস্ত বিপ্রং জগদে রামচরিত্রমভুতম্ ॥ ৪
শেষ উবাচ ।

রামো রাজ্যমযোধ্যায়াং ভ্রাতৃভিঃ সহিতো-
বধত্বৎ ॥
ধর্ম্মেণ পাল্যন সর্ষে ক্ষিত্রিখণ্ডঃ স্বা শ্রিয়া ॥ ৫

একত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস বলিলেন,—মুনিবর বাৎস্তায়ন,
মহাবলসম্পন্ন লবের এই রমণীয় ইতিবৃত্ত
শ্রবণে সন্দেহান হইয়া সহস্রানন অনন্তদেবকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—দেব! আপনি যে পূর্বে
বলিয়াছেন, রাজবর রামচন্দ্র, রজকের
নিন্দাবাদে সীতাকে একাকিনী বনে
ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে কিরূপে জান-
কীর গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন? কি
প্রকারেই বা সেই কুমারমুগল মহাধর্ম্মধর
হন এবং যে পুত্র রামাধ গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন, তিনি কি প্রকারেই বা তাদৃশী ধর্ম্ম-
বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন? বাৎস্তায়ন-
মুনির এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি অনন্ত-
দেব বিপ্রবর বাৎস্তায়নকে প্রশংসাপুরঃসর
অদ্ভুত রামচরিত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন।
অনন্তদেব বলিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র, যে সময়ে
ভ্রাতৃগণ ও স্বীয় পত্নীর সহিত অযোধ্যায়
অবস্থানপূর্বক ধর্ম্মাঙ্গণারে অবিল ক্ষমণ্ডল

সীতা দধায় তদ্বীৰ্ঘ্যং মাসঃ পঞ্চাভবংস্তদা ।
 অত্যন্তং শুভভে দেবী ত্রয়ীব পুরুষকরা ॥ ৬
 কদাচিত্ সময়ে রামঃ পপ্রচ্ছ চ বিদেহজাম্ ।
 কৌদৃশো দোহদঃ সান্বি ময়া তে সাধ্যতে
 হি সঃ ।
 স্বহস্তেব তু সা পুষ্টা ত্রপমাণা রঘোঃ পতিম্ ।
 লজ্জাগপাদবাগ্ৰামঃ নিজগাদ বচোহমৃতম্ ॥ ৮
 সীতোবাচ ।
 অংকুপাতো ময়া সৰ্বংভুক্তংভোক্ত্যামিশোভনম্ ।
 ন কচ্ছিন্মানসে কাস্ত বিষয়ো হ্যতির্যচ্যতে ॥ ৯
 যস্তা ভবাদৃশঃ স্বামী দেবসংস্ততসংপদঃ ।
 তস্তাঃ সৰং বরীবর্জিত ন কিঞ্চিদপি শিষ্যতে ॥
 ত্মাগ্রহাৎ পৃচ্ছসি মাং দোহদং মনসি স্থিতম্
 প্রব্রবীমি পুয়ঃ সত্যং তব স্বামিন্মনোরমম্ ॥ ১১

চিরং ক্রান্তং ময়া সত্যো লোপামুদ্রাদিকাঃ স্ত্রিয়ঃ
 দৃষ্টাঃ স্বামিন্মনো দ্রষ্টুং তা উৎসুকতি সুন্দরীঃ
 রাজ্যং প্রাপ্তা স্বয়া সাক্ষমনেকসুখমাস্বিতা ।
 কৃতস্মাহং কদাপীহ তা নমস্কর্তুমানসা ॥ ১৩
 তত্র গন্ধা তপঃকোশান বস্ত্রাদৈঃ পরিপূজয়ে ।
 রত্নানি চৈব ভাষন্তি ভূষা অপি সমর্গয়ে ॥ ১৪
 যথা মে তোষিতাঃ সত্যো দদত্যশীর্ষ্মনোহরাঃ
 এষ মে দোহদঃ কাস্ত পরিপুরয় মানসে ॥ ১৫
 ইধমাকর্ণ্য বচনং সীতায়ঃ স্মনোহরম্ ।
 জগাদ পরমপ্ৰীতো রামচন্দ্রঃ প্রিয়াং প্রতি ॥ ১৬
 ধন্তাসি জানকি প্রাতর্গমিষ্যসি তপোধনাঃ ।
 প্রেক্ষ্য তাৎ কৃতার্থা স্বমাগমিষ্যসি মেহস্তিকম্
 ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা পরমাং প্ৰীতিমাপ সা ।
 প্রাতর্ষ্মম ভবত্যাক্ষা তাপসীনাং সমীক্ণম্ ॥ ১৮

পালন করত রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে-
 ছিলেন, তৎকালে কোন সময়ে সীতাদেবী
 স্ত্রীরা মনিষিক্ত তেজঃ ধারণ করেন; ক্রমে
 পঞ্চ মাস অতীত হইল, সীতাদেবীও অভ্য-
 স্তরে পরম পুরুষধারিণী ত্রয়ীর স্তায় সাতিশয়
 শোভা পাইতে লাগিলেন। একদা স্ত্রীরাম,
 বিদেহস্থিতি সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
 সান্বি। এক্ষণে আমি তোমার কোন অভি-
 লাষ পূর্ণ করিব? সীতাদেবী নিজেই এই-
 রূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া লজ্জিতা হইলেন এবং
 লজ্জাবশতঃ গদগদস্বরে রথুপতিকে এইরূপ
 স্ময়ধুর বাক্য বলিলেন;—কাস্ত! আপনার
 রূপায় আমি সন্মুদয় মনোজ্ঞ ভোগ্য বস্তুই
 উপভোগ করিয়াছি ও করিব, কোন বিষয়ই
 অবশিষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহার
 সুরগণের পূজ্যপাদ ভবাদৃশ স্বামী, তাহার
 সন্মুদয় বাঞ্ছিত বিষয়ই পূর্ণ হইয়া থাকে, কিছুই
 অবশিষ্ট থাকে না। তথাপি হে স্বামিন! আপনি যখন আগ্রহসহকারে আমায় জিজ্ঞাসা
 করিতেছেন, তখন আমার মনে যে এক
 উৎকণ্ঠ বিষয়ে অভিলাষ আছে, আপনার
 নিকট তাহা সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ১—১১।

স্বামিন! বহু দিন হইল আমি লোপামুদ্রা
 প্রভৃতি পতিব্রতা রমণীগণকে একবার
 দেখিয়াছিলাম, আর একবার সেই সকল
 সুন্দরীকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন
 উৎসুক হইয়াছে। আমি আপনার সহিত
 রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ রাজ্যসুখ উপভোগে
 আসক্ত থাকায় তাঁহাদিগের নিকট কৃতস্মা
 হইয়াছি, এজন্য কোন সময়ে একবার যাইয়া
 তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে মানস করি-
 য়াছি। প্রভো! যাহাতে তাঁহারা আমার প্রতি
 সন্তুষ্ট হইয়া মনোগত আশীর্বাদ করেন,
 তজ্জন্য আমি তথায় গিয়া বস্ত্রাদিছারা সেই
 তপস্বিনীদিগকে পূজা করিব এবং সন্মুদয়
 রত্নসমূহ ও বিবিধ ভূষণ প্রদান করিব;
 কাস্ত! আমার মনে যে এই অভিলাষ হই-
 য়াছে, ইহা পূর্ণ করুন। স্ত্রীরামচন্দ্র, সীতার
 এবিধ স্মনোহর বাক্য শ্রবণে পরম প্ৰীত
 হইয়া প্রিয়াকে কহিলেন,—অগ্নি জানকি!
 তুমিই ধন্ত, তুমি প্রাতঃকালেই গমন করিবে
 এবং সেই তপস্বিনীদিগকে অবলোকনপূর্বক
 কৃতার্থ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে।
 স্ত্রীরামের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা-
 দেবী পরম প্ৰীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং ভাবি-

অথ তন্নিশি রামস্ত চরাঃ কীর্ত্তিং নিজাঃ শ্ৰুতাম্
 শ্ৰেয়সিতুংশ্ৰেয়িতান্তে তু নিশীথেব্যগমন শঠৈঃ
 তে প্রত্যহং রামকথাঃ শৃৎস্তঃ সুমনোহরাঃ ।
 তদ্দিনে গতবস্তস্ত ধনাঢ্যস্ত গৃহং মহৎ ॥ ২০
 দৌপং বীক্য প্রজ্ঞলস্তঃ বচনং বীক্য মাহুঘম্ ।
 স্থিতাস্তস্ত ক্ৰণং চারাঃ সমশ্ৰুণ্ব যশো ভূশম্ ॥
 তত্র কাচন বামা কীবালকং প্রীতি হর্ষিতা ।
 স্তনং ধরস্তং নিজগৌ বাক্যস্ত সুমনোরহম্ ॥ ২২
 পিব পুত্র যথেষ্টেঃ অং স্তস্তং মম মনোহরম্ ।
 পশান্তব স্তুত্প্রাপ্যং ভবিষ্যতি মমাশ্রয় ॥ ২৩
 এতৎপূর্ধ্যাঃ পতী রামো নোলোৎপলদলপ্রভঃ
 তৎপুত্রীহৃজনানান্ত ন ভবিষ্যতি বৈ জন্মঃ ॥ ২৪
 জয়াভাবাৎ কথং পানং স্তস্তস্ত ভুবি জায়তে
 তস্মাৎপিব মুহুঃ স্তস্তং ত্বর্কিতং মম পুত্রক ॥ ২৫

যে কীর্ত্তামঃ স্মরিষ্যতি ধ্যান্ততি চ বদন্তি যে ।
 তেষামপি পায়ঃপানং ন ভবিষ্যতি জাকৃতিং ॥
 ইত্যাদি বাক্যঃ সংশ্রুত্যা কীর্ত্তামযশসোহমৃতম্
 হর্ষিতঃ প্রযযৌ গেহমস্তস্তাগাবতো মহৎ ॥ ২১
 তাবদস্তশ্চরস্তত্র মনোরমমিদং গৃহম্ ।
 মত্যা তিষ্ঠন হি রামস্ত ক্ৰণং শুক্রযযা যশঃ ॥ ২২
 তত্র কাস্তা নিজঃ কাস্তং পর্য্যঙ্কোপরি স্তুহিতম্
 তাপুগং চর্কিতৌ দস্তং ভদ্রা স্নেহেন স্তন্দরী ॥ ২৩
 কল্পলক্ষণশোভাঢ্যা কর্পুরাশুকধূপিতা ।
 কাশ্চং বীক্য লসন্তোত্রো কামরূপমবোচত ॥ ৩০
 নাথ ত্বং তাদিশো মহ্যভাসি যদুগ্রহঘোঃ পতিঃ
 যতাস্তস্তন্দরতবঃ বপুর্কিঁত্রং সুকোমলম্ ॥ ৩১
 পদ্যপ্রান্তং নৈত্রয়ুগাঃ বক্শো মোহনবিশ্বতম্ ।
 ভূজো চ সাক্ষদৌ বিত্রংসাক্ষাদ্রাম ইবাসি মে

লেন, নিশ্চয়ই প্রাতঃকালে সেই তাপসীগণের
 সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। ১২—১৮।
 এদিকে সেই রজনীতেই কীর্ত্তাম, যে প্রকার
 শব্দ শ্রবণ করিতেন, তাহা পরীক্ষা
 করিবার নিমিত্ত নিজ চরণগণকে আদেশ
 করায় তাহারা নিশীথকালে ধীরে ধীরে এক
 স্থানে গমন করিল। তাহারা প্রত্যহই এই
 ভাবে কীর্ত্তামের মনোহর গুণগান শ্রবণ
 করিত। তদ্দিনে তন্নিসিত এক ধনাঢ্য
 ব্যক্তির ভবনে উপস্থিত হইল। অন
 স্তর চরণগণ, তথায় প্রজ্জলিত দৌপ দর্শন
 করিয়া এবং মনুষ্যের কথা শ্রবণ করিয়া ক্ৰণ-
 কাল অবস্থান করিল এবং কীর্ত্তামের প্রভূত
 গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিল। তথায় কোন স্তন্দরী
 স্তম্ভপানে প্রবৃত্ত নিজ শিশুকে সামন্দ্যচিন্তে
 এইরূপ মনোহর বাক্য বলিতেছিল;—পুত্র !
 এইবার যথেষ্ট আমার মনোহর স্তনহৃদয়
 পান কর। বৎস ! ইহার পর আমার স্তনহৃদয়
 তোমার রম্যপুত্র হইবে; কারণ আমি শুনি-
 য়াছি, এই অযোধ্যাপুরীর অধীশ্বর নোলোৎ-
 পলদলপ্রভ যে কীর্ত্তামস্ত, তাহার পুত্রীমধ্যে
 যে সকল জনগণ বাস বাস করে, তাহাদিগের
 আর জন্ম হইবে না; স্তুত্যাঃ জন্ম না

হইলে আর ভূতলে কিরূপে তোমার স্তম্ভ-
 পান ঘটবে? অতএব বৎস! এই বেলা
 মদীয় ত্বর্কিত স্তনহৃদয় পুনঃপুনঃ পান করিয়া
 লও। যাহারা কীর্ত্তামকে শ্রবণ বা ধ্যান
 করিবে কিংবা তাঁহার নামোচ্চারণ করিবে,
 তাহাদিগেরও আর কখন মাতার স্তন পান
 করিতে হইবে না। ঐ সময়ে চরণগণের মধ্য-
 বতী একজন, কীর্ত্তামের ইত্যাদি অমৃতো-
 পম সুখ্যাতি শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া অপর এক
 ভাগ্যবানের গৃহে গমন করিল এবং এই
 গৃহ অতি মনোরম বিবেচনা করিয়া তথায়
 কীর্ত্তামের গুণাবলী শ্রবণবাসনায় ক্ৰণকাল
 অবস্থিত রহিল। তৎকালে তথায় কর্পুরা-
 শুকসুবাসিতা স্বর্ণকাকনভূষিতা কোন স্তন্দরী
 স্নেহবশতঃ ভর্কুপ্রদত্ত তাবুল চর্কণ করিতে
 করিতে পর্য্যঙ্কোপরি সুখোপবিষ্ট কল্পবৎ
 মোহনমূর্ত্তি নিজ কাস্তের প্রতি প্রফুল্লনয়নে
 দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেম,—নাথ!
 রতুনাত যেমন পরম স্তন্দরমূর্ত্তি ও সুকোম-
 লাক্ষ, আপনিও আমার সেইরূপ বোধ
 হইতেছে। আপনার লোচনধুগলও পদ্মবৎ
 স্তন্দর, বকুঃস্থল বিশাল ও মনোহর, স্তন্দীর্ঘ
 বাহুদ্বয়ও তাঁহার স্তায় অঙ্গদভূষিত; অতএব

ত ব হং সমাকৰ্ণ্য কাঙ্ক্ষায়ঃ স্তুমনোহরম্ ।
 উবাচ নেত্রয়োঃ প্রান্তঃ নর্তয়ন কামসুন্দরঃ ॥৩০
 পৃণু কাশ্চে অয়া প্রোক্তঃ সাধ্ব্যা তু স্তুমনোহরম্
 পত্তিব্রতানাং তদ্যোগাঃ স্বকাস্তো রাম এব হি
 পয়ঃ কাহং মন্দাভাগ্যঃ ক রামো ভাগ্যবানহান
 কাহং কাটকবতুচ্ছঃ ক ব্রহ্মাদিশুরার্চিতঃ ॥ ৩৫
 খদ্যোতঃ ক নভোরত্নঃ খলভঃ ক হু পামরঃ ।
 গজাৰিঃ ক মুগোশ্ৰোহসৌ শশকঃ ক হু মন্দমীঃ
 ক চ সা জাহ্নবী দেবী ক রথ্যাজলমুৎপথম্ ।
 ক মেরুঃ সুরসংবাসঃ ক শুভ্রাপুঞ্জকোহল্লকঃ ॥
 তথাহং ক ক রামোহসৌ যৎপাদরজসাজনা ।

আমায় নিকটে আপনি যেন সাক্ষাৎ শ্রীরা-
 মের স্তায় বিরাজ করিতেছেন। বন্দর্পবৎ
 কমনীয়কলেবর সেই কাশ্ত, কাশ্তার এইরূপ
 স্তুমধর বাক্যাবলী কর্ণগোচর করিয়া নেত্র-
 দ্বয়ের প্রান্তভাগ নর্তিত করত কাশ্তাকে
 কহিল,—কাশ্তে! শুন, তুমি সাধ্বী বলিয়া
 উত্তম কথাই বলিয়াছ, নিজকাশ্ত যে
 সাক্ষাৎ শ্রীরামস্বরূপ এরূপ বোধ করা
 পত্তিব্রতা রমণীদিগের উপযুক্তই বটে।
 কিন্তু হতভাগ্য আমিই বা কোথায়? আর
 মহাভাগ্যধর মহাশ্বা রামই বা কোথায়?
 কাটোপম তুচ্ছ আমিই বা কোথায়? আর
 সেই ব্রহ্মাদিদেবারাধ্য রামই বা কোথায়?
 উভয়ের সাদৃশ্য কদাচ সম্ভবপর নহে। যেমন
 তুচ্ছ খদ্যোতাই বা কোথায়? আর নভো-
 রত্ন সূর্য্যদেবই বা কোথায়? মন্দমতি
 শশকই বা কোথায়? আর মাতঙ্গজেতা
 মুগোশ্রই বা কোথায়? জাহ্নবী দেবীই বা
 কোথায়? আর উৎপথপ্রবাহী রথ্যাজলই
 বা কোথায়? এবং সুরগণের আবাসভূমি
 স্তুমেরই বা কোথায়? আর তুচ্ছ শুভ্রা-
 পুঞ্জই বা কোথায়? (অর্থাৎ সূর্য্যাদির সহিত
 খদ্যোতাতির যেমন উপমা হইতে পারে না,
 সেইরূপ শ্রীরামের সহিত আমার তুলনাও
 নিতান্ত অসঙ্গত।) তত্রণ, পাষণময়ী
 গৌতমপত্নী অহল্যা, ঝাঁহার পাদরজঃস্পর্শে

শিলৌড়াহা কণাজ্জাতা ব্রহ্মমোহনরূপধ্বং ॥ ৩৬
 ইতি বাক্যং প্রক্ৰবাণং পরিরেজে নিজঃ পত্তিম্
 জাতা কামহৃতপ্রয়া নর্তিতক্রধরুর্ধরা ॥ ৩৯
 ইত্যাদি বাক্যং সংশ্রুত্যা গন্ত্শচারোহন্তবেশনম্
 ভাবদন্তশ্চরো বাক্যং শুশ্রাব যশসার্চিতম্ ॥ ৪০
 কাচিং পুষ্পময়ীং শয্যাং চন্দনং সহচন্দ্রকম্ ।
 সর্ষং বিধায় কামার্হং জগাদ বচনং পত্তিম্ ॥ ৪১
 এতি কুরুষ ভোগার্হং শযনং পুষ্পশায়কে ।
 চন্দনাদিকলেপঞ্চ তথা ভোগমনেকথা ॥ ৪২
 দ্বাদশা এব ভোগার্হান চ রামপদ্মাসুখাঃ ।
 সর্ষং রামরূপাপ্রাপ্তমুপভুক্ত যথাতথম্ ॥ ৪৩
 মৎসদৃশী কামিনী তে চন্দনং তাপহারকম্ ।
 পর্য্যঙ্কঃ পুষ্পরচিতঃ সর্ষং রামরূপাভবম্ ॥ ৪৪

তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মারণ্য মনোমুগ্ধকর দিব্য রূপ
 ধারণ করিয়াছেন, সেই রামই বা কোথায়?
 আর আমিই বা কোথায়? কাশ্ত এই-
 রূপ বাক্য বলিতে থাকিলে সেই সুন্দরী
 কামাবেশ বশতঃ প্রেমভরে কামদেবের
 শরাসনসদৃশ ক্রয়ুগল নর্তিত করত
 নিজকাশ্তকে আলিঙ্গন করিল। ১৯—৩৯।
 শ্রীরামের চর, তথায় ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ
 করিয়া অন্ত গৃহসমীপে গমন করিল। ঐ
 সময়ে অন্ত একজন চর অন্ত্র শ্রীরামের
 যশোময় বাক্য শুনিতে পাইল। তথায় কোন
 কামিনী, পুষ্পময়ী শয্যা কপূরপরাগপূর্ণ চন্দন-
 দ্রব প্রভৃতি সর্ষপ্রকার কম্ভোগোপযোগী
 দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া স্বীয় পত্তিকে বলিয়-
 ছিল,—কাশ্ত! আসুন পুষ্পশয্যায় ভোগার্হ
 শযন, চন্দনাদি বিলেপন এবং নানাবিধ
 ভোগ্য উপভোগ করুন। দ্বাদশ ব্যক্তিগণই
 ভোগের উপযুক্ত, রামভক্তিহীন মানবগণ
 কখন ভোগ্যোপভোগে সমর্থ হয় না। এক্ষণে
 আপনি শ্রীরামের রূপালক এই সমুদয়
 যথেষ্ট উপভোগ করুন। মৎসদৃশী কামিনী,
 এই সস্তাপহর চন্দন এবং এই যে আপনার
 পুষ্পরচিত পর্য্যঙ্ক, এসমস্তই শ্রীরামের

যে রামঃ ন ভজিষ্যন্তি তে নরা জঠরঃ স্বকম্
 ন ভক্তুঃ শক্ৰবস্তোতে বহুবোগাদিবজ্জঃ ৷
 ইতি কুবন্তীঃ মহিলাঃ হর্ষিতঃ পতিরব্রবীৎ ।
 সর্বং তথ্যং অব্রবীষি ত্বং মম রামরূপাতবম্ ৷৪৫
 ইত্যেবং রামভদ্রস্ত যশঃ প্রস্বা গতশ্চরঃ ।
 তাবদন্তস্ত বেশ্মহৃশ্চরোহন্তঃ শুক্রবে বচঃ ৷৪৬
 কাচিৎ কান্তেন পর্য্যক্বে বৌণাবাদনতৎপর্য্য ।
 কান্তেন রামসৎকৌর্তিঃ গায়মানা পতিং জগৌ
 স্বামিন্ বয়ং ধন্ততমা যেষাং পূর্ধ্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ
 ঐরামঃ স্বপ্রজ্ঞাঃ পুত্রান্ যবঃ পাতি চ রক্ষকঃ
 যো মহৎকর্ম্ম তুঃসাধ্যং কৃতবান্ সুলভং ন তৎ
 সমুদ্রং যো নিজগ্রাহ সেতুঃ তত্র ববন্ধ চ ৷ ৫০
 রাবণং যো যিপুং হস্তা লক্ষাং সন্ত্যজ্য বানটেরঃ
 জানকীমাজহারাত্র মহদাচারমাচরৎ ৷ ৫১
 ইতি প্রোফুঃ সমাকর্ণ্য বচঃ সুমধুরাক্ষরম্ ।

রূপাসমুভূত । যাহারা ঐরামকে ভজনা
 না করে, সেই সকল মানব বহুভোগাদি-
 বিহীন হইয়া স্বীয় জঠরকে ভরণ
 করিতে সমর্থ হয় না । পত্নীকে এইরূপ
 বলিতে শুনিয়া তদীয় পতি সানন্দচিত্তে
 পত্নীকে কহিল,—প্রিয়ে! তুমি সত্যই বলি-
 যাছ, সত্যই এ সকল আমার রামরূপায়
 সংঘটিত হইয়াছে । সেই চর ঐরামচন্দ্রের
 এইরূপ সুযশঃ শ্রবণ করিয়া অস্ত্রত গমন
 করিল । ঐসময়ে অপর ব্যক্তির গৃহসমীপবর্তী
 অপর একজন চরও ঐরামের সুযশঃপূর্ণ
 বচনাবলী শ্রবণ করিতে পাইল । তথায়
 কোন কামিনী পর্য্যক্কেপরি নিজকান্তের
 সহিত অবস্থিত থাকিয়া বৌণাবাদনসহকারে
 ঐরামের গুণ গান করিতে করিতে পতিকে
 কহিল,—স্বামিন্! যিনি অস্ত্রের দ্বন্দ্বের গুরু-
 তর তুঃসাধ্য কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়াছেন,
 যিনি সমুদ্রের নিগ্রহ সাধনপূর্ব্বক তাহাতে
 সেতুবন্ধন করিয়াছেন, যিনি বানরগণের
 সহিত অস্মাতি রাবণকে সংহারপূর্ব্বক লক্ষা-
 পুরী বিধ্বস্ত করিয়া জানকীকে এখানে
 আনয়ন করিয়াছেন এবং যিনি অস্ত্রান্ত নানা-

পতিঃ স্মিতং চকারেমাং বাক্যং পুনরধাতবীৎ
 মুখে নেদং মহৎ কর্ম্ম রামচন্দ্রেণ তামিনি ।
 দশাননবধাদীন সমুদ্রদমনানি চ ৷ ৫০
 লীলয়া যোহবনিং প্রাপ্তো ব্রহ্মাদিপ্রার্থিতো মহান্
 করোতি সচ্চরিত্রাণি মহাপাপহরাণি চ ৷ ৫৪
 মা জানীহি নরঃ রামঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনম্ ।
 সৃজত্যবতি হস্তোতদ্বিধং লীলাতমাত্মনঃ ৷ ৫৫
 ধন্তা বয়ং যে রামস্ত পশ্চামো মুখপল্লজম্ ।
 ব্রহ্মাদিসুরতুর্দর্শং মহৎপুণ্যকৃতো বয়ম্ ৷ ৫৬
 ইত্যাদি বাক্যং শুশ্রাব চারো ষাট্ স্থিতো
 মুহঃ ।

অশুনো দ্রামচন্দ্রেণ চরিত্রঃ ঞ্জিতসৌখ্যদম্ ৷ ৫৭
 অস্তো হস্তগুহং গদ্বা হৃদৌ শ্রোতুং হরের্দর্শনং ।

বিধ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, সেই
 প্রভু ঐরাম যখন আমাদিগের এই নগরীর
 অধীশ্বর এবং তিনি যখন আমাদিগের রক্ষক
 হইয়া পুত্রানির্দিশেষে স্বীয় প্রজাপুত্রকে পালন
 করিতেছেন, তখন আমরাই ধন্ততম । পতি,
 পত্নীর এবংবধ সূমধুর বাক্য শ্রবণে ঈবংধাতু
 করিয়া পুনরায় পত্নীকে এই কথা বলিল,—
 মুকে! সমুদ্রের নিগ্রহ ও দশাননবধাদি যে
 সকল বিষয় উল্লেখ করিলে, ঐরামচন্দ্রের
 পক্ষে উহা মহৎ কার্য্য নহে । পরাৎপর যে
 ঐরামচন্দ্র, ব্রহ্মাদিদেবগণের প্রার্থনাতোই
 ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া মহাপাপবিনাশন
 সংকার্য্যসকল অহুষ্ঠান করিতেছেন, সেই
 কৌশল্যানন্দবর্ধন ঐরামকে তুমি মনুষ্য
 জ্ঞান করিও না, তিনিই এই অবিল বিধের
 সৃজন, পালন ও লয় করিয়া থাকেন ; তিনি
 স্বীয় লীলাপ্রকাশার্থই মানবরূপ ধারণ
 করিয়াছেন । প্রিয়ে! আমরাই ধন্ত, কারণ,
 আমরা যখন ব্রহ্মাদি দেবগণেরও তুর্দর্শ
 ঐরামের মুখপল্লজ সম্পর্শন করিতেছি, তখন
 আমরাই মহাপুণ্যবান্ । গৃহের দ্বারদেশস্থিত
 সেই চর বাবুদ্বার এইরূপ ঞ্জিতসুখকর
 ঐরামের কাবিত্রকথা শ্রবণ করিল ৪০—৫৭ ।
 অস্ত্র একজন চরও যে, ভগবান্ হরির যশো-

তত্রাপি রামভক্তস্ত যশঃ শুশ্রাব শোভনম্ ॥ ৫৮
 খেলন্তী স্বামিনা সাকং দ্যুতেন সুনোহরায় ।
 উবাচ বাক্যং মধুরং কল্পণে নৃত্যতীব চ ॥ ৫৯
 জিতং ময়া কাস্ত জবেন সর্গঃ
 ধনং স্বদৌয়ং প্লগ্ধরুপিতং যৎ ।
 ইত্যাদি বাক্যং পরিহাসপূৰ্ণকং
 কুত্বা স্বকাস্তঃ পরিষষজে মুদা ॥ ৬০
 উবাচ কাস্তশ্চার্কজি জিতমেব সুশোভনে ।
 রামং মে স্মরন্তো নিত্যং ন কুত্রাপি পরাজয়ঃ
 ইদানীং ব্রান্ত জেয্যামি রামং স্মৃত্বা মনোহরম্
 দেবা যথা পুরা স্মৃত্বা দিতিজানজয়ন ক্ৰণাৎ ॥
 এবমুক্তা পাশবানাম্ পরিবর্তনমাকরোৎ ।
 তাবজ্জয়ঃ প্রপেদে স হসিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥
 মম প্রোক্তমুতং জাতং জিতা ত্বং নবযৌবনা ।

গান শ্রবণার্থ অন্তর্গৃহে যাইয়া অবস্থান করিতেছিল, সেও তথায় স্ত্রীরামের মনোহর স্মৃতিয়া শ্রবণ করিল। সেই গৃহে কোন পরমসুন্দরী কামিনী স্বামীর সহিত দ্যুত-ক্রীড়া করিতে করিতে কল্পযুগলকে যেন নৃত্য করাইয়া স্বামীকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিল,—“কাস্ত! তুমি যাহা পণ করিয়াছিলে, স্বদৌয় তৎসমুদয় ধনই আমি ক্ৰণমায়েই জয় করিয়াছি।” সে পরিহাসপূৰ্ণক ইত্যাদি বাক্য বলিয়াই সানন্দে স্বীয় পতিকে আলিঙ্গন করিল। তখন স্বামী পত্নীকে কহিল,— চার্কজি! তোমারই জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু হে সুশোভনে! স্ত্রীরামকে স্মরণ করিলে আমার কুত্রাপি পরাজয় নাই জানিও। পূর্বে দেবগণ যেমন স্ত্রীরামকে স্মরণ করিয়া দৈত্যগণকে ক্ৰণমধ্যে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও সেই মোহনমূর্তি রামচন্দ্রকে স্মরণপূৰ্ণক এখনই তোমাকে পরাজয় করিব। সে এই কথা কহিয়া যেমন পাশব সকল পরিবর্তিত করিল, অমনি জয় প্রাপ্ত হইল। তখন হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিল,—দেখ, আমার কথা সত্য হইয়াছে; নবযৌবনা তোমাকে জয় করিয়াছি। যে স্ত্রীরামকে

রামস্মারী কদাপোযব ন ভবেদ্রিপুতোহজয়ী ।
 ইত্যেবং তো বদন্তো চ পরস্পরমথোৎসুকৌ
 পরিরভ্য দুঢং প্রেয়া ততশ্চারো গতো গৃহম্ ॥*
 এবং পঞ্চ মহাচার্য রাজঃ সংশ্রত্য বৈ যশঃ ।
 পরস্পরং প্রশংসন্তো গেহং স্বঃ স্বঃ যযুর্ষুদা ॥৬৬
 একঃ ষষ্ঠশচয়ঃ কারুগেহমালোক্য তত্র হ ।
 জগাম শ্রোতুকামোহসৌ যশো রাজো
 মহীপতে: ॥ ৬৭

রজকঃ ক্রোধসমপ্পুষ্টো ভার্যামস্তগৃহোষিতাম্ ।
 পদা সস্তাভয়ায়াস যিকূর্ষন শোণনেত্রবান ॥৬৮
 গচ্ছ ত্বং মদগৃহান্তস্ত গেহং যত্রোষিতা দিনম্
 নাহং গৃহ্মি ভবতীং তুষ্ঠাং বচনলজ্জ্বনাম্ ॥৬৯
 তদাস্ত মাতা প্রোবাচ মা ত্যজৈনাম্ গৃহাগতাম্

স্মরণ করে, তাহার কখন শত্রু হইতে পরা-
 জয় হর না। সেই দম্পতি পরস্পর এইরূপ
 বলিতে বলিতে প্রেমভরে পরস্পর গাট
 আলিঙ্গনপূৰ্ণক যেমন ক্রৌড়োৎসুক হইল,
 অমনি সেই চর তদগৃহ পরিত্যাগ করিয়া
 গমন করিল। ৫৮—৬৪। প্রধান পঞ্চচর
 রাজা রামচন্দ্রের এবংবিধ যশোগান শ্রবণ-
 পূৰ্ণক পরস্পর প্রশংসা করিতে করিতে
 সানন্দে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। ষষ্ঠ এক-
 জন চর, এক রজকগৃহ অবলোকন করিয়া
 মহীপতি রামের স্মৃতিয়া শ্রবণ-কামনা
 তথায় গমন করিয়াছিল। সেই সময় তথায়
 তদগৃহ-স্বামী রজক, ভার্য্যা দিবাতে
 অপসরব্যাক্তর গৃহে বাস করায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ
 হইয়া আরক্তনেত্রে তাকে ধিক্কার প্রদান
 করিতে করিতে পদাঘাতে পীড়িত করিতে-
 ছিল এবং বলিতেছিল, তুই দিবসে যাহার
 গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিস, এখনই আমার
 গৃহ হইতে তাহার গৃহে গমন কর। তুই যখন
 আমার কথার অবাধ্য ও হৃষ্টরাজা, তখন
 তাকে গ্রহণ করি না। তৎকালে সেই
 রজকের মাতা আসিয়া কহিল,—গৃহাগত এই

* গৃহাৎ ইতি পাঠঃ সাধুঃ ।

অপরোধেন সহিতাং দুষ্টকর্মবিবর্জিতাম । ৭০
 মাতরং প্রত্যাবাচাথ রজকঃ ক্রোধসংযুতঃ ।
 নাহং রাম ইব প্রেষ্ঠাং গৃহ্যাম্যস্তগৃহোহিতাম্ ।
 স রাজা যৎ কয়োত্যোব তৎসর্কঃ নীতিমস্তবেৎ
 অহং গৃহ্যামি নো ভাৰ্ঘ্যাং পরবেশ্মনি সংস্থিতাম্
 পুনঃপুনকবাচেনং রামো নাহং মহৌষধঃ ।
 যঃ পরস্ত গৃহে সংস্থান জানকীঃ বৈ বরক্ষ সঃ
 ইতি বাক্যং সমাশ্রত্য চারঃ কোপপরিপ্লুতঃ ।
 খড়্গং গৃহীত্বা স্বকরে তং হস্তং বিদধে মনঃ ।
 স রামোক্ক্ষণ সশ্বার ন বধ্যঃকোহপি মে জনঃ
 ইতি জ্ঞাত্বা স্বরোষশ্চ, সঞ্জহার মহামনাঃ ॥ ৭৫
 তদা ঞ্জত্বা সুহৃথার্থঃ পঞ্চ চার। যতঃ স্থিতাঃ ।
 ততো গতঃ প্রকুপিতো নিষসনুহকচ্ছ সন্ ॥ ৭৬
 তে বৈ পরম্পরং তত্র মিলিতাঃ সমমক্রবন্ ।

ভাৰ্ঘ্যাকে পরিত্যাগ করিও না, এ অপ-
 রাধিনী সত্য, কিন্তু কোন দুর্কার্য করে
 নাই। অনন্তর রজক সক্রোধহৃদয়ে মাতাকে
 প্রত্যুত্তর করিল,—আমি অস্তগৃহবাসিনী
 পত্নীকে রামের স্তায় গ্রহণ করিতে পারিব
 না। তিনি রাজা, তিনি যাগাই করিবেন,
 তাহাই তাঁহার নীতিসঙ্গত হইবে; কিন্তু
 যে ভাৰ্ঘ্যা পরগৃহে অবস্থান করিয়াছে,
 তাহাকে আমি ত কোন মতেই লইব না।
 তৎপরে পুনঃপুনঃ বলিল, যিনি, পরগৃহ-
 বাসিনী জানকীকে নিজগৃহে রক্ষা করিয়া-
 ছেন, আমি ত সেই রাজা রাম নই ৷৩৫—৭০
 রজকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই চর
 সাতিশয় কুপিত হইয়া হস্তে খড়্গ ধারণ-
 পূর্বক রজককে সংহার করিতে মনস্থ করিল,
 কিন্তু “মদীয় কোন প্রজাকেই সংহার
 করিও না” ঐরামের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া
 সেই মহামনাঃ চর নিজ ক্রোধ সংবরণ করিল
 এবং তদ্বাক্য শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখার্জ ও
 প্রকুপিত হওয়ায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ
 করিতে করিতে যে স্থানে পূর্কোক্ত পঞ্চ চর
 অবস্থিত ছিল, তথায় যাইল। অনন্তর
 তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বলিল, আমরা

সঙ্কতং রামচরিতং সৰ্বলোকৈককপুঞ্জিতম্ ॥ ৭৭
 তে তদাযিতমাকৰ্ণ্য পরম্পরমমত্বদন ।
 ন বাচ্যং রঘুনাথায় বচো দুষ্টজনোদিতম্ ॥ ৭৮
 ইতি সশ্ৰজ্ঞা তে গেহং গম্বা সুবৃপুৰুৎসুকাঃ ।
 প্রাতা রাজ্ঞে প্রশংসাম ইতি বৃদ্ধ্যা ব্যবস্থিতাঃ
 শেষ উবাচ ।
 প্রাতর্নিত্যং বিধায়াসৌ ব্রাহ্মণান বেদবিস্তমান ।
 হিরণ্যদাতৈঃ সস্তপ্য বিধিবৎসংসদঃ যযৌ ॥ ৮০
 লোকাঃ সর্বে নমস্কৰ্ত্তুং রঘুনাথং মহৌপতিম্ ।
 পুত্রবৎ স্বপ্রজাঃ সৰ্বাঃ পালয়ন্তঃ যয়ুঃ সভাম্ ॥
 লক্ষণেনাতপত্রস্ত ধৃতং মুৰ্ধনি ভূপতেঃ ।
 তদা ভরতশক্রো চামরম্বন্দধারিনৌ ॥ ৮২
 বিশিষ্টপ্রমুখাস্তত্র মুনয়ঃ পথ্যুপাসতে ।
 স্তুমত্ৰপ্রমুখাস্তত্র মন্ত্রিণো স্তায়কর্তৃকাঃ ॥ ৮৩
 এবং প্রবৃন্তে সময়ে ঘটচারাণ্ডে শ্ললকৃতাঃ ।

আজ স্বকর্ণে সৰ্বলোকপ্রশংসিত রামচরিত্তে
 শ্রবণ করিয়াছি। পরে তাহারা যষ্ট চরের
 কথা শুনিয়া পরস্পর মন্তব্য করিল, দুষ্টজন-
 কথিত একথা আমাদের রঘুনাথকে বালবায়
 আবশ্যক নাই। তাহারা এইরূপ মন্তব্যানন্তর
 “প্রাতঃকালে রাজসরিয়ানে তাঁহার সুখ্যাতি
 কীৰ্ত্তন করিব” এইরূপ মনস্থ করিয়া গৃহে
 গমনপূর্বক উৎকর্ষিত চিত্তে নিদ্রা যাইল।
 এদিকে ঐরামচন্দ্রে, প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া
 সমাপনপূর্বক বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে বিধিবৎ
 হিরণ্যাদি দানে সন্তুষ্ট করিয়া রাজসভায় গমন
 করিলেন। অনন্তর অযোধ্যাবাসী লোক-
 সকল, যিনি সমুদয় প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ পালন
 করিয়া থাকেন, সেই মহৌপতি রঘুনাথকে
 প্রশ্নিপাত করিবার নিমিত্ত সভায় উপস্থিত
 হইয়া দেখিল, ভূপতির মস্তকে লক্ষণ ছত্র
 ধারণ করিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে ভরত-শক্র
 চামর ব্যজন করিতেছেন এবং বিশিষ্ট প্রভৃতি
 মুনিগণ ও স্তুমত্ৰ প্রভৃতি নীতিবেদী মন্ত্রিগণ
 তাঁহার সমুখে উপস্থিত আছেন। এমত
 সময়ে পূর্কোক্ত ঘটসংখ্যক চরও যথোপযুক্ত

সমাজগূৰ্ণনপতিং নমস্কৰ্ত্ত্বং সভাস্থিতম্ ॥ ৮৪

তান বক্তুকামান্ সংবীক্ষ্য চারাম্ভপতিসন্তমঃ ।

সত্যায়মন্তরাবেশা রহঃ প্রাশিশত্বংস্নুকঃ ॥ ৮৫

একান্তে ভাংশ্চরান সন্ধান পপ্রচ্ছ স্মমতিৰ্ম্মপঃ

কথয়ন্ত চরা মহং যথাতথ্যমরিন্দমাঃ ॥ ৮৬

লোকা ক্রবন্তি মাং কৌদৃগৃভাধ্যায়াম কৌদৃশম্

মাজ্জিগাং কৌদৃশং লোকা বদন্তি চরিতং কথম্ ॥

ইতি বাক্যং সমাকৰ্ণ্য চরা স্নামমথাক্রবন ।

মেঘগন্তীয়য়া বাণ্যা পৃচ্ছন্তঃ রথুনায়কম্ ॥ ৮৮

চারা উচুঃ ।

নাথ কৌর্তির্জনান সন্ধান পাবয়ত্যধুনা ভুবি ।

গৃহে গৃহে ঋতান্মাভিঃ পুরুষস্বাত্তিরীড়িতা ॥ ৮৯

বিন্দ্বতো মহাবংশঃ ভবতা পরমেষ্ঠিনা ।

অলঙ্কৰ্ত্ত্বং গতং ভূমৌ কৌর্তির্কিস্তায়িতা ভুবি ।

অনেকে সগরাদ্যাশ্চ কৃতার্থাঃ পূৰ্ণজা নুপ ।

অভবঃস্তাদৃশী কৌর্তিস্তেষাং নাত্ভূদযথেদৃশী ॥ ৯০

পরিচ্ছদ পরিধান করত সভাস্থ নরপতিকে
নমস্কারার্থ তথায় গমন করিল। অনন্তর
নূপবর তাহাদিগকে বক্তব্য বিষয় বলিতে
ইচ্ছুক দেখিয়া সমুৎসুক হৃদয়ে সভার অন্ত-
র্গত কোন নিষ্কেনগৃহে প্রবেশ করিলেন।
পরে স্মৃতি নূপবর, নিষ্কেনে সেই চরণকে
কহিলেন,—হে অরিন্দমগণ! তোমরা যাহা
শুনিয়াছ, আমার নিকট সত্যরূপে বল।
প্রজাবর্গ, আমার সম্বন্ধে, আমার ভাষ্যের
সম্বন্ধে এবং আমার মন্ত্রিবর্গের সম্বন্ধেই বা
কিরূপ গুণাগুণ কৌর্তন করিয়া থাকে?
চরণ এবং বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘগন্তীর
বচনে রথনাথ স্নামকে কহিল,—নাথ! অধুনা,
ভবদীয় কৌর্তি সমুদয় মহাজনুন্দকে পবিত্র
করিতেছে। আমরা প্রতিগৃহেই ত্রীপুরুষ-
দিগকে ভবদীয় গুণ কৌর্তন করিতে শুনি-
য়াছি। প্রভো! সাক্ষাৎ বিক্রুপী আপনি
এই বিশাল সূর্য্যবংশ অলঙ্কৃত করিবার
নিমিত্তই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কৌর্তিবস্তার
করিয়াছেন। হে নূপ! ভবদীয় পূর্নতন
অনেকানেক নূপগণ অভাবনীয় কার্যসাধনে

অয়া নাথেন সকলাঃ কৃতার্থাস্তে প্রজা নুপ ।

যাসাং নাকালমরণং ন চ রোগাহাপ্রজ্জ্বতিঃ ॥ ৯২

যাদৃশচন্দ্রমা লোকে যাদৃশী জাহুবী সরিৎ ।

ভাদৃশী তব সংকৌর্তিঃ প্রকাশয়তি ভূতলম্ ॥ ৯৩

ত্রক্ষাদিকা ভবৎকৌর্তিমাকৰ্ণ্য ত্রপিতা ভূশম্ ।

নাথ সর্কত্র তে কৌর্তিঃ পাবয়ত্যধুনা জনান্ ।

বয়ং ধন্ততমাঃ সর্কৈ য়ে চারাস্তব ভূপতে ।

ক্ষণে ক্ষণে তব মুখং লোকয়ামো মনোহরম্ ॥

ইত্যাদি বাক্যং চারণাৎ পঞ্চানাং বীক্ষ্যরাঘবঃ

যষ্ঠং পপ্রচ্ছ চারং তং বিলক্ষণমুখাঙ্কিতম্ ॥ ৯৬

রাম উবাচ ।

সত্যং বদ মহাবৃদ্ধে যচ্ছুতং লোকসঙ্করে ।

তাদৃশং শংস মহং ভ্রমস্তথা পাতকাদিক্ ॥ ৯৭

কৃতার্থ হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু আপনার
যেরূপ কৌর্তি, তাহাদিগের সেরূপ হয় নাই।
আপনি প্রভু হওয়ায় সমুদয় প্রজাবর্গই কৃতার্থ
হইতেছে, তাহাদিগের আর অকালমৃত্যু বা
রোগাদির উপদ্রব নাই। জগতে চন্দ্রমা
যেমন সকলের আনন্দপ্রদ এবং জাহুবী
যেমন পবিত্রতাকরী, সেইরূপ জনগণের
আনন্দজনক ও পবিত্রতাকরী ভবদীয় কৌর্তি
ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে। ৭৪—১০।
নাথ! অধুনা আপনার পবিত্র কৌর্তি,
সর্কত্রই অখিল মানবমণ্ডলীকেই পবিত্র
করিতেছে, বোধ হয়, ত্রক্ষাদি দেবগণও
ভবদীয় কৌর্তি শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত
হইয়াছেন। ভূপতে! আমরা ধন্ত হইতেও
ধন্ত, কারণ আমরা আপনার চরণ হইয়া
ক্ষণে ক্ষণে আপনার মনোহর মুখার-
বিন্দ অবলোকন করিতেছি। শ্রীরামচন্দ্রে,
ক্রমিক পঞ্চ চরণের ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া
যষ্ঠ চরণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ
সময়ে তাহার মুখমণ্ডল বিকৃতভাবাপন্ন বোধ
হইয়াছিল। শ্রীরাম বলিয়াছিলেন,—হে মহা-
বৃদ্ধে! সত্য বল, তুমি প্রজাগণের মুখে
যেরূপ শুনিয়াছ আমরা অবিকল সেইরূপ

পুনঃপুনশ্চরং রামঃ পপ্রচ্ছ কহিবিষ্ণুতম্ ।
 তদাপি ন ব্রবীত্যেব রামঃ লোকৈকভাবিতম্ ।
 তদা রামঃ প্রত্যাবোচচ্চরং যুগবলিক্ষিতম্ ।
 শপামি ত্বাং সন্তান শংস সর্গঃ যথাতথ্য ॥২২
 তদা রামঃ প্রত্নাবাচ চরো বাক্যঃ শনৈঃ শনৈঃ
 অকথ্যমপি তে বাচ্যং বাক্যঃ কারুদ্রনোদিতম
 চর উবাচ ।

স্বামিন সর্গত্র তে কৌর্তির্দ্রশাননবধাদিকা ।
 অস্তত্র রাক্ষসগৃহে স্থিতায়াস্তে স্থিত্বা অহো ।
 কারুদ্রেকঞ্চ রজকো নিশীথে মাণ্ডলাঃ শকাম্ ।
 অস্তগেহোষিতাঃ হুঃ । বিকূর্ষিন সম শাভয়ং ।
 তস্মাশ্চ প্রত্নাবাচোমং কথং তাড়াসেহনম্বাম্ ।
 গৃহাণ মা কুথা নিন্দাং স্থিয়ং মহাকামাচর ॥ ১০৬
 তদাবোচৎ স রজকো নাংঃ রামো মহৌপতিঃ
 যদ্রাক্ষসগৃহেহধ্বাষ্টো সৌভামস্কৌচকার সঃ ॥১০৭

বল, অস্তথা তুমি পাতকী হইবে । জীরাম-
 চন্দ্র সেই চরকে, সে কর্ণে ঘেঁরুপ বিক্রম কথা
 শুনিয়াছিল, তদ্বিষয় পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করি-
 লেন, কিন্তু তথাপি সেই চর একমাত্র রজক-
 কথিত বিষয় বলিল না । তখন জীরাম,
 মুখের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া সেই চরকে কহি-
 লেন, তোমাকে সত্য দিয়া দিয়া বলিতেছি,
 যথার্থরূপে সমুদয় বিষয় বল । অনন্তর সেই
 চর ধীরে ধীরে জীরামকে এই কথা বলিল,—
 প্রভো! তবে শুধুন, রজক যে কথা বলি-
 য়াছে, তাহা অকথ্য হইলেও আপনাকে
 বলিতেছি । স্বামিন! সর্গহানেই হয়! পূর্বে
 রাক্ষসগৃহে স্থিত। আপনার পত্নীর বিষয় ভিন্ন
 ভবদায় রাবণবধাদি নানা কৌর্তিই স্মৃত
 হইয়া থাকে । প্রভো! কোন এক দুঃ রজক
 নিশীথকালে স্বীয় মহিলাকে পরগৃহবাসিনব-
 চ্ছন ধিকার প্রদান করত প্রহার করে । পরে
 সেই রজকের মাতা তাহাকে বলে,—এ
 নিন্দাপ, কেন একে প্রহার করিতেছ?
 আমার কুথা রাখ, বুঝা নিন্দা করিও না,
 স্ত্রীকে গ্রহণ কর । তখন সেই রজক বলিল,
 আমি ত মহৌপতি রাম নই, যথেষ্ট তিনি

সর্গঃ রাজঃ কৃতং কর্ম নীতিমহবতি প্রভোঃ ।
 অস্তেবাং পুণ্যকর্তৃধামপি কৃত্যমনীতিমৎ ॥১০
 পুনঃপুনকবাচাসৌ নাংঃ রামো মহৌপতিঃ ।
 চুকুধে সময়ে রাজয়য়া বাক্যং তব স্মৃতম্ ।
 তদানীং শির আচ্ছদ্য পাতয়ামি মহৌতলে ।
 পুংমিগায়য়ামাস রামঃ ক রজকঃ ক হু ॥ ১০৭
 অয়ং কুর্ষ্টৌহনৃতঃ বক্তি নহীদং তথামুচ্যতে ।
 খাজাপয়াস চেদ্রাম সাম্প্রতঃ পাতয়ামি তম্ ।
 অবাচ্যমপি তে প্রোক্তং তদাগ্রহত উদয়ম্ ।
 রাজা প্রমাণমত্রেদং বিগায়য়তু সঙ্গতম্ ॥ ১০২
 শেব উবাচ ।

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য মহাবজ্রমিতাকরম্ ।
 নিবাসয়ত্কুঙ্গাসমাচরন মুচ্ছিতোহপতৎ ॥১১০

রাক্ষসগৃহবাসিনী সৌভাকেও গ্রহণ করিয়া-
 ছেন। সর্গপ্রভু রাজার সমুদয় কার্যই
 নাতিসঙ্গত হয়, আর অপর ব্যক্তিগণ
 ধর্ম্মানুগত কার্য্য করিলেও তাহাদিগের
 কার্য্য নীতিবিরুদ্ধ হইয়া থাকে । রাজন! সেই
 রজক যখন পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল ‘আমি
 মহৌপতি রাম নই’ সেই সময়ে আমি ক্রুদ্ধ
 হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু আপনার বাক্য
 শ্রবণ করিয়াছিলাম; অস্তথা তৎক্ষণাৎ
 আমি তাহার মস্তক ছেদন করিয়া মহৌতলে
 পতিত করিলাম এবং ইহাও বিবেচনা
 করিয়াছিলাম যে, “জীরামই বা কোথায়?
 আর এই রজকই বা কোথায়? (অর্থাৎ
 নীচ রজকের কথায় মহাস্বা রামের কৌর্তি
 লোপ হইতে পারে না,) এই দুঃ্ট জরক
 অথবা কথা বলিতেছে, ইহা ত আর যথার্থ
 সত্য বলিতেছে না ।” যাহাই হউক, হে রাম!
 আপনি যদি আত্মা করেন, এখনই তাহাকে
 নিপাতিত করি । প্রভো! আপনার আগ্রহ-
 নিবন্ধনই আপনাকে আমি যে, নীতিবিরুদ্ধ
 অবজ্ঞব্য বিষয়ও বলিলাম, এ বিষয়ে আপ-
 নিই প্রমাণ । আপনি রাজা, এক্ষণে যাহা
 উচিত হয়, আপনিই বিচার করুন । জীরাম-
 চন্দ্র ভীষণ বজ্রসদৃশ এবৎবিধ বাক্যশ্রবণে

তং মুচ্ছিতং নৃপং দৃষ্ট্বা চার্য্যঃ কুংখসমবিতাঃ ।
 বীজয়ামানুর্কাসোহগ্রেহুংখাপনয়ন্তেভবে ॥১১১
 স লক্ষসংজ্ঞো নৃপতির্মুহুর্তেন জগাদ তান ।
 গচ্ছন্ত ভরতং গেহে প্রেষয়ন্ত চ মাংপ্রাত ।
 তে হুংখিতাশ্চরাস্তুর্গং ভরতস্ত গৃহং গতাঃ ।
 রামস্ত কথয়ামাস্ সন্দেশং নৃপহারকাঃ ॥ ১১৩
 ভরতো রামসন্দেশঃ ঋত্বা ধীমান্ ঘযৌ সদঃ
 রামং প্রতি রহঃসংস্থং ঋত্বা তৎ অরয়া যুতঃ ।
 আগত্য তং প্রভীতায়ং প্রভ্রাবাচ মহামনাঃ ।
 কুত্রাস্তে রামভদ্রোহসৌ মম ভ্রাতা রূপানিধিঃ
 তস্মিন্দ্বিষ্টং গৃহং বীরো যযৌ রত্ননোহরম্ ।
 রামং বিলোকা বিক্রান্তং ভয়মাপ স মানসে ।
 কিংবাসৌ কুপিতো রামঃ কিংবা হুংখমিদং
 বিভোভোঃ ।
 হৃদা প্রোবাচ নৃপতিং নিঃখসম্বং মুতর্গুহুঃ ॥১১৭

যামিন সুখসমারাদ্যং বক্রুং তে কথমানতম্ ।
 অশ্চির্লক্যতে রাজগ্রন্তদেহঃ শশীব তে ॥১১৮
 সর্বং মে কারণং তথ্যঃ ক্রহি মাং কিং
 করোমি তে ।
 ভ্যজ হুংখং মহারাজ কথং হুংখস্ত ভাজনম্ ।
 এবং ভ্রাতা প্রোচ্যমানো গঙ্গাদশ্বরয়া গির্য্য ।
 প্রোবাচ ভ্রাতরং বীরো রামচন্দ্রঃ স ধার্ম্মিকঃ ॥
 শৃণু ভ্রাতর্কচৌ মহং মম হুংখস্ত কারণম্ ।
 তস্মাজ্জনং কুরুষ্যাদ্য ভ্রাতভ্রাতর্গুহামতে ॥১২১
 বংশে বৈবশ্বতে রাজা ন কাশ্চিদশংকতঃ ।
 মৎকৌর্ভির্দদ্য কলুষ্য গঙ্গা যমুনায়া গতা ॥ ১২২
 যেযাং যশো নৃপাং ভূমৌ তেষামেব সুজীবিতম্
 অপকৌর্ভিক্তানাঙ্ক জীবিতং মৃতকৈঃ সমম্ ।
 যেযাং যশো ভবেদ্বুমৌ তেষাং লোকাঃ
 সনাতনাঃ ।

ঘন ঘন দৌর্গ নিঃখাস পরিত্যাগ ও উচ্ছ্বাস
 গ্রহণ করত মুচ্ছিত ও পতিত হইলেন। নৃপ-
 বর জীরামচন্দ্রকে মুচ্ছিত দর্শনে সেই চরগণ
 হুংখিত হইয়া জীরামের ক্রেশশাস্তির
 নিমিত্ত বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা বীজন করিতে লাগিল।
 অনস্তর মুহূর্ত্তমাঞ্জেই সেই নৃপবর সংজ্ঞালাভ
 করিয়া ভাষাদিগকে কহিলেন,—বাও, এই
 গৃহে আমার নিকট ভরতকে প্রেরণ কর।
 তখন সেই হুংখিত চরনিচয় রাজাজ্ঞাপালন
 করত স্বরায় ভরতগৃহে গমনপূর্ব্বক জীরামের
 আদেশপবাক্য নিবেদন করিল। ধীমান্
 ভরতও জীরামের আদেশবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক
 স্বরাধিত হইয়া নির্জনস্থিত জীরামের উদ্দেশে
 তদগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনস্তর
 তথায় উপস্থিত হইয়া প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন,—মহামনাঃ রূপানিধি মদীয় ভ্রাতা
 রামভদ্র কোথায় আছেন? অতঃপর ভরত,
 প্রতিহারিনির্দিষ্ট রত্নরাজ-বিরাজিত জীরা-
 মের কক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং জীরামকে
 নিতান্ত কাতর দেখিয়া মনোমধ্যে সাতিশয়
 ভীত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,
 জীরামচন্দ্র কি কুপিত হইয়াছেন, কিংবা প্রকৃত

দৈদৃশ কোন হুংখ উপস্থিত হইয়াছে। পরে
 নৃপতি রামকে মুতর্গুহুঃ দৌর্গনিবাস ত্যাগ
 করিতে দেখিয়া কহিলেন,—যামিন! কি জন্ত
 আপনার সতত সুখপূর্ণ প্রসন্ন মুখ অবনত
 রহিয়াছে? অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হও-
 য়ায় উহা রাজগ্রন্ত শশধরের স্তায় লক্ষিত
 হইতেছে। মহারাজ! আমাকে সত্যরূপে
 কারণসমুদয় বলুন, এক্ষণে আমাকে আপ-
 নার কি করিতে হইবে? হুংখ দূর করুন,
 কেন এরূপ হুংখিত হইতেছেন? ভ্রাতা ভরত
 গঙ্গাদ বচনে এইরূপ কহিলে বীরবর ধার্ম্মিক
 রামচন্দ্র ভ্রাতাকে কহিলেন,—ভ্রাতাঃ আমার
 বাক্য ও হুংখের কারণ শুন। ভ্রাতাঃ, ভ্রাতাঃ!
 এখনই আমার সেই হুংখকারণের মার্জন
 কর; হে মহামতে! পবিজ বৈবশ্বতবংশে
 কোন রাজাই অকৌর্ভিকলুষিত হন নাই,
 কিন্তু গঙ্গা যেমন যমুনার সাহিত মিশ্রিত হও-
 য়ায় মলিন হইয়াছেন, তদ্রূপ সীতার জন্ত
 মদীয় পবিজ কৌর্ভিও মলিন হইতেছে।
 ১৪—১২২। কৃতলে যে সকল মানবগণের
 সুখশ থাকে, তাহাদিগেরই জীবন সার্থক,
 কিন্তু যাহারা অকৌর্ভিহুংখিত, তাহাদিগের

অপকীর্ণাঃ রগীদষ্টোক্তেবাং কুর্বাদধোগতিঃ । ১২৪
অদ্য মে কলুষা কৌর্জিবধুনৌ লোকবিশ্বতা ।

তক্ষুণ্ব বচো মেহস্য রজকন্ত যথোদিতম ।
অগ্নিন পুরেহস্য রজক উক্তবান জানকীভবম্
কিকিধাকাঃ ততো ভ্রাতঃ কিং করিষ্যামি
ভূতলে । ১২৬

কিমান্নানং জহাম্যদ্য কিমেতং জানকীঃ শ্রিয়ম্
উভয়োঃ কিং ময়া কাৰ্যং তত্থাঃ ক্রহি স্বঃ মম
ইত্যােকা নির্গলদ্বাপো বৈপথ্যকৃতিভাস্ককঃ ।
পপাত ভূমৌ বিরজে। ধাৰ্ম্মিকাগাং শিরোমণিঃ
ভ্রাতরং পতিতং দৃষ্টা ভরতোঃ দুঃখসংযুতঃ ।
সংবীক্ষ্য শনকৈ রামঃ সংজ্ঞামাপ্তং চকার সঃ
সংজ্ঞাং প্রাপ্তস্ত সংবীক্ষ্য রামচন্দ্রে সূত্ৰ খিতম্

জীবন মরণের তুল্য । এই ভূতলে যাহা-
দিগের যশঃ উদ্দেখ্যিত হয়, তাহা-
দিগেরই সনাতন লোকসকল লক্ষ হইয়া
ধাকে, আর যাহার অকৌর্জিরূপ সর্প-
কর্কক দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের নিঃসন্দেহ অধো-
গতি । ভ্রাতঃ ! আজ আমার লোকবিশ্বতা
কৌর্জিরূপা সুরধুনী কলুষিতা হইয়াছে, আজ
আমার সম্বন্ধে রজক যেরূপ বলিয়াছে তথাক্য
শ্রবণ কর । অদ্য এই পুরীমধ্যে কোন
রজক জানকীসম্বন্ধে কোন কুৎসিত বাক্য
বলিয়াছে, অতএব ভাই ! আমি এই ভূতলে
আর কি করিব ? অদ্য আমি কি জীবন
বিসর্জন দিব । না এই নিজ পত্নীজানকীকে
পরিত্যাগ করিব ? এই উভয়ের মধ্যে আমার
কি করা কর্তব্য, আমায় তুমি সত্য করিয়া
বল । ধাৰ্ম্মিকশিরোমণি জীরাচন্দ্রে এই
কথা বলিয়া বাস্পবারি বিমোচন করিতে
লাগিলেন । ভাইর সর্ষশরীর কম্পিত হইতে
থাকিল, পরে তিনি সংজ্ঞাপ্ত হইয়া ভূতলে
পতিত হইলেন । ভরত, ভ্রাতাকে পতিত
দেখিয়া সাত্তিশয় হুঃখিত হইলেন এবং বীজ্ঞ
পূৰ্বক ক্রমে ক্রমে ভাইকে সংজ্ঞাপ্ত
করিলেন । তখন ভরত, জীরাচন্দ্রে কংজ্ঞা
প্রাপ্ত ও ষৎপরোনাস্তি হুঃখিত দেখিয়া তদীয়

উবাচ হুঃখনাশায় স বাক্যঃ স্মমনোহরম্ । ১২৫
ভরত উবাচ ।

কোহয়ং বৈ রজকঃ কিম্ঃ বাক্যং বাচ্যকথামুতঃ
জিহ্বাচ্ছেদনং করিষ্যামি জানকীবাচ্যকারিণঃ ।
তদা রামোহরবীধাক্যং রজকন্ত মুখোদপতম্
জ্ঞাতং চারৈণ তৎসর্গং ভায়ভায় মহাশ্বনে ।
তক্ষুহা ভরতঃ শ্রাহ ভ্রাতরং হুঃখশোকিনম্ ।
জানকী বহিঃক্লান্তক্লান্তায়াঃ বীরপুঞ্জিতা । ১২৬
ব্রহ্মারবীদিয়ং শুদ্ধা পিতা দশরথস্তব ।
কথং সা রজকোক্তিহাকাতব্যা লোকপুঞ্জিতা ।
বন্ধাদিসংজ্ঞতা কৌর্জিতব লোকান পুনাতি ।
সা কথং রজকোক্ত্যা বৈ কলুষাদ্য তবিষাতি ।
তস্মাত্যজ মহাহুঃখং সৌভাভ্যাসমুভবম্ ।
কুক রাজ্যং তয়া সার্কিমম্বর্ষক্যা সূভাগ্যয়া ।
স্বং কথং শরীরন্ত হাতুমিচ্ছসি শোভনম্ ।
বয়ং হতাশ্ব সর্ষেহস্য ভ্রাতং বিনা হুঃখনাশকম্ ।

হুঃখ দূরীকরণাভিলাষে এইরূপ স্মমধুর বাক্য
বলিলেন,—সেই নিন্দাবাদী রজক কে ?
তাহার কথাই বা কি ? নিশ্চয় আমি সেই
জানকীনিন্দাকারীর জিহ্বাচ্ছেদন করিব ।
তখন জীরাচন্দ্রে, মহাশয় ভরতকে রজকমুখ-
নির্গত চারুজ্ঞত তৎসমুদয় বাক্যে বলিলেন ।
১২৬-১২৭ ভরত তথাক্য শ্রবণ করিয়া হুঃখ-
শোকভিত্ত ভ্রাতাকে কহিলেন,—বীরগণ
পুঞ্জিতা জানকী ত লভায় বহিঃক্লান্তা ইইয়াছি-
লেন । তৎকালে ভগবান ব্রহ্ম এবং ভবদীয়
পিতা দশরথও ত বলিয়াছিলেন, সৌভা
পবিহা, তবে . কি জন্ত রজকের কথায়
সেই লোকপুঞ্জিতা জানকীকে পরিত্যাগ
করিবেন ? ব্রহ্মাদিপ্রশংসিত ভবদীয় যে
কৌর্জি অখিল লোককে পবিত্র করিতেছে,
সেই পবিত্র কৌর্জি রজকের কথায় কিরূপে
কলুষিতা হইবে ? অতএব সৌভার নিন্দা-
বাদজনিত মহদুঃখ পরিত্যাগ করুন, সেই
পরম সৌভাগ্যশালিনী গর্তবতীর সহিত পূৰ্ব-
বৎ রাজ্যখালনে প্রবৃত্ত হউন । আপনি কি
নিমিত্ত শ্রোভন কী় শরীর পরিত্যাগ

ক্ষণঃ সৌভা ন জীবন্তে ষাং বিনা স্মমহোদয়া
তন্মাং পত্তিব্রতা সাকং ভুন্নকু বিপুলাং শ্রিয়ম্ ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য ভরতস্য সুধাশ্রিতিকঃ ।
পুনরেব জগাদেমং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ।
যথং কথয়সি ভ্রাতৃত্বং ধর্মসমং যুতম্ ।
পরং যথচ্যাহং বাক্যং তৎকুরুষ মমাজয়া ।
জানাম্যেনাং বহিঃশ্রুত্বাং পবিত্রাং লোক-
পুঞ্জিতাম্ ।

লোকাপবাদান্তীতোহং ত্যজামি স্বাস্ত
জানকীম্ ॥১৫১

তন্মাৎকরে শিতং ধৃষা করবালং সুদাক্ষণম্ ।
শিরশ্ছিন্দ্যথবা জায়াং জানকী মুঞ্চ বৈ বনে ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রামস্য ভরতোহপতৎ ।
মুচ্ছিতঃ সন্ ক্রিতৌ দেহে কম্পযুক্তঃ সবাঙ্গকঃ
বাৎস্তায়ন উবাচ ।

জগৎপবিত্রসংকীর্ণি-জানক্যাবাচ্যবাচনম্ ।

করিতেছেন ? আপনি আমাদিগের সর্বভূঃখ-
বিনাশক; আপনি বিনা আমায় সকলেই আজ
বিনষ্ট হইব। অতীব মহোদয়া সীতাও
আপনি বিনা ক্ষণকালও জীবিত থাকিবেন
না। অতএব সেই প্রতিব্রতার সহিত বিপুল
রাজ্যৈর্ঘ্য উপভোগ করুন। বাগ্মপ্রবর
ধাশ্রিতিকবর জীরামস্বয়ং, ভরতের এবিধ
বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় ভরতকে এই
কথা বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি যাহা বলিতেছ,
তাঁহা ধর্মসঙ্গত ও যুক্তযুক্ত বটে, কিন্তু আমি
যে কথা বলিতেছি, তাঁহা তুমি আমার আশ্রা-
হুসারে প্রতিপালন কর। ভাই! আমি
ঈয় পত্নী জানকীকে অগ্নিশুদ্ধা পবিত্রা ও
সর্বলোকপুঞ্জিতা জানি, কিন্তু কেবল লোকা-
পবাদে ভীত হইয়াই ইহাকে পরিত্যাগ করি-
তেছি। অতএব হয় করে শান্তি করবাল
ধারণপূর্বক আমার শিরশ্ছেদন কর, না হয়,
মদীয় জায়া জানকীকে বনে পরিত্যাগ
করিয়া আইন ১৩০—১৪২। ভরত জীরামের
এবিধ বাক্য শ্রবণে কম্পিতকলেবর বাঙ্গ-
পুর্ণলোচন ও মুচ্ছিত হইয়া ক্রিান্তিলে

কথং সমকরোং স্বামিনঃস্তয়ে কথং সুব্রত ॥১৪৪
যথা মে মনসঃ সৌখ্যং ভবিষ্যতি সুশোভনম্
তথা কুরুষ শেষাদ্য যস্য বাসিনঃস্থতামৃতম্ ।
পিবতর্হৃশিরেব স্তাদৃষয়া সংস্থিতকৃন্তনম্ ॥ ১৪৫
শেষ উবাচ ।

মিথিলায়াং মহাপূর্ঘ্যাং জনকো নাম ভূপতিঃ ।
তস্তাং করোতি সর্ভাঙ্গাং ধর্ম্মমায়াময়ন প্রজাঃ
তস্ত সঙ্ঘর্ষতো ভূমিং সীতয়া দৌর্ঘমুখয়া ।
সৌরধ্বজস্ত নিরগাৎ কুমারী রতিসুন্দরী ॥১৪৭
তদাত্যস্তং মুদং প্রাপ্তঃ সৌরকেতুর্মহীপতিঃ ।
সীতানামাকরোস্তস্তা মোহিত্তা জগতঃ শ্রিয়াঃ ।
সৈকদোদ্যানবিপিনে খেলন্তৌ স্মননোহরা ।
অপশুৎস্বমনঃকান্তঃ শুকশুক্যোয়ুর্গং বদৎ ॥১৪৯
অত্যন্তং হর্ষমাপন্নমত্যন্তং কামলোলুপৎ ।

নিপতিত হইলেন। বাৎস্তায়ন-বলিলেন,—
স্বামিন! ষাঁহার সংকীর্ণিতে জগৎ পবিত্র
হইতেছে, রজক তাদৃশ সীতাদেবীর কি
কারণে নিন্দাবাদ করিয়াছিল? হে সুব্রত!
আপনি আমায় তদ্বিষয় বলুন। হে শেষ!
যাহাতে আমার চিত্তে পরম শান্তি জন্মে,
আপনি তাঁহা করুন। দেব! ভবদীয় মুখার
বিন্দবিগলিত অমৃতপানে এরূপ ভূপ্তি
জন্মিয়া থাকে, যদ্বারা সংসারক্লেশ-
তিরোহিত হইয়া যায়। অনন্তদেব কহিলেন, বাৎস্তা-
য়ন! পূর্বে মিথিলানারী মহাপুরীতে জনক-
নামক ভূপতি ধর্ম্মাহুসারে প্রজাগণের
সন্তোষসাধন করত রাজ্য করিতেন। একদা
সেই সৌরধ্বজ যজ্ঞার্থ দৌর্ঘমুখী লাললাগ্নে
ঘায়া ভূমিকর্ষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে
সেই কুষ্ঠ ভূমি হইতে রতির স্তায় পরমা
সুন্দরী এক কুমারী নির্গত হয়। তখন
মহীপতি সৌরধ্বজ, সাতিশয় অ'নন্দ
প্রাপ্ত হইয়া সেই সাক্ষাৎ কমলাধরুপা
জগন্মোহিনী কুমারীর সীতা নাম রাখিলেন।
কিয়ৎকালের পর সেই স্মননোহরা সীতা,
একদা উদ্যানমধ্যে ক্রীড়া করিতে করিতে,
পরম্পর কথোপকথনাসক্ত, ঈয় মনোমুগ্ধকর

পরম্পরং ভাষমাণং স্নেহেন শুভয়ঃ গিরাঃ ১১৫০
 রমমাণং তদা যুগ্মং নভসি কি প্রবেগতঃ ।
 সযুৎপতন্নগোপন্থে স্থিতং শব্দঃ চকার তৎ ।
 রামো মহৌপতির্ভূমৌ ভবিষ্যতি মনোহরম্ ।
 তস্ম সৌতেতি নাম্না তু ভবিষ্যতি মহেলিকা ।
 স তয়া সহ বর্ষণাং সহস্রাণ্যেকযুগ্মশ ।
 রাজ্যং করিষ্যতে ধীমান্ কর্ণনভুমিপত্নীন্ বলী
 ধস্তা সা জানকী দেবী ধস্তোহসৌ রামসংজিতঃ
 যৌ শরম্পরমাপন্নৌ পৃথিব্যাং রমশো মুদা ॥
 ইতি সস্তাষমাণং তু শুকযুগ্মং তু মৈথিলী ।
 জ্ঞাত্বেন্দং দেবতায়ুগ্মং বংগী তস্ম বিলোক্য চ
 মদীয়ান্ত কথ্য রম্যাঃ কুরুতে শুকযোযুগ্মম্ ।
 এতদগৃহীত্বা পুচ্ছামি সর্বং বাক্যং গতার্থকম্ ।
 এবং বিচার্য সা স্বীয়াঃ সখাঃ প্রতি জগাদ সা
 গৃহস্থ শনৈকৈরেতৎ পক্ষিযুগ্মং মনোহরম্ ॥১৫৭

এক শুকমিথুন সন্দর্শন করিলেন । তাহার
 অতীব কামলোন্মুগ ও অতীব সুষ্টচিত্ত হইয়া
 স্নেহভরে মধুর বচনে পরম্পর মধুরালাপ
 করিতেছিল । তৎকালে সেই পরম্পর
 রমমাণ শুকযুগল সীতাকে দেখিয়া কিপ্র-
 বেগে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইল এবং এক
 পক্ষীতাপন্থে অবস্থিত হইয়া এই কথা
 বলিতে লাগিল ; এই ভূমিতলে রাম নামে
 এক মনোহর মহৌপতি হইবেন, তাঁহার
 সীতা নামে ভাৰ্য্যা হইবে ; মহাবলশালী
 ধীমান্ রাম অখিল ভূপতিদিগকে স্ববেশে
 আনয়ন করত সীতার সহিত একাদশ
 সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন । ১৪০—১৫০ ।
 যে সীতা ও রাম পরম্পর পরম্পরকে প্রাপ্ত
 হইয়া সানন্দচিত্তে এই পৃথিবীতে রমণ
 করিবেন, সেই দেবী জানকীও ধস্তা এবং
 সেই জীৱামও ধস্তা মূনিবর ! মৈথিলী,
 পরম্পর এইরূপ কথোপকথনাসক্ত শুক-
 যুগ্মকে “ইহার দেবতা” এইকপ জ্ঞান
 করিয়া এবং তাহাদিগের উল্লিখিত বচনাবলী
 শ্রবণে এই শুকযুগলও আমার সঙ্কটেই

সখ্যস্তাস্তদুগিরিং গম্বাগুহ্ন পক্ষিযুগ্মং বরম্ ।
 নিবেদয়ামাসুরিদং স্বসখ্যাঃ প্রিয়কাম্যয়া ১১৫৮
 বহবা বিবিধান শব্দান কুর্ষ্বীক্য মনোহরম্ ।
 আশাসয়ামাস তদা প্রপচ্ছ তাদিদং বচঃ ১১৫৮
 সীতোবাচ ।

মা ভৈষাথাঃ যুবাং রম্যো কো বা কুত্র সমাগতে
 কো রামঃ কা চ সা সীতা তজ্জ্ঞানন্তকুত-স্মৃচম্
 তৎসর্বং শংসতং কিপ্রং মন্তো নো
 ভবভোভর্ষম্ ।
 ইতি পৃষ্টং তয়া পক্ষি-যুগ্মং সর্বমশংসত ॥ ১৬১
 পক্ষিযুগ্মমুবাচ ।

বাল্মীকিরাস্তে স্মমহান্বির্কর্মবিহস্তমঃ ।
 আবাং তদাশ্রমস্থানো সর্বদা স্মনোহরম্ ॥

এই সকল মনোরম বাক্য কহিতেছে, অত-
 এব ইহাদিগকে ধারণ করিয়া বাহাতে প্রকৃত
 অর্থ অবগত হইতে পারি ; তজ্জন্ম এই
 সমুদয় বাক্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিব । এই
 বিবেচনা করিয়া স্বীয় সখীগণকে কহিলেন,—
 “তোমরা স্বীয়ভাবে এই মনোহর পক্ষি-
 যুগলকে ধারণ কর” । তখন সখীগণ, স্বীয়
 সখীর প্রিয় কাৰ্য্য সাধনবাসনায় সেই পক্ষীতে
 যাইয়া পক্ষিযুগলকে ধারণপূর্বক সীতাকে
 সমর্পণ করিল । অনন্তর সীতা সেই মনো-
 হর শুকযুগকে বহবার বিবিধ প্রকার ক্লেণ-
 সূচক শব্দ করিতে দেখিয়া আশাস প্রদান-
 পূর্বক এই কথা বলিলেন ;—তোমরা ভীত
 হইও না, তোমাদিগের মুক্তি অতি সূক্ষর,
 তোমরা কে ? কোথায় আসিয়াছ ? রাম
 কে ? সীতাই বা কে ? এবং তাঁহাদিগের
 বিষয় কিরূপে অবগত হইলে ! স্বায় আশায়
 তৎসমুদয় বিষয় বল, আমা হইতে তোমা-
 দিগের কোন ভয় নাই । সীতা এইরূপ
 জিজ্ঞাসা করিলে সেই পক্ষিযুগল তৎসমস্ত
 বিষয় বলিতে আরম্ভ করিল । পক্ষিযুগল
 কহিল, ধর্মবিদগ্ধের অগ্রগণ্য মহাত্মা বাল্মীকি
 নামে এক ঋষি আছেন, আমরা সর্বদা তাঁহার
 আশ্রমে অবস্থান করি । সর্বকৃত-হিতে

স শিষ্যান গাপয়ামাস ভাবি রামায়ণং মুনিঃ ।
প্রত্যহং তৎপদম্মারী সর্ষভুতহিতে রতঃ ॥১৬৩॥
তদাবাত্যাং ঋতং সর্ষঃ ভাবি রামায়ণং মহৎ
মুহুশ্চ হৃগীয়মানমাত্যাতং পরিপাঠতঃ ॥ ১৬৪
শৃণ্বাঃ তেহভিধান্তাবো যো রামো যা চ

জানকী ।

যদ্বশ্ববিষ্যতে তস্মা রামেণ ক্রৌড়িতা বননঃ ॥১৬৫॥
ঋষ্যশৃক্কতেষ্ট্যা চ চতুর্দ্বাং গতো হরিঃ ।
প্রাহুর্ভবিষ্যতি ক্রীমান সুরস্রীগী সংকথঃ ॥১৬৬॥
স কৌশিকেন মিথিলাং প্রাপ্যতে ভ্রাতৃসংযুতঃ
ধম্পাণিস্তদা দৃষ্ট্বা হুগ্রাহমস্ততুভুজাম্ ॥ ১৬৭
ধহুর্ভূতুকা জনকজাং প্রাপ্যতে সুননোহরাম্ ।
তয়া সহ মহদাজ্যং করিষ্যতি ঋতং বরে ॥১৬৮॥
এতদম্ভুচ তত্রৈহঃ ঋতম্মাভিরুদগতেঃ ।

রত, ক্রীমামের চরণধ্যানপরায়ণ সেই মুনিবর
প্রত্যহ নিজ শিষ্যগণকে ভাবী রামচরিত্র
গান করাইয়া থাকেন। সেই জন্ত আমার,
মুহুশ্চ হৃঃ গীয়মান ভাবী সুনহৎ সমুদয় রাম-
চরিত্রই শ্রবণ করিয়াছি এবং ইহা পাঠ
করিবার নিমিত্তই এইখানে আসিয়াছি।
এক্কে আমরা আপনাকে রাম ও জানকী
যে বস্তু এবং রামের সহিত ক্রৌড়ানিরতা
জানকীর যে যে ঘটনা ঘটবে, বলি শুনি।
ঋষ্যশৃক্কমুনি পুজেষ্টিগা করিবেন, তজ্জন্ত
সুহৃদানাগণ ঐহার গুণগান করিয়া থাকেন,
সেই ভগবান হরি, আপনাকে চতুর্দ্বা
বিশক্ত করিয়া কমলার সহিত ভূতলে
প্রাহুর্ভূত হইবেন। বরাক্রমে! অনন্তর
কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র, ধম্পাণি রামকে
তদীয় ভ্রাতার সহিত মিথিলায় লইয়া যাইবেন
তৎপরে রাম, যাহা অপর নরপতিগণ উস্তো-
লন করিতেও অসমর্থ, তাদৃশ ধম্পা উজ্জ
করিয়া, সুননোহরা জনকপ্রহিতাকে প্লাপ্ত
হইবেন এবং শুনিয়াছি ঐহার সহিত বিপুল
রাজ্য শাসন করিবেন। হে চার্কী!
আমরা শুধায় অবস্থিত থাকিয়া ইত্যাদি ও
অস্তান্ত বিষয়ও শুনিয়াছি এবং উড্ডীয়মান

কথিতং তব চার্কী মূঢ়াভাঃ গন্তকামুকৌ ।
ইতি বাক্যং তয়োর্ভা শ্রোত্রয়োঃ সুননোহরম্
পুনরেব জগাদেদং বাক্যং পক্ষিযুগং প্রতি ।
স রামঃ ক্রম বর্ধেত কস্ত পুত্রঃ কথন্ত ভাম্ ।
পরিগ্রহীষ্যতি বরঃ কৌদৃগৃরুপধরো নরঃ ॥১৭১
ময়া পুষ্টিমিদং সর্ষং কথয়ন্ত গথাতথম্ ।
পশ্চাৎসর্ষং করিষ্যামি প্রিয়ঃ যুগ্মনোহরম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা তাস্ত কামেন পীড়িতাং বৌক্ষ সা শুকী
জানকীঃ হৃদি জ্ঞাস্বা চ পপাঠ পুরতন্ততঃ ।
সুর্ধবংশধ্বজো নাম রাজা পঙ্কিরথো বলী ।
যং দেবাঃ শ্রিত্য সর্ষারীন বিজেষ্যন্তে চ সর্ষতঃ
তস্ম ভাধ্যাত্রয়ং ভাবি শক্কেমোহনরুপধুং ।
তাসামপত্যচাতুর্কং ভবিষ্যতি বলোন্নতম্ ॥১৭৫
সর্ষেবামগ্রজো রামো ভন্নরতন্তদনু স্মৃতঃ ।

হইয়া এখানে আগমনপূর্বক আপনাকেও
অনেক বিষয় কহিলাম, এক্কেণে আমার
যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, আমাদিগকে
ছাড়িয়া দিন। সীতা সেই পক্ষিবরের এব-
দ্বিধ সুননোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায়
তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন,—রামচন্দ্র
কোথায় অবস্থিত করিবেন? কাহার পুত্র
হইবেন? কিরূপে সীতার পাণিগ্রহণ করি-
বেন? এবং সেই নরবরের রূপই বা কি
প্রকার? আমার জিজ্ঞাস্ত এই সমস্ত বিষয়
সত্যরূপে আমায় বল, পরে আমি তোমা-
দিগের মনোমত সমুদয় প্রিয় কাণ্ডি করিব।
১৫৪—১৭২। শুকমহিলা, সীতার তাদৃশ বাক্য
শ্রবণ এবং ঐহারে কামপীড়িতা নিরীক্ষণ
করিয়া মনোমধ্যে ইনিই জানকী এইরূপ
বোধ করত ঐহার সম্মুখে পতিত হইল
এবং কহিল,—সুর্ধকুলাতিলক, মহাবলশালী
দশরথ নামে পঙ্কিরথ এক রাজা হইবান।
দেবগণও ঐহাকে আশ্রয় করিয়া সর্ষ প্রকারে
সমুদয় অরাতিগণকে পরাজয় করিবেন,
তাদৃশ সেই দশরথের শক্কেদিগেরও মনো-
মুধকর মধুরমুর্ধি তিনটী পত্নী হইবে এবং
তাহাদিগের গর্ভে মহাবলসম্পন্ন চারিটি পুত্র

লক্ষ্মীভক্ত লক্ষ্মীমান শক্রয়ঃ সধঃতাবলঃ ॥১৭৬

রঘুনাথ ইতি বাক্যঃ গমিষ্যতি মহামনাঃ ।

তেষামনন্তমানি রামস্ত বলিনঃ সধিঃ ॥ ১৭৭

পদ্মকোশ ইব শোভনঃ যুধঃ

পঙ্কজাতনয়নে সুদীর্ঘকে ।

উন্নতা পৃথুমনোহরা নসা

বঙ্কসঙ্কতমনোহরে ক্রবৌ ॥ ১৭৮

জাহ্নুলম্বিতমনোহরৌ ভুজৌ

কবুশোভিগলকোভূষকঃ ।

সংকপাটিতলবিন্দুতশ্রিকঃ

বন্ধ এতদমলং সলক্ষকম্ ॥ ১৭৯

শোভনোরককটিশোভয়া যুতঃ

জাহ্নুযুগ্মমলং স্বসেবিতম্ ।

পাদপদ্মমধিলৈর্নির্ভিজঃ সদা

সেবিতঃ রঘুপতেঃ সুশোভনম্ ॥ ১৮০

এতদ্রূপধরৌ রামৌ ময়া কিং নু স বর্ণ্যতে ।

শতাননোহপি নো য়াতি পক্ষিণঃ কিমু মাদৃশাঃ

জয়গ্রহণ করিবে । রাম, সকলের অগ্রজ,

ভৎপরবর্তী ভয়ভ, জীমান লক্ষণ তদনুজ,

এবং মহাবল শক্রয় সর্ষকনিষ্ঠ । সধি !

ঊর্ধ্বাঙ্গিণের মধ্যে মহামনাঃ রামচন্দ্র রঘুনাথ

নামে প্রসিদ্ধ হইবেন ; কিন্তু বস্তুতঃ সেই

মহাবলশালী রামের নামের অস্ত্য নাই ।

ভদ্রীয় মুখমণ্ডল পদ্মকোশবৎ সুশোভন,

সুদীর্ঘ নয়নযুগল পঙ্কজবৎ সুদৃশ্য, নাসিকা

উন্নত পৃথুল ও অতি মনোহর এবং মনো-

হর ক্রমুগল মনোহর ভাবে পরস্পর সংলগ্ন ।

ঊর্ধ্বাঙ্গ ভূজষয় আজাহ্নুলম্বিত ও অতীব

সুন্দর, কণ্ঠদেশ কবুবৎ সুরম্যা, কটিদেশ

ক্ষীণ, এবং জীবৎসর্টিহৃত বিমল বন্ধঃস্থল

উৎকৃষ্ট কপাটবৎ বিশাল ও সুজী । পরস্পর

সংলিষ্ট সুন্দর জাহ্নুযুগ মনোহর উরু ও

কটি-শোভায় সুশোভিত, এবং সেই রঘু-

পতির সুশোভন পাদপদ্ম, অখিল ভক্তগণ-

কর্ষক সর্ষদা সুসেবিত । এবদ্বিধ রূপধারী

রামের আমি আর কি বর্ণন করিব ? মাদৃশ

পক্ষিগণের কথা কি ; শতমুখেও কেহ

যদ্রুপঃ বীক্য ললিতা মনোহরবপুর্ধ্বরা ।

লক্ষ্মীধূমোহ স্ত্রিবি কা বর্ত্ততে যান মোহতি ॥

মহাবলো মহাবৌর্ধ্যো মহামোহনরূপযুগ্ধ ।

কিং বর্ণ্যামি জীরামঃ সর্ষৈষধ্যাশুগাধিতম্ ॥১৮০

ধস্তা সা জানকী দেবী মহামোহনরূপযুগ্ধ ।

রংস্ততে যেন সহিতা বর্ষণামযুতঃ মুদা ॥ ১৮১

স্বং কা বা কিংসু নামাতি তব সুন্দরি যত্নু মান্

পরিপৃচ্ছসি বৈদগ্ধ্যাদ্রামকীর্ত্তনমাদরাৎ ॥ ১৮২

এতদ্বাক্যঃ সমাকর্ণ্য জানকী পক্ষিণৌর্ধ্বগম্ ॥

উবাচ জয় ললিতঃ শংসতী স্বস্ত মোহনম্ ॥১৮৩

যা ত্বয়া জানকী প্রোক্তা সাহঃ জনকপুত্রিকা ।

স রামো মাঃ যদাগত্য প্রাপ্যতে সুমনোহরঃ

তদা বাঃ মোচয়াম্যাদ্ধা নান্তথা বাক্যলোভিতা

লীলয়া চ সুখেনাস্তাং মদৃগৃহে মধুরাদকৌ ॥১৮৪

তাহা বর্ণনা করিতে পারেন না । ঊর্ধ্বাঙ্গ

অপূর্ষরূপ দর্শনে মনোহররূপিণী স্বয়ং লক্ষ্মী

দেবীও মুগ্ধ হন, ভূতলে এমন কোন রমণী

আছে যে, ঊর্ধ্বাঙ্গ রূপে মুগ্ধ না হয় ? আমি

আমি সেই সর্ষৈষধ্যাশাগৌ সর্ষশুগাধিত

রামকে অধিক কি বর্ণন করিব, ফলে তিনি

মহাবলবীর্ঘ্যশালী ও মনোমোহনমুর্তি । মহা-

মোহন রূপশালিনী জানকী দেবীই ধস্তা,

কারণ, অযুত বর্ষকাল সানন্দে বিহার করি-

বেন । সুন্দরি ! আপনি কে ? আপনার নাম

কি ? আপনি যে আগ্রহাতিশয় সহকারে

চাতুর্ধ্য প্রকাশ করত বারংবার জীরামের বিষয়

আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি

সেই জানকী ? জানকী এতদ্বাক্য শ্রবণ-

পূর্বক নিজ পূর্বক জন্মস্মৃতিস্ত ব্যক্ত করতসেই

পক্ষিযুগলকে কাহলেন ;—তুমি যে জানকীর

কথা কহিতেছ, আমিই সেই জনকনন্দিনী

জানকী । ১৭৩—১৮৪। সেই মোহনমুর্তি জীরাম

যখন আসিয়া আমায় গ্রহণ করিবেন, তখনই

আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় ছাড়িয়া দিব,

নতুবা দিব না, কারণ তোমরা, আমাকে

কথায় প্রলোভিতা করিয়াছ । তোমরা এক্ষণে

মদীয় গৃহে সুমিষ্ট বস্তু ভোজনপূর্বক ক্রীড়া

ঐতু্যক্তোঃ তৎসমাকৰ্ণ্য পক্ষিপৌ ভয়তাং গন্তে
পরম্পর প্রকৃতিভৌ জানকীং প্রত্যাবোচতাম্
বয়ং বৈ পক্ষিণঃ সান্ধি বনহা রক্ষগোচরাঃ ।
পরিভ্রমামঃ সৰ্বত্র নোমুখং নো ভবেদগৃহে ॥
অন্তরীক্ষী স্বকে স্থানে গন্থা সংস্থয় পুত্রকান্ ।
ত্ৰস্থানমাগমিষ্যামি সত্যং মে হৃদিতং বচঃ ॥
এবং প্রোক্তা তথা সা তু ন মুমোচ শিশুঃ

শ্রয়ম্ ।

তদা পতিস্তাঃ প্রোবাচ বিনীতবদনোৎসুকঃ ॥
সীতে মুঞ্চ বৎস ভার্গ্যাঃ রক্ষসে মে মনোহরাম্
আবাং গচ্ছাব বিপিনে বিচরামঃ সুখং বনে ॥
অন্তরীক্ষী তু বর্ষেত ভার্গ্যা মম মনোগম।
তস্তাঃ প্রস্থতিং কৃন্থা ত্ৰামাগমিষ্যামি শোভনে
ইতু্যক্তা নিজগাদেমং সুখং গচ্ছ মগমতে ।
এতাং রক্ষামি সুখিতাং মৎপার্শ্বে প্রিয়কারিণীম্

করত মুখে অবস্থান কর । জানকীর এই
কথা শুনিয়া সেই পক্ষিণ অতিভীত হইল
এবং পরম্পর ক্রোভ প্রকাশ করত
জানকীকে কহিল,—সান্ধি ! আমরা
বনচর পক্ষী, আমরা রক্ষোপরি বাস করি
এবং সৰ্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকি । গৃহবাসে
আমাদিগের সুখ হইবার সম্ভব নাই । পরে
শুকান্দ্রনা কহিল,—জানকি ! আমি সত্য বল-
তেছি, আমি এক্ষণে গর্ভিণী, এক্ষণে আমি
বৃদ্ধানে যাইয়া শাবক-প্রসবান্তে তোমার
নিকট আগমন করিব । শুকান্দ্রনাকর্তৃক
এইরূপ কথিত হইয়াও বালিকা সীতা বাল-
কতা বশতঃ যখন ছাড়িলেন না, তখন তদীয়
পতি শুক, উৎকণ্ঠিত হইয়া অবনতমস্তকে
সীতাকে কহিল,—সীতে ! ছাড়িয়া দাও,
কেন আমার মনোহরা ভার্গ্যাকে অবরুদ্ধ
করিতেছ ? আমরা অরণ্যে গমনপূরক
সুখে বিচরণ করিব । শোভনে ! সত্যই
আমার পত্নী সসম্বা, একান্ত উদার সন্তান
হইবার পরেই তোমার নিকট আসিব । শুক
এইরূপ বলিলে সীতা তাকে কহিলেন,—
মহামতে ! তুমি অনাগ্রসে যাইতে পার,

ইতু্যক্তোঃ হৃথিতঃ পক্ষী তামুচে কক্ষণাধিতঃ ।
যোগিভিঃ প্রোচ্যতে স্বৈৰ ভয়চক্ৰধ্যমেব চি ॥
ন বক্তব্যং ন বক্তব্যং মৌনমাশ্রিত্য তিষ্ঠতু ।
নো চেৎস বাক্যদোষণে প্রাপ্নোত্যালানমুখদঃ
বয়ং চেদত্র বাক্যং নাকরিষ্যাম নগোপরি ।
বন্ধনং কথমাবাং স্তান্তস্মান্মৌনং সমাচরেৎ ॥
ইতু্যক্তা তাং প্রভুবাচ নাহং জীবামি সুল্লরি
এতয়া ভার্গ্যা ঋতে তস্মান্মুঞ্চ মনোহরে ॥১১৯
অনেকবিধবাক্যৈঃ সা বোধিতা নামুচন্তদা ।
কুপিতা হৃথিতা ভার্গ্যা শশাপ জনকান্দ্রজাম্ ॥
যথা তৎ পতিনা সান্ধিঃ বিয়োজয়সি মামিতঃ ।
তথা ত্বমপি রামেণ বিমুক্তা ভব গর্ভিণী ॥ ২০১
ইতু্যক্তবত্যাঃ তস্তান্ত হৃথিতায়াং পুনঃপুনঃ ।

আমি এই প্রিয়কারিণীকে আমার পার্শ্বে
যাহাতে ক্রেশ না হয়, এরূপ করিয়া রক্ষা
করিব । শুক এইরূপ কথিত হইয়া অতি-
শয় হৃথিত হইল এবং কাতর হৃদয়ে সীতাকে
কহিল,—সীতে ! যোগিগণ যে বলিয়া
থাকেন, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবে,—
কদাচ বাক্য ব্যয় করিবে না ; অস্তথা
সকলকেই বাক্যদোষে দূচতর নিগড়ে বদ্ধ
হইতে হয়” সেকথা সত্যই বটে । হায় !
আমরা যদি এই পক্ষতোপরি বসিয়া কথোপ-
কথন না করিতাম, তাহা হইলে কিহেতু আর
আমাদিগের বন্ধন হইবে ? এই জন্ত
মৌনাবলম্বন করাই কর্তব্য । শুক, মনে মনে
এইরূপ কহিয়া সীতাকে পুনরায় কহিল,—
সুল্লরি সীতে ! এই ভার্গ্যা ভিন্ন আমি জীবন
ধারণ করিতে পারিব না, অতএব হে মনো-
হরে ! ইহাকে পরিত্যাগ কর । ১৮৬—১৯১
সীতাদেবী, যখন ইত্যাদি বিবিধ বাক্যে
প্রবোধিতা হইয়াও পরিত্যাগ করিলেন না,
তখন সেই শুকভার্গ্যা যুগপৎ হৃথিতা ও
কুপিতা হইয়া জানকীকে এই অভিসম্পাত
করিল ;—সীতে ! তুমি যেমন আমার পতির
সহিত বিযোজিতা করিলে, তুমিও এইরূপ
গর্ভিণী হইয়া জীৱামের সহিত বিযুক্তা

প্রাণা নিয়গমনঃ হুঃখাৎ পতিহুঃখেন পুরিতাৎ
 রামং রামং স্বরস্ত্যাশ্চ বদস্ত্যাশ্চ পুনঃপুনঃ ।
 বিমানমাগতং সুষ্ঠু পক্ষিণী স্বর্গতা বভৌ ॥২০০
 ত ত্যাং মৃতায়ঃ হুঃখার্ভৌ ভর্ত্তা তস্তাঃ স
 পক্ষিরাট্ঠী
 পরমং ক্রোধমাগ্নৌ জাহুব্যাংহুঃখিতোহপতৎ
 তথা ভবামি রামস্ত নগরে জনপুরিতে ।
 মছাক্যাদিয়মুদ্বিগ্না বিয়োগেন সুহুঃখিতা ॥ ২০৫
 ইত্যুকা স পপাতোদে জাহুব্যা ভ্রমশোভিতে
 হুঃখিতঃ কুপিতো ভীতস্তম্বিয়োগেন কম্পিতঃ ॥
 ক্রুদ্ধবান্দুঃখিতস্তাচ্চ সাতয়া অপমাননাৎ ।
 অন্ত্যজত্বঃ পরং প্রাশ্ণৌ রজকঃ ক্রোধনাভিবঃ
 যঃ ক্রোধাচ্চ স্বকান প্রাণায়হতঃ দৃষ্টমাচরন ।
 সন্ত্যস্রেৎ স মৃতো যতি অন্ত্যজত্বং দ্বিজোত্তম

তজ্জাতং রজকোক্ত্যাসৌ নিন্দিতা চ
 বিয়োগিতা
 রজকস্ত চ শাপেন বিযুক্তা সা বনং গতা ॥
 এতন্তে কথিতং বিপ্র যন্তে পৃষ্টং বিদেহজাম্ ।
 পুনরত্র পরং বৃত্তং শৃণুঘ নিগদামি তৎ ॥২১০
 শেষ উবাচ ।
 ভরতং মুচ্ছিতং দৃষ্ট্বা রঘুনাথঃ সুহুঃখিতঃ ।
 প্রতীহারমুবাচেনৎ শক্রয়ং প্রাপয়ান্তু মাম্ ॥
 তদুবাক্যং প্রোক্তমাকর্ণ্য ক্ণাচ্ছক্রয়মানয়ৎ ।
 যত্র রামো নিজভ্রাতা ভরতেন সহ স্থিতঃ ॥
 ভরতং মুচ্ছিতং দৃষ্ট্বা রঘুনাথকঃ হুঃখিতম্ ।
 প্রণম্য হুঃখিতোহবোচৎ কিচিদং দারুণং মহৎ ॥
 তদা রামোহস্ত্যজপ্রোক্তং বাক্যং
 লোকবিগর্হিতম্ ।
 তং প্রতু্যবাচ রামোহসৌ শক্রয়ং পদসেবকম্

হইবে। সেই শুকপত্নী হুঃখিতা হইয়া পুনঃ-
 পুনঃ এইরূপ কহিতে থাকিলে এবং পুনঃ-
 পুনঃ স্ত্রীরামকে স্বরণ ও তদীয় নামোচ্চারণ
 করিতে আরম্ভ করিলে পতি-হুঃখপূরিত
 বহন-হুঃখে যেমন তাহার প্রাণবায়ু নির্গত
 হইল, অমনি মনোহর স্বর্গীয় বিমান আসিল,
 পক্ষিণী ও স্বর্গগামিনী হইয়া শোভা পাইতে
 থাকিল। সে এইরূপে প্রাণত্যাগ করিলে
 তদীয় হুঃখার্ভু ভর্ত্তা পক্ষিরাজ যুগপৎ
 নিরস্তশয় ক্রুদ্ধ ও হুঃখাভিভূত হইয়া জাহুবী-
 জলে পতনোদ্যত হইল। ঐ সময়ে যে
 প্রার্থনা করিল;—মাহাতে মদীয় বাক্যে এই
 জানকী স্বামিবিয়োগে জন্তু নিতান্ত কাতরা ও
 হুঃখিতা হয়, আমি যেন জনপূর্ণ রামনগরে
 সেইরূপে জন্মগ্রহণ করি। সেই শুক, পত্নী-
 বিয়োগে হুঃখিত, কুপিত ভীত ও কম্পিত-
 কলেবর হইয়া এইরূপ প্রার্থনাপূর্বক আবর্ত্ত-
 শোভিত জাহুবীজলে পতিত হইল।
 সেই শুক সীতাকৃত অবমাননা নিবন্ধন
 ক্রোধ ও হুঃখ বশতঃ প্রাণত্যাগ করায়
 স্বর্গীয় অন্ত্যজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধন
 নামক রজক হয়। দ্বিজবর! যে কোন
 ব্যক্তিই যদি ক্রোধবশতঃ মহাস্বাদিগের

নিন্দিত অসৎকার্য্য আচরণ করত প্রাণ-
 ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে মরণান্তে অন্ত্য-
 জত্ব প্রাপ্ত হয়। মুনে! তজ্জন্মই সীতা-
 দেবী রজকবাক্যে নিন্দিতা ও বিযোজিতা
 হন। বসন্তঃ রজকরূপী শুকের শাপ
 বশতই তিনি বিযুক্তা হইয়া বনে গিয়া-
 ছিলেন। বিপ্র! তুমি বৈদেহী সম্বন্ধে যাহা
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এইত আমি
 তোমায় তদ্বিষয় কহিলাম, এক্ষণে বক্তব্য
 বিষয়ে পরে যাহা ঘটয়াছিল, তদ্বিষয় বলি
 শুন। ভরতকে মুচ্ছিত দর্শনে রঘুনাথ
 অতীব হুঃখিত হইয়া প্রতীহারীকে কহিলেন,—
 “স্বরায় শক্রয়কে আমার নিকট আনয়ন
 কর।” প্রতীহারী রামের তছাক্য শ্রবণ
 করিয়া তৎক্ণাৎ যে স্থানে রাম নিজ ভ্রাতা
 ভরতের সহিত অবস্থিত ছিলেন, তথায়
 শক্রয়কে আনয়ন করিল। শক্রয় ভরতকে
 মুচ্ছিত এবং রঘুনাথকে হুঃখিত দর্শনে
 হুঃখিত হইয়া প্রণামপূর্বক কহিলেন,—“একি,
 নিদারুণ ব্যাপার! তখন রাম, নিজ চরণ-
 সেবক শক্রয়কে সেই লোকবিগর্হিত অন্ত্য-
 জোক্ত বাক্যের বিষয় কহিলেন। পরে তিনি,

অধোমুখো দীনরবো গঙ্গাদম্বরবেপথুঃ ॥ ২১৪
শৃণু ভ্রাতৃবচো মেঘদ্য কুরু তৎক্ষিপ্রমাদরাৎ
যথা স্মাদ্বিমলা কৌর্টির্গন্ধেব পৃথিবীঃ গতা ।
সীতায়া বাচ্যমতুলং লোকে ঋত্বাস্ত্যাজ্জৈদিতম্
হাতুমিচ্ছামি দেহং স্বমেনাং বা কিল জানকীম্
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রামস্ত কিল শক্বেহা ।
সবেপথুঃ পপাতোকীয়াং হৃঃখিতঃ পরদারণঃ ॥
সংজ্ঞাং প্রাপ্য মুহূর্ত্তেন রঘুনাথমবোচত ॥ ২১৮
শক্বেয় উবাচ ।

কিমেতচ্চ্যতে স্বামিন্ জানকীং প্রতি দারুণম্
পাষাণ্ডেচ্ছষ্টচিত্তৈশ্চ সর্ষধর্ম্মবহিক্রুতৈঃ ।
নিন্দিতা ঋতিরগ্রাহা ন ভবেদগ্রজমনা ॥২১৯
জাহুবী সর্ষলোকানাং পাপশ্রী ছরিতাপহা ।
নিম্পৃষ্টা পাণ্ডিভিঃ পুন্ডিঃ সাম্পর্শনার্জিতা সতাম
সূর্যো জগৎপ্রকাশয় সমুদেতি জগত্যাহো ।
উলুকানাং কচিকরো ন ভবেত্তত্র কা ক্ৰুতিঃ ॥

কম্পিতকলেবর ও অধোবদন হইয়া কাতরতা-
পূর্ণ গঙ্গাদম্বরে বলিলেন,—ভ্রাতৃঃ! এক্ষণে
আমার কথা শুন এবং যাহাতে আমার
ভূতলবাহিনী গঙ্গার ছায় বিমল কৌর্টি হয়,
তজ্জন্ম স্বরায় সযত্নে তাহা প্রতিপালন কর ।
আমি এই ভূমণ্ডলে অন্ত্যাজ্জাতিকথিত
সীতার বিষম নিন্দাবাদ শুনিয়া আত্মদেহ বা
জানকীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি-
তেছি । শক্বেবিনাশন শক্বেয়, ঐরামের
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ব্যথিত ও কম্পিতকলেবর
হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত-
মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রঘুনাথকে কহি-
লেন;—স্বামিন্! জানকীর প্রতি একি
নিদারুণ বাক্য বলিতেছেন। সর্ষধর্ম্ম-
বহিক্রুত ছষ্টমতি পাষাণগণকর্তৃক নিন্দিতা
ঋতি কি ভ্রাতৃগণের পরিত্যাজ্য হয়? না,
অখিল লোকের পাপনাশিনী জাহুবী পাণ্ডী
পুরুষগণকর্তৃক ম্পৃষ্টা হন বলিয়া সাধু-
দিগের অম্পৃষ্টা হইয়া থাকেন? সূর্য্যদেব
জগৎপ্রকাশার্থই সমুদিত হন, কিন্তু তিনি
পেচকদিগের কচিকর হইলে বলিয়া তাহাতে

তন্মাবমেনাং গৃহীত্ব মা ত্যজানিন্দিতাং প্রিয়ম্
ঐরামভক্ত রূপায় কুরুষ বচনং মম ॥ ২২২
এতচ্ছুভা বচন্তস্য শক্বেয়স্য মহাস্বনঃ ।
পুনঃপুনর্জ্জগাদেমং যদুরুঃ ভরতঃ প্রতি ॥২২৩
তন্নিশম্য বচো ভ্রাতৃহৃৎপুয়পরিপ্লুতঃ ।
পপাত মুচ্ছিত্তো ভূমৌ ছিন্নমূল ইব ক্রমঃ ॥
ভ্রাতরং পতিতং বীক্য শক্বেয়ং হৃঃখিতো
ভূশম্ ॥

প্রতিহারমুবাচোং লক্ষণং স্বানয়াস্তিকম্ ॥
স লক্ষণগৃহে গাবা স্তবেদয়দিদং বচোঃ ॥ ২২৬
প্রতিহার উবাচ ।

স্বামিন্ রামো ভবন্তস্ত সমাস্থয়তি বেগতঃ ॥
স তচ্ছুভা সমাহ্বানং রামচন্দ্রেণ বেগতঃ ।
জগাম তরসা তত্র যত্র সভ্রাতৃকোহনঘঃ ॥২২৮
ভরতং মুচ্ছিতং দৃষ্ট্বা শক্বেয়মপি মুচ্ছিতম্ ।
ঐরামচন্দ্রেং হৃঃখান্তং হৃঃখিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥

কি ক্ৰুতি? অতএব হে ঐরামভক্ত!
আমার প্রতি রূপা করিয়া আমার বাক্য রক্ষা
করুন, অনিন্দিতা স্বীয় পত্নী সীতাদেবীকে
পরিত্যাগ করিবেন না, গ্রহণ করুন। ঐরাম-
চন্দ্রে মহাশ্বা শক্বেয়ের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া
ভরতকে যেমন বলিয়াছিলেন, শক্বেয়কেও
সেইরূপ বাক্য পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন।
শক্বেয় ভ্রাতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে নিরতি-
শয় হৃথিত ও মুচ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল ক্রমবৎ
ভূতলে পতিত হইলেন। ঐরাম, ভ্রাতা
শক্বেয়কেও পতিত দেখিয়া নিরন্তর হৃথিত
হইলেন এবং প্রতিহারীকে কহিলেন,—লক্ষ-
ণকে আমার নিকটে আনয়ন কর। অনন্তর
প্রতিহারী, লক্ষণগৃহে গমনপূর্ব্বক এই কথা
বলিল;—ঐরামচন্দ্রে অবিলম্বে আপনাকে
ভ্রাতার নিকট গমন করিবার নিমিত্ত আহ্বান
করিতেছেন। ২০০—২২৭। ঐরাম অবি-
লম্বে যাইবার জন্ত আহ্বান করিতেছেন
শুনিয়া লক্ষণ যে স্থানে সেই পবিভাষা ভ্রাতৃ-
গণের সহিত অবস্থিত ছিলেন, স্বরায় তথায়
গমন করিলেন। অনন্তর লক্ষণ ভরত ও

কিমেতদাকরণং রাজ্ঞ নৃশ্ৰুতে মুচ্ছনাদিকম্ ।
 তদাশু শংস সর্বং মে কারণং মুখ্যতোহনঘ ।
 এবং বদন্তঃ নৃপতির্ত্ত্বাস্তঃ সৰ্ভমাদিতঃ ।
 শংস লক্ষণং কিপ্রঃ হৃৎপৰ্যপতিপ্লুতম্ ॥২৩১॥
 লক্ষণস্তঘচঃ ঋত্বা সীতায়ান্ত্যাগসন্তবম্ ।
 নিঃশসমুহুৎক্ৰুস্ : স্তক্ৰগাত্ৰ ইবাভবৎ ॥২৩২॥
 ভ্রাতরঃ স্তক্ৰগাত্ৰঃ চ কম্পমানঃ মুহুর্ষুহঃ ।
 ন কিঞ্চন বদন্তঃ ত্ৰঃ বৌক্য শোকাদিতোহ-
 ব্রবীৎ ॥ ২৩৩ ॥
 কিং করিষ্যাম্যহং ভূমৌ হিহ্না হৃৎশসাক্তিতঃ ।
 ত্যজ্যামি শংবপুঃ ঋমজোকভাত্যা চ শোকবান
 সৰ্ভলা ভ্রাতরো মহাঃ বাক্যকরা বিচক্ষণাঃ ।
 ইদানীং তেহপি দৈবেন প্রতিভুলবচঃকরাঃ ।
 কুত্র স্ৰচ্ছামি কিং যামি হসিয্যস্তি নৃপা ভূবি ।

শক্ৰেরূপে মুচ্ছিত এবং ঋীরামকে হৃৎখার্ত
 দর্শনে হৃৎখিত হইয়া এই কথা বলিলেন,—হে
 অনঘ রাজ্ঞ! কি জন্ত এরূপ মুচ্ছাদি
 নিদারূপ ব্যাপার দেখিতেছি? অতএব
 আমায় আদ্যোপান্ত ইহার সমুদয় কারণ
 বলুন। লক্ষণ নিরতিশয় হৃৎখার্ত হইয়া এই
 রূপ কহিলে, নৃপতি রাম তাঁহাকে আদ্যো-
 পান্ত সমুদয় কারণ বলিলেন। তখন লক্ষণ
 সীতার পরিত্যাগ বিষয়ক রামবাক্য শ্রবণ
 করিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং মুহু-
 র্শুহঃ দৌর্ঘ্ণনিশাস ত্যাগ করিতে থাকিলেন।
 রামচন্দ্রে ভ্রাতা লক্ষণকে স্তক্ৰগাত্ৰ ও মুহুসুহঃ
 কম্পিত হইতে দেখিয়া এবং কোনরূপ প্রত্যু-
 স্তর করিতে না শুনিয়া শোকাকুল হইয়া
 কহিলেন,—হায়! আমি যখন অশেষের ভাগী
 হইলাম, তখন এই ভূমণ্ডলে থাকিয়া আর
 কি করিব? আমি এক্ষণে লোকাপবাদ-
 ভয়েই শোকাক্ত হইয়া আত্মদেহ ত্যাগ
 করিব ॥ ২২৮—২৩৪ ॥ হায়! আমার যে
 সকল বিচক্ষণ ভ্রাতৃগণ, সৰ্ভলাই আমার
 আজ্ঞাকারী ছিল, এক্ষণে হৃদৈববশে
 ভাহারাও আমার প্রতিকূসবাদী হইল।
 হায়! এখন আমি কোথায় যাই, কাহার

হৃৎশৈলাঙ্কিতঃ বৈ মাং কুণ্ঠিনঃ রূপবায়রাঃ ।
 মনোর্ষিঃশে পুরা ভূপা জাতা জাতা ণ্যধিকাঃ
 ইদানীং ময়ি জাঃ তু বিপরীতং বভূব তৎ ॥
 ইতি সন্তায়মাণং তং রামভদ্রং সমীক্ষ্য সঃ ।
 সন্ত্যজ্যাক্ষণি বিপুলার্বাভাৎ বিকলশ্বরঃ ॥ ২৩৮ ॥
 ষামিন্ বিযাদঃ মা কাযীঃ কথং তব মতিহতা
 সীতামনিমিত্তাৎ কিং নু ত্যজতি
 ঋতবান ভবান ॥২৩৯ ॥
 আকারয়ামি রজকং পরিপুচ্ছামি তং প্রতি ।
 কথং ত্বয়া নিন্দিতা সা জানকী যোষিতাংবরা ।
 তব দেশে বলাৎকশিষাধাতে ন জনোহন্নরকঃ
 তন্মাত্তস্ত যথা স্বান্তে প্রতীতিঃ স্তাত্ত্বাচয় ।
 কিমর্থং ত্যজ্যতে ভীকঃ পতিব্রতপরায়ণা ।
 মনসা বচসা নাস্তং জানাতি জনকাস্বজা ॥২৪২ ॥

আশ্রয় গ্রহণ করি? রূপবান মানবগণ
 যেমন কুঠরোগীকে দেখিয়া ঘৃণা করে,
 তজুপ এই পৃথিবীতে অঘশোণ্ড আমাকে
 দেখিয়াও সমুদয় নৃপগণ উপহাস করিবেন।
 পূর্বে এই মনুস্বংশে যে সকল ভূপতি
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই
 সদৃশে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন; এক্ষণে
 আমি জন্মগ্রহণ করায় তাহার বিপরীত
 হইল। রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া
 লক্ষণ অবিরল অক্ষজল পরিত্যাগ করিতে
 করিতে বিকলশ্বরে কহিলেন,—ষামিন্!
 বিযাদ ত্যাগ করুন, কি জন্ত আপনায়
 এরূপ মতিভ্রম হইতেছে? আপনি মহা-
 জ্ঞানী হইয়া অনিন্দিতা সীতাকে কিজন্ত
 পরিত্যাগ করিতেছেন? এখনই সেই
 রজককে ডাকাইতেছি এবং তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কি কারণে তুমি
 ললনাকুলভূষণ সীতার নিন্দা করিয়াছ?
 আপনায় রাজ্যে কোন সামান্ত ব্যক্তিকেও
 ত বলপ্রয়োগে ক্লেশ দেওয়া হয় না, অত-
 এব এক্ষণে মনোমধ্যে তাহার সঘর্ষে ধরুপ
 বিধান করা উচিত বোধ হয়, তাহাই করুন।
 জনকাস্বজা মন বা বাক্য দ্বারাও কখন অস্ত্রকে

তস্মাদেনং গৃহাণ স্বমেতাং মা ত্যজ্ঞ জানকীম্
মমোপরি রূপাং কুত্বা মদুক্তং সংশয়াৎ তৎ ॥
এবং বদন্তঃ প্রত্যাচ্যে রামঃ শোকেন কর্ষিতঃ ।
লক্ষণং ধর্ম্বব্যাক্যেণ বোধয়ন্ত্যজ্ঞানোদয়মঃ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

কথন্তু মাং ত্রবীষি স্বং মা ত্যজ্ঞৈনামনিন্দিতাম্
লোকাপবাদাত্যাক্রোহহং জানমপি বিপাপিনীম্
স্বশশংকারণেহহং স্বং দেহং ত্যজ্ঞামি শোভনম্
স্বামপি ভ্রাতরং ত্যজ্ঞে লোকবাদবিগহিতম্ ॥
কিমুতাশ্চে গৃহাঃ পুত্রা মিভ্রামি বসু শোভনম্ ।
স্বশশংকারণে সর্গঃ ত্যজ্ঞামি কিমু মৈথিলীম্ ॥

ন তথা মে প্রিয়ো ভ্রাতা ন কলত্রং ন বাহুব্যাঃ
যথা মে বিমলা কৌর্তির্বিপ্লভা লোকবিশ্ৰুতা ॥২৪৮
ইদানীং রজকো নাদ্য প্রষ্টব্যো ভবাত ঋবম্

সংস্পর্শ করেন না, অতএব কি নিমিত্ত সেই
পতিব্রতপরায়ণা ভীকু জানকীকে পরিত্যাগ
করিতেছেন? নিম্পাপা বলিয়াই জানকীকে
গ্রহণ করুন, পরিত্যাগ করিবেন না; আমার
প্রতি রূপা করিয়া আমার কথা রাখুন। সীতা-
পরিত্যাগোদ্যত শ্রীরামচন্দ্রে লক্ষণকে
এইরূপ বলিতে শুনিয়া অতিশয় শোকাবুল
হইলেন এবং ধর্ম্মসঙ্কত বচনে তাঁহাকে
প্রবোধদান করত কহিলেন;—লক্ষণ! কি
জন্ত তুমি আমায় বলিতেছ যে, অনিন্দিতা
সীতাকে পরিত্যাগ করিবেন না, আমি
তাঁহাকে নিম্পাপা জানিয়াও লোকাপবাদ
বশতই ত্যাগ করিব। আমি স্বীয় যশো-
রক্ষার্থ লোকাপবাদদূষিত নিজ দেহ এমন
কি স্বাদৃশ ভ্রাতাকেও পরিত্যাগ করিতে
পারি। গৃহ, পুত্র, মিত্র ও অতুল
ঐর্ষ্য প্রভৃতি অন্তান্ত সমুদয়ই যখন আমি
নিজ যশের জন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত
আছি, তখন মৈথিলীর কথা আর কি
বলিতেছ? লোকবিশ্রুত বিমলকৌর্তি যেরূপ
আমার প্রিয়, সেরূপ ভ্রাতাও নহে, কলত্রও
নহে এবং বাহুবর্ণও নহে। এক্ষণে সেই
রজককেও জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে,

কালেন সর্গং ভবিতা লোকচিত্তস্ত রজনম্ ॥২৪৯
আময়ো যদ্বদামস্ত ন চিকিৎসো ভবেৎকির্ভৌ
স কালেন পরীপাকাভেষজাদেব নশ্চতি ॥ ২৫০
তথা কালেন সন্ত্যবি সান্ত্রং মা বিলদম্ ।
ত্যজ্ঞৈনাং বিপিনে সাক্ষীং মাং বা খজ্জেন
স্মাতয় ॥ ২৫১

ইত্যুক্তং বাক্যমাকর্ষ্য দুঃখিতোহভূৎক্ষণং তদা
চিত্তয়ামাস চ স্বাস্ত্রে লক্ষণঃ শোককর্ষিতঃ ॥ ২৫২
পিত্রাজাতো জামদগ্ন্যো মাতরং স্মাতয়ম্ভুৎ ।
শুরোরাজ্ঞান বৈ লজ্জ্যা যুক্তায়ুক্তাপি সর্ষধা ॥
তস্মাদেনাং ত্যজ্ঞাম্যেব রামস্ত প্রিয়কাময়্যা ।
ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসি ভ্রাতরং প্রত্যাচ্য সঃ ॥

লক্ষণ উবাচ ।

অরুতমপি কার্য্যং বৈ শুরাজ্ঞানং নৈব লজ্জয়েৎ
তস্মাৎ কুর্গে ভবদ্বাক্যং যন্তঃ বদসি সুব্রত ॥

কারণ, কিয়ৎ কাল অতীত হইলেই ছুট
লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে, সন্দেহ
নাই। এই ক্ষিত্তিতে নবজাত রোগ যেমন
চিকিৎসাসাধ্য নহে এবং কিয়দিনের পর
সেই রোগই যেমন কালের পরিপাকনিবন্ধন
ঔষধ দ্বারা প্রশমিত হয়, সেইরূপ সময়ে সেই
রজকেরও সংজ্ঞান জন্মিবে। এক্ষণে আর
বিলদ করিওনা, হয় সেই সাক্ষীকে বিপিনে
পরিত্যাগ করিয়া আইস, আর না হয়
খজ্জায়া আমার সংহার কর। লক্ষণ,
শ্রীরামের এবিধ বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল
নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। পরে শোকাবুল-
চিত্তে মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—জাম-
দগ্ন্য ও ত পিতার আজ্ঞাস্বারে মাতাকে
হত্যা, করিয়াছিলেন, সুতরাং যুক্তই হউক,
আর অযুক্তই হউক, গুরুজনের আজ্ঞা কণাচ
লঙ্ঘন করা উচিত নহে। ১২৩৫-২৫৩। অতএব
আমি শ্রীরামের প্রিয়কার্য্য কামনায় সীতাকেই
পরিত্যাগ করিয়া আসি। লক্ষণ, মনে মনে
এইরূপ চিন্তা করিয়া ভ্রাতাকে কহিলেন,—
হে সুব্রত! গুরুজন অকার্য্য করিতে আদেশ
করিলেও তাহা পালন করা উচিত, কণাচ

ইত্যেবং ভাষমাণঃ চ লক্ষণং প্রত্যাচ সঃ ।
 সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ জগা মে তোষিতং মনঃ ।
 অদ্যেব রাত্রে জানক্যা দোহদস্থাপসীক্ষণে ।
 তন্নিবেশে রথে স্থাপ্য মোচয়ৈনাং মহামতে ।
 ইখং ভাষিতমাকর্ণ্য বিশ্বেশ্বদনোহিতিতঃ ।
 রুদন বাস্পকলা মুকুন জগাম শ্চনিবেশনম্ ।
 সুমন্ত্রঃ তু সমাহুয় বচনং তমথাত্রবৌৎ ।
 রথং মে কুরু সজ্জং বৈ সদশাশ্বরভূষিতম্ ।
 ন তদ্বাক্যং সমাকর্ণ্য রথমানীতবাস্তদা ।
 অনীতং তং রথং দৃষ্ট্য লক্ষণং শোককষিতঃ ।
 পরমং হুঃখমাপন্নঃ সংক্ৰহ্য স্যাদননং বরম্ ।
 নিঃশস্নু জানকীগেহং প্রতস্থে ভ্রাতৃসেবকঃ ।
 গম্বা চান্তঃপুরে ভ্রাতা রামস্য মিথিলাশ্বজাম্ ।

শুকজনের আজ্ঞা লক্ষ্যন করা বিধেয় নয়, অতএব আপনি যাহা বলিতেছেন, আপনার কথাই আমি পালন করিব। লক্ষণ এইরূপ কহিলে জীরাম তাঁহাকে কহিলেন “সাধু সাধু! হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমিই আমার মনের সন্তোষ সাধন করিলে। অদ্য রাত্রিতেই জানকীর তাপসী-দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে, অতএব হে মহামতে! তুমি তচ্ছলেই সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া পরিত্যাগ করিয়া আইস। জীরামের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে লক্ষণের মুখমণ্ডল শুক হইয়া গেল। পরে তিনি, অক্ষবিন্দু বর্ষণ ও রোদন করিতে করিতে নিজালয়ে গমন করিলেন। অনন্তর সুমন্ত্রকে আহ্বান-পূর্বক কহিলেন,—আমার রথ সজ্জিত কর, উহার অশগুলি যেন উৎকৃষ্ট এবং উহা যেন উত্তম আবরণবস্ত্রে বিভূষিত হয়। সুমন্ত্র, লক্ষণের বাক্য শ্রবণ করিয়াই রথ আনয়ন করিল, তখন লক্ষণ রথ আনীত হইয়াছে দেখিয়া শোকাকুল হইলেন। অনন্তর ভ্রাতৃসেবক লক্ষণ, নিরাতশয় হুঃখিত-হৃদয়ে রথে আরোহণপূর্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে জানকীর গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। জীরামভ্রাতা লক্ষণ হুঃখ-

প্রচ্যে নিঃশস্নু বাক্যং হুঃখপূরণপরিপ্লুতঃ ।
 লক্ষণ উবাচ ।
 মাতর্জ্ঞানকি রামেণ প্রেষিতে ভবনং তব ।
 তাপসীঃ প্রতি যাহি স্বঃ দোহদপ্রাপ্তিহেতবে ।
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য লক্ষণস্য বিদেহজা ।
 পরমং হর্ষমাপন্না লক্ষণং প্রত্যাভাষত ॥ ২৩৪
 জানক্যুবাচ ।
 ধন্তাহং মৈথিলী রাজ্ঞী রামস্ত চরণশ্রয়া ।
 যস্তা দোহদপূর্ত্যার্থং প্রেষয়ামাস লক্ষণম্ ॥ ২৩৫
 অদ্যাহং তা বনচরীস্তাপসীঃ পতিদেবতাঃ ।
 নমস্কুর্য্যাক্ষ বাসোভিঃ পূজয়ামি মনোহরাঃ ॥
 ইতুংক্কা রম্যবস্থানি মহার্হাভরণানি চ ।
 মণীন বিমলমুক্তাশ্চ কর্পূরাদিসুগন্ধবৎ ॥ ২৩৬
 চন্দনাদিকবস্ত্রুনি বিচিত্রাণি সহস্রধা ।
 জগ্রাহ রঘুনাতশ্চ পত্নী প্রিয়করী বরা ॥ ২৩৮
 সীতা গৃহীত্বা সর্বাণি দানীনাং করয়ামুঃ ॥
 লক্ষণং প্রতিগচ্ছন্তী দেহল্যাকাঙ্ক্ষালতলা ॥

পূর্ণ হৃদয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াই মৈথিলীকে কহিলেন;—মাতর্জ্ঞানকি! জীরাম আমায় আপনার ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাপসীদর্শনে যাত্রা করুন। বিদেহনন্দিনী লক্ষণের এতদ্বাক্য শ্রবণে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষণকে কহিলেন;—যাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত জীরামচন্দ্রে অয়ং লক্ষণকে প্রেরণ করিয়াছেন, জীরামের চরণধ্যান-পরায়ণা জীরামমহিষী সেই মৈথিলী আমিই যন্ত্রা। আজ আমি সেই সকল পতিপরায়ণা মনোহরমূর্ত্তি বনবাসিনী তাপসীদিগকে নমস্কার ও বস্ত্রধারা পুণ্য করিব। রঘুনাতের প্রিয়কারিণী পত্নী, ষোড়শদ্বারা সীতা, এইরূপ কহিয়া প্রভূত রমণীয় বস্ত্র, মহামূল্য আভরণ, সুবিমল মণি মুক্তা, এবং সুগন্ধি কর্পূর-চন্দনাদি সহস্র সহস্র বিচিত্র বস্ত্রনিচয়-সমভি-ব্যাহারে লইতে আরম্ভ করিলেন। ২৩৪-২৩৬ সীতাদেবী হৃৎসমুদয় দ্রব্য এক এক করিয়া

অবিচার্য তদৌৎসুক্যলক্ষণং প্রিয়কারিণম্ ।
 উবাচ কুত্র স রথো যেন মাং প্রাপয়িষ্যসি ।
 স নিঃশসন রথং হৈমং জানক্যা সহ নিক্শিন
 সুমন্ত্রঃ প্রত্যাবাচাসৌ চালয়াৎশায়নোহরান্ ।
 স তু যুক্তঃ রথং বাক্যালক্ষণশ্চ সূচালয়ন ।
 অক্ষপূর্ণমুখং বীরং লক্ষণং সমলোকয়ৎ ॥ ২৭২
 আহতাস্তেন কশয়া বাহাস্তস্তাপতন পথি ।
 ন চলন্তি যদা বাহাস্তদা লক্ষণমব্রবীৎ ॥ ২৭৩
 সুমন্ত্র উবাচ ।

স্মিংশলন্তি নো বাহা যত্নেন পরিচালিতাঃ ।
 কিং করোমি ন জানেহত্র কারণং বাহপাতনে
 এবং ক্রবন্তঃ প্রত্যাচে লক্ষণো গগাদম্বরঃ ।
 সারথিঃ ধৈর্যমান্বায় তাড়য়ৈতান কশাদিভিঃ ।
 এতচ্ছুবোধিতং যন্তা কৰ্ণাঞ্চিচালয়নভূৎ ।

বহুবায় বহুদাসীর হস্তে দিয়া লক্ষণের সহিত
 গমন করিতে করিতে দেহলীতে স্থলিত
 হইলেন। কিন্তু তখন ঔৎসুক্যবশতঃ
 তাহা অগ্রাহ করিয়া প্রিয়কারী লক্ষণকে
 কহিলেন,—লক্ষণ! যদ্বারা আমাকে লইয়া
 যাইবে, সে রথ কোথায়? অনন্তর লক্ষণ
 দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত জানকীর সহিত
 হৈমরথে আরোহণপূর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন;
 —সুমন্ত্র! মনোহর রথাদিগকে চালিত
 কর। তখন সুমন্ত্র, লক্ষণের বাক্যান্তসারে
 সেই সদশযুক্ত রথ সম্যক চালিত করিতে
 উদ্যত হইয়া বীরবর লক্ষণকে অক্ষপূর্ণমুখে
 অবলোকন করিলেন। পরে অশ্বগণ সুম-
 ন্ত্রের কশাঘাতে আহত হইয়াও যখন কিছু-
 তেই পাদবিক্ষেপ করিল না, অধিকন্তু পথি-
 মধ্যে নিপতিত হইল, তখন তিনি লক্ষণকে
 কহিলেন;—স্মিংশিন! অশ্বগণ যত্নপূর্বক পরি-
 চালিত হইলেও অগ্রসর হইতেছে না;
 এক্ষণে আমি কি করি? অশ্বগণের গতনের
 বিষয়ে আমি ত কোনরূপ কারণই অবধারণ
 করিতে পারিতেছি না। সারথি এইরূপ
 কহিলে লক্ষণ ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক গদগদ-
 স্বরে সারথিকে কহিলেন;—কশাদি ষায়া

তদাফুরদক্ষনেত্রঃ জানক্যা দুঃখশংকম্ ॥ ২৭৪
 তর্দেব হৃদয়ে শোকঃ সমভূদুঃখশংসকঃ ।
 তর্দেব পক্ষিণঃ পুণ্যাঃ কুর্বন্তি পরিবর্তনম্ ।
 এবং বৌৈক্যব বৈদেহৌ প্রত্যাবাচাথ দেবম্ ॥
 কথং মে তাপসৌক্ষ্যং বৈ যাতুমিচ্ছো রঘবম্ ॥
 রামে ভূয়াক্শি কল্যাণং ভরতে বা ভবানুজে ।
 তৎপ্রজ্ঞাসু চ সর্বত্র মা ভবন্ত বিপর্যয়াঃ ॥ ২৭৭
 এবং ক্রবন্তৌঃ সংবৌক্য জানকীং স তু লক্ষণঃ
 ন কিঞ্চিদ্রক্তবান ক্রন্দ-কঠৌ বাস্পপ্রপূরিতঃ ।
 সা গচ্ছন্তী যুগান বামপরিবর্তনকারকান্ ।
 অপশ্চুদুঃখসংঘাত-কারকান্ সমভায়ত ॥ ২৮১
 জানক্যুবাচ ।

অদ্য যমে যুগা বামং বর্ত্তন্তি তদিশ্যতে ।
 শ্রীরামচরণে মুক্তা গচ্ছন্ত্যা যুক্তমেব তৎ ॥
 মহিলানাং পরো ধর্ম্মঃ স্বভর্ত্ত্বচরণার্চনম্ ।

সম্যক ভাঙন কর। সারথি লক্ষণের এত-
 দাক্য শ্রবণে অতি ক্রেশে রথ চালিত করি-
 লেন। তখন জানকীর ভারি-ক্লেশসূচক
 দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখনই
 তাহার হৃদয়ে দুঃখসূচক শোক সুমুগ্ধিত
 হইল এবং তৎকালেই পুণ্যদর্শন পক্ষিগণ
 বিপরীত গতি অবলম্বন করিল। বৈদেহী
 এবিধি হর্নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিয়া
 দেবরকে কহিলেন,—দেবর! তাপসীগণের
 দর্শনভিলাষিণী হওয়ায় কিজন্তু আমার হর্নি-
 মিত্তসকল ঘটতেছে? শ্রীরামের যেন
 মঙ্গল হয়, এবং ভরত, অদীয় অহুজ শক্রের
 ও সমুদয় প্রজাবৃন্দের যেন কোনরূপ বিপর্যয়
 না ঘটে। লক্ষণ, জানকীকে এইরূপ কহিতে-
 শুনিয়াও বাস্পভরে কণ্ঠরোধ হওয়ায় কিছুই
 প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। অনন্তর
 সীতা যাইতে যাইতে যুগগণকে অসীম দুঃখ-
 সূচক বামভাগে পরিবর্তন করিতে দেখিয়া
 কহিলেন,—অদ্য যুগগণ যে আমার বামে
 গমন করিতেছে, তাহাই প্রার্থনীয়; কারণ
 আমি যখন শ্রীরামের চরণযুগল পরিত্যাগ
 করিয়া যাইতেছি তখন আমার ঐরূপ ঘট-

তনুজ্ঞানজ্ঞা যান্ত্যা মে যন্তবেদধুজ্ঞমেব তৎ ॥
 এবং পথি বিচারং তু কুর্ষতা পয়মার্গতঃ ।
 জাহুবী দদৃশে দেব্যা মুনিবৃন্দকসেবিতা ॥
 যন্তাং জলন্ত কল্লোলা দৃশুস্তে হৃদ্যসম্মিতাঃ ।
 তরঙ্গো দৃশুতে যত্র স্বর্গসোপানমুর্ন্তিত্বৎ ॥ ২৮৫
 যন্তা বারিকণাঙ্গাশীমরাপাতকসঞ্চয়ঃ ।
 পলায়তে ন কুত্রাপি স্থানমৌক্শন সমস্ততঃ ॥
 গঙ্গাং প্রাপ্যাথ সৌমিত্রিজ্ঞানকৌ স্তম্ভনস্থিত
 উবাচ নির্মলদাম্প এহি সৌতে তয়োর্ম্মিলাম ॥
 সৌতা তদ্বাক্যমাকর্ণ্য ক্ষণাদবততায় সা ।
 লক্ষণেন ধৃতা বাহৌ স্বানন্তী পথি কণ্টকৈঃ ॥
 ইতি শ্রীপদ্মেপাতালখণ্ডে সৌতা-বনবাসে
 একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

নাই যুক্তিযুক্ত । বস্তুতঃ স্বীয় স্বামীর পদ-
 সেবাই রমণীদিগের পরম ধর্ম, তাহা পরি-
 ত্যাগপূর্বক অস্ত্রজ গমনপ্রবৃত্ত আমায় ঐরূপ
 হওয়াই উচিত । সৌতাদেবী, পথিমধ্যে
 পরমার্গরূপে এইরূপ বিবেচনা করিতে
 করিতে, যাহার জলকল্লোলসকল দৃষ্টির স্তায়
 শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গ দর্শনে
 বোধ হয় যেন স্বর্গারোহণের সোপানশ্রেণী
 প্রকাশ পাইতেছে, অপিচ যাহার জলকণা-
 ংশেই পাপিগণের মহাপাতকনিচয় দেহের
 চতুর্দিকে কুত্রাপি বাসস্থান না দেখিয়া স্থান-
 স্তরে পলায়ন করে, মুনিগণ-সেবিতা সেই
 জাহুবীকে দেখিতে পাইলেন । অনন্তর
 সৌমিত্রি, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া বাম্প-
 পূর্ণলোচনে রথস্থিতা জানকীকে কহিলেন,—
 সৌতে আগমন করুন, উর্ম্মিমালাকুলা গঙ্গা
 পায় হউন । সৌতা লক্ষণের তদ্বাক্য শ্রবণ
 করিয়া তৎক্ষণাতঃ রথ হইতে অবতরণ করি-
 লেন এবং লক্ষণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেও
 তিনি কণ্টকাকৌণ পথে স্থলিত হইতে
 থাকিলেন । ২৮৩—২৮৮ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ষাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

অথ নাবা সমুদ্রৌঘা জাহুবীঃ লক্ষণস্তদা ।
 জানকীং পরতন্তুরীয়ে হস্তে ধৃতা যথৌ বরশ্ ॥
 সা চলন্তী পথি তদা শুব্যধনলক্ষিতা ।
 কণ্টকক্ষতসংপাদা স্বানন্তী চ পদে পদে ॥ ২
 লক্ষণস্তাং মহাঘোরে বিপিনে হুঃখদায়িনি ।
 প্রবেশায়ামাস তদা রাঘবাজ্ঞাবিধায়কঃ ॥ ৩
 যত্র বৃক্ষা মহাঘোর বৃক্ষূর্যঃ খদিরা ধবাঃ ।
 শ্লেয়াতকান্ধিকিণীকাঃ শুকা দাবেন বহুনা ॥ ৪
 কোটরস্থা মহাসর্পাঃ ফুৎকুর্ষন্তি স্নুকোপিতাঃ ।
 ঘূকা ঘুৎকুর্ষতে যত্র লোকচিত্তভয়ঙ্করাঃ ॥ ৫
 ব্যাজাঃ সিংহাঃ শৃগালাশ্চ দ্বীপিনোহতিভয়ঙ্করাঃ
 দৃশুস্তে যত্রাসহনা মনুষ্যাদাঃ স্নুকোপনাঃ ॥ ৬

ষাত্রিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন,—অনন্তর লক্ষণ
 নৌকায়োগে জাহুবী পায় হইয়া পরতীরে
 জানকীর হস্ত ধারণপূর্বক বনমধ্যে গমন
 করিতে থাকিলেন । সৌতাদেবী যখন
 পথে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহার মুখ-
 মণ্ডল শুক ও স্নুকোমল চরণতল কণ্টকা-
 ঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এবং তিনি
 পদে পদে স্থলিত হইতেছিলেন । অনন্তর
 শ্রীরামের আজ্ঞাকারী লক্ষণ সৌতাকে হুঃখ-
 প্রদ মহাঘোর বিপিনে প্রবেশ করাইলেন ।
 যে বনে বৃক্ষূর, খদির, ধব, শ্লেয়াতক ও
 চিকিণীক প্রভৃতি বৃক্ষসকল দাবানলে শুক
 হইয়া ভীষণ মুর্ন্তি ধারণ করিয়াছিল । যথায়
 কোটরাবস্থিত মহাসর্পগণ কোন কারণে নির-
 ত্তিশয় কুপিত হইয়া ফুৎকার করিতেছিল
 এবং যথায় মুকগণ ঘুৎকার শব্দ করত জন-
 গণের চিত্তে ভীতি উৎপাদন করিতে আরম্ভ
 করিয়াছিল । যে স্থানে অতি কোপন-
 যুক্ত, অসহনশীল ভীষণকার সিংহ, ব্যাজ
 শৃগালাদি নরমাংসাসী ক্রান্ত সকল, চতুর্দিকে

মহিষাঃ শূকরঃ কুষ্ঠা দংষ্ট্রাহয়বিলক্ষিতাঃ ।
 কুর্কস্তি প্রাণিনাং তাপং মানসম্ মদোক্তৃষাঃ ॥
 ঐন্দ্রধনং প্রপশ্বন্তী ভয়েনোপগতজ্ঞয়া ।
 কণ্টকাদষ্টচরণা লক্ষণং বাক্যামত্রবীৎ ॥ ৯
 বীরর্ষিমুনিঃসেব্যানাশ্রমালেক্তসৌখ্যাদান ।
 নাহং পশ্চামি নো ভেষাং পত্নীশ্চ সূত্রপোধনাঃ
 পশ্চামি কেবলং ঘোরান পক্ষিণঃ শুক্লরূক্ষকান
 দাবানলেন সর্বত্র দহমানমিদং বনম্ ॥ ১০
 ঞ্চাক্ষ পশ্চামি হুংখার্তমক্ষপূর্ণাকুলক্ষণম্ ।
 শকুনেন্তরসাহস্রং ভবেন্নম পদে পদে ॥ ১১
 তয়ে কথয় বীরাগ্ৰ্য কথং মুক্তা মহাশ্বনা ।
 রামেণ কুষ্ঠক্ৰদয়া ক্ষিপ্তং কথয় মে হি তৎ ॥ ১২
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য লক্ষণং শোককর্ষিতঃ ।
 সরুদ্ধবাম্পনয়নো ন কিঞ্চিৎ প্রোক্তবাংস্তদা ॥

তদৈবং বিপিনং ঘোরং গচ্ছন্তী লক্ষণাধিতা ।
 পুনরপ্যাহ তং বীরঃ হুংখার্তং পশ্বন্তী মুখম্ ।
 তদাপি স ন তাং বক্তি কিমপি প্রেক্ষান্বিতঃ
 তদাসাবতিনীর্কঙ্কং চকার পরিপৃচ্ছতী ॥ ১৫
 আগ্রহেণ যদা পৃষ্টৌ লক্ষণঃ সৌভয়া তদা ।
 কন্ধকণ্ঠে মুহুঃ শোচনবদন্ত্যাগসম্ভবম্ ॥ ১৬
 তদ্বাক্যং পবিনা তুল্যং নিশম্য মুনিসত্তম ।
 সুলতা কৃত্তমূলেব বভূবাকল্পবর্জিতা ॥ ১৭
 তদৈব পৃথিবী তাং ন জগ্রাহ তনয়ামিমাম্ ।
 ঝামো বিপাপিনীং সীতাং ন জহাদতিশঙ্কিনী
 পতিতাং তাস্তু বৈদেহীঃ দৃষ্ট্বা সৌমিত্রিকৃৎসুকঃ
 পল্লবাগ্রসমীয়েণ সংজিতাস্তু চকার সঃ ॥ ১৯
 সংজ্ঞাং প্রাপ্তা প্রতু'বচ মা হাস্তং কুরু দেবর
 কথং মাং পাপরহিতাং ত্যজতে স রঘুর্ষহঃ ॥

দৃষ্ট হইতেছিল এবং যে বনে মদমন্ত
 কুষ্ঠ মহিষগণ ও বিশাল দন্তহয়-সমর্ষিত
 শূকরনিচয় প্রাণিগণের মনে সন্তাপ সঞ্চার
 করিতেছিল। ঐন্দুক ভীষণ বন দর্শনে সীতা
 নিতান্ত ভয়কাতরা হইয়া পড়িলেন, ঠাঁহার
 চরণযুগলও কণ্টকে বিদীর্ণ হইতে থাকিল ;
 তখন তিনি লক্ষণকে কহিলেন,—হে বীর !
 আমি ত মুনি ও ঋষিগণের সুখসেবা নেত্র-
 স্পৃহপ্রদ আশ্রমসকল এবং ঠাঁহাদিগের
 উপোধনা পত্নীদিগকে দেখিতেছি না। আমি
 কেবল ঘোরাকৃতি পক্ষী ও শুক্লরূক্ষসকল
 দেখিতেছি, এই বন ত সর্বত্রই দাবানলে দগ্ধ
 হইয়া গিয়াছে ॥ ১—১০। লক্ষণ। তোমাকেও
 হুংখার্ত ও অক্ষভরে আকুললোচন দেখি-
 তেছি এবং পদে পদে অসংখ্য হর্লক্ষণ সকল
 দৃষ্টিতেছে। অতএব হে বীরবর ! বল,
 কিজন্য মহাকা রাম এই কুষ্ঠক্ৰদয়াকে ত্যাগ
 করিয়াছেন ? আর বিলম্ব করিও না, স্বরায়
 আমার উদ্বিগ্ন বল। সীতার এতাদৃশ
 বাক্য শ্রবণে লক্ষণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া
 পড়িলেন, অবিরল বাষ্প বিগলিত হওয়ায়
 ঠাঁহার নয়নযুগল সরুদ্ধ হইয়া গেল, তখন
 তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

ঐ সময়ে সীতা লক্ষণের সহিত তাদৃশ ঘোর
 বিপিনে গমন করিতে করিতে লক্ষণের
 মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই হুংখার্ত
 বীরররকে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন ।
 কিন্তু তখনও লক্ষণ ঠাঁহাকে কিছুই বলিলেন
 না, কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া
 যেন অন্তমনে অবস্থিত রহিলেন। তখন
 সীতা বারংবার জিজ্ঞাসা করত সাত্তিশয়
 নীর্কঙ্ক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লক্ষণ
 তখন সীতাকর্তৃক আগ্রহাতিশয়সহকারে বার-
 ছায় শোক করত ত্যাগবিষয় বিবরণ করি-
 লেন। মুনিবর ! বজ্রোপম সেই কথা
 শুনিয়াই সীতা ছিন্নমূল সুকোমল লতার স্তায়
 সৌন্দর্য্যহীন হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন ।
 ত্রীয়ামস্ত্রে, নিম্পাপা সীতাকে কখনই পরি-
 ত্যাগ করিবেন না, ভাবিয়াই তখন পৃথিবী
 সেই তনয়াকে গ্রহণ করেন নাই। বৈদে-
 হীকে ভূতলে পতিতা দেখিয়া লক্ষণ নিতান্ত
 কাতর হইলেন এবং পল্লবাগ্রবীজনে বায়ু-
 সঞ্চালন করিয়া ঠাঁহাকে সচেতনা করিলেন ।
 এইরূলে সীতা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কহিলেন,—
 দেবর ! পরিহাস করিও না, রঘুবর আমাকে
 নিম্পাপা জানিয়াও কিজন্য পরিত্যাগ করি-

এবং বহু বিলপ্যাধ লক্ষণং হুঃখসংযুক্তম্ ।
 সংবীক্ষ্য মুচ্ছিতা ভূমৌ পপাত পরিতুঃখিতা ।
 মুহূর্ত্তেনাপি সংজ্ঞাং সা প্রাপ্য হুঃখপরিপ্লুতা ।
 জগাদ রামচরণৌ স্মরন্তী শোকবিক্রতা ॥ ২২
 জানক্যবাচ ।
 রঘুনাতো মহাবুদ্ধিস্ত্যাজতে মাং কথং মহান্ ।
 যো মদর্শে পয়োরাশিং বন্ধবান্ বানরৈরযুতঃ ॥
 স কথং মাং মহাবীরো নিম্পাপাং রজকোক্রিতঃ ।
 ত্যজিষ্যতি মমৈবাত্র দৈবস্ত প্রতিকুলিতম্ ॥
 এবং বদন্তী পুনরপি মুচ্ছিতাং প্রাপ্তা বিদেহজা ।
 মুচ্ছিতাং তাত্ সমীক্ষ্যস্বং রুরোদ বিকৃতশ্বরঃ ।
 পুনঃ সংজ্ঞামবাপৈপ্যবং সৌমিত্রিং নিজগাদ সা ।
 হুঃখাতুরং বীক্ষমাণা রুদ্ধকণ্ঠং স্মৃতুঃখিতা ॥ ২৬
 সৌমিত্রে গচ্ছ রামং ত্বং ধর্ম্মমূর্ত্তিং যশোনিধিম্ ।
 মহাক্যামেকমাক্রম্যঃ সমকং তপসাং নিধেঃ ॥ ২৭

মাং তত্যাঞ্জ ভবান্ যদৈ জ্ঞানরপি বিপাপিন
 কুলস্ত সদৃশং কিংবা শাস্ত্রজ্ঞানস্ত তৎকলম্ ॥
 নিত্যং তব পদে রক্তাং বৃহচ্ছিষ্টকুলং হি মাশ
 ভবাংস্তত্যাঞ্জ তৎসর্কং মম দৈবস্ত কারণম্ ॥
 কল্যাণং তব সর্কত্র ভূয়াদ্বীরবরোক্তম্ ।
 অহং ভাবম্বনে ত্বাং হি স্মরন্তী প্রাণধারিকা ॥
 মনসা কর্ণগা বাচা ভবানেব মমোক্তম্ ।
 অস্তে তুচ্ছীকৃতঃ সর্কৈ মনসা রঘুবংশজ ॥ ৩১
ভবে ভবে ভবানেব পতিভূয়ান্মহীশ্বর ।
 ত্বংপাদস্মরণানেক-হতপাপা সতীশ্বরী ॥ ৩২
 স্মরামি চরণৌ যুগ্মধনে মৃগগণৈর্গুতে ।
 অন্তর্কর্ত্ত্বী বনে ত্যক্তা রামেণ স্মমহাশ্বনা ॥ ৩৩
 সৌমিত্রে শৃণু মহাক্যং ভক্তং ভূয়াজ্জযুস্তমে ।
 ইদানীং নত্যজে প্রাণান্ রামবীর্ঘ্যং স্মরক্ৰতৌ

লেন ? জানকী এইরূপ বহু বিলাপান-
 স্তর লক্ষণকে নিত্যস্ত হুঃখিত দর্শনে অতিশয়
 হুঃখিতা ও মুচ্ছিতা হইয়া পুনরায় ভূতলে
 পতিত হইলেন । পরে নিরতিশয় শোকা-
 কূলা সীতা মুহূর্ত্তমধ্যে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া
 হুঃখপূর্ণ হৃদয়ে স্মিরামের চরণযুগল স্মরণ
 করত কহিলেন ; —রঘুনাথ মহাবুদ্ধিসম্পন্ন ও
 মহাশ্বা হইয়াও কি কারণে আমাকে
 পরিত্যাগ করিলেন ? যিনি আমার
 নিমিত্ত .বানরগণে মিলিত হইয়া মহা-
 সাগরকেও বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই
 মহাবীর আমাকে নিম্পাপা বুদ্ধিয়াও কিহেতু
 ত্যাগ করিবেন ? এবিষয়ে আমার অদ-
 ষ্টই প্রতিকূল । বৈদেহী এইরূপ বলিতে
 বলিতে পুনরায় মুচ্ছিতা প্রাপ্ত হইলেন, লক্ষণও
 তাহাকে মুচ্ছিতা .দেবিয়া বিকৃত স্বরে রোদন
 করিতে লাগিলেন । অতঃপর সীতা পুনরায়
 সংজ্ঞা লাভ করিয়া সৌমিত্রিকে হুঃখাতুর ও
 রুদ্ধকণ্ঠ দর্শনে যৎপতোনাস্তি হুঃখিতা হইয়া
 কহিলেন, —সৌমিত্রে ! এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ
 ধর্ম্মস্বরূপ যশোনিধি স্মিরামের সন্নিধানে গমন
 কর, তপোনিধির সাক্ষাতে আমার এই

একটা মাত্র কথা বলিও যে, আপনি আমাকে
 অপাপা জানিয়াও যে পরিত্যাগ করিয়াছেন,
 ইহা কি আপনার বংশের উপযুক্ত ? না,
 উহা গাভ্রজ্ঞানের ফল ? আপনি যে আমাকে
 ভবদীয় চরণে সতত অঙ্গরজ্ঞা এবং ভবদীয়
 উচ্ছিষ্ট-ভোজিনী জানিয়াও পরিত্যাগ করি-
 য়াছেন, আমার দুয়দৃষ্টই তাহার মূল কারণ ।
 হে বীরবরোক্তম্ ! আপনার যেন সর্কজ
 কল্যাণ হয়, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়াই
 বনমধ্যে জীবন ধারণ করিব । হে রঘু-
 বংশজ ! আপনিই আমার কায়মনোবাক্যে
 পূজনীয় । আমি মনোমধ্যে অপর সকলকে
 তুচ্ছ করিয়াছি । ১১—৩১ । হে মহীশ্বর !
 আপনিই যেন জন্মজন্মান্তরেও আমার পতি
 হন, আমি আপনারই স্মিচরণধ্যানে নিম্পাপা
 ও সতীকুলের শিরোমণি হইয়াছি : এক্ষণে
 বচ্ন লক্ষণে সমাকীর্ণ এই বনমধ্যে ধারিক-
 য়াও আপনারই চরণযুগল ধ্যান করিব ।
 সৌমিত্রে ! যদিও মহাশ্বা রামকর্ত্ত্বক সনশ্বা
 আমি বনে পরিত্যক্তা হইলাম, কিন্তু আমার
 প্রকৃত কথা শুন, রঘুবরের মঙ্গল হউক,
 আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিতাম, কেবল
 রামহেতুজোধারণ করিতেছি বলিয়াই তাহা

স্বং রামবচনং তথ্যং যৎ করোমি শুভং তব ।
 পরতজ্ঞেণ তৎকার্যং রামপাদাজসেবিনা ॥ ৩৫
 গচ্ছ স্বং রামসবিধে শিবাঃ পশ্বান এব তে ।
 মমোপরি রূপা কার্য্যা স্মর্তব্যাহং কদা কদা ॥ ৩৬
 ইত্যুত্থা মুচ্ছিতা ভ্রুমৌ পপাত পুয়তন্ততঃ ।
 লক্ষণো হুঃখমাশেদে বৌক্ষ্য মুচ্ছিতজানকৌম্ ॥
 বীজয়ামাস বাসোহর্গ্রেঃ সংজ্ঞাঃ প্রাপ্তাঃ

প্রকৃত্য চ ।

সৌমিক্রিঃ সান্ত্বয়ামাস বচনৈশ্চুর্ধ্বৈঃ ॥ ৩৮
 লক্ষণ উবাচ ।

এষ গচ্ছামি রামং বৈ গম্বা শংসামি সর্কশঃ ।
 সমীপে তে মূনেরস্তি বাস্বীকৈরাশ্রমো মহান ।
 ইত্যুত্থা তাং পরিক্রম্য হুঃখিতো বাস্পপুরিতঃ
 মুঞ্চন্নশ্চকলা হুঃখাদযযৌ রামং মহীপতিম্ ॥ ৪০
 জানকী দেবরং যাতং বৌক্ষ্য বিস্মিতলোচনা

করিতেছি না। লক্ষণ! তুমি যে রামের
 আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে, ইহাতে তোমার
 মঙ্গল হইবে; কারণ, শ্রীরামের চরণাবিন্দ-
 সেবী অধীন ব্যক্তির তাহাই করা কর্তব্য।
 এক্ষণে তুমি শ্রীরামসন্নিধানে গমন কর,
 তোমার গন্তব্য পথ যেন মঙ্গলকর হয়,
 শ্রীরাম যেন আমার প্রতি রূপা করেন, কখন
 কখন যেন আমায় তিনি স্মরণ করেন।
 সীতা এই বলিয়া লক্ষণের সম্মুখে মুচ্ছিতা
 হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, লক্ষণও সেই
 জানকীকে মুচ্ছিতা দেখিয়া নিরতিশয় হুঃখিত
 হইলেন। অনন্তর লক্ষণ, বস্ত্রাঙ্কল দ্বারা
 বীজন করিতে লাগিলেন এবং সংজ্ঞাপ্রাপ্ত
 করিয়া মুহুর্ধ্বঃ মধুর বচনে সান্ত্বনা করিলেন
 এবং কহিলেন, এক্ষণে তবে আমি শ্রীরামের
 সন্নিধানে গমন করি, আমি যাইয়া ঠাঁহাকে
 সমুদয় বিষয়ই কহিব; আপনার সমীপেই
 মূনিবর বাস্বীকির প্রশংসনীয় আশ্রম আছে।
 হুঃখার্ভ লক্ষণ বাস্পপূর্ণলোচনে সীতাকে এই-
 রূপ কহিয়া ঠাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক হুঃখভরে
 অবিরল নেত্রজল বিসর্জন করিতে করিতে
 মহীপতি শ্রীরামচন্দের উদ্দেশে করি যাত্রা-

হস্যতয়ং মহাভাগো লক্ষণো দেবরো মম ॥ ৪১
 কথং মাং প্রাপতঃ প্রেষ্ঠাঃ বিপাশাং

স্বাঘবন্ত্যাজেৎ ।

ইতি সঙ্কল্পস্তম্বসৌ সা তমৈক্ষদনিমেষণা ॥ ৪২
 জাহুবীঃ সর্কখোস্তৌগং জ্ঞাত্বা সত্যং স্বধাপনম্
 পতিতা প্রাণসন্দেহঃ শ্রাপ্তা মুচ্ছাপি তাং তদা
 তদা হংসাঃ স্বপক্ষাত্যাং জলমানীয় সর্কহঃ ।
 সিষিচুর্ধ্বৈঃ বায়ুর্কবৌ পুষ্পসুগন্ধবান ॥ ৪৪
 করিণঃ পুঙ্কটৈঃ স্ব্যদৈর্জ্জলপূর্বেঃ সমস্ততঃ ।
 ব্যাপ্তং শরীরং রজসা স্মালয়ন্ত ইবাগতাঃ ॥ ৪৫
 যুগান্তদন্তিকং প্রাপ্য সন্তস্কৃক্স্মিত্তেক্ষণাঃ ।
 নগাঃ পুষ্পযুতা আসংস্তংকালং মধুনা বিনা ।
 এতস্মিন সময়ে বৃন্তে সংজ্ঞাং প্রাপ্য তদা সতী

লেন। তখন জানকী বিস্মিতলোচনে দেবরকে
 যাইতে দেখিয়া ভাবিলেন,—মহাভাগ
 দেবর লক্ষণ আমায় পরিহাস করিয়াছেন।
 আমি শ্রীরামের প্রাণাপেক্ষাও শ্রিয়া ও
 নিষ্পাশা, অন্তএব রমুনাথ আমায় কি কারণে
 পরিত্যাগ করিবেন? সীতাদেবী মনে মনে
 এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অনিমন্বয়নে
 লক্ষণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ৩২—৪২।
 অনন্তর লক্ষণ সত্য সত্যই জাহুবী পার
 হইলেন এবং আপনিও সত্যই পরিত্যক্তা
 হইলেন বুঝিতে পারিয়া যেমন ভূতলে
 পতিতা হইলেন, অমনি মুচ্ছা ঠাঁহাকে এরূপ
 ভাবে আক্রমণ করিল যে, তিনি জীবিতা
 আছেন কি না সন্দেহ জন্মিল। তৎ-
 ক্ক্ষণাৎ হংস সকল স্ব স্ব পক্ষয় দ্বারা
 সলিল আনয়নপূর্বক তদীয় সর্কাজে সেচন
 করিতে লাগিল এবং পুষ্পসদৃগন্ধপূর্ণ বায়ু
 মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল।
 করিগণ ভয় আগত হইয়া স্ব স্ব সলিলপূর্ণ
 গুণসমূহ দ্বারা জানকীর ধূলিধূনরিত কলেবর
 ক্ষালন করিতে লাগিল। যুগান্তে তৎ-
 সমীপে আগমনপূর্বক বিস্মিতনেত্রে অবস্থান
 করিল, এবং তৎকালে পুষ্পবৃক্ষসকল বসন্ত-
 কাল না হইলেও পুষ্পপূর্ণ হইল। ইত্যব-

বিললাপ মুহূৰ্দ্ধঃখাজ্রাম রামেতি জল্পতী । ৪৭
 হা নাথ দীনবন্দো হে করুণাপয়সাং নিধে ।
 অপরাধাদৃতে মাং স্বঃ কথং ত্যক্তসি বৈ বনে
 ইত্যোবমাদি ভাষন্তী বিলপন্তী মুহূৰ্দ্ধঃ ।
 ইতস্ততঃ প্রপঞ্জন্তী সমুচ্ছন্তী পুনঃপুনঃ । ৪৯
 তদা স্বশিষ্যৈর্ভগবান্ বাস্ম্যৌকিঃ সঙ্গতো বনম্
 শুশ্রাব কদিতঃ তন্ন করুণস্বরভাষিতম্ । ৫০
 শিষ্যান প্রতি জগাদাথ পঞ্জন্ত বনমধ্যতঃ ।
 কো রোদিতি মহাঘোরে বিপিনে দুঃখিতস্বরঃ
 তে প্রযুক্তাঃ মুনিনা সঙ্গমুর্ধ্বজ্ঞানকৌ ।
 রাম রামেতি ভাষন্তী বাস্পপূরণরিপ্ততা । ৫২
 তাং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়মোৎসুক্যাধাম্মৌকিং প্রত্যশুর্ধ্বনিম্
 ক্ষুদ্ভা তদীরিতং বাক্যং জগামাসৌ ততো মুনিঃ
 দৃষ্ট্বাসৌ তপসাং রাশিঃ জ্ঞানকৌ পতিদেবতা ।

সরে সতী জ্ঞানকৌ চৈতন্ত লাভ করিয়া ছুঃখ-
 বশতঃ হা রাম! হা রাম! বলিয়া বিলাপ
 করিতে থাকিলেন। তিনি বলিতে লাগি-
 লেন, হা নাথ! হে দীনবন্দো! হে করুণা-
 সাগর! আপনি বিনা অপরাধে আমায়
 কেন বনে পরিত্যাগ করিতেছেন? ৪৩—৪৮।
 তিনি ব্যঃব্যঃ ইত্যাদি বাক্যে বিলাপ
 করিতে লাগিলেন, চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চা-
 লন করিতে থাকিলেন এবং পুনঃপুনঃ
 মুচ্ছিত হইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ
 সময়ে ভগবান্ বাস্ম্যৌকি স্বীয় শিষ্যগণের
 সহিত ঐ বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া সীতার
 করুণাপূর্ণ রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।
 অনন্তর তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, তোমরা
 দেখ দেখি, এই মহাঘোর অরণ্যমধ্যে করুণ
 স্বরে কে রোদন করিতেছে? শিষ্যগণ
 মুনি কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যেখানে
 সীতা বাস্পপূর্ণ মুখে 'হা রাম! হা রাম!'
 বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, তথায় গমন
 করিল। অনন্তর তাহারা সীতাকে দেখিয়া
 ঐশুক্যবশতঃ মুনিবর বাস্ম্যৌকির সম্মুখানে
 উপস্থিত হইল এবং সেই মুনিবরও তাহা-
 দিগের বাক্য শ্রবণপূর্বক সীতা-সন্নিকটে

নমোহঙ্ক মুনয়ে দেবমূৰ্ছয়ে ব্রতবার্দ্ধয়ে । ৫৪
 ইত্যুক্তবতীং বৈ সীতামানীর্ভিরভ্যানন্দয়ৎ ।
 ভর্ত্ৰী সহ চিরঃ জীব পুত্রো প্রাপুহি শোভনো ।
 কাসি স্বঃ কিং বনে ঘোরে সঙ্গতাসি কিমীদৃশী
 সর্বঃ মে শঃস জ্ঞানীয়াঃ তব হুঃখস্ত কারণম্ ।
 তদা সা প্রত্যাবাচেমঃ রামস্ত মহিলা মুনিম্ ।
 নিঃশসন্তী করুণয়া গিরা সঞ্জাতবেপথুঃ । ৫৭
 শৃণু মে বাক্যমধৌক্তং সর্গদুঃখস্ত কারণম্ ।
 জানৌহি মাং ভূমিপতে রঘুনাথস্ত সেবিকাম্ ।
 অপরাধং বিনা ত্যক্তাং ন জানে তত্র কারণম্
 লক্ষণো মাং বিমুচ্যাত্ৰ গতবান্ রাঘবাভয় । ৫৯
 ইত্যাঙ্কাকলাপূর্ণং বিভ্রতীং মুখপঙ্কজম্ ।
 বাস্ম্যৌকিঃ সাস্বয়ন প্রাহ জ্ঞানকীঃ কমলেক্ষণাম্

সমাগত হইলেন। তখন পতিপরায়ণা জ্ঞানকৌ
 সেই তপোরাশি মুনিবরকে দেখিয়া কহি-
 লেন,—আমি পুণ্যজনক সংকার্য্যনিচয়ের
 সাগর ও সাক্ষাৎ বেদমূৰ্ছিবরূপ মুনিবরকে
 নমস্কার করি। সীতা এইরূপ কহিয়া নমস্কার
 করিলে মুনিবর তাঁহাকে এইরূপ আশীর্ষ-
 চেনে অভিনন্দন করিলেন,—“ভর্তার সহিত
 চিরজীবিনী হও এবং পরম মনোরম পুত্র-
 যুগল লাভ কর। শুভ্রে! তুমি কে?
 তুমি এরূপ অসামান্য রমণী হইয়াও
 কি হেতু এই ঘোর বনমধ্যে উপস্থিত
 হইয়াছ? এতৎ সমুদয় বিষয় আমার নিকট
 ব্যক্ত কর, আমি তোমার দুঃখের কারণ
 জানিতে চাই। তখন স্ত্রীরামমহিলা সীতা
 কল্পিত কলেবরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ
 করত করুণবচনে সেই মুনিবরকে কহিলেন,
 —মুনিবর! মদীয় প্রকৃত পরিচয়বাক্য ও
 দুঃখের কারণ শ্রবণ করুন। আমাকে ভূপতি
 রঘুনাত্থের সেবিকা এবং বিনাপরাধে পরি-
 ত্যক্তা জানিবেন; আমার পরিত্যাগের
 বিষয়ে আমি প্রকৃত কারণ জানি না।
 স্ত্রীরামের আজ্ঞারূপারে লক্ষণ আমায় এই
 স্থানে, পরিত্যাগপূর্বক গমন করিয়াছেন।
 ৪৯—৫৯। সীতা এই কথা বলিয়া অক্ষয়ল

বান্দ্রীকিকবাচ ।

বান্দ্রীকিং মাং বিজানীহি পিতৃস্তব শুকং মুনিম্
 হুংখং মা কুরু বৈদেহি হাগচ্ছ মম চামশ্রম্ ॥৬১
 ভিন্নস্থানে পিতৃগেহং জানীহি পতিদেবতে ।
 দৈদৃশে কশ্মপি মম যৌবোহস্তোব মহীপতেঃ ।
 এবং বচনমাকর্ণ্য জানকী পতিদেবতা ।
 হুংখপূর্ণাশ্রমদনা কিঞ্চিং সুখমবাপ সা ॥ ৬০
 শেষ উবাচ ।

বান্দ্রীকিঃ সান্বয়িত্বৈমং হুংখপূর্ণাকুলেক্ষণাম্ ।
 নিনায় চাশ্রমং পুণ্যং তাপসৌরুদ্রপূরিভম্ ॥৬২
 সা গচ্ছতী পৃষ্ঠতোহস্ত বান্দ্রীকেস্তপস্যাং নিধেঃ
 ররাজেন্দোঃ পৃষ্ঠতো বৈ ভারেব স্মমনোহরা ।
 বান্দ্রীকিঃ প্রাপ্য চ স্বীয়মাশ্রমং মুনি পুরিতম্ ।
 তাপসৌঃ প্রতি সঞ্চখ্যৌ জানকীং স্বাশ্রমং
 গতাম্ ।

মুখপঙ্কজ প্রাবিত করিতে লাগিলেন; তখন
 বান্দ্রীকি কমলোচ্চনা জানকীকে সান্বনা করত
 কহিলেন,—বৈদেহি! আমাকে অদৌয় পিতৃ-
 শুক বান্দ্রীকিমুনি জানিও, আর হুংখ করিও
 না, আমার আশ্রমে আগমন কর। অগ্নি
 পতিদেবতে! তোমার পিত্রালয় বহুদূরবর্তী
 অপূর্ণ স্থানে জানিও। মহীপতি জীরাণের
 এবংবিধ কার্যে আমার ক্রোধই উপস্থিত
 হইতেছে। হুংখবশতঃ অশ্রুপূর্ণমুখী পতি-
 পরায়ণা জানকী বান্দ্রীকির এবংবিধ বাক্য
 শ্রবণে কিঞ্চিং সুখ লাভ করিলেন। বান্দ্রীকি
 নিতান্ত হুংখিতা আকুললোচনা জানকীকে
 এইরূপে সান্বনাপূর্বক তাপসীগণে পরিপূর্ণ
 নিজ আশ্রমে লইয়া যাইতে লাগিলেন।
 তৎকালে জানকী তপোনিধি বান্দ্রীকির
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত চন্দ্রদেবের পৃষ্ঠ-
 সঞ্চায়াগ্নী স্মমনোহরা তারকার স্মায় বিয়াজ
 মানা হইতে থাকিলেন। অনন্তর বান্দ্রীকি
 মুনিজনপূর্ণ স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া
 তাপসীদিগকে আশ্রমাগতা জানকীর বিষয়
 পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন মহারাজবা

বৈদেহী তাপসীঃ সর্কা নমস্ক্রে মহামনাঃ ।
 পরম্পরং প্রহৃষ্য তাঃ পরিরন্তঃ সমাচরন ॥৬৩
 বান্দ্রীকিনির্জশিয়াঃ প্রত্যাভাচ তপোনিধিঃ ।
 রচ্যতাঃ বত জানক্যাঃ পর্ণশালা মনোঃমা ॥৬৪
 ইত্যুক্তঃ বাক্যমাকর্ণ্য বান্দ্রীকেঃ স্মমনোরমম্
 ব্যরচন পত্রকেঃ শালাঃ দারুভিঃ স্মমনোহরাম্
 তত্রাবসদ্বিদেহোভূঃ পতিব্রতপরায়ণা ।
 বান্দ্রীকেঃ পরিচর্যাঞ্চ কুর্ত্বতী কলভক্ষিকা ।
 রাম রাম জপস্ত্যাত্ত মনসা বচসা স্বয়ম্ ।
 নিনায় দিব্যাস্তত্র জানকী পতিদেবতা ॥ ৭১
 কালে সাসূত পুত্রৌ হৌ মনোহরবপুর্কৌ ।
 রামচন্দ্রপ্রতিনিধী হর্ষিনাবিব জানকৌ ॥ ৭২
 তচ্ছ্রুয়া তু মুনির্হৃষ্যন জানক্যাঃ পুত্রসম্ভবম্ ।
 চকার জাতকশ্মাদিসংস্কারান্ মন্ত্রাবিস্তমঃ ॥ ৭৩
 কুশৈলবৈশ্চ বান্দ্রীকির্ভূনিঃ কশ্মপি চাচরৎ ।

জানকীও সমুদয় তাপসীগণকে নমস্কার
 করিলেন এবং তাপসীগণও পরস্পর সান্তি-
 শয় আনন্দ প্রকাশপূর্বক সীতাকে আলিঙ্গন
 করিলেন। অনন্তর তপোনিধি বান্দ্রীকি
 নিজ শিষ্যগণকে কহিলেন,—তোমরা
 জানকীর বাসার্থ মনোহর পর্ণশালা প্রস্তুত
 কর। শিষ্যগণ বান্দ্রীকির এবংবিধ স্মমনো-
 হর বাক্য শ্রবণ করিয়াই কাঠপত্রাদি দ্বারা
 এক সুরম্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিল। অনন্তর
 পতিপরায়ণা বিদেহ-ভূমিতা কলভক্কে দেহ-
 ধারণ করিয়া বান্দ্রীকির পরিচর্যা করত তথায়
 বাস করিতে লাগিলেন। ৬০—৭০। পতি-
 দেবতা জানকী তথায় থাকিয়া নিরন্তর মন ও
 বাক্যে রামনাম জপ করত দিবস অতিবাহিত
 করিতে থাকিলেন। অনন্তর যথাকালে
 জানকী অশ্বিনীকুমারযুগলের স্মায় মনোহর-
 মূর্ত্তি যুগল কুমার প্রসব করিলেন; সেই
 শিশুযুগলদর্শনে সকলেইই বোধ হইল,
 জীরাচন্দ্র যেন শিশুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।
 তখন মন্ত্রবিস্তম মুনিবর বান্দ্রীকি, জানকীর
 যমজ পুত্র হইয়াছে শুনিয়া সানন্দ চিত্তে
 তাহাদিগের জাতকশ্মাদি সংস্কারার্থ্য নিকাহ

তন্নয়া পুত্রয়োরাধ্যা কুশে লব ইতি স্কুটা ॥ ৭৪
 বাগ্নীকির্ধ্বজ বিরজা মঙ্গল তদধাচরৎ ।
 অত্যন্তহৃষ্টচেতস্বা বচুব স্মমুখেক্ষণা ॥ ৭৫
 তদ্দিনে লবণং হস্তা শক্রয়ঃ স্বল্পসৈনিকঃ ।
 আগমচ্চাশ্রমে চাস্ত বাগ্নীকৈর্নিশি শোভনে ॥
 তদা বাগ্নীকিনা শিষ্টঃ শক্রয়ো রঘুনাথকম্ ।
 মা শংস জানকীপুত্রৌ কথয়িষ্যাম্যহং পুরঃ ॥
 জানকীপুত্রকৌ তত্র ববুধাক্তে মনোরমৌ ।
 কন্দমূলকলৈঃ পুস্তৌ ব্যাদধাতুন্নদৌ বরৌ ॥ ৭৮
 গুরুপ্রতিপদায়শ্চ শশীব স্মমনোহরৌ ।
 কালেন সংস্কৃতৌ জাতাবূপনীতৌ মনোহরৌ ॥
 উপনীয় মুনির্হেদং সাক্ষমধ্যাপয়ৎ সূতৌ ।
 সরহস্তঃ ধনুর্হেদং রামায়ণপাঠয়ৎ ॥ ৮০

বাগ্নীকিনা চ ধনুর্হেদে স্বর্ণভূষিতে ।
 অভেদ্যে স্তম্ভেণ শ্রেষ্ঠে বৈরিবৃন্দসুদাকরণে ॥
 ইবুধী বাণসম্পূর্ণে অক্ষয়ে কমবালকে ।
 চর্ণাণ্যভেদ্যানি দদৌ জানক্যাশ্রজয়োস্তদা ॥
 ধনুর্হেদৌ ধনুর্হেদপায়গাবাশ্রমে যুদা ।
 চরন্তৌ তত্র রেজাতে হৃষিনাবিব শোভনৌ ॥
 জানকী বীক্ষ্য পুত্রৌ ধৌ ধৌ খড়াচর্ম্মধরৌ ॥
 বরৌ
 পরমং হর্ষমাপন্ন বিরহোত্তবমত্যজৎ ॥ ৮৪
 এষ ত্তে কথিতৌ বিপ্র জানক্যাঃ পুত্রসম্ভবঃ ।
 অতঃ শৃণুঘ মদ্বৃন্তঃ বীরবাহুবিকৃন্তনাং ॥ ৮৫
 ইতি শ্রীপায়ে পাতালখণ্ডে সীতাবনবাসে
 লবকুশজন্মবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোছধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

করিলেন। মুনিবর বাগ্নীকি কুশ ও লব
 (ছিন্ন কুশ) দ্বারা তাহাদিগের জাত-
 কৰ্ম্মাদি নির্কীৰ্ত্ত করেন বলিয়া সেই জানকী-
 পুত্রদ্বয়ের নাম কুশ ও লব হইল। সৰ্ব-
 গুণাবলম্বী বাগ্নীকি যে সময় তাহাদিগের
 সংস্কারাদি মঙ্গলকার্য্য করেন, সেই সময়ে
 জানকীপুত্রদ্বয়গলের মনোহর মূৰ্ছদর্শনে সান্তি-
 শয় হুষ্টিচিন্তা হন। ঐ দিবসেই শক্রয়
 লবণাসুরকে সংহারপূর্ব্বক অল্পসংখ্যক সৈন্ত-
 সহ রাত্রিকালে বাগ্নীকির ঐ মনোরম আশ্রমে
 আসিয়া উপস্থিত হন। তখন বাগ্নীকি
 শক্রয়কে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, তুমি
 রঘুনাথের নিকট জানকীর পুত্রদ্বয়সম্বন্ধে
 কোনও কথা বলিও না, আমিই তাঁহার
 সম্বন্ধে কহিব। অনন্তর জানকীর সেই
 মনোরম পুত্রদ্বয়গল সেই আশ্রমেই ক্রমে বৃদ্ধি
 প্রাপ্ত হইতে থাকিল এবং জানকীও সেই
 উন্নত কুমারবরদ্বয়কে কন্দ-মূল-কল-ভোজনে
 পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। স্বভাবতঃ
 গুরুপ্রতিপদের চন্দ্রমার স্তায় নেত্রানন্দপ্রদ
 লব-কুশ, যথাসময়ে সংস্কৃত ও উপনীত হইয়া
 সমধিক মনোহর হইয়া উঠিল। মুনিবর
 বাগ্নীকি, উপনয়নের পর সেই সীতাস্থত-
 দ্বয়কে সাক্ষ বেদ, সরহস্ত ধনুর্হেদ ও স্বকৃত

রামায়ণ পাঠ করাইলেন। ৭১—৮০। অতঃপর
 বাগ্নীকি, জানকীর উভয় আশ্রজকেই উৎ-
 কৃষ্ট জ্যায়ুক্ত, স্বর্ণভূষিত, বৈরিবৃন্দের ভীতি-
 প্রদ, অভেদ্য উত্তম শরাসন-ধয়, সতত শর-
 পূর্ণ অক্ষয় তুগীরযুগ্ম, করবালদ্বয় এবং
 অভেদ্য চর্ম্মকলক ও চর্ম্মবর্ম্ম প্রদান করি-
 লেন। মুনিবর! সেই ধনুর্হেদপায়গ মহা-
 ধনুর্হেদ কুমারদ্বয় যখন সানন্দচিত্তে আশ্রমে
 বিচরণ করিত, তখন বোধ হইত যেন মোহন-
 মূর্ত্তি অশ্বিনীকুমারযুগল বিরাজ করিতে-
 ছেন। জানকীও খড়াচর্ম্মধারী সেই নর-
 বর পুত্রদ্বয়গলকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পরম হর্ষ
 প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামের বিরহজনিত হৃৎ-এক
 প্রকার পরিত্যাগ কারিয়াছিলেন। বিপ্র!
 এই আমি তোমায় জানকীর পুত্রোৎপত্তির
 বিষয় কহিলাম, এক্ষণে, বীরগণের বাহ-
 ছেদন-হেতু যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ
 কর। ৮১—৮৫।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

শক্ৰো নিজবীরগণাং ভূজান্ কৃতান্ত্রিগ্নৌক্ষয়ন
উবাচ তান্ সূকুপিভো রৌষসন্দংশিতাধরঃ ।
কেন বীরেণ বো বাহুরুন্তনঃ সমকারি ভোঃ ।
তস্মাৎং বাহু কৃত্তামি দেবগুণস্ত বৈ ভটাঃ ।
ন জানাতি মহামুঢ়ো রামচন্দ্রবলং মহৎ ।
ইদানোঃ দর্শয়িষ্যামি পরাক্রান্ত্যা বলং স্বকম্ ।
স কুত্র বর্ত্ততে বীরো হয়ঃ কুত্র মনোরমঃ ।
কো বাগুভ্যাং সুপ্তসর্পান্মুঢ়ো জ্ঞাস্বা পরাক্রমম্ ।
ইতি তে কথিতা বীরা বিস্মিতা হুঃখিতা ভূশম
রামচন্দ্রপ্রতিনিধিং বালকং সমশংসত । ৫
স শ্বশ্বা রৌষতাম্রাক্ষো বালকেন হয়ঃ হৃতম্ ।
সেনাস্তং বৈ কালজিতমাক্রাপয়দ্যুগুংসুকঃ ।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব, বলিলেন,—শক্ৰ নিজ-
বীরগণের বাহু ছিন্ন দেখিয়া নিরতিশয়
রৌষবশে দস্তদ্বারা অধরদেশে দংশন করত
তাঁহাদিগকে কহিলেন,—ওহে বীরগণ!
কোন বীর তোমাদিগের বাহুচ্ছেদন করি-
য়াছে? সে দেবরক্ষিত হইলেও এখনই
আমি তাহার ভূজযুগল ছেদন করিব। সেই
মায়ামুঢ় নিশ্চয়ই জীরােমের মহাবল বিদিত
নহে, আমি এই দণ্ডেই তাঁহাকে পরাক্রমের
সহিত স্বীয় বল দেখাইব। সেই বীর এক্ষণে
কোথায় আছে? এবং সেই মনোরম অশ্বই
বা কোথায়? কোন মুঢ় সর্পের পরাক্রম
জানিয়াও সুপ্ত সর্প হইতে মণিগ্রহণ করিতে
পারে? সান্তিশয় বিস্মিত ও হুঃখিত সেই
বীরগণ শক্ৰ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া
জীরামচন্দ্রের ভূলাফ্রুতি বালক লবের বিষয়
কহিল। একজন বালক অশ্ব হরণ করি-
য়াছে, তনুিয়াই শক্ৰ রৌষবশে আরক্ত-
লোটন ও যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইয়া সেনাপতি
কালজিতকে আজ্ঞা করিলেন;—সেনানী।

শক্ৰ উবাচ ।

সেনানীঃ সকলাং সেনাং ব্যাহরণম মমাক্ষয়া ।
রিপুঃ সম্প্রতি গন্তব্যো মহাবলপরাক্রমঃ । ৭
নায়াং বলো হরিনূনং ভবিষ্যতি হয়ঙ্করঃ ।
অথবা ত্রিপুরারিঃ স্তান্নাস্তথা মক্কাপহং । ৮
অবশ্বং কখনং ভাবি সৈন্তস্ত বলিনো মহৎ ।
সচ্ছন্দচরিতৈঃ খেলম্নাস্তে নির্ভয়বীঃ শিশুঃ ।
তত্র গন্তব্যামস্মাভিঃ সমন্বৈ রিপুর্জুজয়ৈঃ । ৯
এতরিশম্য বচনং শক্ৰস্ত স সৈন্তগণঃ ।
সজ্জীচকার সেনাং তাং হুব্রাঢ়াং চতুরঙ্গীম্ ।
সজ্জাঞ্চ শক্ৰজিদ্দৃষ্টী চতুরঙ্গযুতাং বরাম্ ।
আক্রাপয়ন্ততো গন্তুঃ যত্র বালো হয়ঙ্করঃ । ১১
স চচাল তদা সেনা চতুরঙ্গসমৰ্ষিতা ।
কম্পয়ন্তৌ মহৌভাগং ত্রাসয়ন্তৌ রিপুন বলাৎ । ১২
সেনানীস্তং দদর্শাঞ্চ বালকং রামরূপিণম্ ।

মদীয় আজ্ঞানুসারে সমুদয় সৈন্তগণকে
ব্যাহিত কর, এখনই মহাবলপরাক্রম শক্ৰ-
সন্নিধানে গমন করিতে হইবে। সেই বীর
কদাচ বালক নহে, নিশ্চয় ভগবান্ হরি, বা
ত্রিপুরারি বালকরূপে অশ্বহরণ করিয়াছেন,
অস্তথা সামান্ত বালক কখন মদীয় অশ্ব হরণ
করিতে পারিত না। অবশ্বই মহাবলশালী
সৈন্তগণের মহামার উপস্থিত হইবে। সেই
শিশু যখন এখনও নির্ভয়চিত্ত হইয়া সচ্ছন্দ-
ভাবে জৌড়া করিতেছে, তখন আমরা রিপু-
গণের দুর্জয় হইলেও আমাদিগকে সুসজ্জিত
হইয়া তথায় গমন করা কর্তব্য। ১—২।
সেনাপতি শক্ৰের এতদ্বাক্যশ্রবণে চতু-
রঙ্গী সেনা সুসজ্জতা ও অভেদ্যভাবে
ব্যাহিত করিল। অনন্তর শক্ৰ, স্বীয় চতুরঙ্গ-
সৈন্ত সজ্জিত দেখিয়া যেখানে সেই অশ্বগ্রাহী
বালক লব অবস্থিত ছিল, তথায় যাইতে
আজ্ঞা করিলেন। এখন সেই চতুরঙ্গী
সেনা রিপুগণকে ত্রাসিত ও ভূভাগকে
কম্পিত করিতে বরিতে সবলে গমন
করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেনাপতি,
রামরূপী বালক লবকে দেখিয়া মনে মনে

বিচার্য রামপ্রতিমত্রবীষচনং হিতম্ ॥১৩
বাল মুঞ্চ হমঃ শ্রেষ্ঠঃ রামস্ত বলশা লনঃ ।
সেনানীঃ কালজিহাম তস্ত ভূপ স্ত হুর্ষদঃ ॥১৪
স্বাং রামপ্রতিমং দৃষ্ট্বা কৃপা মে জায়তে হৃদি ।
অস্তথা তব মে দৌষ্যাক্রোবিতং ন ভবিষ্যতি ॥
এতথাক্যং সমাকর্ণ্য শক্ৰস্ত ভটস্ত হি ।
জহাস কিঞ্চিদাকোপাহবাচ চ বচোহভ্দ্ভুতম্ ॥১৬
গচ্ছ মুক্তোহসি তং রামং কথয়স্ব হয়গ্রহম্ ।
স্বস্তো বিভেমে নো শুর বাক্যেন নয়শালিনা ॥
মমাত্র গণনা নাস্তি স্বাদৃশাঃ কোটয়ো যদি ।
মাতৃপাদপ্রসাদেন তুলীভূতান সংশয়ঃ ॥১৮
কালজিস্তব যন্নাম মাত্রাকারি মনোজয়া ।
পরবিষক লস্তেব বর্ণতো ন চ বীৰ্য্যতঃ ॥ ১২

নানাশ্রকার বিচারপূর্বক এই রূপ হিতবাক্য বলিল,—বালক! মহাবলশালী জীয়ারমের অর্থ ছাড়িয়া দেও, আমি সেই ভূপতিরই হুর্ষদ সেনাপতি। আমার নাম কালজিৎ। তোমাকে জীয়ারমের তুল্যরূপ দেখিয়াই আমার হৃদয়ে দয়া হইতেছে; যদি অর্থ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে এই অস্ত্রাচারণ জন্ত আমার নিকট তোমার জীবন রক্ষা হইবে না। শক্ৰের বীর সেনাপতির এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে লব ঐশ্বং হাস্ত করিয়া উঠিল এবং ঐশ্বং কোপভরে এইরূপ অভ্ভূত বাক্য বলিল,—যাও, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, সেই রামকে এই অশ্বগ্রহণের বিষয় বলিও। ওহে শুর! আমি তোমার ঐদৃশ নীতিমার্গীভ্রসারী বাক্যে তোমা হইতে ভীত নই। আমি তোমা-দিগকে বীরমধ্যেই গণনা করি না, অধিক কি, স্বাদৃশ কোটি কোটি বীরও যদি উপস্থিত হয়, তথাপি মাতৃপাদ-প্রসাদে নিঃসন্দেহ আমার নিকট তুলোপম হইবে। পর বিঘকল যেমন বর্ণণেই আদৃত হয় অস্ত্র গুণে নহে, তদ্রূপ আমার বিবেচনায় তোমার মাতা স্বদীয় বর্ণাভ্রসারেই তোমার নাম কালজিৎ রাখিয়াছিলেন, বীৰ্য্যভ্রসারে

দর্শয়স্বাধুনা বীৰ্য্যং শুনামবলচিহ্নিতঃ ।
মাং কালং তব সঞ্জিত্য সত্যনামা ভবিষ্যসি ॥
শেষ উবাচ ।
স বাটকোঃ পবিনা তুলৈভিন্নঃ স্তুভটশেখরঃ ।
চুকোপ হৃদয়েহত্যস্তঃ জগাদ বচনং পুনঃ ॥২১
কালজিহুবাচ ।
কস্মিন কুলে সমুৎপত্তিঃ কিন্নামাসি চ বালক ।
স্বন্নাম নাভিজানামি কুলং শীলং বয়স্তদা ॥ ২২
পাদচারং রথস্থোহহমধর্ষণেণ কথং জয়ে ।
তদাত্যস্তঃ প্রকুপিতো জগাদ বচনং পুনঃ ॥২৩
লব উবাচ ।
কুলেন কিঞ্চ শীলেন নামা চ বয়সা ভট্ট ।
লবোহহং লবতঃ সর্ধান জেয্যামি রিপুসৈস্তকন
ইদানীং স্বামিপি ভট্ট- করিষ্যে পাদচারিণম্ ।
ইথমুকা ধম্বঃ সজ্যাং চকার স লবো বলী ॥ ২৫
টঙ্কারয়ামাস তদা যৌরানাকম্পয়ন হৃদি ।
বান্বীকিং প্রথমং স্মৃত্বা জানকীং মাতরং লবঃ

নহে। এক্ষণে স্বীয় নামানুরূপ বলচিহ্নিত বীরত্ব দেখাও; আমিই তোমার কালশ্বরূপ, আমাকে পরাজয় করিলেই তোমার নাম সার্থক হইবে। ১০—২০। অনস্তদেব कहिलेन वीरवर-शिरोमणि कालजिं लवेर तादृश वज्रतुल्या बाक्ये व्याधितहईया अन्तरे सातिशय कूपित हईल एवं पुनराय कहिल;—बालक! तूमि कौन वंशे जय ग्रहण करिषाह? तोमार नाम कि? तोमार नाम, कुल, शील ओ वयस किहूई जानि ना। तूमि पादचारी, सुतरां আমি রথস্থ হইয়া কিরূপে অধর্ষণে তোমাকে জয় করিব? তৎশ্রবণে লব প্রকুপিত হইয়া পুনরায় कहिल,—ওহে বীর! আমার কুল, শীল, নাম বা বয়সে কি প্রয়োজন? আমার নাম লব, আমি লব-মধ্যে (এখনই) সমুদয় শক্ৰসৈন্তগণকেই জয় করিব। আমি এক্ষণে তোমাকেও পাদচারী করিতেছি। মহাবলশালী লব এইরূপ বলিয়া বীরগণের হৃদয় কম্পিত করত স্বীয় শরাসন সজ্যা এবং টঙ্কারপূর্ণ করিল। পরে অগ্রে

মুমোচ বাণান্ নিশিতান্ সদ্যঃপ্রাণাপহারিণঃ ।২
 কালজিৎ স ধনুঃ কৃষা সজ্যং কোপসমব্রিহঃ ।
 তাড়য়ামাস জবনো লবঃ রণবিশারদঃ । ২৭
 তদ্বাণান্ শতধা ছিষ্টা ক্ণাধোগাৎ কুশানুগঃ ।
 সেনাপ্তং বিরথং চক্রে বনুভিক্ষাণসঞ্চয়েঃ ।২৮
 বিরথো গজমানীতমাকুরোহ ভট্টৈর্নিজৈঃ ।
 মদোন্নতঃ মহাবেগঃ সপ্তধাপ্রশ্রবাবিভম্ ॥ ২৯
 গজারুঢ়ং তু তং দৃষ্ট্বা দশভিক্ষুভ্রমণো গতেঃ ।
 বাণৈর্ষিবাধা বিহসন্ন সর্ষান্ রিপুগণান জয়ী ।
 কালজিতস্ত বীর্ষাস্ত দৃষ্ট্বা বিস্মিতমানসঃ ।
 গদাং মুমোচ মহতীং মহায়সবিনিশ্চিতাম্ ।৩১
 আপতন্তীঃ গদাং বেগান্তার যুতবিনিশ্চিতাম্ ।
 ত্রিধা চিচ্ছেদ তরসা ক্ষুরপ্রৈঃ স কুশানুজঃ ॥৩২
 পরিঘঃ নিশিতং ঘোরং বৈরিপ্রাণহরোদিতম্ ।
 মুক্তঃ পুনশ্চেন লবশ্চিচ্ছেদ তরসাবিহঃ ।৩৩

বায়ুগণিক ও মাতা জানকীকে স্মরণপূর্বক
 সদ্যঃপ্রাণসংহারক নিশিত শরনিচয় বর্ষণ
 করিতে আরম্ভ করিল। তখন রণ বিশারদ
 লবৃহৎ কালজিৎও কুপিতহৃদয়ে নিজধনু
 সজ্য করিয়া লবকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত
 হইল। অনন্তর কুশানুজ লব ক্ণকাল-
 মধ্যেই কালজিৎ-নিক্ষিপ্ত বাণসকল শতধা
 ছিন্ন করিয়া অষ্টবাণে সেই সেনাপতিকে রথ-
 বিহীন করিল। কালজিৎ যেমন রথবিহীন
 হইল, অমনি সেবকগণকর্তৃক আনীত, সপ্তধা
 মদশ্রাবী, মহাবেগশালী, মদোন্নত মাতঙ্গে
 আরোহণ করিল। তখন অখিলরিপুজয়ী লব,
 কালজিৎকে গজারুঢ় দেখিয়া হাস্য করিতে
 করিতে একদা ধনুর্নিষ্কৃত দশশরে তাহাকে
 বিদ্ধ করিল। কালজিৎ বালকের বিক্রম
 দর্শনে বিস্মিত হইয়া মহাকৌহল-বিনিশ্চিতা
 মহতী এক গদা নিক্ষেপ করিল। তখন
 কুশানুজ লব, বহুভাষিত সেই প্রকাণ্ড
 গদাকে বেগে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ
 ক্ষুরপ্রাঙ্গনিচয়ে তাহা ত্রিধা ছেদন করিয়া
 কেদিল। পরে লব স্তরাবিত হইয়া পুনরায়
 কালজিৎ নিক্ষিপ্ত বৈরিপ্রাণহারী ঘোরাকৃতি

ছিষ্টা তৎ পরিঘং ঘোরং কোপাদারুঢ়লোচনঃ
 গজোপশ্বে সমারুঢ়ঃ মন্তমানশ্চূকোপ হ ॥৩৪
 তৎক্ষণাদচ্ছিন্নস্তস্ত শুণ্ডান্ খঞ্জেন দন্তিনঃ ।
 দন্তয়োশ্চরণৌ ধুতাকুরোহ গজমস্তকে ॥৩৫
 মুকুটং শতধা কৃষা কবচং তু সহস্রধা ।
 কেশেযাকৃষ্য সেনান্তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥৩৬
 পাতিতঃ স গজোপস্থাৎ সেনানীঃ কুপিতঃ পুনঃ
 হৃদয়ে তাড়য়ামাস মুষ্টিনা বজ্রমুষ্টিনা ॥ ৩৭
 স আহতো মুষ্টিভিঃ ক্ষুরপ্রান্ নিশিতান্ শরান্
 মুমোচ হৃদয়ে ক্রিপ্ৰং কুণ্ডলীকৃতধন্ববান্ ॥ ৩৮
 স ররাজ রণোপাস্তে কুণ্ডলীকৃতচাপবান্ ।
 শিরস্ত্রং কবচং বিভ্রদভেদ্যং শরকোটিভিঃ ॥৩৯
 স বিদ্ধঃ সাযকৈক্সৌক্লেস্তং হস্তং খড়্গমাদদে ।
 দশনং রোষাৎ স্বদশমান নিঃসন্নক্ষুণ্ণন মুক্তঃ ॥

নিশিত পরিঘাঙ্গুও ছেদন করিল। ক্রোধ-
 ভরে আরুঢ়নেত্র লব, সেই ঘোরতর পরি-
 ষ্ঠা ছেদনানন্তর অদ্যাপি কালজিৎ গজ-
 পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত আছে, বিবেচনা করিয়া সম-
 ধিক কুপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ খড়্গা-
 ঘাতে সেই গজের শুণ্ড ছেদন করিয়া দিল।
 পরে তাহার অগ্রপাদদ্বয় ধারণপূর্বক দন্ত-
 দ্বয়ে পাদনিক্ষেপ করত মস্তকে আরোহণ
 করিল। অনন্তর কালজিতের মুকুট শতধা
 এবং বর্ষ্য সহস্রধা ছিন্ন করিয়া কেশাকর্ষণ-
 পূর্বক সেই সেনাপতিকে ভূতলে পাতিত
 করিল। সেনাপতি এইরূপে গজপৃষ্ঠ হইতে
 পাতিত হওয়ায় সাতিশয় কুপিত হইয়া লবের
 হৃদয়ে বজ্রতুল্য মুষ্টি প্রহার করিল। লব
 মুষ্টিপ্রহারে আহত হইয়াই শরাসন কুণ্ডলীকৃত
 করত ক্ষতবেগে কালজিতের হৃদয়ে নিশিত
 ক্ষুরপ্রাঙ্গনিচয় নিক্ষেপ করিল। কোটি
 কোটি শর-প্রহারেও অভেদ্য কবচ ও মস্তকে
 শিরস্ত্রাণধারী লব, তৎকালে রণক্ষেত্রে কুণ্ড-
 লিত শরাসন ধারণ করত পরম শোভা
 পাইতে লাগিল। ২১-৩৯। এদিকে কালজিৎ
 লব-নিক্ষিপ্ত স্তূলীকৃত ক্ষুরপ্রাঙ্গনিচয়ে ঈদৃবি
 হইয়া বাণ-বায় হোষভরে দস্তে দস্তে ঘর্ষণ

খড়গহস্তং সামায়াস্তং শূরং সেনাপতিং লব ।
 চিচ্ছেদ ভুজমধ্যাঞ্চ সখড়গঃ পাণিরাপতৎ ॥ ৪১
 ছিন্নং খড়গধরং হস্তং বীক্ষ্য কোপাচ্চমুপতিঃ ।
 বামেন গদয়া হস্তং প্রচক্রাম ভুজেন তম্ ॥ ৪২
 সোহপি ছিন্নে ভুজস্তম্ সাক্ষদস্তীক্ৰমায়কৈঃ ।
 তদা প্রকুপিতো বীরঃ পাদাভ্যামহনন্নবম্ ॥ ৪৩
 লবঃ পাদাহতস্তম্ ন চচাল রণাঙ্গনে ।
 স্রজা হতো বিপ ইব চরণচ্ছেদনং ব্যাধাৎ ॥ ৪৪
 তদপি তং মৌলিনাসৌ প্রহর্ষুঃ তু প্রংক্রমে ।
 তদা লবচ্চমুনাথং মস্তমানোহর্ষপৌরুষম্ ॥ ৪৫
 করবালং সমাদায় সত্রে কালানলোপমম্ ।
 অচ্ছিন্নচ্ছিন্ন এতস্ম মহামুকুটশোভিতম্ ॥ ৪৬
 হাহাকারো মহানাসীচ্চমুনাথে নিপাতিতে ।

ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ এবং উচ্ছ্বাস
 গ্রহণ করত লবের সংহারার্থ খড়াগ্রহণ
 করিল। মহাবীর সেনাপতিকে খড়া-হস্তে
 আগমন করিতে দেখিয়া লব তৎক্ষণাৎ
 তাহার হস্তের মধ্যভাগ ছেদন করিল।
 তখন সেনাপতির সেই ছিন্ন দক্ষিণ হস্ত
 খড়্গের সহিতই ভূতলে পতিত হইল।
 সেনাপতি স্বীয় খড়্গধর দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন
 দেখিয়া ক্রোধভরে বামহস্তে গদা লইয়া
 লবকে সংহার করিতে উদ্যত হইল।
 অনন্তর লব, তীক্ষ্ণসায়কসমূহ দ্বারা তাহার
 অঙ্গদভূষিত সেই বাম হস্তও ছেদন করিয়া
 ফেলিল। তখন বীর সেনাপতি নিরতি-
 শয় কুপিত হইয়া পাদদ্বয় দ্বারা লবকে
 প্রহার করিল। লব তাহার গুরুতর পদা-
 ছাতেও মালাহত মাতঙ্গের স্তায় রণা-
 ঙ্গনে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, অধিকন্তু
 তাহার চরণযুগল ছেদন করিয়া ফেলিল।
 কিন্তু সেনাপতি তখনও মস্তক দ্বারা লবকে
 প্রহার করিতে উপক্রম করিলে লব সেই
 সেনাপতিকে অসামান্ত পৌরুষশালী বিবে-
 চনা করিয়া হস্তে কালানলোপম করবাল
 গ্রহণপূর্বক তাহার মহামুকুটশোভিত মস্তক
 ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেনা-

সৈনিকাঃ পরমং ক্রুদ্ধা লবং হস্তমণ্ডঃ কপাৎ ॥
 লবস্তান স্বশরাঘাতেঃ পলায়নপরান ব্যাধাৎ ॥
 ছিন্না ভিন্নাঙ্গকাঃ কেচিদ্গতাঃ কেচিৎপ্রাঙ্গনাং
 স নিবাধ্যাখিলান যোধান বিজগাহ চমুঃ মুদা ।
 বারাহ ইব নিঃশ্বস্ত প্রলয়েমু মহার্ণবম্ ॥ ৪২
 গজা ভিন্না দ্বিধা জাতা মৌক্তিকৈঃ পুরিতা মহী
 দুর্গমাভূতটাক্রাণাঃ পরিতৈর্ক্যাপৃহা যথা ॥ ৫০
 অশাঃ কনকপল্যাণা কুচিরা বহুরাজিতাঃ ।
 অপতন কধিহল্পুঃ হৃদে বলসুশোভিতাঃ ॥ ৫১
 রধিনঃ করমধ্যস্থ-ধমুর্দিশু সূশোভিতাঃ ।
 রথোপস্থে নিপতিতাঃ স্বর্গগা ইব বৈ সুরাঃ ॥
 সন্দষ্টৌষ্টপুটা বক্র ভ্রম স্তম্বীবিলম্বিতাঃ ।

পতি নিপাতিত হইলে চতুর্দিকে ভীষণ
 হাহাকার ধ্বনি উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ
 সৈনিকগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লবকে নিহত
 করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। অনন্তর
 লব স্বীয় শরপ্রহারে তাহাদিগকে রণস্থল
 হইতে দূর করিয়া দিল; তদাধো কেহ
 কেহ ছিন্নাঙ্গ ও কেহ কেহ বা ভিন্নাঙ্গ হইয়া
 রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিল। লব, সমু-
 দয় বীর যোদ্ধবৃন্দকে এইরূপে পরাভূত
 করিয়া মহাপ্রলয়কালে বরাহমূর্তিধারী ভগ-
 বান যেমন ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করত
 মহার্ণবজলে অবগাহন করিয়াছিলেন, সেই-
 রূপ সানন্দে সেই শৈশ্বসাগর বিলোড়িত
 করিল। কত কত মাস্তক ছিন্ন-ভঙ্গ ও
 দ্বিখণ্ডিত হইতে লাগিল, গজমুকুটায় ধরাভল
 পরিব্যাপ্ত হইল। তৎকালে গজদেহ-ব্যাপ্ত
 হওয়ায় পরীতমালায় সমাকীর্ণ কুতাগের
 স্তায় রণস্থল বীরগণের অগম্য হইয়া উঠিল।
 ৪০—৫০। কনকময় পল্যাণশোভিত, বক্র-
 রাজিবিরাজিত, মহাবলশালী মনোহর অথ
 সকল কধিরময় হৃদে নিপতিত হইতে
 আরম্ভ করিল। করমধ্যস্থিত ধমুর্দিশু
 সূশোভিত-বলেবত, রধিগণ, রথোপস্থে
 নিপতিত হইয়া সুরলোকশায়ী সুরগণের স্তায়
 শোভা পাইতে থাকিল। সেই রণক্ষেত্রে

পতিভাস্ত্র দৃষ্টস্তে বীণা রণবিশারদাঃ । ৫৩
 সুশ্রাব শোণিতসরিদ্ধয়মস্তককচ্ছপা ।
 মহাপ্রবাহলসিতা বৈরিণাং ভয়কারিকা ॥ ৫৪
 কেশাঙ্কিদ্ধাগ্নশিখাঃ কেষাং পাদা বিকর্ষিতাঃ
 কেষাং কণাশ নাসাশ কেষাং কবচকুণ্ডলে ॥৫৫
 এবস্ত কদনং জাতং সেনান্তাং পতিতে রণে ।
 সর্বেহপি পতিতা বীরা ন কেচিচ্ছীবিতাস্ততঃ
 লবো রণে জয়ং প্রাপ্য বৈরিবৃন্দং বিজিত্য চ
 অস্তাগমনশঙ্কায়াং মনঃ কুর্বন্নবৈকৃত ॥ ৫৬
 কেচিৎসু হারিতা যুদ্ধাবভাগ্যে ন রণে মৃত্যুঃ ।
 শক্রসশ্লিধৌ জয়ুঃ শংসিতুঃ বৃত্তমভূতম্ ॥ ৫৮
 গদ্বা স্তে কথয়ামাসুর্ধ্বা বৃত্তং রণাঙ্গণে ।
 কালজিহ্মধনং বালাচ্চিত্তকারিরণোদ্যমম্ ॥ ৫৯

নিপতিত রণ-বিশারদ কত শত বীরকেই দেখা গেল, তাহাদিগের জীবন না থাকিলেও মুখমণ্ডলে সজীবতাসৌন্দর্য প্রকাশ পাইতে ছিল এবং তাহারা দস্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। বৈরিগণের ভীতিজনক, ভীষণ শোণিতনদী মহাবেগে প্রবাহিত হইল, হৃয়গণের মস্তকনিচয় উহাতে কচ্ছপসমূহের স্রায় শোভা পাইতে লাগিল। কাহারও কাহারও বাহু, কাহারও কাহারও পাদ, কাহারও কাহারও নাসা-কর্ণ এবং কাহারও কাহারও বা কবচ-কুণ্ডল ছিন্ন হইল। সেনাপতি কালজিৎ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলে শক্রের সৈন্তগণ-मध्ये এইরূপ দুঃখবস্থা ঘটিল; কলে সমুদয় বীর-গণই প্রায় ধরাশায়ী হইল এবং পরে কেহই আর জীবিত হইল না। লব এইরূপে বৈরি-বৃন্দকে পরাজয়পূর্বক রণে জয়ী হইয়া মনে মনে অস্ত্র বীরের আগমন সম্ভাবনা করত চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যে কতিপয় ব্যক্তি ভাগ্যবশতঃ রণে প্রাণত্যাগ করে নাই, তাহারাও রণস্থল হইতে অপস্থত হইয়া সেই অভূত বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্ত শক্র-সরিধানে গমন করিল। তাহারা শক্রের নিকট গমনপূর্বক বিশ্বয়জনক

তচ্ছব্দা বিশ্বয়ং প্রাপ্তঃ শক্রসস্তামূবাচ হ ॥
 হসন্ রোষাদশন দস্তান্ বালগ্রাহহয়ং স্মরন্ ॥
 রে বীরাঃ কিং মদোন্নতা যুয়ং কিংবা ছলগ্রহাঃ
 কিংবা বৈকল্যাম্নাতং কালজিহ্মরণং কথম্ ॥
 যঃ সখেয় বৈরবৃন্দানাং দারণঃ সমভিজয়ঃ ।
 তং কথং বালকো জীয়াদ্যমস্তাপি দুঃসদমম্ ॥
 শক্রস্ববাক্যং সংশ্রুত্য বীরাঃ প্রৌচুরস্বকপ্লুতাঃ
 নাম্বাকং মদমস্তাদি ন ছলো ন চ দেবনম্ ॥
 কালজিহ্মরণং সত্যং লবাজ্জনীবি ছূপতে ।
 বলঞ্চ কৃৎস্নং মথিতং বালেনাতুলশৌণ্ডিনা ॥
 অন্তঃপরস্ত যৎকার্যং যে প্রেষ্যা নুবরোত্তমাঃ
 বালং জ্ঞাত্বা ভবান্নাত্ করোতু বলসাহসম্ ॥৬০
 ইতি ঋত্বা বচস্তেষাং বীরীণাং শক্রোহা তদা ।

রণোদ্যমসহকারে বালকহস্তে কাল জৎ যেরূপে নিহত হইয়াছে, অবিকল তৎসমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। শক্র তদ্বাক্য শ্রবণে বিশ্বাসীভূত হইয়া ‘একজন বালক অপ্রগ্রহণ করিয়াছে’ মনে করিয়া হস্ত এবং যৌববশতঃ দস্তে দস্তে ঘর্ষণ করত তাহা-দিগকে কহিলেন,—রে বীরগণ! তোমরা কি বলমদে উন্নত? না ছলগ্রাহী? কিংবা তোমাদিগের কোনরূপ বৈকল্য ঘটয়াছে? কালজিতের মৃত্যু কিরূপে হইল? সমর-বিজয়ী যে বীর, সংগ্রামক্ষেত্রে অসংখ্য বৈরি-বৃন্দের বিনাশক, সাক্ষাৎ যমেরও দুঃসদম, সেই কালজিৎকে সামান্ত বালক কিরূপে পরাজয় করিবে? ৫১-৬২। রক্তাক্তকলেবর সেই বীরগণ, শক্রের সৈন্য বাক্যশ্রবণে কহিল, হে ছূপতে! আমাদিগের মদমস্ততা বা ছলাদি কিছুই নাই, বালক লবের হস্তে সত্যই কালজিতের মৃত্যু হইয়াছে জানি-বেন। সেই অতুলবিক্রমশালী বালক ভবদীয় সমুদয় সৈন্তকে কথিত করিয়াছে। অন্তঃপর যাহা কর্তব্য হয়, এবং যে সকল নরবরগণকে প্রেরণ করা বিধেয় হয় করুন, আপনি বালক বিবেচনায় বল-সাহস করি-বেন না। শক্র সেই বীরগণের এবিধ

সুমতিঞ্চ মতিশ্চেষ্টমুবাচ রণকারণে । ৬৬

শক্রয় উবাচ ।

জানাসি কিং মহামত্নিন কো বালো হয়মাহরৎ
যেন মে কপিভং সর্কং বলং বারিধিসগ্নিভম্ ।

সুমতিরুবাচ ।

স্বামিহয়ঃ স্নিনিশ্চেষ্ট-বান্দ্যৌকেস্নামমো মহান ।

কজ্জিন্নাপামত্র বাসো নাশ্চোব পরতাপন । ৬৮

ইশ্চো ভবিষ্যতি পরমমরী হয়মাহরৎ ।

পুরারির্কীম্বথা বাহং ভব কঃ সমুপাহরেৎ । ৬৯

কালজিৎঘেন নাশং বৈ প্রাপ্তঃ পরমদারুণঃ ।

তঃ প্রীতি জীমহারঃ ক গস্তা কঃ পুরুলাস্ততঃ ।

স্বক বৌরৈর্ভট্টৈঃ সর্কৈ রাজতিঃ পরিবারিতঃ

ভক্তে গচ্ছ স্নসৈশ্চেন মহতা শক্রকুন্তন । ৭১

গন্ধা সজীবিতঃ বীরঃ বদ্ধা তু কুতুকাথিনে ।

দর্শয়িষ্যামি রামায় মতং মে বিদমাদৃতম্ । ৭২

ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য বীরান সর্কান সমাদিশৎ

বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি সুমতিকে সংগ্রামার্থ কহিলেন,—হে মহামত্নিন! জান কি, কোন্ বালক আমার অশ্ব হরণ করিয়াছে, যে, ক্রমমায়েই আমার সাগরোপম সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়াছে। সুমতি কহিলেন,—হে শক্রতাপন স্বামিন! ইহা ত মহামুনি বান্দ্যৌকির মহাশ্রম, এখানে ত কজ্জিন্নগণের বাস নাই। এজন্য বোধ হয়, ইন্দ্রই সান্তিশয় অমর্ঘ্যবিত হইয়া অশ্ব হরণ করিয়া থাকিবেন, অথবা ত্রিপুরারি; নতুবা এখানে অপর কে আর আপনার অশ্ব হরণ করিবে? মহারাজ! যে বালক পরম দারুণ কালজিৎকে বিনাশ করিয়াছে, তদভিমুখে পুঙ্কল ভিন্ন অপর কে আর হাইবে? শক্রবিনাশন আপনিও সমুদয় বীররাজগণে পরিবৃত হইয়া বিপুল সৈন্যসমভিব্যাহারে তথায় গমন করুন। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, আপনি হাইয়া সেই বীরবর বালককে জীবিতাবস্থায় বন্ধনপূর্বক আনয়ন করেন; পরে আমরা, জীন্নামচন্দ্রে ঐ বালক দর্শনার্থ কোতুহলাবিত হইলে তাঁহাকে দেখাই। শক্রয়, মজ্জীর এতাদৃশ

সৈশ্চেন মহতা হাত মুয়মাধামি পৃষ্ঠতঃ । ৭৩

নির্দিষ্টোস্তে কণাধীরা জগুর্ধ্বম লবো বলী ।

ধমুর্কিষ্কারয়ঃস্তত্র সূদৃঢ়ঃ গুণপূরিতম্ । ৭৪

আয়াতঃ তং মহদৃষ্টী বলং বীরপ্রপূরিতম্ ।

ন কিঞ্চিগ্ননসা বিভো লবেন বলশালিনা । ৭৫

লবঃ সিংহ ইবোস্তশ্চো মুগাণ মত্যাখিলান

ভটান ।

ধমুর্কিষ্কারয়ন যোষাচ্ছরান মুঞ্চন সহস্রশঃ ।

তে শরৈঃ পীড়্যমানা মহারোষপ্রপূরিতাঃ ।

বীরং বালং মন্তমানাঃ সম্পূং প্রাত্ৰবঃস্তলা । ৭৭

বীরান সহস্রশো দৃষ্ট্বা ভ্রমিভিঃ পর্যবস্থিতান ।

লবো জবেন সঙ্ঘায় শরান যোষপ্রপূরিতঃ । ৭৮

ভ্রমিরদ্যা়া সহস্রশ বিতীয়াযুতসম্মায়া ।

তৃতীয়াযুতযুগ্মেন তুরীয়াযুতপঞ্চতিঃ । ৭৯

বাক্য শ্রবণপূর্বক সমুদয় বীরকুন্দকে আদেশ করিলেন,—তোমরা প্রকৃত সৈন্যসমভিব্যাহারে গমন কর, আমি তোমাদিগের পশ্চাৎ হাইতেছি। ৬৩—৭৩। সেই বীরগণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তৎকর্ণাৎ স্ব স্ব সূদৃঢ় গুণপূরিত শরাসন বিষ্কারণ করত যে স্থানে লব অবস্থিত ছিল তথায় গমন করিল। বীরপুর্ণ সেই বিপুল সৈন্যকে সমাগত দেখিয়াও মহাবলশালী লব মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইল না। অনন্তর লব, সেই সমুদয় বীরগণকে দেখিয়া মুগ্ধস্থানে সিংহের স্তায় গজোখান করিল এবং রোষভরে ধমুর্কিষ্কারিত করিয়া সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই সকল বীরগণ লব-শরে পীড়্যমান হইয়া ভীষণ রোষাবিষ্ট হইল এবং বালককে বীর মনে করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইতে থাকিল। অনন্তর লব সেই সহস্র সহস্র বীরগণকে আপনার চতুর্দিকে পর পর সপ্তসংখ্যক কৃত্যাকারে অবস্থিত হইতে দোবদা রোষপূর্ণ হৃদয়ে ক্রুতরুভাবে শরনিচয় সন্ধানপূর্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উক্ত সপ্ত রুস্তের প্রথমবৃত্ত

পঞ্চমী লক্ষযোধানাং যজ্ঞী যোধায়ুতাধিকৈঃ ।
সপ্তমী লক্ষযুগ্মেন সপ্তভিভ্রমিত্তির্ভূতঃ ॥ ৮০
মধ্যে লবো ভ্রমিবাশ্রুঃ সঞ্চরনং হিবন্তদা ।
দাহয়ামাস সর্সান বৈ সৈনিকান ভ্রমিকারণান
কচিৎ খড়্গৈঃ শটৈঃ কেচিৎ কেচিৎ প্রাণৈশ্চ
কুন্তকৈঃ ।

পাঁটশৈঃ পরিঘৈঃ সর্সী ভ্রমিভগ্না মগস্থানা ॥
সপ্তভিভ্রমিত্তির্ভূক্তো রয়াজ স কুশারুগঃ ।
যেধবৃন্দবিনির্ভুক্তঃ শরীষ শরদাগমে ॥ ৮৩
প্রাহরৎ সর্সধা যোধান ভিন্দন গজকরান বহুঃ
ছিন্দন শিরাংসি বীরগণাঃ চক্রেণাতিমহাস্তি চ
অনেকে পতিতা বীরা লববাণপ্রপীড়িতাঃ ।
যুগ্মঃ সময়ের্থ্যোস্তে নষ্টা অস্ত্রে সুকাতরাঃ ।
পলায়নপরং সৈন্তং লববাণপ্রপীড়িতম্ ।

সহস্র বীরে, দ্বিতীয় বৃত্ত অযুত বীরে, তৃতীয়
বৃত্ত দ্বিঅযুত বীরে, চতুর্থ বৃত্ত পঞ্চাযুত
বীরে, পঞ্চম বৃত্ত লক্ষবীরে, ষষ্ঠ বৃত্ত
অযুতাধিক-লক্ষ বীরে, এবং সপ্তম বৃত্ত
দ্বি লক্ষ যোদ্ধায় রচিত হইয়াছিল। তৎ-
কালে লব ৯ সপ্ত বৃত্তে পরিবৃত্ত হইয়া
মধ্যস্থলে বহিবৎ বিচরণ করত আবলম্বে
বৃত্তাকারে অবস্থিত সৈন্তগণকে দগ্ধ করিয়া
কেলিল। ৭৪—৮১। মহাস্থা লব, কাহাকেও
খড়্গাঘাতে, কাহাকেও শরাঘাতে, কাহাকেও
শ্রাসাঘাতে, কাহাকেও কুস্তান্ত্রে, কাহাকেও
বা পাঁটশপ্রহারে এবং কোন কোন সৈনি-
ককে পরিঘনিচয়ে বিনিপাতিত করিয়া সমু-
দয় বৃত্তই ভগ্ন করিয়া কেলিল। কুশারুজ
লব, এইরূপে সেই সপ্ত সৈন্ত-বৃত্ত হইতে
বিযুক্ত হইয়া মেঘমালা-বিনির্ভুক্ত শারদীয়
চন্দ্রমার স্তায় বিরাজ করিতে লাগিল। অন-
ন্তর চক্রধারী প্রভূত গজশৃগু এবং বীর-
গণের প্রকাণ্ড মন্তকসকল ছেদন করত
যোধগণকে সর্সধা প্রহার করিতে আরম্ভ
করিল। তৎকালে প্রভূত বীরই লব শরে
প্রপীড়িত হইয়া ধরাশায়ী হইল। কেহ কেহ
অতি কাতর হইয়া মুর্ছাপ্রাপ্ত ও কেহ কেহ

বীক্ষ্য বীরো রূপে যোদ্ধুঃ প্রায়ং পুঙ্কলসংক্রকঃ
। তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ বদন যোষপস্নিতলোচনঃ ।
রথে সুহয়শোভাচ্যে তিষ্ঠন প্রায়াজবং বলী ॥
লবং প্রতি প্রত্যাবাচ পুঙ্কলঃ পরমাজ্রবিৎ ।
তিষ্ঠ দন্তে ময়া সন্ধ্যো রথে সুহয়শোভনে ॥
পদান্তিনা ত্বয়া যুদ্ধং করোমি কথমাহবে ।
তস্ম্যান্তিষ্ঠ রথে পশ্চাদ্যুধ্যামি ভবতা সহ ॥ ৮২
এতদ্বাক্যং নিশম্যাসৌ লবঃ পুঙ্কলমববৌৎ ।
ত্বয়া দন্তে রথে স্তিত্বা যুদ্ধং কুর্ধ্যামহং রপে ॥
তদা মে পাপমেব স্মাজ্জয়ঃ সন্নিধ্বং এব হি ।
ন বয়ং ব্রাহ্মণা বীর প্রতিগ্রহপরায়ণাঃ ॥ ৯১
বয়স্ক ক্ষত্রিয়া নিত্যং দানধর্ম্মক্রিয়ায়তাঃ ।
ইদানৌ স্বদ্রথঃ কোপাদ্ভনজমি প্রত্যহং ভবান্
পাদচারী ভবত্যেব পশ্চাদ্যুদ্ধং করিষ্যতি ॥ ৯২

বা বিনষ্ট হইতে থাকিল। অনন্তর লব-বাণে
প্রপীড়িত সৈন্তদিগকে পলায়নপর দেখিয়া
বীরবর পুঙ্কল যুদ্ধার্থ সময়ে অগ্রসর হই-
লেন। তৎকালে মহাবলশালী পুঙ্কল,
উৎকৃষ্ট অশ্বনিচয়ে সুশোভিত রথে অবস্থান
করত যোষকর্ষাতিলোচনে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ”
বলিতে বলিতে লবের অভিমুখে ধাবিত
হইলেন। অতঃপর পরমাজ্রবিৎ পুঙ্কল
লবকে কহিলেন,—আমি সংগ্রামার্থ তোমায়
উত্তম অশ্বযুক্ত রথ দিতেছি, তুমি তাহাতে
অবস্থান কর। তুমি পদান্তি, সুতরাং এই
সংগ্রামক্ষেত্রে তোমার সহিত কিরূপে যুদ্ধ
করিব? অতএব রথে অবস্থান কর, পশ্চাৎ
তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। এতদ্বাক্য শ্রবণে
লব পুঙ্কলকে কহিল,—কি, আমি তোমার
প্রদত্ত রথে অবস্থানপূর্বক এই রণস্থলে
যুদ্ধ করিব? তাহা হইলে আমার পাতক
হইবে; জয়ের বিষয়ও সন্দেহ। হে বীর!
আমরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ব্রাহ্মণ নই। আমরা
ক্ষত্রিয়, সতত দানক্রিয়ায় নিরত; আমি
এখনই ক্রোধভরে তোমার রথ ভগ্ন করি-
তেছি, তাহা হইলে তুমিও পাদচারী হইবে,
পরে আমার সহিত যুদ্ধ করিও। ৮২—৯২।

পুঙ্কলো বাক্যমাকর্ষ্য ধর্ম্মধৈর্য্যসমমিত্তম্ ।
 বিস্মিয়ন্তে চিরং চিত্তে ধনুঃ সজ্জামখাকরোৎ ॥ ১০ ॥
 তমাত্তধনুযং দৃষ্ট্বা লবঃ কোপসমমিত্তঃ ।
 চাপং চিত্ছেদ পানিস্বং শরসন্ধানমাচরন্ ॥ ১৪ ॥
 স যাবৎ সন্তপং চাপং কুরুতে তাবৎকৃতঃ ।
 রথভঙ্গং চকারাস্ত সন্ময়ে প্রহসন্ বলাী ॥ ১৫ ॥
 ভগ্নং রথং স্বকং বীক্ষ্য ধনুশ্চিরং মহান্বান ।
 মহাবীরং মন্তমানঃ পলাতিঃ প্রোদ্রবদ্রুণে ॥ ১৬ ॥
 উভৌ ধনুর্কুরৌ বীরাবৃত্তাবপি শরোদ্ধতো ।
 উভৌ ক্তজবিপ্লুস্তৌ ছিন্নসন্ন্যাসিতাবৃত্তৌ ॥ ১৭ ॥
 পরম্পরং বাণঘাত-শিশীর্ণবপুলকিত্তৌ ।
 জয়াকাঙ্ক্ষাং বিকূর্সীগৌ পরম্পরবধৈষিণৌ ॥ ১৮ ॥
 জয়ন্তকার্ত্তিকৈমৌ বা পুরারিঃ পুরভিদ্ঘথা
 এনং পরম্পরং যুদ্ধং প্রকূর্সীগৌ রণাঙ্গনে ॥ ১৯ ॥

পুঙ্কল লবের ঈদৃশ বীরতাপূর্ণ ও ধর্ম্মসম্বন্ধিত
 বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বহুক্ষণ বিস্ময়
 বোধ করত স্বীয় ধনুতে জ্যারোপণ করি-
 লেন। পুঙ্কলকে ধনু গ্রহণ করিতে দেখিয়া
 লব কোপভরে শরসন্ধান করত তদীয়
 করতলস্থিত ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল।
 পরে পুঙ্কল যেমন অস্ত্র চাপে জ্যারোপণ
 করিবেন, অমনি মহাবলশালী সমরোদ্ধত
 লব হস্ত করত তদীয় রথ ভগ্ন করিয়া দিল।
 তখন পুঙ্কল, মহাত্মা লব কর্তৃক স্বীয় শরাসন
 ছিন্ন ও রথ ভগ্ন দেখিয়া তাহাকে মহাবীর
 বোধ করত পাদচারেই সেই রণস্থলে তদভি-
 মুখে ধাবমান হইলেন। ঠাঁহার উভয়েই
 মহাধনুর্কুর, উভয়েই মহাবীর এবং উভয়েই
 শরকেপোদ্ধত, একান্ত উভয়ে যখন পরম্পর
 বধাভিলাষী ও জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বাণবর্ষণ
 করিতে লাগিলেন, তখন পরম্পর শরাঘাতে
 উভয়েই সর্বাঙ্গ ক্ত-বিচ্ছত ও রুধিরাক্ত
 হইয়া পড়িল এবং উভয়েই কবচাদি ছিন্ন
 হইয়া গেল। সেই বীরদ্বয় যখন পরম্পর
 এইরূপ যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, তখন বোধ
 হইল যেন জয়ন্ত ও কার্ত্তিকেশ কিংবা দেব-
 রাজ ও জিয়ারি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া-

পুঙ্কলঃ প্রত্যাবাচাধ লব শুরশিরোমণে ।
 তাদৃশো ন ময়া দৃষ্টঃ কশ্চবীর শিরোমণিঃ ॥ ১০ ॥
 শিরন্তে পাভয়াম্যাদা বাণৈঃ শিতশুপকর্ষিত্তিঃ ।
 মা পলায়ন্ত সময়ে প্রাণান রক্ষস্ব সংযতঃ ॥ ১০ ॥
 এবমুক্তা লবঃ বীরঃ চকার শরপঞ্জরে ।
 পুঙ্কলস্ত শরা ভূমৌ নভসি ব্যাপ্য সংহিত্তাঃ ॥
 শরপঞ্জরমধ্যস্থো লবঃ পুঙ্কলমত্রবীৎ ॥ ১০ ॥
 লব উবাচ ।
 মহৎ কশ্ম কৃতং বীর যযাং বাণৈরশীভঙ্গঃ ।
 ইতু্যক্কা বাণসজ্জাতং প্রচ্ছিদ্যা বচনং পুনঃ ।
 জগাদ পুঙ্কলং বীরং শরসন্ধানকোবিদঃ ॥ ১০ ॥
 পালয়ান্নানমাজিস্বং মচ্ছরাঘাতশীভিত্তিঃ ।
 পতিব্যাসি মহৌপৃষ্ঠে কধরেন পরিপ্লুতঃ ॥ ১০ ॥
 এবমুক্তং সমাকর্ষ্য পুঙ্কলঃ কোপসংযুতঃ ।
 রণে সংযোধয়ামাস লবঃ বীরং মহাবলম্ ॥

ছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুঙ্কল কহিলেন,—হে
 শুরশিরোমণে লব! আমি কখন তোমার স্তায়
 কোন বীরশিরোমণিকেই দেখি নাই। কিন্তু
 আমি এখনই নিশিতপর্ক বাণনিচয়ে স্বদীয়
 মস্তক পাতিত করিব, পলায়ন করিও
 না, সমরাজনে সাবধানে প্রাণ রক্ষা কর।
 ১৩—১০। পুঙ্কল এইরূপ কহিয়া বীরবর
 লবকে শরপঞ্জরে অবরুদ্ধ করিলেন; তদীয়
 শরজালে ভূতল ও নভস্তল পরিব্যাপ্ত
 হইল। তখন লব সেই শরপঞ্জরের মধ্য-
 বস্তী হইয়া পুঙ্কলকে কহিল,—বীর! তুমি যে
 আমায় বাণসমূহে প্রপীড়িত করিয়াছ, ইহা
 তোমার মহৎ কার্য্য করা হইয়াছে। শর-
 সন্ধানকোবিদ লব এই কথা বলিয়াই সেই
 শরজাল ছেদনপূর্ব্বক বীরবর পুঙ্কলকে
 পুনশ্চয় এই কথা বলিলেন,—বীর! এক্ষণে
 সমরাজনস্থিত আপনাকে রক্ষা কর, তুমি
 এখনই মদীয় শরপ্রহারে নিপীড়িত ও
 রুধির-পরিপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইবে।
 পুঙ্কল লবের এতদ্বাক্য শ্রবণে সমধিক
 কোপাবিষ্ট হইয়া মহাবলশালী বীরবর
 লবের সহিত তীষণ সংগ্রাম করিতে

লবঃ প্রকুপিতো বাণঃ ভীক্ণঃ বৈরিবিদারণম্ ।
 জগ্রাহ লবঃ কোশাদাশীবিবমিব ক্রুধা ॥১০৭
 জাজ্জল্যমানশ্চ শরশ্যাপমুক্তো লবশ্চ চ ।
 হৃদয়ং ভেদুয়ময়ক্রুশ্ছিন্নে ভারতিনাশু সঃ ॥
 ছিন্নে ভারতিনা সঙ্ঘো শরেণ প্রাণহারিণা ।
 অত্যন্তঃ কুপিতো ঘোরঃ শরমস্তং সমাদদে ॥
 অকর্ণাকৃষ্টচাপেন স মুক্তো নিশিতঃ শরঃ ।
 বিভেদ হৃদয়ং তস্ত পুঙ্কলস্ত মহারণে ॥ ১১০
 ভিন্নে বক্ষসি বীরেণ সায়কেনাশুগামিনা ।
 পশাত ধরণীপৃষ্ঠে মহাশূরশিরোমণিঃ ॥ ১১১
 পতিতস্ত সমালোক্য পুঙ্কলং পবনাস্তজঃ ।
 গহীয়া রাষবজ্ঞে দদৌ মুচ্ছাসমধিতম্ ॥১১২
 মুচ্ছিতং তৎ সমালক্ষ্য শোকবিহ্বলমানসঃ ।
 হনুমন্তঃ লবঃ হস্তঃ নির্দিদেশ ক্রুধারিতঃ ॥ ১১৩
 হনুমান্ কোপসমপ্তো লবঃ সঙ্ঘো মহাবলম্

আরম্ভ করিলেন। তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তুণীর হইতে ক্রুদ্ধ আশী-
 বিষোপম বৈরি-বিনাশন স্মৃতীকৃত এক
 শর গ্রহণ করিল। পরে যেমন সেই
 প্রদীপ্ত শর লবের শরাসন হইতে নিষ্কিপ্ত
 হইয়া পুঙ্কলের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে উদ্যত
 হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ পুঙ্কল তাহা ছেদন
 করিয়া ফেলিলেন। ভরতনন্দন পুঙ্কল,
 ভীষণ শরে, সেই শর ছিন্ন করিলে, লব
 নিরতিশয় কুপিত হইয়া অস্ত্র এক ঘোরতর
 পন্ন গ্রহণ করিল। অনন্তর আকর্ণাকৃষ্ট
 শরাসনদ্বারা যেমন সেই নিশিত শর নিষ্কিপ্ত
 হইল অমনি সেই মহারণে পুঙ্কলের হৃদয়
 বিদীর্ণ করিল। ১০২—১১০। মহাবীর লব,
 আশুগামী সায়কে পুঙ্কলের হৃদয় বিদ্ধ
 করিলে, সেই মহাশূর-শিরোমণি ধরণীপৃষ্ঠে
 পতিত হইলেন। অনন্তর পুঙ্কলকে পতিত
 দেখিয়া পবনাস্তজ হনুমান্ মুচ্ছাভিত্ত
 পুঙ্কলকে লইয়া শক্রস-সন্নিধানে সমর্পণ
 করিলেন। তখন শক্র পুঙ্কলকে মুচ্ছিত
 দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং
 ক্রুদ্ধ হইয়া লবকে সংহারার্থ হনুমান্কে

বিজ্ঞেতুং তরসা চাগাদৃক্ষমুদম্য শাস্ত্রলম্ ।
 রক্ষেণ হতবান্ মুর্ধ্ন লবশ্চ হনুমান্ বলৌ ।
 তমাপতন্তঃ তরসা চিচ্ছেদ শতধা লবঃ ॥ ১১৫
 ছিন্নে নগে পুনঃ কোপাদৃক্ষাছংপাট্য মূলতঃ
 তাড়য়ামাস হৃদয়ে মস্তকে চ মহাবলঃ ॥ ১১৬
 যান্ যান্ বৃক্ষান্ সমাদত্তে তাত্তনায় সমীরজঃ ।
 তাঃস্তাঃশ্চিচ্ছেদ তরসা বলবান শিতপকৃতিঃ
 তদা শিলাঃ সমুৎপাট্য গণ্ডশৈলোপমাঃ কপিঃ
 পাতয়ামাস শিরসি ক্ষিপ্তং বেগেন মাকৃতিঃ ॥
 স আহতঃ শিলাসটেজঃ সঙ্ঘো কোদণ্ডমুরয়ন ।
 বাটৈস্তাশ্চূর্ণয়ামাস সূম্যত্রিভবধা কণাঃ ॥১১৯
 তদাত্যন্তং প্রকুপিতো মাকৃতিঃ পুচ্ছবেষ্টনম্ ।

আদেশ করিলেন। অনন্তর হনুমান্ কোপা-
 নলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সমরে সেই মহাবল-
 সম্পন্ন লবকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত
 ত্রয় এক শাশুরী বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক
 তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। পরে মহা-
 বলশালী হনুমান্ সেই বৃক্ষদ্বারা লবের মস্তকে
 আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, লবও সেই
 বৃক্ষকে নিজ সমীপে আসিতে দেখিয়া তৎ-
 ক্ষণাৎ তাহা শতধা ছেদন করিয়া ফেলিল।
 সেই বৃক্ষ ছিন্ন হইলে মহাবল হনুমান্
 কোপভরে কতকগুলি বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্বক
 তদ্বারা লবের হৃদয় ও মস্তকে প্রহার
 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে পবন-
 নন্দন লবকে প্রহার করিবার নিমিত্ত
 যাবৎ বৃক্ষ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, মহাবল-
 সম্পন্ন লবও অবিলম্বে নিশিত শরনিকরে
 তৎসমুদয় ছেদন করিতে থাকিল। তখন
 কবির মাকৃতি গণ্ডশৈলোপম শিলাসমূহ
 উৎপাটনপূর্বক জ্রতবেগে লবের মস্তকে
 পাতিত করিতে থাকিলেন। লব, বহল
 শিলাধারা আহত হইয়া কোদণ্ড উন্নত
 করত পাষণভেদন-যন্ত্রে পাবাণসকল যেমন
 কণাকারে চূর্ণিত হয়, তদ্রূপ বাণনিচয়ে সেই
 প্রকৃষ্ট শিলাসমূহও চূর্ণ করিতে আরম্ভ
 করিল। ১১১—১১৯। যুদ্ধার্থীকুশল মাকৃতি

ঠেকার সমরোপাস্তে লবঙ্গ বলিনঃ কৃতৌ ॥১২০
 স পুচ্ছেন সমাবিক্ৰঃ বীক্য স্বাধাঃ হৃদি স্মরন
 মুষ্টিনা ভাড়ায়াস লাকুলং মাকৃতৈর্কলী ॥১২১
 তমুষ্টিষাভব্যথিতো মাকৃতিস্তমমুচুৎ ॥
 স মুক্তঃ পুচ্ছতো যুদ্ধে শরান মুঞ্চন্নভূষণী ১২২
 স শরাঘাততুর্ক্ষাধ-সম্পীড়িতভঙ্গুঃ কপিঃ ।
 বাণবর্ষণং মস্তমানো দুঃসহং সময়ে বহু ॥ ১২৩
 কিং কৰ্ত্তব্যমিতোহস্মাভিঃ পলায্য যদি
 গম্যতে ।
 তদা মে স্মামিনো লজ্জা ভাড়ায়েদ্বালকোহত্র
 মাম্ ॥ ১২৪
 ব্রহ্মদত্তবরষাং তু মুচ্ছা ন মরণঃ ন হি ।
 হুঃসহা বাণপীড়াত্ত কিং কৰ্ত্তব্যং ব্রহ্মদত্ত ॥১২৫
 শক্রয়ঃ সময়ে গদ্বা জয়ং প্রাপ্নোতু বালকাত্ ৥
 লহং তাবজ্জয়াকাজ্জী শয়ে কপটমূচ্ছয়া ॥১২৬

তখন অত্যন্ত প্রকৃপিত হইয়া সমারাজন-
 মধ্যে মহাবলসম্পন্ন লবকে লাকুল ঘারা
 বেষ্টিত করিলেন । তৎকালে লব আপনাকে
 লাকুলমিবন্ধ দেখিয়া নিজজননৌকে স্মরণ-
 পূর্বক মহাবলশালী মাকৃতির লাকুলে
 মুষ্টিঘাত করিল । মাকৃতি লবের মুষ্টি-
 ঘাতে ব্যথিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ
 করিলেন । তখন মহাবল লব হনুমানের
 লাকুল হইতে মুক্ত হইয়াই সময়ে
 শরবর্ষণ আরম্ভ করিল । অনন্তর কপি-
 বর, তদীয় নিরবাচ্ছিন্ন-শরাঘাতে প্রস্ফী-
 ডিত হইয়া “সময়ে এতাদৃশ প্রভূত শরবর্ষণ
 ত দুঃসহ” মনে করত ভাবিলেন, ইহার পর
 আমাদিগের কৰ্ত্তব্য কি ? যদি পলায়ন
 করি, তাহা হইলেও প্রভুর লজ্জা হইবে ;
 আর এইখানে থাকিলে এই বালকও
 আমাকে যথেষ্ট প্রহার করিবে । ব্রহ্মদ
 বরে সময়ে ত আমার মুচ্ছা ও মরণ নাই,
 এদিকে শরাঘাতও ত দুঃসহ, সুতরাং অধুনা
 আমার কৰ্ত্তব্য কি ? শক্রয় সময়ে আসিয়া
 জয়লাভ করুন, আমি জয়াকাজ্জী হইয়া কপট

ইত্যেবং মানসে কৃষা প্রাপ্তভ্রমণমণ্ডলে ।
 পশুতাঃ সর্ববৌরাগাঃ কপটেন বিমূচ্ছিতঃ ।
 তমাজায় হনুমন্তঃ মহাবলপরাক্রমম্ ॥
 জঘান সর্কান নৃপতীন শরমোকবিচক্ষণঃ ॥১২৮
 শেষ উবাচ ।
 মাকৃতিং মুচ্ছিতং ক্রুদ্বা শক্রয়ঃ শোকমাপ বৈ
 কিংকৰ্ত্তব্যং যয়া সন্তো বালকোহয়ং মহাবলঃ
 স্বয়ং রথে হেমময়ে তিষ্ঠন বীরবট্টৈঃ সহ ।
 যোদ্ধুং প্রাগাজ্জবো যত্র বিচিত্ররণকোবিদঃ ।
 লবং দদর্শ শিশুতাঃ প্রাপ্তং রামমিব কিতৌ ।
 ধমুর্ক্ষাণকরং বীরান ক্রিপস্তং রণমূর্ছনি ॥ ১৩১
 বিচারয়ামাস তদা কোহয়ং রামশ্বরূপধ্বং ৥
 নীলো পলদলশ্চামঃ বপুবিভ্রয়নোরমম্ ॥১৩২
 এষ বিদেহতমুচ্ছানুতো ভবতি নাস্তথা ।
 অস্মামিচ্ছিত্য সময়ে যাস্ততে যুগরাজিব ॥১৩৩

মুচ্ছা দেখাইয়া শয়ন করি । হনুমান এই-
 রূপ মনে মনে স্থির করিয়া সমুদয় বীরগণের
 সমক্ষেই কপট মুচ্ছিত হইয়া রণমণ্ডলে
 পতিত হইলেন । তখন শরক্ষেপণ বিষয়ে
 বিচক্ষণ লব মহাবলপরাক্রমশালী হনুমানকে
 মুচ্ছিত জানিয়া সমুদয় নৃপতিগণকে আহত
 করিতে আরম্ভ করিল । এদিকে শক্রয়,
 মাকৃতি মুচ্ছিত হইয়াছেন শুনিয়া শোকার্জ
 হইলেন এবং ভাবিলেন—বালকও মহাবল-
 সম্পন্ন ; এক্ষণে আমার সময়ে কৰ্ত্তব্য
 কি ? ১২০—১২৯ । অনন্তর তিনি স্বয়ং
 হৈম রথে অবস্থান করিয়া বীরবরগণের
 সহিত যে স্থানে অধুত রণকোবিদ লব অব-
 স্থিত ছিল, যুদ্ধার্থ তথায় গমন করিলেন ।
 তিনি যাইয়া লবকে দেখিলেন, যেন শ্রীরাম-
 চন্দ্র পুনরায় ক্রিতিলে শিশুমুষ্টি ধারণ
 করিয়া করতলে ধমুর্ক্ষাণ ধারণপূর্বক সম-
 আরাজনে বীরগণকে বিধ্বস্ত করিতেছেন ।
 তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,
 —নীলোৎপলদলশ্চাম মনোহরমূর্ছিবাত্রী,
 শ্রীরাম-সদৃশক্রুতি এই বালক কে ? এই
 বালক যে, বিদেহীর গর্ভজাত, তাহার আর

অস্মাকং ন জয়ো ভব্যঃ শক্র্যা বিরহিতান্বনাম্
অশক্রাঃ কিং করিষ্যাম সমরে রণকোবিদাঃ ।

ইত্যেবং স বিচাৰ্ঘ্যাস্তুর্যালকন্ত বচোহত্রবীৎ ।

রণে কৃত্তককর্তারঃ বীরকোটিনিপাতকম্ ॥১৩৫

শক্রয় উবাচ ।

কথং বাল রণেহস্মাকং বীরান্ পাতয়সি

ক্ষিতৌ ।

ন জানীষে বলং রাজ্ঞো রামস্ত দহুজার্দিনঃ ॥

কা তে মাতা পিতা কস্তে সভাগো জয়-

মাপ্তবান্ ।

নাম কিং বিস্কৃতং লোকে জানীয়াং তে মহাবল

মুঞ্চ বাহং কথং বন্ধঃ শিশুস্বাতং ক্ষমামি তে

আয়াহি রামং বীক্ষস্ব দাস্ততে বহুলং তব ॥১৩৬

ইত্যুক্তো বালকো বীরো বচঃ শক্রয়মাবদৎ ।

কিং তে নাম্মাধ পিত্রা বা কুলেন বয়সা তথা ॥

খুব্যশ্ব সমরে বীর চেৎসং বলযুতো ভবেঃ ।

কুশং বীরং নমস্কৃত্য পাদয়োৰ্বাহি চাস্থথা ॥

ভ্রাতা রামস্ত বীরোহতুর্নাবয়োৰ্কিলিনাং বরঃ ।

বাহং বিমোচয় বলাচ্ছক্তিস্তে বিদ্যতে যদি ॥

ইতু্যুকা শরসজ্বাতঃ কৃৎস্বা প্রাহরতুঃস্টটঃ ।

হৃদয়ে মস্তকে চৈব ভূজয়ো রণমণ্ডলে ॥১৪২

তদা প্রকুপিতো রাজা ধনুঃ সজ্যমখাকরোৎ ॥

নাদয়মেঘগভীরং ত্রাসয়রিব বালকম্ ॥১৪৩

বাণানপরিসম্ব্যাকান্ মুমোচ বলিনাং বরঃ ।

বালো বলেন চিচ্ছেদ সন্ধাঃস্তান্ সায়কব্রজান

লবস্ত কোটিধা মুক্তৈর্কীর্ণৈর্ক্যাপ্তং মহীতলম্ ।

ব্যতীপাতে প্রদত্তস্ত দানশ্চেবাশ্ক্ষয়ং গতাঃ ।

তে বাণা ব্যোমসকলং ব্যাপ্তুবল্লবসন্ধিতাঃ ।

অস্তথা নাই ; সিংহোপম এই শিশু নিশ্চয়ই

সমরে আমাদিগকে পরাজয় করিয়া যাইবে ।

সাক্ষাৎ শক্তিরূপিনী মা জানকী যখন আমা-

দিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমা-

দিগের আর জয় হইবে না । আমরা রণ-

কোবিদ হইয়াও যখন শত্রুহীন, তখন

আমরা আর সমরে কি করিব ? তিনি,

মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া বীর-

কোটিবিনাশন রণকৃত্তহলী সেই বালক

লবকে কহিলেন,—বালক ! কে তুমি আমা

দিগের বীরগণকে ক্ষতিলে পাতিত

করিতেছ ? তুমি নিশ্চিত দহুজারি স্ত্রীস্বামের

বল জান না । তোমার মাতা কে ? এবং

পিতাই বা কে ? তুমি ভাগ্যবান বলিয়াই

জয়প্রাপ্ত হইয়াছ ; হে মহাবল ! লোকে

তোমার প্রসিদ্ধ নামই বা কি ? আম

জানিতে ইচ্ছা করি । তুমি কিজন্ত অশ

বন্ধন করিয়াছ ? পরিত্যাগ কর ; তুমি

বালক বলিয়া তোমার সে অপরাধ ক্ষমা

করিতেছি । এস, স্ত্রীস্বামকে অবলোকন

কর, তিনি তোমায় বহু অশ দিবেন ।

বীরবর লব, শক্রয় কর্তৃক এইরূপ কথিত

হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিল,—মদীয়

নাম, পিতা, মাতা, বয়স বা কুলে আপনার

প্রয়োজন কি ? হে বীর ! যদি আপনি

বলবান হন, সমরক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন,

আর যদি সামর্থ্য না থাকে ত, বীরবর

কুশের চরণযুগলে নমস্কারপূর্বক গমন

করুন । আপনি রামভ্রাতা বীর বটে, কিন্তু

আমাদিগের উভয়ের নিকট আপনি বল-

শালিগণের অগ্রগণ্য নহেন ; যদি আপনার

শক্তি থাকে ত অশ মুক্ত করুন । মহাবীর

লব, এই বলিয়াই শরনিচয় বর্ষণ করত সেই

রণক্ষেত্রে শক্রয়ের হৃদয়, মস্তক ও বাহুদ্বয়ে

প্রহার করিল ॥১৩০—১৪২। তখন নৃপতি

শক্রয়, সাতিশয় কুপিত হইয়া শরাদন

সজ্জিত করিলেন এবং সেই বালককে যেন

ত্রাসিত করত মেঘবৎ গভীর শব্দিত করিয়া

অসংখ্য বাণ মোচন করিতে লাগিলেন ।

তখন বলিপ্রবর লবও তরিক্ষিপ্ত শরসমূহ

নিজ বাহুবলে ছেদন করিল । অনন্তর লব-

নিক্ষিপ্ত কোটি কোটি বাণে মহীতল পরি-

ব্যাপ্ত হইয়া গেল ; তৎকালে তদীয় বাণনিচয়

ব্যতীপাতে দানক্রিয়ার স্ফায় অক্ষয় প্রাপ্ত

হইল । লবনিক্ষিপ্ত শরসমূহ সমুদয় গণনা-

কনও পরিব্যাপ্ত করিল, এমন কি তৎসমুদয়

সূর্য্যমণ্ডলমাসাদা প্রবর্ত্তে মমন্ততঃ ১১৪৮
 মাক্তো নাবিশদ্যত্র বাণপঞ্জ বগোচরে ।
 মন্ব্যাণাস্ত কাবার্তা কণজীবতশাসিণ্যম্ ১১৪৭
 তদ্বাণান ব্যাপ্তান দৃষ্ট্বা শক্রয়ে বিশ্বয়ং গতঃ
 অচ্ছিন্নচ্ছতসাহস্রং বাণমোচনকোবিদঃ ১১৪৮
 তাংশ্ছিন্নান সায়কান সর্কান স্বীয়ান দৃষ্ট্বা
 কুশাম্বজঃ ।
 ধনুশ্চিচ্ছেদ তন্নস শক্রয়স্য মহীপতেঃ ১১৪৯
 সোহস্ত্রজ্ঞকুপাদায় যাবনুর্গতি সায়কান ।
 তাবদ্বস্ত্রজ্ঞ স রথং সায়কেঃ শিতপর্কভিঃ ১১৫০
 করন্থমচ্ছিন্নচ্চাপঃ সূদৃঢ়ং গুণপুয়িতম্ ।
 তৎ কন্থাপুঞ্জয়ন্ বীরা রণমণ্ডলবর্ভিনঃ ১১৫১
 স ছিন্নবধা বিরথো হতাশো হতসারথিঃ ।
 অন্থং রথং সমাস্বায় যযৌ যোজুঃ লাং বলাৎ
 অনেকবাণনির্ভিনঃ শ্রবজ্ঞকলেবরঃ ।

শুভতে রণমধ্যাহ্নঃ কিংশুকটৈশ্চব পুশ্পিতঃ ১১৫০
 শক্রয়বাণপ্রহতঃ পরং কোপমুপাগমৎ ।
 বাণসঙ্ঘানচতুরঃ কুণ্ডলীকৃতচাপবান্ ১১৫১
 বিশীর্ণকবীচং দেহং শিরো মুকুটবর্জিতম্ ।
 শ্রবজ্ঞকপারিপ্লবীঃ শক্রয়স্য চকারঃ সঃ ১১৫২
 তদা রামাম্বজঃ ক্রুদ্ধো দশ বাণান্ শিতাগ্রকান্
 মুমোচ প্রাণসংহারকারকান্ কুশিতো ভূশম্ ।
 স তাংস্তাংস্তিলশঃ কৃদ্বা বাণৈর্নিশিতপর্কভিঃ ।
 তাডয়ামাস হৃদয়ে শক্রয়স্য শরষ্টভিঃ ১১৫৩
 অত্যস্তবাণপীড়ার্থো লবং বলমহম্ময়ন ।
 হুঃসহং মস্ত্রমানস্তং শরান মুঞ্চন্নতুতদা ১১৫৪
 তদা লবেন তৌক্লেন হৃদি ভিন্নো বিশালকে ।
 অর্দ্ধশ্রেণমানেন তৌকুপর্কসুশোভিনা ১১৫৫
 স বিদ্রো হৃদি বাণেন পীড়াং প্রাপ্তঃ সূদাকর্ণাম্
 পপাত স্তন্দনোপশ্রে ধনুস্পাণিঃ সুশোভিতঃ ।

যেন সূর্য্যমণ্ডলেও উপস্থিত হইয়া তাহার
 চতুর্দিকে প্রস্থত হইতে থাকিল। কণজীবী
 মন্ব্যাগণের কথা কি, লব-নিকিণ্ড শরপঞ্জয়-
 মধ্যে সমীর্ণগণও প্রবেশ করিতে পারে
 নাই। তখন শরনিক্ষেপনিপুণ শক্রয় সেই
 শরনিচয়কে সর্কত্র ব্যাপ্ত দেখিয়া বিশ্বয়া-
 বিষ্ট হইলেন এবং প্রত্যেক বাণকে শত-
 সহস্র ভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।
 অনস্তর কুশাম্বজ লব স্বীয় তৎসমুদয় শর-
 নিচয় ছিন্ন দেখিয়া অবিলম্বে মহীপতি শক্র-
 য়ের শরাসন ছিন্ন করিল। তখন শক্রয়,
 যেমন অস্ত্র ধনু গ্রহণপূর্ব্বক বাণবর্ষণ করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন, অর্মান লব নিশিতপর্ক বাণ-
 সমূহ দ্বারা তাঁহার রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিল
 এবং তদীয় করস্থিত সূদৃঢ় সঞ্জন শরাসন
 ছেদন করিয়া দিল। তৎকালে সেই রণ-
 স্থলস্থিত সমুদয় বীরগণই তাহার সেই
 অদ্ভুত কার্যের প্রশংসা করিল। শক্রয়
 এইরূপে ছিন্নধনু, রথবিহীন, হতাশ ও হত-
 সারথি হইয়া তৎক্ষণাৎ অপর রথে আরোহণ
 পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ লবের নিকট গমন করিলেন।
 ১১৫৩—১১৫৪। অনস্তর লব শক্রয়ের বাণাঘাতে

রক্তাক্তকলেবর হইয়া রণমধ্যে পুশ্পিত
 কিংশুকবৃক্ষের স্রায় শোভা পাইতে লাগিল।
 তখন শরসঙ্ঘানচতুর লব, শক্রয়ের শর-
 ঘাতে সমধিক কুপিত হইয়া স্বীয় শরাসন
 কুণ্ডলীকৃত করত শক্রয়কেও বর্ষ্যবিহীন,
 মুকুটবর্জিত ও রুধিরধারা-পরিষ্কিন্ন করিল।
 তৎকালে শক্রয় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
 একদা প্রাণসংহারকারক তৌক্কাগ্র দশ শর
 নিক্ষেপ করিলেন। লবও নিশিতপর্ক শর-
 নিচয়ে শক্রয়-নিকিণ্ড সেই সকল শর তিল
 তিল প্রমাণে ছেদনপূর্ব্বক অষ্ট শরে
 শক্রয়ের হৃদয়ে প্রহার করিল। শক্রয়
 লবের শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া
 লবের অসীম বলের বিষয় চিন্তা করত
 তাহাকে হুঃসহ মনে করিয়া অসংখ্য শর
 বর্ষণ করিতে থাকিলেন। তখন লব, তৌক-
 পর্ক সুশোভিত অর্দ্ধশ্রেণীকৃত এক সূতীক
 শরে শক্রয়ের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ
 করিল। এইরূপে হৃদয়ে লবশরে বিদ্ধ
 হওয়ায় শক্রয়, সূদাকর্ণ পীড়াপ্রাপ্ত হইয়া
 শরাসনহস্তে সুশোভিত কলেবরে স্তন্দনো-

শক্রয়ঃ মুর্ছিতং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ সুরধসম্মুখাঃ ।
 হৃদবল্গবম্ভমুস্তা জয়প্রাপ্তৌ রণে তদা ॥ ১৬১
 সুরধো বিমলো বীরো রাজা বীরমণিস্তদা ।
 সুরমদো রিপুতাপাদ্যাঃ পরিবক্রুশ্চ সংযুগে ॥
 কেচিৎ সুরশৈপ্রধ্বন্যৈলৈঃ কেচিৎষাটৈঃ সূদারুণৈঃ
 প্রাটৈঃ কুন্তৈঃ পরশুভিঃ সর্ষভঃ প্রাহরম্ভুপাঃ ॥
 তানধর্ষণে যুদ্ধোক্তান্ দৃষ্ট্বা বীরশিরোমণিঃ ।
 দশভির্দশভির্কৌণ্ডিন্যস্তাভ্যামাস সংযুগে ॥ ১৬৪
 তে বাণবর্ষবিহতা রণমধ্যে সুরকোপনাঃ ।
 কেচিৎ পলায়িতাঃ কেচিমুহুর্ষুদ্ধমগুলে ॥ ১৬৫
 তাবৎ স রাজা শক্রয়ো মুর্ছিতা সন্ত্যজ্য সক্রয়ে
 লবঃ প্রায়ান্নহাবীরং যোদ্ধুং বলসমবিতঃ ॥ ১৬৬
 আগত্য তং লবং প্রাহ ধস্তোহসি শিশুসরিভ

পরি পতিত হইলেন। তৎকালে সুরধ প্রভৃতি নৃপগণ, শক্রয়কে মুর্ছিত দর্শনে জয়প্রাপ্তি নিমিত্ত যুদ্ধোদ্যত হইয়া রণাঙ্গনে লবের অভিযুখে ধাবমান হইলেন। ১৫৩—১৬১। অনন্তর সুরধ, বিমল, বীরমণি, সুরমদ ও রিপুপাতন প্রভৃতি বীররাজগণ সেই সময়ক্ষেত্রে লবকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই সকল নৃপগণের মধ্যে কেহ কেহ সুরপ্র, কেহ কেহ মঘল, কেহ কেহ সূদারুণ বাণ, কেহ কেহ প্রাস, কেহ কেহ কুন্ত, এবং কেহ কেহ বা পরশু ষাণা লবকে সর্ষভতোভাবে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বীরশিরোমণি লব, ঔহাঙ্গিককে সেই সময়াক্ষনে অধর্ম্মযুদ্ধে উদযুক্ত দেখিয়া প্রত্যেককেই দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিল। এইরূপে ঔহাঙ্গা রণমধ্যে লবের বাণবর্ষণে প্রহত হইয়া কেহ পলায়ন করিলেন এবং কেহ কেহ বা সেই রণমণ্ডলেই মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে রাজা শক্রয়, মুর্ছিতা পরিভ্যাগপূর্ব্বক সৈন্তগণ সমভিব্যাহারে মহাবীর লবের সহিত যুদ্ধার্থ সময়ে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর তিনি লবসমীপে আগমমপূর্ব্বক লবকে কহিলেন,—তুমিই ধস্ত, তুমি দেখিতে শিশুতুল্য বটে,

ন বালকঃ সুরঃ কশ্চিচ্ছলিতুং মাং সমাগতঃ
 কেনাপি ন হি বীরেণ পাতিতো রণমণ্ডলে ।
 স্বঘাৎ পাতিতো মুর্ছিতঃ সমক্শং মম পশুতঃ ॥
 উদানীঃ পশু মে বীর্যাং ত্বাং সচ্ছো পাতয়া-
 ম্যহম্ ॥
 সহস্র বাণমেকং ত্বং মা পলায়স্ব বালক ॥ ১৬২
 ইতুক্ষা সময়ে বালং শরমেকং সমাদদে ।
 যমবক্রুগমং ঘোরং লবণো যেন ঘাতিতঃ ॥ ১৬৩
 সঙ্ঘায় বাণঃ নিশিতং হৃদি ভেদুং মনো দধৎ
 লবং বীরং সহস্রাণাং বহিবৎ সর্ষভাহকম্ ॥
 তং বাণং প্রজ্জলন্তং স দ্যোতয়ন্তং দিশো দশঃ
 দৃষ্ট্বা সশ্মার বলিনং কুশং বৈরিনিপাতিনম্ ॥
 যদ্যস্মিন সময়ে বীরো ভ্রাতা স্মাৎলবান্ সম ।
 তদা শক্রয়বশতা ন মে স্মাৎসয়মুৎসবম্ ॥ ১৬৪

কিন্তু বাস্তবিক বালক নও, তুমি নিশ্চয় কোন দেবতা, আমাকে ছলনা করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছ। কোন বীরই কখন আমাকে সময়ে পাতিত করিতে পারে নাই, কেবল তুমিই আমার দেখিতে দেখিতে সর্ষভজনসংক্রম মুর্ছাপন্ন করিয়া পাতিত করিয়াছ। কিন্তু বালক! এক্ষণে মদীয় বীর্য্য অবলোকন কর, আমিও তোমায় সময়ে পাতিত করিতেছি, আমার এক বাণ সহ্য কর, পলায়ন করিও না। ১৬২—১৬৩ শক্রয় সেই সময়ক্ষেত্রে বালক লবকে এইরূপ কহিয়া যদ্যুরা লবণাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, যমবক্রুগম সেই ভীষণ এক শর গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি সেই নিশিত শর সঙ্ঘানপূর্ব্বক সহস্র সহস্র বীরগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বহিবৎ সর্ষভসংহারক লবের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন লব, যাহার প্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেই প্রজ্জলিত বাণদর্শনে বৈরিনিপাতন মহাবলশালী কুশকে স্মরণ করিল। সেই সময় লব ভাবিল,—যদ্যপি মহাবলসম্পন্ন মহাবীর মদীয় ভ্রাতা কুশ এই সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমার আর শক্রয়র

এবং-বিচার্যমাণস্ত লবস্ত চ মহান্নমঃ ।
 তদ লয়ে মহাবাপো ঘোরঃ কালানলোপমঃ ।
 মূর্ছাং প্রাপ তদা বীরো কৃপসায়কসংহতঃ ।
 সক্রয়ে সর্ববীরগাং শিরোভিঃ সমলকৃতো ১৭৬
 ইতি জীপায়ে পাতালখণ্ডে রামাধমেধে
 লবমূর্ছনং নাম ত্রয়স্বিংশোঃখণ্ডায়ঃ ॥

চতুস্বিংশোঃখণ্ডায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

লবং বিমূর্ছিতং দৃষ্ট্বা বালবৈরিবিন্দায়নম্ ।
 শক্রয়ে জয়মাপেদে রণমূর্ছী মহাবলঃ । ১
 লবং বালং রথে স্থাপ্য শিরস্ত্রাণাদ্যনকৃতম্ ।
 রামপ্রতিনিধিং মূর্ছ্যতা ততো গন্তমিষেব সঃ ২
 স্বমিত্রং শক্রগা গ্রস্তমিতি তুঃখসমধিতাঃ ।
 বালা মাজ্জেহস্ত সৌভাগ্যৈ বরিতাঃ সন্ন্যবেদয়ন

বস্ততা ঘটত না এবং তজ্জন্ত জীষণ ভয়ও
 হইত না । মহাত্মা লব, যেমন এইরূপ বিবে-
 চনা করিতেছে, অমনি সেই কালানলোপম
 ঘোরস্তর মহাবাণ আসিয়া তাহার হৃদয়ে
 বিদ্ধ হইল । তখন বীববর লব শক্রয়শরে
 সম্যক্ আহত হইয়া বহুল বীরগণের ছিন্ন
 মস্তক সমূহে সমলকৃত সেই সময়ক্রমে-মধ্যে
 মূর্ছা প্রাপ্ত হইল । ১৭৬—১৭৭ ।

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । ৩৩ ।

চতুস্বিংশ অধ্যায় ।

অনন্ত বালিলেন, মহাবল-পরাক্রান্ত
 বৈরিগণের সিনাশকারী লবকে সম্যক্
 মূর্ছিত দেখিয়া মহাবলশালী শক্রয় সেই
 যুদ্ধে জয়ী হইলেন । অনন্তর শক্রয়,
 জীরামতুল্য মনোহরমূর্ত্তি, শিরস্ত্রাণাদি-
 ন্নশোভিত বালক লবকে রথে স্থাপন-
 পূর্ব্বক গমনে ইচ্ছা করিলেন ! তখন বৃনি-
 বালকগণ, স্বীয় মিত্র লবকে শক্রয়স্ত

বালা উচুঃ ।

মাতর্জনিকি তে পুত্রে: বলাঘাৎমপাহরং ;
 কস্তচিদ্ভূপবর্ষ্যস্ত বলযুক্তস্ত মানিনঃ ॥
 ততো যুদ্ধমকুদ্‌ঘোরং তন্ত সৈন্তেন জানকি ।
 তদা বীরেণ পুত্রেণ তব সর্কঃ নিপাতিকৃতম্ ।
 পশ্চাদপি জয়ং প্রাপ্তঃ স্তুতস্তব মনোহরঃ ।
 তং ভূপং মূর্ছিতং কৃষা জয়মাপ রণাঙ্গনে ॥
 ততো মূর্ছাং বিহায়ৈব রাজা পরমদাক্ষণঃ ।
 সঙ্কুপ্য পাতঙ্গামাস তব পুত্রং রণাঙ্গনে ॥৭
 অস্মাতিকীরিতঃ পূর্ব্বং মা গৃণণ হয়োত্তমম্ ।
 অস্মান সর্কাস্ত ধিকৃততা ত্রাক্ষণান বেদ-
 পারগান ॥ ৮
 ইতি বাক্যং শিশুনাং সা সমাকর্ষ্য স্তুদায়নম্ ।
 পপাত ভূতলোপশ্চে হুঃখযুক্তা ক্রমোদ হ ॥ ৯

দেখিয়া হুঃখিতহৃদয়ে স্বরায় তদীয় মাতা
 সীতাকে তর্ষিয় নিবেদন করিল । তাহার
 কহিল, মাতঃ জানকি ! আপনার পুত্র লব,
 সৈন্তসামন্ত-সমর্ষিত মহামানী কোন্‌ নৃপবরের
 অথ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল । জানকি !
 তৎপরে সেই রাজার সৈন্তগণের সহিত
 লবের ঘোরস্তর যুদ্ধ হয়, কিন্তু তখন স্বদীয়
 বীরপুত্র সেই সমস্ত সৈন্তকেই নিপাতিত
 করে । অনন্তর আপনার সেই জয়ী মনো-
 হর পুত্র সেই নরপতিকেও মূর্ছিত করিয়া
 সময়ক্রমে জয় প্রাপ্ত হয় । কিয়ৎকালের
 পর সেই পরম দাক্ষণ রাজা মূর্ছা পরিহার-
 পূর্ব্বক সান্তিশয় কুপিত হইয়া আপনার পুত্রকে
 রণাঙ্গনে পাতিত করিয়াছেন । আমরা/
 পূর্ব্বক তাহাকে “ঘন গ্রহণ করিও না” বলিয়া
 যথেষ্ট নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমা-
 দেয় সকলকেই বেদপারগ ত্রাক্ষণ বিবেচ-
 নায় বিষ্কার প্রদানপূর্ব্বক অথ গ্রহণ করিয়া-
 ছিল । ১—৮ । সীতা শিশুগণের এতাদৃশ
 স্তুদায়ন বাক্য শ্রবণ করিয়াই ভূতলে পতিত
 হইলেন এবং সান্তিশয় হুঃখিতহৃদয়ে
 এইরূপ রোদন করিতে থাকিলেন ।

সীতোবাচ ।

কথং নৃপো দয়াহীনো বালেন সহ যুধ্যতি ।
 অধৰ্ম্মকৃতদুৰ্ব্বুদ্ধিবো মহালং শ্ৰপাতয়ৎ ॥ ১০ ॥
 লব বীর ভবান কুত্র বৰ্ত্ততেহতিবলগমিতঃ ।
 কথং স্বং নিরুপস্কাহো রাজোহহাবীর্হযোস্তমম
 স্বঃ বালন্তে দুয়াক্রান্তাঃ সৰ্ব্বশস্ত্রবিশারদাঃ ।
 রথস্থা বিধরথঃ বৈ কথং যুদ্ধং সমং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
 তাতাহন্ত স্বয়া সার্দ্ধং রামত্যাগাসুখং জঠো ।
 ইদানীং বহিতে যুগ্মং কথং জীবামি কাননে ।
 এহি মাং মুঞ্চ যজ্ঞাখং গচ্ছত্ৰোয মহীপতিঃ ।
 মদুখং নাভিজানাসি মম দুঃখাশ্চমার্জ্জকঃ ॥ ১৪ ॥
 কুশো ষদ্যভবিত্যৎ স রূপে বীরশিরোমণিঃ ।
 অমোচযিষ্যদধুনা ভবন্তঃ ভূপপার্শ্বতঃ ॥ ১৫ ॥
 সোহৰ্পি মদৈবতো নাস্তি সমীপে কিং

করোম্যতঃ ।

সেই নৃপতি নির্দয় হইয়া কিরূপে বালকের
 সহিত যুদ্ধ করিলেন? যিনি আমার বালক
 পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, নিশ্চয়
 ঠাঁহার অধৰ্ম্মবশে দুৰ্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। হা
 বীর লব! তুমি এখন কোথায় আছ; কেন
 তুমি সেই অতি বলশালী নির্দয় রাজার
 হৃদয় হরণ করিয়াছিলে? বৎস! তুমি
 বালক এবং রথহীন, ঠাঁহার দুয়াক্রমণীয়
 সৰ্ব্বশস্ত্রবিশারদ এবং রথস্থ, স্তত্রাং তোমার
 সহিত কিরূপে যুদ্ধ হইতে পারে? তাত।
 আমি যে তোমাদিগের যুগ্মদর্শনেই শ্রীরামের
 পরিত্যাগজন্ম সমুদয় দুঃখ ভুলিয়াছি, এক্ষণে
 তোমাদিগের বিচ্ছেদে এই কাননমধ্যে কি
 প্রকারে জীবন ধারণ করিব? পুত্র!
 একবার আমার নিকটে এস, যজ্ঞাৰ্প
 ত্যাগ কর, সেই মহীপতি স্বস্থানে গমন
 করুন; তুমি আমার দুঃখাশ্চমার্জ্জক
 হইয়াও আমার দুঃখ বুঝিতেছ না? বীর-
 শিরোমণি কুশ যদি রণস্থলে থাকিত, তাহা
 হইলে এখনই তোমাকে নৃপতির নিকট
 হইতে মোচন করিত। হায়! কুশ যে,
 আমাকেই দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু

দৈবমেব মমাশ্রয় কারণং দুঃখসত্ত্ববে ॥ ১৬ ॥
 এবমাদি বহু শ্রীমতোবাচ বৈ বিললাপ হ ।
 পানাসুগ্ঠেন লিখতী ভূমিং নেত্রেষ্যশ্ৰুতিঃ ॥ ১৭ ॥
 বালান প্রতি জগাদাসৌ পৃথুকাঃ স চমুপতিঃ ।
 কথং মৎসুতমাপাত্য রপে কুত্র গমিষ্যতি ॥ ১৮ ॥
 ইতি বাক্যং বদতোবা জানকী পতিদেবতা ।
 চাবৎকুশস্ত সস্ত্রাশ্চ উজ্জয়িন্তাং মহর্ষিভিঃ ॥ ১৯ ॥
 মাঘাসিতচতুর্দশ্রাং মহাকালং সমর্চ্য চ ।
 প্রাণ্য ভূরিবরাংস্ত্রাশ্চাণ্যগম্যাত্তস্মিন্থে ॥ ২০ ॥
 জানকীং বিহ্মলাং দৃষ্ট্বা নেত্রোভূতাশ্চবিহ্মলাম্
 শোকবিহ্বলদীনাকীং বভাষে যাবত্বৎসুকঃ ॥ ২১ ॥
 তদা স্ববাহুরবদৎ স্কুরন যুদ্ধাভিংশংসনঃ ।
 হৃদয়ে চ রণোৎসাহো বভূবাত্তিরথস্ত হি ॥ ২২ ॥

সেও ত আজ আমার নিকটে নাই, আমি
 এক্ষণে কি করি? এক্ষণ বোধ হয় আমার
 দুর্দৈবই এই দুঃখের কারণ। শ্রীমতী সীতা-
 দেবী ইত্যাদি বহুপ্রকার বিলাপ করিতে
 লাগিলেন এবং নয়নজলে ভূমিতল অভিষক্ত
 করত পাদাসুষ্ঠ দ্বারা কর্ষণ করিতে আরম্ভ
 করিলেন। অনন্তর তিনি মূনিবালকগণকে
 কহিলেন,—শিশুগণ! সেই বহুলসেনানাথ
 নৃপবর রণে আমার পুত্রকে পাতিত করিয়া
 কোথায় যাইবেন? পতিদেবতা জানকী
 যেমন এইরূপ বাক্য বলিতেছেন, অমনি
 সেই সময় কুশ তথায় আসিয়া উপস্থিত হই-
 লেন। ইতিপূর্বে কুশ মহর্ষিগণের সহিত
 উজ্জয়িনীতে যাইয়া মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে
 অত্রো মহাকালনামক মহেশ্বরকে অর্চনা-
 পূরক ঠাঁহার নিকট নানা প্রকার বরপ্রাপ্ত
 হইয়া ঐ সময়ে মাতৃস্মরণধানে আগমন করেন,
 অনন্তর তিনি জানকীকে নিতান্তকাতরা এবং
 শোকবাতুলহৃদয়ে দীনভাবে অশ্রুজল বিস-
 র্জন করিতে দেখিয়া সাতিশয় উৎকর্ষিত-
 হৃদয়ে যেমন ত্রিভাঙ্গা করিতে উদ্যত হই-
 লেন, অমনি তৎকালে ঠাঁহার দক্ষিণ হস্ত
 নৃগ্য করত ভাবী যুদ্ধবিষয় বলিয়া দিল এবং
 তখনই সেই অতিরথের হৃদয়ে রণোৎসাহ

স প্রত্যাঘাট জননীঃ দীনগঙ্গাভাষিণীম্ ।
 মাতস্তব কথং হুঃখং ময়ি পুত্র উপস্থিতে ॥ ২৩
 ময়ি জীবতি তে নেত্রোদংশপি ভুবি নাপতন ।
 প্রস্থম্বাচাংশখিন্নাঃ দীনগঙ্গাভাষিণীম্ ॥ ২৪
 কুশো হুঃখমিতঃ সদ্যো হুঃখিতাঃ ধীরমানসঃ ।
 মম ভ্রাতা লবঃ কুত্র বর্জতে বৈরিরমর্দনঃ ॥ ২৫
 সঙ্গা মাগাতং জ্ঞাত্বা প্রহর্ষণ সন্নধাবিষাৎ ।
 ন দৃশ্বতে কথং বীরঃ কুত্র রক্তঃ গতো বলৌ ॥
 কেন বা সহ বালক্যাকাভো মাং বৈ নিরীক্ষতুম্
 , কিং ত্বং যোদিষি মে মাতর্লবঃ কুত্র স বর্জতে
 তন্মে কথয় সর্কং তন্তব হুঃখস্ত কারণম্ ॥ ২৭
 তক্ষুহা পুত্রবাক্যং সা হুঃখিতা কুশমববীৎ ॥ ২৮
 জানক্যবাচ ।
 লবো ধৃতো নুপেণাত্রে কেনচিদ্ধয়রক্ষিণা ।
 ববন্ধ বালকো মেহত্র হয়ঃ যাগক্রিয়োচিতম্ ॥

উপস্থিত হইল। পরে তিনি, নিতান্ত
 হুঃখিতা ও গঙ্গাভাষিণী জননী জানকীকে
 কহিলেন, মাতঃ! আমি পুত্র উপস্থিত
 থাকিতে কি জন্ম তোমার এরূপ হুঃখ হই-
 য়াছে? আমি জীবিত থাকিতে কখনও ত
 তোমার অঞ্জল ভূতলে পতিত হয় নাই?
 ধীরপ্রকৃতি কুশ হুঃখিতরূপে এইরূপ কহিয়া
 পুনর্বার সেই দীন গঙ্গাভাষিণী অংশখিন্না
 হুঃখিতা প্রস্থতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন
 : জননি! আমার সেই বৈরিরমর্দন ভ্রাতা লব
 কোথায়? সে প্রতিদিন আমাকে আগত
 জানিলেই যে নিরতিশয় হর্ষপ্রকাশ করত
 আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইত,
 আজ কেন সেই বীরকে দেখিতেছি না?
 সেই মহাবলশালী কোথায় ক্রৌড়ার্ণ গিয়াছে?
 সে কি বালকতাবশতঃ আমাকে নিরীক্ষণ
 করিবার নিমিত্ত কাহারও সহিত কোথাও
 গমন করিয়াছে? মাতঃ! তুমিই বা কি হেতু
 রোদন করিতেছ? তোমার হুঃখের কারণ
 এবং তৎসমুদয় বিষয় আমায় বল। জানকী
 এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুশকে কহিলেন,
 বৎস! এই স্থানে কোন অশরক্ষক নৃপতি

তদ্রক্ষকান্ বহুন্ জিগ্যা একোহনেকান্ রিপূন্
 বলৌ ।
 রাজা তঃ মুচ্ছিতঃ কৃদ্বা ববন্ধ রণমূর্ছনি ॥ ৩০
 বালকো ইতি মামুচুঃ সহ গন্তার এব হি ।
 ততোহহং হুঃখিতা জাতা নিশম্য লবমাধৃতম্ ॥
 ত্বং মোচয় বলান্তস্ম্যং কালে প্রাপ্তো
 নুপোত্তমাৎ ॥
 নিশম্য মাতুর্লবনঃ কুশকোপসময়ি : ।
 জগাদ তাং দশম্নোষ্ঠঃ দন্তানদন্তৈকিনিশ্চিষন্ ॥
 কুশ উবাচ ।
 মাতর্জ্ঞানৌ হি তং মুক্তঃ লবঃ পাশস্ত বন্ধনাৎ ।
 ইদানীং হমি তং বাণৈঃ সমগ্রবলবাহনম্ ॥ ৩৪
 যদি দেবোহমরো বাপি যদি শর্কঃ সমাগতঃ ।
 তথাপি মোচয়ে তস্মাৎশৈর্শিশিতপর্কভিঃ ॥ ৩৫
 মা রোদিষি মাতরিহ বোরাণাঃ রণমূচ্ছিতম্ ॥

লবকে ধৃত করিয়াছেন, আমার সেই বালক
 পুত্র, তাঁহার যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিয়াছিল। মহা-
 বলশালী লব একাকীই অশরক্ষক বল
 শক্কে পরাজয় করিয়াছিল; পরে রাজা
 তাহাকে সমরক্ষেত্রে মুচ্ছিত করিয়া বন্ধন
 করিয়াছেন। লবের সঙ্গী মূনিবালকগণ
 আমায় এই বৃত্তান্ত বলিল। আমি তাহাদের
 মুখেই লব ধৃত হইয়াছে শুনিয়া হুঃখিতা
 হইয়াছি। তুমি যথাসময়েই উপস্থিত হই-
 য়াছ, এক্ষণে তুমি বাহুবলে সেই নৃপবরের
 নিকট হইতে তাহাকে মুক্ত কর। কুশ,
 মাতার এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে কোপাধিষ্ট
 হইয়া দস্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও বাহুবায়
 দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করত মাতাকে কহিলেন,
 মাতঃ! লব সেই নৃপতির পাশবন্ধন হইতে
 মুক্ত হইয়াছে জাহ্নন। আমি এখনই সেই
 নৃপতিকে সমগ্র বলবাহনের সহিত পরাধাতে
 সংহার করিব। যদি কোন অমর ব্যক্তি
 দেবতা কিংবা শক্দের সমাগত হন, তথাপি
 আমি নিশিত শরশ্রহায়ে তাহা হইতে মুক্ত
 করিব। মাতঃ! লব মুচ্ছিত হইয়াছে
 বলিয়া রোদন করিবেন না, বীরগণের রণ-

কৌন্তয়েহু ভবতোব পলায়নমকীৰ্ত্তয়ে । ৩৬
 দেহি যে কবচং দিব্যং ধ্বংস্তুংসমধিতম্ ।
 মম মাতঃ করবালং শিরস্থাপং তথা শিতম্ ॥
 ইদানীং যামি সমরে পাতয়ামি বলঃ মহৎ ।
 মোচয়ামি জাতরং স্বং রণমধ্যাষ্মি মুচ্ছিতম্ ॥ ৩৮
 ন মোচয়াম্যাদ্য পুত্রঃ তব মাতর্শুহারণাৎ ।
 তদা মম ভবৎপাদৌ সংকুপ্তৌ ভবতাং কিতৌ
 শেষ উবাচ ।
 ইতি বাক্যেন সন্তুষ্টি জানকী শুভলক্ষণা ।
 সর্বং প্রাদানব্রুবদং জয়শীর্ষানিযুজা চ ।
 প্রযাতি পুত্র সংগ্রামং লবঃ মোচয় মুচ্ছিতম্ ॥ ৪০
 ইত্যাজ্ঞপ্তঃ কুশঃ সখ্যো কবচী কুণ্ডলী বলী ।
 মুকুটী করবালী চ চর্ম্মধারী ধ্বংস্করঃ ॥ ৪১
 অক্ষয়ামিবৃষী বৃশ্চা কন্ধয়োঃ সিংহবীর্থাগোঃ ।
 জগাম তরসানভা মাতৃপাদৌ রথাগ্রীণীঃ ॥ ৪২
 বেগেন যাবদ্যুদ্ধায় গচ্ছতি ক্ষিপ্রমাহবে ।

মুচ্ছা কীৰ্ত্তজনক, পলায়নই অকীৰ্ত্তকর
 হইয়া থাকে। মাতঃ! এক্ষণে আমার
 দিব্য কবচ, গুণযুক্ত দিব্য ধ্বংস, দিব্য নিশিত
 করবাল ও শিরস্থাপ প্রদান করুন। আমি
 এখনই সমরে যাইব এবং বিপুল সৈন্ত
 পাতিত করিয়া রণমধ্য হইতে স্বীয় মুচ্ছিত
 ভ্রাতাকে মুক্ত করিব। মাতঃ! অদ্য আমি
 যদি মহারণ হইতে আপনার পুত্রকে মুক্ত না
 করিতে পারি, তাহা হইলে এই কিত-
 মণ্ডলে ভবদীয় চরণযুগল যেন আমার প্রতি
 ঝুট হয়। শুভলক্ষণা জানকী কুশের সৈন্য
 বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কুশকে জয়শীর্ষানপূর্বক
 অস্ত্রাদি সমুদয় প্রদান করিলেন এবং কহি-
 লেন, পুত্র। স্বরায় সংগ্রামে যাও, মুচ্ছিত
 লবকে মুক্ত কর। মহাবলসম্পন্ন রথিবর
 কুশ, জননীর এবংবিধ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া
 কবচ, কুণ্ডল, মুকুট, করবাল, চর্ম্মকলক,
 ধ্বংস এবং সিংহের স্তায় সমুদ্রত কন্ধদেবে
 অক্ষয় তুণীরষয় ধারণপূর্বক মাতার চরণ-
 যুগলে প্রণাম করিয়া স্বরায় সংগ্রামভিমুখে
 ধাবমান হইলেন। কুশ যুদ্ধার্থ যেমন দ্রুত-

ভাবৎ দদর্শ লবং বৈরিরুদ্ধনিপাতিতম্-।
 আয়াস্তং তং কুশং বীর্য দদৃশুঃ সখরোস্তটাঃ ।
 কুতাস্তমিব সংকুপ্তং সর্বং বিশ্বমুপস্থিতম্ ॥ ৪৪
 লবো মহাবলঃ দৃষ্ট্বী কুশং ভ্রাতরমাগতম্ ।
 অত্যস্তং বহুবদ্যুদ্ধে দ্বিদীপে বায়ুনা সমম্ ॥
 রথাত্মন্যুচ্য চাস্থানং যুদ্ধায় স বিনির্গতঃ ॥ ৪৬
 কুশঃ সর্বান রাস্থান বৈ বীরান পূর্বদিশিক্ষিপন
 পশ্চিমস্থাং দিশি লবঃ কোপাৎ সর্বান সমৈরয়ৎ
 কুশবাণবাধাব্যাগা লবসায়কপীড়িতঃ ।
 সৈন্তে জনা মূনে সর্ব উৎকল্লালাবৃধভ্রমাঃ ।
 কুশেন চ লবেনাথ শক্রবাতৈঃ প্রপীড়িতম্ ।
 ন শর্ম্ম লেভে সকলঃ সৈন্তঃ বীরেণ পুরিতম্
 ইতস্ততঃ প্রভয়ং তদ্বলং তস্তং পুনঃপুনঃ ।
 ন কুত্রচিদ্গেণে স্থিত্বা যুদ্ধমৈচ্ছতলাবিতঃ ॥ ৫০
 এতস্মিন সময়ে রাজা শক্রয়ঃ পরতাপনঃ ।

পদে রণস্থলে গমন করিলেন, অমনি সেই
 বৈরিরুদ্ধ-বিনাশন লবকে দেখিতে পাইলেন।
 তৎকালে সমরচ্ছন্দ বীরগণ সেই কুশকে
 অধিলম্বিত-সংহারার্থ সমুপস্থিত কুতাস্তের
 স্তায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া-
 ছিল। এদিকে লব, মহাবলসম্পন্ন ভ্রাতা
 কুশকে আগত দর্শনে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মধ্যে
 বায়ুসমপ্লিত বহুবৎ সমধিক দীপ্তি পাইয়া-
 ছিল এবং আপনাকে স্বয়ংই বন্ধন হইতে
 মুক্ত করিয়া যুদ্ধার্থ রথ হইতে নির্গত হইয়া
 ছিল। ২—৪৬। অনন্তর কুশ পূর্বদিকে
 অবস্থানপূর্বক এবং লব পশ্চমদিকে অব-
 স্থানপূর্বক কোণভরে সমুদয় রথাক্রম বীর-
 গণকে বিদলিত করিতে আরম্ভ করিলেন।
 মূনে! তখন একদিকে কুশবাণে ব্যাধিত
 এবং অপরদিকে লবশরে প্রপীড়িত হইয়া
 সৈন্তমধ্যবস্তী সকল ব্যক্তিই সাগরাবর্তের
 স্তায় সংস্কৃত হইয়া পড়িল। অনন্তর কুশ ও
 লবের শরসমূহে নিপীড়িত হইয়া বীরগণ
 পুরিত সমুদয় সৈন্তই শান্তিবহীন হইল।
 পরে শক্রয়ের সৈন্তগণ পুনঃপুনঃ আর্শাভ
 হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ

কুশঃ বীরঃ যযৌ যোদ্ধুঃ তাদৃশং লবসন্নিভম্ ॥
কুশং দৃষ্ট্বা বলাক্রান্তঃ রামমূর্ত্তিনমপ্রভম্ ।
রথে তিষ্ঠন্ হেমময়ে জগাদ পরবীরহা ॥ ৫১
শক্রয় উবাচ ।

কোহসি ত্বং সন্নিভো ভ্রাতা লবেন সুমহাবলঃ
কিন্নামসি মহাবীর কন্তে তাতঃ কা তে প্রমুঃ
কথং বনে দ্বিজৈর্জুষ্টি তিষ্ঠসি ত্বং নররথত ।
সর্বং শংস যথা যুধ্যে ত্বয়া সহ মহাবল ॥ ৫৪
ইতি ব্যাক্যং সমাকর্ণ্য কুশঃ প্রোবাচ ভূমিপম্
মেঘগণ্ডারিয়া বাচা নাদয়ন্ রণমণ্ডলম্ ॥ ৫৭
কুশ উবাচ ।

কেবলং সুযুবে সীত, পতিব্রতপরায়ণা ।
বনে বসাবো বাম্বীকেশচরণার্চনং তৎপরো ॥ ৫৬
মাতৃসেবাসমুদযুক্তো সর্ববিদ্যাশিষ্যারদৌ ।
কুশো লব ইতি প্রথ্যামাগতো ভূপতেহনঘা ॥ ৫৭

করিল, তৎকালে কোন বলশালী ব্যক্তিই
রণক্ষেত্রের কোথাও অবস্থানপূর্বক যুদ্ধ
ইচ্ছা করিল না। ঐ সময়ে শক্রতাপন
নৃপতি শক্রয় যুদ্ধার্থ লবসদৃশাকৃতি তাদৃশ
বীরবর কুশের নিকট গমন করিলেন।
অনন্তর হৈমরথধিকৃত পরবীরগাভী শক্রয়
তাদৃশ মহাবলশালী রামতুল্যাকৃতি কুশকে
অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর!
ভ্রাতা লবের তুল্যাকৃতি মহাবলসম্পন্ন
তুমি কে? তোমার নাম ক? এবং কে
বা পিতা ও কে বা মাতা? হেনরথত!
কি জন্ত তুমি দ্বিজগণ-সেবিত বনমধ্যে
অবস্থান করিতেছ? হে মহাবলশালিন!
যাহাতে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে
পারি, জন্ত তুমি জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল
আমায় বল। ৪৭—৫৪। শক্রয়ের এতদ্বাক্য
শ্রবণে কুশ, মেঘগণ্ডারিবচনে রণমণ্ডল নিনা-
দিত কারণে ভূপতি শক্রয়কে কহিলেন, হে
অনঘ! কেবল এইমাত্র জানি, পতিব্রত-
পরায়ণা সীতা দেবী আমাদিগকে প্রসব
করিয়াছেন, আমরা উভয়ে নিয়ত বাম্বীকিয়
চরণার্চনে তৎপর এবং মাতৃসেবায় নিযুক্ত

কণ্ডঃ বীর রণপ্রাণী কিমর্থং হয়সন্তমঃ ।
মুক্তোহস্তি সমরে অন্য জেতা সি বলসংযুতঃ
যুধ্যস্ব ত্বং ময়া সার্কং যদি বীরোহসি ভূমিপ ।
ইদানীং পাতয়িষ্যামি শবন্তঃ রণমূর্ক্ষনি ॥ ৫৯
শক্রয়ন্তঃ স্তুতং জ্ঞাত্বা সীতায় রামসন্তবম্ ।
বিসাময়ে স্বয়ং চিন্তে কোপাক্রমরূপাদদৎ ॥ ৬০
তমাস্তধম্বস্বং দৃষ্ট্বা কুশঃ কোপসমবিতঃ ।
বিস্ফারয়ামাস ধম্বঃ স্বীয়ং স্তুদটমুস্তমম্ ॥ ৬১
মুমোচ বাণান নিশিতান শক্রয়ঃ সর্বশস্ত্রবিৎ ।
তাংশচশ্ছেদ কুশঃ সর্বান লীলয়া প্রহসন্ রণে
বাণাশ্চ শতসাহস্রাঃ কুশস্ত চ নৃপস্ত চ ।
ভুবনং ব্যাপ্তবন সর্বং তাক্রমমভবনুনে ॥ ৬৩
অগ্ন্যস্ত্রেণ কুশঃ সর্বান দদাহ তরসা বলী ।

থাকিয়া এই বনমধ্যেই বাস করিতেছি। হে
ভূপতে! আমরা তাঁহাদিগের রূপায় সর্ব-
বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছি, আমাদিগের নাম
কুশ ও লব। আপনি কোম্ব রণপ্রাণী বীর?
কি জন্তই বা উৎকৃষ্টতম অশ্র মৌচন বরি-
য়াছেন? অন্য আপনি সৈন্তগণসমভিব্যা-
হারেই সময়ে জয়ী হইয়াছেন। যাহাই
হউক, হে ভূমিপ! আপনি যদি বীর হন ত,
আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, আমি
এখনই আপনাকে রণক্ষেত্রে পাতিত করিব।
তখন শক্রয় কুশকে স্ত্রীরামসমুভ সীতাসুত
জানিয়া স্বয়ং সাতিশয় বিশ্বম্ভাবিষ্ট হইলেন
এবং ক্রোধভরে ধম্বঃও ধারণ করিলেন।
তাঁহাকে ধম্ব্ধারণ করিতে দেখিয়া কুশও
রূপিত হইলেন এবং স্বীয় স্তুদট উৎ-
কৃষ্ট ধম্ব বিস্ফারিত করিলেন। অনন্তর
সর্বশস্ত্রবিৎ শক্রয়, সেই রণক্ষেত্রে যাবৎ
নিশিত শরনিকর বধণ করিতে আরম্ভ
করিলেন, কুশও অবলীলাক্রমে হাশ্ব
করিতে করিতে তৎসমুদয় ছেদন করিতে
থাকিলেন। তৎকালে নৃপতি শক্রয় ও
কুশের শত শত সহস্র সহস্র বাণে সমুদয়
ভুবন পর্যব্যাপ্ত হইল; মূনে! উহা এক
বিচিত্র ব্যাপার বোধ হইয়াছিল। অনন্তর

শময়ামাস তং ভূপো বায়ব্যান্তিবিক্রমঃ ॥৬৪
 পৰ্ব্বতাস্ত্রেণ বায়ুং তং ক্ষোভয়ন্তং সমারুণোৎ ।
 বজ্রাস্ত্রেণ নৃপঃ সন্ধ্যো চিচ্ছেদ স নগোপলান্
 তদা নারায়ণাস্তং স মুমোচ কুশ উদ্বভটঃ ।
 নারায়ণঃ তদা ভূপং নাশকৎ পরিবাধি-
 তুম্ ॥৬৬

তদা প্রকৃপিতোহত্যস্তং কুশঃ কোপপরায়ণঃ ।
 উবাচ ভূপং শক্রেশ্বঃ মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৬৭
 জ্ঞানামি ত্বাং মহাবীরং সংগ্রামে জয়কারকম্ ।
 যত্নাং নারায়ণং মেহস্তং ন ববাধে ভয়ানকম্ ॥
 ইদানীং পাতয়াম্যদ্য ভূমৌ ত্বাং নৃপতে শরৈঃ
 ত্রিভিঃশ্চৈন করোম্যেত্যৎ প্রতিজ্ঞাং তহি মে শূঃ
 যো মহস্যব হুঃ প্রাপ্য চূর্ণভং পুণ্যকোটিভিঃ ।
 তন্নাজিয়েত সম্মোহান্তস্ত মেহস্তত্র পাতকম্ ॥৭০

মহাবলসম্পন্ন কুশ যেমন আগেয়াস্ত্রে সমুদয
 সৈন্তগণকে দধ্ব করিতে প্রবৃত্ত হই-
 লেন, অমনি তৎক্ষণাৎ অতি বিক্রমশালী
 ভূপতি শক্রয় ব্যায়ব্যাস্ত্রে সেই আগেয়াস্ত্র
 নির্কাপিতপ্রায় করিলেন। অতঃপর কুশ
 বায়ব্যাস্ত্রসম্বৃত্ত প্রচণ্ড বায়ু আগেয়াস্ত্রসম্বৃত্ত
 অগ্নিকে নির্কাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে
 দেখিয়া যেমন পৰ্ব্বতাস্ত্রধারা বায়ুকে আবরণ
 করিলেন, অমনি নৃপতি শক্রেশ্ব, বজ্রাস্ত্রধারা
 পৰ্ব্বতাস্ত্রসম্বৃত্ত শিলাসকল ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন। তখন মহাবীর কুশ, নারায়ণাস্ত্র
 ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সেই নারায়ণাস্ত্র
 শক্রেশ্বকে কোনরূপ ক্রেশ প্রদানে সমর্থ হইল
 না। কোপপরায়ণ কুশ তৎকালে নিরতিশয়
 ক্রুপিত হইয়া মহাবলপরাক্রমশালী ভূপতি
 শক্রেশ্বকে কহিলেন, যখন মদীয় ভীষণ
 নারায়ণাস্ত্রও আপনাকে নিপীড়িত করিতে
 পারিল না, তখন আপনাকে সংগ্রামজয়ী
 মহাবীর জানিলাম; কিন্তু হে নৃপতে! অদ্য
 এখনই আমি যদি শরত্রয়ে আপনাকে
 পাত্তিত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার
 এই প্রাজ্ঞা শুভ্রন। যে ব্যক্তি, কোটি
 কোটি পুণ্যবলে চূর্ণভ মানবদেহ পাইয়াও

সাবধানো ভবানত্র ভবতু প্রধানাক্রমে ।
 পাতয়ামি ক্ষিতৌ সদ্য ইত্বাক্ষা স্বশরাসনে ॥৭১
 শরং সংরোপয়ামাস ঘোরং কালানলোপমম্ ।
 লক্ষীকৃত্য রিপোর্কর্কো বিপুলং কঠিনং মহৎ
 তং সাক্তং শরং দৃষ্ট্বা শক্রেশ্বঃ কোপপুরিতঃ ।
 মুমোচ বাণান্নিশতান্ কুশত্বেগভেদকারকান্
 স বাণো হৃদয়ং তস্ত ভেদুঃ তৎপ্রচাল বৈ ।
 ঘোররূপো বহিসম আশীবিষবৎক্ষুসন ॥ ৭৪
 স বাণো নৃপবর্ধেণ রামং স্মৃত্বাশ লাক্ততঃ ।
 চিচ্ছেদ কুশশুক্রং সায়কং শিতপর্ককম্ ॥ ৭৫
 তদাত্যন্তং প্রকৃপিতঃ কুশো বাণস্ত কন্তনাৎ ।
 অপরং সায়কং চাপে দধার শিতপর্ককম্ ॥ ৭৬
 স যবত্বে ভেদুঃ করোতি চ বলোদ্ধরঃ ।

তাহাকে মোহবশতঃ আদর না করে, তাহার
 যে পাতক নিদ্রিষ্ট আছে, আমারও যেন
 সেই পাপ হয়। আপনি এক্ষণে সমরাসনে
 সাবধান হউন, আমি এই দণ্ডেই আপনাকে
 ক্ষিতিলে পাত্তিত করিব। কুশ এই কথা
 বলিয়াই রিপুবন্ধঃ উদ্দেশে কালানলোপম,
 ভীষণ, সুকঠিন এক মহাশর স্বীয় শরাসনে
 সন্ধান করিলেন। ৫৫—৭২। তখন শক্রেশ্ব
 কুশকে সেই ভীষণ শর সন্ধান করিতে
 দেখিয়া কোপপূর্ণহৃদয়ে যদ্বারা কুশের ত্বক্
 বিদৌর্গ হইতে পারে, এতাদৃশ শরানচয়
 মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই
 কুশ-নিষ্কপ্ত ঘোরাক্রান্ত বহিবৎ সমুজ্জল
 শর যেমন শক্রেশ্বের হৃদয় বিদৌর্গ করবার
 নিমিত্ত আশীবিষবৎ সশব্দে আসিতে লাগিল,
 অমনি অবলম্বে নৃপবর শক্রেশ্বও ত্রীরামকে
 স্মরণপূর্বক সেই বাণ লক্ষ্য করিয়া বাণ
 ত্যাগ করিলেন এবং তদ্বারা কুশনিষ্কপ্ত
 নিশিতপর্ক সেই শর ছেদন করিয়া ফেলি-
 লেন। তৎকালে স্বীয় বাণচ্ছেদহেতু কুশ
 যারপর নাই ক্রুপিত হইয়া স্বীয় শরাসনে
 অপর একটা নিশিতপর্ক শর সন্ধান করি-
 লেন। পরে মহাবেগশালী সেই শর যেমন

স তাঁবদ্বিহীনস্তত শরং কালানলপ্রভম্ ॥ ৭৭
তদা কুশো মাতৃপালৌ স্মৃতা রোষসমধিতঃ ।
তৃতীয়ং চাপকে স্বীয়ে দধার শরমুস্তমম্ ॥ ৭৮
শক্রয়স্তমপি কিপ্রঃ ক্ষেপুং বাণং সমাদদে ।
তাবধিদ্ধো শরেনাসৌ পপাত ধরণীতলে ॥ ৭৯
হাধাকারো মহানাঙ্গীচ্ছক্রে বিনিপাতিত্তে ।
জয়মাপ কুশস্তত্র স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥ ৮০

ইতি ত্রীপায়ে পাতালখণ্ডে রামাখণ্ডে
চতুঃস্রংশোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

শক্রয়ঃ পতিতঃ বীক্য সুরথঃ প্রবরো নৃপঃ ।
প্রযযৌ মণিনা সৃষ্টে রথে তিষ্ঠন মহাদ্রুতে ॥ ১
পুঙ্কলয় রণে পূর্বং পাতিতঃ স বিচারয়ন ।

শক্রয়ের বক্ষঃস্থল বিদৌর্ণ করিতে আগমন
করিতে লাগিল, অমনি শক্রয়ও শরাঘাতে
সেই কালানলপ্রভ শরকে ধিখণ্ড করিয়া
ফেলিলেন। তখন কুশ মাতার চরণ-
যুগল স্মরণপূর্বক রোষপূর্ণ হৃদয়ে স্বীয়
চাপে তৃতীয় মহাশর যোজনা করিলেন ;
শক্রয়ও অবিলম্বে সেই শরকেও ছেদন
করিবার নিমিত্ত যেমন বাণগ্রহণ করিবেন,
অমনি তৎক্ষণাৎ উহা দ্বারা বিদ্ধ হইয়া
ধরণীতলে পতিত হইলেন। এইরূপে
শক্রয় বিনিপাতিত হইলে, মহান হাধাকার
শব্দ উচ্চিত হইল এবং স্বীয় ভুজবলদর্পিত
কুশ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ৭৩-৮০।

চতুঃস্রংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব বলিলেন, শক্রয়কে পতিত
দর্শনে এবং পুঙ্কলও অগ্রে রণক্ষেত্রে পাতিত
হইয়াছেন জানিয়া নৃপবর সুরথ অত্যন্ত

লবং যথো তদা যোজুং মহাবীরবলোরতম্ ॥ ১২
সুরথঃ কুশমাপ্রাণ্য বাণান মুঞ্চয়নেকধা ।
ব্যথয়ামাস সমরে মহাবীরশিরোমণিঃ ॥ ৩
সুরথং বিরথং চক্রে বাণৈর্দধিকৃচ্ছিথৈঃ ।
ধস্থচ্ছিত্তেদ তরসা সূদৃঢ়ং গুণপূরিতম্ ॥ ৪
অস্ত্রপ্রত্যস্ত্রসংহারৈঃ ক্ষেপণৈঃ প্রতিক্ষেপণৈঃ ।
অভবত্তুমূলং যুদ্ধঃ বীর্যবাণং লোমহর্ষণম্ ॥ ৫
অত্যস্তং সমারোদয়ুক্তে সুরথে চর্জয়ে নৃপে ।
কুশঃ সঞ্চিন্তয়ামাস কিংকর্তব্যং রণে ময়া ॥ ৬
বিচার্য নিশিতং ঘোরং সায়কং সমুপাদদে ।
হননায় নৃপস্তাস্ত মহাবলসমধিতঃ ॥ ৭
তমাগতং শরং দৃষ্ট্বা কালানলসমপ্রভম্ ।
ভেত্তুং মতিং চকারাণ্ড তাবল্লয়ো মহাশরঃ ॥ ৮
মুমূর্চ্ছ সমরে বীরো মহাবীরবলস্ততঃ ।

মণিময়রথে আরোহণপূর্বক মহাবল-সমধিত
মহাবীর লবের অভিমুখে যুদ্ধার্থ যাত্রা
করিলেন। অনন্তর মহাবীর শিরোমণি
সুরথ সমরক্ষেত্রে সম্মুখবর্তী কুশকে
প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য বাণ বর্ষণ করত
ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে
কুশও অবিলম্বে প্রদীপ্ত দশ শরে
সুরথকে রথবহীন করিলেন এবং তাঁহার
সূদৃঢ় সজ্জা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলি-
লেন। এইরূপে তাঁহাদিগের অস্ত্র-প্রত্যস্ত্রের
সন্ধান, ক্ষেপণ ও প্রতিক্ষেপণ দ্বারা বীর-
গণের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।
অনন্তর চর্জয়ে নৃপবর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ
করিলে কুশ মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন,
আমার এক্ষণে এই সমরক্ষেত্রে কি করা
কর্তব্য। পরে মহাবল-সমধিত কুশ মনে
মনে বিচার করিয়া সেই নৃপবরের সংহারার্থ
নিশ্চিত এক ভীষণ শর সন্ধান করিলেন।
তখন রাজা সুরথ, সেই কালানলোপম
শরকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যেমন
তাঁহা ছেদন করিতে মনস্থ করিলেন, অমনি
সেই মহাশর তাঁহার হৃদয়ে সংলগ্ন হইল।
তখন সেই মহাবলশালী মহাবীর মুচ্ছিত

পশাৎ স্তন্দনোপন্থে সারথিস্তমুপাহরৎ ॥ ৯
 সুরথে পতিতে দৃষ্ট্য কুশং জয়সমধিতম্ ।
 ত্রাসয়ন্তং বীরগণানিঘায় পবনাস্বজঃ ॥ ১০
 সমীরস্থুৎ প্রবলমায়ান্তঃ বীক্ষ্য বানরম্ ।
 জহাস দর্শয়ন দন্তান কোপয়ন্নিব তং ক্রুধা ॥ ১১
 উবাচ চ হনুমন্তমিতি স্বং মম সম্মুখম্ ।
 তেৎশ্চে বাণসহশ্রেণ যুক্তো যান্তাস্য যামিনীম্ ॥
 ইত্যুক্তো হনুমান জ্ঞাত্বা রামস্থুঃ মহাবলম্ ।
 ষামিকাৰ্ধঃ প্রকর্তব্যমিতি কৃত্বা প্রধাবিতঃ ॥ ১৩
 শালমুৎপাট্য তরঙ্গা বিশালং শতশাখিনম্ ।
 কুশং বক্ষসি সংলক্ষ্য যযৌ যোজুঃ মহাবলঃ ॥
 শালহস্তঃ সমায়ান্তঃ হনুমন্তঃ মহাবলম্ ।
 ত্রিভিঃ ক্ষুরৈপ্রক্ৰিব্যাধ সোহর্কচন্দ্রোপমৈর্কলী

ও রথোপন্থে পতিত হইলেন; এদিকে সারথিও তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। ১—৯। এইরূপে সুরথ পতিত হইলে কুশকে জয়লাভ করিতে দেখিয়া পবনাস্বজ হনুমান সমুদয় বীররুদ্ধকে ত্রাসিত করত কুশের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর কুশ, মহাবল-পরাক্রান্ত বানরবর পবননন্দনকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে যেন কুপিত করিবার নিমিত্তই দস্তপংক্তি দেখাইয়া হস্ত করিলেন এবং কাহিলেন, আমার সম্মুখে এস, আমি শরনিচয়ে তোমার হৃদয় বিদৌর্ণ করিব, তুমিও পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইয়া যমপুরে গমন করবে। কুশ এইরূপ কাহলে মহাবল হনুমান তাঁহাকে জীৱামের পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়াও ষামীর কার্য অবজ্ঞাই কর্তব্য বিবেচনায় তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎপরে সেই মহাবলী হনুমান ত্বরায় বজ্রশাখাপ্রশাখাধিত বিশাল এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক কুশের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধার্থ ক্ষতপদে যাইতে লাগিলেন। ১০—১৪। তখন মহাবলশালী কুশ মহাবলসম্পন্ন হনুমানকে শালহস্তে আগমন করিতে দেখিয়া অর্ধচন্দ্রোপম ক্ষুর-প্রাক্রম্য দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

স বাণবিক্তরঙ্গা কুশেন বলশালিনা ।
 শালেন হৃদি সঞ্জয়ে দস্তান্নিষ্পিষ্য মাকৃতিঃ ॥ ১৭
 শালাহতস্তদা বালঃ কিঞ্চিন্নাকম্পত স্ময়াৎ ।
 তদা বীরাঃ প্রশংসান্ত প্রচক্ৰুস্তস্ত বালাতঃ ॥ ১৮
 স শালেন হতো বীরঃ সংহারান্তঃ সমাদদে ।
 সংহর্তুঃ বৈরিণং কোপাৎ কুশঃ পরমমম্ববিৎ ॥
 সংহারান্তঃ সমালোক্য দুর্জয়ং কুশমোচিতম্ ।
 দধৌ রামং অমনসা ভক্তবিহ্বলিনাশকম্ ॥ ১৯
 তদা মুক্তঃ কুশেনান্ত তদন্তঃ হৃদি মাকৃতেঃ ।
 লয়ং মহাব্যাধাকারি তেন মুচ্ছামিতঃ পুনঃ ॥ ২০
 মুচ্ছাং প্রাপ্তং তু তং দৃষ্ট্য প্রবগং বলসংযুতঃ ।
 বিব্যাধ সায়কৈস্তৌকৈঃ সৈস্তঃ তৎ সকলং মহৎ
 তস্ত বাণায়ুতৈর্ভয়ং বলং সর্বং রণাঙ্গনে ।
 পলায়নপরং জাতং চতুরঙ্গসমধিতম্ ॥ ২২
 তদা কশিপতিঃ কোপাৎ স্ত্রীীবো রক্ষকো
 মথান ।

এইরূপে মাকৃতি বলশালী কুশের শরপ্রহারে বিদ্ধ হইয়া দস্তে দস্ত নিষ্পেষণপূর্বক তৎক্ষণাৎ সেই শালবৃক্ষ দ্বারা কুশের বক্ষঃস্থলে প্রণয় করিলেন। তৎকালে বালক কুশ, মাকৃতির শালপ্রহারেও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না দেখিয়া সমুদয় বীরগণ তদীয় বাল্যাতাহেতু তাঁহাকে ছুয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এক দিকে পরমমম্ববিৎ বীরবর কুশ, শাল প্রহারে কুপিত হইয়া শক্রর সংহারার্থ সংহারান্ত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর হনুমান কুশনিক্ষিপ্ত দুর্জয় সংহারন্ত অবলোকন করিয়া ভক্তবিহ্বলিনাশন ষীরামকে যেমন মনোমধ্যে ধ্যান করিতে লাগিলেন, অমনি তৎকালেই কুশমুক্ত মহান্ত মাকৃতির হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া মহাব্যাধা উৎপাদন করিল; আর তাহাতেই মুচ্ছিত হইলেন। মহাবলশালী কশিবরকে মুচ্ছিত দেখিয়া কুশ, তৌক সায়কসমূহে সেই বিপুল সৈন্তগণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তদীয় বাণপ্রহারে শক্রয়েৎ সমুদয় চতুরঙ্গ সৈন্তই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন

অভ্যধাবন্নগাটৈকান্নুৎপাট্য কুশমুন্তটম্ । ২০
 কুশঃ সর্গান্ প্রাচিচ্ছেদ লীলয়া প্রহসন্নগান্ ।
 পুনরপ্যাগতান্ বৃক্ষান্ চিচ্ছেদ ভরসা বলী ॥
 অনেকবাণব্যথিতঃ সুগ্রীবঃ সমরাজ্ঞে ।
 জগ্রাহ পর্বতঃ ঘোরং কুশমস্তৃমধঃ তঃ ॥ ২৫
 কুশস্তং নগমায়াস্তং বীক্ষ্য বাণৈরনেকধা ।
 নিম্পিপেষ চকারাণ্ড মহারুদ্রাকযোগ্যতাম্ ॥
 সুগ্রীবস্তম্ভহৎ কৰ্ম্ম দৃষ্ট্বা বালেন নির্খিতম্ ।
 জয়াশাং প্রতিনির্বৃন্তো বভূব সমরাজ্ঞে ॥ ২৭
 রণমধ্যে হরাক্রান্তঃ কুশঃ লাজুলতাডকম্ ।
 অত্যমরী ক্রধাক্রান্তঃ হস্তঃ নগমান্দে ॥ ২৮
 আস্থানঃ হস্তমদ্যুস্তং বীক্ষ্য সুগ্রীবমানরাৎ ।
 তাড়য়ামাস বহুভিঃ সায়কৈঃ সর্গতঃ শিতৈঃ ॥

বসিতে লাগিল। তৎকালে সৈন্তরক্ষক মহম্না কপিপতি সুগ্রীব, কোপভরে বহুল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক মহাবীর কুশকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর মহবল-শালী কুশ, হাস্ত করিতে করিতে অবলৌল্যক্রমে তন্নিকিণ্ড বৃক্ষনিচয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুগ্রীব পুনরপি যে সমস্ত বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদয়ও ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর সুগ্রীব সমরাজ্ঞে কুশনিকিণ্ড বহুলবাণে ব্যথিত হইয়া প্রকাণ্ড এক পর্বত উত্তোলন করিলেন এবং কুশের মস্তকমধ্য লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন কুশ সেই পর্বতকে আদিতে দৌঁধিয়া অসংখ্য বাণ-নিচয় দ্বারা নিম্পেষণ করত অবিনশ্বে মহারুদ্রদেবের অঙ্গলেপনোপযোগী রেণু-রূপে পরিণত করিলেন। ১৫—২৬। সুগ্রীব সেই বালকরূত তাড়ন মহৎকৰ্ম্ম দর্শনে সমরাজ্ঞে জয়াশা পরিভ্যাগ করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব সমরে তুর্ধ্ব সেই কুশকে লাজুলে প্রহার করিতে দেখিয়া নিরাতশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সংহারার্থ পুনরপি এক পর্বত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কুশ, সুগ্রীবকে নিজ-সংহারোদ্যত দেখিয়া নিশত

স তাড়িতো বহুবিধৈঃ শরৈঃ পীড়াসমম্বিতঃ ।
 কুশং হস্তং সমারকো যযৌ শালঃ সমাদদে ॥ ৩০
 তদাপি চ কুশো বীক্ষ্য বাকৃণাস্ত্রং সমাদদে ।
 ববন্ধ তঞ্চ পাশেন দৃঢ়েন স লবাগ্রজঃ ॥ ৩১
 স বন্ধঃ পাশকৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কুশো বলশা লনা ।
 পপাত রণমধ্যে বৈ মহাবীটৈরলকৃতে ॥ ৩২
 সুগ্রীবং পতিতং দৃষ্ট্বা বীরাঃ সর্গত্র হৃক্ষবুঃ ।
 জয়মাপ লবভাতা মহাবীরশিরোমাণিঃ ॥ ৩৩
 তাবন্নবো ভটান জিত্বা পুঙ্কলং চান্দ্রদং তথা ।
 প্রতাপাশ্রয়ং বীরমাণং তথাস্থানপি ভূভুজঃ ॥
 জয়ং প্রাপ্য রণে বীরো লবো ভ্রাতরমাগমৎ ।
 সংগ্রামে জয়কর্ত্তারং বৈরিকোটিনিপাতকম্ ॥
 পরস্পরং প্রস্রবিতৌ পরিরন্তং প্রকূর্ষতঃ ।
 জয়ং প্রাপ্তৌ মুনে তত্র বার্ত্তাং চক্রতুরুমদৌ ॥

বহুল সায়ক দ্বারা সমস্তে ও সর্বতোভাবে তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই-রূপে সুগ্রীব কুশনিকিণ্ড বহুবিধ শরে তাড়িত ও ব্যথিত হইয়া কুশের সংহারার্থ সক্রোধচিত্তে এক শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন ও তদাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে বীরবর কুশও বাকৃণাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং সেই সুদৃঢ় বন্ধ-পাশে সুগ্রীবকে বন্ধন করিলেন। এইরূপে সুগ্রীব বলশালী কুশ-কঙ্কনিকিণ্ড স্নিগ্ধ বাকৃণপাশে বন্ধ হইয়া মহা মহাবীরবৃন্দে বাত্বীযত রণমধ্যে পাতত হইলেন। সুগ্রীবকে পাতিত দেখিয়া বীর-গণ চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ কায়ল এবং লবভাতা মহাবীরশিরোমাণ কুশ জয়-প্রাপ্ত হইলেন। আদিকে ঐ সময়ে বীরবর লবও পুঙ্কল, অন্দ্রদ, প্রতাপাশ্রয়, বীরমাণ, এবং অন্তান্ত বীর নৃপবৃন্দকে পরাজয়পূর্বক রণে জয়ী হইয়া কোটি কোটি বারগণের নিপাত-কারী সংগ্রামবিজয়ী ভ্রাতা কুশের নিকট উপস্থিত হইল। মুনে। অনন্তর সেই সমর বিজয়ী যুদ্ধসুখ্যদ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর সানন্দচিত্তে আলিঙ্গন এবং সমরবিষয়ক কথোপকথন

ଲବ ଉବାଚ ।

ଭ୍ରାତସ୍ତବ ପ୍ରସାଦେନ ନିକ୍ତୀର୍ଣ୍ଣୋ ରଗତୋୟସି ।
 ଈଦାନୀଂ ବୀର ରଗକଂ ଶୋଧୟାବଃ ସୁଶୋଭିତମ୍ ॥
 ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ରାଜ୍ଞସବିଧେ ଜଗାମ ସ ଲବଃ କୁଶଃ ।
 ରାଜ୍ଞୋ ମୌଲିମଣିଃ ଚିତ୍ରଃ ଜଗ୍ରାହ କନକାସ୍ତମ୍ ॥
 ପୁଞ୍ଜଲସ୍ତ ଲବୋ ବୀରୋ ଜଗ୍ରାହ ମୁକୁଟଂ ଶୁଭମ୍ ।
 ଅଞ୍ଜଦେ ଚ ମହାନର୍ଥୋ ଶକ୍ତେଃ ସ୍ତାପରସ୍ତ ଚ ॥ ୨୨ ॥
 ଗୃହୀତ୍ବା ଶସ୍ତ୍ରସଞ୍ଚାତଂ ହନୁମନ୍ତଃ କମ୍ପିଧରମ୍ ।
 ସୁଗ୍ରୀବଂ ସବିଧେ ଗନ୍ତା ଉତାବପି ବବଞ୍ଚତୁଃ ॥ ୫୦ ॥
 ପୁଞ୍ଜଂ ବାସୁନ୍ତସ୍ତାସଂ ଗୃହୀତ୍ବା ତୁ କୁଶାସୁକ୍ରଃ ।
 ଭ୍ରାତରଃ ପ୍ରତି ଶ୍ରୋବାଚ ନେଷ୍ୟାମି ଶ୍ଵକମନ୍ଦିରମ୍ ॥
 ଆବୟୋଞ୍ଜନନୀକ୍ରିତୈତ୍ୟ ଗୃହୀତ୍ବା ପୁଞ୍ଜକେ ଦ୍ରହମ୍ ।
 କ୍ରୌଢାର୍ଥଂ ମୁନିପୁତ୍ରାଣାଂ କୋତୁକାର୍ଥଂ ମମୈବ ଚ ॥ ୫୨ ॥
 ଏତଞ୍ଜୁହା ତତୋ ବାକ୍ୟମୁବାଚ ଚ ଲବଂ କୁଶଃ ।
 ଅହମେନଂ ଗ୍ରହୀଷ୍ୟାମି ବାନରଂ ବଲିନଂ ନୃତମ୍ ॥ ୫୩ ॥
 ଇତ୍ୟୋବଂ ଭାଷମାଣୋ ଚୋ ବକ୍ତା ଚୋ

ବଲିନଂ ବରୋ ।

କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଅନନ୍ତର ଲବ ବଲିନ, ଭ୍ରାତଃ! ଆପନାରହି ପ୍ରସାଦେ ଅମି ସମରବାରାଧି ଉତ୍ତୈର୍ଣ୍ଣ ହୁଅଛି; ହେ ବୀର! ଏକ୍ଷଣେ ବୌରଗଣେର ଗାଢ଼ ହୈତେ ସୁଶୋଭନ ରଗଚିହି କିାକିଏ ଅପ- ନୌତ କରି, ଆସୁନ । ଏହି କଥା ବାଲୟାହି ଲବ ଓ କୁଶ ଉଭୟେ ନୂପତି ଶକ୍ତେସ୍ତେର ନିକଟ ଗମନ କରିଲେନ ଏବଂ ତଦୌ ଚକମଶ୍ଚିତ ବିଚିତ୍ର କିରୀଟମଣି ଗ୍ରହଣ କରିଲେନ । ଅନନ୍ତର ବୌରବର ଲବ, ପୁଞ୍ଜଲେର ମନୋହର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନୟୁଗଳ ଗ୍ରହଣ କରି- ଲେନ । ପରେ ଉଭୟେହି ଶକ୍ତେ ଓ ଅପରାପର ବୌରଗଣେର ଅଞ୍ଜନିଚୟ ଗ୍ରହଣପୁର୍କକ ହନୁମାନ୍ ଓ ସୁଗ୍ରୀବେର ନିକଟ ଯାହୁଆ ଠାହାଦିଗକେ ବଞ୍ଜନ କରିଲେନ । ତତ୍ପରେ ଲବ, ପଦ୍ମନନ୍ଦନ ହନୁ- ମାନେର ଲାଞ୍ଜୁଲ ଧାରଣପୁର୍କକ ଭ୍ରାତାକେ କାହିଲ, ଆମାଦିଗେର ଜନନୀର ସନ୍ତୋଷାର୍ଥ ଏବଂ ମୁନି- ପୁତ୍ରାଦିଗେର କ୍ରୌଢାର୍ଥ ଓ ଆମାର କୋତୁକାର୍ଥ ଇହାଦିଗେର ପୁଞ୍ଜ ଧାରଣ କରିୟା ନିଜଗୃହେ ଲହୁଆ ଯାହିବ! ଏତଦ୍ଦାକ୍ଷୀ ଧ୍ରବଣେ କୁଶ ଲବକେ କାହିଲେନ, ଆମି ଏହି ମହାବଳଶାଳୀ ବାନର

ପୁଞ୍ଜୟୋର୍କିଲିନୋ ଧୂସା ଜଗ୍ରତୁଃ ଶାଶ୍ରମଂ ପ୍ରତି ॥
 ଶାଶ୍ରମାସ ପ୍ରଗଞ୍ଚନ୍ତୋ ବୌକ୍ୟ ଚୋ କପିସନ୍ତମୋ ।
 ବଂସ୍ପମାନୋ ଜଗଦତୁରନ୍ତୋଞ୍ଚଂ ଭୌତୟା ଗିରା ॥
 ହନୁମାନ୍ କାପରାଜାନଂ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ଭୟାର୍କିଧୀଃ ।
 ଏତ୍ତୋ ରାମ ସୁତାବସ୍ତାୟେଷ୍ୟତଃ ଶାଶ୍ରମଂ ପ୍ରତି ॥
 ମୟା ପୁର୍କେ କୃତଂ କର୍ମ୍ମ ଜାନକୀଂ ପ୍ରତି ଗଞ୍ଚତା ॥
 ତତ୍ର ମେ ଜାନକୀ ଦେବୀ ସନ୍ମୁଖାଦୁୟନୋହରା ॥ ୫୧ ॥
 ମାମାଂ ଢକ୍ଷାତି ବୈଦେହୀ ବନ୍ଧଂ ପାଞ୍ଚେନ ବୈରିଣୀ ।
 ତଦା ହସିଷ୍ୟାତି ବରା ଢ୍ରପା ମେହତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୫୫ ॥
 ମୟା କିମତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ପ୍ରାଞ୍ଚାତ୍ୟାଗୋ ଭବିଷ୍ୟତି ।
 ମହନ୍ଦୁଃଖଞ୍ଜାପାତତଂ ସ ରାମଃ କିଂ କରିଷ୍ୟାତି ॥ ୫୬ ॥
 ସୁଗ୍ରୀବସ୍ତଦ୍ଵଚଃ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମାପ୍ୟେବଂ ମହାକପେ ।
 ନେଷ୍ୟତେ ଯଦି ମାମେବଂ ନିଧନସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୬୦ ॥

ସୁଗ୍ରୀବକେ ଧାରଣ କରିବ । ଠାହାହା ଉଭୟେ ଏହିରୂପ ବାଲିୟା ମେହି ବାଲିଧ୍ରବର ବାନରସ୍ତୟକେ ଉତ୍ତମରୂପେଽବଞ୍ଜନାନ୍ତେ ତାହାଦିଗେର ପୁଞ୍ଜ ଧାରଣ- ପୁର୍କକ ହୌୟ ଆଶ୍ରମାଭିମୁଖେ ଗମନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ୨୧—୫୫ । ତତ୍କାଳେ ମେହି କପିବରସ୍ତୟ ଉଭୟ ଭ୍ରାତାକେ ଶାଶ୍ରମାଭିମୁଖେ ଗମନ କରିତେ ଦାଧିୟା କାମ୍ପିତକଳେବରେ ପରସ୍ପର କଥୋପକଥନ ଆରମ୍ଭ କରିଲେନ, ତନ୍ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ୍ ସଭୟଚିନ୍ତେ ବାନରରାଜ ସୁଗ୍ରୀ- ବକେ କାହିଲେନ, ଶ୍ରୀରାମେର ଏହି ପୁତ୍ରସ୍ତୟ ଚିନ୍ତୟି ଆମାଦିଗକେ ହୌୟ ଆଶ୍ରମେ ଲହୁଆ ଯାହିବେ । ଆମି ପୁର୍କେ ଯେ ଜାନକୀଦେବୀର ନିକଟ ଗମନ କରତ ମହକାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ସମ୍ପାଦନ କରିୟାଛି ଏବଂ ଯେ ଜାନକୀ ତତ୍କାଳେ ମନୋହର ମୁର୍ଚ୍ଚିତେ ଆମାର ସନ୍ମୁଖୀନା ହୁଅ- ଛିଲେନ, ଏକ୍ଷଣେ ମେହି ବୈଦେହୀ ସଦନ ଆମାର ଶକ୍ତପାଶେ ବନ୍ଧ ଦେଧିବେନ, ତଦନ ଅବସ୍ତୁହି ହାସ୍ତ କରିବେନ, ଏବଂ ତାହାତେ ଆମାର ଚିନ୍ତୟି ଲଞ୍ଜା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅବେ । ଅତଏବ ଏକ୍ଷଣେ ଆମାର କି କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା? ଚିନ୍ତୟି ଆମାର ପ୍ରାଞ୍ଚାତ୍ୟାଗ ହୁଅବେ । ହାସ୍ତ! ବିଷୟ ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅଲ, ମେହି ଶ୍ରୀରାମି ଏକ୍ଷଣେ କି କରିବେନ? ସୁଗ୍ରୀବଓ ହନୁମାନେର ବାକ୍ୟ ଧ୍ରବଣ-

এবং কথয়তোরেব হস্তোত্তং ভয়ভীতয়োঃ ।
 কুশো লবশ্চ ভবনং মাতুঃ প্রাপ মনোহয়ো ॥৫
 তাবাধাতৌ সমৌঢ়ৈব্য জহর্থ জননৌ তয়োঃ ।
 অস্তোস্তং পরমশ্রীত্যা পরিরেতে নিজে
 স্মৃতৌ ॥৫২
 তাভ্যাং পুচ্ছগৃহীতো তো বানরৌ বীক্ষ্য
 জানকী ।
 হনুমন্তঞ্চ স্মৃত্রীবাং সর্ববীরকপীশ্বরম্ ॥৫৩
 জহাস পাশবন্দৌ তৌ বীক্ষমাণা বরাঙ্গনা ।
 উবাচ চ বিমোক্ষার্থং বদন্তী বচনং বরম্ ॥ ৫৪
 জানক্যুবাচ !
 পুত্রৌ কপী মুঞ্চতং তো মহাবীরৌ মহাবলৌ ।
 দ্রক্ষ্যতো মাং যদি ক্ষীতো প্রাণত্যাগং
 করিষ্যতঃ ॥ ৫৫
 অয়ং বৈ হনুমান বীরো যো দদাহ দনোঃ
 পুরীম্ ।

পূর্বক কহিলেন, হে মহাকপে ! আমারও
 এইরূপ হইয়াছে, যদি এরূপ অবস্থায়
 আমাকে লইয়া যায়, তাহা হইলে আমারও
 নিঃসন্দেহ মৃত্যু হইবে। ভয়ভীত সেই
 কপিবরদ্বয় পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে
 মনোহরমূর্ত্ত কুশ ও লব মাতৃভবনে উপ-
 স্থিত হইলেন। তখন সেই নিজ পুত্রদ্বয়কে
 আগত দেখিয়া তাঁহাদিগের জননী জানকী
 অতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং পরম
 শ্রীতিসহকারে উভয়কে আলিঙ্গন করি-
 লেন। অনন্তর বরাঙ্গনা জানকী, মহা-
 বীর কপীশ্বর স্মৃত্রীবা ও হনুমনকে পু-
 ত্রকর্তৃক গৃহীতপুচ্ছ দেখিয়া হাস্য করি-
 লেন এবং তাঁহাদিগকে পাশবন্ধ দর্শনে
 পুত্রদ্বয়কে ধরুবচনে বিমোচনার্থ কহি-
 লেন, বৎসদ্বয় ! ঐ মহালসম্পন্ন মহাবীর
 কপিবরদ্বয়কে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেও, এই
 মহাকায় কপিবর যদি এরূপ অবস্থায়
 আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে প্রাণ-
 ত্যাগ করিবে। ৪৫—৫৫। যিনি রাক্ষস-
 পুত্রী দ্বন্দ্ব করিয়াছিলেন, ইনিই সেই মহাবীর

অয়মপৃক্ষরাজো হি সর্ববানরভূমিপঃ ॥ ৫৬
 কিমর্থং বিধতো কুত্র কিং বা কৃতমনাদরাং ।
 গৃহীতো যেন বাংপুচ্ছে তচ্ছংসামান্ননস্থিতম্
 ইতি মাতুর্কচঃ শ্লক্ষং বীক্ষ্য তাং পুত্রকৌ তদা
 উচুতুক্ষিনয়শ্চেষ্টৌ মহাবলসমাবিতৌ ॥ ৫৮
 পুত্রাবুচুতুঃ ।
 মাতঃ কশ্চন ভূপালো মায়ো দশরথির্কলৌ ।
 তেন মুক্তো হয়ঃ স্বর্ণভালপত্রঃ সুশোভিতঃ ॥৫৯
 তত্রৈবং লিখিতং মাতরেকবীর্য প্রস্মর্যম ।
 যে ক্ষত্রিয়াস্তে গৃহস্থ নোচেৎ পাদতলার্চকৈঃ
 তদা ময়া বিচারো বৈ কৃতঃ স্বাস্ত্যে পত্তিব্রতে ।
 ভবতী ক্ষত্রিয়া কিং ন বীরসুঃ কিং ন বা ভবেৎ
 ধাষ্ট্র্যং তদ্বীক্ষ্য ভূপস্য গৃহীতোহস্থো ময়ামহান
 জিতং কুশেন বীরেণ সৈন্তং তৎপাতিতং রপে
 হনুমান, এবং ইনি সেই সমুদয় বানরগণের
 অধীশ্বর ঋক্ষরাজ স্মৃত্রীবা। তোমরা কি জন্ত
 কোথায় ইহাদিগকে ধারণ করিয়াছ ? ইহারা
 এরূপ বা কি করিয়াছে যে, তোমরা অবজ্ঞা-
 পূর্বক ইহাদিগের পুচ্ছধারণ করিয়া আনি-
 য়াছ, তোমাদিগের মনোগত বিষয় আমার
 বল। তৎকালে মহাবলসম্পন্ন বিনয়বানত
 পুত্রদ্বয় মাতার এইরূপ শিথল বাক্য শ্রবণ
 করিয়া তাঁহাকে কহিলেন মাতঃ ! মহাবল-
 সম্পন্ন দশরথি রামনামক কোন ভূপাল,
 যজ্ঞাশ্রয় ললাট দেশ স্বর্ণপত্রে সুশোভিত
 করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।
 মাতঃ ! সেই ললাট পত্রে এইরূপ লিখিত
 যে, মদীয় জননীই একমাত্র বীরপ্রস-
 বিনী। ষাংহারা যথার্থ ক্ষত্রিয় হইবেন,
 তাঁহারা এই অশ্ব ধারণ করিবেন, নতুবা
 আমার পাদতলের সেবক হইবেন। পরে
 নীব বলিল, হে পত্তিব্রতে ! তৎকালে
 আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, আপনি
 কি ক্ষত্রিয়া নন, এবং আপনিও কি বীর-
 প্রসবিনী হইবেন না ? অনন্তর আমি সেই
 ভূপতির তাঁদৃশ যুগ্মদর্শনে সেই মহাশ্বকে
 গ্রহণ করি, পরে বীরবর কুশ, তদীয় সমুদয়

মুকুটোৎসবঃ ভূমিপতেজ্ঞানীহি পতিদেবতে ।
 অয়মপ্যস্তবীরশ্চ পুরুলশ্চ মহাশ্বনঃ ।
 জানীহি মুকুটং অস্ত্রং মণিমুক্তাবিরাজিতম্ ॥৬
 অখোৎসবঃ মে মনোহারী কামযানো হি ভূপতেঃ
 আরোহণায় মদ্ভ্রাতৃজ্ঞানীহি বলিনাং বরে ॥
 ইমৌ কৌশৌ ময়া রত্নমানীতোে বলিনাং বরৌ
 কোতুকার্থং তবৈবেতোে সংগ্রামে যুদ্ধকারকৌ
 ইতি বাক্যং সমাকৰ্ণ্য জানকী পতিদেবতা ।
 জগাদ পুত্রৌ তৌ বীরৌ মোচয়ন্তী পুনঃপুনঃ ॥
 সৌভোবাচ ।
 গুবাস্ত্যামনয়ঃ সৃষ্টৌ হৃতৌ রামহয়ৌ মহান্ ।
 অনেকে পাতিতা বীর্য ইমৌ বন্ধৌ কপীশরৌ
 পিতৃস্তব হয়ো বীরৌ যোগার্থং মোচিতোহমুনা
 তস্তাপি রুত্ববস্তৌ কিং বাজিনঃ মনসদমে ॥৬৮
 মুঞ্চতঃ প্রবগাবেতোে মুঞ্চতঃ বাজিনাং বরম্ ।

সৈন্তকে পরাজয়পূৰ্বক রণাঙ্গনে পাতিত
 করিয়াছেন। পতিদেবতে! এই দেখুন,
 এইখানি সেই ভূমিপতির মুকুট, এবং মণি-
 মুক্তা-বিরাজিত; এই অস্ত্র একখানি মুকুট
 পুরুলনামক কোন অস্ত্র একজন মহাশ্বা
 বীরের জানিবেন। হে পূজ্যতমে! সেই
 ভূপতির ঐ মনোহর কামগ যজ্ঞাশ্ব, উহাও
 মদীয় মহাবলসম্পন্ন ভ্রাতার আরোহণের
 নিমিত্ত অনীত হইয়াছে, জানিবেন। এই
 বলিপ্রবর বানরদ্বয়কে ক্রৌড়ার্থ এবং আপনার
 কোতুকার্থ আমরা আনয়ন করিয়াছি, ইহার
 সংগ্রামক্ষেত্রে খুঁ যুদ্ধ করিয়াছে। পতি-
 পরায়ণ জানকী এতদ্বাক্য শ্রবণে বীরপুত্র-
 যুগলকে কপিবরদ্বয়ের মোচনার্থ পুনঃপুনঃ
 কহিলেন, তোমরা যে জীৱামের যজ্ঞাশ্বহরণ,
 বহুল বীরগণকে সংহার এবং এই কপিবর-
 দ্বয়কে বন্ধন করিয়াছ, ইহা তোমাদিগের
 অস্ত্রায় কার্য্য করা হইয়াছে। হে বীরদ্বয়!
 ঐ অশ্বটী তোমাদিগের পিতার, তিনি যজ্ঞার্থ
 উহাকে মোচন করিয়াছেন, তোমরা কিজন্ত
 ঠাঁহারই অশ্বমেধীয় অশ্ব হরণ করিয়াছ?
 যাহা হউক, এখনই এই কপিবরদ্বয়কে এবং

কাম্যতাং ভূপতেভ্রাতা শক্রয়ঃ পরকোপনঃ।
 জনস্তাস্তদ্বচঃ শক্রা হ্যচতুস্তাং বলাধিতৌ ।
 কাত্রধর্মেণ তং ভূপং জিতবস্তৌ বলাধিতম্ ॥
 নাস্মাকমনয়ৌ ভাবৌ কাত্রধর্মেণ যুধ্যতাং ।
 বাগ্মীকিনা পুরা প্রোক্তমস্মাকং পঠতাং পুরঃ ॥
 দুশ্শস্তেন সমং যুদ্ধং ভরতেন কৃতং পুরা ।
 কথশ্চ চাশ্রমে বাহং ধৃত্বা যোগাক্রমোচিতম্ ॥৭২
 তস্মাৎ স্মৃতঃ স্বপিত্রাপি যুধ্যেদ্ভ্রাতাপি চান্নজঃ
 গুরুণা শিষ্য এবাপি তস্মান্নো পাপসম্ভবঃ ॥৭৩
 ত্বদাজ্ঞাত্ৰোহধুনা চাবাং দাস্ত্যাবো হয়মুত্তমম্ ।
 মোক্ষ্যাবঃ কৌশাবেতোে হি বাং সৰ্বং তৎকৃতং
 বচঃ ॥ ৭৪
 ইত্যাশ্বা মাতরং বীরৌ গতোে রণে কপীশরৌ
 অমুঞ্চতাং হয়ং বাপি হয়মেধক্রিয়োচিতম্ ॥৭৫

ঐ অশ্ববরকে মোচন কর; আর, অতীব
 কোপনস্বভাব, ভূপতি-ভ্রাতা শক্রয়ের নিকট
 ক্ষমা চাও। মহাবলশালী কুশ ও লব, জন-
 নীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঠাঁহাকে কহি-
 লেন মাতঃ! আমরা ত কাত্র ধর্ম্মীহুসারেই
 বলশালী ভূপতিকে জয় করিয়াছি। আমরা
 যখন কত্রিয় ধর্ম্মীহুসারে যুদ্ধ করিয়াছি,
 তখন আমাদিগের অস্ত্রায় কিসে হইবে?
 পূর্বে আমরা যখন অধ্যয়ন করি, তখন
 ভগবান বাগ্মীক একদিন বলিয়াছিলেন যে,
 পুরাকালে রাজা ভরত কথনুনির আশ্রমে
 স্বীয় পিতা দুশ্শস্তের যজ্ঞাশ্ব ধারণ করিয়া
 ঠাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; অতএব
 পুত্র পিতার সহিত, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সহিত
 এবং শিষ্য গুরুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে;
 তাহাতে পাপ নাই। যাহা হউক, আমরা
 এক্ষণে আপনার আজ্ঞাবশতই অশ্ববরকে
 প্রত্যর্পণ করিব এবং এই কপিবরদ্বয়কেও
 মোচন করিব, তাহা হইলেই আমাদিগের
 আপনার সমুদয় বাক্যই রক্ষিত হইবে।
 সেই বীরদ্বয়, মাতাকে এই কথা বলিয়া
 পুনরায় রণস্থলে গমনপূর্বক সেই অশ্বমেধ-
 যজ্ঞোপযোগী অশ্ব এবং কপিবরদ্বয়কে বন্ধন-

সীতাদেবী অপুত্রাত্যাং শ্রদ্ধা সৈন্তনিপাতনম্
 শ্রীরামং মনসা ধ্যানা ভানুমৈক্ষত সাক্ষিনম্ ।
 যদ্যহং মনসা বাচা কর্ণণা রঘুনায়কম্ ।
 ভজামি নাশ্চং মনসা তর্হি জীবদয়ং নৃপঃ ৷ ১৭ ৷
 সৈন্তং চাপি মহৎসর্কং ঘরশিতমিদং বলাৎ ।
 পুত্রাত্যাং ততু জীবত মৎসত্যাজ্জগতাংপতে
 ইতি যাবদ্বগো ক্রতে জানকী পতিদেবতা ।
 তাবৎ সর্কং বলং নষ্টং জীবিতং রণমূর্ধনি ৷ ১৯ ৷
 ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে রামাশ্রমেধে
 পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ৷ ৩৫ ৷

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

শেষ উবাচ ।

কর্ণানূর্চ্ছাং জহৌ বীরঃ শক্রয়ঃ সমরাক্ষণে ।
 অন্তেহপি বীরা বলিনো মুচ্ছাং প্রাপ্তাঃ
 সূজীবিতাঃ ৷ ১

মুক্ত করিয়া দিলেন । এদিকে সীতাদেবী
 নিজপুত্রদ্বয়-কৃত সৈন্তগণের নিধনবার্ত্তা
 শ্রবণে মনোমধ্যে শ্রীরামকে ধ্যান করিয়া
 সর্কসাক্ষী সূর্য্যদেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ
 করিলেন এং বলিলেন, যদি আমি
 কায়মনোবাক্যে রঘুনাথকে ভজনা করিয়া
 থাকি এবং মনে মনেও কখন অপরকে
 চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে
 নৃপতি শক্রয় অবশ্যই জীবিত হইবেন ।
 হে ত্রিজগৎপতে! মদীয় পুত্রদ্বয় বাহ-
 বলে যে সকল সৈন্তগণকে বিনাশ করি-
 য়াছে, তাহারাত্ত যেন পতিসেবারূপ সত্য-
 ধর্ম্মবলে জীবন প্রাপ্ত হয় । পতিপরায়ণা
 জানকী যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি
 রণস্থলে বিনষ্ট সমুদয় সৈন্তই জীবিত
 হইল । ৫৬—১৯ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

অনন্তরদেব কহিলেন, মুনিবর! ঐ সময়ে
 সমরাক্ষণে শক্রয়ও যেমন ক্ষণমধ্যেই মুচ্ছা

শক্রয়ে বাজিনাং শ্রেষ্ঠং দদর্শ পুরতঃ স্থিতম্
 আন্ধানঞ্চ শিরস্শাণরহিতং সৈন্তজীবিতম্ ৷ ২
 বীক্ষ্য চিত্রমিদং স্বাস্তে চকার চ জগাদ চ ।
 স্মৃতিং মতিমচ্ছ্রেষ্ঠং মুচ্ছাবিরহিতং তদা ৷
 রূপাং কৃদ্বা হয়ং প্রাদাদ্বালো যজ্ঞস্ত পূর্ত্তয়ে ।
 গচ্ছাম রামং তরসা হয়গমনকাক্ষকম্ ৷ ৪
 ইতুক্ষা স্বরথে স্থিৎবা হমমাদায় বেগতঃ ।
 যথো তদাশ্রমাদুরং ভেরৌশম্মবিবর্জিতঃ ৷ ৫
 তৎপূর্ত্ততো মহাসৈন্তং চতুরঙ্গসমধিতম্ ।
 চচাল কূর্কংসস্তয়ং স্বভারৈণ কণীধরম্ ৷ ৬
 জবেন জাহুবৌ তীর্ষ্বা কল্লোলজালমালিনম্ ।
 জগাম বিষয়ে স্বীয়ে শকীয়জনশোভিতে ৷ ৭
 পুঙ্কলেন যুতো রাজা সুরধেন সমধিতঃ ।
 রথে মণিময়ে তিষ্ঠন্ মহাকোদগুধারকঃ ৷ ৮
 হয়ং তং পুরতঃ কৃদ্বা রত্নমালাবিকূষিতম্ ।

ত্যাগ করেন, সেইরূপ অন্তান্ত মহাবল গাী
 মুচ্ছিত বীরগণও সূহ ও জীবিত হয় ।
 অনন্তর শক্রয়, সেই অশ্ববরকে সমুখে
 অবস্থিত, আপনাকে মুকুট বিহীন এবং
 সৈন্তগণকে জীবিত দর্শন করিলেন । তিনি
 এতদ্ব্যাপার দর্শনে মনে মনে আশ্চর্য্য বোধ
 করিলেন, এবং তৎকালে মুচ্ছা-বিরহিত মহা-
 মতি স্মৃতিকে কহিলেন, দেখ, সেই বালক,
 যজ্ঞপূর্ত্তির নিমিত্ত রূপা করিয়া অশ্ব প্রদান
 করিয়াছে, এক্ষণে এস আমরা অশ্বের
 প্রত্যাগমনাভিলাষী শ্রীরামের নিকট স্বরায়
 গমন করি । শক্রয় এই কথা বলিয়া স্বীয়
 রথে অবস্থানপূর্কক অশ্ব লইয়া সেই আশ্রম
 হইতে ক্রতবেগে দূরদেশে গমন করিলেন ।
 তৎকালে ভেরী ও শম্বধ্বনি নিবায়িত
 হইল । তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চতুরঙ্গ-
 নলাধিত সেই মহাসৈন্ত কণীধরকেও ভাঙ্গা-
 ক্রান্ত করিয়া গমন করিতে লাগিল ।
 অনন্তর স্বরায় কল্লোলমালিনী জাহুবী পায়
 হইয়া মহাকোদগুধারী রাজা শক্রয় মণিময়
 রথে অবস্থান করত, গলদেশে রত্নমালা-
 বিকূষিত এবং মস্তকে শেতচ্ছত্র ও চামর

খেতাতপত্রঃ তুষ্ণৈব মুর্ধ্ণি চামরভূষিতম্ ॥ ৯
 অনেনকরথসহাশ্রৈঃ পরিভো বলিভিনুপৈ ।
 উদ্যাৎকোদণ্ডললিতৈবীরনাদবিভূষিতৈঃ ॥ ১০
 ক্রমেণ নগরীং প্রাপ সূৰ্য্যবংশবিভূষিতাম্ ।
 অনৈকৈঃ কেতুভিঃ শ্রেষ্ঠৈর্ভূষিতাঃ

দুর্গরাজিতাম্ ॥ ১১

রামঃ স্নানং হয়ং প্রাপ্তঃ শক্রয়েন মহান্ননা ।
 পুঙ্কলেন চ বীরেণ যযৌ হর্ষমনেকধা ॥ ১২
 কটকং নিদ্দিদেশাশৌ চতুরঙ্গং মহাবলম্ ।
 লক্ষণং শ্রেয়ামাস ভ্রাতরং বলিনাং বরম্ ॥ ১৩
 লক্ষণং সৈন্তসহিতো গতা ভ্রাতুরমাগতম্ ।
 পরিভেতে মুদাক্রান্তঃ কতশোভিতমাত্রকম্ ॥ ১৪
 কুশলং পৃষ্টবাস্তুত্র বার্তাকাত্ত চকার সঃ ।
 পরমং হর্ষমাপন্নঃ শক্রয়ঃ সজ্ঞতো মুদা ॥ ১৫

শোভিত সেই যজ্ঞার্থকে অগ্রে লইয়া পুঙ্কল ও সুরথরাজের সহিত জনপূর্ণ নিজরাজ্যে উপস্থিত হইলেন । ১—২ । তৎকালে ঠাঁহার চতুর্দিকে সহস্র সহস্র রথী ও মহাবলসম্পন্ন নৃপতিগণ স্ব স্ব কোদণ্ড উস্তোলিত করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন । ক্রমে শক্রয় দুর্গ-বিরাজিত, বহল মনোহর ধ্বজ-পতাকা-শোভিত সূৰ্য্যবংশীয় জনগণে অলঙ্কৃত অযোধ্যা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর জীরামচন্দ্রে, মহাত্মা শক্রয় ও মহাবীর পুঙ্কলের সহিত অর্থ আগমন করিয়াছে শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেন । অতঃপর তিনি, সেই প্রভূত চতুরঙ্গ বলের অবস্থানার্থ সেনানিবেশ নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিপ্রবর ভ্রাতা লক্ষণকে শক্রয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন । অনন্তর লক্ষণ, সৈন্ত সমভিব্যাহারে গমনপূর্ব্বক বাণকত-শোভিত সমাগত ভ্রাতাকে শানন্দ-হৃদয়ে আলিঙ্গন করিলেন এবং কুশল প্রায়পূর্ব্বক নানাবিষয়ক কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন ; তৎকালে শক্রয়ও ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হই

সৌমিত্রিঃ স্বরথে স্থিত্বা ভ্রাতা সহ মহামতিঃ ।
 সৈন্তেন মহতা বীরো যযৌ স নগরীং প্রতি ॥
 সরযুঃ পুণ্যসলিলা পবিত্রিতজ্জগলয়া ।
 রামপাদরজঃপূতা শরচন্দ্রনিতপ্রভা ॥ ১৭
 হংসকারগুবাকীর্ণা চক্রবাকোপশোভিতা ।
 বিচিত্রতরবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিন্দিতা ভূশম্ ॥ ১৮
 মণ্ডপান্তত্র বহুশো রামচন্দ্রেণ কারিতাঃ ।
 ব্রাহ্মণানাং বেদবিদাং পৃথকপাঠনিদাকাঃ ॥ ১৯
 কল্লিগান্তত্র বহবো ধনুস্পাণিনুশোভিতাঃ ।
 জ্যাটিকারৈণ বহুনা দাদয়ন্তো মহীতলম্ ॥ ২০
 ভূঞ্জতে ব্রাহ্মণা যত্র বিচিত্রারৈর্মুনোহরৈঃ ।
 পরম্পরং প্রপশ্যন্তো বার্তাং চক্রুর্মুনোহরাম্ ॥
 পায়সামানি শুভ্রাণি চন্দ্রকান্তিসমানি চ ।
 ক্ষীরাজ্যমধুযুক্তানি শর্করামিশ্রিতানি চ ॥ ২২

লেন । কিয়ৎকালের পর মহামতি বীরবর লক্ষণ ভ্রাতার সহিত স্বরথে অবস্থান করিয়া বিপুল সৈন্তগণের সহিত নগরভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিলেন । এদিকে যেখানে পুণ্যসলিলা সরযু নদী, জীরামের চরণরজঃ-স্পর্শে সমাধিক পবিত্র হইয়া জিজগৎ পবিত্র করিতেছেন, ঠাঁহার শুভ সলিল, শারদীয় চন্দ্রমার স্তায় সুবিলম্ব, যিনি নিরস্তর হংস ও কারগুবগণে সমাকীর্ণ এবং চক্রবাকনিচয়ে সুশোভিত, বিচিত্রবর্ণ বিবিধপক্ষি-সমূহ ঠাঁহার তীরে সতত নানাপ্রকার শব্দ করিতেছে, সেই স্থানে জীরামচন্দ্রে যজ্ঞার্থ বহল মণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন । বেদবিদ ব্রাহ্মণগণ তথায় নানা স্বরে বেদ পাঠ করিতেছিলেন । ১—১৯ । তথায় বহু-সংখ্যক কল্লিগণ হস্তে ধনুর্ধারণ করত শোভমান হইয়া বহল জ্যাটিকার-ধ্বনিতে মহীতল নিদাদিত করিতেছিলেন । তথায় মনোহর বিবিধ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন হইতেছিল এবং ঠাঁহার তৎকালে পরস্পর অবলোকনপূর্ব্বক নান বিধ মনোহর কথোপকথন করিতেছিলেন । ঠাঁহাদিগের ভোজনার্থ ক্ষীর, আজ্য ও মধুযুক্ত শর্করা-

পাতালখণ্ড

অপূপাস্ত্র বহুলাশঙ্কবিষসমাঃ শিষ্য।
 কপূরাদিসুগন্ধেন বাসিতাঃ স্মনোহরঃ ॥২৩
 ফেনিকা বটকাঃ স্নিগ্ধাঃ শতচ্ছিদ্রা বিরজকাঃ।
 মণ্ডকাঃ শুক্লনৌমুঠা মধুরান্নসমৰিভাঃ ॥ ২৪
 ভক্তাঃ কুমুদসঙ্কাশা মুগদালীবিমিশ্রিতাঃ।
 সুগন্ধেন সমায়ুক্তা হত্যস্তপ্তীতিদায়কাঃ ॥২৫
 ওদনো দধিনা যুক্তঃ কর্পূরেন সমৰিতঃ।
 স্বাত্পাককরৈঃ সৃষ্টঃ পাত্রে মুক্তঃ প্রবেশকৈঃ ॥
 তন্ন কেচিদ্ভিজ্জা পাত্রে পতিতং বৌক্ষ্য পায়সম্
 পরম্পরং তে প্রত্যাচুঃ কিমিদং দৃশ্যতে দৃশ্য ॥
 কিং চন্দ্রবিষং নভসঃ পতিতং তমসো ভয়াৎ।
 অমৃতং স্তুভবত্যত্র মৃত্যুনাশকমদুতম্ ॥ ২৮
 তচ্ছুভা রোযতাভ্রাক্শো প্রোবাচাত্মো স্বিজ্ঞোস্তুমঃ
 ভবত্যেব চন্দ্রশু বিষং অমৃতবিপ্লুতম্ ॥২৯
 একামন্দোৰূপুশ্বেতদৃশ্যতে সদৃশং কথম্।

মিশ্রিত, চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ প্রভূত পায়সান্ন,
 কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত, চন্দ্রমণ্ডলা-
 কৃষ্ণি, অতি মনোহর বহুল পিষ্টক, এবং
 ফেনিকা, স্নিগ্ধ বটক, শতচ্ছিদ্র, বিরজা
 ও মধুরান্ন সমৰিত শুক্লনৌমুঠ মণ্ডক-নামক
 খাদ্যবিশেষ, অপিচ অতীব প্তীতিজনক,
 সদৃশকুমুদ, মুগদালী-সমৰিত, কুমুদসদৃশ
 প্রভূত ওদন প্রস্তুত করা হইয়াছিল।
 যাহাতে সুস্বাদু হয়, একরূপভাবে পাচক-
 গণকর্তৃত্ব কৃতপাক ওদনসকল কর্পূর
 ও দধি সংযুক্ত করিয়া পরিবেশকগণ, সন্ধ্যা
 লের ভোজনপাত্রে প্রদান করিতেছিল।
 তৎকালে কোন কোন দ্বিজ, পাত্রে পতিত
 পায়সান্ন দর্শনে পরম্পর বলিয়াছিলেন,
 চক্ষে এ কি দেখিতেছি! চন্দ্রবিষ কি রাহু-
 ভয়ে আকাশ হইতে পতিত হইয়াছেন?
 তাহা হইলে ত ইহাতে মৃত্যুনাশক অদুত
 অমৃত নিশ্চয়ই আছে। এতদ্বাক্য শ্রবণ-
 পূর্বক অপর দ্বিজবর রোষাক্রমণতনেন্দ্রে
 ঠাট্টা বলাইয়াছিলেন, ইহা অমৃতপূর্ণ চন্দ্র-
 বিষ ঝড় হইতে পারে না, কারণ, চন্দ্রের
 শরীর ত একটীমাত্র, তাহা হইলে সহস্র

ব্রাহ্মণ্যানং সহস্রশু পাত্রে পাত্রে পৃথকপৃথক্ ॥
 ততো জানীহি কুমুদং কর্পূরং বা ভবিষ্যতি।
 মা জানীহি মুগাক্ষশু বিষং শুভ্রশিষ্যবিতম্ ॥৩১
 তাবদশ্চো কষাক্রান্তো বিধ্বন্য মস্তকং তদা।
 ন জানন্তি দ্বিজা মূঢ়াঃ স্বাত্ত্বজ্ঞানবিচক্ষণাঃ ॥৩২
 ইদম্ কীরকন্দশু রসেন পরিপাচিতম্।
 জানীহি শতপত্রশু পুষ্পাণি মধুরাণি চ ॥৩৩
 এবং পরম্পরং বিপ্রাঃ কন্দমূলকলাশিনঃ।
 তর্কযন্তি মূনে স্ত্রীতা রসজ্ঞানোহতিলোলুপাঃ ॥
 তাবদশ্চো দ্বিজঃ প্রাহ ক্রিয়োগাং বরং জম্বুঃ।
 ভোক্ষ্যন্তে তাদৃশং স্নঃ মহাপুণ্যায়রপকৃতম্ ॥
 তদা তং প্রারবীদ্বিপ্রো দন্তশু কলমীদৃশম্।
 যে দদত্যগ্রজন্মভ্যঃ প্রাপুর্বন্তি ত স্কাপ্তম্ ॥৩৬
 যৈরার্চিতো নৈব হরির্নৈবেদ্যৈর্কিবিধৈর্ধৃষঃ।
 তেষামেতাদৃশং ভোজ্যং ন ভবেদক্ষিণোগোচরম্

ব্রাহ্মণের পাত্রে সমান আকারে পৃথক
 পৃথকরূপে কি প্রকারে দৃষ্ট হইতেছেন?
 ২০—২০। অতএব ইহা কুমুদপুষ্প জানিও
 অথবা কর্পূরও হইতে পারে, কিন্তু শুভ্রবর্ণ ও
 সুন্দর দেখিয়া চন্দ্রবিষ বুঝিও না। ঐ
 সময়ে অপর একজন ব্রাহ্মণ মস্তক পরি-
 চালিত করিয়া কহিয়াছিলেন, দ্বিজগণ নিতান্ত
 অজ্ঞ, কিছুই জানেন না, ইহারা কেবল
 স্বাত্ত্বজ্ঞানে বিচক্ষণ, ইহা কীরকন্দরসে পরি-
 পাচিত সুমধুর পদ্মপুষ্প জানিও। মূনে!
 তৎকালে কন্দমূল-কলভোজী বিশ্রগণ,
 রসাস্বাদনে লোলুপ ও স্ত্রীত হইয়া পরম্পর
 এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, এমত
 সময়ে কোন দ্বিজবর কহিলেন, ক্রিয়োগ-
 গণেরই জন্মগ্রহণ সার্থক, কারণ তাহার
 মহাপুণ্যফলে প্রতিদিনই উপকরণসমৰিত
 এতাদৃশ অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন তখন
 অপর কোন বিপ্র ঠাট্টাকে বলিয়াছিলেন,
 দানেরই ঐদৃশ ফল। যাহারা দ্বিজগণকে
 দান করে, তাহারাই অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে। যাহারা বিবিধ নৈবেদ্যদানে
 শুগবান হরিকে বারংবার অর্চনা না করে,

ধৈর্যের প্রয়োজনো ভোজিতা বিবিধৈঃ রসৈঃ ।
 কুজতে তে স্বাস্থ্যসং পাপিনাং চক্ষুরাজ্জ্বিতম্
 এবংবিধৈঃ রসৈর্মু'ষ্টৈর্ভোজিতা দ্বিজসন্তমাঃ ।
 মগুপে বিপঠন্তোতে শক্য়রূপবিচক্ষণাঃ ॥ ৩৯
 নৃত্যন্ত্যেকৈ হসন্ত্যেকৈ দদন্ত্যেকৈ মহার্হিনাম্
 উৎসবো বহুফল্যভিত্ত তত্র শক্য়শ্চ আগমৎ ॥ ৪০
 রামঃ শক্য়রামায়ান্তঃ পুঙ্কলেন সমহিতম্ ।
 নিরীক্ষ্য মুদমুহুতাং রক্ষিতুং নাশকস্তুদা ॥ ৪১
 যাবহুস্তিষ্ঠতে রামো ভ্রাতরং হৃদয়পালকম্ ।
 ত্রাবদ্রামপদে লগ্নঃ শক্য়শ্চো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৪২
 পদে প্রপতিতঃ বীক্ষ্য ভ্রাতরং বিনয়ান্বিতম্ ।
 পন্নিরেতে দৃঢ়ঃ ক্রীতঃ ক্তসংশোভিতাক্রকম্
 অক্ষণি বহধা মুঞ্চন হর্ষাচ্ছিরসি রাঘবঃ ।
 অভ্যস্তং পরমানন্দং মুদং বচনদূরগাম্ ॥ ৪৪

তাহারা কখন এতাদৃশ ভোজ্য চক্ষেও
 দেখিতে পায় না। যে সকল মানব বিবিধ-
 রসপূর্ণ ভোজ্যদানে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন
 করায়, তাহারাষ্ট, পাপিগণ যাহা চক্ষেও
 দেখিতে পায় না, তাদৃশ সুস্বাদু ও সুরসপূর্ণ
 ভোজ্যবস্তু ভোজন করিতে পায়। শক্য়রূপ
 বিচক্ষণ দ্বিজসন্তমগণ তথায় মগুপমধ্যে এবং-
 বিধ বিবিধ রসপূর্ণ ভোজ্যাদারা ভোজিত
 হইতেছিলেন এবং উক্তপ্রকার নানা কথো-
 পকথন করিতেছিলেন। তথায় কেহ কেহ
 হান্ত, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ বা অধি-
 গণকে দান করিতেছিল। তথায় এইরূপে
 মহা উৎসব হইতেছে, এমত সময়ে শক্য়
 সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন জীরাম-
 চন্দ্র শক্য়কে পুঙ্কলের সহিত আসিতে
 দেখিয়া উদ্ভূত আনন্দবেগ আর ধারণ
 করিতে পারিলেন না, তিনি অধরক্ষক
 পিতার উদ্দেশে যেমন উখিত হইলেন,
 অমনি ভ্রাতৃবৎসল শক্য় আসিয়া তাঁহার
 চরণে পতিত হইলেন। অনন্তর জীরাম
 ক্ত-শোভিতাক্র বিনয়ান্বিত ভ্রাতাকে
 চরণপ্রান্তে পতিত দেখিয়া উত্তোলনপূর্বক
 ক্রীতিপূর্ণহৃদয়ে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন

পুঙ্কলঃ স্বীয় পদয়োর্নজ্ঞঃ বিনয়বিক্ৰমম্ ।
 সুদৃঢ়ং ভুজয়োর্ন্থধ্যে বিনীয়াপীড়য়দ্ভৃশম্ ॥ ৪৫
 হনুমন্তঃ তথা বীরঃ সুগ্রীবঃ চাক্ষদং তথা !
 লক্ষ্মীনিধিঃ জনকজঃ প্রতাপাগ্র্যঃ রিপুস্তপম্ ।
 সুবাহুঃ সুমদং বীরঃ বিমলং নীলরত্নকম্ ।
 সত্যবন্তঃ বীরমণিঃ সুরথঃ রামসেবকম্ ॥ ৪৭
 অস্থানপি মহাভাগান্ রঘুনাথঃ স্বয়ং ততঃ ।
 পন্নিরেতে দৃঢ়ং শিথ্যান্ পাদযোঃ প্রণতান্ন শান্
 সুমতিঃ ক্রীতঃ সোমীনাথঃ ভক্তারুগ্রহকারকম্ ।
 পন্নিরতয় দৃঢ়ঃ ক্রীতঃ সম্মুখেহতিষ্ঠহরতঃ ॥ ৪৯
 তদা রামো নিজামাত্যং বীক্ষ্য সন্নিধিমাগতম্
 উবাচ পরমক্রীত্যা মঞ্জিণং বদতাং বরঃ ॥ ৫০
 জীরাম উবাচ ।
 সুমতে মঞ্জিণাং শ্রেষ্ঠ শংস মে বাগ্মিনাং বর ।
 ক এতে ভূমিপাঃ সর্গে কথমত্র সমাগতাঃ ॥
 কুত্র কুত্র হয়ঃ প্রাপ্তঃ কেন কেন নিমন্ত্রিতাঃ ।

এবং বচনাতীত পরমানন্দ লাভ করত,
 তদীয় মস্তকে অজস্র আনন্দাঞ্ছা বিসর্জন
 করিতে থাকিলেন। তৎপরে স্বীয় চরণ-
 তলে পতিত বিনয়ান্বিত পুঙ্কলকে ভুজয়-
 মধ্যে ধারণপূর্বক প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন
 করিলেন। অনন্তর রঘুনাথ, বীরবর হনু-
 মান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জনকায়জ লক্ষ্মীনিধি
 প্রতাপাগ্র্য রিপুস্তাপন, সুবাহু, সুমদ, বিমল,
 নীলরত্ন, সত্যবান, বীরমণি, স্বীয়ভক্ততম
 সুরথ এবং চরণতলপতিত, প্রিয়তম,
 অস্থান মহাভাগ নৃপতিগণকেও স্বয়ং দৃঢ়রূপে
 আলিঙ্গন করিলেন। প্রাচীন মন্ত্রিবর সুমতি
 ভক্তারুগ্রহকারক রঘুনাথকে ক্রীতিপূর্ণহৃদয়ে
 দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনপূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান
 রহিলেন। তখন বাগ্মপ্রবর জীরামচন্দ্র,
 নিজ অমাত্যকে সমীপোপস্থিত দেখিয়া
 পরম-ক্রীতিসহকারে কহিলেন, হে মন্ত্রিবর
 সুমতে! তুমি বাগ্মিগণের অগ্রগণ্য, অত-
 এব আমায় বল—এই কুপতিগণ কিজন্ত
 এখানে সমাগত হইয়াছেন এবং ইহারা
 সকলে কে? কোন কোন স্থানে অর্থ

কথং বৈ মোচিতে ভ্রাতা মহাবলশুশালিনা ।

শেষ উবাচ ।

ইত্যুত্তে মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠঃ স্মৃতিঃ প্রাহ রাঘবম্

মেঘগন্তীরয়া বাণ্যা নাভয়ঃস্তনুহাবলম্ ॥ ৫০

স্মৃতিরূবাচ ।

সর্ষজন্ত পুয়ন্তেহদ্য ময়া কথমুদীর্ঘাতে ।

মাং লোকরীত্য্য পৃচ্ছসি সর্ষং ত্বং বেৎসি

সর্ষদৃক্ ॥ ৫৪

তথাপি তব নির্দেশঃ শিরস্তাধায় সর্ষদা *

ত্রবীমি তচ্ছৃণ্বাদ্য সর্ষরাজশিরোমণে ॥ ৫৫

ত্বংপ্রসাদাদহো স্বামিন্ সর্ষজ জগতীতলে ।

পরিব্রজ্য তে বংহা ভালপত্রশুশোভিতঃ ॥

ন কশ্চিন্তঃ নিজগ্রাহ স্বমানবলদর্পিতঃ ।

স্বং স্বং রাজ্যং সমর্প্যাথ প্রণেমুস্তে পদাসুজম্ ॥

কো বা রাবণদৈত্যোস্ত্র-নিহন্তরীজিসত্তমম্ ।

গুহ্যতি বিজয়াকাঙ্ক্ষী জয়ামরণবর্জিতঃ ॥ ৫৮

অহিচ্ছত্রাং গতস্তাবস্তব বাজী মনোহরঃ ।

তদ্রাজা স্মদঃ স্রাজ্ঞা হয়ঃ প্রাপ্তঃ তব প্রভো ॥

সপুত্রঃ সবলঃ সর্ষসৈন্তেন বলিনা বৃতঃ ।

সর্ষং সমর্পয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ৬০

যো রাজা জগতাং নেত্রীঃ মাতরং জগদধিকাম্

প্রসাদ্য চিরমায়ুযাজ্ঞেভে রাজ্যমকণ্টকম্ ॥৬১

এয স্তাস্ত্র প্রণমতি স্মদঃ প্রভুসাম্বিতম্ ।

তং গৃহণ রূপাদৃষ্ট্যা চিরাদর্শনাকাঙ্ক্ষকম্ ॥৬২

ততঃ সুবাহুভূপন্ত নগরে বলপূরিতে ।

দমনস্তন্ত বৈ পুত্রঃ প্রজগ্রাহ হয়োত্তমম্ ॥ ৬৩

তেন সাকঃ মহদযুদ্ধঃ বভূব দমনেন চ ।

পুঙ্কলো জয়মাণেদে সম্মুর্ছ্য সুভূজাস্তমম্ ॥

গিয়াছিল? কোন কোন রাজা উহাকে, বন্দন করিয়াছিলেন? এবং মহাবলশালী ভ্রাতা শক্রয়ই বা কিরূপে মুক্ত করিয়াছেন। মন্ত্রিবর স্মৃতি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মেঘগন্তীর-বচনে সমুদয় সৈন্তগণকেই যেন শঙ্কায়মান করিয়া স্ত্রীরামকে কহিলেন, রাজন! আপনি যখন সর্ষদশী, তখন সকলই জানিতেছেন, কেবল লোকরীতি-অনুসারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি এক্ষণে সর্ষজ আপনায় নিকট কিরূপে তত্ত্ববিষয় কীৰ্ত্তন করিব? যাহাই হউক, তথাপি হে সর্ষরাজ-শিরোমণে! এক্ষণে আমি ভবদীয় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৪১—৫৭। স্বামিন্! ভবদীয় প্রসাদে লম্বাটদেশে স্বর্ণপত্রশুশো-ভিত ভবদীয় যজ্ঞাধ জগতীতলে সর্ষজই পরিভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বমান-বলদর্পিত প্রায় কোন বীরই অশ্রগ্রহণ করেন নাই, অধিকন্তু তাহার্য্য আপনাকে স্ব স্ব রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক ভবদীয়

চরণে প্রণত হইয়াছেন। অথবা, এমত জয়ামরণবর্জিত বিজয়াকাঙ্ক্ষী কে আছে যে, রাবণ দৈত্যোস্ত্রবীরী রামের অশ্র গ্রহণ করে? প্রভো! ভবদীয় মনোহর অশ্র, যখন অহিচ্ছত্রায় গমন করে, তখন তথাকার রাজা স্মদ, স্ত্রীরামের অশ্র আসিয়াছে শুনিয়া বলশালী সমুদয় সৈন্তগণে পরিবৃত হইয়া সপুত্র আগমনপূর্ব্বক নিজ নিকণ্টক সমুদয় রাজ্যই আপনাকে সমর্পণ করেন। যে রাজা, অখিল জগতের নেত্রী মাতা জগদধিকাকে প্রসন্ন করিয়া দীর্ঘায়ুঃ ও অকণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এই সেই রাজবর স্মদ আপনাকে প্রভুজ্ঞানে প্রণাম করিতেছেন, আপনি এক্ষণে বহদিন হইতে ভবদীয় দর্শনাকাঙ্ক্ষী এই নৃপবরকে রূপা-দৃষ্টিতে গ্রহণ করুন। ৫৮—৬২। অনন্তর আপনায় অশ্র বহুসম্পূর্ণ সুবাহুরাজের নগরে প্রবেশ করে, তাহাতে দমন নামক সুবাহুপুত্র অশ্রবরকে গ্রহণ করেন। পরে সেই রাজকুমার দমনের সহিত তুমুল সংগ্রাম হয়, পরিশেষে পুঙ্কল সেই সুবাহুপুত্রকে মুচ্ছিত করিয়া সময়ে জয় প্রাপ্ত হন।

ততঃ সুবাহুঃ সংক্ৰু রণে পবনজং বলাৎ ।
 যুদ্ধে তব পাদাজসেবকং বলিনাং বরম্ ॥৬৫
 তন্তু পাদাহতো জ্ঞানঃ প্রাপ্য শাপতিরস্কৃতম্ ।
 তুভ্যঃ সমর্প্য সকলং বাঞ্ছিনঃ পালকোহভবৎ
 এষ ত্বাং সুভূজো রাজা প্রথমত্যাৱতাঙ্গকঃ ।
 রূপাদৃষ্ট্যাভিষিক্ত্ব ত্বং সুবাহুঃ নয়কোকিদম্ ॥
 ততো মুক্তো হয়ো রেবাহুদে স নিমমজ্জ হ ।
 তত্র প্রাপ্তং মোহনাস্ত্রং শক্রয়েন বলীয়সা ॥৬৮
 ততো দেবপুরে প্রাগাজীৱবাসবিভূষিতে ।
 তত্রত্যস্ত বিজ্ঞানাসি যতন্তুঃ তত্র চাগতঃ ॥ ৬৯
 বিদ্যায়ালী হতো দৈত্যঃ সত্যবান সঙ্গতস্ততঃ
 সুরথেন সমং যুদ্ধং জানাসি ত্বং মহামতে ॥৭০
 ততঃ কুণ্ডলকানুজ্ঞো হয়ো বলাম সর্বতঃ ।
 ন কশ্চিত্তং নিজগ্রাহ স্ববীর্ঘ্যবলদর্পিতঃ ॥ ৭১

অনন্তর রাজা সুবাহু সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
 সমরক্ষেত্রে আপনার চরণ-সেবক বলিপ্রবর
 হনুমানের সহিত বাহুবলে ভীষণ সংগ্রাম
 করেন। পরে হনুমানের পদাঘাতে ব্রহ্ম-
 শাপবিলুপ্ত নিজ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে
 সমুদয় রাজ্য-সম্পৎ প্রদানপূর্বক আপনার
 অর্ধের পালক হন। প্রভো! এই সেই
 উন্নতকায় রাজা সুবাহু আপনাকে প্রণতি
 করিতেছেন, আপনি এই নয়কোবিদ সুবাহু-
 রাজাকে রূপাদৃষ্টিতে অভিষিক্ত করুন।
 অনন্তর অশ্ব মুক্ত হইলে, রেবাহুদে নিমগ্ন
 হয়, পরে মহাবলশালী শক্রয়ে-সেই হুদে
 প্রবেশপূর্বক মোহনাস্ত্র প্রাপ্ত হন। তৎপরে
 ভবদীয় যজ্ঞাশ্ব মহেশ্বরালঙ্কৃত দেবপুরে
 গমন করে; তত্রত্য সমুদয় ঘটনাই আপনি
 অবগত আছেন, কারণ আপনি স্বয়ং তথায়
 গিয়াছিলেন। তৎপরে দৈত্যবর বিদ্যায়ালী
 শক্রয়-হস্তে নিহত হয় এবং তৎপরে নৃপবর
 সত্যবান আমাদিগের সহিত মিলিত হন।
 হে মহামতে! অন্তঃপর সুরথের সহিত
 যে যুদ্ধ হয়, তাহা ত আপনি জানেন।
 অনন্তর অশ্ব মুক্ত হইলে কুণ্ডলকানুদেশের
 সর্বত্রই পরিভ্রমণ করে, কিন্তু তথায় স্বীয়

বান্দ্রীকেশরাস্রমে রম্যে হয়ঃ প্রাপ্তো মনোরমঃ
 তত্র যৎ কোতুকং জাতং তচ্ছৃণুষ নরোত্তম ॥
 তত্রার্ভস্তব সারুপ্যং বিভ্রং ষোড়শবাধিকং ।
 জগ্রাহ বীক্ষ্য পত্রাঙ্কং বাঞ্ছিনং বলিসত্তমঃ ॥ ৭৩
 তত্র কালজিতা যুদ্ধং মহজ্জাতং নরোত্তম ।
 নিহতস্তেন বীরেণ খড়্গেন শিতধারিণা ॥ ৭৪
 অনেকে নিহতাঃ সঙ্খ্যে পুঞ্জলাদ্যা মহাবলাঃ
 মুচ্ছিতকাপি শক্রয়কক্ষে বীরশিরোমণিঃ ॥ ৭৫
 তদা রাজা মহদুখং বিচার্য হৃদ সংযুগে ।
 কোপেন মুচ্ছিতকক্ষে বীরো হি বলিনাং বরম্
 স যাবনুচ্ছিতো রাজা তাবদন্তঃ সমাগতঃ ।
 তেনৈতেন চ সঞ্জীবঃ নাশিতং কটকং তব ॥ ৭৭
 সর্বেষাং মুচ্ছিতানাঙ্ক শাস্ত্রাণ্যভরণানি চ ।

বীর্ঘ্যবলদর্পিত কোন বীরই অশ্বকে ধারণ
 করে নাই। হে নরোত্তম! পরিশেষে
 মনোরম যজ্ঞাশ্ব রমণীয় বাগ্নীকর আশ্রমে
 গম্য করে, তথায় যে অদ্ভুত ব্যাপার
 ঘটয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। তথায়
 অবিকল আপনার স্তায় আকৃতিসম্পন্ন,
 মহাবল-পরাক্রান্ত ষোড়শবর্ষীয় কোন বালক
 ললাটপত্রচিহ্নিত অশ্ব দেখিয়া গ্রহণ করেন।
 ৬৩—৭৩। হে নরোত্তম! পরে তথায় সেনা-
 পতি কালজিতের সহিত তাঁহা হে তুমুল
 সংগ্রাম হয়, পরিশেষে সেই বীর বালক
 ভীক্ষুধার খড়্গধারা কালজ্যকে সূংহার
 করেন। অনন্তর সেই বীরশিরোমণি
 সংগ্রামে মহাবলসম্পন্ন পুঞ্জলাদি অনেক-
 কেই নিহত এবং শক্রয়কেও মুচ্ছিত করিয়া-
 ছিলেন। অন্তঃপর বীরবর শক্রয়, যুদ্ধ-
 ক্ষেত্রে মনোরমধ্যে সমধিক ক্রোধ বোধ করিয়া
 ক্রোধভরে সেই বলিপ্রবর বালককে
 মুচ্ছাভিক্ত করেন। যেমন রাজা শক্রয়
 তাঁহাকে মুচ্ছিত করেন, অমনি তদ্রূপ অপর
 একটা বালক আসিল। পরে সেই মুচ্ছিত
 বালক চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া তিনি ও ইনি
 উভয়ে আপনার সমস্ত সৈন্যই বিনাশ করি-
 লেন। অনন্তর উভয়ে মুচ্ছিত সমুদয় বীর-

গৃহীত্বা বানরৌ বন্ধৌ জগত্যুঃ স্বাশ্রমং প্রতি ।
 রুপাং রুত্বা পুনস্তেন দন্তোহশো যজ্ঞিয়ৌ মহান
 জীবনং প্রাপিতঃ সর্বং কটকং নষ্টজীবিতম্ ॥
 বয়ং নীত্বা ততো বাহুং প্রাপ্তাস্তব সমীপকে ।
 এতদেব ময়া জাতং তদুক্তং তে পুরো বচঃ ॥৮
 ইতি জীপাদ্যে পাতালখণ্ডে ষট্টিত্রিংশো-
 অধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায় ।

শেষ উবাচ ।

কথিতৌ বৈ স্মৃতিনা বাগ্নীকৈরাশ্রমে শিশু ।
 পুত্রৌ স্বীয়াবিত্তি জাত্বা বাগ্নীকিংপ্রতি সঙ্গগৌ
 জীৱাম উবাচ ।
 কো শিশু মম সারূপ্যধারকৌ বলিনাং বরৌ ।
 কিমর্থং তিষ্ঠতস্তত্র ধনুর্বিদ্যা-বিশারদৌ ॥ ২

গণের অস্বশস্ত্র ও আভরণসকল গ্রহণান্তে
 কপিবরদ্বয়কে বন্দনপূর্বক গ্রহণ করিয়া স্বীয়
 আশ্রমভিমুখে গমন করিলেন। পুনরায়
 তাঁহার্য্য রূপা করিয়া আপনায় যজ্ঞিয় অশ্ব-
 বরকে প্রদান করিলেন, এবং হস্তজীবন
 সমুদয় সৈন্তকেই পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন।
 অতঃপর আমর্য্য অশ্ব লইয়া আপনায় নিকট
 আসিয়াছি। প্রভো! আমি এইমাত্র যাহা
 কিছু জানি, তৎসমুদয়ই আপনায় নিকট
 ব্যক্ত করিলাম। ৭৪—৮০ ।

ষট্টিত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

অনন্তদেব কহিলেন,—মস্ত্রিবর স্মৃতি,
 বাগ্নীকির আশ্রমস্থিত যে দুইটা শিশুর কথা
 কহিলেন, জীৱামচন্দ্র তাহাদিগকে স্বীয় পুত্র-
 বোধে বাগ্নীকিকে কহিলেন,—মুনে! মৎ-
 সন্দৃশাকৃতি, ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ, মহাবল-

অমাত্যকথিতৌ ঋত্বা বিশ্বয়ৈ মম জায়তে ।
 যৌ শক্রয়ং হনুমন্তং লীলয়াক্ত ববন্ধতুঃ ॥ ৩
 তস্মাচ্ছংস মুনে সর্বং বালয়োশ্চ বিচেষ্টিতম্ ।
 যথা মে পরমা প্রীতির্ভবত্যেবমভীপিতা ॥ ৪
 ইতি তৎকথিতং ঋত্বা রাজরাজস্ব ধীমতঃ ।
 উবাচ পরমং বাক্যং স্পষ্টাক্ষরসমধিতম্ ॥ ৫
 বাগ্নীকিরুবাচ ।

তবাল্লর্ঘ্যমিণৌ নৃণাং কথং জ্ঞানং হি নো ভবেৎ
 তথাপি কথয়াম্যত্র তব সন্তোষহেতবে ॥ ৬
 রাজন্ যৌ বালকৌ মহামাশ্রমে বলিনাং বরৌ
 ত্বৎসারূপ্যধরৌ স্বাশ্রমনোহরবপুর্করৌ ॥ ৭
 ত্বয়া যদা বনে ত্যক্তা জানকৌ বৈ নিরাগসৌ ।
 অন্তর্ভুক্তৌ বনে ঘোরৈ বিলাপস্তৌ মুহুর্ধ্বুঃ ॥ ৮
 কুররীমিব তুঃখার্ভাং বীক্ষ্যাহং তব মোহলাম্ ।
 জনকস্ত সূতাং পুণ্যামাশ্রমে ত্বানয়ং তদা ॥ ৯

সম্পন্ন সেই শিশুদ্বয় কে? কি জন্তুই বা
 তথায় অবস্থিতি করিতেছে? যে বালক-
 যুগল অবলীলাক্রমে শক্রয়কে মুর্ছিত ও
 হনুমানকে বন্দন করিয়াছিল, অমাত্য কথিত
 সেই শিশুদ্বয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার
 বিশ্বয় জন্মিতেছে। অতএব হে মুনে!
 যাহাতে আমার অভীপিত পরম প্রীতীলাভ
 হয়, তজ্জন্তু সেই শিশুদ্বয়ের বিষয় সমুদয়
 আমায় বলুন। মুনিবর বাগ্নীকি, ধীমন্
 রাজরাজ রামচন্দ্রের কথিত এতৎকথা শ্রবণ
 করিয়া স্পষ্টাক্ষরে পরম বাক্য বলিতে পারন্ত
 করিলেন। বাগ্নীকি বলিলেন, রাজন্! আপনি
 যখন মানবগণের অন্তর্ঘ্যামী, তখন এ বিষয়ই
 বা না জানিবেন কেন? যাই হউক, তথাপি
 আপনায় সন্তোষার্থ মদীয় আশ্রমে ভবদীয়-
 সন্দৃশাকৃতি মনোহর মূর্ত্তি মহাবলশালী যে
 বালকদ্বয় আছে, তাহাদিগের বিষয় বলি,
 শুনুন। ১—৭। প্রভো! আপনি যখন
 ঘোরবনমধ্যে নিরপরাধা গর্ভবতী জানকীকে
 পরিভ্রাণ করেন, তৎকালে তিনি মুহুর্ধ্বু
 বিলাপ করিতেছিলেন। অনন্তর আমি,
 কুরবীর স্তায় তুঃখার্ভা পবিত্ররূপয়া ভবদীয়

তস্তাঃ পৰ্ণকুটী রম্যা রচিতা মুনিপুত্রকৈঃ ।
 তস্তামভূতাং পুত্রৌ ধৌ ভাসয়ন্তৌ দিশো দশ
 তয়োৱকৱবং নাম কুশো লব ইতি স্কুটম্ ।
 ববৃধাতেহনিশং তত্র শুক্লপক্ষশশী যথা ॥ ১১
 কালেনোপনয়াদ্যানি কশ্মাণি কৃতবানহম্ ।
 বেদান্ সান্ধানহং সৰ্বান্ গ্রাহয়ামাস ভূপতে ॥
 সৰ্বাণি সরহস্তানি শৃণুষ্য মুখতো মম ।
 আয়ুর্বেদং ধনুর্বিদ্যাং শস্ত্রবিদ্যাং তর্থেব চ ।
 বিদ্যাং জালঙ্করীক্কাং সঙ্গীতকুশলৌ কৃতৌ ॥
 গঙ্গাকলে গায়মানৌ লতাকুঞ্জবনেষু চ ।
 চঞ্চলৌ চলচিত্তৌ চ সৰ্ববিদ্যাৱিশারদৌ ॥ ১৪
 তদাহমতিসন্তোষং প্রাপ্তঃ পরমবালযোঃ ।
 দধা সৰ্বাণি শস্ত্রাণি মন্তকে নিহিতঃ করঃ ॥ ১৫
 অতীব গানকুশলৌ দৃষ্ট্বা লোকা বিসিদ্ধিরে ।

ষড়্ভুজমধ্যগাঙ্কার-ভেদবিদ্যাৱিশারদৌ ॥ ১৬
 তথাবিধৌ বিলোকাহং গাপয়ামি মনোহরম্ ।
 ভবিষ্যজ্ঞানযোগাচ্চ কৃতং রামাঃ পং শুভম্ ॥
 মৃদঙ্গপণবাদ্যক্ যজ্ঞবীণাৱিশারদৌ ।
 বনে বনে চ গায়ন্তৌ যুগপক্ষিবিমোহকৌ ॥ ১৮
 অদ্ভুতং গীতমাধুৰ্য্যং তদা রামকুমারয়োঃ ।
 শ্রোতুং তৌ বরুণৌ বালাবানিনায় বিভাবরীয
 মনোহায়িবয়োরুপৌ গানবিদ্যাৱিক্তিপারগৌ ।
 কুমারৌ জগতুস্তত্র লোকেশাদেশতঃ কলম্ ॥
 পরমং মধুরং রম্যং পবিত্রং চরিতং তব ।
 শুশ্রাব বরুণঃ সার্কিং কুটুধেন চ গায়কৈঃ ॥ ২১
 শৃণুৱেব গাতকৃষ্ণিং মিত্ৰেণ বরুণঃ সহ ।
 স্নুধাতোহপি রসম্বাত্তচরিতং রঘুনন্দন ॥ ২২
 গানানন্দমহালাভ-হৃতপ্রাণেশ্বিয়ক্রিয়ঃ ।

পত্নী জ্ঞানকীকে দেখিতে পাইয়া স্বীয়
 আশ্রমে লইয়া যাই, পরে মুনিপুত্রেরা তাঁহার
 বাসার্থ এক রমণীয় পর্ণকুটীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া
 দেয়। তৎপরে যথাকালে তাঁহার যুগল
 কুমার জন্মগ্রহণ করে। সেই কুমারদ্বয়ের
 রূপে দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। অন-
 স্তর যথাসময়ে আমি তাহাদিগের কুশ ও
 লব এই নামকরণ করি, তাহারাও প্রতিক্রমে
 শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার স্তায় রুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে
 থাকে। ভূপতে! যথাকালে আমিই তাহা-
 দিগের উপনয়নাদি কার্যসকল নিৰ্ব্বাহ করি
 এবং সমুদয় ষড়্ভুজ বেদ ও অন্তান্ত সরহস্ত
 যে সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছি, আমারই
 মুখে শ্রবণ করুন। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বিদ্যা, অস্ত্র-
 বিদ্যা, ও জালঙ্করীবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছি এবং
 সঙ্গীতবিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী করি-
 য়াছি। বালকতাবশতঃ চলচিত্ত, সৰ্ববিদ্যা-
 ৱিশারদ সেই বালকদ্বয় যখন গঙ্গাতীরে
 লতাকুঞ্জবনে গান করিতে থাকে, তখন
 আমি সেই অপূৰ্ব্ব বালকযুগলের উপর পরম
 সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। আমি তাহাদিগকে
 সৰ্ব্বপ্রকার অস্ত্র দান করিয়া তাহাদিগের
 মন্তকে হস্তপ্রদান করত আশীর্বাদ করিয়াছি।

তাহাদিগকে ষড়্ভুজ, মধ্যম ও গাঙ্কার-স্বর-
 বিষয়ক ভেদজ্ঞানে পারদর্শী ও সঙ্গীতদক্ষ
 দেখিয়া লোক সকল চমৎকৃত হইয়াছে।
 তাদৃশ সঙ্গীতজ্ঞ দেখিয়া তাহাদিগকে আমি
 সৰ্ব্বদাই প্রায়, ভবিষ্যৎ-জ্ঞানবলে স্বয়ং-
 প্রণীত রামায়ণ গান করাইয়া থাকি।
 ৮—১৭। কুশ লব যজ্ঞবিদ্যাও ৱিশারদ
 হইয়াছে, তাহারা মৃদঙ্গ পণবাদি বাদন করত
 বনে বনে উক্ত রামায়ণ-গান করিয়া যুগ-
 পক্ষীদিগকেও বিমুগ্ধ করিয়া থাকে।' রাম!
 অধিক কি, সেই কুমারযুগলের অদ্ভুত মধুর
 সঙ্গীত শ্রবণার্থ একদা বরুণদেব, সেই
 বালকদ্বয়কে নিজ বিভাবরী পুরীতে লইয়া
 যান। মনোহর-বয়োরূপসম্পন্ন সঙ্গীতরূপ
 সাগরের পারগামী সেই কুমারদ্বয় লোকপাল
 বরুণ দেবের আদেশানুসারেই তথায় গিয়া-
 ছিল এবং বরুণদেবও নিজ সঙ্গীতদক্ষ বন্ধু-
 বান্ধবগণের সহিত কুমারদ্বয়ের মুখে পরম
 স্নুমধুরস্বরপূর্ণ ভবদীঘ রমণীয় বিচিত্র চরিত
 শ্রবণ করেন। রঘুনন্দন! বরুণদেব মিত্ৰের
 সহিত স্নুধা অপেক্ষাও স্নুরসপূর্ণ ভবদীঘ
 চরিত শ্রবণে পরিতৃপ্ত হন নাই। তাঁহার

প্রত্যাগন্তঃ দিদেশাসৌ কুমারো ন হি
 ভাবকৌ । ২৩
 রমণীয়মহাভোভোগৈলৌভিতাবপি বালকৌ ।
 চালিতৌ ন শুরোশ্চাক্ষমাতঃ পাদাভুজস্মৃতেঃ ।
 অহঙ্কাপি গতঃ পশ্চাৎকরণালয়মুক্তমম্ ।
 বরুণঃ প্রেমগলিতঃ পূজাং চক্রে মম প্রভো ।
 পৃচ্ছতে জন্মকর্মাদি সর্বজ্ঞায়্যপি বালয়োঃ ।
 বরুণায়াত্রবং সর্বং জন্মবিদ্যাভ্যাগামমম । ২৬
 ঋষা সীতামুতো দেবঃ স চক্রেঋষভূষণৈঃ ।
 দেবদত্তমিতি গ্রাহমিতি মহাক্যগৌরবাৎ । ২৭
 আদন্তঃ রাজপুত্রাত্যাং যদন্তঃ বরুণেন তৎ ।
 প্রসন্নেন তদ্বোক্ষ্যন্ত্য-গানবিদ্যাবয়োশুভৈঃ । ২৮
 ততো মামব্রবীৎ সীতামুদ্ভিচ্ছ বরুণঃ কৃতীঃ ২
 সীতা পতিব্রতার্থ্যা শীলরূপবনোহিষিতা ।

বীরপুত্র মহাভাগা ত্যাগং নারহতি কহিচিৎ ৩০
 মহতী হানিরেতস্তান্ত্যাগে হি রঘুনন্দন ।
 সিদ্ধীনামং পরমা সিদ্ধিরেষা তে হনপায়িনী ৩১
 পামরৈর্ম্মাহমা নাস্তা জায়তে যদি দৃষিতৈঃ ।
 কা হানিস্তাবতা রাম পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন । ৩২
 অশ্মৎসাক্ষিকমেবাস্তাঃ পাবনং চরিতং সদা ।
 সদ্যস্তে সিদ্ধিমাযান্তি যে সীতাপদচিন্তকঃ । ৩৩
 যশ্চাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ জন্মস্থিতিলয়াদিকাঃ ।
 ভবন্তি জগতাং নিত্যাং ব্যাপারা ঐশ্বর্য অমী
 সীতা মৃত্যুঃ সূধা চেৎসং তপন্ত্যো চ বর্ষতি ।
 স্বর্গো যোক্সপো যোগো দানঞ্চ তব জানকী
 ব্রহ্মাণঃ শিবমস্তাংস লোকপালান মদাদিকান
 করেতোত্যা করেতোব্য ন চ সীতা তব প্রিয়া
 ত্বং পিতা সর্বলোকানাং সীতা চ জননীত্যতঃ

প্রাণ ও ইশ্রিয়কার্যসকল কুমারযুগলের
 সঙ্গীত-শ্রবণজন্তু আনন্দোপভোগে মহালাল-
 সায় অপহৃত হওয়ায় কুমারদ্বয়কে আর
 প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করেন নাই।
 তিনি, কুমারদ্বয়কে রমণীয় বিবিধ ভোগ্য
 বস্তু দ্বারা প্রলোভিত করিলেও তাহা-
 দিগের গুরু ও মাতার চরণ চিন্তা হইতে
 চালিত করিতে পারেন নাই। প্রভো!
 পশ্চাৎ স্বয়ং আমি বরুণালয়ে গমন করি,
 বরুণদেবও প্রেমার্জ্বলদয়ে আমার পূজা
 করেন। পরে তিনি সর্বজ্ঞ হইলেও বালক-
 দ্বয়ের জন্ম-কর্মাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়,
 আমি সেই বরুণদেবকে যেরূপে তাহাদিগের
 জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষাদি হইয়াছে, তৎসমুদয়
 বিষয় বলি। বরুণদেব তাহাদিগকে সীতা-
 পুত্র শ্রবণ করিয়া বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা
 যথেষ্ট সমাদর করেন, পরে “দেবপ্রদত্ত বস্তু
 অবশুই গ্রহণ করা কর্তব্য” আমার এই
 কথায় গৌরব রক্ষা করিবার জন্তই তাহা-
 দিগের গীত,বাদ্য, বিদ্যা, বয়স ও গুণাদি দ্বারা
 প্রসন্ন হইয়া বরুণদেব যে সকল বস্তু দান
 করিয়াছিলেন, রাজকুমারদ্বয় তৎসমুদয় গ্রহণ
 করে। অনন্তর মহাজ্ঞানী বরুণদেব সীতা-

উদ্দেশে আমায় বলেন যে, আপনি স্ত্রীরামকে
 কহিবেন, রঘুনন্দন। যোক্রপশালিনী সচ্চ-
 রিত্রা মহাভাগা সীতাদেবী পতিব্রতাদিগের
 আদর্শ এবং বীরপ্রসবিনী, তিনি কদাচ
 ত্যাগযোগ্যা হইতে পারেন না। সীতাদেবী
 সমুদয় সিদ্ধিদিগের মধ্যে নিত্যা পরমা সিদ্ধি,
 তাঁহার ত্যাগে মহতী হানি আছে। ১৮—৩১।
 হে পুণ্যশ্লোক রাম! দৃষিত পামরগণ
 যদি তাঁহার মহিমা না জানিতে পারে,
 তাহাতে তাঁহার বা আপনার কি হানি
 আছে? সীতার পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে
 আমরা সর্বদাই সাক্ষী আছি, অধিক কি,
 যাহারা সীতাদেবীর চরণারবিন্দ ধ্যান করে,
 তাহার তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।
 তাঁহারই সঙ্কল্পমাত্রে প্রতিনিয়ত অখিল জগ-
 তের সৃষ্টি লয়াদি ঐশ্বরিক ব্যাপারসকল
 সংঘটিত হইতেছে। সীতাই মৃত্যু ও সূধা-
 স্বরূপা, তিনিই সূর্য্যাদিরূপে তাপ প্রদান ও
 বর্ষণ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ ভবদীর্ঘ জান-
 কীই স্বর্গ, যোক্স, তপস্যা এবং যোগ ও দান-
 স্বরূপা। সীতাদেবীই ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও
 অশ্মদাদি লোকপালকগণকে পুনঃপুনঃ সৃজন
 করিতেছেন, সীতা কেবল আপনার প্রিয় নন,

কুণ্ডলিঙ্গ তু ক্ষেমযোগ্যা ন তব কর্হিচিং ॥৩৭
 বেতি সীতাং সদাশুক্রাং সর্বজ্ঞো ভগবান্ স্বয়ম্
 ভবানপি সূতাং ভূমে: প্রাণাদপি গরীয়সীম্ ॥
 আদর্শব্য ভয়া তস্মাৎ প্রিয়া শুদ্ধেতি জানকী
 ন চ শাপপরাভূতি: সীত্যাং অগ্নি বা বিভো।
 ইমানি মম বাক্যানি বাচ্যানি জগতীপতিম্।
 রামং প্রতি ভয়া সাক্ষাৎস্বীকে মুনিসত্তম ॥৪০
 ইত্যুক্তো বরুণেনাহং সীতাসংগ্রহকারণাৎ।
 এবমেব হি সর্বেশ্চ লোকপালৈরপি প্রভো ॥৪১
 ঋতং রামায়ণোপগানং পুত্রাভ্যাং তে
 সুরাসুরৈ:।
 গন্ধর্বেশ্বরপি সর্বেশ্চ কোতুকাবিষ্টমানসৈ: ॥৪২
 প্রসন্নো এব সর্বেহপি প্রশংসঃসু: সূতো চ তে
 ত্রৈলোক্যাং মোহিতং তাভ্যাং রূপ-
 গানবয়োশুণৈ: ॥ ৪৩

তিনি অখিল লোকেরই জননী, এবং আপ-
 নিও অখিল লোকের পিতা, এজ্ঞস্ত ঠাঁহার
 প্রতি কুণ্ডলি কখন আপনার যোগ্য নহে।
 স্বয়ং সর্বজ্ঞ ভগবান্ মহেশ্বর, সদা-
 শুক্রা সীতাকে সম্যক বিদিত আছেন
 এবং ভবদীয় প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী সেই
 কুপ্তীকে আপনিও সবিশেষ জানেন।
 বিভো! অতএব নিজ প্রিয়া জননীকে পরম
 পবিত্রা জানে সমাদর করা আপনার কর্তব্য,
 আপনার বা সীতার এরূপ শাপপরাভব সঙ্গত
 নহে। ৩৭—৩৯। বরুণ এই কথা বলিয়া দিয়া
 পুনরায় বলিলেন, হে মুনিসত্তম বাল্মীকে!
 আপনি জগৎপতি সাক্ষাৎ শ্রীরামকেই
 আমার এই সকল কথা বলিবেন। প্রভো!
 সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্ত বরুণদেব
 আমায় এই সকল কথা বলিয়াছেন এবং
 অপর সমুদয় লোকপালও উক্তপ্রকার নানা
 কথা বলিয়া দিয়াছেন। শ্রীরাম! সমুদয়
 সুরাসুর ও গন্ধর্বেগণও কোতুকাবিষ্টচিত্তে
 ভবদীয় পুত্রস্বয়ের রামায়ণ-সঙ্গীত শ্রবণ
 করিয়াছেন এবং সকলেই প্রসন্ন হইয়া
 আপনার উভয়পুত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া-

দন্তং বল্লোকপালৈস্তে সূতাভ্যাং বীকৃতং
 হি তৎ।
 ঋষিভিশ্চ বরা আভ্যামস্তেভ্যাং কীর্তিরেব চ ॥
 একরামং জগৎসর্বং পূর্বং মুনিবিলোকিতম্।
 ত্রিরামমধুনা জাতং সূতাভ্যাং তেহখিলেক্ষিতম্
 এককামপরাভূতিলোকৈ পূর্বমবেক্ষিতা।
 কামৈশ্চতুর্ভিরদ্যাগং জীয়তে চ যতন্ততঃ ॥ ৪৬
 সর্বত্রান্ত্রাজ্য রাজেন্দ্র রামপুত্রো কুশীলবো।
 গীয়তে তত্র সঙ্কোচ: কিংকৃতো বিদুষি অগ্নি ॥৪৭
 কৃতেশু তব সর্বেষু জয়তে মহতী স্মৃতি:।
 ত্যাগাদন্ত্রাজ্য সীতয়া: পুণ্যলোকশিরোমণে।
 ভয়া ত্রৈলোক্যানাথেন গার্হস্থ্যমম্বকুর্ষতা।
 অঙ্গীকার্যো সূতো রাম বিদ্যাশীলশুণাষিতো
 ন তো স্বাং মাতরং হিষ্টা স্বাস্ততো ভবদস্তিকে
 জনস্তা.সহিতো তস্মাদাকার্যো ভবতা সূতো ॥

ছেন; কলে, তাহাদের রূপ, গুণ, বয়স ও
 সঙ্গীতে ত্রৈলোক্যই মোহিত হইয়াছে।
 লোকপালগণ আপনার পুত্রযুগলকে যে যে
 বস্তু দিয়াছিলেন, তাহারা আমার কথাসু-
 সারে তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়াছে এবং ঋষি-
 গণপ্রদত্ত বিবিধপ্রকার বর ও অস্ত্রান্ত ব্যক্তি
 হইতে প্রভূত কীর্তি লাভ করিয়াছে। পূর্বে
 মুনিগণ সমুদয় জগৎ এক রামময় দেখিয়া-
 ছিলেন, এক্ষণে আবার আপনার পুত্রযুগল-
 দ্বারা ত্রিরামময় দেখিতেছেন। জগতে পূর্বে
 সকলেই এক-কাম হইতে পরাভব নিরীক্ষণ
 করিয়াছিলেন, এক্ষণে চতু:সংখ্যক কাম-
 কর্তৃক এই জগৎ সর্বত্রই পরাজিত হই-
 তেছে। রাজেন্দ্র! অপর সর্বস্থানেই কুশী-
 লব শ্রীরামের পুত্র বলিয়া কীর্তিত হইতেছে,
 আপনি মহাজ্ঞানী হইয়াও কিজন্ত এবিষয়ে
 সঙ্কোচ করিতেছেন? হে পুণ্যলোক-
 শিরোমণে! সীতাদেবীর পরিত্যাগ ভিন্ন
 ভবদীয় সমুদয় কার্য্যেই মহতী সূখ্যাতি
 শুনা যায় ৪০—৪২। রাম! আপনি ত্রৈলোক-
 নাথ, এজ্ঞস্ত সখিচারাসুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের
 অম্বসরণ করিয়া সেই বিদ্যাশীলশুণাবৃত

দত্ত এব তয়া শ্রাণঃ সেনাসঞ্জীবনাং পুনঃ ।
 প্রত্যয়ঃ সর্বলোকানাং পাবনঃ গন্ততামপি ॥ ৫১
 নাজ্ঞাতং তে ন চাস্মাকং নামরণাঞ্চ মানদ ।
 শুদ্ধৌ তস্তান্ত লোকানাং যন্ত্রষ্টং তদিত্ব ক্রবম্ ॥
 শেষ উবাচ ।

ইতি বাস্মৌকিনা রামঃ সর্বজ্ঞোহপ্যববোধিতঃ
 শ্রদ্ধা নস্থা চ বাস্মৌকিং প্রত্যা বাচ স লক্ষণম্ ॥
 গচ্ছ তাতাধুনা সীতাম'নতুং ধর্ম্মচারিণীম ।
 সপুত্রাং রথমাস্থায় সু ব্রহ্মসহিতঃ সখে ॥ ৫৪
 শ্রাবয়িষ্যাম্যেমানি মূনেশ্চ বচনাস্তপি ।
 সর্বোধ্য চ পুরীমেতাং সীতাং প্রত্যানয়াশু
 তাম্ ॥ ৫৫

লক্ষণ উবাচ ।

যশ্চামি তব সন্দেহাৎ সর্বেষাং বঃ প্রিয়াস্বিতে

পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করা কর্তব্য । কিন্তু তাহার
 স্বীয় মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার
 নিকট থাকিবে না, তজ্জন্ত তাহাদিগের
 জননীর সহিত তাহাদিগকে আহ্বান করা
 উচিত । ভবদীয় সেনাগণকে পুনর্জীবিত
 করায় সমুদয় পাণ্ডী জনগণেরও তদীয়
 পবিত্রতা-প্রতিপাদক এরূপ প্রত্যয় জন্মিয়াছে
 যে, সীতাদেবী সকলকে প্রাণ দান করিয়া-
 ছেন। হে মানদ! তাহার শুদ্ধিবিশয়ে
 আপনার বা আমাদিগের এবং অমর-
 বৃন্দেরও কিছুই অজ্ঞাত নাই, কতিপয় জন-
 গণের যে অজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহা
 এই ঘটনায় বিনষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র
 সর্বজ্ঞ হইলেও বাস্মৌক-কর্তৃক এইরূপে
 প্রবোধিত হইলেন, এবং তৎকাল্য শ্রবণ
 করিয়াই বাস্মৌকিকে প্রণামপূর্বক লক্ষণকে
 কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তুমি ধর্ম্মচারিণী
 সীতাকে আনয়নার্থ গমন কর । প্রিয়তম!
 তুমি স্মিত্তের সাহচর্য তথায় যাইয়া আমার
 এবং মূনিবরের এই সকল কথা শ্রবণ
 করাইয়া প্রবোধদানপূর্বক সীতাকে তদীয়
 পুত্রদ্বয়ের সহিত রথে আরোহণ করাইয়া
 অবশেষে এই অধোধ্যপুরীতে লইয়া

দেব্যায়াস্ততি চেদেব যাত্রা মে সকলা ততঃ ॥
 ময়ি সা সাভ্যাহুঃশিব পূর্বদোষবশাৎ সতী ।
 অনাগতা দেব তস্তাঃ কমস্তাগস্তকং তু মাশ্ ॥
 ইতুক্তা লক্ষণো রামঃ রথে স্থিত্বা নৃপাজয়া ।
 স্মৃমিত্তমুনিশিষ্যাভ্যাং যুক্তোহগাছানিতাশ্চমম্ ॥
 কথং প্রসাদনীয় শ্রাৎ সীতা ভগবতী ময়া ।
 পূর্বদোষং বিজানান্তি রামাধীনস্ত মে সদা ॥
 এবং সক্ষিস্তয়ন্ত্রস্তর্হর্বসক্কেচমধ্যাগঃ ।
 লক্ষণঃ প্রাপ সীতায় আশ্রমং শ্রমনাশনম্ ॥৬০
 রথাৎ সোহখাবকুছারাদশ্চক্রুদ্ববলোচনঃ ।
 আর্যো পূজ্যে ভগবতি শুভে ইতি বদন্তুহঃ ॥
 পপাত পাদয়োস্তস্তা বেপমানাখিলাদ্রকঃ ।
 উখাপিতস্তয়া দেব্যা শ্রীঃতবিস্বলয়া স চ ॥ ৬২

আইস। তৎকালে লক্ষণ কহিলেন, বিভো!
 আপনাদিগের সকলের প্রিয়কামনায় আপ-
 নার আদেশানুসারে আমি এখনই যাই-
 তোছি, কিন্তু দেব! দেবী যদি আগমন
 করেন, তবেই আমার যাত্রা সফল হইবে।
 ৫০—৫৬। সতী সীতাদেবী মদীয় পূর্বদোষ-
 বশতঃ নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ আছেন,
 এজন্ত দেব! তিনি যদি না আসেন তাহা
 হইলে প্রত্যাগত আমার অপরাধ লইবেন
 না। লক্ষণ শ্রীরামকে এই কথা বলিয়া
 স্মিত্ত ও বাস্মৌকির কোন শিষ্যের সহিত
 রথারোহণে জানকীর আশ্রমে গমন
 করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে লক্ষণ
 “কিরূপে ভগবতী সীতাদেবীকে আমি
 প্রসন্ন করিব, আমি শ্রীরামের অধীন হইয়া
 পূর্বে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ত
 সর্বদাই তিনি মনোমধ্যে জ্ঞান করিতে-
 ছন” এইরূপ চিন্তায় যুগপৎ হর্ষ সঙ্কোচাধিত
 হইয়া গমন করত সীতাদেবীর শ্রমনাশন
 আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর
 তিনি রথ হইতে অবতরণপূর্বক নিকটে
 যাইয়া অঙ্গপূর্ণলোচনে বারংবার “আর্যে!
 পূজ্যে! ভগবতি! শুভে।” ইত্যাদি
 বলিতে বলিতে কম্পিতকলেবরে সীতার

সীতোবাচ ।

কিমৰ্শমাগতঃ সৌম্য বনং মুনজনপ্রিয়ম্ ।

আন্তে স কুশলৌ দেবঃ কৌশল্যাশুক্ৰি-

মৌক্তিকঃ ॥ ৬০

অন্নোযো ময়ি কচ্চিৎ স কীৰ্ত্ত্যা কেবলয়া হুত

কীৰ্ত্ত্যতে সৰ্বলোকৈক্শচ কল্যাণশুণসাগরঃ ॥ ৬১

অকীৰ্ত্তিতীতিমাপন্নো হস্তঃ মাং স্বাং নিযুক্তবান

যদি ততোহপি লোকেষু কীৰ্ত্তিত্ত্বামলা ভবে

মুদ্বাপি পতিসংকীৰ্ত্তিংকুরত্যা মে হি স্মৃশিরাম

পতিসামীপ্যমেবাশু ভূয়াদেব হি দেবর ॥ ৬২

ভ্যক্তয়্যাপি ময়া তেন নাসৌ ত্যক্তো মনাগপি

কলং হি সাধনায়ন্তঃ হেতুঃ ফলবশো ন তু ॥ ৬৩

কৌশল্যা শল্যাশুভাসৌ রূপাপূর্ণা সদা ময়ি ।

আন্তে কুশলিনী যশ্চাঃ পুত্রৈল্লোক্যপালকঃ

সৰ্বৈ কুশলিনঃ সন্তি ভরতাদ্যাশ্চ বান্ধবাঃ ।

স্মিত্রা চ মহাভাগা যশ্চাঃ প্রাণাদহঃ প্রিয়া ॥ ৬৯

চরণদ্বয়ে পতিত হইলেন, সীতাও ক্রীতি-
বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন।
তখন সীতা বলিলেন, সৌম্য! কি জন্ত
এই মুনজন-প্রিয় অরণ্যে আসিলে?
কৌশল্যারূপ শুক্রিন্দ্রুত মৌক্তিকস্বরূপ দেব
রঘুনাথ ত কুশলে আছেন? কেবল কীৰ্ত্তি-
প্রিয় রঘুনাথ ত আমার উপর রুপ্ত হন নাই?
সকল লোকেই ত তাঁহাকে কল্যাণশুণসাগর
বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। তিনি কি অকীৰ্ত্তি-
ভয়ে আমাকে সংহারার্থ তোমায় নিযুক্ত
করিয়াছেন? কি জানি, যদি তাহাতেও
ঈহাং নির্মল কীৰ্ত্তি হয়। দেবর! আমি
যদি মরিয়্যাত্তাং চিরস্থায়িনী কীৰ্ত্তি রক্ষা
করিতে পারি, তাহা হইলে অবিলম্বেই আমার
পতিসারূপ্য লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। তিনি
আমায় পরিত্যাগ করিলেও আমি তাঁহাকে
ক্ষণকালের নিমিত্তও ত্যাগ করি নাই,
কারণ, ফলই হেতুর অধীন, হেতু কখন
ফলের বশ নহে। ঈহাং পুত্রৈল্লোক্য-
পালক, এবং যিনি সৰ্বদা আমার প্রতি
রূপাবতী ছিলেন, সেই দেবী কৌশল্যা ত

মদ্বংকিঃ স্বমপি ত্যক্তঃ সৰ্বলোকেষু কীৰ্ত্তয়ে ।

রাজঃ কিং দুস্ত্যাজং তস্ম শ্বাশ্বাপি যশ্চ ন প্রিয়ঃ

ইত্যেবং বহধা পৃষ্টস্তয়া রামাৰুজঃ স তাম্ ।

উবাচ কুশলৌ দেবঃ কুশলং স্বয়ি পৃচ্ছতি ॥ ৭১

কৌশল্যা চ স্মিত্রা চ যশ্চাত্তা রাজযোষিতঃ

পপ্রচ্ছুঃ কুশলং দেবি ক্রীত্যা স্বামাশিষা সহ ॥

কুশলপ্রশ্নপূৰ্ব্বং হি তব পাশাভিবন্দনাম্ ।

নিবেদয়ামি শক্রশ্চভরতভ্যাং কৃতং শুভে ॥

শুক্ৰভিশুক্ৰপত্নীভ্যঃ সৰ্বীভিরপি তে শুভে ।

দস্তাশীঃ কুশলপ্রশ্নঃ কৃতশ্চ স্বয়ি জানকী ॥ ৭৪

আকারয়্যাত দেবস্বাং নির্মলীকঃ কৃতশ্চিবান্ ।

অলকাস্মরতিশ্চতোহস্ত্রজ সৰ্বীভ ভামিনি ॥ ৭৫

শৃষ্ঠা এব দিশঃ সৰ্বীভ্যাং বিনা জনকাস্বজে ।

কুশলিনী আছেন? তিনি আমার ত্যাগে

মদীয় অপবাদরূপ-শল্যাশৃষ্ঠা হইয়াছেন ত?

ভরতাদি বান্ধবগণ সফলরই কুশল ত?

এবং ঈহাং আমি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা

ছিলাম, সেই স্মিত্রাদেবীও ত কুশলে

আছেন? অখিল লোকে কীৰ্ত্তির নিমিত্ত

আমায় স্ময় তুমিও পরিত্যক্ত হইয়াছ নাকি?

ঈহাং স্বীয় আশ্রিত প্রিয় নহে, তাদৃশ

রাজার অত্যাচারই বা কি আছে। লক্ষণ

সীতা কর্তৃক বারংবার এইরূপ জিজ্ঞাসিত

হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, দেব রঘুনন্দন

কুশলে আছেন এবং তিনি আপনার কুশল

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। দেবি! কৌশল্যা

স্মিত্রা প্রভৃতি সমুদয় রাজযোষিদগণই

প্রীতিপূৰ্ণহৃদয়ে আপনাকে আশীর্বাদপূৰ্ব্বক

আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

অয়ি শুভে! ভরত ও শক্রশ্চ যে কুশল-

প্রশ্নপূৰ্ব্বক আপনার চরণে অভিবাদন

করিয়াছেন, তাহাও নিবেদন করিতেছি।

শুভে জানকি! সমুদয় শুক্ৰজন ও

শুক্ৰপত্নীরাই আশীর্বাদপূৰ্ব্বক আপনার

কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে ভামিনি!

পন্নমজ্ঞানী আৰ্য্য এক্ষণে প্রকৃতিস্ব

এবং আপনি ভিন্ন অপর সযুঁদয়

পশ্চিম ঝোড়িত নাথো নো ঝোড়য়ন্ত্রিতরানপি
 যত্র দেবি স্থিতাসি স্বং নিত্যং স্মরতি স্বাধবঃ
 অশুভং তু তমেবাসো মন্ত্রমানো বিদেহজে ।
 ধস্তোহয়মাশ্রমো জাতো বাগ্নীকৈর্ধত্র জানকী
 কালঃ ক্ষপতি বার্ভাভির্শুদৌয়াভির্দগ্নিতি ॥ ৭৮
 উক্তবান যজ্ঞদন কিঞ্চিৎস্বামী নশ্বয়ি তচ্ছুপু ।
 ব্যক্তীভবতি বক্তুর্ধনুগতং তদসংশয়ম্ ॥ ৭৯
 লোকো বদতি মামেব সর্ষেয়ামীশ্বরেশ্বরম্ ।
 অহং অদৃষ্টমেবৈবাং স্বতন্ত্রং কারণং ক্রবে ॥ ৮০
 অদৃষ্টমেব কার্ষ্যেযু সর্ষেয়াংশোহ্যগচ্ছতি ।
 ঈশনীয়ঃ কুতো নৈতদশ্বয়ঃ সূৰ্য্যঃখয়োঃ ॥ ৮১
 ধমুর্ভঙ্গে মতেভ্রংশে কৈকেয়্যা মরণে পিতুঃ ।

বস্তুতেই অল্পরাগবিহীন হইয়া আপনাকে
 আহ্বান করিতেছেন। জনকাস্বজ্ঞে !
 আমাদিগের প্রভু রামচন্দ্রে, আপনার অদ-
 র্শনে দশদিক্ শূন্যময় অবলোকন করিয়া
 আপনিও রোদন করিতেছেন এবং অপর
 সকলকেও কাঁদাইতেছেন। দেবি বিদেহজে।
 “আপনি যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন,
 সেই স্থানকেই কেবল শূন্যময় মনে করিয়া
 এবং যে স্থানে জানকী মদীয় কথায় কাল-
 ক্ষেপ করিতেছেন, সেই বাগ্নীকির আশ্রমই
 ধস্ত, সতত এইরূপ বলিয়া তিনি নিরন্তরই
 আপনাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। আমা
 দিগের সেই প্রভু রোদন করিতে করিতে
 আপনাকে বলিবার নিমিত্ত যাহা কিছু বলিয়া
 দিয়াছেন, শ্রবণ করুন। বক্তার বাক্যে
 ঘেরূপ প্রকাশ পায়, তাঁহার মনোগত ভাবও
 তজ্জপ, তাহাতে সংশয় নাই। ৫৭—৭৯।
 তিনি বলিয়াছেন দেবি! লোকে আমাকেই
 সকলের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর বলে, কিন্তু আমি
 বলি, অদৃষ্টই সকলের প্রধান কারণ।
 কারণ, যিনি সকলের ঈশ্বর, তাঁহাকেও সর্ষ-
 কার্ষ্যে অদৃষ্টের অল্পসরণ করিতে হয়,
 সুতরাং যাহারা ঈশ্বরের অধীন, তাহারা
 কিঙ্কর না সূৰ্য-স্বঃ বিষয়ে তাহার অল্পবস্তী
 হইবে? অগ্নি সত্তী-শিরমণে ভামিনি!

অরণ্যগমনে তত্র হরণে তব বারিধে: ॥ ৮২
 তরণে রক্ষসাং তদুখ্যারণেহপি রণে রণে ।
 সহায়ীভবনে মহামুক্ষবানররক্ষসাম্ ॥ ৮৩:
 লাভে তব প্রতিজ্ঞায়াঃ সত্যত্বে চ সত্যমণে ॥
 পুনঃ স্ববক্ষুস্বস্ত্রে রাজ্যপ্রাপ্তৌ চ ভামিনি ॥
 পুনঃ প্ৰিয়াবিয়োগে চ কারণং যদবারণম্ ।
 প্রসৌদতি তদেবাধ্য সংযোগে পুনরাবয়োঃ ॥
 বেদোহস্তথা কুতো যেন লোকোৎপত্তিলয়ো
 যতঃ ।
 লোকানন্নগতন্তস্মাৎ কারণং প্রথমং স্বহম্ ॥ ৮৬
 অদৃষ্টমম্ববর্তন্তে লোকাঃ সম্প্রতিবোধকাঃ ।
 ভোগেন জীর্ঘ্যতেছদৃষ্টং তত্ত্বু ভুক্তঃ স্মরা বনে
 স্নেহোহকারণকঃ সীতে বর্জমানো মম স্বয়ি ।
 লোকাদৃষ্টে তিরস্কৃত্য স্বামাহ্বয়ত আদরাৎ ॥

হরধমুর্ভঙ্গে, কৈকেয়ীর মতিভ্রংশে, পিতার
 মরণে, অরণ্যগমনে, তোমার হরণে, বারিধি-
 তরণে, রণক্ষেত্রে, রক্ষসাধিপতি সংহারে,
 বিভীষণ এবং ঋক্ষ ও বানরগণকৃত মদীয়
 সহায়তায়, পুনরায় তোমার লাভে, প্রতিজ্ঞা
 সত্যকরণে, পুনর্বার স্বীয় বন্ধুবান্ধবগণের
 সহিত সন্মিলনে ও রাজ্যলাভে এবং
 পুনর্বার প্ৰিয়াবিয়োগে যে অদৃষ্ট অনি-
 বার্থ্য কারণ, অধুনা সেই অদৃষ্টই আবার
 আমাদিগের পুনর্স্মিলনে প্রসন্ন হইয়াছে।
 যে হেতু, অদৃষ্ট বেদকেও অস্তথা করিতে
 পারে, এবং যাহা হইতে অখিল লোকের
 উৎপত্তি ও লয় হইতেছে, অপিচ যাহা কোন
 ব্যক্তিরই অল্পগত নহে, সেই অদৃষ্টকেই
 আমি সূৰ্য-স্বঃের প্রধান কারণ বলি। কিন্তু
 ফলে, মহাজ্ঞানী পুরুষেরাও অদৃষ্টের অল্প-
 বস্তী হইয়া থাকেন এবং যে অদৃষ্ট কেবল
 ভোগদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তুমিও বনে
 থাকিয়া সেই অদৃষ্ট ভোগ করিয়াছ। যাহাই
 হউক, সীতে! শোমার প্রতি আমার যে
 অকৃত্রিম স্নেহ বর্জিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই
 স্নেহই আমাদিগের নিন্দাকারী লোক ও
 দুরদৃষ্টকে উপেক্ষা করিয়া তোমায় সাঙ্গের

শক্তিতে নাপি দোষেণ স্নেহলৈর্নখ্যল্যামজ্জনম্ ।
 ভবতীতি স তৈ শুক্ৰ আশ্বাদো্যো বিবুধৈঃ সদা
 স্নেহশুক্ৰিয়ং ভদ্রে কৃত্য মে ভয়ি নাস্থথা ।
 মন্তব্যং রক্ষিতোহপোষ লোকঃ শিষ্টানুবর্তিনা
 আবয়োনিন্দয়া দেবি সর্বাবস্থানু শুক্ৰয়ে ।
 লোকে। নশ্চেকি সমুচ্চরিতৈর্মুহতাংময়ম্ ॥১১
 আবয়োকচ্ছলা কৌর্ষিরাবয়োকচ্ছলো রসঃ ।
 আবয়োকচ্ছলো বংশাবাবয়োকচ্ছলাঃ ক্রিয়াঃ
 তবৈয়ুরাবয়োঃ কৌর্ষিগায়ক। উচ্ছলা ভুবি ।
 আবয়োর্ভক্তিমস্তো যে তে যান্ত্যস্তং ভবান্বুধে
 ইত্যুক্তা ভবতী তেন প্রীয়মাণেন তে শুণৈঃ ।
 প চ্যঃ পাদাভূজে দ্রষ্টুং করোতু সদয়ঃ মনঃ ।
 বাসাংসি রমণীয়ানি ভূষণানি মহাস্তি চ ।
 অঙ্গরাগস্তথা গম্ভা মনোজ্ঞান্বশ্বি যোজিতাঃ ॥

আস্থান করিতেছে। ভদ্রে। শক্তিত দোষেও
 স্নেহের নিখলতা বিলুপ্ত হয় বলিয়া জ্ঞানি-
 গণের পক্ষে তাহার শুদ্ধিবিধানপূর্বক সর্বাঙ্গ
 আশ্বাদন করা কর্তব্য। তজ্জন্ত আমি যে
 তোমার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, উহা-
 দ্বারা স্নেহের শুদ্ধিবিধানই করিয়াছি, তুমি
 উহাতে অস্তভাব মনে করিও না। দেবি!
 শিষ্যানুবর্তী হইয়া এই জগতকেও রক্ষা
 করিয়াছি। কারণ, আমাদিগের যখন সকল
 অবস্থাতেই শুদ্ধি আছে, তখন আমা-
 দিগের নিন্দায় নিশ্চয়ই বিমূঢ় জনগণ
 বিনষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় মহত্তের
 আচরণ দ্বারা এই জগৎ রক্ষিত হইল
 ৮—১১। আমাদিগের উভয়ের কীর্ষিও
 উচ্ছল, রসও উচ্ছল, বংশও উচ্ছল
 এবং কার্যসকলও উচ্ছল; অধিক
 কি, আমাদিগের কীর্ষিদায়ক মানবগণও
 ভূতলে উচ্ছল হইবে। যাহারা আমাদিগের
 প্রতি ভক্তিমান, তাহারা ভবসাগরপারে
 গমন করিয়া থাকে। দেবি! আর্ঘ্য আপ-
 নার শুণে প্রীত হইয়াই আপনাকে এই
 সকল কথা বলিয়াছেন, এক্ষণে পতির পদা-
 ভূজ-দর্শনার্থ সদয় হউন। শোভনে! জীরাম-

রথো দাস্তশ্চ রামেণ প্রেথিতা উৎসবায় তে ।
 ছত্রঞ্চ চামরে শুভ্রে গজা অশ্বাশ্চ শোভনে ॥
 সূয়মানা দ্বিজশ্চোষ্ঠৈঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ।
 বন্দ্যামানা পুরস্কীভিঃ সেব্যামানা চ যোদ্ধৃভিঃ ।
 পুটৈঃ সঙ্বাদ্যামানা চ দেবদেবাজনাদিভিঃ ।
 ধনাদি দদতী তেভ্যো দ্বিজাদিভ্যো যথোচিতম্
 গজারূঢ়ো কুমারো চ পুরস্কৃত্য জনেশ্বরি ।
 ময়ানুগম্যামানা চ গচ্ছাযোধ্যাং নিজাং পুরীম্
 ভয়ি তত্র গত্যাং তু সঙ্গত্যাং প্রিয়েণ তে ।
 সর্বাঙ্গাঃ রাজনারীগামাগতানাঞ্চ সর্বতঃ ॥১০০
 সর্গমহর্ষিপত্নীনাং কৌশল্যানাং তথা মধে ।
 মঙ্গলৈর্কাদ্যগীতাদ্যৈর্ভবত্যা মহোৎসবঃ ॥১১১
 শেষ উবাচ ।

ইতি বিজ্ঞাপনং দেবী শ্রুত্বা সীতা তমাহ চ ।
 নাহং কীর্ষিকরী রাজ্ঞো নাপি কীর্ষিঃ স্বয়ংস্বহম্
 কিং ময়া তস্ত সাধ্যং স্মাদক্ষ্মকামাৰ্থশৃণুয়া ।
 সত্যেব ভবতাং ভূপে কো বিশ্বাসো নিরঙ্কুশে

তল আপনার উৎসবার্থ রমণীয় বিবিধ বসন,
 মহামূল্য ভূষণান্যে, মনোজ্ঞ অঙ্গরাগ ও
 গম্ভদ্রবাসকল, রথ, দাসীসমূহ, ছত্র, শুভ্র-
 চামরস্বয় এবং বহুতর গজ ও অশ্ব প্রেরণ
 করিয়াছেন। হে জনেশ্বর! এক্ষণে
 আপনি, দ্বিজবরগণকর্তৃক সূয়মান, এবং সূত
 মাগধ ও বন্দিগণ কর্তৃক বন্দ্যমান হইয়া
 দ্বিজাতিগণকে ধনাদি বিতরণপূর্বক কুমার-
 যুগলকে গজারোহণে অগ্রে লইয়া নিজ পুরী
 অযোধ্যায় গমন করুন, আমি আপনার
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকি, এবং দেব-
 দেবাজনা সকল আপনার উপর পুষ্প বর্ষণ
 করিতে থাকুন। আপনি তথায় যাইলে ও
 পতির সহিত মিলিত হইলে, যজ্ঞস্থানে সমা-
 গত কৌশলাদি রাজনারীগণের এবং সমু-
 দয় মহর্ষিপত্নীগণের মঙ্গলস্বচক গীত ও বাদ্য-
 সহকারে অদ্য মহোৎসব হইবে। সীতাদেবী
 জীরামের এতদ্বিজ্ঞাপন শ্রবণে লক্ষ্মণকে
 কহিলেন, আমি সেই রাজবরের কীর্ষিকরী
 রমণী বা স্বয়ংও কীর্ষি নই। ধর্ম্যকামাৰ্থশৃণুয়া

প্রত্যক্ষা বা পরোক্ষা বা ভর্তৃদোষা মনঃস্থিতা
ন বাচ্যা জাতু মাদৃশ্যা কল্যাণকুলজাতয়া ॥১০৪
পাণিগ্রহণকালে মে যজ্ঞপো হৃদয়ে স্থিতঃ ।
তদ্রূপো হৃদয়ান্নাসৌ কদাচিদপসর্পতি ॥ ১০৫
লক্ষণেমৌ কুমারৌ মে তজ্জ্যেজোহংশসমুত্তবৌ
বংশাকুরৌ মহাবীরৌ ধনুর্বিদ্যাযিশারদৌ ॥
নীত্বা পিতুঃ সমীপং তু লালনীয়ৌ প্রযত্নতঃ ।
তপসার্নাধয়িষ্যামি রামং কামমিহ স্থিতা ॥১০৭
বাচ্যং ত্বয়া মহাভাগ পূজ্যাপাদাভিবন্দনম্ ।
সর্বেভ্যঃ কুশলঞ্চাপি গম্ভেতো মদপেক্ষয়া ॥
পুত্রৌ সমাদিশং সীতা গচ্ছতং পিতুরস্তিকম্
শুক্রঋণীয় এবাসৌ ভবন্ত্যাং নৃপদপ্রদঃ ॥ ১০৯
আজ্ঞাপ্যবপ্যানিচ্ছন্তৌ তৌ কুমারৌ কুশীলবৌ

আমিই বা তাঁহার কি করিব? এবং আমার
দ্বারা যখন তাঁহার কোন প্রয়োজন সাধিত
হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সেই নিরঙ্কুশ
ভূপতিকে বিশ্বাসই বা কি আছে? প্রত্যক্ষে
বা পরোক্ষে ভর্তার দোষ সকল মনেই
রহিল, মাদৃশ সংকুলসমুত্তা রমণী কদাচ তাং
ব্যক্ত করিতে পারিবে না। পাণিগ্রহণকালে
তিনি আমার হৃদয়ে যেরূপ মুর্ছিতে বিরাজ
করিয়াছেন, তাঁহার সেই মুর্ছিত কখনই আমার
হৃদয় হইতে অপসৃত হইবে না। লক্ষণ!
মদীয় এই কুমারদ্বয় তাঁহারই তেজোহংশ-
সমুত্ত বংশাকুর, এবং ইহারা মহাবীর ও
ধনুর্বিদ্যায় বিশারদ, তুমি ইহাদিগকে ইহা-
দের পিতৃসমীপে লইয়া গিয়া সমস্তে লালন-
পালন করিও, আমি, এখানে থাকিয়াই
তপস্যা দ্বারা ত্রীরামকে যথেষ্ট আরাধনা
করিব। হে মহাভাগ! তুমি এস্থান হইতে
যাইয়া সকলকে আমার কুশল এবং পূজ্য-
পাদদিগকে আমার নমস্কার জানাইও। অন-
ন্তর সীতা, পুত্রদ্বয়কে কহিলেন,—তোমরা
এক্কে পিতৃসমীপে গমন কর; সেই
নৃপদপ্রদ পিতার সর্বিদা শুক্রবা করিও।
তখন সেই কুমারদ্বয় কুশীলব সীতা-
কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ইচ্ছা না

বান্দীকিবচনান্তত্ৰ জগ্মতুশ্চ সলক্ষণৌ ॥ ১১০
বান্দীকৈরেব পাদান্ত-সমীপং তৎসুতো গন্তৌ
লক্ষণোহপি ববন্দে ত্বং গন্ত্বা বালকসংযুতঃ ॥
বান্দীকির্লক্ষণন্তৌ চ কুমারৌ মিলিতা স্ময়ী ।
সভায়াং সংস্থিতং রামং জ্ঞাত্বা চ জগ্মকুৎসুক্যঃ
লক্ষণঃ প্রণিপত্যথ সীতাবাক্যাদি সর্ষণঃ ।
কথয়ামাস রামায় হর্ষশোকযুতঃ সুধীঃ ॥ ১১০
সীতাসন্দেশবাক্যোভ্যৌ রামো মুচ্ছাঃ
সমবভূৎ ॥

সংজ্ঞামবাপ্য চোবাচ লক্ষণং নয়কোবিদম্ ॥

ত্রীরাম উবাচ ।

গচ্ছ মিত্র পুনস্তত্র যত্নে ন মহতা চ তাৎ ।
শীঘ্রমানয় ভদ্রং তে মধাকারিণি নিবেদ্য চ ॥
অরণ্যে কিং তপস্বন্ত্যা গতিরন্তা বিচিন্তিতা ।
ঋতা দৃষ্টাথবা মন্তো যন্নাগচ্ছসি জানকি ॥

থাকিলেও বান্দীকি যাইতে আজ্ঞা করিয়া-
ছেন শ্রবণে লক্ষণের সহিত অঃখাধায়
গমন করিলেন। ১২—১১০। অঃখের সেই
সীতা-সুতদ্বয় অগ্রে বান্দীকির চরণপ্রান্তে
উপস্থিত হইলেন; এদিকে লক্ষণও সেই
বালকদ্বয়ের সহিত তৎসমীপে গমনপূর্বক
তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন বান্দীকি,
লক্ষণ ও সেই কুমারদ্বয় মিলিত হইয়া,
ত্রীরামকে সভায় উপস্থিত আছেন, জানিয়া
সমুৎসুকচিত্তে তথায় গমন করিলেন।
অনন্তর মহাবুদ্ধি লক্ষণ, ত্রীরামকে প্রণিপাত
পূর্বক যুগপৎ হর্ষ-শোক-পূর্ণহৃদয়ে সীতার
সমুদয় বাক্যাদি কহিলেন। ত্রীরামকে
সীতার সন্দেশবাক্য শ্রবণমাজেই মুচ্ছাপ্রাপ্ত
হইলেন এবং পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া
নয়কোবিদ লক্ষণকে কহিলেন, মিত্র! তুমি
পুনরায় তথায় গমন কর এবং যত্নকৃত বাক্য
সকল নিবেদনপূর্বক অতিযত্নসহকারে অবি-
লম্বে সীতাকে আনয়ন কর; তোমার
মঙ্গল হইবে। আমার এই কথা বলিবে,
জানকি! তুমি যে আশিতেছ না, ইহাতে
তুমি কি অরণ্যে তপস্চরণদ্বারা আমা

অধিচ্ছয়া স্বমেবেতো গতারণ্যং মুনিপ্রিয়ম্
 পুঞ্জিতা মুনিপত্ন্যস্তা দৃষ্টা মুনিগণস্থয়া ॥ ১১৭
 পূর্ণো মনোরথস্তেহদ্য কিং নাগচ্ছসি ভামিনি
 ন দোষং ময়ি পশৌশ্বং স্বাক্ষোচ্ছায়া বিলোকনাৎ
 গহাগত্বাথ বামোক পতিরেব গতিঃ স্থিয়াঃ ।
 নির্ভূণোহৰ্প গুণাস্তোৰিঃ কিং পুনশ্চানসেপিভঃ
 যা যা ক্রিয়া কুলস্বীণাং সা সা পত্যুঃ প্রতুষ্টিয়ে
 পূৰ্ণমেব প্রতুষ্টিহহমদ্য তু সূহয়ং অয়ি ॥১২০
 যোগো জপস্তপো দানং ব্রতং তীৰ্থং দয়াদিকম্
 দেবাশ্চ ময়ি সন্তুষ্টে তুষ্টিমেতদসংশয়ম্ ॥ ১২১
 শেষ উবাচ ।

ইতি সন্দেশমাপীয় সীতাঃ প্রতি জগৎপতেঃ ।
 আহ লক্ষণ আশ্বেশমানতঃ প্রণয়াকরয়ো ॥১২২

অপেক্ষা অপর কোন উৎকৃষ্ট সঙ্গতি লাভের
 উপায় স্থির করিয়াছ? না শুনিয়াছ? অথবা
 দেখিয়াছ? তুমি নিজ ইচ্ছানু-
 সারেই এস্থান হইতে মুনিজনপ্রিয় অরণ্যে
 গমন করিয়াছ, এবং মুনিগণকে দর্শন ও
 মুনিপত্নীগণকে পূজা করিয়াছ, এক্ষণে
 তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; অতএব কি
 জন্ত আসিতেছ না? ভামিনি তুমি নিজ
 ইচ্ছার প্রতি দৃষ্টি করিলে আমার
 অপরাধ দেখিতে পাইবে না। অয়ি
 বামোক! মনোমত গুণসাগর পতির কথা
 কি, পতি নির্ভূণ হইলেও রমণী যে স্থানে
 যাইয়া থাকুন, সেই পতিই তাঁহার একমাত্র
 গতি। কুলাজ্ঞানদিগের যাহা কিছু কার্য্য,
 তৎসমস্তই পতির সন্তোষার্থ উক্ত আছে,
 কিন্তু আমি যখন তোমার প্রতি পূর্ণেই সম-
 ধিক সন্তুষ্ট হইয়াছি, স্তত্রাঃ এক্ষণে ত
 থাকিবই। তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি তুষ্টি
 হইলেই তোমার যাগ, জপ, তপস্যা, দান,
 ব্রত, তীৰ্থ, দয়াধর্ম্মাদি সকল হইবে এবং
 দেবগণও প্রসন্ন হইবেন। জগৎপতি
 শ্রীরামের সীতার প্রতি ঐদৃশ বক্তব্য
 বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষণ তৎপ্রতি প্রণয়-
 বশতঃ অবনতভাবে সেই আশ্বেশ্বরকে

লক্ষণ উবাচ ।

সীতানয়নমুদ্दिष्ट प्रसन्नः यदुचितवान् ।
 कथयिष्यामि स्वदाक्यां विनयेन समर्थितम् ॥ १२३
 इत्युक्त्वा पादघोरैश्च रघुनाथश्च लक्ष्मणः ।
 जगाम अरि तः सीतां रथे तिष्ठन्महाजवे ॥
 वान्मौक्तिकीयुक्तौ वीक्ष्य रामपुत्रौ महोज्जसौ
 उवाच श्रितमाधाय मूढं क्रुद्धा मनोहरम् ॥ १२४
 वान्मौक्तिकुवाच ।
 युवां प्रगायतां पुत्रौ रामचरित्रमद्भुतम् ।
 वीणां वै वादयन्तो वाः कलगानेन शोभितम्
 इत्युक्त्वा तौ सूतो रामचरित्रं बहूपयादम् ।
 अगायतां महाभागौ सुवाक्यपदचित्रितम् ॥
 यस्मिन् धर्मविधिः साक्षात्पातिव्रतस्तु यन्स्थितम्
 ब्राह्मणेहो महान् यत्र शुकुभक्तिस्तथैव च ।
 श्यामसेवकयोर्ध्वज नीतिर्गुर्ध्वमती किल ।
 अधर्माकरशास्त्रिकैश्च यत्र साक्षाद्ब्रह्महा ॥ १२५
 तलगानेन जगद्योषुः दिवि देवा अपि श्रिताः
 किन्नरा अपि यत्नानं श्रुत्वा मुच्छामिताः कणां

কহিলেন,—আপনি সীতাকে আনয়নার্থ
 প্রসন্নচিত্তে যাহা বলিয়া দিলেন, আমি
 বিনয়পূৰ্ব্বক তাহাই কহিব। লক্ষণ এই
 বলিয়া রঘুনাথের চরণে প্রণামপূৰ্ব্বক ভ্রমর
 স্বরিতগতি রথে আরোহণ করিয়া সীতা-
 উদ্দেশে গমন করিলেন। এদিকে বান্দৌকি,
 শ্রীরামের মহাতেজা পুত্রস্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিয়া ঈষৎ হাস্য করত প্রফুল্লমুখে কহিলেন,
 বৎসস্বয়! তোমরা এক্ষণে বীণা বাদন করত
 সুমধুরস্বরে অদ্ভুত শ্রীরামচরিত্র গান কর।
 সেই মহাভাগ সীতা স্তুতস্বয় বান্দৌকি কর্তৃক
 এইরূপ কথিত হইয়া যাহাতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-
 বিধি, পাতিব্রত, ব্রাহ্মণ্য, শুকুভক্তি, শ্যামী
 ও সেবক সঙ্কে মুর্গমতী নীতি ও সাক্ষাৎ
 শ্রীরাম হইতে পাপাঙ্গাদিগের শাস্তিবিধান
 বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা মনোহর বাক্য ও
 পদাবলী দ্বারা বিচিত্রিত, সেই বহুপূণ্যপ্রদ
 রামচরিত্র গান করিতে আরম্ভ করিলেন।
 তৎকালে সেই সঙ্গীত-ধ্বনিতে অখিল জগৎ

বীণায়া রণিতঃ শ্রদ্ধা তালমানেন শোভিতম্ ।
 নিখিলা পরিস্বস্ত্র শালভঞ্জাব চিত্রিতা ॥ ১০১
 হর্বাদশ্রাণি মুঞ্চস্তি রামাদ্যা ভূমিপান্তদা ।
 তপগানপঞ্চমালাপ-মোহিতাশ্চিত্রিতোপমাঃ ॥
 তত্র রামঃ সূক্তো দৃষ্ট্বা মহাগানবিমোহকৌ ।
 অদাস্তাভ্যাঃ সুবর্ণশ্চ লক্ষ্যলক্ষ্যং পৃথক্ পৃথক্
 তদা দানপত্রং দৃষ্ট্বা বান্দ্যকিং মুনিসন্তমম্ ।
 অক্রতাং প্রহসন্তো তৌ কিঞ্চিৎক্রভবোক্রয়ো !
 কুশলবাবুচুঃ ।
 মূনে মহানয়োহনেন ক্রিয়তে ভূমিপেন বৈ ।
 যদাবাভ্যাং সুবর্ণানি দাতুমিচ্ছাত লোভয়ন ॥
 প্রতিগ্রহো ব্রাহ্মণানাং শশ্বতে নেতরেয়ু বৈ ।
 প্রতিগ্রহপরো রাজা নরকায়ৈব কল্পতে ॥ ১০৬
 আবয়োঃ রূপয়ামুক্তং রাজ্যং ভূক্তেজু মহীপতিঃ
 কথং দাতুং সুবর্ণানি বাহুতি শ্বেয়সাঙ্কিতঃ ॥ ১০৭

ইত্যুক্তবস্তো তৌ দৃষ্ট্বা বান্দ্যকিঃ রূপয়া যুতঃ ।
 অশংসদযুযংপিভরং জ্ঞানীধা নীতিবিস্তমোঃ ॥
 ইতি শ্রদ্ধা মূনেবাক্যং বালকৌ পিতৃপাদয়োঃ
 লগ্নৌ বিনয়সংযুক্তৌ মাতৃভক্ত্যাতিনির্ম্মলৌ ॥
 রামো বালৌ দৃঢ়ং স্বাদ্ধে পরিরভ্য মুদাধিঃ ॥
 যেনে স্বীয়ৌ তদা ধর্ম্মৌ মুর্ত্তিমস্তাবূপাশ্বিতৌ ॥
 সভাপি রামসুতয়োবাক্য্য বক্ত্রে মনোরমে ।
 জানকীপতিভক্তিভ্বং সত্যং যেনে মুনীশ্বর ॥
 ব্যাস উবাচ ।
 ইতি শেষমুখপ্রোক্তং শ্রদ্ধা বাৎস্তায়নোহববৌৎ
 রামায়ণং শ্রোতুমনাঃ সর্ব্বধর্ম্মসমর্ষিতম্ ॥ ১৪২
 বাৎস্তায়ন উবাচ ।
 কস্মিন কালে কৃতং স্বামিন রামায়ণমিদং মহৎ
 কস্মাক্কার কিং তত্র বর্ণনং কিং বদস্ব তৎ ॥

পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল, অধিক কি, স্বর্গস্থিত
 দেবগণ ওকিরগণ তদগান শ্রবণে ক্রমে ক্রমে
 মুচ্ছা-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাল-মান-
 শোভিত বীণা রব শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সমস্ত
 ব্যক্তিই চিত্রপুস্তলিকার স্থায় পরিদৃশ্যমান
 হইতে থাকিলেন। তৎকালে শ্রীরাম প্রভৃতি
 সমুদয় ভূপতিগণও তদগানপঞ্চমালাপে
 চিত্রিতোপম মোহিত হইয়া হর্ষভরে অবিরল
 অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে
 শ্রীরামচন্দ্র পুত্রদ্বয়কে মহাগানে সকলকে
 বিমোহিত করিতে দেখিয়া তাহাদিগের
 প্রত্যেককে লক্ষ সুবর্ণ দান করিতে আদেশ
 করিলেন। তখন বঙ্কিমজ্ঞ কুশী-লব,
 শ্রীরামকে দানপ্রবৃত্ত দেখিয়া .হাস্যসহকারে
 মুনিসন্তম বান্দ্যকিকে কহিলেন,—হে মূনে!
 এই ভূপতি যে আমাদিগকে প্রলোভিত
 করত সুবর্ণনিচয় দান করিতে ইচ্ছা করিতে-
 ছেন, ইহা অতি অন্তায় কার্য্য, কারণ
 ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই প্রতিগ্রহ প্রশস্ত,
 অপটুর নহে। ক্ষত্রিয় প্রতিগ্রহপত্র হইলে
 নরকগামী হইয়া থাকে। এই কল্যাণবান
 মহীপতিও আমাদিগেরই রূপাপ্রদত্ত রাজ্য

ভোগ করিতেছেন, অতএব কি নিমিত্ত
 আবার আমাদিগকেই সুবর্ণনিচয় দান
 করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বান্দ্যকি সেই
 নীতিবিস্তম কুশী-লবকে এই কথা বলিতে
 শুনিয়া রূপাপূর্ণহৃদয়ে কহিলেন, উহাকে
 তোমাদিগের পিতা জানিবে। মাতৃভক্তি-
 বশে বিমলহৃদয় সেই বালক কুশী-লব মূনির
 ঐ কথা শুনিয়াই বিনীতভাবে পিতৃপদে
 পতিত হইলেন। তখন শ্রীরামও সানন্দ-
 চিত্তে সেই বালকদ্বয়কে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন-
 পূর্ব্বক উপাশ্বত মুর্ত্তিমান পায় ধর্ম্মদ্বয়ের স্থায়
 মনে করিলেন। মুনিবর! তৎকালে সভাস্থ
 সকল লোকই শ্রীরামের সেই পুত্রদ্বয়ের
 মনোরম মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া জানকীর
 পতিভক্তি যে অকৃত্রিম, তাহা বুঝিতে
 পারিল। ব্যাস বলিলেন, মুনিবর বাৎস্তায়ন
 অনন্তদেবের মুখোচ্চারিত ইত্যাদিবাক্য
 শ্রবণপূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মসমর্ষিত রামায়ণ শ্রবণে
 অভিলষী হইয়া অনন্তদেবকে কহিলেন,—হে
 স্বামিন! বান্দ্যকি কোন সময়ে কি নিমিত্ত
 ঐ মহৎ রামায়ণ প্রণয়ন করেন? এবং কোন্
 কোন্ বিষয়ই বা তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে?
 উৎসমুদয় আমায় বলুন। অনন্তদেব কহি-

শেষ উবাচ ।

একদা গতবান বিপ্রো বাল্মীকির্কিপিণং মহৎ
যত্র তালান্তমালাশ্চ কিংকরা যত্র পুষ্পিতাঃ ।
কেতকী যত্র রজসা কুরঙ্গী সৌরভং বনম্ ।
শশিপ্রভেব মৰুতী দৃশ্যতে শুভ্রবর্ণভূৎ ॥১৪৫
চম্পকো বকুলশ্যপি কোবিদারঃ কুরঙ্গকঃ ।
অনেকে পুষ্পিকা যত্র পাদপাঃ শোভনে বনে
কোকিলানাং বিরাবেণ যটুপদানাং চ শব্দিতৈ
সজ্জুষ্টিং সৰ্বতো রমাং মনোহরবয়োহধিতম্ ॥
তত্র ক্রৌঞ্চযুগং রমাং কামবাণপ্রসীড়িতম্ ।
পরম্পরং প্রহৃষিতং রেমে নিগ্ধতয়া স্থিতম্ ॥
তদা ব্যাধঃ সমাগত্য তয়োরেকং মনোহরম্ ।
অবধৌনির্দয়ঃ কশ্চিন্নাসান্বাদনলোলুপঃ ॥১৪৬
তদা ক্রৌঞ্চী ব্যাধহতং স্বপতিং বীক্ষ্য তুঃখিতা
বিললাপ ভৃশং তুঃখানুষ্ঠী রাবমুচ্চকৈঃ ॥১৫

লেন, একদা বিপ্রবর বাল্মীকি নিবিড়-
অরণ্যমধ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায়
যেখানে বহল তাল, তমাল, ও পুষ্পি-
কিংকরকুরঙ্গসকল বিরাজমান ছিল, এবং
যেখানে প্রস্তুতি কুসুমের শুভ্রবর্ণ কেতকী-
সকল পুষ্পপরাগদ্বারা সমুদয় বন আমোদিত
করিতেছিল এবং সমুজ্জ্বল শশিপ্রভার স্রায়
পরিদৃষ্টমান হইতেছিল ; যে শোভন বনখণ্ডে
চম্পক, বকুল, কোবিদার ও কুরঙ্গক প্রভৃতি
বহল পাদপ পুষ্পিত হইয়াছিল, কোকিল-
গণের কুহুধ্বনি ও ভ্রমরগণের গুঞ্জনশব্দে
যে স্থান সতত পরিবাণ্ড এবং চতুর্দিকেই
অতি রমণীয়, সেই বনমধ্যে মনোহর বয়ো-
যুক্ত রমণীয়মূর্ত্তি এক ক্রৌঞ্চযুগ পরম্পর প্রেমা-
সক্ত ও কামবাণে প্রসীড়িত হইয়া সানন্দে
রমণ করিতেছিল । ঐ সময়ে কোন একজন
ব্যাধ তথায় আগমনপূর্বক তদীয় মাংস-
ভোজনে লোলুপ হইয়া নির্দয়রূপে তাহা-
দিগের মধ্যে একটিকে সংহার করিল ।
তখন ক্রৌঞ্চী নিজপতিকে ব্যাধবর্জক বিনা-
শিত দেখিয়া অতি তুঃখিতা হইল এবং তুঃখ-
বশে উচ্চৈঃস্বরে সান্তিশয় বিলাপ করিতে

তদা মুনিঃ প্রকৃপিতো নিষাদং ক্রৌঞ্চঘাতকম্
শশাপ বার্ভুপম্পৃশ্চ সয়িতঃ পাবনং শুভম্ ॥
মা নিষাদ প্রাতিষ্ঠাং হমগমঃ শাশতীঃ সমাঃ ।
যৎক্রৌঞ্চপক্ষিণোরেকমবধীঃ ক মমোহিতম্ ॥
তদা প্রবন্ধং শ্লোকস্ত জাতং মত্না হনু বিজাঃ ।
উচুস্মু নিং প্রহৃষ্টান্তে শংসন্তঃ সাধু সাধিবতি ॥
স্বামিন্ শাপোদিতৈ বাক্যে ভারতী শ্লোক-
মাতনোৎ ॥
অত্যন্তং মোহনো জাতঃ শ্লোকোহয়ঃ মুনিপতম
তদা মুনিঃ প্রহৃষ্টাশ্চা ভুব্ব বাডবধতঃ ।
তস্মিন্ কালে সমাগত্য ব্রহ্মা পুত্রৈঃ সমধিতঃ ।
বচো জগাদ বাল্মীকিং ধন্তোহসি ত্বঃ মুনীশ্বর
ভারতী ত্বমুখে স্থিত্বা শ্লোকত্বঃ সমপদ্যত ॥
তস্মাদ্রামায়ণং রমাং কুরুষ মধুরাক্ষরম্ ।
যেন তে বিমলা কৌর্ত্তিরাকল্পন্তঃ ভবিষ্যতি ॥

থাকিল । ঐ সময়ে বাল্মীকিমুনি, নিরতিশয়
কুপিত হইয়া পবিত্র শুভ সন্নিক্তল হস্তে
লইয়া সেই ক্রৌঞ্চঘাতক নিষাদকে এইরূপ
শাপ প্রদান করিলেন, যে নিষাদ ! তুই
যখন ক্রৌঞ্চধয়ের মধ্যে কামমোহিত এক-
টিকে নিহত করিয়াছিস, তখন তুই দীর্ঘকাল
জীবিত থাকিবি না । তখন তদীয় অমুভী
ধিজগণ, নতন পদ্যপ্রবন্ধ জন্মিল জানিয়া
প্রহৃষ্ট হৃদয়ে মুনিবর বাল্মীকিকে 'সাধু সাধু'
ইত্যাকার প্রশংসা করত কহিলেন, স্বামিন্ !
ভবদীয় শাপবাক্যে দেবী ভারতী নতন এক
পদ্য প্রকাশ করিয়াছেন, হে মুনিপতম ! ঐ
শ্লোক অতীব সুমনোহর হইয়াছে । হে বিজ-
সন্তম ! তৎকালে মুনিবর বাল্মীকিও তজ্জন্ত
সান্তিশয় আনন্দিত হইলেন । তখন পুত্র-
গণসমভিত ভগবান ব্রহ্মা তথায় আগমন-
পূর্বক বাল্মীকিকে এই কথা বলিলেন, হে
মুনীশ্বর ! তুমিই ধন্ত , কারণ, সাক্ষাৎ বাণ্-
দেবী ভারতী মুখে অবস্থানপূর্বক শ্লোকপ্রাপ্ত
হইয়াছেন । অতএব তুমি এক্ষণে মধুরাক্ষর-
পূর্ণ রমণীয় রামায়ণ প্রণয়ন কর, তাহাতে
কল্পান্তকাল পর্যন্ত তোমার বিমল কৌর্তি

ধস্তা সৈব মুখে বাণী রামনায়া সমধিতা ।
 অস্ত্র কামকথা নুণাং জনহত্যেব হৃতকম্ ॥১৫৮
 তস্মাৎ কুরুষ রামস্ত চরিত্তং লোকবিষ্কৃতম্ ।
 যেন স্ত্রাৎপাপিনাং পাপহানিরেব পদে পদে ॥
 ইত্যুক্তাস্তদধে স্ত্রী সর্ষদেবৈঃ সমধিতঃ ।
 ভূতঃ স চিন্ত্যামাস কথং রামায়ণং ভবেৎ ।
 তদা ধ্যানপরো জাতো নন্দ্যাস্তৌরে মনোরমে
 তস্ত চেতন্তসৌ ঝামঃ প্রাজুর্ভূতো মনোহরঃ ॥
 নীলোৎপলদলশ্চামং রামং রাজীবলোচনম্ ।
 নিরীক্ষ্য তস্ত চরিত্তং ভূতং ভাবি ভবচ্চ যৎ
 তদাত্যন্তঃ মুদং প্রাপ্তো রামায়ণমথাস্বজৎ ॥
 মনোরমপদৈমুহুৎ বৃষ্টৈরুছবিধৈরপি ॥১৬৩
 বটকাণি সুরম্যাণি যত্র রামায়ণেন্ধনষ ।
 বীলমায়ণ্যকং চাত্তৎ কিঙ্কিঙ্ক্যা সুল্লয়ং তথা
 যুদ্ধমুত্তরমস্তচ্চ যজ্ঞেতানি মহামতে ॥

ধাকিবে। তোমার মুখে রামনামসমধিত
 যে কথা প্রকাশ পাইবে, সেই কথাই ধস্তা ;
 কারণ, মানবগণের অস্ত্রাস্ত্র কামনাপূর্ণ
 কথা কেবল জয়বন্ধন উৎপাদন করিয়া
 থাকে। অতএব যাহাতে পদে পদে পাপি-
 গণের পাপ নাশ হয়, তজ্জন্ত লোকবিষ্কৃত রাম-
 চরিত্ত কীর্তন কর। অস্মা এই কথা বলিয়াই
 সমুদয় দেবগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন
 এবং বায়্বীকিও কিরূপে রামায়ণ প্রণীত
 হইবে, তাঁহর চিন্তা করিতে লাগিলেন।
 তৎকালে বায়্বীকি সেই মনোরম নন্দীতীরে
 যেমন ধ্যানপর হইলেন, অমনি জীরাম
 মনোহর মূর্তিতে তদীয় অন্তঃকরণে প্রাজুর্ভূত
 হইলেন। তখন তিনি নীলোৎপলদলশ্চাম
 রাজীবলোচন জীরামকে নিরীক্ষণপূর্বক তদীয়
 ভূতভবিষ্যৎ বস্তমান সমুদয় চরিত্ত বিদিত
 হইয়া অতীব আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং
 হে অনন্ধ। যাহাতে সুরমা বটকাও বিরাজ-
 মান, বিবিধচ্ছন্দ ও মনোরম পদযুক্ত তাদৃশ
 রামায়ণ রচনা করিলেন। হে মহামতে।
 যে মানব, এই রামায়ণের বাল, আয়ণ্যক,
 কিঙ্কিঙ্ক্যা, সুল্লয়, যুদ্ধ, ও উত্তর এই বটকাও

শৃণ্বাদ্যো নয়ঃ পুণ্যাৎসক্কাপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 তত্র বালে তু সন্তষ্টঃ পুত্রেষ্টয়া চতুরঃ স্তুতান্ ।
 প্রাপ পঙ্কিরথঃ সাক্ষাৎস্বয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
 স কৌশিকমবঃ গম্বা সীতামুদ্বাহু ভার্গবম্ ।
 আগত্য পুরকুংকষ্টো যৌবরাজ্যপ্রকল্পনম্ ।
 মাতৃবাক্যাধনং প্রাগাদ্গঙ্গামুক্তৌর্ধ্য পরীতম্ ।
 চিত্তকূটং মহিলয়া লক্ষণেন সমধিতঃ ॥ ১৬৮
 ভরতস্তং বনে স্ত্রীয়া জগাম ভ্রাতরং নয়ী ।
 তমপ্রাপ্য স্তয়ং নন্দীগ্রামে বাসমচীকরৎ ॥ ১৬৯
 বালমেতচ্ছৃণ্বাস্তদায়ণ্যকসমুদ্ভবম্ ।
 মুনীনাশ্রমে বাসস্তত্র তত্রোপবনম্ ॥ ১৭০
 শূর্ণপথ্যা নসচ্ছেদঃ ধরদূষণনাশনম্ ।
 মায়ামারীচছননং দৈত্যাজ্ঞামাপহারণম্ ॥ ১৭১
 বনে বিরহিণী ভ্রাত্তং মনুষ্যাচরিত্তং ধৃতম্ ।

শ্রবণ করে, সে তজ্জনিত পুণ্যে সমুদয় পাপ
 হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত সপ্তকাণ্ডের
 মধ্যে বালকাণ্ডে পংক্তিৱথ রাজা দশরথ,
 পুত্রেষ্টয়াগে সন্তষ্ট সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্ম
 হরিকে চারিপুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। অনন্তর
 তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র জীরামস্ত্র বিখ্যামিত্রযজ্ঞে
 যাইয়া সীতাকে বিবাহ করত ভার্গবকে
 পরাজয় করিয়া অযোধ্যাপুরে আগমন
 করেন; পরে তাঁহার যৌবরাজ্যা-
 ভিষেকের উদ্যোগ হয়। অতঃপর তিনি,
 বিমাতৃবাক্যে নিজ পত্নী ও লক্ষণের সহিত
 বনে গমন করেন এবং গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া
 চিত্তকূটপর্বতে অবস্থিতি করিতে থাকেন।
 তৎপরে নয়শালী ভরত জীরাম বনে
 গিয়াছেন শুনিয়া, ভ্রাতা রামের নিকট গমন
 করেন, এবং জীরামকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে
 না পারিয়া স্তয়ং নন্দীগ্রামে বাস করেন।
 এই ঘটনাবলীতেই বালকাণ্ড হইয়াছে।
 এক্ষণে আয়ণ্যকাণ্ডের বিষয় শ্রবণ করুন।
 এইকাণ্ডে জীরামের মুনীগণের আশ্রমে
 বাস, বিবিধ বিষয়ের বর্ণন, শূর্ণপথার নাশ-
 ছেদ, ধর-দূষণ-বিনাশ, মায়ামারীচবধ, ও
 রাবণকর্তৃক সীতাহরণ। পরে সীতাবিরহে

কবন্ধপ্ৰেক্ষণং তত্র পম্পায়াং গমনং তথা ॥ ১৭২
 হনুমতা সঙ্গমনমিত্যেত্ত্বচনসংজ্ঞিতম্ ।
 অপরঞ্চ শৃণু যুনে সঙ্কিপ্য কথয়াম্যহম্ ॥ ১৭৩
 সপ্ততালপ্রভেদশ্চ বালেশ্বারী রণমদ্রুতম্ ।
 সুগ্রীবরাজ্যাদানঞ্চ নগবর্ণনমিত্যুক্ত ॥ ১৭৪
 লক্ষণাৎ কৰ্ম্মসন্দেশঃ সুগ্রীবস্ত বিবাসনম্ ।
 তথা সৈন্তসমুদ্যেশঃ সীতাবেষণমপু ত ॥ ১৭৫
 সম্পাতিপ্ৰেক্ষণং তত্র বারিধেৰ্জ্জবনং তথা ।
 পরতীরে কপিপ্রাণিঃ কৈকিষ্ঠ্যাং কাণ্ডমদ্রুতম্
 স্মদ্রয়ং শৃণু কাণ্ডং বৈ যত্র রামকথাভু গা ।
 প্রতিগেহং পরিভ্রাণ্টিঃ কপেশ্চিৎস্ত দৰ্শনম্ ।
 সীতাসন্দর্শনং তত্র জানক্যা ভাষণং তথা ।
 বনভঙ্গঃ প্রকুপিতৈর্কঙ্কনং বানরস্ত বৈ ॥ ১৭৬
 লক্ষ্যপ্রজ্বলনং তত্র বানরৈঃ সঙ্গতিস্তুতঃ ।
 রামাভিজ্ঞানদদনং সৈন্তপ্রস্থানমেব চ ॥ ১৭৭

শ্রীরামচন্দ্রের সামান্ত-মহুষ্টিচরিতের অহ্ন-
 করণ করত বনে বনে ভ্রমণ, কবন্ধ-দর্শন,
 পম্পাগমন ও হনুমানের সহিত সন্মিলন,
 এই সকল ঘটনাবলী লইয়াই অরণ্যকাণ্ড
 নাম হইয়াছে। যুনে। এক্ষণে সংক্ষেপে
 তৎপরবর্তী কিকিষ্ঠ্যানামক অপর কাণ্ড
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাতে সপ্ততাল
 ভেদ, অদ্রুত বালিবধ, সুগ্রীবকে রাজ্যদান,
 নগবর্ণন, লক্ষণদ্বারা শ্রীরামের সুগ্রীবকে
 কর্তব্য-বিজ্ঞাপন, সুগ্রীবের বিবাসন, সুগ্রী-
 বের সৈন্তসংস্থান, সীতার অবেষণ, বানর-
 গণের সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎকার ও হনু-
 মানের সমুদ্রলঙ্ঘনপূর্বক পরপারে গমন,
 এই সকল ঘটনা লইয়াই অদ্রুত কিকিষ্ঠ্যা-
 কাণ্ড হইয়াছে। এক্ষণে, যাহাতে অদ্রুত
 রামকথা বর্ণিত আছে, সেই স্মদ্রয়কাণ্ড
 শ্রবণ করুন। ঐ কাণ্ডে হনুমানের লক্ষ্য
 প্রতিগৃহে ভ্রমণ ও আশ্চর্য্য বিষয়সকল দর্শন,
 পরে সীতার সহিত সাক্ষাৎকার ও নানা
 বিষয় কথোপকথন; অনন্তর হনুমান কর্তৃক
 মণ্ববনভঙ্গ, প্রকুপিত রক্ষসগণ কর্তৃক হনু-
 মানের বন্ধন; পরে হনুমান কর্তৃক লক্ষ্যদাহ

সমুদ্রে সেতুকরণং শুকসারণসঙ্গতিঃ ।
 ইতি স্মদ্রয়মাখ্যাং যুক্তে সীতাসমাগমঃ ।
 উত্তরে ঋষি সংবাদো যজ্ঞপ্রারম্ভ্য এব চ ।
 তজ্ঞানেকা রামকথাঃ শৃণ্তাং পাপনাশকাঃ ।
 ইতি যট্টকাণ্ডমাখ্যাং ব্রহ্মহত্যা পনোদনম্ ।
 সংক্ষেপতো ময়া তৃত্যমাখ্যাং স্মনোহরম্ ॥
 চতুর্ষিঃশক্তিহস্তঃ যট্টকাণ্ডপরিচিহ্নতম্ ।
 তেষু রামায়ণং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্ ॥
 তক্ষুর্বা রাঘবঃ প্রীতঃ পুত্রাবাধায় চাসনে ।
 দৃঢ়ং তো পরিব্রজ্যাসি সীতাং সম্ভার বনভাম
 শেষ উবাচ ।

অথ সৌমিত্রিরাগত্য জানকীং নতবান মুহঃ ।
 প্রেমগগদগদয়া শংসন্ বাচং রামপ্রণোদিতম্ ॥
 সীতা সমাগতং দৃষ্টা লক্ষণং বিনয়াবিতম্ ।

ও বানরগণের সহিত হনুমানের পুনর্শ্মিলন
 এবং শ্রীরামকে অভিজ্ঞান প্রদান ও
 শ্রীরামের সৈন্ত প্রস্থান। ১৫৮—১৭৯। অন-
 ত্তর সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও শুক-সারণের
 সমাগম, ইহাই স্মদ্রয়কাণ্ড নামে কথিত।
 যুদ্ধকাণ্ডে সীতাসমাগম। উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞ-
 রত্নপূর্বক ঋষিগণের সহিত কথোপকথন।
 ঐ উত্তরকাণ্ডে, যাহা শ্রবণে সমস্ত পাপ বিনষ্ট
 হয় এবং বিধি বিবিধ রামকথা বর্ণিত হইয়াছে।
 স্মনোহর এই যট্টকাণ্ড রামায়ণ, ব্রহ্মহত্যা
 বিনাশন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আমি
 আপনাকে উহা অতি সংক্ষেপে কহিলাম।
 মহাপাতকনাশন উক্ত যট্টকাণ্ড রামায়ণ
 চতুর্ষিঃশক্তিসহস্র শ্লোক দ্বারা বিরচিত হই-
 য়াছে। শ্রীরামচন্দ্রে পুত্রঘয়ের মুখে উক্ত
 রামায়ণ শ্রবণপূর্বক প্রীত হইয়া পুত্রঘয়কে
 স্বীয় আসনে সংস্থাপনানন্তর দৃঢ়রূপে আলি-
 লন করিয়া প্রিয়তমা সীতাকে স্মরণ করিতে
 লাগিলেন। এ দিকে লক্ষণ, জানকী সন্নি-
 ধানে গমনপূর্বক তাঁহাকে বায়ব্য প্রণাম
 করিলেন এবং প্রেমগদগদবচনে শ্রীরামোক্ত
 বাক্যসকল নিবেদন করিলেন। ১৮০—১৮৫।
 সীতাও লক্ষণকে সমাগত ও বিনয়াবিত

তন্মুখাদ্রামসন্দেশঃ শ্ৰেয়োবাচ বিলজ্জিতা ॥১৮৬
সীতোবাচ ।

সৌমিত্রে কথমাগচ্ছে রামতাক্তা মহাবনে ।
তিষ্ঠামি রামঃ স্মরন্তী বাগ্নীকেরাশ্রমে বহম্ ।
তস্তা মুখোদিতং বাক্যং শ্ৰুত্বা সৌমিত্রিরত্রবীৎ
মাতঃ পতিব্রতে রামস্বামাকারয়তে মুহঃ ॥ ১৮৮ ॥
পতিব্রতা পতিব্রতং দোষঃ নানয়তে হৃদি ।
তস্মাদাগচ্ছ হি ময়া স্থিত্বা স্তম্ভন উত্তমে ॥১৮৯ ॥
ইত্যাদি বচনঃ শ্ৰুত্বা জানকী পতিদেবতা ।
মনোরোষং পরিত্যজ্য তত্বে সৌমিত্রিণা রথে
তাপসীঃ সকলা নভা মনোঃশ্চ নিগমোকুরান্ ।
রামঃ স্মরন্তী মনসা রথে স্থিৎসাগমৎ পুরীম্ ।
ক্রমেণ নগরীঃ প্রাপ্তামহাৰ্হীভরণাথিতা ।
সরযুঃ সারিতং প্রাপ যত্র রামঃ স্ময় স্থিতঃ ।
স্বধাত্ত্বীর্ষ্য ললিতা লক্ষ্মণেন সমথিতা ।

রামস্ত পাদয়োর্গিরা পতিব্রতপরায়ণা ॥ ১৯০ ॥
রামস্তামাগতাঃ দৃষ্ট্বা জানকীং শ্ৰেয়বিহ্বলান্
সাক্ষি স্বয়া সহোদারীঃ কুর্যে যজ্ঞসমাপনম্ ।
বাপ্তৌকিং সা নমস্কৃত্য তথাস্তান বিপ্রসন্তান
জগাম মাতৃপদয়োঃ সন্নতিং কর্তৃযুৎসুকা ॥১৯১ ॥
কৌশল্যা তামথায়ান্তীঃ বীরহৃৎ জানকীঃ
শ্ৰিয়াম্ ।

আশীর্কিরতিসংযুজ্য বধৌ হৃৎমনেকথা ॥১৯২ ॥
কৈকেয়ী পাদয়োর্মাতাঃ বীক্য বৈদেহপুত্রকাম্
তত্রী সহ চিরজীব সপুত্রাশীর্ষিতি ব্যাধাৎ ।
সুমিত্রা স্বপদে নভাঃ জানকীং বীক্য পুত্রিণীন্
আশিষং ব্যদধাত্তস্তাঃ পুত্রপৌত্রপ্রদায়িনীন্ ।
জানকী সর্বশো নভা রামভক্তপ্রিয়া সতী ।
পরমঃ হৃৎমাপন্ন্য বভূব কিল বাভব । ১৯৩ ॥
সমাগতাঃ বীক্য পত্নীং রামচন্দ্রস্ত কুন্তলঃ ।

দর্শনে এবং তন্মুখে জীরামের সন্দেশবাক্য-
শ্রবণে বিলজ্জিতভাবে কহিলেন,—সৌমিত্রে!
কিজন তুমি পুনরায় আসিলে? আমি ত
জীরাম কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াই মহাবনে
বান্দৌকির এই আশ্রমে জীরামকে স্মরণ
করত অবস্থান করিতেছি। তখন লক্ষ্মণ
সীতার মুখনিঃসৃত এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া কহিলেন,—মাতঃ পতিব্রতে! জীরাম-
চন্দ্রে যে, বারংবার আপনাকে আহ্বান
করিতেছেন, পতিব্রতা রমণী ত কখন পতি-
ব্রত দোষ মনে করেন না, অতএব আমার
সহিত উত্তম রথে অবস্থানপূর্বক আসুন।
পতিদেবতা জানকী ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে
মনের রোষ পরিত্যাগপূর্বক সমুদয় তাপসী
ও বেদাব্দ মূনিগণকে প্রণাম করিয়া মনো-
মধ্যে জীরামকে স্মরণ করিতে করিতে
স্বধাধিরোহণে অযোধ্যাপুরী অভিমুখে যাত্রা
করিলেন। ক্রমে তিনি, বহুমূল্য বস্ত্রনিচয়
সুশোভিত অযোধ্যানগরী প্রাপ্ত হইলেন
এবং যে স্থানে জীরামচন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত
ছিলেন, সেই সরযুনদীতীরে গমন করি-
লেন ॥১৮৬—১৯২ ॥ অনন্তর সেই পতিব্রত-

পরায়ণা সীতা, লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে
অবতরণপূর্বক জীরামের চরণতলে পতিতা
হইলেন। তখন জীরামচন্দ্রে সেই শ্রেয়-
বিহ্বলা জানকীকে সমাগতা দেখিয়া কহি-
লেন, সাক্ষি! একপে তোমার সহিত
মিলিত হইয়া যজ্ঞসমাপন করিব। অনন্তর
জানকী, বাপ্তৌকি ও অন্তান্ত বিজবরণগণকে
নমস্কার করিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিবার
নিমিত্ত সমুৎসুকচিত্তে কৌশল্যা-সরিধানে
গমন করিলেন। তখন কৌশল্যাও সেই
বীরপ্রসবনী সমাগতা শ্রিয়তমা জানকীকে
প্রভূত আশীর্বাদপূর্বক নিরতিশয় আনন্দ
উপভোগ করিতে লাগিলেন। অতঃপর
কৈকেয়ীও সেই বিদেহ-জুহিতাকে নিজচরণ-
তলে পতিতা দেখিয়া 'বামী ও পুত্রের সহিত
চিরজীবনী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।
তৎপরে সুমিত্রাও পুত্রবতী জানকীকে
স্বয়ং পদতলে নিপতিতা হইতে দেখিয়া
'পুত্রপৌত্র লইয়া সুখে সংহার কর' বলিয়া
উর্ধ্বাধায়ে আশীর্বাদ করিলেন। হে বিজ!
জীরামপ্রিয়া সতী জানকী এইরূপে সকল
ওকজনকে প্রণামপূর্বক পরম আনন্দিতা

সুবর্ণপত্নীঃ ধিক্ৰুত্বা তামধাঙ্কুর্ষচারিণীম্ । ২০০
 রামস্তদা যজ্ঞমধ্যে শুভে সীতয়া সহ ।
 তারয়ান্নগতো যজ্ঞচ্ছীব স রযুক্তমঃ । ২০১
 প্রয়োগমকরোক্তত্র কালে প্রাপ্তে মনোরমে ।
 বৈদেহ্যা ধর্মচারিণ্যা সর্বপাপাপনোদনম্ । ২০২
 সীতয়া সহিতঃ রামঃ প্রসক্তঃ যজ্ঞকর্ম্মণি ।
 নিরীক্য জহযুক্তত্র কোতুকেন সমর্ষিতাঃ । ২০৩
 বসিষ্ঠঃ প্রাহ সুমতিং রামস্তত্র ক্রতো বরে ।
 কিং কর্তব্যং ময়া স্বামিন্নতঃপরমবশ্চকম্ । ২০৪
 রামস্ত বচনং শ্রুত্বা গুরুঃ প্রাহ মহামতিঃ ।
 ব্রাহ্মণানাং প্রকর্ষব্য পূজা সন্তোষকারিকা ।
 মরুস্তেন ক্রতুঃ সৃষ্টঃ পূর্বং সস্তারসস্তৃতঃ ।
 ব্রাহ্মণান্তত্র বিস্তাট্যেস্তোষিতা হভবংস্তদা ।
 অত্যন্তং বিস্তসস্তারং নেতুং বিপ্রাশকন্ন হি ।

হইলেন; এদিকে মুনিবর অগস্ত্য, জীরামের সাক্ষাৎ পত্নীকে সমাগতা দেখিয়া সুবর্ণময়ী পত্নীকে পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকেই জীরামের যজ্ঞের সহধর্মিণী করিলেন। ১২৩—২০০। তৎকালে রঘুকুলতিলক জীরাম-চন্দ্রে যজ্ঞবেদীমধ্যে সীতার সহিত সম্মিলিত হইয়া তারকান্নগত চন্দ্রমার ঋণ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে, সহধর্মিণী সীতার সহিত সর্ব পাপপ্রণাশন কর্তব্য কার্য সকল নির্বাহ করিলেন। তৎকালে তদ্রত্য সমুদয় জন-গণ সীতাসমর্ষিত জীরামচন্দ্রকে যজ্ঞকর্ম্মে প্রসক্ত দেখিয়া সান্তিশয় আনন্দিত ও কোতুকাবিষ্ট হইল। অনন্তর জীরামচন্দ্রে ধামান বসিষ্ঠকে কহিলেন,—স্বামিন! এই মহাযজ্ঞকার্যে অতঃপর আমার অবশ্য করণীয় কি আছে? মহামতি বসিষ্ঠ, জীরামের এত-দাক্ষ্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অতঃপর ব্রাহ্মণ-গণের সন্তোষকর পূজা করা কর্তব্য। পূর্ব-বালে রাজা মরুস্তই সর্বসস্তারসস্তৃত এই যজ্ঞ সৃষ্টি করেন, তৎকালে তিনি, সেই যজ্ঞে ধনাদিদানে ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ প্রকৃত বিস্তসস্তার দান করিয়া-

প্রাঙ্কপন হিমবদেশে বিস্তভারাসহা হিভাঃ ।
 তস্মাক্তমপি রাজাগ্রো লক্ষ্মীবান নৃপসন্তম ।
 দেহি দানাদি বিপ্রভেভ্যো যথা স্মাং শ্রীতি-
 ক্তমমা । ২০৮
 এতচ্ছ্রুত্বা স রাজাগ্র্যঃ পূজ্যং মত্বা ঘটোত্তমম্
 প্রথমং পূজয়ামাস ব্রহ্মপুত্রঃ তপোনিধিম্ । ২০৯
 অনেকরত্নসস্তারৈঃ স্বর্ণভারৈরনেকধা ।
 দেশৈর্জ্ঞনৈঃ পরীপূর্ণৈরত্যন্তং শ্রীতিদায়কৈঃ ।
 অগস্ত্যং পূজয়ামাস সপত্নীকঃ মনোরমম্ ।
 তথৈব রত্নৈঃ স্বর্ণৈশ্চ দেশৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
 ব্যাসং সত্যবতীপুত্রং তথৈব সমপূজয়ৎ ।
 চ্যবনং ভার্য্যা সাকং সুরত্নৈঃ সমপূজয়ৎ ।
 অন্যানপি মুনীন্ সর্বানুবিজ্ঞস্তপসাঃ নিধীন ।
 পূজয়ামাস রত্নাট্যৈঃ স্বর্ণভারৈরনেকধা । ২১৩
 অদান্তদা ক্রতোয়ামো বিপ্রভেভ্যো ভূরিদক্ষিণাম্
 লক্ষং লক্ষং সুবর্ণশ্চ প্রত্যেকং অগ্রজন্মেন ॥

ছিলেন যে, বিপ্রগণ তৎসমুদয় লইয়া যাইতে পারেন নাই; সেই দ্বিজগণ বিস্তভার সহনে অসমর্থ হইয়া হিমালয়প্রদেশে তৎসমস্ত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অতএব হে নৃপ-সন্তম! তুমিও যখন লক্ষ্মীবান এবং অশ্বিল-রাজগণের অগ্রগণ্য, তখন যাহাতে পরম শ্রীতি জন্মে, বিপ্রবর্গকে তজ্জপ ধনাদি প্রদান কর। ২০১—২০৮। রাজবর রামচন্দ্রে বসিষ্ঠের ঐদৃশ বাক্য শ্রবণে অগস্ত্যকে প্রধান পূজা মনে করিয়া প্রথমে সেই তপোনিধি ব্রহ্ম-পুত্রকেই পূজা করিলেন। তিনি সস্ত্রীক পরমসুন্দর অগস্ত্যকে বহুল রত্ন ও সুবর্ণ-ভার এবং পরমশ্রীতিপ্রদ বহুজনপূর্ণ বহুল ভূখণ্ড দানদ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর সেইরূপ বিবিধ রত্ন, স্বর্ণ ও ভূখণ্ডদ্বারা সত্যবতীপুত্র ব্যাসকে এবং মনোহর রত্ননিচয় দ্বারা সস্ত্রীক চ্যবনমুনিকেও পূজা করিলেন। এইরূপ অন্যান্য তপোনিধি ঋত্বিগুণ ও মুনিগণকেও বহুল স্বর্ণভার ও রত্নাদি দানে অর্চনা করিলেন। তৎকালে জীরামচন্দ্রে সেই যজ্ঞে বিপ্রগণকে ভূরি দক্ষিণা প্রদান

দৌনাঙ্করূপ ১৭৩৮ দদৌ দানমনেকধা ।
 যথা সন্তোষবিহিতৈকিত্তৈ রতৈশ্চনোহরৈঃ ।
 বাসাসি চ বিচিত্রাণি ভোজনানি যুদ্দিন চ ।
 তজ্ঞ প্রাদাদযথান্যস্তঃ সর্কেষাং প্রীতিকারকম্ ।
 হুষ্টপুষ্টজনাকীর্ণঃ সর্কসর্বোপবৃংহিতম্ ।
 অত্যন্তমভবদ্বন্ধঃ পুরঃ পুংস্ত্রীসমাবৃতম্ । ২১৭
 সর্কেষাং দদতাং দানং বৌধ্য কুস্তে স্তস্য মুনিঃ ।
 অত্যন্তঃ পরমপ্রীতিং বর্ষো ক্রতুবরে দ্বিজঃ
 তদা কালনভোগার্থং পানীয়মমৃতোপমম্ ।
 আনেতুঞ্চ চতুঃষষ্টিনূপান সস্ত্রীন সমাহ্বয়ৎ ।
 রামস্ত সৌভাগ্য সাধক্যানেতুমদকং যমৌ ।
 ষট্টেন স্বর্ণবর্ণেন সর্কালঙ্কারশোভয়া । ২২০
 সৌমিত্তিকুর্শ্বিলয়া চ মাণ্ডয়া ভরতো নৃপঃ ।
 শুক্রেয়ঃ ঞ্জতকীর্ত্যা চ কাস্তিমত্যা চ পুঙ্কলঃ ।
 সুবাহুঃ সত্যবত্যা চ সত্যবান্ বীরভূষণা ।

সুন্দরস্তত্র সংকীর্ত্যা রাজ্যা চ বিমলো নৃপঃ ।
 রাজা বীরমণিস্তত্র ঞ্জতবত্যা মনোজয়া ।
 লক্ষ্মানিধিঃ কোমলয়া রিপুতাপোহনসেনয়া ।
 বিভীষণো মহামুর্ত্যা প্রভাপাগ্রাঃ প্রভৌভয়া ।
 উগ্রাধঃ কামগময়া নীলয়ত্নোহধিরময়া । ২১৪
 সুরথঃ সুমনোহার্য্যা তথা মোহনয়া কপিঃ ।
 ইত্যাদিব্রূপশব্দ বিপ্রো বসিষ্ঠঃ প্রাহিণোমুনিঃ
 বসিষ্ঠঃ স-... শিবপুণ্যজলাপ্তুতাম্ ।
 উদকং মহাময়াস বেদমন্ত্রেণ মজ্জবিৎ । ২২৬
 পয়ঃ পুনৌহমুঃ বাহমুদকেন মনোহৃত্য ।
 যজ্ঞার্থং রামচন্দ্রে সর্কলৌকিকরক্ষিতুঃ । ২২৭
 উদকং তন্মুনিস্পৃষ্টং সর্কে রামাদয়ো নৃপাট ।
 আজহুর্সুগুপতলে বিপ্রবর্ষ্যৈরুপস্থতে । ২২৮
 পয়োভির্নির্মিতৈঃ স্নাপ্য বাজিনঃ কীরসমিত্ত
 মন্ত্রেণ মজ্জয়াস রামহস্তেন কুস্তজঃ । ২২৯

করিলেন। তিনি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকেই
 লক্ষ সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়াছিলেন। তিনি দৌন
 অশ্ব ও দরিদ্র প্রভৃতিকেও যাহাতে সকলেই
 সন্তুষ্ট হয়, এরূপভাবে আপনার ইচ্ছানুসারে
 সন্তোষপ্রদ প্রস্তুত মনোহর ধনরত্নাদির সহিত
 বিচিত্র সুকোমল বসননিচয় ও বিবিধ ভোজ্য
 বস্ত্র দান করিতে থাকিলেন। তৎকালে
 হুষ্ট-পুষ্ট-জনগণাকীর্ণ, সর্কপ্রকার-সদ্যবহার-
 পূর্ণ অঘোধ্যাপুরী বহুল স্ত্রী-পুরুষে পরিবৃত্ত
 হওয়ায় অস্ৰীব সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল।
 সেই মহামন্ত্রে দ্বিজসন্তম মুনিবর অগস্ত্য,
 জীরামচন্দ্রে সকলেই ধনাদি দান করিতেছেন
 দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং
 তৎকালে তিনি, অশ্বপ্রকালনার্থ অমৃতো
 পম সর্কল আনয়ন করাইবার নিমিত্ত
 সন্ত্রীক চতুঃষষ্টিসংখ্যক নৃপতিকে আহ্বান
 করিলেন। ২০২—২১৯। অনন্তর জীরামচন্দ্রে
 সর্কালঙ্কারভূষিতা সৌভাগ্য সহিত স্বর্ণময়
 কলসে উদক-আনয়নার্থ গমন করিলেন।
 লক্ষণ, উর্শ্বিলার সহিত, নৃপতি ভরত মাণ্ড-
 বীর সহিত, শুক্রেয় ঞ্জতকীর্ষির সহিত, পুঙ্কল
 কাস্তিমভীর সহিত, সুবাহু সত্যবতীর সহিত,

সত্যবান বীরভূষার সহিত, সুন্দ সংকীর্ষির
 সহিত এবং নৃপতি বিমল রাজ্ঞীনারী পত্নীর
 সহিত, রাজা বীরমণি পরমসুন্দরী ঞ্জতবতীর
 সহিত, লক্ষ্মানিধি কোমলয়ার সহিত, রিপু-
 তাপন অঙ্গসেনার সহিত, বিভীষণ মহামুর্ষির
 সহিত, প্রতাপাগ্রা প্রভৌভার সহিত, উগ্রাধ
 কামগময়ার সহিত, নীলয়ত্ন অধিরময়ার সহিত,
 সুরথ সুমনোহারীর সহিত, এবং কপিরাজ
 সুগ্রীব মোহনার সহিত গমন করিলেন।
 মূনবর বসিষ্ঠ ইত্যাদি অপর নৃপতি-
 গণকেও জলানয়নার্থ প্রেরণ করিলেন।
 অনন্তর মজ্জবিৎ বসিষ্ঠ, কল্যাণকর পবিজ্ঞ-
 সলিলবাহিনী সরযুতে গমনপূর্বক বক্ষ্যমাণ
 বেদমন্ত্রে তদীয় সলিল অভিমন্ত্রিত করি-
 লেন।--৬ে সলিলরাসে। তুমি সর্কলোকপালক
 রামচন্দ্রেয় যজ্ঞসম্পাদনার্থ মনোহর উদকদ্বারা
 যজ্ঞীয় অশ্বকে পবিজ্ঞ কর। অনন্তর জীরাম-
 চন্দ্রে প্রভৃতি সমুদয় নৃপগণ সেই মুনিস্পৃষ্ট উদক
 বিপ্রবরণক কর্তৃক শোধিত মণ্ডপতলে আন-
 য়ন করিলেন। অতঃপর অগস্ত্য, তৎসমুদয়ে
 সলিলদ্বারা কীরসমিত্ত যজ্ঞার্থকে দ্বিহিত
 মন্ত্রে স্নান করাইয়া তদুপরি জীরামের ব্রহ্ম-

পুনীহি মাং মহাবাহু অশ্বিন ব্রহ্মসমাকুলে ।
 স্বয়ে ধনাধিলা দেবাঃ শ্রীপত্ত পন্নিতেবিভাঃ ।
 ইত্যক্ষা স নৃপো রামঃ সীতয়া সমমস্পৃশৎ ।
 তদা সর্কে ষিঙ্কান্তিমমস্তস্ত কুতুহলাৎ ॥২৩১
 পরম্পরমবোচন্তে স্বরামস্বরণান্নরাঃ ।
 মহাপাণাৎপ্রমুচ্যন্তে স রামঃ কিং বদত্যাহো ।
 ইত্যুক্তবতি ভূমীশে রামে কুন্তোত্তবো মুনিঃ ।
 করবালং চাতিমহ্ম্য দদৌ রামকরে মুনিঃ ।
 করবালে ধৃতে স্পৃষ্টে রামেণ স হয়ঃ ক্রতো ।
 পত্ত্বস্ত বিহারাণ্ড দিব্যরূপমপদ্যত ॥ ২৩৪
 বিমানবরমাক্রুচ্যাপ্সোভিঃ সমবিতঃ ।
 চামরৈরকীর্জ্যমানশ্চ বৈজয়ন্ত্যা বিভূষিতঃ ॥২৩৫
 তদা ভং বাজিতাং ভ্যাক্তা দিব্যরূপধরং নরম্
 বৌধ্য লোকাঃ ক্রতো সর্কে বিশ্বয়ঃ প্রাপ্তুবৎ-
 স্তদা ॥ ১৩৬

তদা রামঃ স্বয়ং জানন প্রাপয়ন সর্কেতো নরান্
 পপ্রচ্ছ দিব্যরূপস্বঃ সুব্রং পরমধার্মিকঃ ॥২৩১
 শ্রীরাম উবাচ ।
 কথং দিব্যবপুঃ শ্রাণ্ডঃ কস্মাৎ বাজিতাং গতঃ
 কথং সুব্রহ্মসাহিতঃ কিং চিকীর্ষসি তদ্বদ ॥২৩৮
 রামস্ত বচনং শ্রুত্বা দেবঃ শ্রোবাচ ভূমিপম্ ।
 হসন মেঘরবাং বাণীমবদৎ সুমনোহরম্ ॥:৩৯
 দেব উবাচ ।
 তবাজাতং ন সর্কেজ বাহাভ্যন্তরচারিণঃ ।
 তথাপি পৃচ্ছতে তুভ্যাংকথয়ামি যথাতথম্ ॥২৪০
 অহং পুরাভবে রাম দ্বিজঃ পরমধার্মিকঃ ।
 চচার প্রতিকূলস্ত দেবস্ত রিপুতাপন ॥ ২৪১
 কদাচিদ্ভুতপাণায়াস্তীয়েহহং গতবান পুরা ।
 অনেকগৃক্ষলিতে সর্কেজ সুমহোরমে ॥১৪২
 তত্র স্নাত্বা পিতৃঃস্তুপ্তা দানং দশ্বা যথাবিধি ।

স্থাপনপূর্বক এইরূপ মন্ত্রপাঠ করাইলেন,
 “হে মহাবাহু! এই ব্রহ্মসমাকুল যজ্ঞে
 আমাকে পবিত্র কর, স্বদীয় মেধ দ্বারা যেন
 অর্ধল দেবগণ পারিতুষ্ট হন” ॥ ২২০—২৩০ ॥
 নৃপবর শ্রীরামচন্দ্রে এইরূপ প্রার্থনাবাক্য বালয়া
 সীতার সহিত অশ্বের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন ।
 তৎকালে সমুদয় দ্বিজগণই আশ্চর্য্য বোধ
 করত কুতুহল-বশতঃ পরস্পর বলিতে লাগি-
 লেন,—কি আশ্চর্য্য! ষাঁহার নামস্বরণমাজেই
 মানবগণ মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়,
 তিনি আবার এক বলিতেছেন! এদিকে
 ভূপতি রামচন্দ্রে ঐরূপ মন্ত্রবাক্য বলিলে
 কুন্তোত্তব মুনিবর অগস্ত্যা, করবাল অভি-
 মন্ত্রিত করিয়া শ্রীরমের হস্তে প্রদান করি-
 লেন । রামচন্দ্রেও যেমন করবাল স্পর্শ ও
 ধারণ করিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ সেই অশ্ব
 পত্ত্বদেহ পারিত্যাগপূর্বক দিব্যরূপ প্রাপ্ত
 হইল । তখনই সে, অম্পরাদিগের সহিত
 উৎকৃষ্ট বিমানে আরুঢ় এবং চামরসমূহ দ্বারা
 বৌধ্যমান ও বৈজয়ন্তী দ্বারা বিভূষিত হইল ।
 তৎকালে সেই যজ্ঞস্থলে যাবতীয় লোকই
 সেই যজ্ঞস্থলকে অশ্বাকার পরিহারপূর্বক

দিব্যরূপধারী মহুধ্যাকৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্য
 বোধ করিল । তখন পরমধার্মিক রামচন্দ্রে,
 স্বয়ং তদ্বিশয় জানিয়াও সমুদয় মানবগণকে
 জানাইবার জন্ত সেই দিব্যরূপধারী দেবকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি দিব্যরূপ প্রাপ্ত
 হইলে? কি জন্তই বা অশ্বস্ব প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলে? কি জন্তই বা দেবজনাদিগের
 সহিত মিলিত হইলে? এবং একর্ণেই
 বা কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহা
 বল ॥২৩১—২৩৮ ॥ শ্রীরামের এতদ্বাক্যশ্রবণে
 বিমান হইতে অবতরণপূর্বক হস্ত করত
 সেই দেব, ভূপতি শ্রীরামকে মেঘগভীর
 শ্বরে এইরূপ সুমনোহর বাক্য বলিলেন,—
 স্বামিন! আপনি যখন বাহু ও অভ্যন্তরে
 সর্কেজই বিরাজমান, তখন আপনার ত কিছুই
 অবিদিত নাই, যাহাই হউক, তথাপি আপনি
 যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন যথার্থ
 বিষয় বলিতেছি । হে রিপুতাপন রাম!
 পূর্বজন্মে আমি পরমধার্মিক ব্রাহ্মণ হইয়া
 বাহাতে দেবতা প্রতিকূল হন, এইরূপ
 আচরণ করিয়াছিলাম । একদা আমি, সর্কেজ
 বহুলতকরাজি বিরাজিত পরম মনোহর

ধ্যানং তব মহাবাহো কৃতবান বেদসম্বিতম্ ॥
 তদা জনাঃ সমায়াতা বহবস্তত্র ভূপতে ।
 তেবাং প্রবঞ্চনার্থং দন্তমেনমকারিবম্ ॥ ২৪৪
 অনেকক্রতুসন্তারৈঃ পূর্ণমঞ্জিরমুস্তমম্ ।
 বাসোভিষ্ছাদিতঃ স্তম্যঃ চশালাদিযুতঃ মহৎ ॥
 অগ্নিহোত্রোক্তবো ধূমঃ সৰ্বতো নভসোহঙ্কনম্
 চকার স্তম্যমতুলং চিত্রকারিবপূৰ্ণরঃ ॥ ২৪৬
 অনেকতিলকক্রীড়িতঃ শোভিতাক্ষো মহাতপাঃ
 দৰ্ভশোভৌ সমিৎপাণির্দন্তে মূৰ্ধধরঃ কিমু ॥
 দুৰ্বাসাস্তত্র স্ফুল্লং পর্যটন জগতীতলম্ ।
 প্রাপ তত্র মহাতেজা ধৃতপাপঃ সন্নিতটে ॥
 দদর্শ মাং দন্তকরঃ মৌনধারণমগ্রতঃ ।
 অনর্থাকরমুগস্তমস্বাগতবচঃকরম্ ॥ ২৪৯

সরযুতীরে উপস্থিত হই। হে মহাবাহো
 পরে সরযুসলিলে স্নানান্তর পিতৃগণের
 তর্পণান্তে যথাবিধি দানকার্য সম্পাদন-
 পূৰ্বক আপনার ধ্যান করিতে থাকি।
 হে ভূপতে। তৎকালে তথায় বহুল জন-
 গণ সমাগত হয় এবং আমি তাহা-
 দিগের প্রবঞ্চনার্থ এইরূপ দস্তাচরণ
 করি; কিঞ্চিৎ সমতল ভূভাগ পরিষ্কৃত
 ও তাহার উপরিভাগ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছা-
 দিত করিয়া তন্মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ঘূপাদি
 যজ্ঞসামগ্রী স্থাপনপূৰ্বক সেই স্থান পরিপূর্ণ
 করিয়া কোলি। পরে আমার অগ্নিহোত্র
 সত্ত্ব বিচিত্রপ্রাকার ধূমপটল উখিত হইয়া
 চতুর্দিকে নভোমণ্ডল অতি স্নমণীয় করিয়া
 তুলিল। স্বয়ংও তৎকালে সৰ্বাঙ্গ বহুল-
 তিলকশোভায় সুশোভিত করিয়া হস্তে
 কুশাঙ্গুরীয় ধারণপূৰ্বক করতলে কতকগুলি
 স্তম্য লইয়া মহাতপা হইলাম; তখন আমি
 যেন মূৰ্ত্তমান দন্ত বলিয়া প্রতীক্ষমান হইতে
 লাগিলাম। ঐ সময়ে পবিত্রাঙ্গা মহাতেজাঃ
 দুৰ্বাসা, বখেচ্ছক্রমে ভূতলে পর্যটন করিতে
 করিতে সেই সন্নিতটে উপস্থিত হইলেন।
 অনন্তর তিনি সন্মুখে আমাকে মৌনব্রত-
 ধারী, দন্তকর এবং তদীয় অর্ধ্যপ্রদান ও

দৃষ্টা তীব্রক্ৰোধাক্রান্তঃ সমুজ্জ ইব পৰ্ব্বণি ।
 শশাপাসৌ মুনিস্তারো দন্তিনং মাং মহামতিঃ
 দুৰ্বাসা উবাচ ।
 যদি ত্বং সরযুতীরে করোষি দন্তমুগ্রকম্ ।
 তস্মাৎ প্রাপ্নুহি নির্কাচ্যং পশুত্বং তাপসাধম্ ॥
 শাপং প্রদত্ত্বং সংশ্রুত্য হুঃখিতোহহং তদাভব
 অগ্রহীষং পদে তন্ত মুনের্ছরীসংঃ কিম্ ॥ ২৫২
 তদা মে কৃতবান্ রাম বিজোহন্নগ্রহমুস্তমম্ ।
 বাজিতাং প্রাপ্নুহি মখে রাজরাজশু তাপস ॥
 পশ্চাত্তদন্তসম্পর্কাদ্যাহি ত্বং পরমং পদম্ ।
 দিব্যং বপুর্মনোহারি ধৃষা দন্তবিবর্জিতম্ ॥
 তেন শাপোহপি সন্দিষ্টো মমাত্তগ্রহতাং গতঃ
 যদহং তব হস্তস্ত স্পর্শং প্রাপ্তৌ মনোরমম্ ॥
 যদেব রাম দেবাদিচূর্ণভং বহুজয়ন্তিঃ ।
 তন্তেহহং করজস্পর্শং প্রাপ্তবানিহ চূর্ণভম্ ॥

স্বাগত প্রস্ত্রে পশ্চাৎস্থ উন্নতপ্রায় দর্শন করি-
 লেন। ২৩৯—২৪৯। সেই তীব্রতেজাঃ মুনিবর,
 এইরূপ দেখিয়াই কোধন্তরে পৰ্ব্বকালীন
 সন্মুদ্রের স্তায় ভীমদর্শন হইয়া উঠিলেন এবং
 সেই মহামতি তাদৃশ দস্তাচারী আমাকে এই
 অভিসম্পাত করিলেন যে, 'রে তাপসাধম্!
 তুই যখন সরযুতীরে বসিয়া মহাদস্তাচরণ
 করিতেছস্, তখন অনির্কচনীয় পশুত্ব প্রাপ্ত
 হইবি'। তৎকালে আমি তৎপ্রদত্ত তাদৃশ
 শাপবাক্য শ্রবণে হুঃখিত হইলাম এবং সেই
 মুনিবর দুৰ্বাসার চরণযুগল ধারণ করিলাম।
 রাম! তাহাতে সেই বিজবর আমার প্রতি
 পরম অন্নগ্রহ করিয়া কহিলেন, তাপস! তুমি
 রাজরাজ রামচন্দ্রের যজ্ঞীয় অৰ্থ হইবে, পরে
 তদীয় হস্তস্পর্শে দন্তবিহীন মনোহর দিব্য
 বপুঃ ধারণপূৰ্বক বৈকুণ্ঠরূপ পরম স্থানে গমন
 করিবে। মুনিবর আমায় যেমন শাপপ্রদান
 করিয়াছিলেন, তেমনি আবার আমার
 প্রতি অন্নগ্রহপ্রকাশও করিয়াছেন, কারণ
 তজ্জন্ত আমি আপনার মনোরম করস্পর্শ
 প্রাপ্ত হইলাম। রাম! দেবাদিরও যাঁহা
 বহুজয়ে চূর্ণভ, আজ আমি এই জগতে সেই

আজ্ঞাপয় মহারাজ স্বৎপ্রসাদাদহং মহৎ ।
 গচ্ছামি শাশ্বতং স্থানং তব দুঃখাদিবর্জিতম্ ॥
 ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুঃ কালবিভ্রমঃ ।
 তৎস্থানং দেব গচ্ছামি স্বৎপ্রসাদান্নরাধিপ ॥
 ইত্যুচ্চা তং পরিক্রম্য বিমানবরমাকহৎ ।
 অনেকরত্নরচিতং সর্বদেবাবিবিদিতম্ ॥ ২৫২
 গতোহসৌ শাশ্বতং স্থানং রামপাদপ্রসাদতঃ ।
 পুনরাবৃন্তিরহিতং শোকমোহবিবির্জিতম্ ॥ ২৬
 তেন তৎকথিতং শ্রুত্বা রামঃ জাহ্নেতরে জনাঃ
 বিশ্বয়ং প্রাপিযে সর্বে পরম্পরমুহুমদাঃ ॥ ২৬১
 শৃণু বিজ মহাবুদ্ধে দন্তেনাপি স্মৃতে হরিঃ ।
 দদাতি যোক্তং স্তুতরায়ং কিং পুনর্দন্তবর্জনাৎ ॥
 যথাকথঞ্চিজামস্ত কর্তব্যং স্মরণং পরম্ ॥
 যেন প্রাপ্নোতি পরমং পদং দেবাদিদুল্লভম্ ॥
 তচ্চিত্রং বীক্ষ্য মুনয়ঃ কৃতার্থং মেনিরে নিজম্

সুদুল্লভ 'তবদায় করম্পর্শ লাভ করিলাম ।
 মহারাজ ! এক্ষণে আমার আজ্ঞা করুন,
 আমি তবদায় প্রসাদে তবদায় দুঃখাদি-
 বিবির্জিত নিত্য স্থানে গমন করি । যে
 দেব ! হে ধরাধিপ ! আমি আপনারই প্রসাদে
 যে স্থানে শোক, জরা ও মৃত্যুরূপ কালবিভ্রম
 নাই, সেই স্থানেই যাইতেছি ॥ ২৫০—২৫৮।
 তিনি এইরূপ কহিয়া জীরামকে প্রদক্ষণ-
 পূর্বক অনেক-রত্নরচিত সর্বদেবাবিবিদিত
 বিমানবরে আরঢ় হইলেন এবং জীরামের
 চরণপ্রসাদে পুনরাবৃন্তিরহিত শোকমোহ
 বিবির্জিত নিত্যস্থানে গমন করিলেন ।
 তদন্ত্য আপামর সমুদয় জনগণই তৎকথিত
 বাক্য শ্রবণে জীরামকে পরম পুরুষ জানিয়া
 সান্তিশয় বিশ্বরাবিষ্ট ও পরস্পর আনন্দে
 উৎসঙ্গপ্রায় হইল । হে মহাবুদ্ধে দ্বিজবর !
 দেখ, ভগবান হরিকে সদন্তে স্মরণ করি-
 লেও, তিনি যখন পরম যোক্তপদ প্রদান
 করিয়া থাকেন, তখন দন্তবর্জনপূর্বক
 স্মরণের ত কথাই নাই । যেহেতু
 যানব, এবং স্বাক্ষরকারেও দেবাদিদুল্লভ পরমপদ
 প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু যেকোন প্রকারেই

যদ্রামচরণপ্রেক্ষ-করম্পর্শপবিজিতম্ ॥ ২৬৪
 গতে তস্মিন সুরে স্বর্গং হযরূপধরে পুরা ।
 উবাচ রামস্তপসাং নিধীন বেদবিদুস্তমান ॥ ২৬৫
 জীরাম উবাচ ।
 কিং কর্তব্যং ময়া ব্রহ্মন হয়ো নষ্টৌ গন্তঃ সূখম্
 হোমঃ কথং পুরো ভাবৌ সর্কদৈবততর্পকঃ ॥
 যথা স্তাৎ সুরসন্তৃপ্তিবধা মে মথ উস্তমঃ ।
 তথা কুরুস্ত মুনয়ো যথা মে স্তাধিধিষ্ঠতম্ ॥
 ইতি বাক্যং সমাশ্রুত্ব জগাদ মুনিসত্তমঃ ।
 বসিষ্ঠঃ সর্বদেবানাং চিত্তাভিজ্ঞানকোবিদঃ ॥
 কপূরমাহর কিপ্রঃ যেন দেবাঃ স্বয়ং পুরঃ ।
 প্রাপ্য হব্যং গ্রহীয়ন্তি মথাক্যে প্রেরিতাধুনা ॥
 ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য রামঃ কিপ্রমুপাহরৎ ।
 কপূরঃ বহুদেবানাং প্রীত্যর্থং বহুশোভনম্ ॥

হউক, জীরামকে স্মরণ করা কর্তব্য । মনি-
 গণ, তৎকালে সেই অদ্বুত ব্যাপার দর্শনে
 জীরামের জীচরণ দর্শন ও করম্পর্শে অধিল
 জগৎই পবিত্র হয় তাবিয়া আপনাদিগকেও
 কৃতার্থ মনে করিলেন । এদিকে পূর্বে
 যিনি হযরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই
 দেব স্বর্গে গমন করিলে জীরামচন্দ্রে বেদ-
 বিদগণের অগ্রগণ্য তপোনিধি মুনীগণকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন,— দ্বিজগণ ! এক্ষণে
 আমার কর্তব্য কি ? স্বর্গ ও নষ্ট হইয়াছে,
 তিনি ত অুখে সুরপুরে গমন করিয়াছেন ;
 অধুনা অধিলদেবগণের তৃপ্তিসাধক হোমকার্য্য
 কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ? ২৫২—২৬৬। অত-
 এব মুনীগণ ! যাঁহাতে সুরগণের সম্যক তৃপ্তি
 ও যজ্ঞ উত্তমরূপে সুসম্পন্ন এবং বেদবিধি-
 রক্ষিত হয়, অধুনা তাদৃশ বিধান করুন ।
 জীরামের এতদ্বাক্যশ্রবণে সমুদয় দেবগণের
 মনোহুতিজা মুনিসত্তম বসিষ্ঠ বলিলেন,—
 হরায় কর্পূর আহরণ কর, যেহেতু কর্পূর-
 সুবাসিত হব্য প্রাপ্ত হইয়া এখনই মদীয়
 বাক্যাস্বাস্ত্রে স্বয়ং দেবগণ গ্রহণ করিবেন ।
 বসিষ্ঠের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে জীরামচন্দ্রে

তদা মূনিঃ প্রহৃষ্টাশ্চ। দেবানাং হৃদয়ং তান্।
 তে সৰ্কে তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তাঃ স্বপন্নীবায়সংবৃত্তাঃ
 শেষ উবাচ।
 ইন্দ্রস্বস্ত্র হবিষ্ঠং রামচন্দ্রেণ বৌদ্ধিতম্।
 পরিখাদনং ক্রমো তু পুং ন প্রাপ সুরসংযুতঃ।
 নারায়ণো মহাদেবো ব্রহ্মা তত্র চতুর্ভুজঃ।
 বক্রশ্চ কুবেরশ্চ তথাস্ত্রে লোকপালকাঃ।
 তত্রাস্বাদ্য হবিঃ স্নিগ্ধং বসিষ্ঠেন পরিষ্কৃতম্।
 তত্র পুনর্হি বিপ্রেস্রাঃ কুম্ভার্শ্বা ইব ভোজননাৎ।
 সর্কান দেবাংশ্চ সন্তপ্য হবিষা করুণানিধিঃ।
 বসিষ্ঠপ্রেরিতঃ সর্কমিত্তিকর্ষব্যামাচরৎ। ২৭৫
 ব্রাহ্মণাশ্চানসন্তুষ্টা হবিস্তুষ্টাঃ সুরা বরাঃ।
 তুষ্টাঃ সর্কে স্বকং ভাগং গৃহীত্বা নিলয়ং যযুঃ
 ঋষিভ্যো হোতৃমুখ্যেভ্যঃ প্রাদাদ্রাজ্যং চতুর্দিশম্।

সন্তুষ্টাস্তে দ্বিজা রামমার্শির্ভিরদভুঃ শুভম্। ২৭৭
 পূর্ণাহতিঃ ততঃ কৃত্বা বসিষ্ঠঃ প্রাহ সুপ্রিয়ঃ।
 বর্ক্যপয়স্তু কুম্ভাংশ্চ যজ্ঞপূর্ষিকং পরম্। ২৭৮
 তথাক্যং তাঃ স্নিগ্ধং ব্রহ্মা লাজৈরবাকিরমুদা।
 লাবণ্যজিতকন্দর্পঃ মহাকুম্ভমীশপুঞ্জিতম্। ২৭৯
 ততোহবভূথস্নানার্থং প্রেরয়ামাস ভূমিপম্।
 যযৌ রামঃ সহ স্বীয়ৈঃ সরযুতীরমুত্তমম্। ২৮০
 অনেকরাজকোটীভিঃ পরিতঃ পাদচারিভিঃ।
 জগাম স সন্নিহেষ্ঠাং পশ্চিম্বন্দসমাকুলাম্।
 তারাপতিরিব স্বাভির্ভাধ্যাভির্ভূত উৎপ্রভঃ।
 বিয়োচতে যথা তদ্বদ্রামো রাজগণৈর্ভূতঃ।
 তদ্বৎসবং সমাজায় যযুলোকান্তরায়ুতাঃ।
 সীতাপতিমখালোক-নিশ্চলীভূতগোচনাঃ।
 রাজেশ্বং সীতয়া সাকং গচ্ছন্তং সন্নিহতং প্রাতি।
 বিলোক্য মুদিতা লোকান্তিরং দর্শনলালসাঃ।

তৎক্ষণাৎ দেবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত অতি
 মনোহর বহুল কর্পুর আনয়ন করিলেন।
 তখন মুনিবর বসিষ্ঠ প্রহৃষ্ট হইয়া দেবতা-
 গণকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারাও সকলে
 তৎক্ষণাৎ স্বীয় পরিবারবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া
 তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র
 সুরগণের সহিত সেই যজ্ঞে ঐরামচন্দ্রে কর্তৃক
 বৌদ্ধিত সুসংস্কৃত হবি ভোজন করিয়া তৃপ্তির
 সীমা করিতে পারিলেন না। সেই যজ্ঞে
 নারায়ণ, মহাদেব, চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, বক্রণ,
 কুবের এবং অশ্বাশ্ব লোকপালগণও বসিষ্ঠ-
 কর্তৃক সুসংস্কৃত স্নিগ্ধ হবিঃ আশ্বাদন
 করিয়া ব্রাহ্মণগণের স্নায় পুনরপি ভোজনার্থ
 কুম্ভার্শ্ব হইয়াছিলেন। তৎকালে করুণানিধি
 ঐরামচন্দ্রে হবি দ্বারা সমৃদয় দেবগণকে পরি-
 তুষ্ট করিয়া বসিষ্ঠের উপদেশানুসারে সমৃদয়
 ইতিকর্ষব্য সম্পাদন করিলেন। সেই
 যজ্ঞে সমৃদয় ব্রাহ্মণগণই দানপ্রাপ্তির এবং
 নিখিল সুরবরগণই হবির্ভোজনে সন্তুষ্ট
 হইলেন; এইরূপে সকলেই স্ব স্ব ভাগ
 গ্রহণপূর্বক পরিতুষ্ট হইলেন। নিজ নিজ নিকে-
 তনে গমন করিলেন। ২৬৭—২৭৬ অতঃপর
 ঐরাম, হোতৃপ্রধান ঋষিগণকে চতুর্দিকে

রাজ্য দান করিলেন, সেই দ্বিজগণও আত-
 তুষ্ট হইয়া আশীর্বাদ দ্বারা তাঁহাকে শুভ ফল
 প্রদান করিলেন। অনন্তর বসিষ্ঠ পূর্ণাহতি
 প্রদানপূর্বক সৌভাগ্যবতী রমণীগণকে কহি-
 লেন,—তোমরা এক্ষণে যজ্ঞপূর্ষিকের ভূপতি-
 বরকে সংবর্ধনা কর। বসিষ্ঠবাক্যশ্রবণে
 সেই ললনাগণ, যিনি লাবণ্যদ্বারা কন্দর্পকেও
 পরাভব করিয়াছেন, মহা মহা ভূপতিগণও
 ঐহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই ঐরা-
 মের উপর সানন্দে লাজ বর্ষণ করিতে
 লাগিলেন। তদনন্তর বসিষ্ঠ, অবভূথ-
 স্নানার্থ ঐরামচন্দ্রেও নিয়োগ করিলেন;
 ঐরামচন্দ্রেও স্বজনগণের সহিত মনোরম
 সরযুতীরভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে
 তিনি, চতুর্দিকে পাদচারী অসংখ্য নুপগণে
 পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চিম্বন্দসমাকুলা সন্নিহয়া
 সরযুতে গমন করিতে লাগিলেন। রাজগণ-
 পরিবৃত্ত রামচন্দ্রে সরযুগমনকালে, স্বীয় ভাধ্যা-
 তারাগণ-পরিবেষ্টিত সুপ্রভ তারাপতির
 স্নায় শোভমান হইতে থাকিলেন। ঐ সময়ে
 সমস্ত লোকেই সেই মহোৎসব পরিজ্ঞাত
 হইয়া ঐরাম-গতিতে তৎসন্নিধানে গমন

অনেকনটগচ্ছরী গায়স্তো যশ উজ্জলম্ ।
 অল্পজগ্মুর্শ্বহীশানং সর্ষলোকনমস্কৃতম্ ॥ ২৮৫
 নর্ভক্যস্তত্র নৃত্যন্ত্যঃ কোভয়ন্ত্যঃ প্তেস্থনঃ ।
 জলযজ্ঞৈশ্চ সিঞ্চন্ত্যো যযুঃ শ্রীরামসেবনম্ ॥
 মহারাজং বিলম্পন্ত্যো হরিদ্রাকুঙ্কুমাদিভিঃ ।
 পরম্পরং বিলম্পন্ত্যো মুদং প্রাপুর্ষহস্তরাম্ ॥
 কুচযুগ্মোপরিম্পস্ত-মুক্তাহারশুশোভিতাঃ ।
 শ্ৰবণধন্বদম্বষ্ট-স্বর্ণকুণ্ডলকিতাঃ ॥ ২৮৮
 অনেকনরনারীভিঃ সঙ্কীর্ণং মার্গমাচরৎ ।
 যথাবৎ সরিত্তং প্রাপ শিবপুণ্যজলাপুতাম্ ॥
 তত্র গতা স বৈদেহ্যা রামঃ কমললোচনঃ ।
 প্রবিবেশ জলং পুণ্যং বসিষ্ঠাদিভিরবিতঃ ॥
 অল্পপ্রবিবন্তঃ সর্ষে রাজানো জনতাস্তথা ।

তৎপাদরজসা পুতঃ জলং লোকৈকবন্দিতম্ ।
 পরম্পরং প্রসিঞ্চন্তো জলযজ্ঞৈশ্চনোরমৈঃ ।
 সুশোণনয়নাঃ সর্ষে হর্ষং প্রাপুর্ষনোহধিকম্
 স রামঃ সীতয়া সার্কিঃ চিরং পুণ্যজলপ্রবে ।
 ক্রৌড়িত্বা জলকম্পোলৈর্নরগাঙ্ঘন্যসংযুতঃ ॥ ২৯৩
 দুকূলবাসাঃ সক্রীটীকুণ্ডলঃ
 কেশ্বরশোভাবরকঙ্কণাশিতঃ ।
 বন্দর্পকোটিশ্রয়যুতদ্বয়মপো
 রাজ প্র্যাবর্ধৈরুপপংস্তুতো বভৌ ॥ ২৯৪
 স ষাণ্যুপং বরবর্ণশোভিতঃ
 কৃৎস্না সরিত্তীরবরে মহামনাঃ ।
 ত্রৈলোক্যালোকশ্রয়মাপ চ্যাত্ত্বতা-
 মষ্টৈর্হৃৎপাং নৃপতিভূক্তৈর্নজৈঃ ॥ ২৯৫
 এবং জনকপুত্র্যাসৌ হর্যমেধজয়ং চরন ।

করিতে লাগিল এবং তৎকালীন সীতাপতির
 মুখারবিন্দ বিলোকনে সকলেরই লোচন-
 যুগল নিশ্চল হইয়া গেল। চিরদর্শনাভিলাষী
 জনগণ, তৎকালে রাজেন্দ্র রামচন্দ্রকে
 সীতার সহিত সরযুতে যাইতে দেখিয়া পরম
 আনন্দিত হইল। তৎকালে বহুসংখ্যক
 নর্ভক ও গায়কগণ তদীয় যশোগান করিতে
 করিতে সেই সর্ষলোক-নমস্কৃত মহীশরের
 অল্পগমন করিতে লাগিল। তথায় বহুল
 নর্ভকীগণ স্ব পতির মনঃকোভ উপপাদন
 করত নৃত্য করিতে লাগিল এবং জলযজ্ঞ-
 দ্বারা জলসেচন করত শ্রীরামের সেবা
 করিতে থাকিল। তৎকালে স্তনযুগলোপরি
 বিলম্বমান মুক্তাহারে সুশোভিত, এবং
 কর্ণযুগলে প্রমার্জিত স্বর্ণকুণ্ডলে বিভূষিত
 রমণীগণ হরিদ্রা ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা মহারাজ
 রামচন্দ্রকে এবং পরম্পর পরম্পরকে বিলে-
 পন করত পরমানন্দ উপভোগ করিতে
 লাগিল। ২৭৭—২৮৮। কমললোচন রাম,
 এইরূপে সরযুগমন-পথ নর নারীগণে সঙ্কীর্ণ
 করিয়া ক্রমে সেই কল্যাণপ্রদ পবিত্র-
 সলিলবাহিনী সরযুতে উপস্থিত হইলেন
 এবং তথায় যাইয়া বসিষ্ঠাদির সহিত
 মিলিত হইয়া সীতার সহিত তদীয়

পবিত্র সলিলে প্রবেশ করিলেন। তৎ
 কালে সমুদয় রাজগণ ও অপরাপর জন-
 সমূহ সকলেই ঠাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তদীয়
 পাদরজ দ্বারা পবিত্রিত, সর্ষলোক-বন্দিত
 সেই জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন অনন্তর
 সকলে মনোহর জলযজ্ঞদ্বারা পরম্পর জল-
 সেচন করত যাহা কখন মনেও আনা যায়
 না, তাদৃশ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে
 সকলেরই লোচনযুগল জলক্রৌড়ায় শোণ-
 বর্ণ হইয়াছিল। ধার্মিকবর শ্রীরামচন্দ্রে সীতার
 সহিত বহুক্ষণ সেই পবিত্র জলপ্রবাহে
 কম্পোলমালা দ্বারা ক্রৌড়া করিয়া জল হইতে
 নির্গত হইলেন। অনন্তর রাজবরণকর্ভুক
 বন্দিত নৃপতি রামচন্দ্রে, দুকূল বসন, ক্রীট,
 কুণ্ডল, কেশ্বর ও মনোহর কঙ্কণ পরিধান
 কোটি কোটি বন্দর্পশোভা বিস্তার করত
 পরমশোভমান হইতে থাকিলেন। মহা-
 মনাঃ নৃপতি রামচন্দ্রে, মনোহর বিবিধ বর্ণে
 রঞ্জিত যজ্ঞয় যুগ সরযুতীরে সংস্থাপন করিয়া
 অস্তান্ত রাজগণের নিজ নিজ বলে যাহা
 কুশ্রুপ্য, তাদৃশ অদ্ভুত ত্রিলোকসৌন্দর্য
 প্রাপ্ত হইলেন। বৎস! শ্রীরামচন্দ্রে, জনক-
 নন্দিনীর সহিত এইরূপ অধমেধজয় অল্পষ্ঠান

ত্রৈলোক্যে কীর্ত্তি তুমতুলাং প্রপেদে বৈ

সুহৃৎভাম্ ॥ ২১৬

এবং তে বর্ণিতং তাত যৎপৃষ্টো রামসৎকথাম্
বিস্কৃত্তঃ কথিতো মেধো ভুয়ঃ কিং পৃচ্ছসি দ্বিজ
যঃ শূণোতি হরেৰ্ভক্ত্যা রামচন্দ্রশ্চ সন্ন্যসম্ ॥
ব্রহ্মহত্য্যাং ক্ষণাতৌর্দ্বী ব্রহ্মশাস্ত্রতমানুঘাৎ ॥ ২১৮ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রান্নিন্দিতো ধনমানুঘাৎ ॥
রোগার্ভো মুগ্ধতে রোগাদ্ধকো মুগ্ধ্যত বন্ধনাং
যৎকথাশ্রবণাদৃষ্টঃ স্বপচোহপি পরং পদম্ ॥
প্রাপ্নোতি কিমু বিপ্রাগ্র্যো রামভক্তিপরায়ণঃ ॥
রামং স্মৃৎস্বা মহাভাগং পাপিনোহপি পরং পদম্
প্রাপ্নুয়ুঃ পরমং সর্গং শক্রদেবাদিহৃৎভাম্ ॥ ৩০.১
তে ধন্থা মানবা লোকে যে স্মরন্তি রঘুদহম্ ॥
তে ক্ষণাৎসংসৃতিং তৌর্দ্বী গচ্ছন্তি সুখমব্যয়ম্

করিয়। ত্রিলোকে সুহৃৎভাত অতুলনীয়। কীর্ত্তি
লাভ কারয়াছিলেন, বিজবর। তুমি আমার
নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই ত
আমি তদ্বিষয় বর্ণন করিলাম, শ্রীরামের পুণ্য-
কথা বর্ণনার্থ তদীয় অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয়
সবিস্তরে কথিত হইল, এক্ষণে কোন বিষয়
জানিতে ইচ্ছা কর। ২৮৯—২৯১। যে
মানব ভক্তি সহবারে ভগবান হর শ্রীরাম-
চন্দ্রের এই অশ্বমেধ যজ্ঞকথা শ্রবণ করে,
সে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইতেও
উত্তীর্ণ হইয়া চরমে শাস্ত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত
হয়। অপুত্রক ব্যক্তি বহুপুত্রলাভ করে,
নির্দীন ধনপ্রাপ্ত হয়, এবং রোগার্ভ
ব্যক্তি যোগ হইতে ও বন্ধ ব্যক্তি বন্ধন
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যাহার পবিত্র
কথাশ্রবণে দৃষ্ট চণ্ডালও পরম পদ প্রাপ্ত হয়;
রামভক্তিপরায়ণ বিপ্রবরগণ যে তৎকথা
শ্রবণে মুক্ত হইবেন ইহার আর কথা কি?
কলে, মহাপাতকিগণও মহাভাগ শ্রীরাম-
চন্দ্রকে স্মরণ করিয়া ইস্রাদি দেবগণেরও
হৃৎভক্ত স্বর্গপদ প্রাপ্ত হয়। এই জগতে যে
সকল মানবগণ রঘুবরকে স্মরণ করে,
তাহারাই ধন্থ এবং তাহারাই অচিরকাল

প্রত্যেকমক্ষয়ং ব্রহ্মহত্যাং শব্দবানলঃ ॥

তং যঃ শ্রাবয়তে ধীমানস্তং গুরুং সম্প্রপূজয়েৎ
শ্রদ্ধা কথ্যং বাচকায় গবাং দ্বন্দ্বং প্রদাপয়েৎ ॥
সপত্নীকায় সম্পূজ্য বস্ত্রালঙ্কারভোজনৈঃ ॥ ৩০.৪
কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজন্তো মুদ্রিকালঙ্কৃতে ॥
রামসৌতে স্বর্ণময়ৌ প্রতিমে শোভনে বরে ॥
কৃৎস্বা তু বাচকায়ৈব দীযতে হি দ্বিজোত্তম ॥
তস্ম দেবাশ্চ পিতরো বৈকুণ্ঠং প্রাপ্নুয়ুস্তদা ॥
ঐয়া পৃষ্টা রামকথা ময়া তে কথিতা পুরা ॥
কিমন্তৎকথাভ্যাং ব্রহ্মন পুরতন্তব ধীমন্তঃ ॥ ৩০.৭
শ্রুন্তি মে কথামেতাং ব্রহ্মহত্যোগ্যনাশিনীম্ ॥
তে যান্তি পরমং স্থানং সর্বদেবৈঃ সুহৃৎভাম্ ॥
গোয়শ্চ তু স্মৃত্বশ্চ সুরাপো গুরুতল্লগঃ ॥
ক্ষণাৎ পুতো ভবত্যেবমচিরেণ দ্বিজর্ষভ ॥ ৩০
ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে রামশ্রমেধবর্ণনং
নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

মেধো সংসার হইতে নিস্তার লাভ করিয়া
চির শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীরাম-
নামের প্রত্যেক অক্ষরই ব্রহ্মহত্যারূপ
বংশবনের দাবানলস্বরূপ, অতএব যিনি সেই
রামনাম শ্রবণ করান, ধীমান ব্যক্তির সেই
গুরুকে সম্যক পূজা করা কর্তব্য। রাম-
কথা শ্রবণ পূর্বক সত্বীক তদ্ব্যচককে বিবিধ
বস্ত্র অলঙ্কার ও ভোজনাদি দ্বারা পূজা করিয়া
গোষয়দান করিবে। অপিচ হে দ্বিজসত্তম!
কুণ্ডলবিরাজিত মুদ্রিকালঙ্কৃত মনোহর
সুবর্ণময়ী সৌভা-রায়প্রীতমা নির্মাণ করাইয়া
বাচককে যে দান করে, তাহার প্রতি দেবগণ
প্রসন্ন হন এবং তদীয় পিতৃগণ বৈকুণ্ঠধামে
গমন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মন! তুমি যে
আমায় রামকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি
ত তাহা কহিলাম, তুমি পরম ধীমান এজ্ঞ
তোমার নিকট আর কেন বিষয় বলিতে
হইবে বল। যাহারা, প্রকৃত ব্রহ্মহত্যা-
নাশিনী এই রামকথা শ্রবণ করে, তাহার।
সমুদয় দেবগণেরও সুহৃৎভক্ত পরম স্থানে গমন
করিয়া থাকে। হে দ্বিজর্ষভ! অধিক কি

অষ্টত্রিংশোছধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সম্যাক্ৰতো মহান্নাজ অথো রামাখ্যমধকঃ ।

ইদানীং বদ মাহান্নাঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত মহান্ননঃ । ১

স্বৃত উবাচ ।

শুশ্রুত মুনিশাব্দীলাঃ শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতম্ । ১

শিবা পপ্রচ্ছ হৃতেশং যন্তমঃ কীৰ্ত্তয়াম্যহম্ । ২

একদা পার্শ্বতী দেবৌ শিবঃসংনিষ্কমানসৌ ।

প্রণয়েন নমস্কৃত্য প্রোবাচ বচনম্বিদম্ । ৩

পার্কত্যাবাচ ।

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডে তদ্বাহ্যভ্যস্তরস্বিতে ।

বিকোঃ স্থানং পরং তেষাং প্রধানং বরমুত্তমম্

যৎপরং নাস্তি কৃষ্ণস্ত প্রিয়ং স্থানং মনোরমম্

তৎসৰ্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো । ৫

কহিব, গোঘাতা স্মৃতঘাতী, সুরাপায়ী

ও গুরুপত্নীগামীও ক্রমধ্যে পূত হইয়া থাকে । ২৯৮.—৩০৯ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ !

তোমার নিকট হইতে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ

যজ্ঞের বিবরণ সম্যক্রূপে শ্রবণ করিলাম

এক্ষণে মহান্না শ্রীকৃষ্ণের মাহান্না আমা-

দিগকে বল । স্বৃ কহিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ

মুনিগণ! শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত শ্রবণ করুন,

পূর্বে পার্কতী মহেশ্বরকে যাহা জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগের নিকট

কীৰ্ত্তন করিতেছি । একদা দেবী পার্কতী

অতি নিয়তিস্তা হইয়া প্রণয়পূৰ্ব্বক মহাদেবকে

প্রণাম করিয়া বলিলেন । পার্কতী কহিলেন—

বাহু ও অভ্যস্তরস্বিত অনন্তকোটি ব্রহ্মা-

ণ্ডের মধ্যে বিষ্ণুর পরম স্থান আছে, কিন্তু

তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ও উত্তম স্থান

কোনটী? হে মহাপ্রভো! যাহা অপেক্ষা

ঐশ্বর উবাচ ।

শুহাদ্গুহতরং পুণ্যং পরমানন্দকারকম্ ।

অত্যভূতং রহঃস্থানং রহস্তং পরমং পদম্ । ৬

দুর্লভানাঞ্চ পরমং দুর্লভং মোহনং পরম্ ।

সৰ্বশক্তিমিদং দেবি সৰ্বস্থানেষু গোপিতম্ । ৭

সাম্বতাং স্থানমূর্ধন্তং বিকোৱতাস্তদুর্লভম্ ।

নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতম্

পূৰ্ণব্রহ্মমুখৈশ্বৰ্য্যং নিত্যমানন্দমবায়ম্ ।

বৈকুণ্ঠাদি তদংশঃশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি । ৯

গোলোকৈশ্বৰ্য্যং যৎকিঞ্চিদগোকুলং তং

প্রতিষ্ঠিতি ।

বৈকুণ্ঠবৈভবং যদে দ্বারকায়াং প্রকাশিতম্ । ১০

যদব্রহ্মপরমৈশ্বৰ্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ম্ ।

কৃষ্ণধাম পরং তেষাং বনমধ্যে বিশেষতঃ । ১১

তস্মাৎশ্রৈলোক্যমধ্যে তু পৃথ্বী ধস্তোতি বিজ্ঞতা

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও মনোরম স্থান নাই,

তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । মহা-

দেব কহিলেন,—যাহা শুহু হইতেও শুহু-

তর, পবিত্র, পরম'নন্দজনক, অত্যাশ্চর্য্য

ও পরম নিৰ্জ্জন স্থান,—হে দেবি! যাহা

দুর্লভ স্থান সকলের মধ্যে পরম দুর্লভ,

অত্যন্ত মনোমোহনকারী, সৰ্বশক্তিসম্পন্ন

এবং সকল স্থানেই গোপনীয়,—যাহা বিষ্ণু-

পাসকদিগের আবাসভূমির মধ্যে অর্কশ্রেষ্ঠ,

বিষ্ণুরও অত্যন্ত দুর্লভ, নিত্য ও ব্রহ্মাণ্ডের

উপরে অবস্থিত, তাহার নাম 'বৃন্দাবন' ।

পূৰ্ণব্রহ্মের লাভজনিত সুখ সম্পত্তিশালী,

নিত্যানন্দময় এবং অব্যয় বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি যে

সকল স্থান আছে, পৃথিবীতে বৃন্দাবন, তাহা-

দিগেরই অংশের অংশস্বরূপ । গোলোকে

যাহা কিছু ঐশ্বৰ্য্য আছে, তাহা গোকুলে

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বৈকুণ্ঠের বৈভব দ্বারকায়

প্রকাশিত হইয়াছে । ব্রহ্মের যাহা কিছু

পরমৈশ্বৰ্য্য, তাহা বৃন্দাবনাম্বিত এবং ভগ্নমধ্যে

কৃষ্ণধামই সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ১—১১ । সেই

হেতু শ্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবীই স্বত এই

যক্ষ্মায়াথুরকং নাম বিষ্ণোরেকান্তবল্লভম্ ॥১২
 স্বস্থানমধিকং নাম ধ্যেয়ং মাথুরমণ্ডলম্ ।
 নিগূঢ়ং বিবিধং স্থানং পূৰ্ব্যাভ্যন্তরসংস্থিতম্ ।
 সহস্রপত্রকমগাকারং মাথুরমণ্ডলম্ ।
 বিষ্ণুচক্রপন্নামাণং ধ ম বৈষ্ণবমভুতম্ ॥ ১৪
 কর্ণকাপর্ণবিস্তারং রহস্রক্রমমৌরিতম্ ।
 প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহাশ্মাৎ কথিতং ক্রমাৎ

বকুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥১৬
 দ্বাদশৈশাবতী সংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে
 পূর্বে পঞ্চ বনং পোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্ ।
 মহারণ্যং গোকুলাখ্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ।
 অস্ত্রচোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণকৌড়ারসম্বলম্ ।
 কদম্বখণ্ডকং নন্দ বনং নদীশ্বরং তথা ।
 নন্দনানন্দখণ্ডঞ্চ পলাশাশোককেতকৌ ॥ ১৯

বিখ্যাতি আছে, কারণ, মাথুরক নামক স্থানটি বিষ্ণুর একান্তই প্রিয়। এই সুবিকৃত মাথুর মণ্ডল ত্রীকঙ্কের বাসস্থল, ইহা চিন্তা করা উচিত; পুরীর অভ্যন্তরস্থিত পরম স্থান সুশুভ আছে। মাথুর মণ্ডলের আকৃতি সহস্রপত্রশালী কমলের স্তায়, ইহার পরিমাণ বিষ্ণুর চক্রের সমান, ইহাই বিষ্ণুর আশ্রয় আবাসস্থল। কর্ণকাপলের স্তায় বিস্তৃত এবং ষাণ্মাদিগের পর্যায় গোপনীয়, তাদৃশ দ্বাদশটি অরণ্য প্রধান বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে তাহাদিগের মাহাশ্মা ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।—ভদ্র, ত্রী, লৌহ, ভাগীর, মহা, তাল, খদীরক, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু ও বৃন্দাবন। এই দ্বাদশটি সংখ্যা, ইহাদিগের মধ্যে সাতটি যমুনার পশ্চিমদিকে, অপর পাঁচটি পূর্বিদিকে। এইরূপ কথিত আছে যে, তাহাদিগের মধ্যে গুহ্য পদার্থ বিদ্যমান। গোকুলনামক মহারণ্য, রমণীয় বৃন্দাবন এবং অস্ত্রাস্ত্র উপবন ত্রীকঙ্কের কৌড়ারসের স্থল বলিয়া কথিত আছে। ১২—১৮। কদম্ব, খণ্ডক, নন্দবন, নদীশ্বর, নন্দনানন্দখণ্ড, পলাশ, অশোক,

সুগন্ধি মাদনং কৈলয়মমৃতং ভোজনস্থলম্ ।
 মুখপ্রসাধনং বৎস-হরণং শেষশায়নম্ ॥২০
 শ্রামপুশ্চোদধিগ্রামং চক্রভানুপুরং তথা ।
 সঙ্কিতং দ্বিপদকৈব বালকৌড়ঞ্চ ধূসরম্ ॥ ২১
 কেলিক্রমং সুললিতমুৎসুকং চাপি নন্দনম্ ।
 ইথমেব বনে সংখ্যাঙ্গুশ্চোপবনে স্মৃতা ॥২২
 পূর্কোক্তং দ্বাদশারণ্যং প্রধানং বনমুত্তমম্ ।
 তত্রোত্তরে চতুর্ধঞ্চ বনঞ্চ সমুদাহৃতম্ ।
 নানাবিধরসক্রৌড়া নানালীলারসম্বলম্ ॥ ২৩
 দলবিস্তারবিস্তৃতং রহস্রক্রমমৌরিতম্ ।
 সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ॥ ২৪
 কর্ণিকা তন্মহাক্ষাম গোবিন্দস্থানমুত্তমম্ ।
 তত্রোপর্ণ স্বর্ণশিষ্ঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্ ॥ ২৫
 তত্র তত্র ক্রমাৎসু বিদিসু দলমৌরিতম্ ।
 যদলং দক্ষিণে প্রোক্তং পরং গুহ্যোত্তমো-
 ত্তমম্ ॥ ২৬

তস্মিন দলে মহাপীঠং নিগমাগমভূগমম্ ।

বেতক; সুগন্ধি, মাদন, কৈল, অমৃত, ভোজনস্থল, মুখপ্রসাধন, বৎসহরণ, শেষ শায়ন, শ্রামপুর; দধিগ্রাম, চক্র, ভানুপুর, সঙ্কিত, দ্বিপদ, বালকৌড়, ধূসর, কেলিক্রম, সুললিত, উৎসুক এবং নন্দন এইরূপ বনের সংখ্যা এবং উপবনের ত্রিশং সংখ্যা কথিত আছে। পূর্বে যে দ্বাদশ বনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলিই প্রধান ও উত্তম, তাহার উত্তরে নানাবিধ রসের ক্রৌড়া ও নানাবিধ লীলারসের আবাসস্থরূপ চতুর্ধ বন উল্লিখিত হইয়া থাকে। গোকুলনামক স্থানটি সহস্রপত্র-কমলাকৃতি, উহার ক্রমদলের সুস্পষ্ট বিস্তারবণতঃ উহার রহস্য এবং উহাই প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত। ঐ পন্থের উপরে সুবর্ণশিষ্ঠে মণিমণ্ডপশোভিত গোবিন্দের যে উত্তম স্থান আছে, সেই উৎকৃষ্টধামই ঐ কমলের কর্ণিকাস্বরূপ। উক্ত কর্ণিকার সকলদিকে যথাক্রমে দল বিস্তৃত রহিয়াছে; দক্ষিণদিকের দলটি উৎকৃষ্ট এবং গোপনীয় হইতেও গোপনীয়। সেই দলে নিগমাগম-

যোগীশ্বর্যাপ্যং দুপ্রাপ্যং ॥ সর্বাঙ্গা যত্র গোকুলম্
 দ্বিতীয়ং দলমাগ্নেয়াং তদ্রহস্যং দ্বিধা তথা ।
 নিকুঞ্জকাকুটীবীরকুটীরৌ তদলে স্থিতৌ ॥ ২৮
 পূর্বং দলং তৃতীয়ং যৎ প্রধানস্থানমুত্তমম্ ।
 গন্ধাদিসর্বতীর্থানাং স্পর্শাচ্ছতশ্চরণং স্মৃতম্ ॥ ২৯
 চতুর্থং দলমৈশাশ্বাং সিদ্ধিপীঠে স্থিতিপ্রদম্ ।
 কাত্যায়নচর্চনাদগোপী তত্র কুব্ধং পতিং লভেৎ
 বহ্নালঙ্কারহরণং তদলে সমুদাহৃতম্ ।
 উত্তরে পঞ্চমং প্রোক্তং দলং সর্বদলোত্তমম্ ॥
 ছাদশাদিত্যমত্রেব দলঞ্চ কর্ণিকাসমম্ ।
 বায়ব্যাক্ত দলং যষ্ঠং তত্র কালীহ্রদং স্মৃতং ॥ ৩২
 দলোত্তমোত্তমশ্বেষ প্রধানং স্থানমুচ্যতে ।
 সর্বোত্তমদলশ্বেষ পশ্চিমে সপ্তমং দলম্ ॥ ৩৩

হূলভ যোগিবরদিগেরও দুপ্রাপ্য মহাপীঠ
 আছে, যাহাতে গোকুলের সম্পূর্ণ আত্মা
 বিরাজ করিতেছে। আগকোণে দ্বিতীয় দল
 বিরাজিত, এই রহস্য দল দুইভাগে বিভক্ত
 রহিয়াছে, অর্থাৎ উক্ত দলে নিকুঞ্জকুটীর এবং
 বীরকুটীর নামক দুইটি কুটীর অবস্থিত
 করিতেছে। পূর্বাধিকের দলটী তৃতীয় দল,
 ইহা উৎকৃষ্ট প্রধান স্থান, এই স্থানস্পর্শে, গন্ধা
 প্রভৃতি সকল তীর্থের স্পর্শ দ্বারা যে ফল হয়,
 তদপেক্ষা শতগুণ ফল হইয়া থাকে। ঈশান-
 কোণের দলটী চতুর্থ দল, উহা সিদ্ধ পীঠ
 এবং অভিলষিতদায়ী, এই স্থানে কোন
 গোপী কাত্যায়নীর পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে
 পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত
 দলেই বহ্নহরণ ও অলঙ্কারহরণ হইয়াছিল,
 ইহা কথিত আছে। উত্তরাদিকের দলটী
 পঞ্চম দল, ইহা সর্বোৎকৃষ্ট। উক্ত
 দলই কর্ণিকারসদৃশ, ছাদশাদিত্য নামক
 স্থান এই স্থলেই বিদ্যমান আছে। বায়ু-
 কোণের দলটী যষ্ঠ, এই স্থলে কালীহ্রদ
 বিদ্যমান আছে। উক্ত দলই সর্বোত্তম
 দল ও প্রধান স্থান বলিয়া কীর্তিত হইয়া
 থাকে। পশ্চিমাদিকের দলটী সপ্তম দল,

যজ্ঞপত্নীগণানাঞ্চ তদীপিতবরপ্রদম্ ।
 অঘাসুরোহপি নিকীর্ণং প্রাপ জিহ্মহূলভম্ ॥
 ব্রহ্মমোহনমত্রেব দলং ব্রহ্মহৃদাবহম্ ।
 নৈঋত্যাক্ত দলং প্রোক্তমষ্টমং ব্যোমঘাতনম্
 শঙ্খচূড়বধস্তত্র নানাকে লিরসস্থলম্ ।
 ঋতমষ্টদলং প্রোক্তং বৃন্দারণ্যাস্তরস্থিতম্ ॥ ৩৬
 শ্রীমদবৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ শ্রদ্ধাক্ষণম্ ।
 শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা দৃষ্টং গোপীশ্বর্যভিধম্ ॥ ৩৭
 তদ্বাহে বোড়শদলং ত্রিমা পূর্ণং তদৌরিতম্ ।
 সর্বাঙ্গু দিষ্ণু যৎ প্রোক্তং প্রাদক্ষিণ্যাদযথাক্রমম্
 মহৎ পদং মহদ্ধাম প্রধানং ঘোড়শং দলম্ ।
 প্রথমৈকদলং শ্রেষ্ঠং মাহাশ্বাঃ কর্ণিকাসমম্ ॥ ৩৯
 তাস্মিন মধুবনং প্রোক্তং তত্র প্রাহুরভুৎ স্বয়ম্
 চতুর্ভূজো মহাবিষ্ণুঃ সর্ববারণবারণম্ ॥ ৪০
 দলং দ্বিতীয়মাখ্যাতং কিঞ্চিল্লীলারসস্থলম্ ।

ইহা সর্বোত্তম দল। উক্ত দল যজ্ঞপত্নী-
 গণের অভীষ্টবর-প্রদ; এই স্থলে অঘাসুরও
 দেবদুপ্রাপ্য মোক্ষ লাভ করিয়াছিল। উক্ত
 স্থলেই ব্রহ্মহৃদাবহ ব্রহ্মমোহন নামক উৎকৃষ্ট
 দল বিরাজিত রহিয়াছে। নৈঋতদিকের
 দলটী অষ্টম দল, উহার নাম ব্যোমঘাতন।
 এই স্থলে শঙ্খচূড়-বধ হইয়াছিল, উহা নানা-
 বিধ ক্রৌড়ারসের স্থল। বৃন্দাবনের অন্তর্গত
 এই অষ্ট দল ঋত ও কথিত হইয়া থাকে।
 বৃন্দাবন অতিমনোহর স্থান, ইহা যমুনা
 নদীকে চাতুর্দিকে দক্ষিণাবর্তে বেষ্টিত করিয়া
 রহিয়াছে, গোপীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এ
 স্থলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ১৯—৩৭।
 ইহার বহির্দেশে শ্রীবিংশষ্ট বোড়শ দল
 বিরাজ করিতেছে, ইহা উক্ত আছে।
 দক্ষিণাদিক্রমে সকল দিকে যথা কথিত
 হইল, সেই বোড়শ দল প্রধান ও
 উৎকৃষ্ট ধাম বলিয়া বিখ্যাত। প্রথম
 দলটি শ্রেষ্ঠ, উহার মাহাশ্বা কর্ণিকার তুল্য।
 উক্ত দলে মধুবন বিরাজিত আছে।
 এই স্থলেই সর্বকারণকারণ চতুর্ভূজ মহাবিষ্ণু
 প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দলটি কিঞ্চৎ

খদিয়ারণ্যমত্রেব দলঞ্চ সমুদাহৃতম্ । ৪১
 তত্র গোবর্ধনগিরৌ রম্যে নিত্যরসাধয়ে ।
 কর্ণিকায়ঃ মহালীলাভদ্রৌলারসসাগরে ॥ ৪২
 যত্র কৃষ্ণো নিত্যবৃন্দাকাননশ্চ পতির্ভবেৎ ।
 কৃষ্ণো গোবিন্দভ্যাং প্রাপ্তঃকিমৈকৈর্কৃষ্ণভাষিতৈঃ
 দলং তৃতীয়মাখ্যাংতং সর্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমম্ ।
 চতুর্থং দলমাখ্যাংতং মহাভূতরসস্থলম্ ॥ ৪৪
 নন্দীশ্বরবনং রম্যং তত্র নন্দালয়ঃ স্মৃতঃ ।
 কর্ণিকাদলমাহাশ্চাং পঞ্চমং দলমুচ্যতে ॥ ৪৫
 অধিষ্ঠাত্তত্র গোপালো ধেনুপালনতৎপরঃ ।
 দলং ষষ্ঠং যদাখ্যাংতং তত্র নন্দবনং স্মৃতম্ ॥ ৪৬
 সপ্তমং বকুলারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্তিতম্ ।
 তত্রাষ্টমং তালবনং তত্র ধেনুবধঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭
 নবমং কুমুদারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্তিতম্ ।
 কামারণ্যঞ্চ দশমং প্রধানং সর্বকারণম্ ॥ ৪৮

ত্রয়প্রসাদনং তত্র বিকৃচ্ছরপ্রদর্শনম্ ।
 কৃষ্ণকৌড়ারসস্থানং প্রধানং দলমুচ্যতে ॥ ৪৯
 দলমেকাদশং প্রোক্তং ভক্তভূগ্ৰহকারকম্ ।
 নির্মাণং সেতুবন্ধস্য নানাবনময়স্থলম্ ॥ ৫০
 ভাগীরং ছাদশদলং বনং রম্যং মনোহরম্ ।
 কৃষ্ণঃ কৌড়ারতন্তত্র জীদামাদিত্যরাসুতঃ ॥ ৫১
 ত্রয়োদশং দলং শ্রেষ্ঠং তত্র ভদ্রবনং স্মৃতম্ ।
 চতুর্দশদলং প্রোক্তং সর্বসিদ্ধিপ্রদস্থলম্ ॥ ৫২
 জীবনং তত্র রুচিরং সর্কৈর্ষধ্যাত্য কারণম্ ।
 কৃষ্ণকৌড়াময়দলং জীকান্তিকীর্তিবর্ধনম্ ॥ ৫৩
 পঞ্চদশং দলং শ্রেষ্ঠং তত্র লোহবনং স্মৃতম্ ।
 কথিতং ষোড়শদলং মাহাশ্চাং কর্ণিকাসমম্ ॥ ৫৪
 মহাবনং তত্র গীতং তত্রাতি শুভমুত্তমম্ ।
 বালকৌড়ারতন্তত্র বৎসপালৈঃ সমাসুতম্ ॥ ৫৫
 পুতনাদিবধস্তত্র যমলার্জুনভঞ্জনম্ ।

লীলারসের স্থান, উহাকেই লোকে খদিয়া-
 রণ্য ও দল বলিয়া থাকে। ভগবানের
 লীলারসের সাগরস্বরূপ পুরোক্ত কর্ণিকায়
 অধিষ্ঠিত নিত্য রসের আশ্রয়স্বরূপ রমণীয়
 গোবর্ধন পরতে মহালীলা সংঘটিত হইয়া-
 ছিল। যে স্থলে জীকৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনের
 পতি হইয়াছিলেন; অধিক বলার প্রয়োজন
 নাই, এই স্থলেই ভগবান্ গোবিন্দস্ব লাভ
 করিয়াছিলেন। তৃতীয় দলটি সমস্ত উত্তম
 দল অপেক্ষাও উত্তম দল বলিয়া কথিত
 আছে। চতুর্থ দলটি মহা অভূত রসের
 স্থল বলিয়া বিখ্যাত আছে। উক্ত
 দলই নন্দীশ্বর বন, ও নন্দালয় বলিয়া
 প্রথিত। পঞ্চমদলটি কর্ণিকাদলের মাহাশ্চা-
 প্রকাশক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ধেনু-
 পালন-তৎপর ভগবান্ গোপাল উক্ত দলের
 অধিষ্ঠাতা। ষষ্ঠদলে নন্দবন বিদ্যমান আছে।
 সপ্তম দলে মনোহর বকুলবন। যে তাল-
 বনে ধেনুকবধ হইয়াছিল, সেই তালবনই
 অষ্টম দল। ৩৮—৪১ রমণীয় কুমুদবন, নবম
 দল বলিয়া কথিত আছে। কামারণ্য দশম
 দল, উহাই প্রধান ও সকলের কারণ। উক্ত

দলেই দেবগণ ত্রয়ের অল্পগ্রহ পাইয়াছিলেন,
 এই স্থানেই বিষ্ণুর ছন্দ প্রদর্শিত হইয়াছিল
 এবং এই প্রধান দলই জীকৃষ্ণের কৌড়ারসের
 স্থল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। একাদশ
 দলটি ভক্তের অল্পগ্রহকারক, ইহা বহুবন-
 ময় স্থান, এই স্থানে, সেতুবন্ধের নির্মাণ
 হইয়াছিল। রমণীয় ভাগীরবন ছাদশ দল,
 এই স্থানে জীকৃষ্ণ জীদামাদিত্য সহিত কৌড়ায়
 রত থাকিতেন। ত্রয়োদশ দলটি সর্বশ্রেষ্ঠ,
 এই স্থানে ভদ্র বন আছে, জীবন চতুর্দশ দল
 বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, উহা মনোহর,
 সকল ঐশ্বর্যের কারণ, সর্বসিদ্ধিপ্রদ, কৃষ্ণ-
 লীলাময়, এবং লক্ষ্মী, কান্তি ও যশোধূকি-
 কর। পঞ্চদশ দলটি অতি প্রধান, এই স্থলেই
 লোহান আছে; এই ষোড়শ দলের কথা
 উল্লেখ করা হইল, উহার মাহাশ্চা কর্ণিকার-
 সদৃশ। উক্ত ষোড়শদলই মহাবন নামে
 অভিহিত হইয়া থাকে, উহাতে পরম শুভ
 পদার্থ আছে। এই স্থানেই জীকৃষ্ণ বৎসপাল-
 দিগের সহিত মিলিত হইয়া বাল্যলীলায় রত
 থাকিতেন। এই স্থানেই পুতনা প্রভৃতি
 দ্বন্দ্বসীর বধ ও যমলার্জুনের ভঞ্জন ঘটনা-

অধিষ্ঠাতা তু বালস্ত গোপালঃ পঞ্চমাদিকঃ ॥৫৬
 নামঃ দামোদরঃ প্রোক্তঃ প্রেমানন্দরসার্ণবঃ ।
 দলং প্রসিদ্ধমাধ্যাতং সৰ্বশ্রেষ্ঠদলোত্তমম্ ॥৫৭
 কৃষ্ণকৌড়া চ কিঞ্চকি-বিহারদলমুচ্যতে ।
 সিদ্ধপ্রধানকিঞ্চকঃ দলঞ্চ সমুদাহৃতম্ ॥ ৫৮
 পার্শ্বত্বাচ ।
 বৃন্দারণ্যস্ত মাহাশ্ম্যং রহস্যং বা কিমভুতম্ ।
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো ॥ ৫৯
 ঈশ্বর উবাচ ।
 কথিতং তে প্রিয়তমং শুহৃদাশুহোতমোত্তমম্ ।
 রহস্যানং রহস্যং যদুর্লভানাকং দুর্লভম্ ॥ ৬০
 ত্রৈলোক্যাগোপিতং দেবি দেবেশ্বরসুপুঞ্জিতম্
 ব্রহ্মাদিবাঙ্কিতং স্থানং সুরসিদ্ধাদিসেবিতম্ ।
 যোগীশ্রাদিমুনীশ্রাদি মদা তদ্ধানতৎপরম্ ।
 অম্পরোভিশ্চ গন্ধর্কৈনু ত্যাগীতানরস্তরম্ ॥ ৬২

ছিল। পঞ্চম বর্ষীয় বাল-গোপাল ঐ স্থানের
 অধিদেবতা। ঐ স্থানের অধিষ্ঠাতা বাল-
 গোপাল প্রেমানন্দরসের সাগর-স্বরূপ ও
 দামোদর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।
 ঐ দলই সর্বশ্রেষ্ঠ দলের মধ্যেও উত্তম
 ও প্রসিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত আছে।
 উক্ত দলই কিঞ্চকি-বিহার দল এবং সিদ্ধ-
 প্রধান কিঞ্চক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।
 ঐ স্থানেই ঈর্ককের কৌড়া হইয়াছিল।
 ৪৮—৫৮। পার্শ্বতী কহিলেন,—হে :মহা-
 প্রভো! বৃন্দাবনের মাহাশ্ম্য এবং রহস্য
 কি প্রকার অদ্ভুত তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা
 করি, বলুন। মহাদেব কহিলেন,—গোপনীয়
 হইতেও গোপনীয়, রহস্য অপেক্ষাও রহস্য
 এবং দুর্লভেরও দুর্লভ প্রিয়তম বৃন্দাবনের
 কথা তোমার নিকটে বলিয়াছি। হে দেবি!
 ঐ স্থান ত্রিভুবনে গোপনীয়, দেবেশ্বর-
 কর্তৃক সুপুঞ্জিত, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণেরও
 বাঙ্কিত এবং দেবতা ও সিদ্ধগণ কর্তৃক
 সেবিত। যোগিবর ও মূনিবরেরা সর্বদা
 উহার ধ্যানে তৎপর থাকেন, ঐ স্থানে
 অম্পরা ও গন্ধর্বগণ সর্বদা নৃত্যগীত করিয়া

শ্রীমদবৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাম্ভয়ম্
 ভূমিচ্ছিত্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপুত্রিতম্ ॥ ৬৩
 বৃক্ষাঃ সুরজমাঙ্কিত্য সুরভৌবৃন্দসেবিতাঃ ।
 স্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণু স্তদশাংশসমুত্তরঃ ॥
 তত্র কৈশোরবয়সং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্ ।
 গীতিনাট্যকথানালাপং শ্মিতবক্ত্রং নিরস্তরম্ ॥ ৬৫
 শুদ্ধসর্ষেঃ প্রেমপূর্ণৈকৈক্যবৈশ্বদেবনাশ্রয়ম্ ।
 পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্নঃ কুরন্তনুর্ভিতময়ম্ ॥ ৬৬
 মন্তকোকিলভৃঙ্গাদৈর্যঃ কুঞ্জংকলমনোহরম্ ।
 কপোতশুকসঙ্গীতমুয়ত্তালিসংস্রকম্ ॥ ৬৭
 ভুজঙ্গশক্রনৃত্যাচাং সকলামোদবিভ্রমম্ ।
 নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্রেণুপরিপুত্রিতম্ ॥ ৬৮
 পূর্ণেন্দ্রনিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দ্যংসেবিতম্ ।
 অহুঃখং হু খবিচ্ছেদং জরামরণবঞ্জিতম্ ॥ ৬৯

থাকেন। শ্রীবৃন্দাবন মনোহর ও পূর্ণানন্দ
 রসের আবাস ভূমি, ঐ স্থলের ভূমি চিন্তা-
 মণির সদৃশ এবং জল অমৃতরস আছে।
 তত্রতা বৃক্ষসকল সুরভৌসমূহ-সেবিত সুর-
 জম সদৃশ। তথাকার নারীগণ লক্ষ্মী সদৃশ,
 পুরুষগণ বিষ্ণুর দশাংশে উৎপন্ন; অতএব
 বিষ্ণুর তুল্য। তত্রতা লোকের সর্বদা কৈশোর
 বয়স ও আনন্দময় বিগ্রহ, সকলেরই মুখ-
 মণ্ডলে হাস্য বিরাজ করিতেছে, সকলেই
 গান, নাট্য ও কথানালাপ করিয়া থাকে। ঐ
 বৃন্দাবন শুদ্ধসর্ষ, তত্র বৈষ্ণবগণবর্তৃক
 আশ্রিত, উহা পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্ন এবং পূর্ণ-
 ব্রহ্মে। প্রকাশমান মূর্ত্তিময়। ঐ বৃন্দাবনে
 মন্তকোকিল ও ভ্রমরগণ অব্যক্ত-মধুর, মনো-
 হর শব্দ করিতেছে, কপোত ও শুক পক্ষিগণ
 সঙ্গীতে রত রহিয়াছে এবং সহস্র সহস্র
 উন্নত অলি বিরাঞ্জিত আছে। ঐ স্থলে
 ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, সর্বপ্রকার
 আমোদ ও বিভ্রম আছে, এবং নানা-
 বর্ণ কুসুম ও পুষ্পেণু সকল শোভা পাই-
 তেছে। ঐ স্থানে পূর্ণচন্দ্রের নিত্য উদয়
 হইয়া থাকে, সূর্য্যদেব মন্দ রশ্মিপ্রদান করিয়া
 থাকেন। ঐ স্থান হুঃখ জরা ও মরণ-

অক্রোধঃ গতমাংসর্ঘ্য মভিন্নমনহকৃতম্ ।
 পূর্ণানন্দামৃতরসং পূর্ণপ্রেমসুখার্ণবম্ ॥৭০
 গুণাভীতং মহদ্ধাম পূর্ণপ্রেমধরূপকম্ ।
 যত্র বুদ্ধাদিপুলকৈঃ প্রেমানন্দাঙ্ক বর্ষিতম্ ॥৭১
 কিং পুনশ্চেতনায়ুক্তৈর্কিঞ্চিৎকৈঃ কিমুচ্যতে ।
 গোবিন্দাজিৎ রজঃস্পর্শানিত্যবৃন্দাবনং ভুবি ।
 সহস্রদলপদ্মস্ত বৃন্দারণ্যং বরাটকম্ ।
 যস্ত স্পর্শনমাত্রেন পৃথ্বী ধস্তা জগদ্রয়ে ॥ ৭৩
 শুহাদ্গুহ্যতমং রম্যং মেধাং বৃন্দাবনং ভুবি ।
 অক্ষয়ং পরমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্ ॥ ৭৪
 গোবিন্দদেহতোহভিন্নং পূর্ণরক্ষসুখাশ্রয়ম্ ।
 মুক্তিস্তত্র রজঃস্পর্শান্ত্রায়াহাং কিমুচ্যতে ॥৭৫
 তস্মাৎ সর্বাশ্রনা দেবি হৃদিভুং তদনং কুরু ।
 বৃন্দাবনবিহারে মুকুৎ কৈশোরবিগ্রহম্ ॥ ৭৬

বর্জিত । ঐ বৃন্দাবনে ক্রোধ নাই, মাংসর্ঘ্য
 নাই ভেদজ্ঞান নাই, অহঙ্কারও নাই । ঐ
 স্থানে পূর্ণ আনন্দামৃত রস বহিতেছে এবং
 পূর্ণ প্রেমসুখরূপ সমুদ্র বিরাজিত আছে ।
 ঐ মহৎ ধামটী ত্রিগুণাভীত এবং পূর্ণ প্রেম-
 স্বরূপ, এমন কি ঐ স্থলে বুদ্ধাদির গাত্রেও
 পুলকাদয় হয় এবং উহার। প্রেম ও আনন্দ-
 ভরে অক্ষবর্ষণ করিয়া থাকেন । ৫২—৭১ ।
 তত্রত্য পাদপের যখন ঐ উপ অবস্থা, তখন
 চেতনাশালী বৈষ্ণবগণের কথা আর কি
 বলিব ? গোবিন্দের পাদরজঃস্পর্শে বৃন্দাবন
 পৃথিবীতে নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ । বৃন্দাবন
 সহস্রদল পদ্মের বরাটকস্বরূপ, যাহার স্পর্শ-
 বশতঃ পৃথিবী ত্রিভুবনের মধ্যে ধস্তা বলিয়া
 পরিগণিত হইয়াছেন । ভূমণ্ডলে বৃন্দাবন, গুহ্য
 হইতেও গুহ্যতম, রমণীয়, পবিত্র, অক্ষয়,
 পরমানন্দময় এবং গোবিন্দের অব্যয় স্থান ।
 ঐ বৃন্দাবন গোবিন্দদেহ হইতে অভিন্ন,
 এবং পূর্ণরক্ষসুখাশ্রিত, উহার মাধুর্য্য কি
 বলিব ? ঐ স্থানের ধূলিস্পর্শ করিলে মুক্তিলাভ
 হয় । অতএব হে দেবি ! সম্পূর্ণ যত্নসহ-
 কায়ে ঐ বৃন্দাবনকে হৃদয়ে নিহিত কর ।
 এবং বৃন্দাবন-বিহারকালে কৈশোর-বিগ্রহ-

কালিন্দী চাকরোদ্যস্ত কর্ণিকায়ঃ প্রদক্ষিণম্ ।
 লীলানির্কীর্ণগভীরং জলং সৌরভমোহনম্ ॥৭৭
 আনন্দামৃততয়িষ্ণ-মকরন্দধনালয়ম্ ।
 পদ্মোৎপলাদ্যৈঃ কুসুমৈর্নানাবর্ণগমুচ্ছলম্ ॥৭৮
 চক্রবাকাদিবিহগৈর্গঞ্জ-নানাকলশনৈঃ ।
 শোভমানং জলং রম্যং তরঙ্গাভিমনোহরম্ ।
 তস্তোভয়তটী রম্যা শুদ্ধকাকননির্মিতা ।
 গঙ্গাকোটিশুণঃ প্রোক্তো যত্র স্পর্শবরাটকঃ ॥৮০
 কর্ণিকায়ং কোটিশুণো যত্র ক্রৌড়ারতো হরিঃ
 কালিন্দীকর্ণিকং কুব্জমভিন্নমেকবিগ্রহম্ ॥৮১
 পার্শ্বত্যাবাচ ।
 গোবিন্দস্ত কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যাকৃতিবিগ্রহম্ ।
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বধ্যয়ন্ত দয়ানিধে ॥ ৮২
 ঈশ্বর উবাচ ।
 মধো বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জুমঞ্জীরশোভিতে ।

ধারী শ্রীকৃষ্ণকেও হৃদয়ে স্থাপন কর ।
 কালিন্দী ঐ বৃন্দাবনের কর্ণিকা প্রদক্ষিণ
 করিয়া বিরাজিত আছে, উহার জল সৌরভ
 দ্বারা মনোমোহনকর, গভীর, এবং অন ঘাসে
 মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকে । উক্ত জল
 আনন্দ-সুধামিশ্রিত, মকরন্দরূপ ধনের
 আলায়, এবং পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি পুষ্প
 দ্বারা নানাবিধ বর্ণপ্রাপ্ত ও উচ্ছল । ঐ
 জল মনোহর নানাবিধ ও অব্যক্ত মধুবর-
 কাই চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ দ্বারা শোভ-
 মান এবং মনোহর তরঙ্গযুক্ত । ঐ যমুনা-
 জলের উত্তয়কূল রমণীয় এবং বিশুদ্ধ সুবর্ণ-
 নির্মিত । উক্ত জলের স্পর্শে গঙ্গাজলস্পর্শ
 অপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্য হইয়া থাকে । কর্ণি-
 কাতে কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে । ঐ
 স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রৌড়ারত ছিলেন, যমুনা,
 কর্ণিকা ও কুব্জ এই তিনের মধ্যে কিছু
 পার্শ্বক্য নাই ॥৭২—৮১। পার্শ্বতী কহিলেন,—
 হে দয়ানিধে ! গোবিন্দের কিরূপ আশ্চর্য্য
 সৌন্দর্য্য ও মুক্তিগ্রহণ তাহা শুনিতে ইচ্ছা
 করিতেছি, বলুন । মহাদেব কহিলেন,—
 যোজনব্যাপী বৃক্ষসমূহ পরিব্যাপ্ত শাখা ও পত্রব

যোজনান্বিততদ্বৃক্ষে শাখাপল্লবমণ্ডিতে ৷৮৩
 তদ্বাধ্যে মঞ্জুভবনে যোগপীঠং সমুজ্জ্বলম্ ।
 তদষ্টকোপনির্ধাণং নানাদৌষ্ট্রমনোহরম্ ৷৮৪
 তন্তোপরি চ মণিক্য-রত্নসিংহাসনং শুভম্ ।
 তন্নিরষ্টদলং পদ্মং কর্ণিকায়াং সুখাম্বয়ম্ ৷৮৫
 গোবিন্দস্ত পদং স্থানং কিমস্ত মহিমোচ্যতে ।
 স্ত্রীমঙ্গোবিন্দমস্তম্ব-বৈষ্ণববৃন্দসেবিতম্ ৷৮৬
 দিব্যরাজবয়োরাগং কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরম্ ।
 ব্রজেন্দ্রং সন্ততৈশ্বৰ্য্যং ব্রজবটলকবলভম্ ৷৮৭
 যৌবনোত্তিরেকেশোরং বয়সাকুভবিগ্রহম্ ।
 অনাদিমাদিগ্ সর্বেষাং নন্দগোপপ্রিয়াক্ষয়ম্ ।
 ক্ষতিগ্যামজং নিত্যং গোপীজনমনোহরম্ ।
 পরং ধাম পরং রূপং বিভূজং গোকুলেশ্বরম্ ।
 বলবীনন্দনং ব্যাঘোরনির্গুণশৈককারণম্ ।
 সুস্মীমন্তং নবং স্বচ্ছং স্ত্রীমধাম মনোহরম্ ৷৯০

কৃত্বিত, মনোহর মঞ্জুর-শোভিত রমণীয়
 বৃন্দাবনের মধ্যে মনোহর ভবনে সমুজ্জ্বল
 যোগপীঠ বিদ্যমান আছে, তাহা অষ্টকোণে
 নির্মিত নানাবিধ দৌষ্ট্র দ্বারা মনোহর ।
 তাঁহার উপরে মণিক্য-রত্নময় মনোহর সিংহা-
 সন আছে তদুপরি অষ্টদল পদ্ম নির্মিত,
 উহাতেই হরির কর্ণিকা স্থখভবন । উহাই
 গোবিন্দের পরমস্থান । উহার মহিমা আর
 কি বলিব ? উহা গোবিন্দমঙ্গোপাসক বৈষ্ণব-
 গণকর্তৃক সেবিত হইয়া থাকে । বৃন্দাবনে-
 বর স্ত্রীকৃষ্ণ দিব্য ব্রজবয়োধারী, তিনিই ব্রজ-
 পতি, নিরষ্টৈশ্বৰ্য্যশালী ও ব্রজবালকগণের
 একমাত্র প্রিয় । তাঁহার যৌবনাবির্ভাববশতঃ
 কৈশোর উত্তির হইয়াছে ; এবং তিনি অদ্ভুত
 মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনি অনাদি অথচ
 সকলের আদি । তিনিই নন্দগোপের প্রিয়-
 পুত্র । তিনি ক্ষতিগ্যম্য, জন্মরহিত, নিত্য
 ও গোপীগণের মনোহরগকারী ; তিনিই
 উৎকৃষ্টধাম । তাঁহার পরমরূপ ; তিনি বিভূজ
 ও গোকুলেশ্বর । তিনি বলবীদিগের
 আনন্দদায়ী, নির্গুণ, একমাত্র জগতের কারণ,
 অস্ত্রএবু, তাঁহাকে ধ্যান করা উচিত । তিনি

নবীননীরদশ্বেণী-সুস্নিগ্ধমঞ্জুকুণ্ডলম্ ।
 ১ ফুলেন্দীবরসংকান্তিসুখম্পর্শং সুখাবহম্ ৷৯১
 দলিতাজনকুঞ্জাভ-চক্রঃ স্ত্রীমমোহনম্ ।
 সুস্নিগ্ধনীরকুটিলশেষমোরভকুন্তলম্ ৷৯২
 তদ্বৃক্ষং দক্ষিণে ভালে শ্রীমচূড়মানহরম্ ।
 নানাবর্ণোজ্জ্বলং রাজচ্ছবাণ্ডলমণ্ডিতম্ ৷৯৩
 মন্দারমঞ্জুগোপুচ্ছ-চূড়ং চাক বিভূষিতম্ ।
 কচিৎসর্ষদলশ্বেণী-মুকুটে-শ্ৰীভিমণ্ডিতম্ ৷৯৪
 অনেকমণিমণিক্য-কিরীটভূষণং কচিৎ ।
 লোলালকবৃত্তং রাজৎকোটীন্দুসদৃশাননম্ ৷৯৫
 কস্তু-খীতিলকং ত্র্যম্বজগুগোরোচনার্ঘ্যম্ ।
 নোলেন্দীবরসুস্নিগ্ধং সুদীর্ঘদললোচনম্ ৷৯৬
 আনৃত্যদৃক্ললভাশ্রেয় শ্মিতং সাতিনিরীক্ষ্যম্ ।
 সুচাকরতসৌন্দর্য্য-নাসাগ্রাতিমনোহরম্ ৷৯৭

অতিশয় স্ত্রীমান, নূতন, স্বচ্ছ, স্ত্রীমবর্ণের
 আধারস্বরূপ এবং মনোহর । তিনি নবীন
 নীরদশ্বেণীবৎ সুস্নিগ্ধ, মনোহর কুণ্ডলধারী,
 প্রফুল্লিত ইন্দীবরসদৃশ উত্তম কান্তিসুন্দর,
 সুখম্পর্শ এবং সুখাবহ । তিনি বিদলিত
 অঙ্গনসমূহের স্তায় আভাষুক, চক্রণ, শ্রীম-
 বর্ণ এবং মনোমোহনকারী । তাঁহার কুণ্ডল
 সুস্নিগ্ধ, নীলবর্ণ, বক্র এবং অতি সৌরভ-
 যুক্ত । তাঁহার উর্দ্ধদেশে দক্ষিণ কপালে
 শ্রীমবর্ণ চূড়া থাকতে তাঁহাকে অতিমনো-
 হর দেখা । তিনি নানাবর্ণে উজ্জ্বল শোভ-
 যান শিখণ্ডদলে মণ্ডিত । ৮২—৯৩ । তিনি
 মন্দারপুষ্পদ্বারা মনোহর গোপুচ্ছ-নির্মিত
 চূড়াধারী ও সুন্দররূপে ভূষিত ; কখন কখন
 বা ময়ূরপুচ্ছ-নির্মিত মুকুট ধারণ করিয়া
 থাকেন । তিনি কোন সময়ে বা অনেক
 মণিমণিক্যবচিত কিরীট ধারণ করেন, তিনি
 চক্ল অলক দ্বারা ভূষিত । তাঁহার মুখমণ্ডল
 দেখিতে কোটি চন্দ্রের সদৃশ । তিনি কস্তু-
 রীর তিলক ধারণ করিয়া আছেন, ও শোভন
 গোরোচনার্ঘ্য লিপ্তাঙ্গ । তিনি নীলপদ্মের
 স্তায় অতিশয় স্নিগ্ধ এবং সুদীর্ঘলোচনশালী ।
 তাঁহার অঙ্গহাস্ত নৃত্যকারিণী কলতার স্যে

নাসাগ্রগজমুখ্যং শুম্ভীকৃতজগৎপ্রয়ম্ ।
 সিন্দুরাকণসুমিষ্ণুধ্বজৈষ্ঠমুনোহরম্ ॥১৮
 নানাবর্ণেগ্নসংস্বৰ্ণ-মকরাকৃতি কুণ্ডলম্ ।
 তদ্রশ্মিমঞ্জুসদগণ্ড-মুকুরাভসমদ্র্যুতিম্ ॥২২
 কর্ণেৎপলসুমন্দার-মকরোক্তঃসভূষিতম্ ॥
 জীবৎসকোষভোরস্বঃ মুক্তাহারফুরঙ্গলম্ ॥
 বিলসাদিবঃমাণিক্য-মঞ্জুকাঞ্চনামিশ্রিতম্ ।
 করকঙ্কণকেশুর-কিঙ্কণীকটশোভিতম্ ॥১০১
 মঞ্জুমঞ্জীরোসৌন্দর্য্য-ক্রীমদভিষ্ণুবিরাজিতম্ ।
 কর্পূরাঙ্কুরকজ্জ্বরী-বিলসচ্চন্দনাদিকম্ ॥১০২
 গোবৎচন্দনাদিসম্মিষ্ণু-দ্রব্যাক্ষরগাচিহ্নিতম্ ।
 সিন্ধুপীতপটীয়া-প্রপদান্দোলিতাজনম্ ॥ ১০৩

আগ্নিষ্ট এবং তিনি বক্রভাবে নিরীক্ষণ
 করিতেছেন। তিনি সুচারু উন্নত ও সুন্দর
 নাসিকার অগ্রভাগ থাকিতে অতি সুদৃশ্য-
 কৃতি। তিনি নাসাগ্রস্থিত গজমুক্তার কিরণ-
 জালে জগৎপ্রয়কে জয় করিয়াছেন। তাঁহার
 অধর ও ওষ্ঠ সিন্দুরসদৃশ রক্তবর্ণ এবং
 মনোহর। তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় নানাবর্ণ,
 শোভমান স্বর্ণময় মকরাকৃতিযুক্ত; ঐ কুণ্ডল-
 দ্বয়ের মনোহর রশ্মিজালদ্বারা তাঁহার গণ্ড-
 দেশ মুকুরের শোভাধারণ করিয়াছে।
 তিনি কর্ণস্থিত উৎপল, মনোহর মন্দার
 পুষ্প ও মকরাকৃতি কর্ণাভরণদ্বারা বিভূষিত।
 তাঁহার বক্ষঃস্থলে জীবৎস ও কোষভরণ
 বিরাজ করিতেছে। তাঁহার গলদেশ মুক্তা-
 হার দ্বারা শোভমান। তাঁহার অঙ্গ শোভ-
 মান দিব্য মাণিক্যশোভমান মনোহর কাঞ্চন
 রহিয়াছে। তিনি করাস্থত কঙ্কণ, কেশুর,
 কিঙ্কণী এবং নুপুরদ্বারা শোভিত। তাঁহার
 চরণদ্বয় মনোহর নুপুরের সৌন্দর্য্য দ্বারা
 শোভমান, এবং তাঁহার গাত্র কর্পূর,
 অঙ্কুরচন্দন, কজ্জুরী এবং চন্দনপ্রভৃতি
 সুগন্ধ দ্রব্যদ্বারা বিলিপ্ত হইয়াছে। তিনি
 গোবৎচন্দন, প্রভৃতি দ্বারা মিশ্রিত অক্ষরগণে
 চিহ্নিত, তাঁহার গলদেশ হইতে চরণ পর্যন্ত
 মাল্য, সিন্ধু পীতবর্ণ পরিধেয়ের উপর

গন্তীরনাভিকমলঃ রোমরাজিনতশ্রুজম্ ।
 সুবৃত্তজাহ্নুয়ুগলঃ পাদপদ্মমনোহরম্ ॥১০৪
 ধ্বজবক্রাজুশান্তোজ-কঠাজিষ্ণুতলশোভিতম্ ।
 নবেন্দু করণশ্রেণীপূর্ণঃ ব্রহ্মককারণম্ ॥১০৫
 কেচিৎসদন্ত তস্তাংশঃ ব্রহ্ম চিহ্নগম্বায়ম্ ।
 তদংশাংশঃ মহাবিশ্বঃ প্রবদন্ত মনীষিণঃ ॥১০৬
 যোগীশ্রেণেঃ সনকাদৈশ্চ তদেব হৃদি চিন্তাতে
 ত্রিভঙ্গলতাশেষ-নিৰ্ম্মাণসারনিৰ্ম্মিতম্ ॥ ১০৭
 তির্ঘ্যগুত্রী বজ্রিতানন্ত-কোটিকন্দর্পসুন্দরম্ ।
 বামাংসার্পিতসলাগুং সুরংকাঞ্চনকুণ্ডলম্ ॥
 সাপাঙ্গেক্ষণসম্মের-কোটিময়মসুন্দরম্ ।
 কৃষ্ণতাম্রবিশ্রুত্ববংশীমঞ্জুকলম্বনৈঃ ।

জগৎপ্রয়ঃ মোহয়ন্তঃ ময়ঃ প্রেমসুবার্ণবে ॥ ১০২

আন্দোলিত হইতেছে। ১০৮—১০৩। তাঁহার
 নাভিকমল গভীর, মাল্যটী তাঁহার রোমরাজী
 পর্যন্ত অবনত, তাঁহার জাহ্নুদ্বয় সুবৃত্ত, এবং
 চরণদ্বয় অতিমনোহর পদোর স্তায়। তাঁহার
 করতলে ধ্বজ, বজ্র, অক্ষুশ ও পদ্মচিহ্ন
 শোভা পাইতেছে। তিনি নখরূপ চন্দ্রসমূহের
 কিরণে পরিপূর্ণ, তিনিই ব্রহ্ম, জগতের
 একমাত্র কারণ। কোন কোন পণ্ডত
 চিহ্নপী অধর ব্রহ্মকে তাঁহার অংশ বলিয়া
 বর্ণনা করেন এবং অনেক পণ্ডিত মহা-
 বিশ্বিকে তাঁহার দশমাংশ বলিয়া থাকেন।
 সনকাদি ষোড়শব্রহ্মগণ তাঁহা কই মনে
 মনে চিন্তা করিয়া থাকেন। তিন ত্রিভঙ্গ-
 মূর্ত্ত এবং জগতে যে সমস্ত সুগলিত
 পদার্থ আছে, তাহাদিগের সারাংশদ্বারা
 নিৰ্ম্মিত। তাঁহার গ্রীবাদেশ তীর্ঘ্যগুত্রীভাবে
 অবস্থিত হওয়ায় তিনি অনন্তকোটিকন্দর্পের
 সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছেন, তাঁহার গণ্ডদেশ
 বামস্কন্ধের উপরে রক্ষিত এবং তাঁহার
 কাঞ্চনময় কুণ্ডল অতিশোভমান। তিনি
 অপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা, পদম সুন্দর ও কোটি-
 সংখ্য ময়ধের স্তায় সুন্দর এবং সহাস্তবদন।
 কৃষ্ণিত অধর দেশে রক্ষিত বংশীর অভি-
 মধুর শব্দ দ্বারা তিনি জগৎপ্রয়কে মুগ্ধ করিতে-

পাণ্ডিত্যবাচ ।

পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং মহৎপদম্
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণৈশ্চ বককারণম্ ।

তত্তদ্রহস্যমাহাশাস্ত্রং কিমৈশ্বর্যঞ্চ সুন্দরম্ ।

তদুক্ৰমি দেবদেবেশ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো
ঈশ্বর উবাচ ।

যদজ্য নখচন্দ্রা শু-মহিমাস্তো ন বিদ্যতে ।

তস্মাহাশ্রায়ং কিয়দেবি প্রোচ্যতে স্বং মুদা শৃণু

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডে অনন্তত্রিগুণোচ্ছয়ে ।

তৎকলাকোটিকোট্যাংশা ব্রহ্মাবক্ষ্যমহেশ্বরঃ ॥

সৃষ্টিস্থিত্যাদিনা যুক্তাস্তষ্ঠাস্তি তস্ত বৈভবাঃ ।

তজ্জপকোটিকোট্যাংশাঃ কল : কন্দর্প বগ্রহাঃ ॥

জগন্মোহং প্রকূর্ষস্তি তদগ্নাস্বরসংস্থিতাঃ ।

তদেহবিলসৎকাস্তি-কোটিকোট্যাংশকো বিভু

তৎপ্রকাশস্ত কোট্যাংশরশ্ময়ো রবিবিগ্রহাঃ ।

তস্ত স্বদেহকিরণৈঃ পরমানন্দরসামৃতৈঃ ॥ ১১৬

পরমামোদচিক্রৈর্পর্নিগুণশ্চেককারণৈঃ ।

তদংশকোটিকোট্যাংশা জীবন্তি কিরণশাস্ত্রকাঃ ।

তদজ্য পঞ্চজহন্দ-নখচন্দ্রমণিপ্রভাঃ ।

আহুঃ পূর্ণব্রহ্মণোহপি কারণং বেদতুর্গমম্ ॥ ১১৮

তদংশসৌরভানন্ত-কোট্যাংশো বিশ্বমোহনঃ ।

তৎস্পর্শপুঙ্গগন্ধাদি-নানাসৌরভসম্ভবঃ ॥ ১১৯

তৎপ্রিয়াপ্রকৃতিস্বাদ্যারামিকা কৃষ্ণবল্লভা ।

তৎকলাকোটিকোট্যাংশা তুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাস্ত্রিকাঃ

তস্তাঃ পাদরজঃস্পর্শাং কোটিবিষ্ণুঃ প্রজায়তে

ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিতে

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৮ ।

— — —

ছেন এবং প্রেমরূপ সুধাসমুদ্রে মগ্ন আছেন ।

১০৪ ১০৯। পান্ডব কহিলেন,—গোবিন্দনামক

কৃষ্ণ জগতের পরম কারণ, তিনিই মহৎপদ,

বৃন্দাবনেশ্বর নিত্য, নির্গুণ ও এক কারণ ।

হে দেবদেব! হে পরমেশ্বর! অতএব

ঐশ্বর্য রহস্য মাহাশাস্ত্র কি প্রকার এবং ঐশ্বর্য

সুন্দর ঐশ্বর্যই বা কিরূপ?—তাহা বলুন,

আমি শুনিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি । ঈশ্বর

কহিলেন,—হে দেবি! ঐশ্বর্য চরণ-নখ-

রূপ-চন্দ্রের মাহাশাস্ত্রের অবধি নাই, আমি

ঐশ্বর্য মাহাশাস্ত্র কিছুমাত্র বলিতেছি, তুমি

আনন্দের সহিত শ্রবণ কর । অনন্ত ত্রিগুণো-

চ্ছয় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তীর্থ কলার

কোটি কোটি অংশ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন । ঐ ব্রহ্ম, বিষ্ণু,

মহেশ্বর ঐশ্বর্যই বৈভবস্বরূপ হইয়া সৃষ্টি

স্থিত প্রভৃতি কর্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

সেই কৃষ্ণের কোটি কোটি কলাংশ হইতে

অসংখ্য কন্দর্পের বিগ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে ।

তাহার ঐশ্বর্য অণু মধ্যে অবস্থিত হইয়া

জগৎ বিমোহিত করিতেছে । প্রভু তদীঘ

দেহে শোভমান কাস্তির কোটি কোটি

অংশস্বরূপ । প্রভুর প্রকাশের কোটি কোটি

কলাংশ হইতে অসংখ্য রবিবিগ্রহ জন্মিয়াছে ;

তাহার ঐশ্বর্য পরমানন্দস্বরূপ অমৃতবর্ষা,

পরমামোদস্বরূপ, চিজপ জগতের একমাত্র

কারণ । দেহকিরণদ্বারা কিরণমগ্ন হইয়া ঐশ্বর্য

জীবিত রহিয়াছে, তাহার ঐ-প্রভুর অংশের

কোটি কোটি অংশস্বরূপ । ঐ স্বর্ঘ্য সকল

সেই প্রভুর পাদপদ্মদ্বয়ের নখরূপ চন্দ্রকান্ত

মণির প্রভাতুল্য প্রভাশালী । পণ্ডিতেরা

সেই প্রভুকেই বেদতুর্গম ও পূর্ণব্রহ্মেরও

কারণরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন । বিশ্ব-

মোহন পুঙ্গগন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ সৌরভ

ঐশ্বর্যই অংশের সৌরভের অনন্ত কোটি

অংশস্বরূপ এবং ঐশ্বর্যই স্পর্শে উৎপন্ন

হইয়াছে । ঐশ্বর্য প্রিয়তমা কৃষ্ণবল্লভা

স্বাদিকাই আদ্যা প্রকৃতি । সেই স্বাদিকার

কোটি কোটি কলাংশ হইতেই ত্রিগুণময়ী

তুর্গা প্রভৃতি দেবীগণের উৎপত্তি হইয়াছে,

ঐ স্বাদিকার পাদমূলস্পর্শে কোটি বিষ্ণুর

উৎপত্তি হইয়া থাকে । ১১০—১২০ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

একোনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

পার্কীত্বাচ ।

যদাকারণমেতস্ত য়ে বা পারিষদাঃ প্রভোঃ ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দয়ানিধে ॥ ১
ঈশ্বর উবাচ ।
রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বৰ্ণসিংহাসনে স্থিতম্ ।
পূৰ্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যভূষাছরয়সজম্ ॥ ২
ত্রিভঙ্গমঞ্জুসুস্নিগ্ধং গোপীলোচনভারকম্ ।
তদ্বাহে যোগপীঠে চ স্বৰ্ণসিংহাসনারূঢ়ে ॥ ৩
প্রত্যঙ্গরতসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যংশা মূলপ্রকৃতি রাধিকা ॥ ৪
সম্মুখে ললিতা দেবী শ্রীমলা বায়ুকোণকে ।
উত্তরে শ্রীমতী ধন্তা ঐশান্ত্যঃ শ্রীহরিপ্রিয়া ॥ ৫
বিশাখা চ তথা পূৰ্বোশৈব্যা চারৌ ততঃ পরম
পদ্মা চ দক্ষিণে ভদ্রা নৈঋতে ক্রমশঃ স্থিতাঃ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

পার্কীতী কহিলেন,—হে দয়ানিধে । যখন
শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিভুবনের কারণ, তখন সেই
প্রভুর পারিষদ কে, তাহা শুনিতে ইচ্ছা
করি, বলুন । মহাদেব কহিলেন,—গোবিন্দ
রাধিকার সহিত স্বর্ণসিংহাসনে অবস্থিত
করিতেছেন ; তাঁহার রূপলাবণ্য পূৰ্বে উক্ত
হইয়াছে । তিনি দিব্য ভূষা, বসন ও মাল্য
পরিধান করিয়া আছেন । তিনি ত্রিভঙ্গ-
মূৰ্ত্তি, মনোহর ও সুস্নিগ্ধ এবং গোপীগণের
নয়নভারস্বরূপ । ঐ সিংহাসনের বহিঃ-
প্রদেশে, স্বর্ণসিংহাসনারূঢ় যোগপীঠে ললিতা
প্রকৃতি প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা বিরাজ করিতে-
ছেন, তাঁহাদের প্রত্যেক অঙ্গ রসভাবপূর্ণ ;
রাধিকাই মূলপ্রকৃতি, ললিতাদি ঐ মূল
প্রকৃতির অংশ স্বরূপ । ললিতাদেবী সম্মুখে
আছেন, শ্রীমলা বায়ুকোণে, উত্তরে শ্রীমতী
ধন্তা, ঐশানকোণে শ্রীহরিপ্রিয়া । পূৰ্বদিকে
বিশাখা, অন্তর অরিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণ-
দিকে পদ্মা, নৈঋতকোণে ভদ্রা যথাক্রমে

যোগপীঠে কেশরাগ্রে চাক্ৰচন্দ্রাবতা প্রিয়া ।
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ পুণ্যাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥
প্রধানপ্রকৃতিস্বাদ্যা রাধা চন্দ্রাবলী সমা ।
চন্দ্রাবলী চিত্তরেখা চন্দ্রা মদনসুন্দরী ॥ ৮
প্রিয়া চ শ্রীমধুমতী চন্দ্ররেখা হরিপ্রিয়া ।
যোড়শাদ্যাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ৯
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তথা চন্দ্রাবলী প্রিয়া ।
অভিন্নগুণলাবণ্য-সৌন্দর্য্যাস্চর্য্যালোচনাঃ ॥ ১০
মনোহরা মুক্তবেশাঃ কিশোরী বয়সোজ্জ্বলাঃ ।
অগ্রেসরাস্তথা চান্তা গোপকন্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ১১
শুদ্ধকাঞ্চনপুঞ্জাভাঃ সুপ্রসরাঃ সুলোচনাঃ ।
তদ্রূপহৃদয়ারূঢ়াস্তদাশ্লেষসমুৎসুকাঃ ॥ ১২
শ্রীমামৃতরসে মগ্নাঃ ক্ষুরস্তম্ভাবমানসাঃ ।
নেত্রোৎপলার্চিত্তে কৃষ্ণপাদাজ্জৈর্পিত্তচেতসঃ

অবস্থিত করিতেছেন । ঐ যোগপীঠের
বেশরাগ্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া সুন্দরী চন্দ্রাবলী
বিদ্যমানা আছেন । এই আটটি পবিত্রা
প্রধানা কৃষ্ণবল্লভাই প্রকৃতি । রাধা আদ্যা ও
প্রধানা প্রকৃতি । চন্দ্রাবলী, চিত্তরেখা,
চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, শ্রীমধুমতী,
চন্দ্ররেখা হরিপ্রিয়া এই ষোলটা আদ্যা
প্রকৃতির সদৃশী এবং শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া ।
১—৯ । বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকা এবং শ্রীহরি-
প্রিয়া চন্দ্রাবলী উভয়েই সমান
লাবণ্য সৌন্দর্য্যযুক্তা, উভয়েরই লোচন-
গুণল আশ্চর্য্য । উর্হাদিগের অগ্রে
মনোহারিণী মুক্তবেশধারিণী ; কিশোরী
ও যৌবনসমাগমে উজ্জ্বল কান্তিশালিনী
সহস্র সহস্র গোপকন্তা বিরাজ করিয়া
থাকেন । তাঁহারা বিশুদ্ধকাঞ্চন-সদৃশ কান্তি-
মতী সুপ্রসরা এবং সুলোচনা, তাঁহাদিগের
হৃদয় কৃষ্ণরূপে মগ্ন আছে এবং ঐ রূপ
আলিঙ্গনের জন্য তাঁহারা উৎসুক আছেন ।
তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণরূপ অমৃতরসে মগ্না ও তদ-
গতচিত্তা ; তাঁহারা তাঁহাদের নয়নকমল দ্বারা
পুঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে হৃদয় অর্পণ

ঋতিকঙ্কান্ততো দক্ষঃ সংশ্রায়ুতসংযুতাঃ ।
 জগমুদ্বীকৃতাকারী হৃৎকৃতকৃৎকালনসঃ ॥ ১৪
 নানাসম্বন্ধরামাপ-মুদ্বীকৃতজগৎপ্রয়াঃ ।
 ভগ্নগুটরহস্থানি গায়ন্ত্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ১৫
 দেবকঙ্কান্ততঃ সবে্য দিব্যবেষা রসোজ্জ্বলাঃ ।
 নানাবৈদধ্যানিপুণা দিব্যভাবভরাধিতাঃ ॥ ১৬
 সৌন্দর্য্যাতিশয়াঢ্যাক কটাকাতিমনোহরাঃ ।
 নিল্লজ্জাস্ত্রে গোবিন্দে তদঙ্গস্পর্শনোৎসুকাঃ ॥
 তস্তাবময়মনসঃ স্মৃতসাঁচিনীরীক্ষণাঃ ।
 মন্দিরস্ত ততো বাহুে সর্বে গোপগণাঃ স্থিতাঃ
 সমানবেষবয়সঃ সমানবলপৌরুষাঃ ।
 সমানগুণকর্ম্মাণঃ সমানাভরণাঃ প্রিয়াঃ ॥ ১৯
 সমানশ্বরসঙ্গীত-বেণুবাদনতৎপরঃ ।
 জীদামা পশ্চিমদ্বারে বসুদামা তথোত্তরে ॥ ২০

সুদামা চ তথা পূর্বে কিঙ্কণী চাপি দক্ষিণে ।
 তদ্বাহুে স্বর্ণশীঠে চ সুবর্ণমন্দিরবৃতে ॥ ২১
 স্বর্ণবেদ্যস্তরহুে তু স্বর্ণভরণভূষিতে ।
 স্তোককৃৎকং শুভদ্রাট্যোগোপালৈরযুতায়ুতৈঃ ॥
 শৃঙ্গবীণাবেণুবৈত্র-বয়োবেষাকৃতিশরৈঃ ।
 তদৃগুণধ্যানসংযুক্তৈর্গায়ন্তী রসবিহ্বলাইঃ ॥ ২৩
 চিত্রোপিতৈশ্চিহ্নরূপৈঃ সদানন্দাঙ্কবধিভিঃ ।
 পুলকাকুলসর্কটৈর্গৌগীশ্চৈরিব বিস্মিতৈঃ ॥ ২৪
 ক্রমৎপয়োভির্গৌবৃন্দৈরসংখ্যাতৈরুপারুতম্ ।
 তদ্বাহুে স্বর্ণপ্রাচীরে কোটি সূর্য্যসমুজ্জ্বলে ॥ ২৫
 চতুর্দিকু মহোদ্যান-মঞ্জুসৌরভমোহিতে ।
 পশ্চিমে সম্মুখে শ্রীমৎপারিজাতক্রমাশ্রয়ে ॥ ২৬
 তদ্রাধস্ত স্বর্ণশীঠে স্বর্ণমন্দিরমণ্ডিতে ।
 তন্মধ্যে মণিমাণিক্যাদিব্যাসিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ২৭

করিয়া আছেন। উইদিগের দক্ষিণদিকে ঋতিকঙ্কাগণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা সহস্রায়ুত সংখ্যক, আকৃতি দ্বারা জগৎপ্রয়কে মুগ্ধ কারিয়াছেন এবং তাঁহাদের হৃৎকৃত কৃৎকালনসা বিদ্যমান আছে। তাঁহারা নানা-বিধ শরীরাপে জিহুবন জয় করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিগুট রহস্ত গান করিতে করিতে তদীয় প্রেমে বিহ্বল হইয়া আছেন বামদিকে দিব্য বেশধারিণী রসবতী নানা-বিধ বৈদধ্যাচতুরা এবং দিব্যভাবসম্পন্ন দেবকঙ্কাগণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা সেই গোবিন্দের নিকট লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে উৎসুক হইয়া আছেন, তাঁহারা আভরণ সুন্দরী এবং মনোহর কটাক করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীকৃৎকভাবে মগ্ধিত, সন্মিতবদনা এবং বক্রনিরীক্ষণকারিণী। মন্দিরের বহির্দেশে সমানবেশ ও বয়ঃসম্পন্ন, সমান বল ও পৌরুষশালী, সমানগুণ ও সমানকর্ম্মে রত, সমানভাবে ভূষিত, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপগণ বিদ্যমান আছেন। ঐ গোপগণের শ্বর সংগীত সমান, সকলেই বেণুবাদন-তৎপর আছেন। জীদামা পশ্চিমদ্বারে আছেন,

বসুদামা উত্তরদ্বারে বিরাজ করিতেছেন। সুদামা পূর্বদ্বারে এবং কিঙ্কণী দক্ষিণ-দ্বারে বিদ্যমান আছেন। তাহার বহির্ভাগে শুভ সুবর্ণমন্দিরে স্বর্ণবেদীর উপর সুবর্ণলঙ্কারভূষিত সুবর্ণশীঠে স্তোককৃৎক ও অংশুভদ্র প্রভৃতি অযুতসংখ্য গোপাল বিরাজিত হইয়াছেন। ১০—২২। তাঁহারা সকলেই শৃঙ্গ, বীণা ও বেত্রধারণ করিয়া আছেন, সকলেরই বয়স, বেশ, আকৃতি ও শ্বর অঙ্কুরূপ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের গুণচিন্তনে নিযুক্ত, গানতৎপর এবং রসবিহ্বল হইয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই চিত্রোপিত পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ, আশ্চর্য্যরূপবান এবং সর্কট আনন্দাঙ্কবর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের সর্কট পুলকিত হইয়া আছে এবং তাঁহারা যোগীশ্র-গণের স্তায় বিস্মিত। তাঁহারা সকলেই হৃৎক নিঃসরণকারী গোবৃন্দে বেষ্টিত। তাহার বহির্দেশে কোটি সূর্য্যসদৃশ উজ্জল সুবর্ণ-প্রাচীর বিদ্যমান আছে, সেই প্রাচীরের চারিদিকে মনোহর সৌরভমোহিত মহোদ্যান আছে। ঐ উদ্যানের সম্মুখে ও পশ্চাতে পারিজাত বৃক্ষ বিরাজিত আছে। তাহার নিম্নে স্বর্ণমন্দির-মণ্ডিত স্বর্ণশীঠ

তত্রোপরি পরমানন্দং বাসুদেবং জগৎপ্রভূম্ ।
 ত্রিগুণাতীতচিহ্নপং সৰ্বকারণকারণম্ ॥ ২৮
 ইন্দ্রনীলমুগ্ধামং নীলকৃষ্ণতকুন্তলম্ ।
 পদ্মপত্রবিশালাকং মকরাকৃতিকুণ্ডলম্ ॥ ২৯
 চতুর্ভুজস্ত চক্রাসি-গদাশম্বাসুজায়ুধম্ ।
 আদ্যস্তরহিতং নিত্যং প্রধানং পুরুষোত্তমম্ ॥
 জ্যোতীরূপং মহদ্ধাম পুরাণং বনমালিনম্ ।
 পীতাস্বরধরং স্নিগ্ধং দিব্যভূষণভূষিতম্ ॥ ৩১
 দিব্যান্বেষণেন রাজ্যচিত্তিতাপমনোহরম্ ।
 কঙ্কণী সত্যভামা চ নায়জিতী সুলক্ষণা ॥ ৩২
 মিত্রবিন্দাহুবিন্দা সু নন্দা জাম্ববতী প্রিয়া ।
 সুশীলা চাষ্ট মৃগীলা বাসুদেবপ্রিয়াস্ততঃ ॥ ৩৩
 উদ্ভ্রাজিতাঃ পারিষদোদ্ধবাদ্যা ভক্তিতৎপরঃ
 উত্তরে সুমহোদ্যানে হরিশ্চন্দনসংশ্রয়ে ॥ ৩৪
 তত্রোপস্থ স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতে ।

তন্মধ্যে হেমনির্ম্মাণ-দলে সিংহাসনোচ্ছলে ।
 তত্রৈব সহ রেবত্যা সঙ্কর্ষণহলায়ুধম্ ।
 ঈশ্বরস্ত প্রিয়ানন্তমভিন্নগুণরূপিণম্ ॥ ৩৬
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং রক্তাভুজদলেক্ষণম্ ।
 নীলপট্‌ধরং স্নিগ্ধং দিব্যভূষাশ্রয়ধরম্ ॥ ৩৭
 মধুপানে সদাসক্তঃ মধুবর্ণিতলোচনম্ ।
 তস্মাত্তু দক্ষিণে ভাগে নিকুঞ্জভ্যস্তরস্থিতে ।
 সন্তানবৃক্ষমূলে তু মণিমন্দিরমণ্ডিতম্ ।
 তন্মধ্যে মণিমাণিক্যাদিব্যাসিংহাসনোচ্ছলে ॥
 প্রহ্লাদঞ্চ রতিং দেবং তত্রোপরি সুখাশ্রিতম্ ।
 জগন্মোহনসৌন্দর্য্য-সারশ্রেণীরসাত্মকম্ ॥ ৪০
 অসিতান্তোজপুঞ্জাভমরবিন্দদলেক্ষণম্ ।
 বিদ্যালঙ্কারভূষাভিবিদ্যাগন্ধারুলপনম্ ॥ ৪১
 জগন্মুগ্ধীকৃতশেষ-সৌন্দর্য্যশ্চর্য্যবগ্রহম্ ।
 সমুদ্বীকৃত হৃৎকথাঃ স্যুর্লোকৈকৈ বৈ নরপুঙ্কবাঃ ॥

আছে। তাহার মধ্যে মণিমাণিক্যখচিত সমু-
 দ্বল দিব্য সিংহাসন শোভিত আছে।
 তাহার উপরে পরমানন্দময় জগৎপ্রভু,
 ত্রিগুণাতীত, চিহ্নপ সৰ্বকারণকারণ বাসু-
 দেব বিদ্যমান আছেন। তিনি ইন্দ্রনীলবৎ
 গভীর স্ফামবর্ণ, নীলবর্ণ কৃষ্ণত-কুন্তলবিশিষ্ট
 পদ্মপত্রবৎ বিশাললোচন এবং মকরাকৃতি
 কুণ্ডলে শোভিত। তিনি চতুর্ভুজ। তাঁহার
 হস্তচতুষ্টয়ে চক্র, অসি, গদা, শম্ব, ও পদ্ম
 শোভা পাইতেছে। তিনি আদ্যস্তরহিত,
 নিত্য, প্রধান ও পুরুষোত্তম। তিনি
 জ্যোতীরূপ; তিনিই মহৎধাম, পুরাণ পুরুষ
 ও বনমালী; তিনি পীতাস্বরধারী, স্নিগ্ধদেহ
 ও দিব্যভূষণভূষিত। তিনি দিব্যবস্ত্রধারী
 অহুলিষ্ট ও শোভমান, চিত্রিত অঙ্গধারী
 মনোহর। কঙ্কণী, সত্যভামা, সুলক্ষণা,
 নায়জীতি, মিত্রবিন্দা, অহুবিন্দা, সুনন্দা,
 প্রিয়া জাম্ববতী এই সুশীলা অষ্ট মৃগীলা
 বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। ইহাদিগের
 ঝারা এবং উদ্ধবাদিত্ত পারিষদগণধারা
 বেষ্টিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতে-
 ছেন। উত্তরদিকে হরিশ্চন্দনসমাকীর্ণ বন-

ভাগে বৃক্ষমূলে মণিমণ্ডপশোভিত স্বর্ণপীঠ
 আছে। তন্মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিত সমুদ্বল
 সিংহাসন শোভা পাইতেছে। সেই সিংহাসনে
 রেবতীসহ সঙ্কর্ষণ হলায়ুধ বিদ্যমান আছেন;
 তিনি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। অনন্ত ও তাঁহার
 অরুরূপ গুণরূপধারী। ২৩—৩৬। তিনি বিশুদ্ধ
 ফটিকসঙ্কাশ, তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তপদ্ম-পলাশ-
 বৎ, তিনি নীলবসনধারী, স্নিগ্ধ, দিব্যভূষণ ও
 মালাধারণ করিয়াছেন। তিনি মদ্যপানে
 সদা আসক্ত, এবং মদ্যপান জন্ত তাঁহার
 নয়নযুগল নিরন্তর ঘূর্ণমান হইতেছে। এই
 স্থল হইতে দক্ষিণ ভাগে নিকুঞ্জবনমধ্যে
 সন্তানবৃক্ষের মূলদেশে মণিমাণ্ডিত মন্দির
 শোভা পাইতেছে, তন্মধ্যে মণিমাণিক্যময়
 উচ্ছল দিব্যাসিংহাসন বিরাজিত। তাহার
 উপরে সুখে নিয়ম রতি সহিত কন্দর্প-
 দেব বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার জগ-
 মোহন, সৌন্দর্য্য শ্রেণীর সারস্বরূপ, এবং
 রসপূর্ণ। তাঁহাদিগের দেহকান্তি আস্তবর্ণ
 পদ্মসমূহের স্রায়, তাঁহার পদ্মপলাশলোচন,
 দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত ও দিব্য গন্ধে অহু-
 লিষ্ট। তাঁহার অঙ্গসৌন্দর্য্যে জগৎকে মুগ্ধ

পূর্বোদ্যানে মহারম্যে সুরক্রমসমাধয়ে ।
 তত্রোষ্ম স্বর্ণশীঠে হেমমণ্ডপমণ্ডিতে ।
 তন্তু মধ্যস্থিতে রাজদ্বিবাশিংশাসনোজ্জ্বলে ॥
 দিব্যোষ্মা সমং শ্রীমদনিকরুং জগৎপতিম্ ।
 সান্ত্রানন্দঘনশ্রীমং স্নুশিঙ্কং নীলকুস্তলম্ ॥ ৪৪
 সূক্রতলভাভঙ্গ-সুকপোলং সুনাসিকম্ ।
 সূগ্রীবং সূন্দরং বক্শো মনোহরমনোহরম্ ॥ ৪৫
 কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কণ্ঠভূষাবিভূষিতম্ ।
 মঞ্জমঞ্জীরমাধূর্য্যাক্ষর্য্যাসৌন্দর্য্যবিগ্রহম্ ॥ ৪৬
 শ্রিয়ভূত্যগণারাম্যং যত্র সক্রীতকপ্রিয়ম্ ।
 পূর্বব্রহ্ম সদানন্দং শুক্রসম্বন্ধরূপিয়ম্ ॥ ৪৭
 তন্তোঙ্কিঞ্চাস্তরীক্ষে চ বিষ্ণুং সর্কেশ্বরেশ্বরম্
 অনাদিমাধ্যং চৈজপং চিদানন্দং পরং বিভূম্
 ত্রিগুণাতীতমব্যাক্তং নিত্যমক্ষয়মব্যয়ম্ ।
 সমেষপঞ্জমাধূর্য্য সৌন্দর্য্যশ্রীমবিগ্রহম্ ॥ ৪৯

করিয়াছেন। ঠাঁহাদিগকে দেখিলে লোকে
 কৃতার্থ হইয়া থাকে। পুরদিকে সুরতরু-
 সমাকীর্ণবনে হেমমণ্ডপ-মণ্ডিত সূবর্ণশীঠে
 শোভমান উজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন বিদ্যমান
 আছে। তাহার উপরে দিব্যক্রাশী উষা-
 দেবীর সহিত জগৎপতি শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ
 বিদ্যমান আছেন। তিনি সান্ত্রানন্দময়,
 ঘনশ্রীম, স্নুশিঙ্ক, এবং নীলকুস্তল। ঠাঁহার
 উচ্চ ক্রমতার ভঙ্গীতে কপোলদেশ পরম
 শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে; তিনি মনোহর,
 নাসায়ুক্ত, ঠাঁহার শ্রীবাদেশ মনোহর; তিনি
 সূন্দরারুতিগু মনোহর এবং ঠাঁহার বক্শোদশ
 অতি মনোহর। তিনি কিরীটধারী, কুণ্ডল-
 ভূষিত ও কণ্ঠভূষাবিভূষিত। ঠাঁহার মনোহর
 নুপুরমুগল, এবং ঠাঁহার শরীর আশ্রয়
 সৌন্দর্য্যময়। শ্রিয়ভূত্যগণ ঠাঁহার
 সর্কদা আরাধনা করিতেছে। তিনি সক্রীত-
 শ্রিয়; তিনিই পূর্বব্রহ্ম, সদানন্দময়, ও শুক্র-
 সম্বন্ধরূপ। ৩৭—৪৭। ঠাঁহার উর্দ্ধদেশে গগনে
 সর্কেশ্বরেশ্বর, অনাদি, আদি পুরুষ, চৈজপী,
 চিদানন্দময়, পরম প্রভু বিষ্ণু বিরাজ করি-
 তেছেন। তিনি ত্রিগুণাতীত, অব্যক্ত, নিত্য,

নীলকুঞ্চিতস্নুশিঙ্ককেশপাশাতিসূন্দরম্ ।
 অরবিন্দদলশিঙ্ক-সুদৌর্ঘচাকুলোচনম্ ॥ ৫০
 কিরীটকুণ্ডলোগণ্ডং শুক্রসম্বাধিতবৃত্তম্ ।
 আশ্বারামৈশ্চ চৈজপৈশ্চ স্নুশিঙ্কধ্যানতৎপটয়ঃ ॥
 হৃদযারুতচক্র্যানৈনাসাগ্রশস্তলোচনৈঃ ।
 ক্রিয়তেহৈহেতুকৌ ভক্তিহৃদবৃত্তিকায়শাষিতৈঃ ॥
 তৎসব্যে যক্ষগঙ্ধর্ক-সিন্ধবিদ্যাধারাদিভিঃ ।
 সূকান্তৈরম্বরঃসট্শ্বনৃত্যসঙ্গীততৎপটয়ৈঃ ॥ ৫৩
 তদঙ্গভঙ্গনং কামং বাহুভিঃ কৃষ্ণলালসৈঃ ॥ ৫৪
 তদগ্রে বৈষ্ণবৈঃ সর্কেশ্চাস্তরীক্ষে সূখাসনে ॥
 প্রহ্লাদনারদাদ্যৈশ্চ কুমারশুকবৈষ্ণবৈঃ ॥ ৫৫
 জনকাদৈর্দার্লগচ্ছাটৈবক্র-স্বাহুকৃষ্ণিতৎপটয়ৈঃ ।
 পুলকাকুলসর্কদৈঃ স্কুরংশ্রেমসমাকুলৈঃ ॥ ৫৬
 রহস্তান্তসংসিক্তৈরক্ষয়ুগাকরো মম্বঃ ।
 মন্ত্রচূড়ামণিঃ প্রোক্তঃ সর্কমতৈককারণম্ ॥

অক্ষয়, মেঘপুঞ্জবৎ শ্রীমবর্ণ এবং সৌন্দর্য্য ও
 মাধূর্য্যপূর্ণ বিগ্রহধারী। ঠাঁহার কেশপাশ
 নীলবর্ণ কুঞ্চিত ও স্নুশিঙ্ক হওয়াতে অতি
 সূন্দর। ঠাঁহার লোচনদ্বয় অরবিন্দদলের স্থায়
 স্নুশিঙ্ক ও মনোহর। কিরীট ও কুণ্ডল-
 চ্যুতিতে ঠাঁহার গণ্ডদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছে।
 বিশুদ্ধ সম্বন্ধমূর্ত্তি, আশ্বারাম, চৈজপী,
 বিষ্ণুধ্যানতৎপর যোগগণে তিনি সর্কদা
 বেষ্টিত আছেন। ঐ মহাশ্লগণ বিষ্ণুধ্যান-
 তৎপর, এবং নাসাগ্রে স্তস্তলোচন হইয়া
 কায়মনোবা-ক্য অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে-
 ছেন। বামদিকে যক্ষ, গন্ধর্ক, সিদ্ধ, বিদ্যা-
 ধর প্রভৃতি ঠাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে।
 নৃত্যগীততৎপর মনোহর অপনারাসমূহ কৃষ্ণ-
 লালসাষিত হইয়া ঠাঁহার অঙ্গভঙ্গনবাহু
 করিতেছে। ঠাঁহার অগ্রভাগে গগন-
 প্রদেশে প্রহ্লাদ, নারদ, কুমার, শুক, প্রভৃতি
 বৈষ্ণবগণ সূখাসনে উপবিষ্ট আছেন।
 অন্তরে ও বাহিরে স্কৃষ্টিবিশিষ্ট মনোহর-
 ভাবপূর্ণ জনকাদি মহাশ্রী আনন্দে পুলকিত-
 তম্ব ও শ্রেমসমাকুল হইয়া ঠাঁহার সমীপে
 অবস্থিত করিতেছেন। ৪৮-৫৬। উক্ত মহাশ্রী

সর্বদেবস্ত মজ্জাণং কৈশোরমজ্জহৈতুকম্ ॥ ৫৭
 সর্বকৈশোরমজ্জাণং হেতুকুড়াধাণির্মমুঃ ।
 জপং কুম্ভস্তি মনসা পূর্ণপ্রেমসুখাশ্রয়ঃ ॥ ৫৮
 বাহুস্তি তৎপাদান্তোজ্ঞে নিশ্চলং প্রেমসাধনম্
 তথাহ্যে স্ফটিকাচ্যুতপ্রাচীরে স্তমনোহরে ।
 কুঙ্কুমৈঃ সিতরক্তাদৈশ্চতুর্দিক্ সমুজ্জ্বলৈঃ ॥ ৬০
 শুক্রং চতুর্ভুজং বিষুং পশ্চিমে দ্বারপালকম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-কিরীটাদিবিভূষিতম্ ॥ ৬১
 রণং চতুর্ভুজং পদ্ম শঙ্খচক্রগদায়ুধম্ ।
 কিরীটকুণ্ডলোদীপ্তং দ্বারপালকমুত্তরে ॥ ৬২
 গোরং চতুর্ভুজং বিষুং শঙ্খচক্রগদায়ুধম্ ।
 কিরীটকুণ্ডলাদৈশ্চ শোভিতং বনমাালিনম্ ।
 পূর্বদ্বারে দ্বারপাল গোরং বিষুং প্রকীর্তিতম্
 কৃষ্ণবর্ণং চতুর্ভাঃ শঙ্খচক্র দিভূষণম্ ।
 দক্ষিণদ্বারপালস্ত্রী বিষুং কৃষ্ণবর্ণকম্ ॥ ৬৪

রহস্যামুতে সংসিক্ত হইয়া অর্ধসুগ্ধাকর মজ্জ-
 জপ কারতেছেন, উক্ত মজ্জকে (চুড়াধাণি মজ্জ
 বলিয়া থাকে; এই মজ্জ সর্বমজ্জের একমাত্র
 কারণ। সমস্ত দেবতার মজ্জের কৈশোর
 মজ্জই হেতু। সমস্ত কৈশোর মজ্জের চুড়া-
 ধাণি মজ্জই একমাত্র কারণ। পূর্ণপ্রেম সুখাশ্রিত
 ব্যক্তির এই মজ্জ জপ কারিয়া থাকেন। এই
 সকল মহাআরা ভগবানের চরণকমলে নিশ্চল
 প্রেমসাধন ইচ্ছা করিতেছেন। উহার বহি-
 র্দেশে স্ফটিকময়, উচ্চ, মনোহর প্রাচীর
 শোভিত আছে, উহা কুঙ্কুম, ও সিতরক্তাদি
 বর্ণে সমুজ্জ্বল। তথায় শুক্রবর্ণ, চতুর্ভুজ
 বিষু বর্ষমান আছেন। তিনিই পাশ্চম-
 দ্বারের দ্বারপালরূপে অবস্থিত, এবং শঙ্খ,
 চক্র, গদা, পদ্ম, ও কিরীট প্রভৃতি ভূষণে
 বিভূষিত। উত্তর দ্বারে রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ
 শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, কিরীট ও কুণ্ডল দ্বারা
 শোভিতদেহ মহাপুরুষ দ্বারপাল আছেন।
 পূর্বদ্বারে গোরবর্ণ, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র-গদাধারী,
 কিরীট-কুণ্ডল-ভূষিত বনমালা দ্বারপালরূপে
 অবস্থিত করিতেছেন। দক্ষিণদ্বারে কৃষ্ণবর্ণ,
 চতুর্ভাঃ, শঙ্খ-চক্রাদিভূষিত স্ত্রীবিষ্ণু দ্বার-

শ্রীকৃষ্ণচরিতং হেতুদ্যঃ পঠ্যেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।
 শৃণুয়াদ্যপি যো ভক্ত্যা গোবিন্দে লভতে রতম্
 ইতি শ্রীপদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিতে
 একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীদেব্যাবাচ ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বাশ্বান সর্বমন্তব ।
 দেবদেব মহাদেব সর্বজ্ঞ কৰুণাকর ॥ ১
 অয়ামুকম্পিতবাহং ভূয়োহপ্যাহারুকম্পয়া ।
 ত্রৈলোক্যমোহনা মজ্জাস্বয়া মে কথিতাঃ প্রভো
 তেন দেবেন গোপীভির্ম্মথামোহনরূপিণা ।
 কেন কেন বিশেষেণ চিত্তোড়ে তদ্বদম মে ॥ ৩
 মহাদেব উবাচ ।

একদা বাদয়ন বীণাং নারদো মুনিপুঙ্গবঃ ।
 কৃষ্ণাবতারমাজায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ৪

পালরূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি এই শ্রীকৃষ্ণ-
 চরিত প্রযতচিত্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া ভক্তিপূর্বক
 শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তাঁহার
 গোবিন্দে অহুরাগ জন্মে ॥ ৫৭—৬৫ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে ভগবন্ সর্বভূত-
 পতে! হে সর্বাশ্বান! হে সর্বমন্তব! হে দেব-
 দেব, মহাদেব! হে সর্বজ্ঞ, কৰুণাময়!
 তুমি আমার উপরে দয়া করিয়া, আমাকে
 ত্রৈলোক্যমোহন মজ্জ বলিয়াছ। পুনরায়
 রূপাপূর্বক সেই মহামোহন রূপী দেব
 শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত কি প্রকারে
 ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বল।
 মহাদেব কহিলেন,—একদা মুনিশ্রেষ্ঠ
 নারদ, ভূমণ্ডলে কৃষ্ণের অবতরণ জানিতে
 পারিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে নন্দ-

গহ্বা তত্র মণযোগমায়েশঃ বিভ্রুমচ্যুতম্ ।
 বাসনাচ্যধরঃ দেবঃ দদুশে নন্দবেশ্মনি ॥ ৫
 সুকোমলপটাস্তৌর্ণ-হেমপর্ধ্যাক্কোপরি ।
 শয়ানং গোপকস্তাভিঃ প্রেক্ষ্যমাণং সদা মুদা ॥
 অতীবসুকুমারাজং যুগ্মং যুগ্মবিলোকনম্ ।
 বিশস্তনৌলকুটিল কুস্তলাবালকুণ্ডলম্ ॥ ৭
 কিঞ্চিৎশ্চিত্ত কুরব্যঞ্জদে দধিরদকুড়ালম্ ।
 স্বপ্রভাভির্ভাসরুগ্ধং সমস্তভবনোদরম্ ॥ ৮
 দিগ্বাসসং সমালোক্য দোহত্ৰির্হর্ষমবাপ হ ।
 সস্তাষা গোপতিং নন্দমাহ সর্ঘং প্রভুং প্রয়ঃ ॥৯
 নারায়ণপরাগাণ্ড জীবনাদ্যতিহর্ষভম্ ।
 অস্ত প্রভাবমতুলং ন জ্ঞানস্তৌ হ কেচন ॥ ১০
 ভবব্রহ্মাদয়োহ্যপ্যস্মিন্ রতিং বাঙ্কস্তি শাস্ততীম্
 চরিতং চাস্ত বালস্ত সর্বেষামেব হর্ষণম্ ॥

গোকুলে গমন করিলেন । সেইস্থানে যাইয়া
 নন্দগৃহে মহামোগমায়াপ্রভু বালকবেশধর
 দেব অচ্যুতকে দেখিতে পাইলেন । তখন
 ভগবান্ সুকোমল বস্ত্রধারী আস্তৌর্ণ সুবর্ণময়
 পর্ধ্যাক্কের উপরে গোপকস্তাগণের নয়ন-
 গোচরে শুইয়া দেখিতেছিলেন । তাঁহার
 অঙ্গ অতি সুকুমার, তিনি দেখিতে অতি
 মনোহর, তাঁহার দৃষ্টিও পরমসুন্দর এবং
 তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডল বিশস্ত, নৌলবর্ণ এবং বক্র
 ভাবে অবাস্তত । তখন তিনি অল্প হাস্য
 করিতেছিলেন, এইজন্ত তাঁহার দুই একটা
 দশন-কুটিল প্রকাশ পাইতেছিল, তিনি নিজ
 অঙ্গপ্রত্যয় সমস্ত গৃহমধ্যদেশে উজ্জল করিয়া
 আছেন । তিনি তখন দিগম্বর ছিলেন ।
 তাঁহাকে দেখিয়া ঐ মুনি অতিহর্ষ হইলেন
 এবং গোপতি নন্দকে সস্তাষণ করিয়া সকল
 বিবরণ বলিতে লাগিলেন । হরিভক্ত লোক-
 দিগের জীবনাদি অতি দুর্লভ । এই বালকের
 অতুল প্রভাব এই জগতে কেহই জানে
 না । শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও এই
 বালককে নিত্যামুরাগে বাসনা করিয়া
 থাকেন । এই বালকের আচরণ সকলেরই
 আনন্দপ্রদ, তাদৃশ হরিভক্তব্যক্তির আনন্দে

মুদা গার্যস্ত শৃংখলি বভিনন্দস্তি তাদৃশাঃ ॥ ১১
 অস্মিন্শ্চ সুতেহচিন্ত্য-প্রভাবে নিষ্কমানসম্ ।
 তরিস্যস্তি ন তেষাং বৈ ভববাধা ভবিষ্যতি ॥
 মুকেহ পরলোকাশাঃ সর্বা বরনসত্তম ।
 একান্তেনৈকভাবেন বালেহস্মিন্ খ্রীতিমাচার
 ইত্যুক্ষা নন্দভবনান্নিক্ষান্তো মুনিপুঙ্গবঃ ।
 তেনার্চিতো বিষ্ণুবৃদ্ধা প্রণম্য চ বিসর্জিতঃ ॥
 অথাসৌ চিন্ত্যামাস মহাভাগবতো মুনিঃ ॥ ১৫
 অস্ত কাস্তা ভগবতৌ লক্ষ্মীনারায়ণে হরৌ ।
 বিধায় গোপিকারূপং ক্রৌড়ার্থং শার্ঙ্গধরমঃ ॥১৬
 অবশ্যমবতৌর্ণা সা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 তামহং বিচিনোম্যদ্য গেহে গেহে ব্রজোকসাম্
 বিমুগ্ধেবং মুনিববো গেহানি ব্রজবাসিনাম্ ।
 প্রবিবেশাতিথির্ভূত্বা বিষ্ণুবৃদ্ধা সুপূজিতঃ ॥১৮
 সর্বেষাং বরবাদীনাং রতিং নন্দনুতে পরাম্ ॥

মত্ত হইয়া ইহার গুণগান করিয়া থাকেন, ইহার
 গুণাবলী শ্রবণ করেন ও আনন্দ প্রকাশ
 করিয়া থাকেন । ১-১১। যে সকল ব্যক্তি এই
 অচিন্ত্য-প্রভাব তোমার পুত্রের উপরে কাঁহার
 নিষ্কচিত্ত হইবেন, তাঁহার অনায়াসে সংসার-
 সমুদ্রপার হইবেন, তাঁহাদের ভববাধাও হইবে
 না । হে গোপসত্তম ! ইহলোকে ও পরলোকে
 আশা পরিত্যাগ করিয়া একান্তচিত্ত হইয়া
 এই বালকের উপর প্রীতি প্রদর্শন কর । এই
 কথা বলিয়া মুনিপুঙ্গব নন্দগৃহে হইতে নিষ্কান্ত
 হইতে উদ্যত হইলেন । নন্দরাজও তাঁহাকে
 বিষ্ণু জ্ঞান করিয়া পূজা করিলেন এবং প্রণাম
 করিয়া তাঁহাকে বিসর্জন করিলেন ;—অনন্তর
 ঐ মহাভাগবভক্ত মুনি চিন্তা করিলেন । ইহার
 কাস্তা ভগবতৌ লক্ষ্মী ভগবানের সহিত
 ক্রৌড়ার নিমিত্ত গোপিকারূপ ধারণ করিয়া
 অবশ্য ভূমণ্ডলে অবতৌর্ণ হইয়াছেন, সংশয়
 নাই ; অতএব তাঁহাকে অদ্য প্রত্যেক ব্রজ-
 বাসীর গৃহে অবেষণ করিয়া দেখি । এইরূপ
 বিচেনা করিয়া মুনিবর ব্রজবাসীদিগের প্রতি-
 গৃহে অতিথিরূপে প্রবেশ করিলেন ; সক-
 লেই তাঁহাকে বিষ্ণুজ্ঞানে পূজা করিয়া-

দৃষ্টা মুনিবরঃ সর্কান্ মনসা প্রণনাম হ । ১১
 গোপানাক গৃহে বালাং দদর্শ শ্বেতরূপিণীম্
 স দৃষ্টা তর্কয়ামাস রমা এষা ন সংশয়ঃ ॥ ২
 প্রবেশ ততো ধীমানন্দ-খ্যার্থহাস্তনঃ ।
 কস্তাচিদগোপবর্ষাস্তা ভানুনায়ে গৃহং মহৎ ॥ ২
 অর্চিতে বিধিবন্তেন দেহোপাপুচ্ছয়গামনাঃ ।
 সাধো হমসি বিখ্যাতে ধর্ম্মনিষ্ঠ তয়া ভূমি ॥ ২২
 ভবাহং ধনধাস্তাদিসমুদ্ভিঃ সংবিত্যবয়ে ॥ ২৩
 কশ্চিস্তে যোগাপুত্রোহস্তি কস্তা বা শুভলক্ষণ
 যতস্তে কীর্ত্তিরখিলং লোকং ব্যাপ্যভবিষ্যতি
 ইত্যুক্তো মুনিবর্ষণে ভানুরানীয় পুত্রকম্ ।
 মহতেজস্বিনং দৃশ্বং নারদায়ভবাদয়ৎ ॥ ২৫
 দৃষ্টা মুনিবরস্তস্ত রূপেণাপ্রতিমং ভূবি ।
 পদ্মপত্রবিশালাকং সুগ্রীবং সুন্দরভবম্ ।
 চারুদন্তং চারুকর্ণং সর্কীবয়ব সুন্দরম্ ॥ ২৬
 তং সমাল্লিষ্য বাহুভ্যাং স্নেহাক্ষণি বিমুচ্য চ ।

ততঃ স গগদগৎ প্রাহ প্রণয়েন মহামুনিঃ ॥ ২৭
 নারদ উবাচ ।
 অযং শিশুস্তে ভবিতা সুসখা রামকৃষ্ণয়োঃ ।
 বিহারয্যতি তাভ্যাঞ্চ রাজিন্দ্রিনমতন্ত্রিতঃ ॥
 তত আভাষ্য তং গোপপ্রবরং মুনিপুঙ্গবঃ ।
 যদা গন্তঃ মনশ্চক্রে তত্রৈবং ভানুরববাৎ ॥ ২৯
 ভানুরুবাচ ।
 একান্তি পুত্রিকা দেব-দেবপত্ন্যাপমা মম ।
 কনীয়সী শিশোরস্ত জডাকবধিরাকৃতিঃ ॥ ৩০
 উৎসাহাদ্দ্রুগ্নয়ে যাচে স্বাং বরং ভগবন্তম ।
 প্রসন্নদৃষ্টিমাজেণ সুস্থিরং কুক বালিকাম্ ।
 ক্ষুদ্রৈবং নারদো বাক্যং কোতুকারুষ্টিমানসঃ ।
 অথ প্রবিশ্য ভবনং লুঠস্তীঃ কৃতলে সূতাম্ ।
 উৎখাপ্যাক্তে নিধায়তি-স্নেহবিহ্বলমানসঃ ।
 ভানুরপ্যায়যৌ ভক্তিনম্রো মুনিবরাস্তিকম্ ।
 অথ ভাগবতশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণস্মৃতিপ্রিয়ো মুনিঃ ।

ছিলেন। ঐ মুনিবর, সমস্ত গোপেরই নন্দ-
 সূত্রে নিরন্তর অন্নরোগ দেখিয়া সকলকে
 মনে মনে প্রশংসা করিলেন। গোপগণের গৃহে
 শ্বেতরূপিণী বালাকে দেখিয়া ঐ মুনিবর
 বিবেচনা করিলেন,—ইনিই লক্ষ্মী সংশয়
 নাই। অনন্তর ধীমান্ নারদমুনি নন্দ-
 সখা, মহাত্মা গোপশ্রেষ্ঠ ভানুর মহৎ গৃহে
 প্রবেশ করিলেন। সেই মহাত্মা নারদ
 ঐ স্নোপকর্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সাধো! ভূমণ্ডলে
 ভূমি কৰ্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছ। আমি
 তোমার ধনধাস্তাদি সম্পত্তি আছে বিবেচনা
 করি; তোমার কি কোন যোগ্য পুত্র অথবা
 শুভলক্ষণা কস্তা আছে? যাহা হইতে
 অখিল জগৎ ব্যাপিয়া তোমার কীর্ত্তি হইতে
 পারে? মুনিবর এইরূপ বলিলে ভানু মহা-
 তেজস্বী দৃশ্ব পুত্রকে আনাইয়া নারদ মুনিকে
 অভিবাদন করাইলেন। মুনিবর অপ্রতিম-
 রূপশালী, পদ্মপত্র-বিশালাক মনোহর গ্রীবা-
 বিশিষ্ট, সুন্দর জলভায়ুক্ত, চারুদন্ত, সুকর্ণ,
 সর্কীবয়ব-সুন্দর ঐ ভানু-পুত্রকে দেখিয়া

বাহুদ্বারা ঐ গোপকে আলিঙ্গন করিয়া
 স্নেহাক্ষ বিসর্জন করিতে করিতে প্রণয় গদ-
 গদ-বাক্যে বলিলেন। নারদ কহিলেন,—
 হে গোপবর্ষা! এই তোমার শিশু পুত্র রাম-
 কৃষ্ণের উত্তম সখা হইবে এবং তাঁহাদিগের
 সহিত দিবারাত্র অতন্ত্রিত হইয়া বিহার
 করবে। ১২—২৮। এইরূপ বলিয়া যখন
 ঐ মুনিবর চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন,
 তখন গোপপ্রবর ভানু বলিলেন। ভানু
 কহিলেন,—দেব! দেবপত্নী-সমানা আমার
 এক কস্তা আছে, সে এই শিশুর কীর্তি,
 কস্ত সে জড অন্ধ এবং বধিয়া। হে ভগব-
 ত্তম! আমি উৎসাহবশতঃ রুদ্ধির নিমিস্ত
 আপনার নিকটে এইবর প্রার্থনা করিতেছি
 যে, আপনি প্রসন্নদৃষ্টি হারা ঐ বালিকাকে
 প্রকৃতিস্থ করুন। ইহা শুনিয়া নারদ
 কোতুকারুষ্টিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া কৃতল-
 পতিতা ঐ কস্তাকে কোড়ে লইয়া অতি
 স্নেহাক্রুসান্ত হইলেন; ভানুও ভক্তিনম্র
 হইয়া মুনিবর-সমীপে আগমন করিলেন।
 অনন্তর ভাগবতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অতিপ্রিয় মুনি

দৃষ্টী তস্তাঃ পরং রূপমদৃষ্টাঙ্কতমদ্ভুতম্ । ৩৪
 অত্ৰুৎ পূর্নসমং যুগ্মেঃ হরিশ্ৰেয় মহামুনিঃ ।
 বিগাহ্য পরমানন্দসিন্ধুমেকরসায়নম্ ॥ ৩৫
 মুহূর্ত্বধিতয়ং তত্র মুনিরাসীচ্ছিলোপমঃ ।
 মুনীন্দ্রঃ প্রতিবুদ্ধস্ত শনৈরুন্মীল্য লোচনে ॥ ৩৬
 মহাবিশ্বয়মাপন্নভূক্ষীমেব স্থিতোহভবৎ ।
 অস্তহৃদি মহাবুদ্ধিরেবমেবং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩৭
 ভ্রান্তঃ সর্কেষু লোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা ।
 অস্তা রূপেণ সদৃশী দৃষ্টা নৈব চ কুজ্জিৎ ॥ ৩৮
 ব্রহ্মলোকে রুদ্রলোকে ইন্দ্রলোকে চ মে গতিঃ
 ন কোহপি শোভাকোচ্যাংশঃ কুজ্ঞাপ্যস্তা
 বিলোকিতঃ ॥ ৩৯
 মহামায়া ভগবতী দৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী ।
 যস্তা রূপেণ সকলং মুহূর্ত্তে সচরাচরম্ ॥ ৪০
 সাপ্যস্তাঃ স্নুকুমারাস্তৌ লক্ষ্মীং নাপোতি
 কহিষ্ণৎ
 লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কাস্তির্কিন্দ্রাদ্যাশ্চ বরহিষ্ণঃ ।

ঐ কস্তার অদৃষ্টপূর্ন ও অজ্ঞাতপূর্ন ও অদ্ভুত
 রূপ দেখিয়া পূর্নবৎ মুগ্ধ হইলেন এবং এক-
 মাত্র স্বসায়ন-স্বরূপ পরমানন্দরূপ সমুদ্রে
 অবগাহন করিলেন । ২৯ - ৩৫। মুনিবর নারদ
 সেই স্থলে মুহূর্ত্তধয় শিলাবৎ নিশ্চল থাকিয়া
 চৈতন্তলাভ করিলেন, পরে ধীরে ধীরে
 লোচন উন্মীলন করিয়া মহাবিশ্বয়ের সহিত
 যোনী হইয়া রহিলেন, এবং মনে মনে চিন্তা
 করিতে লাগিলেন । আমি সকল জগতে
 স্বচ্ছন্দচারী হইয়া ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু
 কুজ্ঞাপি এই কস্তার সদৃশী কস্তা আমি
 দেখিতে পাই নাই । কি ব্রহ্মলোক, কি
 রুদ্রলোক, কি ইন্দ্রলোক, সর্বত্রই আমার
 গতি আছে, কিন্তু এই কস্তার শোভার
 কেটীভাগের এক ভাগও কোন কস্তায়
 দেখি নাই । মহামায়া ভগবতী শৈলরান্দ্র-
 কস্তাকে দেখিয়াছি, ঐহার রূপে সচরাচর
 জগৎ মুগ্ধ হয় । সেই স্নুকুমারাস্তৌ ইহাঁর
 শোভা পান নাই । লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাস্তি,

ছায়ামপি স্পৃশস্ত্যশ্চ কদাচিৎসেব দৃষ্টতে ॥ ৪২
 বিবেকার্থম্যোহনং রূপং হরোঃ যেন বিমোহিতঃ
 ময়া দৃষ্টঞ্চ তদপি কুতোহস্তাঃ সদৃশং ভবেৎ ॥
 ততোহস্তান্তরমাজ্যাতঃ ন মে শক্তিঃ কথঞ্চন
 অস্তে চাপি ন জানন্তি প্রায়শ্চৈননাঃ হরৈঃ
 প্রিয়াম্ ॥ ৪৪
 অস্তাঃ সন্দর্শনাদেব গোবিন্দচরণাঙ্ঘ্রজে ।
 যা প্রেমর্দ্বিরভুৎ সা মে ভূতপূর্না ন কহিচিৎ ॥
 একান্তে নৌমি ভবতীং দর্শয়িত্বাত্তিবৈভবম্ ।
 কৃষ্ণস্ত সন্তবত্যস্তা রূপং পরমভূষ্টয়ে ॥ ৪৬
 বিশ্বশ্চৈবং মুচ্ছির্গোপপ্রবরং শ্রেষ্য কুজ্জিৎ ।
 নিভূতে পরিতুষ্টাব বালিকাং দিব্যাক্রুপিণীম্ ॥
 অয়ি দেবি মহাযোগে মায়েষ্বরী মহাপ্রভে ।
 মহামোহনদিব্যাক্রি মহামাধূর্ধ্যাবর্ষিণি ॥ ৪৮
 মহাভূতরসানন্দ-শিখিলীকৃতমানসে ।
 মহাভাগোন কেনাপি গতাসি মম দৃকৃপথম্ ॥

ও বিদ্যা প্রভৃতি বরন্যোগ কখন ইহাঁর
 ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন না । বিষ্ণু যে
 মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, মহাদেব যেরূপে
 বিমোহিত হইয়াছেন, আমি ঐ সকল রূপও
 দেখিয়াছি, ঐহারাত্তো ইহাঁর রূপের সদৃশ
 নহে । অতএব ইহাঁর তত্ত্ব জানিতে আমার
 শক্তি নাই, অপর কেহও এই হরিশ্ৰেয়াকে
 জানেন না । ইহাঁকে দেখিবামাত্র গোবিন্দের
 পাদপদ্মে আমার যাদৃশ শ্রেয় প্রাপ্তি হইল,
 তাহা অদ্ভুতপূর্ন আমি একান্ত মনে আপনাকে
 প্রণাম করিতেছি, আপনার রূপ, অতি
 ভৈরব দেখাইয়া জীকৃষ্ণের পরমভূষ্ট্র
 হইবে । ৩৬—৪৬ । এইরূপ চিন্তা করিয়া
 মুনিবর গোপপ্রবরকে কোন স্থানে পাঠাইয়া
 নির্জনে বিদ্যাক্রুপিণী ঐ বালিকাকে স্তব
 করিতে লাগিলেন । হে দেবি ! তুমি মহা-
 যোগময়ী, মাহেশ্বরী ও মহাপ্রভা; তোমার
 দিব্যাক্রি মহামোহজনক; তুমি মহামাধূর্ধ্য-
 বর্ষণ করিতেছ । হে ভগবতি ! তোমাকে
 দেখিলে লোকের মানস মহৎ ও অদ্ভুত
 আনন্দরসে শিখিল হয়, হে মহাভাগে ! তুমি

নিভয়মস্তঃসুখা দৃষ্টিস্তব দেবি বিভাব্যতে ।
 অন্তরেব মহানন্দ-পরিভূষ্টেব লক্ষ্যসে ॥ ৫০
 প্রসন্নঃ মধুরঃ সৌম্যমিদং তে মুখমণ্ডলম্ ।
 ব্যনক্তি পরমাশ্চর্য্যং কমপ্যস্তঃসুখোদয়ম্ ॥৫১
 রজঃসংহৃদিকলিকাশক্তিঃ স্তিতশোভনে ।
 স্থষ্টি-স্থিতিসমাহাররূপিণী স্মমধিষ্ঠিতা ॥৫২
 তৎসং বিশুদ্ধসত্তাসু শক্তিরিদ্যাশক্তিকা পরা ।
 পরমানন্দসন্দোহঃ দখতী বৈকুণ্ঠং পরম ॥ ৫৩
 কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মক্সাদিভূগমে ।
 যোগীশ্রাণাং ধ্যানপথং ন স্তং স্পশসি কহিচিৎ
 ইচ্ছাশক্তিজ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিতবেশিতুঃ ।
 তবাংশমাজ্ঞমিত্যেং মনোযা যে প্রবর্ত্ততে ॥৫৫
 মায়াবিকৃতয়োঃচিন্তাশাস্ত্রমায়ার্ভকমায়িনঃ ।
 পরেশশ্চ মহাবিকোস্তাঃ সর্বাশ্চৈ কলাকলাঃ ।
 আনন্দরূপিণী শক্তিশ্রমীশ্বরী ন সংশয়ঃ ।

কোন প্রকারে আমার দৃষ্টিপথে আসিতেছ
 না। হে দেবি! তোমার দৃষ্টি পাইলে
 লোক অন্তরে সুখ লাভ করে, তোমাকে
 অন্তরে মহানন্দে পরিভূষ্টা দেখাই-
 তেছে। তোমার এই প্রসন্ন, মধুর ও
 সুন্দর মুখমণ্ডল অতিশয় আশ্চর্য্য এবং
 অন্তরে সুখোদয় প্রকাশ করিতেছে।
 তুমি রজোঃণের কলিকা-স্বরূপা, তুমি শক্তি-
 রূপা ও অতি শোভনা, তুমি স্থষ্টিস্থিতির
 সমাহাররূপে অবস্থিত করিতেছ। তুমিই
 ব্রহ্মস্বরূপা, বিশুদ্ধ স্বময়ী, প্রধান শক্তিরূপা
 ও উৎকৃষ্ট বিদ্যাশক্তিকা। তুমিই বিবুসংহৃদীয়
 পরম আনন্দসন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে
 ব্রহ্মক্সপ্রভৃতি দেবগণ-ভূগমে। তোমার
 বিভব প্রত্যেক অংশে আশ্চর্য্য! তুমি
 কখনও যোগীশ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর
 না। আমি এইরূপ বুঝি যে, ইচ্ছাশক্তি,
 জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তোমারই অংশমাত্র,
 তুমিই সর্ব্বজগতের ঈশ্বরী। অর্ভকমায়-
 ণারী ভগবান মহাবিকুর যে সকল মায়া-
 বিকৃতি, সে-সকল তোমারই অংশস্বরূপ।
 তুমিই আনন্দরূপিণী শক্তি, তুমিই ঈশ্বরী

যদি চ ক্রৌড়তে কৃকো ন্নং বৃন্দাবনে বনে ।
 কোমারৈণেব রূপেণ স্তং বিশ্বস্ত চ মোহিনী ।
 তাকরণ্যবয়সা স্পৃধং কীদৃক্কে রূপমভূতম্ ।
 কীদৃশং তব লাভণ্যং লীলাহাসেস্কাণাষিতম্ ।
 হরিতানুয়লোভেন পরাশ্চর্য্যময়ং ভবেৎ ॥ ৫২
 জহুঃ তদহমিচ্ছামি রূপস্তে হরিবল্লভে ।
 যেন নন্দসুতঃ কৃকো মোহঃ সমুপযান্ততি ॥
 ইদানৌ মম কারণ্যার্নিকরূপং মহেশ্বরী ।
 প্রণতায় প্রপন্নায় প্রকাশিতুমহর্ষি ॥ ৩১
 ইতুক্তো মুনিবধোণ তদভূততচেতসা ।
 মহামায়েশ্বরীঃ নন্দা মহানন্দময়ীঃ পরাম্ ॥ ৬২
 মহাপ্রেমতরোৎকঠীব্যাকুলানীঃ শুভেক্ষণাম্ ॥
 ঈক্ষমাণেন গোবিন্দমেবং বর্ণয়তা স্থিতম্ ॥৬৩
 জয় কৃক মনোহারিন্ জয় বৃন্দাবনপ্রিয় ।
 জয় ক্রভঙ্গললিত জয় বেণুরবাকুল ॥ ৬৪
 জয় বহুকৃতোস্তংস জয় গোপীবিমোহন ।

সংশয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ কোমাররূপ পরিগ্রহ
 করিয়া বৃন্দাবনে তোমারই সহিত ক্রৌড়া
 করিয়া থাকেন। তুমিই বিশ্বকে মুগ্ধ করি-
 তেছ। যখন তোমার অভূত রূপ যৌবন স্পৃষ্ট
 হইবে, তখন তোমার কি প্রকার লাভণ্য,
 লীলা, হাস্য, ও দর্শন হইবে, বোধ হয়
 উহাতেই মানুস্বরূপধারী হরি, লুক ও
 আশ্চর্য্যাবিত হইবেন। ৪৭—৫২। হে
 হরিতল্লভে! তোমার যে রূপ দেখিয়া
 নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইবেন, সেইরূপ আমি
 দেখিতে ইচ্ছুক হইতেছি। হে মহেশ্বরী!
 এক্ষণে এই প্রণত ও প্রপন্ন জনকে দয়া-
 পূর্ব্বক নিজরূপ দেখাও। মুনিবর্ধ্য তদগত-
 চিত্তে এইরূপ বলিয়া, মহানন্দময়ী, পরমা,
 মহাভক্তিজনিত উৎকঠীয় ব্যাকুলানী ও
 শুভেক্ষণা ঐ কল্পাকে দেখিতে দেখিতে
 গোবিন্দের স্তব আরম্ভ করিলেন। মনো-
 হারী কৃক, তুমি জয়যুক্ত হও, হে বৃন্দা-
 বনপ্রিয়! জয়যুক্ত হও। হে ক্রভঙ্গসুন্দর,
 বেণুরববাগ্র, শ্রীকৃষ্ণ! তুমি জয়যুক্ত হও।
 হে ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত-চূড়াধারিন! হে গোপী-

জয়কুকুমলিশাঙ্গ জয় রত্নবিভূষণ ॥ ৬৫
 কদাৎ স্বংপ্রসাদেন অনয়া দিব্যরূপয়া ।
 সহিতং নবভারুণ্য-মনোহরবপুঃশ্রিয়া ।
 বিলোকয়িব্যোকেশোরমোহন স্বাং জগৎপতে
 এবং কীর্ত্তনতস্তস্ত তৎক্ষণাদেব সা পুনঃ ।
 বভূব দধতী দিব্যং রূপমত্যস্তমোহনম্ ॥ ৬৭
 চতুর্দশাবয়সা ললিতং ললিতং পরম্ ।
 সমানবয়সশ্চাস্তান্তদৈব ব্রজবালিকাঃ ॥ ৬৮
 আগত্য বেষ্টয়ামাসুর্দিব্যভূষাধরশ্রজঃ ।
 মুনীন্দ্রঃ স্ততিনিশ্চেষ্টো বভূবাস্চর্ধ্যমোহিতঃ ॥
 বালান্তান্ত বয়স্যাসাশ্চরণাশুকৈর্গুণিম্ ।
 নিষিচ্য বোধয়ামাসুরূচুশ রূপয়াধিতাঃ ॥ ৭০
 বালা উচুঃ ।

মুনিবর্ষ মহাভাগ মহাযোগেশ্বরেরশ্বর ।
 স্বঠৈব পরয়া ভক্ত্যা ভগবান হরিরীশ্বরঃ ।
 নুনমারাদিতো দেবো ভক্তানাং কামপুরকঃ ॥
 যদিয়ং ব্রহ্মরুদ্রাদৈর্দেবৈঃ সিদ্ধমুনীশ্বরৈঃ ।

মোহন ! তুমি জয়যুক্ত হও । হে কুকুম-
 লিশাঙ্গ ! হে রত্নবিভূষণ শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি
 জয়যুক্ত হও । হে কেশোরমোহন ! হে
 জগদীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ ! কবে আমি তোমার
 অরুগ্রেহে দিব্যরূপিনী নবযৌবনে মনোহর
 দেহধারণী এই বালিকার সহিত তোমাকে
 দেখিতে পাইব । মুনিবর এইরূপ কীর্ত্তন
 করিবামাত্র ঐ বালিকা পুনরায় অত্যন্ত
 মোহন দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, তাহা
 দেখিতে চতুর্দশবর্ষবয়স্কা ও অতি সুন্দরী
 উর্হায়ই সমানবয়স্কা দিব্যভূষা, বস্ত্র, ও
 মাল্যধারণী অস্তান্ত ব্রজবালিকারা আসিয়া
 তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন । ঐ মুনীন্দ্র স্তি-
 নিশ্চেষ্ট ও আশ্চর্ধ্যমোহিত হইয়া রহিলেন ।
 ঐ বালিকাগণ বয়স্যার চরণাশুকণা দ্বারা
 মুনিকে সিদ্ধ করিয়া সচেতন করিলেন
 এবং রূপাপূরক বলিতে লাগিলেন ।
 বালিকারা কাহলেন,—হে মহাভাগ,
 মহাযোগীশ্বরেরশ্বর, মুনিবর্ষ ! তুমিই পরম-
 ভক্তিসহকারে ভক্তগণের কাম-পুরক জগ-

মহাভাগবর্ত্তেষ্চার্ষ্টৈর্হৃদর্শী হুর্গামপি চ ॥ ৭২
 অত্যন্তুতবয়োরূপ-মোহিনী হরিবল্লভা ।
 কেনাপ্যচিন্ত্যভাগ্যেন তব দৃষ্টিপথং গতা ॥
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বিপ্রর্ষে ধৈর্য্যমালম্বা সত্বরম ।
 এনাং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃৎ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৪
 কিং ন পশ্যাসি চার্কীমত্যস্তব্যাকুলামিব ।
 অশ্মিন্নেব ক্ষণে নুনমস্তর্ধানং গমিষ্যতি ॥
 নানয়া সুহু সংলাপঃ কথঞ্চিন্তে ভবিষ্যতি ।
 দর্শনঞ্চ পুনর্নাশ্চাঃ প্রাপ্যসি ব্রহ্মবিত্তম্ ॥ ৭৬
 কিন্তু বৃন্দাবনে বাপি ভাত্যশোকলতা শুভা ।
 সর্ককালেহপি পুষ্পাঢ্যা সর্কদিগ্ধ্যাপিসৌরভা
 গোবর্দ্ধনাদদুরেণ কুসুমার্থ্যসরস্তুটে ।
 তন্মূলে হৃষ্টরাজে তু ভ্রক্ষস্তম্মানশেষতঃ ॥ ৭৮
 ঞ্চৈবং বচনং তাসাং শ্বেহবিহ্বলচেতসাম্ ।
 যাবৎপ্রদক্ষিণীকৃত্য ২ণমেদগুবমুনিঃ ॥ ৭৯

দীশ্বর হরির আরাধনা করিয়াছ । কারণ
 ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ, সিদ্ধ ও মুনীশ্বরগণ এবং
 মহাভাগবত অস্তান্ত সকলেরই ইনি হৃদর্শী ও
 হুর্গমা । তোমার অরুপম ভাগ্য বলিয়া
 অত্যশ্চর্ধ্যবয়োরূপধারণী এই হরিশ্রিয়া
 তোমার দৃষ্টিপথাক্রান্ত হইয়াছেন । হে বিপ্রর্ষে !
 সত্বর ধৈর্য অবলম্বন করিয়া উত্থান কর,
 ইহঁাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম
 কর । এই চার্কীম অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া-
 ছেন, দেখিতেছ না ? ইনি এক্ষণেই অস্ত-
 হিত হইবেন । ৬০—৭৫ । হে ব্রহ্মবিশ্বম !
 ইহার সহিত তোমার আলাপও হইবে না,
 এবং ইহার পুনরায় সাক্ষাৎকারও পাইবে
 না । কিন্তু বৃন্দাবনে একটি অশোকলতা
 শোভা পাইতেছে, ঐ লতা সর্ককালেই
 পুষ্পযুক্তা থাকে । উহার সৌরভ সর্ক-
 দিগ্ধ্যাপী । ঐ লতা গোবর্দ্ধনগিরির
 অদূরস্থিত কুসুমনামক সরোবরের তীরে
 বিদ্যমান আছে । উহারই মূলদেশে অক্স-
 রাজে আমাদিগের সকলকেই দেখিতে
 পাইবে । শ্বেহপূর্ণহৃদয়া ঐ বালিকাদিগের
 এইরূপ বাক্য শুনিয়া মুনিবর ঐ বালিকাকে

মুহূর্ত্তনিতয়ং বালাং নানানির্মাণশোভনাম্ ॥ ৮
 আহুয় ভানুঃ প্রোবাচ নারদঃ সৰ্বশোভনাম্ ।
 এবং স্বভাবা বালয়েঃ ন সাধ্যা দৈবতৈতরপি ॥
 কিন্তু যদগৃহমেতস্তাঃ পদচিহ্নবিভূষিতম্ ।
 তত্র নারায়ণো দেবঃ সৰ্বদেবগণৈঃ সহ ।
 লক্ষ্মীশ্চ বসতে নিত্যঃ সৰ্বাভিশ্চৈব সিদ্ধিভিঃ
 অদ্য এনাং বরারোহাঃ সৰ্বভূষণভূষণাম্ ।
 দেবামিব পরাং গেহে রক্ষ যজ্ঞেন সন্তম্ ॥ ৮৩
 ইত্যুক্তা মনসৈবৈনাম্ মহাভাগবতোত্তমঃ ।
 তজ্জপমেব সংস্মৃত্য প্রবিষ্টৌ গহনং বনম্ ॥ ৮৪
 অশোকলতিকামূলমাসাদ্য মুনিপুঙ্খবঃ ।
 প্রতীক্ষমাণো দেবীঃ তাং তত্ৰৈবাগমেনে হি
 স্থিতোহত্র প্রেমবিকলশিস্তয়ন কৃষ্ণবল্লভাম্ ॥
 অথ মুধ্যনিশাভাগে যুবত্যঃ পরমাদ্ভুতাঃ ।
 পূৰ্বদৃষ্টান্তথাস্তাশ্চ বিচিত্রাভরণসজ্জাঃ ॥ ৮৬

প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ।
 অনন্তর তিনি ভানুকে ডাকিয়া সৰ্বশোভনা
 ও মুহূর্ত্তনয় কাল নানাবিধ নিৰ্মাণে শোভ-
 মানা এই বালিকার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন ।
 এই বালিকার এইরূপই স্বভাব, ইহাকে
 প্রকৃতিস্থ করা দেবগণেরও অসাধ্য ; কিন্তু
 ষাঁহার গৃহ ইহার পদচিহ্নে ভূষিত থাকে,
 সেখানে দেবগণের সহিত ভগবান
 নারায়ণ ও ভগবতী লক্ষ্মী সৰ্বসিদ্ধির সহিত
 বাস করেন । হে সন্তম ! অদ্য এই বরা-
 রোহা সৰ্বভূষণের ভূষণস্বরূপা কন্যাকে পরমা
 দেবীর স্তায় জ্ঞান করিয়া যতপূৰ্ব্বক গৃহে
 রক্ষা কর । এই কথা বলিয়াই ভগবান
 মহাভক্ত এই মুনি বালিকার রূপ স্মরণ
 করিতে করিতে মানসগতিতে গহনবনে
 প্রবেশ করিলেন । এই মুনিপুঙ্খব অশোকলতা
 পাইয়া উহার মূলদেশে কৃষ্ণবল্লভাকে চিন্তা
 করিতে করিতে প্রেমবিকল হইয়া এই দেবীর
 আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।
 ৭৬—৮৫ । অনন্তর মধ্যরাত্রে অত্যকৃত,
 অদৃষ্টপূৰ্ব্ব, অস্বাভা যুবতীগণকে বিচিত্র
 আভরণ ও মাল্যে বিভূষিত হইয়া তথায়

দৃষ্টা মনসি স.ভ্রান্তো দণ্ডবৎ পতিতো ভূবি ।
 পরিবার্য মুনিঃ সৰ্বাস্তান্তাঃ প্রবিবিশুঃ শুভাঃ
 প্রষ্টুকামোহপি স মুনিঃ কিঞ্চিৎ স্বাভিমতঃ
 প্রিয়ম্ ।
 নাশকং প্রেমলাবণ্যপ্রিয়তাবাপ্রার্থিতঃ ॥ ৫৮
 অথাগত্য মুনিশ্ৰেষ্ঠং কৃতাজলিমিব স্থিতম্ ।
 তন্ত্রিতায়ানতগ্রীবং সবিষ্ময়ং সসম্ভ্রমম্ ॥ ৬০
 সুবিনীততমং প্রাহ তত্ৰৈব কৰুণাষিতা ।
 অশোকমালিনী নামা অশোকবনদেবতা ॥৯০
 অশোকমালিন্যুবাচ ।
 অশোককলিকায়ান্ত বসাম্যস্তাং মহামুনে ।
 রক্তাধরধরা নিত্যং রক্তমাল্যান্বলেপন । ৯১
 রক্তসিন্দুরকলিকা রক্তোৎপলবতঃসিনী ।
 রক্তমাণিক্যকেশ্যুর-মুকুটাদিবিভূষিতা ॥ ৯২
 একদা প্রিয়য়া সার্কিঃ বিহরন্ত্যো মধুৎসবে ।
 তত্ৰৈব মিলিতা গোপবালিকাশ্চিত্রবাসসঃ ॥ ৯৩

আসিতে দেখিতে পাইলেন । এই মুনি
 তাঁহাদিগকে দেখিয়া সম্ভ্রান্তচিত্তে দণ্ডবৎ
 হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন । এই সুন্দরীগণ
 মুনিকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন । এই মুনি
 উহাদিগের স্নেহ, লাবণ্য ও প্রিয়বাক্যে
 প্রার্থিত হওয়াতে স্বকীয়, প্রিয়, অভিমত
 কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়াও
 পারিলেন না । অনন্তর অশোকমালিনী নামে
 অশোক-বনদেবতা তন্ত্রিতরে নতগ্রীব,
 বিস্মিত, সম্ভ্রমাবিত এবং কৃতাজলি হইয়া
 অবস্থিত এই মুনিবরের সমীপে আসিয়া রূপা-
 পূৰ্ব্বক বালিতে লাগিলেন । অশোকমালিনী
 কহিলেন,—হে মহামুনে ! আমি সৰ্বদা
 রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া ও রক্তমাল্যে
 অঙ্গলিপ্ত হইয়া এই অশোক-কলিকায়
 বাস করি । আমার মস্তকে রক্তবর্ণ
 সিন্দুরকলা বিদ্যমান আছে, আমার অব-
 তংস রক্তোৎপলরচিত এবং কেশ্যুর মুকুট
 প্রভৃতি ভূষণগুলিও রক্তবর্ণ মাণিক্যরচিত ।
 একদা বসন্তোৎসবে গোপবেশধারী হরি
 প্রিয়র সহিত বিহার করিতেছিলেন, এখানে

অহঙ্কাকামালাভির্গোপবেষধরং হরিম্ ।
 রামারূপাশ্চ তাঃ সর্বা ভক্ত্যা সমাগপুঞ্জয়ম্ ।
 ততঃ প্রভৃতি চৈতাসং মধ্যে তিষ্ঠামি সর্বাভা ।
 ভূষাভির্বিবিধাভিষ্ণ তোষয়িত্বা রমাপতিম্ ॥৯৫
 পরাপরমহং সর্বঃ বিজ্ঞানামৌহ সর্বহঃ ।
 গো-গোপগোপিকাদীনাং রহস্যধাপি

বেদ্যাহম্ । ৯৬

ভব জিজ্ঞাসিতধাপি হৃদি প্রতিবিভাষিতম্ ।
 তাং দেবীমদ্ভুতাকারামদ্ভুতানন্দদায়িনীম্ ।
 হরৈঃ প্রিয়াং হিরণ্যাভাং হীরকোঙ্কলমুদ্রিকাম্
 কথং পশ্যামি লোলাকীং কথং বা তৎপদাভূজম্
 আরাধ্যতেহতিভক্ত্যেতিভয়া ব্রহ্মন্ বিমর্শিতম্
 তত্র তে কথয়িষ্যামি বৃত্তান্তং স্মৃৎসংস্কারম্ ।
 মানসে পরসি স্থিত্বা তপস্তীত্রমুপেয়ুযাম্ ॥ ১০০
 জপতাং সিদ্ধমন্ত্রাংশ্চ ধ্যায়তাং হরিমৌষধম্ ।

চিত্রবসনধারিণী গোপবালিকারাও মিলিত
 ছিলেন। আমি অশোকমালাদিগের সহিত
 এই হরিকে এবং রামারূপিণী এই সকল স্ত্রী-
 গণকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়াছিলাম।
 সেই অবধি সর্বাধা বিবিধ ভূষাধারা রমা-
 পতিকে পরিতুষ্ট করিয়া ইহাদিগের মধ্যে
 অবস্থিত করিতেছি। আমি এই স্থানে
 থাকিয়া পরাপর সমস্তই জানি, গো, গোপ
 গোপিকাদির কোন রহস্য আমার অজ্ঞাত
 নাই। তোমার প্রশ্নও আমার হৃদয়ে
 প্রতিভাসিত রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! তোমার
 মনে ইহাই জাগরুক রহিয়াছে যে, সেই
 অদ্ভুতাকারী, অদ্ভুতানন্দদায়িনী, সুবর্ণদীপ্তি-
 শালিনী, হীরকধোঁৱ স্তায় উজ্জল মুদ্রা-
 ধারিণী, চকলাকী, দেবী হরিপ্রিয়াকে কি
 করিয়া দেখিতে পাইব, কিরূপেই বা তাঁহার
 পাদপদ্ম অতি ভক্তিসহকারে আরাধনা
 করিব? সেই বিষয়ে, মানস সরোবরে
 অবস্থিত করিয়া তীত্র তপস্যায় নিরত,
 স্মৃৎসংস্কার, সিদ্ধমন্ত্রজপকারী, জগদীশ্বর
 হরির পাদপদ্ম ধ্যানে নিযুক্ত সেই দেবীর

মুনিবীর্য কাক্কতাং নিত্যং তস্তা এব পদাভূজম্
 একসপ্ততিসাহস্রসংখ্যাতানাং মহৌজসাম্ ।
 তন্তেহং কথয়াম্যদ্য তদ্রহস্যং পরং বনে ॥
 ইতি ত্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডে ত্রীয়ারাধকৃষ্ণমালাস্ত্য-
 বখনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪০

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষর উবাচ ।

তদেকাগ্রমনা ছুভা শৃণু দেবি বরাননে ।
 আসীত্ৰপ্রতপা নাম মুনিরেকো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১
 সাগ্নিকো হগ্নিভক্ষক চচারাত্যতুতঃ তপঃ ।
 জজাপ পরমং জাপাং মন্ত্রং পঞ্চদশাক্ষরম্ ॥ ২
 কামমন্ত্রেণ পুটিতং কামং কামবরপ্রদম্ ।
 কৃষ্ণায়ৈতি পদং স্বাহাসহিতং সিদ্ধিদং পরম্ ।
 দধৌঃ চ স্ত্রীমলং কৃষ্ণং রাসোম্মন্তং বরোৎসুকম্
 পীতপটধরং বেণুং করোণধরমর্পিতম্ ॥ ৪

পাদপদ্ম লাভে অতি লালসাসম্পন্ন মহা-
 তেজস্বী একসপ্ততিসাহস্রসংখ্যক মুনিগণের
 বৃত্তান্ত আজ্ঞ আমি তোমাকে বলিব।
 বনে তাঁহার পরম রহস্য অন্য তোমায়
 বলিতেছি। ৮৬—১০২ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন,—হে বরাননে!
 দেবি! তবে একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ।
 উগ্রতপা নামে এক মুনি ছিলেন, তিনি
 দৃঢ়ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই
 মুনি সাগ্নিক ও অগ্নিভক্ষক হইয়া অদ্ভুত
 তপস্তা করিতেন, এবং পঞ্চ দশাক্ষর
 পরম জপনীয় মন্ত্র জপ করিতেন।
 কামবরপ্রদ উত্তম সিদ্ধিপ্রদ, এই মন্ত্র
 কামমন্ত্রে পুটিত এবং “স্বাহা” সহিত
 “কৃষ্ণায়” এই পদযুক্ত। ইহাই এই মন্ত্রের

নবযৌবনসম্পন্ন কর্ণস্বং পাণিনি প্রিয়াম ।
 এবং ধ্যানপরঃ কল্পশতাস্তে দেহমুৎসজ্জন ॥ ৫
 সুনন্দনামগোপস্তু কস্তাভূৎ স মহামুনিঃ ।
 সুনন্দন্তি সমাখ্যাতা যা বৌণঃ বিভ্রলী করে ।
 মুনিরস্তু সত্যতপা ইতি খ্যাতো মহাব্রতঃ ।
 স শুকপত্রভূক্ তোয়ে প্রজজাপ পরং মনু ॥
 রতাস্তঃ কামবৌজেন পুটিতঞ্চ দশাক্ষরম্ ॥
 স প্রদধৌ মুনিবরশ্চিব্বেষধরং হরিম্ ॥ ৮
 ধৃতা রম্যা দৌর্বিদ্রাচিত্রং কল্পণোজ্জলম ।
 নৃত্যন্তঃ তনুদং তাম্ সংপ্রযন্তঃ মুহুর্ষুজঃ ॥ ৯
 হসন্তমুচ্চৈরানন্দতরঙ্গং জঠরায়সরে ।
 দধন্তঃ বেণুমাজ্জ্ব বৈশ্বস্তুয়া বিরাজিতম্ ॥ ১০
 শ্বেদাস্তঃকণসংসিক্ত-ললাটবানাননম্ ।
 ত্যক্তা ত্যক্তা স বৈ দেহং তপসা চ মহামুনিঃ

দশকল্পান্তরে চায়ং জাতো নন্দবনাদিহ ।
 সুভদ্রনাম্নো গোপস্তু কস্তা ভদ্রেতি বিক্রতা ॥
 যশাঃ পৃষ্ঠতলে দিব্যাং ব্যজনং পরিদৃশতে ।
 হরিধামাভধানস্তু কশ্চিদসৌমহামুনিঃ ॥ ১৩
 সোহতপ্যত তপঃ কল্পুঃ নিত্যং ত্যক্তৈব
 ভোজনম্ ॥ ১৪
 আশুসিদ্ধিকরং মন্ত্রং বিংশত্যং প্রজপ্তবান ।
 অনস্তরং কামবৌজাদধ্যারুচস্তু দৈবতম্ ॥ ১৫
 ময়া তংপুরতো ব্যোমহংসাসুগৃহ্যতচন্দ্রকম্ ।
 ততো দশাক্ষরং পশ্চান্নমোযুক্তঃ স্মরাদিকম্ ॥
 দধৌ বৃন্দাবনে রম্যে মাধবীমগুপে প্রভূম্ ।
 উত্তানশায়িনং চাক্র-পল্লাবাস্তরণেপরি ॥ ১৭
 কদাচিদতিকামার্ত-বল্লভা রক্তনেত্রয় ।
 বক্ষোজয়ুগমচ্ছাদ্য বিপুলোতঃশব্দঃ মুহঃ ॥

আকার। তিনি শ্রামবর্ণ, রাসোয়স্তু, বর-
 দানে উৎসুক, পীতবসনধারী, করদ্বারা
 বেণুকে অধরে স্থাপন করিয়াছেন, ও পাণি-
 দ্বারা প্রিয়াকে আকর্ষণ করিতেছেন, এতাদৃশ
 নবযৌবনসম্পন্ন স্ত্রীকল্পকে ধ্যান করিতেন ।
 এইরূপ ধ্যানে অবস্থিত করিয়া ঐ মুনি
 কল্পশতাস্তে দেহ বিসর্জন করেন । পরিশেষে
 ঐ মহামুনি সুনন্দনামক গোপের সুনন্দনাম্নী
 কস্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । ঐ কস্তা হস্তে
 বৌণা ধারণ করিতেন । (সত্যতপা) নামে
 অস্ত্র এক মুনি মহাব্রত অবলম্বন করিয়া-
 ছিলেন । তিনি শুক পত্র ভোজন করতেন
 এবং জলবাসী হইয়া কামবৌজপুটিত রত্যস্তু
 দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন । ঐ মুনিবর
 বিদ্রেবেশে সজ্জিত, লক্ষ্মী দেবীর কল্পণে
 জ্বল হস্তদ্বয়ধারণপূর্বক নৃশকারী ঐ দেবীতে
 আনন্দিত, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন
 করিতেছেন । এতাদৃশ উচ্চ হাশ্বকারী আন-
 ন্দের তরঙ্গস্বরূপ, উদরায়সরে বেণুধারী এবং
 আজামূলম্বিত বৈজয়ন্তী দ্বারা বিরাজিত
 ভগবান হরিকে চিন্তা করিতেন । ধ্যানকালে
 ঐ মুনি ভগবানের ললাটদেশ এবং ভগ-
 বতী লক্ষ্মীদেবীর মুখমণ্ডল খেদজলে সিক্ত

দেখিতেন এইরূপে। তিনি দশকল্প পশু
 করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, পরে এই ভূমণ্ডলে
 নন্দবন হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন । ঐ
 মুনি এই জন্মে সুভদ্র নামক গোপের ভদ্রা-
 নাম্নী কস্তারূপে জন্মগ্রহণ করেন; ষাঁহার
 পৃষ্ঠতলে দিব্য ব্যজন দেখা গিয়া থাকে ।
 ১—১৩ হরিধামা নামে কোন মহামুনি ছিলেন,
 তিনি ভোজন পরিত্যাগ করিয়া কল্পুতপস্যায়
 নিরত ছিলেন । তিনি বিংশতিবর্ণাস্ত্রক আশু-
 সিদ্ধিকর মন্ত্রজপ করিতেন । অনস্তর। তিনি
 কামবৌজ জপ করিয়া ব্যোম এবং হংস-
 শোভিত বর্ণ চন্দ্রদৈবতমন্ত্রে আধ-
 য়োহণ করেন । ঐ মন্ত্রের প্রথমে মায়া-
 বৌজ আছে । পরে নমোযুক্ত স্মরাদি
 দশাক্ষর মন্ত্রজপ করিয়াছিলেন । ঐ মুনি
 মনোহর পল্লাবাস্তরণের উপর উত্তানশায়ী,
 রমণীয় বৃন্দাবন-স্থিত মাধবীমগুপমধ্যবস্তু
 প্রভুকে চিন্তা করিতেন । ঐ মুনি ধ্যান-
 কালে দেখিতেন যেন, কোন অল্পরক্তনেত্র
 কামার্তা গোপী নিজ পয়োধর আচ্ছাদন
 করিয়া ভগবানের সাহিত ক্রৌড়া করিতেছেন ।
 ভগবানের বক্ষঃস্থল আতি বিপুল, এবং

সঞ্চয়মানং গণ্ডাস্তপ্যমানয়দচ্ছদম্ ॥ ১০
 কলয়ন্তঃ প্রিয়াং দোৰ্ভ্যাং সহ.সং. সমদাভুতম্
 স মু-শি বহুং দেহাংস্ত্যক্তা কল্পত্রয়াস্তরে ।
 সায়দ্বনারো গোপস্ত কস্তাভুচ্ছুভলক্ষণা ॥ ২০
 রক্তবৈনীতি বিখ্যাতা নিপুণা চিত্রকর্মাণি ।
 যস্তা দস্তেমু দৃশ্বন্তে চিত্রিতাঃ শোণবিন্দবঃ ॥
 ব্রহ্মবাদী মুনিঃ কশ্চিদ্ধাবাকিরিতি বিশ্রুতঃ ।
 স তপঃসুয়তো যোগী বিচরন পৃথিবীমমাম ॥
 স একস্মিন্নহারণ্যে যোজনায়তবিস্তৃতৈ ।
 যদৃচ্ছয়া গতেহপশ্চদেকং বাপীং সুশোভনাম্
 সর্বতঃ স্ফটিকাবক-তটাং স্বাহুজলাষিতাম্ ।
 বিকাশিকমলামোদ-ব যুনা পরিশীলিতাম্ ॥ ২৪
 তস্তাঃ পশ্চিমগিত্তাগে মূলে বটমহীকহে ।
 অপশ্চাত্তাপসীঃ কাঞ্চৎকুলত্রীং দারুণং তপঃ
 ভাকরণ্যবয়সা যুক্রাং রূপেণাতমনোহরাম্ ॥

তিনি ঐ গোপীর কপোলদেশে পুনঃপুনঃ
 চূষন করিতেছেন। অন্যরত চূষনবশতঃ
 ভগবানের অধরেষ্ঠ ক্রিষ্ট হইতেছে, কখনও
 বা প্রচ্ছন্ন করিতে করিতে ঐ প্রিয়তমা
 গোপীকে হস্ত দ্বারা স্পৃষ্টরূপে আকর্ষণ
 করিতেছেন। ঐ মুনি বহুদেহ পরি-
 ত্যাগ করিয়া কল্পত্রয়াবসানে সাবঙ্গ নামক
 গোপের কস্তা হইয়া জয়গ্রহণ করেন।
 ঐ কস্তা শুভলক্ষণা ও চিত্রকর্মনিপুণা।
 উহার নাম রক্তবৈনী। উহার দস্তে চিত্রিত
 শোণবিন্দু পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জাবালি
 নামে কোন ব্রহ্মবাদী মুনি ছিলেন। তিনি
 তপোনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া এই
 পৃথিবী বিচরণ করিতে করিতে একটা
 যোজনবিস্তৃত মহারণ্যমধ্যে ইচ্ছাসূসারে
 প্রবিষ্ট হইয়া একটি মনোহর তড়াগ দেখিতে
 পাইলেন। ঐ তড়াগের সমস্ত তট স্ফটিক-
 নির্মিত, উহার জল অতিস্বাদু এবং উহা
 প্রস্তুত পদ্মগন্ধময় পবনে পরিশীলিত হই-
 তেছে। ঐ বাপীর পশ্চিমতটে কোন এক
 বটবৃক্ষতলে একটা কঠোর তপস্শায় নিযুক্ত
 তাপসীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ তাপসী

চন্দ্রাং শুসদৃশাভাসাং সর্কীবয়বশোভনাম্ ।
 কৃশ্বা কটিতটে বাম-পাণিঃ দক্ষিণহস্ততঃ
 জ্ঞানমূদ্রাঞ্চ বিভাগামনিমেষিতলোচনাম্ ।
 ত্যক্তাহারং বিহারঞ্চ স্নানিশ্চলতয়া স্থিতাম্ ॥
 জিজ্ঞাসুস্তাং মুনিবরস্তস্মৈ তজ্জ শতং সমাঃ
 তদস্তে তাং সমুখাপ্য চলিতাং বিনয়ামুনিঃ ॥
 অপৃচ্ছৎ কা ত্বমার্চ্য্যরূপে কিং বাচরিস্যসি ।
 যদি যোগ্যং ভবেত্তর্হি রূপয়া বকুমর্হাসি ॥২০
 অথাত্রবীচ্ছনৈর্কীলা তপসাতীব কশ্চিত্তা ।
 ত্রক্ষবিদ্যাংমতুলা যোগীশ্রুত্বা চ মুগ্যতে ॥৩০
 সাহং হরিপদাস্তোজ-কাম্যয়া সুরিঃ তপঃ ।
 চরাম্যস্মিন বনে স্মারে ধ্যায়ন্তী পুরুষোত্তমম্
 ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং তেজানন্দেন তৃপ্তবীঃ ।
 তথাপি শূন্তমান্দানং মস্তে কৃষ্ণরতিং বিনা ॥৩১

যুবতী ও মনোহরা, উহার দীপ্ত চন্দ্রকিরণের
 স্তায় এবং উহার সকল অবয়বই অতি মনো-
 রম। উনি কটিতটে বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণ-
 হস্তে জ্ঞানমূদ্রাধারণ করিতেছেন এবং উহার
 লোচনদ্বয় অনিমেষভাবে বিদ্যমান আছে।
 উনি আহার-বিহার পরিত্যাগ করিয়া
 স্নানিশ্চলভাবে অবস্থিত করিতেছেন।
 ১৪—২১। ঐ মুনি ঐ তাপসীকে জিজ্ঞাসা
 করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ স্থলে একশত বৎসর
 রহিলেন, অনন্তর একদিন ঐ তাপসীকে
 উঠাইয়া উহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বিনয়-
 পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে 'আর্চ্য্য-
 রূপে! তুমি কে? এবং কি করবে?
 যদি উপযুক্ত হয়, তবে রূপা করিয়া আমাকে
 উত্তর প্রদান কর। ঐ বালা, তপস্শায়
 অতি কৃশা। তাপসী ধীরে ধীরে বলিলেন,—
 আমি অল্পপমা ব্রহ্মবিদ্যা। যোগীশ্রুত
 আমাকে অবেষণ করিয়া থাকেন। আমি
 হরিপাদ-পদ্মলাভ-মানসে এই বনে সেই
 পুরুষোত্তমের ধ্যানে মগ্না হইয়া বহুকাল
 তপস্তা করিতেছি। আমি ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ
 হইয়াছি এবং ঐ আনন্দে আমার মনও
 পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তথাপি কৃষ্ণরতিব্যক্তি-

ইহানীশ্ৰীতিনির্কিরা দেহশ্চাত্ত বিসর্জনম্ ।
 কর্তুমিচ্ছামি পুণ্যায়ং বাপিকায়ামিহৈব তু ॥৩০
 তজ্জ্ঞান্বা বচনং তস্তা মুনিরত্যন্তবিশ্মিতঃ ।
 পতিয়া চরণে তস্তাঃ কৃকোপাসবিধিঃ শুভম্ ॥
 পশ্চচ্ছ পরমশ্রীতস্ত্যাক্ষায়াশ্চবিরোচনম্ ।
 ভয়োক্তমম্মজ্ঞায় জগাম মানসং সরঃ ॥ ৩৫
 ততোহতিদুশ্চরং চক্রে তপো বিশ্বয়কারকম্ ।
 একপাদস্থিতঃ সূৰ্য্যং নির্নিমেঘং বিলোকয়ন ॥
 মম্বং জজ্ঞাপ পরমং পঞ্চাংশতিবর্ণকম্ ।
 দিব্যো পরমভাবেন কৃষ্ণমানন্দরূপিনম্ ॥ ৩৭
 চরন্তং ব্রহ্মবীথীষু বিচিত্রগতিলীলায়া ।
 ললিতৈঃ পাদাবস্তানৈঃ কণয়ন্তক নৃপুরম্ ॥ ৫৮
 চিত্রকন্দর্পচেষ্টাভিঃ সন্মিতাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ ।
 সর্বসাহিত্যাখ্যায়া বংশা পঞ্চম্যারূপচক্রয়া ॥ ৬২
 বিঘোষ্ঠপুটচূষিত্তা কলালাটপশ্চন্নোজয়া ।

হরন্তং ব্রহ্মরামাণং মনাসি চ বশুং বি চ ॥
 ব্রহ্মবীথীভিন্নাগত্য সহসালিঙ্কিতাকম্ ।
 দিব্যমালাবরধরং দিব্যগন্ধাঙ্কুলেপনম্ ।
 শ্ৰীমলাঙ্কং প্রভাপূর্ণং মোহক্য়ন্তং জগজ্জয়ম্ ॥৩১
 স এবং বহুদেহেন সমুপাস্ত জগৎপতিম্
 নবকল্পান্তরে জাতা গোকুলে দিব্যরূপিনী ॥৩২
 কস্তা প্রচণ্ডনামক্ গোপস্তাহি যশশিঃ ।
 চিত্রগন্ধেতি বিখ্যাতা সুকুমারী শুভাননা ।
 নিজাক্ষগন্ধৈববিধৈর্ধোদয়ন্তী দিশো দশ ॥৩৩
 তামেনাং পশু কল্যাণীং বৃন্দশো মধুপায়িনীম্
 অক্লেষু স্বপতিং কৃত্বা রসাবেশসমাকুলাম্ ॥৩৫
 অস্তাঃ স্তনপরিষক্ণো হারৈঃ সর্ষেধিঃক্লেপ্তে ।
 বক্ষস্থলাংপ্রচ্যবতিঃশ্চত্রগন্ধাদিসৌরভৈঃ ॥৩৬
 অপরে মুনিবর্ষ্যাস্ত সততং পুতমানসাঃ ।
 বায়ুভক্স্তপস্তেপুঞ্জপম্বঃ পরমং মম্বম্ ॥ ৪৭

রেকে আমি আপনাকে শূন্য দেখিতেছি ।
 এক্ষণে অতিশয় নিরবেদপ্রাপ্ত হইয়া এই
 দেহকে এই পবিত্রা বাপীতে বিসর্জন দিতে
 অভিলাষ করিতেছি । ঐ মুনি তাঁহার
 এইরূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া
 তাঁহার চরণে পতিত হইলেন, এবং তাঁহাকে
 কৃকদেবের মঙ্গলকর উপাসনা-বিধি জিজ্ঞাসা
 করিলেন । পরে ঐ ব্রহ্মবিদ্যা-কথিত মম্ব
 পরিজ্ঞাত হইয়া পরমানন্দিতমনে আশ্রুকটি
 পরিত্যাপস্বর্ষক মানস-সরোবরে প্রস্থান
 করিলেন । অনন্তর ঐ মুনি একপাদে দণ্ডায়-
 মান হইয়া নির্নিমেঘনেত্র সূৰ্য্য বিলোকন
 করিতে করিতে অতি দুশ্চর, বিশ্বয়কারক
 তপস্তায় নিযুক্ত হইলেন এবং পঞ্চাংশতি
 বর্ষাঙ্ক মম্বজপ করিতে লাগিলেন । তিনি
 তপস্তাকালে পরমভক্তপূর্ণ হইয়া আনন্দরূপী
 ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেন । তিনি
 ধ্যানকালে দেখিতেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র
 লীলা-গতি করিয়া ব্রহ্মবীথিতে বিচরণ
 করিতেছেন এবং মনোহর পাদবিক্ষেপে
 তাঁহার নৃপুর শস্যায়মান হইতেছে । তিনি
 বিচিত্র কামচেষ্টায় সন্মিত অপাঙ্গবীক্ষণে,

এবং তাঁহার বিঘোষ্ঠপুটচূষিনী অরূপবর্ণ ও
 বি'চক্রা সন্মোহিনীনারী বংশীর মধুরালাপে
 ব্রহ্মরমণীদিগের মন ও দেহ আকর্ষণ করিতে
 ছেন । শ্রবণী বী ব্রহ্মাঙ্কনাসকল যেন তাঁহার
 দেহলতাকে সহসা আলিঙ্গন করিতেছেন,
 তিনি দিব্যমালা ও দিব্যবসনে সজ্জিত,
 দিব্যগন্ধে অমূল্যপু, শ্রীমলাঙ্ক, প্রভাপূর্ণ
 এবং ত্রিভুবন-মোহকারী ঐ মুনি এইরূপে
 জগৎপতিকে বহুদেহে কল্পনাপূর্বক উপাসনা
 করিয়া নব কল্পান্তে দিব্যরূপধারিণী, অতি
 যশস্বী প্রচণ্ডনামক গোপের কস্তারূপে জন্ম
 গ্রহণ করিলেন । ঐ সুকুমারী শুভাননা
 কস্তার নাম চিত্রগন্ধা; কারণ টনি নিজ
 অঙ্গসৌরভে দশদিক্ আমোদিত করেন ।
 ২৮—৩৪ । বৃন্দাবনের মধুপায়িনী সেই এই
 কল্যাণীকে দর্শন কর, ইনি নিজদেহে পতিকে
 ধারণ করিয়া রসাবেশে আকুলা আছেন ।
 ইহার রক্ষঃস্থল হইতে ক্ষরণশীল, বিচিত্র
 সৌরভসমধিত হরসকল দ্বারা স্তনালিঙ্কন
 বিহত হইতেছে । অস্তান্ত মুনিবরণ
 পুতমানসে বায়ুভগ্ন করিয়া পরম-মম্ব জপ
 করিতে করিতে তপস্তা করিয়াছিলেন ।

শ্রুতঃ কৃষ্ণায় কামার্তিকলাদিব্রতশালিনে ।
 আয়েয়ীসহিতঃ কৃষ্ণা মন্ত্রঃ পঞ্চদশাক্ষরম্ ॥৪৮
 দধ্যর্ষুনিবরাসঃ কৃষ্ণমূর্তিঃ দিব্যবিভূষণাম্ ।
 দিব্যচিত্তহৃকুলেন পূর্ণশীলবতিস্থলাম্ ॥ ৪৯
 মনুষ্যপিচ্ছকৈঃ ক্রিপ্ত-চূড়াঃ জ্বলকুণ্ডলাম্ ।
 সব্যজ্জবাস্ত আদায় দাক্ষিণং চরণাধুজম্ ॥ ৫০
 ভ্রমস্তোঃ সম্পূটীকৃত্য চাক্রহস্তাধুজঘমম্ ।
 কক্ষাদেশবিনিকপ্ত-বেণুঃ পরিচলৎপুটাম্ ॥৫১
 আনন্দযন্তোঃ গোপীনাং নয়নানি মন্যাস চ ।
 পরমাশ্চর্যরূপেণ প্রাবষ্টাং রজমগুপে ॥ ৫২
 প্রসূনবদ্যৈর্গোপীভিঃ পূর্ধ্যমাগাঞ্চ সধতঃ ।
 অধ বল্লাস্তরে দেহং ত্যক্তা জাতা ইহাধুনা ।
 ঘাসাং বর্ণেষু দৃষ্টস্তে তাটকা তত্ত্বনির্মিতাঃ ।
 রত্নমাল্যানি কঠেষু রত্নপুষ্পাণি বেণিষু ॥৫৪

মুনিঃ শুচিশ্রবা নাম সুবর্ণো নাম চাপরঃ ।
 কৃষ্ণধ্বজস্ত ব্রহ্মর্ষিঃ পুত্রো ভৌ বেদপারগো ।
 উর্দ্ধপাদো তপো ধোরঃ তেপতত্ত্বাক্ষরঃ মনুষ্ম
 হ্রীঃ হং স ইতি কৃষ্ণৈব জপস্তো যতমানসৌ ।
 ধ্যায়স্তৌ গোকুলে কৃষ্ণঃ বালকং দশবার্ষিকম্ ।
 বন্দর্পসমরূপেণ তাকর্ণালঙ্গিতেন চ ॥ ৫৭
 পশুশীর্জবিষে ধীর্ঘোষয়ন্তমনারম্ ।
 ভৌ কল্লাস্তে তস্মৎ ত্যক্তা লক্ষবস্তৌ জঘব্রজে
 সুধীরনামগোপস্ত সূতে পরমশোভনে ।
 যযোহঁস্তে প্রদৃশ্ণেতে সাবিকৈ শুভকারিণী ।
 জটিলো জজ্বপুত্শ স্বশালী কর্করৈব চ ।
 চত্বারো মনয়ো ধস্তা ইহামুত্র চ নিম্পৃহাঃ ॥ ৬০
 কেবলেনৈকভাবেন প্রপন্ন্য বনবীপতিম্ ।
 তেপুস্তে সলিলে ময়া জপস্তো মনুষ্মন্তম ।
 রমায়য়েণ পুটিতঃ স্মরাদ্যন্তদশাক্ষরম্ ॥ ৬১

ঠাহারা, কামার্ত এবং কলাদি ব্রতশালী
 ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বাহা-
 মুক্ত পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন ।
 ঐ মুনিবর সকল দিব্য বিভূষণে বিভূ-
 যিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি ধ্যান করি-
 তেন । ঠাহারা ধ্যানকালে বোধ করি-
 তেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ দিব্য ও বিচিত্র হৃকুলে
 আপন পীন কটিদেশ পূর্ণ করিয়াছেন এবং
 মনুষ্যপিচ্ছদ্বারা নির্মিত চূড়া ও উজ্জল
 কুণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন । যেন ভগ-
 বান শ্রীকৃষ্ণ বামজঙ্ঘার প্রান্তে তদীয় দক্ষিণ
 পাদপদ্য অর্পণ করিয়া এবং মনোহর কর-
 পঞ্চদশম সম্পূটাকারে রাখিয়া ভ্রমণ করিতে-
 ছেন । ঠাহার বেণু কক্ষদেশে অর্পিত,
 অঞ্জলিপুট পরিচালিত হইতেছে, এই
 প্রকারে তিনি গোপীগণের নয়ন ও মন
 পরিভূক্ত করিতেছেন এবং পরমাশ্চর্যরূপ
 পরিগ্রহ করিয়া রজমগুপে প্রাবষ্ট হইয়া
 আছেন ও গোপীগণ ঠাহার চতুর্দিকে পুষ্প
 বর্ষণ করিতেছেন । অনন্তর কল্লাবসানে
 ঐ মুনিগণ একপে কুমণ্ডলে কল্লারূপে জঘ-
 গ্রহণ করিয়াছেন । ঐ কল্লাগণের বর্ণে
 রত্ননির্মিত টাটকা, কঠে রত্নমালা এবং

বেণীতে রত্নপুষ্প দেখিতে পাওয়া যায় । কৃষ্ণ-
 ধ্বজ নামক ব্রহ্মর্ষি শুচিশ্রবা ও সুবর্ণ নামে
 দুইটি বেদপারগ তনয় ছিলেন । ঠাহারা
 উর্দ্ধপাদ হইয়া ষোড়শতর তপস্রায় নিযুক্ত
 হন । ঠাহারা সংঘটতে "হ্রীং হং স" এই
 ত্রিবর্ণাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন । ৪৫—৫৬ ।
 তপস্রাকালে ঠাহারা গোকুলবাসী দশবর্ষবয়স্ক
 বালক শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেন । ঠাহারা
 ধ্যানকালে দেখিতেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ নবীন
 ও সুন্দর কন্দর্পসদৃশ রূপ দ্বারা ব্রজবাসিনী
 বিছোড়ীগণকে সতত মোহিত করিতেছেন ।
 ঐ মুনিষয় কল্লাস্তে দেহত্যাগ করিয়া ব্রজে
 সুধীরনামক গোপের পরম শোভনা তনয়া-
 দ্বয়রূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন । উক্ত কল্লা-
 দ্বয়ের হস্তে শুভরাবণী সারিকা দুইটি
 দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে । জটিল,
 জজ্বপুত, স্বশালী, ও কর্কর নামে চারিটি
 নিম্পৃহ মুনিই ইহলোক ও পরলোকের
 মধ্যে ধস্তা । ঠাহারা একভাবে গোপী-
 পতিকৈ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ঠাহারা
 জলমগ্ন হইয়া তপস্রা করিতেন এবং রমা-
 বীজক্রমে পুটিত দশাক্ষরাক্ষর স্মরাদি ও

দধাশু গাঢ়ভাবেন বলবী ভিক্ষুনে বনে ।
 এমন্তঃ নৃত্যগীতাদৈর্শ্মানয়ন্তঃ মনোহরম্ ॥ ৬২
চন্দনালিগুপ্তসর্ষাপঃ জবাশুপ্পাবংসকম্ ।
বহ্লায়মালয়াবীতং নীলশীতপটাবৃতম্ ॥ ৬৩
 কল্পত্রয়াস্তে জাতাস্ত গোকুলে শুভলক্ষণাঃ ।
 ইমাস্তাঃ পুরতো রম্যা উপাবস্থা নতরুব ॥ ৬৪
 যাসাং ভব্বিকৃতান্তেব বলয়ানি প্রকোষ্ঠকে ।
 বিচিত্রাণি চ রত্নাদৈ দিব্যমুক্তাকলাদাভৈঃ ॥ ৬৫
 মুনিদীর্ঘতপ্য নাম ব্যাসোসেহুং পুষ্কলকে ।
 তৎপুত্রঃ শুক ইত্যেব খ্যাতো মুনিবরঃ সুধাঃ
 সোহপি বালো মহাপ্রাজ্ঞঃ সদৈবালুশ্রয়ন পদম্
 বিহার পিতৃমাতৃদি লক্ষং ধ্যায়া বনং গতঃ ।
 স তত্র মানসৈর্দ্বিব্যকৃপচারৈরহর্নশম্ ।
 অনাহারোহর্চর্যাদ্বক্ষুঃ গোপকুপিনমীশ্বরম্ ॥
 রময়া পুটিতং মন্ত্রং জপন্নষ্টাদশাক্ষণম্ ।

দধো পরমভাবেন হরির হৈমন্তরোরথঃ ॥ ৬১
 হেমমণ্ডপিকাঞ্চ হৈমসিংহাসনোপার ।
 আসীনং হেমহস্ত্যাগ্রৌর্দধামং হৈমবাশিকাম্ ।
 দক্ষিণেন ভ্রাময়ন্তঃ পাণিনা হেমপঙ্কজম্ ।
 হেমদ্রবেণ প্রিয়া পরিষ্কিণ্ডাকচিত্রকম্ ॥ ১১
 হসন্তমতিহবেণ পশ্যন্তক নিজাশ্রমম্ ॥ ১২
 হর্ষাশুপূর্ণঃ পুষ্কলিকাশ্রমঃ
 প্রসাদ নাথোত বলম্ভোষ্ঠৈঃ ।
 দণ্ডপ্রণামায় পপাত কুমো
 সংবেপমানস্ফিজগাধিবাতঃ ॥ ১৩
 তং ভক্তিকামং পতিতং ধরণ্যাং
 মায়াস্তুতোহস্মীতি বলংস্তুমুঠৈঃ ।
 উথাপময়াস জুর্জো গৃহীত্বা
 পম্পর্শ হর্ষোপচিতৈক্ক্ষণেন ॥ ১৪
 উবাচ চ প্রিয়াক্ষণং লকুবন্তং শুকং হরিয়ম্ ।

শ্রবন্ত উত্তম মন্ত্র জপ করিতেন । তাহারা
 গাঢ়ভাবে গোপীগণের সাহিত্য বনে বনে
 ভ্রমণকারী নৃত্যগীতাদি দ্বারা গোপীগণকর্তৃক
 সম্মানিত, মনোহর, চন্দনালিগুপ্ত সর্ষাপ, জবা-
 পুষ্পে কৃতাবতংস, বহ্লায়মালয় পরিশোভিত,
 নীলবর্ণ ও শীতবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিতদেহ ভগ-
 বান শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ়ভাবে ধ্যান করিতেন ।
 অনন্তর তাঁহার কল্পত্রয়াবসানে গোকুলে
 শুভলক্ষণা কল্পারূপে জয়গ্রহণ করিয়াছেন ।
 সেই নতরু রমণীয়া কামিনীগণ সম্মুখেই
 বিদ্যমান রহিয়াছেন । ইহাদেয় প্রকোষ্ঠ
 দেশে দিব্য মুক্তাকলবিরাজিত রত্নাদি-
 শোভিত সুবর্ণবলয় আছে । দীর্ঘতপা
 নামে এক মুনি ছিলেন, যিনি পুষ্কলে ব্যাস
 নামে বিখ্যাত হন । তাঁহার শুকনামে মুনিবর
 সুবুদ্ধ পুত্র ছিলেন । ঐ মহাপ্রাজ্ঞ বালক
 সর্ষাদা কৃষ্ণপদ চিন্তা করিতে করিতে পিতা
 মাতা প্রকৃতি বন্ধুজন পরিত্যাগ করিয়া বন-
 শ্রম্ভান করিলেন ১৫৫—৬৭। তিনি সেই স্থলে
 মনঃকলিত দিব্য উপচারে গোপকুপী জগদী-
 শ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনাহারে দিব্যরত্ন
 পূজা করিতেন । তিনি পরম ভাবে রমা-

বীজে পুটীত অষ্টাদশাক্ষরাস্তক মন্ত্রজপ করি-
 তেন, এবং শ্রীহরির ধ্যানে মগ্ন ছিলেন ।
 তিনি ধ্যানকালে দেখিতেন, যেন ভগবান
 বিষ্ণু হেমময় তরুতলে হেমমণ্ডপমধ্যবর্তী হেম
 সিংহাসনে নিবসি আছেন, এবং হেমময়
 হস্তের অগ্রে হেমময় বংশীধারণ করিতেছেন ।
 যেন তিনি হেমপঙ্কজ দক্ষিণ হস্তে ভ্রমণ
 করাইতেছেন, এবং তাঁহার প্রিয়তমা লক্ষ্মী
 হেমদ্রবে তাঁহার অঙ্গে চিত্ররচনা করিতে-
 ছেন । তিনি অতিশয় হর্ষবশতঃ হাশু
 ধারণ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বকীয় ভবনের
 দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । অনন্তর ঐ
 মুনি হর্ষাশুপূর্ণ, এবং পুষ্কলিতাক হইয়া “হে
 নাথ ! প্রসন্ন হও” এই কথা উচ্চৈঃশব্দে
 বলিতে বলিতে বেপমান কলেবরে দণ্ডবৎ
 প্রণাম করিবার জন্ত কুমিতে পতিত হই-
 লেন । তখন ভগবান ঐ ভক্তিপূর্ণ ধরণী-
 পতিত মুনির হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া “আমি
 মায়াস্তুত” এই কথা বলিতে বলিতে উঠা-
 ইলেন এবং হর্ষপূর্ণ দৃষ্টির সহিত তাঁহাকে
 ম্পর্শ করিতে লাগিলেন ১৬৮—১৭১। ঐ মুনি
 তৎক্ষণাৎ হরিশ্রমাদে তদীয় শ্রিয়তমাক্ষণ

স্বং মে প্রিয়তমা ভজে সদা তিষ্ঠ মমাস্তিকে ।
 যজ্ঞং চিন্তয়ন্তী চ প্রেমাঙ্গদমুপাগতা ॥ ৭৬
 যে চ মুখ্যতমে গোপেয়ী সমানবয়সী শুভে ।
 একরতে একনিষ্ঠে একনন্দক্রমাগনৌ ॥ ৭৭
 তপ্তজাহ্ননপ্রথা তত্রৈকান্তা তড়িংপ্রভা ।
 একা নিজেয়মানাক্ষী পরা সৌম্যায়তেক্ষণা ॥
 সোহর্চয়ৎপরয়া ভক্ত্যা তে হরেঃ সবাদক্ষিণে
 স কল্পান্তে তনুং ত্যক্তা গোকুলেংজুমহাশ্বনঃ ।
 উপনন্দস্ত হুহিতা নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ॥ ৮০
 সেয়ং শ্রীকৃষ্ণবিনিতা পীতশাটীনিরজ্জদা ।
 রক্তচৌলকয়া পূর্ণশাতকুম্ভঘটন্তনী ॥ ৮১
 ধার রক্তসিন্দুর সর্বাঙ্গস্তাবণ্ডাঠিনী ।
 স্বর্ণকুণ্ডলবিভ্রাজঙ্গাওদেশা সুশোভনা ॥ ৮২
 স্বর্ণপঙ্কজমালাচ্যা কুম্ভমালিপু সুস্তনী ॥ ৮২

প্রাপ্ত হইলে, ভগবান তাঁহাকে বলিলেন,—
 হে ভদ্রে! তুমি আমার প্রিয়তমা, তুমি
 সর্বাঙ্গ আমার সমীপে থাক। তুমি আমার
 রূপ সর্বাঙ্গ চিন্তা করিয়া প্রেমাঙ্গদ হইলে।
 অনন্তর কৃষ্ণপ্রায়রূপারী এই শুক মুনি,
 সমানবয়সাই সমানব্রতা, সমাননিষ্ঠাঙ্গপরা,
 সমাননন্দ্রা, সমাননামধারিণী মুখ্যতমা হুটি
 গোপীকে হরির সব্য ও দক্ষিণভাগে দেখিয়া
 পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিলেন, উহাদের
 একটি দেখিতে তপ্তসুবর্ণাভা এবং অপরটি
 বিদ্যুৎসম আভায়ুক্তা, একটি নিজেয়মাগাক্ষী,
 অপরটির নেত্রযুগল সৌম্য এবং আয়ত।
 ৭৭—৭৯। অপর কোন মুনি বহুকাল
 শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশে তপস্তা করিয়া বঙ্গাবসানে
 দেহপন্নিত্যাগ করিয়া গোকুলে মহাত্মা উপ
 নন্দ্র নীলোৎপলদলবৎ কান্তিশালিনী
 কস্তারূপে জয়গ্রহণ করেন। তিনি এই
 শ্রীকৃষ্ণবিনিতারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন,
 ইহার পরিচ্ছদ পীতবর্ণ শাটী, ইহার
 কক্ষক রক্তবর্ণ, স্তনদ্বয় স্বর্ণঘটসদৃশ। ইনি
 রক্তবর্ণ সিন্দুর ধারণ করিয়াছেন। ইহার
 সর্বাঙ্গ অবণ্ডাঠিত, গওদেশে সুবর্ণ-
 কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। ইনি দেখিতে

যস্তা হস্তে চরুগীয়ং দৃশ্যতে হরিণার্চিতম্ ।
 বেণুবাদ্যাতিনিপুণা কেশবস্তাতিতোষিণী ॥ ৮৩
 কৃষ্ণেন পরিভূষ্টেন কদাচিদানকর্ম্মণি ।
 বিলম্বস্তা কন্থকণ্ঠেহস্তা ভাতি গুঞ্জাবলিঃ শুভা ॥
 পরোক্ষে চাপি কৃষ্ণস্ত কৃষ্ণকান্তা স্মরাদিতা ।
 সখীভির্বাদ্যযন্তীভির্গায়ন্তী সুস্বরং পরম্ ॥ ৮৫
 নর্ভয়েৎপ্রিয়বেশেন বেঘয়িত্বা বধুমিমাং ।
 বারং বারঞ্চ গোবিন্দভাবেনালিন্দ্র্য চুষতি ।
 প্রিয়ানৌ সর্গেগোপীনাং কৃষ্ণস্তাপ্যতিব্রজতা ॥
 শ্বেতকেতোঃ সুতঃ কশ্চিদেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
 সর্গমেব পরিত্যজ্য প্রচণ্ডতপ আস্থিতঃ ॥ ৮৭
 মুরারিদেবিতপদাং সুধামধুরনাদিনীম্ ।
 গোবিন্দস্ত প্রিয়াঃ শক্তিঃ ব্রহ্মকজ্রাদিহর্গমাং ॥

পরম সুন্দরী। ইহার গলে সুবর্ণপদ্মের
 মালা শোভা পাইতেছে, এবং ইনি নিজ
 স্তনদ্বয়ে কুম্ভম লেপন করিয়াছিলেন।
 ইহার হস্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্পিত
 চরুগীয় বস্ত্র বিদ্যমান আছে। ইনি বেণু-
 বাদ্যে স্তনিনিপুণা এবং কেশবের স্ততি
 সন্তোষদায়িনী। কোন সময়ে ইহার গান
 শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিভূষ্ট হইয়া ইহার কন্থসদৃশ
 গ্রীবাদেশে মনোরমা গুঞ্জাবলী প্রদান
 করিয়াছিলেন, তাহা এখনও শোভা পাই-
 তেছে। শ্রীকৃষ্ণের পরোক্ষে কৃষ্ণকান্তা কামা-
 তুরা হইয়া সুস্বরে গান করিতে থাকিলে
 সখীগণ তাঁহার পরিতোষার্থ বাদ্য বাজা-
 ইতে থাকেন এবং এই বধুকে কৃষ্ণবেশ
 পরাইয়া নৃত্য করাইয়া থাকেন। কখনও
 বা কৃষ্ণকান্তা উক্তরূপ বেশধারিণী ইহঁকে
 গোবিন্দজ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া চুষন করেন,
 ইনি সকল গোপীরই প্রিয়া ও কৃষ্ণের
 অতিব্রজতা ৮০--৮৬। শ্বেতকেতু নামক কোন
 ব্যক্তির বেদবেদাঙ্গপারগ কোন পুত্র সকল
 পরিত্যাগ করিয়া প্রচণ্ড তপস্তায় নিযুক্ত হন।
 তিনি মুরারিকর্তৃক সেবিতচরণা, সুধাবৎ
 মধুরনাদিনী, ব্রহ্মকজ্রাদিদেবগণেরও হর্গমা

ভজ্ঞানীমেকভাবেন শ্রিয়মেব মনোহরাম্ ।
 ধ্যায়ন জজাপ সততং মন্ত্রমেকাদশাক্ষরম্ ॥ ৮ ॥
 হসিতং সকলং কৃষা রতমায়েষু যোজয়েৎ ।
 কাশ্চ্যাদিভির্হসন্তৌভিক্ষাশয়ত্যাভিতা জগৎ ॥১০ ॥
 বসন্তে রমতে ত্বেবং মন্ত্রং চিত্তয়েৎ সদা ।
 সোহপি বল্লভয়েনৈব সিদ্ধোহত্র জনিমাশ্রবান্
 সেয়ং বালাবনেঃ পুত্রৌ কৃশাক্ষৌ কুণ্ডলস্তনৌ ।
 মুক্তাবলিলসৎকণ্ঠী শুক্ককৌশেয়বাসিনৌ ॥ ১২ ॥
 মুক্তাঙ্কুরিতমঞ্জীর-কঙ্কণাঙ্গদমুদ্রিকাম্ ।
 বিভ্রতী কুণ্ডলে দিব্যে অমৃতশ্রাবিণী শুভে ॥১৩ ॥
 বৃতকঙ্কুরিকা বেণীমধ্যে সিন্দূরবিন্দুবৎ ।
 দধানী চিত্রকং ভালে পার্শ্বং চন্দনচিত্রকৈঃ ॥১৪ ॥
 যাসৌ চ দৃশ্যতে শাহা উপস্তী পরমং পদম্ ।
 আসৌচলপ্রভো নাম রাজাধিঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৫ ॥

তন্তু কৃষ্ণপ্রসাদেন পুত্রোহকুশুম্ভরাকৃতিঃ ।
 চিত্রধরজ ইতি খ্যাতঃ কোমারাবধিবৈষ্ণবঃ ॥১৬ ॥
 স রাজা স্মৃতং সৌম্যং সূস্থিরং ষাটশাবিকম্
 অদীক্ষয়দ্ভিজায়ন্তঃ পরমষ্টাদশাক্ষরম্ ॥ ১৭ ॥
 অভিষিচ্যমানঃ শিশুশ্যাম্যাম্ভয়েজ্জলেঃ ।
 তৎক্ষেপে ভূপতিং প্রেয়া নত্বোদক্ষ প্রকল্পিতঃ ॥
 তস্মিন্দিনে স বৈ বালঃ শুচিবস্ত্রধরঃ শুচিঃ ।
 হারনপুরসুত্রোদ্যোগ্রে বৈয়াঙ্গদকঙ্কণৈঃ ॥১৯ ॥
 বিকৃষিতো হরের্ভক্তিমুপশ্ৰামলাশয়ঃ ।
 বিকোরাযতনং গঙ্গা স্থৈত্বকাকৌ ব্যাচিস্তয়ৎ ॥
 কথং ভজামি তং কৃষ্ণং মোহনং গোপধোষি-
 তাম্ ।
 বিক্রীডস্তং সদা ভাভিঃ কালিন্দীপুলিনে বনে
 ইখমত্যা কুলমতিশ্চিস্তয়স্বেব বালকঃ ॥

গোবিন্দের পরমা শক্তিকে ভজনা করি-
 তেন । তিনি একভাবে ঐ গোবিন্দশক্তিকে
 মনোহর্য ক্রীড়নে চিন্তা করিতেন এবং সর্বদা
 একাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন । যেন ঐ
 গোবিন্দশক্তি মায়াবৃত ব্যক্তিদিগের উপর
 হস্ত প্রকাশ করিয়া হস্তকারিণী কান্তি
 প্রভৃতি সখীগণের সহিত জগৎকে উদ্ভাসিত
 করিয়া বসন্তকালের বিহারে রত আছেন,
 এইপ্রকার মন্ত্রার্থ ঐ মনি চিন্তা করিতেন ।
 সেই মনিও বল্লভয়ের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া
 এই কুণ্ডলে জয়গ্ৰহণ করেন । তিনি
 অবনির কন্তা হইয়াছেন । ঐ কন্তাও
 সম্মুখে বিদ্যমান । উঁহার অঙ্গ কৃষ্ণ, স্তন-
 ধয় কুণ্ডলবৎ, উঁহার কণ্ঠে মুক্তাবলি শোভা
 পাইতেছে এবং উনি শুক্ক কৌশেয় বসন
 পরিধান করিয়া আছেন । ৮—১২ । উনি
 মুক্তাশোভিত মঞ্জীর, কঙ্কণ, অঙ্গদ, অসুরীয়
 ধারণ করিয়া আছেন, এবং উঁহার কণ্ঠে
 মনোহর অমৃতবধী দিব্য কুণ্ডল আছে ।
 উঁহার বেণীমধ্যে সিন্দূরবিন্দুবৎ কঙ্কুরিকা
 শোভা পাইতেছে এবং উঁহার কপালে
 চন্দনচিত্রকের সহিত চিত্রক বিয়াজিত
 আছে । একপে উঁহাকে শান্তিভাবে পরম-

পদ চিন্তা করিতে দেখা যাইতেছে । চল-
 প্রভা নামে প্রিয়দর্শন এক রাজর্ষি ছিলেন,
 কৃষ্ণপ্রসাদে তাঁহার একটা মধুরাকৃতি পুত্র
 জন্মে; ঐ পুত্রের নাম চিত্রধরজ, উনি
 কুমারকাল হইতেই বিষ্ণুভক্ত হন । ঐ
 চলপ্রভ রাজা, স্মদরাকৃতি স্বকীয়তনয় ষাটশ-
 বর্ষবয়স্ক হইলে তাঁহাকে কোন ব্রাহ্মণদ্বার
 অষ্টাদশাক্ষর প্রধান মন্ত্রে দীক্ষিত করেন ।
 যখন ঐ বালক মন্ত্রপূত অমৃতময় জল দ্বারা
 অভিষিক্ত হইতেছিলেন, তখন ভক্তি-
 সহকারে ভূপতিকে প্রণাম করিয়া অক্ষ-
 বিসর্জন করিয়া মনে মনে কোনরূপ কল্পনা
 করিলেন । ঐ নির্মলচিত্ত বালক সেইদিনেই
 ল্লুতন বস্ত্র পরিধান করিয়া পবিত্র হইয়া
 হার, নুপুর, সুত্রাদি, গ্ৰৈবেয়, অঙ্গদ
 ও কঙ্কণে ভূষিতকলেবর হইয়া হরির প্রতি
 একান্ত ভক্তিসহকারে কোন বিষ্ণুভবনে
 যাইলেন এবং একাকী চিন্তা করিতে
 লাগিলেন । যিনি গোপবালাদিগের সহিত
 বনমধ্যে যমুনাপুলিনে ক্রীড়া করেন, সেই
 কামিনীমোহন ক্রীড়ককে আমি কি করিয়া
 ভজনা করিতে পারি । ঐ বালক এইরূপ
 চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত

অবাপ পরমাং বিদ্যাং স্বপ্নকং সমগ্রত ॥১০২
 ভাষিতায়তনে আসৌক্যপ্রতিভুতিঃ শুভা ।
 শিলাময়ী স্বপ্নপীঠে সর্বলক্ষণলক্ষিতা ॥১০৩
 সাজ্জিন্দীবরশ্রামা সিন্ধা লাবণ্যশালিনী ।
 ত্রিভঙ্গললিতাকারা শিখণ্ডিপিচ্ছভূষণা ॥১০৪
 কৃষ্ণমস্তী মুদা বেণুং কাঞ্চনীমধঃপেৰ্ণিতাম্ ।
 দক্ষসব্যাগতাভ্যাঞ্চ সুন্দরীভ্যাং নিযোবিতা ॥
 বর্ধয়ন্তী তয়োঃ কামং চূষনাম্লেষণাদিভঃ ॥১০৫
 দৃষ্ট্বা চিত্রধ্বজঃ কৃষ্ণং তাড়গুবেরবিলাসিনম্ ।
 অবনম্যা শিরস্তুস্তৈ পুরো লজ্জিতমানসঃ ॥১০৬
 অথোবাচ হরিদক্ষপার্শ্বগাং প্রেমসীং হসন্ ।
 সলজ্জাং পরমকৈনং স্বশরীরঃশতাং গতম্ ॥
 নির্মায়াস্বাসমং দিব্যং যুবতীরূপমদ্ভুতম্ ।
 চিস্তয় স্ব শরীরেণ হৃৎভেদং মৃগলোচনে ॥ ১০৭
 অথো বদন্ততেজোভঃ স্পৃষ্ট্বশ্চক্ষুসমাপ্সাতি ॥

ততঃ সা পদ্মপত্রিকা গন্ধা চিত্রধ্বজান্তিকম্ ।
 নিজাক্টকৈস্তদক্ষানামভেদং ধ্যায়তী স্থিতা ॥
 অথাস্তাশ্চক্রেতেজাঃসি তদক্ষং পর্য্যপূরয়ন্ ।
 স্তনয়োর্জ্যোতিষা জাতৌ পৈনৌ চাক্রপয়োধরে
 নিহতদজ্যোতিষা জাতঃ শ্রোণিবিন্দং মনোহরম্
 কুন্তনজ্যোতিষা কেশপাশোহিচ্ছুকরয়োঃ
 করৌ ॥ ১১০
 সর্বমেবং সুসম্পন্নং ভূষাবাসঃশ্রগাদিকম্ ।
 কলাসু কুশলা জাতা সৌরভেনাস্তরাঙ্কনি ॥
 দৌপাদৌপমিবলোক্য সুভগাং ভুবি কস্তকাৎ
 চিত্রধ্বজাং ত্রপাতক্ষীং অতশোভাং মনোহরাৎ
 প্রেমা গৃহীত্বা করয়োঃ সা ভামপহরমুদা ॥১১৩
 গোবিন্দবামপার্শ্বাং প্রেমসীং পরিরভ্য চ ।
 উবাচ এব দাসীযং নাম চাস্তাশ্চ করয় ।
 সেবক্যশ্চৈব বদ প্রীত্যা যথাভিকচিতাং প্রিয়াম্
 অথ চিত্রকলেতে্যন্তস্রামাশ্চমতেন সা ।

হইলেন, ক্রমে পরমা বিদ্যা ধাত করিলেন, এবং স্বপ্নও দেখিলেন। ঐ গৃহে সুবর্ণপীঠে সর্বলক্ষণসম্পন্ন, শিলাময়ী ও মঙ্গলদায়িনী স্ত্রীকৃষ্ণমূর্তি ছিলেন। ঐ মূর্তি ইন্দ্রাবরের স্তায় শ্রীমবর্ণা, সিন্ধা ও লাবণ্যশালিনী। উহা ত্রিভঙ্গে ললিতা এবং ময়ূরপুচ্ছে ভূষিতা। যেন ঐ মূর্তি অধরস্থাপিত সুবর্ণবেণু বাজাই তছে, উহার পাশে দুইটা সুন্দরী বসিয়া আছেন এবং যেন উহা চূষন ও আলিঙ্গন দ্বারা সুন্দরী-হরের কামকে বঞ্চিত করিতেছে। চিত্রধ্বজ এইরূপ দেখিয়া তাড়ন বেষবিলাসযুক্ত স্ত্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া লজ্জিত হইলেন। ১০—১০৭। অনন্তর হরি দাক্ষণপার্শ্বস্থ হা লজ্জিতা প্রিরকে হাসিতে হাসিতে কাহিলেন,—হে মৃগলোচনে! তুমি তোমার স্বকীয় শরীরের অংশপ্রাপ্ত এই বালককে আশ্রয়, দিব্য অদ্ভুত যুবতীরূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা কর, যেন তোমার শরীরে এবং উহার শরীরে কোন প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে ঐ বালক স্বকীয় অক্ষ ভেজোবার স্পৃষ্ট হইয়া তোমার রূপ প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর সেই পদ্মপত্রিকা চিত্রধ্বজের সমীপে যাওয়া নিজ অক্ষ দ্বারা তদীয় অক্ষসমূহের অভিন্নভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবার নিজাবয়বের তেজোরাশি চিত্রধ্বজের অক্ষকে আশ্রয় করিতে লাগিল। তাঁহার স্তন-যুগলের প্রভায় চিত্রধ্বজের সুন্দর স্তনময় প্রকাশ পাইল, নিতম্বপ্রভায় মনোহর নিতম্ব দেখাইল; কেশরাশির দাগিতে অদ্ভুত কেশপ্রাশ হইল, হস্তদ্বয়ের কাঙ্কিতে রমণীয় নারীহস্ত গঠিত হইল। এইরূপে অস্তান্ত নারীভূষণ বস্ত্রমালাদি এবং রমণীসুলভ হাবভাবাদিসম্পন্ন হইল। তখন তাহাকে একটা দাঁপ হইতে অস্ত্র একটা দাঁপের স্তায় দেবীশরীর হইতে উৎপন্ন দেবীমূর্তি দেখিয়া দেবী সেই লজ্জাসঙ্কচিত ও যৌবনসুলভ হাশ্বশালিনী চিত্রধ্বজকে সাধরে গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে গোবিন্দের বামপার্শ্বে বসাইয়া দিলেন ও সেই গোবিন্দ-প্রস্নাকে আলিঙ্গন করিয়া ভগবানকে বলিলেন,— প্রভো! আপনার এই দাসী, ইহার নাম-করণ করুন ও ইহাকে কোন অতীষ্ট প্রায়তম

কোর চাহ সেবারে ধ্বা গাণি বিপক্ষিকাম্ ॥১১৮
 সনা স্বং নিকটে তিত্ত গাধ্ব বিবিধৈঃ স্বৈরঃ ।
 গুণায়ৎপ্রাণনাথস্ত তবারং বিহিতো বিধিঃ ॥
 অথ চিত্রকলা স্বাভাং গৃহীত্বানম্য মাধবম্ ।
 তৎপ্রয়স্কান্ত চরণং গৃহীত্বা পাদযো রজঃ ।
 জগৌ স্তমধুরং গীতং তয়োৱানন্দকারণম্ ।
 অথ ক্রীত্যোপগুটা সা কৃষ্ণোনানন্দমূর্ত্তিনা ।
 যাবৎ সুখাসুখো পূর্ণা ভাবদেবাশ্চবৃষ্যত ॥১২১
 চিত্রকলা মহাপ্রেম-বিকলঃ সংস্মরন পরম্ ।
 ভমেব পরমানন্দং বৃক্তকঠো কুরৌদ হ ॥১২২
 তদায়ত্যা কদম্বের মুক্তাহারবিহারকম্ ।
 আভাবিতোহপি পিতৃদৈর্ঘ্যবৈ বজ্রাস্তরং
 কচিৎ ॥১২৬
 মাসমাজং গৃহে স্থিষ্বা নিশীথে কৃষ্ণসংস্রয়ঃ ।
 নির্গত্যারণ্যমচরন্তপো বৈ মুনিভুঙ্করম্ ॥ ১২৪

কল্পান্তে দেহনৃত্যজ্য তপসৈব মহামুনিঃ ।
 বীরগুণাভিহানস্ত গোপস্ত হুহিতা ততা ॥ ১২৫
 জাতা চিত্রকলেভ্যেব যস্তাঃ স্বক্বে মনোহরা ।
 বিপক্ষী দৃশুতে নিত্যং সপ্তস্বরবিভূষিতা ॥১২৬
 উপতিষ্ঠতি বৈ বামে রত্নভূঙ্গারমুক্তমম্ ।
 দধানা দক্ষিণে হস্তে সা বৈ রত্নপতঙ্গ্রহম্ ।
 অয়মাসীৎপুত্রা সৰ্ব্ব-তাপসৈরভিবন্দিতঃ ।
 মুনিঃ পুণ্যশ্রবা নাম কাশ্মণঃ সৰ্ব্বধর্ম্মাবৎ ॥১২৮
 পিতা তস্তাভবচ্ছবঃ শতকৃত্রীয়মধ্বম্ ।
 প্রস্ববন্ দেবদেবশং বিবেশং ভক্তবৎসলম্ ॥
 তন্মৈ প্রসন্নো ভগবান্ পার্বত্যা সহ শঙ্করঃ ।
 চতুর্দশাধর্ম্মরাজে প্রত্যক্ষঃ প্রদদৌ বরম্ ॥১৩০
 ত্রংপুত্রো ভবিতা কৃষ্ণে ভক্তমান্ বাল এব হি
 উপনীয়াষ্টমে বর্ষে তন্মৈ সিদ্ধমম্বষমম্ ।
 উপদিশেকাবংশত্যা যো ময়া তে নিগদ্যতে ॥
 বিদ্যাগোপালনামাঘং মত্বে বাকসিদ্ধকারকঃ

সেবা করিতে হইবে, তাহা বলুন। এই
 বলিয়াই শ্রয়ঃ তাহার চিত্রকলা এই নাম
 করিয়া প্রভুর সেবার জন্ত বলিল যে, তুমি
 এই বীণা গ্রহণ করিয়া সর্বদা প্রভুর নিকটে
 থাকিয়া বিবিধস্বরে আমার প্রাণনাথেরই গুণ-
 কীর্ত্তন করিবে, ইহা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম
 নির্দেশ করিলাম। অনন্তর চিত্রকলা তদীয়
 আদেশ স্বীকার করিয়া মাধবকে প্রণাম ও
 তাহার প্রেমসীরও চরণারবিন্দের ধূলি গ্রহণ-
 পূর্ব্বক যুগলরূপের আনন্দবর্ধক সুললিত গান
 করিল, তাহাতে আনন্দময় ক্রীকৃষ্ণ ক্রীত
 হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই
 চিত্রকলা আনন্দসাগরে যেমনই মগ্ন হইল,
 অমনি জাগিয়া উঠিল; তখন কৃষ্ণপ্রেমে
 অবশ চিত্রধ্বজ অপার অলৌকিক আনন্দ
 স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগিল।
 সে ভদবধি আহার-বিহার ভাগ করিয়া
 কেবল স্নানই করিতে থাকিল; পিতা
 মাতা স্বল্পনে ডাকিলেও উত্তর দিত না।
 এইরূপে একটিমাস গৃহে থাকিয়া একদিন
 দ্বিপ্রহর রাজিতে অন্তরে ক্রীকৃষ্ণকে সহচর
 করিয়া অরণ্যে নির্গত হইল ও তথায় মুনি-

জনেরও হুঃসাধ্য তপস্যা করিতে লাগিল।
 অতঃপর প্রলয়কালে সেই মহামুনি তপোবলে
 দেহত্যাগ করিয়া বীরগুণ নামক গোপ-
 জনের চিত্রকলা নামে কন্থা হইয়া জন্মিয়াছে।
 যাহার স্বক্বেদেশে ঐ সপ্তস্বরশোভিতা
 মনোহর বীণা সদাই দেখা যায়। আর
 যে রমণী প্রভুর বামভাগে থাকিয়া বাম-
 রত্নভূঙ্গার এবং দক্ষিণহস্তে রত্ন পিকদানী
 লইয়া সেবা করিতেছেন, উনিও পূর্ব্ব
 সকল তপস্বীদিগের পূজনীয় কশ্মপ-
 বংশসম্বৃত সর্বধর্ম্মবেত্তা পুণ্যশ্রবা নামে
 মুনি ছিলেন। উহার পিতা পুরম শৈব
 ছিলেন, সর্বদা ভক্তবৎসল দেবদেব বিবে-
 শরকে রত্নশুভাদি দ্বারা স্তব করিতেন;
 তাহাতে ভগবান্ শঙ্কর তত্ক্ষণ প্রসন্ন হইয়া
 চতুর্দশী অধর্ম্মরাজে পার্বতীর সহিত তাহাকে
 দেবাদিদ্যা এইরূপ বরপ্রদান করিলেন যে,
 তোমার পুত্র বালক অবস্থা হইতেই ক্রীকৃষ্ণে
 ভক্তমান হইবে। তাহাকে অষ্টমবর্ষে উপ-
 নীত করিয়া আমি যে একবিংশতি অক্ষর
 মন্ত্র বলিতেছি, ঐ সিদ্ধ মন্ত্র উপদেশ দিবে।
 ১০৮—১০৯ এই বিদ্যা গোপাল নামক

এতৎসাধকজিহ্বাগ্রে লীলাচরিতমঙ্কৃতম্ । ১৩^২
 অনন্তমূর্ধ্ণিরায়াতি স্বয়মেব বরপ্রদঃ ।
 কামমায়ারমাকর্ষসেন্সা দামোরোচ্ছলাঃ । ১৩
 মধ্যে দশাঙ্করং প্রোচ্য পুনস্তা এব নিদ্দেশেৎ
 দশাঙ্করোক্তস্বাধ্যাদিধ্যানং চান্ত ববৌম্যহম্ ।
 পূর্ণায়ুতনির্ধেশ্বখে স্বীপং জ্যোতির্শ্ময়ঃ স্মরেৎ
 কালিন্দ্যা বেষ্টিতং তত্র ধ্যায়েন্দ বৃন্দাবনং বনম্
 সর্ধর্ষুকুসুমশাবি-ক্রমবল্লৌভিরাবৃতম্ ।
 নৃত্যম্ভ্রান্তশিখিবানং গায়ংকেকিলযট্পদম্ ॥
 তস্ত মধ্যে বসন্তোকঃ পারিজাততকর্মহান ।
 শাখোপশাখাবিস্তারৈঃ শতযোজনমুচ্ছ্রুতঃ ।
 তলে তস্তাথ বিমলে পরিতো ধেমমণ্ডলম্ ।
 তদন্তর্গণ্ডলং গোপ-বালানাং বেণুশৃঙ্গিণাম্ ।
 তদন্তরে তু রুচিরং মণ্ডলং ব্রজসুভ্রবাম্ ।
 নানোপায়নপাণীনাং মদবিহ্বলচেতসাম্ ॥ ১৩১
 কৃতাজলিপূটানাকং মণ্ডলং শুক্রবাসসাম্ ।

মন্ত্রে সাধকের বাক্যসিদ্ধি হইয়া থাকে । যে এই মন্ত্রের সাধনা করে, তাহার জিহ্বাগ্রে প্রচুর লীলা সত্তত বিরাজ করে ও অনন্তমূর্ধ্ণি স্বয়ংই বরদাত্রী হইয়া উপস্থিত হন । উহার মন্ত্র " ও ধ্যান বলিতেছি,—প্রথমে পূর্ণায়ুত সমুদ্রের মধ্যে জ্যোতির্শ্ময় স্বীপ চিন্তা করিবে, তথায় স্বমুনায বেষ্টিত বৃন্দাবনের ধ্যান করিবে । ঐ কানন সর্ধর্ষুকুসুমশাবি-ক্রমবল্লৌভিরাবৃত আছে, মহা নৃত্যকারী মন্তময়ুরের ও গায়মান কোকিল ভ্রমরাদির নিনাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক পারিজাতবৃক্ষ শতযোজন উচ্চ হইয়া শাখা ও উপশাখার বিস্তার করিয়াছে; তাহার নির্ম্মল তলদেশে চতুর্দিকে ধেমমণ্ডল বিচরণ করিতেছে । তাহার মধ্যে বেণু-সুশৃঙ্গধারী গোপবালকেরা মণ্ডলাকারে রহিয়াছে । তাহার মধ্যে ব্রজনরীগণ মনোহর মণ্ডল বাঁধিয়া রহিয়াছে । উহার শুক্রবস্তুর পরিধান

* মন্ত্র মূলে উইবেয় ।

শুক্লাতরণভূষণাং শ্রেমবিহ্বলিতাত্মনাম্ । ১৪.
 চিন্তয়েচ্ছ্রুতিকস্তানাং গৃহ্তৌনাং বঃ শ্রিয়ম্
 রত্নবেদ্যাং ততো ধ্যায়েন্দৃহুক্লাবরণং হরিম্ ।
 উমৌ শয়নং রাধায়াঃ কদলীকাণ্ডকোপ র ।
 তদক্রং চন্দ্রসুস্মেরং বীক্ষমাণং মনোহরম্ ।
 কিঞ্চিৎ কৃষ্ণিতবামাজ্যু-রেণুযুক্তেন পাণিনা ।
 বামেনাঙ্গস্য দয়িতাং দক্ষিণং চিবুং স্পৃশ্বন ।
 মহামারকতাভাসং মৌক্তিকচ্ছায়মেব চ ।
 পুণ্ডরীকবিশালাকং পীতনির্ম্মলবাসসম্ ॥ ১৪৪
 বহঁভারলসচ্ছৌর্ধং মুক্তাধারমনোহরম্ ।
 গণ্ডপ্রান্তল চাক-মকরাকৃতি কুণ্ডলম্ ॥ ১৪৫
 আপাদতুলসীমালং কঙ্কণঙ্গদভূষণম্ ।
 নৃপুটৈর্শুদ্ভিকান্তিচ্চ কাঞ্চ্যা চ পারমণ্ডিতম্ ১৪৬
 সুকুমারতনুং ধ্যায়েৎ কিশোরবয়সাবিষম্ ।

করিয়া বিবিধ শুক্রবর্ণ-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া নানাবিধ উপঢৌকন হস্তে করিয়া, কৃতাজলিপুটে রহিয়াছে । উহাদের চিন্ত কৃষ্ণপ্রমে ও মদাবেশে বিহ্বল হইয়াছে ও উহার মুহুর্ভুঃ আতরমণীদেব আদেশ গ্রহণ করিতেছে । এই ভাবে গোপিকা-দিগকে চিন্তা করিয়া তথায় ক্রীহরিকে চিন্তা করিবে । ১৩২—১৪১ । তিনি রাধিকার কদলীকাণ্ডসমান উরুদেশে শয়ন করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত ও চন্দ্রের মত সুন্দর রাধিকাবদন বায়দ্বার দর্শন করিতেছেন এবং বামচরণ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া বেণুযুক্ত বামপাণি দ্বারা শ্রিয়তমার দক্ষিণ গণ্ডস্থল স্পর্শ করিতেছেন এবং সেই নীল-কান্তমাণর মত কান্তিসম্পন্ন কমললোচন হরি পীতবসন ও মুক্তাধার পরিধান করিয়া বড়ই মনোহর হইয়াছেন । ময়ুরপুচ্ছসম্পর্কে তাঁহার মস্তকের বড়ই শোভা হইয়াছে এবং তাঁহার গণ্ডস্থল মকরাকৃতি সুন্দরকুণ্ডলে বড়ই শোভিত আছে, তিনি আপাদমালার তুলসী-মালার এবং কঙ্কণ অঙ্গদ অঙ্গুরীয়ক ও নৃপুট প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন । কিশোর-বয়স কোমলাঙ্গ হরিকে এইরূপে ধ্যান

পূজা দশাক্ষরোক্তৈব বেদলক্ষং পুরস্ক্রিয়া ।
 ইত্যুক্তান্ধর্ষে দেবো দেবী চ গিরিজা সতী ।
 মূনিরাগত্য পূজায় তথৈবোপদিদেশ হ ॥ ১৪৮
 পুণ্যশ্রবাত্ত ভগ্নস্ত-গ্রহণাদেব কেশবম্ ।
 বর্ণয়ামাস বিবিশৈর্জিহ্বা দর্শনমুণীন স্বয়ম্ ॥ ১৪৯
 রূপলাবণ্যবৈদম্ভা-সৌন্দর্য্যাশ্চর্ধ্যালক্ষণম্ ।
 তদা হৃষ্টমনা বাসো নির্গত্য স্বগৃহান্ততঃ ।
 বায়ুভক্ষন্তপন্তেপে কল্পানামযুত্তয়ম্ ॥ ১৫০
 তদন্তে গোকুলে জাতা নন্দভ্রাতৃগুণৈঃ স্বয়ম্ ।
 লবঙ্গা ইতি তন্নাম কৃষ্ণকি তনিত্রীক্ষণা ॥ ১৫১
 যন্তা হস্তে প্রদৃশ্তেত মখমার্জ্জনযজ্ঞকম্ ।
 ইতি তে কথিতাঃ কাশ্চিৎপ্রধানাঃ কৃষ্ণবজ্রভাঃ
 হস্তাবিবধরসাদৈদ্যযুক্তমধ্যায়মেতদ্-
 ব্রজবরতনয়াভিচারহাসেসেক্ষণাভিঃ ।
 পঠতি য ইহ ভক্ত্যা পাঠয়েছা মনুষ্যো
 ব্রজতি ভগবতঃ শ্রীবাসুদেবস্ত ধাম ॥ ১৫৩
 ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যে
 একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১

করিবে। পূর্বোক্ত দশাক্ষর মন্ত্রে পূজা ও চতুর্লক্ষ জপে পুরস্করণ হয়। এই কথা বলিয়া শঙ্কর ও পার্শ্বতী অস্তর্বিহিতা হইলেন। তখন মূনি আসিয়া পূত্রকে সেইমত উপদেশ দিলেন। ১৪২—১৪৮। পুণ্যশ্রবণ ও মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সকল মূনিজনকে অতিক্রম করিয়া রূপে, লাবণ্যে সৌন্দর্য্যে, চাতুর্য্যে আশ্চর্য্যময় কেশবকে বর্ণনা করিলেন। তখন সেই বালক আনন্দিতচিত্তে নিজগৃহ হইতে নির্গত হইয়া বায়ুমাত্র ভোজন করিতে থাকিয়া, অযুতজয় কল্পকাল তপস্বা করেন এবং দেহাবসানে তিনি গোকুলেনন্দ-গাণের ভ্রাতার ভবনে লবঙ্গানারী কন্ডারূপে জন্মিয়া, কৃষ্ণের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতেছেন ও ইহারই হস্তে মুখমার্জন যজ্ঞ দেখা যাইতেছে। এই তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি প্রধান প্রিয়-ভমার উল্লেখ করিলাম। এই শ্রীহরির চাক্ষুসিনী সুন্দরনয়না ব্রজনারীদের সহিত নানাবিধ প্রেমরসের অমুঠানে পরিপূর্ণ

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

যশয়া পৃষ্টমাশ্চর্য্যং শ্রয়া ভাষিতং ক্রমাৎ ।
 যত্র মুহুর্ত্তি ব্রহ্ম দ্যাস্তত্র কো বা ন মুহুর্ত্তি ॥ ১
 তথাপি তে প্রবক্ষ্যামি যত্ক্রমং পরমর্ষিণা ।
 মহারাজেৎস্বরায়ায় বিস্তুভক্ত্যাশ্রিতায় চ ॥ ২
 বদর্ধ্যাশ্রমমাশ্রাদ্য সমানানং ত্রিতেশ্রিয়ম্ ।
 রাজা শ্রণম্য তুষ্টাব বিস্তুধর্ম্মং বিৎসয়া ॥ ৩
 বেদব্যাসঃ মহাভাগঃ সস্বক্ৰং পুরুষোত্তমম্ ।
 মাং ত্বং সংসারতুপ্পারে পরিত্রাতুমিহাঙ্গসি ।
 বিষয়েভ্যো বিবিজ্ঞোহসি নমস্তে ভো
 নমোহবিলম্ ॥ ৪
 যতৎপ্রদমহুঃস্বিয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।

অধ্যায়টী যে মানব ভক্তিভাবে পাঠ করে বা পাঠ করায়, সে ব্যক্তি অস্তে ভগবানের স্থানেই গমন করে। ১৪২—১৫৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১ ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি আমাকে যে যে বিষয়কর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমুদয় তোমাকে ক্রমিক বলিলাম, আর দেখ ব্রহ্মাদি দেবতারাত্ত যাহাতে মুগ্ধ হন, তুমি যে তাহাতে বিস্মিত হইবে, তাহা অধিক কথা নহে। অতঃপর বৈকবচুড়ামণি মহারাজ অশ্বরায়কে মর্ষি বেদব্যাস যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহাই তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা মহারাজ অশ্বরায় বিস্তু-ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করত তথায় চিরবাসী জিতেশ্রিয় সস্বক্ৰ পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাভাগ বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন,—হে প্রভো! আপনি আমাকে অপার সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি যে বিষয় হইতে নির্গিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, আমি আপনাকে বারম্বার

পরঃ ক্রমপরাকাশমনাকাশমনায়মম্ ॥ ৬
যৎসাক্ষাৎকৃত্য মুনয়ো ভবাত্তোষিঃ তরন্তি হি
ভজাহং মনসো নিত্যং কথং গতিমবাপুয়াম্ ॥ ৬
বেদব্যাস উবাচ ।

অতিগোপ্যং ত্বয়া পুষ্টং যম্ময়া ন শুকং প্রতি ।
গদিতং ত্বনুতং কিন্তু ত্বাং বক্ষ্যামি হরিপ্রিয় ॥
আসৌদিদং পরং বিশ্বং যজ্ঞপং যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
অব্যাকৃতমব্যয়িতং তদৌষধমহ শৃণু ॥ ৮
ময়া কৃতং তপঃ পূৰ্ণং বহুবর্ষমহস্তকম্ ।
কলমূলপলাশবু-বায়ুহারনিষৌষণা ॥ ৯
ভক্তো মামাহ ভগবান্ স্বধ্যাননিরতঃ হরিঃ ।
কিন্মন্ত্রার্থে চিকীর্ষা তে বিবিৎসা বা মহামতে ॥
প্রসন্নোহস্মি বৃগুশ্চ ত্বং বরকং বরদর্শতাং ।
মদ্বর্ণনাস্তঃ সংসার ইতি সত্যং ব্রবামি তে ॥ ১১
ভক্তোহহমত্রবং কৃষ্ণং পুলকোৎফুল্ল বগ্রণঃ ।

প্রণাম করি। হে বিভো! যাহা সচ্চিদানন্দ
রূপ, ক্রেশশূন্য, পরাকাশ, অনায়ম, অভীষ্ট-
প্রাপ্ত পরব্রহ্ম; মুনিগণ যাহার সাক্ষাৎকার
করিয়াই সংসার-সাগর পার হন, সেই চিন্ময়ে
কিরাপে আমার মনের সর্কদা অবস্থান হইবে,
তাঁহা বলুন। বেদব্যাস কহিলেন,—হে
বৈষ্ণব! তুমি যে অতি গোপনীয় বিষয়
জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা আমি নিজ তনয়
শুককেও বলি নাই, তোমাকে বল-
তেছি। ১—৭। এই বিধব্রহ্মাণ্ড পূর্বে
যেভাবে যে অবস্থায় অবিদ্যার ও অবিদিত
হইয়া অবস্থিত ছিল, সেই ব্রহ্মার স্বরূপ
বিধের কথা বলিতেছি। শ্রবণ কর। আমি
কলমূলজল ও বায়ুব্রহ্ম আহার করিয়া
অনেকসংস্রম বৎসর তপস্বী করিয়াছিলাম,
তখন জগদীশ্বর আমাকে আশ্চর্য্য নিম্ন
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামতে!
তুমি কিসের অভিলাষে এইরূপ করিতেছ,
তত্ত্বজ্ঞানের কামনায় কি? তাহা বল, আমি
তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার
নিকট অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। তোমায়
সত্য বলিতেছি, আমার চর্শন পাইলে

ত্বামহং ত্রেহ্মিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুকৃদন ॥ ১২
যন্তৎসত্যং পরং ব্রহ্ম জগজ্জ্যোতির্জগৎপতিঃ
বদন্তি বেদশিরসতক্ষুযং নাথ মেহঙ্কৃতম্ ॥ ১৩

বক্ষণেবং পুরা পুষ্টঃ প্রার্থিতশ্চ যথা পুরা ।
যদবোচমহং তস্মৈ তত্ত্বভ্যামপি কথ্যতে ॥ ১৪
মামেকে প্রকৃতিঃ প্রাহুঃ পুরুষকং তথৈবরম্ ।
ধর্ম্মমেকে ধনকৈকে মোক্ষমেকে তথোত্তমম্ ।
শুশ্রুমেকে ভাবমেকে শিবমেকে সদাশিবম্ ।
অপরে বেদশিরস স্থিতমেকং সনাতনম্ ॥ ১৬
সত্তাবং বিক্রমাহীনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।
পশ্চাদ্যা দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্ ।
ততোহপশ্চমহং ভূপ বালং কালানুদ্রভম্ ।
গোপকস্তারূতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ ॥

জীবের সংসারক্ৰেশ ঘটে না। তখন আমি
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রেমাঞ্চত-
বপু হইয়া বলিলাম,—মধুকৃদন! আমি
আপনাকে চক্ষুর্ভ্যাং দেখিতে বাসনা
করিতেছি,—যাহা সত্যস্বরূপে পরব্রহ্ম ও
ও যাহা জগৎপতি ও জগতের প্রকাশস্বরূপ।
শ্রীভগবান্ কহিলেন,—পূর্বে আমি ব্রহ্মা
কঙ্ক জিজ্ঞাসিত ও প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে
যেভাবে বর্ণিয়াছি, এক্ষণে তোমাকেও তাহাই
বলিতেছি। কতকলোকে আমাকে প্রকৃতি
বলিয়া নির্দেশ করে, কেহ বা পরমপুরুষ
ঈশ্বর বলিয়া থাকে, কেহ বা আমাকে ধর্ম্ম
বলে, কেহ বা নথর ধনকেই ঈশ্বর বলে,
কাহার মতে মুক্তিই ঈশ্বর কেহ বা আমাকে
উভয়ানুক বলে, কতকলোক শূন্যকে, কেহ
বা সত্তাকে ও কেহ বা মঙ্গলময় সদাশিবকে
পরমেশ্বর বলেন। অস্ত্র লোকে বেদের
মন্ত্রকে অবস্থত একমাত্র সনাতন পুরুষ
বলিয়া আমার নির্দেশ করেন। ৮—১।
হে বৎস! আজ আমি তোমাকে সেই
নির্দিকার বেদগোপিত চিদানন্দময় সংস্বরূপ
রূপ দেখাইতেছি। হে মহাভাজ! তথায়
ভগবানের এই প্রকার বাক্যাবগানেই আমি
দেখিলাম, সেই আমার নবজন্মকান্তি প্রভু

কদম্বমূল আসীনঃ পীতবাসসম্ভূতম্ ।
 বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লবমণ্ডিতম্ । ১৯
 কোকিলভ্রমরারাবং মনোভবমনোহরম্ ।
 নদীমপশুং কালিন্দীমিন্দ্রীবরধরপ্রভাম্ । ২০
 গোবর্ধনং তথাপশুং কৃষ্ণরামকরোদ্ধৃতম্ ।
 মহেন্দ্রদর্পনাশায় গোগোপালসুখাবহম্ । ২১
 গোপালমবলাসঙ্গমুদিতং বেণুবাদিনম্ ।
 দৃষ্টান্তিহৃষ্টো হৃৎতবং সর্ষভূষণজুষণম্ । ২২
 ভক্তো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ শ্রয়ম্ ।
 যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্ ।
 নিষ্কলং নিষ্করং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।
 পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম । ২৪
 ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্ ।
 সত্যক্যাপি পত্নানন্দং চিদঘনং শান্তং শিবম্ ।
 নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা ।

যমুনাং গোপকল্যাণ তথা গোপালবালকঃ ।
 মমাবতারো নিত্যোহয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ ।
 মমেষ্টা হি সদা রাধা সর্বজ্ঞোহহং পরাৎপরঃ ।
 সর্বকাম্যক সর্বেশ্বঃ সর্বানন্দঃ পরাৎপরঃ ।
 ময়ি সর্ষমিদং বিধং ভক্তি মায়াবিজ্ঞুতম্ ।
 ততোহহমত্রবং দেবং জগৎকারণকারণ ।
 কাম্য গোপাম্যকে গোপা বৃন্দোহয়ংকীদৃশোমত
 বদং কিংকোকিলাদ্যাশ্চ নদী কেয়ংগিরিশ্চ কঃ
 কোহদৌ বেণুর্গুণভাগো লোকানন্দৈকভাজন
 ভগবানাহ মাঃ স্ত্রীতঃ প্রসন্নবদনাম্বুজঃ ।
 গোপাম্য শ্রুত্বোহো প্রেয়া ধাতো বৈ গোপকল্যাণঃ
 দেবকল্যাণ রাজেন্দ্র তপোযুক্তা মুমুক্শবঃ ।
 গোপালা মুনয়ঃ সর্বে বৈকুণ্ঠানন্দমূর্তয়ঃ । ৩২
 কল্পবৃক্ষঃ কদম্বোহয়ঃ পরানন্দৈকভাজনম্ ।
 বনং নন্দনকল্যাণং হি মহাপাতকনাশনম্ । ৩৩

গোপবালকবেশে পীতবসন পরিধান করত
 গোপকল্যাণে পরিবৃত হইয়া কদম্বতরুমূলে
 বসিয়া গোপশিশুদিগের সহিত বালসুলভ
 হান্ত করিতেছেন। আরও দেখিলাম, সম্মুখে
 সেই নবপল্লবশোভিত ভ্রমরকোকিলরবে
 ঞ্জিত কাম মনোমোহন বৃন্দাবন; তথায়
 যেষ্টের স্তায় শ্রীমলা যমুনা প্রবাহিতা হই-
 তেছে এবং দেবরাজের দর্প চূর্ণ করিবার
 জন্ত কৃষ্ণ ও বলরামের হস্ত পুত্রে সে
 গোপ উ গোবৃন্দের মুখাম্পদ গোবর্ধ
 গিরিকেও দেখিলাম। আম সরভূষণেরও
 জুষণ-সই বেণুবাদনবারী অবলাভন-
 ম্পর্কে মুখা গোপালবেশী ভগবানঃ
 দেখা সমারক অনন্দিত হইলম। তখন
 বৃন্দাবনবারী ভগবান আমকে সন্দেহন
 করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি যে আমার
 এই নিষ্কাম শান্ত সচ্চিদানন্দময় পদ্মপলাশ-
 লোচন পূর্ণ সনাতন দিব্যরূপ দেখিতেছে,
 ইহার পর আমার অবশিষ্ট কিছুই নাই।
 বেদ-চতুষ্টয় এই রূপকেই কারণনিচয়েরও
 কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। ইহাই সত্য
 পদ্মবাসনরূপ চিদঘন ও নিত্য মঙ্গলময়।

হে বৎস! এই মথুরাপুরী, বৃন্দাবন, যমুনা
 নদী, গোপরমণীগণ ও গোপবালকগণ, এ
 সমুদয় আমার নিত্য বস্তু জানিও এবং
আমার এই অবতারও নিত্য, ইত্যাদি সন্দেহ
করিও না। রাধিকা আমার সর্বদা প্রিয়তমা
 এবং আমাকে সর্বজ্ঞ পরাৎপর সর্বেশ্বর
 সর্বানন্দময় সর্বকামরূপ বলিয়া জানিও,
 এই বিশ্ব সংসার আমারই মায়াবেশে প্রকাশ-
 মান হইলও আমাতেই আছে জানিবে।
 ১৭—২৮। স্নানস্তর প্রভৃকে আমি বলি-
 লাম,—হে জগতের কারণেরও কারণরূপ
 ব্রহ্ম। এই গোপকল্যাণ ও গোপবালকরা
 কে? এই কদম্ববৃক্ষ বা কে? বনই বা
 কি? কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমরাই বা
 কে? আর যমুনা ও গোবর্ধন কে? আর
 এই লোকের আনন্দভাজন বেণুবাদ্যই বা
 কে? তাহা আমাকে বলুন। তখন প্রভু
 ক্রীত হইয়া প্রসন্নমুখে আমাকে বলিলেন,—
 বৎস! গোপিকারা ক্রীতিভিন্ন কিছুই নহে,
আর সেই মঙ্গলসমুদয়ই গোপকল্যাণ, আর
 উপস্থানিরত বৈকুণ্ঠবাসী মুমুক্শু মুনিরাই
 গোপবালক আর বলরামই পরমা-

সিদ্ধান্ত সাধ্যা গঙ্ঘরীয়াঃ কোকিলাদ্যা

ন সংশয়ঃ ।

কোটিদানন্দহৃদয়ং সাক্ষাদ্‌যমুনয়া তত্ত্বম্ । ৩০

অনাদির্হরিদাসোহয়ং ভূধরো নাত্র সংশয়ঃ ।

বেণুর্ধঃ শূণু তং বিপ্রং তবাপি বিদিতং তথা ।

ষিদ্ধি আসৌচ্ছান্তমনান্তপঃ সত্যপরায়ণঃ ।

নাশ্বা দেবব্রতো দান্তঃ কর্মকাণ্ডবিশারদঃ । ৩১

স বৈষ্ণবজ্ঞানব্রাত-মধ্যবর্তী ক্রিয়াপরঃ ।

স কদাচন শুভ্রাথ যন্ত্রেশোভন্তীতি ভূপতেঃ ।

তত্ত্ব গেহমথাভ্যাগাঙ্গুজো মঙ্গতর্নশচয়ঃ ।

স মদভক্তঃ কচিং পূজাং তুলসীদলবারিণা । ৩২

কৃতবাংস্তদগ্রহে কিঞ্চিং কলমূলং স্তবেদয়ৎ ।

জ্ঞানবারিফলং কিঞ্চিন্তৈশ্চ খ্রীত্যা দদৌ শ্লুধীঃ

অশ্রদ্ধয়া শ্মিতং কুহা সোহপাগুহুদাধি জন্মানঃ ।

নন্দাস্পদ কদম্ব বৃক্ষ হইয়াছে এবং সেই স্বর্গের নন্দন কাননকেই বৃন্দাবন দেখিতেছি, আর সিদ্ধ সাধা ও গঙ্ঘরীগণই কোকিলাদির মূর্তি স্বীকার করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

আর জ্ঞানীরা এই যমুনা ক সেই আনন্দ ময়েরই মূর্ত্যন্তর বলিয়া ধাবেন এবং অনাদি বৈষ্ণব হরিদাসই এই গোবর্দ্ধন হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর যে বিপ্র এই বেণু হইয়াছেন, তাহা তোমার অবদিত নাই—থাকিলেও বলিতেছি, শুন। পূর্বে শাস্ত্রহৃদয় তপস্বী সত্যনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডে শূনি-পুণ বেদব্রত নামে যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, হে মহারাজ! সেই কদম্ব ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে থাকিয়া একদা শুনিলেন যে এক “যন্ত্রেশ” আছেন, অতঃপর তদীয় ভবনে মদাসক্তচিত্ত এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল ও সেই মদভক্ত অভ্যাগত তথায তুলসী সহিত সনিলে আমার পূজা করিয়া আমাকে ষোড়শপাণ্ডিত কলমূলাদি নিবেদন করিল, অবশেষে দেই নির্খাল্য কলমূলাদি কিছু গৃহী ব্রাহ্মণকে প্রীতিসংকারে প্রাদান করিল; কিন্তু তখন বেদব্রত একটু হাসিয়া ব্রাহ্মণের নিফট হইতে অশ্রদ্ধাসহকারে

তেন পাপেন সন্তাতং বেণুজমতিলাকরণম্ । ৩৩

তেন পুণ্যেন তন্ত্যাদ মদীয়প্রিয়তাং গতঃ ।

অমুনা সোহপি রাজেন্দ্রে কেতুমনিব রাজতে

যুগান্তে তদ্বিস্মপয়ো কৃত্বা ব্রহ্ম সমাপ্যাসি । ৩৪

অহো ন জানন্ত নরা হুরাশয়াঃ

পুরীং মদীয়ং পরমাং সনাতনীম্ ।

সুয়েন্দ্রনাগেন্দ্রমুনীন্দ্রসংস্রতাঃ

মনোরমাং ত্যং মথুরাং সনাতনীম্ । ৩৫

কাশ্মাদয়ো যদ্যপি সন্তি পূর্থা-

স্তাসান্ত মধ্যে মথুরৈব ধস্তা ।

যজ্ঞয়মৌলীত্রতমৃত্যুদাহৈ-

নুণাং চতুর্কা বিদধাতি মুক্তিম্ । ৩৬

যদা বিস্মকান্তপআদিনা জনাঃ

শুভাশয়া ধ্যানধনা নিরন্তরম্ ।

তর্দৈব পশন্তি মমোক্তমাং পুরীঃ

ন চান্তথা কল্পশতৈর্বিজোক্তমাং । ৩৭

মথুরাবাসিনো ধস্তা মাশ্তা অপি দিবোকসাম্ ।

অগণ্যমহিমানস্তে সর্বা এব চতুর্ভুজাঃ । ৩৮

উহা গ্রহণ করিলেন; সেই পাপে কঠিন বেণুভাব প্রাপ্ত হইয়াও পূর্বেপুণ্যে আমার প্রিয় বস্ত হইয়া সংসারে শোভা পাইতে-ছেন। ২২—৪১। তিনি যুগাবসানে পরম বৈষ্ণব হইয়া ব্রহ্মে লীন হইবেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, পাশাশয় ব্যক্তির আমার সেই সনাতনী শ্রেষ্ঠা নগরীর বিষয় জানে না,—যে মনোহর মথুরাপুরীকে দেবেন্দ্র নাগেন্দ্রে ও মুনীন্দ্রগণ সর্বিদা প্রশংসা করিয়া থাকেন। যদিও সংসারে কাশীভ্রষ্ট অনেক পুরীই আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে মথুরাই প্রধান, কারণ ঐখানে জীবের জন্ম, উপনয়ন, মৃত্যু ও দাহ এই চারি প্রকারেই মুক্তি হইয়া থাকে। যখন সদাশয় তপস্বীরা নিরন্তর ধ্যানমগ্ন থাকেন, তখনই তাঁহারা মথুরা পুরীকে দেখিতে পান, নচেৎ অস্ত্র উপায়ে ব্রাহ্মণেরা শতকল্প চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পান না। সংসারে মথুরাবাসীরাই ধস্ত ও দেবগণের মাশ্তা ।

মথুরাবাসিনাং যে তু দোষা নশ্চিন্তি মানবাঃ ।
 তেষু দোষাঃ ন পশ্চন্তি জন্মমৃত্যুসংস্রবম্ ॥৪৭
 অধুনা অপি তে ধন্তা মথুরাং যে স্মরন্তি তাম্
 যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি ।
 মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ ।
 যঃ কদাপি মম স্ত্রীভ্যো ন সন্ত্যজতি তাং
 পুরীম্ ॥৪৯

ভূতেশ্বরং যো ন নমের পূজয়ে-
 ম বা স্মরেদুচ্চরিতো মনুষ্যঃ ।
 নৈনাং স পশ্চেন্নমথুরাং মদীয়াং

স্বয়ম্প্রকাশাং পরদেবতাব্যাম্ ॥৫০

ন কথং ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপুরুষঃ ।
 যো মদীয়াং পরং ভক্তঃ শিবং সম্পূজয়েন্ন হি ॥
 মন্যায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাবধমাঃ ।
 ভূতেশ্বরং ন নমন্তি ন স্মরন্তি স্তবন্তি যে ॥ ৫২
 বালকোহপি ক্রবো যত্র মমারাদনতৎপরঃ ।

ঊর্ধ্বাঙ্গের মহিমার সীমা নাই, সকলেই
 ঊর্ধ্বাঙ্গ চতুর্ভুজের রূপান্তর। দোষী মানব
 মথুরায় বাস করিলে সকল দোষ নষ্ট হয়
 আর তাহাদিগের সহস্রজন্মসঞ্চিত দোষ
 ধাকিলেও সাধারণের জ্ঞেয় হয় না। কলি-
 কালে ঊর্ধ্বাঙ্গ হস্ত—মথুরাকে বাহারা
 স্মরণ করিয়া থাকেন। ঐ মথুরায় আমার
 প্রিয়তম ও পাপীদেরও মুক্তিপ্রদ ভূতেশ্বর
 দেব নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তিনি
 আমার স্ত্রীতিসাধনার্থই কদাচ এ পুরী ত্যাগ
 করেন না। যে কুশীল মানব ভূতেশ্বরকে
 প্রণাম করে না, পূজা করে না অথবা স্মরণ
 পর্যন্ত না করে, সে কখনই স্বয়ংপ্রকাশা
 পরদেবতারূপিণী আমার মথুরা পুরীকে
 স্বরূপে দেখিতে পায় না। ৪২—৫০। যে
 মদীয়া ভক্ত ভূতেশ্বর শিবের পূজা না
 করিবে, সেই পাপিষ্ঠ পুরুষ কখনই
 আমাতে ভক্তি রাখিতে পারিবে না এবং
 বাহারা ভূতেশ্বরকে প্রণাম স্তব বা স্মরণ
 পর্যন্ত না করে, সেই অধম মানবেরা

প্রাপ স্থানং পরং শুক্লং যত্র যুক্তং পিতামহৈঃ ॥
 তাং পুরীঃ প্রাপ্য মথুরাং মদীয়াং সুরহর্লতাম্
 খঞ্জো ভূবাক্কো বাপি প্রাণানেব পরিত্যজ্যেৎ
 বেদব্যাস মহাভাগ মা কৃধাঃ সংশয়ং কচিৎ ।
 রহস্ত্যং বেদশিরস্যাং যম্ময়া তে প্রকাশিতম্ ॥৫০
 ইমং ভগবতা প্রোক্তমধ্যায়ং যঃ পাঠেচ্ছৃতিঃ ।
 শৃণুয়াদ্ভাপি যো ভক্ত্যা মুক্তিস্তস্মাপি শাশ্বতী ।

ইতি স্ত্রীপাদে পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্য-
 কথনং নাম ষ্টিচত্বারিংশোছধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোছধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

একদা রহসি স্ত্রীমানুক্রবো ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
 সনৎকুমারমেকাশ্তে হৃপচ্ছৎ পার্শ্বদঃ প্রত্যোঃ ॥১
 যত্র কৌড়তি গোবিন্দো নিত্যং নিত্যসুন্দরাম্পদে

আমার মায়াতেই আচ্ছন্ন আছে। বালক
 ক্রব যে স্থানে আমার আরাধনা করিয়াই
 ব্রহ্মারও হুলভ বিত্তক পত্তমপদ প্রাপ্ত
 হইয়াছে, সেই দেবহুলভ মদীয়া মথুরা
 পুরীতে গমন করিয়া অক্ষ কিংকর যে কেহই
 প্রাণত্যাগ করিলে মুক্ত হয়। হে মহাভাগ
 বেদব্যাস! ইহাতে কিছু সংশয় করিও না।
 আমি তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করিলাম,
 ইহা সমস্ত বেদের অতি রহস্ত্য বস্তু জানিবে।
 এই ভগবানের স্বয়ং-নিঃসৃত অধ্যায় যে
 ব্যক্তি পবিত্র হইয়া পাঠ করে বা ভক্তি
 সহকারে শ্রবণ করে, তাহার অবিনাশিনী
 মুক্তি হইয়া থাকে। ৫১—৫৩।

ষ্টিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—একদা ভগবানের
 সহচর ভগবৎপ্রিয় স্ত্রীমান উক্রব সনৎ-
 কুমারকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে

গোপালনাতিস্তৎস্থানং কুত্র বা কৌদৃশং পরম
- তন্তংক্রীড়নংস্তাস্তমস্তদ যদযস্তদদৃশম্ ।

জাতং চেতব তৎকথ্যং হেহো মে যদি বর্ত্তন্তে
সনৎকুমার উবাচ ।

কদাচিদযমুনাকূলে কশ্যাপি চ তরোস্তলে ।
সুসুস্তেনোপবিষ্টেন ভগবৎপার্শ্বদেন বৈ ॥ ৪
য ইহাহুভবস্তস্ত পার্থেনাপি মহাত্মনা ।
দৃষ্টং কৃতঞ্চ যদ্যন্তংপ্রসঙ্গাৎ কথিতং ময়ি ॥ ৫
তন্তেহং কথয়াম্যেতচ্ছূণ্ণাবাহিতঃ পরম্ ।
কিং শ্বেতদ্যত্র কুত্রাপি ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥
অর্জুন উবাচ ।

শঙ্করাদৈর্কিরিষ্ক্যাটৈরদৃষ্টমশ্রুতঞ্চ যৎ ।
সর্বমন্তেতংরূপান্তোষে রূপয়া কথয় প্রভো ॥ ৭
কিং ত্বয়া কথিতং পূরুমাভৌর্ধ্যাস্তব বল্লভাঃ ।
তাত্মাঃ কতিবিধা দেব কতি বা সংখ্যা পুনঃ

মহাতাগ! প্রভু গোবিন্দ দেবগণের নিত্য
বাসভূমি যেখানে গোপালনাদিগের সহিত
নিত্য বিহার করেন, সেই স্থান কোথায় ও
কিরূপ? এবং ঠাঁহার সেই সমুদয় অদ্ভুত
ক্রীড়নবৃত্তান্তই বা কিরূপ? এ সকল যদি
যত্নবাহী হয়, তবে আমার প্রতি স্নেহপ্রকাশে
তৎসমুদয় বর্ণন করুন। সনৎকুমার বলি-
লেন,—হে উদ্ধব! প্রভু কখন যমুনাকূলে
কখন বা কদম্বকূলে ও অন্যান্য স্থানে যে
যে রূপে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা মগজ্ঞা
অর্জুন ভগবানের নিত্য সহচর থাকিয়া
যেমন দেখিয়াছেন এবং প্রভুকে জিজ্ঞাসা
করিয়াও যাহা জানিয়াছিলেন, আমার নিকট
প্রসঙ্গক্রমে অবিকল তাহাই বর্ণনা করিয়া-
ছেন। আজি আমিও তোমাকে তাহাই
বলিতেছি, একান্ত হইয়া শ্রবণ কর।
কিন্তু ইহা যে-কোন স্থানে কদাচ প্রকাশ
করিও না। অর্জুন বলিয়াছিলেন,—
হে প্রভো! রূপায়! ব্রহ্মাদি ও শিবাদি
দেবগণ যাহা দেখেন নাই, শ্রবণ করেন
নাই, তৎসমুদয় আমার নিকট প্রকাশ
করুন। আপনি পূর্বে বলিয়াছেন, গোপি-

নামানি কতি বা তাসাং কা বা কুত্র ব্যবস্থিতা
তাসাং বা কতি কশ্যাপি বয়ো বেষশচ কঃ

প্রভো ॥ ৯

কতিঃ সার্কঃ ক বা দেব বিহরিষ্যসি ভো রহঃ
নিত্যে নিত্যাসুখে নিত্যবিভবে চ বনে বনে
তৎস্থানং কৌদৃশং কুত্র শাশ্বতঃ পরমং মহৎ ॥
রূপা চেতাদৃশী তন্মে সর্বং বক্তু মহার্ষি ॥ ১১
যদপৃষ্টং ময়াপ্যোবমজ্ঞাতং যদ্রহস্তব ।
আর্তাতির্জয় মহাভাগ তৎসর্বং কথয়িষ্যসি ॥ ১২
শ্রীভগবান্নুবাচ ।

তৎস্থানং বল্লভাত্মা মে বিহারস্তাদৃশো মম ।
অপি প্রাণসমানানাং সত্যং পুংসামগৌচরম্ ॥
কথিতে দ্রষ্টুমৎকঠা তব বৎস ভবিষ্যতি ।
ব্রহ্মাদীনামদৃশ্যং যৎ কিং তদন্তজ্ঞনম্ বৈ ॥ ১৪
তস্মাদ্বিরম বৎসাম্মাৎ কিং হু তেন বিনা তব

কায় আপনার প্রিয়া। ঠাঁহার কত প্রকার
ও সংখ্যায়ই বা কত, নামই বা কি, ঠাঁহাদের
কেই বা কোথায় রহিয়াছে? হে প্রভো!
ঠাঁহাদের কর্ম্ম বা কত প্রকার, বয়স ও পরি-
চ্ছদ কিরূপ এবং ঠাঁহাদের মধ্যে কাহারাই
বা আবার আপনার সঙ্গে কোন ঠিরসুখময়
বনে বা অন্ত কোথায় নিরুজনে বিহার করিবে,
সেই সকল স্থান কোথায় এবং কিরূপ জেষ্ঠ
বা নিত্যধাম? যদি আমার প্রতি রূপা
থাকে, তবে এ সমুদয় বর্ণনা করুন। হে
বিপদহো! আমি কখনও এ প্রশ্ন করি নাই
এবং ইহা আপনর রহস্ত বলিয়াই এতাবৎ
অজ্ঞাত আছে; সুতরাং এ সমুদয় বলুন।
১—১২। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে সখে!
আমার সেই স্থান সমুদয় এবং প্রিয়তমা
গোপিকারা ও তাদৃশ অলৌকিক বিহার এ
পর্যন্ত প্রাণতুল্য প্রিয়জনেরও সত্যই অবি-
দিত আছে। এখন তোমাকে তাহা বলিলে
তোমার আবার দেখিবার জন্ত উৎকণ্ঠা
হইবে; কিন্তু এ সমুদয় স্থান ব্রহ্মাদি দেব-
গণেরও অদৃশ্য। অস্ত ব্যক্তির কথা কি
বলিব? সুতরাং বৎস! এই নিরুজ

এবং ভগবতস্তস্য ঋত্বা বাক্যঃ সূদাকরণম্ ॥১৫
 দীনঃ পাদাস্বজ্জঘন্দে দণ্ডবৎ পতিতোহর্জুনঃ ।
 ততো বিহস্ত ভগবান্দোৰ্ভ্যামুখাপ্য তং বিভূঃ
 উবাচ পরমশ্রেয়া ভক্তায় ভক্তবৎসলঃ ॥১৬
 তৎ কিং তৎকথনেনাত্র দ্রষ্টব্যং চেস্বয়া হি যৎ
 যস্তাং সর্বং সমুৎপন্নং যস্তামদ্যাপি তিষ্ঠতি ।
 লয়মেস্যাতি তাং দেবীঃ শ্রীমত্ৰিপুত্রসুন্দরীম্ ॥
 আরাধ্যা পরয়া ভক্ত্যা তেষ্টে স্বক্ নিবেদয় ।
 তাং বিনৈতৎপদং দাতুং ন শক্লামি কদাচন ॥
 ঋত্বৈতস্তগবদ্বাক্যং পাথো হর্ষাকুলেক্ষণঃ ।
 শ্রীমত্যাশ্রিতপুত্রাদেবীয়া যথো শ্রীপাত্ৰকাতলম্ ॥২০
 তত্র গত্বা দদর্শেনাং শ্রীচিন্তামণিবেদিকাম্ ।
 নানারত্নৈর্কির চেষ্টতঃ সোপানৈর্যতিশোভিতাম্
 তত্র কল্পতরুং নানা-পুষ্পৈঃ ফলভরৈর্নতম্ ।
 সর্বভূকোমলদলৈঃ শ্ৰবণাধ্বকীকীকরৈঃ ॥ ২২

হইতে বিয়ত হও—তাহা শুনিয়া তোমার
 কি হইবে? ভগবানের এবংবিধ দাকরণ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন একান্ত কান্ন
 হইয়া প্রভুর চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হই-
 লেন। তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ হাসিতে
 হাসিতে করযুগল দ্বারা ভক্ত অর্জুনকে
 উঠাইয়া সমধিক শ্রীতি সহকারে বলিলেন—
 তোমাকে বলিয়া কি করিব এক্ষণে তৎসমুদয়
 দেখিতে পাইবে। যাহা হইতে সমুদয় বিশ্বের
 উৎপত্তি, ঐহাতেই অবস্থিত ও ঐহাতেই
 লয় হইবে, সেই ত্রিপুত্রসুন্দরী দেবীকে
 পরম ভক্তি সহকারে আরাধনা করিয়া আত্ম
 নিবেদন কর। তিনি ব্যতীত পরমপদ
 দিতে কেহই পারে না, তিনিই তোমার
 সংশয় দূর করিবেন। ১৩—১৯। অর্জুন
 ভগবানের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 আনন্দে প্রফুল্লমুখ হইয়া শ্রীমতী ত্রিপুত্র
 দেবীর পদভলের উদ্দেশে গমন করিলেন।
 তদ্বার প্রথমে নানাবিধ রত্নে নির্মিত সোপান-
 শ্রেণীতে সুশোভিতা শ্রীচিন্তামণি বেদিকা
 দেখিলেন এবং তাহার মধ্যভাগে নানা
 পুষ্প ও ফলভারে অবনত কল্পদামপ রহি-

বর্ষিত্রিবিয়না লৌলৈঃ পল্লবৈকঙ্কলৌকিকতম্ ।
 শুকৈশ্চ কোকিলৈশ্চৈব সারিকান্তিঃ
 কপোতকৈঃ ॥ ২৩
 লীলাচকোরকৈ রম্যৈঃ পক্ষিত্ৰিশ্চ নিনাদিতম্
 যত্র গুঞ্জদ্বন্দ্বমত্ৰুপ-কোলাহলসমাসুসলম্ ।
 মণিভির্ভাষ্যৈরুদাদ্যাপ্যমানং মনোহরম্ ॥ ২৫
 শ্রীমত্ৰুপস্মরণং দিব্যং তলে তস্ত মহাকুলম্ ।
 রত্নসিংহাসনং তত্র মহাহৈমাভিমোহনম্ ॥ ২৬
 তত্র বালার্কসঙ্কশাং নাগালঙ্কারকুশিতাম্ ।
 নবযৌবনসম্পন্নাস্থগিণাশধরঃশরৈঃ ॥ ২৭
 রাজচ্চতুর্ভুজসতাং সুপ্রসন্নাস্থ মনোহরাম্ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি-কিরীটমণিরশ্মিতিঃ ॥ ২৮
 বিরাজিতপদাস্তোজমণিমাণ্ডিতিরাসুভাম্ ।
 প্রসন্নবদনাস্থ দেবীং বরদাং ভক্তবৎসলাম্ ॥২৯
 অর্জুনোহহমিতি খ্যাতঃ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ।
 বিহিতাঞ্জলিরেকান্তে স্থিতো ভক্তিতরাস্বিতঃ ॥

যাছে, উহা সকল ঋতুতেই সুকোমল মধু-
 শ্রাবী বায়ুর্কম্পিত পল্লব-চয়ে সমুজ্জ্বল এবং
 শুষ্ক সারিকা কপোত চকোর কোকিল প্রভৃতি
 রমণীয় পক্ষিগণে স্ততত শব্দিত ও চকল
 ভুঙ্গদিগের মধুরগুণনে পরিব্যাপ্ত আছে।
 ঐ কল্পকুলের তল দশে দীপ্তিশালী মণিগণ-
 সম্পর্কে সমধিক শোভমান দি যন্ত্রমন্দির
 আছে, তন্মধ্যে ত্রুজ্জড়িত সুবর্ণসিংহাসন,
 তাহার উপরিভাগে বাল হৃদয়ের স্তায়
 তেজস্বিনী নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, নব-
 যৌবন-সম্পন্ন দেবী বিরাজ করিতেছেন।
 তাঁহার চারিভুজলতা স্বর্ণ পাশধরঃ ও শর
 এই দ্রব্যচতুষ্টয়ে ভূষিত রহিয়াছে এবং
 তদীয় চরণকমল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি
 দেবগণের কিরাটস্থিত মণিপ্রভায় সমুজ্জ্বল
 হইয়াছে ২০—২৮। অনিমাণ্ডি এবংযোদ্ধা
 তাঁহাকে বেষ্টিন করিয়া রহিয়াছে। সেই
 প্রফুল্লমুখী বরদায়িনী ভক্তবৎসলা ত্রিপুত্র-
 সুন্দরী দেবীকে দেখিয়াই অর্জুন প্রণাম
 করত 'আমি অর্জুন, আপনার দাস' এই কথা
 বলিয়া একপাশে ভক্তিতরে কৃতান্তলি হইয়।

সাত্ত্বোপাসিতঃ স্রাব্য প্রসাদঞ্চ কৃপানিধেঃ
উবাচ কৃপয়া দেবী তত্তৎস্মরণবিহ্বলাঃ ॥ ৩১
ভগবতুবাচ ।

কিংবা দানং স্বয়া বৎস কৃতং পাত্নায় তুর্লভম্ ॥
ইষ্টং যজ্ঞেন বেদাত্ত তপো বা কিমমুষ্টিঃ স্ম ॥
ভগবত্যমলা ভক্তিঃ কা বা প্রাক্সমুপার্জিতা ।
কিংবাশ্চিন্ তুর্লভতা লোকে কিংবা বৎস ॥ ৩২
মহৎ ॥ ৩৩

প্রসাদদ্বয়ি যেনায়ং প্রপন্নৈ চ মুদা কিল ।
গুণোত্তিমুচ্যন্তানন্ত-লভ্যো ভগবত্ কৃতঃ ॥ ৩৪
নৈতাদৃশ্যলোকানান্ ন চ ভূতলবাসিনাম্ ।
স্বর্গিণাং দেবভাদ্রীনাং তপস্বীশ্বরযোগিনাম্ ॥ ৩৫
ভক্তানাং নৈব সর্বেষাং নৈব নৈব চ নৈব চ ।
প্রাদম্ব কৃতো বৎস তব বিশ্বাস্তন যথা ॥ ৩৬
তদেহি ভক্ত বৃদ্ধ্যেব কুলকুণ্ডং সরো মম ।
সর্গকামপ্রদা দেবী স্বনয়া সহ গম্যতাম্ ॥ ৩৭

অবস্থান করিলেন। তখন সেই দেবী
অর্জুনের উপাসনা ও ঊঁহার প্রতি কৃপাময়
হরির অমুগ্রহ জানিতে পারিয়া পূর্বে কৃতান্ত-
স্বরণে কিঞ্চিৎ অন্তমনস্কা হইয়া কৃপা
বশতঃ বলিলেন। ভগবতী বলিলেন,—
বৎস! তুমি সংপাত্রে কিরূপ কত প্রকার
তুর্লভ বস্তু দান করিয়াছ? কোন যজ্ঞ
করিয়াছ? ভগবানের কিরূপ অকৃত্রিম
ভক্তি বা পূর্বে অর্জন করিয়াছ; আর কত
প্রকার মহৎ শুভকর্ম এই সংসারে
করিয়াছ?—যাহার বলে ভগবান পরমানন্দ
তোমার প্রতি এই অস্ত্রের অলভ্য অতি
গুঢ় ব্যবহার করিলেন। তোমার প্রতি
যে রূপ অমুগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ অমুগ্রহ
কোন মানবের কিবা কোন মর্ত্যালোকবাসীর
কিবা স্বর্গবাসী দেবতাদিগের কিংবা তপো-
নিরত যোগিগণের অধিক কি কোনও
ভক্তের প্রতিই ভগবান এরূপ অমুগ্রহ পূর্বে
করেন নাই। এক্ষণে আইস, এই মদীয়
কুলকুণ্ড নামক সরোযরে স্নান কর) এই
সমীর্ণদাত্রী দেবীর সন্তিত গমন কর।

তদৈব তত্র গতাসৌ স্রাব্য পার্শ্বতথাগতঃ ॥ ৩০
আগতঃ তং কৃতস্নানং স্রাসমুদ্রার্ণাঙ্গাদিকম্ ।
কারয়িত্বা ততো দেব্যা তন্ত বৈ দক্ষিণস্রভৌ
সদ্যাঃ সিদ্ধিকরী বালা বিদ্যা নিগদিত্তা পরা ।
হকার্ধিপরাঙ্গীয়াষিতীয়া বিশ্বভূষিতা ॥ ৪০
অমুষ্ঠানঞ্চ পূজাঞ্চ জপঞ্চ লক্ষসংখ্যকম্ ।
কোরকৈঃ করবীর্যনাং প্রয়োগঞ্চ যথাযথম্ ॥ ৪১
নির্লভ্য তমুবাচৈলং কৃপয়া পরমেশ্বরী ।
অনেনৈব বিধানেন ক্রিয়তা যতপাসনম্ ॥ ৪২
ততো মদ্র প্রসন্নায়ঃ তবামুগ্রহকারিণাং ।
সদ্যস্ত কৃষ্ণসীলায়ামধিকারো ভবিষ্যতি ॥ ৪৩
ইত্যয়ং নিয়মঃ পূর্বে স্বয়ং ভগবতা কৃতঃ ।
ঈহৈবমর্জুনস্তেন বর্ধনং ত্বাঃ সমর্চয়ৎ ॥ ৪৪
ততঃ পূজাং জপকৈব কৃত্বা দেবী প্রসাদিতা ।
কৃত্বা ততঃ শুভং হোমং স্নানঞ্চ বিধিমা ততঃ ॥
কৃতকৃত্যমিবাশ্চানং প্রাপ্তপ্রায়মনোরথম্ ।
করস্বাং সর্গশিক্ষিক স পার্শ্বঃ সমমস্তত ॥ ৪৬

২৯—৩৭। অর্জুন তখনই তথায় যাইয়া
স্নান করত প্রত্যাগমন করিলেন, দেবী
ঊঁহাকে স্নাত দেখিয়া স্রাব্যবিধিও মুদ্রাব্যাপার
করাইয়া তদীয় দক্ষিণকর্ণে জপমাত্রেরে সিদ্ধি-
দায়িনী পরা বালবিদ্যা উপদেশ দিলেন এবং
ঊঁহার প্রতি কৃপাবশতঃ ঐ মন্ত্রের অমুষ্ঠান
পূজাবিধি ও লক্ষসংখ্যক করবীর্যকলিকা
দ্বারা হোমপ্রয়োগ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—
বৎস! এই নিয়মে আমার উপাসনা কর।
তোমার প্রতি অমুগ্রহপাবনঃ আমি প্রদর
হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তোমার কৃষ্ণসীলা
বৃন্দ্যবার অধিকার হইবে। এই পূজাদির
নিয়মটী পূর্বে স্বয়ং ভগবান কহিয়াছিলেন
জানিবে। অর্জুন ইহা শুনিয়া এই প্রণালী
অবলম্বনে দেবীর পূজা, জপ ও হোম সমা-
পন করিয়া দেবীকে প্রসন্ন করিলেন। পরে
স্বয়ং শাস্ত্রোক্ত বিধানে স্নান করিয়া আপ-
নাকে কৃতকৃত্য সকলমনোরথ বলিয়া বুঝি
লেন ও সমুদয় সিদ্ধি করতলগত বিবেচনা

অশ্রিতবসরে দেবী ভ্রমাগত্য স্থিতাননা ।
 উবাচ গচ্ছ বৎস স্বমধুনা তদগৃহান্তরে ॥ ৪৭
 ততঃ সসন্ত্রমঃ পার্থঃ সমুখায় মুদাধিতঃ ।
 অসম্ব্যাহৰ্ষপূর্ণায়া দগুবস্তাং ননাম হ ॥ ৪৮
 আক্রান্ত তয়া সাক্ষিঃ দেবী বয়স্ময়াৰ্জুনঃ ।
 গতৌ রাধাপতিস্থানং যৎসিদ্ধৈরপ্যাংচতম ॥
 ততশ্চ সত্ৰপাদষ্টৌ গোলোকাত্মপারিতম ॥
 স্থিয়ঃ বায়ুধৃতঃ নিত্যং সত্যং সধিসুখাম্পদম ॥
 নিত্যং বৃন্দাবনং নাম নিত্যরাসমহোৎসবম ॥
 অপশ্ৰুৎ পরমং শুভ পূৰ্ণপ্ৰেমরসাসক্তম ॥ ৫১
 তস্তা ই বচনাদিবা-লোচনৈবীক্ষ্য তদ্রহঃ ।
 বিবশঃ পতিতস্তত্র বৈবৃক্কেপ্ৰমবিস্বসঃ ॥ ৫২
 তঃ কঙ্কালকসংক্রো দোৰ্ভীমুখাপিতস্তয়া ।
 পাশ্চনৈকচেনস্তান্তাঃ কথঞ্চিৎ হৈর্ঘ্যমাগতঃ ॥ ৫৩
 ততস্ততঃ কিমশ্রয়ে কর্তব্যং বিদ্যাতে বদ ।
 ইতি তদদর্শনোৎকর্থা-ভয়েণ তরলোহ ভবৎ ॥

ততস্তয়া করে তস্ত বৃষা ভৎপদদক্ষিণে ।
 প্রতিপেদে সুদেশেন গন্ধা চোক্তমিদং বচঃ ।
 মানায়েতচ্ছুভং পার্থ বিশ ত্বং জলবিস্তরম্ ।
 সহস্রদলপদ্মস্ত সংস্থানং মধ্যকোরকম্ ॥ ৫৪
 চতুঃসরশ্চতুর্দারমার্ধ্যাকুলসঙ্কুলম্ ।
 অস্তান্তরে ত্রবিঞ্জাধ বিশেষমহ পশুসি ॥ ৫৭
 এতশ্চ দক্ষিণে দেশ এষ চাজে সরোবরঃ ।
 মধুমাক্ষীকপানং যত্রায়া মলয়নির্ঝরঃ ॥ ৫৮
 এতচ্চ কুলমুদ্যানং বসন্তে মদনোৎসবম্ ।
 কুরুতে যত্র গোবিন্দো বসন্তকুলমোচিতম্ ॥ ৫৯
 যত্রাযতারং কৃষ্ণশ্চ বস্তোব্য দিবানিশম্ ।
 ভবেদ্বৎস্মরপাদেব মূনেঃ স্তান্তে স্মরাস্করঃ ॥
 তনোহস্মিন সরসি স্নাত্বা গভা পূর্ষসরশ্চটম্ ।
 উপস্পৃশ্ব জলং তস্ত সাধয়ব মনোরথম্ ॥ ৬১
 ততস্তদ্বচনং ক্রুদ্বা-ভাস্মিন সরসি তজ্জলে ॥

করিলেন। এই সময়ে ভগবতী তথায় আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বৎস ! এক্ষণে তুমি সেই প্রভুর গৃহমধ্যে গমন কর। পার্থ তথায় দেবীকে দর্শনমাত্রে আনন্দিত ও হ্রাস্বান হইয়া দগুবৎ প্রণাম করিলেন ও দেবীর আদেশক্রমে তদীয় সহচরীর সহিত সিন্ধুদিগেরও অগোচর সেই রাধাপতির বিহারগৃহে উপস্থিত হইলেন। যাহা গোলোকেরও উপর বর্ষমান, বায়ুনাহাষো অস্তরীকে অধিষ্ঠিত, সধিসুখের আম্পদ, নিত্য রাস-বিহারে মহোৎসবপ্রদ, পূৰ্ণপ্ৰেমরসবর সেই অতি শুভ নিত্যধাম বৃন্দাবনকে দেখিতে পাইলেন। অর্জুন দেবীসখীর বাক্যে দিব্যালোচন প্রাপ্ত হইয়াই সেই শুভ ব্যাপার দর্শন করত প্রেমে অবশ হইয়া অচেতন ভাবে পতিত হইলেন। ক্রমে সংক্রান্ত হইয়া সহচরীর বাহসাহায্যে উঠিয়া তাঁহারই সাহায্যবাক্যে আনন্দিত হইলেন এবং আরও অল্পতম ব্যাপার দেখিতে উৎসুক হইয়া বলিলেন,—বল বল,

এক্ষণে আমার কোন কর্তব্য অবশিষ্ট আছে, তাহা করিতেছি। ৩৮—৫৪। তখন দেবী সন্ধিনী তাঁহাকে হাতে ধরিয়া সেইস্থানের দক্ষিণভাগে এক উত্তম স্থানে আনিয়া বলিলেন,—হে অর্জুন ! এই দৃশ্যমান জল-রাশিতে স্নান বড়ই সুখকর ও শুভদায়ক। এই সহস্রদল-পদ্মের আকর ও নানাভাতীয় জলজন্তুগণে আবৃত সরোবরের চারিটা ঘাট আছে। এই সরোবরে প্রবেশ কর, কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে ও বিশেষ দেখিতে পাইবে। এই স্থানের দক্ষিণে সেই সরো-বর, যথায় মলয়পবন মধুপানের স্থান অধিকার করিয়াছে; আর এই যে কুসুমিত উদ্যান দেখিতেছ, এই স্থানেই গোবিন্দ বাসস্তিক পুষ্পের সমুচিত কামোৎসব নিরীহ করেন। ভগবানের তাদৃশ ব্যাপারকেই মুনিগণ কৃষ্ণাবতারের বিষয় বর্ণিমা ধ কেন; সেই ব্যাপার স্মরণমাত্রই মুনির হৃদয়েও কামোদ্বেক হইয়া থাকে। হে মহাভাগ ! এই সরোবরে স্নান করিয়া ইহার পূর্ষসরটে গমন করত আচমন মাত্র করিয়াই নিজ অতীতসাধন কর। অর্জুন তাঁহার বাক্য

কহ্লায়কুমুদাভোজ-রক্তনীলোৎপল্লবিতৈঃ ॥৬২
 পরাগৈ রঞ্জিতে মঞ্জু-বাসিতে মধুবিম্বুভিঃ ।
 তুলসিলে কলহংসাদিনাদৈরান্দোলিতে ততঃ ॥
 রত্নাবকচতুস্তীয়ে মন্দানিলতরঙ্গিতে ।
 মধ্যে জলাস্তঃ পার্শ্বে তু তজ্জৈবাস্তর্দধেহথ সা ॥৬৩
 উখায় পরিতো বৌক্ষ্য সঙ্ক্খাঃ চাসহায়িনীম্
 সন্যঃ শুক্লবর্ণরশ্মি-গৌরকান্ততন্মলতাম্ ॥ ৬৫
 সুরবৎকিশোরবরীয়াঃ শারদেমন্দুনিভাননাম্ ।
 সুনীলকুটিলসিদ্ধ-বিলসজ্জকুণ্ডলানাম্ ॥ ৬৬
 সিন্দূরবিম্বুকিরণ-প্রোক্ষালকপটিকাম্ ।
 উন্নীলদ্বন্দ্বলতাত্ত্বী-জিতস্মরশরাসনাম্ ॥ ৬৭
 ঘনশ্রামলসল্লোলখেলল্লোচনখঞ্জনাম্ ।
 মণিকুণ্ডলেতজ্জোহংগু-বিফুরদগণ্ডমণ্ডলানাম্ ॥৬৮
 মৃগালকোমলভ্রাজদাস্তর্ধ্যচ্ছুভ্রবল্পরীম্ ।
 শরদমুকুহাং সর্ক-ক্রীচৌরপাণিপল্পবানাম্ ॥ ৬৯

বিদগ্ন রচিতস্বর্ণ কটীহুত্রকৃতাস্তরান্ ।
 কুঞ্জংকাঞ্চীকলাপাতি-বিভ্রাজ্জঘনশ্বলানাম্ ॥৭০
 ভ্রাজদকুলসংবীত-নিতম্বোকশুমুণ্ডলানাম্ ।
 শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জোর-সুচক্রপদপঙ্কজানাম্ ॥৭১
 ক্ষুদ্রাধবিধকন্দর্প কলাকৌশলশালিনীম্ ।
 সর্কলক্ষণসম্পন্নঃ সর্কাত্তরগভূষিতাম্ ॥ ৭২
 আশ্চর্যালনশ্রেষ্ঠমাঙ্গানক ব্যলোকয়ৎ ।
 বিসম্মার চ যৎকাকিংপূর্কদৈহিকমেব চ ॥৭৩
 মায়ায়া গোপিকাপ্রাণ-নাথস্ত তদনন্তরম্ ।
 ইতিকর্তব্যং মুচ্যে তস্মৈ তত্র সুবিস্মিতা ॥
 অত্রান্তরেহদ্বয়ে ধীরৌ ধনিরাকামিকোহভ ॥৭
 অনেনৈব পথা সূত্র গচ্ছ পূর্কসরোবরম্ ॥
 উপস্পৃশু জলং তস্তা সাধনম ননোরথম্ ।
 তত্র সন্তি হি সখ্যস্তে মা সৌদ বরবর্ণিনি ॥
 তা হি সম্পাদয়িষ্যন্তি তত্রৈব বরমোপিতম্ ॥

ধ্বংস করিয়াই কহ্লায় কুমুদ রক্তোৎপল্লব ও
 নীলোৎপলের মধুমিশ্রিত পরাগের
 সুরঞ্জিত কলহংসনিদানে আন্দোলিত মন্দা-
 নিলসম্পর্কে তরঙ্গায়িত এবং চতুর্পার্শ্বে রত্ন-
 রাশিতে নিবদ্ধ সেই সরোবরের তীরে
 উপস্থিত হইয়া স্নানের জন্ত জলে যেমনি
 প্রবেশ করিলেন, মণি দেই দেবী সঙ্গিনী
 একিকে অস্তহিতা হইলেন ॥৫৫—৬৪। অর্জুন
 জল হইতে উঠিয়াই এক অপূর্ক নারীরূপে
 পুনাকে দেখিতে পাইলেন। সেই রমণীমূর্তি
 চারুহাসিনী নবযৌবনসম্পন্ন; তদীয় দেহ
 উত্তম কাঞ্চনের স্নায় কান্তিসম্পন্ন, তাহার
 মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাইতেছে
 এবং তথায় সুনীল কুন্তলম্পর্শী রত্নকুণ্ডল
 শোভিত আছে। তদীয় ললাট সিন্দূরবিম্বুর
 কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়াছে এবং তদীয় বিশাল
 জলতার ভঙ্গিমায় কামধনুও পরাভব
 পাইতেছে। তাহার ভারকাসম্পর্কে নিবিড়
 নীলবর্ণ নয়নমুগল ধঞ্জনের মত চঞ্চল হইয়া
 শোভা পাইতেছে এবং মণিকুণ্ডলের
 দীপ্তিতে গণ্ডমণ্ডল উদ্দীপিত হইয়াছে ও
 মৃগালের স্নায় কোমল কুঞ্জ-লতায়ুগল অত্যা-

শ্চর্য্যরূপে শোভা পাইতেছে। তদীয় কয়-
 পত্রব যাবতীয় ক্রীসম্পন্নের ক্রী অপরূপ করি-
 য়াছে এবং চতুর জনের রচিত স্বর্ণনির্মিত
 কটীহুত্রে কটদেশ নিবদ্ধ আছে ও শরায়-
 মান কাঞ্চীভূষণে নিতম্বশূল বিশেষ শোভিত
 হইয়াছে। সুন্দর বস্ত্রে তাহার জঘনশূল
 ও উরুদেশ আবৃত রহিয়াছে এবং শক্তি
 মনোহর নূপুর-সম্পর্কে পাদপঙ্কজ বিশেষ
 সুন্দর হইয়াছে। তখন অর্জুন সেই নানা-
 বিধ কামকলায় কুশলিনী সর্কাত্তরগ-ভূষিতা
 সর্কসুলক্ষণসম্পন্ন অপূর্ক রমণীরূপে আপ-
 নাকে তথায় দেখিয়া আপনায় রূপান্তরপ্রাপ্তি
 হওয়ায় পূর্কদেহের ঘটনা সমুদয় বিস্মৃত
 হইলেন ॥৬৫—৭৩। তিনি গোপীজনের প্রাণ-
 বল্লভ কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া কিছুকণ
 কিংকণ্ঠব্য মুচের স্নায় থাকিলেন। এই
 অবসরে আকাশে আকস্মিক অমায়ুষ্য বাক্য
 উচ্চারিত হইল,—হে সুন্দরি! দৃশ্যমান পথ
 অবলম্বন করিয়া পূর্ক সরোবরে গমন কর ।
 তত্রস্ত্য সলিল স্পর্শ করিয়া নিজ মানস
 সম্পূর্ণ কর । তথায় তোমায় সখীগণ আছে,
 তুমি অবসাদ প্রাপ্ত হইও না, তাহারাই

ইতি দৈবীঃ গিরং ক্রম্বা গম্বা পূর্ষসরোহথ সা
 নানাপূর্ষপ্রবাহক নানাপঙ্কিসমাকুলম্ ॥ ৭৮
 ক্ষুরংকৈরবকহলার কমলেন্দীবরাতিভিঃ ।
 ভাজিতং পদ্মরাগৈশ্চ পদ্মসোপানসত্তটম্ ॥৭৯
 বিবিধৈঃ কুসুমোদ্ভায়েখঞ্জকুঞ্জলতাক্রমেঃ ।
 বিরাজিতভূতৌরমুপ্পৃষ্ঠ স্বিতা ল্পম্ ॥৮০
 তত্রাস্তরে কণৎকাঞ্চীখঞ্জমঞ্জীররঞ্জিহম্ ॥
 কঙ্কানানং কণৎকারং শুশ্রঃবোৎকর্ণসম্পূটে ॥৮১
 ততশ্চ প্রঃদানুল্পমাশ্চর্য্যযুতযৌবনম্ ।
 আশ্চর্য্যালঙ্কৃতিসামাশ্চর্য্যালঙ্কৃতিভাষিতম্ ॥৮২
 অঙ্কুতাল্লমপূর্ষং সা পৃথগাশ্চর্য্যবিভ্রমম্ ।
 চিত্রসম্ভাষণং চিত্র-হসিতালোকনাদিকম্ ॥৮৩
 মধুরাজুতলাবণ্যং সর্ষমধূষণে বহতম্ ।
 চিত্রলাস্তুগতানস্তর্য্যাকুলসুন্দরম্ ॥৮৪
 আশ্চর্য্যস্নিগ্ধসৌন্দর্য্যমাশ্চর্য্যালঙ্কৃগাঢ়িকম্ ।
 সর্ষাশ্চর্য্যসমুদায়মাশ্চর্য্যালোকনাদিকম্ ॥ ৮৫

তোমার অভীষ্ট বর সাধন করিবে। সেই
 সুন্দরী এই প্রকার দৈববাণী শুনিয়া পূর্ষ-
 সরোবার গমন করিলেন। সেই সরোবরটাও
 অপূর্ষতরঙ্গাকুল নানাবিধ বিহগ পরি-
 পূর্ণ এবং বিকসিত কুমুদ ও কমলে শোভ-
 মান। পদ্মরাগ-মগ্নিসম্পর্কে উহার তটনিচয়
 পদ্মময় বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে এবং
 নানাজাতীয় পুষ্প সূশোভিত তরুলতাময়
 মনোহর কুঞ্জে তীরচতুষ্টয়ের বিশেষ শোভা
 হইয়াছে। তথায় উপস্থিত হইয়া আচমন
 করত কিছুক্ষণ রহিলেন। এই অবকাশে
 কাঞ্চীভণ্ডের মনোহর শিজিত বলয়রাজির
 মধুরধ্বনি শুনিতে পাইলেন। পরক্ষণেই
 আশ্চর্য্য যৌবনসম্পন্ন, আশ্চর্য্য অলঙ্কারে
 অলঙ্কৃত, আশ্চর্য্যাকৃতি, আশ্চর্য্যভাষমাণ
 আশ্চর্য্যাবয়বসম্পন্ন, আশ্চর্য্যবলাসুকু,
 আশ্চর্য্যালোপী, হাস্তে ও দর্শনে আশ্চর্য্য-
 ব্যবহারী, আশ্চর্য্যলাবণ্যযুক্ত, সর্ষবিধ মধুর-
 তায় পরিপূর্ণ, বিচিত্র হাঁসভাবপূর্ণ, অপূর্ষ
 সুন্দর ও স্নিগ্ধ, অধিক কি যাবতীয় আশ্চর্য্য-
 ময় প্রমদা-সমূহকে দেখিতে পাইলেন।

দৃষ্টা তৎপরমাশ্চর্য্যাঃ চিন্তয়ন্তী হৃদা কিম্বং ।
 পাদানুষ্ঠেনালিখন্তী ভুবং নজ্ঞাননা স্থি তা ॥৮৬
 ততস্তাসাং সম্মোহভূদ্বদ্বীনাঞ্চ পরম্পরম্ ।
 কেয়ং মদীয়জাতীয়চিরেণ স্তস্তকৌতুকী ॥৮৭
 ইতি সর্ষাঃ সমালোক্য জ্ঞাতব্যোয়মিত্ত ল্পম্
 আময়্য মজ্ঞগাভিজাঃ কৌতুক স্ফটুমাগতাঃ ।
 আগত্য তাসামেকাথ নাস্য প্রিয়মুদা মতা ।
 গির্যামধুরয়া স্ত্রীত্যা তামুবাচ মনস্বিনী ॥ ৮৯
 প্রিয়মুদোবাচ ।
 কাসি তৎ কস্য কস্যাসি কস্য ত্বঃ প্রাপবল্পভা ।
 জাতা কুন্তাসি কেনামিগ্নানীতা বাগতা স্বয়ম্ ।
 এতচ্চ সর্ষমস্মাকং কথ্যতাং চিন্তয়া কিমু ।
 স্থানেহস্মিন পরমানন্দে কস্যাপি তুঃখমিন্তি কিম্
 ইতি পৃষ্টা তয়া সা তু বিনয়াবনতিং গতা ।
 উবাচ সুশ্বরং তাসাং মোহয়ন্তী মনাসি চ ॥৯২
 অর্জুন উবাচ ।
 কা বাস্মি কস্তা বা কস্থা প্রজাতা কস্য বলভা ।

তাদৃশ পরমাশ্চর্য্য দর্শনে মনে মনে চিন্তিত
 হইলেন ও কিছুক্ষণ নন্তমুখী হইয়া পাদানুষ্ঠ
 ষায়া যুক্তিকা ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭৪—
 ৮৪ এদিকে সেই নারীমণ্ডলী পরম্পর। মূখ-
 দর্শন করিতে থাকিয়া 'আমাদের সজাতীয়া
 এ নারী কে? কোথা হইতেই বা আসিল?
 ইহা জ্ঞানিতে হইবে।' এ বিষয়ে কৌতুকিনী
 হইয়া সকলেই তাহার সন্নিধানে আসিল
 এবং তাহাদের মধ্যে প্রিয়মুদানারী এক
 মনস্বিনী রমণী মধুরবাক্যে সেই পূর্ষদৃষ্টা
 নারীকে বলিতে লাগিল। প্রিয়মুদা কহিল,
 হে রমণি! তুমি কে, কাহার কস্তা, কাহারই
 বা প্রেয়সী, কোথায় জন্মিয়াছ, কে তোমার
 প্রধানে আনিল, স্বয়ং বা আসিয়াছ? এই
 সমুদয় আত্মদিককে বল; চিন্তায় প্রয়োজন
 নাই। এই পরমানন্দকর স্থানে কাহারও
 কিছু তুঃখে বিষয় নাই। তখন রমণীরাপী
 অর্জুন এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাস্তবর্থে
 সকলকে মোহিত করিয়া অতি বিনীতভাবে
 বলিলেন। অর্জুন কহিলেন, আমি কে, কাহার

আনাতা কেন বা চাজ কিংবাধ শ্রমমাগতা ।২৩
 এতৎকিঞ্চিন্ন জানামি দেবী জানাতি তৎ পুনঃ
 কথিতং জয়তাং তন্মে মধাক্যে প্রত্যয়ো যদি
 অশ্ৰেব দক্ষিণে পার্শ্বে একমাস্তে সরোবরম্ ।
 তজ্জাহঃ স্নাতুমারাতা জাতা তজ্জৈব সংস্থিতা ।২৫
 বিষমোৎকর্ষিত্তা পশ্চাৎ পশ্চাত্তী পরিতো দিশম্
 একমাকাশসমুতং ধ্বনিমশ্রোষমকুতম্ ॥ ২৬
 অনেনৈব পথা সুভ্র গচ্ছ পূর্নসরোবরম্ ।
 উপস্থ্য জলঃ তস্য সাধয়ষ মনোরথম্ ॥ ২৭
 তত্র সন্তি হি সখ্যাস্তে মা সৌধ বরবর্ণিনি ।
 তা হি সম্পাদয়িষ্যস্তি তত্র তে বরমৌপ্সম্ ॥
 ইত্যাকর্ণ্য বচন্ত্য তত্শ্রাদত্বে সমাগতা ।
 বিষাদহর্ষপূর্ণাচ্চা চিন্তাকুলসমাকুলা ॥ ২৯
 আগতাস্ত জলঃ স্পষ্টা নানাবিধশুভধ্বনিম্ ।
 অশ্রোষক্ ততঃ পশ্চাদপশ্যঃ ভবতীঃ পরাঃ ॥

এতন্মাত্ৰঃ বিজ্ঞানামি কারেন মনসা গিয়া ।
 এতদেব ময়া দেব্যাঃ কথিতং যদি যোচতে ।
 কা যুঃ তদুজ্জাঃ কেবাঃ ক জাতাঃ কশ্চ বলভাঃ
 তচ্ছুভা বচনং তস্তাঃ সা বৈ প্রিয়মুদ্রাবীণ্য ॥
 প্রিয়মুদ্রাবাচ ।
 অশ্বেবং প্রাণসখ্যাঃ স্ম তশ্চৈব চ বদং শুভে ।
 বৃন্দাবনকলানাত্ৰ-বিহারদায়িকাঃ স্মথম্ ॥ ১০০
 তা আশ্রয়দিতাস্তেন ব্রজবালা ইহাগতাঃ ।
 এতাঃ শ্রুতিগণাঃ খ্যাতা এতাশ্চ মুনয়স্তথা ।
 বদং বলববালা হি কথিতাস্তে স্বরূপতঃ ॥ ১০৪
 অত্র রাধাপতেরঙ্গাৎ পূর্বা যাঃ প্রেমসৌতমাঃ ।
 নিত্যা নিত্যবিহারিণ্যা নিত্যকলিত্তুবশচরাঃ
 এষা পূর্ণরসা দেবী এষা চ রসমহুয়া ।
 এষা রসালয়া নাম এষা চ রসবল্লরী ।
 রসপীযুষধারেয়মেষা রসতরঙ্গিণী ॥ ১০৬
 রসকল্লোলিনী চেবা ইয়ঞ্চ রসবাণিকা ॥

কস্তা, কাহার প্রিয়তমা, কেবা আমার
 এখানে আনিল কিংবা শ্রমই আসিয়াছি ;
 এ সকল আমি কিছুই জানি না। দেবীই
 সমুদয় জানেন, তিনি যেমন বলিয়াছেন,
 আমি তাহা বলিতেছি। যদি আমার বাক্যে
 বিশ্বাস কর, এই সরোবরের দক্ষিণ পার্শ্বে
 এক সরোবর আছে, তথায় আমি স্নানার্থ
 আসিয়াছিলাম ইহাই জানি। ১৮—১৫।
 তখন সাত্তশয় উৎকর্ষিত্তা হইয়া চতুর্দিকে
 দৃষ্টি সকালন করিতেছি; এই সময় এক
 অপরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম যে,
 সুন্দরি! তুমি এই পথ ধরিয়াই পূর্ন সরো-
 বরে গমন কর, তাহার জলে আচমন
 করিয়া শাভিলাষ সিদ্ধ কর এবং তথায়
 তোমার সখীদিগকে দেখিতে পাইবে; বিষয়
 হইও না; তাঁহারাই তোমার অস্তিত্তিসিদ্ধ
 করিবেন। এই আকাশবাণী শুনিয়াই আমি
 এখানে আসিয়াছি। আমার অন্তর বিষাদ
 ও হর্ষে পরিপূর্ণ। আমি নিতান্ত চিন্তিত
 হইয়াছি এবং এখানে আসিয়া জল স্পর্শ
 করিবামাত্র নানাবিধ মঙ্গলশব্দ শুনিয়াছি,

অনন্তর তোমাদিগকে দেখিতেছি। আমি
 কায়মনোবাক্যে বলিতেছি, ইহাই জানি
 আর কিছুই জানি না; ইহাতে তোমাদের
 অবশ্য বিশ্বাস হইতেছে, এক্ষণে আমি
 জিজ্ঞাসা করি তোমরা কে? কোথায় জন্মি-
 য়াছ? কাহার কস্তা? কাহার পত্নী? বল
 রমণীরূপী অর্জুনের এবংবধ বাক্য শুনিয়া
 সেই প্রিয়মুদ্রাই পুনরায় বলিতে লাগিল।
 প্রিয়মুদ্রা বলিল,—হে শুভে! তুমি যাহা
 বলিলে তাহা ঠিক। ইহার। সেই বৃন্দাবন-
 বিহারী গোবিন্দের প্রাণপ্রয়া সখী ব্রজবালা,
 আর ইহারা শ্রুতিনিচয়, ইহার। মূনিগণ
 আর আমার। যে গোপিকা ইহা যথার্থই
 বলিলাম। পূর্বে রাধাবল্লভের অতিপ্রিয়তমা
 নিত্যবিহারস্থলে র সহচরী যে বয়জন
 শক্তিরূপী গোপিকার নাম শ্রবণ করিয়াছ,
 তাঁহার। নিত্যমুর্তি বলিয়াই আজ এখানেও
 বিরাজ করিতেছেন। ইহাদের নাম নির্দেশ
 করিয়া পড়িচয় বলিতেছি। ১৬—১০৫।
 এই পূর্ণরসা দেবী, ইনি রসতরঙ্গিণী, ইনি
 রসকল্লোলিনী, ইনি রসবাণিকা, ইনিই

অনঙ্গসেনা এঐষব ইয়ঞ্চানঙ্গমালিনী ॥ ১০৭
 মদয়ন্তী ত্রিয়ং বালা চৈষা চ রসবিহ্বলা ।
 ইয়ঞ্চ ললিতা নাম ইয়ং ললিতযৌবনা ॥ ১০৮
 অনঙ্গকুসুম চৈষা ইয়ং মদনমঞ্জরী ।
 এষা কলাবতী নাম ইয়ং রতিকলা স্মৃতা ॥
 ইয়ং কামকলা নাম ত্রিয়ং হি কামদায়িনী ।
 রতলোলা ত্রিয়ং বালা চেয়ং বালা রতোৎসুকা
 এষা চ রতিসর্কষা রতিচিন্তামণিসৌ ।
 নিত্যানন্দা কাচিদেযা নিত্যপ্রেমরসপ্রদা ॥
 অতঃপরং ঞ্চিতগণাঙ্কাসাং কাশ্চিদিমাঃ শৃণু ।
 উদগীতৈষা স্মৃগীতয়ং কলগীতা ত্রিয়ং প্রিয়া ॥
 এষা কলসুন্দরখাতা বালেয়ং কলকাণ্ঠিকা ।
 বিপক্ষীঃ ক্রমপদা হেযা বহুহতা মতা ॥ ১১৩
 এষা বহুপ্রয়োগেয়ং খাতা বহুকলাবলা ।
 ইয়ং কলাবতী খাতা মতা চৈষা ক্রিয়াবতী ॥
 অতঃপরং মুনিগণাঙ্কাসাং কৃতিপদা ইহ ।
 ইয়মুগ্রতপা নাম এষা বহুগুণা স্মৃতা ॥ ১১৫

এষা প্রিয়ব্রতা নাম সুব্রতা চ ইয়ং মতা ।
 সুরেখয়ং মতা বালা সুপক্কেয়ং বহুপ্রদা ॥ ১১৬
 রতুরেখা ত্রিয়ং খাতা মণিগ্রীবী হসৌ মতা ।
 সুপর্ণা চেয়মাকলা সুকলা রতুমালিকা ॥ ১১৭
 ইয়ং সৌদামিনী সুক্রিয়য়ঞ্চ কামদায়িনী ।
 এষা চ ভোগদা খাতা ইয়ং বিধমতা সতী ॥
 এষা চ ধারিণী ধাতী সুরমেধা কাঙ্কিরপ্যসৌ ।
 অপর্ণেযা সুপর্ণেয়ং মতেযা চ সুলক্ষণা ॥ ১১৯
 সুদতীয়ং গুণবতী চৈষা সৌকলিনী মতা ।
 এষা সুলোচনা খাতা ত্রিয়ঞ্চ সূমনাঃ স্মৃতা ॥
 অক্ষতা চ সুশীলা চ রতিসৌখ্যপ্রদায়িনী ॥ ১২১ ॥
 অতঃপরং গোপবালা বয়ঃক্রমগতাঃ য়াঃ ।
 তাসাঞ্চ পরিচী যন্তাঃ কাশ্চিদসুকহাননে ।
 অসৌ চন্দ্রাবলী চল্লিকৈয়ঞ্চৈষা শুভা মতা ।
 এষা চন্দ্রাবলী চল্লিরেখয়ং চল্লিকাপ্যসৌ ॥
 এষা খাতা চন্দ্রমালা মতা চন্দ্রাবলী ত্রিয়ম্ ।
 এষা চল্লপ্রভা চল্লিকলেয়মবলা স্মৃতা ॥ ১২৩

অনঙ্গসেনা, ইনি অনঙ্গমালিনী আর এই
 বালিকা মদয়ন্তী, ইনি বিহ্বলা, ইনি ললিতা,
 ইনি ললিতযৌবনা, এই দেবী অনঙ্গকুসুমা
 ইনি মদনমঞ্জরী, ইহার নাম কলাবতী,
 ইহাকে লোকে রতিকলা বলে, ইনি কাম-
 কলা, ইনি কামদায়িনী, এই বালিকা
 রতলোলা, এই বালিকা রতোৎসুকা, ইহার
 নাম রতিসর্কষা, ইনি রতিচিন্তামণি এবং
 ইনি নিত্যপ্রেমরস প্রদান করেন বলিয়া
 নিত্যানন্দা নামে অভিহিতা হন। অতঃপর
 যে ঞ্চিতগণের উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদের
 মধ্যে অগ্রবর্তিনী কতকগুলির নাম নির্দেশ
 করিতেছি, শ্রবণ কর। ইনি উদগীতা, ইনি
 কলগীতা, আর ইহার নাম কলসুন্দা, এই বালা
 কলকাণ্ঠিকা, ইনি বিপক্ষী, ইনি ক্রমপদা,
 ইনি বহুহতা, ইনি বহুপ্রয়োগা, আর এই
 অবলা বহুকলা, ইনি কলাবতী ও ইনি ক্রিয়া-
 বতী নামে খাতা। অতঃপর যে মুনিগণ
 ব্রহ্মস্কিতে নিত্য প্রভুর পার্শ্বে, তাঁহাদেরও
 নাম বলিতেছি। ইহার নাম উগ্রতপা, ইনি

বহুগুণা, ইহার নাম প্রিয়ব্রতা, ইনি সুব্রতা,
 এই বালা সুরেখা, ইহার নাম সুপর্ণা, আর
 ইহাকে বহুপ্রদা বলে। ১০৬—১১৬। ইনি
 রতুরেখা নামে খাতা, ইহার নাম মণিগ্রীবী,
 ইনি সুকলা, ইনি আকলা, ইনি সুপর্ণা,
 ইনি রতুমালিকা, এই সুক্রয় নাম সৌদা-
 মিনী, ইনি কামদায়িনী, ইহার নাম
 ভোগদা, ইনি বিধমতা, আর এই চারি
 জনের নাম ধারিণী, ধাতী, সুরমেধা ও কাঙ্কি ।
 ইনি অপর্ণা, আর এই সুলক্ষণা নামী সুপর্ণা-
 নামে অভিহিতা হন। আর এই তিন ব্রহ্ম-
 গীর নাম সুদতী, গুণবতী ও সৌকলিনী
 জানিবে, ইহার নাম সুলোচনা, ইহার নাম
 সূমনা, ইনি অক্ষতা, ইনি সুশীলা, ইনি
 রাতকালে সুখ প্রদান করেন বলিয়া রতি-
 সুখদায়িনী। অতঃপর আমরা গোপবালা
 যে কয়জন এখানে রহিয়াছি, হে পদ্মমুখি !
 তাহাদেরও পরিচয় বলিতেছি শুন। ইনি
 চন্দ্রাবলী, ইনি চল্লিকা, ইনি চল্লিরেখা,
 ইহার নাম চন্দ্রমালা, ইনিও চন্দ্রাবলী, ইনি

এষা বর্ণাবলী বর্ণমালয়ঃ মণিমালিকা । ১২৪
 মল্লীয়ঃ নবমল্লীয়মসৌ শেফালিকা শুভা ।
 বর্ণপ্রভা সমাখ্যাতা সুপ্রভেয়ঃ মণিপ্রভা । ১২৫
 ইয়ং হারাবলী তার্ন-মালিনীয়ঃ শুভা মতা ।
 মালতীরমিয়ঃ যুধী বালস্তী নবমল্লিকা । ১২৬
 সৌগন্ধিকেষু কল্লুরী পদ্মিনীয়ঃ কুমুদতী ।
 এষেব হি রসোজ্জা চিত্তবৃন্দাবনা স্বয়ম্ । ১২৭
 রঞ্জেয়মুকুলী ঠৈষা সুরেখা স্বর্ণরেখিকা ।
 এষা কাঞ্চনমালয়ঃ শতসম্ভৃতিকা পরা । ১২৮
 এভাঃ পল্লিকৃতাঃ সর্বাঃ পরিচোয়পরা অপি ।
 সহিতান্ভিরেতাভিষিহরিয়্যাস ভামিনি । ১২৯
 এহি পূর্কসরস্তৌরে তত্র য়াং বিধিবৎ সাধ ।
 নাপথিযাথ দাস্তামি মন্ত্রঃ সিদ্ধিপ্রদায়কম্ । ১৩
 ইতি তঃ সহসা নীত্বা নাপথিত্বা বধানতঃ ।
 বৃন্দাবনকলানাধ-প্রেয়স্বা মন্ত্রমুত্তমম্ । ১৩১
 গ্রাহয়ামাস সজ্জেকপাদীক্যবিধিপুরঃসরম্ ।

পয়ঃ বরুণবীজস্ত বহুবীজপুষ্পস্বতম্ । ১৩২
 চতুর্থশ্বরস যুক্তং নাদিবিন্দুবিকৃষিতম্ ।
 পুটিতং প্রণবাত্যাক্ষ ত্রৈলোক্যে চাতিত্বলভম্
 মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ সর্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 পুরশ্চর্য্যাবিধিধানং হোমঃ সখ্যাজপস্ত চ ।
 তপ্তকাঞ্চনগোয়াক্তৌঃ নানালঙ্কারকৃষিতাম্ ।
 আশ্চর্য্যরূপলাবণ্যং সুপ্রসন্ন্যং বরপ্রদাম্ । ১৩৫
 কল্লাস্টৈঃ করবীরাদৈশ্চম্পকৈঃ সরসীকঠৈঃ ।
 মুগন্ধিকুসুমৈরস্তৈঃ সৌগন্ধিকসমাবৃতৈঃ । ১৩৬
 পাদ্যার্থ্যাচমনীয়ৈশ্চ ধূপদীপৈশ্চনোহষ্টৈঃ ।
 নৈবেদৈর্দার্ববিদৈর্দেবৈঃ সাধবৃন্দাচ্ছতেষুলা ।
 সম্পূজ্য বিধিবদেবীং জপ্ত্বা লক্ষমিদং ততঃ ।
 হত্বা চ বিধিনা স্ত্যথা প্রণম্য দগুবভুবি । ১৩৮
 ততঃ সা সংস্ততা দেবী নিমেষরহিতান্তরা ।
 পরিকল্প্য নিজাং ছায়াং মায়ায়া তৎসমীহয়া ।
 পাশ্বেৎথ প্রেয়সীঃ তত্র স্থাপয়িত্বা বলাদিব ।

চন্দ্রপ্রভা, এই অরলা চন্দ্রকলা, ইনি বর্ণা-
 বলী, ইনি বর্ণমালা, ইনি মণিমালিকা, ইহার
 নাম মল্লী, ইনি নবমল্লী, ইনি শেফালিকা,
 ইহার নাম বর্ণপ্রভা, ইনি সুপ্রভা, ইনি মণি-
 প্রভা, ইনি হারাবলী, ইনি তারামালিনী ;
 আর এই আটটা রমণীর নাম যথাক্রমে
 মালতী, যুধী, বাসন্তী, নবমল্লিকা, সৌগন্ধিকা,
 কল্লুরী, পদ্মিনী ও কুমুদতী । ইনি রসোজ্জা,
 ইনি চিত্তবৃন্দাবনা । ইনি উর্ধ্বলী, ইনি
 রক্তা, ইনি সুরেখা, ইহঁর নাম স্বর্ণরেখিকা
 ইনি কাঞ্চনমালা, আর শতসম্ভবন বলিয়া
 ইহার নাম হইয়াছে শতসম্ভৃতিকা ।
 ১১৭—১২৮ । তোমাকে এই কতক রমণী
 পরিচয় দিলাম ; পরে আরও সকলের পর-
 চয় জানিতে পারিবে । হে ভামিনি । আমা-
 দেয় সাহস্ৰ এখানে বিহার করিতে থাক ।
 হে সাধি । আইস তোমাকে পূর্বসরোবরে
 স্নান করাইয়া সিদ্ধিদায়ক মন্ত্র প্রদান করি-
 তেছি । এই বলিয়া প্রিয়মুদা সহসা নারী-
 রূপী অর্জুনকে স্নান করাইয়া বৃন্দাবননাথের
 প্রধান প্রেয়সীর উত্তম মন্ত্রটা দীক্ষিত-

বিধানে উপদেশ দিলেন,—যে মন্ত্রের অর্থে
 বহুবীজ, শেষে বরুণবীজ এবং নাদিবিন্দু-
 শোভিত চতুর্থশ্বরের যোগ আছে, সেই
 ওঙ্কারপুটিত মন্ত্রটা গ্রহণ মাছেই জীবের
 সর্বসিদ্ধি লাভ হয় । ঐ সন্ধে মন্ত্রের পুর-
 শ্চরণবিধি, হোমবিধি ও জপসংখ্যা নিয়মদিগ
 বিবৃত করিলেন । তখন নারীরূপী অর্জুন
 তদীয় উপদেশানুসারে তপ্তকাঞ্চনের স্তায়
 গৌরান্বী নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা আশ্চর্য্য-
 রূপ-লাবণ্য যুক্তা বরদায়িনী সর্বদা প্রসন্ন
 পরমা দেবীকে কল্লাস্ট চম্পক করবীর পদ্ম
 সৌগন্ধিক প্রভৃতি যাবতীয় সুগন্ধি পুষ্পধাত্রা
 এবং পাদ্যর্থা আচমনীয় মনোহর ধূপ দীপ
 ও স্থাজনকর্ষুক সংগৃহীত নানাধিবে নৈবে-
 দ্যাদ উপচারে যথাবিধানে পূজ্য, লক্ষসংখ্যক
 মন্ত্রজপ ও শাস্ত্রীয় হোম ও বিবিধ স্তব
 করিয়া কৃতলে দগুবৎ প্রণাম করিলেন ।
 যে দেবী পূর্বে অন্তহিতা হইয়া মায়াবলে
 প্রিয়তমা স্বরূপে মাত্র রাখিয়াছিলেন, তিনই
 তখন এইরূপে পূজ্য স্তব জপ ও সম্ভক্তি
 প্রণামাদিতে বসীভূত হইয়া অর্জুনের প্রীতি

স্বীকৃতিরূপে হস্তী শুক্লৈঃ পূজাক্রপাদিভিঃ ।
 শুভৈবৈৰ্কৃত্যা প্রণামৈশ্চ কৃপয়াবিরকৃত্তনা ॥
 হেমচম্পকবর্ণাভা বিচিত্রাভরণোচ্ছল ।
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণ্য-লালিত্যমধুরাকৃতিঃ ॥ ১৪১
 নিকলকম্পকংপূর্ণ-কলানাথশুভাননা ।
 স্নিগ্ধমুগ্ধস্মিতালোক-জগজ্জয়মনোহরা ॥ ১৪২
 নিজয়া প্রভয়াভ্যাস্তং দ্যোত্যস্তী দিশো দশ ।
 অত্রবীদপি সা দেবী বরদা ভক্তবৎসলা ॥ ১৪৩
 দেবুবাচ ।
 মৎসখীনাং বচঃ সত্যং তেল ত্বং মে প্রিয়া সখি
 সমুদ্ভিত্ত সমাগচ্ছ কামং তে সাধয়াম্যহম্ ॥ ১৪৪
 অর্জুনৌ সা বচো দেব্যাঃ শ্ৰুত্বা চান্মননীবতম্
 পুলকাকুলমুগ্ধাঙ্কী বাস্পাকুলবিলোচনা ॥ ১৪৫
 পপাত চরণে দেব্যাঃ পুনশ্চ প্রেমবিহ্বলা ।
 ততঃ প্রিয়ংবদাং দেবী সমুবাচ সখীমিমাম্ ॥
 দেবুবাচ ।

পাণৌ গৃহীত্বা মৎসঙ্গে সমাশ্রান্ত্য সমানয় ॥ ১৪৬

কৃপাবশতঃ তদীয় মনোরথ-পূরণের জন্ত
 পুনরায় প্রকাশ পাইলেন। তাঁহার রূপ,
 সুবর্ণচম্পকের ছায় কাশিস্ত সম্পন্ন, তিনি
 বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত, তদীয় অঙ্গ-
 প্রত্যঙ্গে লাবণ্য ও লালিত্য থাকায় বড়ই
 আকৃতির মাদুর্ঘ্য প্রকাশ পাইতেছে, তদীয়
 আশন কলঙ্কহীন শশধরের ছায় শোভা
 পাইতেছে এবং সুন্দর মুহূর্ত্তে ত্রিভুগতের
 মনোমোহন করিতেছে। তিনি নিজদেহপ্রভায়
 দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতেছেন। তখন সেই
 ভক্তবৎসলা বরদায়িনী দেবী বলিতে ল গি-
 লেন। দেবী কহিলেন,—হে সুন্দার ।
 আমার সখীয়া যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য,
 তুমি আমার প্রিয়সখী হইলে, উঠ আইস,
 তোমার অভীষ্ট সাধন কর। তখন
 অর্জুনের নিজের অঙ্গকুল তাদৃশ দেবীবাচ্য
 শ্রবণ করিয়া গাজে ভোমারু ও নয়নযুগল
 আনন্দবাস্পে পূর্ণ হইল এবং স্বয়ং প্রেমে
 বিহ্বল হইয়া দেবীচরণে পুনরায় নি-
 তিত হইলেন। উদ্বর্ণনে দেবী অস্ত্রতমা সখী

ততঃ প্রিয়ংবদা দেব্যা আঞ্জয়া জাতসন্নম ।
 তাং তথৈব সমাদায় সঙ্কে দেব্যা জগামি হ ॥
 গম্বোত্তরসরস্বতীয়ে শ্রাপয়িত্বা বিধানতঃ ।
 সঙ্কল্পাদিকপূর্ব্বক পূজয়িত্বা যথাবধি ॥ ১৪২
 শ্রীগোকুলকলানাথ-মন্ত্রং তচ্ছ সুসিদ্ধিদম্ ।
 গ্রাহয়ামাস তাং দেবী কৃপয়া হরিবল্লভা ॥ ১৫০
 ত্রহং গোকুলনাথায়্যং পূর্ব্বং মোহনকৃষিতম্ ॥
 সর্কাসিদ্ধিপ্রদং মন্ত্রং সর্কতম্বেষু গোপনতম্ ॥ ১৫১
 গোবিন্দগীত্রবিজ্ঞাসৌ দদৌ ভক্তিমচকলায় ।
 ধ্যানঞ্চ কথিতং তন্তৈ মন্ত্ররাজঞ্চ মোহনম্ ।
 উক্তঞ্চ মোহনে তম্ভৈ স্মৃতিরপ্যস্ত সিদ্ধিদা ।
 নীলোৎপলদলশ্রামং নানালঙ্কারভূষিতম্ ।
 কোটিকন্দর্পলাবণ্যং ধ্যায়েজ্জোসরসাকুলম্ ।
 প্রিয়ংবাদামুবাচেনং রহঃসম্পাদিতোচ্ছয়া ॥ ১৫৩

প্রিয়ংবদাকে বলিলেন। দেবী কহিলেন,—
 তুমি এই নৃত্যনা সখীকে বিশেষ আশ্রিতা
 করিয়া হাতে ধরিয়া আমার সমভিব্যাহারে
 লইয়া আইস। তখন প্রিয়ংবদা দেবীর
 আদেশে ত্রাবতী হইয়া অর্জুনকে লইয়া
 দেবীর সঙ্গে চলিল এবং উত্তরসরোবরের
 তীরে শাস্ত্রবিধানে স্নান করাইয়া পূর্ব্ববৎ
 সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বক পূজা করাইলেন। ১২২—১৪২।
 হরিপ্রিয়াদেবী তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া
 শ্রীগোকুলচন্দ্রের সিদ্ধিদায়ক মন্ত্র ও
 গোকুলনাথ নামক সুন্দর ত্রত উপদেশ
 দিলেন, যে মন্ত্রে সর্কাসিদ্ধি লাভ হয় ও
 যাহা সমুদয় তম্ভৈ গোপনীয় আছে।
 গোবিন্দের গানকারিণী দেবী তাঁহাকে
 গোবিন্দেব প্রতি অশ্রী ভক্তি দিলেন
 ও তদীয় ধ্যান ও মন্ত্ররাজ বলিলেন,
 —যাহার স্মরণমাতেও সিদ্ধি হয় বলিয়া
 মোহন তম্ভৈ কথিত আছে। তিনি প্রিয়ং-
 বদাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যেম
 নৃত্যন ভক্তা—ভগবানকে মীলকমলের ছায়
 শ্রামল নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কোটি কা-
 দেবের লাবণ্যধারী ও রাসকীর্তায় নিহত

রাধিকোবাচ ।

অস্তা যাবদভবেৎ পূর্ণা পুরন্দরগমুত্তমম্ ।
 তাবাক্তি পালয়েনান্ ত্বং সাবধানা সহালতিঃ ॥
 ইত্যুক্তা সা যযৌ কৃষ্ণ-পাদাঙ্কহসপ্রিধিম্ ॥
 ছায়াম'য় ত্ব যাস্ত প্রেয়সীমাং নিধায় চ ।
 তসৌ তত্র যথা পূর্বং রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা ॥ ১১৫
 অত্র প্রিয়ং বদাদেশাৎ পদ্মমষ্টদলং স্তমম্ ।
 গোরোচনাভির্শর্খায় কুন্তুমেনাপি চন্দনৈঃ ॥
 এতিনানাবিধৈর্জ্যৈঃ সশ্মশ্রৈঃ সিদ্ধিদায়কম্ ।
 লিখিষ্যঃ যজ্ঞগাজক শুক্লং মন্ত্রং তমভুতম্ ॥ ১১৭
 কৃত্বা স্তানাদিককর্ণাং পাদ্যকাপিঁ যথাবিধি ।
 নানর্জুগন্তবৈঃ পুটেপঃ কুন্তুমেয়শি চন্দনৈঃ ॥
 ধূপদীপেচ নৈবেদৈস্তাস্ত্রলৈর্ধূষবাসনৈঃ ।
 বাসোহলঙ্করমাতৈশ্চ সম্পূজ্যা নন্দনন্দনম্ ॥
 পরিবারৈঃ সমং সর্কৈঃ সাযুধক্ সবাহনম্ ।
 ত্বয়া প্রণমা বিধিবচ্চেতসা স্মরণং যযৌ ॥ ১৬০

আছেন বুকিয়া ধ্যান করে । আরও তোমায় বলিতেছি । রাধিকা বলিলেন,—ইহার যেকাল পর্য্যন্ত উত্তমরূপে পুরন্দরগ পূর্ণ না হয়, তাবৎ তুমি সখীগণের সহিত সাবধানে প্রজ্ঞাপ কর । এই কথা বলিয়া রাধিকা প্রিয়তমা সখীদের প্রতি নিজ ছায়ামাত্র রাখিয়া ক্রীকৃষ্ণের চরণকমল উদ্দেশে গমন করিলেন, তথায় যাইয়া পূর্বমত কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা হইয়াই থাকিলেন । ১৫০—১৫৫ । এদিকে নারীরূপী অর্জুন প্রিয়ংবদার আদেশে গোরোচনা, কুন্তু ও চন্দন প্রস্তুতি নানা অঙ্গুলেপনক্রব্য দ্বারা অষ্টদলপদ্ম নির্মাণ করত তন্মধ্যে বিশুদ্ধ যন্ত্র ও তাগর মধ্যে ইষ্ট মন্ত্রটী লিখিলেন এবং স্তানাদি করিয়া যথাবিধানে পাদ্য, অর্ঘ্য, নানা ঋতু-সজ্জত পুষ্প, চন্দন, কুন্তু, ধূপদীপ, নৈবেদ্য, মুখ-সৌগন্ধকারী তাম্বুল, বিচিত্র বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য প্রস্তুতি অশেষ উপচার দ্বারা বাহন অস্ত্র ও পরিবারগণের সহিত নন্দনন্দন ক্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন । শেষে স্তব করিয়া প্রণাম করত মনে মনে সেইরূপটী স্মরণ

ততো ভক্তিবশো দেবো যশোদানন্দনঃ প্রভুঃ
 শ্মিতাবলোকিতাপাঙ্গ-তরলিতভরেজিতম্ ॥
 উবাচ রাধিকাং দেবী তামানয় ইহাশু চ ॥ ১৬১
 আজ্ঞপ্তা চেব সা দেবী প্রস্থাপ্য শারদাং সখীম্
 তামানিনায় সহসা পুরো রাসসরসাননম্ ॥ ১৬২
 ক্রীকৃষ্ণস্ত পুরস্তাৎ সা সমেত্য প্রেমবিহ্বলা ।
 পশাত কাঞ্চনীভূমৌ পশুন্তী সর্কমঙ্কুতম্ ॥ ১৬৩
 কুন্তুাৎ কথাকুত্থায় শর্কনকুম্মীল্য লোচনে ।
 শ্বেদাঙ্কপুলকোৎকম্প-ভবিভারাকুলা সতী ॥
 দদর্শ প্রথমং তত্র স্থলং চিত্রং মনোরমম্ ॥ ১৬৫
 ততঃ কল্পতরুস্তত্র লসস্মরকতচ্ছদঃ ।
 প্রবালপল্লবৈর্ধূক্ৰুঃ কোমলো হেমদণ্ডকঃ ॥ ১৬৬
 ফটিকপ্রবালমূলশ্চ কামদঃ কামসম্পদাম্ ।
 প্রার্থকাভীষ্টকলদস্তাস্থাষো রত্নমন্দিরম্ ॥ ১৬৭
 রত্নসিংহাসনং তত্র তত্রোষ্টদলপদ্মকম্ ॥
 শঙ্খপদ্মনিধী তত্র সব্যাপসব্যাসংস্থিতৌ ॥ ১৬৮

করিতে লাগিলেন । তখন যশোদানন্দন ভগবান্ ভক্তিতে বশীভূত হইয়া সহাস্ত অপাঙ্গচালনে ইঙ্গিত করিয়া পার্শ্ব-বর্তিনী ক্রীরাধাকে বলিলেন,—শীঘ্র সেই নূতন ভক্তাকে এখানে আনয়ন কর । রাধিকা ক্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় নিজসখী শারদাকে পাঠাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিলেন । অর্জুন ক্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া সমুদয় শা ব্যাপার দেখিয়া প্রেমে অবশ হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন, পরে কষ্টক্রমে উঠিয়া মুহূর্ত্তাবে নয়ন উন্মীলন করিলেন ও সাধিক ভাবের উদয়ে হর্ষ ও অঙ্গপ্রকাশে ভাবে বিভোর হইলেন । তথায় প্রথম দেখিলেন,—বিচিত্র সুবর্ণময় স্থল, তাহাতে প্রার্থীর যাবৎ প্রার্থনাপুরক এক কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার পাতা মরকত মণির, প্রবাল সকল পল্লবস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার দণ্ডটী সোণার, মূলদেশ ফটিক ও প্রবালময় । তাহার ভলদেশে-ভক্তের অভীষ্টপ্ৰদ রত্ননির্মিত মন্দির, তন্মধ্যে রত্ন-সিংহাসন, তদুপরি অষ্টদল পদ্ম, তাহাতে শঙ্খ

চতুর্দিক্ বধাস্থানে সহিত। কামধেনবঃ ।
 পরিভো নন্দনোদ্যানং মলয়ানিলসেবিতম্ ।
 ঋতুনাং চৈব সর্বেষাং কুসুমানাং মনোহরৈঃ ।
 আর্বোদৈর্কালিতঃ সর্বঃ কালাঙ্করুপরাজিতম্ ।
 মকরলক্ষণাশ্ৰুষ্টি-নীতলং স্তম্বনোহরম্ ॥ ১৭০ ॥
 মকরলক্ষণসাম্বাদ-মস্তানাং ভূরযোষিতাম্ ।
 বৃন্দশো ঋতুভেদেঃ শব্দৈচ্চৈব মুখরিভাস্তরম্ ।
 কলকণ্ঠিকপোতানাং সায়িকান্তকযোষিতাম্ ।
 অস্তাসাং পত্রিকাস্তানাং কলনাদৈর্দিনাদিতম্ ॥
 নৃত্যৈশ্চন্দ্রময়ূরানামাকুলং স্রবর্ধনম্ ॥ ১৭১ ॥
 রশাস্বসেকসংস্কৃষ্ট-তমাজ্ঞনতমুদ্যতিম্ ।
 স্তম্ভনীলকুটিল-কষায়বাসিকুস্তলম্ ॥ ১৭২ ॥
 মদমস্তময়ূরান্য-শিখণ্ডাবন্ধচূড়কম্ ।
 ত্বঙ্গসেবিতসর্বোপ ক্রমপুষ্পাবতঃসকম্ ॥ ১৭৩ ॥
 লোশালকালিবিলসৎ-কপোলাদর্শকাশিনম্ ।

বিচিত্রতিলকোদ্যম-ভালশোভাবিরাজিতম্ ।
 তিলপুষ্পপতঙ্গেশ-চক্ষুঃশূলনাসিকম্ ।
 চাক্রবিধাধরং মন্দ-স্মিতদীপিতমমুগ্ধম্ ॥ ১৭৭ ॥
 বস্ত্রপ্রস্থনসঙ্কাশং ত্রেগ্রবেদকমনোহরম্ ।
 মদোদ্যমভ্রমদভ্রুঙ্গী সহস্রকৃতসেবয়া ॥ ১৭৮ ॥
 সুরক্ষমশঙ্কা রাজমুগ্ধপীনাংসকণ্ঠয়ম্ ।
 মুক্তাগরসুদয়বন্ধঃস্থলকৌস্তভূষিতম্ ॥ ১৭৯ ॥
 শ্রীবৎসলক্ষণং জাহ্নুলঘিবাভমনোহরম্ ।
 গম্ভীরনাভিপকণা ক-মধ্যমধ্যাতিসুন্দরম্ ॥ ১৮০ ॥
 সূজাতক্ষমসদৃশমদূরজাহ্নুশূলম্ ।
 কঙ্কণাঙ্গদমঞ্জারীভূষিতং ভূষণৈঃ পটৈঃ ॥ ১৮১ ॥
 পীতাংশুকলরাবিষ্ট-নিতম্বতটনায়কম্ ।
 লাঘণ্যরপি সৌন্দর্য্যোজ্জ্বিতকোটিমনোভবম্ ॥
 বেণুপ্রবর্তিতৈগীত-রাগৈরপি মনোহরৈঃ ।
 মোহয়ন্তং সুখান্তোষো মজ্জয়ন্তং জগত্শ্রয়ম্ ॥ ১৮৩ ॥

নিধি ও পদ্মনিধি পাশাপাশি রহিয়াছে।
 ১৫৬—১৬৮। আর দেখিলেন,—চতুর্দিকে
 বধাস্থানে কামধেনুরা বিচরণ করিতেছে।
 মলয়পবন-সেবিত নন্দনকাননের অতি
 আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলেন; উহা
 সকল ঋতুর যাবতীয় পুষ্পের গন্ধে
 আমোদিত আছে। কালাঙ্কর চন্দনে
 সুরভিত্ত, পুষ্পমধুর ধারাবর্ষণে সুশীতল
 এবং মধুরসের আশ্বাদনে মস্তা ভ্রমরী-
 দের মধুরবন্ধারে শব্দিত ও কোকিল
 কপোত শুক সায়িকা প্রভৃতি বিহগ-
 গণের মধুরনিম্নে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।
 কোণায়গু বা ময়ূরেরা মত্ত হইয়া নৃত্য
 করিতেছে, সেই মনোহর উদ্যানের শ্রীকৃষ্ণ
 রাসরসে রসিক হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার
 কান্তি তমালপত্রের স্তায়, তদীয় স্নিগ্ধ নীল
 কুটিল কুস্তলভার কষায় রসে স্নোগদীকৃত
 হইয়াছে এবং তিনি মদমত্ত ময়ূরের অঞ্জ-
 পুঙ্খ দ্বারা চূড়া বাঁধিয়াছেন, তাঁহার শিরো-
 ভূষণীকৃত কুসুমরাশিতে ভ্রমরে মধুপান
 করিতেছে, আর দর্পণের মত স্বচ্ছ গণ্ডস্থলে
 চঞ্চল স্নলকা প্রতিবিম্বিত হইয়াই শোভা

পাইতেছে। তদীয় বিচিত্র তিলকে ললাট
 শোভিত হওয়ায় স্বয়ং বিশেষ শোভিত হই-
 য়াছেন এবং তিলফুল ও শুঁকচক্ষুর স্তায়
 নাসিকা শোভা পাইতেছে। আমাদের সেই
 প্রভু বিধকলের মত মনোহর অধরে মুগ্ধ-
 মদ হাস্ত করিয়া অকামীরও কাম উদ্বোধন
 করিতেছেন। বনকুলের গ্রথিত কটীবেছে
 কিবা মধুর হইয়াছেন আর যে পারিজাত
 কুসুমের মালায় স্থল স্বকমুগল সুন্দর
 ভাব ধারণ করিয়াছে, সেই মালায় মদ-
 মত্ত সহস্র ভ্রমরী সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া
 ঘুরিতেছে। যে কৌস্তভমণি প্রভুর
 বন্ধঃস্থলের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, সেই
 কৌস্তভের শোভা আবার মুক্তাহারে বৃদ্ধি
 পাইতেছে। প্রভুর বাহ্যুগল আজাহ্নুলঘিত,
 নাভি অতিগম্ভীর, ব্যবহার অতি কোমল,
 জাহ্নুগল কিছু অবিষম হওয়ায় বিশেষ
 শোভা পাইতেছে; কঙ্কণ অঙ্গদ প্রভৃতি
 ভূষণে ভূষিত নিতম্বতট পীতবসন যথো
 আবৃত আছে। তিনি লাঘণ্য ও সৌন্দর্য্যে
 কেটি কামকেও পরাভব করিতেছেন; আর
 বেণুবাদ্যের উচ্চারিত মনোহর গীতধরে

প্রত্যক্ষমদনাবেশ-ধরঃ রাসরসালসম্ ।
 চামরং ব্যজনং মাল্যং গন্ধং চন্দনমেব চ । ১৮৪।
 তাম্বুলং দর্পণং পানপাত্রং চার্চিতপাত্রকম্ ।
 অন্তঃ ক্রীড়াভবং যচ্চ তৎসরঞ্জ পৃথকৃপৃথকৃ
 রসালং বিবিধং যজ্ঞং কলয়ন্তীভিরানরাং ।
 যথাস্থাননিযুক্তাভিঃ পশ্চাত্তীভিস্তদঙ্গিতম্ । ১৮৬।
 তম্বুখাঞ্জোজদস্তাঙ্কি-চঞ্চলাভিরমুক্ৰমাং ।
 শ্রীমত্যা রাধিকাদেব্যা বামভাগে সসদ্রয়ম্ ।
 আরাধয়ন্ত্যা তাম্বুলমর্পয়ন্ত্যা শুচিস্মৃতম্ ।
 সমালোক্যার্জুনৌ যাসৌ মদনাবেশবিহ্বলা ।
 ততস্তাঞ্চ তথা জ্ঞাত্বা হৃষীকেশোহপি সর্কবিং
 তস্তাঃ পাণিঃ গৃহীতৈশ্চ সর্কক্রীড়াবনাস্তরে ।
 যথাকামকরো রেমে মহাযোগেশ্বরো বিভুঃ ।
 ততস্তস্তাঃ স্বহৃদেপে প্রদত্তভূজপল্লবঃ । ১২০।
 আগত্য শারদাং প্রাহ পশ্চিমেহাশ্মিন্ সরোবরে
 নীত্রঃ স্নাপয় তবঙ্গীং ক্রীড়াভাস্তাং মুদুশ্মিতাম্

ততস্তাঃ শারদা দেবী তস্মিন্ ক্রীড়াসরোবরে
 স্নানং কুর্কিত্বা বাটেনাং সা চ জ্ঞাত্বা তথাকারোং
 জলাভ স্তরমাপ্তাসৌ পুনরর্জুনভাং গতঃ ।
 উত্তম্বো যত্র দেবেশঃ শ্রীমদেবকুঠানয়কঃ ।
 দৃষ্ট্বা তমর্জুনং ক্রোধো বিষয়ঃ ভগমানসম্ ।
 মায়ায়া পাপিনা স্পৃষ্ট্বা প্রকৃতং বিদধে পুনঃ ।
 শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
 ধনঞ্জয়ঃ ভ্রামাশংসে ভবান্ প্রিয়সখো মম ।
 স্বংসমো নাস্তি যে কোহপি রথোবিভূ জগত্রয়ে
 যদ্রহস্তঃ স্তয়া দৃষ্টমহুতুতঞ্চ যৎ পুনঃ ।
 কথ্যতে যদি তৎ কথৈশ্ শপসে মাং তদার্জুন
 সনৎকুমার উবাচ ।
 ইতি প্রসাদমালাদ্য শপথৈশ্চাতনির্বধঃ ।
 যযৌ হৃষ্টমনাস্তস্মাৎ স্বধামাজুতসংস্মৃতিঃ । ১২৭।

সকলকে মোহিত করিতেছেন। অধিক কি
 ত্রিভুবনকে সুখনাগরে ডুবাইতেছেন। প্রভুর
 প্রতিঅর্পণেই কামের আবেশ প্রতীত হই-
 তেছে, সেই শ্রীবৎসচিহ্নিত রাসরসে রসিক
 শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন। তাঁহার সন্নিধানে
 সখীরা তাঁহার মুখোপরি দৃষ্টি রাখিয়া তদীয়
 ইন্দ্রিত মাজেই চামর, ব্যজন, মাল্য, গন্ধ,
 চন্দন, তাম্বুল, দর্পণ, পানপাত্র-পূজাধার ও
 সরস যন্ত্র প্রভৃতি স্বাবতীয় ক্রীড়াবস্ত্র যথাস্থানে
 যথাক্রমে ব্যবহার করিতেছে। শ্রীমতী
 রাধিকা দেবীও প্রভুর বামপার্শ্ব সলজ্জভাবে
 থাকিয়া প্রভুকে তাম্বুল দিতেছেন। প্রভু
 মধ্যে মধ্যে মুহু হাসিতেছেন, নারীরূপী
 অর্জুন এই প্রকার প্রভুকে দেখিয়া কামা-
 বেশে বিবশ হইলেন। ১৬৯—১৮৮। তখন
 সেই মহাযোগী প্রভু সর্কজ হৃষীকেশ অর্জু-
 নের তাম্বুল মনোভাব জানিতে পারিয়া
 তাহার হাত ধরিয়া ক্রীড়াকাননের মধ্যে
 আনিয়া তাঁহার সহিত যথাস্থানে বিহার
 করিলেন। অনন্তর তাঁহার স্বহৃদেপে
 কল্পপল্লব রাখিয়া সখীজনসন্নিধানে আসিয়া

শারদাকে বলিলেন।—এই ক্রীড়া-পরিশ্রান্তা
 মুহূর্ত্তা নী কুশল্যাকে নীত্র পশ্চিম সরোবরে
 স্নান করাই। শারদাও তাঁহার আদেশে
 অর্জুনকে সেই ক্রীড়াসরোবরে আনিয়া
 স্নান করিতে বলিল। অর্জুন আস্ত
 ছিলেন; স্মৃত্যঃ তাহাই করিতে উদ্যত
 হইলেন। অর্জুন যেমনি জলমধ্যে
 প্রবেশ করিলেন, অমনি পূর্ববৎ অর্জুন-
 রূপ প্রাপ্ত হইয়া দেবদেব বৈকুণ্ঠ-
 নাথের সন্নিধানে উঠিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ
 অর্জুনকে নিজ মায়ায় বিমনা ও দ্রিষয়
 দেখিয়া পুনরায় পাপিতলস্পর্শে পূর্বভাবে
 পাওয়াইয়া বলিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমাকে
 ছুরি প্রশংসা করিতেছি, তুমি আমার প্রিয়-
 সখা। এই ত্রিভুবনে তোমা ভিন্ন কেহই
 আমার সমুদয় রহস্ত জানিতে পারে নাই।
 আজ তুমি আমার যে যে রহস্ত দেখিলে
 ও স্বয়ং অহুত্ব করিলে, হে অর্জুন! আমার
 দিব্য রহিল, কাহাকেও এ ব্যাপার বলিও
 না। ১৮৯—১৯৬। সনৎকুমার বলিলেন,—
 হে মহাভাগ! তখন অর্জুন শপথ করিয়া
 ভগবানের চিত্তসন্দেহ দূর করত পূর্বস্মৃতি-
 প্রাপ্তে আনন্দিত হইয়াই স্বধামে গমন

ইতি তে কথিতঃ সর্বং রহস্যে যদেগোচরং মম
গোবিন্দস্য তথা চাস্মৈ কথনে শপথন্তব ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

ইতি ব্রহ্মা বচন্ত্য সিন্ধিমৌপগবির্গতঃ ।
নয়নারায়ণাবাসে বৃন্দারণ্যমপাব্রজৎ ॥ ১৯৯
তত্রাস্তেহৃদ্যাপি কুব্জস্য নিত্যলীলাবিহারবৎ
নারদেনাপি পুষ্টোহহং মাত্ৰবং তত্রহস্তকম্ ॥
প্রাপ্তং তথাপি তেনেদং প্রকৃতিত্মসুপেত্য চ ।
তুভ্যং যন্তু ময়া প্রোক্তং রহস্যং মেহকারণাৎ
তন্ন কটেশ্চিন্দাখ্যেয়ং ত্বয়া ভদ্রে স্বযোনিবৎ ॥
ইতি ত্রিভগবন্তকুমহিমাধ্যায়মন্তুতম্ ॥
যঃ পঠেচ্ছুপুয়াস্যাপি স রতিং বিন্দতে হরৌ ॥
ইতি ত্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডেহর্জুনান্ননন্দো
নাম ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

করিলেন। আমার সাক্ষাতে ঘেরূপ রহস্য
শুটিয়াছিল, সে সমুদয়ই বলিলাম। অর্জু-
নের প্রতি গোবিন্দের স্থায় আমারও
তোমার উপর দিব্য রহিল, এ ব্যাপার
কাহাকেও বলিও না। ঈশ্বর কহিলেন,—
সবৎকুমারের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া গুপ-
গবি সেই নর-নারায়ণাশ্রয় তপোবনে সিন্ধি-
প্রাপ্ত হইয়া নিত্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন।
তিনি আজও তথায় থাকিয়া ত্রীকুব্জের নিত্য-
লীলা ও বিহারাদি দর্শন করিতেছেন।
পূর্বে নারদ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও
আমি তাঁহাকে এ রহস্যব্যাপার বলি নাই।
নারদও কিন্তু স্বীয় সিন্ধিবলেই সকল অবগত
হইয়াছেন। এক্ষণে তোমার প্রতি সমধিক
স্নেহকারণে অদ্য সমুদয় রহস্য বর্ণন করি-
লাম। হে ভদ্রে! মাতৃঘোনির স্থায় এই
ব্যাপার অতি গোপনীয় বলিয়া কাহারও
নিকটে বলিও না। ত্রিভগবানের ও তদীয়
ভক্তের মহিমায় পরিপূর্ণ এই অদ্ভুত অধ্যায়
যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার হরিতে
অকৃত্রিম আনন্দরাগ হইয়া থাকে। ১৯৭—২০২।
ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩

চতুশছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পার্বত্যুবাচ ।

বৃন্দাবনরহস্যক বহবা কথিতং প্রভো ।
কেন পুণ্যবিশেষেণ নারদঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥১
ঈশ্বর উবাচ ।
একদাশর্চ্যাবৃত্তান্তং ময়া জিজ্ঞাসিতং পুরা ।
ব্রহ্মণা কথিতং শুভং শ্রুতং কুব্জমুখাভূজাৎ ॥
নারদঃ পুষ্টবান্ মহ্যং তদাহং প্রোক্তবানিদম্
অহং বক্তুং ন শক্কেমি তন্নাহাশ্রয়্যং কথংকন ॥
কিং কুর্বে শপনং তন্তু স্মৃতা সৌদামি মানসে
ইত ব্রহ্মা বচো মহ্যং ত্বম্ভনাঃ সোহভবদৃষদা
তদা ব্রহ্মাণমাহুয় হহমািদষ্টবান্ প্রিয়ে ।
ত্বয়া যৎ কথিতং মহ্যং নারদা বদস্ব তৎ ॥ ১
ব্রহ্মা তদা মম বচো নিশম্য সংনারদঃ ।
জগাম কুব্জসাবধং নভাপৃচ্ছন্তদেব তু ॥ ৬

চতুশছারিংশ অধ্যায় ।

পার্বত্যী কহিলেন,—হে প্রভো! বৃন্দা-
বনের বহুতর রহস্যই বলিলেন; এক্ষণে
শুনিতে ইচ্ছা করি, দেবর্ষি নারদ কোন
পুণ্যবলে পূর্বপ্রকৃতি পাইলেন। ঈশ্বর কহি-
লেন,—প্রিয়ে! একদা রহস্য বিষয় আমি
ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি ত্রীকুব্জের মুখ-
কমল হইতে ঘেরূপ শুনিয়াছেন, তাহাই
আমাকে বলিলেন। অতঃপর নারদ
আমাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে আমি
তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি কুব্জলীলার
মধুর মাহাত্ম্য তোমাকে বলিতে পারিব না
বলিয়া অন্তরে হৃৎখিত হইতোছি, কি করিব,
উহা বলিতে দিব্য দেওয়া আছে। আমার
কথা শুনিয়া নারদকে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতে
দেখিয়া ব্রহ্মাকেই আহ্বান করিয়া বলিলাম,
পূর্বে আমাকে যেমন বলিয়াছেন, আজ
নারদকেও তাহাই বলুন। কিন্তু ব্রহ্মা আমার
বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিজে না বলিয়া
নারদকে সঙ্গে লইয়া কুব্জসমীপে উপস্থিত

ব্রহ্মোবাচ ।

কিমিদং দ্বাত্রিংশদ্বনং বৃন্দারণ্যং বিশাশ্পতে
হোতুমিচ্ছামি ভগবন যদি যোগোহস্থি মে
বদ । ৭

শ্রী ভগবানুবাচ ।

ইদং বৃন্দাবনং ব্রহ্মাং মম ধামৈককেবলম্ ।
যত্র মে পশবঃ সাক্ষাদ্বৃক্ষাঃ কীটা নরামরাঃ ।
যে বসন্তি মম স্তে তে মুক্তা যান্তি মমাস্তিকম্ ।
অত্র যা গোপপত্ন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে । ৯
যোগেশ্বস্তাস্তা এবং হি মম দেবাঃ পরায়ণাঃ ।
পঞ্চযোজনমেবং হি বনং মে দেবরূপকম্ ॥১০
কালিন্দীয়ং সুবুয়া যা পরমামৃতবাহিনী ।
যত্র দেবশ্চ ভূতানি বর্জন্তে স্মররূপতঃ ॥১১
সর্বতো ব্যাপকশ্চাহং ন ত্যক্ত্যামি বনং কৃচিৎ
আবির্ভাবন্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে ॥
ভেজোময়মিদং স্থানমদৃশ্যং চর্মকুণ্ডাম্ ।
রহস্তং মে প্রভাবস্ত বৃন্দাবনং যুগে যুগে ॥১৩

হইলেন ও প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করি-
লেন। ১-৬। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে জগৎ-
পতে! দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অরণ্যে বৃন্দাবন
গঠিত আছে, উহা কি প্রকার তাহা শুনিতে
বাসনা হইতেছে; যদি শুনিবার যোগ্য হই,
তবে আমাকে বলুন। শ্রীভগবান কহি-
লেন,—হে ব্রহ্মন! এই রমণীয় বৃন্দাবন
আমারই অদ্বিতীয় রমণীয় ধাম জানিবে।
তথায় যে সকল পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ,
দেবতা, মানব অধিক কি যে সকল বৃক্ষ লতা
আছে, তাহারই আমারই এবং কালে
মৃত্যুমুখে পড়িয়া আমারই সন্নিধানে আসিয়া
থাকে। মদ্যালয় বৃন্দাবনে যে গোপপত্নীরা
আছে, তাহারও যোগিনী হইয়া আমাতেই
চিন্তা নিবেশ করিয়াছে। সেই পঞ্চযোজনপরি-
মিত দেবরূপক বনে যে যমুন নদী বহিয়াছে,
উহা সেই জ্ঞানামৃতবাহিনী সুবুয়া নাম্নী
ব্যতীত কিছুই নহে—যে নদীতে দেবগণ
ও বাবৎ প্রাণীরাও স্মররূপে অবস্থান
করেন। আমি সর্বব্যাপী বলিয়া কখনই

ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ ন দৃশ্যং তৎ কথঞ্চন ।
ঈশ্বর উবাচ ।

তচ্ছুভা নারদো নভা কৃষ্ণং ব্রহ্মাণমেব চ ।
আজগাম হ ভূর্লোকো মিশ্রকঃ নৈমিষং বনম্
তত্রাসৌ সংকৃতশ্চাপি শৌনকাদৈদ্যপুত্রীশ্বরৈঃ ।
পৃষ্ঠশ্চাপ্যাগতো ব্রহ্মন কুতস্থমধুনা বদ ॥১৬
তচ্ছুভা নারদঃ প্রাহ গোলোকাদাগতো হৃৎ
শ্রদ্ধা কৃষ্ণমুখাস্তোজাদবৃন্দাবনরহস্তকম্ ॥১৭
নারদ উবাচ ।

তত্র নানাবিধাঃ প্রাঞ্জাঃ কৃতাশ্চৈব পুনঃপুনঃ ।
সমস্তা মনবস্তত্র যাগাশ্চৈব জ্ঞাতা ময়া ।
তানেব কথায়ম্যামি যথাপ্রাঞ্জক তত্ত্বতঃ ॥ ১৮
শৌনক উবাচ ।

বৃন্দারণ্যরহস্তং হি যত্নতঃ ব্রহ্মণা ষ্মি ।
তদস্মাকং সমাচক্ষু যদ্যস্মাশ্চ রূপা তব ॥১৯

ঐ বন পরিত্যাগ করি না, যুগে যুগে
ঐ বনের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান হইয়া
থাকে। এ ভেজোময় স্থান দৃষ্টির
বর্হীভূত। প্রতিযুগে বৃন্দাবনই আমার
শক্তির বিকাশস্বরূপে থাকিলেও উহা ব্রহ্মাদি
দেবগণেরও কোনরূপেই দৃষ্টিগোচর হয়
না। ৭-১৪। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি!
নারদ সেই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ও ব্রহ্মাকে
প্রণাম করত মর্ত্যালোকে নৈমিষারণ্যে উপ-
স্থিত হইলেন। তথায় শৌনকাদি মুনিগণ
ঐহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে দেবর্ষে! এখন তুমি কোথা
হইতে আসিতেছ? নারদ কহিলেন—ঐ
সভাতে যাবতীয় মন্ত্র ও যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেব-
তার সমবেত ছিলেন। তথায় আমার
প্রতি ঐহারা যেরূপ নানাবিধ প্রাঞ্জ করিলেন
ও আমি তাহার যেরূপ উত্তর দিলাম, তৎ-
সমুদয় বর্ণন করিতেছি। শৌনক কহিলেন,
—হে ঋষিবর! তোমাকে ব্রহ্মা বৃন্দারণ্যের
রহস্তকথা যেমন বলিয়াছেন, যদি আমা-
দের প্রতি তোমার দয়া থাকে, তবে তাহা

নারদ উবাচ ।

কদাচিচ্ছতযুতীরে দৃষ্টোহস্মাভির্শচ গৌতমঃ ।
মনস্বী চ'মহাকুঃখী চিন্তাকুলিতচেতনঃ ॥ ২০
মাং দৃষ্ট্বা গৌতমো দেবঃ পপাত ধরণীতলে ।
উস্তিষ্ঠ বৎস বৎসেতি তমুবাচাহমেব হি ॥ ২১
কথং ভবান মনস্বীতি প্রোচ্যতাং যদি য়োচতে
গৌতম উবাচ ।

ঋতং তব মুখাদেব কৃষ্ণতরুঞ্চ তাদৃশম্ ।
স্বারকাখ্যং মাথুরাখ্যং রহস্যং বহুশো ময়া ॥ ২৩
বৃন্দাবনরহস্যস্ত ন ঋতং অমুখানুজ্ঞাৎ ।
বভৌ মে মনসঃ সৈর্ঘ্যং ভবিষ্যতি চ সদৃশ্যো
নারদ উবাচ ।

ইদন্ত পরমং শুভং রহস্যতিরহস্যকম্ ।
পূয়া মে ব্রহ্মণা প্রোক্তং তাদৃগ্‌বৃন্দাবনোত্তমম্
রহস্যং বদ দেবেশ বৃন্দারণ্যস্ত মে পিতঃ ।
ইতি জিজ্ঞাসিতং ঋত্বা কণং যোনী স চাতবৎ

আমাদিগকে বল। নারদ বলিলেন,—
একদা সরযুতীরে মনস্বী গৌতমকে
অতি দুঃখিত ও চিন্তাকুলহৃদয়ে অবস্থিত
দেখিয়াছিলাম। গৌতম আমাকে দেখবা-
মাত্র ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন
ঔহাসকে বলিলাম,—বৎস! উঠ, কেন তুমি
মনস্বী হইয়াও এরূপ দুঃখিত? যদি তোমার
বলিতে কোন বাধা না থাকে ত আমাকে
বল। গৌতম বলিলেন—হে মহাভাগ!
আমি আপনার মুখেই কৃষ্ণতরু এবং স্বারকা
ও মথুরার রহস্য বহুবার শুনিয়াছি; কিন্তু
ভবদীয় জীমূথকমল হইতে বৃন্দাবনের রহস্য
কখন শুনি নাই। হে সদৃশ্যো! তাহা
শুনিলেই আমার মনের চাকলা দূর হইবে,
—কুংখ থাকিবে না। নারদ কহিলেন,—হে
গৌতম এ বিষয়টী অতি গোপনীয়; এমন
কি যাবতীয় রহস্য বস্তু অপেক্ষাও রহস্যভূত,
পূর্বে ব্রহ্মাই আমাকে এই বৃন্দাবনরহস্য
বলিয়াছিলেন। প্রথমে আমি ঔহাসকে
জিজ্ঞাসা করি; হে পিতঃ! বৃন্দাবনের
রহস্য বলুন; কিন্তু তিনি আমার প্রশ্নে

ততো মহ মহাবিষ্ণুং গচ্ছ বৎস প্রভুঃ মম ।
ময়াপি তত্র গন্তব্যং স্ময়া সহ ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
ইত্যুক্ষা মাং গৃহীত্বা চ গতৌ বিকোশচ ধামনি
মহাবিকৌ চ কথিতং ময়োক্তং যন্তদেব হি ॥ ২৮
তচ্ছূদ্বা চ মহাবিষ্ণুঃ স্বয়ম্ভুবমখাদিশৎ ।
অমেবাদেশতো মহং নীত্বা বৈ নারদঃ মুনিম্
শ্রানাত্যৈব নিযুক্তস্ব সন্ন্যাস্যতসংজ্ঞকে ।
মহাবিষ্ণুসমাদষ্টেঃ স্বয়ম্ভূত্বাং তথাকরোৎ ॥ ৩০ ৯
তজ্জামৃতসরসাহং প্রবিষ্টা শ্রানমাচরম্ ।
তৎক্ষণাত্তৎসরঃপারে যোষিতাং সবিধেহভবম্
সর্কলক্ষণসম্পন্ন্য যোষিষ্ণুপাতিবিশ্রিতা ।
মাং দৃষ্ট্বা তাঃ সমায়াস্তীমপৃচ্ছৎশচ মূর্ছপৃচ্ছঃ ॥ ৩২
দ্বিয়ঃ উচুঃ ।
কা ষৎ কৃতঃ সমায়াতা কথন্যাবিচেষ্টিতম্ ।
তাশাং প্রিয়কথাঃ ঋত্বা ময়োক্তং তন্নিশাময়া ৩৩

কিছুক্ষণ যোনী থাকিয়া বলেন,—বৎস!
তোমাকে এবিষয়ের জন্ম প্রভু মহা
বিষ্ণুর সন্নিধানে যাইতে হইবে। আমিও
তথায় তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাইতেছি।
এই কথা বলিয়া আমাকে সমভিব্যাহারে
লইয়া তিনি বিষ্ণুধামে উপস্থিত হইলেন ও
মহাবিষ্ণুর নিকট মদীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত
করিলেন। মহাবিষ্ণু তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা-
কেই আদেশ করিলেন,—তুমিই আমার
আদেশে নারদকে অমৃতসরোবরে শ্রান
কর। ১৫—৩০। মহাবিষ্ণুর আদেশে
ব্রহ্মা আমাকে অমৃতসরোবরে লইয়া
গেলেন। আমি তথায় যাইয়া যেমন শ্রান
করিলাম, অমনি তৎক্ষণেই সেই সরোবরের
তীরদেশে রমণীমণ্ডলীর মধ্যবর্তিনী সর্ক-
সুলক্ষণাক্রান্তা এক রমণী হইয়া নিজের
অভাবনীয় নারীরূপে নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ
করিতে লাগিলাম। তখন তাহারা আমাকে
দ্বীমূর্ত্তিতেই উপস্থিত দেখিয়া বায়বায়
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্তৌগণ বলিল,
হে শুভে! তুমি কে? কোথা হইতে আসি-
য়াছ? নিজ রূতান্ত বর্ণন কর। তাহাদের

কৃতঃ কোহং সমায়াতঃ কথং বা যোষিদাকৃতিঃ
 স্বপ্নবদৃশ্যতে সৰ্বঃ কিংবা মুখেহস্মি ভূতলে
 তচ্ছূয়া মথচো দেবী প্রোবাচ মধুরম্বনৈঃ ।
 বৃন্দানায়ী পুরীঃচয়ং কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া সদা ॥৩৫
 অহং সুললিতা দেবী তুৰ্ঘাতীতা চ নিফলা ।
 ইতুাকা চ মহাদেবী করুণাসাম্ভ্রমানসা ॥ ৩৬
 মাং প্রত্যাহ পুনর্দেবী সমাগচ্ছ ময়া সহ ।
 অস্তাশ্চ যোষি তঃ সৰ্ব্বাঃ কৃষ্ণপাদপরায়াণাঃ ॥৩৭
 তাশ্চ মাং প্রবদন্ত্যেবং সমাগচ্ছানয়া সহ ।
 ততোহন্ন কৃষ্ণচন্দ্রশ্চ চতুর্দশাক্ষরে মনুঃ ॥৩৮
 রুপয়া কথিতস্তস্তা দেব্যশ্চাপি মহান্বনঃ ।
 তৎক্ষণাদেব তৎসাম্যমলভং বিবিধোপমা ॥৩৯
 ত ডিঃ সহ গ গাঙ্কজ যত্র কৃষ্ণঃ সনাতনঃ ।
 কেবলং সচ্চিদানন্দঃ স্বয়ং যোষিগ্নয়ঃ প্রভুঃ ।
 যোষিদানন্দরূপয়ো দৃষ্টৌ মামত্রবৌনুহঃ ।

তাদৃশ প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি বলি-
 লাম, আমি কে, কোথা হইতেই বা আসি
 য়াছি, কেমনে বা আমার এই নারীর আকার
 ষটিয়াছে, এ সকলই স্বপ্নবৎ দেখিতেছি,
 আমি নিঃশঙ্ক মুগ্ধ হইয়াছি। আমার বাক্য
 শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এক রমণী
 মধুরবাক্যে আমাকে বলিল,—এই পুরীটী
 শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া। ইহার নাম বৃন্দা,
 আমার নাম সুললিতা, আমি সেই পূর্ণ-
 রূপিণী পরমা দেবী। এই কথা বলিয়া
 মহাদেবী করুণাময়ী হইয়া আমার প্রতি পুন-
 রায় বলিলেন,—আমার সহিত আইস।
 তত্রত অস্তাশ্চ কৃষ্ণপদানুরাগিণী রমণীয়াও
 বলিলেন,—ইহার সঙ্গে গমন কর। আমি
 তাঁহার সঙ্গে গমন করিলে পর, তিনি
 আমাকে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দশ অক্ষরাত্মক মহা-
 ব্রহ্ম প্রদান করিলেন। আমি মন্ত্র পাইয়া-
 মাত্রই মহাদেবী হইলাম ভাবিয়া দেবীর
 নাম অস্বভব করিলাম ও তাঁহাদের সহিত
 কৃষ্ণসরিধানে ষাইলাম,—স্বধায় সচ্চিদানন্দ-
 রূপী সনাতন প্রভু যোষিগ্নসৌ-পরিবৃত
 হইয়া রহিয়াছেন। তিনি মদীয় নারীমূর্তি

সমাগচ্ছ প্রিয়ে কাস্তে তক্ত্যা মাং পরিবস্তয় ।
 রেমে বর্ষপ্রমাণেন তত্র ত্বেব স্থিজোক্তম ।
 তদোক্তং রমণে শেষে দেবীং তাং রাধিকাং
 প্রতি ॥৪২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ইয়ং মে প্রকৃতিস্তত্র চাসীনারদরূপধ্বক ।
 নীডামৃতসরো রম্যং স্নানার্থং সন্নিযোজয় ।
 তয়া মে রমণশাস্ত্রে গদিতং প্রিয়ভাষিতম্ ।
 অহং ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে ।
 অহং বাসুদেবাথো নিত্যং কামকল্যাণকঃ ।
 সত্যং যোষিৎস্বরূপোহহং যোষিচ্ছাহং সনাতনৌ
 অহং ললিতা দেবী পুংরুপা কৃষ্ণবিগ্রহা ।
 আবয়োরস্তয়ং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ
 এবং যো বেক্তি মে তস্বৎ সমধক্ তথা মনুস্,
 সসমাচারসঙ্কেতং ললিতাবৎ স মে প্রিয়ঃ ॥৪৭

দর্শনেই আনন্দিত হইয়া বারংবার বলিলেন,
 হে প্রিয়ে! হে কাস্তে! আইস, ভক্তিসহ-
 কারে আমাকে আলিঙ্গন কর। হে দ্বিজবর!
 আমি তথায় তাঁহার সহিত একবর্ষ রমণ
 করিলাম। আমার সহিত রতিকাৰ্য শেষ
 হইলে প্রভু সেই দেবী রাধিকাকে বলি-
 লেন। ৩১—৪২। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—
 প্রিয়ে! ইনি আমার আদি প্রকৃতি, সংসারে
 নারদরূপ ধরিয়া আছেন। এক্ষণে ইহাকে
 রমণীয় অমৃতসরোবরে স্নান করাইয়া পূৰ্ণ-
 রূপ প্রাপ্ত করায়। আমার সহিত প্রভুর
 বিহার শেষ হইলে, প্রভুর বাক্য শ্রবণ
 করিয়া দেবী আমাকে প্রিয়কথা বলিলেন;—
 দেখ, আমিই ললিতা দেবী, আমাকেই
 রাধিকা বলিয়া কৌতূহল করে। আমিই
 বাসুদেব। আমিই কামকলিময় আমি
 যেমন রমণীরূপিণী সনাতনৌ রমণী ললিতা-
 দেবী তেমনি কৃষ্ণদেহে পুরুষ-দেহধারী
 কৃষ্ণ। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণে ও আমাতে
 কিছুমাত্র ভেদ নাই—নিশ্চয় সত্য-
 রূপে জানিও। যে ব্যক্তি আমার এই
 স্বরূপ ব্যবহার ও মন্ত্র ব্যবহারিক স্নানাদির

ইদং বৃন্দাবনং নাম রহস্যং মম বৈ গৃহম্ ।
ন প্রকাশ্যং কদা কুত্র ন বক্তব্যং পশৌ কচিৎ ।
ততোহহু রাক্ষসাদেবৌ মাং নীত্বা তৎ-

সরোবরে ।

স্থিষা সা কৃষ্ণচন্দ্রস্ত চরণান্তে গতা পুনঃ ॥৪১

ততো নিমজ্জনাং দেব নারদোহহমুপাগতঃ ।

বীণাহস্তো গানপরন্তুজহস্তং মুহুশু দা ॥ ৫০

স্বয়ম্ভুবং নমস্কৃত্য তত্রাগাং বিষ্ণুপার্বদম্ ।

স্বয়ম্ভুবা তথা দৃষ্টং নোক্তং কিকিঁতলা পুনঃ ।

ইতি তে কথিতং বৎস সুরগোপাক্ষ ময়া স্থি

স্থয়পি কৃষ্ণচন্দ্রস্ত কেবলং ধাম চিৎকলম্ ॥ ৫২

গোপনীয়ং প্রযত্নে মাতুর্জ্ঞার ইব প্রিয়ঃ

যথা প্রোক্তং ময়া শিষ্যে গোতমে সরহস্তকম

ভথা তবৎসু কাৎশ্চৈন কথিতক্বাপি গোপিতম্

সঙ্কেত জানে, সে মলিতাদেবীর

স্বায়ই আমার একান্ত প্রিয় হইয়া থাকে ।

এই বৃন্দাবনই আমার গুপ্তভবন ; বদাচ

কোন স্থানে ইহা প্রকাশ্য নহে আর তুমি

অতঙ্কের নিকট এ ব্যাপার বলিও না ।

রাধিকা দেবী এই বলিয়া আমাকে সেই

পূর্বদৃষ্ট সরোবরে রাখিয়া পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের

চরণপ্রান্তে প্রত্যাগমন করিল । আমিও

সরোবরে যেমন মজ্জন করিলাম, অমন

পূর্বরূপ নারদ হইয়া বীণাহস্তে সেই অঙ্কত

রহস্যব্যাপার গান করিতে করিতে পূর্বস্থানে

উপস্থিত হইলাম । এবং বিষ্ণুপার্শ্বে অব-

স্থিত ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে

প্রত্যাগত হইতেছি । ব্রহ্মাও আমার মত

যাহা দেখিয়াছেন, সে সকল স্মরণে কিছুই

প্রকাশ করেন নাই ; সূতরাং বৎস !

আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম,

এ সকল আমার কাছেও গোপন

রাখিবে এবং এই কৃষ্ণচন্দ্রের অধিতীয়

চন্দ্রমধাম বৃন্দাবনের কথা তুমি, জননীর

প্রিয় উপপতির স্বায় অতি গোপনে

রাখিবে । আমি প্রিয়শিষ্য গোতমকে

যেমন গোপনে বলিয়া গোপন করিতে উপ-

যদি কুত্র কদাচিৎ প্রকাশ্যঃ সুনিপুত্রবাঃ ॥ ৫৪

তদা শাপো ভবেদ্বিপ্রাঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্ত নিশ্চিতম্ ।

ইমং কৃষ্ণস্ত লীলাভয়ুঁতমধ্যায়মুত্তমম্ ॥ ৫৫

যং পঠেচ্ছৃণুয়াৎপি স য়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীপদ্মে পাতালখণ্ডে চতুশ্চহা-

রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অত্র শিশুপালং নিহতং শ্রব্ণা দম্ভবক্রঃ

কৃষ্ণেন যোদ্ধুং মথুরামাজগাম ॥ ১

কৃষ্ণস্ত তচ্ছৃব্বা রথমাক্রহ তেন সহ মথুরা-

মাঘযৌ ॥ ২

অথ তং হব্বা যমুনামুদীর্ঘা নন্দব্রহ্মণ

গব্বা পিতরাবভিবাঢ়্যাস্থাস্ত ভাত্যামালিঙ্কিতঃ

সকল-গোপনুকান পরিষজ্যা তানাশাস্ত বহ-

দেশ দিয়াছি, আজি তোমাদের নিকট সে

সমুদয় গোপনেই বর্ণন করিতেছি ; হে মুনি-

গণ ! যদি কোন স্থানে বখন ইহা প্রকাশ

কর, তবে নিবেধের জন্ম তোমাদের প্রতি

শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রহিল । এই কৃষ্ণলীলাময়

উৎকৃষ্ট অধ্যায় যে ব্যক্তি পাঠ করে কিংবা

শ্রবণ করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয় । ৫৩—৫৭

চতুশ্চছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচছারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—এখানে শিশুপাল

নিহত হইয়াছে শুনিয়া দম্ভবক্র কৃষ্ণের সহিত

যুদ্ধ করিবার জন্ম মথুরায় আগমন করিল ।

শ্রীকৃষ্ণও তাহা শুনয়া রথে আরোহণপূর্বক

তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় মথুরায়

উপস্থিত হইলেন । তথায় দম্ভবক্রকে

নিধন করিয়া যমুনা পার হইয়া নন্দের ব্রহ্ম

গমন করত পিতামাতাকে অভিবাদন করি-

লেন ও আশাস দিলেন এবং পিতা-মাতার

বস্ত্রান্তরণাদিত্তত্ত্বান সর্কান সন্দর্পধামাস । ৩
 কাশিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমা-
 কীর্ণে গাপস্বীতিরহর্ষিশঃ ক্রৌড়াশুখেন
 জিরাত্রঃ তত্র সমুবাণ । তত্র স্থলে নন্দগোপা-
 দয়ঃ সর্বে জনাঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপকি-
 মৃগাদয়োহপি বাসুদেব-প্রসাদেন দিব্যরূপ-
 ধরা বিমানসমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোক-
 মবাণুঃ । ৪

শ্রীকৃষ্ণ উচ্যে নন্দগোপত্রজ্যৈকসাঃ সর্বেবাং
 নিরাময়ঃ স্বপদং দধা দেবৌদেবগণৈঃ স্তুষম'নঃ
 শ্রীমতীং দ্বারবতীং বিবেশ । ৫

তত্র বাসুদেবোপ্রসেনসকর্ষণপ্রহ্মানিরুদ্ধা-
 ক্রুয়াদিভিঃ প্রত্যহং সম্পূজিতঃ যোড়শসহস্রা-
 ঠাধিকমহিবৌভিষ্ঠ বিশ্বরূপধরো দিব্যরত্নময়-
 লতাগৃহান্তরেষু সুরতরুসুমাচিত্তলঙ্কতরপর্ঘ্য-
 ত্বেষু রময়ামাস । ৬

আলিঙ্গন পাইয়া সমুদয় গোপবৃক্ষদিগকে
 স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকেও আশাস
 প্রদান করত অসংখ্য বস্ত্রান্তরণাদি প্রদানে
 তথাকার সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন ।
 আর নানাজাতীয় পাদপে পরিপূর্ণ যমুনা
 নদীর রমণীয় পুলিনে গোপিকাদিগের সহিত
 দিব্যস্ত্রয় অলঙ্কণ বিহার করিলেন । পরে
 তাঁহারই অহুগ্রহে নন্দ প্রভৃতি সমুদয় গোপ-
 জনেরা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত এমন কি, তত্রত্য
 বৃক্ষলতায়াও দিব্য রূপ ধারণ করত দিব্য-
 বিমানে আরোহণপূর্বক শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠধামে
 গমন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় নন্দপ্রভৃতি
 ব্রহ্মবাসীদিগকে এইরূপ অবিদম্বর স্বীয়পদ
 প্রদান করিয়া দেবগণ ও দেবীগণ কর্তৃক
 সংস্কৃত হইয়া শ্রীমতী দ্বারকাপুরীতে
 প্রবেশ করিলেন । ১-৫ । তথায় তাঁহাকে
 বাসুদেব, উগ্রসেন, সকর্ষণ, প্রহ্মার,
 অনিরুদ্ধ ও অক্রুর প্রভৃতি ভক্তেরা প্রত্যহ
 পূজা করিলেন । তিনি স্বয়ং তথায় বিশ্বরূপ
 ধারণপূর্বক দিব্যরত্নময় লতাগৃহসমূহের
 মধ্যে পারিজাতপুষ্পে রচিত সিংহাসনে

এবং হিতাধায় সর্কদেবানাং সমস্তকৃত্যার-
 বিনাশায় যত্ববংশেহবতীর্ষ্য সকলরাক্ষস-
 বিনাশং কৃত্বা মহাশঙ্কমুবাতারং নাশয়িত্বা
 নন্দব্রহ্মদ্বারকাবাসিনঃ স্বাবরজ্জন্মান ভব-
 বন্দনায়োচয়িত্বা পরমে শাশ্বতে যোগিধোয়ে
 রম্যে ধামি সংস্থাপ্য নিত্যং দিব্যমহিষ্যা-
 দিভিঃ সংসেব্যমানো বাসুদেবোহখিলেষু-
 বাস । ৭

আশীদব্যাকৃতং ব্রহ্ম করকাস্ততয়োবিব ।
 প্রকৃতিহো গুণান ভূক্তা ত্রবৌচুযা দিবং গতঃ
 ইতি শ্রীপদ্মে পাভালখণ্ডে পঞ্চচা-
 রিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৫ ।

বটচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পার্কীত্বাচাট ।

বিস্তরেণ সমাচক্ষু মহাধপনগৌরবম্ ।
 ঈশ্বরস্ত বরূপক তৎস্থানানাং বিস্তৃতয়ঃ । ১

ধাকিয়া অষ্টাধিক যোড়শসহস্র মহিবীর সহিত
 বিহার করিয়াছিলেন । তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
 দেবগণের হিতার্থে পৃথিবীর দাবতীয় ভার
 দূর করিবার জন্য যত্ববংশে অবতীর্ণ হইয়া
 সমুদয় রাক্ষসের বিনাশ করত কৃত্যর যোচন
 করিয়াছেন এবং স্বাবর জন্ম যাবৎ সংসার
 কে তববন্দন হইতে যোচন করত যোগি-
 গণেরও ধ্যানগম্য শাশ্বত পরমপদে স্থাপন
 করিয়াছিলেন । বাসুদেব দিব্যমহিষীগণে
 নিত্য সংসেবিত হইয়া থাকেন । ব্রহ্ম,
 করকা ও স্বতের স্তায় অবিকৃত ছিলেন,
 কিন্তু তিনি প্রকৃতিসহযোগে গুণযুক্ত হইয়া
 বিবিধ গুণভোগ করিয়া পুনরায় নিত্যধামে
 গমন করেন । ৬-৮ ।

পঞ্চচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫

বটচছারিংশ অধ্যায় ।

পার্কীতী বলিলেন,—হে প্রভো ! পূর্বোক্ত
 মন্ত্রের কিরূপ অর্থ, এবং পরমেশ্বরের

ত্বিৎকোঃ পরমং ধাম বৃহভেদান্তথা হরেঃ ।
নির্বাণাথ্য হি ত্বেনে মম সর্বং সুরেশ্বর । ২
ঈশ্বর উবাচ ।

সারে বৃন্দাবনে কৃষ্ণং গোপীকোটিভিরাবৃত্তম্ ।
তত্র গঙ্গা পরা শক্তিস্তৎস্বমানন্দকাননম্ ॥ ৩
নানাশুকুম্বামোদ-সমোর সুরভীকৃতম্ ।
কলিন্দতনয়াদিব্য তরঙ্গসঙ্গনীতসম্ ॥ ৪
সনকাদৈর্ভাগবতৈঃ সংস্থঃ মুনিপুত্রবৈঃ ।
আহ্লাদিমধুবান্ধবৈর্গৌবৃন্দৈর্নরশিমিত্তিতম্ ॥ ৫
রম্যস্ৰ্গ্ৰহ্মণোপেতৈনৃত্যস্তিলালটেকবৃত্তম্ ।
তত্র স্রীমান্ কল্পকরুর্জামুদপরিচ্ছদঃ ॥ ৬
নানারত্নপ্রবালোচ্যো নানামণিকলোজ্জ্বলঃ ।
স্তম্ভমূলে রত্নবেদৌ রত্নদীপিতদীপিতা । ৭
তত্র ত্রয়োময়ং রত্ন-সিংহাসনমুত্তমম্ ।
তত্রাসীনঃ জগন্নাথঃ ত্রিগুণাতীতমব্যয়ম্ ॥ ৮
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং কোটিভাস্করভাষরম্ ।

স্বরূপ কিপ্রকার, তদীয় স্থানের ঐশ্বর্যই বা কতদূর এবং সেই বিষ্ণুর পরম পদ কি ও নির্বাণ কাহার নাম এ সমুদয় বিস্তার করিয়া আমাকে বলুন । ঈশ্বর कहিলেন, হে পার্শ্বতি ! বিশ্বের সারভূত বৃন্দাবনে স্রীকৃষ্ণ কোটি-সংখ্যক গোপিকাঙ্গনে পরিবৃত্ত আছেন ; তথায় গঙ্গাই পরমা শক্তি এবং তত্রত্য আনন্দকাননের শোভার কথা কি বলিব ! তথায় নানাবিধ পুষ্পসম্পর্কে সুবাসিত সমীরণ সদাই বহিতেছে এবং যমুনার দিব্য-তরঙ্গসম্পর্কে সুশীতল ঐ কাননে সনকাদি ভগবন্তক মুনিগণ চিরবাস করিতেছেন । ঐ কানন আহ্লাদে মধুরধ্বনিকারী খেছবৃন্দে সুশোভিত ও রমণীয়মালাধারী নৃত্যকারী বালকবৃন্দে পরিবৃত্ত আছে এবং তথায় বিবিধ মণিময় ফলে সমুজ্জ্বল রত্নময় প্রবালযুক্ত কাঞ্চনময়প্রসম্পন্ন স্রীমান্ কল্পকরু বিরাজ করিতেছে । তাহার তলদেশে বেদজয় শ্রেষ্ঠ রত্নসিংহাসনের রূপ ধারণ করিয়াছে ; তত্‌পরি কোটিচন্দ্রের সমান কাস্তি-সম্পন্ন গুণাতীত অব্যয় প্রভু জগন্নাথ

কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ তাসরত্নং দিশো দশ ॥ ৯
ত্রিনেত্রং বিষ্ণুজং গৌরং তপ্তজাম্বুনদপ্রভম্ ।
শ্রিষ্যমাণং চান্দ্রনাভিঃ স্নানামানঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১০
ব্রহ্মাদৈর্ন্যঃ সনকাদৈশ্চ ধোয়ং ভক্তবশীকৃতম্ ।
মুদা ঘৃণিতনেত্রাভিনৃত্যস্তীভির্নহোৎসবৈঃ ॥ ১১
চূষস্তীভির্হসস্তীভিঃ শ্রিষ্যস্তীভির্মুহুর্ভুঃ ।
অবাগ্ৰপোপীদেহাভিঃ ঞ্জতিভিঃ
কোটিকোটিভিঃ ॥ ১২
তৎপাদাশুকমাধ্বীকচস্তাভিঃ পরিতো বৃত্তম্ ।
তাসান্ত মध्ये যা দেবী তপ্তচামৌকরপ্রভা ॥ ১৩
দ্যোতমানা দিশঃ সর্বাঃ কুর্তী বিষ্মত্‌জ্বলাঃ
প্রবাং য় ভগবতী যয়া সর্বমিদং ততম্ ॥ ১৪
সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপা যা বিদ্যাবিদ্যা ত্রয়ী পরা ।
স্বরূপা শক্তিরূপা চ মায়ারূপা চ চৈশ্বরী ॥ ১৫
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দেহকারণকারণম্ ।

বিরাজ করিতেছেন । তদীয় প্রভায় কোটি সূর্য পরাভূত হইয়াছেন তিনি কোটিচন্দ্র-সম সমুজ্জ্বল ; এবং লাবণ্যে কোটি কন্দর্পকেও পরাভব করিয়া দশদিক উজাসিত করিতেছেন । ১—২। তপ্তসুবর্ণের স্তায় প্রভাশালী প্রভুর দুইটা হস্ত ও তিনটা নয়ন শোভা পাইতেছে । তিনি অঙ্গনাগণে আলিঙ্গিত আছেন । সেই ভক্তবৎসলকে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি ঋষিগণ ধ্যান করিতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে ঞ্জি-গণেরাই গোপীমূর্তি ধারণ করিয়া তদীয় চরণারবিন্দের চিত্তায় নিমগ্ন থাকিয়া বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ; তন্মধ্যে কেহ চূষন, কেহ আলিঙ্গন কেহ বা হস্ত করিতেছে, অপর সকলে নয়ন ঘৃণিত করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতেছে । তাহাদিগের মধ্যে যে দেবী সুবর্ণতুল্য কাস্তিসম্পন্ন হইয়া দিম্মণ্ডলকে বিহ্ব্যংস্বর্কের স্তায় সমুজ্জল করিয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি প্রধান হইয়া সমুদয় বিষকে ব্যাপিয়া আছেন ও যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-স্বরূপিনী হইয়া বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে জ্ঞাতা হন এবং যে স্বরূপা শক্তিরূপিনী চৈশ্বরী মায়ারূপিনী দেবীই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-

চরাচরঃ জগৎ সর্বং যদ্বায়াপরিবৃত্তিতম্ । ১৬
 বৃন্দাবনেশ্বরী নামা রাধা ধাত্মস্বকারণাৎ ।
 ভাষালিঙ্গ্য বসন্তঃ তৎ মুদা বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥
 অস্তোক্তচূড়নাল্লেশ-মদাবেশ বিসৃণিতম্ ।
 ধ্যায়েদেতচ্চিৎং দেবং স চ সিন্ধিবাপুয়্যাৎ ॥
 মঙ্গরাজমিমং গুহ্যং তন্ত মঙ্গলং মঙ্গবিৎ ।
 যো জপেচ্ছুগুয়াচ্চৈব স মহাত্মা সুহৃৎভঃ ॥ ১৯ ॥
 রাধিকা চিত্তরেখা চ চন্দ্রা মদনসুন্দরী ।
 প্রিয়া চ ক্রীমধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া ॥ ২০ ॥
 সুবর্ণশোভা সম্বোধা প্রেমরোমাঞ্চরঞ্জিতা ।
 বৈবর্ণ্যশ্বেদসংযুক্তা ভাবাসক্তা প্রিয়ংবদা ॥ ২১ ॥
 সুবর্ণমালিনী শাস্তা সুরাসরসিকা তথা ।
 সৰ্বস্বীজীবনী দীন-বৎসলা বিমলাশয়া ॥ ২২ ॥
 নিপীতনামপৌষা সা রাধা পরিকীর্তিতা ।
 সুদীর্ঘশ্মিতসংযুক্তা তপ্তচামৌকরপ্রভা ॥ ২৪ ॥

প্রভৃতি প্রভুদিগেরও দেহকারণের কারণ স্বরূপিনী হইয়া চরাচর সমুদয় সংসারকে মায়ায় আবরণ করিয়া আছেন, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী রাধাকে বৃন্দাবনেশ্বর কৃষ্ণ পরমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, উঁহারা পরস্পর পরস্পরকে চূড়ন ও আলিঙ্গন করিতে থাকিয়া মদের আবেশে চঞ্চল হইতেছেন। এই প্রকারে অবস্থিত ভগবানকে যে ধ্যান করে, তাহার সৰ্বসিদ্ধি লাভ হয়। যে মঙ্গল এই মঙ্গরাজ গুহ্যমঙ্গল জপ করে বা শ্রবণ করে, সে মহাত্মা অতি দুর্লভ। এক্ষণে বৃন্দাবনেশ্বরীর নাম বলিতেছি,—তিনি রাধিকা চিত্তরেখা চন্দ্রা মদন-সুন্দরী প্রিয়া মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া সুবর্ণশোভা সম্বোধা এবং তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমে রোমাঞ্চ হয় বলিয়া তিনি প্রেমরোমাঞ্চ-রঞ্জিতা ; আর দেহ বিবর্ণ ও শ্বেদযুক্ত হয় বলিয়া বৈবর্ণ্যশ্বেদসংযুক্তা, তিনি ভাবাসক্তা প্রিয়ংবদা সুবর্ণমালিনী শাস্তা সুরাসরসিকা, সমুদয় নারীজনের জীবনস্বরূপিনী বলিয়া সৰ্বস্বীজীবনী দীনবৎসলা বিমলাশয়া এবং তাঁহাকেই নিপীতপৌষা বলে। তাঁহার

মুচ্ছংপ্রেমনদী রাধা চরণালালাঞ্জনা ।
 মায়ামাৎসৰ্য্যাসংযুক্তা দানসাম্রাজ্যজীবনী ॥ ২৪ ॥
 সুরতোৎসবসংগ্রামা চিত্তরেখা প্রকীর্তিতা ।
 গৌরান্দী নাতিদীর্ঘা চ সদা বাদনতৎপরা ॥ ২৫ ॥
 দৈন্তান্নুরাগনটন মুচ্ছারোমাঞ্চবিল্বলা ।
 হরৈর্দক্ষিণপার্শ্বস্থা সৰ্বমঙ্গলপ্রিয়া তথা ॥ ২৬ ॥
 অনঙ্গলোভমাধুৰ্য্যা চন্দ্রা সা পরিকীর্তিতা ।
 সলীলমহুরগতিশ্ৰুঞ্জ মুদ্ৰিতলোচনা ॥ ২৬ ॥
 প্রেমধারোজ্জ্বলাকৌণী দলিতাজনশোভনা ।
 কৃষ্ণান্নুরাগরসিকা রামধনিসমুৎসুকা ॥ ২৮ ॥
 অহঙ্কারসমাযুক্তা সা বৈ মদনসুন্দরী ।
 বিবিক্তরাসরসিকা শ্রামা শ্রামমনোহরা ॥ ২৯ ॥
 প্রেয়া প্রেমকটাক্ষেণ হরৈশ্চিত্তবিমোহিনী !
 জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা সা প্রিয়া পরিকীর্তিতা

সুবর্ণের মত প্রভা বলিয়া তিনি তপ্তচামৌকরপ্রভা ও সৰ্বদা হাত্কারিণী বলিয়া সুদীর্ঘ শ্মিতসংযুক্তা। যিনি প্রেমনদী এবং মায়া ও মাৎসৰ্য্যশালিনী ; যিনি দানসাম্রাজ্যের জীবনস্বরূপিনী, ঐহার সুরত অত্যশ্চর্য্য বলিয়া সুরতোৎসবসংগ্রামা নাম হইয়াছে, যিনি চিত্তরেখা, ঐহার অঙ্গসমুদয় গৌরবর্ণ ও আয়তনে হৃৎ, যিনি সৰ্বদা বাজাইতে নিপুণ ও দীনজনে অন্নরাগিনী, মুচ্ছা প্রেমমুচ্ছায় রোমাঞ্চ-প্রকাশে যিনি অবশ্য, সৰ্বদা হরির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করত সৰ্ববিষয়ে সুমঙ্গলা প্রদান করিয়া যিনি প্রিয়া হইয়াছেন। ১০—২৬। যিনি কামুকী হইয়া মধুর ভাব ধারণ করেন বলিয়া অনঙ্গ লোভ-মাধুৰ্য্যা নামে অভিহিতা, যিনি চন্দ্রা, সলীলমহুরগতি, মুদ্ৰিতলোচনা, প্রেমধারা, উজ্জ্বলা ও আকৌণী, যিনি কঙ্কলব্যবহারে সুন্দরী হস্তয়া দলিতাজনা নাম ধরিয়াছেন, ঐহার নাম কৃষ্ণান্নুরাগরসিকা, রামধনিসমুৎসুকা, অহঙ্কার-সমাযুক্তা, মদনসুন্দরী, বিবিক্তরাসরসিকা, শ্রামা এবং যিনি অন্নরাগ বশতঃ প্রণয়কটাক্ষে শ্রামের চিত্ত মোহন করেন বলিয়া শ্রামমনোহরা নাম পাইয়াছেন;

সুতপ্তস্বর্ণগোরাঙ্গী লীলাগমনসুন্দরী ।
 স্মারঞ্চ প্রেমরোমাঞ্চ-বৈচিত্র্যমধুরাকৃতিঃ ॥ ৩১
 সুন্দরাস্মিতসংযুক্তা মুখনিন্দিতচন্দ্রমাঃ ।
 মধুরালাপচতুরা জিতেন্দ্রিয়শিরোমণিঃ ॥ ৩২
 কৌর্জিতা সা মধুমতী প্রেমরোদনতৎপর।
 সম্মে'হজ্বররোমাঞ্চ-প্রেমধারাসমধিতা ॥ ৩৩
 দানধূলিবিনোদা চ রাসধ্বনিমহানটী ।

শশিরেখা চ-বিলেয়া গোপালপ্রেমসী সদা ॥
 কৃষ্ণায়া সোক্তমা শ্রামা মধুপিঙ্গললোচনা ।
 তৎপাদপ্রেমসমোহাৎ রুচিংপুলকচূষিতা ॥
 শিবকুণ্ডে শিবানন্দা বন্দিনী দেহিকাতটে ।
 কৃষ্ণগী দ্বারবত্যাক্ত রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৩৬
 দেবকী মথুরায়ান্ত জাতা মে পরমেশ্বরী ।
 চন্দ্রকুটে ভবা সীতা বিদ্যো বিশ্ব্যনিব সিনী ॥
 বারাগস্তাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে ।
 বৃন্দাবনাধিপত্যক্ দত্তঃ তস্মৈ প্রসাদত ॥ ৩৮
 কৃষ্ণেনান্তত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ।

যিনি জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা, মধুমতী, সুতপ্ত স্বর্ণগোরাঙ্গী, লীলাগমনসুন্দরী, সুন্দরাস্মিতা, মুখনিন্দিতচন্দ্রমা, মধুরালাপচতুরা ও জিতে-ন্দ্রিয়শিরোমণি নাম পাইয়াছেন, যিনি প্রণয়রোদনে তৎপর ও ঝাঁহার কামজরা-বেশে রোমাঞ্চ প্রকাশে প্রেমধারা প্রবাহিত হয়, যিনি রাসধ্বনিমহানটী, সর্ষদা গোপাল-প্রেমসী ও শশিরেখা; মধুর মত পিঙ্গলবর্ণ নয়ন বলিয়া ঝাঁহাকে মধুপিঙ্গললোচনা বলে। ঝাঁহাকে কৃষ্ণের আশ্রয়রূপিনী বলিয়া কৃষ্ণায়া ও উক্তমা শ্রামা বলে এবং যিনি কৃষ্ণচরণে অল্পরাগিনী বলিয়া সর্ষদা রোমাঞ্চবতী হন, এই রাধিকাই শিবকুণ্ডে শিবানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারকায় কৃষ্ণগী, এই বৃন্দাবনে রাধা, আর মথুরায় দেবকীরূপে আমাদের পরমেশ্বরী, চন্দ্রকুটে সীতা, বিদ্যা-চন্দ্রে বিদ্যাবাসিনী, বারাগসীতে বিশালাক্ষী, ও পুরুষোত্তমে বিমলা নামে বিয়াজ করেন। কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া এই দেবী রাধাকে বৃন্দা-বনের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। যে

নিত্যানন্দভগ্নঃ শৌরিধৌ শরীরীতি ভাষ্যতে
 বায়ুগিনাকভূমী নামক্কাধিষ্ঠিতদেবতা ।

নিরুপায়ে ত্রকণোহপি তথা গোবিন্দবিগ্রহঃ ।
 সৈন্দ্রিয়োহপি যথা সূর্য্যন্তেক্সসা নোপলক্যতে
 তথা কাশ্মিয়ুতঃ কৃষ্ণঃ কালঃ মোহয়তি ক্রবন্ ॥
 ন তন্ত প্রাকৃতী মূর্ত্তির্মেদোমাঃসাস্বিসম্ভবা ।
 যোগী চৈবেশ্বরশাস্তঃ সর্ষদায়া নিত্যবিগ্রহঃ ।
 কাঠিন্তঃ দৈবযোগেন করকাস্বতয়োবিব ।
 কৃষ্ণস্মায়িততবস্ত্র পাদপৃষ্ঠঃ ন দেবতা ।
 বৃন্দাবনরঞ্জো বন্দে তত্র স্মার্ষিষ্কৃকোটয়ঃ ।
 আনন্দকিরণাবন্দ-ব্যাণ্ডবিষকলানিধিঃ ॥ ৪৭
 গুণামৃতাননি যথা জীবাস্তৎকিষ্ণাঙ্গকাঃ ।
 ভূজধরবৃতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিত্ততুর্ভুজঃ ॥ ৫৫
 গোপৈয়কয়া বৃত্তস্তত্র পরিকৌজতি সর্ষদা ॥
 গোবিন্দ এব পুরুষো ব্রহ্মাদ্যাঃ স্মিয় এব চ ॥

নিত্যানন্দরূপিনী দেবীকে লোকে কৃষ্ণের অপূর্নক বলিয়া নির্দেশ করে, যিনি বায়ু, অনল, আকাশ ও ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি ব্রহ্মার, অধিক কি বিষ্ণুরও দেহরূপিনী বলিয়া নিরূপিত হন, যেমন সূর্য্য সর্ষে-ন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলেও তেজঃপ্রভাবে ভাদৃশ লক্ষিত হন না, তেমন কাশ্মিরসম্পন্ন কৃষ্ণ সম্যক নিরূপিত না হইয়াই কালকে মোহিত করিতেছেন। প্রভুর মেদ-মাংস ও অস্থি দ্বারায় নিশ্চিত লৌকিকমূর্ত্তি নাই এবং তিনি যোগী পরমেশ্বর সকলের আত্মা ও নিত্য-দেহধারী। ২৭—৪২। যেমন স্বভ ও করকা একমাত্র তরলপদার্থ হইলেও দৈব-যোগে কাঠিন্ত অল্পভব হয়, তেমন প্রভুরও চরণপৃষ্ঠাদি লক্ষিত হইয়া থাকে। একপে বৃন্দাবনের ধূলিকেও বন্দনা করি, যথায় বিষ্ণু খোকাটি কোটি মূর্ত্তিতে বিহর করেন। বিধের চন্দ্রমা হয় সদাই আনন্দকিরণ-নিচয়ে পরি-ব্যাণ্ড হইয়া সম্বাদিগুণরূপ অমৃতরূপ রহিয়া-ছেন, জীবসমুদয় তদীয় কিরণরাশির অংশ ভিন্ন কিছুই নহে। আরও বলি, কৃষ্ণের নিত্য শিভুজ, চতুর্ভুজ নহেন ও ঐকটি মাত্র

তত এব যতাবোহয়ং প্রকৃতের্ভাব ঐশ্বরম্ ।
 পুরুষপ্রকৃতি চাদৌ রাধাবৃন্দাবনেশরৌ ॥ ৪৭
 প্রকৃতের্ভিকৃতং সর্বং বিনা বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥ ৪৮
 সমুদ্ভবেনৈব সমুদ্ভবেদিতং
 ভেদং গভং তস্ম বিনাশনে হি ।
 অর্ঘ্যস্ত নাশো ন হি বিদ্যতে তথা
 — বৎস্তাদিনাশোহপি ন কৃষ্ণবিচ্যুতিঃ ॥ ৪৯
 ত্রিগুণাদিপ্রপঞ্চোহয়ং বৃন্দাবনবিহারিণঃ ।
 উর্দ্ধাবাকৈস্তরঙ্গস্ত যথাক্রির্নৈব জায়তে ॥ ৫০
 ন রাধিকাসমা নারী ন কৃষ্ণসদৃশঃ পুমান্ ।
 বয়ঃ পরং ন কৈশোরায়ং ন ভাবঃ প্রকৃতেঃ
 পরঃ ॥ ৫১
 ধোয়ং কৈশোরকং ধোয়ং বনং বৃন্দাবনং বনশ
 ঙ্গামমেব পরং রূপমাদিতৈবং পরো রসঃ ॥ ৫২
 বাল্যস্ত পঞ্চমাস্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি ।

গোপিকার সহিত মিশ্রিয়া সর্বদা ক্রীড়া
 করেন। গোবিন্দই একমাত্র পুরুষ, ব্রহ্মাদি
 দেবতার রমণী; তাহা হইতেই এই জানা
 ধায়—ঐশ্বর প্রকৃতির ভাব। রাধা ও বৃন্দা-
 বনেশ্বর উভয়ে আদি পুরুষ ও প্রকৃতি,
 গোবিন্দব্যতীত সমুদয় যেমন বিকৃত হয়,
 ভেমনি প্রকৃতি না থাকিলেও সকলই
 বিকার প্রাপ্ত হয়। আর যেমন একটি
 ছুষণ নষ্ট করিলে তাহা হইতে অপর
 ছুষণ হয়, মূল স্রবণের বিনাশ হয়
 না, ভেমনি মৎস্তাদি জীবের বিনাশে
 কৃষ্ণের ক্ষয় না; উহার অবস্থান্তর প্রাপ্ত
 হয় মাত্র। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ, কিন্তু
 তরঙ্গের সমুদ্র নহে, ভেমনি বৃন্দাবনবিহা-
 রীরই সঙ্গাদি গুণত্রয়, কিন্তু তিনি উক্ত গুণ-
 ত্রয়ের মধ্যগত নহেন। রাধিকাই আদিভীয়া
 নারী, ক্রীষ্ণই আদিভীয়া পুরুষ, কৈশোর
 বয়সই সর্বোত্তম, আর প্রকৃতিই একমাত্র
 সকল ভাবপদার্থের ঐশ্বর। কৈশোরক
 বয়সই চিন্তনীয়, বনের মধ্যে বৃন্দাবনই চিন্ত-
 নীয়, আর আদি দেবতার ঙ্গামরূপই ঐশ্বর
 জানিবে। এক্ষণে কৈশোর বয়স বলিতেছি,

অষ্টপঞ্চককৈশোরং সীমা পঞ্চদশাবধি ॥ ৫৩
 যৌবনোত্তিরকৈশোরং নবযৌবনমুচ্যতে ।
 তদ্বয়স্তস্ম সর্বং প্রপঞ্চমিতরদ্বয়ঃ ॥ ৫৪
 বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরং বয়ো বন্দে মনোহরম্
 বাল্যগোপালগোপালং অর গোপালরূপিণম্ ॥
 বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমস্তুতম্ ।
 যমাহধৌবনোত্তির-শ্রীমদনমোহনম্ ॥ ৫৬
 অখণ্ডাতুলপীযুষ-রসানন্দমহার্ণবম্ ।
 জয়তি শ্রীপতেগুর্গং বয়ঃ কৈশোররূপিণঃ ॥ ৫৭
 একমপ্যব্যয়ং পূর্বং বঙ্গবীন্দ্রমধ্যগম্ ।
 ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি ক্রাচভেদাৎপৃথগ্নিয়ঃ ॥ ৫৮
 যন্নথেন্দুকচৈর্বন্ধ ধোয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ ।
 গুণত্রয়মতীতং তদ বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥ ৫৯
 বৃন্দাবনপরিত্যাগো গোবিন্দস্ত ন বিদ্যতে ।

—পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বাল্যকাল, দশ বৎসর
 পর্যন্ত পৌগণ্ড, আর পঞ্চদশবর্ষ পর্যন্ত
 কৈশোর কাল; এই সময়ে যে যৌবনের
 বিকাশ হইতে থাকে তাহাকেই নবযৌবন
 বলে; সেই বয়সই প্রভুর নিত্য, অস্ত বয়স
 তাহার বিস্তার মাত্র ৫৩—৫৪। এক্ষণে আমি
 বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর এই মনোহর
 কালত্রয়কে বন্দনা করি, যিনি বালক হইয়া
 গোপশিশুদিগকে ও গোদিগকে রক্ষা
 করিয়াছেন সেই গোপালরূপী কৃষ্ণকে নম-
 স্কার এবং কৈশোর দশায় অক্ষুঁতাকৃতি
 মদনগোপালকে বন্দনা করি। অতঃপর
 যৌবনদশায় মদনের স্তায় মোহকারী বলিয়া
 ষাঁহাকে মদনমোহন বলিয়া নির্দেশ করে,
 সেই প্রভুকে প্রণাম করি। অল্পপম অল্প
 আনন্দামৃতের মহার্ণবরূপ শ্রীপতির অতি
 গুপ্ত কৈশোর বয়স সর্বোৎকর্ষে অবস্থিত
 হউক। যে অব্যয় পুরুষ এককই গোপীজন
 মধ্যে ছিলেন, সেই ধ্যানগম্য ভগবানকে
 ভিন্নবৃদ্ধি মানবেরা ক্রটিভেদে পৃথক্ দেখিয়া
 থাকে; যদিই নখচন্দ্রের কান্তিরূপ ব্রহ্মকে
 ব্রহ্মাদি দেবতারও ধ্যান করেন, সেই ত্রিগু-
 ণাতীত বৃন্দাবনেশ্বরকে বন্দনা করি।

অস্ত্রং যদ্বপুতন্তু কৃত্রিমং তন্ন সংশয়ঃ । ৬০

। সুলভং ব্রজনারীণাং দুর্লভং তনুমুক্ষণাম্ ।

। তং ভজেরন্দমুখং যন্নখতেজঃ পরং মনুঃ ॥ ৬১

পার্কিত্যবাচ ।

তুজিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।

। তাবৎপ্রেমমুখস্তাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ৬২

ঈশ্বর উবাচ ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে যয়ে মনসি বর্ততে ।

। তৎ সর্বং কথয়িষ্যামি সাবধানা নিশাময় ॥ ৬৩

স্মৃত্বা গুণান স্মরণং নাম গানং বা মনরঞ্জনম্ ।

। বোধয়ত্যাশ্রমকণনং সততং প্রোথ্য লীয়তে ॥

ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণরূপগুণ-

বর্ণনং নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

গোবিন্দ কখনই বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না ;

তবে যে অস্ত্র তদীয় দেহ আছে, উহা

কৃত্রিম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । যিনি ব্রজ-

নারীদের নিকট সুলভ ও মুমুক্ষুদের নিকটও

অতি দুর্লভ ও বাঁহায় নখকাত্তই পরম ধোয়-

যন্ত্র, সেই নন্দনন্দনকে ভজনা করিবে ।

পার্কিত্য কহিলেন,—হে নাথ ! অস্তরে

যতক্ষণ ভোগের ও মুক্তির ইচ্ছা সদাই

আছে, তাবৎ কোন উপায়ে কৃষ্ণপ্রেমমুখের

অভ্যুদয় হয়, তাহা বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,

—হে ভদ্রে ! তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা করি-

য়াছ, উহাই আমার হৃদয়ে সর্বদা রহিয়াছে ;

আমি তোমায় সকল কথা ও মনোহর গুণ

বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর । কৃষ্ণের

মনোহর গুণ ও নামের স্মরণ অথবা গান

করিলে, আপনিই আপনাকে বৃত্তিতে

পারিবে ও সতত কৃষ্ণরূপে মগ্ন হইতে

পারিবে । ৫৫—৬৪ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পার্কিত্যবাচ ।

বৈষ্ণবানাঞ্চ যদ্ব্যং সর্বং তথ্যঞ্চ মে বদ ।

। যৎকুত্বা মানবাঃ সর্বে ভবান্তোষিৎ তন্নস্তি হি

ঈশ্বর উবাচ ।

অথ দ্বাদশশুদ্ধিঞ্চ বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে ॥ ২

। গৃহোপলেপনঞ্চৈব তথাঙ্গগমনং হরেঃ ।

। ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ ।

। পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যেবোচ্চয়নং হরেঃ ।

। করয়োঃ সর্বশুক্লানামিযং শুদ্ধিঞ্চাশিষ্যতে ॥ ৪

। তন্নামকীর্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্তনম্ ।

। তক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্ত বচসঃ শুদ্ধিষ্যতে ॥ ৫

। তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তন্তোৎসবনিরীক্ষণম্ ।

। শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োর্শ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যাগহোচ্যতে

। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মালা-মালানামপি ধারণম্ ।

। উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্ত হরেঃ পুরগাণ

। আশ্রাণং তন্ত পুষ্পাদেনির্ম্মালাস্ত তথা শ্রিয়ে ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

পার্কিত্য বলিলেন,—প্রভো ! বৈষ্ণব-

দিগের যাহা যথার্থ ধর্ম্ম, যাহা আচরণ করিলে

মানব সকল ভবসাগর পার হইয়, আপনি

আমায় তৎসমুদয় বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—

এক্ষণে বৈষ্ণবগণের দ্বাদশশুদ্ধির বিষয়

বলি শুন । ভক্তিসহকারে ভগবান হরির

গৃহে গমনপূর্বক তদীয় গৃহোপলেপন, তনু-

র্শ্চির অঙ্গগমন এবং প্রদক্ষিণ পাণ্ডুরয়ের

শুদ্ধিকারক । হরিপূজার্থ ভক্তিসহ পত্র-

পুষ্পাদির চয়ন করয়ুগলের শুদ্ধিকর, অপর

শুদ্ধির মধ্যে ইহা অতি প্রশস্ত । ভক্তিপূর্বক

দেব শ্রীকৃষ্ণের যে নাম বা গুণের কীর্তন,

তাহাই বাক্যের শুদ্ধি । হরিকথাশ্রবণ কর-

য়ুগলের এবং তদীয় উৎসবদর্শন নেত্রদ্বয়ের

সম্যক শুদ্ধিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ভগ-

বান হরির সম্মুখে প্রণত হইয়া মস্তকে যে

তদীয় পাদোদক এবং নির্ম্মালা-মালা ধারণ,

তাহাই মস্তকের শুদ্ধিপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত

বিশুদ্ধিঃ স্তাদস্তরস্ত প্রাণস্তাপি বিধীয়তে ॥ ৮
 পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্চিতম্ ।
 তদেকং পাবনং লোকে তদ্ধি সর্বং বিশোধয়েৎ
 পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুয মে
 অভিগমনমুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ ।
 ইজ্যা পঞ্চপ্রকারার্চা ক্রমেণ কথয়ামি তে ॥ ১১
 তস্মাভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্জনম্ ।
 উপলেপঞ্চ নিম্মাল্য-দুরীকরণমেব চ ॥ ১২
 উপাদানং নাম গন্ধ-পুষ্পাদিচয়নং তথা ।
 যোগো নাম স্বদেবস্ত স্বান্ননৈবান্নভাবনা ॥ ১৩
 স্বাধ্যায়ো নাম মন্ত্রার্থ-সন্ধানপূর্বকো জপঃ ।
 সূক্তস্তোত্রাদিপাঠশ্চ হরেঃ সঙ্কীৰ্ত্তনং তথা ॥
 তর্বাদিশাস্ত্রাত্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 ইজ্যা নাম স্বদেবস্ত পূজনঞ্চ যথাধৃতঃ ॥ ১৫
 ইতি পঞ্চ প্রকারার্চা কথিতা তব সূত্রতে ।
 সান্তি সান্নীপ্যসালোক্যসাযুজ্যসারূপ্যাণা ক্রমাৎ

হয় ১১—৭ । প্রিয়ে ! তদীয় নিম্মাল্য পুষ্পাদির
 আত্মাণই অন্তঃকরণ ও প্রাণের বিশুদ্ধি
 বলিয়া বিহিত । ফলকথা, এই জগতে
 ঐকৃষ্ণের স্মিচরণযুগলার্চিত পত্রপুষ্পাদি
 যে কোন বস্তুই সকলকে পবিত্র করিয়া
 থাকে । দেবি ! পূজা ও অভিগমন,
 উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় এবং ইজ্যা এই
 পঞ্চপ্রকার উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার
 ভাহাদিগের প্রকার-ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ
 কর । দেবতার স্থানমার্জন, উপলেপন ও
 নিম্মাল্যদুরীকরণের নাম অভিগমন । গন্ধ-
 পুষ্পাদি চয়নের নাম উপাদান এবং আপনার
 সাহিত স্বীয় অভ্যস্তি দেবের অভেদ ভাবনার
 নাম যোগ । মন্ত্রার্থ সন্ধানপূর্বক জপ, সূক্ত-
 স্তোত্রাদি পাঠ, হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন, এবং ঈশ্বর-
 নিরূপক বেদান্তাদি তত্ত্বশাস্ত্রের যে অভ্যাস,
 তাহাই স্বাধ্যায় নামে পরিকীর্তিত । যথাধরূপে
 যে স্বীয় ইষ্টদেবের পূজা তাহাই ইজ্যা ।
 অয়ি সূত্রতে ! তোমার আমি এই যে পঞ্চ-
 প্রকার পূজার কথা বলিলাম, ঐ পঞ্চবিধ
 পূজা ক্রমিক সান্তি, সান্নীপ্য, সালোক্য,

প্রসঙ্গাৎ কথয়িষ্যামি শালগ্রামশিলাচর্চকম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মী কেশবাখ্যা গদাধরঃ ।
 গদাজ্জশঙ্খী চক্রী বা গোবিন্দাখ্যা গদাধরঃ ।
 পদ্মশঙ্খাদিগদিনে বিষ্ণুরূপায় বৈ নমঃ ।
 সশঙ্খাঙ্কগদাচক্র-মধুসূদনমূর্ত্তয়ে ॥ ১৮
 নমো গদারশঙ্খাজ-যুক্তত্রিবিক্রমায় চ ।
 সায়িকৌমোদকীপদ্ম-শঙ্খবামনমূর্ত্তয়ে ॥ ১৯
 চক্রাজ্জশঙ্খগদিনে নমঃ স্ত্রীধরমূর্ত্তয়ে ।
 হৃষীকেশ সায়িগদা-শঙ্খপদ্মিনমোহস্ত তে ॥
 সাক্ত শঙ্খগদাচক্র-পদ্মনাভস্বমূর্ত্তয়ে ।
 দামোদর শঙ্খগদাচক্রপদ্মিননমোহস্ত তে ॥
 শঙ্খাজ্জচক্রগদিনে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
 সার্বিশঙ্খগদাজায় বাসুদেব নমোহস্ত তে ॥ ২২
 শঙ্খচক্রগদাজ্জাদি-ধৃতপ্রহর্যমূর্ত্তয়ে ।

সায়ুজ্য ও সারূপ্যমুক্তিপ্রদায়িনী । দেবি !
 এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে শালগ্রাম-শিলা ও তদীয়
 অর্চকের বিষয় বলিতেছি—যে শাল-
 গ্রামাশিলায় ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম-
 চিহ্ন থাকে, তাহার নাম কেশব ; আর গদা,
 পদ্ম, শঙ্খ ও চক্র-চিহ্নধারী শিলামূর্ত্তির
 নাম গোবিন্দ । ৮—১৭ । পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও
 গদাধারী বিষ্ণুরূপী, ভগবানকে নম-
 স্কার । যাহাতে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র-
 চিহ্ন থাকে, তিনি মধুসূদন মূর্ত্তি ; তাহা-
 কেও নমস্কার করি । গদা, চক্র, শঙ্খ, ও
 পদ্মাচিহ্নধারী ত্রিবিক্রম এবং চক্র, গদা, পদ্ম
 ও শঙ্খচিহ্নযুক্ত বামনমূর্ত্তি, তাঁহাদিগকেও
 নমস্কার । চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদাচিহ্ন-
 সমন্বিত শালগ্রামশিলা স্ত্রীধর বলিয়া প্রাসঙ্গ,
 এবং চক্র, গদা, শঙ্খ ও পদ্মচিহ্নবিশিষ্ট
 হৃষীকেশ ; আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি ।
 যান পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও চক্রচিহ্নধারী,
 তিনি পদ্মনাভ-মূর্ত্তি । শঙ্খ, গদা চক্র ও
 পদ্মাচিহ্নবিশিষ্ট দামোদর । শঙ্খ, পদ্ম, চক্র
 ও গদাচিহ্নিত সঙ্কর্ষণ ; চক্র, শঙ্খ, গদা ও
 পদ্ম-চিহ্নযুক্ত বাসুদেব ; শঙ্খ, চক্র, গদা, ও

নমোহনিকুন্ডায় গদা-শঙ্খজ্ঞানবিধায়িণে ।
 সাজশঙ্খগদাচক্রে-পুরুষোত্তমমূর্ত্তয়ে ।
 নমোহধোক্ষজরুপায় গদাশঙ্খায়িণ্যমিনে ॥২৪
 নৃসিংহমূর্ত্তয়ে পদ্ম-গদাশঙ্খায়িধায়িণে ।
 পদ্মায়িশঙ্খগদ্যিনে নমোহস্বচ্যুতমূর্ত্তয়ে ॥ ২৫
 গদাশঙ্খায়িশঙ্খায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তয়ে ।
 শালগ্রামশিলাদ্বার-গন্তলয়দ্বিচক্রধ্বং ॥ ২৬
 শুক্রভরথঃ শোভাচ্যঃ স দেবঃ শ্রীগদাধরঃ ।
 লয়দ্বিচক্রো রক্তভাঃ পূর্বভাগে পুঞ্জলঃ ॥ ২৭
 সঙ্কর্ণগেহ প্রহ্ময়ঃ সূক্ষ্মচক্রং পীতকঃ ।
 সদৌর্ঘস্থায়িরচ্ছিত্রো হনিকরুদ্ভ বর্তুলঃ ॥ ২৮
 নীলো দ্বারে ত্রিরেখশ্চ হৃৎ নারায়ণোহসিতঃ
 অথো গদাকৃত্তী রেখা নাভিপদ্মং মহোরতম্ ॥
 পৃথুচক্রৌ নৃসিংহো যঃ কপিলোহব্যাক্তিবিন্দুকঃ
 অথবা পঞ্চবিন্দুশ্চ পুজনং ব্রহ্মগায়িণঃ ॥ ৩০

পদ্মাদিচিহ্নবিশিষ্টপ্রহ্ময়মূর্ত্তি; গদা, শঙ্খ,
 পদ্ম ও চক্রে-চিহ্নাক্তি অনিরুদ্ধ, তাহাদিগকে
 নমস্কার । ১৮—২৩ । পদ্ম, শঙ্খ, গদা,
 ও চক্রচিহ্নিত পুরুষোত্তম; গদা, শঙ্খ,
 চক্রে ও পদ্মচিহ্নিত অধোক্ষজ; পদ্ম,
 গদা, শঙ্খ ও চক্রধারী নৃসিংহমূর্ত্তি এবং
 পদ্ম, চক্রে ও শঙ্খ গদাচিহ্নধারী অচ্যুতমূর্ত্তি;
 তাঁহাদিগকেও নমস্কার । গদা, পদ্ম, চক্রে
 ও শঙ্খচিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, তাঁহাকে নম-
 স্কার, এবং যে শালগ্রাম-শিলায় দ্বারগত
 পরস্পর সংলগ্ন দুইটা চক্রে থাকে, যাহা
 দেখিতে সুন্দর ও শুক্রবর্ণ-রেখাক্তি,
 তিনিই দেব শ্রীগদাধর; সঙ্কর্ণ-মূর্ত্তির
 দুইটা চক্রে পরস্পর সংলগ্ন এবং পূর্বভাগ
 পুঞ্জল ও তিনি রক্তভা । প্রহ্ময়মূর্ত্তি, পীত-
 বর্ণ ও সূক্ষ্ম চক্রযুক্ত । আর অনিরুদ্ধমূর্ত্তি
 বর্তুল ও অভ্যন্তরে সুগভীর-গহ্বরবাবিত
 সুদীর্ঘ ছিদ্রযুক্ত । নারায়ণমূর্ত্তির দ্বারদেশে
 রেখাক্তি থাকিবে এবং তিনি দেখিতে নীল-
 বর্ণ হইবেন । তাঁহার মধ্যস্থলে গদাকৃতি
 রেখা আছে, এবং নাভিপদ্ম মহা উন্নত ।
 নৃসিংহমূর্ত্তি শালগ্রাম, ত্রিবিন্দু বা পঞ্চ-বিন্দু-

বারাহঃ সত্রিল্লোহব্যাদৃবিষমদ্বয়চক্রকঃ ।
 নীলস্বিরেখঃ স্থলোহৎ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ সবিন্দুকঃ ।
 কৃষ্ণঃ সবর্তুলাবর্তঃ পাণ্ডুরো ধৃতপৃষ্ঠকঃ ।
 শ্রীধরঃ পঞ্চরেখশ্চ বনমালী গদাক্তিতঃ ॥ ৩২
 বামনো বর্তুলো নাম মধ্যচক্রঃ সনীলকঃ ।
 নানাবর্ণানেকমূর্ত্তিনীগভোগী অনন্তকঃ ॥ ৩৩
 স্থলোদামোদরো নীলো মধ্যচক্রঃ সনীলকঃ ।
 সঙ্কর্ণদ্বারকোহব্যাদৃৎ ব্রহ্মা স্থলোহিতঃ ॥
 সদৌর্ঘরেখাস্থির একচক্রাধ্বজঃ পৃথুঃ ।
 পৃথুচ্ছিত্রঃ স্থলচক্রঃ কৃষ্ণো বিন্দুশ্চ বিন্দুমানঃ ।
 হৃৎপ্রীবোহঙ্কুশাকারঃ পঞ্চরেখশ্চ কোষভঃ ।
 বৈকুণ্ঠোহমলবদভাতি হেচক্রময়োহসিতঃ ॥
 মৎস্তো দৌর্ঘ্যভূজাকারো দ্বাররেখশ্চ পাণ্ডুরঃ ॥

যুক্ত, তাঁহার চক্রে অতি পৃথুল ও বর্ণ কপিল,
 তিনি ব্রহ্মচারীদিগেরই পূজ্য; তিনি সব-
 লকে রক্ষা করুন । ষাঁহার চক্রদ্বয়
 বিষম ভাবে অবস্থিত, যিনি নীলবর্ণ,
 ত্রিরেখাবিত, স্থলকায় এবং ত্রিচক্রযুক্ত তিনি,
 বরাহমূর্ত্তি; তিনি সকলকে রক্ষা করুন ।
 যিনি বর্তুলাবর্তুযুক্ত, কৃষ্ণকায় ও বিন্দুচিহ্নসম-
 বিত এবং ষাঁহার পৃষ্ঠদেশ পাণ্ডুরবর্ণ, তিনি
 কৃষ্ণমূর্ত্তি । ষাঁহার বনমালা ও গদাচিহ্ন আছে
 এবং যিনি পঞ্চরেখা-সমাবিত, তিনি শ্রীধর ।
 ২৪—৩২ । ষাঁহার বর্ণ নীল, মধ্যস্থলে চক্রে
 এবং যিনি বর্তুলাকার, তাঁহার নাম বামন ।
 যাহাতে নানাপ্রকার বর্ণ ও চিহ্ন থাকে এবং
 যিনি সর্পকণাচিহ্নে বিভূষিত, তাঁহার নাম
 অনন্ত । দামোদরমূর্ত্তির বর্ণ নীল এবং
 তিনি স্থলকায় । ষাঁহার মধ্যস্থলে চক্রে এবং
 যিনি নীলবর্ণ, তিনি সঙ্কর্ণ, তিনি সকলকে
 রক্ষা করুন । যিনি স্থলোহিতবর্ণ, গভীর
 দীর্ঘরেখাক্তিত, স্থল-কলেবর এবং পদ্মাকৃতি
 ও এক-চক্রযুক্ত, তিনি ব্রহ্মা; ষাঁহার চক্রে
 স্থল, ছিদ্র বৃহৎ, বর্ণ কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণ,
 তিনি সবিন্দু ও হন ও বিন্দুবহীনও হন ।
 হৃৎপ্রীবমূর্ত্তি অঙ্কুশাকার কোষভচক্রধারী
 ও পঞ্চরেখাযুক্ত; বৈকুণ্ঠ অতি নির্মল;

রামচন্দ্রো দক্ষয়েধঃ স্ত্রীমোহবাষ্ট্র জিবিক্রমঃ
 শালগ্রামদ্বারকায়াং স্থিতায় গদিনে নমঃ ।
 একেন লক্ষতো যোহবাঙ্গাদগদাধারী সূদর্শন
 লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃশ্চব ত্রিবিক্রমঃ
 চতুর্ভিঃ চতুর্ভূহো বাসুদেবশ্চ পঞ্চভিঃ । ৩৯
 প্রহ্মায়ঃ ষড়্ভিরেবাব্যাং সঙ্কর্ষণশ্চ সপ্তভিঃ ।
 পুরুষোত্তমোহষ্ট্ৰিভিঃ স্ত্রানবব্যাহো নবো হিত
 দশাবতারো দশভিরনিক্রোধবতাদধঃ ।
 দ্বাদশান্বা দ্বাদশভিরত উর্দ্ধঃ অনন্তকঃ ॥ ৪১
 ব্রহ্মা চতুর্মুখো দশৌ কমণ্ডলুশ্চগ্নতঃ ।
 মহেশ্বরঃ পঞ্চবক্রো দশবাহুর্কৃষ্ণধ্বজঃ ॥ ৪২
 যথায়ুধস্তথা গৌরী চণ্ডিকা চ সরস্বতী ।

একচক্রাঙ্কিত ও অসিতবর্ণ। মৎস্তমূর্তি
 শালগ্রাম, বৃহৎ পদ্মাকৃতি হারেরাঙ্কিত ও
 পাণ্ডুর বর্ণ। যাহার মূর্তি স্ত্রীমবর্ণ
 এবং দক্ষিণ ভাগে রেখা আছে, তিনি
 রামচন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ, সেই ভগবান
 ত্রিবিক্রমশ্চকলকে রক্ষা করুন। ৩৩—৩৭। যে
 সূদর্শনধারী গদাধর সকলকে রক্ষা করিতে-
 ছেন, দ্বারকাঙ্কিত সেই গদাধরকে প্রণাম
 করি। উক্ত গদাধরমূর্তি শালগ্রামশিলা
 একচিহ্নাঙ্কিত। লক্ষ্মীনারায়ণমূর্তি চিহ্নদ্বয়-
 যুক্ত, ত্রিবিক্রমমূর্তি চিহ্নত্রয়যুক্ত, চতু-
 র্কর্তৃহমূর্তি চিহ্নচতুষ্টিযুক্ত ও বাসুদেব-
 মূর্তি পঞ্চচিহ্নযুক্ত। যিনি বৃষ্টিচিহ্নাঙ্কিত,
 ঠাঁহার নাম প্রহ্মায়, তিনি সকলকে রক্ষা
 করুন। সঙ্কর্ষণ সপ্তচিহ্নাঙ্কিত, পুরুষোত্তম
 অষ্টচিহ্নাঙ্কিত এবং যিনি নবচিহ্নাঙ্কিত,
 তিনি নবব্যাহ নামে প্রসিদ্ধ। দশাবতার-
 মূর্তি দশচিহ্নযুক্ত ও অনিক্রদ্বমূর্তি একাদশ-
 চিহ্নযুক্ত, তিনি সকলকে রক্ষা করুন।
 যাহাতে দ্বাদশচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তিনি
 দ্বাদশান্বা এবং ঝাঁহার তলে দ্বিধি চিহ্ন,
 তিনি অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ। দশ-কমণ্ডলু
 ও অক্ষমালাধারী চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চ-
 বক্র দশবাহু বৃষবাহন মহেশ্বর, এবং
 যথোক্ত আয়ুধধারী গৌরী, চণ্ডিকা, সর-

মহালক্ষ্মী ঋতুরশ্চ পদ্মহস্তো দিবকর ॥ ১৩
 গজাস্তশ্চ গজস্বকঃ বণুখোহনেকথা গণাঃ ।
 এতে স্থিতাঃ স্থাপিতাঃ স্ত্র্যাঃ প্রাসাদে বাধ
 পূজিতাঃ ।
 ধর্ম্মার্থকামোক্ষাদ্যাঃ প্রাপ্যন্তে পুরুষেণ চ ॥ ৪৫
 ইতি ত্রীপায়ে পা তালখণ্ডে শালগ্রামনির্ণয়ো
 নাম সপ্তচর্চারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচর্চারিংশ স্থিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শালগ্রামে মণে যজে মণ্ডলে প্রতিমানু চ ।
 নিত্যস্ত ত্রীহরেঃ পূজা কেবলে ভবনেন তু ॥
 গণ্ডক্যামেকদেশে তু শালগ্রামস্থলং মহৎ ।
 পাষণং তদ্ভবং যতু শালগ্রাম ইতি স্থিতম্ ॥
 শালগ্রাম শিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মানশনম্ ।
 কিং পুনঃ পূজনং তত্র হরেঃ সান্নিধ্যাকারণম্ ॥

স্বতী, মহালক্ষ্মী, মাতৃকাগণ, পদ্মহস্ত দিব-
 কর, গজানন গণপতি, মড়ানন কার্ত্তিকেশ্ব ৩
 বহলগণদেবতা প্রভৃতি দেবগণ উক্ত শাল-
 গ্রাম-শিলায় অবস্থিত আছেন, একান্ত যে
 ব্যক্তি ঐ শালগ্রামসমূহকে প্রাসাদে স্থাপন
 বা পূজা করে, সেই পুরুষ ধর্ম্ম অর্থ
 কাম মোক্ষ প্রভৃতি সমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। ৩৮—৪৫ ।

সপ্তচর্চারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচর্চারিংশ অধ্যায় ।

মহাদেব বলিলেন,—উক্ত শালগ্রামশিলা,
 মণি, যজ্ঞ, মণ্ডল ও প্রতিমাতে নিত্য ত্রীহরির
 পূজা বিধেয়; কেবল ভবনে নহে।
 গণ্ডকীনদীর একদেশে মহৎ শালগ্রাম নামক
 স্থল আছে, সেই স্থানে উৎপন্ন যে পাষণ,
 তাহাই শালগ্রাম নামে বিখ্যাত। উল্লিখিত
 শালগ্রামাংশলায় ভগবান হরির সান্নিধ্যাকরণ,
 পূজার কথা কি; শালগ্রাম স্পর্শ করিলেই

শালগ্রামকয়লাচ্ছতলিঙ্গকলং লভেৎ । ৪
বহুভিঞ্জগ্ৰাভিঃ পূর্ণৈর্ঘদি কৃষ্ণশিলাঃ লভেৎ ।
গোম্পদেন চ চিহ্নেন তেন সমাপ্যতে জন্মঃ
জ্ঞানৌ শিলাঃ পরীক্ষতে স্নিগ্ধাং শ্বেষ্ঠাঞ্চ
মেচকাম্য
আকৃষ্ণা মধ্যমা প্রোক্তা স্নিগ্ধা স্নিগ্ধকলপ্রদা ॥
সদা কাঠাস্থিতো বহির্ন্থথনেন প্রকাশয়েৎ ।
যথা তথা হরির্ক্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে ॥ ৭
প্রত্যহং দ্বাদশ শিলাঃ শালগ্রামস্থ যোহর্চয়েৎ
দ্বারবত্যাঃ শিলা যুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠ মহীয়তে ॥
শালগ্রামশিলায়াস্ত গহ্বরং লক্ষতে নরঃ ।
পিতরস্তস্ত তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্লাস্তকং দিবি ? ৯
বৈকুণ্ঠভবনং তত্র যত্র দ্বারাবতীশিলা ।
মূগো বিষ্ণুপুরং যাতি ততীর্থং যোজনত্রয়ম্ ।

কোটিজম্মার্জিত পাপপঞ্জ বিলীন হইয়া থাকে। একটি মাত্র শালগ্রামের পূজা করিলেই শতলিঙ্গার্চনের কল লাভ হয়। যদি কেহ বহুজম্মার্জিত পুণ্যকলে গোম্পদ-চিহ্নিত কৃষ্ণশিলা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অগ্রে উক্ত কৃষ্ণশিলায় পরীক্ষা করিবে; স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণশিলাই সর্বোত্তম, দৈর্ঘ্য কৃষ্ণবর্ণ মধ্যম এবং স্নিগ্ধবর্ণ স্নিগ্ধকলপ্রদ বলিয়া উক্ত আছে। সতত কাঠমধ্যে অবস্থিত বহিঃ যেমন মখন দ্বারা প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভগবান হরি সর্বব্যাপী হইলেও শালগ্রাম-শিলায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ১—৭। যে ব্যক্তি প্রত্যহ দ্বারবতীশিলা সমন্বিত দ্বাদশসংখ্যক শালগ্রামশিলা অর্চনা করে, সে বৈকুণ্ঠধামে পূজিত হইয়া থাকে। যে মানব, শালগ্রামশিলায় গহ্বর নিরীক্ষণ করে, তদৌর পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইয়া কল্লা স্তকাল পর্য্যন্ত স্বর্গধামে অবস্থান করেন। যে স্থানে দ্বারবতী শিলা অবস্থিত, ত্রিযোজন পর্য্যন্ত তাহা ভীর্ষস্থান। অধিক কি, সেই স্থানেই বৈকুণ্ঠভবন অবস্থিত। তথায় মৃত ব্যক্তি বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকে এবং

জপঃ পূজা চ হোমশ্চ সর্বং কোটিভণং ভবেৎ
মনস্কামসমাতীষ্টং ক্রোশমাত্ৰং ন সংশয়ঃ ।
কোটিকোহপি মৃতো যাত্তি বৈকুণ্ঠভবনং যতঃ ॥
শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুদ্ঘাটয়ন্নরঃ ।
বিক্রেতা চান্নমস্তা চ যঃ পরীক্ষান্নমোদকঃ ॥
সর্বৈঃ তে ময়কং যাত্তি যাবৎস্বর্ঘ্যশ্চ সমুদ্রবঃ ।
অতস্তদ্বর্জ্জয়েদেবি চক্রেক্রয়ণবিক্রয়ম্ ॥ ১৩
শালগ্রামোস্তবো দেবা যো দেবো দ্বারকোস্তবঃ
ঐভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
দ্বারকোস্তবচক্রোচ্যো বহুচক্রো চিহ্নিতঃ ।
চক্রাসনশিলাকারশিৎস্বরূপো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫
নমোহস্কেঃকাররূপায় সদানন্দস্বরূপিণে ।
শালগ্রাম মহাভাগ তক্তস্থানুগ্রহং কুরু ।

তথায় জপ, পূজা ও হোমাদি যাহা অমুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই কোটিভণ ফলজনক হয়। তাহার ক্রোশপরিমিত স্থানে মনস্কাম-নারূপ সমুদয় অভ্যুত্থিই যে সিদ্ধ হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই; অধিক কি, তথায় সামান্ত কৌটও যদি প্রাণত্যাগ করে, তবে সেও বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিয়া থাকে। যে নর শালগ্রাম শিলায় মূল্য স্থির করে, এবং যে ব্যক্তি তাহা বিক্রয়, বিক্রয়ান্নমোদন, কিংবা বিক্রয়ার্থ পরীক্ষা বা পরীক্ষান্নমোদন করে, তাহার সকলেই যাবৎকাল স্বর্ঘ্যদেব বিরাজমান থাকেন এবং যে পর্য্যন্ত না প্রলয় হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নরকে অবস্থান করিয়া থাকে; অতএব হে দেবি! উক্ত শিলাচক্রের ক্রয়-বিক্রয় পারত্যাগ করিবে। শাল-গ্রামোদ্ভব দেব এবং দ্বারকোস্তব দেব, এই উভয়ের যে স্থানে সঙ্গমলন হয়, সে স্থানে যে মুক্ত অনিবার্য, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। দ্বারকোস্তব চক্রোচ্য এবং বহু চক্রোচ্যে য়ে শিলা, তাহা চক্রা-সনাধিক্রুত শিলাময় সাক্ষ্যৎ চৎস্বরূপ নিরঞ্জন ভগবান নারায়ণ। হে মহাভাগ শালগ্রাম! ৮—১৫। সাক্ষ্যৎ ওকারস্বরূপ সদানন্দ-রূপী আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো!

তবানুগ্রহকামস্ত ঋণগ্রস্তস্ত মে প্রভো ॥ ১৬
 অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি তিলকস্ত বিধিং মুদা ।
 যক্ষুহ্বা মানবাঃ সর্ষে বিক্ষুসারূপ্যমাণুযুঃ ॥ ১৭
 ললাটে কেশবঃ বিদ্যাৎ কঠে ঐপুরুষোত্তমম্
 নাভৌ নারায়ণং দেবং বৈকুণ্ঠং হৃদয়ে তথা ॥
 দামোদরং বামপার্শ্বে দক্ষিণে চ ত্রিবিক্রমম্ ।
 মুর্দ্ধি চৈব হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৯
 কর্ণযোর্বমুনাং গঙ্গাং বাহুভ্যাঃ কৃষ্ণং হরিং তথা
 যথাস্থানেষু তুযান্তি দেবতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ২০
 দ্বাদশৈতানি নামানি কর্তব্যে তিলকে পঠেৎ
 সর্ষপাপবিশুদ্ধায়া বিষ্ণুলোকং স গচ্ছাত ॥ ২১
 উর্দ্ধপুণ্ড্রমূর্দ্ধরেখং ললাটে যন্ত দৃশ্যতে ।
 চণ্ডালোহপি স শুদ্ধায়া পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥
 ধস্তোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে ন নরস্ত হি ।
 তদর্শনং ন কর্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীকয়েৎ ॥

আমি ভবদীয় ঋণে আবদ্ধ হইয়া ভব-
 দীয় অনুগ্রহপ্রার্থী হইতেছি আপনি এই
 ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করুন। অতঃ-
 পর, যাহা শ্রবণে সমুদয় মানব বিষ্ণু-
 সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, এক্ষণে সেই তিলক-
 বিধি সানন্দে বলিতেছি। ললাটে
 কেশব, কঠে ঐপুরুষোত্তম, নাভিদেশে দেব
 নারায়ণ, হৃদয়ে বৈকুণ্ঠ, বামপার্শ্বে দামোদর,
 দক্ষিণ পার্শ্বে ত্রিবিক্রম, মস্তকে হৃষীকেশ,
 পৃষ্ঠদেশে পদ্মনাভ, কর্ণদ্বয়ে যমুনা ও গঙ্গা
 এবং বাহুদ্বয়ে কৃষ্ণ ও হরি অবস্থিত জানিতে
 হইবে, এজন্য যথোক্ত স্থাননিচয়ে তিলক
 করিলে উক্ত দ্বাদশদেবতা তুষ্ট হইয়া
 থাকেন। যে ব্যক্তি, তিলক করিবার
 কালে উক্ত দ্বাদশ নাম পাঠ করে, সে
 সর্ষপাপ হইতে বিমুক্ত ও বিশুদ্ধা
 হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।
 যাহার ললাটে উর্দ্ধশিখ উর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, সে
 চণ্ডাল হইলেও যে বিশুদ্ধা ও পূজ্য,
 তাহাতে আর সংশয় নাই। যে মানবের
 ললাটেদেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট না হয়, তাহার
 খ দর্শন করিতে নাই, দৈবাৎ দেখিলে

ত্রিপুণ্ড্রং যন্ত বিপ্রস্ত উর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে ।
 তং দৃষ্ট্বাপাথবা স্পৃষ্ট্বা সচেলঃ স্নানমাচরেৎ ॥
 সান্তরালং প্রকর্তব্যং পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ॥ ২৫
 নিরন্তরালং য কর্ণদ্বীপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ ।
 ললটে স্ত্য সহতঃ শুনঃ পাদৌ ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
 নানাদিকেশপর্য্যস্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সূশোভনম্ ।
 মধ্যে চিহ্নসমায়ুক্তং তং বিদ্যাঙ্কারমন্দিরম্ ॥
 বামভাগে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে চ সদাশিবঃ
 মধ্যে বিষ্ণুঃ বিজানীয়ান্তস্মায়ধ্যং ন লেপয়েৎ
 বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নত
 উর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
 অগ্নিরাপচ বেদাশচ চন্দ্রাদিত্যৌ তথানিতঃ ।
 বিপ্রাণাং নিত্যমেতে হি কর্ণে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে
 গঙ্গা চ দক্ষিণে স্রোত্রে নাসিকায়ং হতাশনঃ ।
 উভয়োরপি সংস্পর্শান্তৎক্ষণাদেব শুধ্যতি ॥ ৩১

সূর্য্য দর্শন করিবে। যে বিপ্রের ললাটে
 ত্রিপুণ্ড্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্র না দেখা যায়, তাহাকে দর্শন
 বা স্পর্শ করিলে সচেল স্নান করা কর্তব্য।
 বিপ্রগণের উর্দ্ধ পুণ্ড্র সান্তরাল ও হরিপদা-
 কৃতি করা বিধেয়; যে দ্বিজাধম নিরন্তরাল
 উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করে, তাহার ললাটে দেশ
 যে কুকুরের পদতুল্য অপবিত্র তাহাতে আর
 সংশয় নাই। ১৬—২৬। নাসাদি কেশ পর্য্যন্ত
 বিস্তৃত এবং মধ্যে সচ্ছিন্ন যে পুণ্ড্রক,
 তাহাই পরম সুন্দর এবং তাহাই হরি-
 মন্দির বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।
 উক্ত, উর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগ ব্রহ্মা ও দক্ষিণে
 সদাশিব অবস্থিত থাকেন এবং মধ্যস্থলে
 বিষ্ণুকে অবস্থিত জানিবে; তজ্জন্য উহার
 মধ্যস্থান লেপন করা অবিধেয়। যে
 মহাভাগ্যাশালী মানব, দর্শনবে। জলে আশ্র-
 প্রাতবিহ্ন অবলোকনপূর্ব্বক প্রযত্নসহকারে
 উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করে, সে পরম গতি
 প্রাপ্ত হয়। বিপ্রগণের দক্ষিণ কর্ণে গঙ্গা,
 অগ্নি, বক্রণ, বায়ু ও চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি দেব-
 গণ প্রতিনিয়ত অবস্থিত এবং নাসিকার
 হতাশন অবস্থিত করেন; এজন্য
 বিপ্রগণ তদুভয় স্পর্শমাত্রে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি

কৃৎস্না বৈ চোদকং শব্দে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ : শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ ॥ ৩৮
 তুলসীমিশ্রিতং দল্যাং শিবেন্দুর্লীভিবন্দয়েৎ ॥ উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ
 প্রাণীয়াং প্রোক্শয়েদেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহম্ নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব ক্রীড় চ ক্রুরভাষণম্ ॥ ৩৯
 বিবেগাঃ পাদোদকং পীতং কোটিজন্মানাশনম্ কন্দলাবরণশ্চৈব পরনিন্দা পরশ্চতে : ৪০
 তদেবান্ত্ৰিগুণং পাপং ভূমৌ বিস্মৃতিপাতনাং ৩৩ অশ্লীলভাষণশ্চৈব হৃদোবাযুর্মোক্ষণম্ ॥ ৪১
 জলশব্দং করে কৃৎস্না শব্দা নত্বা প্রদক্ষিণম্ । শব্দৌ গোণোপচারশ্চাপানিবেদিতভক্ষণম্ ।
 সততং ধার্যতে বারি তেনাপ্তং জন্মনঃ কলম্ তন্তৎকালোত্তবানাকঞ্চ ফলাদীনিমনর্পণম্ ।
 শব্দো যন্ত গৃহে নাস্তি ঘণ্টা বা গরুড়ারিতা । বিনিযুক্তাবশিষ্টম্ প্রদানং ব্যঞ্জনম্ যৎ ।
 পুষ্ণতো বাস্তুদেবন্ত স ভাগবতঃ কলৌ ৩৫ স্পষ্টীকৃত্যাশনশ্চৈব পরনিন্দা পরশ্চতি : ৪২
 যানৈর্কা পাত্ৰকাভির্কা যানং ভগবতো গৃহে । গুরৌ যৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা
 দেবোৎসবেষসেবা চ তৎপ্রণামস্তদগ্রতঃ ॥ ৩৬ বিষ্ণুভক্তাবশিষ্টম্ দিনপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৩
 উচ্ছিষ্টে চৈব চাশোচে ভগবদ্বন্দনাদিকম্ । অন্নং ব্রহ্মরসো বিষ্ণুঃ খাদয়মাং সমুচরন ।
 একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুস্ত্যং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৭ এবংজ্ঞাত্বা তু যো ভূক্তকু সোহন্নদোহৈর্ন
 •পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কসেবনম্ । লিপ্যতে ॥ ৪৪

লাভ করিয়া থাকেন। প্রতিদিন শব্দে তুলসীমিশ্রিত বিষ্ণুপাদোদক স্থাপনপূর্বক মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিবে এবং স্বয়ং তাহাকে মস্তক দ্বারা অভিবন্দন, তদ্বারা পুত্র-মিত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ ও আত্মদেহ প্রোক্শণ ও উহা পান করিবে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুর পাদোদক পান করে, তাহার কোটিজন্মান্তরিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু একবিন্দুমাত্রও ভূমিতে পতিত হইলে আহার অষ্টগুণ অধিক পাতক হয়। যে ব্যক্তি বিষ্ণুপাদোদকপূর্ণ শব্দ হস্তে ধারণ-পূর্বক স্ততিবাদান্তে তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সতত তাহা মস্তকে ধারণ করে, সে-ই জন্ম লাভের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে যাহার গৃহে শব্দ নাই এবং বাস্তুদেব-সম্মুখে গরুড়ারিত ঘণ্টা থাকে, কলিকালে সে ভগবদ্ভক্তই নয়। যানারোহণ বা পাত্ৰকা পরিধানপূর্বক ভগবদ্গৃহে গমন, অন্তান্ত দেবোৎসবকালে ভগবানের অথবা সেবা, ও ভগবৎপ্রণামের অগ্রে দেবতান্তরের প্রণাম, উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবানের বন্দনাদি, একহস্তে প্রণাম, প্রণামাগ্রে প্রদক্ষিণ, ভগবদগ্রে পাদপ্রসারণ,

শয়ন, ভক্ষণ, মিথ্যাভাষণ, উচ্চ ভাষণ, পরস্পর জল্পনা, রোদন, বিবাদ, কাহারও প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রুরবাক্য প্রয়োগ, কন্দলাবরণ, পরনিন্দা, পরশ্চতি, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার ও অধোবাযুর্মোক্ষণ, সামর্থ্য সবেশে গোণোপচার প্রদান, অনিবেদিত ভক্ষণ, সাময়িক ফলাদির অগ্রদান, যাহার অগ্রভাগ লইয়া কাহাকেও দেওয়া হয় এরূপ বাঞ্ছনাদির প্রদান, ভোজনের বিষয় ব্যক্ত করিয়া কাহারও নিন্দা বা স্ততি, গুরুসন্নিধানে যৌন, আত্মপ্রশংসা এবং দেবনিন্দা, এই সকল অপরাধ, বিষ্ণুভক্তের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে এই সকল অপরাধজনিত দৈনিক পাতক হইতে মানব মুক্ত হইয়া থাকে। ২৭—৩৪।
 ‘অন্ন ব্রহ্মরস, ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে উহা ভোজন করাই তেছেন’ যে ব্যক্তি, এইরূপ উচ্চারণ করত এইরূপ বোধেই ভোজন করে, সে কখন অন্নদোষে লিপ্ত হয় না।
 বিষ্ণুভক্ত মানব, বর্জুলাকার অলাব, সবঙ্গল মনুষ্য, গুরুবর্ণ ভাল ও রক্তাক ভোজন করিবে

অলাবুং বর্জুলাকারঃ মধুরঞ্চ সবঙ্গলম্ ।
 তালং গুরুবর্ণ বৃহাকং ন খাদেদৈক্ষ্যবো নরঃ ॥
 পর্য্যঙ্কোপবেশন, শয়ন, ভক্ষণ, মিথ্যাভাষণ, উচ্চ ভাষণ, পরস্পর জল্পনা, রোদন, বিবাদ, কাহারও প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রুরবাক্য প্রয়োগ, কন্দলাবরণ, পরনিন্দা, পরশ্চতি, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার ও অধোবাযুর্মোক্ষণ, সামর্থ্য সবেশে গোণোপচার প্রদান, অনিবেদিত ভক্ষণ, সাময়িক ফলাদির অগ্রদান, যাহার অগ্রভাগ লইয়া কাহাকেও দেওয়া হয় এরূপ বাঞ্ছনাদির প্রদান, ভোজনের বিষয় ব্যক্ত করিয়া কাহারও নিন্দা বা স্ততি, গুরুসন্নিধানে যৌন, আত্মপ্রশংসা এবং দেবনিন্দা, এই সকল অপরাধ, বিষ্ণুভক্তের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে এই সকল অপরাধজনিত দৈনিক পাতক হইতে মানব মুক্ত হইয়া থাকে। ২৭—৩৪।
 ‘অন্ন ব্রহ্মরস, ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে উহা ভোজন করাই তেছেন’ যে ব্যক্তি, এইরূপ উচ্চারণ করত এইরূপ বোধেই ভোজন করে, সে কখন অন্নদোষে লিপ্ত হয় না।
 বিষ্ণুভক্ত মানব, বর্জুলাকার অলাব, সবঙ্গল মনুষ্য, গুরুবর্ণ ভাল ও রক্তাক ভোজন করিবে

বটাপথার্খপত্রেষু কুস্তীতিল্লুকপত্রয়োঃ ।
 কোবিদ্যারে কদম্বে চ ন খাদেদ বৈকবো নরঃ
 শ্রাবণে বর্জয়েচ্ছাকঃ দধি ভাদ্রাদে চ্যক্বেৎ ৬
 দ্বস্ত গধিনে মাপি কার্তিকে চামিষং জ্যক্বেৎ
 দক্ষমদন্ত জঘোরঃ যদ্বিকোরনিবেদিতম্ ।
 বোজপুরঞ্চ শাকঞ্চ প্রত্যক্ষলবণং তথা ।
 যদি দৈবাচ্ছ ভুক্তাত তদা তন্নাম সংস্মরেৎ ৷
 হৈমন্তিকং সিতাশ্বিন্নং ধান্তং শুক্রাস্তিলা যবাঃ
 কলায়কসুনীবারাঃ শাকঞ্চ হিলমোচিকা ৷ ৪২
 কালশাকঞ্চ বাতুকং মূলকং কেমুকৈতরম্ ।
 লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসপিধী ৷ ৫০
 পয়োহন্নুতসারঞ্চ পনসাত্ত্রহরীতকী ।
 পিপ্পলী জীরককৈব নাগরঙ্গকতিস্তুড়ী ৷ ৫১
 কদলীলবলীধাত্রীকলাতু গুড়মক্ষবম্ ।
 অতৈতলপকং মনয়ো হবিষ্যন্নং প্রচক্ষতে ৷ ৫২
 তুলসীপত্রপুষ্পাদিনির্মিতাং বহতি যো নরঃ ।
 দোহপি বিষ্ণুর্নিজানীয়াৎ সত্যং সত্যং ন
 সংশয়ঃ ৷ ৫৩

না। বট, অর্থ, অর্ক, কুস্তী, তিল্লুক, কোবি-
 দার ও কদম্বপত্রের বৈকবের ভোজন করা
 অবিধেয়। শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্র মাসে
 দধি, আশ্বিন মাসে দ্বস্ত, এবং কার্তিকমাসে
 আমিষ পরিত্যাগ করিবে। দক্ষ অন্ন,
 বিষ্ণু অর্নিবেদিত বস্ত, বোজপুর, রক্তশাক
 ও প্রত্যক্ষলবণ সর্বদাই পরিত্যাজ্য। যদি
 দৈবাৎ ভোজন করে, তাহা হইলে বিষ্ণু
 নাম স্মরণ করিবে। হৈমন্তিক, শুক্রবর্ণ অশ্বিন্ন
 ধান্ত, শুক্রা (মুগ), আস্থলা তিল, যব,
 কলায়, কসু, নীবার, হিলমোচিকা, কালশাক,
 বাতুকশাক, কেমুক ভিন্ন অপর মূল, সৈন্ধব
 ও সামুদ্র লবণ, গব্য দধি-স্বত, অন্নুতসার
 গোহৃদ্ব, পনস, আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী,
 জীরক, নাগরঙ্গ, তিস্তুড়ী, কদলী লবলী,
 ও ধাত্রীকল, গুড় ভিন্ন অস্ত্র প্রকার ইক্ষু-
 জাত দ্রব্য, এবং অতৈতলপক ব্যঞ্জনাদিকে
 মুনিগণ হবিষ্য বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি,
 তুলসীপত্র ও পুষ্পাদিনির্মিত মাল্য ধারণ

ধাত্রীবৃক্ষং সমারোপ্য বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ ।
 কুরুক্ষেত্রং বিজানীয়াৎসার্কিতস্তশতত্রয়ম্ ৷ ৫৪
 তুলসীকাষ্ঠঘটিতে রুদ্রাঙ্কাকারকারিতৈঃ ।
 নির্মিতাঃ মালিকাঃ কণ্ঠে নিধায় চর্চনমারভেৎ
 তথামত কমলাঞ্চ সম্যকৃপুঙ্করমালিকাম্ ।
 কণ্ঠে মাল্যঞ্চ যত্নেন ধারয়োদ্বিষ্ণুপূজকঃ ৷ ৫৬
 নির্মীলায়ং তুলসীমালাং শিরস্তপি চ ধারয়েৎ ।
 নির্মীলায়চন্দনেনানামকরয়েৎ তস্ত নামতঃ ৷ ৫৭
 ললাটে চ গদা ধার্যা মুষ্টি চাপং শরস্তথা ।
 নন্দককৈব হস্তে শঙ্খং চক্রং ভূজঘরে ৷ ৫৮
 শঙ্খচক্রোষতো বিপ্রঃ শ্মশানে স্মিয়তে যদি ।
 প্রয়াগে বা গতিঃ শ্রোক্তা সা গতিস্তত
 নিশ্চিতা ৷ ৫৯
 যো ধৃষ্টা তুলসীপত্রং শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ ।
 করোতি সর্বকাৰ্য্যাণি কলমাপোতি চাক্ষয়ম্ ৷

করে, সেই ব্যক্তিও সত্য সত্য সাক্ষাৎ
 বিষ্ণুরূপ, সকলেই জানিবে। ইহাতে
 কিছুমাত্র সংশয় নাই। ধাত্রীবৃক্ষ রোপণ
 করিলে মানব বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকে
 এবং যে স্থানে উহা রোপিত হয়, তাহার
 চতুর্দিকে সার্কিতশতহস্ত-পরিমিত স্থান
 কুরুক্ষেত্র-তুল্য জানিতে হইবে। তুলসী-
 কাষ্ঠিনির্মিত রুদ্রাঙ্কাকার মাল্য গলে ধারণ-
 পূর্বক ভগবানের অর্চনা করা কর্তব্য।
 বিষ্ণুপূজক ব্যক্তির যত্নপূর্বক কণ্ঠে মুগঠিত
 আমলকমালা ও পদ্মমালাও ধারণ করা
 উচিত। ৫৪—৫৬। নির্মীলায় তুলসীমালা
 মস্তকে ধারণ করিবে এবং বিষ্ণুর নামোচ্চা-
 রণ করিয়া নির্মীলায়-চন্দন দ্বারা সর্বাঙ্গ
 অঙ্কিত করিবে। নির্মীলায়চন্দন দ্বারা ললাটে
 গদা, মস্তকে শর ও চাপ, হৃদয়ে নন্দক, ও
 ভূজঘরে শঙ্খ-চক্র চিহ্ন অঙ্কিত করা
 বিধেয়। উক্ত প্রকার শঙ্খচক্রোষিত বিপ্র,
 যদি শ্মশানেও মৃত হয়, তাহাপি প্রয়াগে
 মৃত্যুতে যে গতি উক্ত হইয়াছে, তাহারও
 নিশ্চিত সেই গতি উক্ত হইয়া থাকে। যে
 ব্যক্তি, মস্তকে তুলসীপত্র ধারণপূর্বক ভগ-

তুলসীকাঠমালাভিত্ত্বিতঃ কৰ্ম্ম হাচরেৎ ।
 পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ
 নিবেদ্য কেশবে মালাং তুলসীকাঠনিশ্চিতাম্
 বহুভে যো নয়েত ভক্ত্যা তন্ত নশতি পাতকম্
 পাদ্যাদিতিস্তথা পূজ্য চেমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ।
 যা দৃষ্টা নিখিলাঘসজ্জশমনী স্পৃষ্টা বপুস্পাবনী
 রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিত্তাক-

ত্রাসিনী

শ্রদ্ধাসক্তিবিধারিনী ভগবতঃ কৃষ্ণ

সংরোপিতা

ভক্তা ভক্তরণে বিমুক্তিকলদা তন্তৈ তুলসৈ

নমঃ ॥ ৬৪

৯০ তি শ্রীশায়ে পাতালখণ্ডে তিলকানিয়মো
 নামাষ্টচচারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

বান বিষ্ণু প্রতি চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া সমু-
 দয় কার্য করে, সে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয় ।
 তুলসীকাঠমালায় ভূষিত হইয়া দেবতা ও
 পিতৃগণ-উদ্দেশে যে কিছু কার্য করিবে,
 তাহা কোটিগুণ অধিক-কলজনক হইবে ।
 যে মানব, তুলসী-কাঠ-নিশ্চিত মালা বিষ্ণুকে
 নিবেদনপূর্বক ভক্তিসহকারে ধারণ করে,
 তাহার সমুদয় পাতক নষ্ট হইয়া থাকে ।
 ধারণের অগ্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া
 এই মন্ত্র পাঠে প্রণাম করিবে ;—ঈহাকে
 দর্শন করিলে অখিল পাপরাশি তিরোহিত
 হয়, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র হয়, বন্দনা
 করিলে সমস্ত রোগ প্রশমিত হয়, সেবন
 করিলে যমভয় বিদূরিত হয়, রোপণ করিলে
 ভগবান কৃষ্ণের উপস্থিতি হয় এবং বিষ্ণুর
 পাদপদ্মে বিশ্বাস করিলে মোক্ষফল লক্ষ
 হয়, সেই তুলসীকে নমস্কার ॥ ৫৭—৬৪ ॥

অষ্টচচারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোদশশোধ্যায়ঃ ।

পার্কৃত্যবাচ ।

যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষয়গ্রাহসমুদয়ে ।
 পুত্রদারধনান্যাতৈত্ত্বৎকথং ধার্যতে বিভো ॥ ১
 তত্স্থপাম্, মহাদেব কথয়ত্ব কৃপানিধে ॥ ২
 ইধর উবাচ ।

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।
 হরে রাম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মনসাম্ ।

এবং বদন্তি যে নিত্যং ন হি তান বাধতে

কলিঃ ॥ ৩

অত আশ্রয়কৰ্ম্মাণি কৃত্বা নামানি চ স্মরেৎ ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেত্যাহ পুনঃপুনঃ ॥ ৪
 মন্নাম চৈব স্মরাম যো জপিষ্য বাতিক্রমাৎ ।
 সোহপি পাপাদ্ভবিমুচ্যেত তুলসীশেরিবাণলঃ ।
 জয়াদ্যেতত্বয়া বাপ্যথবা শ্রীশকপূর্বকম্ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পার্কর্তী বলিলেন,—বিভো! বিষয়রূপ
 গ্রাহগণে সমুদয় বিষয় কলিযুগ উপস্থিত
 হইলে সকল ব্যক্তিরই ত শ্রী পুত্র ও ধনাদি
 লইয়া সতত ব্যাকুল থাকিবে, সুতরাং কি
 প্রকারে যথাবিধি তুলসীমালা ধারণ করিবে ?
 অতএব হে কৃপানিধে, মহাদেব! এক্ষণে
 তৎকালীন মানবগণের নিস্তারের উপায়
 বলুন । তৎস্বরূপে মহেশ্বর বলিলেন,—
 পার্কর্তি! কলিতে একমাত্র হরিনামই নিস্তা-
 রের উপায় । যে ব্যক্তি, নিত্য “হরে রাম
 হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ইত্যাদি উচ্চারণ করে,
 কলি তাহাদিগকে ক্লেণ দিতে পারে না ।
 অতএব প্রতিদিন অন্তর্নিহিত বাহিত কার্য-
 সকল সমাপন করিয়া পুনঃপুনঃ “কৃষ্ণ কৃষ্ণ”
 এই নাম স্মরণ করিবে, ইহাই অস্তান্ত
 মনীষিগণও বলিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি ব্যাৎ
 ক্রমে মদীয় নাম ও স্বদীয় নামও জপ করিয়া
 দিন যাপন করে, সেও তুলসীমালা হইতে
 অনলের স্থায় পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া

তচ্চ মে মঙ্গলং নাম জপাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যাতে
 দিবা নিশি চ সঙ্ক্যায়াং সর্বকালেষু সংস্মরেৎ
 অহর্নিশং স্মরণম্ কৃৎসং পশ্চত্তি চক্ষুবা ॥ ৭
 অশুচির্কা শুচির্কাপি সর্বকালেষু সর্বদা ।
 নামসংস্মরণাদেব সংসারামুচ্যাতে ক্ৰমাৎ ॥ ৮
 নানাপরোধযুক্তস্ত নামাপি চ হরতাঘম্ ॥ ৯
 বজ্রব্রততপোদানং সাংসং নৈব কলৌ যুগে ।
 গন্ধান্নানং হর্যের্নাম নিরপায়মিদং দ্বয়ম্ ॥ ১০
 হত্যাযুতং পাপসহস্রমুত্রং
 গুর্ধ্বকনাকোটিনিষেবণকং ।
 স্তেয়াশ্রথাভানি হরেঃ প্রিয়েণ
 গোবিন্দনাম্না ন চ সন্তি ভদ্রে ॥ ১১
 অপবিজ্ঞঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থায় গতোহপি বা
 ধঃ স্মরেৎপুণ্ডরীকাকং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ
 নামসংস্মরণাদেব তথা তৎপাদচিন্তনাং ॥ ১৩

থাকে। জয়শব্দ বা শ্রীশব্দপূর্বক মঙ্গলময়
 কৃষ্ণনাম তদীয় নাম অথবা মদীয় নাম জপে
 মানব, নিশ্চয় অখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়।
 কি দিবা, কি রাত্রি, কি সঙ্ক্যা, সকল সম-
 য়েই নাম স্মরণ করা কর্তব্য; অহর্নিশ নাম
 স্মরণে স্বেচ্ছক কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া থাকে।
 মানব শুচিই হউক, বা অশুচিই হউক,
 সর্বাবস্থায় নাম স্মরণেতেই অবিলম্বে সংসার
 হইতে মুক্তি লাভ করে। ১-৮ হরি-
 নাম স্মরণে নানাপরোধযুক্ত মানবেরও
 সমুদয় পাতক নষ্ট হয়। কলিযুগে যজ্ঞ,
 ব্রত, তপঃ বা দান, কিছুই সম্পূর্ণ অল্পসম-
 ধিত হয় না, কেবল গন্ধান্নান ও হরিনাম
 এই উভয়ই নিরীক্সে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।
 হে তত্ত্ব! হত্যাভ্রনিত-পাপসমধিত সস্ত্র
 উগ্র পাতক, কোটি কোটি গুর্ধ্বকনা-গমন-
 জস্ত পাপনিচয়, এবং সুবর্ণ-চৌধ্যনিবন্ধন
 পাপরাশি ও অস্ত্রাশ্র : পাপসকলও হরির
 প্রিয় গোবিন্দ নামে বিলুপ্ত হইয়া যায়।
 অপবিজ্ঞ বা পবিজ্ঞ যে কোন অবস্থাপন্ন
 হইয়া যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাককে স্মরণ করে,
 সে, কি বাহ্য কি অভ্যন্তর, উভয়াথাই শুচি

মোবর্গাং রাজতীং বাপি তথা পৈশ্চীঃ
 স্রজাক্রিতম্ ।
 পাদয়োশ্চিহ্নিতাং কৃৎস্না পূজাক্ষেব সমারভেৎ
 দক্ষিণস্ত পদাস্থমূলে চক্রং বিভর্তি ধঃ ।
 তত্র নম্রজনস্তাপি সংসারচ্ছেদনায় চ ॥ ১৫
 মধ্যমাঙ্গুলিমূলে তু ধতে কমলমূচ্যতঃ ।
 ধ্যাভুশ্চিত্তবিরেক্ষাণং লোভনায়ান্তিশোভনম্
 পদ্মস্তাথো ধ্বজং ধতে সর্দানর্থজয়ধ্বজম্ ।
 কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপৌঘভেদনম্ ॥ ১৭
 পার্শ্বমধ্যেহঙ্কুশং ভক্ত চিন্তে ভদমকারণম্ ।
 ভোগসম্পন্নয়ং ধতে যবমস্তুপর্কপি ॥ ১৮
 মূলে গদাঞ্চ পাপাদিত্তেদনং সর্কদেহিনাম্ ।
 সর্কবিদ্যাপ্রকাশায় ধতে স ভগবানজঃ ॥ ১৯
 পদ্মাদীশ্তাপি চিহ্নানি তত্র দক্ষেপ যৎপুনঃ ।
 বামপাদে বসেৎ সৌহয়ং বিভর্তি করুণানিধিঃ

হইয়া থাকে। কলে ভগবানের নাম স্মরণ
 এবং তদীয় চিন্তায় সকলে সর্কদা পবিত্র
 হয়। তদীয় চরণযুগলচিহ্নিত স্বর্ণময়ী বা
 রজতময়ী কিংবা পিষ্টময়ী মালায়ুক্ত নিশ্চান-
 পূর্বক তত্পরি তাঁহার পূজা করা কর্তব্য।
 যে ভগবান, স্বীয় চরণতলাবনত ভক্তজন-
 গণের সংসারবন্ধন ছেদন করিবার জন্তই
 যেন দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র-চিহ্ন
 ধারণ করিতেছেন। যে দেব অচ্যুত, নিজ
 চরণচিন্তক ভক্তবৃন্দের চিন্তরূপ ভ্রমরাবলীর
 প্রলোভনার্থই যেন মধ্যাঙ্গুলিমূলে অতি
 সুশোভন কমলচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।
 ২-১৬। যিনি, উক্ত কমলচিহ্নের অধোদেশে
 অখিলঅনর্থজয়ের ধ্বজস্বরূপ ধ্বজচিহ্ন এবং
 কনিষ্ঠামূলে ভক্তগণের পাপপুঞ্জবিদারক
 বজ্রচিহ্ন বহন করিতেছেন; যে অজ
 ভগবান হরি, পার্শ্বমধ্যে ভক্তগণের মনোরূপ
 মাতঙ্গের দমনকর অঙ্কুশচিহ্ন, অঙ্গুষ্ঠপর্কে
 ভোগসম্পন্নয় যবচিহ্ন ও মূলদেশে সমুদয়
 দেহিগণের সর্কবিদ্যাপ্রকাশার্থ পাপাদি-
 ভেদিনী গদা ধারণ করিতেছেন। সেই
 করুণানিধি ভগবান, দক্ষিণপাদে পদ্মাদি যে

তদ্বদগোবিন্দমাহাত্ম্যানন্দরসসুন্দরম্ ।
 শৃণায়াৎ কৌর্ভয়েন্নিত্যং স নিধুক্তো ন সংশয়ঃ
 মাসকৃত্যং প্রবক্ষ্যামি বিকোঃ শ্রীতিকরং পুনঃ
 জ্যৈষ্ঠে তু নাপনং কুর্ধ্যাচ্ছাবিকোৰ্ষভ্রতঃ শুচিঃ
 দৈনন্দিনস্ত ছরিতং পক্ষমাসর্জুবর্ষজম্ ॥ ২০
 ব্রহ্মহত্যাশ্রমশ্রাণি জ্ঞাতাজ্ঞাতকৃতানি চ ।
 স্বর্ণস্তেয়ং সুরাপান-শুকৃতশ্লাঘুতানি চ ॥ ২৪
 কোটিকোটিসহস্রাণি ছ্যাপপাপানি যানি চ ।
 সর্বাণ্যপি প্রণশ্চান্তি পোণ্যমাস্তান্ত বাসরে ॥ ২৫
 আসিঞ্জেদচ্যুতং মুর্ধ্নি তদা তৎকলশৌদকম্ ।
 পুরুষস্বক্লেম মজ্জেন পাবমানীভিরেব চ ॥ ২৬
 নারিকেলোদকেনাত তথা তালফলাস্থনা ।
 রত্নোদকেন গন্ধেন তথা পুষ্পোদকেন চ ॥ ২৭
 পক্ষোপচ্যায়রারাব্য যথাবিভববিস্তরৈঃ ।
 ঘং ঘণ্টায়ে নম ইতি ঘণ্ট বাদ্যং নিবেদয়েৎ ॥

পতিতঞ্চ মহাধ্বান স্তস্তপাতকসঞ্চয়ে ।
 পাহি মাং পাপিনং ঘোরং সংসারার্ণবপাতিনম্
 য এবং কুরুতে বিঘ্নান ব্রহ্মক্ষণঃ শ্রোত্রিয়ঃ শুচিঃ
 সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
 আষাঢ়শুক্রেকাদশ্যাং কুর্ধ্যাৎ স্বাপমহোৎসবম্
 আষাঢ়ে চ ব্রথং কুর্ধ্যাচ্ছাবণে শ্রবণবিধিঃ ॥ ৩১
 ভাদ্রে চ জন্মদিবস উপবাসপরে ভবেৎ ।
 প্রমুগুস্ত পরীবর্জমাশিনে মাসি কারয়েৎ ॥ ৩২
 উখানং শ্রীহরেঃ কুর্ধ্যাদস্তথা বিষ্ণুদ্রোহকৃৎ ।
 শুভে চৈবাশ্বিনে মাসি মহামায়াঞ্চ পূজয়েৎ ॥
 সৌধীং রাজতীং বাপি বিষ্ণুরূপাং বলিং বিনা
 হিংসাধেযৌ ন কর্তব্যৌ ধর্ম্মাচ্ছা বিষ্ণুপূজকঃ ॥
 কার্তিকে পুণ্যমাসে চ কামতঃ পুণ্যমাচরেৎ ।
 দামোদরায় দৌপঞ্চ প্রাণশুস্থানে প্রদাপয়েৎ ॥

সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছেন, তাঁহার বাম
 পাদেও সেই সকল চিহ্ন অবস্থিত । এজন্য
 যে ব্যক্তি প্রতিদিন আনন্দরসপূর্ণ পরম
 সুন্দর গোবিন্দমাহাত্ম্য শ্রবণ বা কৌর্ভন করে,
 সে নিঃসন্দেহ বিমুক্ত হইয়া থাকে । এক্ষণে
 পুনরায়, বিষ্ণুর প্রৌতিকর প্রতিমাসীয়
 কর্তব্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
 জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে পবিত্রভাবে যত্ন-
 সহকারে বিষ্ণুর স্নানোৎসব করিবে; তাহা
 হইলে কি দৈনন্দিন এবং কি পক্ষ, মাস,
 ঋতু বা বর্ষজাত ছরিত এবং জ্ঞানাজ্ঞানকৃত
 সংশ্র সংশ্র ব্রহ্মহত্যা, স্বর্ণস্তেয়, অযুতায়ুত
 সুরাপান ও গুরুপত্নীগমন, অপিচ কোটি-
 কোটি-সংখ্যে যে সকল উপপাতক, তৎসমস্তই
 বিনষ্ট হইয়া যায় । ১৭—২৫ । স্নানকালে
 পুরুষস্বক্লে ও পাবমানী মন্ত্র পাঠ করত
 ভগবান্ অচূড়িতের মস্তকে তৎতৎকলসোদক-
 সেচন করিবে । অনন্তর নারিকেলোদক,
 তালফলোদক, রত্নোদক, গন্ধোদক ও
 পুষ্পোদক দ্বারা স্নান করাইবে । তৎপরে
 নিজ বিভবানুযায়িক উপচ্যায় বা পক্ষোপচ্যায়
 দ্বার গণনাকে পূজা করিয়া “ঘং ঘণ্টায়ে

নমঃ” এই মন্ত্রে ঘণ্টার অর্চনাপূর্বক ঘণ্টা-
 বাদন করিবে । অনন্তর “হে প্রভো!
 আমি মহাপাপসঙ্কুল সংসারসাগরে পতিত
 হইয়াছি, অভএব এই ভবসাগরপতিত ঘোর
 পাপীকে পরিভ্রাণ করুন” এইরূপ প্রার্থনা
 করিবে । যে শ্রোত্রিয় বিঘ্নব্রাহ্মণ পবিত্র
 হইয়া ভগবানের এইরূপ স্নানোৎসব করেন,
 তিনি সর্ষপামুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন
 করিয়া থাকেন । ২৫—৩০ । আষাঢ়মাসের
 শুক্লা একাদশীতে ভগবানের শয়নমহোৎসব,
 পূর্বে দ্বিতীয়তে ব্রথোৎসব ও শ্রাবণমাসে
 শ্রবণবিধি কর্তব্য । ভাদ্রমাসে জন্মোৎসব,
 ঐ দিবসে সকলেরই উপবাসী থাকা উচিত ।
 আশ্বিনমাসে প্রমুগু ভগবান্ শ্রীহরির পার্শ্ব-
 পরিবর্জনোৎসব ও কার্তিকমাসে উখানোৎসব
 করিবে; অস্তথা মানব বিষ্ণুদ্রোহী হয় ।
 উক্ত শুভ আশ্বিনমাসে সুবর্ণময়ী বা রক্ত-
 ময়ী বিষ্ণুরূপা দেবী মহামায়াকেও ছাগাদি
 বলিদান ব্যতীত পূজা করিবে; ঐ সময়ে
 ধর্ম্মাচ্ছা বিষ্ণুপূজকের ঘেঘ-হিংসা পরিভ্র্যাগ
 করা কর্তব্য । ৩১—৩৪ । পুণ্যমাস কার্তিকে
 ইচ্ছানুরূপ কোন না কোন প্রকার পুণ্যাহু-

সপ্তবর্ত্যা প্রমাণেন দীপ: স্মাক্ততুরঙ্গুলঃ ।
 পক্ষান্তে চ প্রকর্তব্যা দীপমালাবলি: শুভা ॥
 মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে যষ্ঠ্যাক্ সিতবস্তুকৈ: ।
 পূজয়েজ্জগদীশক্ ব্রহ্মাণক্ বিশেষত: ॥ ৩৭
 পৌষে পুষ্যাভিষেকক্ বজ্জয়েচ্চন্দনং শ্লথম্
 স:ক্রান্ত্যাং মাঘমাসে চ সাধিবাসিত্তত্ গুমান্ ।
 নৈবেদ্যং বিকবে দদ্যাাদিমং মন্ত্রদ্বীপয়েৎ ॥*
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্তজ্যা দেবদেবপুংস্বিতান
 অত্যাৰ্চ্য ভগবন্তজ্ঞান বিজাংশ্চ ভগবন্ধিয়া
 একস্মিন্ ভোজিতে তক্তে কোটির্ভবতি

ভোজিতা ।

বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্বজ্জবম্
 পক্ষম্যাং শুক্লপক্ষে তু স্নাপহিতা চ কেশবম্ ।
 পূজয়িষ্য বিধানেন চূতপল্লবসংযুতৈ: ।

ঠান করা সকলেরই কর্তব্য এবং
 দামোদরের প্রীত্যর্থে উচ্চ স্থানে দীপ
 দান করা বিধেয় । উক্ত দীপ সপ্ত-
 সংখ্যক বর্ষিতে প্রজলিত ও চতু-
 রঙ্গুলপরিমিত হইবে এবং অমাবস্মাতে
 মনোহর দীপমালা প্রজালিত করিবে । অগ্র-
 হায়মাসে শুক্লপক্ষে বধী তিথিতে শুক্লবর্ণ
 বস্ত্রসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে জগদীশ্বর হরি ও
 ব্রহ্মাকে পূজা করিবে । পৌষমাসে পুষ্যা-
 ভিবেক কর্তব্য । কিন্তু উহাতে তরলচন্দন
 ব্যবহার করিবে না । মার্গশীর্ষক্রান্তিতে
 ভগবান বিষ্ণুকে সাধিবাসিত তত্তুল নৈবেদ্য
 প্রদান করিবে এবং যথোক্ত মন্ত্র পাঠ
 করিবে । ঐ কার্যে ভগবদ্বক্ত ব্রাহ্মণ-
 গণকে দেবদেব হরির সম্মুখে ভগবদ্বুদ্ধিতে
 ভক্তিসহকারে অর্চনাপূর্বক ভোজন করা-
 ইবে । ভগবদ্বক্ত একটিমাত্র ব্রাহ্মণকে
 ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন
 করান হয় এবং ব্রাহ্মণভোজন মাত্র
 কার্যের অদ্বৈকল্য হইলেও নিশ্চয়ই
 সর্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া থাকে । ৩৫—৪০ । অনন্তর

কল্পচূর্ণেশ্চ বিবিধৈর্কাসিতৈ: পটুসাধিতৈ: ॥৪১
 কাননং রমণীয়ক্ প্রদীপ্তদীপদীপিতম্ ।
 ড্রাক্ষেশ্বরভাজদ্বীর-নাগরঙ্গক্ পুগকম্ ॥ ৪২
 নারিকেলক্ ধাত্তৌ চ পনসক্ হরীতকী ।
 অষ্টশ্চশ্চ বৃক্ষখটেশ্চ সর্বর্ভুকুসুমাসিতৈ: ॥ ৪৩
 অষ্টশ্চশ্চ বিবিধৈশ্চৈব কলপুস্পসমষ্টিতৈ: ।
 বিতানৈ: কুসুমোদ্দামৈর্কারিপূর্ণৈর্ঘটৈস্তথা ॥৪৪
 চূতশাখোপশাখাভি: শোভিতং ছত্রচ:মরৈ: ।
 জয় কৃষ্ণেতি সংসৃত্য প্রদক্ষিণপুর:সরম্ ॥৪৫
 বিশেষত: কলিয়ুগে দোলোৎসবে বিধায়তে
 কাঙ্কনে চ চতুর্দশামষ্টমে যামসংক্রমে ।
 অথবা পূর্ণমাসান্ত প্রতিপৎসন্ধিসংক্রমে ।
 পূজয়েষিধিবস্তজ্যা কল্পচূর্ণেশ্চতুর্ভুজৈ: ॥ ৪৭
 সিতরক্তৈর্গৌরপীতৈ: কর্পূরাদিবিমিশ্রিতৈ: ।
 হরিদ্রায়াগযোগোচ্চ রঙ্গরূপৈশ্চনোহরৈ: ।
 অনৈর্কা রঙ্গরূপেশ্চ খ্রীণয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥৪৮

কাল্জন্মমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে ভগবান
 কেশবকে যথাবিধি স্নান করাইয়া চূতপল্লব-
 সংযুক্ত কল্পচূর্ণ এবং সুচূর্ণিত বিবিধ সুব-
 সিত দ্রব্যাদ্বারা বিহিত বিধানে পূজা করিবে ।
 পরে “জয় কৃষ্ণ” বলিয়া ত্রীকৃষ্ণকে স্মরণ
 করিয়া প্রদীপ্তদীপদীপিত, ড্রাক্ষা, ইক্ষু, রক্তা,
 জদ্বীর, নাগরঙ্গ, পুগ, নারিকেল, ধাত্তৌ,
 পনস, হরীতকী ও অষ্টশ্চ সর্ব্বকৃত্তেই
 কুম্মিত বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ এবং কলপুস্প-
 শোভিত অষ্টশ্চ তরুয়াজিতে বিরাজিত,
 বহুসংখ্যক বিতান, পুষ্পমালা, জলপূর্ণ কলস,
 চূত-শাখোপশাখা ও ছত্র-চামরাদি দ্বারা
 সুশোভিত রমণীয় কানন প্রদক্ষিণপুরঃসর
 দোলোৎসব করিবে । কলিয়ুগে উহা বিশে-
 ষত: বিহিত । ঐরূপ, কাল্জন্মমাসের চতু-
 র্দশীর অষ্টম যামে অথবা পৌর্ণমাসীকে
 প্রতিপৎসন্ধিনামক মুহূর্ত্তেও ভক্তিসহকারে
 ভগবানের যথাবিধি পূজা করিবে এবং
 হরিদ্রায়াগযোগে রঙ্গরূপ, কর্পূরাদিবিমিশ্রিত
 শুক্লবর্ণ রক্তবর্ণ প্রভৃতি চতুর্ভুজ কল্পচূর্ণ
 অথবা অষ্টশ্চ রঙ্গদ্রব্য দ্বারা পরমেশ্বরকে

* অত্র শ্লোকের শ্লোকাকৌ বা বিলুপ্ত
 প্রতিভাতি ।

ঐকাদশ্যাং সমারভ্য পঞ্চমাস্তঃ সমর্পয়েৎ ।
 পঞ্চাহানি জাহানি বা দোলোৎসবো বিধীয়তে
 দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলমানং সঙ্কল্পরাঃ ।
 দৃষ্টাপরাধনিচরৈশ্চুক্রান্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০
 নিক্শিপ্য জলপাত্রে চ মাসে মাধবসংক্রমে ।
 সৌবর্ণপাত্রে ত্রোপ্যে বা ভাস্ত্রে বা মৃগয়েৎপি বা
 তোরস্বঃ ষোড়শর্ষয়েদেবঃ শালগ্রামসমুত্তবম্ ।
 প্রতিমাং বা মহাভাগে তস্ত পুণ্যং ন গণ্যতে
 দমনারোপণং কৃৎস্বা শ্রীবিষ্ণো চ সমর্পয়েৎ ।
 বৈশাখে শ্রাবণে ভাদ্রে কর্তব্যং বা তদর্পণম্
 পূর্বে পূর্বে ত্ববাতস্বৈ দমনাদিষু কথ্যম্ ।
 প্রকর্তব্যং বিধানেন তন্তথা নিফলং ভবেৎ ॥
 বৈশাখে চ তৃতীয়ায়াং জলমধ্যে বিশেষতঃ ।
 অথবা মণ্ডলে কুর্ধ্যান্নগুপে বা বৃহস্পনে ॥ ৫৫
 সুগন্ধচন্দনেনাঙ্গং সুপুষ্কং দিনে দিনে ।

যথাপ্রযত্নতঃ কুর্ধ্যাৎ কৃশাদ্ভৈস্তব পুষ্টিদম্ ॥৫৩
 চন্দনাঙ্কুরহীবেয়ং কৃষ্ণং কুকুমরোচনা ।
 জটামাংসী মুরা চৈব বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং বিষ্ণুঃ ॥
 তৈশ্চ গন্ধযুতৈশ্চাপি বিষ্ণোরজানি লেপয়েৎ
 স্বষ্টকং তুলসীকাষ্ঠং কপূরাঙ্কুরযোগতঃ ।
 অথবা কেশটেরঘোজ্যঃ হরিচন্দনমচ্যুতে ॥৫৮
 ষাট্রাকালে তু যে কৃষ্ণং ভক্ত্যা পশুস্তি মানবাঃ
 ন ভেষাং পুনরাবৃন্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥৫৯
 সুগন্ধমিশ্রিতৈস্তোরৈর্দেবদেবঃ গলন্তি যে ।
 অথবা পুষ্পমধ্যে তু ষাপয়েজ্জগদীশ্বরম্ ॥৬০
 বৃন্দাবনং তত্র গতা হ্যাপকৃত্য কলামি চ ।
 বিষ্ণুভক্তেন যোগ্যেন ভোজয়েত্তদশেষতঃ ॥
 নারিকেলকলং বীজং কোশং চৌদ্ভূতাদাপিয়েৎ
 ঘোষ্ঠাকলঞ্চ পনসং কোশমুকুতা দাপিয়েৎ ॥

শ্রীত করিবে। ৪১—৪৮ । উল্লিখিত
 দোলোৎসব, মুখ্যকল্পে একাদশীতে আরম্ভ
 করিয়া পঞ্চমীতে সমাপন করিবে । অথবা
 পঞ্চদিবস বা ত্রিদিবসও বিহিত আছে ।
 মানবগণ একবারমাত্রও ভগবান কৃষ্ণকে
 দক্ষিণাভিমুখে দোলমান দর্শন করিলে অপ-
 রাধনিচয় হইতে যে মুক্ত হয়, তাহাতে আর
 সংশয় নাই । চৈত্রমাসে স্বর্ণত্রোপ্য তাম্র
 বা মৃত্তিকানিশ্চিত জলপূর্ণপাত্রে শালগ্রাম-
 সমুত্তব দেব জনাৰ্দ্দনকে কিংবা তদীয় প্রতি-
 মাকে স্থাপনপূর্বক সেই জলস্থ ভগবানকে
 যে ব্যক্তি অর্চনা করে, হে মহাভাগে!
 তাহার পুণ্যসংখ্যা গণনা করা যায় না । ঐ
 মাসে দমনতৃণ আরোপণপূর্বক শ্রীবিষ্ণুকে
 অর্পণ করিবে কিংবা বৈশাখ, শ্রাবণ বা ভাদ্র
 ইহার যে কোন মাসেই উহা কর্তব্য । পূর্বে
 পূর্বযুগে ভগবান উক্ত দমনভঞ্জনাদি কাৰ্য্য
 করিয়াছিলেন, এজন্ত যথাবিধানে উহা
 কর্তব্য, অস্তথা সমস্তই নিফল যয় । উক্ত
 বৈশাখমাসীশ তৃতীয়াতে প্রধানতঃ জল-
 মধ্যে অথবা মণ্ডল, মণ্ডপ বা বৃহস্পন-
 মধ্যে উহা কর্তব্য । যাহাতে ভগবানের

কৃশাঙ্গের পুষ্টি হয়, যত্নসহকারে এইরূপ
 ভাবে বৈশাখমাসে প্রতিদিন তদীয়ঙ্গে সুগন্ধ
 চন্দন লেপন করিবে । ৪৯—৫৬ । চন্দন,
 অঙ্কুর, হীবেয়, কৃষ্ণচন্দন, কুকুম, গোয়ো-
 চনা, মুরা ও জটামাংসী এই অষ্টবিধ
 বস্তুকে গণ্ডিতগণ বিষ্ণুর শ্রীতিকর গন্ধদ্রব্য
 বলিয়া থাকেন । এজন্ত সদৃগন্ধযুক্ত ঐ
 সমস্ত দ্রব্যদ্বারা বিষ্ণুর অঙ্গসকল লেপন
 করিবে এবং কপূর ও অঙ্কুরমিশ্রিত ঘৃত,
 তুলসীকাষ্ঠ অথবা কেশরমিশ্রিত হরিচন্দন,
 ভগবান অচ্যুতের অঙ্গলেপন বিষয়ে ব্যব-
 হার করিবে । যে সকল মানব, মহাযাত্রা-
 কালে ভক্তিপূরঃসর শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন
 করে, শত-কোটি কল্পেও তালাদিগের আর
 সংসারে আসিতে হয় না । যাহারা সুগন্ধ-
 দ্রব্যমিশ্রিত জলদ্বারা দেবদেব জগদীশ্বর
 কৃষ্ণকে অভিষিক্ত অথবা পুষ্পমধ্যে স্থাপিত
 করে, স্বয়ং বৃন্দাবন, তাহাদিগের নিকট
 উপস্থিত হইয়া বিবিধ কল উৎপাদন-
 পূর্বক কললাভযোগ্য বিষ্ণুভক্তকে সম্যক-
 প্রকারে ভৎকল ভোজন করাইয়া থাকেন ।
 নারিকেল-কলের বীজকোশ ও পনস-
 কোশ উদ্ধৃত করিয়া ভগবানকে দান

দক্ষা বিমিশ্রিতঃ চারং স্বতেনাপ্লুত্যা দাপয়েৎ ।
পা চতঃ পিষ্টকং পূপমষ্টাদশস্বতেন চ ॥ ৩৩
ভিলৈশ্চ তিলসাম্বন্ধৈঃ কলঃ পকং প্রদাপয়েৎ ।
যদযদেবান্ধনঃ খ্রীতং তন্তুদীশায় দাপয়েৎ ॥
দক্ষা নৈবেদ্যবস্তাদি নাদদৌত কথঞ্চন ।

ভ্যক্তঞ্চ বিষ্ণুমুদ্ভিঞ্জ তন্তুভ্যক্তো বিশেষতঃ
ইতি তে বখিতং ক্বিঞ্চিৎ সমাসেন মহেশ্বরি ।

গোপব্যাক্ষ প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্জতি ॥৩৬

শ্রীকৃষ্ণরূপগুণবর্ণনশাস্ত্রবর্ণ-
বোধাদিকার ইহ চেদলমস্তপাঠেঃ ।

তং প্রেমভাবরসভক্তিবিলাসনাম-

হারেযু চেৎখলু মনঃ কিমু কামিনীভিঃ ॥ ৩৭

তং চেতসা প্রভক্তভাঃ ব্রজবালকেন্দ্র
বৃন্দাবনং ক্বিত্তলং যমুনাজলঞ্চ ।

করিতে এবং ঘেটোফল, স্বপ্ৰাপিত দাঁধ
মিশ্রিত পকান্ন, অষ্টাদশ স্বতপাচিত তিল-
মিশ্রিত বিবিধ পিষ্টক ও পকফল, ইতি চ
যে যে বস্তু আপনার খ্রীতিকর, তৎ-
সমুদয়ও জগদীশ্বরকে অর্পণ করা কর্তব্য ।
ভগবানকে নৈবেদ্য ও বস্ত্রাদি দান বরিয়া
কোন প্রকারেই স্বয়ং গ্রহণ করিতে না ।
বিষ্ণু-উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তৎ-
সমস্ত বিষ্ণুভক্তগণকে সাদরে অর্পণ বরা
বিধেয় । হে মহেশ্বরি ! এই আমি তোমায়
সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণমাহাত্ম্য কহিলাম ।
পার্কতি ! ইহা স্বীয় যোনিবৎ প্রযত্ন সহকারে
গোপন করিবে । অতএব যে সকল শাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ বর্ণিত আছে, এক্রূপ
শাস্ত্রনিচয়ে যদি জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে
এই মহীতলে আর অন্য শাস্ত্রপাঠের
প্রয়োজন কি ? আর তদীয় প্রেম, ভাব,
রস, ভক্তি, বিলাস ও নাম সঙ্কীর্ণনে
যদি চিত্ত আসক্ত থাকে, তাহা হইলে
কামিনীগণেরই বা আবশ্যিক কি আছে ?
যাহারা সেই ব্রজবালকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে
অন্তরের সহিত ভজনা করে, যাহারা
বৃন্দাবনভূমিতে বাস ও যমুনাজল পান

তলোকনাথপদপঙ্কজধূলিমিশ্রে

লিপ্তং বপুঃ কিল বৃথুগুরুচন্দনাদৈঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীপদ্মে পাतालখণ্ডে বৃন্দাবনমাহাত্ম্যে
একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥৪২॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

স্বত জীব চরং সাধো শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতম্ ।

ত্বয়া প্রকাশিতং সর্বং ভক্তানাং ভবভারণম্ ।

শ্রীকৃষ্ণলীলাং নিখিলং ক্রুহি দৈনন্দিনীঃ বিভো

যদাকর্ণিতয়া সাধো কৃষ্ণে ভক্তিবিবন্ধিতে ॥২

গুরোঃ শিষ্যস্ত মন্ত্রস্ত বিধানং লক্ষণং পৃথক্

বশাস্ত্রাকং মহাভাগ ত্বং হি নঃ পরমঃ সুহৃৎ ॥

স্বত উবাচ ।

একদা যমুনাভীরে সমাসীনঃ জগদগুরুম্ ।

নারদঃ প্রাণিপত্যাহ দেবদেবং সদাশিবম্ ॥৪

করে এবং যাহারা সেই লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের
চরণারবিন্দ-ধূলিমিশ্রিত বৃন্দাবনমুক্তিকায় অঙ্গ
লেপন করে, তাহাদিগের আর অনুরক্তচন্দনা-
দির প্রয়োজন হয় না ॥ ৩৭-৩৮ ॥

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সাধো স্বত !

তুমি যখন ভক্তগণের ভবভারণ সমুদয়
শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত প্রকাশ করিলে, তখন
প্রার্থনা কর,—তুমি চিরজীবী হও । হে
জ্ঞানবৈভবশালিন সাধো ! যাহা স্বরণে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বিবন্ধিত হয়, এক্ষণে
সেই নিখিল দৈনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণলীলার বিষয়
বল । হে মহাভাগ ! অথবা আমাদিগের
নিকট গুরু, শিষ্য ও মন্ত্রের পৃথক্ পৃথক্
বিষয় বল, কারণ, তুমি আমাদিগের পরম
সুহৃৎ । ঋষিগণের এতদ্বাক্য শ্রবণে স্বত
কহিলেন,—একদা নারদ যমুনাভীরে সমা-

নারদ উবাচ ।

দেবদেব মহাদেব সৰ্বজ্ঞ জগদীশ্বর ।
 ভগবদ্ধৰ্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণমহাবিদ্যাং বর । ৫
 কৃষ্ণমহা ময়া লঙ্কাস্তোত্রে যে চ পিতৃঃ পরে ।
 তে সৰ্ব্বৈ সাধিতা বজ্রায়াজ্ঞাজাদয়ো ময়া । ৬
 বহুবর্ষসহস্রৈস্ত শাকমূলকলাশিনা ।
 শুকপার্শ্ববায়ুদ্দি-ভোজিনা চ নিরাশিনা । ৭
 জীবাং সন্দর্শনামাপবর্জিনা কুমিশারিনা ।
 কামাদিশড়ুণং জিহ্বা বাহোস্ত্রিয়ঃ নিয়ম্য চ ।
 এবং কৃত্তেহপি নৈবাত্মা সন্তোষ্টো মম শকর ।
 তদুক্রিহ যৎ প্রসিধ্যোক্ত সংস্কারদৈর্ঘ্যিনা প্রভে
 সক্রুচ্ছারণাশ্রুণাং দদাতি ফলমুত্তমম্ ।
 যদি যোগ্যোহস্মি দেবেশ তদা মে কৃপয়া বদ
 শিব উবাচ ।
 সাধু পুত্রং মহাভাগ ত্বয়া লোকহিতৈষিণা ।

সৌম জগদ্গুরু সদাশিবকে প্রণিপাতপূর্বক
 কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব । হে
 জগদীশ্বর । আপনি সৰ্বজ্ঞ, কৃষ্ণমহাবিদ-
 গণের অগ্রগণ্য এবং ভগবদ্ধৰ্ম্মতত্ত্ববিষয়ে
 অভিজ্ঞ, আমি আপনার নিকট এবং গিতা
 কমলযোনির নিকট যে সমস্ত কৃষ্ণমহা
 লাভ করিয়াছি, মন্ত্রায়াজাদি তৎসমুদয়
 মন্ত্রই যত্নপূর্বক আমি সাধন করিয়াছি ।
 বহুসহস্র বর্ষ, কামাদি ষড়রিপু পরাজয় ও
 বাহোস্ত্রিয় নিরোধপূর্বক কখন শাক, মূল ও
 ফলাহারী, কখন শুক পর্ণ বা বায়ুদিভোজী
 ও কখন নিরাহারী হইয়া রমণীগণের সহিত
 আলাপ, এমন কি তাহাদিগের দর্শন পর্য্যন্ত
 পরিত্যাগ করিয়া ভূতল-শয়নে অতিবাহিত
 করিয়াছি । হে শকর ! এইরূপ করিয়াও কিন্তু
 আমার অন্তরাত্মা সন্তোষ্ট হয় নাই, অতএব
 হে প্রভো ! বিনা সংস্কারাদিতেও যাহা সিদ্ধ
হইতে পারে, ঐরূপ মন্ত্রের বিষয় বলুন । হে
 দেবেশ ! যদি আমি তৎশ্রবণে যোগ্য হই,
 তবে একবার মাত্র উচ্চারণই যাহা মানব-
 গণকে অদ্ব্যুত্তম ফল প্রদান করিয়া থাকে,
 কৃপা করিয়া আমার তাহা শ্রবণ বলুন । এতৎ-

সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি মন্ত্রচিন্তামণিঃ তব ॥১১
 রহস্তানাং রহস্তং যদুগ্ৰহানাং গুহ্যমুত্তমম্ ।
 ন ময়া কথিতং দেবৈব নাগ্রেজভ্যঃ পুরা তব ।
 বক্ষ্যামি যুগলং তৃত্যং কৃষ্ণমন্ত্রমুত্তমম্ ।
 মন্ত্রচিন্তামণির্নাম যুগলং ত্বয়মেব চ ॥ ১০
 পর্য্যায়ান্ত মন্ত্রস্ত তথা পঞ্চপদীতি চ ।
 গোপীজনপদং ব্রহ্মভাভ্যাস্ত চরণানিতি ॥১৪
 শয়নং প্রপদ্যে চেত্যেয পঞ্চপদান্তকঃ ।
 মন্ত্রচিন্তামণিঃ প্রোক্তঃ ষোড়শার্ণো মহামন্ত্রঃ ॥১৫
 নমো গোপীজনেতৃত্যুকা ব্রহ্মভাভ্যাস্ত বদেত্ততঃ
 পদদ্বয়ান্তকো মন্ত্রো দশার্ণঃ খলু কথ্যতে ॥১৬
 এতাং পঞ্চপদীঃ জপ্ত্বা ব্রহ্মদ্বয়ান্তকয়া সত্বং ।
 কৃষ্ণপ্রিয়গাং সান্নিধ্যং গচ্ছন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ।
 ন পুরশ্চরণশ্রেষ্ঠানাস্য স্তাসবিধিক্রমঃ ।
 ন দেশকালনিয়মো নারিয়মিত্রাদিশোধনম্ ॥১৮

শ্রবণে মহাদেব বলিলেন,—মহাভাগ ! তুমি
 যখন লোকহিতৈষী হইয়া উৎকৃষ্ট বিষয়
 জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন অতি গোপনীয়
 হইলেও আমি তোমায় সেই মন্ত্রচিন্তামণির
 বিষয় বলিতেছি । যাহা সমুদয় রহস্তের
 মধ্যেও রহস্ত এবং নিখিল গুহ্য বস্তুর মধ্যেও
 গুহ্যতম, যাহা পূর্বে আমি তোমার অগ্রজ
 সনকাদিকে এমন কি দেবীকেও বলি নাই,
 তোমাকে আমি মন্ত্রচিন্তামণিনামক সেই
 অদ্ব্যুত্তম কৃষ্ণমন্ত্রযুগল বলিতেছি । ১—১০ ।
 এই মন্ত্রদ্বয়ের প্রথম মন্ত্রের ক্রমিক পঞ্চপদ,—
 প্রথমপদ ‘গোপীজন’ দ্বিতীয় ‘ব্রহ্ম’ তৃতীয়
 ‘চরণান্’ চতুর্থ ‘শয়নং’ ও পঞ্চম ‘প্রপদ্যে’
 এই পঞ্চপদান্তক ষোড়শাক্ষর মহামন্ত্র এবং
 প্রথমপদ ‘নমঃ’ ও দ্বিতীয়পদ ‘গোপীজন-
 ব্রহ্মভাভ্যাস্ত’ এই পদদ্বয়ান্তক দশাক্ষর মন্ত্র
 মন্ত্রচিন্তামণি নামে কথিত হয় । শ্রদ্ধাপূর্বকই
 হউক, আর অশ্রদ্ধাপূর্বকই হউক, মানব
 একবার যাত্র উক্ত পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করিলে
 নিঃসংশয় কৃষ্ণপ্রিয়গণের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় ।
 এই মন্ত্রে পুরশ্চরণ, স্তাসবিধি, দেশ-কাল-
 নিয়ম ও অরিমিত্রাদি শোধন, কিছুই

সর্বেষুধিকারিণশ্চাভ্য চাণ্ডালান্তা মুনীশ্বর ।
 দ্বিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাপি জড়মুকাঙ্কপদ্মবঃ ॥ ১৯
 অস্ত্রে হুণাঃ কিরাভাশ্চ পুলিন্দাঃ পুঙ্কলাভুখা
 আভৌয়া যবনাঃ কঙ্কঃ খশাদ্যাঃ পাপযোনয়ঃ
 দম্বাহঙ্কারপরমাঃ পাপাঃ পৈশুন্ততৎপরঃ ।
 গোব্রাহ্মণাদিহস্তায়ো মহোপপাতকাবিভাঃ ॥ ২০
 জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতাঃ শ্রবণাদিবিকৃত্যৈঃ ।
 এতে চান্ত্রে চ সর্কে স্যুর্শ্বনোরসাদিকারিণঃ
 যদি ভক্তিভবেদেবাং কৃষে সর্কেশ্বরেশ্বরে ।
 তদাধিকারিণঃ লর্কে নান্তথা মুনিসত্তম ॥ ২৩
 যাজ্ঞিকো দাননিরতঃ সর্কতন্ত্রোপসেবকঃ ।
 সত্যবাদী যতীকীপি বেদবেদান্তপারগঃ ॥ ২৪
 ব্রহ্মনিষ্ঠঃ কুলীনো বা তপস্বী ব্রহ্মতৎপরঃ ।
 অধিকারী ন তবেৎ কৃকভক্তিবিবর্জিতঃ ॥
 তস্মাঙ্করাবতক্তায় কৃতয়ান্ ন মানিনে ।
 ন চ অন্ধাবিহীনায় বক্তব্যং নাস্তিকায় চ ॥ ২৬

প্রয়োজন নাই। মুনীশ্বর! কি শূদ্র, কি জড়, কি মূর্খ, কি অন্ধ, কি পঙ্গু, এমন কি চণ্ডাল পর্যন্তও এই মন্ত্রে অধিকারী। অধিক কি, দম্ব ও অহঙ্কারপূর্ণ, পৈশুন্ততৎপর, গো-ব্রাহ্মণাদি-হস্তা, জ্ঞানবৈরাগ্য ও শাস্ত্রশ্রবণাদি-রহিত, সত্যতপাপাসক্ত এবং মহোপাতক ও উপপাতকাদিসমযুক্ত, হুণ, কিরাত, পুলিন্দ, পুঙ্কস, আভৌর, যবন, কঙ্ক ও খশাদি যে সকল পাপযোনি ব্যক্তিগণ, তাগরা এবং অস্তান্ত অতি নীচজাতীয় ব্যক্তিগণও এই মন্ত্রের অধিকারী। ১৪—২২। কিন্তু হে মুনিসত্তম! যদি সর্কেশ্বরেণ শ্রীকৃষ্ণে উহা-দিগের ভক্তি থাকে, তবেই সকলে অধিকারী হয়, অন্তথা নহে; ফলে যাজ্ঞিক, দাননিরত, সর্কপ্রকার তন্ত্রসেবক ও সত্যবাদী ব্যক্তি, কিংবা বেদবেদান্তপারগ যতি অথবা ব্রহ্মনিষ্ঠ কুলীন কিংবা ব্রহ্মতৎপর তপস্বীও যদি কৃকভক্তিবিবর্জিত হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্রে অধিকারী হয় না অতএব, যাগর কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি নাই,

নাশুশ্ৰুং প্রতি ক্রয়ান্নাসংবৎসরসেবিনম্ ।
 শ্রীকৃষ্ণেহনন্তক্তায় দম্বলোভবিবর্জিতে ॥ ২৭
 কামক্ৰোধবিমুক্তায় দেয়মেতৎ প্রযত্নতঃ ।
 ঋষিশৈবাহমেবাস্ত গায়ত্রী ছন্দ উচ্যতে ॥ ২৮
 দেবতা বল্লবীকান্তো মন্ত্র স পরিকীৰ্তিতঃ ।
 ঋপ্রিয়ন্ত হরেদ্বীশ্তে বিনিয়োগ উদাহৃতঃ ॥ ২৯
 আচক্রোদৈত্যস্তথা মন্ত্রৈঃ পঞ্চাঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ।
 অথবাপি স্ববীজেন কয়ালস্তাসকৌ চরেৎ ॥ ৩০
 মন্ত্রস্ত প্রথমো বর্ণো বিন্দুনা মুর্দ্ধি কুশিতঃ ।
 গমিত্যেতৎ ভবেদ্বীজং নমঃ শক্তিরিহোদিতা
 অস্তিমার্গেদিশাঙ্গানি তৈরেব চ তথার্চনম্ ।
 গন্ধপুষ্পাদিতিস্তচ্চ জলৈরেবাপ্যসম্ভবে ॥ ৩২
 স্ত্যাসপূর্কং বিধানেন কর্তব্যং হরিতুষ্টিয়ে ।
 অতএবাস্ত মন্ত্রস্ত স্ত্যাসাদ্যন্তে বদন্তি চ ॥ ৩৩

যে ব্যক্তি কৃতয়, হুয়ভিমানী বা অন্ধাবিহীন, তাদৃশ ব্যক্তির নিকট কদাচ উহা ব্যক্ত করা, উচিত নহে। হে ব্যক্তির শ্রবণেচ্ছা নাই এবং যে ব্যক্তি সংবৎসরকাল উহা পাইবার জন্ত সেবা না করে, তাহাকেও বলবে না। যাহার শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তি আছে এবং যে ব্যক্তি, দম্ব, লোভ ও কামক্রোধবিহীন, তাহাকেই সংপ্রভে দান করা বিধেয়। আমিই এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ দেবতা এবং প্রয়াসমযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের দাস্তাই ইহার ত্রৈদেশ্য বলিয়া উক্ত আছে। আচক্রোদি মন্ত্রান্চয় দ্বারা পঞ্চাঙ্গ-স্ত্যাস কিংবা স্ববীজ দ্বারা কয়ালস্ত্যাস করিবে। মন্ত্রের প্রথম বর্ণ গ.কারের মন্তকে বিন্দু যোগ করিলে "গম্" ইত্যাকার উক্ত মন্ত্রের বীজ এবং "নমঃ" ইহার শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। অন্তিম মন্ত্রাঙ্কর-নিচয় দ্বারা শাস্ত্র-স্ত্যাস করিবে এবং তদ্বারাই গন্ধপুষ্পাদি দানে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করা কর্তব্য, অথবা গন্ধাদির অসম্ভাব হইলে কেবল জল দ্বারাও করিতে পারে। ২৬—৩২। তপবান্ হরির সমধিক তুষ্টির নিমিত্ত স্ত্যাসাদিপূর্কক বিহিত বিধানে পূজা করা কর্তব্য। এই

সকৃৎক্ষারগাঠৈব কৃতকৃত্যত্বদাযিনিঃ ।
 তথাপি দশধা নিত্যং জপাদির্থাৎ প্রবিশ্বসেৎ ॥
 অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রশাস্ত্র দ্বিজোক্তম্ ॥
 পীতাম্বরং বনশ্যামং দ্বিত্বজং বনমালিনম্ ॥ ৩৫
 বহিবর্কৃতাশীড়ং শশিকোটিনিভাননম্ ।
 সূর্ণায়মাননয়নং কর্ণিকারাবতংসিনম্ ॥ ৩৬
 অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুমবিন্দুনা ।
 রচিতং তিলকং ভালে বিজতং মণ্ডলাকৃতিম্
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজতম্
 বর্ষ্মীমুকর্ণিকারাজদর্পণাভকপোলকম্ ॥ ৩৮
 প্রিয়ারস্তস্তনয়নং লীলায়া চৌরতজুবম্ ।
 অগ্রেভাগস্তমুক্তা-বিস্কুরংপ্রোচ্চনাসিকম্ ॥
 দশনজ্যোৎস্নয়, রাজং-পকবিশ্বকলাধরম্ ॥

জন্মই অস্তান্ত মনোবিগণও উক্ত মন্ত্রের
 স্মারাদির বিষয় বলিয়াছেন। যদিও উক্ত
 মন্ত্রাকরসকল একবার মাত্র উচ্চারণেই কৃত-
 কৃত্যস্তা প্রদান করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু
 তথাপি ভগবানের স্মিত্যার্থে জপাদিনিমিত্ত
 দশবার উচ্চারণে দশধা স্তাস করা কর্তব্য।
 হে দ্বিজোক্তম্। অতঃপর উক্ত মন্ত্রের
 ধ্যানের বিষয় বলিতেছি,—উহার দেবতা
 যে জীকৃষ্ণ, তিনি পীতাম্বর-পরিধারী,
 দ্বিত্বজ ও বনমালাবভূষিত, তাঁহার বর্ণ
 নবজলধরের স্তায় স্ত্যামল, মস্তক ময়ূর-
 পুচ্ছে সুশোভিত, মুখমণ্ডল কোটি-কোটি
 চন্দ্রবৎ মনোহর, নয়নযুগল সূর্ণমান এবং
 শিরোকূষণ কর্ণিকারকুসুম-নির্মিত। তিনি
 ললাটতটে যে মণ্ডলাকৃতি তিলক ধারণ
 করিয়াছেন, উহা চতুর্দিকে চন্দন
 মধ্যস্থলে কুঙ্কুমবিন্দু দ্বারা রচিত। তদীয়
 দেহকাস্তি, নবোদিত দিবাকরের স্তায় স্নিগ্ধ-
 জ্যোতির্ময়, কর্ণধর কুণ্ডলযুগলে বিরাজত
 এবং দর্পণোপম কপোলতল স্বেদকণায়
 সুশোভিত। তিনি প্রিয়ার মুখমণ্ডলে নয়ন-
 যুগল বিশস্ত ও লীলাবশে ক্রয়ুগল উন্নত
 করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার উন্নত নাসি-
 কার অগ্রেভাগে মুক্তা লোহন্যমান হওয়ার

কেয়ুরাঙ্গদসদ্রু-মুদ্রিকাভির্লসৎকরম্ ॥ ৪০
 বিভ্রতঃ সুরলীঃ বামে পাণৌ পদ্মং তথৈব চ
 কাকীদামক্ষুরমধ্যং নুপুরাভ্যাং লসৎপদম্ ॥
 রত্নিকেলিরসাবেশ-চপলং চপলেক্ষণম্ ।
 হসন্তঃ প্রিয়য়া সার্কং হাসসম্বন্ধং তাং বৃহঃ ॥ ৪২
 ইখং কল্পতরোর্মুলে রত্নসিংহাসনোপরি ।
 বৃন্দারণৌ স্মরেৎ কৃষ্ণং সংস্বিতং প্রিয়য়া সহ
 বামপার্শ্বে স্থিতাং তস্ত রাধিকাক্ষ স্মরেত্ততঃ ।
 নীলচোলকসংবীতাং তপ্তহেমসমপ্রভাম্ ॥ ৪৪
 পটাকুলেনাবৃত্তাং স্মরেৎসরানপঞ্চজাম্ ।
 কান্তবক্রে স্তস্তনেত্র্যাং চকোরীব চলেক্ষণাম্ ॥
 অকৃষ্টতর্জনীভ্যাঞ্চ নিজপ্রিয়মুখায়ুজে ।
 অপরিপ্তাং পুগকলীং পর্ণচূর্ণসমধিতাম্ ॥ ৪৬
 মুক্তাহারক্ষুরচাক্র-পীনোরতপয়োধরাম্ ॥

অপূর্ক শোভা হইয়াছে। তদীয় পর্কবিশ্ব-
 ফলতুল্য অধরদেশ, দশনপ্রভায় উদ্ভাসিত,
 এবং কেয়ুর ও অঙ্গদের মনোহর রত্ন মুদ্রি-
 কায় করযুগল শোভমান হইতেছে। তাঁহার
 বামহস্তে সুরলী ও পদ্ম, কটিতটে চন্দ্রহার,
 এবং চরণযুগল মনোহর নুপুরে শোভা পাই-
 তেছে। ৩৫—৪১। তাঁহার নয়নযুগল
 ঞ্জল; লীলারসের আবেশে তাঁহার
 মনও ঞ্জল। তিনি প্রিয়ার সহিত হাসিতে-
 ছেন, প্রিয়াকে বারংবার হাসাইতেছেন।
 তিনি বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের মূলদেশে রত্ন-
 সিংহাসনোপরি প্রিয়ার সহিত এইরূপে অব-
 স্থান করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে।
 আরও ভাবিবে,—তাঁহার বামভাগে রাধিকা
 বিরাজমানা রহিয়াছেন, তাঁহার পরিধান,—
 নীলবসন, উত্তর স্বর্ণের স্তায় তাঁহার দেহ-
 প্রভা; তাঁহার ঙ্গবৎ হাস্তমুক্ত মুখপদ্ম পটাক-
 লে অর্ধাবৃত। তিনি ঞ্জল নেত্রযুগল
 স্বামীর মুখচন্দ্রে বিশস্ত করিয়া চকোরীর
 স্তায় নয়ন দ্বারা তদীয় সুখা পান করিতেছেন
 এবং অকৃষ্ট ও তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা প্রিয়-
 তমের মুখপদ্মে তাবুল প্রদান করিতেছেন।
 তাঁহার পীনোরত পয়োধর মুক্তাহারে শোভা

কৌণমধ্যাং পৃথুশ্চৌণীঃ কিঙ্কণীজালমণ্ডিতাম্ ।
 রত্নতাটককেয়ুর-মুদ্রাবলয়ধারিণীম্ ।
 লসৎকটকমঞ্জোর-রত্নপাদাস্নায়কাম্ । ৪৮
 লাবণ্যসারমুগ্ধাকীঃ সর্ধাবয়বসুন্দরীম্ ।
 আনন্দরসসম্ভাঃ প্রসন্নঃ নবযৌবনাম্ । ৪৯
 সখ্যচ্চ তস্তা বিশ্রেস্ত তৎসমানবয়োগুণাঃ ।
 তৎসেবনপরা ভাব্যাশ্চামরব্যঞ্জনাদিভিঃ ।
 অথ তুভ্যাং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রার্থং শৃণু নারদ ।
 বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্ত ঋংশৈর্মায়াদিশক্তিভিঃ ।
 অন্তরঙ্গৈশ্চৈবা নিত্যং বিভূতৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ
 গোপনাভূচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা ।
 দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।
 সর্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাংলাদস্বরূপিণী । ৫০
 ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি
 মনীষিভঃ ।

পাইতেছে। কটাটক কৌণ, বিশাল নিতম্ব
 কিঙ্কণীজালে শোভমান। ৪২—৪৭। করে
 রত্নময় তাটক, কেয়ুর, ও বলয়, অঙ্গুলিতে
 অঙ্গুরীয়ক, চরণে মনোহর নূপুর, কটক ও
 পদাস্নুলিতে অঙ্গুরীয়ক শোভা পাইতেছে।
 ঠাঁহার মনোহর অঙ্গ কেবল লাবণ্যময়;
 সেই সর্ধাসুন্দরী নবযৌবনা কৃষ্ণপ্রিয়া
 প্রসন্নভাবে আনন্দরসে বিভোর হইয়া
 রাখিয়াছেন। হে বিশ্রেস্ত! আরও ভাবিতে
 হইবে, ঠাঁহার পার্শ্বদেশে ঠাঁহারই সমান-
 বয়স্কা সমানগুণশালিনী সখীগণ চামরবীজন
 দ্বারা ঠাঁহাদের সেবা করিতেছে। হে
 নারদ! এক্ষণে তোমাকে মন্ত্রার্থ বলিতেছি,
 শ্রবণ কর। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার নিজের
 অংশস্বরূপ এই জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরঙ্গ
 মায়াদিশক্তি এবং জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর
 চিদাদি শক্তিদ্বারা গোপন অর্থাৎ রক্ষা
 করিতেছেন, বলিয়া ঠাঁহার নাম গোপী হই-
 য়াছে এবং তিনি কৃষ্ণময়ী বলিয়া পরম
 দেবতা এই কারণে তিনি সর্ধারাধ্যা; তাই
 ঠাঁহাকে রাধিকা বলা হয়। তিনি সর্ব-
 লক্ষ্মীস্বরূপা এবং কৃষ্ণের আনন্দরূপিণী;

তৎকলাকোটিকোট্যাংশা দুর্গাদ্যাঃ স্তম্ভপাশ্রিকা
 সা তু সাক্ষাৎমহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণা নারায়ণঃ প্রভূঃ ।
 নৈতরোক্ষিণ্যতে তেন্দেঃ স্বল্পোহপি মুনিসত্তম ।
 ইয়ং দুর্গা হরী ক্রুদঃ কৃষ্ণঃ শক্ ইয়ং শচী ।
 সাবিত্রীয়ং হরিব্রহ্মা ধুমোর্ণাসৌ যমো হরিঃ ।
 বহুনা কিং মুনিশ্রেষ্ঠ বিনা তাভ্যাং ন কিঞ্চন
 চিদচিলক্ষণং সর্ধং রাখাকৃষ্ণময়ঃ জগৎ । ৫৭
 ইত্থং সর্ধং তয়োরেব বিভূতিং বিদ্ধি নারদ ।
 ন শক্যতে ময়া বক্তুং বর্ধকোটিশর্তৈরপি ।
 ত্রৈলোক্যে পৃথিবী মাস্তা জম্ব্ব্বীপং ততো
 বরম্ ।
 তত্রাপি ভারতং বর্ধং তত্রাপি মথুরাপুরী । ৫৯
 তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপীকদম্বকম্ ।
 তত্র রাখাসখীবর্গস্তত্রাপি রাধিকা বরা । ৬০

হে বিপ্র! সেই কারণেই মনীষিগণ ঠাঁহাকে
 হ্লাদিনী বলিয়া থাকেন। ত্রিগুণময়ী দুর্গা
 প্রভৃতি শক্তিগণ ঠাঁহারই কোটিকলার
 কোটি-অংশের এক অংশ। তিনি কিঙ্ক,
 —সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী, আর কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ
 প্রভু নারায়ণ। হে মুনিসত্তম! ইহাঁদের
 অনুমাত্র প্রভেদ নাই। ৪৮—৫৫। রাধিকা
 —দুর্গা, কৃষ্ণ—ক্রুদ; রাধিকা,—শচী, কৃষ্ণ,
 —ইন্দ্র; রাধিকা,—সাবিত্রী; কৃষ্ণ—ব্রহ্মা,
 রাধিকা,—ধুমোর্ণা, কৃষ্ণ,—যম। হে মুনি-
 বর! অধিক কি বলিব? ঠাঁহারাই,—
 সব; সেই রাখাকৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কিছুই
 নাই। এই জড়চিন্নয় সমস্ত জগৎ—সেই
 রাখাকৃষ্ণময়। হে নারদ! এই প্রকার
 সকল ঐশ্বর্যই ঠাঁহাদের জানিবে। আমি
 ঠাঁহাদের মহিমার বিষয় শতকোটি বর্ষেও
 বর্ণনা করিয়া উঠিতে সমর্থ নয়। ত্রৈলোক্য-
 মধ্যে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ; (কেন না পৃথিবী কর্ষ-
 ভূমি।) পৃথিবীর মধ্যে জম্ব্ব্বীপ শ্রেষ্ঠ, জম্ব্ব্ব-
 দ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, ভারতবর্ষের
 মধ্যে মথুরাপুরী শ্রেষ্ঠ, মথুরাপুরীর মধ্যে
 বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবনের মধ্যে আবার
 গোপীরাই শ্রেষ্ঠ, গোপীদিগের মধ্যে

সার্বভৌমিক্যতস্ত্বা হাধিক্যং স্তাদযথোক্তয়ম্
 পৃথিবীপ্রভৃতীনাঙ্ক নাত্বৎকি ঋদিহোদিতম্ ৬১
 সৈষা হি রাধিকা গোপী জনস্ততাঃ সখীগণঃ ।
 তস্তাঃ সখীসমূহচ্চ বন্ধভৌ প্রাণনায়কৌ ॥ ৬২
 রাধাকৃকৌ তয়োঃ পাদাঃ শরণং স্তাদিহাশ্রয়ম্
 প্রপদ্যে গতবানস্মি জীবোহহং ভৃশহুঃখিতঃ ॥
 সোহহং যঃ শরণং প্রাপ্তৌ মম তস্ত তদস্তি চ
 সৰ্বং তাত্যাং তদর্থং হি তন্তোগ্যং ন হহং মম
 ইত্যাসৌ কথিতো বিপ্র মন্ত্রস্থার্থঃ সমাসতঃ ।
 যুগলার্থস্তথা স্তাসঃ প্রপত্তিঃ শরণগতিঃ ॥ ৬৫
 আত্মার্পণ মমে পঞ্চ পর্যায়ান্তে ময়োদিতাঃ ।
 অয়মেব চিন্তনৌখো দিবানক্তমত্ৰুত্বিতৈঃ ॥ ৬৬
 ইতি স্ত্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডে বৃন্দাবন-মাহাত্মা-
 কথনং নাম পঞ্চাংশোধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ।

শিব উবাচ ।

অথ দীক্ষাবিধিঃ বক্ষ্যে শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ ।
 শ্রবণাদেব মুচ্যন্তে বিনা তস্ত বিধানতঃ ॥ ১
 আ বিত্রিকাঞ্জগৎ সৰ্বং বিজায় নশরণং বুধঃ ।
 আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ-দুঃখমেবানুভুয় চ ॥ ২
 অনিত্যত্বাচ্চ সৰ্বেষাং সুখানাং মুনিসত্তম ।
 দুঃখপক্ষে বিনিক্ষিপ্য তানি তেভ্যো বিব-
 জ্জিতৈঃ ॥ ৩
 বিরজ্য সংসৃত্তহানো সাধনানি বিচিন্তয়েৎ ।
 অনুভবসুখস্থাপি সম্প্রাপ্তৌ ভূশনিবৃত্তঃ ॥ ৪
 কাৰ্ধ্যাণাং দুরূপকঃ হি বিজায় চ মহাম তঃ ।
 ভূশমার্ভস্ততো বিপ্রঃ স্ত্রীশুকঃ শরণং ব্রজেৎ ॥
 শান্তৌ বিমৎসরঃ কৃকো ভক্তোহনন্তপ্রয়োজনঃ

আবার রাধিকার সখীগণই শ্রেষ্ঠ; সখীগণ
 অপেক্ষা রাধিকা আরও শ্রেষ্ঠ। উক্তরো-
 ক্তর রাধিকার সহিত নৈকট্য যাহার
 অধিক তাহার ততই শ্রেষ্ঠতা। পৃথিবী
 প্রভৃতি শক্তিসম্বন্ধে এ স্থলে আর কিছু
 বলা হইল না। ৫৬—৬১। ইনিই সেই
 গোলোকের রাধিকা; তাঁহার সখীগণই
 ইহার সখী এই গোপীগণ; রাধাকৃক আমার
 প্রাণবল্লভ এবং প্রাণনায়ক; তাঁহাদের
 স্ত্রীচরণ আমার রক্ষক (ইহা স্তাস); সেই
 চরণকেই আমি আশ্রয় গ্রহণ করি (এইরূপ
 ভাবনাই প্রপত্তি); আমি অন্ত্যস্ত দুঃখপীড়িত
 জীব, তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছি (এইরূপ
 স্থির করাই শরণগতি); আমি শরণাপন্ন,
 আমার যা কিছু, সমস্তই তাঁহার—আমার
 নহে, এমন কি আমিও আমার নহি।
 তাঁহার বন্ধ তিনিই ভোগ করুন, (ইহা
 আত্মার্পণ) হে বিপ্র! এই আমি তোমার
 নিকটে সংক্ষেপে মন্ত্রার্থ বলিলাম। যুগল-
 ভাবের অর্থ, স্তাস, প্রপত্তি, শরণগতি এবং
 আত্মসংর্পণ, ক্রমিক এই পাঁচটি ব্যাপার
 তোমার নিকটে বলিলাম। অালম্ব পরি-

ত্যাগপূর্বক দিব্যরাত্র ইহাই চিন্তা বাস্তবে
 হইবে। ৬২—৬৬।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

শিব কহিলেন,—নারদ! অতঃপর
 তোমার নিকট দীক্ষাবিধি বলিব; তুমি
 অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অনুষ্ঠান ব্যতি-
 য়েকে কেবল এই দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিলেই
 মানবগণ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। মুনিসত্তম!
 জ্ঞানবান সুবুদ্ধি মানব প্রথমতঃ আত্মক স্তম্ভ-
 পর্যাস্ত নিখিল জগৎ নশরণ জ্ঞান করিয়া
 আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ অনুভবের পর
 নিখিল সাংসারিক সুখ অনিত্যজ্ঞানে দুঃখ-
 মধ্যে গণ্য করিবে, পরে সা সাংসারিক সুখসমূহ
 বর্জন করত বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক
 সংসার-মুক্তির উপায় চিন্তা করিবে। অনন্তর
 সর্বোত্তম বৈরাগ্য-সুখ প্রাপ্ত হইয়া অতি
 সুস্থ হইলেও মুক্তিলাভ অতি দুরূহ বুঝিয়া
 অতিশয় অর্ভ হইয়া স্ত্রীশুকর শরণাপন্ন

অনন্তসাধনঃ শ্রীমান ক্রোধলোভবিবর্জিতঃ ।
 শ্রীকৃষ্ণরসতরঙ্গঃ কৃষ্ণং হ্রবিদ্যং বরঃ ।
 কৃষ্ণমজ্জায়ৈ নিত্যং মন্ত্রভক্তঃ সদা শুচিঃ ॥ ৭
 সন্ধর্ষশাসকো নিত্যং স দাচারনিষোজকঃ ।
 সম্প্রদায়ী কৃপাপূর্ণে বিরাগী গুরুচ্যতে ॥ ৮
 এবমাদিশুণঃ প্রায়ঃ শুক্রযুর্ভূকৃপাদয়োঃ ।
 গুরৌ নিত্যমন্ত্রভক্তশ্চ মুমুকুঃ শিষ্য উচ্যতে ॥ ৯
 যৎসাক্ষংসেবনং তস্ত প্রেমা ভগবতো ভবেৎ
 স মোক্ষঃ প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্দেবলোক-
 বেদিভিঃ ॥ ১০
 আশ্রিত্য চ গুরোঃ পালৌ নিজবৃত্তং নিবেদয়েৎ
 স সন্দেহানপাকৃত্য বোধয়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ১১
 সপাদপ্রপত্তং শান্তং শুক্রযুং নিজপাদয়োঃ ।
 অতিহৃষ্টমনাঃ শিষ্যং গুরুরধ্যাপয়েমহম্ ॥ ১২

হইবে। যিনি শান্ত, মাৎসর্য্য-বিহীন, ও
 কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণোপাসনা ভিন্ন ষাঁহার অস্ত
 প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণের অল্পগ্রহ ভিন্ন ষাঁহার
 অস্ত প্রয়োজন নাই অর্থাৎ কৃষ্ণের
 অল্পগ্রহকেই যিনি সংসার-মুক্তির এক-
 মাত্র উপায় স্থির করিয়াছেন, ষাঁহাতে
 ক্রোধ বা লোভের লেশমাত্র নাই, যিনি
 শ্রীকৃষ্ণরসতরঙ্গ এবং কৃষ্ণমজ্জাদিগের অগ্র-
 গণ্য, যিনি কৃষ্ণমন্ত্র আশ্রয় করিয়া সর্বদা সেই
 মন্ত্রে ভক্তিমান হইয়া পবিত্রভাবে কালযাপন
 করেন, সন্ধর্ষের উপদেশ প্রদান করেন,
 সর্বদা সদাচারে নিযুক্ত থাকেন, যিনি
 এইরূপে বৈকবসম্প্রদায়ভুক্ত দয়ালু ও
 সংসার-বিরাগী, তিনিই গুরুপদবাচ্য। প্রায়
 এইরূপ গুণসম্পন্ন গুরুর পদসেবী একান্ত
 গুরুভক্ত মুমুকু ব্যক্তিকেই শিষ্য বলা হয়।
 বেদবেদান্তবিৎ পণ্ডিতগণ ভক্তিপূর্ণচিত্তে
 ভগবানের সাক্ষ্য সেবাকে মোক্ষ বলিয়া
 থাকেন। মুমুকু শিষ্য গুরুর পদানত হইয়া
 সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিবে, সন্দেহসকল
 জিজ্ঞাসা করিবে। গুরু অতিশয় হৃষ্টচিত্তে,
 সেই পদানত শ্রান্ত পদসেবী শিষ্যের সমস্ত
 সন্দেহ দূর করিয়া পুনঃপুনঃ জ্ঞানোপদেশ

চন্দ্রেন মৃদা বাপি বিলিখেধামূলয়োঃ ।
 বামদক্ষিণয়োর্দ্বিপ্র শব্দচক্রে যথাক্রমম্ ॥ ১৩
 উর্দ্ধপুণ্ড্রং ততঃ কূর্ঘ্যাভালাদিষু বিধানতঃ ।
 ততো মন্ত্রধ্বং তস্ত দক্ষকর্ণে বিনির্দ্दिशेৎ ॥
 মন্ত্রার্থকং বদেত্তমৈ যথাবদম্ পূর্ষকঃ ।
 দাসশক্যযুতং নাম ধার্য্যং তস্ত প্রযত্নতঃ ॥ ১৪
 ততোহতিভক্ত্য। সন্দেহংবৈকবং ভোজয়েদ্বুধঃ
 শ্রীগুরুং পূজয়েচ্চাপি বজ্রালঙ্কারাদিভিঃ ॥ ১৬
 সর্বধ্বং গুরুবে দদ্যাৎ তদর্কং বা মহামুনে ।
 স্বদেহমপি নিক্শিপ্য গুরৌ শ্বেষদক্ষিকর্কনেঃ ॥ ১৭
 য এতৈঃ পঞ্চভির্বিদ্বানং সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো
 ভবেৎ ॥
 দাসভাগী স কৃষ্ণস্ত নাস্তথা বল্লকোটিভিঃ ।
 অক্ষনং তুর্দ্ধপুণ্ড্রশ্চ মন্ত্রো নামবিধারণম্ ।
 পঞ্চমো যাগ ইত্যুক্তঃ সংস্কারাঃ পূর্ষস্মৃতিভিঃ
 অক্ষনং শব্দচক্রোদ্যৈঃ সচ্ছিত্রঃ পুণ্ড্র উচ্যতে ॥

দিয়া মন্ত্র শিক্ষা দিবেন। ১—১২। তৎ-
 কালে শিষ্য বাহুমূলে চন্দ্রন বা মৃত্তিকালেপন,
 বাম ও দক্ষিণ হস্তে যথাক্রমে শব্দ ও চক্র
 অক্ষন এবং ললাটাদি অঙ্গে যথানিয়মে উর্দ্ধ-
 পুণ্ড্র রচনা করিয়া অবস্থান করিবেন। তাহার
 পরে গুরু তাহার দক্ষিণ কর্ণে যুগলমন্ত্র
 (সাদাকৃষ্ণমন্ত্র) প্রদান করিয়া যথার্থ আত্ম-
 পুঙ্কিক মন্ত্রার্থ বলিয়া দিবেন এবং যত্নপূর্বক
 শিষ্যের দাস-শক্যঘটিত নাম রাখিবেন।
 তাহার পরে সুবিজ্ঞ শিষ্য, বজ্রালঙ্কারাদি
 দ্বারা অতি ভক্তিপূর্বক গুরুপূজা করিয়া স্নেহ-
 সহকারে বৈকবদিগকে ভোজন করাইবে।
 হে মহামুনে! তাহার পরে গুরুকে যথাসর্ব্ব
 বা তাহার অর্দ্ধভাগ দান করিয়া, এমন কি
 নিজের শরীর পর্যন্ত গুরুতে সমর্পণ করিয়া
 নিজে অকিঞ্চনভাবে অবস্থিত করিবে।
 অক্ষন, উর্দ্ধপুণ্ড্ররচনা, মন্ত্রগ্রহণ, নামধারণ ও
 যাগ, প্রাচীন পাণ্ডিতগণ এই পঞ্চবিধ সংস্কার
 বলিয়াছেন। যে বিদ্বান এই পঞ্চবিধ
 সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, তিনিই প্রকৃত
 কৃষ্ণের দাসত্ব লাভ করিবেন, তদুবা কোটি

দাসশব্দযুতং নাম মন্ত্রে যুগলসংক্রমঃ । ২০
 গুরুবৈষ্ণবয়োঃ পূজা যোগ ইত্যভিধীয়তে ।
 এতে পরমসংস্কারা ময়া তে পরিকীর্তিতাঃ । ২১
 অথ তুভ্যং প্রপন্নানাং ধর্মান্ বক্ষ্যামি নারদ
 যানাহায় গমিষ্যন্তি হরিধাম নরাঃ কলৌ ॥ ২০
 ইখং গুরোল্লভ্যমন্ত্রে গুরুভক্তিপরায়ণঃ ।
 সেবমানো গুরুং নিত্যং ভৎসুপাং ভাবয়েৎ
 শ্রুধীঃ । ২৩
 সত্যং ধর্মান্ততঃ শিষ্কেৎপ্রপন্নানাং বিশেষতঃ
 ইষ্টদেববিধায় নিত্যং বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ
 ভাক্তনং ভৎসনং কামী ভোগ্যত্বেন যথা স্ত্রিয়ঃ
 গৃহ্যতি বৈষ্ণবানাঞ্চ তত্তদগ্রাহ্যং তথা বৃধেঃ ২৫
 ঐহিকানুগমিকৌ চিন্তা নৈব কার্য্যা কদাচন ।

কল্পেও কিছুই করিতে পারিবেন না।
 শব্দক্রোদি আকৃতি লিখনকে অঙ্কন ও
 সচ্ছিন্ন (অভ্যন্তরে ফাঁকযুক্ত) তিলককে
 উর্ধ্বপুণ্ড্র বলে। দাসশব্দান্ত কৃষ্ণনামকে
 নাম, আরাধ্য দেবতামিথ্যুনের যুগল নামকে
 মন্ত্র এবং গুরু ও বৈষ্ণবের পূজাকে যোগ
 বলে। আমি তোমার নিকটে এই পঞ্চবিধ
 পরম সংস্কার বলিলাম। নারদ! এক্ষণে
 তোমার নিকটে মন্ত্র-দীক্ষিত শিষ্যের আচ-
 রণীয় ধর্মের কথা বলিব, কলিকালে নরগণ
 যে ধর্ম অবলম্বন করিয়া অস্তিম্বে হরিধামে
 গমন করিবে। বুদ্ধিমান শিষ্য, গুরুর
 নিকট এইরূপ মন্ত্রদীক্ষিত হইয়া সর্বদা
 ভক্তিসহকারে গুরুর সেবা করত 'গুরু
 আমার প্রতি অসীম রূপাশ্রয় করিবেন'
 অনবরত এইরূপ চিন্তা করিবে এবং গুরুর
 নিকট হইতে দীক্ষিত সাধুর ধর্ম শিক্ষা করত
 ইষ্টদেবতাজ্ঞানে সর্বদা বৈষ্ণবদিগের প্রীতি-
 সাধনে তৎপর হইবে। কামুক যেমন কাম-
 পরমত্ত হইয়া কামিনীর তাজন, ও ভৎসনা
 অবনত মস্তকে সহ্য করে, সেইরূপ বৈষ্ণব-
 দিগের তাজনা ও ভৎসনা নত মস্তকে
 সহ্য করিবে,—কদাচ কাহারও প্রতি কটু
 উক্তি করিবে না। ঐহিকানুগমিক ভাবনা

ঐহিকম্ সঙ্গ ভাব্যং পূর্বাচরিতকর্মণা । ২৬
 আনুগমিকং তথা কৃষ্ণং স্বয়মেব করিষ্যতি ॥
 অতো হি তৎকৃতে ত্যাজ্যঃ প্রবৃত্তঃ সর্ধা
 নরৈঃ । ২৭
 সর্বোপায়পরিত্যাগঃ কৃষ্ণায়ান্তত্যাগচিন্তনম্ ॥
 সুচিরং প্রোধিতে কাস্তে যথা পতিপরায়ণা । ২৮
 প্রিয়ানুযোগিনী দীনা তন্ত সন্নিহিতকাজ্ঞিনী ।
 তদুণ্যান্ ভাবয়েন্তি ত্যং গায়ত্যাভিশূণোতি চ
 শ্রীকৃষ্ণগুণলীলাদেঃ স্মরণাদি তথাচরেৎ ।
 ন পুনঃ সাধনত্বেন কার্য্যং তন্তু কদাচন । ৩০
 চিরং প্রোধ্যাগাতং কাস্তং প্রাপ্য কাস্তা বিয়া
 যথা । ৩১

একেবারে পরিত্যাগ করিবে, পূর্বাচরিত-
 কর্মফলের উপর নির্ভর করিয়া ঐহিক
 চিন্তা করিবে,—'পূর্বেজন্মে যেরূপ কর্ম
 করিয়া আসিয়াছি, সেইরূপই ফল ভোগ
 করিব', এইরূপ ধারণা করত সাংসারিক
 ভাবনা পরিহারপূর্বক একান্তমনে ভগবানের
 উপাসনা করিবে। আনুগমিক ভাবনার
 প্রয়োজন নাই, 'ভগবান্ কৃষ্ণ নিজেই আনু-
 গমিক গুণ প্রদান করিবেন' এই ভাবিয়া
 পারত্রিক ভাবনা একেবারে পরিত্যাগ
 করিবে। ১৩—২৭ । [ঐহিক-আনুগমিক
 সুখসাধনের সর্বিধ উপায় পরিত্যাগপূর্বক
 আত্মার সহিত অন্তেদ জ্ঞানে সর্বদা
 শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিবে। পতি বহুকাল
 বিদেশগামী হইলে পতিপরায়ণা রমণী যেমন
 একমাত্র সেই পতির উপরে অনুরক্ত হইয়া
 একমাত্র স্বামীর সঙ্গ বাঞ্ছা করত দীনভাবে
 থাকিয়া সর্বদা স্বামীর গুণ ভাবনা, স্বামীর
 গুণ গান ও স্বামীর গুণ শ্রবণ করিতে
 থাকে; সেইরূপ পূর্বেদিত শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ-
 সজ্জচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লীলাদি
 স্মরণ, গান ও শ্রবণ করত কাল যাপন
 করিবে। 'ইহাই আমার ঐহিক-আনুগমিক
 সুখসাধনের উপায়' এইরূপ ধারণা করিয়া
 কখন ভাষা করিবে না। চির প্রবাসের পর

চূষন্তী চাশ্লিষ্যন্তী চ নেত্রাস্তেন পিবন্ত্যপি ॥৩১
 ব্রহ্মানন্দে গতে বায়ুং সেবতে পরমা মুপা ।
 শ্রীমদর্চ্যাবতারেন তথা পরিচরেকারম্ ॥ ৩২
 অনন্তশরণো নিত্যং তত্বেথানন্তসাধনঃ ।
 অনন্তসাধনাথী চ স্তাদনন্তপ্রয়োজনঃ ॥ ৩৩
 নাস্তঞ্চ পূজয়েদেবং ন নমস্কং স্মরেন্ন চ ।
 ন চ পশ্চেন্ন গায়েক্চ ন চ নিদেৎকদাচন ॥৩৪
 নাস্তোচ্ছিষ্টঞ্চ ভূঞ্জীত নাস্তশেষঞ্চ ধারয়েৎ ।
 অবৈষ্ণবানাং সন্ত্যযাবন্দনাদি বিবর্জয়েৎ ॥৩৫
 ঈশবৈষ্ণবয়োনিন্দাং শৃণুয়ান্ন কদাচন ।
 কর্ণে পিধায় গন্তব্যং শক্ভো দণ্ডং সমাচরেৎ
 আশ্রিত্য গাতকীং বৃত্তিং দেহপাতাবধি দ্বিজ

আগত স্বামীকে পাইলে পতিব্রতা কামিনী যেমন একান্ত অমুরাগ সহকারে তদগতচিত্তে তাহাকে চূষন, আলিঙ্গন এবং নয়নপ্রাস্ত ঘরা পান (সাধরভাবে দর্শন) করে, তজপ পুরোক্ত শিষ্য, ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলে পরমানন্দে শ্রীহরির সেবা—কায়মনোবাক্যে তাঁহার অর্চনা করিবে। একমাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হইবে, তখন তাহার অন্তকোন সাধনা বা প্রয়োজন থাকিবে না; অস্ত কোন সাধনের প্রার্থনাও করিবে না, একান্ত মনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অস্ত কোন দেবতাকে পূজা করিবে না, প্রণাম করিবে না, স্মরণ করিবে না, দেখিবে না, বা তাহার গুণ গান করিবে না; তাই বলিয়া অস্ত দেবতাকে কদাচ নিন্দাও করিবে না। অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, অস্তের ব্যবহৃত বস্ত্র অঙ্গ ধারণ করিবে না; যাহার বৈষ্ণব নহে তাহা-দিগকে প্রণাম করিবে না, এমন কি তাহা-দিগের সহিত আলাপও করিবে না। শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা কখন শ্রবণ করিবে না; কেহ শ্রীকৃষ্ণ বা বৈষ্ণবের নিন্দা করিতেছে দেখিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে; শক্তি থাকিলে নিন্দাকারীকে দণ্ড

দ্বয়স্বার্থং ভাবয়িত্বা শ্বেয়মিত্যেব মে মতিঃ ॥
 সরঃসমুদ্রেনদ্যাদীন্ বিহায় চাতকো যথা ।
 তৃষিতো স্মিয়তে চাপি যাচতে বা পয়োধরম্
 এবমেব প্রযত্নেন সাধনানি বিচিন্তয়েৎ ।
 শ্বেষ্টদেবো সদা যাচৌ গতিস্তৌ মে ভবেদিত্তি
 শ্বেষ্টদেবতদায়ানাং সুরোরপি বিশেষতঃ ।
 আব্রুতল্যো সদা শ্বেয়ঃ শ্রীতিকূল্যাং বিবর্জয়েৎ
 সক্রুৎ প্রপন্নো বক্ষ্যামি কল্যাণগুণতাং তয়োঃ
 বিচিন্ত্য বিশ্বসেদেতো মামিমাংসুক্ৰিয়তঃ ॥৪১
 সংসারসাগরান্নাথো পুত্রমিত্রগৃহাঙ্কুল্যং ।
 গোপ্তারো মে যুবামেব প্রপন্নভয়তঞ্জনো ॥৪২

দিবে। হে দ্বিজ! যাবজ্জীবন চাতকীরূতি অবলম্বনপূর্বক কেবল যুগলমত্নের অর্ধভাবনা য় নিযুক্ত থাকিতে হইবে; ইহাই আমার মত। চাতক যেরূপ সরোবর, সমুদ্র ও নদী প্রভৃতি অন্যায়সলভ্য জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মেঘশিলের আশায় তৃষ্ণাতুর হইয়া কালযাপন করে; তৃষ্ণায় প্রাণ-ত্যাগ করে, তথাপি মেঘ ভিন্ন আর কাহারও নিকটে জল প্রার্থনা করে না, একমাত্র মেঘের নিকটেই প্রার্থনা জানায়; পুরোক্ত শিষ্যও এইরূপে একাগ্রমনে একমাত্র কৃষ্ণ-গতচিত্ত হইয়া আত্মনিক সুখসাধনের উপায় ভাবনা করিবে। অভীষ্ট দেবদেবীর নিকটে “তাঁহারাই আমার একমাত্র উপায়” এইরূপে প্রার্থনা করিবে। ২৮—৩১। ইষ্ট-দেবদেবী, তাঁহাদের আত্মীয়বর্গ এবং বিশিষ্টরূপে গুরু সর্বদা আত্মগত্য করত কালযাপন করিবে; কদাপি তাঁহাদের প্রস্তুকুলভাচরণ করিবে না। “মদীয় ইষ্টদেব রাধাকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের কল্যাণময় গুণ প্রকাশ করিব।” এইরূপ চিন্তা করিয়া “তাঁহারাই আমাকে উদ্ধার করিবেন” এই ভাবিয়া তাঁহাদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করত বলিতে থাকিবে,—নাথ! পুত্র-মিত্র-গৃহ-সঙ্কুল এই সংসারসাগর হইতে আপনাই

যেহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ
 তৎসর্গং ভবতো রদ্য চরণেষু সমপিতম্ ॥৪৩
 অহমশ্ম্যপরাধানামায়ন্ত্যজসাধনঃ ।
 অগতিশ্চ ততো নাথো ভবন্তাবেব মে গতিঃ
 তবামি রাধিকাকান্ত করুণা মনসা গিরা ।
 কৃষ্ণকান্তে তবৈবামি যুবামেব গতিশ্চম ॥৪৫
 শরণং বাৎ প্রপন্নোহস্মি করুণানিকরাকরো ॥
 প্রসাদং কুরুতং দাস্তং ময়ি দুষ্টেহপরাধিনি ॥
 ইতোবাৎ জপতা নিত্যং স্বাতব্যং পদপঙ্কজম্
 অচিরাদেব তদাস্তামিচ্ছতা মুনিসন্তম ॥৪৭
 বাহুধর্ম্মা ময়া হেতে সংক্ষেপেণোপবর্ষিতাঃ ।
 আস্তরঃ পরমো ধর্ম্মঃ প্রপন্নানামথোচ্যতে ॥
 কৃষ্ণপ্রিয়ধীভাবঃ সমাশ্রিত্য প্রযত্নতঃ ।
 তয়োঃ সেবাৎ প্রকুবরীত দিবানজমতশ্চিত্তঃ
 উজো মন্ত্রস্তদঙ্গানি তথা তস্মাদিকারিণঃ ॥

আমাকে রক্ষা করিতেছেন,—আপনারা
 শরণাগত জনের ভীতি ভঞ্জন করিয়া
 থাকেন। এই আমি, অর্থাৎ আমার দেহ
 এবং ইহলোকে ও পরলোকে আমার যাহা
 কিছু আছে, তৎসমস্তই আমি অদ্য আপ-
 নাদের পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। ৪০—৪৩।
 আমি অপরাধসমূহের আধার, আমার
 অপরাধের ইয়ত্তা নাই, আমার আর কোন
 উপায় নাই, আমি গতিহীন, হে নাথ!
 আপনারাই আমার গতি। আমি আপনা-
 দের শরণাপন্ন হইতেছি, আপনারা নিখিল
 দয়ার আকর, দয়া করিয়া আমাকে অল্পগ্রহ
 করুন, আমি দুষ্ট অপরাধী, তথাপি দয়া
 করিয়া আমাকে আপনাদের দাসত্ব প্রদান
 করুন। ৪৪--৪৬। হে মুনিসন্তম! অবি-
 লম্বে রাধাকৃষ্ণের দাসত্বলাভের ইচ্ছা করত
 শিষ্যকে এইরূপে নিয়ত তাঁহাদের পদপঙ্কজ
 জপ করিতে হইবে। বাহু ধর্ম্মসকল তোমার
 নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে
 রাধাকৃষ্ণের শরণাপন্ন শিষ্যের পরম আস্তর
 ধর্ম্ম কি, তাহা বলিতেছি। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধি-
 কাকার সশ্রীভাবঃ অবলম্বন করিয়া দিব্যরাত্রি

উদ্ধর্ষাশ্চ তথা তেভ্যঃ ফলং মন্ত্রস্ত নারদ ॥
 অল্পতিষ্ঠ অমপ্যেতত্তদোদাস্তমবাস্পাসি ।
 স্বাধিকারক্ৰয়ে বিপ্র সন্দেহো নাত্র কশ্চন ॥
 সক্রমাত্রপ্রপন্নায় তবাস্মীত্যভিযাচতে ।
 নিজদাস্তং হরিদ্দদ্যান্ন মেহত্রাস্তি বিচারণা ॥
 অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি রহস্তঃ পরমাত্মতম্ ॥
 শ্রুতং পূর্বেং ময়া কৃষ্ণাৎ সাক্ষান্তগবতঃ কিম্ ॥
 এষ তে কথিতো ধর্ম্মো হ্যাস্তরো মুনিসন্তম ॥
 শুহাদ্গুহ্যতমো হেব গোপনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥৫৪
 মন্ত্ররত্নমহং পূর্বে জপন কৈলাসমূর্ধনি ।
 ধ্যায়ন্নায়রণং দেবমবসং গহনে বনে ॥ ৫৫
 ততস্ত ভগবাৎশ্রুষ্টঃ প্রাহুরাসীন্ময়াগ্রতঃ ।
 বিয়তাং বর ইচ্ছ্যন্তে ময়া পুন্ড্রাট্য লোচনে ॥

আলস্যশূন্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা
 করিতে হয়, ইহাই আস্তর ধর্ম্ম। নারদ!
 তোমার নিকটে যুগলমন্ত্র, মন্ত্রের অঙ্গ, মন্ত্র
 গ্রহণের অধিকারী, মন্ত্রদীক্ষিতের ধর্ম্ম এবং
 মন্ত্রদীক্ষার ফল সমস্তই কহিলাম। হে বিপ্র!
 তুমিও এইরূপ ধর্ম্ম আচরণ কর, তাহা হইলে
 নিজ কর্ম্মফলের পর তাঁহাদের দাসত্ব প্রাপ্ত
 হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।
 প্রকৃত ভক্তিসহকারে একমাত্র শরণাপন্ন
 হইয়া “প্রভো! আমি তোমারই” এইরূপ
 প্রার্থনা করিলেই ভগবান শ্রীহরি তাহাকে
 দাসত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে
 আমার কোন সন্দেহ নাই ৪৭—৫২। এই
 বিষয়ে অতি অদ্বুত এক গুহ্য বৃত্তান্ত তোমার
 নিকটে বলিতেছি; ইহা আমি সক্ষাৎ ভগ-
 বান শ্রীকৃষ্ণের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম।
 হে মুনিসন্তম! তোমার নিকটে যত্ন-
 পূর্ব্বক গোপনীয় অভিজ্ঞতম আস্তর ধর্ম্ম
 বলিয়াছি। আমি পূর্বে কৈলাসশিখরে
 এক গহনকাননে এই মন্ত্ররত্ন জপ ও দেব
 নারায়ণের ধ্যান করত তপস্গতচিত্তে অব-
 স্থিতি করিয়াছিলাম। কিয়দিবস পরে
 ভগবান শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ধর্ম্মন
 প্রদান করিয়া, “রত্নপ্রার্থনং করয়ৎ এই কথ

দৃষ্টৌ দেবঃ প্রিয়াসার্কঃ সংস্থিতো গরুড়োপরি
 প্রাপিত্য মুহুর্তেবমবলঞ্চ শ্রিয়ঃ পত্তিস্ ॥ ৫৭
 যজ্ঞপং তে রূপাসিদ্ধৌ পরমানন্দদায়কম্ ।
 সর্বানন্দাশ্রয়ঃ নিত্যমুর্তিসংসর্কজোহধিকম্ ॥
 নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং তদব্রহ্মৈতি বিদুবুধাঃ
 তদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং পরমেশ্বর ॥ ৫৯
 ভক্তো মামাহ ভগবান্ প্রপন্নং কমলাপতিঃ ।
 তদদ্য ভ্রূক্ষ্যসে রূপং যন্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্
 যমুনাপশ্চিমে কূলে গচ্ছ বৃন্দাবনং মম ।
 ইত্যান্ত্যস্তদর্শে দেবঃ প্রিয়াসার্কঃ জগৎপতিঃ ॥
 অহমশ্যাগতস্তর্হি যমুনায়ান্তটং শুভম্ ।
 তত্র কৃষ্ণমপশুঞ্চ সর্বদেবেশ্বরেরেশ্বরম্ ॥ ৬২
 গোপবেষধরং কান্তং কিশোরবয়সায়িতম্ ।
 প্রিয়াস্বন্ধে সুবিশস্ত-বামহস্তমনোহরম্ ॥ ৬৩

হসন্তঃ তাং হাসয়ন্তং মধ্যে গোপীকদম্বকে ।
 নিক্ষেঘসমাভাসং কল্যাণশুণমন্দিরম্ ॥ ৬৪
 প্রহস্ত চ ততঃ কৃকো মামাহামৃতভাষণংঃ ।
 অহং তে দর্শনং যাতো জায়া রুদ্র ভবেপ্সিতম্
 যদদ্য মে ত্বয়া দৃষ্টমিদং রূপমলৌকিকম্ ।
 ঘনোভূতমলপ্রেম-সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ৬৬
 নীরূপং নির্গুণং ব্যাপি ক্রিয়াহীনং পরাৎপরম্
 বদন্ত্যশনিবৎসজ্জা ইদমেব মমানঘ ॥ ৬৭
 প্রকৃত্যুখগুণাভাবাদনস্তান্তবৈশ্বরম্ ।
 অসিক্তস্বামদ্গুণানং নির্গুণং মাং বদন্তি হি ।
 অদৃশ্যস্মমৈতস্ত রূপস্ত চক্ষুচক্ষুবা ।
 অরূপং মাং বদন্ত্যোতে বেদাঃ সর্বে মহেশ্বর ॥
 ব্যাপকত্বাচ্চিদংশেন ব্রহ্মৈতি চ বিদুবুধাঃ ।
 অকর্তৃত্বাৎ প্রপঞ্চস্য নিষ্ক্রিয়ং মাং বদন্তি হি ।
 মায়ান্তর্গৈবতো মেহংশাঃ কুরন্তি সজ্জনাদিকম্

বলিলে আমি নেত্রের উন্মীলন করিয়া দেখি-
 লাম,—দেব নারায়ণ প্রিন্সসমভিব্যাহারে
 গরুড়োপরি অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর
 আমি সেই ক্রীপ্তিকে বারবার প্রণাম করিয়া
 বলিলাম,—রূপাসিদ্ধো! আপনার সর্বা-
 নন্দদায়ী সর্ববিশ্ব আনন্দের আধার নিত্য
 মুর্তিমান সর্বোৎকৃষ্ট যে রূপ, বেদান্তবিৎ
 পণ্ডিতগণ যাহাকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শাস্ত
 ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, হে পরমেশ্বর!
 আমি তাহা এই চক্ষুচক্ষু দ্বারা দেখিতে
 ইচ্ছা করি। এই বলিয়া আমি তাঁহার
 শরণাপন্ন হইলে ভগবান্ কমলাপতি
 আমাকে বলিলেন,—ভূমি যমুনার পশ্চিম
 তীরে আমার বৃন্দাবনে গমন কর, তথায়
 গমন করিলে তুমি আমার যে রূপ দেখিতে
 ইচ্ছা করিয়াছ,—তাহা অদ্যই দেখিতে
 পাইবে। এই বলিয়া দেব জগৎপতি প্রিয়াস
 সহিত অন্তর্হিত হইলেন। ৫০—৬১। আমিও
 তৎকালেই সেই মনোহর যমুনাতীরে গমন
 করিয়া দৃষ্টেখিলাম,—নিখিলস্বরের শরণাপন্ন
 কৃষ্ণ কিশোরবয়স্ক মনোহর গোপবেশ
 ধারণপূর্বক প্রিয়াস স্বন্ধে মনোহর বামবাহ

স্ত করিয়া অবস্থিত করিতেছেন। তিনি
 স্বয়ং হাসিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে গোপী-
 দিগকে হাসাইতেছেন, তাঁহার শরীরকান্তি
 সজল জলদের স্তায় নিক্ত শ্রীমবর্ণ, তিনি
 নিখিল কল্যাণের আধার। অনন্তর
 কৃষ্ণ অমুভোপম মধুর বচনে আমাকে
 বলিলেন,—ভূমি অদ্য আমার যে অলৌ-
 কিক রূপ দেখিলে, হে অনন্ত! উপনিষৎ-
 সমূহে ঘনোভূত নির্মূল প্রেমময় সচ্চিদানন্দ-
 রূপী মদীর এই রূপই নিরাকার নির্গুণ
 নিষ্ক্রিয় পরাৎপর ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হই-
 য়াছে। আমাতে প্রকৃতিসমুত্ত গুণ না থাকায়,
 এবং আমার শূণ্যসমূহ সিদ্ধ নহে বলিয়া
 সকলে আমাকে নির্গুণ বলিয়া থাকে, আমার
 অন্ত না থাকায় আমি লোক কর্তৃক ঈশ্বর
 বলিয়া অভিহিত হই। হে মহেশ্বর!
 আমার এই রূপ চক্ষুচক্ষু দ্বারা কেহ দেখিতে
 পায় না বলিয়া বোধ সকল আমাকে
 অরূপ অর্থাৎ নিরাকার বলিয়া থাকে।
 চৈতন্ত্যাংশে আমি সর্বব্যাপী বলিয়া পণ্ডিত-
 গণ আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন।
 আমি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কর্তা নহি বলিয়া

ন করোমি স্বয়ং কিঞ্চৎসৃষ্ট্যাদিকমহং শিব ।
 অহমাসাং মহাদেব গোপীনাং প্রেমবিহ্বলঃ ।
 ক্রিয়ান্তরং ন জনামি নান্ধানমপি নারদ ॥ ৭২
 বিহরাম্যনয়া নিত্যমস্যাঃ প্রেমবশীকৃতঃ ।
 ইমান্ত মৎপ্রিয়াঃ বিদ্ধি রাধিকাঃ পরদেবতাম্
 অস্ত্যশ্চ পরিভঃ পশ্চাৎ সখ্যঃ শতসহস্রশঃ ।
 নিত্য্যঃ সৰ্ব্বা ইমা রুদ্র যথাহং নিত্যবিগ্রহঃ ।
 সখ্যঃ পিতরো গোপা গাবো বৃন্দাবনং মম ।
 সৰ্ব্বমৈত্তমিত্যমেব চিদানন্দরসাত্মকম্ ॥ ৭৫
 ইন্দ্রমানন্দকন্দাখ্যং বিদ্ধি বৃন্দাবনং মম ।
 যশ্মিন প্রবেশমাজে ন পুনঃ সংসৃতিং বিশেৎ
 মদ্বনং প্রাপ্য যো যুটঃ পুনরজ্ঞয় গচ্ছতি ।

বৃধগণ আমাকে নিষ্ক্রিয় বলেন। হে শিব! বাস্তবিকই এই বিশ্ব-সৃষ্টি প্রভৃতি বাধ্য আমি আমি স্বয়ং করি না, আমার অংশেয়াই মায়াগুণ দ্বারা সৃষ্টিপ্রভৃতি কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। হে নারদ! এই বলিয়া ত্রীকূৰ্গ আমাকে আবার বলিতে লাগিলেন,—হে মহাদেব আমি সৰ্ব্বদাই এই গোপীদিগের প্রেমে বিহ্বল হইয়া রহিয়াছি। অস্ত্র কোন কাৰ্য্য করি না, ও জানি না; এমন কি আশ্রজ্ঞানশূন্ত হইয়া রহিয়াছি। ইনি আমার প্রিয়া, ইহার নাম রাধিকা, ইহাকে পরম দেবতা বলিয়া জানিবে; আমি ইহার বশীভূত হইয়া সৰ্ব্বদাই ইহার সহিত বিহার করিতেছি। ইহার চতুঃপার্শ্বে ও পশ্চাত্তাণ্ডে শতসহস্র সখী অবস্থান করিতেছে। আমার শরীর বেরূপ নিত্য চিরস্থায়ী, ইহার সকলেই তদ্রূপ নিত্য চিরজীবিনী। এখানে আমার পিতা মাতা, সখা, গোপগণ, গাতীগণ ও বৃন্দাবন এ সমস্তই নিত্য চিরস্থায়ী এবং চিদানন্দ-রসময়। এই বৃন্দাবন আমার আনন্দকন্দ বলিয়া জানিবে। এই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেই অঁর সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না। মহাদেব! আমার এই বৃন্দাবনে আসিয়া যে যুট আবার অস্ত্রভীর্থে গমন

স আশ্রহা মহাদেব সত্যং সত্যং ময়োদিতম্
 বৃন্দাবনং পরিভাজ্য নৈব গচ্ছাম্যহং কচিৎ
 নিবসাম্যনয়া সার্কীমহমজৈব সৰ্ব্বদা ॥ ৭৮
 ইত্যেবং সৰ্ব্বমাখ্যাতং যন্তে রুদ্র হৃদি স্থিতম্
 কথয়ন্ত বরেন্দ্রানীঃ কিমন্তল্লেছাতুমিচ্ছসি ॥ ৭৯
 তত্তত্তমজ্রবং দেবমহৰু মুনিসত্তম ।
 ঐদৃশন্তুং কথং লভ্যন্তুমুপারং বদন্ত মে ॥ ৮০
 ততো বামাঃ ভগবান্ সাধু রুদ্র ভবেদিতম্ ।
 অভিশুভতমং হেভুদ্রগোপনীয়ং প্রবত্নতঃ ॥ ৮১
 সৰুদাবাঃ প্রপন্নো যন্ত্যজ্ঞোপার উপাসতে ।
 গোপীভাবেন দেবেশ স মামেতি ন চেতয়ঃ
 সৰুদাবাঃ প্রপন্নো বা মৎপ্রিয়ামেতিকাং স্মৃত
 সেবতেহনস্তভাবেন স মামেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩

করে, সে আশ্রহস্তার পাণে লিপ্ত হয়; ইহা আমি ভোমার নিকট সত্য বলিতেছি। আমি এই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করি না, আমি এই রাধিকার সহিত সৰ্ব্বদাই এই বৃন্দাবনে বাস করি ১০২—১০৮। রুদ্র! এই আমি ভোমার নিকটে ভোমার মনোগত কথা সমস্তই বলিলাম,—একপে আর কি শুনিতে বাসনা আছে বল। হে মুনিসত্তম! তাহার পরে আমি আবার তাঁহাকে বলিলাম, দেব! এবং যিধ আপনাকে কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা অর্থাৎ আপনায় এই যুগলমূর্তিরূপ সাক্ষাৎ করিবার উপায় বলুন। তাহার পর ভগবান্ আমাকে বলিলেন,—রুদ্র! তুমি উত্তম কথা বলিয়াছ। ভোমার কথিত বিষয় অতিশুভতম, ইহা ব্রহ্মপুৰ্ব্বক গোপন করিতে হয়। যে ব্যক্তি আমাদিগকে (আমাদিগের এই যুগলরূপ) একবার পাইয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, সে অস্ত্র উপায় পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত্র আমাদেয় উপাসনা করে। হে দেবেশ! সে গোপীভাবে আমাকে ভজনা করে, অপর কেহ সেরূপ ভজনা করিতে পারেন না। বৎস! যে ব্যক্তি আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র আমার প্রিয়াকে অনন্ত

ଯୋ ମାୟେବ ପ୍ରମତ୍ତଂ ସଂପ୍ରସାଂ ନ ମହେଷ୍ଠଃ ।
 ନ କଦାପି ସ ଚାମ୍ନୋତି ମାୟେବଂ ଶ୍ରେ ମୟୋଦିତ୍ତଂ
 ସଂକ୍ରଦେବ ପ୍ରମତ୍ତୋ ସତ୍ତ୍ଵାସ୍ମୀତି ବଦେଦାପି ।
 ସାଧନେନ ବିନାପ୍ୟେବ ମାୟାମୋତି ନ ସଂଶୟଃ ॥୮୫
 ତସ୍ୟାଂ ସର୍ବପ୍ରସଂହେନ ସଂପ୍ରସାଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜେଂ ।
 ଆଶ୍ରୟତ୍ୟା ସଂପ୍ରସାଂ କ୍ରଦ୍ଵ ମାଂ ବଶୀକର୍ତ୍ତୁମର୍ହସି ॥
 ଇଦଂ ରହସ୍ୟଂ ପରମଂ ଯସ୍ମା ଶ୍ରେ ପତ୍ରିକୀର୍ତ୍ତିତଂ ।
 ଦ୍ଵୟାପ୍ୟେତନ୍ମହାଦେବ ଗୋପନୀୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ ॥୮୬
 ଦମପ୍ୟେତାଂ ସମାଶ୍ରୟତ୍ୟା ରାଧିକାଂ ମମ ବଜ୍ରଭୀତଂ ।
 ଜପନ୍ ମେ ସ୍ଵଗଲଂ ମଜ୍ଞଂ ସଦା ଚିତ୍ତଂ ଗଳାୟେ ॥୮୭
 ଶିବ ଉବାଚ ।

ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ଦକ୍ଷିଣେ କର୍ଣ୍ଣେ ମମ କୃତ୍ଵା ଦୟାନିଧିଃ ।
 ଉପଦିଶୁ ହସ୍ୟଂ ହେତଂ ସଂକାରାଂଶ୍ଚ ବିଧାୟ ହି ॥
 ସଗଣୋହସ୍ତର୍ଦ୍ଧଧେ ବିପ୍ର ଶତ୍ରୈବ ମମ ପଞ୍ଚତଃ ।
 ଅହମପ୍ୟତ୍ର ଚିତ୍ତାମି ତ୍ଵଦୀରତ୍ୟା ନିରନ୍ତରଂ ॥ ୯୦

ମନେ ସେବା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟହି ଆମାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ । ମହେଷ୍ଠ ! ସେ ଆମାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈ-
 ଯାଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ପ୍ରିୟାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ ନାହି, ସେ ଆମାକେଠୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ ନାହି ; ଇହା ଆମି ତୋମାର ନିକଟେ ମତ୍ୟା ବଲିତେଛି । ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ଵାର ଆମାଦିଗକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈୟା “ଆମି ଆପନାର” ଏହିକଥା ଏକାଂଶ୍ଚିନ୍ତେ ବଲେ, ସେ ବିନା ସାଧନେହି ଆମାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ ; ସେ ବିଷୟେ କୋନ ସନ୍ଦେହ ନାହି । ଅତଏବ ସର୍ବ-
 ପ୍ରୟତ୍ନେ ଆମାର ପ୍ରିୟାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୈବେ । ହେ କ୍ରଦ୍ଵ ! ଯଦି ଆମାକେ ବଶୀଭୂତ କରିଛେ ଚାଓ ତାହା ହୈଲେ ଆମାର ପ୍ରିୟାର ଶରଣାପନ୍ନ ହଓ । ମହାଦେବ ! ଏହି ଆମି ତୋମାର ନିକଟେ ଅତି ଗୋପନୀୟ କଥା ବଲିଲ୍ୟାମ,—ଈହା ତୁମି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଗୋପନ କରିୟ ରାଧିବେ । ତୁମି ଆମାର ପ୍ରିୟା ରାଧିକାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୈୟା ମଦନ୍ତ ଏହି ସ୍ଵଗଲମଜ୍ଞ ସର୍ବଦା ଜପ କରନ୍ତୁ ଆମାର ଏହି ଆଗରେ ଅବସ୍ଥିତି କର । ଶିବ ବଲିଲେନ,—ବିପ୍ର ! ଦୟାନିଧି କୃତ୍ଵ ଏହି ବଲିୟା ଆମାର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣେ ସ୍ଵଗଲମଜ୍ଞ ଉପଦେଶପୂର୍ବକ ଆମାକେ ପୂର୍ବକବିଧିତ ସଂକାରେ ସଂସ୍କୃତ କରିୟା ଦେଖିତ୍ତେ ଦେଖିତ୍ତେ ଆମାର ନିକଟ ହୈତେ

ସର୍ବମେତନ୍ୟା ତୁତ୍ୟଂ ସାଂକ୍ରମେବ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତଂ ।
 ଅଧୁନା ବଦ ବିପ୍ରେନ୍ଦ୍ର କିଂ ଭୃୟଃ ଶ୍ରୋତୁମିଛ୍ଛାମି ॥
 ଇତି ଶ୍ରୀପାମ୍ନେ ପାତାଳଧଣ୍ଡେ ବୁନ୍ଦାବନମାହାତ୍ଵ୍ୟୋ
 ଏକପଂକାଶୋଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୧୧ ॥



ଶିବପଂକାଶୋଧ୍ୟାୟା : ।

ନାରଦ ଉବାଚ ।

ଭଗବନ୍ ସର୍ବମାଧ୍ୟାତ୍ଵଂ ଯଦ୍ଵ୍ୟଂପୃଷ୍ଠଂ ଯସା ଖୁରୋ ।
 ଅଧୁନା ଶ୍ରୋତୁମିଛ୍ଛାମି ଭବମାର୍ଗମୁକ୍ତମଂ ॥ ୧
 ମନାଶିବ ଉବାଚ ।
 ସାଧୁ ପୃଷ୍ଠଂ ଦ୍ଵୟା ବିପ୍ର ସର୍ବଲୋକହିତୈଷିନା ।
 ରହସ୍ୟମପି ବଦ୍ୟାମି ତନ୍ମେ ନିଗମତଃ ଶୂଢ଼ ॥ ୨
 ନାମାଃ ସ୍ଵଧାରଃ ପିତୃରୋ ପ୍ରେୟସ୍ତଂଶ୍ଚ ହରେରିହ ।
 ସର୍ବେ ନିତ୍ୟା ସୁନିଶ୍ଚେତ ଶତ୍ରୁତ୍ୟା ଖଣ୍ଡନାଗିନଃ ॥ ୩

ମନେ ସେବା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟହି ଆମାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ । ମହେଷ୍ଠ ! ସେ ଆମାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈ-
 ଯାଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ପ୍ରିୟାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ ନାହି, ସେ ଆମାକେଠୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ ନାହି ; ଇହା ଆମି ତୋମାର ନିକଟେ ମତ୍ୟା ବଲିତେଛି । ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ଵାର ଆମାଦିଗକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈୟା “ଆମି ଆପନାର” ଏହିକଥା ଏକାଂଶ୍ଚିନ୍ତେ ବଲେ, ସେ ବିନା ସାଧନେହି ଆମାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ ; ସେ ବିଷୟେ କୋନ ସନ୍ଦେହ ନାହି । ଅତଏବ ସର୍ବ-
 ପ୍ରୟତ୍ନେ ଆମାର ପ୍ରିୟାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୈବେ । ହେ କ୍ରଦ୍ଵ ! ଯଦି ଆମାକେ ବଶୀଭୂତ କରିଛେ ଚାଓ ତାହା ହୈଲେ ଆମାର ପ୍ରିୟାର ଶରଣାପନ୍ନ ହଓ । ମହାଦେବ ! ଏହି ଆମି ତୋମାର ନିକଟେ ଅତି ଗୋପନୀୟ କଥା ବଲିଲ୍ୟାମ,—ଈହା ତୁମି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଗୋପନ କରିୟ ରାଧିବେ । ତୁମି ଆମାର ପ୍ରିୟା ରାଧିକାର ଶରଣାପନ୍ନ ହୈୟା ମଦନ୍ତ ଏହି ସ୍ଵଗଲମଜ୍ଞ ସର୍ବଦା ଜପ କରନ୍ତୁ ଆମାର ଏହି ଆଗରେ ଅବସ୍ଥିତି କର । ଶିବ ବଲିଲେନ,—ବିପ୍ର ! ଦୟାନିଧି କୃତ୍ଵ ଏହି ବଲିୟା ଆମାର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣେ ସ୍ଵଗଲମଜ୍ଞ ଉପଦେଶପୂର୍ବକ ଆମାକେ ପୂର୍ବକବିଧିତ ସଂକାରେ ସଂସ୍କୃତ କରିୟା ଦେଖିତ୍ତେ ଦେଖିତ୍ତେ ଆମାର ନିକଟ ହୈତେ

ଶିବପଂକାଶୋଧ୍ୟାୟା ।

ନାରଦ କହଲେନ,—ହେ ଭଗବନ୍ ଖୁର-
 ଦେବ ! ଆମି ଆପନାକେ ସାହା ସାହା ଜିଜ୍ଞାସା କରିୟାଛିଲ୍ୟାମ, ମମନ୍ତୁହି ଆପନି ବଲିୟାଛେନ ; ଏକ୍ଵାନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ସଂସାରପଥ ଅର୍ଥାଂ ସଂସାରେ ଥାକିୟା ଶ୍ରୀକୃତ୍ଵକେ ସେବା କରିବାର ଖଣ୍ଡାଣୀ ଗୁଣିତେ ଇଚ୍ଛା କର । ମନାଶିବ କହଲେନ,—
 ବିପ୍ର ! ତୁମି ଉତ୍ତମ ଖୁର କରିୟାଛ, ତୁମି ସ୍ଵଧାର୍ଥହି ନିଧିଲ ଲୋକେର ହିତୈଷୀ ; ତୋମାର ନିକଟେ ସେ ଗୋପନୀୟ କଥା ବଲିତେଛି, ଅବଗ କର । ହେ ସୁନିବର ! ଶ୍ରୀକୃତ୍ଵକେ ନାମ୍, ସ୍ଵଧା, ପିତା, ମାତା ଓ ପ୍ରେୟସାଗଂ ଇହାର୍ଥା ସକଲେହି

৪থা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্তিতাঃ ।
 তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভূবি
 গমনাগমনে নিত্যং কয়েতি বনগোষ্ঠেষাঃ ।
 গোচারণং বয়শ্চৈচ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্ ॥ ৫
 পরকীয়াভিমানিচ্ছস্তথা তস্মৈ প্রিয়া জনাঃ ।
 প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্ ॥ ৬
 আত্মানং চিন্তয়েন্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্
 রূপধোবনসম্পন্নং কিশোরীং প্রমদাকৃতম্ ॥
 নানানিগ্নকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিনীম্ ।
 প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাশুস্বীম্ ॥ ৮
 ঠাধিকানুরূচরীং তিত্যং তৎসেবনপরাধণাম্ ।
 কৃষ্ণাদপ্যাধিকং প্রেম রাধিকায়ঃ প্রকূর্ষতীম্ ॥

নিত্য অর্থাৎ চিরজীবী ; ইহারাও কৃষ্ণের
 স্তায় গুণশালী। শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ্য লীলায়
 (আদিলীলায়) পুরাণে যেদ্রুপ ভাবে
 বর্ণিত হইয়াছেন ; বৃন্দাবনে নিত্য
 লীলাতেও ঠিক সেইরূপভাবে অবস্থিতি
 করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও অদ্যপি বৃন্দাবনে
 সেইরূপভাবেই গোষ্ঠ বা বনে গমনাগমন
 করিতেছেন ; এবং বয়স্গুণের সহিত
 গোচারণ করিতেছেন ; কেবল অসুর বধ
 করেন না, এই মাত্র বিশেষ। ঠাঁহার
 শ্রীতিপাত্রী—ঠাঁহার প্রতি ভক্তিমতী রমণী-
 গণ পরকীয়া রমণীর স্তায় ভয়ে ভয়ে
 গোপনে আপন আপন স্বামিসহবাস করিয়া
 থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতে হইলে
 আপনাকে কৃষ্ণসেবিনী রমণীদিগের মধ্য-
 বর্ত্তিনী রূপধোবনশালিনী মনোরমা কিশোরী
 রমণীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ভাবনা-
 দ্বারা আপনাকে বিবিধ-শিল্পবিদ্যানিপুণা
 শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহবাসের উপযোগিনী
 রমণী করিয়া তুলিতে হইবে। আরও
 মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে, আমি রাধি-
 কার পরিচারিকা, কৃষ্ণ আমাকে সন্তোষার্থ
 আত্মান করিতেছেন, তথাপি আমি ঠাঁহার
 নিকটে গমন করিতেছি না' এইরূপ চিন্তা
 করিয়া সখীভাবে সর্বদা রাধিকার সেবা

শ্রীত্যানুদীবসং যত্নাত্তয়োঃ সক্ষমকারিণীম্ ।
 তৎসেবনমুখাঙ্কাদ-ভাবেনাতিসুনির্বৃত্তাম্ ॥
 ইত্যাশ্বানং বিচিষ্টৈব্য তত্র সেবাং সমাচরেৎ
 ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমরভ্য যাবৎস্মাত্তু মহানিশা ॥ ১১
 নারদ উবাচ ।
 হরেদৈনন্দিনীঃ লীলাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি ভবতঃ
 লীলামজ্ঞানতা সেব্য মনসা তু কথং হরিঃ ॥
 শ্রীসদাশিব উবাচ ।
 নাহং জানামি ত্বাং লীলাঃ হরেন্নারদ ভবতঃ
 বৃন্দাদেবৌমিতো গচ্ছ সা তে লীলাং প্রবক্ষ্যতি
 'অবিদূর ইতঃ স্থানাৎ কেশিতীরসমীপতঃ ।
 সখীসঙ্ঘবৃত্তা সান্তে গোবিন্দপরিচারিকা ॥ ১৪

করবে, কৃষ্ণপেক্ষা রাধিকার উপরে সমধিক
 ভক্তি করবে। প্রতিদিন যত্ন করিয়া
 ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের মিলন-সাধনে যত্ন-
 বান হইবে এবং ঠাঁহাদের যুগলমূর্ত্তির
 সেবন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া
 থাকিবে। ১—১০। আপনাকে এইরূপ
 রাধিকার সহচরীরূপে ভাবনা করিয়া,
 ব্রাহ্মমূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশা
 পর্যন্ত ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে।
 নারদ কহিলেন,—দেব ! আমি কৃষ্ণের
 দৈনন্দিন লীলা যথাযথরূপে শ্রবণ করিতে
 ইচ্ছা করি, ঠাঁহার সে লীলা না জানিয়াই
 বা কিরূপে মনে মনে শ্রীহরির সেবা করি।
 সদাশিব কহিলেন,—নারদ ! আমি শ্রীহরির
 সে নিত্যলীলার বিষয় সম্যক্রূপে অবগত
 নহি, তুমি এস্থান হইতে বৃন্দাদেবীর নিকটে
 গমন কর ! তিনি তোমার নিকট সে লীলার
 বিষয়ে বর্ণন করিবেন। সেই গোবিন্দপরিচা-
 রিকা বৃন্দাদেবী এই স্থান হইতে অতি নিক-
 টেই কেশিতীরের সমীপে সখীগণপরিবেষ্টিত
 হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। স্মৃত কহিলেন,
 —সদাশিব কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া
 হইয়া মুনিসত্তম নারদ হৃষ্টচিত্তে ঠাঁহাকে
 প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিয়া বৃন্দার
 আশ্রমে গমন করিলেন। বৃন্দাও নারদকে

হৃত উবাচ ।

ইত্যাঙ্কন্তঃ পরিক্রম্য হৃষ্টৌ নন্দা পুনঃপুনঃ ।
 বৃন্দাশ্রমঃ জগামাথ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ১৫
 বৃন্দাপি নারদং দৃষ্টৌ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ।
 উবাচ চ মুনিশ্রেষ্ঠ কথমত্রাগতিস্তব ॥ ১৬

নারদ উবাচ ।

অন্তো বোধিতুমিচ্ছামি নৈত্যকং চরিতং হরেঃ
 তদাদিত্তো মম ক্রুহি যদি যোগোহস্মি শোভে
 বৃন্দোবাচ ।

রহস্যমপি বক্ষ্যামি কৃষ্ণভক্তোহসি নারদ ।
 ন প্রকাশ্যঃ স্বয়া হে তদগুহ্যাদগুহ্যতরং মহৎ ॥
 মধ্যবৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে ।
 কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে তু দিব্যরত্নময়ে গৃহে ॥ ১৯
 নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্লৈ নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ ।
 মদাজাকারিভিঃ পশ্যাৎপক্ষিত্বৈধোখিতাবপি

দেখিয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রাণাম করিয়া
 বলিলেন,—মুনিবর! আপনার এখানে
 আগমনের কারণ কি? শুনিতে ইচ্ছা করি।
 নারদ বলিলেন,—আমি আপনার নিকট
 জীহ্বার নিত্যলীলা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
 করি। হে শোভনে! আমি যদি তাহা
 শুনিতে অধিকারী হই, তাহা হইলে তাঁহার
 সেই লীলা আপনি আমার নিকটে আদ্যো-
 পান্ত বর্ণন করুন। বৃন্দা বলিলেন—নারদ!
 আপনি কৃষ্ণভক্ত; স্নতরাং কৃষ্ণের সেই লীলা
 গোপনীয় হইলেও আপনার নিকটে বলিব।
 আপনি অতি গোপনীয় এই লীলার বিষয়
 কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবেন না।
 রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে চতুঃপার্শ্বে
 পঞ্চাশটী কুঞ্জঘাটা সূশোভিত রমণীয় এক
 কল্পবৃক্ষের নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে দিব্যরত্নময়
 গৃহে পরম্পর গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করত
 শয্যায় নিদ্রিত থাকেন। তাঁহার্য্য গাঢ়
 আলিঙ্গনসুখে এমনই বিভোর হইয়া থাকেন
 যে, তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত নিজের পরে আমার
 আজাকারী শুকসারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ
 স্নমধুর রবে তাঁহাদিগকে জাগরিত করিলেও

গাঢ়ালিঙ্গনজ্ঞানন্দমাগৌ তদন্তককাতরৌ ।
 নো ম-: কুরুতস্তল্লাৎ সমুখাতুং মনাগপি ।
 ততশ্চ সারিকাসনৈঃ শুকাদৈর্যপি তৌ মুহুঃ
 বোধিতৌ বিবিধৈরীকৈঃ স্বতল্লাহুদতিষ্ঠতাম
 উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্টৌ সখ্যস্তল্লৈ মুদাধিতৌ ।
 প্রবিষ্টৌ সেবাং কুরীন্তি তৎকালে হ্যচিতাং

তয়োঃ ॥ ২১

পুনশ্চ সারিকাবাক্যৈঃ স্বতল্লাহুদতিষ্ঠতাম ।
 গচ্ছতঃ স্বশতবনং ভীত্যাৎকণ্ঠাকুলৌ ততঃ ।
 প্রাংশ্চ বোধিতৌ মাত্রা তল্লাহুখায় সত্বরঃ ।
 কৃদ্বা কৃষ্ণো দন্তকাঠং বলদেবসমধিতঃ ॥ ২৫
 মাজাহুমোদিতৌ যাতি গোশালাং সখিত্তিরূতঃ
 রাধাপি বোধিতা বিপ্র বয়স্কাভিঃ স্বতল্লতঃ ॥
 উখায় দন্তকাঠাদি কৃদ্বাত্যজ্ঞং সমাচরেৎ ॥

তাঁহার্য্য আলিঙ্গনসুখের ব্যাঘাত হইবার
 আশঙ্কায় শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করিতে
 কিছুমাত্র ইচ্ছা করেন না। পরে শুক-
 সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ বিবিধবাক্যে পুনঃ-
 পুনঃ তাঁহাদিগকে জাগরিত করিলে তাঁহার্য্য
 শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করেন। শয্যা
 হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া শয্যোপরি সুখে
 উপবিষ্ট হইয়াছেন দেখিলে, সখীগণ তথায়
 গিয়া তাঁহাদের তাৎকালিক সমুচিত সেবা
 করিয়া থাকে। তাহার পর তাঁহার্য্য পুনরীক
 স্নমধুর সারিকারব শুনিতে শুনিতে শয্যা
 হইতে উখিত হইয়া ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় *
 আকুল হইয়া স্বভবনে গমন করেন।
 ১১—২৪। পর দিন প্রাতঃকালে জীকৃষ্ণ,
 মাতা কর্তৃক জাগরিত হইয়া শয্যা হইতে
 গাত্ৰোত্থানপূর্বক সত্বর দন্তধাবন করিয়া
 মাতার অন্তর্মমতি অনুসারে বলরামনমভিব্যা-
 হারে বয়স্কগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গোশালায়
 গমন করেন। হে বিপ্র! এ দিকে
 রাধিকাও পর দিন প্রাতঃকালে সখীগণ
 * বাহু দৃষ্টিতে কুকর্ষ করিতেছেন বলিয়া
 ভয়; বিবাহ নিবন্ধন উৎকণ্ঠা।

মানবেদিং ততো গদ্বা স্নাপিতা সা নিজা-
লিভিঃ ।
ভূষাগুহং ব্রজেত্তত্র বয়স্মা ভূষয়ন্ত্যাপি ।
ভূষণৈর্বিবৈর্দেহির্বৈয়র্গন্ধমাল্যান্নুলেপনৈঃ ॥২৮
ততঃ সখীজনৈনস্তম্ভাঃ শ্ৰগং সম্প্রার্থ্য যত্নতঃ ।
পক্ণুমান্নয়তে স্বন্নং সসখী সা যশোদয়া ॥২৯
নারদ উবাচ ।
কথমান্নয়তে দেবী পাকার্থং তু যশোদয়া ।
সতীষু পাককত্রীষু রোহিণী প্রমুখাশ্চপি ॥৩০
বৃন্দোবাচ ।
পূর্ষঃ দুর্ভাসাসা দন্তো বরশ্চন্দ্ৰৈ মহামুনে ।
ইতি কাত্যায়নীবক্রোচ্ছ্রুতমাসীন্নয়া পুরা ॥৩১
তস্মা যৎ পচ্যতে দেবি তদন্নং মদন্নগ্রহাৎ ।
মিষ্টং স্নাদনুতস্পর্শি ভোক্তুরায়ুধরং তথা ।
ইত্যাহ্বয়তি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবৎসলা

জাগরিত করাইলে দন্তবান করিয়া গায়ে
তৈলমর্দন করেন। তাহার পরে সখীগণ
ঊঁহাকে স্নানবেদিতে লইয়া গিয়া স্নান
করাইয়া দিলে তিনি অলঙ্কারভবনে গমন
করেন। তাহায় সখীগণ বিবিধ অলঙ্কার,
মাল্য ও গন্ধদ্রব্য লেপন দ্বারা ঊঁহাকে
বিভূষিত করে। তাহার পরে যশোদা
সখীগণদ্বারা রাধিকার শ্ৰঙ্গর নিকটে
সবিশেষ আগ্রহসহকারে প্রার্থনা করিয়া
উত্তম অন্ন পাক করিবার জন্ত সখীগণসহ
রাধিকাকে আহ্বান করেন। —২৯ নারদ
জিজ্ঞাসা করিলেন,—রোহিণী প্রভৃতি পাচিকা
বর্ষমান থাকিতে যশোদা রাধিকাদেবীকে
পাক করিতে আহ্বান করেন কেন? বৃন্দা
বলিতে লাগিলেন,—মুনিবর! আমি পূর্বে
ভগবতী কাত্যায়নীর মুখে শুনিয়াছিলাম,
—দুর্ভাসামুনি রাধাকে এই বর দিয়াছেন
যে, দেবি! আমার অন্নগ্রহণে তুমি
যে অন্ন পাক করিবে, তাহা অমৃতা-
পেকা অতি সুস্বাদু এবং ভোক্তার আয়ু-
র্ধর্দক হইবে। পুত্রবৎসলা যশোদা এই
কারণে পুত্র দীর্ঘজীবী হইবে এবং পুত্র

আয়ুমান মে ভবেৎপুত্রঃ স্বাহুলোভাত্তথা সতী
শ্ৰম্ভ্রামোদিতা সাপি হৃষ্টা নন্দালয়ং ব্রজেৎ ।
সসখীপ্রকরা তত্র গদ্বা পাকং কয়োতি চ ॥২৮
কুকোষিপি হৃষ্টা গাঃ কাশ্চিদোহস্থিহ্মা জনৈঃ
পরঃ ।
আগচ্ছতি পিতৃর্দ্বীক্যাৎ স্বগুণং সখিভির্বৃত্তঃ ।
অভাঙ্গৈশ্চন্দ্রিনং কৃষ্মা দাটৈঃ সংস্নাপিতো মূঢ়া
ধৌতবস্ত্রধরঃ শ্রযী চন্দনাক্রকলেবরঃ ॥ ৩০
ঐকালবদ্ধচক্রৈঃপ্রীবাভালোপরি ক্ষুরন ।
চন্দ্রাকারক্ষুরদভাল-ভিলকালকরঞ্জিতঃ ॥ ৩১
কঙ্কণাদকেশর-রত্নমুদ্রালসৎকরঃ ।
মুক্তোহারক্ষুরেষু ক মকরাকৃতিকুণ্ডলঃ ॥ ৩৮

সুমধুর অন্ন ভোজনে লোলুপ, এই মনে
করিয়া প্রতিদিন রাধিকাকে অন্ন পক
করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া থাকেন।
পতিব্রতা রাধাও শ্ৰঙ্গর অন্নমতি লইয়া
সখীগণ সমাভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে নন্দ লয়ে
গমন করিয়া পাক করেন। ২৯পরে কৃষ্ণ
শিশুর আদেশে গোষ্ঠ হইতে লোক দ্বারা
কত গুণ দুগ্ধাদি গবী দোহন করাইয়া
বহুস্রাগণে পরিবৃত্ত হইয়া গৃহে আগমন
করেন। তিনি গৃহে আসিলে স্তৃত্যগণ
আনন্দসহকারে তৈল মাখাইয়া ঊঁহাকে
স্নান কর ইয়া দেয়, স্নান করিয়া তিনি ধৌত
বস্ত্র পরিধানপূর্বক গায়ে চন্দন লেপন ও
মাল্য ধারণ করেন, এবং স্বর্ষমান কেশ-
কলাপ মধ্যভাগে সীমস্তাকারে বিতস্ত
করিয়া হৃষ্ট পাখে লিখিত করিয়া দেন; তখন
ঊঁহার সেই ঐধাবিতস্ত (কঙ্কতিকাপিরিকৃত
তৈলচিক্ৰণ) কেশকলা প্রীবা ও ললাটের
উপরে পতিত হইয়া অপূর্ষ শোভাই ধারণ
করে। স্তৃত্যগণ ঊঁহার কপালে চন্দ্রাকৃতি
অপূর্ষ অকল তিলক-রচনা নির্মাণ করিয়া
দেয়, তাহাতে তিনি অপূর্ষ শ্রেষ্ঠী ধারণ
করেন। ৩০—৩১। তিনি করে বৃন্দার কঙ্কণ,
রত্নকেশর বকঃস্থলে মুক্তোহার এবং কপ-
লে কঙ্কণ, ঊঁহার পিঠে চন্দ্রাকৃতি
কুণ্ডল পরিধান করেন

মুহুর্তাকারিতো মাত্ৰা প্রবিশেষভোজনালয়ম্ ।
 অবলম্ব্য করং সখ্যুর্বলদেবমমুত্ততঃ ॥ ৩৯
 সুত্তক্ষেত্রেথ বিবিধারানি ভ্রাতা চ সখিভির্ততঃ
 হাসয়ন বিবিধৈর্হাস্তৈঃ সখ্যং তৈস্তর্হসতি স্বয়ম্ ॥
 ইখং ভুক্তা তথাচম্য দিব্যখটোপরি ক্ষণম্ ।
 বিশ্রম্য সেবকৈর্দন্তং তাস্থলং বিভ্জন্নদন ॥
 গোপবেষধরঃ কৃষ্ণো ধেম্ববৃন্দপুয়সরঃ ।
 ব্রজবাসিজনৈঃ স্ত্রীত্যা সর্ষৈরনুগতঃ পথি ॥ ৪২
 পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রাশ্চেনাপি হং গণম্
 যথাযোগ্যং তথা চাম্পান্য বিনিবর্ত্তা বনং
 ব্রজেৎ ॥ ৪৩
 বনং প্রবিষ্ট সখিভিঃ ক্রৌড়মিত্বা ক্ষণং ততঃ ।

বিহারৈর্কিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা ॥ ৪১
 বঞ্চয়িত্বা তু তান সর্ষান বিদ্রৈঃ প্রিয়সখৈর্বৃহঃ
 সঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়ংসন্দর্শনোৎসুকঃ ।
 সাপি কৃষ্ণং বনং যান্তং দৃষ্ট্বা স্বং গৃহমাগতা ।
 সূর্যাদিপূজাব্যাজেন কুসুমাহুতয়ে তথা ॥ ৪৬
 বঞ্চয়িত্বা গুরুন যান্তি প্রিয়সঙ্গেচ্ছা বনম্ ।
 ইখং তো বহুযজ্ঞেন মিলিত্বা স্বগণৈস্ততঃ ॥ ৪৭
 বিহারৈর্কিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা ।
 দোলাকৈব সমাক্রটো সখিভিদৌলিতৌ কচিং
 কচিৎপেগুং করস্তস্তং প্রিয়য়াপহুতং হরিঃ ।
 অধেষয়ন্নু পালকো বিপ্রলকঃ প্রিয়াগণৈঃ ॥ ৪৯
 হসিতৈর্কিঞ্চন্য তাত্তিহাসিতস্তত্র তিষ্ঠত ।

(এইরূপে তিনি বেশবিস্তারিত রত থাকিয়া কালযাপন করিতেন) পরে মাতার পুনঃপুনঃ আহ্বানে সখার কর ধারণপূর্বক বলরামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোজনাগারে প্রবেশ করেন। ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া ভ্রাতা এবং বয়স্ভগণের সঙ্গে উপবেশন করিয়া বিবিধ উপকরণসহ অন্ত ভোজন করিতে থাকেন। ভোজনকালে বিবিধ হাস্যপরিহাসে বয়স্ভগণকে হাসাইতে এবং স্বয়ংও হাসিতে থাকেন। এইরূপে আহার-কাৰ্য্য সমাপন করিয়া আচমন করেন। আচমনের পরে দিব্য পালকের উপরে উপবেশনপূর্বক ভূত্যাগণ কর্তৃক আনীত তাস্থল বয়স্ভগণকে ভাগ করিয়া দিয়া, স্বয়ং চর্ষণ করিতে করিতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করেন। তাহার পর আবার গোপবেশ ধারণপূর্বক ধেম্ববৃন্দ লইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোচারণে বহির্গত হন; তৎকালে ব্রজবাসিগণ সকলেই স্ত্রীতিবশতঃ পথে তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে বহির্গমনকালে পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া অনুগামি-বর্গকে যথাযোগ্য স্ত্রীতিকটাক্ষে সম্ভাষণ দ্বারা বিদায় প্রদানপূর্বক বয়স্ভগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অরণ্যে গমন করেন। বনে গিয়া ক্ষণকাল বয়স্ভগণের

সহিত ক্রীড়া করেন। পরে বয়স্ভগণ সেই কাননमध्ये আনন্দে বিবিধ প্রকার ক্রীড়ায় মত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সকলকেই বঞ্চনা করিয়া মাত্র তুই তিনটা প্রিয়বয়স্ভকে সঙ্গে লইয়া প্রিয়াকে দেখবার নিমিত্ত উৎকর্ষিত হইয়া আনন্দে সঙ্কেত স্থানে গমন করেন। এদিকে রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণ বনে যাইতেছেন দেখিয়া নিজগৃহে গমনপূর্বক সুসজ্জিত হইয়া সূর্য্যাদিদেবতা পূজা, বা পুষ্পচয়নব্যাপদেশে গুরুজনকে বঞ্চনা করিয়া প্রিয়সঙ্গাভিলাষিণী হইয়া বনে গমন করেন। রাধা কৃষ্ণ এইরূপে বহু আশ্রমে বনमध्ये মিলিত হইয়া পরমানন্দে মনাতাত্বে ক্রীড়া করিতে থাকেন, বয়স্ভগণ তাঁহাদের সঙ্গেই থাকে। রাধা কৃষ্ণ কখনও দোলায় আরোহণ করেন; বয়স্ভগণ তাঁহাদিগকে দোল দিতে থাকে। ৩৮—৪৮। কখন বা রাধা, শ্রীকৃষ্ণের করচূত বেগু লুকাইয়া রাখেন, কৃষ্ণ 'বেগু কোথায় রাখিলাম' বলিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করেন; কিন্তু রাধা অস্ত্র কৃষ্ণ-প্রিয়াগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কোথায় পাইবেন; তাহার কেবল পরিশ্রম সার হয়; প্রিয়াগণ তখন তাঁহাকেই উপহাসগর্ভে তিরস্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে বেগু অর্পণ করেন, কৃষ্ণও

বসন্তবায়ু জুষ্টি বনখণ্ডঃ কচিমুদা । ৫০
 প্রবিশু চন্দনাশ্চোভিঃ কুঙ্কুমাদিজলৈরপি ।
 নিষিঞ্চতো যজ্ঞমুক্রৈস্তৎপকৈর্লিম্পতো মিথঃ ।
 সখ্যোহুপ্যেবং নিষিঞ্চস্তি ত্ৰাশ্চ তো
 সিঞ্চতঃ পুনঃ ।
 বসন্তবায়ুজুষ্টি বনখণ্ডে ব সর্কতঃ ॥৫২
 তন্তৎকালোচিটৈর্নানি বিহারৈঃ সগগো বিদ্র ।
 শ্রান্তৌ কচিদ্রুকমূলমাসাদ্য মুনিসতম ॥ ৫৩
 উপবিশ্রাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রুতঃ ।
 ততো মধুদদোন্নতো নিদ্রয়া মৌলিতৈক্ষণো ॥৫৪
 মিথঃ পানী সমালম্ব্য কামবাণবশং গমৌ ।
 রিয়ংস্থ বিশতঃ রুঞ্জং স্বাসদ্বাগ্নমসৌ পথি ॥৫৫
 ক্রৌড়তশ্চ তন্তস্তত্র করিণীযুধপৌ যথা ।
 সখ্যোহপি মধুভিষ্মতা নিদ্রয়া পীড়িতক্ষণাঃ ।

ঊর্ধ্বাঙ্গের সঙ্গে হাস্ত-পর্য্যাস করত কিয়ৎক্ষণ অভিবাহিত করেন। কখন বা রাধাকে সঙ্গে করিয়া বসন্তবায়ুসেবিত বনমধ্যে প্রবেশ করত উভয়ের গাঞ্জে পিচকারী দ্বারা চন্দন-জল বা কুঙ্কুমাদি-জল সিঞ্চন করেন; কখন চন্দন বা কুঙ্কুমাদিপঙ্ক গাঞ্জে লেপন করেন। ঊর্ধ্বাঙ্গের সখীরাও এইরূপ ঊর্ধ্বাঙ্গের এবং আপনাদের অঙ্গে পরস্পর উক্ত চন্দন বা কুঙ্কুমসঞ্জিল সিঞ্চন করেন। চে বিজ্ঞ! ঊর্ধ্বাঙ্গা বসন্তবায়ুসেবিত বনমধ্যে এইরূপে সখীগণ-সমতিব্যাহায়ে তৎকাল-যোগ্য বিবিধ প্রকার লীলা করিয়া থাকেন। হে মুনি! তম! এইরূপে ক্রৌড়া করিতে করিতে পরিভ্রান্ত হইলে রাধাক্ষণ কোন বৃক্ষ-স্তলে গিয়া দিব্য আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মধুপান করেন। তাহার পর মধুদদে মত্ত হইয়া উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রাবেশে নেত্র-নিমীলন করিয়া থাকেন। পরে কামার্জ হইয়া রমণাভিলাষে পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক কাম-বিহ্বলচিত্তে স্থলিতবচনে কথা কহিতে কহিতে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করেন। কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঊর্ধ্বাঙ্গা হস্তিনী ও হস্তিরাঞ্জের স্তায় উন্নতভাবে ক্রৌড়া করিতে থাকেন।

অভিতৌ মঞ্জুকুঞ্জেষু সর্বা এবাপি শিষ্ঠিরে ।
 পৃথগেকেন বপুষা কৃষ্ণোহপি যুগপদ্বিতুঃ । ৫৭
 সর্বাঙ্গাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রিয়য়া প্রেরিতো
 মুহঃ ।
 রময়িত্বা চ ভাঃ সর্বাঃ করিণীগঞ্জরাড়িব । ৫৮
 প্রিয়য়া চ তথা তাভিঃ ক্রৌড়ার্থঞ্চ সরো
 ব্রজেৎ ॥
 জলসৈদৈ পাতত্র ক্রৌড়তঃ সগগো ততঃ ॥৫৯
 বাসঃশ্রকন্দৈর্নান্দৈব্যেভূর্ব্বয়ৈরপি ভূষিতো ।
 তত্রৈব সরসন্তীয়ে দিব্যরত্নময়ে গৃহে ॥ ৬০
 প্রাগেব ফলমূলানি কল্পিতানি ময়া মুনে ।
 হিরন্ম প্রথমং ভূক্ষা কান্তয়া পরিবেষ্টিতঃ ।
 দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছয্যাংপুষ্পবিনিশ্চিতাম
 তাম্বলৈর্ব্যজর্জনস্তত্র পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥৬২

সখীরাও এদিকে মধুপানে মত্ত হইয়া নিজ্জালসনয়নে সেই মনোহর কুঞ্জের চতুঃপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে। মদমত্ত গজরাজ যেরূপ বহু করিণীর সহিত অক্রান্তভাবে বিহার করে, তদ্রূপ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার পুনঃ-পুনঃ প্রেরণায় একই শরীরে যুগপৎ সেই সকল সখীদের নিকটে গিয়া প্রত্যেকের সহিত লীলা করেন। তাহার পর প্রভু প্রিয়তমা ও অন্তান্তসখীগণ-সমতিব্যাহায়ে জলক্রৌড়া করিবার নিমিত্ত সরোবরে গমন করেন। সরোবরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহাদের সহিত পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে জল সিঞ্চনপূর্ব্বক ক্রৌড়া করেন। তাহার পর দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক মাল্য-চন্দনে বিভূষিত হইয়া সেই সরোবরতীরে দিব্যরত্নময় ভবনে প্রবেশ করেন। হে মুনে! আমি সেই ভবনে পূর্ব্বকই ফলমূল সংগ্রহ করিয়া রাখি। প্রভু কান্তাপরিবেষ্টিত হইয়া প্রথমে সেই ফলমূল ভোজন করিয়া পুষ্প-শয্যায় শয়ন করেন। তৎকালে দুই তিনটা মাত্র সখী ঊর্ধ্বাঙ্গ সেবা করিতে থাকে। কেহ তাহুল আনয়ন করিয়া দেয়, কেহ পদ-সংবাহন করিতে থাকে, কেহ বীজন করে।

সেব্যমানো হসন্ত্যভির্শোদিতৈ প্রেয়সীং স্মরন সাধু নিদ্রাং গতোহসীতি হাসয়ন্ত্যো হাসন্তি চ
 রাধিকাপি হরৌ সুপ্তে সগণা মুদিতাস্তরা ।
 অপি তত্র গতপ্রাণা তদ্বচ্ছিতং ভূমক্তি চ ।
 কিঞ্চিদেব ততো ভুঞ্জা বজ্জেচ্ছযানিকৈতনে
 দ্রষ্টুং কাস্তমুখান্তোজং চকোরীব নিশাকরম্ ।
 ভাস্কুলচাৰ্চ্চিং তস্য তত্রত্যাভিনিবেদিতম্ ।
 ত ভুলাস্বাপ চান্নাতি বিভজন্তী প্রিয়ালিষু ।
 কৃষ্ণোহপি তাসাংশুশ্রয়ঃ স্বচ্ছন্দং ভায়িতংমিথ
 শ্রাশ্বনিজ ইবাভ্যতি বিনন্দোহপি পটারুতঃ ।
 তাসু ক্ষেপাং কণং কৃত্বা কৃতশ্চেন্দ্রমানতঃ ৬৭
 বৃন্দস্ত রসনাং দন্তিঃ পশ্বন্ত্যোহস্থস্থমাননম্ ।
 লোনা ইব লজ্জয়া স্যুঃ কণমূচূর্ণ কিঞ্চন ৬৮
 কণাদেব ততো বস্তঃ দুরীকৃত্য তদঙ্গতঃ ।

প্রভু শ্রীকৃষ্ণও প্রেয়সীকে স্মরণ করত তাহা-
 দিগের সহিত হাস-পরিহাস আমোদে
 কালান্তিপাত করেন। এইরূপ আমোদ
 করিতে করিতে কপটনিদ্রায় অভিভূত হন।
 হরি নিদ্রিত হইয়াছেন দেখিয়া উপগত-
 চিত্তা রাধিকা স্বখীগণের সহিত সেই
 শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছষ্ট কলমূল কিঞ্চিং ভোজন
 করেন। পরে চকোরী খেয়ুপ সপ্রেমমেন্দ্রে
 চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেইরূপ প্রভুব
 শয্যাগৃহে গমন করিয়া স্বখীগণপ্রদর্শিত
 ভাস্কুলরাগরঞ্জিত প্রিয়তম মুখপদ্ম নিরীক্ষণ
 করত প্রিয়সখীদিগকে বিভাগ করিয়া
 দিয়া ভাস্কুল ভক্ষণ করেন। কৃষ্ণও
 তাহাদের নিঃশঙ্কমনে স্বচ্ছন্দ আলাপ
 স্বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সর্বাঙ্গ বস্তা-
 বৃত্ত করিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া
 থাকেন। ঠাঁহারাও কৃষ্ণ নিদ্রিত হইয়া-
 ছেন মনে করিয়া কণকাল বিষমভাবে
 নানা রহস্য আলাপ করিতে থাকে; পরে
 কোনরূপ অনুমানে কৃষ্ণ জাগরিত আছেন
 জানিতে পারিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়া পর-
 স্পর মুখ নিরীক্ষণ করত একেবারে জড়সড়
 হইয়া পড়ে; কিয়ৎকণ অংগ কোন কথা
 বালিতে পারে না। ৪২—৬৮। কণকাল

এবং তো বিবিধর্হাস্তৈ রমমাণো গণৈঃ সহ ।
 অল্পভূয় কণং নিদ্রাসুখঞ্চ মুনিসত্তম ৭০
 উপবিশ্রাসনে দিব্যে সগণে বিস্তৃতে মুদা ।
 পণীকৃত্য মিথো হারচূষাশ্লেষপারচ্ছদান ৭১
 অটেক্ষিক্রৌড়িতঃ প্রেমা নশ্মালাপপুরঃসরম্ ।
 পরাজিতোহপি প্রিয়য়া জিতোহহর্হামতিবৈ ক্রবন
 হারাদিগ্রহণে তস্তাঃ প্রবৃত্তস্তাড্যতে তথা ।
 তথৈবং তাড়িতঃ কৃষ্ণঃ করোণাস্তসরোরুহে ৭২
 বিষয়মানসো ভূজ্ঞা গন্তুঞ্চ কুরুতে হিতম্ ।
 জিতোহস্মি চেষয়া দেবি গৃহতাং যৎপণীকৃত্য
 চূষনাদি ময়া দত্তমিত্যুক্তা সা তথাচরৎ ৭৩
 কৌটিল্যং তদ্বক্রবোদ্রষ্টুঃ শ্রোতুং তদ-

ভৎসনং বচঃ ।

ততঃ দায়িশুকানাঞ্চ শ্রদ্ধা বাগাবহঃ মিথঃ ।

পরে কৃষ্ণের অঙ্গবস্ত্র অপসারিত করিয়া,
 “বেশ নিদ্রা যাইতেছ” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে
 হাসাইতে ও হাসিতে থাকে। হে মুনি-
 সত্তম! এইরূপে রাধা কৃষ্ণ স্বখীগণের সহিত
 হাস-পরিহাসে ক্রৌড়া করত কণকাল নিদ্রা-
 সুখ অনুভব করেন। তৎপরে স্বখীগণের
 সহিত বিস্তৃত দিব্য আসনে উপবেশন-পূর্বক
 পরস্পর হার, পরিচ্ছদ, চূষন ও আলিঙ্গন
 পণ রাগিয়া প্রেমভরে নশ্মালাপ করিতে
 করিতে পরমানন্দে পাশক্রৌড়া করিতে
 আরম্ভ করেন। ক্রৌড়া করিতে করিতে
 প্রিয়র নিকটে পরাজিত হইলেও “আমি
 জিতিয়াছি”, এই বলিয়া ঠাঁহার হারাদি
 গ্রহণ করিতে গিয়া তাড়িত হন। রাধিকা
 ছাড়িবার পাত্র নছেন; তিনি কৃষ্ণের গালে
 ঠোনা মাঠেন। কৃষ্ণ প্রিয়র নিকট ঠেঁনি
 খাইয়া রাগ করিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইতে
 ইচ্ছা করেন। পরিশেষে কিছুতেই রাধাকে
 আটিয়া উঠিতে না পারিয়া বলেন, দেবি!
 যদি প্রকৃতই তুমি জিতিয়া থাক, তাহা হইলে
 আমি তোমাকে যে চূষনাদি দিব বলিয়া পণ
 করিয়াছি, তাহা গ্রহণ কর। রাধা অগত্যা

নির্গচ্ছতস্ততঃ স্থানাদগন্তকামো গৃহং প্রতি ॥৭৭
 কৃষ্ণঃ কান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ ।
 সা তু সূর্য্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংযুতা ॥৭৮
 কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্ত্য হরিঃ পুনঃ ।
 বিপ্রবেশং সমাস্বায় যাতি সূর্য্যগৃহং প্রতি ॥৭৮
 সূর্য্যং প্রপূজয়েৎ তত্র প্রার্থিতস্তৎসখীজ্ঞৈঃ ।
 তদৈব কল্পিতৈর্কৈদৈঃ পরিহাসবিগর্হিতৈঃ ॥৭৯
 ততস্তা জ্ঞাপিতং কান্তঃ পরিত্রায় বিচক্ষণাঃ ।
 আনন্দসাগরে সৌম্য ন বিভুঃ স্বং ন চাপরম্ ।
 বিহাটৈর্কিবিধৈঃসেবং সাদ্ধ্ব্যামধ্বয়ং মুনে ।
 সৌম্য গৃহান ব্রজেযুক্তাঃ স চ কৃষ্ণে গবাং
 ব্রজেৎ ॥৮১

সঙ্গম্য স্বসখীন কৃষ্ণো সূর্য্যো গাং সমভূতঃ ।
 আগচ্ছতি ব্রজঃ স্বধাষাদমমুরসীঃ মুনে ॥ ৮২
 ততো নন্দাদয়ঃ সর্ষে ক্রমাৎ বেপূর্ব্বং যয়োঃ ।
 গোধূলিপটলব্যাণ্ডঃ দৃষ্ট্বা চাপি নতস্তদন্যং ॥ ৮৩
 বিশ্বজ্য সর্ষকস্মাশি দ্বিয়ো বালাদযোহপি চ ।
 কৃষ্ণস্তাভিমুখং যাস্তি তদর্শনসমুৎসুকাঃ ॥ ৮৪
 রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্র সর্ষে ব্রজৌকসঃ ।
 কৃষ্ণেহপি তান্ সমাগম্য যথাবদমুপূর্ষকঃ ॥ ৮৫
 দর্শনস্পর্শনৈর্কাচ্য স্মিতপূর্ষাবলোকনৈঃ ।
 গোপবৃদ্ধানমস্কটৈঃ কায়িকৈর্কাটিকৈরপি ॥ ৮৬
 অষ্টাক্রপাটৈঃ পিতরো রোহিণীমপি নায়দ ।
 নেত্রান্তস্থচিতেনৈব বিনযেন প্রিয়াং তথা ॥ ৮৭
 এবং তৈস্তদযথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃপ্রপূজিতঃ
 গবালয়ে তথা গাশ্চ সম্প্রবেশু সমস্ততঃ ॥ ৮৭

তাহা গ্রহণ করেন । পাশক্রীড়াবালে
 রাখার ক্রান্তকী দর্শন ও কৃষ্ণের প্রতি তির-
 স্কার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত শুক-
 সারিকাপক্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া আপ-
 নারা আবার বাগ্‌যুদ্ধ বাধাইয়া দেয় ।
 স্বধাকৃষ্ণ তাহাদিগের বাগ্‌যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া
 গৃহগমনান্তিলায়ে তথা হইতে বহির্গত
 হন । কৃষ্ণ কান্তার অনুমতি লইয়া গাভী-
 বৃন্দের অভিমুখে গমন করেন । রাখা
 সখীগণসমভিব্যাহারে সূর্য্য পূজা করি-
 বার নিমিত্ত সূর্য্য-গৃহে গমন করেন ।
 এদিকে অন্তর্ধ্যায়ী ভগবান হরি কিয়দ্দূর
 গমন করিয়া পুনর্বার তথা হইতে প্রতি-
 নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যগৃহে
 গমন করেন । রাখার সখীগণ ব্রাহ্মণরূপী
 কৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহাকে সূর্য্য-
 পূজা করিয়া দিতে বলে । কৃষ্ণ তখন
 হাত্তোদ্যাপক কল্পিত বেদমন্ত্রে সূর্য্য পূজা
 করিতে থাকেন । সুচতুর সখীগণ মন্ত্রপাঠ-
 শ্রবণে তাঁহাকে প্রাণকান্ত কৃষ্ণ বলিয়া বুদ্ধিতে
 পারিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হয় । আনন্দে
 বিভোর হইয়া তখন তাহাদের আশ্ব-পর
 জ্ঞান তিরোহিত হয় । হে মুনে! তাহারা
 সেখানেও তাঁহার সঙ্গে বিবিধপ্রকার লীলায়
 প্রায় আড়াই প্রহর কাল অতিবাহিত করিয়া

গৃহে গমন করে । কৃষ্ণ তাহার পরে গাভী-
 বৃন্দের দিকে গমন করেন । মুনে! কৃষ্ণ
 বয়স্কগণের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দিক
 হইতে গাভীসকল সংগ্রহ করিয়া মুরলী
 বাদন করিতে করিতে পরমানন্দে ব্রজাভি-
 মুখে প্রত্যাগমন করেন । অনন্তর নন্দ-
 প্রভৃতি গোপগণ কৃষ্ণের বেপূর্ব্ব শুনিয়া এবং
 নভোমণ্ডল গোপলিজালে পরিব্যাপ্ত হই-
 যাচ্ছে দেখিয়া আনন্দে উল্লাসিত হন । তখন
 ব্রজবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সর্ষকর্ম্ম
 পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত
 উৎসুক হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হয় । কৃষ্ণও
 আগমন করিতে করিতে রাজপথে ব্রজদ্বারে
 সেই সকল ব্রজবাসীদিগের নিকটে গমন-
 পূর্ব্বক তাহাদিগকে দর্শন, স্পর্শন, মধুর সন্তা-
 মণ ও স্মিতপূর্ব্বক অবলোকন করেন ; বৃদ্ধ
 গোপদিগকে নমস্কার করেন । হে নায়দ!
 তৎকালে কৃষ্ণ পিতা, মাতা ও রোহিণীকে
 কায়মনোবাক্যে ভক্তিতরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম
 করেন এবং প্রিয়তমাকে বিনয়-মধুর কটাক-
 পাতে স্ত্রীত করেন । ব্রজবাসীদিগের
 নিকটেও তিনি এইরূপে যথাযোগ্য স্নেহ-
 সন্তাষণ আদরপূজা প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আগ-

পিতৃভ্যামৰ্থিতো যাতি ভাত্ৰা সহ নিজালয়ম্ ।
 স্নাত্বা পীত্বা তত্র কিঞ্চিদ্ভুক্তা মাত্ৰান্নমোদিতঃ
 গবালয়ং পুনৰ্ঘাতি লোক্কুকাম্যে গবাং পয়ঃ ।
 তাম্শ চুক্ষা দোহয়িত্বা পায়য়িত্বা চ কাশ্চন ॥ ১০
 পিত্ৰা সার্কং গৃহং যাতি তত্র ভায়শতান্নগঃ ।
 তত্র পিত্ৰা পিতৃবৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেন চ ॥
 ভূনক্তি বিবিধানান চৌর্য্যচৌষ্যাদিকানি চ ।
 তন্ন্যতিপ্রার্থনাং পূৰ্ণং রাধিকাপি তদৈব হি ॥
 শ্ৰদ্ধাপয়েৎ সখীদ্বারা পকানানি তদালয়ম্ ।
 শ্লাঘয়ংশ হরিস্তানি ভুক্তা পিত্ৰাদিভিঃ সহ ॥
 সত্যগৃহং ব্রজেতৈশ্চ জুষ্টং বন্দিজনাদিভিঃ ।
 পকানানি গৃহীত্বা যাঃ সখ্যস্তত্র পুরাগতাঃ ॥১৪
 বহুনি চ পুনস্তানি শ্ৰদস্তানি যশোদয়া ।
 সখ্যস্তত্র তয়া দস্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং নয়ন্তি চ ॥১৫

মনপূৰ্বক গোষ্ঠে গোরক্ষণ করেন। তাহার পরে তিনি পিতা মাতার অন্নরোধে নিজ ভবনে গমন করিয়া স্নান, পান ও মাতার অন্নরোধে কিছু ভোজন করিয়া গোদোহন করিবার ইচ্ছায় পুনর্বার গোষ্ঠে গমন করেন; গোষ্ঠে গিয়া গাভী দোহন ও কতগুলিকে বা জল পান করাইয়া দুগ্ধভারবাহীদিগের অগ্রে অগ্রে পিতার সহিত গৃহে গমন করেন। গৃহে গিয়া পিতা পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র ও বলরামের সহিত একত্র বসিয়া চৰ্চা চোষা লেহ্য পেষ বিবিধ অন্ন আহার করেন। কৃষ্ণ-গতচিত্তা রাধিকা প্রার্থনার পূর্বেই সখী দ্বারা স্নানাদি সিদ্ধ অন্ন কৃষ্ণভবনে প্রেরণ করিয়া থাকেন। হরি পিত্ৰাদির সঙ্গে উপবেশন করিয়া সেই রাধিকাপ্রদত্ত অন্ন শ্ৰেংসা করিতে করিতে (তৃপ্তিসহকারে) ভোজন করেন। ৬৯—১০। আহারের পর শ্ৰীকৃষ্ণ পিত্ৰাদির সহিত স্তাবকজন-পরিবৃত সত্যগৃহে গমন করেন। যে সকল সখী রাধিকা-প্রদত্ত অন্ন আনয়ন করিয়াছিল, যশোদা আবার তাহাদিগকে প্রচুর অন্ন প্রদান করিয়া থাকেন। সখীগণ তথা হইতে

সৰ্গং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যন্তে ।
 সাপি ভুক্তা সখীবর্গযুতা তদন্নপূৰ্ণশঃ ॥ ১৬
 সখীভির্ন্যস্তিতা তিষ্ঠেদভিসন্তুঃ সমদ্যতা ।
 শ্ৰদ্ধাপ্যতে মায়া কাচিদিত এব ততঃ সখী ॥১৭
 তথাভিসারিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ ।
 কল্পরূক্ষনিকুঞ্জেশ্বিন্দিব্যরত্নময়ে গৃহে ।
 সিতকৃষ্ণনিশায়োগ্যবেষা যাতি সখীযুতা ।
 কৃষ্ণোহপি বিবিধং তত্র দৃষ্ট্বা কোতুহলং ততঃ
 কত্যাশ্চ মনোজানি শ্ৰদ্ধা চ গীতকান্তপি ।
 ধনধাত্মাদিভিস্তাম্শ শ্ৰীগণিত্বা বিধানতঃ ॥১০০
 জনৈন্নরাদিভ্যো মাত্ৰা যাতি সখ্যা নিকেতনম্
 মাতরি শ্ৰদ্ধিতায়াক্ ভোজয়িত্বা ততো গৃহম্ ॥

যশোদাপ্রদত্ত অন্ন এবং কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট অন্ন (পৃথক্ করিয়া) লইয়া রাধিকার নিকটে গিয়া অর্পণ করে। রাধিকা সেই অন্ন,—সখীগণকে কিয়দংশ ভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগের সহিত উপবেশন করিয়া ভোজন করেন। তাহার পরে সখীগণে বিভূষিত হইয়া অভিসারে উদ্যত হন, আমিও তখন এই স্থান হইতে কোন সখীকে রাধিকার নিকটে পাঠাইয়া দিয়া থাকি। অনন্তর রাধিকা মৎপ্রেরিত সখীর সঙ্কেতানুসারে, সেদিন শুক্র বা কৃষ্ণ যেকপ পক্ষ হয়, তদুপযুক্ত অভিসারিকা-বেশ পরিধানপূর্বক সখী সঙ্গে যমুনার তীর-বর্তী কল্পরূক্ষনিকুঞ্জে এই দিব্যরত্নময় ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। এদিকে শ্ৰীকৃষ্ণ সত্যায় উপবেশনপূর্বক বিবিধ কোতুক দর্শন এবং মনোহর কাত্যায়নীগীত শ্রবণ করেন। তাহার পরে গায়িকাদিগকে বহু ধন ধাত্ম প্রদান দ্বারা যথানিয়মে সন্তুষ্ট করিয়া লোকের নিকট শ্ৰেংসা, আদর ও পূজা প্রাপ্ত হন। পরে পুনঃ আহারের সময় উপস্থিত হইলে যশোদা তাঁহাকে লইতে আসেন। কৃষ্ণ বয়স্যের সহিত মাতার সঙ্গে সঙ্গে ভোজন-গারে প্রবেশ করেন। মাতা তাঁহাকে

সঙ্কেতকঃ কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ ।
 মিলিত্বা ভাবুভাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিয়ু ॥১০২
 বিহারৈর্কিবদৈ রাসলাশুগী তপুঃসংসৈঃ ।
 সার্ক্যামদ্বয়ং নৌষা রাত্রেরেবং বিহারতঃ ।
 স্মৃষুপ স্মৃবিশতঃ কুঞ্জং পক্ষীশাভিরলক্ষিতৌ ।
 একান্তে কুমুটৈঃ ক্রিপ্তে কেলিতলে মনোহরে
 স্মৃপ্তাবাতিষ্ঠিতস্তত্র সেব্যমানো নিজালিভিঃ ।
 ইতি তে সর্কমাখ্যাভং নৈত্যকং চরিতং হরেঃ
 পাপিনোহপি বিমুচ্যন্তে শ্রবণাদশ্চ নারদ ॥
 নারদ উবাচ ।

ধস্তোহস্ম্যমুগুহীতোহস্মি ত্বয়া দেবি ন সংখয়ঃ
 হরেঈন্দ্রৈন্দ্রিনৌ লীলা যতো মেহদ্য প্রকাশিতা
 স্মৃত উবাচ ।
 ইত্যুকা তাং পরিক্রম্য তয়া চাপি প্রপুঞ্জিতঃ ।
 অস্তধনিং ততো ব্রহ্মন্ নারদো মুনিসত্তমঃ ।
 ময়াপ্যেতচ্চানুপূর্ণ্যায়ং সর্কং তে পরির্কীৰ্ত্তিতম্

আহার করাইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি
 অলক্ষিতভাবে যমুনাতীরবর্তী এই সঙ্কেত-
 ভবনে আসিয়া কান্তার সহিত মিলিত হন ।
 এখানে আসিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া বন-
 শ্রেণীমধ্যে ক্রীড়া করেন । এইরূপে বিবিধ
 নৃত্যগীত প্রভৃতি রাসলীলায় রাত্রির প্রায়
 আড়াই প্রহর অতিক্রম করিয়া উভয়ে
 শরনেচ্ছায় অলক্ষিতভাবে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ
 করেন । কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্পময়
 মনোহর ক্রীড়াশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত
 হন ; তৎকালে স্বীগণ তাঁহাদের সেবা
 করিতে থাকে । নারদ ! এই আমি আপ-
 নার নিকটে শ্রীহরির নিত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে
 বর্ণন করিলাম । শ্রীকৃষ্ণের এই নিত্য
 চরিত শ্রবণ করিলে পাপিগণ পাপ-মুক্ত
 হয় ॥১০০—১০৫। নারদ কহিলেন,—দেবি !
 আপনি অদ্য আমার নিকটে শ্রীহরির নিত্য-
 লীলা প্রকাশ করিয়া আমাকে অমুগুহীত
 করিলেন ; অর্পিত ধন্য হইলাম । স্মৃত কহি-
 লেন,—হে ব্রহ্মন্ ! মুনিসত্তম নারদ এই
 বলিয়া বৃন্দাদেবীকে প্রদক্ষিণ করিলেন ;

জপেন্নিত্যাং প্রয ভ্রম মন্ত্রযুগ্মমমুত্তমম্মী ১০৪
 কৃৎবব্রুদাদিদং লক্ষং পুরা কুজ্রেণ যত্বতঃ ।
 তেনোক্তং নারদায়াপি নারদেন মমোদিতম্ ॥
 সংস্কারাংশ্চ বিধায়েব মমাপ্যেতত্ত্ববেদিতম্ ।
 ত্বয়াপ্যেতদ্গোপনীয়ং রহস্ত্যং পরমাত্মতম্ ॥
 শৌনক উবাচ ।
 কৃতকৃত্যোহভবৎ সাক্ষাৎ তৎপ্রসাদাদহং গুরো
 রহদানাং রহস্ত্যং যত্ব । মহং প্রকাশিতম্ ॥১১১
 স্মৃত উবাচ ।
 ধর্ম্মানৈতানুপাতিষ্ঠ জল্পন্ মন্ত্রমহর্নিশম্ ।
 অচিরাদেব তদান্তমবাপ্যসি ন সংখয়ঃ ।
 ময়াপি গম্যাতে ব্রহ্মনিত্যামায়হনং বিভোঃ ।
 গুরে গুরোর্ভানুজায়াঃ কুলে গোপীশ্বরশ্চ চ ।
 ইদং চরিত্তং পরমং পবিত্রং
 প্রোক্তং মহেশেন মহানুভাবম্ ।

অনন্তর বৃন্দা কর্তৃক পূজিত হইয়া তথা হইতে
 অস্তর্হিত হইলেন । আমিও তোমার নিকটে
 আনুপূর্বিক সমস্তই বলিলাম । এই অত্যুত্তম-
 মন্ত্র-যুগল প্রতিদিন যত্পূর্বক জপ করিবে ।
 পূর্বকালে ক্রুদদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখে ইহা
 পাইয়াছিলেন, তাহার পরে তিনি নারদের
 নিকটে ইহা বলেন ; নারদ আবার আমার
 নিকটে প্রকাশ করেন । আমিও দীক্ষা-
 সংস্কার-সহ সেই মন্ত্র তোমার নিকটে
 প্রকাশ করিলাম । তুমি এই অত্যুত্তম
 গুহ্যবৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিবে, কাহার
 নিকটে প্রকাশ করিবে না । শৌনক
 কহিলেন,—গুরো ! আপনার অমুগুহ্য
 আমি কৃতার্থ হইলাম ; আপনি অতি গুহ্য
 বিষয় আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া আমার
 যথেষ্ট উপকার করিলেন । স্মৃত কহিলেন,—
 তুমি রাত্রি দিন এই মন্ত্র জপ করত এই
 ধর্ম্মের উপাসনা কর । তাহা হইলে নিশ্চয়ই
 শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব প্রাপ্ত হইবে । হে ব্রহ্মন্ !
 আমিও যমুনাতীরে গুরু গুরু প্রভু গোপী-
 শ্বরের সেই পবিত্র নিত্যধামে গমন করি ।
 যে সকল মনুষ্য মনোব্রজপ্রোক্ত মহামহিম্য-

শুশ্রুতি য়ে ভক্তিশ্রুতা মনুষ্যা-

স্তে নুনং পদমচ্যুতস্ত ॥ ১১৪

ধ্বংঃ যশস্তমাসুধ্যমারেগ্যাভীষ্টসিদ্ধিদম্ ।

স্বর্গাপবর্গসম্পত্তিকারণং পাপনাশনম্ ॥ ১১৫

ভক্ত্যা পঠন্তি য়ে নিক্তাঃ মানবা বিষ্ণুতৎপরাস্ :

ন তেষাং পুনরায়ুক্তির্কিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন ।

ইতি শ্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডে শ্রীকৃন্দাবন-

মাহাত্ম্যে দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূত সূত মহাভাগ লোমহর্ষণনন্দন ।

কথা রম্যা ত্বয়া প্রোক্তা লোকস্যানন্দদায়িনী

শ্রীকৃষ্ণস্য মহাভাগ চরিতং মহদদ্ভুতম্ ।

ঋতং সর্বং ত্বয়া প্রোক্তং নিরুতিস্তেন চাভবৎ

অহো শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যং ভক্তানাং গতিদায়কম্

বিত এই পরম পবিত্র চরিত ভক্তিভাবে

শ্রবণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত

হয়। এই প্রশংসনীয় পাপবিনাশী কৃষ্ণ-

চরিত শ্রবণ করিলে যশোলাভ, আয়ু বৃদ্ধি

আয়োগ্যালাভ ও অভীষ্টসিদ্ধি হয়। এমন

কি, স্বর্গ ও মুক্তি পর্যন্ত লাভ হইতে পারে।

যে সকল বিষ্ণুভক্ত মানব ভক্তিপূর্বক ইহা

পাঠ করে, তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন

করিয়া তথা হইতে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হয়

না। ১০৬—১১৬ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে লোমহর্ষণপুত্র

মহাভাগ সূত! আপনি আমাদের

নিকটে লোকের আনন্দদায়ী মনোহর-

কথা বলিলেন। হে মহাভাগ! আপনি

যে মহৎ অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণচরিত বলিলেন,

আমরা তাহা সম্পূর্ণ শ্রবণ করিয়া সান্ত্বয়

কৃত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কি অদ্ভুত!

যতন্তে মহাভাগ নিরুত্তং কে হব্বাপুথ্যং ।

অন্তঃ পুনরপি শ্রীমৎকৃষ্ণ চরিতং মহৎ ।

শৌভুমিচ্ছামহে চাশ্চদ্রতদানার্হাদিকম্ ॥ ৪

স্নানং বাপি মহাভাগ যথা যেন কৃতং পুয়া ।

তৎসর্বং বিস্তরাদ্যক্রহি যথা নো নিরুত্তর্ভবেৎ

সূত উবাচ ।

সাদু পৃষ্টং দ্বিজশ্রেষ্ঠা লোকানাং তারণং পরম

যুয়ং কৃতার্থাঃ কৃষ্ণস্ত ভক্তানাং পূর্ণমানসাঃ ॥ ৬

কৃষ্ণস্ত চরিতং পুণ্যং সাধুনাং হর্ষদং পরম্ ।

প্রবক্ষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা মহদাখ্যানমদ্ভুতম্ ॥ ৭

একদা নারদো লোকান পর্ষাটন ভগবৎশ্রিয়ঃ

মথুরারামদ্বয়ীং কৃষ্ণারাবনমানসম্ ॥ ৮

মহাভাগং ব্রতপরং দদর্শ মুনিসত্তমঃ ।

স আগতং মুনিবয়ং সংকৃত্য নৃপসত্তমঃ ॥

ভবন্ত ইব পপ্রচ্ছ শঙ্কয়া হৃষ্টমানসঃ ॥ ৯

ভক্তগণ এই মহিমার বলে পরমা গতি লাভ

করে, অতএব হে মহাভাগ! ইহা শ্রবণ

করিতে কাহার অতৃপ্ত জন্মে? অতএব

ঐ মহৎ শ্রীকৃষ্ণচরিত পুনরপি শ্রবণ করিতে

ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! পূর্বকালে

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে স্নান দান পূজা বা ব্রত,

যাহা দ্বারা যে প্রকারে অহুষ্টিত হইয়াছিল,

তৎসমুদয় বিস্তৃতভাবে আমাদের নিকটে

বলুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমাদের বড়ই

আনন্দ বোধ হইবেক। সূত কহিলেন,—

হে দ্বিজবরগণ! আপনারা উত্তম প্রশ্ন

করিয়াছেন; লোকসমূহের উদ্ধারের প্রকৃষ্ট

উপায় আপনারা অদ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

কৃষ্ণভক্তের মধ্যে আপনারাই কৃতার্থ হই-

য়াছেন, আপনারদেরই মনোরথ সকল হই-

য়াছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত সাধুদিগের আভি

আনন্দকর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি অদ্য

আপনারদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক

অত্যৎকৃষ্ট অদ্ভুত উপাখ্যান বলিব।

একদা ভগবন্তক্ত মুনিসত্তম নারদ

ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরা

নগরীতে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের আরা-

অদ্বয়স উবাচ ।

ধনুনে পরমং ব্রহ্ম বেদবাদীভক্ত্যভ্যতে ।
 স দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স্বয়ং নারায়ণঃ পরঃ ॥১
 যোহমুৰ্ত্তৌ মুৰ্ত্তিমানীশৌ ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ
 সৰ্ব্বভূতময়োহচিন্ত্যো ধ্যাতব্যঃ স কথং হরিঃ
 যস্মিন্ সৰ্বমিদং বিশ্বমোহপ্রোভং প্রতিষ্ঠিতম্
 অব্যক্তমেকং পরমং পরমাত্ম্যতি বিশ্বঃ ॥ ১
 যতো জন্মাদি জগতো যো নিৰ্ম্মায় স্বয়ম্ভবম্ ।
 দদৌ তস্মৈ চ নিগমানান্নশ্চেব বাবাস্তান ॥
 কথমারাদ্যাতে সোহসং সমস্তপুরুষার্থদঃ ।
 যোগিনাম'প' দুৰ্গম্যস্তদেতৎ রূপয়া বদ ॥১৪
 অনারাদিতগোবিন্দো ন বিন্দতি যতোহভয়ম্
 ন তপোযজ্ঞদানানাং লভতে কনমুক্তমম্ ॥ ১৫
 অনারাদিতগোবিন্দ-পাদাভূঙ্গরসো নরঃ ।
 মনোরথকথানীতং কথমাকলয়েৎ কনম্ ॥ ১৬

ধনায় নিরত কৃষ্ণবিষয়ক ব্রততৎপর
 মহাভাগ অদ্বয়ীষ রাজার সহিত সাক্ষাৎ
 করেন। মহারাজ অদ্বয়ীষ সমাগত মুনি-
 বরকে পূজা করিয়া আপনাদিগের স্মায় হৃষ্ট-
 চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞা করিয়া-
 ছিলেন। অদ্বয়ীষ বলিয়াছিলেন,—মুনে!
 বেদবাদী মহর্ষিগণ ঐহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া
 থাকেন, পুণ্ডরীকাক্ষ দেব নারায়ণই ত সেই
 পরব্রহ্ম। যিনি নিরাকার হইয়াও মায়া-
 মুৰ্ত্তিতে মুৰ্ত্তিমান, অব্যক্ত হইলেও মায়াবশে
 ব্যক্ত, যিনি চিন্তার বহির্ভূত পদার্থ, সেই
 সৰ্ব্বভূতময় সনাতন ঈশ্বর হরিকে কিরূপে
 ধ্যান করিতে হয়। ১—১১। এই নিখিল
 বিশ্ব ঐহাতে ওত-প্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত
 রহিয়াছে; যিনি অব্যক্ত অদ্বয় পরমায়া
 বলিয়া বিখ্যাত; ঐহা হইতে এই জগতের
 সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস হইতেছে; যিনি স্বয়ম্ভু
 ব্রহ্মাকে নিৰ্ম্মাণ করিয়া, তাঁহাকে আত্মপ্রতি-
 ঠিত বেদাদি শাস্ত্র দান করিয়াছেন; সেই
 যোগিবৃক্কেয় নিখিল পুরুষার্থপ্রদ দেব নারা-
 যণকে কিরূপে আরাধনা করা যায়, তাহা
 আপনি রূপা করিয়া বলুন। কারণ, তাঁহাকে

হরের আরাধনং হি য়া হুরিভৌধনিবারণম্ ।
 নাশ্চৎপশ্যামি জন্মানং প্রায়শ্চিত্তং পরং মুনে ॥
 যদ্বন্দ্বনর্ভনবর্ভিত্তঃ শ্রুতস্তে সিদ্ধয়োহখিলাঃ ।
 কথমারাদ্যাতে সে হসং কেশবঃ ক্ৰেশনাশনঃ ॥
 উপাস্ততে স ভ বান্ কথং নারায়ণো নরৈঃ ॥
 স্ত্রীভিশ্চ সৰ্বমেতন্মে হিলায় জগতো বদ ॥১২
 ভক্তিপ্রিয়োহসৌ ভগবান কয়া ভক্ত্যা প্রদীদতি
 কৎ ভক্তিৰ্ভবেদস্মিন সৰ্বৈরারাদ্যাতে কথম্ ।
 দৈবকবেহ'সি হরেস্তস্মৈ প্রিয়োহসি পরমার্থবিৎ
 তেন ভ্রামেব পৃচ্ছামি ব্রহ্মণ ব্রহ্মবিদ্বতম ॥১৩
 শোভারমথ বক্তারং প্রণীরং পুরুষং হরৈঃ ।
 প্রশ্নঃ পুন্যতি কৃষ্ণঃ তদাচ্ছ সসিলং যথা ॥

আরাধনা না করিলে অভয়পদ এবং তপস্যা,
 যজ্ঞ ও দানের উত্তম ফল—কিছুই লাভ
 করা যায় না। সেই শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম-
 রসাস্বাদ না করিয়াই বা মানব কিরূপে
 অভাষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইবে? মুনিবর!
 আমি সেই শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত জীব-
 দিগের পাপসমূহবিনাশী উত্তম প্রায়শ্চিত্ত
 আর কিছুই দেখিতে পাই না। শুনিতে
 পাই, সেই শ্রীহরির রূপাকটাক্ষপাতেই
 অখিল সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; সেই ক্ৰেশ-
 বিনাশী দেব কেশবকে কিরূপে আরাধনা
 করিতে হয়? নর-নারীগণ সেই ভগবান
 নারায়ণকে কি প্রকারে উপাসনা করিবে;
 তাহা আপনি জগতের হিতার্থে বিস্তৃত
 করিয়া আমার নিকটে বলুন। ১২—১৩।
 শুনিয়াছি—ভগবান ভক্তিপ্রিয়, এক্ষণে
 কিরূপ ভক্তিতে তিনি প্রসন্ন হন, কি
 প্রকারেই বা তাঁহাতে ভক্তি হয়, এবং
 কি উপায়েই বা তাঁহাকে সকলে আরা-
 ধনা করিতে পারে, তাহা আমার নিকটে
 বলুন। হে ব্রহ্মণ! আপনি শ্রীহরির প্রিয়-
 পাত্র পরম বৈষ্ণব; আপনি ব্রহ্মবিদগণের
 শ্রেষ্ঠ; আপনি পরমার্থতত্ত্ব অবগত আছেন,
 এই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি-
 তেছি। শুনিয়াছি—শ্রীহরির পাদোদক

দুর্লভো মানুযো দেহো দেহিনাঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ।
 তজ্জাপি দুর্লভং মস্তে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ২০
 সংসারেহস্মিন্ অণাকৌহপি সংসঙ্গঃ শেব-

ধিনূণাম্

যস্মাদবাণ্যতে সর্বং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৪

ভগবন্ ভবতো যাত্না খলুয়ে সর্বদেহিনাম্ ।

বালানাঞ্চ যথা পিত্রোকৃতমল্লোকবান্ধানাম্ ॥২৫*

তস্মাস্তং ভগবন্ মহ্যং বৈকবং ধর্ম্মমাদিশ ।

যস্তোপদেশদানেন লভ্যতে বেদজং ফলম্ ॥

নারদ উবাচ ।

সাধু পৃষ্টং মহীপাল বিষৃভক্তমতা ত্বয় ।

যেরূপ পবিত্রতাকারক, সেইরূপ এই জীহরির-
 বিষয়ক প্রশ্ন, প্রশ্নকর্তা, শ্রোতা ও বক্তাকে

পবিত্র করিয়া থাকে । জীবদেহের মধ্যে

মহুয্যাদেহ (মহুয্যাজয়) একে ত দুর্লভ,

তাহার উপরে ক্ষণভঙ্গুর ; সেই দুর্লভ ক্ষণ-

ভঙ্গুর মহুয্যাদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রিয়

জীহরির দর্শনলাভ আরও দুর্লভ বালয়া

বিবেচনা করি । এই সংসারে যদি অর্ধ-

ক্ষণের জন্তও সাধুসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা

মহুয্যাদিগের পক্ষে অমূল্য নিধিস্বরূপ ;

কারণ, সেই সাধুসঙ্গ হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ,

কাম ও মুক্তি এই পুরুষার্থচতুষ্টয় সম্পূর্ণরূপে

প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে । ভগবন্ !

সংপথাবলম্বী স্মৃতি বালকদিগের পক্ষে

পিত-মাতা দর্শন যেরূপ সুখপ্রদ ও আনন্দ-

জনক ; তজ্জপ আপনার দর্শনলাভ নিখিল

প্রাণীর কল্যাণকর । অতএব হে ভগবন্ !

আমাকে বৈকবধর্ম্ম উপদেশ দিন ; যাহার

উপদেশশ্রবণে বেদপাঠের ফল লাভ করা

* ইতঃ পরম্—

“ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ ।

সুখায়ৈব হি সাধুনাং স্মাদৃশামচচৃতান্ধানাম্ ॥

তজ্জিহ্মে যথা দেবান্ দেবা আপ তথৈব তান

ছাধেব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥”

ইত্যধিকঃ কঃচৎ পাঠঃ ।

জানিতা পরমং ধর্ম্মমেকং মাধবসেবনম্ ॥ ২৭

যস্মিন্নারাদিতে বিকো বিশ্বমারাদিতং ভবেৎ

তুষ্টিঞ্চ সকলং তুষ্টি সর্বদেবময়ে হরৌ ॥ ২৮

যস্ত স্মরণমাজ্ঞেণ মহাপাতকসংহতিঃ ।

তৎক্ষণাত্ৰাসমায়াতি স সেব্যো হরিরেব হি ॥

যোহয়ং কারণকার্যাদি কারণস্তাপি কারণম্

অনন্তকারণং যোগী জগজ্জীবো জগন্ময়ঃ ॥৩০

অপূর্বহং কৃশঃ স্থলো নিঃশেণে গুণভূমহান ।

অজো জগজ্জ্যাতীতো ধ্যানব্যঃ স হরিঃ সদা

সম্যাগেতদ্যবসিতং ভবতা পুরুষর্ষভ ।

যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান ধর্ম্মাস্তং বিশ্বভাবনান

প্রসঙ্গেন সত্শাস্ত্রমনঃকর্ণরসায়নাঃ

ভবন্তি কৌর্ন্তনায়স্য কথাঃ কৃষ্ণস্য নির্ম্মলাঃ ॥

যায় । নারদ কহিলেন,—মহীপাল ! আপনি

উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন ; আপনি প্রকৃতই

একজন বিষৃভক্ত । বিষৃসেবাই যে পরম

ধর্ম্ম, ইহা আপনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন ।

যে বিষৃন্ন আরাধনা করিলে তাঁহার এই

নিখিল বিশ্বের আরাধনা কা হয়, যে সধ-

দেবময় হরি সন্তুষ্ট থাকিলে, সবলই সন্তুষ্ট

থাকে, যাহার স্মরণ মাতেই মহাপাতকসমূহ

তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেই

জীহরিকেই সর্বতোভাবে সেবা করিবে ।

যিনি নিখিল কার্যাকারণের করণেরও কারণ,

যাহার অন্ত কারণ নাই, যিনি জগন্ময় হইয়া

জগতের জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছেন ;

যিনি যোগিভাবে থাকিয়াও মায়াবশে সং-

সারিরূপে বিচরণ করিতেছেন, যিনি সূক্ষ্ম

হইলেও বৃহৎ, কৃশ হইলেও স্থূল, নির্গুণ

গুণধারী ও মহান ; যিনি জনানা হইলেও

জাত, সেই ত্রিজন্মাতীত জীহরিকে সর্বদা

চিন্তা করিবে । হে পুরুষপ্রবর ! আপনি

জীহরির আরাধনাবিধি সম্যক্ রূপ অবগত

আছেন, তথাপি যে জগতের উপকারী

ভাগবতধর্ম্মের বিষয় আমার নিকট জিজ্ঞাসা

করিতেছেন ; তাহার কারণ (আর কিছুই

নহে) সর্বদা কৌর্ন্তনীয় জীহরির কথা সকল

ভাবসাধ্যঃ স্বয়ং দেবঃ স্বয়ং জানাতি তদ্ভবান
তথাপি বক্ষ্যে জগতাং হিতায় তব গোঁরবাৎ
যদাহঃ পরমং ব্রহ্ম প্রধানং পুরুষং পরম্ ।
যন্মায়য় সৰ্বমিদং বিশ্বমস্মীতি সোহচ্যুতঃ ॥ ৩৫
পুত্রান কলত্রং দীর্ঘায়ু রাজ্যং স্বৰ্গাপবৰ্গকম্ ।
স দদাতীপিতঃ সৰ্বং ভক্ত্যা সম্পূঞ্জিতোহচ্যু
কৰ্ম্মণা মনসা বাচ্য তৎপরা যে হি মানবাঃ ।
তেষাং ব্রতানি বক্ষ্যামি শ্রীতয়ে তব ভূপত
অহিসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মসর্ঘ্যমকঙ্কতা ।
এতানি মানসাত্মাহুর্ব্রতানি হরিভূতয়ে ॥ ৩৬
একৈভুক্তঃ তথা নক্তমুপবাসমযাচিতম্ ।
ইত্যেবং কায়িকঃ সৃংসাং ব্রতমুক্তং নরেশ্বর ।
বেদস্যাধ্যয়নং বিষ্ণোঃ কৌৰ্ত্তনং সত্যভাষণম্

অপৈশুন্যমিদং রাজ্ঞন বাচিকং ব্রতমুচ্যতে ॥
চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সৰ্বত্র কৌৰ্ত্তয়েৎ ।
নাশৌচং কৌৰ্ত্তনে তস্য সদা শুদ্ধিবিধায়নঃ ॥
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরায়াধ্যতে পস্থাঃ সোহংযং তন্তোষকায়ণম্
পতিঃপো হিতাচারৈশ্বনোবাকায়সংযমেঃ ।
ব্রতৈরায়ধ্যতে শ্রীতির্বাশুদেবো দয়ানিধিঃ ॥
স্বাগমোক্তেন মার্গেণ শ্রীশূদ্রৈরপি পূজনম্ ।
কৰ্ত্তব্যং কৃকচস্ত্রেণ বিজাতবদরূপিণঃ ॥ ৪৪
ত্রয়ো বর্ণাস্ত বেদোক্ত-মার্গারাদনতৎপরাঃ ।
শ্রীশূদ্রাদয় এব সূর্য্যায়ারাদনতৎপরাঃ ॥ ৪৫
ন পূজনৈর্ন যজ্ঞনৈর্ন ব্রতৈরপি মাধবঃ ।
তুষ্যতে কেবলং ভক্তিপ্রয়োহসৌ সমুদাহৃতঃ

প্রসঙ্গক্রমে কৌৰ্ত্তিত হইলে সাধুদিগের আত্মা
মন ও কর্ণের তৃপ্তিসাধন করে, এই কারণেই
আপনি শ্রীহরির কথায় মনতৃপ্তি করিবার
জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ২০—৩৩
দেব নারায়ণ নিজেই ভক্তের বাধ্য, ইহা
আপনি নিজেই অবগত আছেন । তথাপি
আপনার গোঁরবরক্ষা ও জগতের হিতের
নিমিত্ত আমি শ্রীহরির উপদনাপ্রকার আপ-
নার নিকটে বলিব । পণ্ডিতগণ ঐহাকে—
পরব্রহ্ম ও পরাৎপর প্রধান বলিয়া থাকেন,
ঐহার মায়ায় এই নিখিল বিশ্ব অস্তিত্ব প্রাপ্ত
হইয়া রহিয়াছে, তিনিই দেব অচ্যুত ।
ঐহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে তিনি
পুত্র, কলত্র, দীর্ঘজীবন, রাজ্য, স্বর্গ, এমন
কি মুক্তি পর্য্যন্ত সকল অভীষ্টই প্রদান
করিয়া থাকেন । হে ভূপতে ! যে সকল
মানব কায়মনোবাক্যে সেই শ্রীহরির সেবায়
কালান্তিপাত করিয়া থাকেন, আপনার শ্রীতির
নিমিত্ত ঐহাদের অনুরোধে ব্রতের বিষয়
আপনার নিকটে বলিতেছি । অহিংসা, সত্য,
চুরি না করা, ব্রহ্মসর্ঘ্য ও অকপটতা এ
গুলিকে মার্মসব্রত বলা হয়, এই মানস-
ব্রতেও শ্রীহরি শ্রীত থাকেন । হে নরেশ্বর !
দিবাভাগে একবার অযাচিত অন্ন আহার,

ও রাজিকালে উপবাস, ইহাকে কায়িক
ব্রত বলা হইয়া থাকে । রাজ্ঞন ! বেদাধ্যয়ন,
বিষ্ণুর নামকৌৰ্ত্তন, সত্য কথা বলা ও থলতা
না করাকে বাচিক ব্রত বলে । চক্রপাণির
নামকৌৰ্ত্তন সকল স্থানে সৰ্বদাই করা
যাইতে পারে, তাহাতে অশৌচ প্রতি-
বন্ধক হয় না, কারণ—শ্রীহরির নামো-
চ্চারণেই মানব শুচি হইয়া থাকে ।
বর্ণাশ্রমের আচারবান মানব একমাত্র বিষ্ণু-
কেই পরম পুরুষ ও উদ্ধারের একমাত্র
উপায় জ্ঞান করিয়া সৰ্বদা আরাধনা করত
তাহাতেই সম্ভষ্টভাবে কালযাপন করে ।
স্মরণীয়—দয়ানিধি বাশুদেবকে নিজ পতির
ন্যায় জ্ঞান করিয়া সদাচারে থাকিয়া মন,
বাক্য ও শরীর সংযমপূর্ব্বক ব্রত দ্বারা ঐহার
আরাধনা করিবে । শ্রী ও শূদ্র আগমোক্ত
বিধানে ব্রাহ্মণের ন্যায় নিরাকার কৃকচস্ত্রের
উপাসনা করিবে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,
এই তিন জাতিই কেবল বেদোক্ত বিধানে
শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবে; শ্রী জাতি ও
অশ্রাশ্র শূদ্রাদি জাতি কেবল নামকৌৰ্ত্তন ও
নামক্ৰপূর্ণ আরাধনায় অধিকারী । ৩৪—৪৫ ।
ভগবান্ মাধব কেবল ভক্তিপ্রিয়; তিনি
কেবল ভক্তিতে যত সম্ভষ্ট,—পূজা, যাগ বা

হবিষায়ো জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিশ্চ ।
 বজ্রস্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে ॥
 অহিংসা প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়ং করণগ্রহঃ ।
 তৃতীয়কং ভূতদয়া চতুর্থং ক্ষান্তিরেব চ ॥ ৪৮
 শময় পঞ্চমং পুষ্পং ধ্যানকৈব তু সপ্তমম্ ।
 সত্যকৈবষ্টমং পুষ্পমেতেষু স্বব্যক্তি কেশবঃ ॥ ৪৯
 পুষ্পান্তরাশি সন্তোষ বাহানি নৃপসত্তম ।
 এতৈরেব তু তুষ্যেত যতো ভক্তিপ্রিয়োহচ্যুত
 বারুণং সলিলং পুষ্পং সৌম্যং স্বতপয়ো নধি ।
 প্রাজাপত্যং তথান্নাদি স্বায়ম্ ধূপদৌপকম্ ॥ ৫১
 ফলপুষ্পাদিকৈব বানস্পত্যস্ত পঞ্চমম্ ।
 পার্থিবং কুশমূলাদাং বায়ব্যাং গন্ধচন্দনম্ ॥ ৫২
 শ্ৰদ্ধাধ্যং বিষ্ণুপুষ্পক বাদ্যং বিষ্ণুপদং স্মৃতম্ ।
 এভিস্ত পুঞ্জিতঃ পুষ্পৈঃ সদ্যো বিষ্ণুঃ প্রসাদি

স্বর্ঘ্যোহগ্নিব্রাহ্মণো গ্রাবো বৈকবঃ খং
 মরুজ্জলম্ ।
 ভূরাশ্বা সর্ষভুতানি পূজাস্থান নি বৈ হরৈঃ ॥ ৫৪
 বর্ষে তু বিদ্যায়া ত্রয্যা হবিষায়ো জপেভু ত্তম্ ।
 আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যো গোবু গ্রাসরসাদিনা
 বৈকবে বন্ধুসংকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া ।
 বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যাঙ্কোরপুয়ঃসটৈঃ
 স্বগুণে মন্ত্রহৃদয়ের্ভোগৈরাশ্বানমান্ননা ।
 ক্ষেত্রজঃ সর্ষভুতমু সমহেনার্চয়েষিভুম্ ॥ ৫৭
 বিষ্ণোষেতেষু তজ্রপং শঙ্খচক্রগদাভূজৈঃ ।
 যুক্রং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চৎসমাহিতঃ ॥
 ব্রাহ্মণৈঃ পূজ্যৈতৈরেব হরৈঃ সম্পূজ্যন্তো ভবেৎ
 নির্ভৎসিতৈস্ত তৈর্ভূপ ভবৈরিত্যংসতো বিভুঃ
 নিগমো ধর্মশাস্ত্রক যদাধারেণ বর্ততে ।
 স দ্বিজো বৈকবীমূর্তিঃ কীর্তিতঃ পাবনো নৃগাম্

ভেতে তত তুষ্টি নহেন। জ্ঞানিগণ হরিকে
 অগ্নিতে হবিষ্যার, জলে পুষ্পদ্বারা, হৃদয়ে
 ধ্যান দ্বারা, এবং স্বর্ঘ্যমণ্ডলে জপদ্বারা
 সর্ষভা পূজা করিয়া থাকেন। অহিংসা—
 প্রথম পুষ্প, ইন্দ্রিয়সংযম—দ্বিতীয় পুষ্প,
 প্রাণীর উপরে দয়া—তৃতীয় পুষ্প, কমা—
 চতুর্থ পুষ্প, শম—পঞ্চম পুষ্প, ধ্যান—
 সপ্তম পুষ্প, সত্য—অষ্টম পুষ্প, এই
 আটটি পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে কেশব
 (সাতিশয়, তুষ্টি হইবে। নৃপসত্তম! অত্যাশ
 বাহ পুষ্প যথেষ্ট থাকিলেও উক্ত আটটি
 পুষ্পেই শ্রীহরি তুষ্টি থাকেন; কারণ তিনি
 ভক্তিপ্রিয়; ভক্ত ব্যতীত আটটি পুষ্প দ্বারা
 পূজা—আয় কেহ করিতে পারে না।
 জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—বারুণ; পুষ্পের
 চন্দ্র; স্বত, দুগ্ধ, দধি ও স্নানাদির অধিষ্ঠাত্রী
 দেবতা,—প্রজাপতি; ধূপদৌপাদির অগ্নি;
 ফল-পুষ্পাদির বনস্পতি; কুশ-মূলাদির
 অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—পৃথিবী; গন্ধ-চন্দনের
 অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—বায়ু; শ্ৰদ্ধা,—বিষ্ণু
 পূজার উত্তম পুষ্প; বাদ্য, বিষ্ণুপদ; এই
 সকল উপকরণে পূজা করিলে বিষ্ণু সদ্য

প্রসন্ন হন। ৪৬—৫৩। স্বর্ঘ্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ,
 গো, বৈকব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী,
 আশ্বা, এবং নিখিল, প্রাণী বিষ্ণুর পূজ্য-
 স্থান। ত্রয়ী বিদ্যার এবং অনলে হবি-
 দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। উত্তম ব্রাহ্মণে
 আতিথ্যদ্বারা এবং গাভীর উপরে
 উত্তম ঘাস জলাদি দ্বারা বিষ্ণুর পূজা
 করিবে। বৈকবে বন্ধুসংকার, হৃদয়ে ধ্যান,
 সমীরণে মুখ্য বৃদ্ধি; জলে জল প্রভৃতি
 দ্রব্যাত্যাগ ও স্বগুণে মন্ত্র পাঠ দ্বারা শ্রভু
 শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। স্বীয় আত্মাকে
 বিষ্ণুজ্ঞানে ভোগদ্বারা তৃপ্ত করিলে তাঁহার
 পূজা করা হয়। সেই ক্ষেত্রজ পরায়ত্তলী
 বিভূকে অর্চনা করিতে হইলে সর্ষভুতে
 সমদশী হইতে হইবে। পূর্বনির্দিষ্ট আধারে
 শঙ্খ-চক্র-গদাপদম্বাশ্রী চতুর্ভুজ শান্ত বিভূকে
 একাগ্রচৈতে তজ্রপে ধ্যান করিয়া পূজা
 করিবে। রাজন! ব্রাহ্মণের পূজা করিলেও
 শ্রীহরির পূজা করা হয়; ব্রাহ্মণকে তিরস্কার
 করিলে শ্রীহরিকেই তিরস্কার করা হয়।
 নিগম এবং ধর্মশাস্ত্র ঋগ্বেদে একাধারে বর্ত-
 মান; সেই লোকপাবন ব্রাহ্মণই বৈকবীমূর্তি

সর্বঃ শুভং জগতি ধর্ম্যুত এব লভ্যাং
ধর্মো গতির্নিগমতো নূপ ধর্ম্মশাস্ত্রাৎ ।
নূনং ভয়োরপি গতির্ভূবি ছুমিদেবা-
স্তৈরর্চিষ্ঠৈরিহ জগৎপতির্মর্চিষ্ঠঃ স্মাৎ ॥
ন যজ্ঞদানৈর্ন তপোভিক্রুতৈঃ-

র্ন যোগযুক্ত্যা ন সমর্চনেন ।

তথা হরিশ্চর্য্যতি দেবদেবো

যথা মহৌদৈবততোষণেন ॥ ৬২

ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবিদ্রক্ষা ব্রহ্মদৈবপ্রবর্তকঃ ।

ব্রহ্মণৈরেব তুভ্যেত তোষিতব্রহ্মদৈবতম্ ॥

নরকেহপি চিরং মগ্নাঃ পূর্বজা যে কুলদ্বয়ে ॥

তদৈব যান্তি তে সর্গং যদার্চতি শ্রুতো হরিস্ম

কিং চেবাং জীবিতেনেহ পশুবচেষ্টিতেন

কিম্ ।

যেবাং ন প্রবণং চিত্তং বাসুদেবে জগন্ময়ে ॥

ধ্যানং তস্মৈ প্রবক্ষ্যামি যন্ন দৃষ্টং হি কেনচিৎ ।

ক্রয়তীং ছূপ কৈবল্যাং নিত্যং মলবিবর্জিতম্

বলিয়া কৌর্জিত হইয়া থাকেন। রাজন! এই জগতে একমাত্র ধর্ম্মকার্যেই শুভ লাভ হইয়া থাকে। একমাত্র ধর্ম্মই নিগম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাতিপাদ্য। এই পৃথিবীতে নিগম ও ধর্ম্মশাস্ত্র জানিবার উপায়ও একমাত্র ব্রাহ্মণ; সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলেই জগৎপতি শ্রীহরির পূজা করা হয়। ব্রাহ্মণকে সম্ভ্রষ্ট রাখিলে দেবদেব শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট থাকেন, যজ্ঞ, দান, কঠোর তপস্মা, যোগ বা পূজায় তাহুশ তুষ্ট নহেন। ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিলে, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রহ্মদেবতা ব্রহ্মা তুষ্ট থাকেন। পিতৃকুল, মাতৃকুল, উচ্ছ্রকুলের পূর্বপুরুষগণ চিরদিন নরকে মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে পুত্র শ্রীহরির অর্চনা করিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নরক হইতে উদ্ধার পাইয়া স্বর্গে গমন করিবেন। যাহাদের চিত্ত, জগদ্ব্যাপী বাসুদেবে আসক্ত নহে; তাহাদের পশুবৎ ব্যবহার—তাহাদের সমস্তই বুঝা। রাজন! এক্ষণে সেই বিষুন্ন ধ্যান আপনার নিকটে বলিব, যাহা কেহ

যথা দীপো নিবাতস্মো নিশ্চলো বাহুরূপধৃক্ ।

প্রচ্ছন্নশাশয়েৎ সর্বমন্ধকারং নূপোত্তম ॥ ৬৩

তথদোষবিহীনায়া ভবত্যেব নিরাময়ঃ ।

নিরাশো নিশ্চলো ছূপ বৈরমৈত্রৌবিবর্জিতঃ ৬৪

শৌকহঃখভয়দ্বেষ-লোভমোহভ্রমাদিভিঃ ।

বিষয়ৈরিশ্রিয়াকাঞ্চ কৃষ্ণাঘ্যৌ বিমূঢ়্যতে ॥ ৬৯

যথা জ্বালাপ্রসঙ্গেন দীপস্তৈলং প্রশোষয়েৎ ।

তথা ধ্যানপ্রসঙ্গেন কর্ম্মণোহপি ক্ষয়ো ভবেৎ

তদ্বানং দ্বিবধং তস্মৈ শ্রৌক্তং শঙ্করপুস্টকৈঃ

নির্গুণং সত্ত্বং বাপি তত্রাদ্যং শূণু মানদ ॥ ৭১

কৈবলং জ্ঞানদৃষ্ট্যাসৌ দৃশুতে যোগযুক্তিভিঃ ।

পরমাশ্রপটৈ রাজন্ সততং ধ্যানতৎপটৈঃ ॥ ৭২

কখন অবলোকন করে নাই, সেই নিত্য

নির্ম্মল মুক্তিপ্রদ ধ্যান শ্রবণ করুন। ৫৪—৬৩

হে নূপসত্তম! বাহুরূপধারী দীপ যেমন

নিষ্কাত প্রদেশে নিশ্চলভাবে প্রজ্জ্বলিত

হইয়া সমস্ত অন্ধকার নাশ করে,

সেইরূপ কৃষ্ণাঘ্যানকারী মানব 'দোষবিহীন

(নিম্পাপ) ও নিরাময় হইয়া নিশ্চল অর্থাৎ

ধীরভাবে অবস্থান করত বাসনাজাল ক্ষয়

করিতে থাকেন; তাঁহার কাহারও সহিত

শত্রুতা বা মিত্রতা কিছুই থাকে না—তিনি

উদাসীনভাবে অর্বাশ্রিত করেন; তিন

শোক, দুঃখ, ভয়, দ্বेष, লোভ, মোহ, ভ্রম

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্বথা মুক্ত

হইয়া থাকেন। দীপ যেরূপ জ্বলন্ত শিখা-

দ্বারা তৈল শোষণ করে, তজ্জপ কৃষ্ণাঘ্যায়ী

মানব ধ্যানবলে কর্ম্মক্ষয় করিয়া থাকে। হে

মানদ! শঙ্কর প্রভৃতি দেবদেবগণ সেই

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান হই প্রকার বলিয়াছেন,—

নির্গুণং সত্ত্বং । আপনার নিকট প্রথমে

নির্গুণ ধ্যানের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

রাজন! বাহারা যোগবলে পরমাশ্রুসাধ্য-
কারে নিম্মত যজ্ঞবান, কেবল তাঁহারা

নির্গুণ ধ্যান অর্থাৎ উপাসনা করিয়া জ্ঞান-

দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে ঐ নির্গুণরূপে দেখিতে

পান। হে ছূপতে! তাঁহারা দেখেন,—

হস্তপাদবিহীনশ্চ সৰ্বং গুহ্যতি গচ্ছতি ।
 মুখনাসাবিহীনশ্চ কুণ্ডেল জিহ্বতি ভূপতে ॥৭৩
 অকর্ণঃ শূন্থতে সৰ্বং সৰ্বসাক্ষী জগৎপতিঃ ।
 অক্লম্পো রূপসম্বন্ধঃ পঞ্চবর্গবংশঃ গতঃ ॥ ৭৪
 সৰ্বলোকেশ্ব যঃ প্রাণঃ পূজ্যতে সচরাচরৈঃ ।
 অজিহ্বো বদতে সৰ্বং বেদশাস্ত্রাহংগং তথা ॥
 স্বগৃবিহীনঃ স্পৃশেৎ সৰ্বং শীতোষ্ণাদি নয়াধিপ
 সদানন্দো বিবিজ্ঞানক একরূপো নিরাশ্রয়ঃ ॥৭৬
 নির্গুণো নির্মমো ব্যাপী সগুণো নির্মলোজসঃ
 অবশ্বঃ সৰ্ববশ্বাত্মা সৰ্বদঃ সৰ্ববিন্দমঃ ॥ ৭৭
 তস্ম মাতা চ নৈবাস্তি স বৈ সৰ্বময়ো বিজ্ঞুঃ ।
 এবং সৰ্ববিধং ধ্যানং যশ্চ পশ্চাত্যানশ্বধীঃ ॥৭৮
 স যতি পরমং স্থানমমূর্ত্তমমৃতোপমম্ ।
 দ্বিতীয়স্ত প্রবক্ষ্যামি তচ্চুগ্ম মহামতে ॥ ৭৯

পূরমাঝারূপী শ্রীকৃষ্ণ হস্তপদ-বিহীন হইলেও
 সকল বস্তু গ্রহণ ও সর্গিত গত্যায়ত
 করিতেছেন। মুখ নাসিকা না থাকিলেও
 তিনি আহার করিতেছেন ও গন্ধ
 গ্রহণ করিতেছেন। সর্বসাক্ষী জগৎ-
 পতি কর্ত্ত্বান হইয়াও সমুদয় শুনিত-
 ছেন; রূপবিহীন হইয়াও পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের
 বশবস্তী হইয়া রূপবানরূপে প্রতিভাত হইতে-
 ছেন। সকল লোকের প্রাণ বলিয়া যিনি
 এই নিখিল চরাচর কর্ত্ত্বক পূজিত হইতে-
 ছেন; তিনি জিহ্বাশূন্য হইয়া বেদশাস্ত্রাহ-
 গত সকল কথা বলিতেছেন। ৬৭—৭৫।
 হে নয়াধিপ! স্বগৃবিহীন হইলেও তিনি
 নিখিল শীতোষ্ণাদি স্পর্শ করিতে পারেন;
 তিনি সর্বদা আনন্দময় পবিত্রোদ্ভ্রম্য, একরূপ,
 নিরাধার, নির্গুণ, নির্মল, সর্বব্যাপী, নির্মল
 ওজোরূপী; তিনি কাহারও বশ্ব নহেন;
 কিন্তু অপর সকলেই তাঁহার বশ্ব, তিনি
 সকলকে সকল বস্তু দান করিতেছেন, তিনি
 সর্বজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য; তাঁহার মাতা নাই,
 তিনি সর্বময় বিজ্ঞু। যে ব্যক্তি একাগ্র-
 চিত্তে ধ্যান দ্বারা এইরূপে সর্বময় বিজ্ঞুকে
 দেবিত্তে পায়; সে ব্যক্তি, মূর্ত্তিবিহীন

মূর্ত্তাকারস্ত সাকারং নিয়ালং নিয়াময়ম্ ।
 যশ্চ বাসনয়া সৰ্বং ব্রহ্মাণ্ডং বাসিতং নৃপ ॥৮০
 স তস্মাদ বাসুদেবেতি প্রোচ্যতে বিধিপূৰ্ব্বকৈঃ
 স্নিগ্ধপ্রাবুড়ঘনশ্রামং সূর্য্যতেজসমপ্রভম্ ॥৮১
 দক্ষিণে শোভতে শঙ্খো মহামণিবিচিজ্রিতঃ ।
 কোমোদকৌ গদা চাপি মহাসুন্নবিমর্দ্দিনৌ ॥৮২
 বামে চ শোভতে বীর পদ্মং চক্রং জগৎপতেঃ
 চতুর্বাহুঃ সুরেশানং শাঙ্গিণং কমলাপতিম্ ॥৮৩
 কস্মগ্রীবাঃ সূর্য্যভাস্ত্রং পদ্মপত্রং নভেক্ষণম্ ।
 যাজমানং হৃষীকেশং দর্শনৈঃ কুন্দগনিঠৈঃ ॥৮৪
 গুড়াকেশশ্চ নৃপতে হৃষরো বিজ্ঞমাকৃতিঃ ।
 শোভতে পদ্মনাভাখ্যঃ কিরীটেনাভিভাষতা ॥

অমৃতোপম সেই পূরম কৈবল্যধামে গমন
 করিতে সমর্থ হয়। হে মহামতে! এক্ষণে
 দ্বিতীয় ধ্যানের কথা বলিব, শ্রবণ কর।
 ৭৬—৭৯। রাজ্ঞ! দ্বিতীয় ধ্যানের বিষয়,—
সাকারমূর্ত্তি; অর্থাৎ প্রভুর যে সাকার মূর্ত্তির
 কোন আলম্বন নাই, সেই নিয়াময় সাকার
 প্রভুর বাসনায় এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বাসিত
 অর্থাৎ বালনাময় হইয়াছে। এই কারণেই
 নিখিল লোকে তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া
 থাকে। তাঁহার গাত্রবর্ণ—স্নিগ্ধ সজল জল-
 ধরের স্তার শ্রামবর্ণ; সূর্য্যকিরণের স্তায়
 তাঁহার শরীরপ্রভা। হে বীর! সেই
 জগৎপতির চতুর্বাহু, তাঁহার দক্ষিণ বাহু-
 যুগলে মহামণিচিজ্রিত শঙ্খ এবং মহাদৈত্য-
 ঘাতী কোমোদকৌ গদা; আর বাম বাহু-
 যুগলে পদ্ম ও চক্র শোভা পাইতেছে। সেই
 সুরেশ্বর কমলাপতির শাঙ্গ ধনু, তাঁহার
 গ্রীবা শঙ্খের স্তায়, মুখমণ্ডল সূর্য্যভাস; পদ্ম-
 পলাশলোচন সেই হৃষীকেশের কুন্দোপম
 দর্শনগুলি অতি সুন্দর। ৮০—৮৪। হে,
 নৃপতে! সেই গুড়াকেশের অধর প্রবাল-
 তুল্য আরক্ত, তাঁহার শীর্ষদেশে অত্যাঙ্গুল
 কিরীট শোভা পাইতেছে। তাঁহার নাভি-
 দেশে পদ্ম, এই জন্ত তাঁহার নাম পদ্মনাভ।

বিলাসী লক্ষ্মী ৮ কেশবঃ কৌস্তভাঙ্কিতঃ ।
 জনার্দনঃ সূর্যতেজঃকুণ্ডলাভ্যাং বিম্বাজিতঃ ॥
 বেয়ুহরকটক কটিসূত্র সূর্যগঠকৈঃ ।
 বিরাজতে ভ্রাজমানো বপুরাঙ্গকুতেন চ ॥ ৮৭
 বাসসা হেমবর্ণেন প্রাবৃত্তো গরুড়াস : ।
 ধ্যাতব্যঃ সগুণো রাজন্ ভক্তাঘোষহরো হরিঃ
 এবং তে ধ্যানমুদ্বিষ্টং দ্বিবিধং নৃপসত্তম ।
 যৎকৃত্বা মুচ্যতে পাটৈর্ননোবাক্যায়সত্ত্বৈ ॥৮৯
 যং যথাভিলষেৎ কামং তং তং প্রাপ্নোতি
 নিশ্চিতম ॥

পূজ্যতে দেববর্গৈশ্চ বিষ্ণুলোকঃ স গচ্ছতি ॥
 ইতি শ্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
 ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

তিনি বিলাসী,—ভৃগুপদচিহ্ন ও কৌস্তভ
 ধারণ করিয়াছেন। কেশিনামক দৈত্যকে
 বধ করিয়া তিনি “কেশব” এই নাম পাইয়া-
 ছেন। দুইলোকের উৎপীড়ন করেন
 বলিয়া লোকে তাঁহাকে জনার্দন বলিয়া
 ডাকে। তাঁহার দুই কর্ণ সূর্য কিরণের
 স্তায় উজ্জ্বল দুই কুণ্ডল। তিনি হার, কেশ্বর,
 কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গুরীয়দ্বারা অলঙ্কৃত
 হইয়া শোভা পাইতেছেন। তিনি সূর্যের
 স্তায় শীতবর্ণ বসন পরিধানপূর্বক গরুড়ো-
 পরি অবস্থিতি করিতেছেন। রাজন্! তক্ত-
 গণের পাপরাশিমানী ভগবান হরিকে এই-
 রূপে গুণময় ধ্যান করিতে হইবে। হে নৃপ-
 সত্তম! আমি তোমার নিকট দ্বিবিধ ধ্যানের
 কথাই বলিলাম, এইরূপে ধ্যান করিলে,—
 মানব মানসিক, বাচিক ও কাণিক,—এই
 ত্রিবিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়,—যাহা অভি-
 ল্য করিবে, নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হয় এবং
 দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া বিষ্ণুলোকে
 গমন করে। ৮৫—৯০।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

অহরীষ উবাচ ।

সাধু সাধু মুনীশ্রেষ্ঠ লোকায়ত্তগ্রহকারক ।
 বিবেচ্যমানং ত্রয় প্রোক্তং সগুণং নির্গুণঞ্চ যৎ
 অধুনা লক্ষণং ক্রহি ভক্তেঃ সাধুকৃপাকর ।
 যাদৃশী ক্রিয়তে যেন যথা যত্র যদা তথা ॥ ২
 সূত্র উবাচ ।
 ইতু্যুক্তমাকর্ণ্য নৃপোত্তমস্ম
 মুনিঃ প্রহৃষ্টো নিজগাদ ভূপম্ ।
 শৃণু রাজমুখিলাঘহারিণীং
 ভক্তং হরেক্তে প্রদদামি সমাক ॥ ৩
 বিবিধা ভক্তিক্রুদিষ্টা মনোব কাষদন্ত্ববা ।
 লৌকিকী বৈদিকী চাপি ভবেদাধ্যাত্মিকী তথা
 ধ্যানধারণা বুদ্ধ্যা বেদনাং স্মরণেন চ ।
 বিষ্ণুপ্রীতিকরী চৈষা মানসী ভক্তিক্রুচ্যতে ॥৫
 বেদমন্ত্রসমুচ্চারৈরবিশ্রান্তঃ দিবানিশম্ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

অহরীষ কহিলেন,—মুনিবর! সাধু সাধু,
 আপনি যে বিষ্ণুর সগুণ-নির্গুণ দ্বিবিধ
 ধ্যানের কথা বলিলেন, তাহা অতি উত্তম।
 আপনি যথার্থই লোকান্তেযী। অজ্ঞানান্ধ
 জীবের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনার
 প্রধান কার্য। হে সাধুকৃপাকর! এক্ষণে
 ভক্তির লক্ষণ বলুন, কে কোন সময়ে কি
 প্রকারে কিরূপ ভক্তির অধিকারী, তাহাও
 বিশেষ করিয় বলুন! সূত্র কহিলেন,—
 মুনিবর নারদ মহারাজের এইরূপ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া সাতশয় আহলাদিত হইয়া
 তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! নিখিল-পাপ-
 নাশিনী হরিভক্তি আপনাকে দিতেছি, শ্রবণ
 করুন—গ্রহণ করুন। মানসিক, বাচিক,
 কাণিক, লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে
 ভক্তি অনেকবিধ। ধ্যান, ধারণা, তপস-
 চিত্ত হা ও বেদস্মৃতি দ্বারা যে বিষ্ণুর প্রীতি-
 সাধন, তাহাকে মানসিক ভক্তি বলে।
 দিব্যাত্মি অবিশ্রান্তভাবে বেদমন্ত্র উচ্চারণ,

জপৈশ্চারণ্যকৈশ্চৈব বাচিকৌ ভক্তিরিষ্যতে ।
 ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়জয়েন চ ।
 কায়িকী ভক্তিরুদ্ধিষ্টা সর্বসিদ্ধিবিধায়িনী ॥ ৩ ॥
 পান্যার্থ্যাভ্যুপগারৈশ্চ নৃত্যবাদিভ্যুপীতকৈঃ ।
 বলিতিক্রীগরার্চাভিলৌকিকী ভক্তিরীরিতা ॥
 ঋগ যজুঃসামজৈপ্যশ্চ সংহিতাধ্যয়নাদিভিঃ ।
 হবিহোমক্রিয়াভিঃচ যা ভক্তিঃ সা তু বৈদিকী ॥
 দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ বিষুবাদিযু যঃ পুনঃ ।
 ষাগঃ সঙ্কীৰ্ত্তিতো বিজ্ঞৈর্কৈর্দিকৌভক্তিসাধকঃ
 চতুর্কিংশতিতত্বানি প্রধানাদীনি সঙ্খ্যয়া ।
 অচেতনানি রাজেন্দ্র পুরুষঃ পঞ্চবংশকঃ ॥১১
 চেতনঃ স সমৃদ্ধিষ্টঃ কর্তা ভোক্তা চ বর্ষণাম্ ।
 আত্মা নিত্যো হৃৎশক্ত হৃদিষ্ঠাতা প্রয়োজকঃ
 ব্যক্তিস্বশ্চেতনো নিত্যঃ কারণানাঞ্চ কারণম্

আরণ্যক উপনিষদ্ পাঠদ্বারা যে বিষ্ণুর
 স্ত্রীতি উপাসনা, তাহাকে বাচিক ভক্তি
 বলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক বিষ্ণুর
 উদ্দেশে ব্রত, উপবাস ও নিয়ম দ্বারা যে
 ঠাঁহার উত্থান, তাহাকে কায়িক ভক্তি
 বলে। এই কায়িক ভক্তি দ্বারা সকলপ্রকার
 অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পাদ্য, অর্ঘপ্রভৃতি উপ-
 চার ও অস্ত্রাস্ত্র উপহার দ্রব্য প্রদানপূর্বক
 নৃত্যগীত-বাদ্যসহকারে রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি
 মহাসমারোহে যে বিষ্ণুর পূজা, ইহাকে
 লৌকিক ভক্তি বলে। ১-৮। ঋক, যজু ও
 সমদেব পাঠ, বেদসংহিতার অধ্যয়ন ও
 হোমাদি দ্বারা যে বিষ্ণুর স্ত্রীতিসাধন, তাহাকে
 বৈদিকী ভক্তি বলে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা,
 সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যদিবসে বিষ্ণুর উদ্দেশে
 যে ষাগ, বিজগণ তাহাই প্রকৃত বৈদিকী
 ভক্তির কার্য বলিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র!
 মূল প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্কিংশতি তত্ত্ব অচে-
 তন; পঞ্চবংশিতম তত্ত্ব পুরুষ,—চেতন,
 তিনিই কর্মসমূহের কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া
 নির্দিষ্ট হন। তিনিই নিত্য নির্লিপ্ত আত্মা;
 তিনি সকলের অধিষ্ঠাতা হইয়া প্রয়োজক।
 সেই নিত্য আত্মা প্রত্যেক ব্যক্তিতে চেতন-

তত্ত্বসর্বগো ভাবসর্বগো ভূতসর্বগ তত্ত্বঃ ॥ ১১
 সঙ্খ্যায়শ্চ প্রসঙ্খ্যানঃ প্রধানঞ্চ গুণাত্মকম্ ।
 জ্ঞান্বা সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যো প্রধানশ্চ গুণাত্মনঃ ॥
 কারণত্বঃ ব্রহ্মণশ্চ সাধর্ম্ম্যামিদমুচ্যতে ।
 নানাৎস চাত্ৰ বৈধর্ম্ম্যং প্রধানশ্চ বিদ্বুবৃধাঃ ॥
 তত্ত্বান্তরঞ্চ তত্ত্বানাং কার্যাকারণমেব চ ।
 প্রয়োজনঃ প্রয়োজ্যত্বঃ জ্ঞান্বা তত্ত্বপ্রসঙ্খ্যায়া ॥
 সঙ্খ্যানাং প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈঃ সর্বতত্ত্বার্থ-
 চিস্তকৈঃ ।
 ইতি মহাত্মা সত্ত্বাবং তত্ত্বসঙ্খ্যাঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥
 ব্রহ্মতত্ত্বাধিকং চাপি জ্ঞান্বা তত্ত্বং বিদ্বুবৃধাঃ ।
 সাঙ্খ্যৈঃ কৃতা ভক্তিরেষা প্রোচ্যতেহখ্যা-
 য়িকী নূপ ।
 যোগজামপি বক্ষ্যামি ভক্তিমাধ্যাত্মিকীঃ শৃণু

রূপে অবস্থান করিতেছেন; তিনি নিখিল
 কারণের কারণ। তত্ত্বসৃষ্টি, ভাবসৃষ্টি,
 ভূতসৃষ্টি, সংখ্যার সংখ্যান্ব, ত্রিগুণময়ী
 প্রকৃতি—এসকলই তাঁহার তত্ত্ব হইতে
 নিস্পন্ন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা নহে;
 ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে তাঁহার সাধর্ম্ম্য ও
 বৈধর্ম্ম্য দর্শন করিয়া স্মলবুদ্ধিগণ তাঁহাতেই
 এই তুর্কিংশতিতত্ত্বের কারণত্ব ও সাধর্ম্ম্য
 আয়োপ করিয়া থাকে, পরব্রহ্মের চেতন
 ধর্ম্ম এ সকলে থাকিতে পারে বটে; কিন্তু
 বৃধগণ নানাৎস ও বৈধর্ম্ম্য প্রকৃতিরই ধর্ম্ম
 বলিয়া থাকেন। নিখিল তত্ত্বের মর্ম্মার্থবিৎ
 পণ্ডিতগণ পর-পর তত্ত্ব-সমূহকে পূর্বপূর্ব
 তত্ত্বসমূহের কার্য এবং পূর্ব পূর্ব তত্ত্ব-
 সমূহকে পর পর তত্ত্বসমূহের কারণ
 নিশ্চয় করিয়া তত্ত্বসমূহের ক্রমিক সংখ্যান্ব-
 সারে প্রয়োজকত্ব ও প্রয়োজ্যত্ব স্থির
 করিয়াছেন। বৃধগণ এইরূপে প্রতি-
 পদার্থে চেতন পুরুষের চিন্ময়ী সত্তা
 এবং তত্ত্বসংখ্যা সম্যকরূপে অবগত হইয়া
 উক্ত চতুর্কিংশতিতত্ত্বের অভীষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব
 জাত হইয়া থাকেন। হে রাজন! সাংখ্য-
 বিদগণ এইরূপে তত্ত্বনির্ণয় করিয়া পরমেশ্বরের

প্রাণায়ামপরো নিত্যং ধ্যানবান নিরহে প্রিয়ঃ
 তৈক্যভকারতী চাপি বিষয়েভ্যো নিরুস্তিমান
 পশুন্নুদ্যোতিতমুখং ব্রহ্মহৃৎ বটীতটে । ২০
 শ্বেতবর্ণং চতুর্দ্বারং বরদাত্তয়হৃৎকম্ ।
 ধ্যায়মানঃ স্বহৃদয়ে যোগযুক্তো মহেশ্বরম্ ।
 হৃষ্টং স্বচেতসা রাজ্ঞসী তবদ্বন্দ্বং শুলোচনম্ ।
 সাদ্বিকৌ রাজসৌ চৈব তামসৌ ভেদতস্তিবাঃ ।
 ভক্তয়ো বিবিধা জ্ঞেয়া বিফোরমিততেজসঃ ॥
 যথায়ঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ করোতোধাসি ভস্মাৎ
 পাপানি ভগবন্ত্ক্রিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ ॥ ২৩
 ষাবজ্জনো ন শৃণুতে ভূবি বিষ্ণুভক্তিং
 সাক্ষাৎ সুধায়সমশেষরসৈকসারম্ ।
 তাবজ্জরামরণজন্মশতভিঘাত-
 হুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥ ২৪

যে ভক্তিস্থাপন করেন, তাহাকে আধ্যাত্মিক
 ভক্তি বলে। হে নৃপ! এক্ষণে আপনার
 নিকটে যোগজ্ঞানিত আধ্যাত্মিক ভক্তির কথা
 বলিব, শ্রবণ করুন। (যোগজ্ঞ আধ্যাত্মিক
 ভক্তিলভ কৰিতে হইলে) ইন্দ্রিয়সংযম-
 পূর্বক প্রাণায়াম করত নিত্য ধ্যান করিতে
 হইবে; বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া
 ভিক্ষোপজীবী হইয়া যোগব্রত অবলম্বন
 করত হৃদয়মধ্যে, কটীতটে ব্রহ্মহৃৎ ও হস্তে
 বরাভয়ধারী চতুর্দ্বার শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বলাস্ত
 মহেশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। রাজ্ঞসী
 মনে মনে ভাবিতে হইবে,—সেই পীত-
 বসনপরিহিত শুলোচন ভগবান হরি, হৃষ্ট-
 চিত্তে মদীয় হৃদয়মধ্যে অবস্থিতি করিতে-
 ছেন। ২—২১। অমিততেজস্বী বিষ্ণুর
 প্রতি ভক্তি সাত্বিক-রাজসিক ও তাম-
 সিকরূপে আবার নানাপ্রকার। প্রচ্ছ-
 লিত হ্রত্যাশন যেরূপ কাষ্টরাশিকে ক্ষণ-
 কালমধ্যে ভস্মসাৎ করে; তদ্রূপ ভগবদ্-
 ভক্তি তৎক্ষণাৎ পাপরাশি দহন করিয়া থাকে।
 মানব যে, পর্যাস্ত এই পৃথিবীতে নিখিল
 রসের একমাত্র সার সাক্ষাৎ সুধায়স্বরূপ
 বিষ্ণুভক্তি শ্রবণ করিতে না পায়; তাবৎকাল

সাক্ষাৎ কীৰ্ত্তিত এব নিহা
 মহাপ্রভাবো ভাগবাননন্তঃ
 সমস্তশোহঘং নিমহন্তি মেঘঃ
 বায়ুর্ধ্বা তাপুয়িবাস্ককারম্ ॥ ২৫
 ন ভূপ দেবার্চনযজ্ঞতীর্থ-
 স্নানত্রহাচারতঃক্রিয়াক্রিঃ ।
 তথা বিশুদ্ধিঃ লভতেহস্তরাস্তা
 যথা হৃদিস্থে ভগবতানন্তে ॥ ২৬
 কথা বিশুদ্ধা নরনাথ তথ্যা-
 স্তা এব পথ্যা হরিভক্তকথ্যাঃ ।
 সঙ্কীৰ্ত্তাতে যাসু পবিত্রকীৰ্ত্তি-
 বিশুদ্ধমূর্তিনঃদত্তভক্তিঃ ॥ ২৭
 ধাতোহস দৌ ধরণীধর ধর্মধর্ম্যা
 ধাতৈকণা হৃদঃ পুরুষোত্তমস্তা ।
 যতৈষ্টিকী মাং রসৌ তব সৌভগা ত্রী
 শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণতশ্রবণে প্রবৃত্তা ॥ ২৮

বহু দেহে জন্মগ্রহণপূর্বক জরা, মৃত্যু জন্ম-
 প্রভৃতি শত শত অভিঘাতকহুঃখ ভোগ
 করে। বায়ু যেরূপ মেঘরাশি অপসারিত
 করে, সূর্য যেরূপ অন্ধকারাশি নাশ
 করেন, সেইরূপ মহাপ্রভাবশালী ভগবান
 অনন্তের নাম কীৰ্ত্তন ও স্মরণ করিলেই
 তিনি চতুর্দিক হইতে (নাম কীৰ্ত্তন ও স্মরণ-
 কারীর) পাপরাশি নাশ করেন। হে ভূপ!
 ভগবান অনন্ত হৃদয়ে থাকিলে অর্থাৎ চিন্তিত
 হইলে অন্তরাশি যেরূপ চিন্তিত লভ
 করে, দেবার্চন, যজ্ঞ, তীর্থ স্নান, ব্রতচরণ
 ও তপস্যা দ্বারাও সেরূপ বিশুদ্ধি লভ
 করিতে পারে না। ২২—২৬। নরনাথ!
 যিনি স্বয়ং লোককে ভক্তি দান করেন,
 সেই পবিত্রকীৰ্ত্তি—বিশুদ্ধমূর্তি ভগবান
 অনন্ত যে সকল কথায় কীৰ্ত্তিত হইয়া
 থাকেন, সেই হরিভক্ত-কথিত কথকথা অতি
 পবিত্র, অতিহিতকর—অতিমধুর। হে
 ধীরপ্রকৃতি মহারজ! হে ধার্মিকপ্রবর!
 তুমি ধৃত! যথার্থই তোমার হৃদয় পুরুষো-
 ত্তমের ধ্যানবিষয়ে একাগ্র হইয়াছে। তোমার

আনারাধ্য হরিং ভক্ত্যা বরদং বিষুংমব্যয়ম্ ।
কৃতঃ শ্রেয়ো ভবেদভূপ পুরুবস্মাশ্মমানিনঃ ॥
মায়াজনরিমা যাহসৌ ভক্ত্যা রাজ্ঞ ন যয়া যযা*
সাধ্যতে সাধুপুরুষৈঃ স্বয়ং জানাতি তন্তুবান্ ॥

ন বিদ্যাতে তে নূপ ধর্মত্ব-

মজ্জাতমেতদ্বিপুলং পুনর্ম্মা ।

যৎ পৃচ্ছসে তীর্থপদপ্রসঙ্গাৎ

কথারসং বৈকবগোরবেণ ॥ ৩১

নাতঃ পরং পরমহোতবিশেষমহোতবঃ

পশ্চামি পুণ্যমুচিতঞ্চ পরস্পরণে ।

সন্তঃ প্রসজ্যা যদনন্তুগাননন্ত-

শ্রেয়োনিধীননিকভাবজু.মা ভক্ত্যন্তু ॥ ৩২

ব্রাহ্মণাঃ সুরভৌ স ৩২ শ্রদ্ধাযাগতপাঃপি চ ।

শ্রুতিস্মৃতিদয়াদীক্ষা-সন্তোষাঃনবো চরেঃ ॥ ৩৩

নিষ্ঠাবতী বুদ্ধি ক্রীকরং স্নেহ পুণ্যকথাশ্রবণে
অবহিত হইয়া নিজ শোভাগ্যবস্তার পরিচয়
দিতেছে। হে ভূপ! যে ব্যক্তি বরপ্রদ
পাপবিনাশী অব্যয় বিষুকে আরাধনা না
করিয়া অহঙ্কীরে মত্ত হইয়া থাকে; তাহার
শ্রেয়োলাভ কোথা হইতে হইবে? রাজ্ঞ!
সাধুগণ, মায়াসম্পর্কশূন্য হইলেও মায়াসম্ভূত
ঐ ভগবান বিষুকে যে যে ভক্তি দ্বারা সাধনা
করিয়া থাকেন, আপনি তাহা অবগত
আছেন। হে নূপ! এট বিপুল ধর্মত্ব
আপনার অজ্ঞাত নহে, তথাপি যে আপনি
তীর্থসেবাপ্রসঙ্গে সেই ধর্মকথা পুনরপি
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে বৈকবধর্মের
উপরে গোরব প্রদর্শন ব্যতীত আর কোন
কারণ নাই। সাধুগণ যে, অনন্ত মঙ্গলের
নিধান, বিবিধ ভাবময়, অনন্ত-গুণকথা
একাগ্রভাবে কীর্জন করেন, ইহা অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট অতিসন্তোষকর—অতি পবিত্র কর্ম,
—আর কোথাও দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণ,
গাভী, সত্য, শ্রদ্ধা, যাগ, তপস্যা, শ্রুতি,
স্মৃতি, দয়া, দীক্ষা ও সন্তোষ,

* 'রাজস্ব মায়া' ইতি পাঠঃ ক'চিৎ ।

অ দিত্যশ্চন্দ্রমা বায়ুভূমিরাপোহহরং দিশঃ ।

ব্রহ্মা বিষুশ্চ কুদ্ৰশ্চ সর্কভূতময়ো বিভুঃ ॥ ৩৪

বিশ্বকপং স্বয়ং শক্তো জগদেতচ্চরাচরম্ ।

স্বয়ং ব্রহ্মাণমাবিশ্ব সর্দৈবানং ভূনক্তি চ ॥ ৩৫

ততস্ত তীর্থাস্পদপাদরেণু

ধরাধরাশ্মালয়ভূমিরেখান ।

সভাজ্য সম্পূজয় পুণ্যলক্ষ্মী:

সর্কভূতানখিলায়ভূতান্ ॥ ৩৬

ব্রাহ্মণং বিষুভূক্ত্যা যো বিদ্বাসং সাধু পশুতি ।

স এব বৈকবো যশ্চ স্বস্ত ধর্ম্মে সমাশ্রিতঃ ॥ ৩৭

এতন্তে সর্কমাখ্যানং ভক্তিলক্ষণমর্থিতম্ ।

স্নাতুং গচ্ছামি গঙ্গায়ানং ন কথাবসরোহধিকঃ ॥

প্রাপ্তোহয়ং মাধবো মাসো মাধবস্মাতিবজ্রভঃ

তস্মাপি সপ্তমী শুক্রা গঙ্গায়ামতিদুর্লভা ॥ ৩৯

বৈশাখশুক্লসপ্তম্যাং জাহুবী জহুনা পুয়া ।

শ্রীহরির অঙ্গ। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, ভূমি,

জল, আকাশ, দিক, ব্রহ্মা, বিষু, কুদ্ৰ,—

সমস্তই সেই শ্রীহরির অঙ্গ; কারণ, প্রভু—

সর্কভূতময়। এই চরাচর জগৎ সৃজনে

শক্তিমান বিশ্বরূপী ভগবান বিষু স্বয়ং ব্রাহ্মণে

আবিশ্ট হইয়া (ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া) সর্কদা

অন্নভোজন করিতেছেন। কৃতএব ষাঁহা-

দের আবাসভূমি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধাম; ষাঁহা-

দের পদরেণু তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ; ষাঁহার পুণ্য

লক্ষ্মীর সারসর্কস্ব; সেই অখিলের আয়ুরূপী

ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিপূষক পূজা কর। যে

ব্যক্তি বিদ্বান ব্রাহ্মণকে বিষুজ্ঞানে ভক্তি-

নেত্রে অবলোকন করে, যাহার নিজ ধর্ম্মে

অচলা মতি, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বৈকব।

আপনি ভক্তি-লক্ষণ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন, তাহা সমস্তই আপনার নিকটে

বলিলাম, এক্ষণে আমি গঙ্গাঙ্গানে যাইতেছি,

আমার কথা কহবার অধিক অবসর নাই।

শ্রীহরির অতিপ্রিয় বৈশাখমাস উপস্থিত।

এই বৈশাখমাসের শুক্রা সপ্তমী গঙ্গায় অতি

দুর্লভ, অর্থাৎ এই সপ্তমীতে গঙ্গাঙ্গান অতি

পুণ্যপ্রদ বলিয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে কি

ক্রোধাৎ শীত। পুনস্ত্যক্তা কর্ণরজ্জ্ব দক্ষিণাৎ
 তস্তাং সমর্চ্য়েদেবীং গঙ্গাং গগনমেখলাম্ ।
 স্নান্ধা সম্যগ্বিধানেন স ধৃতঃ স্কুক্রতী নরঃ ॥
 তস্তাং যন্তর্পয়েদেবান পিতৃন মর্ন্তেয়া যথাবিধি
 সাক্ষাৎপশ্চাতি তং গঙ্গা স্নাতকং গতপাতকম্
 ন মাধবসমো মাসো ন গঙ্গাসদৃশী নদী ।
 তুর্লভঃ খলু যোগোহয়ং হরিভক্তৈব্য লভ্যতে
 বিষ্ণুপাদসমুদ্ভূতা ব্রহ্মলোকহুপাগতা ।
 শ্রীমেহশঙ্কটাজুট-বাসিনী তুঃখনাশিনী ॥ ৪৪
 ত্রিভিঃ শ্রোতোভিরশ্রান্তং যা পুনান্ধি জগল্লয়ম্
 স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণী সততানন্দকারিনী ॥ ৪৫
 অনেকত্বরিভৌক্যাস-হারিণী তুর্গতারিণী ।

ভজমানজনস্মান্তঃকান্তিকেলিবিলাসিনী ॥৪৬
 সগরাবয়নির্ধাণ-কারিণী ধর্ম্মচারিণী ।
 ত্রিমার্গচারিণী দেবী লোকালঙ্কৃতিকারিণী ।
 দর্শনস্পর্শনস্নান-কীর্ত্তনধ্যানসেবনৈঃ ।
 পুণ্যানুপুণ্যপুরুষান পাবয়ন্তী সহস্রশঃ ॥ ৪৮
 গঙ্গা গঙ্গেতি গঙ্গেতি বৈত্রিসম্ব্যং ত্রিহরিতম্
 সুদূরশ্বেশ্চ তৎপাপং হস্তি জন্মত্রয়াঙ্জিতম্ ।
 যোজ্ঞমানাং সহস্রেশু গঙ্গাং যঃ স্মরতে নরঃ ।
 ত্যঃ প দ্রুতকর্ম্মাসৌ লাভতে পরমাং গতিম্ ॥
 বৈশাখশুক্লসপ্তম্যাং তুর্লভা সা বিশেষতঃ ।
 প্রাপ্যতে জগতীপাল হরিব্রহ্মপ্রসাদতঃ ॥৫১
 ন মাধবসমো মাসো ন মাধবসমো বিভূঃ ।
 পোতো হি ত্বরিতান্তোধৌ মজ্জমানজনস্ম যঃ ।

না সন্দেহ। পূর্বকালে ব্রহ্মমুনি বৈশাখ-
 মাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতিথিতে গঙ্গা-
 দেবীকে ক্রোধে পান করিয়া দক্ষিণকর্ণ-
 বিবর দিয়া পুনরায় ত্যাগ করিয়াছিলেন;
 সেই কারণেই গঙ্গাদেবীর নাম জাহ্নবী
 হইয়াছে। সেই বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী
 তিথিতে যথাবিধানে গগনমেখলা গঙ্গা-
 দেবীর পুত্রা ও তাঁহার সলিলে স্নান
 করিলে মানব পুণ্য উপার্জন করিয়া ধ্বজ
 হয়। যে মানব সেই বৈশাখীয় শুক্লা
 সপ্তমীতে যথাবিধানে গঙ্গায় স্নান এবং
 তদীয় সলিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের
 তর্পণ করে; সে বীতপাতক হইয়া গঙ্গা-
 দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করে। বৈশাখের
 তুলা মাস নাই। গঙ্গার স্তায় নদীও আর
 নাই, গঙ্গা এবং বৈশাখমাসের যোগ হরি-
 ভক্তিবলেই লব্ধ হইয়া থাকে। ভগবতী
 গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া
 ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়া শ্রীমহে-
 খরের জটাভূটে বাস করিতেছেন। তিনি
 সকলের তুঃখনাশিনী; এই জন্মই তিনি
 অবিরত ত্রিধা শ্রোতে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত
 হওয়াতে ত্রিজুবনকে পবিত্র করিতেছেন।
 তিনি জীবগণের স্বর্গারোহণের সোপান;
 সর্ব্বদা লোককে আনন্দ বিতরণ করিতে-

ছেন; পাপরাশি হরণ করিতেছেন;
 তুর্গমে পতিত জীবকে উদ্ধার করিতেছেন;
 সেবকজনের হৃদয়াশ্বত পুণ্যকান্তির সহিত
 সখ্য স্থাপনপুঙ্ক (স্বচ্ছতাসাধর্ম্ম্যে) উল্লাস-
 সহকারে লীলা কারতেছেন। ধর্ম্মচারিণী
 দেবী ত্রিপথগা-সগরবংশ উদ্ধার করিয়াছেন,
 ত্রিলোক অনঙ্কত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার
 দর্শন, স্পর্শন, নামকীর্ত্তন, ধ্যান, সেবন ও
 তদীয় জলে অবগাহন করিয়া লোকসকল
 পবিত্র হইতেছে, সহস্র সহস্র পাপী পুরুষকে
 তিনি পবিত্র করিতেছেন। যাহারা অতি
 দূরে থাকিয়াও ত্রিসম্ব্যায় গঙ্গা গঙ্গা এই
 নাম উচ্চারণ করে, তাহাদের ত্রিজন্মাঙ্জিত
 পাপরাশি ধ্বংস হয়। যে মানব সহস্র
 যোজনে থাকিয়া গঙ্গা স্মরণ কবে; সে পাপ-
 কারী হইলেও পরমা গতি লাভ করে। হে
 ভূপাল! বিশেষতঃ বৈশাখমাসের শুক্লা-
 সপ্তমীতে গঙ্গাস্নান অতি তুর্লভ, শ্রীহরির ও
 ব্রাহ্মণের প্রসাদেই কেবল উহা ঘটিতে
 পারে। মাধবের (বৈশাখের) তুলা মাস
 আর নাই এবং মাধবের (শ্রীহরির) তুলা
 দেবতাও আর নাই; এই মাধব (বৈশাখ-
 মাস ও শ্রীহরি), পাপনাগরে যয়ব্যাক্তিব

দন্তঃ জপ্তঃ হতঃ স্নাতঃ যজ্ঞস্ত্যামাসি মাধবে
 তদক্ষয়ং তবেদুপ পুণ্যং কোটিশতাধিকম্ ।
 যথা দেবেষু বিশ্বাত্মা দেবো নারায়ণো বিভূঃ ।
 যথা জপোযু গায়ত্রী সরিতাং জাহুবী তথা ॥
 যথোমা সৰ্গনারীণাং তপতাং তাস্করো যথা ।
 আরোগ্যলাভো লাভানাং বিপদানাং দ্বিজো
 যথা ।

পরোপকারঃ পুণ্যানাং বিদ্যানাং নিগমো যথা
 মন্ত্রাণাং প্রণবো যদ্বন্ধ্যানানামাত্মচিন্তনম্ ॥৫৬
 সত্যং স্বধর্ম্মবর্ত্তনং তপসাক্ষ যথা বরম ।
 শৌচানামাত্মশুদ্ধিশ্চ দানানামভয়ং যথা ॥ ৫৭
 গুণানাক্ষ যথা লোভঃকোভো মৃগ্যা গুণঃস্মৃতঃ
 মাসানাং প্রবরো মাসস্তথাসৌ মাধবো মতঃ ।
 ভজ যৎ ক্রিয়তে দানং যজ্ঞঃ স্নানমুশোষণম্ ।
 ভূপোহধ্যয়নপূজাদি তদক্ষয়ফলং স্মৃহম্ ॥ ৫৯
 বৈশাখাস্তানি পাপানি সূর্যাস্তানি তমাসি চ ।

পোতস্বরূপ । হে ছু ! এই মাধবমাসে দান, জপ, হোম, স্নান—ভক্তিপূর্বক যাহা করা যাইবে, তাহা অক্ষয় হইবে; ইহাতে শত-কোটির অধিক পুণ্য লাভ হয়। দেবতার মধ্যে যেমন বিশ্বাত্মা দেব নারায়ণ; জপ্য মন্ত্রের মধ্যে যেমন গায়ত্রী; নদীসমূহের মধ্যে তেমনি জাহুবী। নিগিল রমণী মধ্যে যেমন উমা, তেজস্বী বস্তুর মধ্যে সূর্য্য, লাভের মধ্যে যেমন আরোগ্যলাভ, বিপদ প্রাণীর মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, পুণ্য-কার্যের মধ্যে যেমন পরোপকার, বিদ্যার মধ্যে যেমন নিগম, মন্ত্রের মধ্যে যেমন প্রণব, ধ্যানের মধ্যে যেমন আত্মচিন্তন, তপস্যার মধ্যে যেমন সত্য ও স্বধর্ম্মাবর্ত্তন, শৌচের মধ্যে যেমন আত্মশুদ্ধি, দানের মধ্যে যেমন অভয়দান, গুণের মধ্যে যেমন নিলোভতা (শ্রেষ্ঠ), মাসের মধ্যে তেমনি বৈশাখমাস সর্বশ্রেষ্ঠ । ৫৫—৫৮ এই বৈশাখমাসে স্নান, দান, উপবাস, যজ্ঞ, তপস্যা, অধ্যয়ন, পূজাদি, যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় ফল প্রদান করে। পরোপকারে

পরোপকারপৈশুশ্চশ্রাস্তানি সুরতানি চ ॥ ৬০
 কার্ত্তিকে মাসি যৎকিঞ্চিৎতুলাসংস্থে দিবাকরো
 স্নানদানাদিকং রাজসংস্তংপরাক্ষিণং ভবেৎ ॥
 তস্মাৎ সহস্রগুণতো মাধে মকরগে রবৌ ।
 ততোহপি শতসংখ্যাকংবৈশাখে মেঘগে রবৌ
 তে ধস্তান্তে সুরভিনো নরা বৈশাখমাসি যে ।
 প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানে ন পূজয়ন্তি চ মাধবম্ ॥৬৩
 প্রাতঃ স্নানক্ বৈশাখে যজ্ঞদানমুপোষণম্ ।
 হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যক মহাপশুকনাশনম্ ॥ ৬৪
 পুনঃ কলিযুগে রাজস্র তপোপাণ্যং ভবিষ্যতি ।
 অশ্বমেধাদিকং যস্মাম্বাহাস্ত্য্যং মাধবস্ত যৎ ॥৬৫
 অশ্বমেধমথঃ পুণ্যং কলৌ নৈব প্রবর্ত্ততে ।
 এব মাধবমাসস্ত হ্রয়মেধসমৌ বিধিঃ ॥ ৬৬
 অশ্বমেধস্ত যৎপুণ্যং স্বর্গমোক্ষফলপ্রদম্ ।
 ন বেৎসৃষ্টি কলৌ পাপজনা হুরিতবুদ্ধয়ঃ ॥৬৭

খলতা প্রকাশে যেমন পুণ্য নষ্ট হয়, সূর্য্যকর্তৃক যেমন অন্ধকার নাশিত হয়, তদ্রূপ বৈশাখ-মাস কর্তৃক পাপরাশির বিনাশ হইয়া থাকে। হে রাজন! সূর্য্য তুলারূপিতে গমন করিলে অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে স্নান-দানাদি যে কোন কার্য্য বরা যায়, তাহার পরাক্ষিণ ফল হয়; সূর্য্য মকররাশিতে গত হইলে অর্থাৎ মাধ-মাসে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ফল হয়, সূর্য্য মেঘরাশি গত হইলে অর্থাৎ বৈশাখমাসে আবার তাহা অপেক্ষা শতভাগ অধিক ফল হয়। যে সকল মানব বৈশাখ-মাসে প্রাতঃস্নান, করিয়া যথাবিধানে মাধবের পূজা করে, তাহার পুণ্যবান, তাহারাই ধন্ত। বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান, যজ্ঞ, দান, উপবাস, হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্য্য করিলে মহা-পাতক নাশ হয়। রাজন! কলিযুগের মানব-গণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারিবে না; এই নিমিত্ত তাহাদের জন্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের সমকল বৈশাখমাসোক্ত্য বিহিত হইয়াছে। কলিযুগে পবিত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিধান নাই, এই নিমিত্ত বৈশাখমাসোক্ত, কার্য্যই অশ্ব-মেধের সমান বলিয়া বিধান করা হইয়াছে।

ভস্মনভবৈর্নয়ৈঃ পাঠৈর্গন্তব্যং নরকার্ণবে ।
অতস্ত বিয়লস্তস্ত প্রচারো যেন নির্মিতঃ ॥৬৮
ইতি শ্রীপাদে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
চতুঃপঞ্চাশোঃ অধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঃ অধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

ইতি তস্ত বচঃ শ্রুত্বা নারদস্ত মহাত্মনঃ ।
অধরৌষস্ত রাজর্ষির্ক্স্মিত্তো বাক্যমববৌৎ ॥১
অধরৌষ উবাচ ।
মার্গশীর্ষাদিকান্ মাসান্ হিবা পুণ্যান্ মহামুনে
সর্বমাসাধিকং মাসং বৈশাখং কিং প্রশংসসি ॥
সর্কেভ্যোহুপ্যাধিকো যস্মান্নাধবো মাধবপ্রিয়ঃ
কো বিধিস্তত্র কিংদানং কিন্তুপং কা চ দেবতা

কলিয়ুগের পাপমতি পাপিষ্ঠ নরগণ অধমেধ
যজ্ঞের স্বর্গমুক্তিপ্রদ পবিত্র ফলের বিষয়
বুদ্ধিতে পারিবে না ; আয়াসসাধ্য বনিয়া
সে কর্মে প্রবৃত্তই হইবে না, কেবল পাপ-
কর্মে রত থাকিয়া নরকার্ণবে ডুবিতে
থাকিবে। এই নিমিত্ত অধমেধ যজ্ঞের
প্রচার বিয়ল করিয়া বৈশাখমাহাত্ম্য বর্ধিত
করা হইয়াছে। ৫২—৬৮।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত্র कहिलेन,—राजर्षि, अधरौष महात्मा
नारदर एरैरुप वक्तु श्रवण करिया विस्मित
हइया बलिलेन । अधरौष बलिलेन,—
हे महामुने ! आपनि मार्गशीर्षप्रभृति पवित्र
मास परित्याग करिया वैशाखमासके सकल
मासेर श्रेष्ठ बलिया प्रशंसा करितेहेछेन
केन ? आपनि बलिलेन, माधवमास सकल
मासेर श्रेष्ठ एवं माधवेर प्रिय ; (एकमे
जिज्ञासा करि) एरै वैशाखमासेर अनुष्ठेय

तत्पदाच्छोजरजसा पावितस्तु च मे मुने ।
उपदेशप्रदानेन प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ ४
धर्मज्ञो धर्ममार्गणामुपदेष्टासि वै मुने ।
अमेकोहखिलतत्त्वाः जानासि मुनिसत्तम ॥ ५
कर्त्तव्येपदेष्टा धर्माणामनुमत्त प्रबोजकः ।
शास्त्रविद्विर्मुनिवर स्वर्ध्वंस्ते समतागिनः ॥ ६
व्रतसत्प्रतपोदानैर्बर्षं कलः समवापायते ।
धर्मोपदेशदानेन त्वं सर्वमुपलभायते ॥ ७
तौर्धमानं तपो यज्ञकर्म यंकुरुते सुतम् ॥
अपि त्वंफलतागी श्लाघ्यः प्रवर्तयिता भवेत्
तदर्हसि भवान् पुण्यमुपदेष्टुं कृपानिधे ।
दुर्गभो गुरुसहस्रो देशकालोपपत्तयः ॥ ८
न केचन तथा भावाश्चेतः शीतलयस्ति नः ।

ধর্ম কার্যের অনুষ্ঠানপ্রণালী কি প্রকার ?
ইহাতে কিরূপ দান করিতে হয় ? কি প্রকার
তপস্বা করিতে হয় ? এই মাসের পূজনীয়
দেবতা কে ? হে মুনে ! আপনার পাদ-
পদ্মরজো দানে আমাকে যেমন পবিত্র
করিলেন, তেমনি অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ
প্রদান করুন। হে মুনিসত্তম ! আপনি
ধর্মজ্ঞ, ধর্মপথের উপদেষ্টা—আপনি একাই
নিখিল তত্ত্বার্থ অবগত আছেন। মুনিবর !
আপনি ধর্মকার্যের অনুষ্ঠাতা, উপদেষ্টা,
অনুমোদনকর্তা ও প্রবর্তক। আপনি শাস্ত্র-
বিৎ। স্মনিয়াছি—শাস্ত্রবিদগণ ধর্মপিপাসু।
ধর্মোপদেশ শুনিবার জন্য আমার নিতান্ত
কৌতুহল রহিয়াছে। ব্রত, যজ্ঞ, তপস্বা ও
দানে যে ফল পাওয়া যায় ; এক ধর্মোপদেশ
দানে সেই ফল পাওয়া যায়। তৌর্ধমান,
তপস্বা ও যজ্ঞকার্যের অনুষ্ঠানে যে ফল
পাওয়া যায় ; যিনি ঐ সকল সংকর্মে প্রবৃত্ত
দেন, তিনিও সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।
অতএব হে কৃপানিধে ! আপনি আমাকে
কৃপা করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করুন।
যথাকালে উপযুক্ত মদগুরুর সাক্ষাৎকার
বড়ই দুর্লভ ! বিশেষ মৌভাগ্য বলে আপ-
নার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। ভবাদৃশ

রাজ্যলাভায়োগ্যেহপ্যেতে যথা তব সমাগমঃ ॥

সূত উবাচ ।

অথ মন্দমুহুশ্চর-ক্ষুরদন্তপ্রভাঙ্গগঃ ।

অশ্বরৌষং প্রত্যা বাচ নারদো মুনি সত্তমঃ ॥ ১১

নারদ উবাচ ।

শুণু রাজন প্রবক্ষ্যামি হিতায় জগতন্তব ।

বিধিং মাধবমাসস্ত যঃ প্রোক্তো ব্রহ্মণা পুরা ॥

দুর্লভং ভাঃতে বর্ষে জন্ম তস্মায়মুচ্যতা ।

মানুবে দুর্লভকাপ স্ববর্ষে প্রবর্ত্তি-ম্ ॥ ১৩

ততোহপি ভক্তিভূপাল বাহুদেবে সুদুর্লভা ।

তত্রাপি দুর্লভো মাসো মাধবে মাধবপ্রিয়ঃ ॥ ১৪

তমবাধ্য ততো মাসং স্নানদানজপাদিকম্ ।

কুর্কন্তি বিধিনা যে তু ধন্ত স্তে কুহিনো নরাঃ ।

তেষাং দর্শনমাত্রেণ পাপিনোহপি বিকল্যাঘাঃ ।

ভবন্তি ভগবন্তাব-ভাবিতা ধর্ম্মকাজ্জিগ্ণঃ ॥ ১৬

মাধবে মাসি যৈঃ স্নাতং প্রার্ভার্ণয়মসঃসুতৈঃ ।

সাধু ব্যক্তির সমাগমে মন যেকপ শীতল

হয়; রাজ্য লাভ প্রভৃতি কোন সম্পদেও

সেধু হয় না। ১—১০। সূত কহিলেন,—

অনন্তর মুনি সত্তম নামে ঈশ্বং হস্ত করিয়া

(মহারাজ) অশ্বরৌষকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

নারদ কহিলেন,—পূর্বকালে ব্রহ্মা আমার

নিকটে বাহা বলিয়াছিলেন, সেই বৈশাখ-

মাসের ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রণালী জগতের হিতার্থে

আপনার নিকটে বলিব শ্রবণ করুন।

প্রথমতঃ কৰ্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মই দুর্লভ,

তাৎহাতে মনুষ্যজন্ম আরও দুর্লভ, মনুষ্যজন্ম

লাভ করিয়া স্বর্ষে প্রবর্ত্তি তদপেকাও

দুর্লভ। হে ভূপাল! বাহুদেবে ভক্তি

তাৎহা অপেকাও অতিদুর্লভ। তাৎহাতেও

আবার মাধবপ্রিয় মাধবমাস আরও দুর্লভ।

সেই কারণে পবিত্র বৈশাখমাসে প্রাপ্ত হইয়া

বাহার্য যথাবিধানে স্নান, দান, জপপ্রভৃতি

ধর্ম্মকাৰ্য্য করেন, তাহারাই ধন্ত কৃষ্ণী পুরুষ।

পাপিগণ তাহাদের দর্শনমাত্রেই বীতপাপ

হইয়া ভগবদ্ভক্ত ও ধর্ম্মকাজ্জিগ্ণ হইয়া

থাকে। বাহার্য বৈশাখমাসে নিয়মযুক্ত

তে কোটিবর্ষপর্য্যন্ত ক্রৌড়ন্তে নন্দনে বনে ॥

যথা ন বারিধিসমো লোকে কোহপি জলাশয়ঃ

তথা মাসো ন বৈশাখসদৃশো মাধবপ্রিয়ঃ ॥ ১৮

তাবৎ পাপানি তিষ্ঠন্তি মনুষ্যাণাং কলেবরে ।

যাবৎ কিল মলধ্বংসী মাসো নায়াতি মাধবঃ ॥

অবশিষ্টদিনান্তে ব পঞ্চ মাসস্ত তন্ত বৈ ।

একাদশীং সমারভ্য সর্বমাসসমামি বৈ ॥ ২০

বৈশাখে পূজিতো দেবো মাধবো মধুহা তু যৈঃ

নানোপচাটৈ রাজৈস্ত্রৈঃ প্রাপ্তঃ জন্মনঃ

ফলম্ ॥ ২১

কিং কিং ন দুর্লভতয়ঃ প্রাশ্যতে মাসি মাধবে

স্নানেন পরমেশস্ত পূজনেন যথাবিধি ॥ ২২

ন দন্তং ন হন্তং জপ্তং ন তৌর্থে মরণং কৃতম্ ।

যৈহি নারায়ণে নৈব ধ্যাতো নিখিলপাপহা ॥ ২৩

হইয়া প্রাতঃস্নান করে, তাহার্য কোটি

বৎসর পর্য্যন্ত নন্দনকাননে ক্রৌড়া করে।

এই ত্রিভুবনে সমুদ্রের তুল্য জলাশয় যেমন

আর নাই; সেইরূপ বৈশাখমাসের তুল্য

বিষ্ণুপ্রিয় মাস আর নাই। পাপধ্বংসী

মাধবমাস যাবৎ না আগত হয়, তাবৎকাল

মনুষ্যশরীরে পাপ অবস্থিতি করে।

বৈশাখমাসের তুল্য বিষ্ণুপ্রিয় মাস আর

নাই। পাপধ্বংসী মাধবমাস যাবৎ না অগত

হয়, তাবৎকাল মনুষ্যশরীরে পাপ অবস্থিতি

করে। বৈশাখমাসের একাদশী হইতে

অবশিষ্ট পাঁচ দিন সম্পূর্ণ মাসের স্তায় পুণ্য

প্রদ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাসে ধর্ম্ম কাৰ্য্যে যে ফল,

ঐ অবশিষ্ট পাঁচদিনের ধর্ম্মকাৰ্য্যেও সেই

পূর্ণমাসের ফল পাওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র!

যাহার্য বৈশাখমাসে দেব মধুহৃদনকে বিবিধ

উপচারে পূজা করিয়াছে, তাহাদের জন্ম

সার্থক হইয়াছে। বৈশাখমাসে যথাবিধানে

পরমেশ্বরকে স্নান করাইয়া পূজা করিলে

দুর্লভতয় কোন কোন পুণ্য লাভ না করা

যায়? বাহার্য নিখিলপাপিনী—দেব নারায়ণকে ধ্যান করে নাই; তাহাদের দান,

হোম, জপ, তৌর্থেমণ—সমস্তই বুঝা। হে

ভৈরবঃ জন্ম নৃণাং লোকে জ্ঞাতব্যঃ

নিফলং নৃপ ।

দ্রব্যেণ বিদ্যমানেন্ধু রূপণো যো ভবেন্নরঃ ॥২৪
 অদ্বা ত্রিঃতে যো হি তন্ত্ৰ দ্রব্যং নিরর্থকম্ ।
 তীর্থস্নানাদিতপসা সংকূলে জন্ম লাভাতে ॥২৫
 ন দানেন বিনা ভূপ কিঞ্চিদপূপতিষ্ঠতি ।
 বৈশাখস্নানমাহাশ্রাদপি পঞ্চদিনাশ্রুতং ॥ ২৬
 সংকূলে প্রাপ্যতে জন্ম বৈভবং বিবিধং তথা
 সুপুংঃ সুহৃৎ ভূপ ধনধাত্তবরপ্রিয়ঃ ॥ ২৭
 সুজয় মরণকাপি সুভোগাঃ সুধমেব চ ।
 সপা দানেহধিকা স্ত্রীতিরোদার্থ্যঃ ধৈর্য্যমুত্তমম্ ।
 প্রসাদাত্তস্ত দেবশ্চ বিষ্ণোঽশ্বক মহাস্নানঃ ।
 নারায়ণস্ত জায়ন্তে দিক্কয়ো ভূপ বাহুতাঃ ॥২৯
 উর্জে মাসি তপোমাসি মাধবে মাধবপ্রিয়ে ।
 স্নাত্বা দামোদরঃ ভক্ত্যা মাধবঃ মধুসূদনম্ ॥৩০
 বিশেষণ সমভ্যর্চ্য দত্ত্বা দানানি শক্তিতঃ ।

ঐহিকং সুখমাসাদ্য নরো হরিপদং ব্রজেৎ ।

অনেকজন্মান্বিজিতপাতকাবলী

বিলীয়তে মাধবযজ্ঞনেন ।

স্বর্ঘ্যোদয়ে ভূপ যথা তমিশ্রঃ

বচঃ স্বয়ম্ভুরিদমাশ্রিয়ে ॥ ৩২

চকার বিষ্ণুর্বিপুলপ্রচারঃ

মাসস্ত বৈ মাধবসংজ্ঞকস্ত ।

যমস্ত শুশ্রুৎ বচসা বিচিন্ত্য

মনুষ্যালোং গমিতং চকার ॥ ৩৩

তস্মাদস্মিন সমায়াতে মাধবে মাসি বৈষ্ণবৈঃ ।

স্নাত্ব পুণ্যজলে তীর্থে গঙ্গায়ঃ পাবনে নৃণাম্

রেবায়া বা মহারাজ যমুনে সারদেহথবা ।

প্রাতঃস্বহৃদিত্তে ভানো বিধানেন নৃপোত্তম ॥৩৫

পূজয়িত্বা চ দেবেশং মুকুন্দং মধুসূদনম্ ।

পুত্রগৌত্রবনশ্রেয়োবাহুতানি সুখানি চ ॥৩৬

রাজন! মনুষ্যালোকে তাহাদেয় জন্মই
 বুধা জানিবে। যে ব্যক্তি অর্থ থাকিতেও
 রূপণ,—নারায়ণের অর্চনায় অর্থ ব্যয় করে
 না। দান না করিয়া—কেবল সঞ্চয় করিয়া
 রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহার সে সঞ্চিত
 অর্থ নিরর্থক, কোন কাজেই লাগে না।
 তীর্থস্নান, তপস্বা প্রভৃতি পুণ্যকার্য দ্বারা
 সংকূলে জন্ম লাভ করা যায়। কিন্তু হে
 রাজন! সংকূলে জন্ম লাভ করিয়া অর্থসঞ্চয়
 করত তাহা দান না করিলে কিছুই থাকে
 না। বৈশাখমাসের ঐ একাদশাদি পঞ্চদিনে
 স্নানের মাহাশ্রো সংকূলে জন্ম, বিবিধ
 ঐর্ষ্য, সুপুত্র, সুকুল, ধন-ধাত্ত, ও মনোমত
 পত্নী লাভ হইয়া থাকে। হে ভূপ! মহাশ্রা
 দেবদেব বিষ্ণুর প্রসাদে সুজয়, সুমৃত্যু,
 সুভোগ, সুখ, সঙ্গদা দানে সমাধিক
 আনন্দ, ওদার্থ্য, ও উত্তম ধৈর্য্যপ্রভৃতি সমু-
 দয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। কার্তিক-
 মাসে, মাঘমাসে, বিষ্ণুপ্রিয় বৈশাখমাসে,
 স্নান, ভক্তিপূর্বক বিশিষ্টরূপে মধুসূদন
 দামোদরের পূজা, এবং যথাশক্তি দান

করিলে মানব ঐহিক সুখ লাভ করিয়া অস্তে
 হরিপদ প্রাপ্ত হয়। হে ভূপ! স্বর্ঘ্যোদয়ে
 যেক্রম অন্ধকার নাশ হয়, সেইরূপ বৈশাখ-
 মাসে (যথানিয়মে) স্নান করিলে বহুজন্মা-
 বিজিত পাতকরাশি নষ্ট হইয়া থাকে, ইহা
 ব্রহ্মা আমার নিকটে বলিয়াছেন। ভগবান্
 বিষ্ণু, মনুষ্যাগণ স্বস্বকর্ম্মফলে ক্লান্তের
 করালকবলে পতিত হইয়া নরকে গমন
 করিতেছে দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ
 মনুষ্যালোকে বৈশাখমাসের সুপ্রচার করিয়া
 দিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! বৈশাখ-
 মাস আসিলে বিষ্ণুভক্তগণ, লোকপাবন গঙ্গা
 সলিলে, রেবাতোয়ে, যমুনাজলে সার-
 দোদকে অথবা অস্ত কোন পুণ্যতীর্থে স্বর্ঘ্যো-
 দয়ের পূর্বেই অরণোদয়কালে যথাবিধানে
 স্নান করবে।” ১১—৩৪। হে নৃপোত্তম!
 অস্তুর দেবদেব মধুসূতা মুকুন্দের পূজা
 করিয়া তৎকলে পুত্রপৌত্র, ধনসম্বৃদ্ধি প্রভৃতি
 অভীষ্ট সুখভোগের পর অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত
 হইবে। হে মহাভাগ! তুমিও বৈশাখ-
 মাসের এইরূপ মহিমা অবগত হইয়া মধু-
 সূদনের পূজা কর। বৈশাখমাসে যথা-

অমৃত্যুয় তৎ স্তম্ভে স্বর্গমক্ষয়মাশ্রুয়াৎ ।
 এবং জ্ঞানী মহাভাগ মধুসূদনমর্চ্ছয় ॥ ৩৭
 স্নাত্বা সমাগ্ং বিধানেন বৈশাখে তু বিশেষতঃ
 দেবমায়ায়া গোবিন্দং নারায়ণনাময়ম্ ॥
 প্রাপ্যাসি ত্বং সুখং পুত্রং ধনানি চ হরেঃ পদম্
 দেবদেবং নমস্কৃত্য মাধবং পাপনাশনম্ ॥৩৮
 প্রারভেত ব্রতমিদং পৌর্ণমাস্তাং মধোনূপ ।
 যমৈশ্চ নিয়মৈর্দুর্ভুজঃ শক্ত্যা কিঞ্চিৎপ্রদায় চ ॥
 হবিষ্যচ্ছৃগ্ভূমিশায়ী ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিতঃ ।
 কৃচ্ছাদিতপসা স্কাষো ধ্যায়ন্নারায়ণং হৃদি ॥৪১
 এবং প্রাপ্য চ বৈশাখীং দদ্যাদ্ভুক্তিলাদিকম্ ॥
 ভোজনং বিজয়খ্যোভ্যো ভক্ত্যা ধেনুং
 সদক্ষিণাম্
 অচ্ছিদ্রং প্রার্থয়েচ্চাপি তস্য স্নানস্ত তুমুমান্ ।
 যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়া ভূপ মাধবস্ত জগৎপতেঃ ॥
 তথৈব মাধবো মাসো মধুসূদনবল্লভঃ ।
 এবং বিনিযুক্তো মর্ত্যঃ স্নাত্বা দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৪২

বিধানে স্নান ও নির্মূল দেবনারায়ণকে
 বিশেষরূপে পূজা করিলে পুত্র ধনাদি ঐশ্বর্য
 সুখভোগের পর হরিপদ প্রাপ্ত হইবে। হে
 নূপ! বৈশাখী পৌর্ণমাসী তিথিতে পাপ
 নশী দেবদেব মাধবকে নমস্কার করিয়া এই
 ব্রত আরম্ভ করিবে। যথা,—নিয়মযুক্ত
 হইয়া হবিষ্যাশন, ভূমিশয়ন করত ব্রহ্মচর্য
 ব্রত অবলম্বনপূর্বক যথাশক্তি দান করিবে।
 কৃচ্ছ প্রভৃতি কঠোর তপস্যায় শরীর ক্ষীণ
 করত মনে মনে কেবল নারায়ণকে ধ্যান
 করিবে। বৈশাখী পূর্ণিমায় এইরূপ নিয়মে
 অবস্থানপূর্বক সুব্রাহ্মণদিগকে মধুভিলাদি
 দান, ভোজন ও সদক্ষিণা ধেনু দান
 করিবে। এবং ব্রাহ্মণদিগের নিকটে
 আমার স্নানের কার্য অচ্ছিদ্র হউক, এইরূপ
 প্রার্থনা করিবে। হে ভূপ! লক্ষ্মীদেবী
 জগৎপতি মাধবের যেরূপ প্রিয়পাত্রী; এই
 বৈশাখ মাসও তাঁহার সেইরূপ প্রিয়। মানব
 মধুসূদনের স্ত্রীতিকামনায় দ্বাদশ বৎসর কাল
 এইরূপ বিধানে স্নান ও বিষ্ণুপূজা করিয়া

উদ্দ্যাপনং চরেচ্ছক্ত্যা মধুসূদনকুটুম্বৈ ।
 ইদং মাধবমাসস্ত মহান্বায়াং কথিতং তব ।
 যৎপুরা ব্রহ্মণো বক্ত্বাক্ষু তমাসীন্নয়া নূপ ॥ ৪৫
 ইতি স্ত্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাস-
 মাহাত্ম্যে পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদস্ত স ভূপতিঃ ।

প্রণম্য বিস্মিতঃ প্রাহ চিন্তয়ন্ননসা হরিম্ ॥ ১

অশ্বরীষ উবাচ ।

কথমেতদ্বিমুহামঃ শ্লথায়াসেন যমুনে ।

প্রাপ্যতে স্নানমাত্মেণ ফলং চৈবাতিহর্লভম্ ॥

নারদ উবাচ ।

সত্যমুক্রং ত্বয়া রাজন্নল্লয়াসেন যমহৎ ।

ফলং সম্প্রাপ্যতে তত্র শ্রদ্ধংস্ব বিধিভাবিতম্ ॥

পরে যথাশক্তি ব্রহ্ম উদ্দ্যাপন করিবে। হে
 রাজন! পূর্বে আমি ব্রহ্মার মুখে বৈশাখ-
 মাহাত্ম্য যেরূপ শুনিয়াছিলাম; তোমার
 নিকট অবিকল ত হাই বলিলাম। ৪৩-৪৫ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—মহা রাজ অশ্বরীষ নার-
 দেব এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাত্বিক
 বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্ন
 করিয়া মনে মনে হরিকে চিন্তা করত কহি-
 লেন। অশ্বরীষ কহিলেন,—হে মুনে! স্বল্প
 আয়াসে কেবল স্নান করিয়াই যে এইরূপ
 অতি হর্লভ ফল পাওয়া যায়, ইহাতে আমার
 সাত্বিক বিস্ময় হইতেছে, কিছুতেই ইহাকে
 বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত্তি না;
 তাহা হইলে আমরা এরূপ মোহগ্রস্ত হইয়া
 থাকি কেন? এরূপ অনায়াসলভ্য পুণ্য
 কর্মই ত অগ্রে কর্তব্য হইতেছে। নারদ

ধর্ম্মস্ত গত্যঃ স্মৃশ্বা দুর্জয়েঃ হীর্ষিরৈরপি ।
 মুহূর্থে চাত্ৰ বিদ্বাংসোহচিন্ত্যশক্তহয়েঃ কুশৌ
 বিধামিত্রাদয়ো রাজন ধর্ম্মাধিকোন্ম বাহুভাঃ ।
 ব্রাহ্মণঃ সমুপায়াতাঃ স্মৃশ্বা ধর্ম্মগতিস্তঃ ॥ ৫
 অজামিলোহপি ভূপাল দাসীপতিরিত্তি শ্রুতঃ
 ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী নিত্যং পাপপথি স্থিতঃ ॥ ৬
 স্মিয়মাণঃ স্মৃতস্মেহাৎ প্রোচ্য নারায়ণেতি চ ।
 তদ্ব্যাসনামগ্রহণাৎ পদং লেভে সূদুর্গতম্ ॥ ৭
 অনিচ্ছবাপি দহন্তি স্পৃষ্টো হুভবহো যথা ।
 তথা দহন্তি গোবিন্দনাম ব্যাক্রাদসীরিহম্ ॥
 কানীনস্ত মূনেঃ পৌত্রা ভ্রাতৃজ্ঞায়তিগামিনঃ ।
 গোলকস্ত চ বৈ সপ্তাঃ পুত্রাঃ কুণ্ডাঃ স্বয়ং তথা

কহিলেন,—রাজন! আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন,—অল্প আয়াসে যে এরূপ মহৎ-ফল লাভ, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে বটে, কিন্তু কি করিবেন, বিধাতার বাক্য, আপনাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। ধর্ম্মের গতি অতিহুম্ম, ইহা ঈশ্বরের বোধগম্য নহে, অচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীহরির কার্যে বিদ্বানেরাও মোহহস্ত হন, কিসে কি হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না। রাজন! বিধামিত্র প্রতৃত মহর্ষিগণ জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও বহুতর ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন, এবিষয়ে ধর্ম্মের গতি হুম্ম, ইহা স্বীকার ব্যতীত আর বৃথিব্যার উপায় কি? হে ভূপাল! অজামিলও দাসীপতি বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সে ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া এক দাসীতে আসক্ত হইয়া সর্বদাই পাপ কর্ম্ম করিত, তাহার পুত্রের নাম ছিল,—“নারায়ণ”। মৃত্যুকালে পুত্রস্মেহে সে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়াছিল; সেই নারায়ণনাম গ্রহণের সঙ্গে ভগবান্ নারায়ণের চিন্তা মনোমধ্যে উদ্ভিত হওয়ায়, মৃত্যুর পরে সে সূদুর্গত উত্তম পদ পাইয়াছিল। অনিচ্ছায় অবুদ্ধিপূর্বকও অগ্নিস্পর্শ করিলে যেমন অঙ্গ দগ্ধ হয়, সেইরূপ অন্তঃস্থলে গোবিন্দনাম উচ্চারণ করিলে পাপরাশি দগ্ধ হইয়া

কে পঞ্চাশি চ ভূপাল পাণ্ডবা দ্রৌপদীরতাঃ ।
 তেষাঞ্চ পুণ্যশ্লোকত্বং স্মৃশ্বা ধর্ম্মগতিস্বতঃ ॥ ১০
 বিচিন্ত্রাণি চ কর্ম্মাণি বিচিন্ত্রা ভূতভাবনাঃ ।
 বিচিন্ত্রাণ চ ভূতানি বিচিন্ত্রাঃ কর্ম্মশক্তয়ঃ ॥ ১১
 কদাচিৎ স্মৃকৃতং কর্ম্ম কুটিলং যদবস্থিতম্ ॥
 কেনচিৎ কর্ম্মণা ভূপ শুভেন পরিবন্ধতে ॥ ১২
 ফলং দদাতি স্মমহৎ কারয়পি চ জয়নি ।
 স্মৃশ্বো ধর্ম্মোহতিগহনো মৌয়তে ন যথা তথা ॥
 সৈতস্ত ফলদানস্ত ক্রাণ্ডে ভূপ নিশ্চয়ঃ ।
 যৎ কিঞ্চিৎ স্মৃকৃতং কর্ম্ম ছন্নং পাপান্তেরপি

থাকে। কানীন (১) মূনির পৌত্র, গোলক (২) সন্তান পাণ্ডুর পুত্র ভ্রাতৃপত্নীগামী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব—একে কুণ্ড (৩) সন্তান; তাহাতে আবার পাঁচজনে এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাহার কিনা শেষে পুণ্যশ্লোক বলিয়া বিখ্যাত হইলেন; এবিষয়ে ধর্ম্মের গতি হুম্ম ভিন্ন আর কি বলিব? কর্ম্ম সকল বিচিত্র, সৃষ্টি-কর্ত্তারও বিচিত্র, সৃষ্টিপ্রণালী সকলও বিচিত্র; কর্ম্মসমূহের শক্তিও বিচিত্র—তাহার কিরূপ শক্তি, কিছুই বৃথিব্যার উপায় নাই। হে ভূপ! যে স্মৃকৃত এক সময়ে ফল প্রদান না করায় কুটিল অর্থাৎ নির্দীকার হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহাই আবার অন্ত সময়ে অন্ত কোন শুভ কর্ম্মদ্বারা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়া বহুকাল প্রচ্ছন্নরূপে নিষ্ফল অবস্থায় থাকিয়া অন্ত কোন জন্মে স্মমহৎ ফল প্রদান করে। ধর্ম্মের গতি অতিহুম্ম,—অতি দুর্দোষ; যেন-তেন প্রকারেণ তাহার অনুমান করবার উপায় নাই। এই পুণ্যের ফলদান অর্থাৎ কোন পুণ্য কখন ফলিবে, তাহার নিশ্চয় কোথাও শুনাও যায়

- (১) অবিবাহিত কস্তার গর্ভজাত সন্তানকে কানীন কহে।
- (২) বিধবার সন্তানকে গোলক বলে।
- (৩) জারজ সন্তানকে কুণ্ড বলে।

ভদ্রাগত্য কৃতঃ কাপি স্বং ফলঞ্চ প্রযচ্ছতি ।
 কৃতস্ত নেহ নাশোহস্তি পুণ্যস্ত হ্রিতস্ত চ ॥১৫
 তথাপি বহুভিঃ পুণ্যৈর্হ্রিতং যতি দারুণম্
 যত্নঃ ভবত্য রাজস্রায়াসাধিক্যতো ভবেৎ ॥
 মহৎপুণ্যঞ্চ তত্রাপি কারণং মে নিশাময় ।
 স্রায়াসমহায়সৌ যদ্যল্পশ্বমহস্বয়োঃ ॥ ১৭
 মহাপুণ্যাস্ততস্তে স্যুঃ সততং কর্বকাদয়ঃ ।
 মন্ত্রোচ্চারঞ্চ (১)সিংহাদৈরায়াসং বহুলং

বৃতঃ ॥ (২)

না। যৎকিঞ্চিৎ সুকৃত কর্মণ্ড—অনেক
 দেখা গিয়াছে যে, বহুতর পাপকর্মে আবৃত
 থাকিয়া বহুকালের পর অতর্কিতভাবে আগ-
 গন করিয়া নিজ ফল প্রদান করিল। তাহার
 কারণ আর কিছুই নহে, অল্পশ্রিত পুণ্যকর্ম
 বা পাপকর্মের কদাপি নাশ হয় না, কোন
 না কোন সময়ে তাহার ফল অবশ্যই ফলিয়া
 থাকে। তাহা হইলেও বহুতর পাপ নাশ
 করিতে হইলে বহুপুণ্যের প্রয়োজন, অল্প-
 পুণ্যে বহু পাপ নাশ কোনক্রমেই হইতে
 পারে না। তবে যে আপনি বলিলেন,
 স্রায়াসে বহুপাপ নাশ কিরূপে হয়, তাহার
 উত্তর এই যে, পাপনাশের প্রতি আয়াসের
 বাহ্য কারণ নহে, পুণ্যের আধিক্যই
 তাহার কারণ। তবে স্রায়াসে যে মহৎ
 পুণ্য হয়, তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি।
 ধর্মের গতি—অর্থাৎ, কর্মের শক্তি
 অধিক, কিসে কি হয় কিছুই বলা যায় না।
 আয়াসের (পরিশ্রমের) অল্পতা ও আধিক্য
 যদি পুণ্যের অল্পতা ও আধিক্যের প্রভ
 হেতু হইত, তাহা হইলে শ্রমজীবী কৃষকেরা
 নিশ্চয়ই মহাপুণ্য সঞ্চয় করিত; কারণ
 তাহারা মহাপরিশ্রম করিয়া থাকে। আমা-
 দের স্রায়াসসাধ্য মন্ত্রোচ্চারণ এবং

পঞ্চগব্যং প্রশস্তং বৈ ব্রতাপ্রদেহনে
 ভবেৎ ।

ইতিকর্তব্যবাহুল্যং মহস্বঞ্চ তদল্পতা ॥ ১৯
 জলাগাদিপ্রবেশস্ত প্রদম্ভোভ ব্রতাস্তরাৎ ॥
 ইদমল্পং মহচ্চৈত্রদিতি নৈব নিয়ামকম্ ॥ ২০
 ফলং যচ্ছোদিতং শাস্ত্রে তদেব স্যায়ম্ভূপ ॥
 যথাল্পনাশো মহতা মহশ্রাস্তথাল্পতঃ ।

কিং স্রল্লবিস্কুলিঙ্ঘেন তৃণরাশিঃ প্রদম্ভতে ॥২১
 হত্যাযুতং পাপসহস্রমুগ্রং
 গুরুদ্বন্দ্বানাকোটিনিবেষণঞ্চ ।

স্তেয়াদিপাপানি চ কৃকভক্তৈ-
 রজ্ঞানজাতানি লয়ং ত্রিয়স্তে ॥ ২২

বিস্কৃতভিক্ষিতা বীর যৎকিঞ্চিৎক্রিয়তেহল্পকম্
 সুকৃতং সাধু বিদুষা তদক্ষয়ফলং ভবেৎ ॥২৩

সিংহাদি হিংস্রজন্তুর বহুল আয়াস যদি সমান
 হইত, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলপুত্র পঞ্চ-
 গব্য প্রশস্ত বলিয়া ব্রতের অঙ্গ হইত না।
 ইতি-কর্তব্যের বাহ্য বা অল্পতা, ফলের
 বাহ্য বা অল্পতার প্রতি কারণ হইলে,
 স্রায়াসসাধ্য ব্রতাপেক্ষা জলপ্রবেশ, বা
 অগ্নি প্রবেশ প্রভৃতি কঠোর কঠিনসাধ্য কর্মে-
 রই ফলাধিক্য হইয়া পড়ে। ইহাতে
 আয়াসও অল্প, স্মরণও ইহার ফল অল্প;
 ইহাতে আয়াস অধিক, স্মরণও ফলও
 অধিক, ইহাই নিয়ম নহে। হে নৃপ! শাস্ত্রে
 যে কর্মে যেরূপ ফল নির্দিষ্ট হইয়াছে,
 তাহাই যথার্থ। মহতের দ্বারা যেরূপ
 অল্পের নাশ হয়, সেরূপ অল্প দ্বারাও মহতের
 নাশ হইতে পারে। অল্পমাত্র অগ্নিস্কুলিঙ্ঘে
 রাশীকৃত তৃণ দগ্ধ হয় না কি? ॥১—২১।
 ষাঁহার কৃকভক্ত ষাঁহাদের কৃকভক্তিগুণে
 অসুত জীবহত্যা, কোটি গুরুদারগমন ও
 সুবর্ণপহরণ প্রভৃতি বহুতর অজ্ঞানকৃত
 পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। হে বীর! কৃকভক্ত
 বিদ্বান ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যকর্ম করিলেও
 তাহা অক্ষয় ফল প্রদান করে। অতএব

(১) 'মন্ত্রোচ্চারণ' ইতি কচিং কল্পিতঃ ।

(২) আয়াসবহুলম্বৃতঃ । ইতি ।

সন্দেহো নাজ্জ কর্তব্যো মাধবে মাসি মাধবম্ ।
 সমারাধ্য নরো ভক্ত্যা তত্ত্বাহিতমাগ্নুয়াৎ ॥২৪
 অপত্যং জবিণং রত্নং দারা ধর্ম্যাং হয়া গজাঃ ।
 সুখানি স্বর্গমোক্শৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ ॥২৫
 এবং শাস্ত্রোক্তবিধিনা স্বল্পেনাপি ন স শয়ঃ ।
 পাপস্ত মহতোহপি স্তাৎ কয়ো বুদ্ধিঃ সুকর্মণঃ
 কলাধিক্যং ভবেদুচুপ আধিক্যান্ডাবকর্মণো ।
 সূক্ষ্মা ধর্মস্তা বিজ্ঞেয়া গতিস্ত বিবিধৈরপি ॥২৭
 প্রিয়ো মাধবমাসোহয়ং মাধবস্ত মহাশ্বনঃ ।
 একোহপ্যহুষ্টিতো লোকে সমগ্রেপ্পিত্তদায়কঃ
 পুণ্যেন গাঙ্গেন জলেন কালে
 দেশে চ যঃ স্নানপরোহপি চুপ ।
 আ জন্মতো ভাবহতোহপি দাতা
 ন শুদ্ধিমেতীতি মহতঃ মমৈতৎ ॥ ২৯

মানব মাধবমাসে ভক্তিপূর্নক মাধবের পূজা
 করিয়া যে তত্ত্বৎ ফল লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে
 সন্দেহ কি? ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, অটালিকা,
 অশ্ব, হস্তী, স্বর্গ ও মুক্তি,—হরিভক্তের
 নিকটে কিছুই দূরবর্তী নহে,—হরিভক্ত
 অন্যায়সেই এ সকল লাভ করিতে পারে ।
 এইরূপ শাস্ত্রোক্ত বিধান অল্পমাত্র পুণ্য-
 কর্ম দ্বারা যে মহাপন্থের ক্ষয় এবং সুকৃতের
 বৃদ্ধি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । হে
 চুপ! ভক্তি ও কর্ম উভয়ের আধিক্যেই
 কলের আধিক্য হইয়া থাকে। আর
 ধর্মের গতিও যে সূক্ষ্ম, তাহা বিবিধ
 প্রকারেই জানা যাইতে পারে। এই
 মাধবমাস,—মহাশ্বা মাধবের জিয়ার। এই
 মাধবমাসীয় কৃত্যবৎ একটি মাত্র কর্মের
 অহুষ্ঠানেই মানব ইহলোকে সমগ্র অভীষ্ট
 লাভ করিতে পারে। হে চুপ! যে
 ব্যক্তি জন্মাবধি ভাবহুষ্টি অর্থাৎ আধিক্য-
 বুদ্ধিসম্পন্ন ও ভক্তিমান নহে; সে ব্যক্তি
 উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত তীর্থক্ষেত্রে পবিত্র
 গঙ্গাজলে স্নান ও দান করিলেও বিশুদ্ধি
 লাভ করিতে পারে না, ইহাই আমার

গঙ্গাদিতীর্থেষু বসন্তি জীবা
 দেবালয়ে পক্ষিগণাশ্চ নিত্যম্ !
 বিনাশমায়াস্তি কৃতোপবাসা
 ভাবোজ্জ্বলিতা নৈব গতিং লভন্তে ॥ ৩০
 ভাবং ততো হৃৎকমলে নিধায়
 শ্রীমাধবঃ মাধবমাসি ভক্ত্যা ।
 যজেত যঃ স্নানপরো বিশুদ্ধঃ
 পুণ্যং ন শক্তা বয়মস্তু বজুম্ ।
 প্রজালা বহুং ব্রততৈলসিক্তং
 প্রাক্ষিপাবর্শুশিখং স্বকালে ।
 প্রবিশ্ত দধ্বঃ কিল ভাবহুষ্টি
 ন স্বর্গমাপ্নোতি কলং ন চান্তৎ ॥ ৩২
 শ্রদ্ধৎ চুপ তস্মাৎ মাধবস্ত কলং প্রতি ।
 স্বরূপাশি শুভং কর্ম বিকর্মণতনশনম্ ॥৩৩
 যথা হরেনামভয়েন চুপ
 নশন্তি সর্বে হুরিতস্ত বৃন্দাঃ ।

মত। গঙ্গাদি তীর্থে কত জীব বাস করে,
 দেবালয়েও কত পক্ষী অনবরত অবস্থান
 করে, উপবাস করিয়া কত লোক প্রার্থ্যাগ
 করে, কিন্তু তাহারা ভাবহুষ্টি অর্থাৎ
 ভক্তিপূর্নক তত্ত্বৎ কর্মে রত নহে বলিয়া
 সদৃগতি লাভ করিতে পারে না। ২২—৩০।
 অতএব যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে হৃৎপদ্মে
 ভাব অর্থাৎ ভক্তি স্থাপনপূর্নক স্নান
 করত বিশুদ্ধভাবে ভক্তি সহকারে
 শ্রীমাধবের পূজা করে, তাহার পুণ্যের
 ইয়তা নির্দেশ করিতে আমি অপারগ।
 যে ব্যক্তি ভাবহুষ্টি, সে অগ্নি জালিত করিয়া
 তাহাতে ব্রত-তৈল প্রক্ষেপের পর, অগ্নিশিখা
 বধাকালে দক্ষিণবর্শে উর্ধ্বে উঠিতে
 থাকিলে, সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশপূর্নক দধ্ব
 হইয়া প্রার্থ্যাগ করিলেও স্বর্গ বা অন্ত
 কোন শুভ ফল পাইতে পারে না। অতএব
 হে রাজন! তুমি বৈশাখমাসের কলের
 প্রতি বিশ্বাস কর, এবং নিজেও শত হুর্ন-
 নাসী এই শুভ কর্মের অহুষ্ঠান কর। হে
 চুপ! হরিনামভয়ে পাণরূপি যেমন অদ্ভুত

নুনং যবৌ মেঘগতে বিভাতে

স্নানেন তীর্থে চ হরিস্তবেন ॥ ৩৪

তেজসা বৈনতেয়স্ত পাপানঃ পরগা ইব ।

বিদ্রবন্তি চ বৈশাখ-স্নানেনোষসি নিশ্চিতম্ ॥

গঙ্গায়ং নর্ষদায়াং বা স্নাত্বা মেঘগতে রবৌ ।

পাপপ্রশমনং স্তোত্রং যঃ পঠেত্তক্তিভাবেতঃ ॥

এককালং দ্বিকালং বা ত্রিসঙ্ঘ্যমপি ভূপতে ।

স যাতি পরমং স্থানং সর্কপাপবিবর্জিতঃ ॥ ৩৭

এতস্তে সর্কমাখ্যাতমধরীষ সমাসতঃ ।

বৈশাখস্নানমাহাশ্মায্যং কিমন্তুক্কোতুমিচ্ছসি ॥ ৩৮

অধরীষ উবাচ ।

পাপপ্রশমনং স্তোত্রং শ্রোতুমিচ্ছামি তে মূনে

যস্ত অরণমাত্রেণ পাপরাশির্কিলীয়তে ॥ ৩৯

যস্তোহস্যন্নুগৃহীতোহস্মি শ্রাবিতোহস্মি

শুভং বিধিম্ ॥

হইয়া যায়, বৈশাখমাসের প্রাতঃকালে কোন

তীর্থক্ষেত্রে স্নান ও ত্রীহরির স্তব করিলেও

ভূজপ পাপ নাশ হইয়া থাকে। যেমন

গরুড়ের প্রতাপে সর্পগণ তাহার নিকট

হইতে দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ বৈশাখ

মাসের প্রাতঃস্নানে পাপরাশি দূরে পলা-

য়ন করে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। হে ভূপতে! যে ব্যক্তি, বৈশাখ-

মাসে গঙ্গা বা নর্ষদা-নদীতে স্নান করিয়া

একবার, দুইবার বা ত্রিসঙ্ঘ্য ভক্তিভাবে

পাপনাশন স্তব পাঠ করে, সে সকল

পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম স্থানে গমন

করে। হে মহারাজ অধরীষ! এই আমি

তোমার নিকটে বৈশাখস্নানমাহাশ্মা সয়ুদয়

বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা

হয়, তাহা বল। অধরীষ কহিলেন,—

মূনে! যাহার অরণ মাত্রে পাপরাশি

ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই পাপপ্রশমন

স্তোত্র আঁপনার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা

করি। যাহার শ্রবণ মাত্রেই সঞ্চিত

পাপরাশি নষ্ট হয়; আপনি অল্পপ্রহ-

বিক্রমোৎপত্তিতং যস্ত শ্রবণাদেব হীয়তে ॥ ৪০

চিত্রং কিমত্র মধুসূদনদৈবতস্ত

স্নানস্ত পুণ্যসবনৈরিহ মাধবস্ত ।

স্নানৈরবশ্তবিহিতৈরঘরাশিনাশঃ

স্নানস্ত নামপঠনাদপি তস্ত লোকঃ ॥ ৪১

তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং

হৃদ্যঞ্চ লোকে সূকৃতেকলভ্যম্ ।

যদ্যচ্যতে কেশবনামধেয়ং

মস্তে মূনে মাধবমাসি ভব্যম্ ॥ ৪২

ধস্তান্ত তে মাধবমাসি নাম

অরাস্ত য়েহহো মধুসূদনস্ত ।

তস্তুৈব মে কিঞ্চিদতশ্চরিত্রং

পুনঃ পবিত্রং বদ মন্তসে চেৎ ॥ ৪৩

স্মৃত উবাচ ।

বচঃ সমাকর্ণ্য হরিপ্রিয়স্ত

শ্রীতো মুনিস্তস্ত নৃপোত্তমস্ত ।

তস্মাধবস্নানস্মুৎসুকোহপি

কথারসেনাহ স মাধবস্ত ॥ ৪৪

পূর্বক সেই শুভ বৈশাখমাসকৃত্য শ্রবণ

করাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন। সেই

দেবদেব মধুসূদনের নামোচ্চারণ করিয়া

সামান্ত নিত্য-স্নান করিলে যখন পাপরাশির

নাশ হইয়া থাকে; তখন বৈশাখমাসে

তাঁহার নামোচ্চারণপূর্বক বিহিত পবিত্র

স্নান করিলে যে পাপ নষ্ট হইবে, তাহা

আর বিচিত্র কি? মূনে! আমার

ধারণা; বৈশাখমাসে যে পবিত্র মনোহর

কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা হয়, তাহাই পরম

পুণ্যপ্রদ; এবং লোকের তাহাই একমাত্র

পুণ্যলভ্য। গাঁহার বৈশাখমাসে মধুসূদনের

নাম অরণ করেন, তাঁহারাই ধন্ত; আমার

বিশ্বাস,—তাঁহাদেরই পবিত্র চরিত্র। যদি

পবিত্র বলিয়া কাহার উল্লেখ করিতে চান,

ত, তাঁহাদেরই নামোল্লেখ করুন। স্মৃত

কহিলেন,—মুনিবর নারদ সেই হরিভক্ত

নৃপবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সান্তিশয় শ্রীভ

নারদ উবাচ ।

মন্ত্রে মহীপাল মিথো মুকুন্দ-

কথারসালাপবিধিরিশুদ্ধঃ ।

স্ময়া সমো মাধবমাসধর্ম-

স্নানাবিকোহয়ং হরদৈবতস্ত ॥ ৪৫

জীবিতঃ যন্ত ধর্মার্থে ধর্মো হর্থার্থমেব চ ।

অহে রাজাগি পুণ্যাং তৎ মন্ত্রে বৈষ্ণবং ভূবি

কিঞ্চিদক্যামি তে তাজন বৈশাখমানজং ফলম্

অস্বংপি তাপি নো বক্তুমলঃ বিস্তরতোহখিলম্

যত্র মজ্জনমাশ্ৰেণ পাপা মুক্তিমুপাগতাঃ ।

পুরা তীর্থপ্রসঙ্গেন ভ্রমন্ কোহপি মুনীশ্বরঃ ॥ ৪৬

মুনিশর্ম্মেতি বিখ্যাতো ধর্ম্মায়া সত্যবাক শুচঃ

যুক্তঃ শমদমাভ্যাক্ ক্কান্তিসন্তোষসংযুতঃ ॥ ৪৭

যুক্তশ্চ পিতৃকার্ষোয়ু শ্ৰুতিস্মৃতিবিধানবিৎ ।

হইলেন এবং বৈশাখমাসে গঙ্গাস্নানে যাইতে উৎসুক হইলেও হরিকথারসে বিভোর থাকায় সেদিকে দৃকপাত না করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন । নারদ কহিলেন,—মহীপাল! আমার বোধ হইতেছে, পরস্পর দুই জনে কৃষ্ণকথারূপ রসালাপ অতি বিশুদ্ধ ও মধুর, তোমার সঙ্গে আমার এই যে কৃষ্ণকথালাপ চলিতেছে, ইহা বোধ হয় বৈশাখমাসের বিহিত স্নান অপেক্ষাও সমধিক পুণ্যপ্রদ । ৩১—৪৫ । যাহার জীবন ধর্ম্মার্থে, ধর্ম্ম ক্রীহরির ক্রীতিসাধনার্থে, এবং দিব্যরাত্র পুণ্যকর্ম্মের অন্তর্গতানে অভিবাহিত হয়, এই পৃথিবীতে তাহাকেই আমি বৈষ্ণব বলিয়া মনে করি । হে রাজন্! আমি বৈশাখমাসের স্নান-ফল যৎকিঞ্চিং পুণ্যে আপনার নিকটে বলিতে পারিব । আমার পিতৃদেবও ইহা বিস্তৃতভাবে সম্পূর্ণরূপে বলিতে সক্ষম নহেন, সুতরাং আমি কোথা হইতে সম্পূর্ণ বলিব । (এক কথার বলি) বৈশাখমাসে স্নান করিলেই লোক পাপমুক্ত হইয়া থাকে । পুরাকালে মুনিশর্ম্মা নামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন । তিনি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, পবিত্র-

যুক্তো মধুরবাক্যেয়ু সংযুক্তো হরিপূজনে ॥ ৫০

যুক্তো বৈষ্ণবসংসর্গে ত্রিকালজ্ঞানবান মুনিঃ ।

দয়ালুরতিতেজস্বী তত্ত্ববিদ্বাক্ষণপ্রিয়ঃ ॥ ৫১

মাধবে মাসি রেবায়ান্ স্নানাং প্রতিসঙ্করন্ ।

অগ্রতঃ পক্ পুরুমান দদর্শাতীব দুর্গতান ॥ ৫২

পরস্পরস্ত সংসর্গ-কারিণঃ কৃষ্ণবিগ্রহান ।

বটচ্ছায়ামুপাশ্রিত্য সমাদীনান মহীপতে ॥ ৫৩

ঈকতো দিকু সর্বাশু হরিতোষিয়চেতসঃ ।

তানালোক্য দ্বিজশ্রেষ্ঠশ্চৈতদ্দ্যামাস বিস্মিতঃ ॥ ৫৪

কুতো হেতে নয়া ভীমে বিপিনে দীনশ্চিত্তাঃ

চৌরা বা বিরক্তাকারা দৃশ্যন্তে পাপভাগিনঃ ।

পরস্পরং চ ভাবন্তো ভিন্নাজনং যোপমাঃ ।

সভাব, শমদমগুণশীল, ক্ষমালীল ও সদা

সন্তুষ্ট ছিলেন; শ্রুতি স্মৃতির বিধান জানি-

তেন, সর্বদা পিতৃলোকের পূজা করিতেন,

লোককে মিষ্ট কথা বলিতেন, সর্বদা ক্রীহরির

পূজা এবং প্রায়ই তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গে ভ্রমণ

করিতেন । সেই মহর্ষি ভূত-ভবিষ্যৎ বিষয়

জানিতে পারিতেন, বৈষ্ণবের সংসর্গে

কালযাপন করিতেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ মুনি

দয়ালু ও অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, এবং

ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় ভাল বাসিতেন ।

সেই মহর্ষি মুনিশর্ম্মা একদা বৈশাখ-

মাসে য়েবানদীতে স্নান করিতে যাইতে

যাইতে পথিমধ্যে অতীব দুঃখবহুপন্ন পাঁচটা

পুরুষকে দেখিতে পাইলেন । হে মহীপতে !

সেই পাঁচজন এক বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া

ছিল ; তাহাদের আকৃতি কৃষ্ণবর্ণ, দেখিয়া

বোধ হইল তাহারা পরস্পর এক সঙ্গে বাস

করে, তাহারা সেই বটচ্ছায়ায় বসিয়া ধোয়-

তর পাপকর্ম্ম করার উদ্দিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে

দৃষ্টিপাত করিতেছিল । দ্বিজবর তাহা-

দিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে

লাগিলেন,—এই ভীষণ কাননে দীনভাবা-

পন্ন এই নরগণ কোথা হইতে আসিল,

ইহাদিগকে চোর বা কল্যাকার পাশী পুরুষ

বলিয়া বোধ হইতেছে ; ইহাদের আকৃতি

যবদেবং স বিপ্রাগ্র্যো বিচারয়তি ধীরধীঃ ॥
 ভাবদাগম্য তে প্রোচুর্বিদ্বাঞ্জলিপুটা মুনিম্ ॥৫॥
 পুরুষা উচুঃ ।

ভব্যাং ভবন্তং পুরুষে'ন্তমং বৈ
 মন্তামহে বিপ্রবর প্রসীদ ।
 যদাঁশ্বত্থং চ বয়ং বিচার্য
 বিজ্ঞাপয়ামঃ শৃণু তদ্বিজ্ঞেস্র ॥ ৫৮

সন্তঃ প্রাতষ্ঠা দীনানাং দৈবাদঙ্কুতপাপ্যনাম ।
 আর্জানামার্জিহস্তারো দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৫৯
 অহং পঞ্চালদেশীয়ঃ কল্লিয়ো নরবাহনঃ ।
 ব্রাহ্মণং হতবান মোহাচ্ছরেণাক্ষনি পাপকুৎ ॥
 শিখাসুত্রবিহীনশ্চ তিলকেন বিবর্জিতঃ ।
 অটামি জগতীমেতাং ব্রহ্মল্লোহহমিতি ক্রবন
 ব্রহ্মস্মার্যতিপাপায় ভিক্কামন্নঃ প্রদীয়তাষ্ ।

সুচিক্ষণ কঙ্কলরাশির স্তায় ভ্রামবর্ণ; ইহার।
 পরস্পর কি বলাবলি করিতেছে। সেই
 ধীরবুদ্ধি বিপ্রবর যখন এইরূপ বিতর্ক
 করিতেছিলেন, তখন সেই পুরুষগণ তাঁহার
 নিকটে আগমন করিয়া কৃতাজলিপুটে
 কহিল। পুরুষগণ কহিল,—হে বিপ্রবর!
 আমরা আপনাকে মঙ্গলময় পুরুসোত্তম
 বলিয়া মনে করিতেছি, অতএব হেদ্বিজ্ঞেস্র!
 বিচারপূর্বক আমরা আপনার নিবটে সে
 আশ্বত্থং নিবেদন করিব, তাহা আপনি
 শ্রবণ করুন। সাধুগণ, দৈবাৎ পাপকারী
 দীনগণের উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের
 সাহায্যব্যতীত তাহাদের আর গুণি নাই।
 সাধুগণ দর্শনদানেই বিপন্নদিগের বিপদ্
 দূর করিয়া থাকেন। আমার নিবাস,—
 পঞ্চালদেশে, আমি জাতিতে কল্লিয়, আমার
 নাম নরবাহন; আমি পৃথিমধ্যে মোহ-
 বশতঃ শরধারা এক ব্রাহ্মণকে হত্যা
 করিয়াছি, সেই পাপে আমি শিখা, বস্ত্র
 সূত্র ও তিলকবিহীন হইয়া “আমি ব্রহ্ম
 হত্যাকারী” এইরূপ ঘোষণা করত পৃথি-
 বীতে বিচরণ করিতেছি। “আমি ব্রহ্ম-
 হত্যাকারী—অতি পাপিষ্ঠ; আমাকে অন্ন

এবং সর্ষেষু তীর্ষেষু ভ্রমন্নক্রান্তি চাগতঃ ॥ ৬২
 ব্রহ্মহত্যা ন মেহদ্যাপি প্রয়াতি মুনিসত্তম ।
 এবং মে বর্ষমেকং হি বাতীতং কুর্ষীতোহননম্ ॥
 দহমানস্ত পাপেন শোকাঙ্কুলিতচেতসঃ ।
 চন্দ্রশর্মাপরো বিপ্রো যোহয়ং সংলক্ষ্যতে দ্বিজ
 গুরুঘাতী স তু ব্রহ্মন মোহাকুলিতমানসঃ ।
 নিবসন্নাগধে দেশে সন্ত্যক্তঃ স্বজনৈস্ততঃ ॥৬৫
 দৈবাদসাবপি মুনে ভ্রমস্নিহ সমাগতঃ ।
 শিখাসুত্রবিহীনশ্চ বিপ্রলিঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ৬৬
 পৃষ্টো ময়া তু বৃত্তান্তং সত্যমেবাদদ্বিজ ।
 বসতা ষড়্গুরোগের্গেহে ক্রোধাকুলিতচেতসা ॥৬৭
 মহামোহগতেনাপি যথা বৈ খাদিতো গুরুঃ ।
 তেন পাপেন দম্বোহসৌ বর্জতে শোকপীড়িতঃ
 তৃতীয়োহয়ং পুনঃ আমি নি দেবশর্মা শ্রমাদ্বিতঃ

ভিক্কা দাও” এই কথা বলিতে বলিতে আমি
 সর্ষতীর্ষে ভ্রমণ করত এই স্থানে আসিয়া
 উপস্থিত হইয়াছি। হে মুনিসত্তম! হে
 অনন্য! আমি এক বৎসরকাল এইরূপ
 অনুতাপ করত কষ্টে অতিবাহিত করি-
 লাম, কিন্তু আমার ব্রহ্মহত্যাপাপের
 অদ্যাপি শাস্তি হইল না। আমি ব্রহ্ম-
 হত্যাপাপে দম্ব; এবং তজ্জনিত শোকে
 একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। হে দ্বিজ!
 আর এই যে ব্রাহ্মণটিকে দেখিতেছেন;
 ইহার নাম চন্দ্রশর্মা। হে ব্রহ্মন! ইনি
 মোহবশতঃ বিবেকশূন্য হইয়া গুরুহত্যা
 করিয়াছেন; ইনি মগধদেশে বাস করিতেন,
 গুরুহত্যাপাপ করায় ইহার স্বজনবর্ণ ইহাকে
 ভ্যাগ করিয়াছেন। হে মুনে! তৎপরে
 উনি শিখা ও যজ্ঞসুত্রবিহীন এবং সর্ষ প্রকার
 ব্রাহ্মণের চিহ্নবিবর্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতে
 করিতে দৈবাৎ এই স্থানে আগমন করেন।
 হে দ্বিজ! তাহার পর আমি উঁহাকে জিজ্ঞাসা
 করিলে উনি আমার নিকটে যথাযথ সত্য
 ঘটনা বিবৃত করেন; উনি গুরুগৃহে বাস-
 কালে মহামোহবশতঃ কোন কারণে ক্রোধে
 অধীর হইয়া গুরুকে হত্যা করিয়াছেন;

সুরাপো ব্রাহ্মণো জাতো মোহবেশ্যপ্রসঙ্গতঃ
 পৃষ্ঠৌ মমায়মপি মে যথাবৃত্তং স্তবেদয়ৎ ।
 আশ্রমশেষ্টিতং পূৰ্ব্বমন্তস্তাপেন পীড়িতঃ ॥ ৭০
 নিরন্তঃ সৰ্বলোকৈশ্চ ভাৰ্য্যাবকুঞ্জনৈরপি ।
 তেন পাপেন সংযুক্তো ভ্রূয়ক্রায়মাগতঃ ॥ ৭১
 চতুর্থো বিধয়ো নাম বৈশ্ণোহয়ং গুরুতল্লগঃ ।
 মোহান্নাসত্রয়ং যাবদেশ্যাত্ৰুতাং চ মাতরম্ ॥ ৭২
 বৃষুঞ্জৈ স বিদেহশ্চাং জাততত্ত্বস্ততশ্চয়ন ।
 ত্ৰুণিতোহন্ত্যাগতশ্চাক্র ভ্রমণাণো মহৌঃ মুনে ॥
 পঞ্চমোহয়ং মহাপাপী পাপিসংসর্গকারকঃ ।
 প্রত্যহং ধনলোভেন চৌৰ্যাদি কৃতবান্ বহু ॥
 বৈশ্ণোহনৌ পাতকৈকঃ ক্রান্তস্ততস্ত্যক্তো জনৈঃ
 স্বয়ম্

নির্বিগ্নমানসো দৈবানন্দনামেহ সঙ্গতঃ ॥ ৭৫

উনি সেই পাপে দগ্ন হইয়া নিতান্ত শোকা-
 কুল অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। হে
 স্বামিন্! আর এই তৃতীয় ব্যক্তির কথা
 শ্রবণ করুন;—ইহার নাম দেবশর্মা,
 ইনি ব্রাহ্মণ হইলেও বেশ্যাসক্ত হইয়া সুরা-
 পান করিতেন, পরিশেষে ভাৰ্য্যা ও বকুঞ্জন
 কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঘোরতর পাপকার্য্য
 করায় অল্পতপ হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে
 এখানে আগমন করেন এবং আমা কর্তৃক
 জিত্বাসিত হইয়া আমার নিকট যথাযথ
 ঘটনা জ্ঞাপন করেন। আর এই চতুর্থ
 ব্যক্তি;—ইহার নাম বিধর, জাতিতে বৈশ্য,
 এ গুরুদার গমন করিয়াছে, এবং তিনমাস
 কালা বিদেহবাসিনী বাভ্যাচাংগী মাতার
 সহিত সহবাস করিয়াছে। হে মুনে! তৎ-
 পরে দুর্নিজের পাপকার্য্য বৃত্তান্ত পারিয়া
 সর্বশেষ অল্পতপ হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে
 করিতে এই স্থানে আগমন করিয়াছে। ঐ
 পঞ্চম ব্যক্তির নাম “নন্দ” ও জাতিতে
 বৈশ্য, ও ব্যক্তিও পাপীদিগের সংসর্গে
 থাকিয়া ঘোরতর পাপ করিয়াছে, ধনলোভে
 প্রতিদিন বহু চৌর্য্য করিয়াছে, পরে
 বহুপাতকাক্রান্ত হওয়ার, স্বজনবর্গকর্তৃক

এবং পঞ্চাপি পাপিষ্ঠাঃ স্থানমেকমুপাগতাঃ ।
 কঃ কস্তাপি ন সম্পর্কং ভোজনচ্ছাদনাদপি ॥
 করোতি চ মহাভাগ বিনা বার্ভাং দ্বিজোত্তম ।
 বিশস্তো কাসনে নৈব ন স্বপন্ত্যোকসংস্তরে ॥ ৭৭
 এবং দুঃখসমাক্রান্তা নানাভীর্থে বৈ গতাঃ ।
 নাস্মকিং পাতকং ঘোরং প্রয়াতি মুনিসত্তম ॥ ৭৮
 দৃষ্টী ভবন্তং দীপ্যন্তং প্রসন্নানি মনাসি নঃ ।
 বদন্তি তুরিতপ্রান্তং সাধোস্তে পুণ্যদর্শনাৎ ॥ ৭৯
 উপায়ং বদ নঃ স্বামিন্ যথা পাপকরো ভবেৎ ।
 জ্ঞায়সে করুণোহস্মাভিস্থন্ত বেদার্থবিৎ প্রভো
 অর্ন্তানাং মার্গমাণানাং দুঃখচ্ছেদমুপাগতঃ ।
 মোহাদবাপ্তপাপানাং সবুদ্ধর্ন্তাসি নিশ্চিতম্ ॥ ১০

পারিত্যক্ত হইয়া, অল্পতপচিত্তে বহির্গমন-
 পূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছে। এই-
 রূপে আমরা পঞ্চ পাপিষ্ঠ একত্র মিলিত
 হইয়াছি। হে মহাভাগ! দ্বিজোত্তম!
 কেহই আমাদের সংসর্গ বরে ন; আমা-
 দিগের সহিত আহার-ব্যবহার সকলেই
 ত্যাগ করিয়াছে। কেহ আমাদের সংবাদও
 লয় না, আমাদের সহিত একাসনে উপ-
 বেশন বা এক দয্যায় শয়নও কেহই করে
 না। হে মুনিসত্তম! আমরা এইরূপে দুঃখ-
 পাত্তিত হইয়া নানাভীর্থে গমন করিয়াছি;
 কিন্তু কোথাও আমাদের ঘোর পাতকের
 শাস্তি হয় নাই। সম্প্রতি আপনাকে
 তপোদীপ্ত দেখিয়া আমাদের চিত্ত প্রসন্ন
 হইয়াছে। আপনি সাধু, আপনার পবিত্র
 দর্শনে আমাদের পাপ ক্ষয় হইবার উপক্রম
 হইয়াছে—মনে হইতেছে। হে স্বামিন্!
 এক্ষণে যাহাতে আমাদের পাপ ক্ষয় হয়,
 তাহার উপায় বলুন; প্রভো! আপনাকে
 বেদার্থবিৎ ও দয়াময় বলিয়া বোধ হইতেছে।
 আমরা বিপন্ন হইয়া বিপদ নিবারণের উপায়
 অবেষণ করিতেছিলাম, (সৌভাগ্য ক্রমে)
 আপনি আমাদের দুঃখ উচ্ছেদের নিমিত্ত
 উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা মোহবশতঃ
 পাপসঞ্চয় করিয়াছি, আপনি নিশ্চয় আমা-

নারদ উবাচ ।

তেষামেবং বচঃ শ্রুত্বা মুনিশর্মা বিজ্ঞোত্তমঃ ।

ইদমাহ বিচার্যৈতান্ করুণাবরুণালয়ঃ ॥ ৮২

মুনিশর্মোবাচ ।

যুগ্মজ্ঞানতঃ প্রাণৈঃ পাপানি সত্যভাষিণঃ ।

অমৃতাপমুতা যস্মাদমুগ্রাহা ময়া ততঃ ॥ ৮৩

শৃণুধ্বং মদ্যঃ সত্যমূর্ক্ববাহুর্দাদাম্যহম্ ।

যময়াদ্ভিন্নসঃ পূর্ব্বঃ শ্রুতং মুনিসমাগমে ॥ ৮৪

তদ্বৃত্তং বেদশাস্ত্রেষু সর্ব্বেষাং প্রত্যয়াবৎস্ ।

বিষ্ণুনারাধিতেনাদৌ স্বয়মুক্তং চ তদ্বৃত্তং ॥ ৮৫

ন তৃপ্তিরশনাদম্ভা ন গুরুর্জনকান্ পরঃ ।

ম পাত্ৰমস্তম্বিশ্রেষ্ঠো ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ

ন গন্ধার্য সমং ভীর্থ্যং ন দানং ধেহুদানবৎ ।

ন গয়ত্র্যা সমং জাপ্যং নৈকাদম্ভা সমং ব্রহ্ম

দেয় উদ্ধার করিবেন । ৪৬—৮১ । নারদ

কহিলেন,—দয়ার সাগর বিজ্ঞোত্তম মুনিশর্মা

তাহাদের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া

বিচারপূর্ব্বক তাহাদিগকে বর্জিলেন । মুনি-

শর্মা বলিলেন,—তোমরা অজ্ঞানবশতঃ পাপ

করিয়াছ; তোমরা সত্যবাদী এবং এক্ষণে

অমৃতপণ্ড হইয়াছ; সুতরাং তোমাদিগের

উপরে অমুগ্রহ করা আমার উচিত হই-

তেছে । তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর ।

অগ্নি উর্ক্ববাহু ভগবান্, সুতরাং আমি তোমা-

দিগের নিকটে মিথ্যা বালব না । পূর্ব্ব

এক সময়ে মুনিদিগের এক সভায় মহর্ষি

অন্ধিরার মুখে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই

তোমাদিগের নিকটে বলিতেছি; বেদ-

শাস্ত্রেও তাহা দেখা গিয়াছে, এবং সকলেরই

ভাষা বিশ্বাসযোগ্য; স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু

আরাধিত হইয়া মহর্ষি অন্ধিরার নিকটে

বথার্থরূপে তাহা বলিয়াছিলেন । যেমন

ভোক্তারের স্থায় তৃপ্তি আর কিছুতে হয়

না, পিতার স্থায় গুরু আর নাই, ব্রাহ্মণের

স্থায় উত্তম দান-পাত্ৰ আর নাই, ভগবান্

কেশব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতা আর নাই,

গন্ধার্য সমান ভীর্থ্য নাই, ধেহুদানের তুল্যা

ন ভাধ্যায়া সমং মিত্রং ন চ ধর্ম্মো দয়াসমঃ ।

ন স্বাতন্ত্র্যসমং দৌখ্যং গার্হস্থ্যান্নাশ্রমঃ পরঃ ॥

ন সত্যং পর আচারো ন সন্তোষসমং সুখম্

ন মাধবসমো মাসো মহাপাপহরঃ পরঃ ॥ ৮৯

বিধিনান্নুষ্ঠিতো ভক্ত্যা যধুসুদনবল্লভঃ ।

গন্ধাদিষু চ ভীর্থেষু বিশেষেণ সুদুর্লভঃ ॥ ৯০

প্রার্শ্বিত্তানি সর্ব্বাণি বাজিমেষধমুখান্তপি ।

তাবৎগজ্জন্তি পাপিষ্ঠা যাবন্ন্যাগতি মাধবঃ ॥ ৯১

বৈশাখে হমলে মাসি যঃ স্নান্যাদ্ভিন্নিতৎপরঃ ।

হরিপাদসমুদ্ভূতে সলিলে বিমলাশয়ঃ ।

স এব সর্ব্বপাপেষু মুক্তো যায়াৎ পরাং গতিম্

মাসে তু বৈ মাধবসংজ্ঞকেহ স্মন

যঃ স্নাত পাটৈঃ স বিমুচ্যতে হি ।

মেঘস্বিতে ভাষাত নর্ম্মদায়াঃ

শশ্বপ্রদে বারিণি বারিতাঘে ॥ ৯৩

দান নাই, গায়ত্রীর সমান জপমন্ত্র নাই,

একদশী ব্রতের তুল্যা ব্রত নাই, ভাধ্যায়

সমান মিত্র নাই, দয়ার স্থায় ধর্ম্ম নাই,

স্বাধীনতার স্থায় সুখ নাই, গৃহস্থাস্রমের

স্থায় আশ্রম নাই, সত্যের স্থায় সদাচার নাই,

সন্তোষের তুল্যা সুখ নাই, সেইরূপ বৈশাখ-

মাসের তুল্যা সর্ব্বপাপহর মাস আর নাই ।

যধুসুদনের প্রিয় বৈশাখমাসে বিহিত

কার্য্য—স্বথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক করিলে ফলের

সীমা নাই, বিশেষতঃ গন্ধাদি ভীর্থ্যে এইরূপ

শুভ মাসের সংযোগ অতি দুর্লভ—সকলের

ভাগ্যে ঘটে না । হে পাপিষ্ঠগণ! বৈশাখ

মাস যাবৎ না আগত হয়, তাবৎকালই অশ-

মেধ-প্রমুখ প্রার্শ্বিত্ত সকল (“পাপ নাশ

করি” বালগা গর্বে) গর্জন করিতে থাকে ।

যে ব্যক্তি পবিত্র বৈশাখমাসে একান্তচিত্তে

হরিধ্যান করত বিশুদ্ধভাবে হরিপাদসমুদ্ভূত

জলে (গন্ধাজলে) স্নান করে; সে নিখিল-

পাপমুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে ।

যে ব্যক্তি সূর্য্যের মেঘরাশি সঞ্চায়কালে

অর্থাৎ বৈশাখ মাসে নর্ম্মদা নদীর সুশব্দ

পাপনাশী সলিলে স্নান করে, সে নিশ্চয়ই

দুর্লভা হি মহানন্তো মাধবে মাসি সর্ষভঃ ।
 ততোহপি দুর্লভা গন্ধা যমুনা চাপি নর্ষদা ॥
 পাপাশ্বেতানু তিস্বযু প্রাট্যিকামপি সাদরম্
 যঃ নতি মাধবে মাসি বিপাপঃ স হরিং ব্রজেৎ
 তস্মাদথো সধ ময়া সুকৃতৈকসারে
 বৈশাখমাসি চ ভবন্ত উপেত্য রেবাম্ ।
 মঞ্জস্ত পাতককৃতো মুনিবৃন্দজুষ্টে
 রেবাজলে নিখিলপাপশ্রাপহট্যৈ ॥১৬
 এবমুক্তান্ততঃ সধে মৃদিতা মুনিরা সধ ।
 জগুস্তে পাপিনো রেবাং শংসন্তোহভুত-
 কারিণীম্ ॥১৭
 ষি . স্ত নর্ষদাতৌরং সম্প্রাণ্য হৃষ্টমানসঃ ।
 সম্মৌ বেদোক্তবিধিনা প্রাতঃকালে নরাধিপ ॥
 তে পাপিনঃ পঞ্চ যদৈব রেবা-
 জলে নিমগ্না বচসৈব তস্ত ।

শ্রীমাধবে মাসি বিবর্ণদেহাঃ
 সদ্যাঃসুবর্ণৈককটো বভূবুঃ ॥ ১৯
 পাপপ্রশমনং স্তোত্রং শ্রাবিতা মুনিশর্ষণা ।
 সমকং সর্ষলোকানাং জাতান্তে বরকামরঃ ॥
 তত্রহা মানবাত্মং বিরজান্নানমাভতঃ ।
 ন স্পৃশন্তি চ রাজেন্দ্র পাণিসংসর্গশঙ্করা ॥ ১০১
 মুনিশর্ষীমুরোধেন ততো ধর্মপ্রমাণতঃ ।
 সদ্যো দিব্যাভবদ্বাগী যদৈতে বিপট্টনসঃ ॥
 স্নাতানাং মাধবে মাসি সুক্লন্দহৃদয়াস্তনাম্ ।
 পাপপ্রশমনং স্তোত্রং শ্রবিতামহ সাদরম্ ॥ ১০৩
 সর্ষেবামেব পাপিনাং প্রায়শ্চিত্তমদং পরম্ ।
 যৎপ্রাতর্শ্রীমাধবে মাসি তত্শ্রী ভৌর্ধীবাগহনম্ ॥
 ইত্যেবমাকর্ণ্য গিরং নন্তন্বা-
 মত্যাভুতামাত ততো মহুব্য্যাঃ ।
 শশংসুরেতানপি পঞ্চ পুণ্যান
 বৈশাখমাসঞ্চ মুনিঞ্চ রেবাম্ ॥ ১০৫

পাপযুক্ত হয়। বৈশাখে মহানদী সর্ষভো-
 ভবেই দুর্লভ,—বিশেষ ভাগ্য ব্যতীত
 বৈশাখ মাসে মহানদীস্নান ঘটে না; গন্ধা,
 যমুনা ও নর্ষদা আবার ততোহধিক দুর্লভ।
 বৈশাখমাসে যে পাপী এই নদীত্রয়ের মধ্যে
 অন্ততঃ একটীকেও প্রাপ্ত হইয়া ত্তিকপূর্বক
 স্নান করে; সে বৌতপাপ হইয়া হরিলোকে
 গমন করে। অতএব ভোমরা যখন বহু
 পাতক সঞ্চয় করিয়াছ, তখন পুণ্যের মধ্যে
 সার পুণ্যময় বৈশাখ মাসে ষামার সঙ্গে
 নর্ষদা নদীতে গমন করিয়া নিখিল পাপ-
 ভীতি নিবারণের নিমিত্ত মুনিবৃন্দ-সেবিত
 নর্ষদাসলিলে স্নান কর। মুনিশর্ষীকর্ষক
 এইরূপ উক্ত হইয়া সেই পাপিগণ অদ্ভুত
 শক্তিধারিণী নর্ষদানদীর প্রশংসা করিতে
 করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে
 লাগিল। হে নরাধিপ! সেই ব্রাহ্মণ
 মুনিশর্ষী নর্ষদানদীতীরে উপস্থিত হইয়া
 প্রাতঃকালে হৃষ্টচিত্তে বেদোক্ত বিধানে
 সেই নর্ষদা নদীতে স্নান করিলেন। সেই
 পঞ্চ পাপিষ্ঠও মুনিশর্ষীর আদেশে শ্রীবৈশাখ-
 মাসে সেই নর্ষদাসলিলে যেমন অবপাহন

করিল, অমনি তৎক্ষণাৎ বিবর্ণ শরীর হইয়াও
 সুবর্ণের ছায়াকান্তি বিশিষ্ট হইল; তাহাদের
 দেহের পাপকালিমা কোথায় চলিয়া গেল।
 ৮২--১১। তাহার পর মুনি শর্ষী তাহাদিগকে
 পাপপ্রশমন স্তোত্র শুনাইয়া দিলেন! সর্ষ-
 লোকের সমক্ষেই তাহার এইরূপ উৎকৃষ্ট
 দেহকান্তি প্রাপ্ত হইল। হে রাজেন্দ্র!
 তত্রতা জনগণ, স্নানমাত্রেই তাহার এইরূপ
 অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল দেখিয়াও পাছে
 পাপীর সংসর্গ ঘটে এই আশঙ্কা করিয়া
 তাহাদিগকে স্পর্শ করিল না। তাহার পর
 যখন তাহার নিষ্পাপ হইল, তখন মুনিশর্ষীর
 অমুরোধে ধর্মপ্রমাণ দেখাইবার নিমিত্ত তৎ-
 ক্ষণাৎ আকাশবাণী হইল।—বৈশাখমাসের
 প্রাতঃকালে ভগবান্ মুকুলের প্রতি ত্তি-
 মান হইয়া এইরূপ স্নান এবং ত্তিকপূর্বক
 পাপপ্রশমন স্তোত্র শ্রবণ করিলে নিখিল
 পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বৈশাখমাসের
 প্রাতঃকালে ত্তিকপূর্বক তীরে স্নান, ইহা
 এক উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। অমন্তর এইপ্রকার
 অন্ত্যাভুত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ত্তত্রতা

অধাকর্ণয় ভূপাল স্তবং হুরিতনাশম্ ।
 যমাকর্ণ্য নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে পাপরাশিভিঃ
 যন্ত শ্রবণমাত্রেন পাপিনঃ শুদ্ধিমাগতাঃ ।
 অস্ত্রেহপি বহবো মুক্তাঃ পাপাদজ্ঞানসম্ভবাং ॥
 পরদারপরদ্রব্য-জীবহিংসাদিকে যদা ।
 প্রবর্ততে নৃণাং চিত্তং প্রায়শ্চিত্তং স্ততিস্তদা ॥
 বিষ্ণবে বিষ্ণবে নিত্যং বিষ্ণবে বিষ্ণবে নমঃ
 নমামি বিষ্ণুং চিত্তস্থমহঙ্কারগতং হৃদিম্ ॥ ১০৯
 চিত্তস্থমীশমব্যক্তমনস্তমপরাজিতম্ ।
 বিষ্ণুমৌক্ত্যমশেষাণামনাদিন্ধনং হরিম্ ॥ ১১০
 বিষ্ণুশ্চিত্তগতো যস্মৈ বিষ্ণুর্বাৎসর্যতশ্চ যৎ ।
 যোহহঙ্কারগতো বিষ্ণুর্ধো বিষ্ণুর্ময়ি সংস্থিতঃ
 কয়োতি কর্কটুতোহসৌ স্বাবরস্ত চরস্ত চ ।
 তৎপাপং নাশমায়াতি তস্মিন্ বিষ্ণৌ বিচিন্তিতে

মানবগণ, এই পাপমুক্ত পঞ্চ পুরুষের, বৈশাখ
 মাসের, মুনিশর্মার এবং নরুদানদীর প্রশ্ন সা
 করিতে লাগিল। হে ভূপাল! অতঃপর
 পাপপ্রশমন স্তোত্র শ্রবণ করুন; ভক্তিপূর্বক
 যাহা শ্রবণ করিলে মানব পাপরাশি হইতে
 মুক্ত হয় এবং যাহা শ্রবণ করিয়াই অপর
 বহুতর পাপী অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত
 হইয়া বিমুক্তি লাভ করিয়াছে। যখন মনুষ্য-
 দিগের চিত্ত পরদারসংসর্গ, পরদ্রব্য অপহরণ
 ও জীবহিংসা প্রভৃতি পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়;
 তখন এই পাপপ্রশমনস্তোত্র প্রায়শ্চিত্তের
 কার্য্য করে। প্রতিদিন বিষ্ণুকে প্রণাম কর,
 প্রণাম কর; যিনি মনোমধ্যে—অহঙ্কার
 মধ্যে অবস্থিত করিতেছেন, সেই ক্রীড়ার
 (পাপহারী) বিশ্বব্যাপী—বিষ্ণুকে প্রণাম করি।
 যিনি সকলের চিত্তমধ্যে অবস্থিত, যিনি
 নিখিল জগতের পূজ্য, ষাঁধার আদ্য ও অন্ত
 নাষ্ট; তিনি অনন্ত অব্যক্ত অপরাজিত
 ঈশ্বর। যে বিষ্ণু আমার চিত্তমধ্যে অব-
 স্থিত করিতেছেন, বুদ্ধিতে অবস্থিত
 করিতেছেন, অহঙ্কারে রহিয়াছেন, যে বিষ্ণু
 আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি
 নিখিল স্বাবর-জগতের কর্ত্তারূপ হইয়া

ধ্যাতো হরতি যঃ পাপং স্বপ্নে দৃষ্টশ্চ পাপিনাম্
 তমুপ্রেত্ৰমহং বিষ্ণুং নমামি প্রণতপ্রিয়ম্ ॥১১০
 জগত্যস্মিন্নিরালম্বে হজ্জমকরমব্যয়ম্ ।
 হস্তাবলম্বনং স্তোত্রং বিষ্ণুং বন্দে সনাতনম্ ॥
 সর্কেষরেশ্বর বিভো পরমাত্মরধোক্কজ ।
 হৃষীকেশ হৃষীকেশ হৃষীকেশ নমোহস্ত তে ॥
 নৃসিংহানন্ত গোবিন্দ ভূতভাবন কেশব ।
 তুরক্কং তুরক্কং ধ্যাতং শময়াশু জনার্দিন ॥১১১
 যমধা চিন্ত্যতং তুষ্টিং স্বচিত্তবশবর্ত্তিনা ।
 আকর্ণয় মহাবাহো তচ্ছমং নয় কেশব ॥ ১১২
 ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ পরমার্থপরায়ণ ।
 জগন্নাথ জগদ্ধাতাঃ পাপং শময় মেচ্চ্যুত ॥
 যচ্চাপরাধে সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে চ তথা নিশি ।

সৃষ্টি করিতেছেন, সেই বিষ্ণুকে চিন্তা
 করিলে নিখিল পাপ নষ্ট হয়। ষাঁধাকে
 ধ্যান করলে, স্বপ্নে দর্শন করিলে পাপী-
 দিগের পাপ দূর হয়, সেই ভক্ত-বৎসল
 উপেন্দ্র বিষ্ণুকে আমি প্রণাম করি। এই
 অবলম্বনশূন্য জগতে ষাঁধার এই স্তোত্র
 হস্তাবলম্বন স্বরূপ; সেই জরামৃত্যুবর্জিত
 অব্যয় সনাতন ক্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করি।
 হে নিখিল ঈশ্বরের ঈশ্বর! হে বিভো!
 হে অধোক্কজ (পাপনাশী) পরমাত্মন! হে
 হৃষীকেশ! হৃষীকেশ! হৃষীকেশ! আপ-
 নাকে প্রণাম করি। ১০০—১১৫। হে নৃসিংহ!
 হে অনন্ত! গোবিন্দ! হে ভূতভাবন
 কেশব! হে জনার্দিন! আমি যে পাপ-
 কথা বলিয়াছি, পাপকাথ্য করিয়াছি ও
 পাপাচিন্তা করিয়াছি,—আপনি সত্ত্বর তাহা
 নাশ করুন। হে মহাবাহু কেশব! এ
 দীনের নিবেদনে একবার কর্ণপাত করুন।
 আমি নিজ চিত্তের বশীভূত হইয়া যে পাপ
 চিন্তা করিয়াছি; আপনি তাহা দূর করুন।
 হে ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ! হে পরমার্থনিরত!
 হে জগন্নাথ! হে অচ্যুত! হে জগদ্ধাতা!
 আপনি আমার পাপ দূর করুন। হে হৃষী-

কায়েন মনসা বাচা কৃত্তং পাপমজানতা ॥১১১
 জানতা চ হৃষীকেশ পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব ।
 নামত্রয়োচ্চারণতঃ সর্গঃ যাতু মম ক্ষরম্ ॥১২০
 শারীরং মে হৃষীকেশ পুণ্ডরীকাক্ষ মানসম্ ।
 পাপং প্রশমমায়াতু বাক্ত্বং মম মাধব ॥ ১২১
 যদুজ্ঞানঃ পিবন্তস্তন্থং স্বপন জাগ্রদ্ যদা স্থিতঃ
 অকার্ষং পাপমর্থার্থঃ কায়েন মনসা গিয়া ॥১২
 মহদল্লং চ যৎপাপং তৃণোনিম্নরকাবহম্ ।
 তৎসর্গং বিলয়ং যাতু বাসুদেবস্ত কীর্তনং ॥
 অস্মিন সঙ্কীর্ণ্তে বিকো যৎপাপং তৎপ্রণশ্তু
 পরং ব্রহ্ম পরং ধম পাবিত্রং পরমঞ্চ যৎ ॥১২৪
 যৎ শ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে গন্ধস্পর্শবিবর্জিতম্ ।
 সূরমস্তৎপদং বিকোস্তৎসর্গং মে ভবত্সলম্ ॥
 পাপপ্রশমনং স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছুগ্ধামরঃ ।

শারীরৈর্ম্মানসৈর্কীচা কৃত্তঃ পাপৈঃ শ্রমুচ্যে
 মুক্তঃ পাপগ্রহাদিত্যো যাতি বিকোঃ পরং পদম্
 তস্মাৎসর্গপ্রযজেন স্তোত্রং সর্গাঘনাশনম্ ॥
 প্রায়শ্চিত্তমঘোষণং পঠিতব্যং নয়োকৃত্তমৈঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তৈঃ স্তে ত্রজপৈশ্রবৈর্নশ্রুতি পাতকম্ ॥
 ততঃ ন ধ্যাণি সংসদ্যৈ তানি বৈ ভুক্তিমুক্তয়ে
 পুরজন্মানাঙ্কিতং পাপমৈহিকঞ্চ নয়েশ্বর ॥ ১২২
 স্তোত্রশ্চ যঃ সস্ত সদ্য এব বিলীয়তে ।
 পাপক্রমকুঠারোহয়ং পাপেদ্ধনদবাননাঃ ॥ ১৩০
 পাপরাশিতমস্তোমতা-মুরেশ ততো নৃপ ।
 ময়া প্রকাশিতস্তভ্যং তথা লোকানুকম্পয়া ॥
 স্তবোহয়ং যো ময়া প্রাপ্তো রহস্তঃ পিতুরাদয়ঃ
 ইতি তে যমুয়া প্রোক্তং স্তোত্রং পাপপ্রাণশনম্
 অস্তাপি পুণ্যমাহাশ্রয়ং বক্তুং শক্তঃ শয়ং হরিঃ

কেশ! হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব! আমি
 জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও
 সায়াহ্নে কায়মনোবাক্যে যে পাপ করিয়াছি;
 আমার সেই পাপ সকল উক্ত “হৃষীকেশ,”
 “পুণ্ডরীকাক্ষ” ও “মাধব” এই তিন নাম
 উচ্চারণেই ক্ষয়প্রাপ্ত হউক। হে বিভো!
 আপনায় “হৃষীকেশ” এই নামে শারীরিক
 পাপ, “পুণ্ডরীকাক্ষ” এই নামে মানসিক
 পাপ এবং “মাধব” এই নামে বাচিক
 পাপ দূর হউক। হে বিভো! আমি
 ভোজনকালে, পানকালে, অবস্থানকালে,
 স্বপনে ও জাগরণে অথের নিমিত্ত কায়-
 মনোবাক্যে যে পাপ করিয়াছি; এবং
 কুলক্ষ্মণ ও নরকাবস্থানের হেতুস্বরূপ অন্ন বা
 মহৎ যে যে পাপ করিয়াছি; আপনায় বাসু-
 দেবনাম-কীর্ত্তনে আমার সে সমস্ত পাপ লয়-
 প্রাপ্ত হউক ॥১১৬—১২০। আমি ইহজন্মে
 যে পাপ করিয়াছি; বিষ্ণুনাম-কীর্ত্তনে তাহা
 নষ্ট হউক। যাহা পরব্রহ্ম, যাহা পরম পবিত্র
 পরম ধাম; গন্ধস্পর্শবিবর্জিত যে অখয়
 ধাম প্রাপ্ত হইয়া সুরিগণ তথা হইতে আর
 প্রত্যাবৃত্ত হন না; বিষ্ণুর সেই পরম পদ
 আমার আশ্রয় হউক; আমি যেন তথা

হইতে আর নিবৃত্ত না হই। যে মানব এই
 পাপপ্রশমন স্তোত্র পাঠ ও শ্রবণ করে; সে
 শারীরিক মানসিক ও বাচিক পাপ হইতে
 মুক্ত হয় এবং পাপগ্রহ প্রভৃতি হৃদয়োগ
 হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত
 হয়। সেই কারণে এই স্তোত্র সকল প্রকা-
 রেই সর্গবধ পাপ নাশ করিয়া থাকে। এই
 স্তোত্র পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ; অতএব
 ভক্তিমান মনবের ইহা অবশ্য পাঠ্য, স্তোত্র
 পাঠ, মন্ত্রপুণ্ড্রব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তে পাপনাশ
 হইয়া থাকে। অতএব সুখভোগ, মুক্ত
 প্রভৃতি অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত স্তোত্র-
 পাঠাদি অবশ্য কর্তব্য। হে নরেশ্বর! এই
 স্তোত্রশ্রবণে পূর্বজন্মানাঙ্কিত এবং ঐহিক
 পাপ সমস্তই সদ্য নষ্ট হইয়া থাকে। হে নৃপ!
 এই স্তোত্র পাপরূপ বৃক্ষের পক্ষে কুঠার-
 স্বরূপ, পাপরূপ ইন্ধনে দাবানলস্বরূপ, পাপ-
 রাশিরূপ অন্ধকারাশির সূর্য্যস্বরূপ, সেই
 কারণেই আমি লোকসমূহের উপর কৃপা
 করিয়া ইহা তোমার নিকটে প্রকাশ করি-
 লাম। আমি পিতৃদেবের নিকট ভক্তিভাবে
 যে পাপনাশন স্তবরূপ পরম গুহ্যবিষয় শ্রবণ
 করিয়াছিলাম; অবিকল “তাৎহাই” তোমায়

বক্তি তেহম গমিষ্যামি গঙ্গায়ামখ সত্তরম্ ।
 নাতুং মাসং সমায়ান্তো মাসানাং মাধবো মহান
 ইতি জ্ঞীপাথে পাভালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে
 বটপকাশোহধ্যায়ঃ ১৫০ ॥

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সুত উবাচ ।

সুত সমুদ্যক্তো জ্ঞান্বা মুনিং রাজা ততো মুদা ।
 বিধিঃ পপ্রচ্ছ সত্বকিশুঃ শ্রানদানকথোচিতম্ ॥
 অশ্বরায় উবাচ ।

মুনে বৈশাখমাসেস্মিন্ কো বিধিঃ
 কিং তপোহধিকম্ ।
 কিঞ্চ দানং কথং শ্রানং কথং কেশবপূজনম্ ॥
 কুপয়া বদ বিপ্রর্ষে সর্গজন্মং হরিপ্রিয়ঃ ।
 বিশেষতোহপি পূজায়াঃ বিধিঃ তীর্থগদো বদ

নিকটে বলিলাম । এই স্তবের পবিত্র
 মাহাত্ম্য একমাত্র জীহরীই শ্রদ্ধা বলিতে
 সমর্থ । আপনার মঙ্গল হটুক ; মাসশ্রেষ্ঠ
 বৈশাখমাস আগতপ্রায়, আমি গঙ্গাস্নান করি ;
 আর বলিষ করিব না । ১২৪—১৩৪ ।

বটপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সুত কহিলেন,—মুনিবর নারদ এই
 বলিয়া বাইতে উদ্যত হইতেছেন, দেখিয়া
 রাজা আবার (তীর্থাৎকে বশাইয়া) শ্রান-
 দানের সংকিশুবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন ।
 অশ্বরায় কহিলেন,—মুনে ! এই বৈশাখমাসে
 নামদানের বিধি কি প্রকার ? এই মাসে
 কোন কার্য তপস্তার অধিক কল প্রদান
 করে । ইহাতে কিরূপ দান করিতে হয় ?
 কি প্রকারে শ্রান করিতে হয়, কি প্রকারে
 কেশবের পূজা করিতে হয় ? হে বিপ্রর্ষে !
 আপনি সর্গজন্ম এবং জীহরীর প্রিয়পাত্র ;

নারদ উবাচ ।

মেঘসংক্রমণে ভানোশ্রীধবে মাসি সত্তম ।
 মগনদ্যাং নদীতীর্থে নদে সরসি নিকারৈ ॥৪
 দেবখাতে তথা শ্রায়াদ্বখা প্রাপ্তে জলাশয়ে ।
 দীর্ঘিকাং চ কুপাদৌ নিয়মেন হরিঃ স্মরন ॥৫
 মধুমানস্ত শুক্রায়ামেকাদস্তামুপোষয়েৎ ।
 পঞ্চদশাং ততো ধীরো মেবসঙক্রমণেহপি বা
 বৈশাখশ্রাননিয়মং ব্রাহ্মণানামহুজ্জয়া ।
 মধুসুদনমত্যাচর্য কুর্যাৎ স্মনানপূর্বকম্ ॥ ৭
 বৈশাখমখিলং মাসং মেঘসঙক্রমণে রবেঃ ।
 প্রাতঃ সনিয়মশ্রানং জীযতাং মধুসুদনঃ ॥৮
 মধুশুক্লঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মণানামহুগ্রহাৎ ।
 নির্ধিয়মস্ত মে পুণ্যং বৈশাখশ্রানমবহম্ ॥৯
 মাধবে মেঘগে ভানো মুয়ায়ে মধুসুদন ।
 প্রাতঃশ্রানেন মে নাথ যথোক্তকলদো ভব ।

আপনার পাদপদ্ম পবিত্র তীর্থস্বরূপ, এই
 মাসে জীহরীকে পূজা করিবার বিশেষ বিধি
 কি ? কুপা করিয়া আমাকে বলুন । নারদ
 কহিলেন, হে সত্তম ! সূর্যের মেঘসংক্রমণদিন
 হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ বৈশাখমাসে
 মহানদী, নদীতীর্থ, নদ, সরোবর, নিকা'র,
 দেবখাত, দীর্ঘিকা, কুপ প্রভৃতি যে কোন
 জলাশয় প্রাপ্ত হইয়া সংযত থাকিয়া জীহরীর
 স্মরণপূর্বক শ্রান করিবে । বিশেষতঃ ধীর-
 প্রকৃতি মানব বৈশাখমাসের শুক্রা একাদশী
 তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পূর্ণিমা তিথিতে
 স্নানাত হইয়া মধুসুদনের পূজা করিবে ।
 অথবা মেঘসংক্রমণদিন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রা-
 ন্তিতে ব্রাহ্মণের অল্পমতি লইয়া বৈশাখমাসে
 প্রাতঃশ্রানের সত্তম করিবে । সত্তমের মন্ত্রার্থ
 এই—“আমি সূর্যের মেঘরাশিসংক্রমণদিন
 হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ বৈশাখমাস
 নিয়মপূর্বক প্রাতঃশ্রান করিব ; ইহাতে মধু-
 সুদনের জীতি হটুক । মধুসুদনের প্রসাদে
 এবং ব্রাহ্মণদিগের অল্পগ্রহে আমার প্রাত্য-
 হিক পবিত্র বৈশাখশ্রান নির্ধিয়ে সম্পন্ন
 হটুক । হে মুয়ায়ি মধুসুদন ! হে নাথ !

যথা তে মাধবো মাসো বলভো মধুসূদন ।
 প্রাতঃস্নানেন মে ভস্মিন্ কলদঃ পাপহা ভব ॥
 এবমুক্তাৰ্য্য তন্তীৰ্ণে পদৌ প্রকাম্যা বাগ্ধতঃ ।
 স্মরন্নান্নায়ণঃ দেবঃ স্নানং কুৰ্য্যাদ্বিধানতঃ ॥১২
 তীৰ্থং প্রকল্পয়েদ্ বিদ্যান্মূলমস্তমিমং পঠন ।
 নমো নারায়ণায়ৈতি মূলমস্ত উদাহৃতঃ ॥১৩
 দৰ্ভপাণিস্ত বিধিবদাগস্তঃ শ্রণতো ভূবি ।
 চতুর্হস্তসমায়ুক্তঃ চতুরশ্রং সমস্ততঃ ।
 প্রকল্প্যাবাহয়েগন্ধাঃ মস্ত্ৰেণানেন বৈ নরঃ ॥১৪
 বিষ্ণুপাদশ্রুতাসি বৈষ্ণবৌ বিষ্ণুদেবতা ।
 ত্ৰাহি নশ্বেনসস্ত্রাদ্ভজয়মরণাস্তিকাত্ ॥ ১৫
 তিস্রঃ কোটো বর্ধকোটি চ তীর্থানাং বাহুরত্রবৌ
 দিবি ভুব্যন্তরিত্তে চ তানি তে সস্তি জাহুবি ॥

নন্দিনীতি চ তে নাম বেদেষ্ণু নলিনীতি চ ।
 দক্ষা পৃথী বিষদগন্ধা বিশ্বকায়ী শিবায়ুতা ॥ ১৭
 বিদ্যাধরী মহাদেবী তথা লোকপ্রসাদিনী ।
 ক্ষেমঙ্করী জাহুবী চ শাস্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥
 এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীৰ্ত্তয়েৎ ।
 ভবেৎ সন্নিহিতা তেন গন্ধা ত্রিপথগামিনী ।
 সপ্তবারতিজপেন করসম্পূটযোজিতা ॥২০
 মুক্তি বন্ধাজলির্ভূত্বা চতুর্কা বৃষ্ট চ সপ্ত বা ।
 স্নানং কৃত্বা মূঢ়া তদ্বদামস্ত্য তু বিধানতঃ ॥২১
 অশ্রুক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ।
 যুক্তিকে হর মে পাপং যম্ময়া পূর্বসংকীৰ্ত্তম ॥২২
 উক্লুতাসি বরাহেণ বিষ্ণুনা শতবাহনা ।
 নমস্তে সর্বলোকানাং প্রস্তবারগ্নি সূত্রতে ॥

আমি সৌর বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান করি-
 তেছি; আমাকে যথোক্ত কল প্রদান করুন ।
 হে মধুসূদন! এই বৈশাখমাসে আপনার
 অতি প্রিয়, আপনার এই প্রিয়মাসে আমি
 প্রাতঃস্নান করিতেছি, আমার পাপমাশ
 করিয়া যথোক্ত কল প্রদান করুন । ১—১১ ।
 এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সেই জলাশয়ের তীরে
 (ঘাটে) পাদ প্রকালনপূর্বক সংযতবাক্য
 হইয়া দেব নারায়ণকে স্মরণ করত যথা
 বিধানে স্নান করিবে । স্নানের প্রণালী যথা—
 —বিধান স্নানকর্ত্তা প্রথমে হৃৎতলে প্রণাম
 করিয়া কৃষ্ণহস্তে যথাবিধি আচমন করিয়া
 “নমো নারায়ণায় নমঃ” এই মূল মন্ত্র উচ্চারণ-
 পূর্বক চারিদিকে এক এক হস্ত মাপিয়া চতু-
 র্হস্তবেষ্টিত চতুর্কোণ স্থান চিহ্নিত করত তীর্থ
 কল্পনা করিবে । উক্ত প্রকারে তীর্থ কল্পনা
 করিয়া এই মন্ত্রে গন্ধার আবাহন করিবে ।
 আবাহনমন্ত্রার্থ এই—“হে জাহুবি! আপনি
 বিষ্ণু চরণ হইতে উৎপন্ন; বিষ্ণু আপনার
 দেবতা, এই জন্ত আপনি বৈষ্ণবী, আমি
 জন্মাধিষ্ণু ভূতাপধ্যস্ত যত পাপ করিয়াছি ও
 করি, আপনি সেই পাপ হইতে আমাকে
 রক্ষা করুন । বায়ু বলিয়াছেন, শর্গে, হৃৎতলে
 ও অন্তরীকে যে সাত্তে তিন কোটি তীর্থ

রহিয়াছে; একমাত্র আপনাতে সেই সকল
 তীর্থ বিদ্যমান । আপনার নাম নন্দিনী,
 বেদশাস্ত্রে আপনাকে নলিনী বলে । দক্ষা,
 পৃথী, বিষদগন্ধা, বিশ্বকায়ী, শিবা, অমৃত্তা,
 বিদ্যাধরী, মহাদেবী, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেম-
 ঙ্করী, জাহুবী, শাস্তা ও শান্তিপ্রদায়িনী
 গন্ধার এই পবিত্র নামাবলী স্নানকালে কীৰ্ত্তন
 করিবে । তাহা হইলে ত্রিপথগামিনী গন্ধা
 তথায় সন্নিহিতা হইবেন । পরে পূর্বোক্ত
 “নমো নারায়ণায় নমঃ” এই মন্ত্র সাতবার
 জপ করিয়া কৃতাজলিপুটে সেই মন্ত্রপূত জল
 চারবার ছত্রবার বা সাতবার মস্তকে ক্ষেপণ
 করিবে, অনন্তর যথাবিধি মন্ত্রপাঠপূর্বক
 গাঙ্গে মুক্তিকা লেখন করিবে; মুক্তিকালেপন-
 মন্ত্রার্থ যথা—হে বসুন্ধরে! আপনি (সর্ব-
 লহা) কত অশ্রু রথ কর্ত্তক আক্রমণ এবং
 বামনরূপী বিষ্ণুর পদাক্রমণ সহ করিয়াছেন
 (অন্তএব আমার এই সামান্য অপরাধটুকু
 সহ করিবেন । আমি আপনার একটু মুক্তিকা
 উদ্ধার করিতেছি), হে (উক্লুত) মুক্তিকে!
 আমার পূর্বসংকীৰ্ত্তিত পাপ হরণ কর । শত-
 বাহ রক্ষ বরাহরূপে তোমাকে উদ্ধার করিয়া-
 ছেন । হে সর্বভূতজননি সূত্রতে! আপ-

এবং স্নানান্তে পশ্চাদাচম্য তু বিধানতঃ ।
 উথায় বাসসী শুক্রে শুক্রে তু পরিধাপয়েৎ ॥
 ততস্ত তর্পণং কুর্ধ্যাৎত্রৈলোক্যাপ্যায়নায় বৈ ।
 ব্রাহ্মণং তর্পয়েৎ পূর্বং বিষ্ণুং ক্রদ্ধং প্রজাপতিং
 দেবান্ যক্ষাংস্তথা নাগান্গন্ধর্বাংসরসোহসুরান্
 কুরান্ সর্পান্ স্পর্শাৎশ তরুণ বৈ জন্তুকান্
 খগান ॥ ২৬

বিদ্যাধরান্ জলধরান্ স্তুত্বৈবাকাশগামিনঃ ।
 নিরাধারান্শ যে জীবাঃ পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে ॥
 তেষামাপ্যায়নার্থায় দীয়তে সলিলং ময়া ॥ ২৮
 ক্রোধোপবীতী দেবেষু নিবীতী চ ভবেন্নরঃ ।
 মনুষ্যাংস্তর্পয়েন্তু জ্ঞাত্য ঋষিপুত্রান্ স্তথা ॥ ২৯
 সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।
 সনৎকুমারশ্চ তথা কপিলশ্চানুরিশ্চ বৈ ॥ ৩০
 বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তম্ভমুখ্যা ঋষিস্তুতা ইমে ।
 সর্বেহপি তৃপ্তিমায়াস্ত ময়া দত্তেন বায়ুগা ॥ ৩১
 মরীচিয়ত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যাঃ পুলহং ক্রতুম্ ॥

নাকে নমস্কার করি। ১২—২৩। এইরূপে
 স্নানকার্য সমাধা করিয়া যথাবিধানে আচ-
 মনানন্তর যোত শুক্রে বহুয়ুগল পরিধান
 করিবে। অনন্তর ত্রৈলোক্যের তৃপ্তির
 নিমিত্ত তর্পণ করিবে। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
 ক্রদ্ধ ও প্রজাপতির তর্পণ করিবে। পরে
 দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অসুরা, অসুর,
 কুর জীব, সর্প, স্পর্শজাতীয় পক্ষী, তরু,
 জন্তক (কুটিলগামী জীব) খগ, বিদ্যাধর,
 জলচর, যাহারা আকাশগামী, যে সকল জীব
 নিরাধার অর্থাৎ শূন্ডে অবস্থিত, এবং যাহারা
 পাপকর্ম্মে রত, তাহাদের জীতির নিমিত্ত
 আমি জল দান করিতেছি, এই বলিয়া তর্পণ
 করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক উপবীতী হইয়া দেবতা,
 ঋষি ও ঋষিপুত্রের তর্পণ করিবে এবং নিবীতী
 হইয়া মনুষ্যতর্পণ করিবে। সনক, সনন্দ,
 কপিল, সনাতন, সনৎকুমার, কপিল, আনুরি,
 বোঢ়ু, পঞ্চশিখ এই প্রেধান ঋষিপুত্রগণ,
 ইহারা সকলে মদন্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ
 করুন। তৎপরে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা,

প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥ ৩২
 দেবব্রহ্মঋষীন সর্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোচ্চকৈঃ ।
 অবসবাং ততঃ কুর্ধ্যাৎ সবাং জাহ্ন চ ভূতলে
 অগ্নিষাত্ত স্তথা সৌম্যা হবিষ্মন্তস্তথোদ্রপাঃ ।
 কব্যানলান্ বহিষদস্তথা যাতামহানপি ।
 সন্তর্প্যা বিধিবৎসর্বাণি মং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৪
 যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহস্তজন্মনি বান্ধবাঃ ।
 তে তৃপ্তিমথিলাং যান্তু যেহস্তস্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ
 আচম্য বিধিবৎপশ্চাদালিখেৎ পদ্মমগ্রতঃ ।
 সাঙ্কতৈশ্চ সপুষ্পৈশ্চ সলিলাকরণচন্দনৈঃ ॥ ৩৬
 অর্ঘ্যাং দদ্যাৎ প্রযত্নেন সূর্য্যানামাহুর্কীর্তনৈঃ ॥
 নমস্তে বিষ্ণুরূপায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ।
 সহস্রশ্রায়ে নিত্যং নমস্তে সর্ব্বভেজসে ॥ ৩৭

পুলস্ত্য, পুলহ, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নার-
 দের তর্পণ করিবে। দেবতা, ব্রহ্মা ও
 ঋষিদিগকে অক্ষতোদক * দ্বারা তর্পণ
 করিবে। তাহার পর প্রাচীনাবীতী হইয়া বাম-
 জাহ্ন ভূতলে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিষাত্ত, সৌম্য,
 হবিষ্মান, উদ্রপ, কব্যা, অমল, (সুকালী ?)
 বহির্ঘর্দ ও (আজ্যপ) নামক পিত্তগণের
 তর্পণ করিবে। তাহার পর (যমতর্পণ
 করিয়া) পিত্তাদিহ তর্পণ যথাবিধানে সম্পন্ন
 করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে। ষাংরা বান্ধব
 নহেন, বা ষাংরা বান্ধব অথবা ষাংরা
 জন্মান্তরের বান্ধব, ষাংরা আমার প্রদত্ত
 জল আকাজ্জা করেন, তাঁহারা সকলে
 তৃপ্তি লাভ করেন। ২৪—৩৫। ইত্যাদি
 প্রকারে তর্পণকার্য সমাধা করিয়া আমেন-
 পূর্ব্বক (সন্ধ্যাদি নিত্য কর্ম্মের পর) পুষ্পো-
 ভাগে একটি পদ্ম অঙ্কন করিবে, তাহার
 পর আতপতগুল, পুষ্প, রক্তচন্দন ও জল
 দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যের নাম
 উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সূর্য্যার্থ্য প্রদান
 করিবে। তৎপরে “হে ভক্তবৎসল,
 সহস্রশ্রামি! আপনাকে নমস্কার! আপনি

নমস্তে ক্রুদ্রবপুয়ে নমস্তে ভক্তবৎসলা ।
 পদ্মনাভ নমস্তেহস্ত কুণ্ডলাঙ্গদভূষিত ॥৩৮
 নমস্তে সর্কীলোকানং সুপ্তানামুপবেধন ।
 সূকৃতঃ ক্রুততর্কৈব সর্কং পশ্যসি সর্কদা ॥ ৩৯
 সত্যাদেব নমস্তেহস্ত প্রসাদ মম ভাস্কর ।
 দিবাকর নমস্তেহস্ত প্রভাকর নমোহস্ত তে ॥৪০
 এবং সূর্য্যং নমস্কৃত্য সপ্তধা তু প্রদক্ষিণম্ ।
 দ্বিজং গাং কাঞ্চনং স্পৃষ্ট্বা পশ্চাচ্চ স্বগৃহং

ব্রজেৎ ॥ ৪১

আশ্রমস্থান্শ সস্পৃজ্য প্রতিমাঞ্চাপি পূজয়েৎ
 পূর্কং ভক্ত্যা চ গোবিন্দং গৃহে চ নিয়তান্নবান
 পূজয়েত্তক্তিতো রাজস্রুভয়ত্র যথাবিধি ॥ ৪৩
 বিশেষাদপি বৈশাখে ষোড়শর্চ যেন্নধূস্বদনম্ ।
 সর্কসংবৎসরং যাবদর্চ্চিত্তেন্নৈন মাধবঃ ॥ ৪৪
 মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে মেঘস্থে কর্ষ্মাস্কিণি ।

ক্রমশ্চি, আপনাকে নমস্কার; আপনি
 বিষ্ণুরূপী, আপনি ব্রহ্মরূপী, আপনাকে নম-
 স্কার। আপনি সর্কীতেজোময় আপনাকে
 নমস্কার। হে কেশ্বরকুণ্ডলভূষিত পদ্ম-
 নাভ! আপনাকে নমস্কার, হে নিখিল
 সুষ্প ব্যক্তির জাগরণকারিন! আপনাকে
 নমস্কার। হে সত্যাদেব। আপনি সূকৃত
 ক্রুত সমস্ত বিষয়ের সর্কদা সাক্ষী, আপ-
 নাকে নমস্কার। হে ভাস্কর! আপনি
 আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে দিবা-
 কর! আপনাকে নমস্কার; হে প্রভা-
 কর! আপনাকে নমস্কার।" এষ্টরূপে
 সূর্য্যাদেবকে নমস্কার ও সাত বার প্রদক্ষিণ
 করিয়া ব্রাহ্মণ গো ও কাঞ্চন স্পর্শপূর্কক
 নিজগৃহে গমন করিবে। গৃহে গিয়া
 আশ্রমস্থ দেবতাদিগকে পূজা ও প্রতিমা
 পূজা করিবে। রাজন! প্রথমতঃ স্নান
 করিয়াই ভক্তিপূর্কক শ্রীগোবিন্দের পূজা
 করিয়া গৃহে গিয়া আবার সংযতচিত্তে ভক্তি-
 পূর্কক যথাবিধানে পূজা করিবে। বিশেষতঃ
 বে ব্যক্তি বৈশাখমাসে মধুসূদনের পূজা করে;
 সে সংবৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার পূজার বে কল,

কেশবশ্রীতয়ে কুর্ধ্যাৎ কেশবব্রতসঞ্চয়ম্ ॥৫৫
 দদ্যাদনেকদানানি ত্রিলাজ্যপ্রভৃতীনি চ ।
 জন্মকোটিসমুত্ত্ব-পাতকাস্তকরণি চ ॥৫৬
 জলারশর্করাধেহ্ন তিলধেহ্নমুখানি চ ।
 বিস্তশাঠ,বিবর্জ্যানি দানানীপ্তিতসিদ্ধয়ে ॥৫৭
 বৈশাখং সকলং মাসং নিত্য্যায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ
 জপন হবিষ্যং ভুজানং সর্কপাশৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
 একভুক্তমথো নক্তমযাচিতমতন্ত্রিতঃ ।
 মাধবে মাসি যঃ কুর্ধ্যাৎ স লভেৎ সর্ক-
 মৌপিতম্ ॥৫৯

বৈশাখে বিধিবৎ স্নান-ধর্ম্মং নহ্যদকে বহিঃ ।
 হবিষ্যং ব্রহ্মর্ধ্যঞ্চ ভূষয়া নিঃসহিতঃ ॥ ৫০
 ব্রতং দানং জপো হোমো মধুসূদনপূজনম্ ।
 অপি জন্মসহস্রোথং পাপং হরতি দারুণম্ ॥ ৫১
 যৈথৈব মাধবো ধাতো বিনাশয়তি কাঁষয়ম্ ।

তাহা প্রাপ্ত হয়। নিখিল সংকর্ম্মের সাক্ষী
 অর্থাৎ একমাত্র আধার সৌর বৈশাখমাস
 উপস্থিত হইলে কেশবের শ্রীতির জন্ত কেশ-
 বের পূজারূপ ব্রতসঞ্চয় করিবে। বিষ্ণুর
 উদ্দেশে তিল ঘৃতপ্রভৃতি প্রচুর দান করিবে।
 তাহাতে কোটি জন্মের সঞ্চিত পাতকসকল
 নষ্ট হইয়া যাইবে। অতীষ্ট সিদ্ধির নিয়ন্ত
 বিষ্ণুর উদ্দেশে অর্থসবে রূপণতা না করিয়া,
 অন্ন, জল, শর্করা, তিল, ধেনু প্রভৃতি দান
 করিবে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া সম্পূর্ণ বৈশাখ-
 মাস নিত্য্যমান ও হবিষ্যন্ন ভোজন করত
 বিষ্ণুমন্ত্রজপ ও পূজা করিলে সকল পাপ
 হইতে মুক্ত হয় ৩৬—৪৮। বৈশাখমাসে যে
 ব্যক্তি আলস্য পরিত্যাগপূর্কক বিষ্ণুর
 উদ্দেশে দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া একবার
 মাত্র সাতিকালে অযাচিত অন্ন ভোজন করে,
 সে সমুদয় অতীষ্ট লাভ করে। বৈশাখ-
 মাসে নদীসলিলে যথানিয়মে দুইবার স্নান
 এবং ভূষয়ায় শয়ন, বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্রত,
 দান, জপ, হোম ও বিষ্ণুর পূজা করত ব্রহ্ম-
 চর্য্য নিয়মে অবস্থান করিলে সহস্রজন্ম-
 সঞ্চিত ষোড়শতর পাপরাশি নষ্ট হইয়া যায়।

তথৈব মাধবে স্নানং নিয়মে ন বিনিশ্চিতম্ ॥ ৫২
 তৌর্থে চান্নদিনং স্নানং তিলৈশ্চ পিতৃতর্পণম্
 দানং ধর্মঘটাদীনাং মধুসুদনপূজনম্ ॥ ৫৩
 মাধবে মাসি কুব্ধীত মধুসুদনতৃষ্ণিদম্ ।
 তিলোদকসুবর্ণান্ন-শর্করাবরয়োহনীঃ ॥ ৫৪
 পানত্রাণাতপত্রাজং কুস্তান দদাদ্ধজ্ঞাত্ৰিসু ।
 ত্ৰিসঙ্ঘাৎ পূজয়েদৌশং ভক্ত্যা চ মধুসুদনম্ ।
 সাক্ষাৎসমলয়া লক্ষ্যা সমুপেতং সমাহিতঃ ॥ ৫৫
 সুবর্ণতলপাত্রেশ্চ ত্ৰাক্ষণান শক্তিতো বহুন ।
 তর্পয়েদুদ্ভপাত্রেষৌ ব্রহ্মহত্যং ব্যাপোহতি ॥ ৫৬
 বৈশাখে মাসি বৈ স্নাত্বা প্রাতর্নদ্যাং সমাহিতঃ
 পূজয়িত্বা হরিং ভক্ত্যা পুষ্পৈঃ কালোক্তবৈঃ
 কঠৈঃ ॥ ৫৭
 পূজয়েদ্ভ্রাক্ষণান্ শক্ত্যা পায়ণলাপবর্জিতঃ ।
 তর্পয়েৎস্নগোদানৈ রক্তটৌর্দ্যর্কনসঙ্করৈঃ ॥ ৫৮
 যশ্যপি নিঃস্রপুক্ণো মাধবে মাসি মাধবম্ ।
 পুষ্পার্চনবিধানেন পূজয়েদ্মধুসুদনম্ ॥ ৫৯

বিষ্ণুধ্যানে যেরূপ পাপনাশ হয়, বৈশাখ-
 মাসে যথানিয়মে স্নান করিলেও সেইরূপ
 পাপনাশ হইয়া থাকে। বৈশাখমাসে মধু-
 সুদনের স্ত্রীতিকামনার প্রত্যহ তীর্থনান,
 তিল দ্বারা পিতৃতর্পণ, ধর্মঘটাদিদান ও মধু-
 সুদনের পূজা করিবে; ত্ৰাক্ষণদিগকে তিল,
 সুবর্ণ, অন্ন, শর্করা, বস্ত্র, ধেনু, পাতুকা, ঙ্গত্র,
 শস্য ও কুস্ত দান করিবে এবং ত্ৰিসঙ্ঘ্যার
 একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্বক সাক্ষাৎ কমলা-
 সমন্বিত ঈশ্বর মধুসুদনের পূজা করিবে।
 বৈশাখমাসে সুবর্ণপাত্র তিলপূর্ণপাত্র বা দুগ্ধ-
 পূর্ণ পাত্র দান করিয়া বহুতর ত্ৰাক্ষণকে তৃপ্ত
 করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হয়।
 বৈশাখমাসে প্রাতঃকালে নদীতে স্নান
 করিয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্বক তৎকালোৎ-
 পন্ন পুষ্প ও ফলদ্বারা স্ত্রীহারির পূজা এবং
 যথাশক্তি বহুতর ধন, রত্ন, বস্তু, গো প্রভৃতি
 দান করিয়া ত্ৰাক্ষণদিগকে তৃপ্ত করিবে,
 পাষণ্ডিগের সহিত আলাপ করিবে না।
 যাহার কিছুই নাই, সেও বৈশাখমাসে কেবল

সর্বপাপবিনির্মুক্তো যাত্তি সৌহপি পরং পদম্
 আজ্যং বিত্তং তথা শক্ত্যা স্তোকং স্তোকং
 সমাচরেৎ ॥
 স জন্মশতসাহস্রং ন শোকফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৬১
 ন চ ব্যাধিভয়ং তস্ত ন দারিদ্ৰ্যং ন বন্ধনম্ ।
 স বিষ্ণুভক্তো জায়েত ধন্তো জন্মানি জন্মানি ৬২
 ষাবদ্যুগসহস্রাণি শতমষ্টোত্তরং ভবেৎ ।
 তাবৎস্বর্গে বসেদ্বীয়ো ভূপতিশ্চ পুনর্ভবেৎ ॥ ৬৩
 ভূপতির্বিবিধান ভোগান ভুক্তো চৈব যথাসুখম্
 মাধবস্ত প্রসাদেন মাধবে লীয়তে ততঃ ॥ ৬৪
 শৃগু রাজেন্দ্র বক্ষ্যামি সমাসামাধবার্চনম্ ।
 বৈদিকং তাত্ত্বিকঞ্চাপি মিশ্রকং পাপনাশনম্ ।
 অনন্তানন্তপায়স্তা নান্তঃ পূজাবিধেনূপ ।
 অথ সতৃক্ষিপ্য গোচ্যেত যথাবদমুপরিশঃ ॥ ৬৬

পুষ্প দ্বারা মধুসুদনের পূজা করিবে। তাহা
 হইলে সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত
 হইবে। ৪৯—৬০। যাহার যেমন শক্তি,
 সে সেইরূপ অর্থব্যয় করিয়া স্ত্রীহারির পূজা
 করিবে; স্ত্রীহারি তাঁহার পূজা করিবে।
 ভক্তিপূর্বক, যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়েও স্ত্রীহারির
 পূজা করিলে শতসহস্র জন্মের সঞ্চিত পাপ-
 দূর হইবে, কখন শোক-তাপ পাইতে হইবে
 না, তাহার শীড়া, দারিদ্ৰ্য বা বন্ধনভীতি
 কিছুই থাকিবে না, সে জন্মে জন্মে বিষ্ণুভক্ত
 হইয়া কৃতার্থ হইবে। সেই ধীরপ্রকৃতি
 বিষ্ণুভক্ত মানব অষ্টোত্তর শতসহস্র যুগ
 স্বর্গে বাস করিবার পর রাজা হইয়া জন্ম-
 গ্রহণ করিবে। রাজা হইয়া বিবিধ সুখভোগে
 কালযাপন করিয়া স্ত্রীহারির প্রসাদে অস্তে
 ঔহাতে গিয়া লীন হইবে। রাজেন্দ্র!
 এক্ষণে পাপনাশী বৈদিক তাত্ত্বিক ও মিশ্র
 বিষ্ণুপূজা সংক্ষেপে বলিব, শ্রবণ কর। হে
 নূপ! অনন্ত ও অপার মহিমাযুক্ত স্ত্রীহারির
 পূজাবিধিরও অন্ত নাই;—সম্পূর্ণ বলিয়া
 উঠা কঠিন, সুতরাং পূজার আয়ুর্পুঙ্কিক
 অল্পঠানপ্রণালী সংক্ষেপে তোমার নিকট
 কথিত হইতেছে। স্ত্রীহারির পূজাবিধি বিবিধ

বৈদিকস্তাস্ত্রিকো মিশ্রঃ ত্রিবিধোহপি যথঃ ।
 ত্রয়ণামুদিতৈশ্চৈব বিধিনা হরমর্চয়েৎ ॥ ৬৭
 বৈদিকো মিশ্রকো বাপি বিপ্রাদৌনামুদাহৃতঃ ।
 তাস্ত্রিকো বিষ্ণুভক্তস্ত শূদ্রস্থাপি প্রকীর্তিতঃ ॥
 যথা স্বনিগমেনোক্তঃ বিধিব্যঃ প্রাপ্য পুরুষঃ ।
 যজ্ঞেচ্চ ত্রিধিবদ্বিষ্ণুং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ৬৯
 অর্চয়েৎ স্বগুণে বায়ো স্বর্ঘ্যে স্বহৃদি বা দ্বিজৈ
 দ্রব্যোণ ভক্তিমুক্তোহর্চয়েৎ স্বগুরুং তদনুজ্ঞয়া ॥
 পূর্বং স্নানং প্রকুব্বীত যৌতনস্তোত্রসঙ্গত্বায়ৈ ।
 উত্তমোরপি চ স্নানং মজ্জৈমুদ্রংগ্রহণাদিনা ॥ ৭১
 সঙ্কোচ্যাপাসনকর্ম্মাণি বেদতজ্জোহিতানি চ ।
 পূজাস্তে কল্পয়েৎ সমাক্ সঙ্কল্পং কর্ম্মপাবনম্ ॥
 শৈলী ধাতুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী
 মনোময়ী মণিময়ী প্রক্তিমাষ্টবিধা মতা ॥ ৭৩
 চর্যচর্যেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ।

—বৈদিক, তাস্ত্রিক ও মিশ্র; এই ত্রিবিধ
 বিধানই ত্রিবিধে পূজা করা যাইতে
 পারে। তন্মধ্যে বৈদিক ও মিশ্রপূজা কেবল
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ জাতির
 জন্য বিহিত। তাস্ত্রিক পূজা বিষ্ণুভক্ত শূদ্রেও
 করিতে পারে। মানব ব্রহ্মর্ষ্য অবলম্বন-
 পূর্বক একাগ্রচিত্তে স্ব স্ব নিগমোক্ত বিধানে
 যথাবিধি ত্রিবিধ পূজা করিবে। প্রথমতঃ
 ভক্তপূর্বক গুরুপূজা করিয়া, গুরুর অনুমতি
 লইয়া স্বগুণে, অগ্নির উপরে, সূর্য্যের উপরে
 বা ব্রাহ্মণের উপরে উপচার দ্বারা ত্রিবিধ
 পূজা করিবে। ৬১—৭০। প্রথমতঃ দম্বুধাবন
 করিয়া শরীরশুদ্ধির নিমিত্ত স্নান করিবে,
 এই পূজাস্নানেও প্রাতঃস্নানবৎ স্নানমন্ত্র
 পাঠ এবং গায়ে মৃত্তিকালেপনাদি কর্তব্য।
 স্নানের পর বৈদিক ও তাস্ত্রিক দ্বিবিধ
 সঙ্কোচ্যাপাসন করিয়া পূজার প্রথমে পূজা
 কর্ম্মের সর্বাঙ্গ সম্পন্নতাকারক সঙ্কল্প করিবে।
 পূজার প্রতিমা পাবণময়, স্বর্ণাদি ধাতুময়,
 লৌহময়, লেপময়ী (আলিপনা দ্বারা আকৃত),
 আলেক্ষ্যময়, বালুকাময়, মণিময় ও মনোময়
 (মনঃকল্পিত) এই অষ্টবিধ। প্রতিমা আবার

উদাসীবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়্যং কেশবার্চনে ।
 অস্থিরায়্যং বিকল্পং স্তাৎ স্বগুণে তু ভবেদৃশ্যম্
 স্নাপনং স্ববিলেখায়ামস্তজ পরিমার্জনম্ ॥ ৭৫
 দ্রব্যোঃ প্রসিদ্ধৈর্দৈবার্চা প্রতিমাদিষমায়য়া ।
 ভক্তস্ত চ যথালকৈর্ভক্তিভাবেন চৈব হি ॥ ৭৬
 স্নানালঙ্করণক্ষেপ্তমর্চ্যায়ামেব ভূপতে ।
 স্ত্রীকমোপহৃতং শ্রেষ্ঠং কৃষ্ণভক্তেন বার্ধ্যাপি ॥ ৭৭
 গন্ধো ধূপং সূমনসো দৌপোহরাদ্যক কিং পুনঃ
 স্বেচঃ সমভূঃসস্তারঃ প্রাগ্ভূতৈঃ কল্পিতাসনঃ ।
 আসীনশ্চ হৃদ্যগুব্রোহা হর্চ্যায়ামথ সমুখঃ ॥

প্রতিষ্ঠিত ও অপ্রতিষ্ঠিত ভেদে দুই প্রকার।
 প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপ্রতিমা পূজার আবাহন
 (প্রাণপ্রতিষ্ঠা) ও বিসর্জন করিতে হয় না;
 অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার শক্ত্যনুসারে বিকল্প
 চলিতে পারে (আবাহন বিসর্জন করিতে
 হইবে, সামান্ত দশোপচারে পূজা করিলে
 আবাহন বিসর্জন না করিলেও চলে। কিন্তু
 স্বগুণে পূজা করিলে আবাহন বিসর্জনাদি
 করিতে হইবে)। আলেক্ষ্যময় প্রতিমা অর্থাৎ
 স্নান করাইলে যে প্রতিমা নষ্ট হইবার
 সম্ভাবনা তাহার স্নান করাইবে না, মাত্র
 মার্জনা করিবে; তাদৃশ প্রতিমা পূজার
 অঙ্গভূত স্নান দর্পণাদিতে করাইবে। ৭১—৭৫।
 প্রতিমাদির উপরে দেবপূজা অকপটচিত্তে
 প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপচার দ্রব্য দ্বারা করিতে
 হইবে। তবে ভক্ত ব্যক্তি ভক্তিভাবে যথা-
 লক্ষ্য দ্রব্যদ্বারাই পূজা করিতে পারে। হে
 ভূপতে! যে কোনরূপে পূজা করা হউক
 না কেন, স্নাপন এবং অভ্যঙ্গনাদি সকল
 পূজাতেই বিধেয়। তবে কৃষ্ণের উপরে
 একান্ত ভক্তিমানের কথা স্বতন্ত্র। সে অন্ধ-
 পূর্বক মাত্র বারি দিয়া পূজা করিলেও তাহাই
 অস্তুর পক্ষে বোধশোপচার। ভক্তিমানের
 কেবল জলদ্বারা পূজাই যথেষ্ট,—গন্ধ,
 পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দান, তাহার
 পক্ষে অতি বাহুল্য। প্রথমতঃ স্নানাদি দ্বারা
 শুষ্ক হইয়া আবশ্যিক দ্রব্যাদি আয়োজনপূর্বক

কৃতজ্ঞাসঃ কৃতজ্ঞাসাং হর্ষার্চাং পানিনা স্পৃশেৎ
 কলসং প্রোক্শীয়ক যথাবহুপসাদয়েৎ ।
 ভদ্রভির্দেবযজ্ঞনং দ্রব্যাপ্যাক্শানমেব চ ॥ ৮০
 প্রোক্শ্যপাত্রাণি ত্রীণ্যস্তিষ্ঠৈস্তৈর্জটৈযৈ ক সাদয়েৎ
 পাদ্যার্থ্যাচমনীয়ার্থে ত্রীণি পাত্রাণি দাপয়েৎ ॥
 দ্বতলীর্কা চ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ।
 পিণ্ডে বায়ুরিগং শুদ্ধে হুং পদ্মস্থাপয়ান্ বিতোঃ
 অধো জীবকলাং ধায়ন্নঃপাত্তে সিদ্ধভাবিতাম্
 ভবাঙ্কভূতয়া পিণ্ডব্যাপ্তে সম্পূজ্য তন্নয়ঃ ॥ ৮৩
 আবাহার্চাদিষু স্বাপ্য স্তস্তাক্শাং তাঃ

প্রপূজয়েৎ ।

পাদ্যার্থ্যান্নান্নার্হণাদীহু পচয়ান্ প্রকল্পয়েৎ ।
 ধর্মাদিভিত্তি নবতিঃ কল্পয়িত্বানসং হরেঃ ॥ ৮৪
 পদ্মযজ্ঞকলং তত্র কর্ণিকাকেসরোজ্জলম্ ।

উত্তরাস্ত হইয়া প্রতিমার সম্মুখে দর্ভময়
 আসনে উপবেশন করিবে। উপবেশন
 করিয়া (সাধারণ পূজাবৎ স্তম্ভবাচনাদি কর্ম
 সম্পন্ন করার পরে) আত্মশরীরে স্তাস
 করিয়া শ্রীহরির অঙ্গে কল্পস্পর্শপূর্বক স্তাস
 করত পূজা করিবে। যথাযোগ্য এক কলস
 জল এবং এ টী প্রোক্শীপাত্র সম্মুখে আনিয়া
 রাখিবে। সেই প্রোক্শীপাত্র জল দ্বারা
 দেবপূজার উপচারদ্রব্য ও আত্ম-প্রোক্শণ
 করিবে। পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দানের
 জন্ত তত্তৎ দ্রব্যপূর্ণ করিয়া তিনটি পাত্রসম্মুখে
 রাখিবে। প্রোক্শীপাত্রস্থ সলিলে সেই পাত্র-
 প্রোক্শণ করিয়া সেই পাত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য ও
 আচমনীয় দান করিবে। পূজাকালে গায়ত্রী-
 পাঠ পূর্বক মন্ত্র গৃহিত শিখা বন্ধন করিয়া শ্রী-
 হরির ধ্যান করিবে। ধ্যান করত নিজের
 হৃদয়পদ্মস্থিত শ্রীহরির সূক্ষ্ম জীবাংশ অগ্নি
 বায়ুশোধিত সেই প্রতিমায় স্থাপনপূর্বক
 সেই প্রতিমাস্থিত দেবতা-চৈতন্যের সহিত
 আত্মার অভেদ জ্ঞান করিয়া আবাহন করত
 তন্নয় হইয়া পূজা করিবে। সেই প্রতিমাস্থিত
 জীবকলার আবাহনপূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য,
 নানজলাদি উপচার দানদ্বারা পূজা করিবে।

উভাত্যাং বেদতস্তাত্যাং হরেকৃত্তয়সিদ্ধয়ে ॥ ৮৫
 সূদর্শনং পাকজন্তং গদাসৌধহুর্জলান্ ।
 মুঘলং কোম্ভভং মালাং শ্রীবৎসকোপ পূজয়েৎ
 নন্দোপনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব হি ।
 বলং মহাবলকৈব মুকুন্দং কুমুদেক্ষণম্ ॥ ৮৭
 হুর্গাং বিনায়কং বাসং বিষক্‌সেনং শুক্ল
 সুরান্ ।
 স্বঘনানেঘতিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্শাদিভিঃ ।
 চন্দনশৌর্যকর্পূরকুম্ভমাণ্ডকবাসিভিঃ ।
 সলিলৈঃ স্নাপয়েন্নৈর্জৈর্নৃত্যাদা বিত্তবে সতি ॥ ৮৯
 স্বর্ণধর্ম্মীম্ববাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া ।
 পৌক্শেণোপাণি স্ক্লেম সামনীরাজনাদিভিঃ ॥ ৯০
 বস্ত্রোপবৌতভরণ স্রগুগন্ধাদ্যম্বলেপটৈঃ ।
 অলঙ্করীভ স প্রেমাযুতক্লে যথোচিতম্ ॥ ৯১
 পাদ্যমাচমনীয়ক গন্ধং সূমনসে হক্‌তান্ ।

ধর্ম্মাদি নয়টি দ্বারা শ্রীহরির আসন বন্ধনা
 করিয়া ততপরি কর্ণিকা কেশরযুক্ত একটী
 অষ্টদল পদ্ম বিস্তাসপূর্বক বেদোক্ত
 তন্ত্রোক্ত দ্বিবিধ কললাভের নিমিত্ত দ্বিবিধ
 উপায়ে শ্রীহরির পূজা করিবে। অন-
 ত্তর সূদর্শন-চক্র, পাকজন্ত, শঙ্খ, গদা,
 খড়্গ, বাণ, ধনু, লাজল, মুঘল, কোম্ভভ,
 বনমালা, ও শ্রীবৎসচৈতন্যের পূজা করিবে।
 সম্মুখে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত নন্দ, উপ-
 নন্দ, গরুড়, প্রচণ্ড, চণ্ড, বল, মহা-
 বল, মুকুন্দ, কুমুদেক্ষণ, হুর্গা, গণেশ,
 বাস, বিষক্‌সেন গুরু ও অন্তান্ত দেবতা-
 দিগকে প্রোক্শাদি পূর্বক পূজা করিবে।
 বিভিন্ন থাকিলে, প্রতিদিনই চন্দন, উশীর,
 কর্পূর, কুম্ভমাণ্ডক দ্বারা স্নানসিদ্ধি জলে মন্ত্র
 পাঠপূর্বক শ্রীহরিকে স্নান করাইবে। স্বর্ণধর্ম্ম
 মন্ত্র, মহাপুরুষ মন্ত্র ও পুরুষযুক্ত মন্ত্র পাঠ
 সামগান ও নীরাজনাদি দ্বারা শ্রীহরির পূজা
 করিবে। বিষ্ণুভক্ত মানব প্রেমভরে যথা-
 যোগ্য বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত অভরণ মালা ও
 গন্ধাদি অম্বলেপন দ্রব্য দ্বারা শ্রীহরিকে অল-
 কৃত করিবে। ১৭ ২১। পূজক, ব্রহ্মপূর্বক শ্রী-

গন্ধধূপোপহার্যাংশ দদ্যাদ্বে শ্রদ্ধার্থকঃ ॥২
 তুপায়সসপীংবি শঙ্কুলাপুণ্যমোদকান্ ।
 নৈবেদ্যং দধিধুন্ধানি নৈকসংক্রান্তি কল্পয়েৎ ॥
 অত্যক্রোদ্ধর্দিনাধর্ষ দন্তধাবান্তিবেচনম্ ।
 অন্নাদ্যং নৃত্যগীতাং পর্কণ্যপ্যবহং নৃপ ॥ ১৪
 বিধিনা বিহিত্তে কুণ্ডে মেখলাবর্তবেদিত্তিঃ ।
 অগ্নিমাধায় পরিভঃ সমুহেৎ পানিনোদকম্ ॥২৫
 পরিভৌধ্যাথ পর্গ্যাক্য দবেধ্যাক যথাবিধি ।
 প্রোক্ষণ্যাসাদ্য জব্যাপি প্রোক্ষ্যায়াব্যাজ্য-
 সেচনম্ ॥ ২৬

তপ্তজ্বালনপ্রথ্যাং শঙ্খক্রগদাযুজৈঃ ।
 লনচ্চতুর্ভুজং শঙ্খং পদ্মাকঙ্কবাসসম্ ॥ ২৫
 ক্ষুরংকিরীটকটক-কটিস্বত্রাস্থলীয়কম্ ।

হরিকে পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, আতপ-
 ত্তুল, গন্ধ, ধূপ ও অস্ত্রাশ্র উপচার প্রদান
 করিবে। শুভ্র, পায়স, ঘৃত, শঙ্কু (কর্ণা-
 কৃতি পিষ্টক বিশেষ) অপূপ,মোদক, নৈবেদ্য,
 দধি ধুন্ধ প্রভৃতি প্রচুর আহাৰ্য্য ঐহরিকে
 নিবেদন করিয়া দিবে। হে নৃপ ! প্রতি
 পর্কণ্যদিবসে এইরূপে স্নানজল, দন্তধাবন
 কাঠ ও দর্পণ দানপূর্বক ঐহরিকে স্নান ও
 পূজা করিয়া অন্নাদি দান করিবে, এবং
 নৃত্যগীতাং আমোদ করিবে। পূজা করিয়া
 ঐহরির উদ্দেশে হোম করিবে; যথাবিধানে
 কুণ্ড নির্মাণ করিয়া, তাহার চতুঃপার্শ্বে মেখলা
 বেদি প্রভৃতি রচনা করিয়া তদুপরি বহি-
 স্থাপন করিবে। করস্থ সলিলধারা যথা-
 বিধানে সেই স্থাপিত অগ্নির সমুহন কুশধারা
 আস্তরণ ও পশুযজ্ঞ করিয়া যথাবিধি
 ইথাধান (কাঠ প্রদান) করিবে। প্রোক্ষণী
 পাত্রে আবঞ্জকীয় জব্যাদি সংগ্রহ করিয়া
 প্রোক্ষণপূর্বক অগ্নিতে আজ্যাসেক করিবে।
 অগ্নিমধ্যে ঐবিষ্ণুর ধ্যান কারবে; মনে মনে
 চিন্তা করিবে, অগ্নিমধ্যে তপ্তধ্বর্ণের স্তায়
 কান্তিমান . শঙ্খংক্রগদাপদ্মধারা চতুর্কীছ
 বকে ঐবৎসলাঙ্ঘিত ভগবান ঐহরি বিরাজ
 করিতেছেন, ঐধার পরিধানে পদ্মকঙ্কবৎ

ঐবৎসকং ভ্রাজৎকোত্ততং বনমাগিনম্ ॥২৮
 ধ্যাগ্নরর্চ্য দারুণি হবিষা সযুতানি চ ।
 প্রাস্ত্রাজ্যভাগাবার্যো দদ্যা ভাজ্যপুতং হবিঃ
 অভ্যর্চ্য্যাথ নমস্তুভ্য পার্শ্বেদেভ্যো বলিং হয়েৎ ॥
 মুখবাসক সুরতিং তাবুলক উপাহয়েৎ ॥১০০
 উপযোগঃ গুণসিত্যং কৰ্ম্মণ্যভিরবাক্টরৈঃ ।
 সৎকথাং শ্রাবয়ন্ শ্বশন মুহূর্ত্তঃ ক্ষণিকো ভবেৎ ॥
 স্তবৈকচ্চাবঠেঃ স্তোত্রৈঃ পোর্যঠৈঃ প্রাক্টৈরপি
 ভদ্রা প্রসীদ ভগবসিত্যং বন্দেত দণ্ডবৎ ॥১০২
 শিরস্তংপাদয়োঃ কৃৎবা বাহুভ্যাঞ্চ পরম্পরম্ ।
 প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহাৰ্ণবাৎ ॥
 ইতি শেবাং হরর্দন্তাং শিরস্তাধায় সাদরম্ ।
 উদ্বাসয়েচ্চেতুর্দ্বাশ্চ জ্যোতির্জ্যোতিষি চাক্ষুঃ
 অর্চাদিযু পদং যত্র শ্রদ্ধাবাস্ত্রজ চার্চয়েৎ ॥

পীতবাস, মস্তকে কিরীট, হস্তে বলয়, অঙ্গু-
 লীতে অঙ্গুরীয়ক, কটীতে কটীস্বত্র, গলে
 বনমালা। এইরূপে ঐহরিকে ধ্যান করিয়া
 হবির্দারা স্তোত্র জলস্ত কাঠের পূজা করত
 আঘার আজ্যভাগ প্রদানপূর্বক পূজা ও নম-
 স্কার করিয়া পার্শ্বদ্বর্গকে পূজোপহার দিবে।
 পরে ঐহরির উদ্দেশে মুখসৌভকর
 দ্রব্য ও সুগন্ধি তাবুল প্রদান করিবে।
 প্রতিদিন এইরূপে ঐহরির পূজা ও পূজার
 উপযোগিতা প্রদর্শন ও স্তব পাঠ করিবে;
 সৎকথা শ্রবণ করিবে ও অপন্নকে শ্রবণ
 করাইবে। এইরূপে মুহূর্ত্তকাল উৎসবময়
 হইয়া থাকিবে। বহুবিধ পৌরাণিক এবং
 লৌকিক স্তোত্র দ্বারা ঐহরিকে স্তব করিয়া
 “হে ভগবন ! নিত্য প্রসন্ন হউন” এই বলিয়া
 দণ্ডবৎ হই। প্রণাম করিবে। ঐহরির
 পদদ্বয়ে মস্তক লয় করিয়া বাহুযুগল দ্বারা
 সেই পদদ্বয় ধারণপূর্বক “হে ঐশ্বর ! আমি
 শরণাগত—বিপন্ন; আমাকে মৃত্যুযজ্ঞরূপ
 দুস্তর সাগর হইতে রক্ষা করুন” এই বলিয়া
 ঐহরির পদপুষ্প সাদরে মস্তকে ধারণ
 করিবে; এবং বিসর্জনীয় হইলে সেই প্রতি-
 মার তেজোমূর্ত্তি আত্মতেজে বিসর্জিত

ସର୍ବଭୂତେଷାଂ ଚିତ୍ତମ୍ ୫ ସର୍ବାନ୍ତାନମସ୍ୟାସ୍ତିତମ୍ ॥ ୧୦୧ ॥
 ଏବଂ କ୍ରିୟାସୋଗପଥେ: ମୁମାନୁ ବୈଦିକତାଦ୍ୱିକୈ:
 ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱ ସତ: ସିଦ୍ଧିଃ ହରେକ୍ଷିନ୍ଦ୍ରତ୍ୟାତ୍ମୀପିତାମ୍
 ବିସ୍ତୃତ୍ତାଂ ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟା ସନ୍ନିବନ୍ଧଃ କାରୟେଦ୍ୱିତମ୍ ।
 ପୁଷ୍ପୋଦ୍ୟାନାନି ସମ୍ୟାପି ପୂଜାକର୍ତ୍ତ୍ତ୍ୱୋପସିଦ୍ଧୟେ ॥
 ପୂଜାଦୀନାଂ ଶ୍ରବାହାର୍ଥଂ ମହାପର୍କ୍ଷନ୍ଧଧାରଣମ୍ ।
 କ୍ଷେତ୍ରାପନପୁରଂଗ୍ରାମାନୁ ଦକ୍ଷା ସାୟୁଜ୍ୟତାମିୟାଂ ॥ ୧୦୮ ॥
 ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟା ସାର୍ବଭୌମଂ ସନ୍ନୟା ଭୁବନଦ୍ରୟମ୍ ।
 ପୂଜାଦିନା ବ୍ରହ୍ମଲୋକଂ ତ୍ରିଷ୍ଟୁତଂ ସାମ୍ୟତାମିୟାଂ
 ନାଶ୍ଚମେଧେନ ସଞ୍ଜେନ ଭକ୍ତିସୋଗନ୍ତୁ ବିନ୍ଦତି ।
 ଭକ୍ତିସୋଗଂ ସ ଲଭତ ଏବଂ ସଃ ପୂଜୟେଦ୍ୱରିମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ଲୀନ କାରବେ । ୧୨—୧୦୮ । ସର୍ବାନ୍ତ-
 ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଭୂତେ ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମାର
 ଅବସ୍ଥିତ ; ଅତ୍ତଏବ ଶକ୍ତାନ୍ତୁ ହୈମା, ଯେଥାନେ
 ଇଚ୍ଛା ସେହିଥାନେହି ତାହାକେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରା
 ଯାଏ ; କାରଣ ମାନବ ଏହିରୂପେ ସେ କୋନ
 ହାନେହି ବୈଦିକ ତାଦ୍ୱିକ ବିଧିନେ (ଭକ୍ତି-
 ପୂର୍ବକ) ଶ୍ରୀହରିର ପୂଜା କରିଲେ ଶକ୍ତି
 ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରନ୍ତା ଥାକେ । ସୁଦୃଢ଼ ମନ୍ଦିର
 ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା-
 ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିବେ । ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧିର
 ନିମନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ପାଖେ ସମ୍ୟାପି ପୁଷ୍ପୋ-
 ଦ୍ୟାନ କରିବା ରାଧିବେ । ପ୍ରତିପର୍ବେ ମହା-
 ସମାରୋହେ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହାତେ ଶ୍ରୀ-
 ହରିର ପୂଜା ନିକ୍ଷିପ୍ତେ ଶ୍ରେୟସ୍ତତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପନ୍ନ
 ହୈତେ ପାରେ ; ଏହିରୂପ ଡାବେ, ଶ୍ରୀହରିର
 ଉଦ୍ଦେଶେ କ୍ଷେତ୍ର, ବିପଣୀ, ନଗର, ଏବଂ ଗ୍ରାମ
 ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତତ୍ସମୁଦୟ ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି
 କରିବା ଦିଲେ ଅକ୍ଷେ ବିଷ୍ଣୁସାୟୁଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈବେ ।
 ବିଷ୍ଣୁପ୍ରତିମା-ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ ସାର୍ବଭୌମପଦ, ମନ୍ଦିର-
 ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ ତ୍ରିଲୋକୋର ଆଧିପତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି, ସେହି
 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରାତ୍ୟାହିକ ପୂଜାୟ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ
 ଗମନ ଏବଂ ଉକ୍ତ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ
 ବିଷ୍ଣୁର ସାମ୍ୟ ଲାଭ ହୈମା ଥାକେ । ଅନ୍ତମେଧ
 ସଞ୍ଜେ ଭକ୍ତିସୋଗ ଲାଭ କରା ଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ
 ଶ୍ରୀହରିର ପୂଜାୟ ଭକ୍ତିସୋଗଲାଭ ହୈମା ଥାକେ ।

ସଂକ୍ରମ୍ୟ ପ୍ରାଣିମାତୃଧୂଳିଧବଳଂ ତଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ତଦ୍ଦକ୍ଷୁତ୍ତଂ,
 ନେତ୍ରେ ଚେତନସୋକ୍ଷିତ୍ତେ ସୁକଚିତ୍ରେ ଶାନ୍ତ୍ୟାଃ
 ହରିଦ୍ ଶୁଭ୍ରତେ ।
 ମା ବୁଦ୍ଧିକ୍ଷିମଲେନୁଧୁଧବଳା ଯା ଯାଧବବ୍ୟାପିନୀ
 ମା ଜିହ୍ୱା ସୁହୃତାସିନୀ ନୁପୟୁର୍ଦ୍ଧା ଶୈଳି
 ନାରାୟଣମ୍ ॥ ୧୧୧ ॥
 ମୂଳମନ୍ତ୍ରୋପ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ହ୍ରୀଶୂଦ୍ରେରାପି ପୂଜନମ୍ ।
 ଶକ୍ତ୍ୟା ଶୁକ୍ରମାର୍ଗେଣ ତଥାତ୍ତ୍ୱରାପି ବୈକଟ୍ୟେ: ॥ ୧୧୨ ॥
 ଏତନ୍ତେ ସର୍ବମାଧ୍ୟାତଂ ପାବନଂ ଯାଧବାର୍ଚ୍ଚନମ୍ ।
 ବିଶେଷାନ୍ନାଧବେ ମାସି ହ୍ୱମେତଂ କୁକ ଭୂପତେ ।
 ସୂତ ଉବାଚ ।

ଇତ୍ୟେବାଦିଞ୍ଚ ମୁନିର୍ନରେନ୍ଦ୍ର-
 ମାମନ୍ତ୍ୟ ତଂ ମନ୍ତ୍ରବିଦଂ ସତ୍ତାଧ୍ୟାମ୍ ।
 ସ୍ନାତୁଂ ସୟୋ ଯାଧବମାସି ଗଙ୍ଗା-
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟାର୍ଚ୍ଚିତନ୍ତେନ ନୁପେଣ ବିପ୍ରଃ ॥ ୧୧୪ ॥
 ବିଧିଂ ସ ରାଜାପି ତଥା ଚକାର
 ବୈଶାଖମାସନ୍ତ ମୁନିପ୍ରଣୀତମ୍ ।

ସେ ଗୃହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଣାମକାଳୀନ ଉଦ୍ଧିତ ଧୂଳି-
 ଜାଲେ ଧବାଳତ୍ତ ହୟ, ସେହି ଗୃହହି ଶୁଭ ;
 ସେ ନେତ୍ରସୁଗଲେ ଶ୍ରୀହରିର ଦର୍ଶନଲାଭ ହୟ, ସେହି
 ନେତ୍ରସୁଗଲହି ଅତିସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାହାରହି ତପୋ-
 ବଳ ସମଧିକ ; ନିକ୍ତଳକ୍ତ ଶଶଧର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧୁଲ
 ଶକ୍ତ୍ୟର ଶ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଧୁଲା ସେ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରୀମାଧବେ ସଦା
 ଆସକ୍ତ, ତାହାହି ବୁଦ୍ଧି ; ହେ ନୁପ ! ସେ ଜିହ୍ୱା
 ସର୍ବଦା ନାରାୟଣେର ଶ୍ରବ କରେ, ସେହି ଜିହ୍ୱାହି
 ସୁଧରଜାସିନୀ । ହ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ର ଓ ଅପରାପର
 ବୈକଟ୍ୟଗଣ ଶୁକ୍ରପାଦିଷ୍ଠ ବିଧାନେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର
 ଘାସା ଶକ୍ତାପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀହରିକେ ପୂଜା କରିବେ ।
 ହେ ଭୂପତେ ! ଏହି ଆମି ତୋମାକେ ପାବତ୍ତ
 ବିଷ୍ଣୁପୂଜାର ବିଷୟ ସମକ୍ତ ବାଜିଲାମ, ତୁମ
 ବିଶେଷତ୍ତ; ବୈଶାଖ ମାସେ ଏହି ବିଷ୍ଣୁପୂଜା
 କର । ସୂତ କହିଲେନ,—ମୁନିବର ନାରାୟଣ,
 ସେହି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଶ୍ରୀଧ୍ୟାନହ ଆତ୍ମୀନ ନରପତିକେ
 ଏହିରୂପ ଉପଦେଶ ଦିଆ, ସେହି ରାଜପ୍ରସନ୍ତ ପୂଜା
 ଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀହାର ନିକଟ ବିଦାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈମା
 ବୈଶାଖ ମାସେ ଗଙ୍ଗାନ୍ତାନ କରିତେ ଗମନ କରି-

পত্ন্যা সমং পুণ্যবিয়া তমেব
স চিন্তয় লোকপবিত্রকীর্তিঃ ॥১১৫
ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাশ্বায়
সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

স্বত স্বত মহাপ্রাজ্ঞ সমাঃ সজীব শাশ্বতীঃ ।
বদ্ববয়ং পুণ্যসময়ং আবিভা জগতো হিতম্ ॥১
বদ ভূয়োহপি ভূয়িষ্ঠং পিবামস্তাবকং বচঃ ।
পায়ং পায়ং ন তপ্যামো বয়ং স্বত তদ্ব্রতমম্ ॥২
স্বত উবাচ ।

অত্রাপ্যদাহরস্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
সংবাদমালিলোকস্ত জগতাং জগদীশিতুঃ ॥ ৩
ষট্শতশ্রীণি চোক্ত্বায়ৈ বিস্তারৈ চ পুনশ্চয়ম্ ।

লেন । সেই-পবিত্রকীর্তি রাজাও নারদোক্ত
সেই সেই বৈশাখকৃত্য অতিপুণ্যকর
মনে করিয়া পত্নীর সহিত তাহার অমুঠান
করিলেন । ১০৫—১১৫ ।

সপ্তপঞ্চশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্বত! হে মহা-
পণ্ডিত স্বত! আপনি জগতের হিতকর
পবিত্র আচার শ্রবণ করাইয়া জগতের বড়ট
উপকার করিলেন;—আপনি চিরজীবী
হউন । আপনি আবার উপদেশামৃত দান
করুন; আমরা আপনার বচনামৃত পর্যাণ্ড-
রূপে পান করি । হে স্বত! আপনার এই
উৎকম বাক্যামৃত পুনঃপুনঃ পান করিয়াও
আমাদের পরিতৃপ্তি হইতেছে না । স্বত
কহিলেন,—এ বিষয়ে জগতের আদি পুরুষ
জগদীশ্বরের এক পুরাতন উপাখ্যান কীর্তিত
হইয়া থাকে । আপনারদের নিকটে তাহা বলি-

এবং যুগসংক্রান্তি বোজনানাং বিধায় চ ॥
বাময়া দংষ্ট্রয়োদগৃহ্য চোক্ত্বাসৌ বসুধরা ।
দিব্যং বর্ষসংক্রমঃ বৈ দংষ্ট্রয়া ধারিতা মহী ॥৫
ধর্ম্মাখ্যানপ্রসঙ্গেন সোবাচ বিনয়ান্বিতম্ ॥ ৬
ধরোবাচ ।

এতে দ্বাদশ মাসা বৈ ষট্টিদিনশতজয়ম্ ।
ভেবাঃ কিমুক্তমং পুণ্যং শ্রিয়ঞ্চ তব কেশব ॥৭
পবিত্রঃ কার্ত্তিকো মাসস্তলাসংস্বে দিবাকরে ।
মেঘস্বে মাঘবো মাসো ভাকরে পঠ্যাতে বৃধেঃ
মার্গশীর্ষোহপি মাসানাং পাবনঃ পরিকীর্তিতঃ
এবং মাসাঃ পবিত্রান্তে বাসরাঃ কেহপি
কীর্তিতা ।

যুগাদয়ে যুগান্তান্ত তথা কল্পাদয়ঃ পরে ॥ ৯
সর্কোভ্যোহুপাধিকং মাসমেতেভ্যো
দেব পাবনম্ ॥
সর্ব্বমজময়ং শ্রীমন্মেকং নিশ্চিত্য মে বদ ॥ ১১

তেছি । আদিদেব তগবান্ বিষ্ণু ষট্-
সংক্রম বোজন উক্ত এবং ত্রিসংক্রম বোজন
বিদ্বত এই পৃথিবী নির্মাণ করিয়া ইহার
সংক্রম যুগব্যাপী অস্তিত্ব নির্ধারণ করেন ।
তিনি প্রলয়জলধিমায়া বসুধরাকে বরাহরূপ
ধারণপূর্ব্বক বামদন্তধারা উদ্ধার করিয়া দিব্য
সংক্রম বৎসর সেই দশে ধারণ করিয়াছিলেন;
সেই ১ময়ে বসুধরার দেবী ধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে
বিনীতভাবে প্রকৃত্তকে বলিয়াছিলেন । পৃথিবী
কহিয়াছিলেন,—হে কেশব! এই যে তিনশত
ষাট দিনে দ্বাদশ মাস, ইহার মধ্যে কোন
মাস বা দিন উত্তম পুণ্যপ্রদ এবং আপনার
শ্রিয়? তুমিরাছি সৃষ্টির জুলায়শিশুসংক্রমে
যে কার্ত্তিক মাস এবং মেঘরাশিসংক্রমে যে
বৈশাখ মাস, তাহা পবিত্র বলিয়া কথিত ।
এইরূপ অগ্রহারণ মাসও পবিত্র বলিয়া
কীর্তিত । এইরূপ কতকগুলি মাস ও
কতকগুলি দিন পবিত্র বলিয়া উল্লিখিত
হইয়াছে! যুগাদ্যা তিথি, যুগান্ততিথি এবং
কল্পাদ্যা তিথিও পবিত্র বলিয়া অভিহিত
হইয়া থাকে । হে শ্রীমন্ দেব! কোন

শ্রীবরাহ উবাচ।

বিধিনাবিধিনা চৈবে যে যজন্তি নরা ধরে।
মাধবে মাসি মাং তক্ত্যা তৈস্ত পূজ্যো-
হস্ম্যহং সদা। ১২
হিরণ্যাক্ষো বরারোহে মাধবে তু মধুহঁতঃ।
আদিদৈত্যাবৃত্তাবেতো হস্তা স্বং তু সমুজ্জতা।
জেতাযুগে জয়ীধর্ম্মো জ্ঞানবর্ণব্যবস্থিতঃ।
মাধবে মাসি সজ্জতা তস্ম্যগ্নে মাধবঃ প্রিয়ঃ। ১৪
তৃতীয়ায়ং মাধবে তু যুগং ত্রেতাভিধং সিতে
প্রবৃত্তশ্চ জয়ীধর্ম্মঃ পবিত্রস্তেন কৌর্ভিতঃ। ১৫
অক্ষয়া সোচ্যতে লোকে তৃতীয়া হরিবল্লভা
স্মানে দানেহর্চনে শ্রাদ্ধে জপে পূর্ব্বজতর্পণে
যেহর্চয়ন্তি চ বৈ বিষ্ণুং শ্রাদ্ধং কূর্কন্তি যত্নতঃ
তেষাং দদাম্যহং সর্ব্বং যন্ননোহভীষ্টমুত্তমম্।

মাস ও তিথ্যাদি সকল অপেক্ষা অধিক
পুণ্যপ্রদ এবং সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপ, তাহা আমাকে
ছিন্ন করিয়া বলুন। ১—১১। শ্রীবরাহদেব
কহিলেন,—হে পৃথি! যাহারা বৈশাখমাসে
যথাবিধানে বা অবিধানে ভক্তিপূর্ব্বক
আমাকে পূজা করে; তাহারা আমার
নিত্যপূজার ফল প্রাপ্ত হয়। হে বরা-
রোহে! আমি বৈশাখমাসে আদিদৈত্য
হিরণ্যাক্ষ ও মধুকে বধ করিয়া তোমাকে
উদ্ধার করিয়াছি। ত্রেতাযুগের জয়ী ধর্ম্ম-
স্থাপন; জ্ঞান প্রচার এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-
ব্যবস্থাপন এই বৈশাখ মাসেই হইয়া-
ছিল। এই বৈশাখমাস আমার বড়ই
প্রিয়। বৈশাখমাসের গুরুপক্ষীয় তৃতীয়ায়
জেতাযুগের আরম্ভ এবং জয়ীধর্ম্মের প্রচার
হওয়ায় বৈশাখ মাস পবিত্র বলিয়া কৌর্ভিত;
এবং সেই তৃতীয়া তিথিও লোকে অক্ষয়া
ও বিষ্ণুর প্রিয়া বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।
ঐ তিথিতে স্নান, দান, পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ,
দেবপূজা ও জপে অক্ষয় ফল হইয়া
থাকে। ঐ তিথিতে যাহারা ভক্তি-
পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা ও পিতৃশ্রাদ্ধ করে,
আমি তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার উত্তম মনো-

যে দদত্যপি দানানি ধন্তান্তে ধার্ম্মিকা নরাঃ।
যে যজন্তি হরিন্ নিত্যমধর্করৈর্কিবিধৈধরপি।
মাধবে যজতে যো মাং তেভ্যস্তস্মাদধিকং ফলম্
স্নানং দানং জপো হোমস্তপো যজ্ঞাদিকং ব্রতম্
বৈশাখে যৎকৃতং দেবি তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
মবস্তরাণাং কোটীশ্চ দশ পঞ্চ চ সপ্ত চ।
মৎসান্নিধ্যগতাংস্তে বৈ তিষ্ঠন্তি ভয়বর্জ্জিতাঃ।
যদ্যপি স্যুগ্রহাঃ সর্ক্রে জুরা জন্মব্যয়াষ্টকাঃ।
প্রাতঃস্নানেন বৈশাখে সর্ক্রে সৌম্যা ভবন্তি বৈ
বৈশাখে মাসি যো বিপ্রান্ ভোজয়েন্ত্যক্তিতং-
পরঃ।
সিক্ধে সিক্ধে ভবেতৃপ্তিঃ পিতৃণাং যুগসম্ব্যয়া
যচ্ছন্তি তত্র মধুরাধিকভোজনানি
বিপ্রেসু বৈ যবতিলোলদকভোজনাশ্চ।
ছত্রাশ্রয়ণ পদরক্ষণভূষণানি
ধন্তান্ত এষ পরিতোষকরা হি বিষ্ণোঃ। ১৪

রূথ পূর্ণ করি। যাহারা ঐ অক্ষয়া তৃতীয়ায়
দান করে, তাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা কৃতার্থ
হয়। প্রতিদিন বিবিধ যজ্ঞরূপ মহাসমারোহে
আমার পূজা করিলে যে ফল, একমাত্র
বৈশাখ মাসে আমাকে পূজা করিলে তদ-
পেক্ষা অধিক ফল হইয়া থাকে। হে দেবি!
বৈশাখ মাসে স্নান, দান, জপ, হোম, তপস্যা,
ও যজ্ঞাদি ব্রত যাহা করা হয়, তাহার পুণ্য-
ফল শ্রবণ কর। বৈশাখমাসে উক্ত কর্ম্মকারী
মানবগণ, আমার নিকটে আগমন করিয়া
স্বাভিংশ কোটি মনুষ্যের নির্ভয়ে অবস্থান
করে। বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান করিলে
নিখিল জুর-গ্রহ প্রতিকূল থাকিলেও কিছুই
অনিষ্ট করিতে পারে না; প্রত্যুত শুভ ফল
প্রদান করিয়া থাকে। বৈশাখমাসে যে
ব্যক্তি ব্রাহ্মণভোজন করায়, তাহার পিতৃগণ
প্রত্যেক অন্তের যত সংখ্যা তত যুগ তৃপ্তি-
লাভ করিয়া থাকে। যাহারা বৈশাখমাসে
ব্রাহ্মণদিগকে অতি মধুর খাদ্য দ্রব্য, যব,
তিল, জল, ছত্র, বস্ত্র, পাটুকা, ও ভূষণপ্রদান
করে, তাহারাষ্ট ধন্য, তাহারাষ্ট প্রকৃত

বিশেষবাদিহ দাতব্যান্তিলা মধুসমবিতা ।
ধর্ম্মায় বৃহতে দৌর্ধ ছরিতক্ষয়হেতবে ॥২৫
এবং কৃতেন যৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে মনুঃজ্ঞশ্চ

তৈঃ

তৎ কৈর্গণয়িত্বং শকাং বর্ষকোটিশটৈরপি ।
পুত্রপৌত্রাদিসম্পত্তিং দৌর্ধায়ুশ্চ যথেষ্টম্ ।
ইহাপ্রাপ্তি পরত্রাপি মামেব প্রতিপদ্যতে ॥ ২৭
যঃ পরিত্যজ্য বৈশাখ-ব্রতমস্তদুপাচরেৎ ।
স করস্বং মহারত্নং হিত্বা লোষ্ট্রং হি যাচতে ॥
সূত উবাচ ।

এবং স ভগবান পূর্বমাদিদেবোহবদদ্বিভুঃ ।
মাধবং মাসমুচ্ছ্র জগত্যাং জগতীধরঃ ॥ ২৯
কিমত্র বহনোক্তেন ন তদন্ত মহীশুরাঃ ।
ষদপ্রাপ্যং ভবেন্নাসি মাধবে মাধবার্চনাৎ ॥ ৩০
শুণু বপ্র পুরাব্রতমিহার্থে পরমাত্মতম্ ।
ব্রাহ্মণস্ত চ সংবাদং যমস্ত চ মহায়নঃ ॥ ৩১
মধ্যদেশে মহদগ্রামো ব্রাহ্মণানাং বভূব হ ।

বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ দৌর্ধ ছরিতক্ষয়, ও বিপুলধর্ম্ম-সঞ্চয়ের নিমিত্ত মধুসহ তিলদান অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ কার্য্য করিলে মনুস্যাগণ যে পুণ্য অর্জন করে, তাহা শতকোটি বৎসরেও গণিয়া উঠা যায় না। ইহাতে মানব ইহলোকে পুত্র-পৌত্রাদি সম্পদ, দৌর্ধজীবন, এবং অতীষ্ট বিষয় সকল লাভ করিয়া অস্তে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বৈশাখব্রত পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রত করে, সে করস্ব মহারত্ন ত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র যাচঞা করে। সূত কহিলেন,—ভূভারধারী সেই ভগবান প্রভু আদিদেব, বৈশাখমাস উদ্দেশ করিয়া পৃথিবীকে এই কথা বলিয়াছিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! অধিক আর কি বলিব, বৈশাখমাসে বিষ্ণুর পূজা করিলে কোন বিষয় হ্রাস্ত হয় না। হে ব্রাহ্মণগণ! এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ যমসংবাদরূপ অত্যাস্চর্য্য পুরা কাহিনী আপনাদের নিকটে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মধ্যদেশে গঙ্গা-যমুনার

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে যামুনস্ত গিরেররধঃ ॥ ৩২
বিদ্বাংসস্তত্র ভূমিষ্ঠা বিদ্বাংসস্ত্রাবংসস্তদা ।
অথ প্রাহ যমঃ কঞ্চিং পুরুষং কৃষ্ণপিত্তলম্ ॥ ৩৩
রক্তাক্ষমুর্দ্ধচিকুরং কাকজজ্বালনাসিকম্ ।
গচ্ছ ত্বং ভো মহদগ্রামঃ ততো ব্রাহ্মণমানয় ।
বসিষ্ঠগোত্রসম্ভূতং নামতো যজ্ঞদত্তকম্
শমে নিবষ্টিং বিদ্বাংসং যজ্ঞকর্ম্মবিশারদম্ ॥ ৩৫
ন চান্তমানয়েথাষং সগোত্রং তস্ত পার্থিতঃ ।
সংহিতাদিগুণস্তেন তুল্যোহধ্যয়নজ্ঞয়ন ॥ ৩৬
আকৃত্যা চ তথা চিহ্নেঃ সমস্তৈরেব সন্তমঃ ।
তমানয় যথোদ্দষ্টা পূজা কার্য্যা হি তস্ত মে ।
স গতা প্রতিকুলস্ত চকার যমশাসনম্ ।
তমেব চানয়ামাস প্রতিষন্ধো যমেন যঃ ॥ ৩৮
তস্মৈ যমঃ সমুখায় পূজাং কৃত্বা চ ধর্ম্মাবৎ ।
প্রোবাচ নীয়তামেষ সোহপাত্যা নীয়তামিত ॥

মধ্যভাগে যামুন পর্ব্বতের অধোভাগে মহদ-গ্রাম নামে এক গ্রাম ছিল; সেই গ্রামে বহুতর বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তৎকালে একদিন মহাত্মা যম, রক্তনেত্র উর্দ্ধকেশ কাকজজ্ব কুন্দনাসায়ুক্ত কৃষ্ণপিত্তল নামক কোন দৃতকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,— ওহে দৃত! তুমি মহদগ্রামে গমন কর; তথায় বসিষ্ঠগোত্রসম্ভূত শমশুণ্ডক যজ্ঞকর্ম্ম-বিশারদ যজ্ঞদত্ত নামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে আনয়ন কর; তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার বংশে উৎপন্ন আকারে গুণে ও বিদ্যায় তাঁহারই তুল্য আর একজন ব্রাহ্মণ আছেন, দেখিও যেন তাঁহাকে আন-য়ন করিও না, কেবল সেই যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণকেই আনিবে। আমি তাঁহাকে যথা-নিয়মে পূজা করিব। ২৪—৩৭। অন-ন্তর দৃত তথায় গিয়া তাঁহার আদেশের বিপরীত কার্য্য করিল, যম বাহাকে আনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, দৃত তাহাকেই আন-য়ন করিল। ধর্ম্মাবৎ যম গোত্রোথানপূর্ষক তাঁহাকে পূজা করিয়া দৃতকে আদেশ করি-লেন, ইহাকে লইয়া গিয়া যথাস্থানে রাখিয়া

স্বত উবাচ ।

এবমুক্তে তু বচনে ধর্ম্মরাজেন স দ্বিজঃ ।
উবাচ ধর্ম্মরাজং তং নির্ঝিরো গমনেন বৈ ॥ ৪
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কস্মাদহমিহানীতঃ কস্মাৎ শ্রেয়সে পুনঃ ।
গন্তঃ নৈবোৎসহে তত্র মর্ত্যলোকে পুনঃ
প্রভো ॥৪১

যম উবাচ ।

ইহ কৌণ্ডিন্যুবাঃ পুংসাং বাসঃ পুণ্যবতাং ভবেৎ
অয়ং যে ধর্ম্মরাজস্ত লোকে ধর্ম্মঃ প্রকীর্তিতঃ
সৌখ্যভূমিরিয়ং স্বর্গে ধর্ম্মরাজো মনোহরঃ ।
পুণ্যাপুণ্যাত্মসারেণ জন্মানং সুখদুঃখতঃ ॥৪৩
পাপিনাং যমরূপোহশ্মি নুণাং নিয়মদায়কঃ ।
তথা পুণ্যবতাং সৌখ্যস্বর্গদো ধর্ম্মমুক্তমান ॥৪৪
গচ্ছ বিপ্র স্বমর্দ্যেব নিলয়ং স্বং যথাগতঃ ।
অদ্যাস্তি দশ বর্ষাণি হ্যায়ন্তে পরিকীর্তিতম্ ॥

আইস । স্বত কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ এই
কথা বলিলে পর সেই ব্রাহ্মণ গমন করিতে
হইতেছে বলিয়া দ্রুতগতি হইয়া ধর্ম্মরাজকে
কহিলেন । ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রভো!
আপনি আঘাকে কি জন্মই বা এখানে
আনিলেন, এবং কি জন্মই বা আবার
পাঠাইতেছেন । কিন্তু আমার আর সেই
মর্ত্যলোকে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না ।
যম কহিলেন,—আমি ধর্ম্মরাজ আমার এই
রাজ্যের ধর্ম্ম এই যে, যাহাদের আয়ুঃকাল
হইয়াছে, তাদৃশ পুণ্যাখ্যা ব্যক্তিগণ এই
স্থানে বাস করিতে পাইবেন । ইহা স্বর্গ
সুখ ভোগ করিবার স্থান, আমি এই
স্থানের রাজা । আমি প্রাণীদিগের পাপ-
পুণ্যাত্মসারে দ্রুত ও সুখ প্রদান করিয়া
ধাকি ; যে সকল মানব পাপী, আমি তাহা-
দের যম,—তালাদিগকে নরকভাগ করা-
ইয়া ধাকি ; আর যাহারা পুণ্যবান ; মুক্তি-
মান ধর্ম্মরূপে আমি তাহাদিগকে স্বর্গসুখ
প্রদান করিয়া ধাকি । ৩৮—৪৪ । হে ব্রাহ্মণ!
তুমি অদ্য যেমন আগমন করিয়াছ, তেমনি

কয়ে তবায়ুসঃ প্রাপ্তিলোকস্তাত্ত ভবিষ্যতি ।
প্রষ্টব্যঃ চেৎস্বা হস্তং পৃচ্ছস্ব প্রক্রবামি তে ॥
ত্র মণ উব চ ।

যৎ কৃত্বা স্তুমহৎ পুণ্যং স্বর্গঃ স্মাদ্রবীহ উত্তম ।
সর্বস্ব স্বং প্রয়াশক ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিশ্চয়ে ॥ ৪৭
যদি দেব ময়া সমাগুগন্তব্যং নিজমন্দিরম্ ।
তদ্রুক্রহি কর্ম্মণা কেম পতন্তি নরকে নরঃ ॥৪৮
ব্রহ্মস্তু কেন চ স্বর্গঃ স্তব সর্বঃ রূপয়া বদ ॥৪৯
যম উবাচ ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা যে ধর্ম্মবিমুখা নরঃ ।
বিস্তুভক্তিবিহীনা যে তে বৈ নিরয়গামিণঃ ॥৫০
পশুস্তি ভেদবুদ্ধ্যা যে ব্রহ্মাণং শক্তয়ং হরিম্ ।
বিরক্তা বিস্তুবিদ্যাশু নরা নিরয়গামিণঃ ॥৫১
শ্বেতবৃন্তিগৃহচ্ছেদং খ্রীং চ্ছেদকং যে নরাঃ ।

গৃহে গমন কর । এখনও তোমার দশবৎসর
আয়ু রহিয়াছে, এই আয়ুঃকাল হইলে আবার
এই স্থানে আসিবে । এক্ষণে যদি তোমার
কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে ত জিজ্ঞাসা কর; আমি
তাহার উত্তর দিতেছি । ব্রাহ্মণ বলিলেন,—
দেব ! আপনি সকলের ধর্ম্ম এবং অধ-
র্ম্মের নিরূপণকর্তা, আপনি বলুন, কিরূপ
সুমহৎ পুণ্য অল্পমান করিলে লোকে স্বর্গ
লাভ করিতে পারে । হে দেব ! যদি
আমার নিতান্তই নিজাময়ে ক্রিয়য়া যাইতে
হয়, তবে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা
করিয়া যাই, আপনি রূপা করিয়া বলুন ।
কোন কার্য করিলে লোক নরকগামী হয়
এবং কোন কার্য করিলেই বা স্বর্গগামী
হয় ? যম বলিলেন,—যে সকল লোক ধর্ম্ম-
সঙ্গত কার্য করিতে, ধর্ম্মবিশয়ক চিন্তা
করিতে এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গের জল্পনা করিতে
বিমুখ আর ভগবান বিস্তুর প্রতি যাহাদের
ভক্তি নাই, তাহারা ই নরকগামী হইয়া
থাকে । যাহাদের ব্রহ্মা বিস্তু ও মহেশ্বরে
ভেদজ্ঞান আছে এবং বিস্তুবিদ্যাতে যাহা-
দের অনুরাগ নাই, তাহারা ই নরকগামী
হইয়া থাকে । যাহারা লোকের শ্বেতবৃন্তঃস

আশাচ্ছেদঞ্চ কুর্কৃষ্ণিত্তে নরা নরকোকসঃ ॥৫২
আগতান ভোজনার্থং বৈ ব্রাহ্মণান

বুত্তি মর্ষিতান

যঃ পরীক্ষেত মুঢ়াশ্বা স জ্ঞেয়ো নরকাত্তিথিঃ
অনাথঃ বৈষ্ণবঃ দীনঃ যোগার্হঃ বুদ্ধঃ বে চ
নাহু কাম্পযতে মুঢ়ঃ স জ্ঞেয়ো নরকাত্তিথিঃ ॥
নিয়মাংশু সমাদায় যঃ পশ্চাদজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বিলোপয়তি মুঢ়াশ্বা স বৈ নিরয়ভাজনম্ ॥ ৫৫
শূণু বিপ্র যথা যান্তি নরাঃ স্বর্গং দয়ালবঃ ।
সমার্সেনৈব বক্ষ্যামি কিঞ্চিতে গোৱবাদহম্
যেহর্ষয়ন্তি হরিং দেবঃ বিষ্ণুং জিষ্ণুং সনাতন
নায়ায়ণমজ্জং দেবঃ বিষ্ণুরূপং চতুর্ভুজম্ ॥৫৭
ধায়ন্তি পুরুষঃ দিব্যমুচ্যতে যে স্মরন্তি চ ।
লভন্তে তে হরিম্ভানং ঞ্জিতৈরৈয়া সনাতনৌ ॥
ইদং মেব হি মাজ্জলামিদমেব ধনাজ্জানম্ ॥

করে, বুত্তিচ্ছেদ করে, এবং প্রণয়ে বিচ্ছেদ
ঘটায়, আর কাহাকেও উদ্ধাস্ত করে কিংবা
আশায় নিরাশ করে, তাহারাই নরকবাসী
হয় । যে মুঢ়াশ্বা আহারার্থী অতিথিগণকে
এক- বুত্তিপ্রার্থী ব্রাহ্মণগণকে দানের যোগ্যতা
বিচারের জন্ত পরীক্ষা করে, সে-ই নরক-
গামী হয় । সে মুচমতি দীন, দুঃখী, যোগী,
অনাথ, বৈষ্ণব ও বুদ্ধগণের প্রতি দয়া
প্রকাশ করে না, সেই নরকগামী হয় । যে
পূর্বে ইন্দ্রিয়সংযমের জন্ত নিয়মাদির অনু-
ষ্ঠান করিও পরে অজিতেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে
এবং সেই সকল নিয়মাদির আর অনুষ্ঠান
করে না সেই মুঢ়াশ্বারই নরকে বাস হয় ।
হে বিপ্র! আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি
উপায়ে মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয়, আমি আপ-
নার অনাদর করিতে পারি না তাই সংক্ষেপে
কিঞ্চং বলিতেছি শ্রবণ করুন । ইহাই চির-
ন্তন ঞ্জতি যে, ষাংরা দুষ্টদমনকারী সনাতন
দেব বিশ্বব্যাপী চতুর্ভুজ অনাদি ভগবান
নায়ায়ণকে পূজা করেন, ধ্যান করেন এবং
স্মরণ করেন ষাংরাই বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত
হয়েন । এই যে দামোদরের নামকীর্তন,

জীবিতস্ত ফলকৈতদ্দঘদামোদরকীর্তনম্ ॥ ৫৯
কীর্তনাদেব দেবস্ত বিকোরমিতভেজসঃ ।
দুয়িতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে ।
গাথাঃ গায়ন্তি যে নিত্যং বৈষ্ণবীঃ শ্রদ্ধয়াষিতাঃ
ষাধায়নিরতা নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
বাসুদেবজপাসক্তানপি পাপকৃত্তো জনান ।
নোপসর্পন্ত তান বিপ্র যমদূতাঃ স্মারুণাঃ ॥
নাভ্যং পশ্চামি জম্বুনাং বিহার হরিকীর্তনম্ ।
সর্ষপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম ॥ ৬৩
যে ষাচিতাঃ প্রহস্যন্তি প্রিয়ং দয়া বদন্তি চ ।
ত্যক্তদানকলা যে ত তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
বর্জয়ন্তি দিব্যাস্বাপঃ নরাঃ সর্ষসহাশ্চ যে ।
সর্ষস্তাশ্রয়ভূতঃ য তে মর্ষ্যাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥ ৬৫
দ্বিষতামপি যে দ্বেষান বদন্তঃ হিত্তং কদা ।
কীর্তয়ন্তি গুণাংশ্চৈব তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥

ইহাই মঙ্গল কর্ম, ইহাই প্রকৃত ধনসঞ্চয়,—
ইহাই জীবনের ফল । অমিতভেজা দেব
বিষ্ণুর নাম কীর্তনেই সূর্য্যোদয়ে তমো-
রাশির স্রায় পাপরাশি বিলীন হইয়া যায় ।
যাহারা প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূর্ষক বৈষ্ণবী গাথা
গান করে এবং সর্ষদা ষাধ্যায়রত থাকে,
তাংরা স্বর্গে গমন করে । হে বিপ্র! যাহারা
বাসুদেবনামজপে আসক্তচিত্ত, তাংরা পাপ-
কারী হইলেও উগ্রপ্রকৃতি যমদূতগণ তাং-
দের নিকটে যাইতে পারে না । ৫১—৬২ ।
হে দ্বিজোত্তম! একমাত্র শ্রীহরির নাম-
কীর্তন ব্যতীত, জীবদ্দিগের সর্ষপাপনাশক
উত্তম প্রায়শ্চিত্ত আর দেখি না । যাহারা
অন্ত লোক কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া আক্লাদ
প্রকাশ করে ও প্রার্থিত বস্ত্ত দান করিয়া
প্রিয় বাক্য বলে, এবং দানকল আকাঙ্ক্ষা
করে না; তাংরা স্বর্গে গমন করে । যে
সকল মানব দিব্যভাগে নিদ্রা যায় না, যাহারা
সহিষ্ণু, এবং সকলের আশ্রয়পাতা সেই
মানবগণ স্বর্গে গমন করে । যাহারা বিষেষ-
বশতঃ শক্রদিগেরও কদাপি অহিত্তাচরণ
করে না, প্রতু্যত তাংদের গুণকীর্তন করে,

ধে শাস্তাঃ পয়দায়ৈষু কর্মণা মনসা গিয়া ।
 রময়ন্তি ন সৰ্ব্বহাস্তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ৬৭
 যশ্মিন্ কশ্মিন্ কুলে জাতা দয়াবন্তো যশশ্বনঃ
 সাহুক্রোশাঃ সদাচারাস্তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥
 ব্রতং রক্ষন্তি যে কোপাঙ্কিয়ং রক্ষন্তি মৎসরাৎ
 বিদ্যাং মানাপমানাত্যাং আত্মানন্ত প্রমাদতঃ ॥
 মতিং রক্ষন্তি যে লোভান্ননো রক্ষন্তি কামতঃ
 ধৰ্ম্মং রক্ষন্তি দুঃসন্ধাস্তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ৭
 একাদশাঙ্ক বিধিবহুপবাসপরায়ণাঃ ।
 শুক্রে কৃষ্ণে চ যে বিপ্র তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ
 মাতেব সৰ্ব্ববালানামৌষধং সৌগিণ্যমিব ।
 রক্ষাৰ্হং সৰ্বলোকানাং নিশ্চিন্তৈক দশী তিথিঃ
 একাদশীসমং কিকিং পাপ ধাণং ন বিদ্যতে ।
 তাযুপোষা বিধানেন তে নরাঃ স্বৰ্গগামিণঃ ॥৭৩

যে ভক্তিমস্তো মধুসূদনশ্চ
 নারায়ণস্তাখিলনায়কশ্চ ।
 সত্যেন হীনো রজসাপি যুক্তো
 গচ্ছন্তি তে নাকমনস্তপুণ্যাঃ ॥ ৭৪
 বেতসীং যমুনাং সীতাং পুণ্যাং গোদাবরীন্দীম্
 সেবন্তে যে শুভাচারঃ স্নানদানপরায়ণাঃ ॥
 ন তে পশুন্তি পশ্যানং নরকশ্চ কদাচন ॥ ৭৬
 যে নৰ্মদায়ামিহ শৰ্মদায়াং
 মজ্জন্তি তুষাস্ত্যপি দৰ্শনেন ।
 বিধৃতপাপাশ্চ মহেশলোকং
 গচ্ছন্তি তে তত্র চিরং রমন্তে ॥ ৭৭
 স্নাতাশ্চৰ্ম্মভীতীরে হিরাজং নিয়তা নরাঃ ।
 ব্যাসাশ্রমে বিশেষেণ তে নরা নাকিনঃ স্মৃতাঃ
 গঙ্গাজলে প্রয়াগে চ কেদারে পুষ্করেহপি বা
 ব্যাসাশ্রমে প্রভাসে ৯ মৃতাস্তে বিষ্ণুগামিনঃ ॥
 দ্বারবত্যাংকুরুক্ষেত্রে যোগাভ্যাসেন বা মৃতাস্তে

তাহারা স্বৰ্গগামী হয় । যাহারা শাশুণ্ডাবলস্বী
 ও কায়মনোবাক্যে কখনই পরস্রীর প্রতি
 আসক্ত হয় না এবং সার্বিকভাবাপন্ন,তাহারা
 স্বৰ্গে গমন করে । যাহারা দয়াযু পর-
 ক্রুঃখমেচনকারী এবং সদাচারী বলিয়া
 বিখ্যাত, তাহারা যে কোন বংশে জন্ম
 গ্রহণ করিলেও (নীচবংশজ হইলেও) স্বৰ্গে
 গমন করে । যাহারা ক্রোধ হইতে ব্রত-
 রক্ষা, মাৎসৰ্য্য হইতে সম্পত্তিরক্ষা, মান
 ও অপমান হইতে বিদ্যারক্ষা, প্রমাদ
 (অনবধানতা) হইতে আত্মরক্ষা, লোভ
 হইতে বুদ্ধিরক্ষা, কাম হইতে মনোরক্ষা,
 এবং কুসংসর্গ হইতে ধৰ্ম্মরক্ষা করে,
 তাহারা স্বৰ্গগামী হয় । হে বিপ্র !
 যাহারা শুক্ল, কৃষ্ণ—উভয়পক্ষীয় একাদশীতে
 যথানিয়মে উপবাস করে, তাহারা স্বৰ্গে গমন
 করে । এই একাদশী তিথি, নিখিল বালু
 কের মাতার স্নায় ও সৌগীদিগের ঔষধের
 স্নায় নিখিল লোকের রক্ষার নিমিত্ত সৃষ্ট
 হইয়াছে । পাপ হইতে রক্ষার উপায় একা-
 দশীর স্নায় আর নাই, যথানিয়মে এই
 একাদশী তিথিতে উপবাস করিলে নরগণ

স্বৰ্গে গমন করে । যাহারা সৰ্ব্বেশ্বর মধু-
 দৈত্য-বিনাশী নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান,
 তাহারা রাজসিক প্রকৃতি ও মিথ্যাবাদী
 হইলেও নারায়ণ-ভক্তিবলে অনন্ত পুণ্য-
 সঞ্চয়পূৰ্বক স্বৰ্গে গমন করে ! যাহারা সদা-
 চারী ও যথাবিধানে স্নানদানরত হইয়া,
 বেতসী (নদী বিশেষ), যমুনা, সীতা, ও পবিত্র
 গোদাবরী নদীর সেবা করে ; তাহারা
 কদাপি নরকপথ অবলোকন করে না ।
 যাহারা সুখপ্রদ নৰ্মদা নদীতে স্নান করে
 এবং উক্ত নদীদর্শনে আনন্দলাভ করে,
 তাহারা বীতপাপ হইয়া মহেশলোকে গমন-
 পূৰ্বক তথায় চিরকাল আনন্দে বাস করে ।
 যাহারা চৰ্ম্মভীতী নদীতে স্নান, ও উক্ত
 নদীতীরে ত্রিভাঙ্গ বাস করে এবং বিশে-
 ষতঃ ব্যাসাশ্রমে বাস করে ; তাহারা স্বৰ্গবাসী
 বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । যাহারা গঙ্গা-
 জলে, প্রয়াগে, কেদারতীরে, পুষ্কর তীরে,
 ব্যাসাশ্রমে অথবা প্রভাসতীরে প্রাণত্যাগ
 করে ; তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করে ।
 যাহারা, দ্বারবতীতীরে, কুরুক্ষেত্রে অথবা

হরিরত্নাৰ্ণধুগলং বজ্রে যেবাং হরিশ্রিয়াঃ ।
 ত্রিরাত্রমপি যো বিপ্র ছারবত্যাং পুরি স্থিতঃ
 একাদশেশ্রিয়ৈঃ পাপং যৎকৃতং ভবতি দ্বিজ ।
 নরো নিধূর ভুং সৰ্বং ব্রজেৎ স্বৰ্গমিতি স্থিতঃ
 অশ্বমেধসহস্রাণি রাজস্বয়শতানি চ ।
 একাদশ্যপবাসস্ত কলাং নাইস্তি যোড়নীম্ ॥৮১
 একতঃ ক্রতবঃ সৰ্বৈ সৰ্বভীৰ্থতপাংসি চ ।
 মহাদানানি চ ব্রহ্মন ব্রতং বৈষ্ণবমেকতঃ ॥৮০
 বৈষ্ণবব্রতজ্ঞো ধৰ্ম্মো ধৰ্ম্মো যজ্ঞাদিসম্ভবঃ ।
 একত্র তুলিতে ধাত্তা তত্র পূৰ্বোহভবদগুরুকঃ ॥
 হরিবাসস্তত্ত্বনামাচ্যাত্চাত্তভাষণাম্ ।
 নাহং শাস্তা বিশেষেণ তেভ্যো বিপ্র বিভে-
 মাহম্ ॥ ৮৫

যেবাং পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ একাদশ্যমুপোষিতঃ ।
 সহস্রান্না স পুরুষান শতমুদ্বরতে বলাৎ ॥৮৬

যোগভ্যাসদ্বারা প্রাণত্যাগ করে, যাহাদের
 মুখে “হরি” এই বর্ণধুগল সৰ্বদা উচ্চারিত
 হয়, তাহারা ক্রীহরির প্রিয়পাত্র। হে বিপ্র! যে
 ব্যক্তি ছারবতী পুরীতে ত্রিরাত্র অবস্থিতি
 করে; তাহার একাদশ ইন্দ্রিয়কৃত পাপসকল
 বিদূরিত হওয়ায় সে স্বর্গে গমন করে।
 সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, এবং শত শত
 রাজস্বয় যজ্ঞ, একাদশী-উপবাসের যোড়-
 শাংশের একাংশেরও যোগ্য নহে। হে
 ব্রহ্মন! একদিকে নির্ঝিল যজ্ঞ, সকল প্রকার
 তীর্থসেবা, তপস্যা ও মহাদান আর অপরদিকে
 একমাত্র বিষ্ণুপাসনা। বিধাতা এক-
 দিকে বৈষ্ণবব্রতজনিত ধৰ্ম্ম ও অপরদিকে
 যজ্ঞাদি-সম্ভূত ধৰ্ম্ম রাখিয়া তুল্যদণ্ডে পরিমাণ
 করিয়া দেখিয়াছিলেন; তাহাতে বৈষ্ণবব্রত-
 জনিত ধৰ্ম্মই গুরু হইয়াছিল। হে বিপ্র!
 যাহারা একাদশীভক্ত এবং মুখে সৰ্বদা
 অচ্যুত-নাম উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে
 শাসন করিবার ক্ষমতা আমার নাই; আমি
 তাহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করি। যাহাদের
 পুত্র পৌত্র একাদশীতে উপবাসী থাকে,
 তাহারা সেই পুত্র পৌত্র ও পুৰুষ পুরুষে

উপোষণং ততঃ কুর্যাৎ পক্ষয়োকভয়োরপি ।
 একাদশ্যাং স পুরুষো কুটুম্বক্কেকসাধনম্ ॥
 জয়া চ বিজয়া চৈব জয়স্বতী পাপনাশিনী ।
 ত্রিম্পৃশ্ণা ব্যাঞ্জুলী চান্ধা পক্ষসংবর্দ্ধিনী পরা ॥
 তিলদন্ধাপরা জ্ঞেয়াপ্যথগুহাদশী তথা ।
 মনোরথাখ্যা চ পরাভীমহাদশীকা পরা ॥ ৮২
 ইতোবমাদয়ো ভেদা ছাদশ্যাং সন্তি কেশবে ।
 ব্রতোষেতেষু যে শক্তা জ্ঞেয়াস্তে ব্রহ্মনি স্থিতাঃ
 শ্রোতায়ে বর্ষশাস্ত্রাণাং ধৰ্ম্মপ্র দ্যয়সদৃতাঃ ।
 প্রিয়করশ্চ বালানাং স্বৰ্গলোকে ব্রজন্তি তে ॥
 দ্বাপি মাস্তেকদিবসে দর্শে শ্রাদ্ধব্রতা নরাঃ ।
 তৃপ্যন্তি পিতরো যেবাং তে ধন্থাঃ

স্বৰ্গগামিণঃ ॥৯২

ভোজনমুপশম্নেযু ভোজ্যাং যচ্ছন্তি সাদতম্ ।
 অভিন্নমুখরাগেণ শিষ্টান্তে স্বৰ্গগামিণঃ ॥ ৯৩
 নরনারায়ণাবাসে ত্রিরাত্রং যে সমাশ্রিতাঃ ।

সহিত উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষের
 একাদশীতে উপবাস করিলে মানব ইহ-
 লোকে সুখভোগানন্তর অন্তে মুক্তলাভ
 করে। জয়া, বিজয়া, জয়স্বতী, পাপনাশিনী
 ত্রিম্পৃশ্ণা, ব্যাঞ্জুলী, পক্ষবর্দ্ধিনী, তিলদন্ধা,
 অথগুহাদশী, মনোরথাদশী, ভৈমী ছাদশী,
 ইত্যাদি অনেক প্রকার বিষ্ণুছাদশী আছে।
 যাহারা এই সকল ছাদশীব্রত করিয়া থাকে,
 তাহাদিগকে পরব্রহ্মে লীন বলিয়া জানিবে।
 যাহারা ধৰ্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছে, ধৰ্ম্মে যাহা-
 দের বিলক্ষণ আস্থা আছে, এবং যাহারা
 বালকদিগের হিতৈষী, তাহারা অন্তিমে স্বৰ্গ-
 গামী হয়। যাহারা প্রতিমাসে একাদশী ও
 অমাবস্তা তিথিতে পিতৃশ্রাদ্ধ করে, তাহাদের
 পিতৃগণ পরিতুষ্ট এবং তাহারাও স্বৰ্গগামী
 হয়। ভোজ্যভব্য উপস্থিত থাকিলে যাহারা
 তাহা অবিকৃত মুখে (প্রসন্নবদনে) দেবতা
 অতিথিদিগকে দান করে, তাহারা সাধু,—
 এবং অন্তিমে স্বৰ্গগামী হয়। মর্ত্যালোকবাসী
 যে সব লোক নন্দা তিথিতে আরজ্ঞ করিয়া
 নরনারায়ণের আশ্রমে (বদরিকাক্ষমে)

মর্ত্যালোকে চ নন্দায়ান্ ধন্যাস্তে কেশবপ্রিয়াঃ ।
 যথাঃসমুখিতা বিপ্র পুরুষোত্তমসন্নিধৌ ।
 এতে স্মারচ্যুতাস্কানো দৃষ্টা অপ্যঘহারিণঃ ॥৯
 অনেকজন্মার্জিতপুণ্যতো য়ে
 মজ্জন্তি ভোয়ে মণিকর্পিকায়াঃ ।
 নমস্তি বিশেষমবাণ্য কালীং
 তে বৈ ময়াপীঃ ভবন্তি বন্দ্যঃ ॥ ১৬
 পুঞ্জয়িত্বা হরিং যে তু ভূমৌ দর্ভতিলৈঃ সহ ।
 তিলান্ বিকীর্ষ্য লোহক দত্তা ধেহুং পরম্বিনীম
 যে মৃত্যু বিধিবদ্বিপ্র তে নর্যঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
 স্নানং বাণীঃ নিরাবাধাং মধুরাং পাপবজ্জিতাম্
 স্বাগতেনাভিভাষন্তে তে নর্যঃ স্বর্গগামিণঃ ॥১৯
 শুভানামশুভানাম্ কৰ্ম্মণাং ফলসংগমে ।
 বিপাকজ্ঞাস্ত য়ে কেচিত্তে নর্যঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
 দানধৰ্ম্মপ্রবৃত্তানাং ধৰ্ম্মমার্গানুযায়িনাম্ ।
 প্রোৎসাহং বর্ধয়ন্তে যে তে মোদন্তে চিরং দিবি

হেমন্তে দাকদো যশ্চ তথা গ্রীষ্মে জলপ্রদঃ ।
 বর্ষাপ্ৰাশ্রমদাতা চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১০২
 পুণ্যকালেষু সর্কেষু নিত্যনৈমিত্তিকাদিষু ।
 তক্ত্যা যঃ কুন্তে শ্রাদ্ধং স নুনং সুরলোকভাক্ত
 দানং দয়িত্বা বিতোঃ ক্মিত্বং
 যুনাং তপো জ্ঞানবতাক্ষ মৌনম্ ।
 ইচ্ছানিবৃত্তশ্চ সুখোচিতানাম্
 দয়া চ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি ॥ ১০৪
 দ্বিবিধঃ কৰ্ম্মসম্বন্ধঃ পাপপুণ্যসমুভবঃ ।
 সত্যমেব পমাত্তিত্য ক্রিয়তে হ্রহ নিৰ্ণয়ঃ ॥১০৫
 তপো ধ্যানসমায়ুক্তঃ তারণায় ভবাবুধেঃ ।
 পাপস্ত পতনারোক্তঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥১০৬
 বলেন পরিবারেণ শৌৰ্য্যোণাভিমুতস্ত চ ।
 পুণ্যহীনস্ত বৈ পুংসঃ পাত এব বিধীয়তে ॥১০৭
 উন্নতা গিরিগুর্গেষু বৃক্ষশ্চাপি সুপুষ্টিকঃ ।
 পতন্তি বায়বেগেন সমূলান্ত ঘনা অপি ॥১০৮

ত্রিভাজ্র বাস করিয়াছে তাহার। ধন্য এবং
 কেশবের প্রিয় পাত্র । ৬৩—১৪ । হে বিপ্র !
 যাহারা পুরুষোত্তমের নিকটে ছয়মাস বাস
 করিয়াছে তাহার। বিষ্ণুসামুদ্র্য লাভ
 করে, এবং তাহাদিগকে দেখিলেই
 পাপনাশ হইয়া থাকে । যাহারা বহু-
 জন্মের পুণ্যকালে বারণসীতে গিয়া মণি-
 কর্ণিকার জলে স্নানপূর্বক বিশেষরূপে প্রণাম
 করে; তাহাদিগকে আমিও প্রণাম করি ।
 হে বিপ্র! যাহারা শ্রীহরির পূজা করিয়া
 ভূমিতে দর্ভ ও তিল বিকিরণপূর্বক যথাবিধি
 লৌহ ও পরম্বিনী ধেহুদান করিয়া প্রাণত্যাগ
 করে, তাহার। স্বর্গে গমন করে । যাহাদের
 কথা কাহারও পীড়াদায়ক নহে, পরন্তু অতি
 মধুর ও ধীর; এবং যাহারা দেখিলেই স্বাগত
 সন্তুষ্ট য় করে, ও কখনও পাপকৰ্ম্ম করে না;
 তাহার। স্বর্গে গমন করে । যাহারা, শুভ ও
 অশুভ কৰ্ম্মের ফল সম্যক্ রূপে অবগত
 অর্থাৎ শুভ কৰ্ম্মই কেবল করে; তাহার।
 স্বর্গগামী হয় । যাহারা, দানধৰ্ম্মে প্রবৃত্ত
 সংপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের উৎসাহবর্দ্ধন

করে, তাহার। চিরকাল স্বর্গে আমোদ করে ।
 যে ব্যক্তি হেমন্তকালে কাঠ, গ্রীষ্মকালে
 জল এবং বর্ষাকালে আশ্রয় দান করে;
 সে স্বর্গে গিয়া সন্মানের সহিত তথায় বাস
 করে । ১৫—১০২ । মিত্য নৈমিত্তিকপুণ্য-
 কালে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক শ্রাদ্ধ করে,
 সে নিশ্চয়ই সুরলোকে গমন করে । যাহারা
 অর্থের অসম্ভাবও দান, ও সামর্থ্য সবেও
 কমা করে, তরুণ বয়সে পশু। এবং জ্ঞানসম্পন্ন
 হইয়াও যাহারা ঔদ্ধত্যভাব প্রকাশ না করে,
 যাহারা চিরকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াও
 ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক নিখিল প্রাণীর উপরে
 দয়ালীল; তাহার। স্বর্গে গমন করে ।
 কৰ্ম্মসম্বন্ধ দ্বিবিধ—পাপকৰ্ম্ম এবং পুণ্যকৰ্ম্ম;
 এই বিষয় প্রথমতঃ সত্য অবলম্বনে নির্ণয়
 করিতেছি । ধ্যানের সহিত তপস্শা, সংসার-
 সমুদ্রের নিস্তারহেতু এবং পাপকৰ্ম্ম সত্য
 সত্যই অধঃপতনের হেতু । যাহার পুণ্য
 নাই, তাহার। শারীরিক সামর্থ্য, লোকবল
 এবং শৌৰ্য্য থাকিলেও তাহার পতন অবশ্চ-
 স্তাবী । পরীতরূপ হুগ্নমস্থানে পরিপুষ্ট উচ্চ

সামান্ধঃ সৰ্ব্বজ্ঞানঃ বলঃ ধৰ্ম্মঃ কেবলঃ ।
 যেন সন্তরতে জন্তরিহ লোকে পরজ চ ॥ ১০৯
 ময়া সৰ্ব্বমিদং সম্যক্ স্বৰ্গমার্গপ্রদায়কম্ ।
 সমাসেন সমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্ৰোতুমিচ্ছসি ॥
 ইতি ত্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাশ্ব্যে
 অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

উনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

এতমুখোহপি জানাতি শুভকৰ্ম্মকরঃ পুমান্ ।
 ন যাতি নরকং স্বৰ্গং তথা পাপকিয়্যারতঃ ॥ ১
 ক্রতুভিক্ষিবৈধিরষ্টৈব্রতদানজপাদিভিঃ ।
 সত্যনাচারকুশলৈঃ স্বৰ্গসৌখ্যমবাধ্যতে ॥ ২
 বিদ্যাচারধনোপেতৈশ্চ যিভির্বেদপারয়ৈঃ ।
 প্রাপ্যতে পুণ্যযোগেন স্বর্গৈর্জন্যকল্পতঃ কচিৎ

নিবিড় বিটপিশ্ৰেণীও বায়ুবেগে সমূলে
 উৎপাটিত হইয়া থাকে । কেবল ধৰ্ম্মই নিখিল
 প্রাণীর একমাত্র বল । সেই বলে জীব
 ইহ ও পরলোকে পরিভ্রমণ পাইয়া থাকে ।
 এই আমি তোমার নিকটে স্বৰ্গ ও মুক্তি-
 প্রদ বিষয় সকল সংক্ষেপে সম্যক্ রূপে
 বলিলাম । এক্ষণে আর কি শুনিতে
 বাসনা, তাহা বল । ১৫—১১০ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মুখ ব্যক্তিও ইহা
 জানে যে, পুণ্যকৰ্ম্ম করিলে স্বৰ্গে গমন এবং
 পাপকৰ্ম্ম করিলে নরকে গমন হইয়া থাকে ।
 বিবিধ ব্রত, দান, জপ প্রভৃতি পুণ্যকৰ্ম্ম
 ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সদাচারী
 ও সতপন্থায়ণ হইলে স্বৰ্গস্থ প্রাপ্ত হওয়া
 যায় । আর বেদশাস্ত্রপারদশী বিবিধ
 বিদ্যাসম্পন্ন সদাচারী ধনবান ঋষিগণ

বিস্তেন চ বিনা দানং বহু দাতুং ন শক্যতে ।
 বিদ্যমানধনেনাপি কুটম্বাসক্তচেতসা ॥ ৩
 অগ্নিহোত্রাদয়ো ধৰ্ম্মা বিশেষেণ কলৌ যুগে ।
 প্রকর্য্য দানধৰ্ম্মোহপি হুকরো ভগবনম্ভঃ ॥ ৫
 অন্নায়াসেন ধৰ্ম্মেণ লভ্যতে ধৰ্ম্মসঞ্চয়ঃ ।
 ভ্রমে বিশেষতো ব্রহ্ম ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মপ্রদর্শক ॥ ৬
 তদেকং কথ্যতাং ধৰ্ম্মং সূৰ্ব্বধৰ্ম্মোত্তমোত্তমম্ ।
 কৃতেনৈকেন যেনেহ সৰ্ব্বপাপকরো ভবেৎ ॥ ৭
 ধনং ধাত্মং যশো ধৰ্ম্মমায়ুর্ধেনাভিবৰ্দ্ধতে ।
 মর্ত্যলোকেহপি সৌখ্যং স্ত্রাৎ স্বৰ্গো যেনা-
 করো ভবেৎ ॥ ৮

সাক্ষারায়ণে যেন ভক্তানামভয়প্রদঃ ।
 তুব্যদস্ত প্রসাদেন কামঃ করতলে স্থিতঃ ॥ ৯
 সৰ্ব্বযজ্ঞতপোদান-ভীৰ্হসেবাধিকং কলম্ ।
 লভ্যতে যেন যদ্যন্তি বৈবস্বত তদাদিশ ॥ ১০

যাগযজ্ঞ করিয়া পুণ্যবলে স্বৰ্গে গিয়া
 থাকেন ; কিন্তু অর্থের অভাবে সকলের
 পক্ষে বহুদান সম্ভবে না । অর্থ থাকিলেও
 পরিবারবর্গের ভরণপোষণ না করিয়া
 কয়জন দান করিতে সমর্থ হয় ? পরি-
 বারবর্গের উপরে মমতাবশতঃ অর্থসম্ভেদ
 অনেকেই দানে কুণ্ঠিত হয় । সুতরাং হে
 ভগবন! কলিকালে দানধৰ্ম্ম অনায়াসলভ্য
 নহে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কাৰ্য্যও কলিযুগে
 হুঃসাধ্য ব্যাপার । অতএব হে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-
 প্রদর্শক! অন্নায়াসে কিরূপে ধৰ্ম্মসঞ্চয় হইতে
 পারে ; তাহাই আমাকে বিশেষ করিয়া
 বলুন । নিখিল ধৰ্ম্মের মধ্যে যে ধৰ্ম্ম
 সর্বোত্তম সেই একটিমাত্র ধৰ্ম্ম কি ? তাহা
 আমাকে বলুন,—একমাত্র যে ধৰ্ম্মের অল্প-
 ঠানে সৰ্ব্বপাপকর হয় ; ধন-ধাত্ম, যশ, পুণ্য
 ও আয়ুর্বর্দ্ধি হয়, যাহাতে মর্ত্যলোকে সুখ-
 ভোগ, এবং অস্তে অক্ষয় স্বৰ্গলাভ হয়,
 যাহাতে ভক্তদিগের অভয়দাতা সাক্ষাৎ
 দব নোরায়ণ তুষ্ট হন এবং বাঞ্ছিত বস্তু
 করতলগত হয় । যে ধৰ্ম্মের আচরণে
 —সকল প্রকার যজ্ঞ, তপস্বা, দান ও ভীৰ্-

অল্পগ্রাহো হৃৎ দেব যদি ধর্মোপদেশতঃ ।
সর্বধর্মক্রিয়াসারং তদেকং রূপয়া বদ ॥১১
পাপানামল্পরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্বযথা ।
তথা তথৈব সংস্কৃত্য তথিতানি মনৌষিভিঃ ।
কর্তুং তানি ন শক্যন্তে দেব প্রত্যেকশো

নরৈঃ ।

সর্বপাপহরং পুণ্যমেকং চেষদন্তি তদ্বদ ॥১০
স্বত উবাচ ।

ইত্যুফা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো যমঃ ধর্মস্বরূপিণম্ ।
তুষ্টোব শ্রবতো ভূয়া স্বস্বধর্মাভিকামুকঃ ॥১৪
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

নমস্তে সর্বশমন নমস্তে জগত্যাং পতে ।
নমোহস্ত দেবরূপায় স্বর্গমার্গপ্রদায়িনে ॥ ১৫
ধর্মশাস্ত্রস্বরূপায় ধর্মরাজ নমোহস্ত তে ॥ ১৬
ত্বয়া চুঃ পাল্যতে দেবাপ্যন্তরীক্ষকং দ্যৌর্মহতঃ

মেবা অপেক্ষা সমধিক ফল হয়; হে বৈব
স্বত! যদি এইরূপ ধর্ম কিছু থাকে ত
আমাকে বলুন। হে দেব! যদি আমি
আপনার ধর্মোপদেশ্যে অল্পগ্রহের পাত্র
হই, তাহা হইলে নিখিল ধর্মকার্যের সার-
স্বরূপ সেইরূপ একটি ধর্ম রূপা করিয়া বলুন।
ভিন্ন ভিন্ন পাপসমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত
সকল তত্তৎপ্রকারে মনৌষিগণ কর্তৃক শাস্ত্রে
উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু দেব! তাহা
প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে সুসাধ্য নহে; অত-
এব একটি ধর্মকার্যে সকল পাপ নষ্ট হইবে,
এইরূপ যদি কোন পুণ্য কর্ম থাকে ত
আমাকে বলুন। স্বত কহিলেন,—সেই
বিপ্রবর, স্বস্ব (সুসাধ্য অথচ মহৎ) ধর্ম
জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া, ধর্মরূপী
যমকে এই বলিয়া ভক্তিতরে একাগ্রচিত্তে
স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১৪। ব্রাহ্মণ
বলিলেন,—হে জগৎপতে! আপনাকে
প্রণাম, হে নিখিল জীবের দমনকর্তা!
আপনাকে নমস্কার। হে দেবরূপী, স্বর্গপথের
প্রদর্শক! আপনাকে নমস্কার। হে ধর্ম-
রাজ! আপনি মুর্তিমান ধর্মশাস্ত্রস্বরূপ

জনস্তপস্তথা সত্যং সর্বস্বং পাল্যতে ত্বয়া ॥১৭
ন ত্বয়া রহিতং কিঞ্চিজগৎস্বাবরজস্বমম্ ।
বিদ্যাতে অদগৃহৌতস্ত সদ্যো নস্ততি বৈ জগৎ
ত্বয়াত্মা সর্বভূতানাং সত্যং সর্বস্বরূপবান ।
রাজসানাং রজস্বকং তামসানাং তমস্তথা ॥১৯
চতুঃপদাঃ ভবান দেব চতুঃশৃঙ্গত্রিলোচনঃ ।
‘সপ্তহস্তস্বিয়া বহ্নো বৃষরূপ নমোহস্ত তে ॥২০
সর্বযজ্ঞময়ো ধর্মস্বয়ি বিপ্রহবিপ্রঃ ।
সাক্ষাৎস্টোহসি লোকেশ দেব তুভ্যং নমো
নামঃ ॥ ২১

হৃদিস্ত্বঃ সর্বভূতানাং পুণ্যপাপেক্ষিতা ভবান ।
ভেন শান্তা চ চুতানাং দাতা দেব প্রশাসিতা
প্রবর্তকো হি ধর্মস্ব দেব দণ্ডধরো ভূবি ।

আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি
ভূলোক, তপোলোক, সত্যলোক অন্তরীক্ষ
ও স্বর্গ পালন করিতেছেন, অতএব আপনি
সর্বস্ব পালন করিতেছেন। এই নিখিল
স্বাবর-জগৎস্বাবর জগৎ কিছুই আপনা
হইতে রহিত নহে, আপনার অস্তিত্ব সর্ব-
ত্রই বিরাজমান। আপনি গ্রহণ করিলে
এই জগৎ সদ্য নাশ প্রাপ্ত হয়। আপনি
নিখিল প্রাণীর আত্মা; আপনি সাধুদিগের
সর্বগুণস্বরূপ, আপনি রাজসিক-প্রকৃতি
লোকদিগের রজোগুণস্বরূপ, এবং তামসিক-
দিগের তমোগুণস্বরূপ। হে দেব! আপনি
চতুঃপদ প্রাণীদিগের বৃষরূপী, আপনি চতুঃ-
শৃঙ্গ সপ্তহস্ত ত্রিলোচন দেব, আপনি ধর্ম
বৃষরূপে সর্বরজস্বম এই ত্রিবিধ গুণে বদ্ধ
রহিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার। সর্বযজ্ঞময়
ধর্ম, মুর্তিমান হইয়া আপনাতে বিরাজমান;
লোকেশ! অদ্য এবং বিধ আপনার সাক্ষাৎ-
কার লাভ করিয়াছি (আমার সৌভাগ্যের
সীমা নাই), হে দেব! আপনাকে বার বার
প্রণাম করি। আপনি নিখিল জীবের
হৃদয়ে থাকিয়া পাপ পুণ্য দর্শন করিতেছেন;
এবং সেই পাপ-পুণ্য দর্শন করিয়া তাহাঙ্কি-
গকে শাসন করিতেছেন; হে দেব! আপনি

সর্ষধর্মময়ঃ সারমে কং বদ সুনশিত্তম্ । ২৩

যম উবাচ ।

পরিতুষ্টোহস্মি তে বিপ্র স্তোত্রোণ চ বিশেষতঃ

অথাপ্যাগমধর্মোণ মাস্তোহসি মম সত্তম । ২৪

যত্র কস্তচিদাখ্যাং যদ্যোপাং পরমং মম ।

সায়নুকৃত্য সর্ষেযাঃ যদেকং নিশিতং ময়া । ২৫

মহানিয়য়সত্ৰ্যত্রিসিধাসনকরং পরম্ ।

অনাখোরমপি ব্রহ্মন বন্দ্যে বিনয়তোষিতঃ ।

স্ব্যর্শোহায় চরাচর স্ত্রগগত

শ্চে তে পুরাগমা ।

স্তাঃ তামেব হি দেবতাঃ পরমিকাং

ভ্রমন্ত করে বিধৌ ।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্

বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-

ব্যাপারেষু বিবেকিনাং ব্যক্তিকরং

নৌশ্চৈবু নিশ্চীরতে । ২৭

সকলের শাসনকর্তা ; এবং দাতা । হে দেব ! আপনি দণ্ডধর হইয়া পৃথিবীতে ধর্মপ্রচার করিতেছেন ; যাহাতে-সকল ধর্ম বিদ্যমান, এরূপ সারবান একটি পুণ্যকার্য নিশ্চয় করিয়া বলুন । যম কহিলেন,—হে বিপ্র ! আমি তোমার এই স্তবে সাতিশয় তুষ্টি হইলাম ; হে সত্তম ! যদিও আমি সকলের শাসনকর্তা অতএব মাননীয় ; তথাপি তুমি আগমধর্ম অবগত আছ বলিয়া তুমিও আমার মাননীয়, সেই কারণেই যাহা এতাবৎকাল কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই ; যাহা আমি অতি-গোপন করিয়া রাখিয়াছি, হে ব্রহ্মন ! তোমার বিনীতবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমি সর্ষধর্মের সার উদ্ধারপূর্বক সেই সর্বোত্তম, মহানরক-সমূহ হইতে মুক্তিকর, লোকের নিকটে অপ্রকাশ্য, পরমধর্মের কথা তোমার নিকটে বলিব । ১৫—২৬ । সেই সেই পুরাণ তন্ত্রসকল চরাচর জগৎকে মোহিত করিতে থাকুক এবং সেই সেই দেব-তাকে পরম অর্থাৎ একমাত্র উপাস্ত বলিয়া নিদেপ করুক ; কিন্তু নিখিল পুরাণ

ভবো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ত্রয়মেব ত্রয়ী মতা ।

দৌপোহয়িবর্তিন্শ্চৈহৈহে যথা বিপ্র তথা বারিঃ ।

অনারাধ্য হরিং ভক্ত্যা কো লোকান

প্রাপ্তুয়াজ্জুতান ।

অর্থাধিতে হরো কামাঃ সর্ষে করতলে হিতাঃ

অনারাধ্য হরিং লোকঃ সর্ষেণ সর্ষদেহিনাম্

কোহপি কাপি কিমপ্যত্র ন লভেতেতি নিশ্চিতম্

অপত্যং দূষণং দারান সসর্জ পরমেশ্বরঃ ।

রজস্তমোভ্যাং বৃক্কোহুক্কজঃ সর্ষাধিকং বিষ্ণুঃ

সসর্জ নাভিকমলে ব্রহ্মাণঃ কমলাসনম্ ।

রজসা তমসা কুষ্টিং স ক্রদ্রমসৃজৎ প্রভুঃ । ৩২

সর্ষঃ রজস্তমশ্চৈব ত্রয়তকৈতদুচ্যতে ।

সংস্বন মুচ্যতে জন্তুঃ সর্ষং নারায়ণস্বকম্ । ৩৩

রজসা সবসুজেন ভবেজ্জীমান যশোহধিকং ।

ষদেদবাক্যং ধর্মশ্চ তমুদ্ভোপসেব্যতে । ৩৪

তন্ত্রের মত একত্র সম্মিলনপূর্বক বিচার করিয়া দেখিলে, সিদ্ধান্তে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই উপাস্ত বলিয়া নির্দ্বারিত হইয়া থাকেন । হে বিপ্র ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজনই প্রধান দেবতা, কিন্তু যেমন অগ্নি, বর্তিকা ও তৈল এই তিন লইয়া প্রদীপ ; তেমনি উক্ত তিনজনকে লইয়াই বিষ্ণু, অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুই উক্ত ত্রিতয়াক ! ভক্তিপূর্বক শ্রীহরিকে অরাধনা না করিলে মানবগণ, কিরূপে শুভ লোকসকল লাভ করিবে ? শ্রীহরির আরাধনায় নিখিল অভীষ্ট বিষয় করতল-গত হইয়া থাকে । নিখিল জীবের সকলভীষ্টদাতা শ্রীহরিকে আরাধনা না করিলে কোন মানবই কিছুই সিদ্ধ করিতে পারে না, ইহা স্থির । সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুই রজ ও তমোগুণ যুক্ত হইয়া, লংসারক্বেশের মূলীভূত অপত্য দারা সৃজন করেন ; প্রভু সর্ষাধিক রজোগুণ অবলম্বন করিয়া নাভিকমলে কমলাসনঃ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন । সেই প্রভুই রজঃ ও তমোগুণযুক্ত করিয়া ক্রদ্রদেবকে সৃজন করিয়াছেন । সর্ষ, রজঃ ও তম,—এই

তজ্জন্মমিতি বিখাতং কনিষ্ঠং গর্ভিতং নৃণাম্ ।
 তেন রাজা ভবেল্লোকে রজসা তমসা যুতঃ । ৩১
 যদ্বীনং রজসা কর্ম কেবলং তামসঞ্চ যৎ ।
 তচ্চ দুর্গতিদং ঘৃণামিচ্চ লোকে পরজ্ঞ চ ॥ ৩৬
 যো বিষ্ণুঃ স স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্মা স স্বয়ং হরঃ
 দেবাত্ময়োহপি যজ্ঞেহ্ম্মিরিজ্যা দেবেষু

নিত্যশঃ ॥ ৩৭

যো ভেদং কুরুতে তেষাং ত্রয়াণাং দ্বিজসন্তম ।
 স পাপকারী পাপাত্মা হনিষ্টাং গতিমানুয়াৎ ॥
 বিষ্ণুরেব পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব জগদ্বিজ ।
 তস্যায় মাধবো মাসঃ প্রিয়ঃ সর্কেষু কর্মশু ॥
 কৌর্ভ্যত হৃৎমেধাদি-মহাক্রতুলকলপ্রদঃ ।
 তৌর্ভানন্তপোদান-জপযজ্ঞকলাধিকঃ ॥ ৪০

মানং প্রভাতে নিয়মেন নদ্যা-
 মনারতং মেঘগতে রবৌ যে ।

তিনটিকে গুণ করে। সৰ্বগুণে জীব মুক্তি
 লাভ করে, সৰ্বগুণ নারায়ণস্বরূপ। সৰ্বগুণ-
 যুক্ত রজোগুণে মানব স্ত্রীমান ও যশস্বী হয়।
 রজ ও তমোগুণযুক্ত হইলে মানব, লোকে
 রাজা হইয়া থাকে। যে কর্মে রজোগুণের
 সম্পর্ক নাই—কেবল তামসিক, তাদৃশ কর্ম
 মহুঘাদিগের ইহ ও পরকালে দুর্গতি প্রদান
 করিয়া থাকে। যিনিই বিষ্ণু তিনিই স্বয়ং
 ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মা, তিনিই আবার স্বয়ং হর,
 এই তিন দেবতাই, যজ্ঞে দেবতাদিগের
 মধ্যে নিত্য পূজা। হে দ্বিজসন্তম! যে
 ব্যক্তি এই তিন দেবের ভেদজ্ঞান করে,
 সে পাপকারী, সেই পাপাত্মা দুর্গতি লাভ
 করিয়া থাকে। ২৭—৩৮। হে দ্বিজ!
 বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম, বিষ্ণুই জগৎ। নিখিল
 কর্মের মধ্যে বৈশাখকৃত্যই সেই বিষ্ণুর সম-
 দিক প্রিয়। এই বৈশাখকৃত্যে অশ্বমেধাদি
 মহাযজ্ঞ অপেক্ষা অধিক ফললাভ হইয়া
 থাকে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি সৌর বৈশাখ
 মাসে যথানিয়মে নদীতে নিত্য প্রাতঃস্নান
 এবং বিষ্ণুর পূজা করে; তাহার কখনই
 আমার নিকটে দণ্ডিত হয় না। বাহার

কুর্কৃষ্টি যেহ্ম্মিরপি বিপ্রপূজাঃ
 মদগুভাক্তো হি ন তে ভবন্তি ॥ ৪১
 হবা হব্বা কিল্লোঘং পুরো মে
 পৃষ্টা পৃষ্টা চিত্তগুপ্তস্ত লেখ্যম ।
 স্নাত্বা স্নাত্বা মাধবে মাসি তৌর্থে
 পূর্কান পূর্কান্নকরস্তীহ পাপাৎ ॥ ৪২
 ইদং ভবচ্ছেদকরং ন তস্মাৎ
 প্রাশনীয়ং পরমং রতন্তম ।
 নীর্কাসহেভূর্নরকালয়ন্ত

মমধিকারক্ষয়কারাং ৩৭ ॥ ৪৩

ভাগীরথী নর্শদা চ যমুনা চ সরস্বতী ।
 বিশোকা চ বিতস্তা চ বিদ্ব্যাত্মান্তরতঃ স্থিতাঃ
 গোদাবরী ভৌমরথী তুল্লভদ্রা চ দেবিকা ।
 তাপী পদোকা বিদ্ব্যাত্ম দক্ষিণে তু প্রকৌর্ভিতাঃ
 ষাদশৈতঃ মহানদ্যা নিত্যং তেনাবগাহিতাঃ
 বৈশাখে বিধিনা স্নানং নদ্যাং যঃ প্রাতঃস্নাতরং
 সর্কীঃ সমুদ্রগাঃ পুণ্যাঃ সর্কে পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ

বৈশাখমাসে নিত্য তৌর্ভান করে; তাহা-
 দেব পূর্কপূর্কবগণ আমার নরকে নিম্ন
 থাকিলে তাহার চিত্তগুপ্তের নিষেধপত্র
 অগ্রাহ করিয়া আমার সমক্ষেই মদীয় দূত-
 গণকে প্রহার করিয়া সেই পূর্কপূর্কযদিগকে
 পাপযুক্ত করত উদ্ধারপূর্কক পরমা গতি লাভ
 করে। এই বৈশাখে প্রাতঃস্নান সংসার-
 বন্ধন-চ্ছেদকর;—নরকালয় হইতে উদ্ধা-
 রের হেতু; ও আমার অধিকারনাশক;
 এই কারণে আমি ইহা কোথাও প্রকাশ
 করি নাই, এতাবৎকাল অতি গোপন
 করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে ব্যক্তি বৈশাখ-
 মাসে প্রাতঃকালে যথাবিধানে যে কোন
 নদীতে স্নান করিয়াছে, সে, বিদ্ব্যাপর্কহেতু
 উত্তরস্থিত ভাগীরথী, নর্শদা, যমুনা, সরস্বতী,
 বিশোকা, বিতস্তা এবং বিদ্ব্যাপর্কহেতু
 দক্ষিণস্থিত গোদাবরী, ভৌমরথী, তুল্লভদ্রা,
 দেবিকা, তাপী ও পদোকা এই ষাদশ মহা-
 নদীতে নিত্যস্নানের ফল-লাভ করিয়াছে।
 যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে সূর্যের অর্কোদয়-

সৰ্বমায়তনং পুণ্যং সৰ্বৈৰ্ণ পুণ্যা বরাশ্রমাঃ ॥৪৭
 তেনাবগার্হিতা দৃষ্টাঃ প্রণতা বহুসেবিতাঃ ।
 স্নানমৰ্কোদিতৈ স্বৰ্ঘ্যে বৈশাখ্যে নিম্নত-

শ্চরেৎ ॥৪৮

তস্ত পুণ্যং মহাদেবঃ কিঞ্চিৎকুঃ ন শক্যতে
 যদি বক্তু সহস্রাণাং সহস্রাণি ভবন্তি চ ॥ ৪৯
 আয়ুশ্চ ব্রহ্মণা তুল্যং যদি স্মাদ্বিজ্ঞসন্তম ।
 তদা মাধবমাসস্ত কলং কথয়িতুং ভবেৎ ॥ ৫০
 মহানিরয়কার্যগির্মাধবো মাধবো যথা ।
 ব্রহ্মহত্যাাদিকং পাপমগম্যাগমনাদিকম্ ॥ ৫১
 কামাকামকৃতং পাপমতিপাতকম্বেব চ ।
 উপপাপং ব্রহ্মস্বঞ্চ সঙ্করৌকরণং পরম্ ॥ ৫২
 জাতিভ্রংশকরণং ঘোরং যজ্ঞিক্রৌরৱং তথা ।
 মহাবলং প্রকৌৰ্ণঞ্চ বায়নং কায়সত্ত্ববম্ ॥ ৫৩
 মাধবো নির্দেহ্মাসো বিধিনা সমুপাসিতঃ ।
 কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ॥ ৫৪

বসেদ্বিকুপুৰে স্ত্রীমাম্মাধবে যোষর্চয়েকস্মি
 স্মৃত উবাচ ।

এতচ্ছূড়া বচন্তস্ত ধৰ্ম্মরাজস্ত তুহুরঃ ।

পুনঃ পপ্রচ্ছ মাসস্য মাধবস্য বিধিং শুভম্
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ধৰ্ম্মরাজ মহাভাগ সম্যগ্ভূত্বং প্রকাশিতম্ ।
 মাধবস্নানজং পুণ্যং নারাণাং মুক্তিদং পরম্ ॥
 মাধবং মাধবে মাসি স্নাত্বা প্রাতঃ সমাহিতঃ ।
 কথং সম্পূজয়েদেবং কৈঃ পুণ্যৈস্তদ্বিধিং বদ ॥
 ধৰ্ম্মরাজ উবাচ ।

সৰ্বৈষাং পত্রজাতীয়াং তুলসী কেশবপ্রিয়া ।
 পুষ্করাদ্যানি ভৌধানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ॥
 বাসুদেবাদয়ো দেবা বনস্তি তুলসীদলে ।
 সৰ্বদা সৰ্বকালেষু তুলসী বিষুবল্লভা ॥৬০
 ত্যক্তা তু মালতীপুষ্পং ত্যক্তা চৈব সরৌরুহম্

করিলে শত সহস্রকোটি কল্প বৈকুণ্ঠে বাস
 হইয়া থাকে । স্মৃত কহিলেন,—ব্রাহ্মণ, ধৰ্ম্ম-
 রাজ যমের এইকথা শ্রবণ করিয়া পুনৰায়
 বৈশাখমাসের শুভবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন ।
 ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে মহাভাগ ধৰ্ম্মরাজ !
 বৈশাখমাসে স্নানজনিত পুণ্য মাহুর্ষাদিগের
 পরম মুক্তিপ্রদ, এই গোপনীয় বিষয়
 অদ্য আমার নিকটে প্রকাশ করি-
 লেন । এক্ষণে আবার জিজ্ঞাসা করি,
 বৈশাখমাসে সমাহিত ভাবে প্রাতঃ-
 স্নায়ী কি প্রকারে দেব মাধবের পূজা
 করবে ? এবং সেই পূজায় কিরূপ পুণ্য
 সঞ্চয় হয়, আপনি তাহা বিশেষ করিয়া বলুন ।
 ২১-৫৮ । ধৰ্ম্মরাজ কহিলেন,—সকল প্রকার
 পত্রের মধ্যে তুলসী-পত্রই কেশবের প্রিয়,
 তুলসীপত্রে পুষ্কর প্রভৃতি ভৌষ্য, গঙ্গাদি নদী
 এবং বাসুদেবাদি দেবগণ বাস করেন ।
 সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই তুলসী বিষুব
 প্রিয় । মালতীপুষ্প ত্যাগ করিয়া, পদ্মপুষ্প
 ফোলিয়া দিয়া কেবল তুলসী পত্রদ্বারাই ভক্তি-
 পূৰ্বক বিষুব পূজা করিবে । যে ব্যক্তি
 তুলসীপত্র দ্বারা বিষুব পূজা করে ; অনন্ত-

কালে সংঘতভাবে স্নান করিয়াছে তাহার
 নিখিল পবিত্র নদীতে স্নান, নিখিল পবিত্র
 পৰ্ব্বত-দর্শন, নিখিল পবিত্র দেবালয়ে গিয়া
 প্রণাম এবং নিখিল পবিত্র আশ্রম-সেবার
 ফললাভ হইয়াছে । মহাদেবও পঞ্চমুখে
 তাহার পুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হন না ।
 হে বিজ্ঞসন্তম ! যদি সহস্র সহস্র মুখ হয়
 এবং ব্রহ্মার তুল্য আয়ু হয় তাহা হইলে
 বৈশাখমাসের ফল নির্দেশ করা যাইতে
 পারে । ৩৯—৫০ । মাধবমাস, দেব মাধ-
 বের স্তায় মহানরকসমূহের করীযানল
 (দু টের আশুন) স্বরূপ—নাশক । বৈশাখ-
 মাসাবধিত কার্য যথাবিধানে সম্পন্ন করিলে
 ব্রহ্মহত্যাাদি মহাপাপ, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত
 অগম্যাগমনাদি পাপ, অতিপাতক, উপ-
 পাতক, সঙ্কর পাপ, গুপ্ত পাপ, ঘোরতর
 জাতিভ্রংশকর পাপ, সর্বাঙ্গব্যাপী শ্বेतকূঠ,
 গলিত কূঠ ও কায়িক, বাচিক মানসিক
 সকল প্রকার পাপ একেবারে দগ্ধ হইয়া
 যায় । উক্ত বৈশাখমাসে স্ত্রীমাম্মাধবের পূজা

গৃহীষ্য তুলসীপত্রঃ ভক্ত্যা মাধবমর্চয়েৎ ॥ ৬১
 তন্ত পুণ্যফলং বক্তুমলং শেযোহপি নো
 ভবেৎ ॥ ৬২
 অন্নাস্য তুলসীং ছিষ্য দেবার্গং পিতৃকর্ম্মণি ।
 তৎসর্গং নিফলং যাতি পঞ্চগবেয়ন শুধ্যতি ॥
 দারিদ্র্যাহুঃখভোগাদিপাপানি সুবহুস্থাপি ॥ ৬৩
 তুলসী হরতে কিপ্রং যোগানিব হরীতকী ।
 তুলসী কৃষ্ণগৌরাখ্য। তয়াভ্যর্চ্য মধু দ্বিমম্ ॥ ৬৪
 বিশেষেণ হরেভক্তো নরো নারায়ণো ভবেৎ
 মাধবং সকলং মাসং তুলস্তা যোহর্চয়েদ্ধরিশম্
 ত্রিসন্ধ্যাং মধুহস্তারং নাস্তি তন্ত পুনর্ভবঃ ॥ ৬৬
 অলাভে পুষ্পপত্রাণামন্নাদ্যনাপি পূজয়েৎ ।
 শালিগোধূমতগুল-যবৈর্বাপি हरिः सदा ॥ ৬৭
 কুর্ধ্যাৎ প্রদক্ষিণং তন্ত সর্গদেবময়ং ততঃ ॥
 পিতৃদেবমহুয্যাংশ্চ তর্পয়েৎ সচরাচরম্ ॥ ৬৮
 যোহংশ্বমর্চয়েদেবমুদকেন সমস্ততঃ ॥

দেবও তাহার পুণ্যফল বলিতে সমর্থ
 নহেন। স্নান না করিয়া তুলসীপত্র চয়ন
 করিতে নাই, অন্নাত অবস্থায় ছিন্ন তুলসীপত্র
 দ্বারা কৃত দেবকার্য বা পিতৃকার্য নিফল
 হয়; তবে অন্নাত ব্যক্তি তুলসীপত্র চয়ন
 করিলে, পঞ্চগব্য দ্বারা তাহা শোধন করিয়া
 লইতে পারে। হরীতকী যেরূপ নানা রোগ
 নাশ করে, সেইরূপ তুলসী, দারিদ্র্য ক্রেশ
 প্রভৃতি বিধি পাপতাপ শীঘ্র নষ্ট করে।
 কৃষ্ণগৌর তুলসী দ্বারা মধুহৃদনের পূজা
 করিলে মানব, বিশিষ্ট রূপে হার্গভক্ত হইয়া
 অস্তিম্বে নারায়ণ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ
 বৈশাখমাস ত্রিসন্ধ্যায় তুলসী দ্বারা মধুগুস্তা
 हरिके पूजा করে, তাহার আর জন্ম হয় না।
 পুষ্প পত্র না পাইলে কেবল অন্নাদি দ্বারাও
 ঈহরির পূজা করিবে। সর্গদেবময় সেই
 ঈহরিকে শালি, গোধূম, তগুল বা যব দ্বারা
 পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। পিতৃগণ,
 দেবগণ, মহুযাগণ ও আত্রকস্তম্ব পর্য্যন্ত)
 জগতের তর্পণ করিবে। যে ব্যক্তি দেব
 অংশ্ব রূকের চতুর্পার্শ্বে জল দিয়া পূজা করে,

কুলানাময়ুতং তেন তাম্বিতং স্তার সংশয়ঃ ।
 অলক্ষ্মীঃ কালকণী চ দুঃখপ্নং দুর্ক্ষিচিন্তিতম্ ।
 অশ্বতর্পণাত্তাত সর্গদুঃখং বিনশ্চতি ॥ ৭০
 তর্পিতাঃ পিয়তন্তেন তেন বিষ্ণুঃ সমর্চিতঃ
 যোহংশ্বমর্চয়েদ্বীমান গ্রহাস্তেনৈব পূজিতাঃ
 শ্বেতাংশ্বপুষ্পাণি তথাক্তাংশ্চ
 হতাশনং চন্দনমর্কবিষম্ ।
 অংশ্বরূক্ষক সমালভেত
 ততশ্চ কুর্ধ্যান্নিজজাতিধর্ম্মান ৭২
 কৃত্বাপ্যষ্টাঙ্গযোগান্ত স্নাত্বা পিঙ্গলতর্পণম্ ।
 কৃত্বা গোবিন্দমভ্যর্চ্য ন স দুর্গতিমাধুয়াৎ ॥
 ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দশ্যাং বৈশাখ্যাঞ্চ দিনত্রয়ম্ ।
 সর্গশক্তোহপি বিধিনা নারী বাপুরুষোহপি বা
 পূর্বোক্তনিয়মৈশূক্তঃ প্রাতঃ স্নাত্বা স শক্তিতঃ
 বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্কৈঃ স্বর্গমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৭৫
 বৈশাখমাসে যো ভক্ত্যা ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্যাদ

তাহার অযুত কুল উদ্ধার হয়, তাহার সন্দেহ
 নাই। বৎস! যে ব্যক্তি জলদান দ্বারা
 অশ্বত্বরূকের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে, তাহার,
 অলক্ষ্মী, কলকণী, দুঃখপ্ন, দুর্ক্ষিস্তা, এবং
 সর্গপ্রকার দুঃখ নষ্ট হয়; তাহার পিতৃলোক
 তর্পিত হন এবং সে বিষ্ণুপূজার ফল প্রাপ্ত
 হয়। ৭০—৭০। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশ্ব-
 খের পূজা করে, সে নিখিল গ্রহপূজার ফল
 প্রাপ্ত হয়। শ্বেতাংশ্বপুষ্প, অক্ষত, হতাশন,
 চন্দন, সূর্যমণ্ডল, ও অশ্বত্ব রূকের নিত্য
 সেবা করিবে, পরে নিজ জাতিধর্ম্মের
 আচরণ করিবে। অষ্টাঙ্গযোগসাধন, স্নান,
 অশ্বত্বতর্পণ, এবং গোবিন্দের পূজা করিলে
 মানব দুর্গতিলাভ করে না। সম্পূর্ণ মাসে
 অশক্ত হইলে বৈশাখমাসের ত্রয়োদশী,
 চতুর্দশী, ও পূর্ণিমা এই তিন দিনে নারী
 বা পুরুষ পূর্বোক্ত নিয়মে সাধ্যমত প্রাতঃ-
 স্নান করিলে সর্গপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত
 হইয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করে। যে ব্যক্তি
 বৈশাখমাসে আনন্দসহকারে ভক্তিপূর্বক
 ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করায়; সংবত

ত্রিগাঙ্গমুসি স্নান সৰুচ প্রযতঃ শুচিঃ ৷১৬
 গৌরান বা যদি বা কৃষ্ণাংস্তিলান কৌদ্রেণ
 সংযুতান ।
 দ্বাদশবিপ্রভ্যন্তৈরেব সন্তি বাচয়েৎ ৷১৭
 প্রীয়তাং ধৰ্ম্মরাজো মে পিতৃদেবাংশ্চ তৰ্পয়েৎ
 যাবজ্জীবনকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্চতি ৷১৮
 অযুতায়ুতঞ্চ তিষ্ঠেৎ স স্বৰ্গলোকে যথা মুখম্ ।
 মামেবনতু পশ্চৎ স পূজিতঃ সৰ্বদেবতাঃ ৷১৯
 পকান্নমুদকং তানি পিতৃদৈবততুষ্টিয়ে ।
 ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দশ্যাং পূর্ণিমায়াং ।দনত্রয়ম্ ।
 যো দদ্যাড্ডজিত্তে বিপ্র সৰ্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে
 সুবর্ণতিলপাত্রেভ্যঃ ব্রাহ্মণঃ শক্তিতোহবধম্ ।
 তৰ্পয়েদুদপাত্রেভ্যঃ ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ৷৮১
 বৈশাখপূর্ণিমায়াঞ্চ সৃষ্টাঃ কমলযোনিনা ।
 তিলা দেয়াশ্চ ভক্ষ্যাশ্চ শ্রেয়ঃসস্ততিহেতবে ৷

ইহার্থে চ পুরাণুস্তঃ তদাকর্ণয় স্মৃতত ।
 কসং মাধবমাসস্ত পূর্ণিয়াং পরমাত্তম্ ৷৮০
 মেবসংসংক্রমমারভ্য তিথয়ত্রিংশতুম্ভাঃ ।
 সৰ্ব্বযজ্ঞাধিকাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যাণেশু
 প্রকৌর্ভিতাঃ ৷৮৪
 বিশেষতোহপি তামিশ্রাঃ পবিত্রাঃ পিতৃদুর্লভাঃ
 ততোহপি পূর্ণিমা পুণ্যা মাধবী মাধবপ্রিয়া ৷৮৫
 এবং বরাহকল্পস্ত ত্রিধিরাঢ্যা মহাকলা ।
 পুরা নারায়ণেনাস্ত্যাং দ্বিতিজৌ দ্বাবিমৌ হতৌ
 হিরণ্যাক্ষমধু বিপ্র পৃথিবী চ সমুদ্ভূতা ৷৮৭
 ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দশ্যাং পূর্ণিমায়াময়ং বিভূঃ ।
 ক্রমাদেব ত্রয়ক্ষেত্রে শুক্রেহশ্মিমাশি মাধবে ৷৮৮
 ততঃপ্রভৃতি বিপ্রেন্ন বিশেষাদেব পূর্ণিমা ।
 কল্পাদিপাবনী খাত্য কৰ্ম্মণঃ কল্পসাক্ষিনী ৷৮৯
 যেন স্নাতং ন বৈশাখে প্রাতর্নিয়মশালিনা ।

হইয়া শুচিভাবে উক্ত তিন দিন প্রাতঃ-
 কালে স্নান করে, দ্বাদশটা ব্রাহ্মণকে
 মধুমিশ্রিত রুক্ষ বা খেত তিল দান করে,
 ব্রাহ্মণ দ্বারা স্নানবাচন করায় এবং
 ‘প্রীয়তাং ধৰ্ম্মরাজো মে’ এই বলিয়া যম-
 তৰ্পণ, পিতৃতৰ্পণ, ও দেবতাতৰ্পণ করে,
 তাহার যাবজ্জীবনকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট
 হয় । সে অযুত বৎসর স্বৰ্গলোকে সুখে
 বাস করে, তাহার সকল দেবতা পূজা করার
 কল্লাপাত হয়, তাহাকে আর আমার দর্শন
 পাইতে হয় না । হে বিপ্র ! যে ব্যক্তি বৈশাখী
 ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা এই তিন দিনে
 পিতৃগণ ও দেবগণের তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত
 পকান্ন, জল ও মধুমিশ্রিত ভিত দান করে,
 সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । বৈশাখ-
 মাসে প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে সুবর্ণপাত, তিল-
 পূর্ণ পাত, এবং জলপূর্ণ পাত দ্বারা তুষ্ট
 করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নাশ হয় ।
 বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্রহ্মা তিল-
 পাত দিয়া তুষ্ট করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উক্ত
 তিথিতে কল্যাণ-সমূহ কামনার তিলদান ও

তিল ভক্ষণ কর্তব্য । ৭১—৮২ হে স্মৃতত !
 এই বিষয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার অত্যন্তার্থ্য কল-
 প্চক এক পুরাতন ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ
 কর । চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া
 ত্রিশটি তিথিই উত্তম, পবিত্র এবং পুরাণে
 নিখিল যন্ত্র অপেক্ষা সমধিক কল্লাদায়ক বলিয়া
 কথিত হইয়াছে । বিশেষতঃ উক্ত ত্রয়োদশী,
 চতুর্দশী ও পূর্ণিমা এই তিনটি তিথি অতি
 পবিত্র এবং পিতৃলোকের দুর্লভ । বিষ্ণু-
 প্রিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা আবার তদপেক্ষা
 সমধিক পবিত্র । এই পূর্ণিমা বরাহকল্পের
 প্রথম তিথি, এক নিমিত্ত ইহা অতি-
 কল্লাদায়ক । হে বিপ্র ! পুরাকালে প্রভু
 নারায়ণ এই বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের
 ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে যথা-
 ক্রমে হিরণ্যাক্ষ ও মধুদৈত্যবধ এবং পৃথিবীর
 উদ্ধার করিয়াছিলেন । হে বিপ্রেন্ন ! তদ-
 বধি বৈশাখী পূর্ণিমা কল্পের আদি অতি-
 পুণ্যদায়িনী, সকল সংকর্ষের আধার ও
 কল্পসাক্ষিনী বলিয়া বিশেষরূপে বিখ্যাত
 হইয়াছে । হে বিপ্র ! যে ব্যক্তি যথানিয়মে

কিং তন্তু জয়না বিপ্র নৃ-মাঙ্গাপহারিণা ॥ ৯
 ত্রয়োদশ্চাং চতুর্দশ্চাং পৌর্ণমাস্চাং বিশেষতঃ
 অপি সম্যগ্বিবাহনেন নারী বা পুরুষোহপি বা
 প্রাতঃস্নানং সনিয়মং সর্কপাটপঃ প্রযুচ্যতে ॥
 স্নানদানার্চনশ্রাদ্ধ-ক্রিয়াপূণ্যবিবর্জিতা ।
 যন্ত্রাতীতা চ বৈশাখী স নূনং নিয়মালয়ঃ ॥ ৯২
 ন বেদেন সমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ।
 ন দা-ঃ জলগোতুল্যাং ন বৈশাখীসমা তিথিঃ
 জলধেষ্ণুঞ্চ যো দদ্যাট্টেষশাখ্যাং বিষ্ণুতৎপরঃ
 ত্রয়ণামপি দেবানাং চতুর্থোহয়ঃ বিশেষতঃ ॥
 মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রগহা শুক্লভয়গঃ ।
 জলধেষ্ণুং সমালোক্য মৃচাতে সর্কপাতকৈঃ ॥
 দশ পূর্বান পরান বঃশ্রায়কান্তারয়ন্তি তে ।
 জলধেষ্ণুং প্রযচ্ছন্তি বৈশাখে বিধিনা দশ ॥ ৯৩
 শর্করাকলভাঙ্গুলমুগানৎকরণপত্রিকাঃ ।

বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করে নাই ; তাহার
 জন্মই বুধা! সে নিশ্চয়ই আশ্রয়বঞ্চক ।
 বিশেষতঃ ঐ বৈশাখী ত্রয়োদশী চতুর্দশী ও
 পূর্ণিমা তিথিতে সমাগ্নিনিয়মে ষথাবিধি প্রাতঃ-
 স্নান করিলে, কি নাগ্নী, কি পুরুষ সকলেই
 সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । ৯০—৯২ । যে
 ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমায় স্নান, দান, দেবপূজা
 ও শ্রাদ্ধরূপ পুণ্যকর্ম না করিয়া বুধা কাল
 অতিক্রম করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই নরকবাসী
 হয় । যেমন বেদের তুল্য শাস্ত্র নাই, জল
 ও ধেনুদানের তুল্য দান নাই, সেইরূপ
 বৈশাখী পূর্ণিমায় তুল্য তিথি নাই । যে
 ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হইয়া বৈশাখী পূর্ণিমায় জল-
 ধেষ্ণু দান করিতে পারে, সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
 মহেশ্বর এই দেবতাদের মধ্যে চতুর্থ দেবতা
 স্বরূপ । মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ও ভ্রগহত্যা-
 কারী শুক্লাদারগামী মানব জল-ধেষ্ণু দর্শনসেই
 সর্কপাট হইতে মুক্ত হয় । বাহার বৈশাখ-
 মাসে ষথাবিধানে দশটি জলধেষ্ণু দান
 করে, তাহার পূর্বাপর দশ পুরুষকে নরক
 হইতে উদ্ধার করে । বাহার বৈশাখ
 মাসের উক্ত পূর্ণিমায় উক্তম ব্রাহ্মণকে

প্রযচ্ছন্তি দ্বিজাগ্রোভ্যাং ধন্যাস্তে চাত্র কীর্তিত
 মণিকোদককুশাংশ পকারঃ হেমদাক্ষণ্যম্ ।

যঃ প্রযচ্ছতি বৈশাখ্যাং সোহম্বেদধক্ষণঃ

লভেৎ ॥ ৯৮

অত্রাপ্যাদাহয়ন্তৌমতিহাসঃ পুরাতনম্ ।

ব্রাহ্মণশ্চ চ সংবাদং প্রেতৈঃ সহ মহাবনে ॥ ৯৯

ব্রাহ্মণো ধনশর্যাসৌমধ্যাদেশেষু চানঘঃ ।

কুশাদ্যার্থে বনঃ যাতো দদর্শেদমখাদুতম্ ॥ ১০০

ভীতোহপশ্চম্বহাপ্রোতান হুস্তাংস্ত্রীনতি দারুণাম্

উর্ধ্বকেশান সরজ্ঞাকান কৃষ্ণদন্তান কৃশোদরান্

কুর্ততো বিবিধারাবান ধাবতোহপি ইতস্ততঃ

তান দৃষ্ট্বা ভয়বিজন্তো ব্রাহ্মণো নির্গতো জবাৎ

ক্রন্দমানান্ততন্তেহপি তমেবাহুযযুস্তদা ।

স গম্যমানস্তৈঃ প্রেতৈরুবাচ মধুরঃ বচঃ ॥ ১০৩

শর্করা, ফল, তাঙ্গুল, চর্মপাত্রকা, ও কয়-
 পত্রিকা দান করে, তাহার ধন বলিয়া
 কীর্তিত হয় । যে ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমায়
 ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ মণিক (জালা), কলস,
 পকার এবং সুবর্ণ দাক্ষিণ্য দান করে, সে
 অম্বেদ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় । এই বিষয়ে
 মহারণ্যে প্রেতদিগের সঙ্ঘিত এক ব্রাহ্মণের
 কথোপকথনরূপ পুরাতন ইতিহাস কথিত
 হইয়া থাকে । পূর্বকালে মধ্যদেশে ধনশর্য্যা
 নামে এক পুণ্যাশ্রম ব্রাহ্মণ বাস করিতেন,
 একদা তিনি কুশাদি আহরণের নিমিত্ত বনে
 গমন করিয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন
 করিলেন, তিনি ভয়ে ভয়ে দেখিতে লাগি-
 লেন,—কতকগুলি হুট মহাপ্রেত বিবিধ-
 প্রকার বিকট চীৎকার করিতে করিতে
 ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে । তাহাদের উদর
 ক্ষীণ, আরক্ত চক্ষু, লম্বমান কেশকলাপ উর্ধ্বে
 বিক্লিপ্ত, দন্ত কৃষ্ণবর্ণ, তাহার দেহিতে অতি
 বিকটাকার । ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে দেখিয়া
 ভয়ে ব্যাকুল হইয়া অরণ্য হইতে সবেগে
 বর্জিত হইলেন । অনন্তর সেই প্রেত-
 গণও চীৎকার করিতে করিতে ব্রাহ্মণের
 অহুসরণ করিতে লাগিল, প্রেতগণ পশ্চাৎ

ধনশর্ম্মোবাচ ।

প্রেত উচুঃ ।

কে যুধিষ্ঠির কৃতোহবস্থা জাতেতি নিরয়োচিত্তা ।
ভয়াৰ্জমল্লকম্প্যাং মাং হৃৎখিতং ত্রাতুমর্হিষ ॥ ১০৪
বৈষ্ণবঃ বহুভূত্যঞ্চ নিঃশ্বঃ বিপ্রং বনাগতম্ ।
তত্র তামপি স শ্রেয়ো নুনং দাস্ততি কেশবঃ ॥
ব্রহ্মণ্যো ভগবান্ বিষ্ণুশ্চঠৌ মধ্যম্লকম্পয়া ।
অতসৌপ্পসঙ্কামো বিষ্ণুঃ পীতাছরো হরিঃ ॥
যশ্চ শ্রবণমাত্রেণ সর্ষপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১০৭
অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
অব্যয়ঃ পুণ্ডরীকাকঃ প্রেতমোক্ষপ্রদায়কঃ ॥

যম উবাচ ।

নামশ্রবণমাত্রেণ বিকোন্তে পরিতোষিতাঃ ।
পিশাচাঃ পুণ্যভাবস্থা দয়াদাক্ষিণ্যম্বিতাঃ ॥
ঐশিতান্তস্ত বচসা তদাদিষ্টেন চোদিতাঃ ।
ইদমুচুর্দ্বিজং প্রেতাঃ সূক্তপাপপিড়িতাঃ ॥ ১১

দর্শনেনৈব তে বিপ্র নামশ্রবণতো হরেঃ ।
ভাবমল্লমল্লপ্রাপ্তা বয়ং জাতা দয়ালবঃ ॥ ১১১
অপাকরোতি তুরিতং শ্রেয়ঃ সংযোজয়ত্যপি ।
যশো বিস্তারয়ত্যাপ্ত নুনং বৈষ্ণবসঙ্গমঃ ॥ ১১২
রসায়নোপমা শাস্তা পরমানন্দদায়িনী ।
নানন্দয়তি কিং নাম বৈষ্ণবী বাস্তচন্দ্রিকা ।
অয়ং কৃতম্ননমাস্তি দ্বিতীয়োহয়ং বিদৈবতঃ ।
অবৈশাখস্তুতীয়োহয়ং ত্রয়ণামপি পাপকৃৎ ॥
সদৈবাহুত্তিতানেন পাপেনাপি কৃতম্নত ।
তেনাস্ত বর্ষজং নাম কৃতম্নাখ্যং ব্যবস্থিতম্
সুদাস ইতি নামায়ং ত্রোহোহেভুৎপূর্ষজয়নি
কৃতম্নস্তেন পাপেন প্রাপ্তোহবস্থামিমাং দ্বিজ
অতিপাপানি ধুর্ষে চ গুরুশাস্ত্যাহিতেনপি বা ।
নিকৃতিবিদ্যতে বিপ্র কৃতম্নে নাস্তি নিকৃতিঃ ॥

পশ্চাৎ আগমন করিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ
মধুরবচনে তাহাদিগকে কহিলেন । ধনশর্ম্মা
কহিলেন,—তোমরা কে? তোমাদের এরূপ
নরযোগিত অবস্থা কিরূপে হইল। আমি
নিঃশ্ব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, আমার অনেকগুলি
শ্রুতিপাল্য; আমার সঙ্গে আর কেহ নাই।
তোমাদিগের এরূপ আচরণে আমি একান্ত
ভীত ও কাতর হইয়াছি; আমি তোমাদের
দয়ার পাত্র, আমাকে রক্ষা কর। আমার উপ-
দয়া করিলে অতসৌপ্পসঙ্কাম্যস্তি পীতাছর
ভগবান্ ব্রহ্মাণ্যদেব বিষ্ণু, নিশ্চয়ই তোমা-
দিগের মঙ্গল করিবেন। ষাঁহার নাম শ্রবণ
করিলে সর্ষপাপক্ষয় হয়, সেই অনাদিনিধন
শঙ্খচক্রগদাধারী অচ্যুত পুণ্ডরীকাক দেব-
নারায়ণ প্রেতব্যক্তিদিগকে মুক্তপ্রদান করিয়া
থাকেন। ৯৩—১০৮। যম কহিলেন,—
সেই পিশাচগণ—ঐবিষ্ণুর নাম শ্রবণেই
শান্তিশয় পরিতুষ্ট হইয়া পুণ্যবৃদ্ধি হইল।
তাহাদের হৃদয়ে দয়া দাক্ষিণ্যের উদয়
হইল। তখন সুদায় তুষায় শীড়িত সেই
প্রেতগণ সেই ব্রাহ্মণের কথায় শান্তিশয় তুষ্ট
হইয়া তাহার আদিষ্ট বিষয়ের অনুসরণপূর্বক

ঠাঁহাকে কহিল। প্রেতগণ কহিল,—হে
ব্রাহ্মণ! আপনাদর্শন এবং ঐহিরির নাম
শ্রবণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অস্তভাবের
উদয় হইয়াছে, আমরা দয়ালু হইয়াছি।
নিশ্চয়ই বৈষ্ণবসম্মিলনে অবিলম্বে পাগনাশ
মঙ্গলভ এবং যশোবিস্তার হইয়া থাকে।
বৈষ্ণবী বাস্তচন্দ্রিকা (বৈষ্ণবসংসর্গ) শাস্ত
রসায়নের স্তায় মঙ্গলদায়িনী; এই বৈষ্ণব-
সংসর্গ কাণের না আনন্দকর? এই ব্যক্তির
নাম কৃতম্ন, এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম
বিদৈবত, আর এই তৃতীয় ব্যক্তির নাম
অবৈশাখ; এই অবৈশাখ একাই তিন
জনের পাপ করিয়াছে। এই পাপিত কৃতম্ন
সর্ষদাই কৃতম্নতা করিত বলিয়া ইহার নাম
কৃতম্ন হইয়াছে। এই কৃতম্ন পূর্ষজয়ে সুদাস
নামে বিখ্যাত ছিল; হে দ্বিজ! সেই সময়
এ কৃতম্নতা আচরণ করায় এই দুয়বস্থা প্রাপ্ত
হইয়াছে। হে বিপ্র! অতিশয় পাপকর্ম্ম
বা গুরু ও প্রভুর অহিতাচরণ করিলেও বয়ং
নিস্তার আছে, কিন্তু যে কৃতম্নতা আচরণ
করে, তাহার নিকৃতি নাই। হে দ্বিজোত্তম!

নানানিরয়সজ্জাতং শরীরৈর্ধাতনাক্ষমৈঃ ।
 অন্নভুয় তদাবস্থামস্ত্যামেতাং দ্বিজোত্তম ॥১১৮
 অনেনান্নং সদা ভুক্তমক্ৰুত্বা দেবতার্চনম্ ।
 অদন্তং গুরুবিপ্রভ্যস্তেনৈবায়ং বিদৈবতঃ ॥
 অয়ং দশসহস্রাণাং গ্রামাণামীশ্বরে নৃপঃ ।
 হরিবীর ইতি খ্যাতঃ স চাসীৎ পূর্ষজন্মনি ॥
 রোষাহঙ্কারনাস্তিক্যৈর্গুরীজ্ঞালজ্বনোদ্যতঃ ।
 অকৃত্বৈব মহাযজ্ঞান ভুক্তবান বিপ্রনিন্দকঃ ॥
 কৰ্ম্মণা তেন পাপেন মহানরকসঙ্করম্ ।
 অন্নভুয় গতঃ প্রেতো জাতো নান্না বিদৈবতঃ
 অবৈশাখস্তৃতীয়োহহং ত্রয়াণামপি পাপকৃত্বৎ ॥
 তেন মে কৰ্ম্মণা নাম ব্রাহ্মণোহহং ব্যবস্থিতঃ ॥
 মধ্যদেশে ভবেন্নান্না গৌতমো

গৌতমোহুপ্যহম্ ।

বিপ্রো বাসপুরাবাসী যথাসং পূর্ষজন্মনি ॥১২৪
 ময়া কেবলমেকৈকশ্রোতমার্গানুসারিণা ।

এই কৃত্য সেই কারণে তুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া
 যজ্ঞাণ-সহ শরীরে বিবিধ নরকযজ্ঞাণা ভোগ
 করিতেছে। আর এই যে বিদৈবত, এ
 ব্যক্তি দেবতার পূজা না করিয়া ভোজন
 করিয়াছে; গুরুবিপ্রকে কিছুই দান করে
 নাই; সেই কারণেই ইহার নাম বিদৈবত
 হইয়াছে। পূর্ষজন্মে এ দশসহস্র গ্রামের
 অধীশ্বর হইয়া রাজা হইয়াছিল। এ
 হরিবীর নামে বিখ্যাত ছিল। নাস্তিক্য-
 বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া এ ক্রোধে অহঙ্কারে
 সর্বশা গুরুর আত্মা লজ্বন করিত, ব্রাহ্মণ-
 দিগের নিন্দা করিত, মহাযজ্ঞ না করিয়াই
 ভোজন করিত। এ ব্যক্তি সেই পাপ
 কৰ্ম্মে বিদৈবত-নামক প্রেত হইয়া মহানরক
 যজ্ঞাণা ভোগ করিতেছে। ১০৯—১২২ ।
 আমার নাম অবৈশাখ; আমি একাই তিন-
 জনের পাপ করিয়াছি; সেই পাপে আমার
 এই দুর্গতি হইয়াছে। আমি পূর্ষজন্মে
 গৌতমগোত্রোৎপন্ন এক ব্রাহ্মণের গৃহে
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; আমার নামও গৌতম;
 বাসপুত্র গ্রামে আমার বাস ছিল। আমি

উদ্ভিষ্টা মাধবং দেবং ন স্নাতং মাসি মাধবে ॥
 ন দন্তং ন হতং কিঞ্চিৎবৈশাখস্ত বিশেষতঃ ।
 নার্চিতে মধুহা তত্র তোষিতা ন মনৌষিণঃ ॥
 মণিকোদককুস্তৈশ্চ ন দানৈর্নাপি দেবতাঃ ।
 তর্পিতা ন তিলা দত্তাঃ সক্ষোদ্রাঃ

শ্রোত্রিধেয়ু চ ॥ ১২৭

ন পুষ্পফলতাম্বুল-চন্দনং ব্যজনাধরৈঃ ।
 বিদ্বাংসো নার্চন্তস্তত্র পিতৃদৈবততৃপ্তয়ে ॥
 ময়া নৈকাপি বৈশাখী পূর্ণা পূর্ণফলপ্রদা ।
 স্নানদানক্রিয়াপূজাসুকৃতেৱপি পালিতা ॥১২৯
 তেন মে বৈদিকং কৰ্ম্ম জাতং সর্বঞ্চ নিফলম্
 ততোহবৈশাখনামাহং প্রেতো জাতোহস্মি

সর্ষতঃ ॥ ৩০

এতস্তে সর্বমাখ্যাং ত্রয়াণামপি কারণম্ ।

অং নো ভব সমুদ্বর্তা পাপাদ্ভিপ্রোহসি বৈ

যতঃ ॥ ৩১

অধিকা বিপ্র তীর্থেভ্যো দ্বিজাঃ সুকৃতসাধবঃ

কেবল বেদবিহিত কৰ্ম্ম করিতাম। বৈশাখ
 মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে স্নান করি নাই, দান
 বা হোম করি নাই; বিশেষতঃ বৈশাখমাসে
 মধুসুদনের পূজা করি নাই। মনৌষিণের
 সন্তোষ উৎপাদন করি নাই। জলপূর্ণ মণিক
 বা কুস্ত দান করিয়া দেবতা-ব্রাহ্মণের তৃপ্তি-
 সাধন করি নাই। কোনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে
 মধুমিশ্রিত তিল দানও করি নাই। দেবতা
 ও পিতৃপুরুষের স্মৃতিকামনায় পুষ্প, চন্দন,
 ফল, তাম্বুল, অন্ন ব্যঞ্জন ও বস্ত্র দান করিয়া
 বিদ্বানদিগকে পূজা করি নাই। পূর্ণফলপ্রদ
 বৈশাখী পূর্ণিমায় আমি একবারও স্নান,
 দান পূজা প্রভৃতি পুণ্যকৰ্ম্ম করিতে পারি
 নাই। সেই জন্ত মংকৃত বৈদিক কৰ্ম্ম-
 সকল রুথা হইয়াছে, সেইকারণে আমি
 অবৈশাখ নামে প্রেত হইয়া জন্ম গ্রহণ করি-
 য়াছি। আমাদের তিন জনের এইরূপ
 প্রেত হইবার কারণ সমস্তই আপনার
 নিকটে বলিলাম। আপনি ব্রাহ্মণ, অত্রএব
 আমাদিগকে এই পাপ হইতে উদ্ধার করুন।

ভারয়ন্তি মহাপাপান্নিরয়েভ্যোহপি সংজিতান
গঙ্গাদিসৰ্বতীৰ্থেষু যো নরঃ স্নাতি সৰ্বদা ।

যঃ করোতি সত্যং সঙ্গং তয়োঃ সংসঙ্গমো

বয়ঃ ॥ ১৩৪

অথবা মম পুত্রোহ'ন্ত ধনশৰ্ম্মোতি ধিক্ৰতঃ ।

তং গঙ্গা বোধয় স্বামিন্শ্রদদে কৃতোদ্যমঃ ।

কার্থো সমুদ্যতং কৃৎস্না পরেবং সমুপস্থিতে ।

পুরুলং কলমাপ্নোতি যজ্ঞদানক্রিয়াধিকম্ ॥১৩৫

যম উবাচ ।

প্রেতবাক্যং সমাকৰ্ণ্য ধনশৰ্ম্মাতিদুঃখিতঃ ।

স তং জনকমজ্ঞাসীৎ পত্নিতং নিরয়ে নিজম্ ।

আত্মানমভিত্তো নিন্দন্নিন্দং বচনমববীৎ ॥১৩৬

ধনশৰ্ম্মোবাচ ।

অহং তব সূতঃ স্বামিন্ গোতমস্ত নিরর্থকঃ ।

যন্ত পুত্রো ন নিস্তারং পিতুঃ কুৰ্ধ্যাদতন্ত্রিতঃ ।

আত্মানং পাবয়েন্নাসৌ পুমান্ন জব্যবানিব ।

ধৰ্ম্মো হি গহনো জ্ঞেয়ঃ প্রযত্নেনাপি ধীমতা ।

যথা মম পিতা চ তমিমাং প্রাপ্তোহসি দুর্গতিম্

যদা চ সুখসন্তানং ন মন্তঃ প্রাপ্তবাবসি ।

লোকয়োঃ সুখসন্তানস্তথা স তদগো মতঃ ।

দ্বৌ গুরু পুরুষস্তেহ পিতা মাতা চ ধৰ্ম্মতঃ ।

তয়োৰপি পিতা শ্রেয়ান্ বীজপ্রাধান্তদর্শনাৎ ॥

কিং করোমি ক গচ্ছামি বখং তাত গতিস্তব

ধৰ্ম্মত্বং ন জানামি সংশয়ামি ভবৎসঃ ॥ ১৪২

প্রেত উবাচ ।

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি ভাবিনোহর্থস্ত মে বলাৎ

অথ পুণ্যেন কেনাপি ভবিতৌ সুগার্হস্থ্যম্ ।

মহাশ্রোতানি কৰ্ম্মাণি কুরতা বিল গৰ্ব্বতঃ ।

হে বিপ্র! পুণ্যবান সাধু ব্রাহ্মণগণ তীর্থ
অপেক্ষাও অধিক পবিত্র; তাঁহারা নরক
হইতে মহাপাপীদিগকেও উদ্ধার করিতে
পারেন। যে মানব সৰ্বদা গঙ্গাদি সকল
তীর্থে স্নান করে এবং যে সাধুদিগের সঙ্গে
স্বস্থান করে, তাহাদের অপেক্ষা সাধুসমা-
গম আরও পবিত্র। প্রভো! যদি আপনি
স্বয়ং আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সম্মত না
হন, তাহা হইলে ধনশৰ্ম্মা নামে বিখ্যাত
আমার একটি পুত্র আছে, আপনি তাহাকে
গিয়া বসুন। আমাদের জন্ত এই পবিত্রম-
টুকু আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে।
এইরূপ করিলেও আমাদের যথেষ্ট উপকার
(করা হইবে)। আপনারও যথেষ্ট পুণ্য
হইবে; কারণ এইরূপ পরকীয় কার্ণো
সহায়তা করিলেও যজ্ঞদানাদি কৰ্ম্মা
পেক্ষা সমধিক পুণ্য হইয়া থাকে।
যম কহিলেন,—ধনশৰ্ম্মা, প্রেতবাক্য
শ্রবণ করিয়া তাহাকে নরকপতিত আপন
পিতা বলিয়া জানিতে পারিয়া সাতিশয়
দুঃখিত হইলেন এবং আপনাকে দিক্কার
দিয়া বলিতে লাগিলেন। ধনশৰ্ম্মা কহিলেন
—প্রভো! আমি সেই আপনার পুত্র;

আমার জন্মে ধিক্! যেহেতু আপনার
কোন কাজ করিতে পারি নাই। যে পুত্র
অনলস হইয়া আপন পিতার উদ্ধার করিতে
পারিল না, সে পুত্র বুঝা; তাহার আত্মা
অপবিত্র। ধৰ্ম্মের গতি অতি দুর্লভ;
বুদ্ধিমান ব্যক্তি সৰ্বশেষ আয়াসে তাহা অব-
গত হইতে পারেন। আপনি আমার পিতা
হইয়া এরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন এবং আমি
হইতে যখন আপনার কিছুমাত্র ঐশ্ব হইল
না, তখন আমার জন্মেই ধিক্! যে পুত্র
পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের সুখপ্রদ হইতে
পারে, তাহাকেই প্রকৃত পুত্র বলা যায়।
পিতা ও মাতা এই দুই জনই (পুত্রের)
প্রকৃত গুরু; তন্মধ্যে পিতৃবীজে পুত্রের
উৎপত্তি বলিয়া মাতা অপেক্ষা পিতারই
প্রাধান্ত অধিক। এক্ষণে হে পিতা! কি
করি? কোথা যাই? কিরূপে আপনার
গতি হইবে? আমি ধৰ্ম্মত্ব জানি না,
এক্ষণে আপনার উপদেশই আমার প্রধান
অবলম্বন। ১২৩—১৪২। প্রেত কহিল,—পুত্র!
কি করিতে হইবে, বলিতেছি শ্রবণ কর;
ভবিতব্যভাবে একটি পুণ্য কৰ্ম্মেই আমার
সঙ্গতি হইবে। আমি বেদবিহিত কৰ্ম্মেই

নৈবাদৃতঃ শুক্লবচো গুরুস্তত্রাপামানিতঃ ।
 গুরুণামপমানেন প্রহর্ষকোধবিস্ময়েঃ ।
 পৌরাণিকবিধানেন কৰ্ম্ম শ্রোতাবিরোধি যৎ ।
 বৈদিকং কেবলং কৰ্ম্ম কৃতমজ্ঞানতো ময়া ।
 পাপেদ্ধনদবজ্জালা পাপক্রমকুঠারিকা ॥ ১৪৬
 কৃত্য নৈকাপ বৈশাখী বিধিনা বৎস পূৰ্ণমা ।
 অরতা যন্ত বৈশাখী সোহবৈশাখী ভবেন্নরঃ
 দশ জন্মান চ ততস্তির্বাগ্যোনিসু ছায়ত ।
 চিরং ভুক্তা দুঃখমস্তে প্রেতঃ পর্যায়তো ভবেৎ
 তঃ কথঞ্চিন্নভতে মায়ায়ামতিত্বলভম্ ।
 উপায়ঃ তেহতিধানামি শ্লেতমোক্করং পরম
 ঞ্চ তবান যদহং পূৰ্ণজন্মনি স্বৰ্গোরোমুখাৎ ।
 গচ্ছ পুত্র গৃহং স্নাত্বা যমুনায়াং বিধানতঃ ॥১৫০
 অদ্যতঃ সৰ্গগতিদা কল্পাদ্যা সাপ্যাপাগতা ।

পঞ্চমেহর্ষান বৈশাখী পিতৃদেবার্চনে হিতা ।
 পানীয়মপ্যত্র তিলৈক্সিমিশ্রং
 সহোদকুস্তারক্ষসানি ভক্ত্যা ।
 দদ্যাৎ পিতৃভ্যো ভবতীহ দন্তঃ
 শ্রীকং মুদে তেন সমাঃ সহস্রম্ ॥ ১৫২
 বৈশাখ্যাং পৌৰ্ণমাস্যাং যো ভোজয়েদ্ধু মদেবতান্
 সিক্খে সিক্খে ভবেৎ প্রীতিঃ পিতৃণাং
 যুগসঙ্খ্যায়া ॥ ১৫৩
 বৈশাখ্যাং বিধিবৎস্নাত্বা ভোজয়ম ব্রাহ্মণান্ দশ
 পায়সং সৰ্গপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 যন্তিলৈর্ঘবসাম্শ্রৈঃ স্নাতি সৰ্গাকৃতস্তদা ।
 তন্ত ব্রহ্মা চ ধৰ্ম্মঞ্চ দদাতি বরমৌপসতম্ ॥১৫৫
 প্রীত্যে ধৰ্ম্মরাজস্তু যো দদ্যাৎ কুস্তকান্ ।
 সন্ত সন্ত কুলং তেন তারিতং স্তান্ সংশয়ঃ ।
 ত্রয়োদশ্যাং চতুঃশ্রাঃ পূর্ণায়াং ভক্তিতৎপরঃ ।

আসক্ত থাকিতাম, গর্সবশতঃ গুরুবাক্য
 শ্রবণ করি নাই, পরন্তু গুরুর অপমান করি
 যাছি। গুরুকে অপমানিত করিয়া আনন্দ
 ক্রোধ ও বিস্ময়সহকারে, যাহা বেদবিরুদ্ধ
 নহে, এরূপ পৌরাণিক কৰ্ম্ম মাত্র করিয়াছি;
 বৎস! আমি অজ্ঞান বশতঃ কেবল
 বেদোক্ত কৰ্ম্মই করিয়াছি; একবারও
 পাপরূপ ইচ্ছনের দাবানল-শিখা এবং
 পাপরূপ বৃক্ষের কুঠারধরূপ বৈশাখী
 পূর্ণিমা ষষ্ঠাবিধি পালন করি নাই। যে ব্যক্তি
 বৈশাখী পূর্ণিমায় কোন ব্রত করে নাই, সে
 অবৈশাখ হয়। তাহা হইলে দশজন্ম তির্থাগ্-
 জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং
 তথায় বহু দুঃখ ভোগ করিয়া অন্তে পর্যায়-
 ক্রমে প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার
 পর অতিকষ্টে অতিদুর্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ
 করে। এক্ষণে তোমার নিকটে প্রেতগণের
 উদ্ধারের উত্তম উপায় বলিতেছি। আমি
 পূৰ্ণ জন্মে নিজ গুরুর মুখে যাহা শ্রবণ
 করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি; হে বৎস!
 তুমি অদ্য হইতে নিজগৃহে গমন করিয়া
 বিশিষ্টরূপে যমুনার স্নান কর। অদ্য
 হইতে পাঁচদিন পরে সেই কল্পাদ্যা

বৈশাখী পূর্ণিমা আসিবে; বৈশাখী পূর্ণিমা
 সকলের গতিপ্রদা এবং পিতৃপুরুষ ও দেব-
 গণের পূজায় ফলদায়িনী হয়। যে ব্যক্তি
 এই পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে
 সতিল-জলপূর্ণ কুস্ত, অন্ন এবং কল দান ও
 শ্রাদ্ধ করে, সে সহস্র বৎসর পরমানন্দে
 কালাতিপাত করে। যে ব্যক্তি এই
 বৈশাখী পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণভোজন করায়,
 তাহার প্রত্যেক অঙ্গের সংখ্যারূপে
 তত যুগ পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন
 হইয়া থাকে। বৈশাখী পূর্ণিমায় যথা-
 বিধানে স্নান করিয়া দশটা ব্রাহ্মণকে পায়স-
 ভোজন করাইলে, সকল পাপ হইতে মুক্তি
 হয়; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত
 তিথিতে যে ব্যক্তি সর্গাক্ষে যবমিশ্রিত তিল
 মাখিয়া স্নান করে; ব্রহ্মা এবং ধৰ্ম্ম তাহাকে
 অভীষ্টবর প্রদান করিয়া থাকেন। ১৪৩ ১৫৫।
 যিনি ঐ তিথিতে ধৰ্ম্মরাজের প্রীতিকামনায়
 জলপূর্ণ কলস দান করিতে পারেন, তিনি
 চতুর্দশ কুল উদ্ধার করেন, সন্দেহ নাই।
 পুত্র! তুমি এই বৈশাখী ত্রয়োদশী, চতু-
 দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে ভক্তিপূৰ্ব্বক স্নান,

স্নাত্বা জপ্ত্বা তথা দত্ত্বা হুত্বা সম্পূজ্যা মাধবম্ ।
যৎ কলং জায়তে পুয় তদস্ম্যাকঃ সমর্পয় ॥১৫৮
নৈতো পরিচিতো প্রেতো হিষ্মা স্বর্গতিমাশ্রয়ে
এতয়োরপি পাপস্ত প্রাস্তোহংঃ সমুপস্থিতঃ ।
যম উবাচ ।

তথেষুত্বা স বিপ্রাগ্রো গৃহং গত্ত্বা তথা-
করোৎ ॥

শ্রীমঃ পরময়া ভক্ত্যা বৈশাখস্নানদানকুৎ ॥১৬০
স্নাত্বা স মৃদিতো ভক্ত্যা প্রাপ্য মাধবপূর্ণিমাং
দত্ত্বা বহুনি দানানি তেভাঃ পুণ্যং দদৌ পুথক্
তৎক্ষণাদেব ত্তে সর্করৈ বিমানস্থা দিবং যবুঃ ।
তৎপুণ্যদানযোগেন মৃদিতা দ্বিজসত্তম ॥ ১৬১
ধনশর্মাণি বিপ্রেস্ত্র জ্ঞতিশ্মুতিপুরাণবিৎ ।
ভুক্তা ভোগান্ চিরং কালং ব্রহ্মলোকমবাপ্তবান
এষা পুণ্যতম্য তস্মাদৈশাখী বিশ্বপাবনী ।
কথ্যতে তু ময়া বিপ্র সমাসেনাতিগৌরবাৎ ॥

দান, হোম, জপ ও বিষ্ণুপূজা করিয়া যে কল
লাভ করিবে, তাহা আমাদিগকে প্রদান
কর; আর আমার এই দুইটা পরিচিত
প্রেতকে পরিভ্যাগ করিয়া আমি স্বর্গ লাভ
করিতে ইচ্ছা করি না; ইহাদেরও পাপের
স্ববসান হইয়াছে (সুভয়াং ইহাদের
উদ্দেশেও তোমাকে এই ধর্ম-কর্ম করিতে
হইবে) ॥ ১৫৬—১৫৯ ॥ যম কহিলেন,—সেই
বিপ্রবর ধনশর্মা, প্রেমরশ্মী পিতার আদেশ
শিরোধারণপূর্বক গৃহে গিয়া সঙ্কটচিত্তে
পরমভক্তিসহকারে বৈশাখী জ্যোতসী হইতে
স্নান-দান করিতে লাগিলেন। তৎপরে
বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে তিনি আনন্দসহ-
কারে স্নান ও বহুতর দানাদি করিয়া যে
পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, তাহা সেই প্রেতগণকে
প্রদান করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! সেই
প্রেতগণ তৎপ্রদত্ত পুণ্যকলে তৎক্ষণাৎ
পাপমুক্ত হইয়া বিমানে আরোহণপূর্বক
পরমানন্দে স্বর্গধামে গমন করিল। জ্ঞতি-
শ্মুতি-পুরাণবস্তা বিপ্রবর ধনশর্মাও বহু-
কাল সুখ ভোগ করিয়া অন্তে ব্রহ্মলোক

ধস্তান্ত এব কৃত্তিনশ্চ ত এব জাতা
লোকে ত এব পুরুষাঃ পুরুষার্থভাজঃ ।
যে মাধবে মধুনিহ্নদনমর্চয়ন্তি
প্রাত্নিনিহজ্যা নিহমেন বিমুক্তচিত্তাঃ ॥১৬৫
যো মাধবে মাসি নরঃ প্রভাতে
স্নাত্বা সমারাদয়তে রমেশম্ ।
যমৈকপেতো নিয়মৈরশেষৈ-
বুভৌহপি নুনং স নিহন্তি পাপম্ ॥ ১৬৬
তৈরেব কালো বিহিতস্ত এব
নরেষু ধস্তা বিগর্তেনসস্তে ।
প্রাতঃ সমুথায় নিমজ্জ্যতে যৈ-
র্গাঙ্কে মধুশ্বেবিসমর্চনায় ॥ ১৬৭
অহোহতিধস্তঃ সুকতৈকসারঃ
সর্বাধিকো মাধবমাস এষঃ ।
যস্মিন্ কৃতং বিপ্র কথঞ্চিদগ্নং
পুণ্যং পুনঃ স্মাদিহ কল্পতুলাম্ ॥ ১৬৮
মজ্জতো হি মনুজস্ত মাধবে
মাধবার্চনকৃতে দিনোদয়ে ।

প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্র! তোমার গৌরব
রক্ষার্থ আমি সংক্ষেপে তোমার মিকট এই
জগৎপাবনী বৈশাখী পূর্ণিমায় কথা বর্ণ-
লাম। যাহারা বৈশাখমাসে যথানিয়মে
প্রাতঃস্নানপূর্বক বিমুক্তচিত্ত হইয়া মধুসুদনের
পূজা করে, তাহারাই ধস্ত, তাহারাই প্রকৃত
পুরুষার্থ লাভ করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত
পুরুষপদবাচ্য, তাহাদেরই জীবন সার্থক। যে
ব্যক্তি বৈশাখ মাসে নিখিল যম-নিয়মসম্পন্ন
হইয়া প্রাতঃস্নানপূর্বক রম্যপতিত্র অস্বাধনা
করে, সে নিশ্চয়ই পাপ নাশ করিয়া থাকে।
যাহারা উক্ত বৈশাখমাসে প্রাতঃকালে
গাঢ়োত্থানপূর্বক মধুসুদনের পূজা করিবার
নিমিত্ত গন্ধান্নান করে, তাহারাই সময় সার্থক
করিয়াছে; তাহারাই প্রকৃত নিষ্পাপ হই-
য়াছে; তাহারাই মনুস্মরণে ধস্ত ॥১৬৬-১৬৭
অহো! বৈশাখমাসের কি অপূর্ব মহিমা!
ধস্ত বৈশাখমাস! পুণ্যরাশির সারভাগরূপে
বিদ্যাজমান; এমন পবিত্র মাসের তুলনা

তামসোহপি জলবিদ্যুসক্কা-
দক্ষমাবহতি পাবনং যতঃ ॥ ১৩৯
তানি দেহমধিকৃৎ দেহিন-
স্তাবদেব বিচরন্ত্যঘানি চ ।
যাবদেতি ন চ মাধবায়ঃ
শ্রীরমারমণবল্লভো বিরাট্ ॥ ১৭০
স্নাতুং পদানি মল্লজ্জো গমনে বিভাতে
তীর্থে দদাত্তি মধুসূদনমাসি যুক্তঃ ।
ভুষো ভবন্তি হয়মেধমনি তানি
শ্রীমাধবস্মরণতো গদতোহস্ত নাম ॥ ১৭১

মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যুগ্রাণ্যনেকধা ।
দহতে মাধবেণ মাসোহল্লুপ্তিতো হরিবল্লভঃ ।
ইদং সত্ৰক্ষেপতঃ প্রোক্তং ময়া তেহমুগ্রহাদৃষ্টিজ
বৈশাখস্নানমাহাত্ম্যং শূণু পাপক্ষয়ং পরম্ ।
যন্ত শ্রোষ্যতি ভক্ত্যেযমিতিহাসং ময়োদিতম্
সোহপি পাপবিনির্মুক্তো ন মামালোকায়য্যতি

নাই । হে বিপ্র ! এই মাসে যৎকিঞ্চৎ পুণ্য
করিলেও তাহা করতুল্যা বলিয়া গণ্য হয় ।
এই মাসে বিষ্ণুপূজা করিবার নিমিত্ত যে
প্রাতঃস্নান করিতেছে, তাহার গাত্রস্পৃষ্ট
জলবিদ্যু স্পর্শে তামসলোকও পবিত্র
পুণ্যময় শরীর ধারণ করে । এই
বৈশাখমাসরূপী বিরাট রমণপতি যাবৎ
আগত না হন; তাবৎ কালই পাপ-
রাশি মল্লব্যশরীরে আরোহ পূর্বক বিচ-
রণ (আধিপত্য বিস্তার) করে, যে
ব্যক্তি এই বৈশাখ মাসে প্রাতঃকালে
মধুসূদনের স্মরণ ও নামোচ্চারণ করিতে
করিতে তীর্থ-স্নানার্থ পদক্ষেপ করে; তাহার
সেই পুণ্যকস্মার্পদক্ষেপেই অশ্বমেধযজ্ঞের
ফল লাভ হইয়া থাকে । যথানিয়মে হরি-
প্রিয় বৈশাখমাস-বহিত কার্য করিলে মেরু-
মন্দরতুল্যা বিশাল-বিকট নানাবিধ পাপ-
রাশি দগ্ধ হইয়া যায় । হে বিপ্র ! তোমার
উপরে অমুগ্রহ করিয়া এই বৈশাখমাহাত্ম্য
সংক্ষেপে বলিলাম । এক্ষণে পুনরপি পরম
পাপক্ষয়কর বৈশাখ-স্নানমাহাত্ম্য শ্রবণ করহু।

ব্রহ্মহত্যাदिपापानि बहशोहपि कृतान्तिपि ।
वैशाखस्य विधानेन तानि नशन्ति निश्चितम् ।
त्रिःशतं पूर्वात्न परात्रिःशतं पितृन्
सन्तारयेत्परः ।
यतो भगवतस्तस्य हरेररक्षिष्टकर्माणः ॥ १७६
प्रियोहसो माधवो मासः स मासः प्रवरो
यतः ।
संशयं मा विधेहौह महौदेव कथञ्चन ॥ १७७
वैशाखं प्रति मासं हि समासाद् वयमयोदितम्
ईहाथे यत् पुरावृत्तं तदप्याकर्णयाद्भुतम् ।
अनाथेयमपि दत्ते कथयिष्ये कथानकम् ।
इति श्रीपाद्ये पातालखण्डे वैशाखमाहात्म्ये
एकोनशष्टितमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

যে ব্যক্তি মৎকথিত এই ইতিহাস ভক্তি-
পূর্বক শ্রবণ করিবে, সে পাপমুক্ত হইয়া
আমাকে দেখিবে না । ব্রহ্মহত্যাदि पाप पुनः-
पुनः करिलेओ वैशाखकृत्य-विधाने तत्समुदय
निश्चितई नष्ट हईया থাকে এবং মানব পৃষ্-
বস্তী ত্রিংশ এবং পরবস্তী ত্রিংশ পিতৃপুরুষের
উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় । বৈশাখমাস
অক্ষিষ্টকর্মা ভগবান হরির প্রিয়, এ নিমিত্ত
ঊহা মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হই-
য়াছে । হে ভূদেব ! তুমি এ বিষয়ে কোন-
রূপ সন্দেহ করিও না । বৈশাখমাসের
ইতিকর্তব্য বিষয়ে যাহা কিছু কর্তব্য,
তাহা সংক্ষেপে তোমার নিকটে বর্ণিত
হইল । এই বিষয়ে এক অদ্ভুত পুরাকান্নী
আছে, তাহা অপ্রকাশ হইলেও তোমার
নিকটে বলিব, শ্রবণ কর । ১৬৮—১৭৮ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২ ।

ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

যম উবাচ ।

বভূব ভূপতিঃ পূৰ্ণং খ্যাতো নামা মহীরথঃ ।
 পূৰ্ণপুণ্যকলাবাপ্ত-প্রভৃত্তৈর্ধর্ম্যসম্পদঃ ॥ ১
 বভূব ভূপতিঃ সৰ্ব-ললনাললিতাস্থিতঃ ।
 তদেকব্যাসনাস্কিন্ৰ্ণ ধর্ম্মার্থবাস্বিতঃ ॥ ২
 মন্ত্রিবিস্তস্তরাজ্যশ্রীর্বুভুজৈ বিধয়ান নু ঃ ।
 স কামিনীসহচরো রাজ্যার্থাশ্রয়ামুখঃ ॥ ৩
 ন প্রজ্ঞা ন ধনং ধর্ম্মং নার্ব্ধার্থং স পশুতি ।
 কেবলং কামিনীকেলি-কলনোচ্চিত্তি বায়নাঃ ॥ ৪
 অথ কালেন মহতা পুরোধাস্তস্ত কণ্ঠপঃ ।
 বচঃ প্রোবাচ তং ধর্ম্ম্যমিতি চেতসি চিন্তয়ন ॥ ৫
 নিবারয়তি নো মোহাদধর্ম্ম্যাম্ পতিং গুরুঃ ।
 সোহপি তৎপাপভাগ্যস্মাদ্বোধনীরঃ পুরোধসা

বোধিতোহপ্যবজানাতি স চেষাক্যঃ পুরোধসঃ
 পুরোধাস্তত্র নির্দোষো রাজ্য স্থাৎ

সৰ্বদোষভাক্ ॥ ৭

কণ্ঠপ উবাচ ।

শৃণু রাজন মম গুরোরীচো ধর্ম্মার্থসংহিতম্ ।
 অভিন্নার্থযুপেতার্থমিচ্ছারাগাদিবর্জিতম্ ॥ ৮
 অয়মেব পরো ধর্ম্মো যদগুরোরীচসি স্থিতিঃ ।
 গুরোজ্ঞানো যো রাজ্যামায়ুঃশ্রীসৌখ্যবর্দ্ধনঃ ॥ ৯
 ন বিপ্রান্তর্পতা দার্নৈকিষ্কুর্নারিধিতশ্চয়া ।
 ন ব্রতং ন তপঃ কিঞ্চিন্ন তীর্থং বি ত্য়াকৃতম্
 হরিনাম ত্য় কাম-বশগেন ন চিন্তিতম্ ॥ ১০
 তন্নতন্নলৈরর্থৈর্ভোগৈর্জ্ঞানৈর্ভুক্তভুক্ত্যৈঃ ।
 মুহূর্ত্তপেটৈরন্তাকর্ষ্যৈর্ন নৃত্যন্তে মহাশয়াঃ ॥ ১১
 কিং বিদ্যা কিং তপসা কিং ত্যাগেন নয়েন বা
 কিং বিবিক্লেম মনসা স্ত্রীতির্ধস্ত মনে। হৃতম্ ।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

যম বলিলেন,—পূর্বে মহীরথ নামে
 বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন, তিনি পূর্ণপুণ্য-
 কলে প্রভৃত্ত ঐ ধর্ম্ম্যসম্পদ প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন। সেই ভূপতি সর্বদা অসংখ্য
 রমণী সহিত কামক্রীড়ায় আসক্ত থাকিয়া
 ধর্ম্মার্থ বিষয় চিন্তা করিতেন না, কেবল
 রমণী-বিলাসরূপ ব্যসনেই আসক্ত ছিলেন।
 এমন কি, ঐ নৃপতি তৎকাল পর্যন্ত রাজ্য-
 কার্যে পরাশ্রয় হইয়া মাত্রহস্তে রাজ্যভার
 প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর কেবল কামিনীগণের
 সহিত বিবিধ ইন্দ্রিয়সুখই সম্বোগ করিতেন।
 তিনি কি প্রজাগণ, কি ধন, কি ধর্ম্ম এবং কি
 অর্থকার্য কিছুরই উপর দৃষ্টি করিতেন না,
 তাঁহার চিন্ত কামিনী-কেলিতেই আসক্ত
 ছিল এবং তদ্বিষয়েই বাক্যচর্চায় প্রকাশ
 করিত। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত
 হইলে পয়, ভদ্রীয় পুরোধিত্ত কণ্ঠপ, যনে
 মনে বিবেচনা করিলেন, “যে গুরু, মোহ-
 বশতঃ অধর্ম্ম হইতে নৃপতিকে নিবারণ না
 করেন, তিনিও তৎপাপভাগী হইয়া থাকেন।

এজন্য প্রবোধ দান করা পুরোধিতের অবশু
 কর্তব্য। রাজা যদি প্রবোধিত হইয়াও
 পুরোধিতের বাক্য অবজ্ঞা করেন, তাহা
 হইলে পুরোধিতের কোন লোষ থাকে না।
 রাজাই সর্বদোষভাগী হন। কণ্ঠপ এইরূপ
 বিবেচনা করিয়া সেই নৃপতিকে ধর্ম্মসঙ্গত
 বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠপ
 বলিলেন,—রাজন! আমি তোমার গুরু,
 আমার ইচ্ছারাগাদিবর্জিত, সদর্থযুক্ত,
 ধর্ম্মার্থসম্বলিত অভিন্নার্থ বাক্য শ্রবণ কর।
 গুরুবাক্যে আশ্রাই পরম ধর্ম্ম, অণুমাত্র গুরু-
 আকাঙ্কি রাজাদিগের আশুঃ শ্রী ও সুখ-
 বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। তুমি কামবলী
 ভূত হইয়া দানযাত্রা বিপ্রগণকে শ্রীত এবং
 ভগবান বিষ্ণুর আরাধনাতত বা তপো-
 বৃহত্তান, তীর্থসেবন কিংবা কখন হরিনাম
 চিন্তা কর নাই, কিন্তু মহাশয় ব্যক্তিগণ,
 তন্নতন্নৎ অতি তন্ন অর্থ বা বিষয় ভোগে
 এবং ভুক্তভবৎ ভুক্ত, মুহূর্ত্তপেয় যৌবন-
 মুখে কলাচ নৃত্য করেন না ॥ ১০—১১। রমণী-
 গণ যাহার মন হরণ করে, তাহার বিদ্যা,
 তপস্বা, দান, নীতিজ্ঞান ও মানসিক বিবে

একো মুখো মহাধর্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ
 সর্বমস্মচ্ছরীরোপ-ভোগ্যং নাশং প্রয়াতি ৷ ৫ ৷
 ধর্মং শনৈঃ সঞ্চিন্তয়াদ্বন্দ্বীকমিব পুস্তিকাঃ ।
 ধর্মো হি সহায়েন নরন্তরতি তুর্গতিম্ ॥ ১৪ ৷
 অনিত্যোন্নসিতোত্তার-জলকল্লোলচঞ্চলম্ ।
 কিং ন জানাসি রাজেন্দ্র নৃণাং জীবিতবিভ্রমম্
 বিনমোক্ষীষমুকুটঃ সত্যধর্মো চ কুণ্ডলে ।
 ভ্যাগশ্চ কল্পণে যেষাং কিং তেষাং

জড়মণ্ডনেঃ ॥ ১৬ ৷

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য লোষ্ট্রকাঠসমং ভুবি ।
 বিমূর্খা বাঙ্কবা যান্তি ধর্মস্তুমল্লগচ্ছতি ॥ ১৭ ৷
 গম্যমানেষু সর্বেষু ক্ষীয়মাণে তথায়মি ।
 জীবিতে লুপ্যমানে চ কিমুখায় ন ধাবসি ॥১৮ ৷

কেই বা কি কল? পাঞ্চভৌতিক দেহ
 বিনষ্ট হইলেও যাহা জীবগণের অন্ন-
 গমন করে, সেই মহাধর্মই একমাত্র
 সর্বশ্রেষ্ঠ; নতুবা শরীরোপভোগ্য অপর
 সমস্তই শরীরমাশে বিনষ্ট হইয়া থাকে।
 একান্ত পুস্তিকাগণ (উইপোকা) যেমন ক্রমে
 ক্রমে বগ্নীক-মুক্তিকা (উইয়ের টিপের মাটি)
 সঞ্চয় করে, তদ্রূপ সকলেরই অল্পে অল্পে
 ধর্ম সঞ্চয় করা কর্তব্য। একমাত্র ধর্ম-
 সাহায্যেই মানব তুর্গতি হইতে নিস্তার প্রাপ্ত
 হয়। রাজেন্দ্র! জান না কি যে, মানব
 গণের জীবন উত্তাল জলকল্লোলবৎ নিত্য
 অনিত্য ও চঞ্চল। ঝাঁহারা মস্তকে বিনয়-
 রূপ উকীষ ও মুকুট, কর্ণধূগলে সন্ধ্যা ও
 ধর্মকধারূপ কুণ্ডলধূগল ও হস্তে দানরূপ
 কল্পণ পরিধান করিতে পারেন, ঊঁহাদিগের
 আর জড় স্বর্ণাদিভূষণের প্রয়োজন কি?
 মৃত্যুও বা কাষ্টখণ্ডও মৃত শরীর পরিত্যাগ-
 পূর্বক তদীয় বাহুবগণ বিমূখ হইয়া গৃহে
 প্রতিগমন করে, কিন্তু একমাত্র ধর্মই সেই
 মৃত ব্যক্তির অন্নগামী হয়। সকল বস্তুই
 যখন ভঙ্গপ্রবণ, আয়ুঃও যখন প্রতিনিয়ত
 কম প্রাপ্ত হইতেছে, জীবনও যখন
 কালেতে বিলুপ্ত হয়, তখন কি জন্ত না

কুটুং পুত্রদারাদি শরীরং ভব্যসঞ্চয়ঃ ।
 পায়কামধ্রবং কিন্তু স্বীয়ে স্কৃততদুচ্চতে ॥১৯ ৷
 যদা সর্বং পরিত্যজ্য গন্তব্যমবশেন তে ।
 অনর্থে কিং প্রসক্তস্তঃ স্বধর্মং নানুভিষ্ঠসি ॥২০ ৷
 অবিশ্রামমভক্ষ্যামুপাথেয়মদেশিকম্ ।
 মৃতঃ কান্তারমধ্বানং কথমেকো গমিষ্যসি ॥ ২১ ৷
 ন হি স্বাং প্রাশ্চিতং কিঞ্চিৎ পৃষ্ঠতোহন্নগমি-
 য়াতি ।
 তুচ্ছতং স্কৃততঞ্চ ত্বাং যাস্তন্তমল্লযাস্ততি ॥ ২২ ৷
 ঋতি-স্মৃত্যাদিতং কর্ম্ম কুলদেশোচিতং হিতম্
 ধর্ম্মমূলং নিষেবস্ব সদাচারমতল্লিতং ॥ ২৩ ৷
 পরিত্যজেদর্থকামো স্মাতাং চেদ্বর্ষ্যবর্জিতো ।
 ধর্ম্মো প্রাপ্যতে সর্বমর্থকামাদিকং সুখম্ ॥ ২৬ ৷
 ইন্দ্রিয়গাণং জয়ং যোগং সমাতিষ্ঠেদিবানিশম্ ।

সমুদ্যত হইয়া সংকার্য সাধনে ধাবমান
 হইতেছে?। কি কুটুস্থ, কি স্ত্রী পুত্রাদি,
 কি শরীর এবং কি ভোগ্য বস্তু সকল,
 কিছুই পরলোকগামী হইবে না, সকলই
 অনিশ্চিত; কেবল স্বীয় স্কৃত-তুচ্ছতই পর-
 লোকে গমন করিয়া থাকে। যখন তোমাকে
 দৈবের বশীভূত হইয়া সমুদয় পরিত্যাগপূর্বক
 গমন করিতে হইবে, তখন কি জন্ত অহিত-
 কর কর্তব্যে প্রসক্ত হইয়া স্বধর্ম পালন করি-
 তেছ না? তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া
 কিরূপে সেই বিশ্রামস্থানবিহীন ভক্ষ্যবিহীন
 জলবিহীন পাথেয়বিহীন দেশবিহীন কান্তার-
 পথে একাকী গমন করিবে? যখন তুমি
 এই সংসার হইতে সেই পথে প্রস্থান
 করিবে, তখন কিছুই তোমার সঙ্গে যাইবে
 না, কেবল একমাত্র স্কৃত-তুচ্ছতই তোমার
 অন্নগামী হইবে। অতএব নিরালস্য হইয়া
 নিজ কুলদেশোচিত ঋতি-স্মৃতিবিহিত আশ-
 হিতকর ধর্ম্মমূলক সদাচারের অন্নধান কর।
 যে অর্থকাম ধর্ম্ম-বিবর্জিত, সকলেরই তাহা
 পরিত্যাগ করা কর্তব্য; একমাত্র ধর্ম্ম দ্বারাই
 অর্থকামাদি-জনিত সমুদয় সুখই প্রাপ্ত হওয়া
 যায়। নৃপতিগণের ইন্দ্রিয়নিচয়ের জয়-

জিতেন্দ্রিয়ো হি শকৌতি পথি স্থাপয়িতুঃ
 প্রজাঃ ॥ ২৫
 অতিপ্রগল্ভললনা-কটাক্ষচপলাঃ শ্রিয়ঃ ।
 বিনয়প্রণিধানেন চিরং তিষ্ঠন্তি ভুবুজাম্ ॥২৬
 কামদর্পাতিশীলানামবিচারি কক্সুণাম্ ।
 সহায়যা প্রণশ্চন্তি সম্পদো মুচচেতসাম্ ॥ ২৭
 বিভূতিনষ্টদৃগ্ভিষ্ম নৃত্যন্তে ন মহাশয়াঃ ।
 নাগতাভিন্ন যাতাভিন্দীভিন্দীয়েতেহসুধিঃ ॥ ২৮
 ব্যসনশ্চ চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে ।
 ব্যসন্থোহেধো ব্রজতি স্বধাত্যব্যসনী নৃপঃ ॥
 ব্যসনানি চ তঃখানি কামজানি বিশেষতঃ ।
 ত্যজ্ঞ স্মর মনঃ রাজ্য কামং ধর্ম্মবিরোধনম্ ॥৩০
 জ্ঞানামবিবেকায় সুরাণাঞ্চ হুরাস্বনাম্ ।
 ভাগ্যভোগ্যানি রাজ্যানি সন্তি নীতিমতামপি

নৈব স্থিরাণি তানৌহ হুরিতৈরহুসেবিতৈঃ ।
 বিলীয়ন্তে যথা বহ্নি-সংসর্গেণেক্তনানি চ ॥ ৩২
 গচ্ছতন্তুষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা
 ন বিচারপরং চেতো যস্তাসৌ মৃত এব সঃ ॥৩৩
 উপদেষ্টাশমবতাঃ গুরুয়িচ্যুতে যতঃ ।
 কিন্তু আসন্নবিপদামুপদেশাঃ শিরোকৃহাঃ ॥ ৩৪
 বিষয়জরমুৎস্বজ্য সময় স্বস্থয়া ময়া ।
 যুক্ত্যা চ ব্যবহারণ্যা স্বার্থঃ প্রোজেন সাধ্যতে
 অন্তভাচারং যতি শুভং তন্মাদপীতরং ।
 জন্মোশ্চিত্তক শিশুবন্তম্মাত্ৰালায়েবল্লাং ॥৩৬
 উপধাৰ্য্য মতিং রাজন বুদ্ধানাং ধর্ম্মদর্শিনাম্
 নিযচ্ছেৎ পরয়া বুদ্ধ্যা চিত্তমুৎপথগামি যৎ ॥
 ন ধর্ম্মাণুপকূর্ষন্তি ন মিত্রাণি ন বাহুব্যাঃ ।
 ন হস্তপাদচলনং ন দেশান্তরসম্ভ্রমং ॥৩৮

রূপ বোগই অহর্নিশ অমুঠেয়, জিতেন্দ্রিয়
 রাজাই প্রজাগণকে সংপথে স্থাপন করিতে
 সমক্ষ হন। রাজশ্রী, অতি প্রগল্ভা
 ললনাগণের বটাক্ষের স্নায় নিতান্ত চঞ্চল,
 বিনয় ও প্রাণিধান দ্বারাই তাহা চিরস্থায়ী
 হইয়া থাকে। কাম ও দর্পবশে যাছাদিগের
 চরিত্র দুহিত, যাছারা অবিবেচনাপন্থক
 কার্য্য করে, সেই সকল মুচমতি ব্যক্তি-
 দিগের আয়ুর সহিত সমুদয় সম্পৎ বিদ্রষ্ট
 হইয়া থাকে। অনাগন্ত এবং বিগত নদী-
 নিচয় দ্বারা যেমন সাগর বিবর্ধিত হয় না,
 সেইরূপ ক্রম্ব্যমদে যাছাদিগের বিবেকদৃষ্টি
 বিলুপ্ত হয়, মহাশয় ব্যক্তিগণ তাদৃশ জন-
 গণের সহবাসে আনন্দিত হন না। ব্যসন
 ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যসনই অধিকতর কষ্টপ্রদ,
 কারণ ব্যসনাসক্ত মানব উত্তরোত্তর অধঃ-
 পতিত হয়, আর ব্যসনশূন্য নৃপতি বৃত হইলে
 স্বর্গগামী হইয়া থাকে। আবার সর্বপ্রকার
 ব্যসনের মধ্যে কামজ ব্যসনই বিশেষরূপ
 হুংখদায়ক; অতএব হে মহারাজ! নিজ
 মঙ্গল চিন্তা কর, ধর্ম্মবিরোধী কাম পরিত্যাগ
 কর! কি জড়, কি দেবতা, কি হুরাস্বা ও
 কি নীতিমান ব্যক্তিগণ সকলেরই রাটজ্যা-

স্বর্ঘ্য সকল ভাগ্যবলে ভোগ্য হইয়া থাকে
 এবং অবিবেকের কারণ হয়। পাপাচরণ
 দ্বারা কদাচ উহা স্থায়ী হয় না, বহ্নিসংসর্গে
 কাঠনিচয়ের স্নায় পাপসংসর্গে বিলীন হইয়া
 যায়। গমনই করুক আর অবস্থানই
 করুক, নিদ্রাই বাড়ুক আর জাগরিতই
 হউক, যাহার চিত্ত সদস্য বিচারে অক্ষম,
 সে নিশ্চয়ই মৃত। যেহেতু অজিতেন্দ্রিয়
 রাজাদিগের গুরুই উপদেষ্টা বলিয়া কথিত
 হয়, সেই হেতুই এইরূপ বলিতেছি,
 কিন্তু আসন্নবিপদ ব্যক্তিগণের নিকট উপ-
 দেশবাক্য সকল কেশতুল্য প্রতীয়মান হয়।
 আমি প্রাজ্ঞ বলিয়াই ব্যবহারাম্বায়ানী স্বীয়
 সদযুক্তি অহুসারে বিষয়জর পরিত্যাগ-
 পন্থক স্বার্থ সাধন করিতেছি। প্রাণিগণের
 চিত্ত শিশুবৎ কখন অন্তভাচারণ ও কখন
 ভদিতর অন্তভাচারণও করিয়া থাকে, এজন্ত
 বলপন্থক ভাছাকে সংকার্ষে নিয়োজিত করা
 বিধেয়। রাজন! ধর্ম্মদপী বুদ্ধদিগের পরা-
 মর্শ লইয়া সদযুক্তি দ্বারা উৎপথগামী চিত্তকে
 মিরমিত করা কর্তব্য। ১২—৩৭। অপথ-
 গামিচিত্ত মানবগণের কি ধর্ম্ম, কি মিত্র, কি
 বাহুব, কি হস্তপাদাদিসঞ্চালন, কি দেশান্তর-

ন কায়ক্রেশ্চৈবৈধৰ্য্যং ন জীৰ্ণায়তনাদয়ঃ ।
 কেবলং তন্ননক্ষত্র জপেনাসাদ্যতে পদম্ ॥৩৯॥
 বিষয়ে বর্ভমানস্ত তস্ম্যচ্চিত্তস্ত সংযমে ।
 যত্নঃ কুৰ্যাদ্‌বুধো রাজ্ঞন ধ্রুবং যত্নেন বা জিতঃ
 তত্ত্বৎকৰ্ম্মকৃতো রাজ্ঞন ভবতা যেন বধিতঃ ।
 মুনিভিশ্চ ফলৈস্তৈস্তৈরতঃ প্যাকর্ণয়াধুনা ॥৪১॥
 মুহুৰ্ত্তাপি মনুষ্যেণ প্রষ্টব্যঃ সুহৃদো বুধাঃ ।
 তে চ পৃষ্টা বদন্তি স্ম তৎকৰ্ত্তব্যং যথোচিতম্
 সৰ্ব্বোপায়েন কৰ্ত্তব্যো নিগ্রহঃ কামকোপয়োঃ
 শ্ৰেয়োহৰ্থিনা যতন্তো হি শ্ৰেয়োঘাতার্থমুদ্যতো
 কামো হি বলবান রাজ্ঞন শরীরস্থো রিপুৰ্মহা
 ন তস্ম বশগো ভূমাজ্জনঃ শ্ৰেয়োহৰ্ভলাযকঃ ॥
 যঃ কামো দেবদেবেন পুরা তেনৈব শূলিনা ।
 ললাটবহ্নিনা দধ্বঃ কৃতোহনক ইতি স্থিতিঃ ॥

গমন, কি শরীরক্রেশাদি ও কি জীর্ণপৰ্য্য-
 টনাদি কিছুই কিছু উপকার করিতে পারে
 না ; কেবল তদুৎগতচিত্ত হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপেই
 পরিজ্ঞান হইয়া থাকে । অতএব রাজ্ঞন!
 জ্ঞানী ব্যক্তির বিষয়াসক্ত চিত্তকে নিৰ্ম্মিত
 করিতে সবিশেষ যত্ন করা উচিত ; এজন্য
 যিনি যত্ন দ্বারা চিত্তকে সংযত করিতে
 পারেন, তৎকার্য্যকারী ব্যক্তির যত্নেই
 জয় । রাজ্ঞন ! তুমি স্বীয় বৃথা যত্নকে
 যে কলে বর্জিত করিয়াছ, মুনিগণ স্ম স্ম
 যত্নকে তৎকলে যোজিত করিয়া থাকেন ;
 অতএব এক্ষণে কৰ্ত্তব্য বিষয় শ্রবণ কর ।
 বিষয়োগ্ৰভোগ-বিমোহিত মানবগণের জ্ঞানী
 সুহৃদগণকে কৰ্ত্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করা
 এবং তাঁহারা বেরূপ বলেন তদনুরূপ কার্য্য
 করাই কৰ্ত্তব্য । কলে, আত্মহিত্তাভিলাষী
 ব্যক্তির সৰ্ব্বপ্রযত্নে কাম-ক্রোধ জয় করা
 কৰ্ত্তব্য । কারণ, কাম-ক্রোধই শ্ৰেয়ো-
 বিঘাতক । রাজ্ঞন ! কাম, শরীরমধ্য-
 বর্তী বলবান মহান শক্র ; এজন্য শ্ৰেয়ো-
 ভিলাষী ব্যক্তি কদাচ তাহার বশীভূত
 হইবেন না । পূর্বে দেবদেব শূলপাণি, পরম
 শক্র বলিয়াই ললাটবহ্নি দ্বারা কামকে দধ

ধৰ্ম্ম এব ততঃ শ্ৰেয়ান্‌ বিধিনা সমলুপ্তিতঃ ।
 ধৈৰ্য্যমালম্ব্য চ ততো ধৰ্ম্মমেব সমাচর ॥ ৪৬
 শ্বাস এব চপলঃ ক্ষণমধ্যে
 যো গতাগতশতানি বিধন্তে ।
 জীবিত্তেহপি তদধীনচেতসা
 কঃ সমাচরতি ধৰ্ম্মবিলম্বম্ ॥ ৪৭
 দশমীমপি যাতস্ত চেতো নাদ্যাপি ভূপতে ।
 বিষয়েভ্যো নিষিদ্ধেভ্যো হা হা ন বিরমেদলম্
 তস্মাৎ সৰ্ব্বং নিফলত্বং প্রয়াতং কামকশ্মলাং
 বয়স্ত্বেপ্যধুনা ভূপ সমাচর হিতং নিজম্ ॥
 বদাম্যহং তব নূপ হিতং সৰ্ব্বোত্তমোত্তমম্ ।
 পুরোহিতো যতন্তেহহং সদসৎকৰ্ম্মভাগপি ॥
 একতঃ সৰ্ব্বপুণ্যানি পাণনাশায় পাপিণাম্ ।
 একতো মাধবো মাসো মাধবস্ত প্রিয়ঃ সদা ॥
 ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুৰ্ব্বন্ধনগমঃ ।

করিয়াছিলেন, তজ্জন্তই কাম অনঙ্গ নামে
 প্রসিদ্ধ । সেই হেতু, বিধাতা ধৰ্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ
 বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; অতএব তুমি
 ধৈৰ্য্যাবলম্বনপূর্বক ধৰ্ম্মাচরণ কর । জীব-
 গণের শ্বাসবায়ু অতি চঞ্চল, উহা ক্ষণমধ্যেই
 শত শত বার যাত-য়াত করিতেছে, অতএব
 জীবনকে তদধীন জানিয়া কোন ব্যক্তি
 ধৰ্ম্মাচরণে বিলম্ব করিয়া থাকে ? হে
 ভূপতে ! অদ্যাপি তুমি দশমাবস্থা প্রাপ্ত
 হও নাই, কিন্তু হায় ! তুমি দশমদশা
 প্রাপ্ত হইলেও তোমার চিত্ত কখন নিষিদ্ধ
 ভোগ্য বস্তুনিচয় হইতে বিরত হইবে
 না । তজ্জন্তই বলিতেছি, হে ভূপ ! কাম-
 জনিত পাপ বশতঃ তোমার সমস্তই নিফল
 হইয়াছে, অদ্যাপি তোমার ধৰ্ম্মাচরণের
 বয়স আছে ; এই বেলা নিজ হিতকর
 কার্য্য আচরণ কর । হে নূপ ! আমি তোমার
 সৰ্ব্বসৎকৰ্ম্মভাগী পুরোহিত বলিয়াই
 তোমাকে অত্যুত্তম হিতকর বিষয় বলিতেছি
 যে, পাণিগণের পাণনাশের নিমিত্ত একদিকে
 সৰ্ব্বপ্রকার পুণ্য ও একদিকে সদা মাধবপ্রিয়
 মাধবমাস । ৩৮—৫১। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান,

মহাস্তি পাপকাল্পেব কৌর্ভিতানি মুনীশ্বরৈঃ ।
তত্র যমনমা বাচ কার্ধেণাপি কৃতং নরৈঃ ।
নাশয়েন্মাধবেো মাসঃ সর্বং পাপতমো মহৎ ।
দিবাকর ইব ধ্রাত্বঃ নাশয়েন্মুপ সর্বশঃ ।
তথা ঋমাধবেো মাসস্তস্মাকর বিধানতঃ ॥

আ জন্মতোহপি বিহিতানি মহাস্তি রাজন
ঘোরানি তানি হ্রিতানি বিহায় মর্ত্যঃ ।

বৈশাখমা বিহিতাচরণপ্রভাব-

পুণ্যেন তেন হরিশ্মিল্লিমেতি চান্তে ॥৫৫

যদেকমপি বৈশাখমাচরন্তি বিধানতঃ ।

ভাবতঃ পাপিনোহস্যস্তে প্রায়ান্তি হরিশ্মিল্লি
ম্ তস্মান্বমপি রাজেন্দ্রে মাসেস্মিন মাধবেহধুনা

প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন সমর্চয় মধুদ্বিম্ ॥ ৫৭

ততুলস্তু যথা চর্ম্ম যথা তাম্বাস্ত কালিমা ।

নশ্চেত ক্রিয়য়া রাজংস্তথা পুংসো মলং মহৎ ॥
জীবন্ত ততুলস্তুেব সহজোহপি মলো মহান ।
নশ্চেত ন চ সন্দেহস্তস্মাৎ কর্ম্মোদিতং কুরু ॥

রাজোবাচ ।

কীরোদভবতুল্যাভিঃ শীতলামলরষ্টিভিঃ ।

কথাভিশ্চ বিচিত্রাভিস্থয়াং তোষিতো দ্বিজ ॥

অসাগরোখং পীযুষমদ্রব্যং ব্যসনৌষধম্ ।

দ্রব্যং পায়িতঃ সৌম্য ভবরোগনিবারণম্ ॥

বর্ধপ্রদো নৃণাং পাপ-হানিকুঞ্জীবনৌষধম্ ।

জন্মানুভূত্বাহরো বিপ্র সন্তিঃ সহ সসাগমঃ ॥৬২

যানি যানি হুরাপানি বাহিতানি মহীতলে ।

প্রাপ্যস্তে তানি তাত্তেব সাধুনাপীহ সঙ্গমাৎ ॥

যঃ স্নাতঃ পাপহরয়া সাধুসঙ্গমগঙ্গয়া ।

কিঞ্চস্ত দানৈঃ কিং তৌর্ধৈঃ কিং তপোভিঃ

কিমধ্বরৈঃ ॥ ৬৪

সুবর্ণাপহরণ ও গুরুপত্নীগমনকে মূনিবরণ
মহাপাতক বলিয়াছেন। ঐ সকল পাতকের
মধ্যে বাক্য, মন বা কার্য দ্বারা মানবগণ যে
মহৎ পাপই করুক, মাধবমাস তৎসমুদয়ই
বিনষ্ট করিয়া দেয়। হে নৃপ। দিবাকর
যেমন অন্ধকার বিদূরিত করেন, মাধব-
মাসও তদ্রূপ সর্বপ্রকার পাতককে বিনষ্ট
করিয়া থাকেন; অতএব যথাবিধানে
মাধবমাসীয় কৃত্যের অনুষ্ঠান কর। রাজন!
মানবগণ বৈশাখমাসবিহিত সংকার্ধ্যের অন্-
ষ্ঠানজনিত পুণ্যপ্রভাবে আজন্মাচরিত ঘোর-
তর মহাপাপনিচয় বিদূরিত করিয়া দেহা-
বসানে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন।
অধিক কি; অশেষপ্রকারে পাপী মানব-
গণ, জীবনের মধ্যে যদি একবার মাত্র
উক্তভাবে যথাবিধি বৈশাখকৃত্যের অনু-
ষ্ঠান করে, তাহা হইলেও পরিণামে বিষ্ণু-
লোকে গমন করে। অতএব হে রাজেন্দ্রে!
তুমিও সম্ভ্রাত এই বৈশাখমাসে প্রতিদিন
শ্রীতঃস্নান করিয়া যথাবিধি মধুদ্বন্দকে
অর্চনা কর। রাজন! কুটনরূপ কার্য দ্বারা
যেমন ততুলাবরণ এবং মার্জনরূপ কার্য-
দ্বারা যেমন তাহার কালিমা বিদূরিত হয়,

উক্ত কার্য দ্বারাও সেইরূপ মানবের মহৎ-
পাপমল তিরোহিত হইয়া থাকে, কুটনাদি
কার্যে ততুলের সহজ মলবৎ উল্লিখিত
কার্যে মানবগণেরও সহজ মহৎ মল যে
বিনষ্ট হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই;
অতএব বিহিত বৈশাখকৃত্যের আচরণ
কর। এতাদৃশ বচনাবলী শ্রবণে রাজা বলি-
লেন,—হে দ্বিজ! কীরোদসাগরসমুত্ত-
সুধা-বর্ধণোপম ভবদীয় সুশীতল সুবিমল
বিচিত্রে বচনাবলী শ্রবণে আমি পরম পরি-
তোষ লাভ করিলাম। হে সৌম্য! অদ্য
আপনি আমার অসাগরসমুত্ত পীযুষস্বরূপ
এবং কোনরূপ দ্রব্য না হইলেও ভব-
রোগনিবারক ব্যাসনব্য্যাধির মহৌষধ পান
করাইলেন। ৫২—৬১। হে বিপ্র! সত্যই
সাধুসমাগম মানবগণের বর্ধপ্রদ, জন্মানুভূ-
ত্বাহর, পাপনাশন ও জীবনৌষধস্বরূপ। মহী-
তলে বাহিত যাহা কিছু দ্রব্য দ্রুপ্রাপ্য,
সাধুসঙ্গমে নিঃসন্দেহ তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইতে
পায়। যাহ। যে ব্যক্তি সর্বপাপহর সাধুসঙ্গম-
রূপ গঙ্গাজলে স্নান করিতে পারে, তাহার
দান, তর্পণ, তপস্বা বা যজ্ঞে প্রয়োজন কি?

যো যো ভাবঃ পুরা হ্যাসীৎ কামৈকসুখলোলুপঃ
 দর্শনাঘচনাভেহস্য বিপরীতোহভবদ্বিভো ॥
 একজন্মসুখস্বার্থে সহস্রাণি বিলোপয়েৎ ॥
 প্রাজ্ঞো জন্মসহস্রাণি সঙ্কিনোত্যেকজন্মতঃ ॥
 হা হা কামরসাস্বাদ-সুখলালসচেতসা ॥
 ময়া মুচেন ম কৃতং কিঞ্চিদাশ্বহিতং বিজ্ঞ ॥ ৬
 অহো যে মনসো মোহো বদাস্মা যোষিতাঃ

কথং জ্ঞানঞ্চ কিং দানং কো দেবো নিয়মশ্চবঃ
 এতদাচক্ষু বিপ্রর্ষে হুরিতোত্তরগায় মে ॥ ৭২
 যম উবাচ ॥
 ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ কশ্চপঃ স দয়ানিধিঃ ॥
 প্রোবাচ বচনং বিপ্র ধর্ম্ম্যং বিশ্বহিতং হি যৎ ॥
 কশ্চপ উবাচ ॥

কৃতে ॥
 পাতিতো ব্যসনে ঘোরে হুঃখোধর্কে হুরত্যয়ে
 ভগবন্ পরিতুষ্টেন বোধিতো বচসা স্বয় ॥
 উপদেশপ্রদানেন ত্বং মামুর্জুর্মহিসি ॥ ৬২
 পুরাচরিতপুণ্যোহহং ভবতা বোধিতোহস্মি য
 স্বংপাদরজসা বাপি বিশেষাদপি পাবিতঃ ॥ ৭০
 বিধিঃ মাধবমাস্তু ক্রহি মে বদতাংবর ॥
 সর্কপাপক্ষয়করো যশ্চা পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭১

পূর্কপায়সমাধান-ক্ষয়বুদ্ধা চ তান্ত্রিতে ॥
 পৃষ্টজ্ঞানে ন বক্তব্যঃ বাধমে পাতকশায়ে ॥
 পাপবৃন্তস্ত তু তথা দস্থা ভূপ শুভাং মতিম্ ॥
 বিদ্যাাদানফলঃ সম্যকপ্রাপ্যতে নাত্ সংশয়ঃ ॥
 নাপৃষ্টঃ কশ্চ চিৎক্রয়ান চান্ত্রায়েন পৃচ্ছতঃ ॥
 জ্ঞানল্পপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরৎ ॥
 বিদ্বশামথ শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ কৃণাবতা ॥

বিভো! পূর্বে আমার একমাত্র কামসুখ-
 বিষয়ক যাহা কিছু মনোভাব ছিল, অদ্য
 আপনার দর্শন ও বচনাবলী শ্রবণে তৎসমু-
 দয়ই বিপরীত হইয়াছে। সত্যই মুঢ় মানব-
 গণ, একজন্মের সুখের নিমিত্ত সহস্র সহস্র
 জন্মের সুখ নষ্ট করে এবং বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি
 এক জন্ম হইতেই সহস্র সহস্র জন্মের সুখ
 সঞ্চয় করিয়া থাকে। হে বিজ্ঞ! হায়!
 আমি মুঢ় বলিয়া কামরসের আস্বাদ-
 জনিত সুখোপভোগে আসক্তচিত্ত হইয়া
 কিছুমাত্র নিজ হিত সাধন করি নাই।
 হায়! আমার মনের কি মোহ! আমি
 যোষিদগুণের নিমিত্ত পরিণামে কেবল হুঃখ-
 ময় অপার ভীষণ ব্যসন-সাগরে আত্মাকে
 পাতিত করিয়াছি। ভগবান! আপনি পরি-
 তুষ্ট হইয়া উদদেশরাক্যে আমায় প্রবোধিত
 করিলেন, এক্ষণে কর্তব্যোপদেশদানে
 আমায় উদ্ধার করুন। আমি পূর্কজন্মে বহু
 পুণ্য করিয়াছিলাম বলিয়াই আপনি আজ
 আমায় প্রবোধ দান করিলেন এবং ভবদীয়
 পাদরজ্জ্বাদানে সর্বিশেষ পবিত্র করিলেন।
 হে বদতাংবর! আপনি হে সর্কপাপ-ক্ষয়কর

মাধবমাসের কথা বলিলেন, এক্ষণে আমায়
 তন্মাসীয় কর্তব্যবিধি বলুন। ঐ মাসে কি
 প্রকারে জ্ঞান, কিরূপ দান, কোন দেবের
 আরাধনা ও কিরূপই বা নিয়ম কর্তব্য? হে
 বিপ্রর্ষে! আপনি আমার হুরিত হইতে নিস্তা-
 রের নিমিত্ত এতবিষয় বলুন। যম বলিলেন,
 —হে বিপ্র! রাজা মহীরথ এইরূপ কহি-
 লেই দয়ানিধি ভগবান্ কশ্চপ, বিশ্বহিতকর
 ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।
 কশ্যপ বলিলেন,—হে ভূপ! পূর্কপায়-
 সঙ্গতি জ্ঞানের হানি সন্ধাননায় অর্দ্ধনির্দ্রিত
 ব্যক্তিকে এবং জিজ্ঞাসিত বিষয় যাহার
 জ্ঞান আছে, তাদৃশ লোককে ও পাপাশয়
 অধম ব্যক্তিকেই কোন প্রকারে ধর্ম্মোপদেশ
 দেওয়া কর্তব্য নহে; কিন্তু তদ্বিন্ন পাপ-
 প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সদ্বুদ্ধি দান করিলে যে
 সম্যকরূপ বিদ্যাাদানের ফল লাভ হয়, এ
 বিষয়ে আর সংশয় নাই। ৩২—৭৫। জিজ্ঞা-
 সিত না হইলেও কাহাকে কোন বিষয় বলা
 উচিত নহে এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞায়পূর্কক
 কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তাহাকেও
 প্রত্যুত্তর দিবে না। সেস্থানে বৃদ্ধমান্
 ব্যক্তি, তবিষয় পরিত্রাত থাকিলেও জড়বৎ

অপুষ্টিমপি বজ্রব্যঃ শ্রেয়ঃ শ্রদ্ধাবতাং হিতম্ । শরীরাদি চ পুরাণ্ডে কালে কালে বিপর্যায়ম্
সাম্প্র তং গুরুদয়যো জ্ঞাতবন্তঃ বচনায়ম্ । সাম্প্র তং ভবতো রাজন মনো ধৰ্ম্মে সমাহিতম্
পুরাচরিতপুণ্যেন কেনাপি চ মনোপতে ॥ ৭৮ তেন হ্যঃ কার্মিয়্যামি মাধবস্নানমুত্তমম্ ॥ ৮৩
পাপাবস্থঃ শরীরঃ তদগতঃ তব মমাশ্রয়াৎ যম উবাচ ।
শ্রবণং কৰ্ম্মশাস্ত্রম্ ধৰ্ম্মাবস্থন্তু তেহভবৎ ॥ ৭৯ ততস্ত কার্মতস্তেন কশ্চপেন পুরোধসা ।
পাপাবস্থমধৰ্ম্মাখাঃ ধৰ্ম্মজ্ঞানবিবৰ্জিতম্ । স নুপো মাধবে মাসি স্নানং দানঞ্চ পূজনম্ ।
অপন্নং সদ্বৃত্তং যন্ধি বিজ্ঞেয়ং তন্ধি ধার্ম্মিকম্ যথা দৃষ্টং পুরা শাস্ত্রে বৈশাখস্নানজঃ বিধিম্ ।
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মোপভোগায় তত্ত্বীয়মতৌল্লিয়ম্ । স মুনিঃ প্রত্ন্যাবাচামৈ ভূপায় চ যথোদি হম্ ।
তস্মাল্লিভেদং দেহং হি বেদবিক্তিরিহোচ্যতে স কার্মতস্তেন বিধানভাবো
ষাবন্ন ধৰ্ম্মভোগন্ত মুক্তিচৈতল্লিভেদকম্ । রাজাপি চ ক্র বিধবস্তদানৌম্ ।
পাপাবস্থং শরীরং তৎ পাপসংক্রমং তদ্রূঢ়্যতে স্ত্রীমাধবে মাসি বধানমৌভাং
ইদানীং গুরুভক্তিঞ্চ কুর্যন্তো বচনং মম । ততো যথাকৰ্ণিতমাদরেণ ॥ ৮৯
শুভতো ধৰ্ম্মরূপন্ত শরীরং তে ব্যবস্থিতম্ প্রাতঃস্নানঞ্চ পাদঞ্চ হৃদ্যঞ্চ হরিপূজনম্ ।
তেনৈব গুন্ধিরমলা জ্ঞাতা ধৰ্ম্মক্ৰিযোচিতা । নৈবেদ্যং ভক্তিভবেন চকার স নুপোস্তমঃ ।
দৈবেন দেহিনাং নাম চেতাংসি চরিতানি চ দানং যথানিয়মপালনমাদরেণ
বৈশাখমাসি বিদধাতি বিধানমেবম্ ।

ব্যবহার করিবে; কেবল, বোধশক্তিমান
শ্রদ্ধাশালী পুত্র ও শিষ্যদিগকেই দয়াপরবশ
হইয়া জিজ্ঞাসা না করিলেও তাহাদিগের
হিতকর বিষয় বলা উচিত । হে মহীপতে !
এক্ষণে তুমি কোনও পূৰ্বপুণ্যকলে আমার
কথায় পবিত্রহৃদয় হইয়াছ; আমার সংসর্গে
তোমার পাপাবস্থাপন্ন শরীর বিগত এবং
ধৰ্ম্মশাস্ত্র শ্রবণে ধৰ্ম্মাবস্থাপন্ন শরীর সত্ত্বত
হইয়াছে । ধৰ্ম্মজ্ঞানবিবৰ্জিত পাপাবস্থাপন্ন
শরীরের নাম অধৰ্ম্মশরীর ও সদাচার-
সম্পন্ন যে অপরবিধ শরীর, তাহা ধার্ম্মিক-
নামক শপীর জ্ঞানিবে । আর ধৰ্ম্ম ও
অধৰ্ম্মভোগার্থ যে তৃতীয় প্রকার শরীর,
তাহা অতৌল্লিয়; তজ্জন্তই বেদবিৎ পণ্ডিত-
গণ ত্রিবিধ দেহ বলিয়া থাকেন । যাবৎ-
কাল না মুক্তি হয়, যাবৎকাল ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মভোগ
হয়, তাবৎকালই ঐ ত্রিবিধ শরীর থাকে ।
পাপাবস্থাপন্ন অধৰ্ম্মনামক শরীরকেই বিদ্বৎ-
গণ পাপশরীর বলিয়া উল্লেখ করেন ।
এক্ষণে তুমি গুরুভক্তি ও আমার কথা
শ্রবণ করিতেছ বলিয়া, তোমার ধার্ম্মিক
শরীর হইয়াছে এবং তজ্জন্তই ধৰ্ম্মকার্যো-

শরীরাদি চ পুরাণ্ডে কালে কালে বিপর্যায়ম্
সাম্প্র তং ভবতো রাজন মনো ধৰ্ম্মে সমাহিতম্
তেন হ্যঃ কার্মিয়্যামি মাধবস্নানমুত্তমম্ ॥ ৮৩
যম উবাচ ।
ততস্ত কার্মতস্তেন কশ্চপেন পুরোধসা ।
স নুপো মাধবে মাসি স্নানং দানঞ্চ পূজনম্ ।
যথা দৃষ্টং পুরা শাস্ত্রে বৈশাখস্নানজঃ বিধিম্ ।
স মুনিঃ প্রত্ন্যাবাচামৈ ভূপায় চ যথোদি হম্ ।
স কার্মতস্তেন বিধানভাবো
রাজাপি চ ক্র বিধবস্তদানৌম্ ।
স্ত্রীমাধবে মাসি বধানমৌভাং
ততো যথাকৰ্ণিতমাদরেণ ॥ ৮৯
প্রাতঃস্নানঞ্চ পাদঞ্চ হৃদ্যঞ্চ হরিপূজনম্ ।
নৈবেদ্যং ভক্তিভবেন চকার স নুপোস্তমঃ ।
দানং যথানিয়মপালনমাদরেণ
বৈশাখমাসি বিদধাতি বিধানমেবম্ ।
যো ভক্তিভোতঃস্বহমসৌ প্রতিবৰ্ধমেবং
কৃত্বা প্রয়াতি হরিবধাম মহীসুরাগ্র্য ॥ ৯১

পযুক্ত বিমল পবিত্রতা জন্মিয়াছে । দৈবগতি-
তেই দেহিগণের নাম, চিত্ত, চরিত ও শরীর
সময়ে সময়ে বিপর্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
রাজন! দৈবগতিতেই সম্প্রতি তোমার মন
ধৰ্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তজ্জন্তই আমি
তোমায় মাধবস্নানরূপ অতুত্তম ধৰ্ম্মকার্য
করাইব । ৭৬—৮৬ । অনন্তর সেই পুরো-
হিত কশ্চপ, সেই নুপতিকে বৈশাখমাসে
যথোক্ত স্নান, দান, ও বিষ্ণুপূজা করাইলেন ।
মুনিবর বশ্চপ পূর্বে শাস্ত্রে বৈশাখমাসীয় স্নান
দানাদিবিষয়ক যেরূপ বিধি দেখিয়াছিলেন,
ভূপতিকে তাঁরদ্বয় যথোক্ত করিলেন । তৎ-
কালে বশ্চপ, রাজাকে যেরূপ বিধানে
স্নানাদি করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, রাজাও
তাঁহার মুখে যেমন শুনিলেন, তদনুযায়ী
যথাবিধি বৈশাখমাসে স্নানাদি প্রশংসনীয়
কার্য সকল সাধরে করিলেন । সেই নুপতি,
বৈশাখমাসে প্রতিদিন প্রাতঃস্নান, পাদ্য,
অৰ্ঘ্য ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তিভাবে হরি-

অথৈতরেষু মাসেষু কামিনীকুচকেলিবান ।
 ভৌগৈককালনো ভূয়ো ভবত্যেব যথাক্রাচ ।
 ন ধৰ্ম্মানয়মৎ রাজ-কার্যেষু ন বিচারণাম্ ।
 কয়োতি কামবশগো হিমা মাসক মাধবম্ ।
 মহতামাপ বিপ্রাশ্রয়ী হ্রুর্নবার্যো মনোভবঃ ।
 শরীরসহজো নুনমনাদক্ষাসনাক্রমঃ ॥ ৯৪
 কেশকঙ্কলশালিনস্তো হুঃপর্ণা . ১.১৮. ১১১ ।
 যস্মাদায়শথা নার্যো দর্শস্ত তূণবন্নয়ম্ ॥ ৯৫
 ঘোরঃ শক্রঃ শরীরত্বঃ পুংসঃ ক যো যথোচিত
 মোহধুময়ঃ পাপো ন কেযামককারকঃ ॥ ৯৬
 ইতি শ্রীপাদ্মে পাতালবধৌ বৈশাখমাহাষ্মে
 ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

পূজা, এবং সাদরে যথাবোধ দান করিলেন ।
 বিজবর! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে বৈশাখমাসে
 ভক্তভাবে প্রাতঃদান এইরূপ করে, সে
 নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে ।
 অনন্তর সেই নৃপতি, পুনরায় ভোগাসক্ত
 হইয়া অপর একাদশ মাস কামিনীগণের
 সাহিত যথেষ্ট ক্রোড়া করিতে লাগিলেন ।
 এইরূপে তিনি কামাধান হইয়া বৈশাখমাস
 ব্যতীত অপর কোন মাসেই কোনরূপ ধর্ম্ম
 কার্য বা রাজ-সংক্রান্ত বিচারাদ করিতেন
 না । বিপ্রবর! বস্তুতঃ কাম মহদ্ব্যক্ত-
 দিগেরও হ্রুর্নবার্য, নিশ্চয় জানিবেন ;
 বাসনালাল শরীরের সাহিতই সমুদ্রুত
 হয়, উহার আদ নাই । কেশকঙ্কলশালিনী
 লোচনীপ্রিয় রমণীগণ যখন পুরুষগণকে তূণ-
 বৎ দক্ষ করিয়া ফেলে, তখন উহার লোচন-
 প্রিয় অগ্নিশিখারূপ, উহাদিগের কেশ-
 কলাপই ধুমাবলা ; এজন্ত উহাদিগকে স্পর্শ
 করা উচিত নহে । পুরুষগণের কামই শরীরস্থ
 ঘোরশক্র, মোহধুময় পাপিষ্ঠ কাম কোন
 ব্যক্তিকে না অক্ষ করিয়া থাকে ? ৮৭—৯৬ ।
 ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬০ ।

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

যম উবাচ ।

অথ কালকটাক্ষেণ লক্ষিতে নৃপতিস্তপা ।
 যুতোহ'ন্তরতিসেবোখ-ক্ষয়কৌণকলেবরঃ ॥ ১
 নাযমানো মম গণৈস্তাড্যমানো যুক্তধুতঃ ।
 ক্রন্দমানো মহারাবান সংস্রব্রজপাতকম্ ॥ ২
 বিষুদুতৈস্তদাগত্য তানশিখিপ্য মেহন্নগান ।
 ধর্ম্মবানয়ামতু্যক্তা হ্যারোপ্য বোমবাহনম্ ॥ ৩
 নীতো হরিপুরঃ বিপ্রকুয়মানোহম্পরোগণৈঃ ।
 প্রাতঃস্নানেন বৈশাখমাসস্ত ক্ষণপাতকঃ ॥ ৪
 অথ ধর্ম্মবিহীনোহয়মাত মভা চ তৈঃ পুংসঃ ।
 দেবদুতৈরদুরেণ নরকস্ত চ বন্ধনঃ ।
 আনীতো নৃপতির্বিফোর্নিদিশেষহতিবশারদৈঃ
 স গচ্ছন্নপ শশ্রাব জীবা িং ক্রন্দং পুনঃ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

যম বলিলেন,—অনন্তর কিয়ৎকালের
 পর সেই নৃপতি কালকটাক্ষে পতিত হই-
 লেন, অতিশয় রতিসেবা-জনিত ক্ষয়রোগে
 ক্রমশঃ কৌণকলেবর হইয়া পঞ্চদশ লাভ
 করিলেন । যমদূতগণ তাঁহাকে যুক্তধুতঃ
 পীড়ন করিতে করিতে লইয়া যাইতে আরম্ভ
 করিলে তিনি নিজপাতক স্মরণ করিয়া
 উঠিলে:স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । সেই
 সময়ে বিষুদুতগণ আগমনপূর্ব্বক মদীয় সেই
 সকল অনুরগণকে বিদূরিত করিয়া “ইনি
 ধর্ম্মশালী” এইরূপ কথিয়া দিব্য বিমানে
 আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাইতে
 আরম্ভ করিল । বিপ্রবর! বৈশাখমাসে
 প্রাতঃস্নানজন্ত নিম্পাপ সেই নৃপবরকে তখন
 অপ্সরা সকল স্তব করিতে লাগিল । অন-
 স্তর আবার বিষ্মানদেশবন্তী সেই দেব-
 দূতগণ সেই নৃপতিকে “ইনি কর্তব্য ধর্ম্ম-
 কার্যবিহীন” মনে করিয়া নরকপথেয় অদূরে
 আনয়ন করিল । তৎকালে নৃপতি, সেই
 পথে গমন করিতে করিতে নরকমধ্যে পীড়্য-

নিরয়ে পচ্যমানানামারাং বিবিধং তদা । ৬
 পাপিনাং কথ্যমানানামাক্রন্দমতিদারুণম্ ।
 ঞ্জস্বা বিস্ময়বান্ বিপ্র রাজাজ্জদতিদ্বঃখিতঃ । ৭
 প্রোবাচ দূতান্ কিময়মাক্রন্দো দারুণঃ ঞ্জতঃ ।
 কিমত্র কারণং তয়ে সৰ্ব্বঃ বকুমিহাহঁথ । ৮
 দূতা উচুঃ ।

জহবন্ত্যক্রমর্থাদাঃ পাপাঃ পুণ্যবিবর্জিতাঃ ।
 নিরয়েষু স্নেহোরেষু তামিশ্রাদিষু পাতিতাঃ । ৯
 কৃতপাত-কনস্তত্র প্রং হ্যাগাদনস্তরম্ ।
 যাম্যং পস্থানমশ্রিত্য দুঃখমশ্রুতি দারুণম্ । ১০
 যমস্ত পুরুষৈর্পারৈঃ কুষ্যমাণা ইতস্ততঃ ।
 অন্ধকারে নিপতিতা ভক্ষ্যন্তে হস্তিদারুণৈঃ ।
 ঞ্জতিঃ শৃগালৈঃ ক্রব্যাদৈঃ কাককঙ্কবকাপিভি ।
 অগ্নিঃ শৈবু কব্যাদৈস্তু জগৈর্গুশ্চিকাদিভিঃ । ১২
 অগ্নিনা দহমানাশ্চ তুদ্যমানাশ্চ কণ্টকৈঃ ।
 ক্রকটৈঃ পাট্যমানাশ্চ পীড়্যমানাশ্চ তুক্ষ্মা । ১৩
 ক্ষুধয়ঃ বাধ্যমানাশ্চ ঘোটৈর্কীর্ণাধিগণৈস্তথা ।

মান রোদ পরায়ণ জীবগণের বিবিধ খেদ-
 সূচক শব্দ শ্রবণ করিলেন। বিপ্র! তিনি
 প্রসীড়িত রোকুদ্যমান পাপিগণের নিদারুণ
 শব্দশ্রবণে অতীব দুঃখিত ও বিস্ময়াবিষ্ট
 হইলেন। অনন্তর তিনি বিস্মদূতগণকে
 কহিলেন,—এ কি দারুণ শব্দ শুনিতেছি?
 ইহার কারণ কি? আমায় এতৎ সমুদয়
 বিষয় বলুন। বিস্মদূতগণ কহিলেন,—
 মর্ধ্যাদাবিহীন পুণ্যবিবর্জিত পাপিষ্ঠ জন্ত
 সকল তামিশ্রাদি ঘোর নরকে পতিত হইয়া
 থাকে। পাপাচারী প্রাণিগণ প্রাণত্যাগানন্তর
 যমমার্গ আশ্রয়পূর্বক দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।
 ১—১০। শৃগাল, কুক্কর, কাক, কঙ্ক, বক,
 অগ্নিমুগ্ধ, বৃক, ব্যাঘ্র, জুজগ, গুশ্চিকাদি এবং
 মাংসানী—রাক্ষসা দমুর্স্তধারী অতিনির্দয়
 ঘোরাকৃতি যমদুঃগণ পাপীড়িগকে ঘোর
 অন্ধকারময় স্থানে নিপাতিত করিয়া ইস্ত-
 স্ততঃ অীকর্ষণ করত ভক্ষণ করিয়া থাকে।
 কোথাও পাপিগণ অগ্নিধারা দহ, কোথাও
 কণ্টকনিচয় দ্বারা বিদ্ধ, কোথাও বরপত্র দ্বারা

পুয়শোণিতগন্ধে মূচ্ছমানাঃ পুনঃপুনঃ । ১৪
 কথ্যন্তে কথিতে তৈলে তাদ্যন্তে মুখলৈঃ কচিৎ
 আয়ুসৌ প্রপচ্যন্তে শিলাসু কচিদেব চ । ১৫
 কচিৎসন্তমথান্নস্ত কচিৎ পুয়মস্বক কচিৎ ।
 কেশশোণি তমাংসাসুগ্-বসাস্থানিকরেষু চ । ১৬
 আশ্চতাঃ কুণপাঃ পশ্চাৎ কীর্ণাসু ভূমিষু কচিৎ
 শাবহুগন্ধনীরজ্জ সজ্জাশ্রিতকোটিষু । ১৭
 করপত্রাশলাপাতপ্তাবিনিষ্ট তলেষু চ ।
 লোহতৈলবসাস্তস্ত-কুটশাখালিসদ্যসু । ১৮
 ক্ষুরকণ্টককৌলোগ্র-জ্বালাক্ষুবিতীতিষু ।
 তপ্তবৈতরগৌপুয়-পুরিতেষু পৃথক্ পৃথক্ । ১৯
 আসপত্রবনোৎকল-নরনারীতনুযু চ ।

ছেদিত, কোথাও ক্ষুধা-তৃণায় পীড়িত,
 কোথাও বিবিধব্যাদিসমূহে ব্যথিত, কোথাও
 পুয়শোণিতগন্ধে পুনঃপুনঃ মূচ্ছিত, কোথাও
 স্ততঃ তৈলে ভক্ষিত, কোথাও ময়লাঘাতে
 তাড়িত ও কোথাও বা লৌহময়ী শিলাভূমিতে
 আক্ষিপ্ত হইতেছে। পাপাচারী ব্যক্তিগণ,
 কোন স্থানে স্বয়ং জুজ্জব্রব্য বমন করিয়া
 স্বয়ংই ভোজন করিতেছে এবং কোথাও পুয়
 ও কোথাও বা শোণিত পান করিতেছে।
 কোথাও কেশ, শোণিত, মাংস, বসা ও
 অধিসমূহে ভূমিতল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে,
 এবং তাদৃশ শোণিতাদিকীর্ণ ভূতলে কোথাও
 বা প্রভূত শব্দেই অবস্থিত রহিয়াছে। কোন
 স্থানে পক্ষতাকার হুগন্ধময় নিবিড় শবরাশি
 দৃষ্ট হইতেছে। তথাকার তলভাগ নিরন্তর
 বরপত্র ও শিলানিচয়পাত-নিবন্ধন অতীব
 অসহনীয় উত্তপ্ত। কোনস্থানে মায়াময়
 শাল্মলী গৃহদকল অবস্থিত রহিয়াছে, ঐ গৃহ-
 সমূহের স্তম্ভসকল, তীক্ষ্ণাগ্রলৌহ, তৈল
 ও বসাদ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং তথায় চতু-
 র্দ্ভিক্ ক্ষুর, কণ্টক ও কীলকাদির উগ্র
 প্রভায় হৃদ্বী হওয়ায় সকলেরই ভীতি
 উৎপাদন করিতেছে। পৃথক্ পৃথক্ স্থান
 বৈতরগীন্দীর উত্তপ্ত পুয়সমূহে পরিপূর্ণ।

যোষাঙ্ককারদধন-দারুণেষু মুহূৰ্ভুঃ ॥ ২০
 পচ্যমানা কদম্বশ্চ দারুণং বিবিধৈঃ স্বরৈঃ ।
 কঠেষু বক্রপাশাশ্চ ভূজঙ্গাবেষ্টিতাঃ রুচিং ॥ ২১
 কুটাগারে ভ্রাম্যমাণাঃ শরীরৈর্ধাতনোচিতৈঃ ।
 পীড্যন্তে পাপিনো রাজন্ ক্রন্দন্তোহমী
 বিকর্ষণঃ ॥ ২২
 সহিতং বিষয়াস্বাদৈঃ ক্রন্দনং তৈর্কিষীয়তে ।
 ভূজ্যতে চ কৃতং পূর্বমেতৎসর্বৈশ্চ জন্তভিঃ ॥
 পরস্মীষু কৃতঃ সঙ্গঃ স্ত্রীতয়ে দুঃখদো হি সঃ ।
 মুহূৰ্ত্তবিষয়াস্বাদোহনেককক্সান্ত্রহুঃখদঃ ॥ ২৪
 বপুষন্তব রাজেন্দ্র প্রাতঃনাতস্মা মাধবে ।
 বিধিনা পবনশ্চৈতে প্রাপ্য স্পর্শঞ্চ ভাসনাম্ ॥
 লঙ্কসৌখ্যাঃ ক্ষণং জাতা মহসাপ্যায়িতান্তব ।
 আক্রন্দরহিতা জাতান্তেনৈতে নিরয়ং গতাঃ ॥

মধ্যে মধ্যে অসিপত্রবনে নরনারীগণের
 শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে। কোথাও ঘোর
 অন্ধকার ও কোথাও বা ভীষণ অগ্নিরাশি
 দেদীপ্যমান হইতেছে। পাপিগণ ঐ সকল
 স্থানে প্রপীড়িত হইয়া বিবিধস্বরে রোদন
 করিতেছে। কোথাও পাপী সকল কঠদেশে
 পাশবদ্ধ ও ভূজঙ্গবেষ্টিত এবং কোথাও বা
 যাতনাভোগোপযোগী শরীরে কুটাগার-
 নিচয়ে ভ্রাম্যমান হইয়া প্রপীড়িত হইতেছে।
 রাজন্! অসংকার্যকারী ঐ পাপাত্মারাই
 ঐরূপ ক্রন্দন করিতেছে। ঐ সকল পাপী
 জন্তগণ পূর্বে যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছে,
 তাহারাই এইরূপ ফলভোগ হইতেছে।
 উৎসাহ যে সমস্ত পাপজ বিষয় উপভোগ
 করিয়াছে, তাহারাই উল্লেখের সহিত এইরূপ
 ক্রন্দন করিতেছে। স্ত্রীতির নিমন্ত্রণ লোকে
 যে পরস্মীসঙ্গ করে, তাহা কেবল দুঃখপ্রদ;
 ফলে মুহূৰ্ত্তকাল সুখকর বিষয়াস্বাদে অনেক
 কল্পান্তকাল দুঃখ ভোগ করিতে হয় ১১—২৪
 রাজেন্দ্র! তুমি বৈশাখমাসে যথাবিধি প্রাতঃ
 স্নান করিয়াছিলে বলিয়া পবিত্রতাজনক
 স্বদীয় দেহ-পবনস্পর্শে এই নরকবাসীগণ
 ক্ষণকালের জন্ত সুখী হইয়াছে এবং তোমা-

নামাপি পুণ্যশীলানাং ঋতং সৌখ্যায় কীর্ত্তিতম্
 জায়তে তদ্বপুঃস্পর্শ-বায়ুঃ স্পর্শসুখাবহঃ ॥ ২৬
 যম উবাচ ।
 ইতি দূতবচঃ ঋত্বা স রাজা ককর্ণানিধিঃ ।
 প্রত্যাবাচ হ তান দূতান বিকোরক্তু তকর্ষণঃ ॥ ২৮
 কোমলং হৃদয়ং নুনং সাধুনাং নবনীতবৎ ।
 বহিসস্তাপসস্তপ্তং তদ্যথা দ্রবতি স্কুটম্ ॥ ২৯
 রাজোবাচ ।
 নার্ত্তজন্তুনহং হিন্দ্বা পীড়িতো গন্তুমৎসহে ।
 স পাপিষ্ঠো হি আর্ন্তানাং শোকং নাপহরেৎ
 ক্ষমঃ ॥ ৩০
 মদঙ্গসঙ্গমাৎসৃষ্ট-বায়ুস্পর্শেন তে যদি ।
 জন্তবঃ সুখিনো জাতান্ত্রাস্ত্রাত্র নয়ন্ত মান ॥ ৩১
 পরতাপচ্ছিদো যে তু চন্দনা ইব চন্দনাঃ ।
 পরোপকৃতয়ে যে তু পীড্যন্তে কৃতিনো হি তে

দ্বারা সহসা আপায়িত হইয়াছে বলিয়াই
 অধুনা উগাদিগের ক্রন্দন-ধ্বনি প্রশমিত
 হইতেছে। এই জন্তই পণ্ডিতগণ বলিয়া-
 ছেন,—পুণ্যাগাদিগের নাম শ্রবণেও সুখ
 লাভ হইয়া থাকে; দেখ, স্বদীয় দেহবায়ুস্পর্শে
 নারকাদিগেরও সুখোদয় হইয়াছে। যম
 কহিলেন,—ককর্ণানিধি সেই রাজা, বিষ্ণুদূত-
 গণের এতদ্বাক্য শ্রবণে অদ্ভুতকর্ষা ভগবান
 বিষ্ণু সেই দূতগণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য
 বলিয়াছিলেন। সাধুদিগের হৃদয় যখন অস্তের
 সম্ভাপানলে সস্তপ্ত হইলে দ্রবীভূত হয়, তখন
 নিশ্চয়ই উহা নবনীতবৎ কোমল। তজ্জন্তই
 রাজা বলিলেন,—“আমি ক্রেশপীড়িত প্রাণি-
 গণকে পরিভ্যাগ করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে
 স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করি না,” যে
 ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও আর্ন্তগণের শোক হরণ
 না করে, সে নিঃসন্দেহ পাপিষ্ঠ। নরকবাসী
 জন্তগণ যদি মদীয় দেহবায়ুস্পর্শে সুখী হইয়া
 থাকে, তবে আমাকে সেই নরকে লইয়া
 চলুন। যাহারা চন্দনবৎ পরসস্তাপহারী,
 তাহারাই প্রাকৃত চন্দনপদবাচ্য এবং যাহারা
 পরোপকরণার্থ ক্রেশ সহ্য করে, তাহারাই

সন্তুষ্ট এব যে লোকে পরদুঃখবিদারণাঃ ।

আর্তিনামাৰ্জিনাশাৰ্থং প্রাণা যেষাং তুণোপমাঃ ।

তৈরিয়ং ধাৰ্য্যতে ভূমিন্‌রৈঃ পরহিতোদ্যতৈঃ ।

মনসো ঘৎ সুখং নিত্যং স স্বর্গো নরকোহপন্নম্ ।

তস্মাৎ পরসুখেনৈব সাধবঃ সুখিনঃ সদা ॥৩৪

বরং নিরয়পাতোহত্র বরং প্রাণবিয়োজনম্ ।

ন পুনঃ কণমার্জিনামাৰ্জিনাশয়তে সুখম্ ॥ ৩৫

দূতা উচুঃ ।

জন্তবো নিরয়ে ঘোরৈ পচ্যন্তে তত্র পাপিনঃ ।

স্বকর্মেবোপভূঞ্জানো মোহস্থানং ন বিদ্যতে ।

যৈন দন্ত্যং ত্তং তীর্থে পুণ্যে স্নানং ন বা

কৃতম্ ।

পুনর্নোপকৃতং নূণং সুকৃতং ন কৃতং পরম্ ।

নেষ্টং ন তপ্তং নো জপ্তং যৈন জষ্টতয়া নূপ ।

পরশ্মিন্নিহ ষোরেষু পচ্যন্তে নিরয়েষু তে ॥ ৩৬

দুঃশীলা যে দুঃপ্রাচারা ব্যবহারেষু নিন্দিতাঃ ।

যথার্থই কৃতী। যাহারা আর্তব্যক্তিগণের আর্তিনিবারণার্থে আত্মপ্রাণকে তুণতুল্য জ্ঞান করে, জগতে সেই সকল পরদুঃখাপহারী মানবই সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরহিতোদ্যত সেই সাধুগণই এই ভূতলকে রক্ষা করিতে-ছেন। যনের যে নিত্য সুখ, তাহাই প্রকৃত স্বর্গ, আর মানসিক ক্লেশই নরক বলিয়া কথিত হয়; তজ্জন্তই সাধু ব্যক্তির সর্বদা পরসুখে সুখী হইয়া থাকেন। এক্ষণে আমার নরকাবস্থান বা প্রাণত্যাগও বরং ভাল; কিন্তু আর্ত ব্যক্তিদ্বিগের আর্তিনাশ ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার কণকালের নিমিত্ত সুখ হইবে না। রাজার দৈদৃশ বাক্য শ্রবণে বিস্মদুতগণ কহিলেন,—পাপিগণ স্ব স্ব কন্দামুসারেই ঘোর নরকে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, ইহাতে তোমার এরূপ মোহ হইবার কোন কারণ নাই। হে নূপ! যাহারা সানন্দচিত্তে দান, হোম, তীর্থস্নান, মানবগণের উপকার, দেবতাপূজন, তপস্চরণ, ইষ্টমন্ত্রপ্রণা বা অন্তপ্রকার স্মৃকৃত না করে; যাহারা দুঃশীল, দুঃপ্রাচারা, ব্যবহার কার্যে

পর্যাপকারিণঃ পাপা-কারিণো দুর্কিবারিণিঃ ॥৩৭

এহি কুপ মহাভাগ গচ্ছামো হরিমন্দিরম্ ।

ন তে পুণ্যবতো যুক্তমিহ স্বাত্মমতঃ পরম্ ॥ ৪০

বিদারিণো হি মর্শ্বোক্ত্যা পাপাঃ পরহৃদাং

হি যে ।

নিরয়েষ্বপি পচ্যন্তে যে পরস্ত্রীবিহারিণঃ ॥ ৪১

রাজোবাচ ।

যদ্যহং স্মকৃতী দূতাঃ কন্দাদশ্মিন মহাভয়ে ।

যাতনামার্গ অনীতঃ কিং ময়া স্মকৃতং ক্ৰ-ম্ ॥

ময়া ন স্মকৃতং তাদৃকৃ কৃতং বৈ কামশালিনা ।

কথং হরিপুরং গস্তা সংশয়ং ছেদুমহঁধ ॥ ৪৩

দূতা উচুঃ ।

স্মকৃতং ন কৃতং সত্যং যদ্য কামবশাশ্বন ।

নেষ্টং যজ্ঞেন বা যজ্ঞাবশিষ্টং ভবতাশিতম্ ॥

কিন্ত মাধবমাসে যদ্বিধিনা বৎসরজয়ম্ ।

প্রাতঃ স্নাতং গুরুবচঃপ্রেরিতেন যদা পুরা ॥

ভক্ত্যা সম্পূজিতো বিশ্ববিবেশো মধুসূদনঃ ।

নিন্দিত, পরাপকারী, দুর্কিবারী ও পাপাচারী তাহারা ই পরলোকে ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। হে মহাভাগ কুপ! এস, আমরা এক্ষণে বৈকুণ্ঠে গমন করি; তুমি পুণ্যাত্মা, তোমার আর এখানে থাকা উচিত নহে। যাহারা কটুবাক্যে অপরের মর্শ্ব বিদারণ করে এবং যাহারা পরস্ত্রীতে বিহার করে, তাহাদিগকেও নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ৩২—৪১। তৎশ্রবণে রাজা বলিলেন,— হে বিস্মদুত! আমি যদি পুণ্যাত্মাই হই, তবে কি হেতু আমাকে এই মহাভয়জনক নরকমার্গে আনয়ন করিলেন? আমি কি করিয়াছি? আমি কামপরবশ হইয়া কখন ত স্মকৃত করি নাই, তবে কি প্রকারে বিস্মলোকে গমন করিব। আমার এই সংশয় ছেদন করুন। বিস্মদুতগণ কহিলেন,—তুমি কাম-পরভক্ত হইয়া কোনরূপ স্মকৃত কর নাই সত্য, এবং যজ্ঞভূতান বা যজ্ঞাবশেষ ভোজনও কর নাই যথার্থ, কিন্তু তুমি যে মৃত্যুর পূর্বে গুরুবাক্যানুসারে বৎসরজয় বৈশাখমাসে যথা-

মহাপাপাতিপাপৌষনিহস্তা ভক্তবৎসলঃ ॥৪৬
সর্বেকসারেশ পুনস্তেনৈকেন নরেশ্বর ।
নীয়সে বিষ্ণুভবনং পূজ্যমানো মরুদগণৈঃ ॥৪৭
যথৈব বিষ্ণুলিঙ্গেন জ্ঞাত্যতে তৃণসঞ্চয়ঃ ।
প্রাতঃস্নানেন বৈশাখে তথাষৌষো নরেশ্বর ।
তাবশ্পৃশি পাপানি প্রভবস্তি নরেশ্বর ।
যাবন্ন মাধবে মাসে তীর্থে মজ্জতি চৌষসি ।
বৈশাখে মাসি যো যুক্তো যথোক্তনিয়মৈর্নরঃ ।

ব্রজ্যে ॥৫০

আজন্নতো ন স্কৃতং যবযান্তং পুরা কৃতম্ ।
তেন ত্বং নিরয়স্থানমার্গং নীতো নরেশ্বর ॥৫১
অথ ভূমিপতে তুর্ণমশ্মাভিষ্ণ মরুদগণৈঃ ।
স্বয়মানো বিমানেন গচ্ছ গোবিন্দমন্দিরম্ ॥৫২
যম উবাচ ।

তজ্জ্ঞ ককর্ণবান্ধিস্তেযাং শৌবেন পীড়িতঃ ।

বিধি প্রাতঃস্নান এবং মহাপাতক ও অতি-
পাতকাদি অখিলপাপনিহস্তা ভক্তবৎসল
বিশেষ্বর ভগবান্ মধুসূদনকে ভক্তিসংকরে
পূজা করিয়াছ, হে নরেশ্বর ! অখিল কার্যের
সার একমাত্র সেই কার্য হেতুই দেবগণ-
কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া বৈকুণ্ঠধামে নীত হই-
তেছ। নরবর ! স্কুলিঙ্গমাত্র অগ্নিদ্বারাই
যেমন প্রভূত তৃণরাশি তস্মীভূত হয়, এক-
মাত্র বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান দ্বারাও তজ্জপ
নিখিলপাপপুঞ্জ দহ হইয়া যায়। নরেশ্বর !
মানব যাবৎকাল না বৈশাখমাসে উষাকালে
তীর্থেজলে অবগাহন করে, তাবৎকালই
মানবশরীরে বিবিধ পাতক প্রভূত্ব করিয়া
থাকে। যে মানব, বৈশাখমাসে ভগবান্
হরির প্রতি ভক্তিমান হইয়া যথোক্ত নিয়ম-
পরায়ণ হয়, সে রাশি রাশি অতিপাতক হই-
তেও মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন কল্পে ।
নরেশ্বর ! তুমি যে জন্মাবধি অস্ত্রপ্রকারে
কোনরূপ স্কৃততাচরণ কর নাই, তজ্জন্মই
নরকমার্গে আনীত হইয়াছ। হে ভূমিপতে !
অন্তঃপর তুমি দেবগণ ও আমাদিগের কর্তৃক
স্বয়মান হইয়া স্বরার বিমানারোহণে বিষ্ণু-

ভূপতিঃ স্ত্রীহরেদুতান বিনয়েনাহ বাভব ॥৫৩
ঐশ্বৰ্য্যস্মাত্তিজাতস্ত গুণানাং স্কৃতস্ত ৫ ।
সন্তঃ ফলং হি মন্তস্তে হার্তানাং পরিরক্ষণম্ ।
যদ্যস্তি স্কৃতং কিঞ্চিদম তেনৈব জন্তবঃ ।
স্বর্গং গচ্ছন্ত মুক্তগাঃ স্থানে চৈযাং বসাম্যহম্
এবং ভূপবচঃ শ্রদ্ধা দূতা বিষ্ণোর্যনোহরাঃ ।
ঔদার্য্যং সন্ত্যমেতস্ত ধ্যায়ন্তো জগত্নূপম্ ॥

দূতা উচুঃ ।

অনেন তব কারুণ্য-ধর্ম্মেণ বচসা নূপ ।
বভূব বুদ্ধির্দীর্ঘস্তু সখিতস্ত বিশেষতঃ ॥৫৭
স্নানং দানং জপো হোমস্তপো দেবর্চনাদিকম্
কৃতং যন্মাধবে মাসি তদনন্তকলং হত্ব ॥৫৮
স্বর্গে যজ্ঞা ৫ দাতা ৫ ক্রৌড়তে ত্রিদেশৈঃ সহ ।
বাপীষু হেমপদ্মাযু কল্পবৃক্ষযুতানু ৫ ।
গীর্য়মানো মুদং যাত্তি সৌধাশ্রমবীগীগণৈঃ ॥ ৫৯

লোকে গমন কর ৥২৫—৫২। যম বলিলেন,—
হে বাভব ! অনন্তর ককর্ণাসাগর ভূপতি
নরকবাসাদিগের হৃৎখে কাতর হইয়া বিষ্ণু-
দূতগণকে সবিদয়ে কহিলেন,—‘আর্জুগণেশ্বর
পরিরক্ষণকেই পণ্ডিতগণ ঐশ্বৰ্য্য, আতিজাত্য,
গুণগ্রাম, ও স্কৃততের ফল মনে করেন ।
অতএব আমার যদি কিঞ্চিৎ স্কৃত থাকে,
তবে সেই পুণ্যে এই নারকী জন্তগণ নিষ্পাপ
হইয়া স্বর্গে গমন করুক, আমি ইহাদিগের
স্থানে বাস করি। বিষ্ণুদূতগণ ভূপালের
এবদ্বিধ মনোহর বাক্য শ্রবণে মনে মনে
তদীয় অকৃত্রিম ঔদার্যের বিষয় চিন্তা করত
নূপতিকে কহিলেন,—হে নূপ ! স্বর্গীয় এতা-
দূশ বাক্যে ও দয়াধর্ম্মে স্বর্গীয় সখিত স্কু-
কৃতের সমধিক বুদ্ধি হইয়াছে। তুমি বৈশাখ-
মাসে স্নান, দান, জপ, হোম, তপশ্চরণ ও
দেবার্চনাদি যাহা কিছু করিয়াছ, তৎসমস্তই
অনন্তফলজনক হইয়াছে। ফলে, যাগ-
কর্তা ৫ দাতা স্বর্গধামে কল্পবৃক্ষবিরাজিত
হেমপদ্ম-সুশোভিত বাপীনিচয়ে ত্রিদেশগণের
সহিত ক্রৌড়া করিয়া থাকে এবং দেবাকনাগণ

জলায়দানতো লোকঃ লভতে বারুণঃ শুভম্
কুলানি হেলয়া সপ্ত সন্তায়তি গোপ্রদঃ ।
হয়ং দত্ত্বা রবেলোকঃ যতি বিদ্যাপ্রদো নয়ঃ
ব্রহ্মলোকঃ তথা হেমদানাদ্যতি সুরালয়ম্ ।
যতি দেহী দয়াক্ষত্ৰা-দানাদৈর্দেবলোকতাম্ ।
মাধবে মাসি যঃ স্নান্না দত্ত্বা সম্পূজ্য মাধবম্ ।
অবাণ্য সকলান কামান প্রয়াতি হরিমন্দিরম্
একতোষপি তপোদান-ক্রতুস্থ ত্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
একশে বিধিবন্নাসো মাধবশ্চরিতো মহান ॥৬৪
ভস্ম মাধবমাস্ত্য দিনৈকস্ত্যপি ভূপতেঃ ।
ঋতং যৎ সুরুতঃ ভক্তে সর্ষদানাদিকং পরম্
কারুণ্যেন দিনৈকস্ত্য পুণ্যং দেহি ধর্যাপতে ।
নিয়ম্য পচ্যমানেনভ্যো তুঃখিতেনভ্যো দয়ানিধে
ন দয়াসদৃশো ধর্মো ন দয়াসদৃশং তপঃ ।
ন দয়াসদৃশং দানং ন দয়াসদৃশঃ সখা ॥ ৬৭

কর্তৃক স্ক্রয়মান হইয়া পরম আনন্দ উপভোগ
করিতে থাকে। এইরূপ মানব, অন্নজল
দান করিলে সুখময় বারুণলোক প্রাপ্ত হয়।
বে ব্যক্তি গো দান করে, সে অনায়াসে
সপ্তকুল নিস্তার করিয়া থাকে। অশ্ব দান
করিলে সূর্যালোকে ও বিদ্যা দান
করিলে মানব ব্রহ্মলোকে গমন করে
হেমদানে সুরালয় প্রাপ্ত হয়, এবং
দয়, ও কস্ত্রাদানদির ফলে দেবলোক
প্রাপ্ত হয়। মানবগণ মাধবমাসে প্রাতঃ-
স্নান, নারায়ণপূজা ও যথোচিত দান
করিলে সমুদয় অভীষ্ট উপভোগপূর্বক বিষ্ণু-
লোকে গমন করিয়া থাকে। একদিকে
তপোদানযজ্ঞাদি সমুদয় কার্য্য ও একদিকে
বৈশাখমাসে স্নানদানাদি মহৎকার্য্যানুষ্ঠান
জানিবে। ভূপতে! অধিক কি, তুমি বৈশাখ-
মাসের একদিনমাত্রও যে সুরুতাচরণ করি-
য়াছ, তাহা তোমার সর্ষবিধ দানাদি হইতেও
সমধিক কলপ্রদ হইয়াছে। অতএব হে
দয়ানিধে ধর্যাপতে! তুমি কারুণ্যবশতঃ
নরকপীড়িত তুঃখার্ভ এই ব্যক্তিগণকে
বৈশাখমাসী একদিনমাত্রের পুণ্য দান কর।

পুণ্যদঃ পুণ্যমাপ্নোতি নরো লক্ষগুণং সদা ।
কারুণ্যেন বিশেষযুক্তে ধর্ম্মবুদ্ধিস্ততোহভবৎ ॥
তুঃখিতানাং হি ভূতানাং তুঃখোক্তস্তা হি যো নয়
স এব সুরুতী লোকে জ্ঞেয়ো নারায়ণঃশজঃ
মাধবে মাসি পূর্ণায়ঃ স্নানদানাদিকং স্ময়া ।
যতীথে বিহিতং বীর সর্ষাঘবিনিম্নদনম্ ॥ ৭০
তদেভ্যো দেহি বিধিবৎ কৃত্বা সাক্ষ্যে হর্যং
প্রভূম্ ।
ত্রিবাচিকঞ্চ নিয়মাদ্যেনামৌ স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৭১
কপোতার্থং স্ময়াংসানি কারুণ্যেন পুরা শিবিঃ
দত্ত্বা দয়ানিধিঃ স্বর্গে স জাতঃ কৌর্্ত্ত্বাবিরিধিঃ ॥
দধীচিরপি রাজর্ষির্দ্বিত্বাস্ত্রিচয়মান্বনঃ ।
ত্রৈলোক্যাকৌমুদীং কৌর্্ত্ত্বং লক্ষবান্ স্বর্গমক্ষয়ম্
সহস্রজ্জিচ্চ রাজর্ষিঃ প্রাগানিষ্টায়মহাযশাঃ ।
ব্রাহ্মণার্থে পরিত্যজ্য গতো লোকান মুক্তমান্

দয়াদৃশ ধর্ম্ম, দয়াসদৃশ তপস্তা, দয়াসদৃশ দান
বা দয়াসদৃশ সখা আর নাই। সর্বসময়েই
পুণ্যপ্রদ মানব লক্ষগুণ অধিক পুণ্য প্রাপ্ত
হয়, বিশেষতঃ তুমি যখন কারুণ্যবশে দান
করিতেছ, তখন তুমি তোমার তাহাপেক্ষাও সম-
ধিক ধর্ম্মবুদ্ধি হইবে। যে মানব, তুঃখিত
ব্যক্তিগণের তুঃখ হরণ করিতে পারে,
সে-ই পরমসুরুতিশালী এবং নারায়ণের
অংশজাত জানিবে; হে বীর! তুমি
বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাত্রে তুমি হানে
সর্ষপাপবিনাশন যে স্নান-দানাদি করিয়াছ,
ভগবান্ হরিকে যথাবিধি বারুণ্য সাক্ষ্য
করিয়া ইহাদিগকে দান কর, তাহাতেই
ইহরা নরক হইতে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।
পূর্বে দয়ানিধি শিবিরাজ দয়াপরবশ হইয়া
কপোতের প্রাণরক্ষার্থ স্ময়াংস দান করিয়া
স্বর্গধামে কৌর্্ত্ত্বাসাগর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া-
ছেন। রাজর্ষি দধীচিও নিজ অস্থিচয়
দান করিয়া ত্রৈলোক্যোক্তাসিনী কৌর্্ত্ত্বি ও
অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। মহাযশাঃ
রাজর্ষি সহস্রজিৎও ব্রাহ্মণার্থে স্বীয় প্রিয়প্রাণ
পরিত্যাগ করিয়া সর্ষোক্তম লোকনিচয় প্রাপ্ত

না স্বর্গে নাপবর্গেহপি তৎসুখং লভতে নরঃ ।
 যদার্তজন্তুনির্কীর্ণ-দানোখামিতি নো মতিঃ ৭ ।
 সর্ষেয়ু দানজাহেয়ু পুরাজাতেয়ু ভূপতে ।
 কর্ণগ্য তেন সম্ব্যাতুঃ ধুরি ধৈর্য্যঃ নিয়োজ্য চ
 দৃষ্ট্বা ত্বং ধিয়ং সৌম্য দদ্যাদানসুনিচ্চলাম্ ।
 অস্মাভিরপি তুৎসাহঃ ক্রিয়তে বেদবাদিভিঃ
 যদি তে য়োচেতে রাজরবিলম্বতয়া ততঃ ।
 তদেভ্যো দেহি তৎপুণ্যং যাতনাত্তুঃখদাহকম্
 ইভ্যুক্তঃ স তদা দেবঃ কুত্বা সাক্ষ্যে গদাধরম্
 তেভ্যাপ্রিযাচিকং পুণ্যং দদ্যাবান্বিধিনা দদৌ ৮ ।
 দন্তে মাধমাসস্ত তস্মিন্নেকদিনোদ্ভবে ।
 সুরভে জন্তুবো যাম্যযাতনাত্তুঃখার্জিতাঃ ১৮-
 বিমানবরমারুচান্তে সর্ষেই ত্রিদিবঃ যযুঃ ।

হইয়াছেন। আমরাদিগের বিবেচনায় মানব,
 দুঃখার্হ জীবগণকে শান্তিদান করিয়া যাদৃশ
 সুখলাভ করিতে পারে, স্বর্গ বা মোক্ষ-
 লাভেও তাদৃশ সুখলাভ হয় না। হে
 ভূপতে! পূর্বে মানবগণ বর্জক যত-
 প্রাকার দানক্রিয়া হইয়াছে, তোমার
 এই কার্য দর্শনে আমরা ধীরতা অব-
 লম্বন করিয়াও ইহা যে তৎসমুদয়ের
 মধ্যে কোন প্রকার, তাহা গণনা করিতে
 পারিতেছি না। হে সৌম্য! ত্বদীয়
 দদ্যাদান বিষয়ে সুনিচ্চলা মতি দর্শনে
 বেদবাদী আমরাও ইহাতে উৎসাহ প্রদান
 করিতেছি। রাজন! যদি তোমার একান্ত
 অভিপ্রের্ত হয়, তবে অবিলম্বে ইহাদিগকে
 যাতনাত্তুঃখনাশক স্বীয় তৎপুণ্যফল প্রদান
 কর। তৎকালে সেই দদ্যাবান ভূপতি
 বিষ্ণুদূতগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া
 দেব গদাধরকে বারত্ময় তৎকার্যের সাক্ষী
 করিয়া সেই নরকবাসীদিগকে যথাবিধি
 পুণ্য দান করিলেন। ভূপতি এইরূপে
 বৈশাখমাসীয় একদিনের মাত্র পুণ্য দান
 করিলেই সেই নরকবাসী জন্তুসবল যম-
 যাতনাত্তুঃখ পরিত্যক্তপূর্বক দিব্যবিমানারো-
 হণে নৃপতিকে সানন্দচিত্তে নিরীক্ষণ, প্রণাম

প্রণমন্তস্তবস্তস্তং পশ্চাত্ত্বঃ সম্প্রহর্ষিতাঃ ৮১

নৃপেণ দত্তং তদবাপ্য পুণ্যং
 বৈশাখমাসস্ত দিনাভিজাতম্ ।
 সর্ষেই যযুস্তে নরকাধিমুক্তা
 দিবং বিমানাধিগতা বিচক্রম ॥ ৮২
 সংস্কৃতমানে মুনিদেবসংজ্ঞে-
 র্ঘন্ত্বিশেষেণ চ লক্ষপুণ্যঃ ।
 পরম পদং যোগিবরৈরলভ্যং
 যযৌ জগন্নাথগণাভবন্দ্যঃ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীপদ্মে পাतालখণ্ডে বৈশাখমাহার্যে
 একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

যম উবাচ ।

এতন্মাধবমাসস্য সমাসাৎ কিঞ্চিদৌরিতম্ ।
 মাহাত্ম্যং পূর্ণিমায়াশ্চ বিশেষাদ্বিজ্ঞসস্তম ১
 বৈশাখমাসে মধুসূদনস্ত
 প্রিয়ং য এতৎপঠতীতিহাসম্ ।

ও স্মৃতিবাদ করিতে করিতে সুরপুরে গমন
 করিতে থাকিল। বাড়ব! নৃপতি মহৌরথ-
 প্রদত্ত বৈশাখমাসীয় একদিনজাত পুণ্যমাত্র
 প্রাপ্ত হইয়াই সমুদয় নরকবাসিগণ নরক
 হইতে বিমুক্ত হইয়া বিমানে আরোহণ-
 পূর্বক বিচিত্র স্বর্গধামে গমন করিয়াছিল!
 ভূপবর মহৌরথও সমাধিক পুণ্য লাভ
 করিয়া মুনিগণ ও দেবগণ কর্তৃক স্তুত এবং
 বিষ্ণুদূতগণ কর্তৃক অতিবন্দিত হইয়া
 যোগিবরগণজ্ঞাপ্য পরম পদ প্রাপ্ত
 হইলেন। ৬৮-৮৩।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

যম বলিলেন,—হে বিজ্ঞসস্তম! আমি
 সংক্ষেপে বৈশাখমাসের বিশেষত্বঃ বৈশাখী
 পূর্ণিমার এই যৎকিঞ্চৎ মাহাত্ম্য তোমায়

স যাতি কৃষ্ণালয়মাত্ত পুতঃ
কল্পনিনেকানিহ মোদতে চ । ২
ধন্তঃ যশস্তমাবুধ্যমিদং স্বস্ত্যয়নঃ মহৎ ।
স্বর্গ্যং শ্রীদং সৌমনস্তং প্রশস্তমথমর্ষণম্ । ৩
ইদং মাধবমাসস্ত মাহাশ্ব্যং মাধবপ্রিয়ম্ ।
চরিত্তং ভূপতেস্তস্ত সংবাদং চাবয়োর্নরঃ । ৪
ঋত্বা পঠিত্বা বিধিবদমুমোদ্য মনঃপ্রিয়ম্ ।
লভেত্ত্বজিত্তং ভগবতি যদা স্ত্যং ক্লেশসঙ্কয়ঃ ।
অথ গচ্ছ মহাভাগ দেবলোকাদিত্যে ভবান ।
নিশাত্য ভূবি তে দেহং রুদন্ত্যাদ্যপি বান্ধবঃ
বিলপ্যামানৈরপি বন্ধুভিস্তে
ন যাবদমৌ তব যচ্ছরীরম্ ।
প্রক্ষিপ্যাতে হস্ত জবেন তাবদ্-
যাতি স্বয়ং সুপ্ত ইব প্রবুদ্ধঃ । ৭
মম প্রসাদাদিহ পুণ্যযোগঃ
ঋতো যথাবস্তমিমং বিধেহি ।

বিধানতো বৈ সময়ে সমং তে
সযাগমোহস্তে ভবিতা সুরৈশ্চ । ৮
স্বত উবাচ ।
ইতি দেববচঃ ঋত্বা নস্তা ধর্ম্মাধিপং ততঃ ।
পুনঃ পপাত স ইহ পরিভূষ্টমনা দ্বিজঃ । ৯
ধর্ম্মরাজপ্রসাদেন তত্তন্ত্রে মহীতলে ।
সংস্রপ্ত ইব চোক্তস্বৌ বন্ধুবর্গসমবিতঃ । ১০
বিধিয়েনং দ্বিজো ভূমৌ বর্ষে বর্ষে চ স স্বয়ম্
চকার কারয়ামাস মাধবভ্রপনং পরম্ । ১১
যমত্রাঙ্কপংবাদো মমায়ং বোধিতো হি বঃ ।
তস্ত মাধবমাসস্ত পুণ্যস্নানপ্রসঙ্গতঃ । ১২
বৈশাখমাসে স তত্তং হরিপ্রিয়ে
স্নানং বিদধ্যাক্ষ দদাদতি ভক্ত্যা ।
দানঞ্চ ধোমঃ সূকৃতং তথা বৃধো
হরেঃ পদং তস্ত ন তুর্লভং কণা । ১৩
যঃ শৃণোত্যেকাচিত্তেন মাহাশ্ব্যং মেঘস্বর্ধ্যজম্

বলিভায় । যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে মধু-
সূদনের এই প্রিয় ইতিহাস পাঠ করে,
সে পবিত্র হইয়া ত্রয়ার বিফুলোকে গমন
কবে এবং তথায় বহুকল্প আনন্দ উপ-
ভোগ করিয়া থাকে । এই ইতিবৃত্ত সর্ব
প্রশংসনীয়, যশস্কর, আশ্বর্ষ্যদিকর, স্বর্গপ্রদ,
ঐর্ষ্যাজনক, চিত্তপ্রসাদকর, পাপনাশন ও
মহৎ স্বস্ত্যয়নস্বরূপ । যে মানব, এই মাধব-
প্রিয় মাধব-মাসমাহাশ্ব্য, ভূপতি মহীরথের
চরিত্র এবং মনঃশ্রীতিকর আমাদিগের এই
সংবাদ যথাবিধি শ্রবণ, পাঠ বা পাঠ্যাদিতে
অমুমোদন করে, সে যদ্বারা সংসারক্লেশ
বিদূরিত হয়, তাদৃশ ভগবদ্ভক্তি লাভ
করিয়া থাকে । হে মহাভাগ ! এক্ষণে তুমি
এই দেবলোক হইতে মনুষ্যালোকে গমন
কর । ত্বদীয় বান্ধবগণ এখনও তোমার
দেহ ভূতলে রাখিয়া রোদন করিতেছে ।
বিলাপপরায়ণ সেই বান্ধবগণ, যাবৎ না
তোমার শরীর অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতেছে,
তুমি তন্নধ্যে ত্রয়য় যাও এবং স্বয়ং নিস্ত্রিত
ব্যক্তির স্থায় প্রবুদ্ধ হও । তুমি মহীয় প্রসাদে

যে পুণ্য-ষোগের বিষয় শ্রবণ করিলে, অতঃ-
পর যথাবিধি তদ্বিষয় আচরণ কর, উল্লি-
খিত পুণ্যাচরণ জন্ত পরিণামে যথাসময়ে
সুরগণের সহিত তোমার সমাগম হইবে ।
১-৮। স্বত বলিলেন,—সেই দ্বিজবর, এইরূপ
দেববাক্য শ্রবণে পরিভূষ্টচিত্ত হইয়া ধর্ম্ম-
রাজকে প্রণামপূর্বক পুনরায় মর্ত্যালোকে
পতিত হইলেন । অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ
ধর্ম্মরাজপ্রসাদে মহীতলে আসিয়া প্রস্রপ্ত
ব্যক্তির স্থায় উখিত ও বন্ধুবর্গের সহিত
মিলিত হইলেন এবং ভূতলে প্রতীবর্ষে বন্ধু
বান্ধবদিগকে যথাবিধি বৈশাখস্নানাদি করা-
ইতে লাগিলেন, স্বয়ংও করিতে লাগিলেন ।
মুনিগণ ! বৈশাখমাসীয় পুণ্যজনক প্রাতঃ-
স্নানপ্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে এই যম-
ত্রাঙ্কপংবাদ পরিজ্ঞাত করাইলাম । যে
জানবান ব্যক্তি ভগবান হরির প্রিয় প্রতি-
বৈশাখমাসে ভক্তিসহকারে স্নান দান ও
ধোমাদি সূকৃত আচরণ করে, কদাপি তাহার
হরিপদ তুর্লভ হয় না । যে মানব, একাগ্র
চিত্তে বৈশাখমাসীয় এই মাহাশ্ব্য-কথা

সর্বপাপবিনির্মুক্তো যাতি বিকোঃ পরং পদম্ ।
ঋষয় উচুঃ ।

সূত সূত মহাপ্রাজ্ঞ ঋষ্যতিকরণাস্তনা ।
বৈশাখমাসমাহাষ্ম্য কীর্তিতং পাপনাশনম্ ॥১৫
নিয়মা মধুহৃদ্বর্ষে মাধবে কথিতাস্থয়া ।
পূজনং স্নানদানাদ্যং শ্রোতস্মার্ত্তবিধানতঃ ॥ ১৬
যথা চ মাধবো দেবঃ ক্রীয়তে পাপনাশনঃ ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামো ধ্যানং তন্ত মহাস্বনঃ ।
কৃষ্ণস্ত ভক্তবৃন্দানাং প্রিয়স্ত ভবতারণম্ ॥ ১৭
সূত উবাচ ।
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বকৃষ্ণ জগদাত্মনঃ ।
গোণেপগোপী প্রাণস্ত বৃন্দাবনচরস্ত চ ॥ ১৮
একদা নারদঃ পৃষ্টো গোতেমেম দ্বিজোক্তমাঃ
স তস্মৈ প্রাহ যদ্ব্যানং তদ্বক্ষ্যে পাপনাশনম্
নারদ উবাচ ।

সুমপ্রকরসৌরভোদালিতমধিবক'দ্ব্যল্লসৎ-

শ্রবণ করে, সে, সমুদয় পাপ হইতে
বিমুক্ত হইয়া বিশ্বর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া
ধাত। এতৎশ্রবণে ঋষিগণ কহিলেন,—
হে সূত! হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি কাকণ্য
প্রকাশ করিয়াই আমাদিগের নিকট পাপ-
নাশন বৈশাখমাসমাহাষ্ম্য কীর্তন করিলে।
কিন্তু তুমি যে, বৈশাখমাসে মধুহৃদনের
ঐতিকর বর্ষব্য নিয়ম এবং পূজন ও স্নান-
দির বিষয় উল্লেখ করিয়াছ তৎসমুদয়, যেরূপ
শ্রোতস্মার্ত্তবিধানানুসারে আচরিত হইলে
ভগবান মাধব প্রীত হন তদ্বষর, ও ভক্ত-
প্রিয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাপবিনাশন ভব-
তারণ ধ্যানের বিষয় এক্ষণে আমরা শুনিতে
ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ!
শুমন ভবে—গো, গোপ ও গোপীগণের
জীবনস্বরূপ বৃন্দাবন-বিহারী জগন্ময় শ্রীকৃ-
ষ্ণের ধ্যানাদির বিষয় বলিতেছি। হে
দ্বিজোক্তমগণ! একদা গোতম নারদকে
এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহাকে
যে ধ্যান বলিয়াছিলেন, আমি সেই সর্বপাপ-
প্রণাশন ধ্যানের বিষয় কহিতেছি। ৯—১১।

সুশাখিনপল্লবপ্রকরনশোভায়ুতম্ ।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরী-বেষ্টিতঃ
স্মরিত সততঃ শিবং শিতমতিঃ সুবৃন্দাবনম্ ॥
বিকাশিসুমনোরসাস্বদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চয়-
চ্ছিলীমুখমুখোদগৈতুর্ধ্বখরিতাস্তরং কঙ্কঠৈঃ ।
কপোতশুকসারিকা পরকৃতাদিভিঃ পত্রিভি-
রিরীগণমিতস্ততো ভুজগশঙ্কনৃত্যাকুলম্ ॥২১
কলিকদম্বিতুশ্চল্লহর-বিপ্রযাং বারিভি-
কিন্দ্রসরসীকুহোদয়-রজশ্চম্বোদুসটৈঃ ।
প্রদীপতমনোভবব্রজবিলাসিনীবাসসাং
বিলোলনপটৈর্নিষেবিতমনারতং মাক্ণ্ডৈঃ ॥ ২২
প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং মৌক্তিক-
প্রভাপ্রকরকোরকং কমলরাগনানাকলম্ ।
স্ববিষ্টমখিলকুঁভিঃ সন্তহসেবিতং কামদং
তদন্তরপি বল্লকাজ্জিমুদক্ষিতং চিস্তয়েৎ ॥

নারদ বলিয়াছিলেন,—গোতম! পবিত্রাত্মা
মানব, যাহাতে তরুস্বাজিসকল কুসুমনিচয়
সৌরভ ও গলিত মাধ্বীকাদি দ্বারা সমুজ্জিসিত
ও বিনম্রভাবে শোভমান হইতেছে, প্রফুল্ল
নবমঞ্জরী-শোভিত মনোহর লতাজালে
তরুসকল বেষ্টিত আছে। মধুকরণ প্রফুল-
টিত কুসুমসমূহের রসাস্বাদনে লোলুপ হইয়া
ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করত গুণগুণ ধ্বনিত
যাহার অভ্যন্তর নিরন্তর নিনাদিত করি-
তেছে। চতুর্দিকে কপোত, শুক, সারিকা
ও কোকিলাদি বিহঙ্গম সকল সুমধুর রব
এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। মন্দ মন্দ
সমীরণ, বিকচিত কমলনিচয়ের অভ্যন্তরস্থ
পরাগ-সংস্পর্শে ধূসরিত হইয়া যমুনার চঞ্চল
তরঙ্গাবলীর জলকণাসকল বহন করত
মদনোন্মত্ত ব্রজবিলাসিনীদিগের পরিধেয়
বসননিচয় সঞ্চালিত করিতে করিতে নিরন্তর
যাহার সেবা করিতেছে, তাদৃশ কলাগকর
বৃন্দাবনকে অগ্রে চিন্তা করিবে। পরে সেই
বৃন্দাবন মধ্যে যাহার নব পল্লব সকল বিক্রম-
বৎ, কোরকসকল সমুজ্জল মুক্তাবলীবৎ এবং
নানাবিধ ফল সকল স্বর্ণকমলবৎ, সুশোভিত

সুহেমশিখরাচলে উদিতভানুবস্তাসুরা-
 মধোহস্ত কনস্থলৌমমৃতসীকরাসারিণঃ ।
 প্রদীপ্তমণিকুটিমাং কুসুমরেণুপুঞ্জোজ্জ্বালাং
 স্মরয়েৎপুনরতস্ত্রিতে বিগতষট্‌তিরঙ্গাং বৃধঃ ।
 তদভ্রকুটিমনিবিষ্টমহিষ্ঠীযোগ-
 পীঠেহষ্টপত্রমরণং কমলং বিচিস্ত্য ।
 উদ্যদ্বিরোচনসরোচিরমুখ্য মধ্যে
 সর্কস্তুয়েৎ সুখনিবিষ্টমখো মুকুন্দম্ ॥ ২৫
 সুক্রামহেতিদলিতাজ্ঞনমেঘপুঞ্জ-
 প্রত্যঙ্গনৌলজলজন্মসমানভাসম্
 সুনিগ্ননৌলধনকুঞ্চিতকেশজালঃ
 রাজ্ঞন্ননোজ্ঞাশিতকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ম্ ॥ ২৬
 রোলদ্বলানিতসুয়জ্ঞমসুসুস্পাদ-
 যুক্তং সযুৎকচনবোৎপলকর্ণপুরম্ ।
 লোলালিভিঃ সুরভতালতলপ্রদীপ্ত-
 গোরোচনোত্তিলকমুঞ্জলচিহ্নিচাপম্ ॥ ২৭

হইতেছে, যত্নতু সতত যাহাতে বিরাজমান,
 য'হা সর্কদা স্থিরভাবে অবস্থিত ও সর্ককাম-
 প্রদ, যাহার পত্রসকল মরকতমণির স্তায়
 সুদৃশ্য, তাদৃশ সুরভত কল্পপাদপকে চিত্ত
 করিবে। অনন্তর জ্ঞানবান ব্যক্তি একাগ্র-
 হৃদয়ে অমৃতসীকরবয়ী সেই কল্পপাদপের
 অধোদেশে স্মমেকশিখরোদিত দিবাকরের
 স্তায় সমুজ্জ্বল, প্রদীপ্ত মণিময় কুটিমশোভিত
 এবং কুসুম-রেণুপুঞ্জ শিঞ্জরিত,ষট্‌বিধবিকার-
 বিহীন স্বর্ণবেদিকা চিন্তা করিবে। তৎপরে
 উল্লিখিত মণিময় কুটিমস্থিত যোগপীঠমধ্যে
 সমুদিত সূর্য্যাসম সমুজ্জ্বল অষ্টদল কমলের
 চিন্তা করিয়া তত্‌পরি সুখাসীন ভগবান্
 শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। তাঁহার শরীর-
 কান্তি, অশনিবিদলিত সুনৌল মেঘমালা ও
 অচিরোদগত নীলকমলবৎ কমনীয় ; কেশ-
 কলাপ সুনিগ্ন নৌলবর্ণ কুঞ্চিত ও ঘন
 এবং মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া বিরাজ-
 মান। তদীয় বর্ণধুগলে প্রস্তুত নবোৎ-
 পল ভ্রমরাবলীবিরাজিত মন্দর পুষ্পবৎ
 শোভা পাইতেছে, ললাটকলকে গোরো-

আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিষ-
 কাস্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রম্ ॥
 রত্নসুরমকরকুণ্ডলরশ্মিদীপ্ত-
 গণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচক্রনাসম্ ॥ ২৮
 সিন্দূরসুন্দরভরাধরমিন্দুকুন্দ-
 মন্দারমন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাশম্ ।
 বস্ত্রপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবক্লিষ্ট-
 ঠৈবেয়কোজ্জ্বলমনোহরকম্বুকণ্ঠম্ ॥ ২৯
 মস্তভ্রমদ্ভ্রমরবৃষ্টাবলদমানং
 সস্তানকপ্রসরদামপরিষ্কৃতাংসম্ ।
 হস্তাবলীভগণরাজিতপীবরোরো-
 ব্যোমস্থলীলসিতকৌশভভানুমন্তম্ ॥ ৩০
 শ্রীবৎসলক্ষণসুলাক্ষিতমুন্নতাংস-
 মাজাহ্নপীনপারিবৃত্তসুজ্জ্বাঃ বাহম্ ॥

চনাবির্নির্মিত সমুজ্জ্বল তিলবাবলীর চতু-
 দিকে আলকুল সঞ্চরণ করায় উহার অপূর্ণ-
 মাধুরী প্রকাশ পাইতেছে এবং সমুজ্জ্বল
 ক্রগুগল যেন শরাসনের স্তায় সৌন্দর্য্য-
 বিস্তার করিতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডল,
 নিম্নলক্ষ পূর্ণচন্দের স্তায় মনোহর, লোচন-
 বৃগল কমলপত্রবৎ বিশাল, মুকুরোপম বিমল
 গণ্ডস্থল রত্নরাজি-বিরাজিত মকরাকৃতি
 কুণ্ডল-প্রভায় দেদীপ্যমান, নাসিকা অতি
 সুদৃশ্য ও সমুন্নত। তদীয় অধর, সিন্দূর
 অপেক্ষা সমধিক সুন্দরতর এবং ইন্দু, কুন্দ,
 ও মন্দার পুষ্পোপম মন্দ মন্দ হাস্যদ্যুতিতে
 দিভুমণ্ডল উজ্জ্বলিত হইতেছে। তাঁহার
 কণ্ঠবৎ মনোহর কণ্ঠদেশে বস্ত্র প্রবাল ও
 কুসুমনিচয়ে বিরচিত গ্রীবাভূষণ বিদ্যমান
 থাকায়,উহা অতি সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ২০- ২৯
 তাঁহার স্বক্ষদেশে বস্ত্রতরুসুসুমিষ্টিত
 মালাদাম দোহুল্যমান হওয়ায় উহার
 অপূর্ণ শোভা হইয়াছে এবং মধু-
 পানোন্নত ভ্রমরনিকর তত্‌পরি গুনগুনধ্বনি
 করত বিচরণ করিতেছে। তদীয় সুবিহৃত
 উরঃস্থলরূপ ব্যোমালনে রত্নহারাবলী ভারকা-
 রাজির স্তায় এবং কৌশল্যমণি দিবাকরের

আবকুরোদয়মুদারগভৌরনাভিঃ
 ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরমঞ্জুলৈরোমরাজিম্ ॥ ৩১
 নানামগিপ্রঘটিতান্ধদকঙ্কগোর্মি-
 গ্ৰৈবেহসারসননুপুয়ত্বদ্বন্ধম্ ।
 দিব্যাক্ষরাগপরিপিক্শিতাক্ষযষ্টি-
 মাপীতবস্ত্রশরিবৌতিনিত্তদ্বিধম্ ॥ ৩২
 চারুক্রজামুহুভূতমনোজ্জঙ্ঘমঃ
 কাহোরিতপ্রপদনিন্দিতকুর্শ্বকাস্তিম্ ।
 মণিক্যাদর্পণসরথরাজরাজদ্-
 রক্তাঙ্গুলিচ্ছদনমুন্দরপাদপদম্ ॥ ৩৩
 মৎশ্চাক্ষুশ্যাদিরদরকৈতুযবাজবৈজ্জঃ
 সংলক্ষিতাকর্ণকরাস্তিম্ ॥ ৩৪
 লাবণ্যদারসমুদায়বিনির্মিত্তাঙ্গঃ
 সৌন্দর্যানিন্দিতমনোভবদেহকাস্তিম্ ॥ ৩৪

স্তায় বিরাজমান হইতেছে । তদীয় বক্ষঃস্থল
 শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত, অংসদয় সমুন্নত,
 বাহুযুগল সুগোল, সূঠাম ও আজারুলাদিত,
 উদরদেশে ত্রিবালিধারা বন্ধুর, নাভি গভৌর,
 এবং নাভির উর্দ্ধভাগে যে স্নোমাবলী তাহা
 শ্রেণীবদ্ধ ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরের স্তায় মনোহর ।
 তদীয় কলেবর দিব্য অঙ্গরাগে পিক্শিত
 এবং ভূজ্জঘয়ে বিবিধ মণিময় অঙ্গদ ও কঙ্কণ,
 অঙ্গুলীনিচয়ে অঙ্গুরীয়, গ্রীবাদেশে গ্ৰৈবেয়,
 কটিতটে চন্দ্রহার, চরণযুগলে নুপুর, উদর-
 দেশে উদরবন্ধ ও নিভ্রমণ্ডলে পীতবসন
 শোভমান হইতেছে । ঠাঁহার উরু ও জাহ্ন-
 ধর অতি মনোহর, জঙ্ঘাধর বর্জুল ও
 মনোজ্জ, কমণীয় অখট উন্নত । পাদাগ্রভাগ
 দ্বারা কুর্শ্বপৃষ্ঠের সৌন্দর্য্যও নিন্দিত হই-
 তেছে এবং মণিক্য-দর্পণবৎ শোভমান
 নখরাজিধারা বিরাজিত রক্তাঙ্গুলিনিচয়ে
 পাদপদ্যের অসীম সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাই-
 তেছে । তদীয় করচরণতলে ধ্বজ, বজ্র,
 অক্ষুশ, মৎস্য, যব, পদ্ম ও বজ্র চিহ্ন শোভ-
 মান হইতেছে । ঠাঁহার সমুদয় অঙ্গ যেন
 অখিল সৌন্দর্য্যের সারভাগ লইয়াই গঠিত
 হইয়াছে । কলে তদীয় শরীরসৌন্দর্য্যে

আস্তারবিল্পপরিপূরিতবেগুরজ-
 লোলৎকরাঙ্গুলিসমীরিতদিব্যরাগৈঃ ।
 শখন্তবৈঃ কৃতনিবিশ্লেসমজ্জঙ্ঘ-
 সন্তানসন্নতমনস্তুমুখাধুয়াশিম্ ॥ ৩৫
 গোতিপুঁধাবুজ্জবিলীনাবলোচনাভি-
 রুধোভরশ্মলিতমহুরমন্দগাভিঃ ।
 দস্তাগ্রদষ্টপরিশিষ্টতুগাঙ্গুরাভি-
 রালম্বিবালখিলতাভিরথাভিবীতম্ ॥ ৩৬
 সস্ত্রমুতস্তনবিভূষণপূর্ণনিশ্চ-
 লাস্ত্রদৃঢ়কারিতকেনিলদ্রুমদৈঃ ।
 বেগুপ্রবর্তিতমনোহরমন্দগীত-
 দস্তোচ্চকর্ণযুগলৈরপি তর্পকৈশ্চ ॥ ৩৭
 প্রত্যগ্রশৃঙ্গমুহুমস্তকসস্ত্রহার-
 সংরস্তভাবনবিলোলমুখরাগ্রপাতেঃ ।
 আমেহুটেরকঁহলসানাগলৈকদগ্র-
 পুটৈশ্চ বৎসতরবৎসতরানিকায়ৈঃ ॥ ৩৮

কন্দর্পের দেহকাস্তিও বিনিন্দিত হইয়া থাকে ।
 অনন্তসুখের সাগরস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ মুখার-
 বিন্দ্যের ফুৎকারে বেগুদর পূর্ণ করিয়া তদু-
 পরি অঙ্গুলিনিচয় সকালন করত দিব্য রাগ-
 রাগীগীদ্বারা অখিল প্রাণিগণকেই তন্নয়
 করিয়া রাখিয়াছেন । হৃদ্বপূর্ণ স্তনভারবশতঃ
 যাহারা মুহুমন্দগামা এবং গমনকালে প্রায়
 যাহাদিগের পদস্থলন হইয়া থাকে, তদুশ খেদু-
 সকল, তদীয় মুখপঙ্কজে লোচনযুগল স্থিরভাবে
 সংলগ্ন রাখিয়া আনন্দে পুচ্ছ উতোলন করিয়া
 ঠাঁহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে ।
 তাহাদিগের চর্কিতাবশিষ্ট তুগুদর সকল
 দস্তাগ্রভাগেই অবস্থিত আছে ২০—২১।
 গোবৎসসকল, স্তনপান করিতে করিতে
 তদীয় মনোহর বেগুরব-শ্রবণে স্তনপানে
 বিরত হইয়া উর্দ্ধকর্ণে চতুর্দিকে অবস্থিত
 করিতেছে । তাহাদিগের মুখকুহরমধ্যে
 জননীর ভূষণস্বরূপ হৃদ্বস্ত্রাবী স্তনমণ্ডল স্থির-
 ভাবে অবস্থিত থাকায় ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে নিরন্তর
 হৃদ্বক্ষেন ক্ষরিত হইয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার
 করিতেছে । গলকদলভূষিত স্থলকায় বৎ-

হবারবক্ষুভি তদিখলৈম্মহন্তি-
 রধ্যাক্তিঃ পৃথুকুস্তরভারথিরৈঃ ।
 উত্তন্তিতক্ষতিপুটীপরিপীতবংশ-
 ধ্বানামৃতোক্তবিকাসিবিশালঘোণৈঃ । ৩৯
 গোপৈঃ সমানশুণশীলবয়োরবিলাস-
 বেষ্টশচ মুচ্ছিতকলশনবেণুবীণৈঃ ।
 মন্দোচ্চভায়পটুগানপটৈরকিলোল-
 দোর্ধ্বলরীললিতলাস্তবিধানদৈকৈঃ । ৪০
 জজ্বাস্তপীবরকটীরতটানিবন্ধ-
 ব্যালোলকিক্তিগিঘটাংরিটৈরটঙ্টিঃ ।
 মুৎস্কস্তরক্ষনখক্টি ৩-কাস্তভূবৈ-
 রব্যক্রমশ্চুবচনৈঃ পৃথুদৈঃ পরীতম্ । ৪১
 অথ সুললিতগোপসুন্দরীগাং
 পৃথুকবরীষ্টনিতম্বমহুরণাম্ ।

সতর ও বৎসতরীসকল শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে
 পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া অভিনব শৃঙ্গশোভিত
 কোমল মস্তকপ্রহারে পরস্পর যুদ্ধক্রীড়া-
 বাসনায় ক্রমিতলে ঘন ঘন খুরাঘাত করি-
 তেছে। যাহাদিগের হবারবে দিগ্‌গুল
 ক্ষুভিত হয়, যাহাদিগের শরীর ককুদভরে
 ভারাক্রান্ত, নাসাপ্রদেশ সরল চিকণ ও
 বিশাল, তাদৃশ মহাবৃষভগণ তাঁহার চতুঃ-
 পাঞ্চে অবস্থানপূর্বক কর্ণদ্বয় উত্তোলন করিয়া
 তদীয় অমৃতোপম বংশীধ্বনি শ্রবণ করি-
 তেছে। তাঁহার চতুর্দিকে যে সকল
 গোপবালক বিরাজ করিতেছে, তাহা-
 দিগের শুণ, শীল, বয়স, বিলাস ও
 বেশ সমস্তই সেই শ্রীকৃষ্ণের সমান; সক-
 লেই মন্দ ও উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীতে নিপুণ,
 হস্তদ্বয় সফালন-সহকারে মনোহর নৃত্যক্ষম
 এবং বেণু ও বীণার সুমধুরস্বর মুচ্ছনায়
 পারদশী। জজ্বাপ্রান্তে ও বিশাল জঘন-
 প্রদেশে নিবন্ধ কিক্তীগীমালাসকল, তাহা-
 দিগের গমনকালে দৌহুলাম্যান হওয়ায়
 মধুরধ্বনি উৎপাদন করিতেছে ও গলদেশে
 ব্যাজনখবিরচিত কমনীয় অলঙ্কার শোভমান
 হইতেছে এবং সকলেই মধুরভাষী ও

গুরুকুচেরভঙ্করাবলয়-
 ত্রিবলিবিজুস্তিতরোমরাজিভাজাম্ । ৪২
 তদতিক্রিচরচাকবেণুবাদ্যা-
 মৃতরসপল্লবিতাক্রাজ্যপ্তম্ ।
 মুকুলবিমলরম্যরুচরোমোঙ্গম-
 সমলকৃতগাত্রবলরীণাম্ । ৪৩
 তদতিক্রিচরমন্দহাসচন্দ্রো-
 তপশরিজুস্তিতরাগবারিরাশেঃ ।
 তরলতরতরঙ্গভঙ্গবিপ্রফট-
 প্রকরঘনশ্রমবিন্দুসন্ততানাম্ । ৪৪
 তদতিললিতমন্দচিল্লিগাপ-
 চ্যুতনিশিতেক্ষণমারবাণবৃষ্ট্যা ।
 দলিতসকলমম্ববিহ্বলাঙ্গ-
 প্রবিস্ততঃসহবেপথুব্যাখানাম্ । ৪৫
 তদতিক্রিচরবেষকপশোভা-
 মৃতরসপানবিধানলালসানাম্ ।

মোহনমূর্ত্তি। তাঁহার চতুঃপার্শ্ব, নিতম্ব-
 মন্থর, মোহনমূর্ত্তি গোপসুন্দরীগণের নিতম্ব-
 দেশ অতি মনোহর, কবরীবন্ধন অতিবিশাল
 এবং গুরুকুচভরে বিদলিত পরস্পরসংলগ্ন
 ত্রিবলীর উপর মনোহর রোমাঞ্চী বিরাজ
 করিতেছে। তাহাদিগের দেহলতিকা,
 তাদৃশ মনোহর রোমরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত
 হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, শ্রীকৃষ্ণের
 সুমধুর বেণুরবরূপ অমৃতরসে পল্লবিত
 মদনরূপ পাদপের মুকুলোদগম হইয়াছে।
 তাহাদিগের সর্বাঙ্গব্যাপক ঘর্ম্মবিন্দুসকল,
 শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোহর মৃৎ মৃৎ হান্তরূপ
 চন্দ্রোলোকে বিবর্জিত অমুরাগরূপ সাগরের
 চঞ্চল তরঙ্গবলীর কণাচয়ের স্তায় শোভা
 পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোমুগ্ধকর
 ক্রচাপনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ মদনবাণ বর্ষণে
 তাহাদিগের সমুদয় মর্ম্মস্থান বিদলিত ও
 সর্বাঙ্গ জঙ্করিত হওয়াতেই যেন
 তাহাদের কলেবর নিরতিশয় কম্পিত
 হইতেছে। ৩৭—৪৫। শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোহর
 বেশ-রূপ শোভারূপ অমৃতরসপানে লোলুপ

প্রণয়সলিলপুরবাহিনীনা-

মলসবিলোলবিলোচনাসুজ্ঞানাম্ ॥ ৪৬

বিশ্রঃসংকবয়ীকলাপবিগলংফুলপ্রস্থনশ্রব-
 শ্মাক্ষীলম্পটচক্রয়ীকঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ
 মারোন্মাদমদম্ব মুহুঃগরামালোলকাঞ্চুলস-
 ম্রীবীবিল্লথমানচীনসিচয়ান্তার্চিনিত্ত্বহিমাম্ ॥

শ্লিতললিতপাদাস্তোজমন্দাভঘাত-

চ্ছুরিতমণিতুলাকোট্যাকুলাশামুখানাম্ ॥

চলদধরদলানাং ভুড়ালাপক্ষলাক্ষি-

ষয়সরসিকহানামুল্লসংকুণ্ডলানাম্ ॥ ৪৮

দ্রাঘিষ্ঠশ্বসনসমীরণাভিত্তাপ-

প্রম্লানৌভবদকুণৌষ্ঠপল্লবানাম্ ॥

নানোপায়নবিলসংকরাসুজ্ঞান-

মালৌভিঃ সতত্তনিয়েবিতং সমস্তাৎ ॥ ৪৯

হইয়াই তাহার যেন, প্রণয়রূপ সলিল এবাহে
 জাসমান হইতেছে এবং তাহাদিগের অলস-
 বিলোললোচন সকল যেন সেই সলিলোপরি
 পদ্মবৎ শোভা পাইতেছে। করবী বিল্লথ
 হওয়ায় তাহা হইতে বিগলিত প্রফুল্ল কুমু-
 নিচয়ের মধুপানে লোলুপ হইয়া মধুকর সকল
 মুহূর্ধ্ব গুণ গুণ রবে তাহাদিগের সেবা
 করিতেছে, তাহাদিগের মুহু মুহু বচনাবসী
 মদনমদে মত্ততা হেতু শ্লিত হইতেছে, এবং
 নীবী হইতে বিল্লথ চীন বদনের প্রান্তভাগ
 হইতে প্রকাশমান নিতম্বপ্রভা, বিলোল
 কাঞ্চীদামে উল্লাসিত হইতেছে। তাহাদিগের
 মনোহর চরণাসুজ্ঞ সকল শ্লিত হওয়ায় মণি-
 ময় নুপুরনিচয় ছিন্ন হইয়া চতুর্দিকে নিক্ষেপ
 হইতেছে, এবং তজ্জন্ত শীংকারহেতু
 অধরপল্লব সকল কম্পিত হইতেছে। তাহা-
 দিগের কর্ণে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে এবং
 সুল্লর পক্ষভূষিত নীলকমলোপম লোচনদ্বয়
 সকল আলস্তভরে পদ্মকোষকবৎ শোভমান
 হইতেছে। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসমক্ৰতে তাহা-
 দিগের অরুণবর্ণ ওষ্ঠপল্লব সকল প্রম্লান হই-
 তেছে, এবং করকমলনিচয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতি-
 কর নানাবিধ পুজোপহার শোভা পাই-

তাসামায়তলোলনীমনরনব্যাকোশলীলাসুজ-
 শ্রগ্ভিঃ সম্পরিপূজিতাখিলতম্বঃ নানা-

বিলাসাম্পদম্ ॥

তমুদ্মাননপঙ্কজপ্রবিগলশ্মাক্ষীরসাম্বাদিনীং
 বিভ্রাণংপ্রণয়োন্মদাক্ষিমধুকুম্বালাং মনোহারিণীম্
 গোপীগোপপশূনাং

বহিঃস্বরেদগ্ৰতোহস্তগীর্ষণঘটাম্ ॥

বিস্তার্ধিনঃ বিরিক্ণক্রিনয়নশতমম্ব্যপূর্ষিকাং

স্তোত্রপয়াম্ ॥ ৫১

তদ্বদক্ষিণতো মুনি-

নিকরং দৃঢ়ধর্মবাহুয়া সমামায়পয়ম্ ॥

যোগীশ্রানথ পৃষ্ঠে

মুমুক্শমাণান সমাধিনা তু সনকাদ্যান ॥ ৫২

সব্যো সকাশ্তানথ যক্ষসিন্ধ-

গঙ্ঘর্ষবিদ্যাধরচারণাংস্ ॥

সকিন্নরানপ্পরসশ্চ মুখ্যাঃ

কামার্থিনো নর্ভনগীতবাদ্যৈঃ ॥ ৫৩

তেছে; এতাদৃশ গোপাঙ্গনাগণ চতুর্দিকে
 থাকিয়া সতত তাঁহার সেবা করিতেছে। ঐ
 সকল গোপবালা আরত সুনীল বিলোল
 লোচনরূপ নীলকমলালাদ্বারা তদীয় সর্বা-
 ঙ্গের পূজা করিতেছে। তিনি নানাবিধ বিলা-
 সের আকর এবং প্রযবাগণের প্রণয়মদপূর্ণ
 লোচনধরূপ মনোমোহকর মধুকর সকল
 চতুর্দিকে উড্ডায়মান হইয়া তদীয় মনোহর
 মুখপঙ্কজবিগলিত মধুরস আশ্বাদন করি-
 তেছে। অনন্তর এইরূপ চিন্তা করিবে যে
 উল্লিখিত গোপী, গোপ ও গোপগণের বহি-
 ভাগে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ব্রহ্মা, মহাদেব ও
 ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ শ্রীভাষী হইয়া তাঁহাকে
 স্তব করিতেছে। তাঁহার দক্ষিণভাগে দৃঢ়-
 তর ধর্মলাভবাসনায় বেদাচারপরায়ণ মুনি-
 বৃন্দকে এবং পৃষ্ঠদেশে সমাধিস্থ মুমুক্শ
 সনবাদি যোগীশ্রগণকে চিন্তা করিবে। পরে
 তদীয় বামভাগে নিজ নিজ কাঙ্ক্ষাসম্বিত
 যক্ষ, সিন্ধ, গঙ্ঘর্ষ, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর
 এবং অপ্সরা সকল অভীষ্ট লাভ-বাসনায়
 নৃত্য-গীত-বাদ্য করিতেছে, এইরূপ ভাবনা

শঙ্খেন্দুন্দধবলং সকলাগমস্তং
সৌদামিনীততিপিশঙ্গজটাকলাপম্ ।
তৎপাদপঙ্কজগতামমলাক ভক্তিঃ
বাহুস্তমুজ্জ্বিততরাস্তসমস্তসঙ্গম্ ॥ ৫৪
নানাবিধশ্ৰুতিগুণাধিতসপ্তরাগ-
গ্রামত্রয়ীগতমনোহরমুচ্ছনাভিঃ ।
সম্প্রাণয়ন্তমুদিতাভিরপি প্রভক্ত্যা
সঙ্কিস্তয়েন্নভসি মাং ক্রহিণপ্রসূতম্ ॥ ৫৫
ইতি ধ্যানস্বায়ামং পটবিশদবীন্দতনয়ং
নরো বৌদ্ধৈরর্ঘ্যাপ্রভৃতিভিরনিন্দ্যোপহৃতিভিঃ
যজ্ঞভুয়ো ভক্ত্যা স্বলপুষি বহিষ্ঠৈশ্চ বিভবৈ-
রিত্তি প্রোক্তং সর্বং যদভিলষিতং তু সুবরয়াঃ
ইতি ত্রীপাঠ্যে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাষ্মো
দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

করিতে হইবে । অতঃপর ভক্তিভাবে নভো-
মণ্ডলে ব্রহ্মাঙ্ক আমাকে স্বেচ্ছা করিবে ;
ভাবিবে—আমার সর্বস্বরীর শঙ্খ, ইন্দু ও
কুন্দকুসুমবৎ শুভ্রবর্ণ, মদীয় মস্তকে তড়িত-
পুঞ্জবৎ পিশঙ্গবর্ণ জটাজাল শোভা পাই-
তেছে । আমি অস্ত্রান্ত্র সমুদয় প্রিয়
বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক কেবল তদীয়
পাৎপদ্যে বিমলভক্তি বাঞ্ছা করিতেছি ।
আমি অখিল কলর সহিত সমুদয় আগম
বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং নানাবিধ শ্ৰুতি-
গুণযুক্ত সপ্ত রাগ ও গ্রামত্রয়ীগত মুচ্ছনা-
প্রকাশ করত সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার শ্রীতি
উৎপাদন করিতেছি । শুভ্র পটবৎ বিশদ-
মতি মানব, পরমাশ্বরূপ নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণকে
এইরূপ ধ্যানান্তে মানসিক অর্ঘ্যাদি সুপ্রশস্ত
উপহারদ্রব্যে নিজ হৃৎপিণ্ডমধ্যে পূজা
করিয়া পুনরায় বাহু উপহার দ্বারা তাঁহাকে
অর্চনা করিবে । হে ঈশ্বরগণ! আপ-
নার যে বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ
করিয়াছিলেন, এই আমি তৎসমুদয় কীর্তন
করিলাম । ৪১—৫৬ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬২।

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

ভূয়ো বদ মহাভাগ রামচ্যরিভ্রমঙ্কুতম্ ।
রামমাহাশ্বাস্যসর্বস্বং তক্রানাং শ্রীতিদায়কম্ ॥ ১
অশ্বমেধক্রতুবরং কৃত্বা দাশবধির্ঘথা ।
প্রবৃত্তো লোককৃত্যেযু শাস্ত্রকৃত্যেযু কে বিদঃ ।
সূত উবাচ ।
অযোধ্যাং গন্তুকায়েন শঙ্করেণ মহাশ্বনা ।
পার্বত্য্যা সহ দেবেন উষিতং সরযুতটে ॥ ৩
মুনয়ন্তং সমভ্যেত্য শঙ্করং বিশ্বরূপিণম্ ।
কঞ্জপাদ্যা মহাশ্বাঃ পপ্রচ্ছুরামতোজদম্ ॥ ৪
স্বাগতং তে মুনিস্তেচ সতর্ঘাঃ কৃত আগতঃ ।
কিমাগমনকৃত্যন্তে কং দেশং গন্তুদ্যতঃ ॥ ৫
শঙ্কর উবাচ ।

অহ' শঙ্কুরিতি খ্যাতে। বিপ্রো হিমগিরিস্থিতঃ
উষ্ট্রক রামবৎ গচ্ছে মম কার্ঘ্যং মহত্ততঃ ॥ ৬

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি
পুনরায় শ্রীরামচরিত্র কীর্তন কর ; কারণ, উহা
রামমাহাশ্বাস্যসর্বস্ব ভক্তগণের পরম শ্রীতি-
দায়ক । লোকচার ও শাস্ত্রানুমোদিত কার্যে
পারদর্শী শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞপ্রধান অশ্বমেধ
সমাপনান্তে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন,
তদ্বিষয় বল । তৎপ্রবণে সূত কহিলেন,—

যজ্ঞাবসানে মহাশ্বা দেব শঙ্কর,
অযোধ্যাগমনাভিলাষে পার্বত্যীর সহিত সরযু-
তটে অবস্থান করিতেছিলেন । ঐ সময়ে
কঞ্জপাদি মহাশ্বা মুনীগণ, অমৃততজ্জা বিশ্ব-
রূপী মুনিবেশধারী শঙ্করের নিকট উপস্থিত
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনবর! আপ-
নার শুভাগমন ত? আপনি সজ্ঞক কোথা
হইতে আসিতেছেন? আগমনের উদ্দেশ্য
কি? এবং কোন স্থানেই বা যাইতে উদ্যত
হইয়াছেন । শঙ্কর কহিলেন, আমি শঙ্কু নামে
বিখ্যাত বিপ্র, হিমালয়ে আমার আবাস্যতি
আমি শ্রীরামকে দেখিতে যাইব, আমার

মামাহ্বয়তি রাজাসৌ পুরাণশ্রবণে রতঃ ।
 আগচ্ছন্ত ভবন্তোহপি রাঘবঃ পরিত্রয়তি ॥ ৭
 ততঃ শিবস্তে মনযো যস্মৈ তামদিদৃক্ষ্যা ।
 তানাগতান্ বসিষ্ঠস্ত জ্ঞাত্বা রামায় চোক্তবান্ ॥ ৮
 ততঃ সত্বরমুখায় নির্ঘয়ো স্পুরোহিষ্ণুঃ ।
 অর্ঘ্যপাদ্যাদিনা সর্কান পূজয়ামাস তানুযীন ॥ ৯
 গৃহরাজং ততঃ সর্কান প্রাবেশয়দরিন্দমঃ ।
 প্রত্যেকমাসনং দত্ত্বা আগতোক্ত্যাসনস্থিতান ॥
 ক্রমেণ রঘুশাৰ্দূলঃ পূজয়ামাস তানুযীন ।
 বাচা মধুরয়া প্রীর্ণদ্রিদ্মদাহাসনস্থিতান ॥ ১১
 শ্রীরাম উবাচ ।
 অদ্য মে সফলং জয় প্রাপ্তমদ্য তপঃফলম্ ।
 অদ্যাভ্যাসস্ত বিদ্যানাং ফলকালোহয়মাগতঃ
 অদ্য মে পিতরশ্চরী রাজ্যঞ্চ সফলং মম ।
 অদ্য মে সফলং বৃন্তমদ্য মে সফলং শ্রুতম্ ॥

তথায় মহৎ কার্য্য আছে । রাজা রামচন্দ্র, পুরাণ শ্রবণার্থ আমায় আহ্বান করিতেছেন, আপনারাও আমার সহিত আসুন, ইহাতে শ্রীরাম অতি তুষ্ট হইবেন । অনন্তর শঙ্কর ও সেই মুনিগণ রামদর্শনবাসনায় অযোধ্যায় গমন করিলেন । এ দিকে বিশিষ্ট ভাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া শ্রীরামের নিকট তদবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন ; অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সত্বর গাত্রোথানপূর্বক পুরোহিতের সহিত ভবন হইতে নির্গত হইলেন এবং অর্ঘ্য-পাদ্যাদি দ্বারা সেই সমুদয় ঋষিগণকে পূজা করিলেন । তৎপরে রঘুকুলতিলক রাম, সেই সমুদয় ঋষিগণকে উৎকৃষ্ট এক গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন এবং প্রত্যেককে আসন দিয়া ভাঁহারা তদুপরি উপবিষ্ট হইলে, স্বাগত প্রদ্বন্দ্বপূর্বক ক্রমে সকলকে পূজা করিয়া, মধুর বচনে ভাঁহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করত কহিলেন,—আজ আমার জয় সফল হইল, আজ আমি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলাম এবং আজ সর্বপ্রকার বিদ্যাভ্যাসের ফলকাল উপস্থিত হইল । অদ্য আমার পিতৃগণ পরিভূষ্ট হইলেন এবং রাজ্য, বেদ-

এবং বদন্তং রাজানং ব্রাহ্মণাঃ কশ্চুপাদয়ঃ ।
 উচুঃ প্রিয়তরং বাক্যং রামং রাজীবলোচনম্
 ঋষয় উচুঃ ।
 অয়ং শঙ্কুদ্বিজঃ প্রাপ্তঃ সর্কশাস্ত্রবিশারদঃ ।
 বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ সর্কভূতহিতে রতঃ ॥ ১৫
 কৈলাসবাসী সততং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ।
 ব্রহ্মণা ব্রহ্মবর্চস্কে তুল্যো ব্রহ্মবিদ্যাং বরঃ ॥ ১৬
 হরিণা ব্রহ্মবাৎসল্যে প্রসাদে শঙ্করোপমঃ ।
 এবেবিদ্যে মহাতেজাঃ শঙ্কুরীক্ষণপুঙ্কবঃ ॥ ১৭
 অষ্টাদশপুত্রাণজ্ঞো মৌমাংসান্ধ্যাকোবিদঃ ।
 তদ্ব্যাক্যগৌরবাদেব প্রাপ্তোহয়ং মুনিপুঙ্কবঃ ॥
 ত্রয়াহুতো মুনিবরঃ কৈলাসাদাগতঃ প্রভো ।
 অতঃ পৃচ্ছ মহাভাগ পুরাণাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ১৯
 শ্রোতুকামা বয়ং প্রাপ্তাস্তামদ্য রঘুনন্দন ।

ধ্যয়ন ও বেদবিহিত সদাচরণ সফল হইল । রাজীবলোচন রাজা রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে থাকিলে কশ্চুপাদি দ্বিজগণ অতি প্রিয়বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন । সেই ঋষিগণ বলিলেন,—এই যে দ্বিজবর শঙ্কু উপস্থিত হইয়াছেন, ইনি সর্কশাস্ত্র-বিশারদ, 'বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ ও সর্কভূতহিতে রত ।—১৫। কৈলাসগিরি ইহাঁর বাসস্থান, ইনি সতত তপস্যার্থ কৃতসঙ্কল্প ব্রহ্মার ত্রায় ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ও ব্রহ্মবিদ্যগণের অগ্রগণ্য । ব্রাহ্মণ-গণের প্রতি বাৎসল্যপ্রকাশে ইনি ভগবান হরির তুল্য ও প্রসন্নতায় শঙ্করোপম । এই ব্রাহ্মণপুঙ্কব শঙ্কু যেমন এবদ্বিধ গুণগালী, তেমনই আবার মহাতেজা । ইনি অষ্টাদশ পুত্রাণে সবিশেষ অভিজ্ঞ এবং মৌমাংসা ও ত্রায়ে সবিশেষ পারদর্শী ; এই মুনিপুঙ্কব আপনায়ই বাক্যের গৌরব-রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছেন । প্রভো ! এই মুনিবর আপনা কর্তৃক আহুত হইয়া তেই কৈলাসগিরি হইতে আগমন করিয়াছেন, অতএব হে মহাভাগ ! আপনি এক্ষণে ইহাঁকে কোন পুত্রাণ-আখ্যানের বিষয় জিজ্ঞাসা করুন । হে রঘুনন্দন ! আমরা

অস্তং গতস্ত বেদানাং সর্বিশাস্ত্রার্থবেদিনঃ ।

পুংসো অতপুৱাণস্ত ন সম্যগ্গতিদর্শ-ম্ ॥২০॥

স্মৃত উবাচ ।

এবমুক্তো রঘুশ্চে । মুনিভিস্ত্বদর্শিত্তিঃ ।

প্রহর্ষমতুলঃ লেভে পুৱাণশ্রবণোংসুকঃ ॥২২॥

শ্রীরাম উবাচ ।

লিঙ্গার্চনপ্রকারঞ্চ লিঙ্গমাহাছায্যমেব চ ।

নানাখ্যানেন্তিহাস'নাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ তত্পায়াংশ্চ স্মৃতত ।

তৎ সর্বিঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তন্তো মুনিবরোত্তম ।

শ্রীশুকুবাচ ।

রাম রাম মহাবাহো পুণ্যবানসি রাঘব ।

রাজ্যাসক্তস্ত তে জ্ঞাতা পুৱাণশ্রবণে রতিঃ ॥

স্মান্নহৎসেবয়া রাম পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ ২৬

সা জিহ্বা যা শিবং গায়ন্তচিত্তং যন্তদর্পিতমা

পুৱাণাখ্যান শ্রবণ করিবার নিমিত্তই আপ-
নার নিকট আজ উপস্থিত হইয়াছি ; কারণ,
সমুদয় বেদ আদ্যন্ত অধ্যয়ন করিলেও এবং
সমুদয় শাস্ত্রার্থ অবগত হইলেও, যে ব্যক্তি
পুৱাণকথা শ্রবণ করে নাই, তাহার গতি
সম্যক দেখি না। স্মৃত বলিলেন,—রঘুবর
রামচন্দ্র, তদ্বদর্শী মুনিগণকর্তৃক এইরূপ
কথিত হইলে পুৱাণশ্রবণে উৎসুক হইয়া
সমধিক হর্ষ লাভ করিলেন। তখন শ্রীরাম
বলিলেন,— হে সুব্রত মুনিবরোত্তম! আপ-
নার নিকট আমি লিঙ্গার্চনের প্রকার, লিঙ্গা-
র্চন-মাহাছায়া, পাপনাশন নানাবিধ উপাখ্যান
ও ইতিহাসকথা, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ
এই চতুর্ধর্গের বিষয় এবং উক্ত চতুর্ধর্গ-
লাভের উপায়সকল শুনিতে ইচ্ছা করি।
তৎপবেণে শব্দু কহিলেন,—হে মহাবাহো,
রাম! তুমি যথার্থই পুণ্যবান। রাঘব!
পুণ্যকলেই তুমি রাজ্যাসক্ত হইলেও
তোমার পুৱাণশ্রবণে অহুরাগ জন্মিয়াছে।
রাম! পুণ্যতীর্থ-নিষেবণ এবং মহত্তের
সেবার জন্তই এইরূপ সুবুদ্ধি হইয়া থাকে।
কলে, যে জিহ্বায় শিবনাম উচ্চারিত হয়,

তাবেব কেবলো ভ্রাঘো যো তৎপূজাকরো
করো ॥ ২৭

সুজগদেহমতাং তদেবশেষবজ্রমযু।

যদেব পুলকোভ্রাতি হরনামাহুকীর্তনাৎ ॥ ২৮

কৃতার্থোহসি মহারাজ তৎপ্রান্নাহুগতা মতিঃ ॥

অনন্তরং সমাজগুজ্জীভবকাঃ সত্বরশ্রমাঃ ।

তৎকরাৎপত্রিকাং গৃহ পপাঠ রঘুসন্তমঃ ॥ ৩০

মনসচিত্তস্বয়দ্রামঃ কথমেতদভূদ্বিতি ।

রামং শব্দুস্তদা প্রাহ দেব্যা ব্রাহ্মণবেষবান্ ।

শব্দুকুবাচ ।

কিং চিত্তস্বয়সি কাকুৎস্থ মুনিষগ্রে বসৎস্বপি ।

তদ্বাক্যং রাঘবঃ শ্রুত্বা পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবান্ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

বিভীষণঃ কথমসৌ বন্ধঃ শূদ্রলভা নৃভিঃ ।

মৎস্বাপিতং শিবং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং ত্বহো

সেই জিহ্বাই জিহ্বা, যে চিত্ত মৎস্বয়ে
অর্পিত থাকে, সেই চিত্তই চিত্ত এবং
যে করমুগল তদীয় পূজায় নিরত, কেবল
সেই করমুগলই শ্লাঘনীয়। হরনামাহু-
কীর্তনে যে দেহ পুলকাকিত হয়, অনন্ত
জন্মের মধ্যে সেই দেহেরই অতি সার্থক
জন্ম, অতএব মহারাজ! তোমার যে শব্দ-
মাহাছায়া জিজ্ঞাসায় মতি জন্মিয়াছে, ইহাতেই
তুমি কৃতার্থ হইয়াছ। শব্দু এইরূপ বাক্যা-
বসানে ক্রুতপদে আগমনজন্ত পরিব্রাজ্ত
কতিপয় পাদচারী রাজচর তথায় আগমন
করিল। রঘু র রাম তাহাদিগের হস্ত
হইতে পত্রিকা লইয়া পাঠ করিতে থাকি-
লেন। পরে রাম, মনে মনে “কিজন্ত এরূপ
ষটিল” এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে,
পার্কীতী-সম্বিত ব্রাহ্মণ-বেশধারী ভগবান্
শব্দু শ্রীরামকে কহিলেন,—কাকুৎস্থ! এই
সকল মুনিগণ তোমার সম্মুখে অবস্থিত
থাকিতে তুমি কি চিন্তা করিতেছ? শ্রীরাম
তদীয় বাক্য শ্রবণে মুনিপুঙ্গবগণকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—বন্ধুই আশ্চর্যের বিষয়। বিভী-
ষণ মৎস্বাপিত রামেশ্বর শিবলিঙ্গদর্শন করিয়া

দ্রাবিড়ৈঃ কুটিলৈর্দৃষ্টৈরাঙ্কনা তদ্বিচার্যাতাম্ ।
 বিচার্য্য মুনিবর্ধ্যাস্তে নেশান্তজজ্ঞাতুমন্নতঃ ।
 ন জানীম ইতি প্রাহু রামঃ রামস্তদাশ্রবীৎ ।
 পুরাণং বীক্ষ্য বিখিনা তৎ সর্বং ক্রত সন্তম্যঃ ।
 ভবদজ্ঞানহেতুশ্চ বিচার্য্যস্তদনস্তরম্ ॥ ৩৫
 কিং কিং পুরাণং প্রেক্ষ্যং শ্বাৰ্জ্জনীয়ঃ
 তথৈব কিম্ ।
 প্রশস্তঃ কৌদৃশঃ শ্লোকস্তদন্তঃ কৌদৃশো ভবেৎ
 কৌদৃশেষু চ কার্য্যেষু কৌদৃশঃ পূজকস্তথা ।
 পূজা চ কৌদৃশৈর্ভক্তৈঃ কার্য্যা নির্ণয়দর্শনে ॥ ৩
 ইতি রামস্ত বচনং শ্রুত্বা তে দ্বিজসন্তম্যঃ ।
 প্রত্যুদ্যুস্তঃ রঘুশ্রেষ্ঠঃ চিন্ত্যাব্যাকুলমানসম্ ।
 ন বক্তায়ো বয়ঃ রাম বীক্ষ্যতাস্তু পুরাণবিৎ ।
 তক্ষুহ্মা রাঘবঃ শভ্ভুঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ ।

কিজন্য দ্রাবিড়দেশীয় কুটিলমতি দৃষ্ট মানব-
 গণ-কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন? আপনায়
 ভবিষ্য মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করুন।
 ১৬—৩৩। অনস্তর মুনিগণ বিচার করিয়া
 ভবিষ্য কিঙ্কিরাও স্থির কারতে পারিলেন
 না, পরে শ্রীরামকে কহিলেন,—আমরা কিছুই
 বুঝিতে পারিতেছি না। তখন শ্রীরাম বলি-
 লেন,—হে সন্তমগণ! আপনারা যথাবিধি
 পুরাণতত্ত্ব বিচারপূর্বক তৎসমুদয় বিষয়
 বলুন, তদনস্তর আপনাদিগের এরূপ অজ্ঞ-
 তায় কারণও বিচার করিবেন। আর এক
 কথা জিজ্ঞাসা করি, কোন কোন পুরাণ
 দ্রষ্টব্য? এবং কোন পুরাণই বা বর্জনীয়?
 অশিচ, কিরূপ শ্লোক প্রশস্ত, কিরূপই বা
 অপ্ৰশস্ত? কি প্রকার কার্য্যে কি প্রকার
 পূজক বিহিত? এবং মীমাংসা শাস্ত্রে কৌদৃশ
 ভক্তগণের কৌদৃশ পূজা কর্তব্য বলিয়া নির্ণীত
 হইয়াছে? শ্রীরামের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে
 সেই মুনিসন্তমগণ চিন্ত্যাব্যাকুল-মানস রঘু-
 বরকে কহিলেন,—রাম! আমরা এতৎ-
 সমস্ত বিষয় বলিতে পারিব না, এই পুরাণ-
 বিৎ শভ্ভুয় প্রীতি দৃষ্টপাত করুন। রাঘব
 মুনিগণের এতদ্বাক্যশ্রবণে সনিনয়ে শভ্ভুকে

সোহপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য প্রত্যাযাচ মাংসিঃ ।
 শভ্ভুকবাচ ।
 পুরাণজীবী পূজার্থঃ স্বশাখাধায়নঃ শুচিঃ ।
 মীমাংসাতত্ত্ববিজ্ঞানঃ শ্রোত্রিয়েহাসু তদুৎসবঃ ।
 দেবেষু চ সমস্তেষু সমদৃষ্টিঃ শিবে রতঃ ।
 শতরুদ্রিয়জ্ঞাপী চ সায়িকশ্চাতিবাচকঃ ॥৪১
 যজুর্বেদী বিশেষেণ পূজয়েৎ পুস্তকং সুধীঃ ।
 শ্রীতালপত্রলিখিতং দেবলিপ্যয়িতং শুভম্ ।
 বহ্বাদ্যস্তিপ্রচম্পট-যুগলাৎ প্রণবাক্ষরম্ ।
 প্রাগৃর্কঃ রেখয়োঃ প্রান্তে প্রণবস্তাগ্রযোজিকা
 রেখৈকা তু ভবেদেবমকারস্তস্ত পার্শ্বতঃ ।
 শিষ্যোভাগমূপক্রমা স্যকোণাধঃ প্রলম্বিনী ॥৪৪
 আকারঃ স হি বিজ্ঞেয়ঃ পট্টিকাদক্ষরেখয়া ।

জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই মহামতি
 শভ্ভুও শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
 কহিলেন,—যিনি নিজ শাখা অধ্যয়ন করিয়া-
 ছেন, পুরাণপাঠই স্বীকার উপজীবিকা, যিনি
 পবিত্রাশ্রা, ও শ্রোত্রিয়, মীমাংসাতত্ত্ব স্বীকার
 সবিশেষ জ্ঞান ও সমুদয় বেদে স্বীকার সম-
 দৃষ্টি আছে, যিনি মিথ্যার দোষ দেখাইয়া
 থাকেন এবং যিনি মহেশ্বরে অল্পরক্ত, শত
 রুদ্রিয়জ্ঞাপী, সায়িক, অতিবক্তা, ও সুবুদ্ধি,
 তাদৃশ পূজার্থ ব্যক্তিই সুন্দর তালপত্রে দেবা-
 ক্ষরলিখিত সুন্দর পুস্তকের পূজা করিবেন।
 বিশেষতঃ তিনি যজুর্বেদী হইলে আরও
 উত্তম হয় প্রথমে দুটি দাঁড়ি, তৎপরে প্রণবা-
 ক্ষর; প্রণবের প্রথম দুটি বক্র রেখা (উর্ধ্ব
 ও অধোভাবে রাখিবে) সেই দুটির প্রান্ত
 যেন পরস্পর-মিলিত হয়, তাহার অগ্র
 অর্থাৎ উপরিভাগে আর একটি (বিন্দুযুক্ত)
 বক্র রেখা থাকিবে। তাহার পরে অকার
 লিখিবে। উপর দিক হইতে রেখা টানিবে,
 তাহাতে কয়েকটি কোণ আছে। তৎপরে
 অধোদেশে একটি লম্বা রেখা, অধঃকোণ
 হইতে আবার উপর দিকে রেখা দিলে
 অকার লিখিত হয়। অকারে সর্বশেষে
 যে রেখা টানিবে, তাহা পট্টিকা অর্থাৎ দাঁড়ি—

বামে ষড়্ভুজবিন্দু ঘাবিকার ইতি কীর্তিতঃ ।
 ত গ বামশিরোরৈখালম্বিতা ঙ্গে উদাহৃতঃ ।
 সর্বাঙ্করে শিরোরৈখা অবস্তা প্রণবঃ বিনা ।
 তস্মাস্ত লক্ষ্যৈখা স্তান্তদন্তে চ লবিজবৎ ।
 উকারঃ স হি বিখ্যাতো লবিজ্বলতস্ত্ ॥৪৭
 এবমস্তানি সর্বাণি হৃক্‌রাগ্যাহ ভায়তী ।
 লিপ্যানয়েব লিখিতঃ পুরাণস্ত প্রশস্ততে ॥৪৮
 বাস্কঃ পান্নঃ বৈষ্ণবঞ্চ মার্কণ্ডং নারদেৱিতম্ ।

সরল উর্দ্ধ-অধোলাভত রেখা। তাহার দক্ষিণে—আর একটি ঐরূপ রেখা মিলাইয়া দিলে, আকার হয়। বামভাগে দুইটি বিন্দু অর্থাৎ পুটুলি, চারিটি বক্র রেখা এই ছয়টি বক্রতে ইকার হয়। ইকারের উপরিভাগ হইতে টানিয়া সর্কনিরে যে বক্র রেখা তাহাকে বামে রাখিয়া পরে একটি বক্র লক্ষ্যমান রেখা প্রথম উর্দ্ধস্থ ও পরে অধো-মুখ রেখা টানিলে ঙ্কার হয়। সকল অক্ষরেরই মাত্রা সরল, কেবল প্রণবের মাত্রা বক্র। অর্থাৎ ইকার ঙ্কার লিখিতে ও মাথা বক্র রেখার নিম্নে সরল মাত্রা দিবে; কিন্তু প্রণবে তাহা দিবে না। শিরোরৈখার নিম্নে একটি উর্দ্ধ-অধঃলম্বিত সরল রেখা, তন্নিম্নে লবিজবৎ অর্থাৎ কান্তের স্থায় বক্র রেখা টানিলে উকার হয়। দুই বক্র রেখা টানিলে উকার হয় * । ৩৪—৪৭। দেবী ভায়তী এইরূপ অস্ত্রান্ত সর্পপ্রকার অক্ষরই বলিয়াছেন। এইরূপ লিপিঘারা লিখিত পুরাণই সূপ্রশস্ত। বিবিধ পুরাণের

* এই করটি শ্লোকের ব্যাখ্যাত্তর করিয়া কেহ কেহ ইহা হইতেই অস্ত্র প্রকার অক্ষরের দেবলিপিত্ত প্রতিপাদন করেন। তন্ত্র শাস্ত্র এবং প্রাচীন আবিষ্কৃত অক্ষর দেখিলে বাঙ্গালা অক্ষরকেই দেবাক্ষর বলা উচিত। তজ্জন্ত ব্যাখ্যাত্তর পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গাক্ষর, তাৎপর্যই অনুবাদ করা হইল।

মার্কণ্ডেয়মথ্যাগেয়ং কোশ্মং বামনমেব চ ॥৪৯
 গারুড়ং লৈঙ্গমাখ্যাতং স্বান্দং মাংস্তং
 নৃসিংহকম্ ।
 তথৈব গদিতং ঝাম পুরাণং কাপিলং তথা ।
 বারাহং ব্রহ্মবৈবর্তং শকুনেযু প্রশস্ততে ॥৫০
 শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ ।
 ভবিষ্যকোপসংজ্ঞানি ত্তস্তানি চ

বিবর্জয়েৎ ॥ ৫১
 বিমুচ্য পুস্তকে রজ্জ্বং পীঠে নিক্ষিপ্য সংস্কৃতম্
 ধৌতবস্ত্রধরং স্নাতা শুচিরক্রে'ধনোহত্মরঃ ॥৫২
 আদাবান্মানমভ্যর্চ্য কৃত্বা সঙ্কল্পমেব চ ।
 অক্ষুণ্ণং চাক্ষুশ্চৈক পাশং পুস্তকমেব চ ।
 ধারয়ন্তীং সিতাং ধ্যায়েন্‌প্রসন্নাস্তাং সরস্বতীম্
 গোক্ষীরসদৃশাকারং ত্রিনেত্রং বৃষবাহনম্ ।
 সহাসবদনং শান্তং শুক্রাঙ্ঘরধরং শিবম্ ॥৫৪
 হরিগণ্ডাভয়ং চৌর্দ্ধ-বাহুযুগো কিরীটিনম্ ।
 ব্যাখ্যামুদ্রা চ দক্ষেহথো বামহস্তে বরপ্রদম্

মধ্যে দেবাক্ষর-লিখিত ব্রাহ্ম, পান্ন, বৈষ্ণব, সৌর, নারদ, মার্কণ্ডেয়, আয়েয়, কোশ্ম, বামন, গারুড়, লৈঙ্গ, স্বান্দ, মাংস্ত, নার-সিংহ, কাপিল, বারাহ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শকুনজ্ঞানে প্রশস্ত। [শিবপুরাণ, ভাগবত, দুর্গামাঙ্কায়্যাসুচক-পুরাণ, ভবিষ্যোত্তরভবিষ্য এবং সৌর কাপিল প্রভৃতি ভিন্ন উপপুরাণ শকুনজ্ঞানে প্রশস্ত নহে। অবগাহনপূরক পবিত্র ও ধৌতবস্ত্রধারী হইয়া পাঠক, পবিত্র পুস্তকরজ্জ্ব উন্মোচনপূরক পীঠোপরি নিক্ষেপনাতে সর্বাগ্রে শান্ত ও অব্যগ্রভাবে আত্মার্চন ও সঙ্কল্প করিয়া, যিনি করচতুষ্টয়ে অক্ষুশ, অক্ষমালা, পাশ, ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, ঐহার মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন ও বর্ণ অস্তি শুভ্র, তাদৃশী দেবী সরস্বতীকে ধ্যান করিবেন। পরে ঐহার বর্ণ, গোক্ষীর সদৃশ, যিনি ত্রিনেত্র, বৃষারুঢ়, সহাস্বদন, প্রশান্ত-মূর্ত্তি, ও শুক্রাঙ্ঘরপরিধান, ঐহার উর্দ্ধবাহু-দ্বয়ে যুগ ও অভয়-মুদ্রা, দক্ষিণ অধোবাহুতে ব্যাখ্যামুদ্রা, বাম অধোবাহুতে বরমুদ্রা,

নানারত্নবিভূষাঢ়াং গিরিজাঙ্গানুজাসনম্ ।
 বহুভির্ণিনিমুখৈশ্চ ধ্যায়মানপদানুজম্ ॥ ৫৬
 মূর্ত্তিমস্তিস্থথা বেদৈঃ স্তুতমানং পুত্রাণকৈঃ ।
 অস্তৈঃ সমস্তলোকৈশ্চ সংসেবিতপদানুজম্ ॥
 ধ্যাত্তৈবং পূজকঃ সমাগাদৌ পূজাং সমাচরেৎ
 আপো বা ইদমিত্যোক্তং কলসস্তাভিমন্ত্রণম্ ॥
 তজ্জলং তু গৃহীত্বাথ পাত্ৰস্থমভিমন্ত্রয়েৎ ।
 তৎসদৃশক্লেতি মন্ত্রেণ প্রশস্ত প্রণবেন তু ॥ ৫৭
 আস্থানং সর্ষপাত্ৰাণি তত আবাহয়েদिति ।
 যদ্বাগিতিত্ত্বচ্যেচেনৈব ভারতীযোড়শার্চনম্ ॥
 পুরুষস্থক্তেন বা কুর্ধ্যাপাঃস্বত্র্যা বা সমর্চয়েৎ
 ঔনমো ভগবতেহমুকপুৱাণায়েতিপুৱাণমর্চয়েৎ
 কাণ্ডাদিতি হি মন্ত্রেণ স্ৰীমানানীয় পূজয়েৎ ।
 ঔ নমো ভগবতৈত্যে স্ৰীমায়ৈ, ইতি ॥ ৬২

মন্তকে কিরীট ও সর্ষাপে নানাপ্রকার রত্ন-
 বিভূষণ বিয়াজ করিতেছে; যিনি গিরিজা-
 ধিষ্ঠিত পদ্মাসনের অর্ধভাগে আসীন
 আছেন; বহুসংখ্যক মুনিবরগণ ষাঁহার
 চরণকমল ধ্যান করিতেছেন, মূর্ত্তিমান সমুদায়
 বেদ-পূরণ ষাঁহার স্তব করিতেছে এবং
 অন্তান্ত সমস্ত লোকই ষাঁহার চরণানুজের
 সেবা করিতেছে; পূজক এতাদৃশমূর্ত্তি
 মৎস্বরকে সম্যক ধ্যানান্তে পূজা আরম্ভ
 করিবে। পূজাগ্রে “আপো বা ইদং”
 ইত্যাদি মন্ত্রে জলকলস অভিমন্ত্রিত
 করিবে। পরে কিঞ্চিৎ কলসজল লইয়া
 “তৎসৎ ব্রহ্ম” এই মন্ত্রে সম্মুখস্থিত পাত্ৰ-
 জল অভিমন্ত্রিত করিবে। অনস্তর প্রণব-
 দ্বারা আপনাকে ও সমুদয় পূজোপকরণ-
 পাত্ৰকে প্রশংসিত করিয়া “যদ্বাক্” ইত্যাদি
 ঋক্‌স্বর দ্বারা আবাহন করিবে। তৎপরে
 পুরুষস্থক্ত মন্ত্র বা গায়ত্রীদ্বারা দেবী ভায়-
 ত্রীর ষোড়শোপচারে অর্চনা করিবে।
 অতঃপর প্রণবাদি “নমো ভগবতেহমুক-
 পুৱাণায়” এইরূপ মন্ত্রে পুৱাণের পূজা
 করিবে। অনস্তর “কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ” ইত্যাদি
 মন্ত্রে দূর্গা আনয়নপূর্বক “নমো ভগবতৈত্যে

সলোকপালপূজা স্তাদথ কস্তার্চনং ভবেৎ ।
 বৎসরাৎ পঞ্চকাদুর্গং দশবর্ষাদধঃ শুভা ॥ ৬৩
 অমৃতপন্নথতুর্ষাণি তাং প্রযত্বেন পূজয়েৎ ।
 গন্ধপুষ্পাক্ষতধূপ-দীপতানুলভুষণৈঃ ॥ ৬৪
 পাঠয়েদপ্যমৃত মন্ত্রং পূজকঃ কল্মষামিমাং ।
 সত্যং ক্রহি প্রিয়ং ক্রহি ভগবতি
 সরস্বতি নমস্তে নমস্ত ইতি ॥ ৬৫
 গায়ত্রীমন্ত্রমাখীতু দূর্গায়ুগ্ধস্ত কাময়েৎ ॥
 সন্নিন্দো পুস্তকস্তাধঃ সত্ৰপরমেত্যচা ॥ ৬৬
 দূর্গায়ুগ্ধায়ং দদ্যাতস্তা হস্তে বিচক্ষণঃ ।
 সাপি ক্ষিপেৎ পুস্তকদ্বৌ শলাকাজয়মবহু ॥ ৬৭
 বিস্বজ্যা তাং পুনর্দদ্যাচ্ছিবাত্যাং নম ইত্যথ
 পত্রয়োর্মধ্যমঃ শ্লোকঃ কাষ্যসিদ্ধেহি হৃৎকঃ ।
 পূর্বপত্রে সমাপ্তিঃ স্তাৎ শ্লোকস্ত যদি রাধব ॥

দূর্গায়ৈ” এই মন্ত্র দ্বারা দূর্গার পূজা করিয়া
 লোকপালগণের পূজান্তে কুমারীপূজা
 করিতে হইবে। বাহার বয়ঃক্রম, পঞ্চ
 বৎসরের অধিক ও দশ বৎসরের ন্যূন,
 তাদৃশ কুমারীই প্রশস্ত, অথবা যাহার
 ঋতুকাল উপস্থিত হয় নাই, তাদৃশ কুমারীও
 পূজার্হ। গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ, তানুল
 ও ভূষণাদি দ্বারা প্রযত্নদহকারে কুমারীর
 পূজা করা কর্তব্য। ১৮—৬৪। অনস্তর পূজক
 কুমারীকে “হে ভগবতি সরস্বতি! সত্য
 বল, প্রিয় বল, তোমাকে নমস্কার নম-
 স্কার” এই মন্ত্র পাঠ করাইবে। ত্রিপদা
 গায়ত্রীর একেক পাদের অর্থ চিন্তা
 করিয়া প্রত্যেক দূর্গায়ৈ ইষ্ট প্রার্থনা
 করিবে। বিচক্ষণ পূজক পুস্তকখানিসমীপে
 “সত্ৰ পরমে”তি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারীর
 হস্তে উপর্ধ্যাধাতাবে সেই দূর্গায়ুগ্ধয়
 প্রদান করিবে। শলাকাজয়ের সহিত
 সেই দূর্গায়ুগ্ধয় পর পর পুস্তক-
 সন্ধিস্থলে নিক্ষেপ করিবে। “শিবাত্যাং
 নমঃ” এই বলিয়া একটা শলাকাদানের
 পর আবার “শিবাত্যাং নমঃ” বলিয়া
 শলাকা দিবে। শলাকাবিদ্ধ পুস্তকপত্র

পত্রে পরে পাঠ্য শ্লোকং বিবিচ দীরয়েৎ
শনৈঃশনৈঃ পরেই প্রাজ্ঞো ব্যাখ্যাস্তেচ্চ

শনৈঃশনৈঃ ॥ ৭০

অয়েহ ন হি কর্তব্য্য কুপ্যতি অরয়া তু গীঃ ।
ঘটিকায়ান্ত পাদং শ্রাদ্ধরয়া শ্রান্ততে হিধিকা ॥ ৭১
অরয়েন্ন চ বক্তারং জ্ঞাতব্যং শমন্তু হিজ্জয় ।
বিবিচ্য পাঠ্য শ্লোকস্ত নিশ্চিত্যার্থক মানসে ।
প্রতীপং তং ন বক্তব্যং বিবিচ্য রবুন্দন ।
যদি যুক্তমযুক্তং বা শ্লোকমন্তং পঠেদসৌ ॥ ৭৩
পুস্তকস্বক হিহৈবে পূজকঃ স হিজ্জো যদি ।
তত্তথৈব হি বিজ্ঞেয়ং বিসংবাদো ন শশ্যতে ॥
দৈবাগতো হি স শ্লোকো দৈবং হি বলবন্তরম্
উপশ্রুতিষু যদ্বচনাপর্যাধো হিজ্জস্ত তু ॥ ৭৫
বিশ্বশ্রয়ো ন চ কর্তব্যো দৈবশ্রুতীলা গতিঃ ।
যত্তৎপদবিপর্যায়সে পত্রে চোৎপন্নবারিণী ॥

উদঘাটন করিয়া দেখিবে,—সেই পত্রের শেষস্থ শ্লোক যদি অর্দ্ধাংশমাত্র সেই পত্রে এবং অর্দ্ধাংশ তৎপরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠে বর্তমান হয়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি বুঝিবে । আর পূর্বপত্রেই যদি শ্লোকসমাপ্তি হইয়া গিয়া থাকে ত দ্বিতীয় পত্রের শ্লোক আৱৃতি করিয়া বিবেচনাপূর্বক অর্থ করিবে । (দ্বিতীয় পত্রের শ্লোক যদি পূর্বশ্লোকের অল্পবাদ-স্বরূপ না হয়, তাহা হইলে মন্দ নহে ।) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, শ্লোকপাঠ ও ব্যাখ্যা শনৈঃ শনৈঃ করিবে, ভ্রা করিবে না । ভ্রা করিলে সরস্বতী কুপিতা হন । একটি শ্লোক পাঠে পঞ্চদশ পল পর্য্যন্ত যাইতে পারে । তদপেক্ষা অধিক সময় ব্যয়ে অভ্রা হয় । অভ্রাও কর্তব্য নহে । জ্ঞাতব্য অংশ আছে, বিবেচনা করিয়া বক্তাকে ভ্রা দিবে না । বক্তা যদি যথাযথ পাঠ বা অর্থ করিতে অসমর্থ হন, তথাপি তাঁহার প্রতিকূল কথা বলিবে না, অং সংপাঠ ও সদর্থ চিন্তা করিবে । পূজক যদি পুস্তকস্থ শ্লোক ত্যাগ করিয়া অন্য শ্লোক পাঠ করে, তবে তাহাই ঃমানিয়া লইবে, সে সময়ে বিসংবাদ অধিক-

তমাদেশঃ তিরস্কৃত্য দ্বিতীয়স্ত পঠেদতঃ ।
তৎস্বতীয়ং পাঠ্যং শ্রান্ততঃ কার্য্যবিবেচনম্ ॥
অবিসর্গাস্তপূর্নাস্তে পবর্গেত্তরপঞ্চমঃ ।
শ্ৰুতিলিভুক্তিতঃ শ্লোকঃ শাকুনেষু প্রশশ্যতে ॥
অধ্যায়াদিঃ সমাপ্তিশ্চ বুধাপত্রং বুধা লিপিঃ ।
উক্তানুৱচনকৈবে হ্যাপশ্চতমথৈব চ ॥ ৭২
দধপত্রং নষ্টলিপিঃ সন্দঙ্ঘাকরমেব চ ।
এতানি শকুনে নিত্যং বর্জনীয়ানি পণ্ডিতৈঃ
প্রশ্নো হি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো দীপ্তশাস্ত্রপ্রভেদতঃ
শাস্ত্রক দ্বিবিধঃ জ্ঞেয়মুৎপত্তিস্থিতিবৃদ্ধিতঃ ॥ ৮
তত্র শাস্ত্রং প্রশশ্যং শ্রান্তকিতং পূর্বলক্ষণৈঃ ।
কার্য্যভেদাচ্চ বর্ণ্যন্তেদে চৈন্নর্ত্তোপযোগিনঃ ॥
কশ্চিৎ কার্য্যমাদায় কশ্চিৎ প্রতী ভবত্যাপি ।
স করোতি তদা প্রশ্নঃ সমেত্যশ্রয়তেহত্র কিম্
স পুনর্কার্য্য পত্রং তত্তশ্রম্ন পত্রং প্রশশ্যতে ।
অথবা তৎ ক্রমোপেতং বৈরাগ্যাং পরমেব চ
যতঃ কুতশ্চ দৃষ্টশ্চ শ্রুতিপাদবমেব চ ।
পরিহৃত্য পরকপি তশ্রম্নর্থে শুভপ্রদঃ ॥ ৮৫
বৃত্তো গুরাতি বাগর্থমিতি প্রশ্নঃ শুভপ্রদঃ ।
বিবাদে বিজয়প্রশ্নে জয়দ্যোতকমিষ্যতে ॥ ৮৬
সৃষ্টিরপাত্র শস্তা শ্রাৎ ক্রুরায়াং ক্লেশতো জয়ঃ
প্রশান্ত্যামুপায়ৈশ্চ মিশ্রায়াং বিড়বরো ভবেৎ
তর দোষাবহ । বক্তার তাহাতে দোষ নাই, কেননা সকলেই দৈবান্বিত, একবার দুইবার তিনবার পর্য্যন্ত দেখিয়া কার্য্য বিবেচনা করিবে । যে শ্লোকের পূর্নার্দ্ধ বিসর্গাস্ত নহে, যাহার পঞ্চমবর্গ পবর্গমধ্যে নিবিষ্ট নহে, যে শ্লোকে শ্রুতিবোধ হয় না বা লিটু নাই, সেই শ্লোক শকুনজ্ঞানে প্রশস্ত অর্থাৎ শলাকাবদ্ধ পত্রশেষে যদি সেইরূপ শ্লোক থাকে ত কার্য্যসিদ্ধি হয় ১৩৫-৭৮। অধ্যায়ান্ত, অধ্যায়সমাপ্তি, বুধাপত্র, বিদল, অক্ষয়ানু-বাদ শ্লোক, সহসা পুস্তকে যাঁহা নাই তেমন শ্লোকের পাঠ, দধপত্র, লুপ্ত-অক্ষর, দঙ্ঘা-ক্ষর—এ সমস্ত পত্রশেষে থাকিলে হুঃশকুন জানিবে । শাস্ত্র ও দীপ্তভেদে দ্বিবিধ প্রশ্ন, তদনুসারে নিমিত্তজ্ঞান করিতে হয়, প্রশ্নানু-

পুরাদিবর্ণনং যজু মধ্যমং যদি চোত্তমম্ ।
 কলিসম্ভাবনায়াম্ শৃঙ্গারস্থাপবর্ণনে ॥ ৮৮
 রাজ্যনির্বাাহচিন্তায়ঃ রাজ্যালিঙ্গং শুভাবহম্ ।
 যস্তাপি যাদৃশং যোগ্যং বিচার্যং তাদৃশং বৃধৈঃ
 স্তিবৈরাগ্যযোঃ কার্ধ্যা-বিলায়ঃ পরির্কীৰ্ত্তিতঃ ।
 কার্ধ্যাল্লসিদ্ধিঃ স্থলিতে ন চ নির্বাহমুচ্ছতি ॥
 তস্তাত্মার্থস্তাত্মভাবো রাম শাস্ত্রবিচারণে ।
 বিসর্গাস্তচ্চ পূর্বাঙ্ক বিপর্যাসৌ ভবিষ্যতঃ ॥৯১
 সকল্লিতাত্মথা ভাবেঃ হৃদ্যায়স্ত সমাপনে ।
 বাণাদেস্ত সমাপ্তৌ তু স্তাত্তৎকার্ধ্যবিনাশনম্
 তস্মাদেতাদৃশে দোষে শকুনস্ত বিপর্যায়ঃ ।
 সূতে পুস্তকপাতে চ ভাহতে মস্তকাদিবু ॥৯৩
 বক্তা বৈমাননং যতি ততঃ শকুননাশনম্ ।
 তস্মাদেতাদৃশে দোষে শকুনং পরিবর্জয়েৎ ॥
 উপমায়ঃ ভবেদ্রাম কার্ধ্যাতাসৌ ন বস্ততঃ ।
 সন্তানান্তোহস্তত্র চোক্তা সৃষ্টির্মধ্যকসম্ভবা ॥
 স্ততিঃ প্রশস্তা কুমাপি গুণবক্তাপি নির্ণয়ে ।
 বিবাহে চৌবধে দানে ব্যাবহারে বৃথৌ তথা ॥
 যথার্থা চ স্ততী রাম নির্বাহেহপি ন দূষণম্ ।
 অযথার্থা স্ততির্থা হি তত্র কার্ধ্যং ন সিধ্যতি ॥
 অব্ধার্থে তথা পদ্য পুরাণাদিসদাঙ্গতে ।
 পলায়নে দশাভাবে ব্যাধিসম্ভব এব চ ॥ ৯৮
 চৌরাদ্যাত্মভবে তস্মিন ঘোরঃ কার্ধ্যবিনাশনম
 শাস্তঃ স্তাদৃশদি চেৎ প্রস্ন ইতিপ্রাক্তঃ পুরাবিদঃ
 শ্রীরামচন্দ্র উবাচ ।

অপদার্থং কথং পদ্যং পুরাণজ্ঞো বদিস্যতি ।
 স্তত্রজ্ঞো ন স্ততঃ সম্যক শ্রোতৃণামিতি নিশ্চয়ঃ
 তদ্ব্যাহ্নিযতাং মহমর্ষশ্চাপি বিচার্যাত্মা ।

সারে কার্ধ্যভেদে শুভাশুভ নিমিত্তনির্দেশক
 কুড়িটি শ্লোক আছে। তন্মধ্যে যে পদ্যের
 অর্থবোধ হয় না, পুরাণজব্যক্তিকৃত তৎপাঠ
 স্ততিগোচর হইলে, পলায়ন প্রভৃতি বিষয়ে
 শাস্তিপ্রদ কার্ধ্যাবনাশ হয়, ইহা শেষ উপ-
 দেশ ১৭৯—২২১ ইহাতে শ্রীরাম বলিলেন,—
 পুরাণজ ব্যক্তি অর্থবোধ না করিয়া পদ্য
 কীর্তন করিবেন কেন? আর কীর্তন না
 করিলে অস্তেরও স্ততিগোচর হওয়া সম্ভা-

ভাগাবোধকমপ্যত্র বক্তৃবর্হসি পণ্ডিত ॥ ১০১
 শত্কুর্বাচ ।
 মধুনি চ মধুস্ত্র মধুর্মধুভুজং মধুঃ ।
 মধুনা মধুনাদর্থবিষাণি চ বিষাণি চ ॥ ১০২
 অবুদ্ধার্থস্তন্নং শ্লোকঃ শকুনে ন হি শস্ততে ।
 কতে কতে কতে রোরৌরৌরীয়ায়ং রস্মীরয়ম
 এবং কয়োতি শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতো-
 হতিথিঃ ॥
 ভাগাবুদ্ধস্তন্নং শ্লোকঃ শকুনে ন প্রশস্ততে ॥
 এবমাদীনি পদ্যানি পুরাণেষু রম্ভস্তম ।
 সন্তি তেষাং ন চ ব্যাখ্যা তৎপাঠস্ত পয়ং
 ভবেৎ ॥ ১০৫

বক্তুঃ শ্রোতৃমবৈগুণ্যং ব্রতেবু নিয়মেযু চ ।
 বেদবক্ত পুরাণানি ন চিন্ত্যানি কথং স্তিতি ॥
 ত্রিকুক্তাদিবশাদর্থ-ধীরপ্যস্ত বিচারতঃ ।
 শ্লোকার্থং প্রক্রিয়ান্তেব বিচার্য পরমার্থতঃ ॥
 বলবাংস্তত্র হি শ্লোকঃ প্রক্রিয়া কু ততো লঘুঃ
 বৃথাপত্রে বৃথায়াসৌ দগ্ধপত্রে বিনাশনম্ ॥১০৮
 স্তাদস্তরিতনির্বাহ-পত্রে কার্ধ্যাবিসূত্রতা ।
 শীর্ণপত্রে ব্যয়ঃ প্রোক্তঃ প্রানষ্টলিপিকে তু রা ॥
 বৃথাক্ষরে বৃথায়াসঃ পুনরুক্তে বিসংবদে ।
 উপমানে তু কার্ধ্যং তৎসিধ্যতি বা ন সিধ্যতি
 বিলম্বেনাথবা সিদ্ধিরস্পষ্টে চাক্ষরে পুনঃ ।
 কার্ধ্যং সংশয়মাপ্নোতি নিদ্রিষ্টবিসেষপি ॥

বিত নহে। অতএব হে পণ্ডিত! সেইরূপ
 শ্লোক আপনি কীর্তন করুন। আর আংশিক
 অব্ধার্থ শ্লোকও যদি থাকে, তাহাও কীর্তন
 করুন। শঙ্ক বলিলেন,—‘মধুনিব মধুস্ত্র’
 ইত্যাদি শ্লোক অবোধার্থ, ‘কতে কতে কতে
 রোরৌ’ এই সকল আংশিক অবোধার্থ
 শ্লোক, ইহা শকুন বিষয়ে অপ্রশস্ত। ইহার অর্থ
 না থাকিলেও পুরাণে ইহা পঠিত হইবে।
 শকুননির্ণয় প্রত্যহ কর্তব্য নহে, তোল্লনোস্তর
 কর্তব্য নহে, পূর্বাধিন রাজিতে পূজা ও
 পরদিন শকুনজ্ঞান কর্তব্য। নিতান্ত স্বা-
 স্থলে প্রাতঃকালেই পূজা ও শকুনির্ণয়
 হইবে। প্রক্রিয়াবিশেষে বিশেষ শকুন
 অর্থও বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত জ্ঞান হয়।

ন প্রত্যহং নিরীক্ষেত পুরাণশকুনং নৃপ ।
 ছুক্রোত্তিষ্ঠংস্তথা নৈব নিরীক্ষেত পুরাণকম্ ॥
 পুরীশু দিবদস্তাথ রাজৌ পূজাং বিধায় চ ।
 প্রাতঃকালে পরেদ্ব্যশ্চ শকুনেবধুনন্দন ॥১১৩
 পশ্চান্নিরীক্ষণং কার্য্যং সদ্যঃকালমথাপি বা ।
 প্রক্রিয়াদিবিশেষেণ বিশেষং শকুনং বদেৎ ॥
 ভকার্য্যেযু সর্কেষু প্রেতশ্রাদ্ধাদিবর্জনম্ ।
 দগুপ্রণয়নং শাপো দেশানাঞ্চ বিপর্ধ্যয়ঃ ॥১১৫
 রক্ষসাং হৃষ্টসন্ধানাং শুক্লং প্রাণিবিহিংসনম্ ।
 দহনান্দেব নিশ্চারণং বমনং করুণং হৃদি ॥ ১১৬
 হাসৌ বীভৎসতাঃ তুঃখতুঃস্বপ্নভ্রমপাপকাঃ ।
 পর্টাদিপূর্ণনং পৌড়া ককহো মরণং তথা ॥ ১১৭
 কুরাণামাগমর্চাপি মহত্যাং ভয়মেব চ ।
 এবমাদ্যাস্তথা চাস্তাঃ প্রাক্রিয়াস্ত বিবর্জয়েৎ ॥
 শিষ্যঃপ্রাপ্তিবিচারে তু রাজসৃষ্টিঃ সুখাবহা ।
 গ্রহাণামুদয়ো রোগ-শাস্তিরপ্যত্র শস্ততে ॥১১ঃ
 কিমত্র বহুনোক্তেন তন্তদ্ব্যোগং বিচারয়েৎ ।
 সর্কেষু চ পুরাণেষু স্বান্দমত্র প্রশস্ততে ॥ ১২০
 বৈষ্ণবং কেচিদিচ্ছন্তি রামায়ণমথাপরে ।
 সত্যাদিসর্কদোষাণাং বৈষ্ণবে নৈব দোষতা ॥
 স্বান্দে রামায়ণে চৈব দোষত্বমপি চায়ত ।
 কিন্তু পূজয়িতুং শক্যং বৈষ্ণবং নৈব কেনচিৎ
 সদাচারবিহীনেন পূজিতং যদি চেত্তবেৎ ।
 তদাশুভমিবায়াতি শকুনং নৈব সিদ্ধ্যতি ।
 সর্কচারসমোপেতে শাখাবন্ধে যথা বৃষঃ ॥১২৩
 স্মৃত উবাচ ।
 ইথং শত্ৰুহিঞ্জেনাথ বোধিতৌ রাঘবস্তদা ।
 বিভীষণপরীক্ষায়াং শকুনায়োপচক্রমে ॥ ১২৪
 বশিষ্ঠঃ সর্কতত্ত্বজ্ঞঃ পুরাণেষু বিশারদম্ ॥
 প্রেতশ্রাদ্ধের কথা সকল কার্য্যেই অশুভ ।
 দগুপ্রণয়নাদি বৃত্তান্তও বর্জনীয় । শ্রী-সম্পত্তি
 লাভবিচারে রাজসৃষ্টি শুভ, গ্রহোদয় ও
 রোগশাস্তিও শুভ । এই শকুনজ্ঞানে স্বন্দ-
 পুরাণেই প্রশস্ততম । ১০০—১২৩ । স্মৃত
 কহিলেন,—শত্ৰু-ব্রাহ্মণ এইরূপে ববাইয়া
 বলিলে, 'রাম, বিভীষণ কি কারণে বন্ধ
 হইলেন, তাহাষ্ট জানিবার নিমিত্ত শকুনের

বভাবে রাঘবো বাক্যং পুরাণং বীক্ষ্যতামিতি
 বশিষ্ঠোহপ্যাহ রামং তং মুনেন্দামুখ্য সন্নিন্দৌ
 বক্তুং নিরীক্ষতুং রাম ন শক্তির্মম বিদ্যতে ॥
 শত্ৰুং প্রাহ ততো রামো মুনিসম্প্রেক্ষিতাননম্
 ভবন্তোহপি হি তত্ত্বজ্ঞাঃপুরাণেষু বিশারদাঃ ॥
 তদ্বদন্ত পুরাণস্থং শকুনং মম কার্য্যতঃ ।
 তথেষু শত্ৰুকৃৎ তু শুচির্ভূহার্চকোহভবৎ ॥
 স্বান্দমত্যাচ্চ্য বিধিবৎ প্রাঃ কৃৎবেহি তত্ত্বতঃ ।
 স কিং শৃঙ্খলয়া বন্ধো মম ভক্তো বিভীষণঃ ।
 অমৌ দৃষ্টোস্তদা শ্লোকাস্তয় আদেশকাস্তিবা ॥
 বন্ধা সমুদ্রং স তু রাঘবেবস্তৌ
 কুরোধ গুণ্ডাং ক্ষণদাচরেষ্টৈঃ ।
 যৌক্তুং সমাগত্য সমায়ুষ্টে
 লক্ষাপুরস্বাস্তিকাহমুখ্যাঃ ॥ ১৩০
 উপক্রম করিলেন । তিনি পুরাণশাস্ত্রবিশা-
 রদ সর্কতত্ত্বজ্ঞ বশিষ্ঠকে সোধোধন করিয়া
 বলিলেন,—আপনি পুরাণ দর্শন করুন
 (পুরাণদর্শন করিয়া কি কারণে বিভীষণ
 বন্ধ হইল, তাহা বলুন) । বশিষ্ঠদেব
 সেই শত্ৰুমুনির সমক্ষে রামকে বলি-
 লেন,—রাম! আমার বলিবার বা দেখ-
 বার শক্তি নাই । অনন্তর মুনীগণ
 সেই শত্ৰু-মুনির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত
 করিতে থাকিলে, রাম সেই শত্ৰু মুনিকে
 লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন,—আপনারাও
 তত্ত্বজ্ঞানী এবং পুরাণশাস্ত্রে বিশারদ ;
 অতএব আমার এই কার্য্যের নিমিত্ত
 পুরাণস্থ শকুন বলুন । শত্ৰু “তাদাই হই-
 তেছে” এই বলিয়া পবিত্রভাবে পূজায় প্রবৃত্ত
 হইলেন ॥ ১২৪—১২৮ । তিনি যথাবিধানে
 স্বন্দপুরাণের পূজা করিয়া যথাযথ প্রাঃ করি
 লেন যে, “মদীয় তত্ত্ব বিভীষণ কি শৃঙ্খলাবন্ধ
 হইয়াছে?” এইরূপ প্রশ্নের পরক্ষণেই
 উক্ত প্রশ্নের উত্তরসূচক এই তিনটি
 শ্লোক দৃষ্ট হইল । “স্বন্দনাথ রাম
 সমুদ্রবন্দন করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ-কর্তৃক রক্ষিত
 লক্ষনগরী অবরোধ করিলে, অতিকায়

অটশূলা জনপদাঃ শিবশূলা 'ছজান্তথা ।
 প্রমদাঃ কেশশূলিন্তো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥
 এবং স্ততে: মহেশ্বর দেবতা: প্রাহ বৈ শিব:
 মোচয়িষ্যে ভবৎপত্নীপুত্রানুন্নরোরোধিতা: ।
 শ্লোকজয়ঃ নিরীক্ষ্যাথ বন্ধনিন্চয়মুক্তবান ।
 মোচনঃ ত্রয়য়া রান ভবিষ্যতি ন সংশয়: ॥
 ইতি শ্রুত্বা মুনেকাক্যং রামঃ সমুনিবানর: ।
 কতুঃ বিনির্ধর্যৌ শীঘ্রং বিভীষণগবেষণয় ॥
 ঐরঙ্গনামনগরং ত্রয়য়া বিবেশ হ ।
 রামং তে পূজয়ামাসু: পার্থিবাস্তত্র যে স্থিতা:
 পূজিতস্তান্নবাচাথ ক স্থিতোহসৌ বিভীষণ: ।
 দেব ঐরাম ন বয়ং জানীমস্ত কথামিমাম্ ॥
 প্রেষয়ামাস কাকুৎস্থো বানরান সৰ্বতো দিশ:

প্রভৃতি লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ তাঁহার সহি
 যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। “কলি-
 যুগে জনপদসকল অটশূল, ব্রাহ্মণগণ
 শিবশূল ও রমণীগণ কেশশূলিনী হইবে।”
 মহেশ্বর শিব এইরূপে স্তত হইয়া দেব-
 গণকে বলিলেন,—তোমাদের মন্ত্রাসুর-
 নিকরক পত্নীদিগকে আমি মুক্ত করিব। শত্ৰু
 উক্ত শ্লোকজয় দর্শন করিয়া বিভীষণ নিশ্চয়
 যই বন্ধ এবং অবিলম্বে তাহার বন্ধন মোচন
 হইবে বুদ্ধিতে পারিয়া রামের নিকটে
 প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—রাম! অবিলম্বে
 বিভীষণ বন্ধনমুক্ত হইবে, সে বিষয়ে কোন
 সংশয় নাই। রাম শত্ৰু-মুনির উক্ত বাক্য
 শ্রবণ করিয়া বিভীষণকে অশ্রবণ করিবার
 নিমিত্ত মুনিগণ ও বানরগণের সহিত অবি-
 লম্বে যাত্রা করিলেন। অনন্তর রাম সত্বর
 সদলবলে ঐরঙ্গনামক নগরে উপস্থিত
 হইলে তত্রত্য রাজগণ তাঁহাকে পূজা করি-
 লেন। তাঁহাদিগের নিকটে পূজাপ্রাপ্ত
 হইয়া রাম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
 বিভীষণ কোথায়? তাঁহারা উত্তর করি-
 লেন,—“দেব ঐরাম! আমরা তাঁহার
 কিছুমাত্র সন্ধান জানি না।” অনন্তর
 ককুৎস্থবংশধর রাম (বিভীষণকে অনুসন্ধান

তঃ) গয়া কপিবরা দৃষ্টবস্তো ন বৈ বর্ত ।
 অথ রামো মুনিং প্রাহ শত্ৰু: পশ্চাৎদশ মে ।
 তথোতি রামসহিতো মুনি: শত্ৰুধিজ্ঞায়িত: ॥
 দর্শয়েতি তথৈবেতি বিপ্রঘোষ: জগাম স: ।
 পুষ্টান্তত্র ঐরান্তেহপি দর্শয়ামাসু রর্চিতা: ॥
 অন্তর্ভূমিগৃহে বন্ধং রাক্ষসং বহুশৃঙ্খলৈ: ।
 অথাহ রাঘবো বিপ্রা: কিমনেন কৃতং স্থিতি ॥
 তৈরুক্তং ব্রহ্মহত্যোক্তি বুদ্ধব্রাহ্মণসংজিত: ।
 দ্বিজোহতিথার্থিক: কশ্চিদেকান্তেপ্রবদা: ক্রুশ:
 ধ্যানায়োপবনে তস্মৌ তত্র গম্বা বিভীষণ: ।
 পাদেনাদর্শয়দ্বিপ্রং স বিপ্রোহপ্যতিচূর্ণিত ॥১৪২
 পদমেকমন্তো গম্বু: ন শশাক বিভীষণ: ।

করিবার নিমিত্ত) চতুর্দিকে বানরগণকে
 প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বানরগণ চতু-
 র্দিকে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও বিভী-
 ষণকে দেখিতে পাইল না। ১২২—১৩৭।
 তৎপরে রাম শত্ৰু মুনিকে বলিলেন,—মুনি-
 বর! আপনি বিভীষণের সন্ধান বলিয়া
 দিন। শত্ৰু “আচ্ছা, দেখাইতেছি” এই
 বলিয়া রাম ও অন্তান্ত ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে
 লইয়া বিপ্রঘোষনামক এক গ্রামে গমন
 করিলেন এবং তথাকার ব্রাহ্মণগণকে সমা-
 র্পৃক্ষক বিভীষণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।
 তাঁহারা বিভীষণকে দেখাইলেন। তাঁহারা
 দেখিলেন, রাক্ষস বিভীষণ ভূমধ্যবর্তী এক
 গৃহমধ্যে বহুতর শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিয়া-
 ছেন। অনন্তর রাম তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বিপ্রগণ! বিভীষণ
 কি কারণে বদ্ধ হইলেন? তাঁহারা উত্তর
 করিলেন,—বিভীষণ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন,
 এই স্থানে অতি ধার্মিক বর্ষায়ান্ ক্রুশদেহ
 বুদ্ধব্রাহ্মণ নামে এক ব্রাহ্মণ এক নির্জন
 উপবনে তপস্বী করিতেছিলেন, বিভীষণ
 তথায় গিয়া সেই ব্রাহ্মণকে পদদলিত করিয়া-
 ছিলেন, বিভীষণের পদপেষণে ব্রাহ্মণ মৃত্যু-
 মুখে পতিত হওয়ায়, বিভীষণ তথা হইতে
 এক পদও চলিতে সমর্থ হয় নাই; ব্রহ্মহত্যা-

অশান্তিস্থিতিতে হুট্টো ন মমার বধৈরপি ।
 অতো রাম বধিষ্টেনং পাপাঙ্কানং বুযীভব ।
 রামঃ সংশয়মাপনো বিপ্রানিদম্বাচ হ । ১৪৪
 ঐরাম উবাচ ।

বরঃ মমৈব মরণং মন্তুকো হস্ততে কথম্ ।
 রাজ্যাম্যুর্ধ্বয়া দন্তঃ তথৈব স ভবিষ্যতি ॥১৪৫
 ভৃত্যাপরাধে সর্বত্র স্বামিনো দণ্ড ইবাতে ।
 রামবাক্যং শ্রুজঃ শ্রু হা বিশ্বয়াদিদমক্রবন্ ।
 দিজা উচুঃ ।

ন পটুবন্ধমরণং ভো রাম মুনিসম্ভতম্ ।
 বসিষ্ঠাদিনুনীশ্রেণৈর্কিচারণ কুরু বন্ধিতম্ । ৪৭
 রামপুত্রী মুনিবরঃ প্রায়শ্চিত্তমথোচিরে ।
 অজ্ঞানব্রহ্মহত্যা তু প্রায়শ্চিত্তৈরপোহতে ।

পাপে তাহার গতিরোধ হইয়াছে । আমরা সেই হুট্ট রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত বহু প্রহার করিয়াছি, কিন্তু হুট্ট পাপিষ্ঠ কিছুতেই মরে নাই; অতএব হে রাম! আপনি এই পাপাঙ্কাকে বধ করিয়া ধর্মরক্ষা করুন। রামচন্দ্র বিভীষণকে মারিবেন কিনা, স্থির করিতে না পারিয়া সংশয়াকুল হইয়া ব্রাহ্মণ দিগকে বলিলেন। ঐরাম कहিলেন,— বরঃ আমি মরিতে পারি, আমার ভক্তকে কিরূপে বধ করিব। আর এক কথা, আমি ইহাকে রাজ্য এবং অমরত্ব প্রদান করিয়াছি, সুতরাং মারিলেও ত মরিবে না। সর্বত্র ভৃত্যের অপরাধে প্রভুই দণ্ডনীয়; কারণ প্রভুর দোষেই ভৃত্য অস্তায় কর্ম করে। তাহা হইলে ত আমার নিজেরই দণ্ডগ্রহণ করা উচিত। রামের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,— ভো রাম! এইরূপ বন্ধ অবস্থায় থাকিয়া মৃত হওয়া (প্রাপ্ত্যাগ না হইলেও মৃতপ্রায় হইয়া থাকা) মুনিদিগের সম্মত নহে; অতএব বাহাতে বিভীষণের হিত হয়, বশিষ্ঠাদি প্রধান মুনিগণের সহিত বিচার করিয়া তাহা করুন। অনন্তর রাম জিজ্ঞাসা করিলে, প্রধান প্রধান মুনিগণ প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব

ইয়মজ্ঞানতো হত্যা প্রায়শ্চিত্তমপেকতে ।
 গবাঞ্চ ত্রিশতং যষ্টিং দদাতু স বিভীষণঃ ।
 বন্ধকাশ্চাপি তে বিপ্রান্তথেষ্টাচুঃ পরম্পরম্ ।
 মোচয়িষ্যাম তজ্জন্মঃ প্রায়শ্চিত্তং করোতু সঃ ।
 বিমুচ্য রাক্ষসঃ বিপ্রা রাঘবায় ভবেদয়ন ।
 রামোহপি নাতিভাষেত্তঃ প্রাদলিকমভাষত ।
 নান্বা পৃষ্টা মুনীন্ ক্রুদ্ধান প্রায়শ্চিত্তমন্তঃ পরম্
 দিগ্ভ্রামুতিতঃ পাপী মামুপৈষাতু রাক্ষসঃ ।
 শ্রুশ্বেতি রাঘববচো রাক্ষসঃ পাপসংবৃতঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তমুখিপ্ৰোক্তং কৃত্বা রামমথ্যভ্যাগাৎ ।
 প্রায়শ্চিত্তবিশুদ্ধাত্মা ননাম রঘুনন্দনম্ ।
 রামস্তঃ প্রহসন্ বাক্যমিদম হ সভান্তরে ॥১৪৪
 ঐরাম উবাচ ।

অদ্যপ্রভৃতি পৌলস্ত্য বিমুঞ্জ কুরু বন্ধিতম্ ।

করিয়া বলিলেন,—বিভীষণ অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তে এ পাপের শাস্তি হইতে পারে। এই অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যিক; অতএব বিভীষণ তিনশত যষ্টি গোদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করুক। যে সকল ব্রাহ্মণ বিভীষণকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে একবাঞ্চে বলিলেন,— বিভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করুক, তাহা হইলে আমরা উৎসাহে ছাড়িয়া দিব। ১৪৮—১৫০। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া রামকে নিবেদন করিলেন। রাম বিভীষণকে সাক্ষাৎসদৃশে কিছু না বলিয়া তদীয় সহচরকে বলিলেন,—পাপিষ্ঠ রাক্ষস অমানন্তর ক্রুদ্ধ মুনিগণের অল্পমতি গ্রহণপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমার নিকটে আগমন করুক। পাপমুক্ত রাক্ষস বিভীষণ রামের বাক্য শ্রবণানন্তর মুনিগণ-কথিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া রামসমীপে গমন করিলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা সেই বিভীষণ, রঘুনন্দনকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাম সভামধ্যে সহাস্তবদনে তাঁহাকে বলিলেন। রাম বলিলেন,—পুলস্ত্যানন্দন! আমি তোমার

অস্বাকং বৎকতে রক্ষঃ প্রয়াসোহয়মকৃত্বতঃ

কৃপালুর্ভব সর্কত্র তৃত্যো মম যতো ভবান্ ।

অথ তে মনঃ সর্কৈ ন্তিতার্থে রবুস্তমে ।

উচুয়স্বাকমজ্ঞানং কথং শীঘ্রমুপাগতম্ ॥ ১৫৬

শ্রীভুক্তবাচ ।

বিশ্রাবজ্ঞানতো বিপ্রা অজ্ঞানং না সমেয্যতি
ঋষয় উচুঃ ।

জ্যেষ্ঠায়ুগেছত্তিরামোহসৌ পুরাণানি চ কুৎসশঃ
দ্বাপরায়ন্তে ভারতঞ্চ কথমেতন্নি মুজ্যতে ॥ ১৫৮
সূত উবাচ ।

পুরাণানি তথাপ্যেবং সন্তি তন্সামকানি তু ।
ব্যাসৈরিতানি তত্শেব পুরাণানি চ নাভবা ।
অদ্যাণি চ বিধানং তৎপুরাণরূপেণ কলম্ ।
মহাভারতমপ্যত্র শকুনায় বিশিষ্যতে ॥ ১৬০

জ্ঞাত এত কষ্ট পাইলাম ; অতএব তুমি অন্য
হইতে এরূপ গর্হিত কর্ম আর কখনই করিও
না, যাহাতে আপনায় হিত হয়, এইরূপ কর্ম
কর । যে রাক্ষস ! তুমি আমার ভৃত্য,
অতএব তোমায় সাধুশীল হওয়া উচিত ;
তুমি সর্কত্র দয়ালু হইবে। রাম এইরূপে
পুরাণদ্বষ্ট শকুননির্ঘয় দ্বারা কাৰ্য্য সিদ্ধ করিলে
মুনিগণ শব্দকে কহিলেন,—আমাদিগের
ব্যটিতি এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন ?
শব্দ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ ! ব্রাহ্মণদিগকে
অবজ্ঞা করাত্তেই এ মোহ, উপস্থিত হইয়াছে ;
আর কখনই এরূপ মোহ হইবে না । ঋষি-
গণ বলিলেন,—সূত ! জ্যেষ্ঠায়ুগে রামায়ণ
এবং সমগ্র পুরাণ আর দ্বাপরযুগের শেষে
মহাভারত যথোক্ত ফলপ্রদ এই সকল
পুরাণাদির এরূপ ফলদানের যুক্তি কি ?
কেন এরূপ কললাভ হয় । ১৫১—১৫৮-
সূত কহিলেন,—পুরাণের মর্ম্মের কথা
কি বলিব, তন্ত্রনামে আরও কত পুরাণ
আছে, সমস্তই ব্যাস-বিরচিত, সে বিষয়ে
কোন সন্দেহ নাই । তন্ত্রপুরাণ জ্বপের
ফল এখনও সকলেই প্রাপ্ত হইতেছে ।
মহাভারতও শকুনজ্ঞান হইয়া থাকে ।

আদিপর্কৈকমত্যাৰ্জ্য নিরীকোক্তে বিনিশ্চয়ম্ ।

অথবা সর্কপর্কীণি প্রশস্তান্তথনির্ণয়ে ॥ ১৬১

শ্লোকাদিলক্ষণং সর্কত্র পুরীকোক্তং ত্দিহাণি তু

শ্লোকানামথযাদে কস্তাৎপর্য্যাদথবাপরঃ ॥ ১৬২

অর্থঃ সম্ভ্রতিপদ্যেত তাতংপর্য্যং ত্জ্ঞে গৃহ্যতে ।

অর্থাৎদেব হি সর্কত্র বস্তুদেহে নিরূপণম্ ॥ ১৬৩

যত্রার্থো দৃশ্যতে তত্র স ধাতুঃ সমুদাহৃতঃ ।

অত্রার্থাদেব শব্দানাং ন মিথ্যেব নিরূপণম্ ।

তস্মাৎ সর্কত্র তাতংপর্য্যং গ্রহীতব্যং মনৌষিভিঃ

ইতি শ্রীপাদ্যে পাতালখণ্ডে শকুনজ্ঞানে

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঃ অধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

অতঃ পরং মহাভাগ কিং চকার স রাঘবঃ ।

মুনয়ন্তে মহাশ্বানঃ কিমকুরীংস্ততঃ পরম্ ॥ ১

এক আদিপর্কই পূজা করিলে তাহা হইতে
শুভাশুভ নিরূপণ করা যাইতে পারে ।
অথবা সকল পর্কই শুভাশুভ-নিরূপণে
প্রশস্ত । পূর্বে পুরাণ-শ্লোকাদিতে যে যে
লক্ষণ কথিত হইয়াছে ; এই মহাভারতের
শ্লোকেও সেই সকল লক্ষণ সমস্তই আছে ;
অথচযাত্র শ্লোকের এবরূপ অর্থের প্রতীতি
হয় ; আবার তৎপর্য্যে তাহার অন্তরূপ অর্থ
হইয়া থাকে । তন্মধ্যে তাৎপর্য্যার্থই গ্রাহ্য ।
তাৎপর্য্যার্থেই সর্কত্র বস্তু প্রভৃতির নিরূপণ
হইয়া থাকে । যাহাতে অর্থ প্রকাশ হইয়া
থাকে, তাহার মূলে ধাতু বিদ্যমান । এই
তাৎপর্য্যার্থ হইতে বস্তু-নিরূপণ কোথাও
বৃথা হয় না । অতএব মনৌষিগণ সর্কত্র
তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন । ১৫২—১৬৪ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত !
অতঃপর শ্রীঃম এবং মংগ্গা মুনিগণ কি

সূত্র উবাচ ।

স্নানচন্দ্রে সূখানীনে বিভীষণকপীথরে ।
 শঙ্কুচূর্ণনিবরাঃ কথ্যং পুণ্যং বদন্ত নঃ ॥ ২
 তেষামাকর্ষ্য তদ্বাক্যং পার্শ্বভৌমঃ শঙ্করঃ ।
 ইদং কস্তাপ বিপ্রস্ত গৃহং পশ্চিমশোভনম্ ।
 বয়োপবনবাপীভিক্ষিকৃদন্তিকপশোভিতম্ ॥ ৩
 কৃষ্ণমধুরং গ্যাং হ্যাহ তকুসুমায়ুসম্ ॥ ৪
 মধ্যাহ্নে গ্যাং আরোচ্যমি ব সূর্য্যঃ প্রবর্ততে ।
 গচ্ছ বাপীজলস্নাতৌ পরিধায় সূবাসসী ॥ ৫
 যুগনাভিসমুদ্বৃষ্ট-ঘনসারসুচন্দনম্ ।
 আলিপ্য শল্পকৌদামগুঢ়শ্লিঙ্গসায়ুতো ।
 অনল্পঘনসারং তু ভাস্বলং প্রতিখাদিতম্ ।
 আখ্যায় মাদ্যমুদিতৌ যত্র ধারাগৃহে শুভে ॥ ৬
 ময়ূহনাদবহলে বহির্স্থধুরগীতকৈঃ ।
 শয্যায়াস্বাত্ত্যাক্ষ পরস্পরমুখস্থিতৌ ॥ ৮

করিয়াছিলেন? সূত্র বলিলেন—বিভীষণ ও বানরগণের প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সূখানীনে হইলে মূনিবরণ শঙ্কুকে কহিলেন,—আপনি আমাদিগের নিকট পুণ্য কথাসকল কৌর্জন করুন। তখন মূনিবেশধারী শঙ্কর মূনিগণের তদ্বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পার্শ্বভৌকে কহিলেন,—এই দেখ, কোন দ্বিজবরের পরম সুন্দর ভবন দৃষ্ট হইতেছে। দেখ, রম্য উপবন, বাপী ও বিবিধ লতাসমূহে উহা কেমন শোভিত হইয়াছে। ঐ স্থানে মধুর সকল গন্ধগুণ শব্দে যেন মদনদেবকে আহ্বান করিতেছে। দেখ, সম্প্রতি সূর্য্য-দেবও যেন মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন; অন্তএব চল, আমরা এক্ষণে ঐ সরোবরজলে অবগাহনাঙ্কে মনোহর বসনযুগ্ম পরিধান এবং সর্বাঙ্গে যুগনাভি ও কপূরবিমিশ্রিত উৎকৃষ্ট চন্দন লেপনপূর্ব্বক শল্পকৌদামে কেশপাশ শুষ্কিত করিব; পরে পরস্পর চক্ষিত কপূর-পূর্ণ ভাস্বল আখাদনপূর্ব্বক অতীব স্তম্ভাস্ত-করণে বহির্ভাগস্থিত ময়ূহরণের সুমধুর কেঁকারবে পূর্ণ ঐ উদ্যানস্থ মনোহর ধারা-

বিশালস্নিহরকোষ্ঠমাননঃ চুখিতং যদি ।
 সংসারকলমাত্রাতমাবয়োস্ত ভবিষ্যতি ॥ ৯
 ইতীরিতমথ ঋত্বা কুপিতা মুনয়স্ত তম্ ॥
 উক্তবস্তঃ শুভং বাক্যমস্মানু কিমিদং স্বয়া ॥ ১০
 প্রবলেয়ঃ প্রিয়াশক্তিঃ কৃত্য নো মদচঃ কৃতম্ ॥
 অথ কোপপরাক্ষোত্তোরাননাং পরমাজুতা ।
 জ্বালা বিনির্গতা সাপি কমালবদনাভবৎ ॥ ১২
 কস্তচিত্তে মূনের্ভাঃধ্যামাসাদাথ সত্তরম্ ।
 পলায়নপর্য্য চাসৌদ্রামঃ দৃষ্ট্বা চ বিভ্যতী ॥ ১৩
 রামোহপি ভ্রামণীঃ শুদ্ধাং মোচয়ামীত্যাত্মত
 জগাম পুস্পকেনৈব ত্রবমুক্তিং পুনঃপুনঃ ।
 বাণঞ্চ ধনুযা যোক্তুং ন চ সস্মার স্নানবঃ ॥
 শঙ্করপ্যাতিপুণ্যানি বনাস্তায়তনানি চ ।
 পুরাণি চ বিচিহ্নাণি দৃষ্ট্বা স্নানং ন চাস্মরৎ ॥

গৃহের মধ্যে আচ্ছত শয্যার উপরিভাগে পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করত অবস্থিতি করি। ঐদং হাশ্বে-বিকসিত রক্তবর্ণ-ওষ্ঠ-কুচিত মুখ-মণ্ডল যদি চূষন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদিগের সংসারকল উপভুক্ত হইবে। শঙ্কর এবং বিধ বচনবলীশ্রবণে মূনিগণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ হিত-বাক্য বলিলেন,—আমাদিগের নিকটে আপনি এ কি বলিতেছেন? আপনার প্রিয়াসক্তি অতি প্রবল হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের বাক্য রক্ষা করিতেছেন না। এতদ্বাক্য শ্রবণে শঙ্কু ক্রুদ্ধ হইলে পর, তদীয় মুখমণ্ডল হইতে পরমাজুত জ্বালা নির্গত হইল এবং তাহা এক কমালবদনা রমণী-মূর্ত্তি ধারণ করিল। ১—১২। অনন্তর অতি স্মিতভাবে কোন মূনিবরের ভাষণকে লইয়া সম্মুখে শ্রীরামকে অবলোকনপূর্ব্বক সত্তরচন্দ্রে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন শ্রীরামচন্দ্রও ‘‘আমি শুদ্ধা-চারিণী ভ্রামণীকে মোচন করিতেছি’’ পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া পুস্পকারোহণে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ব্যস্ততা-বশতঃ ধ্বস্তে শরসন্ধান করিতে বিস্মৃত

কখনে চ তদা প্রাপ্তৌ লোকালোকং মহা-
গিরিম্ ।
দৃষ্ট্বাথ রাঘবঃ শৈলং গৃহমার্গসমাকুলম্ ॥
বিপ্রবোষিষ্যহাভাগাঃ ক গতা বদত দ্বিজাঃ ॥
ইতৌ গতেতি তে শ্রোচুস্তমোভাগংগিরেরিতি
রামো বিবর্ণবদনঃ কষ্টমিভ্যভিচিস্তয়ন ॥ ১৮
অথ শঙ্কুর্নহাতেজাঃ প্রকাশমতুলঃ দর্শৌ ।
তৎপ্রকাশপ্রভাবেণ রামঃ কৃত্যাং যথাবহু ॥
তমোময়ী মহাত্মিঃ সর্বজন্তুবিবর্জিতা ।
আত্মকাণ্ডকটাহাস্তা শতযোজনকোটিতঃ ॥ ২০
মহারজতত্বমিশ্র তমোমধ্যে ব্যবস্থিতা ।
তত্র নারায়ণপুরং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম ।
সরাসমূর্নিবর্ধ্যাত্ত তং দৃষ্টা বিস্ময়ং যয়ুঃ ॥ ২২
কিমতদতিতি চাচিস্ত্য নঃ প্রবেশঃ কথং ভবেৎ

হইলেন। শঙ্কুও অনুগমন করত অতি
পবিত্র বন, আয়তন ও বিচিত্রপূরনিচয় সম্প-
র্শন করিয়া “শ্রীরাম যে কে” তাহা আর
ভাঁহার স্মরণ রহিল না। অনন্তর শ্রীরাম-
চন্দ্র কখনমধ্যেই লোকালোকনামক মহা-
গিরিতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায়
অসংখ্য গৃহ ও মার্গদর্শনে মুনিগণকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগ দ্বিজগণ!
সেই ব্রাহ্মণী কোনদিকে যাইলেন, বলুন।
তখন ভাঁহার বলিলেন, পর্বতের এই অঙ্ক-
কারময় ভাগের দিকে গিয়াছেন, তৎপ্রবেণে
শ্রীরামচন্দ্র অতি কষ্টের বিষয় বিবেচনা
করিয়া ম্লানমুখ হইলেন। অনন্তর ভগবান
শঙ্কু, অতুল তেজঃপ্রকাশ করিলেন, শ্রীরাম-
চন্দ্রও সেই আলোকপ্রভাবে কৃত্যার অনু-
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহার প্রান্তভাগ
ব্রহ্মাণ্ডকটাহে সংলগ্ন এবং বিস্তার শত শত
কোটি যোজন পরিমিত, সেই তমোময়ী
মহাত্মিতে কোন প্রকাণ্ডই অপর উক্ত নাই,
সেই অঙ্ককারময় স্থানমধ্যে মহারজতত্বমি
অবস্থিত এবং তন্মধ্যে নারায়ণের কোটি
কোটি সূর্য্যময় তেজোময় পরম ধাম বিরাজ
করিতেছে। শ্রীরামসম্বন্ধিত সমুদয় মূনি-

কিমেষ প্রলয়াগ্নিঃ স্ত্রায়ায়য়া পতমাখনঃ ।
কিংবা নো মরণং ত্বদ্য উত শ্রেয়ো ভবিষ্যতি
ইতি চিন্তাকুলেষেব সরামেষু মুনিষু ॥
শঙ্কুরাহ শৃংখাদ্য রাঘবৈতদ্বদামি তে ॥ ২৪
প্রকল্পিতা ময়া মায়া ন কৃত্যা চৈতদঙ্কুতম্ ।
নারায়ণীয়েমেতন্তু পরমং ধাম ভ্রান্তম্ ॥ ২৫
উৎকীর্ণাদ্যবিচ্ছেদ্যং জ্ঞানগম্যং ন চানুযম্ ।
তন্তু পূজয়তশ্চোর্ধ্বঃ পশু ব্রহ্মপুরোগমান্ ॥ ২৬
দিস্মু সর্বাশু চ মুনীন পশু পূজয়তেহমলান্ ।
চতুরঃ পশু বেদাংস্ত স্ববতঃ পরমং পদম্ ॥ ২৭
যোগিনঃ সনকাদ্যাত্ত যোগামাশ্রায় যত্নতঃ ।
ধ্যায়ন্তি পরমং তেজস্তুদ্বিদং পশু রাঘবঃ ॥ ২৮
অমুঞ্চ রোমশং পশু প্রদক্ষিণনমস্তিধাঃ ॥
কুরূষণং কোটিকোটিশ বালখিল্যানুনীশরান্ ॥

গণই সেই স্থান দর্শনে বিস্ময়াধিত হইলেন,
এবং “এ কি! কিরূপে আমরা ইহার মধ্যে
প্রবেশ করিব, পরমাত্মার মায়ায় ইহা কি
প্রলয়াগ্নি উপস্থিত হইল। অথবা আজ
আমাদিগের মরণ উপস্থিত! কিংবা ইহাতে
আমাদিগের মঙ্গলই হইবে” এইরূপ চিন্তা
করিতে লাগিলেন। ১৩—২৩। শ্রীরামসহ সেই
মুনিগণ এইরূপ চিন্তাকুল হইলে তগবান শঙ্কু
বলিলেন,—রাঘব! শুভুন আমি এক্ষণে
ইহার বিষয় আপনাকে বলিতেছি। আমি
মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, সেই রমণী কৃত্যা নহে,
এই তেজোময় স্থান ভগবান নারায়ণের
পরম ধাম বুলিয়া প্রসিদ্ধ। চর্ধ্যক্ষে ইহা
দৃষ্ট হয় না, ইহা কেবল জ্ঞানগম্য এবং
শীতোষ্ণাদি দ্বারা অবিচ্ছেদ্য। দেখ, উর্ধ্ব-
ভাগে ব্রহ্মাদিদেবগণ অবাচ্ছত থাকিয়া সেই
ব্রহ্মের পূজা করিতেছেন। দেখ, সর্বাধিকে
বিমলচেতা মুনিগণ ভাঁহার অর্চনা করি
তেছে এবং বেদচতুষ্টিয় সেই পরমপদের
স্বব করিতেছে। হে রাঘব! আরও
দেখ, সনকাদি যোগিগণ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক
সযত্নে সেই পরম তেজের ধ্যান করিতেছেন
এবং দেখ রোমশ মূনি ও বালখিল্য মূনিষর-

লক্ষ্মাদিসর্ববিনিতা-পূজ্যমানং পরং পদম্ ।
 সাকারক নিরাকারং ব্রহ্ম যৎপরিবকীর্ষিতম্ ॥
 অজ্ঞানিনো ন পশন্তি পশন্তি জ্ঞানচক্ষুযঃ ॥ ৩০
 শত্ৰুবাধ্যাদতঃ সর্বে পূজয়া মানুয়চ্যুতম্ ।
 গিত্তিকণীক তুলসী শলকং মারুতং তথা ॥ ৩১
 নীলোৎপলৈরনুজৈশ্চ কৃষ্ণানুটজলৈরপি ।
 পূজয়ন্তো মহাত্মানো মহাত্মানং জনাৰ্দ্দিনম্ ॥ ৩২
 নারদং খেহথ দদৃশুর্জটিলং সবিপক্ষিকণ্ ।
 নারায়ণপদাঘোষং লক্ষকূর্চোপবীতিনম্ ॥ ৩৩
 স চাপি মনসা দধৌ ক এষ ইতি নারদঃ ॥ ৩৪
 সম্পদ্যাতঃ প্রভেদঃ পাদে শঙ্কোরানন্দনিব'রৈ
 শৈবী পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং জজ্ঞাপ মনসা মুনিঃ
 ধস্তোহস্ম্যমুগ্ধীতোহস্মি জগ্নাদ্য সকলং মম

ব্রহ্মাদিবন্দ্যং চাগম্যং জ্ঞাতবানস্মি ত্তে পদম্
 নারদং তমথ ব্রাহ্ম শত্ৰুর্শেবং বদন্তি হি ।
 যথা চ মাং ন জানন্তি তথা মে কুরু বর্জনম্ ॥
 গচ্ছ শীঘ্রং হরিরং ক্রহি মগামনমন্নতঃ ॥ ৩৭
 অথ স স্বরয়া গঙ্গা সর্বং বাজ্ঞাপয়ঙ্করম্ ।
 অথ স স্বরয়া বিষ্ণুরাদাঘাঘোদকং শুভম্ ॥
 কমলাসহিতো যোগি-কোটিকোটিসমাবৃতঃ ॥
 নির্ঘয়ো নারদং হস্তে গৃহীত্বা গুরুভক্ষজঃ ॥ ৩৯
 নমো নমো নমোহস্ত্যৈ শঙ্করাত্তেত্বাদীরয়ন ।
 অর্ঘ্যপাদ্যাদিনা সর্বান পূজয়াস কেশবঃ ॥
 প্রাবেশয়দমেয়াত্মা নারায়ণপুরং শুভম্ ।
 গৃহরাজে ততঃ স্থিত্বা নারায়ণ উবাচ হ ॥ ৪১
 নারায়ণ উবাচ ।

গণ কোটি কোটিবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-
 পুরঃসর নমস্কার করিতেছেন । সেই পরম
 বস্তু সাকাররূপে কমলাপ্রভৃতি বিনিতাগণ
 কর্তৃক পূজ্যমান এবং নিরাকাররূপে ব্রহ্ম
 নামে পরিবর্তিত হন । অজ্ঞানী মানবাদি
 তাঁহাকে দেখিতে পায় না, যাহাদিগের জ্ঞান-
 নেত্র উন্মীলিত হয়, তাহারাই তাঁহার সাক্ষাৎ
 কার লাভ করিয়া থাকে । শত্ৰুর এতদাক্য
 শ্রবণানন্তর সকলেই ভগবান্ অচ্যুতকে
 পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই
 মহাত্মা সকল শ্রেষ্ঠ অপরাঙ্গিতা, তুলসী ও
 নীলোৎপল প্রভৃতি দ্বারা মহাত্মা জনাৰ্দ্দিনকে
 পূজা করিতে করিতে গগনাজনে নারদকে
 দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন, তাঁহার মস্তকে
 জটাজাল, হস্তে বীণা, কটিতে লক্ষকূর্চ ও
 ক্ষুদ্রদেশে যজ্ঞোপবীত বিরাজ করিতেছে
 এবং তিনি নারায়ণের ক্ষীচরণারবিন্দবিষয়ে
 গান করিতেছেন । অনন্তর সেই মহামুনি
 নারদও “ইনি কে ?” মনোমধ্যে এইরূপ
 চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে আনন্দরসের
 নিব'রনরূপ শ্রেষ্ঠ শত্ৰুর চরণে প তত হইয়া
 মনে মনে পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র জপ করিতে
 লাগিলেন । অনন্তর বলিলেন,—আমি
 আজ ধস্ত ও অমুগ্ধীত হইলাম, আজ

কথমেতে সমায়াতাঃ কোহয়ং রাজা মহাশযাঃ
 অমাত্মস্বপ্রবেশোহয়ং ব্রহ্মাদৈরপ্যাগোচরঃ ॥ ৪২

আমার জন্ম একল হইল, কারণ আজ আমি
 ভবদীর্ঘ ব্রহ্মাদিবন্দ্য দুর্লভ চরণারবিন্দ সন্দ-
 র্শন করিতে পাইলাম । পরে ভগবান্ শত্ৰু
 নারদকে কহিলেন, এরূপ বলও না, এক্ষণে
 আমার সম্বন্ধে একরূপ কর, যাহাতে ইঁহারা
 আমাকে না জানিতে পারেন । শীঘ্র ভগ-
 বান্ হরির সান্নিধ্যানে গমনপূর্বক সংক্ষেপে
 আমার আগমনবার্তা তাঁহাকে নিবেদন
 কর । তৎপরে নারদ স্বরায় গমনপূর্বক
 ভগবান্ হরিকে সমুদয় বিষয় জ্ঞাপন করিলে
 কমলাসহ আসীন কোটি কোটি যোগিগণে
 পরিবৃত গুরুভক্ষজ ভগবান্ বিষ্ণু, তৎক্ষণাৎ
 শুভ অর্ঘ্যোদক লইয়া নারদের হস্তধারণ
 করত নির্গত হইলেন । ২৪—৩৯ । অন-
 ন্তর কেশব; “নমো নমঃ শঙ্করায়” এই কথা
 বলিয়া অর্ঘ্য পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে এবং
 অস্ত্রাস্ত্র সকলকেই যথাযোগ্য পূজা করি-
 লেন । পরে অমেয়াত্মা নারায়ণ, নিজ শুভ
 পুরমধ্যে ভগবান্ শত্ৰুকে প্রবেশ করাই-
 লেন, এবং পরমোক্তম নিজভবনে অবস্থান-
 পূর্বক কহিলেন,—ইঁারা কি হেতু এখানে
 আসিয়াছেন ? এই মহাশযা রাজাই বা

শঙ্করবাচ ।

মুনিবেষা যথা প্রাপ্তা বয়মতে নৃপত্ত্বা ।
 ভবংশো নৃপতিশ্চায়ং রামচন্দ্রে প্রতাপবান্ ॥
 এনং সংযোক্তুং পত্নীং তব কেশব কা কতি
 নারায়ণস্তথেষ্টুঃ প্রাবিশেত্যাহ রাঘবম্ ॥৪৪
 অথ প্রবিশ্চ ভবনং লক্ষ্মাং বীক্ষ্য নমস্ত চ ।
 বিনয়্যাবনতো জুহা বাক্যমাহ সুচারিণীম্ ॥৪৫
 শ্রীরাম উবাচ ।

কৃতার্থোহস্মি ন সন্দেহো বদ স্বং কিম্
 মন্তসে ॥ ৪৬

শ্রীদেব্যাবাচ ।

স্বং যুবা কামকৃষ্ণচ রূপবানসি রাঘব ।
 সীতা সা চাক্রসর্বাঙ্গী তব পত্নী তয়া ভবান্ ॥
 বিশ্বক্লেহসি পুরা বাসীদতীৰ বিরহাকুলঃ ।
 মমাপি বদ সর্গঃ তদধবা ন চ লপ্যসি ॥ ৪৮

কে? এ স্থানে ত কোন মন্তব্যই প্রবেশ
 করিতে পারে না, এস্থান ব্রহ্মাদিগণও অগো-
 চর । নারায়ণের এতদ্বাক্য শ্রবণে শঙ্ক
 করিলেন,—মুনিবেষধারী আমরা যেরূপে
 আসিয়াছি, এই নৃপতিও সেইরূপে আসিয়া-
 ছেন; এই প্রতাপবান্ নৃপতি রামচন্দ্রে ত
 আপনারই অংশ, অতএব হে কেশব! ইনি
 তবদীয় পত্নী কমলাকে নিরীক্ষণ করায় কি
 কতি? এতৎশ্রবণে ভগবান্ নারায়ণ,
 তথাস্ত বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে কহিলেন,—
 গুহ্যভ্যন্তরে প্রবেশ কর । ৪০—৪৪ । অন-
 তর শ্রীরামচন্দ্রে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কম-
 লাকে অবলোকনপূর্বক বিনয়নম্রভাবে নম-
 স্কার করিয়া এই কথা বলিলেন,—দেবি!
 আমি যে আজ কৃতার্থ হইলাম, তাহাতে
 আর সন্দেহ নাই । এক্ষণে আমার সম্বন্ধে
 আপনি কি বিবেচনা করেন, বলুন । দেবী
 বলিলেন,—রাঘব! তুমি রূপবান্ যুবা
 পুরুষ ও কামবশীকৃত, তদীয় পত্নী সীতাও
 পরম রূপ-লাবণ্যবতী । পূর্বে তুমি তাঁহার
 সহিত বিশ্বকৃত হইয়া অতীৰ বিরহাতুর হইয়া-
 ছিলে, এক্ষণে আমার সম্বন্ধেও সমুদয় বিষয়

সহাসান্তধ বাক্যানি যুনাং চিত্তহারপি চ ।
 জুহা তু তানি সর্বাণি রামস্তজো যতান্তবান্
 নির্গন্ত কাঙ্ক্ষতে তত্র যানম্য তদুখাঙ্কুশম্ ।
 স্মরণেনে পদ্যেন সম্পাদ্য রম্মশেধরম্ ॥ ৫০
 অস্মর নির্ঘয়ো দেবী পদ্মা পদ্মবনপ্রিয়া ।
 একপত্নীভ্রতং জ্ঞাত্বা রামং তে সমুপাগমম্ ॥৫১
 অথ বেপিতসর্বাঙ্গং স্বলংপদগতিং নৃপম্ ।
 শিবনারায়ণে দৃষ্ট্বা বিশ্বেদয়ং পরমং গতো ।
 অহোহস্ম দ্রুতিমা চিন্তে মারিনোহপ্যবশাস্তনঃ
 ধৈর্যং পশ্বেহ নিঘতং তেন রামঃ সুকীর্্তমান
 সর্গতঃ শিবমেবাস্ত নাশিবং বিদ্যাতে কচিং
 অথ রামো বচঃ প্রাহ গচ্ছেৎসংভগবন্ প্রভো
 অনুরক্তাতেহত্ব হরিণা পুস্পকেন স রাঘবঃ ।
 সমুনিঃ সহস্রভূশ সহনারায়ণো যবো ॥ ৫৫

বল, অথবা আমার বিষয় বুঝিতে পারিবে
 না । যুবকগণের চিত্তহারী এতদূশ সহাস্ত
 বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সংযতাত্মা শ্রীরাম-
 চন্দ্রে স্বীয় মুখ-কমল অবনত করিলেন,—
 এবং সে স্থান হইতে নির্গত হইতে অস্তি-
 লাবী হইলে পদ্মবনপ্রিয়া দেবী পদ্মা পদ্ম
 রূপ কামবাণে রঘুবরকে সম্পীড়িত করিয়া
 জননীর স্তায় তথা হইতে নির্গত হইলেন ।
 এদিকে তত্রত্য সকলে শ্রীরামচন্দ্রকে যথা-
 থই একপত্নীভ্রতধর জানিয়া তাঁহার নিকটে
 আগমন করিলেন । ৪৫—৫১ । অনন্তর
 লজ্জাবশে শ্রীরামের সর্বাঙ্গ কম্পিত ও পদ-
 ঞ্চলন হইতে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর ও
 নারায়ণ উভয়েই পরম বিশ্বম্বাবিষ্ট হইলেন ।
 তাঁহার্য ভাবিলেন, অহো! শ্রীরাম মায়-
 যীন হইলেও ইহার চিন্তের কি দৃঢ়তা!
 এবং প্রতিনিয়ত ইহার কি ধৈর্য দেখ!
 এই জন্তই ইনি অলৌকিক কৌর্্তমান,
 বস্তুতঃ এই নিমিত্তই ইহার সকল বিষয়েই
 মঙ্গল, কদাচ ইহার অকুশল নাই । অনন্তর
 রঘুবংশধর শ্রীরামচন্দ্রে, “হে প্রভো ভগবন!
 গমনে অনুরক্ত দিন” এই কথা বলিয়া হায়র
 অনুরক্তা গ্রহণপূর্বক পুস্পকবিমানাধিরোহণে

লোকালোকং গন্তঃ শীঘ্রং ততঃ স্বাদূর্দধিঃ গন্তঃ ।
 ততোঃ দ্বীপসমুদ্রাংশ্চ জম্বুদ্বীপং পুনর্গতঃ । ৫৬
 ভরদ্বাজাশ্রমপদে ভস্থিবান গৌতমীতটে ।
 অথ নান্বা মহানদ্যাং ভরদ্বাজো মুনীশ্বরঃ ।
 শিষ্যৈঃ পরিবৃত্তঃ স্ত্রীমান্ পুষ্পকং দৃষ্টবান্মুনিঃ
 তত্র রামঃ মহাশাহুঃ শিবনারায়ণায়ুযীন ॥ ৫৮
 বধাবৎপূজয়িত্বা তু ভাস্ববাচ মহামুনিঃ ।
 মমাস্রমপদে বৃষং ভোক্তুমর্হথ সন্তমঃ ॥ ৫৯
 স্নানম্ মুনিবাক্যেন তথেষত্যাং কথঞ্চন ।
 অথ নান্বা মহানদ্যাং কৃশ্বা দেবাদিতর্পণম্ ।
 ভোক্তুকামং তথা স্বামং বশিষ্ঠো বাক্যমুক্তবান
 ধর্ম্মত্যাগো তথেষদ্রাম ন শ্রাদ্ধং ক্রিয়তে যদি ।
 রাম উবাচ ।
 অমায়াং গ্রহণে তীর্থে ব্যাতীপাতে চ সংক্রমে
 ব্যাতীতং যদি চেচ্ছাদ্ধং ভগবন ক্রিয়তে পুনঃ

নিত্যশ্রাদ্ধং পুনর্দৈব কুর্ধ্যাদিতি বচন্তব ।
 বধা মমৈব মাতৃগাং মরণে সমুপস্থিতে ॥ ৬৩
 অশৌচে চ সমায়াতে নিত্যশ্রাদ্ধং নবৈ কৃতম্
 ব্যাতীপাতাদিকালেষু কৃতং বচনাস্তব ॥ ৬৪
 বসিষ্ঠ উবাচ ।
 এতে হি মুনয়ঃ সর্ষে তথা শত্ভুরমৃং দ্বিজঃ ।
 এতন্মুখাদশেষেণ নির্ণয়ন্ত ভাবয়ন্তি ॥ ৬৫
 সহ সর্ষে বিনিশ্চিত্য মুনয়ঃ শত্ভুমক্রবন ।
 বদাম্মাকমশেষং ত্বং দ্বিজবর্ষা মহানসি ॥ ৬৬
 শত্ভুকবাচ ।
 ত্যক্তব্যং যচ্চ বৈ শ্রাদ্ধং পুনঃ কার্যমর্হথ চ
 স্মৃতকে সমমুপ্রাপ্তে বিয়েষু চ বদাম্যহম্ ॥ ৬৭
 মাসিকান্নস্নানকুন্ডানি শ্রাদ্ধানি প্রসবেষু চ ।
 প্রতিসংবৎসরং শ্রাদ্ধং স্মৃতকানন্তরং বিত্বঃ ॥ ৬৮

মুনিগণ, শত্ভু ও নারায়ণের সহিত তথা
 হইতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ত্রয়য়
 পুনরায় লোকালোক গিরিতে উপস্থিত
 হইলেন, পরে ক্রমে ক্ষীরোদসাগর, বহুল
 দ্বীপ ও লবণসমুদ্রে অতিক্রম করিয়া পুন-
 র্কার জম্বুদ্বীপে আগমন করিলেন।
 অন্তঃপর ভরদ্বাজমুনির আশ্রমপ্রদেশে
 গৌতমীনদীতটে অবস্থিত আছেন, এমত
 সময়ে বহুল শিষ্যমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত মুনিবর
 স্ত্রীমান ভরদ্বাজ, সেই মহানদীতে স্নানাব-
 সানে পুষ্পক রথ দেখিতে পাইলেন। পরে
 সেই মুনিবর, মহাশাহু রামচন্দ্র ভগবান হরি-
 হর এবং মুনিগণকে বধাবধি পূজা করিয়া
 কহিলেন,—হে সন্তমগণ! অদ্য মদীয়
 আশ্রমে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিতে
 হইবে। ৫২—৫৯। তখন স্ত্রীরামচন্দ্র
 মুনিবরের বাক্যামুস্ম্যে তথাস্থ বসিয়া
 নদীতে স্নানান্তে দেবাদিতর্পণ সমাপনপূর্বক
 যেমন ভোজনাভিলাষী হইলেন, অমনি
 বশিষ্ঠ বলিলেন,—যদি শ্রাদ্ধ না কর, তাহা
 হইলে ধর্ম্মত্যাগী হইতে হইবে। তৎ-
 ক্রমে স্ত্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—ভগবন!

আপনি ত বলিয়াছিলেন যে, অমাবস্তা,
 গ্রহণ, তীর্থ, ব্যাতীপাত যোগ ও সংক্রম-
 কালে কর্তব্য শ্রাদ্ধ যদি পতিত হয়, তাহা
 পুনরায় করিতে হইবে, কিন্তু নিত্য শ্রাদ্ধ
 পতিত হইলে আর কর্তব্য নহে; ইহার
 নিদর্শন ত আমার মাতৃগণের মরণ জন্ত
 অশৌচ হইলে, যে নিত্য শ্রাদ্ধ পতিত হইয়া-
 ছিল, তাহা ত আর কারি নাই, কিন্তু ব্যাতী-
 পাতাদিকালে যে সকল শ্রাদ্ধ করা হয় নাই,
 তাহাই ত আপনার বাক্যানুসারে করিয়া-
 ছিলাম। এতৎ শ্রবণে বসিষ্ঠ বলিলেন,—
 ভাল, এই সকল মুনিগণ রহিয়াছেন এবং
 দ্বিজবর শত্ভুও উপস্থিত আছেন। ইহারই
 মুখে সম্যক্রূপে এবিষয়ের নির্ণয় হইবে।
 তখন তত্রত্য সমুদয় মুনিগণ মিলিত হইয়া
 বিবেচনাপূর্বক শত্ভুকে কহিলেন,—হে দ্বিজ-
 বর! আপনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান, এজন্য
 আপনি আমাদিগকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত
 বলুন। শত্ভু বলিলেন,—সাধারণতঃ যে
 শ্রাদ্ধই না করা হয়, তাহাই পুনরায় কর্তব্য,
 তন্মধ্যে অশৌচ বা কৃত প্রতুতি বির উপ-
 স্থিত হইলে যেরূপ বিধান আছে, তাহি
 বলিতেছি। মাসিক উপকৃত শ্রাদ্ধ, অশৌচ

স্বাস্থ্যকামানি যাবন্তি স্মৃতকৈ বিস্ময়স্তবে ।
 অনন্তরং হি কার্ধ্যাণি সর্বাণি চ ন সংশয়ঃ ॥
 মাসিকানি সমন্তানি শ্রাদ্ধং প্রত্যাদিকং তথা ।
 স্মৃতকানন্তরং কার্ধ্যং বিরেহস্তশ্চিন্ যতো-
 হস্তথা ॥ ৭০
 একাদশ্যাঃ কৃষ্ণং কৈ কর্তব্যং শুভমিচ্ছতা ।
 তত্র ব্যতিক্রমে হেতাবমায়াং ক্রিয়তে তু তৎ
 যথোক্তয়দিনেষেব কর্তব্যং যদি বিস্মৃতঃ ।
 কৃষ্ণকৈ অমায়াস্ত কর্তব্যং রাম নো কৃতম্ ।
 মৃতাহস্ত যদা মাসো ন জ্ঞায়ত কথঞ্চন ।
 মার্গশীর্ষেহথবা মাষে শ্রাদ্ধং তদ্বিবসে স্মৃতম্ ॥
 যদা তু বাসরাজ্ঞানং মাসজ্ঞানমর্থেষ চ ।
 অমায়ামেব তন্মাসে শ্রাদ্ধং সাংবৎসরং তবেৎ
 দিনমাসাপরিজ্ঞানে প্রোষিতস্ত মুতস্ত চ ।
 তত্তিথির্বা দিনং গ্রাহং তত্রাজ্ঞানং যদা তবেৎ

আশ্বিনীমা চ মার্গামা মাঘামা চ দিনত্রয়ম্ ।
 তত্র বাস্তভমং গ্রাহং দিনমাসাপ্রতীভক্তঃ ।
 বৃদ্ধীযং যৎশবস্তান্তপ্রোক্তশ্রাদ্ধমাসিকম্ ।
 নিত্যোদকুস্তশ্রাদ্ধং মাসেস্মারথিকোহপি চ
 গ্রহণে পুত্রজন্মাদৌ কর্মণ্যপি চ শান্তিকে ।
 সঙ্কলিতে চ সর্কশ্চিন্নির্ধিমাসে ন দৃষ্যতি ॥ ৭৮
 রোগী যদা মমুষ্যঃ স্ফুটান্নকর্মণ্যুপস্থিতে ।
 ভার্ধ্যাং বা জ্ঞাতরং বাপি শিষ্যকাপি নিষো-
 জয়েৎ ॥ ৭৯
 তস্মাভাবে ন হানিঃ স্তাৎ কর্মণং শ্রাদ্ধসংক্রিনঃ
 নিত্যশ্রাদ্ধে যথাশক্তি ভোক্তারং তু নিষো-
 জয়েৎ ॥ ৮০
 অমাবান্তামাসিকঞ্চ মৃতাহব্যাতিরেকতঃ ।
 যয়ং কর্মণ্যশক্তশ্চেৎস্মৃতং বিশ্রং নিয়োজয়েৎ
 রাজকার্যেণ যুক্তস্ত দাস্তগ্রহণবর্জিনঃ ।

মধ্যেও কর্তব্য এবং প্রতি সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ
 অশৌচান্তে করণীয় বলিয়াছেন । ৬০—৬৮
 অশৌচ বা কোন প্রকার বিস্ম হইলে নিত্য
 শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য যে কিছু শ্রাদ্ধ অকৃত হয়,
 তৎসমস্তই যে, পরে পুনরায় কর্তব্য,
 তাহাতে আর সংশয় নাই । সমুদয় মাসিক
 ও প্রত্যাদিক শ্রাদ্ধই অশৌচান্তে করণীয়,
 কারণ, অন্য প্রকার বিস্ম উপস্থিত হইলে অন্য
 প্রকার ব্যবস্থা আছে । অন্য প্রকার বিস্ম
 হইলে শুভাভিলাষী ব্যক্তির কৃষ্ণপক্ষীয়
 একাদশীতেই কর্তব্য, যদি কোন কারণে
 সে দিবসে না হয়, তাহা হইলে অমাবস্তাতে
 করিতে হইবে । রাম! যদি কোন বিস্ম
 বশতঃ অমাবস্তাতেও কর্তব্য শ্রাদ্ধ না
 করিতে পারে, তাহা হইলে তৎপরবর্তী
 শ্রাদ্ধদিনে করণীয় । যে স্থানে মৃততিথি
 পরিজ্ঞাত থাকে, কিন্তু মৃতমাস কোনরূপেই
 পরিজ্ঞাত হয় না, সে স্থানে অগ্রহারণ বা
 মাঘমাসীয় সেই তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ
 কর্তব্য । আর যদি মৃতমাস নির্ধারণ হয়,
 কিন্তু মৃততিথি অপরিজ্ঞাত থাকে, তাহা
 হইলে সেই মাসের অমাবস্তাতে সাংবৎসরিক

শ্রাদ্ধ হইবে । প্রোষিত মৃত ব্যক্তির মৃত-
 তিথি ও মৃতমাস অপরিজ্ঞাত হইলে যে দিন
 প্রবাসে গমন করে, সেই দিনই তাহার
 মৃতাহরণে গ্রাহ হইবে । আর তাহাও
 যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে আশ্বিন,
 অগ্রহারণ, বা মাঘমাসীয় অমাবস্তার মধ্যে
 যে কোন অমাবস্তাই মৃততিথি বলিয়া গ্রহ-
 ণীয় । প্রেতের অভ্যুদয়কর মাসিক ও
 সপিণ্ডীকরণ এবং নিত্য উদকুস্তশ্রাদ্ধ মল-
 মাসেও হইবে, তাহাতে কোন দোষ হয় না ।
 মলমাসে গ্রহণনিমিত্তক ও পুত্রজন্মনিমিত্তক
 শ্রাদ্ধ, শান্তিকার্য এবং পূর্বসঙ্কলিত সর্ক-
 প্রকার কার্যেই কোন দোষ নাই । শ্রাদ্ধ-
 কর্ম উপস্থিত হইলে মমুষ্য যদি রোগগ্রস্ত
 হয়, তাহা হইলে ভার্ধ্যা ভ্রাতা বা শিষ্যকে
 তৎকার্যে নিযুক্ত করিবে । যদি ভার্ধ্যাদির
 অভাব হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধের অকরণ
 জন্ত হানি হইবে না । নিত্য শ্রাদ্ধে আশ-
 শক্তি অন্তরায়ে ভোক্তাকে নিযুক্ত করিতে
 পারে ১৬৯—৮০ । মৃতাহ-কর্তব্য শ্রাদ্ধ ব্যতীত
 অমাবস্তাদি কর্তব্য মাসিক শ্রাদ্ধকার্যে
 যয়ং যদি অশক্ত হয়, তাহা হইলে উপনীত

বাসনেষু সমস্তেষু শ্রাদ্ধং বিশেষণ কারয়েৎ ॥৮২
 প্রাতঃকালে তু ন শ্রাদ্ধং প্রকূর্ষন্তি দ্বিজোক্তমাঃ
 নৈমিত্তিকেষু শ্রাদ্ধেষু ন কালনিয়মঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৩
 গৃহাদিব্যতিরিক্তস্ত প্রক্রমঃ কৃতপঃ স্মৃতঃ ।
 কৃতপাদথবাপার্বীগাসন্নকৃতপো ভবেৎ ॥ ৮৪
 মাসে মাসে যথা শ্রাদ্ধে পরাভ্রুপুগবিধীয়তে ।
 অপরাভ্রুব্যাগিনী স্তাত্ত্বভয়ত্র যদা সমা ॥ ৮৫
 করে পূর্বা তু কর্তব্য্য রুদ্ধো সাম্যে পরা স্মৃতা
 অমাবস্তা তু যা হি স্তাদপরাভ্রুহয়ে সমা ॥ ৮৬
 ক্ষয়ে পূর্বা পরা রুদ্ধে সাম্যেহপি চ পরা
 ভবেৎ ॥ ৮৭
 ক্ষণস্ত চন্দ্রমা যত্র তত্র শ্রাদ্ধং তু পার্বণম্ ।
 অমষ্টিভাগে স্তান্মাসৌ ভূতাষ্টাংশে স
 নাস্তি চেৎ ॥ ৮৮

মধ্যাহ্নব্যাপিনী যা স্তাদেকোদ্ধিষ্টে তিথি-
 র্তবেৎ ।

পুত্রঃ ক নিমোগ করিবে। যে ব্যক্তি রাজ-
 কার্যে বা পরের দাসত্বে নিযুক্ত তাহার
 পক্ষে এবং সর্বপ্রকার ব্যসন-সময়ে ব্রাহ্মণ-
 দ্বারা শ্রাদ্ধস্থান বিধেয়। জ্ঞানবান দ্বিজগণ
 কদাচ প্রাতঃকালে শ্রাদ্ধ করিবেন না,
 কিন্তু নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধে কোনরূপ কালনিয়ম
 নাই। গৃহাদি ব্যতিরিক্ত শ্রাদ্ধের আরম্ভ
 কাল কৃতপ। কৃতপের সার্বহিত কালেও
 শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। প্রতিমাসীয়
 শ্রাদ্ধের কাল অপরাভ্রুব্যাগিনী অমাবস্তা।
 যদি দুই দিনই অমবস্তা অপরাভ্রুব্যাগিনী
 হয়, তাহা হইলে তিথিক্ষয়স্থলে পূর্ষদিনে
 এবং তিথিবৃদ্ধিস্থলে বা তিথি সমান থাকিলে
 পর দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। দুইদিনেই
 অপরাভ্রু কালে অমাবস্তা থাকিলে, তিথিক্ষয়ে
 পূর্ষ দিন, তিথি বৃদ্ধি বা সাম্যাবস্থায় পরদিন
 শ্রাদ্ধকাল। তবে উভয় দিন অপরাভ্রু
 পাইলে যেদিনে সম্পূর্ণ চন্দ্রক্ষয়, সেই দিনে
 পার্বণ শ্রাদ্ধ হইবে অর্থাৎ চতুর্দশীর অষ্ট-
 মাংশে চন্দ্রকলাক্ষয় হইয়া, অমাবস্তার অষ্ট-
 মাংশে আবার সূক্ষ কলার উদয় হইলে ঐ

সারাহ্নব্যাপিনী যা স্তাৎ পার্বণে সা তিথি-
 র্তবেৎ ॥৮২
 অন্নাপরাভ্রুগা যাম' গ'হা শ্রাদ্ধাদিকে ভবেৎ
 মৃতাহ্নে ত্রিমূহূর্তা চ সায়াংকালে তিথির্ভবেৎ ।
 পরে হস্তং গতা যত্র ত্রিমূহূর্তস্ত পূর্ষবৎ ।
 তত্রাপরেহ্যঃ শ্রাদ্ধঃ স্তাজ্যেষ্ঠপূজ্ঞস্তাশনম্
 অমাস্রাদ্ধঃ যথা কুর্যাম্ তাহে সমুপস্থিতে ।
 মধ্যাহ্নব্যাপিনী তত্র হৃদ্বিজস্ত বিধীয়তে ॥৯২
 জীরাম উবাচ ।
 শ্রাদ্ধক্রমমশেষেণ মর্ত্যাক্ষয়ক্রমং তথা ।
 প্রাসঙ্গিকানাং ধর্ম্মাণাং নির্ণয়ং বক্রুমর্হসি ॥৯৩
 শত্ৰুকবাচ ।

শ্রাদ্ধস্ত দিবসে প্রাপ্তে পূর্ষেহ্যান্নিয়মাধিতঃ ।

চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্তায় পার্বণশ্রাদ্ধ হইবে।
 একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধে মধ্যাহ্নব্যাপিনী তিথি
 গ্রাহ্য, পার্বণে সারাহ্ন-ব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্য ;
 যদি সেই তিথি—‘অন্নাপরাভ্রুগায়াম’ অর্থাৎ
 অপরাভ্রুর কিয়দংশ অর্থাৎ শ্রাদ্ধযোগ্যকাল-
 ব্যাপিনী হয়, তবে তাহা শ্রাদ্ধাদিকাৰ্য্যে
 গ্রাহ্য ; (দ্বিজের পক্ষে) মৃত্যুতিথি যদি পূর্ষ-
 দিন দিবার শেষ তিনমূহূর্তমাত্রব্যাপিনী
 হইয়া পরদিন অন্তপথান্ত থাকে অর্থাৎ বর্ধ-
 মানা হয়, তাহা হইলে পরদিন শ্রাদ্ধ হইবে
 (পূর্ষদিনে হইবে না)। পূর্ষদিনের
 ত্রিমূহূর্ত কালে শ্রাদ্ধ করিলে জ্যেষ্ঠ পূজ্ঞের
 বিনাশ হয়। কেননা—মৃত্যুতিথিশ্রাদ্ধ ও
 অমাবস্তাশ্রাদ্ধ একপ্রকারে করিতে হয়।
 (অমাবস্তাতে যেমন ক্ষীণ, স্তম্ভতা, বর্ধ-
 মানা ভেদে ব্যবস্থা আছে, মৃত্যুতিথিতেও
 সেইরূপ ব্যবস্থা।) বিজেতরের পক্ষে
 মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্য (নিরয়ি দ্বিজ
 ও শ্রুতাদির মৃত্যুতিথি-নিমিত্তক একোদ্ধিষ্ট
 শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নব্যাপিনী তিথিতে কর্তব্য, ইহা
 প্রচলিত ব্যবস্থা)। ৮১—৯২। জীরাম
 কহিলেন,—শ্রাদ্ধের ক্রম মনুষ্যদিগের
 কর্মক্রম, এবং প্রাসঙ্গিক ধর্ম্মসমূহের
 নিরূপণ বলিতে হইবে। শত্ৰু বলিতে

ভমস্বরীত বিপ্রেশ্রাব্য বিপ্রলক্ষণসংযুতান্ ১২৪
 একছুকঃ ব্রহ্মচর্যমন্ত্যাজ্যৈদ্যরভাষণম্ ।
 দন্তধাবনমভ্যঙ্গ-নখকেশনিকৃন্তনম্ ॥ ১৫
 কর্তা কুবীত পূর্বেহ্যস্ত্যাক্রা চৈব পরেহংনি ।
 গৃহুত নিয়মাস্ত্রুতান্ সর্গমেতৎ পরিত্যজেৎ
 ত্রিকালকৈব পূজা চৈৎ প্রাচর্দেবৎ যজেৎ
 স্বকম্ ।

অরুণোদয়বেলায়াং করোতি যদি পূজনম্ ।
 অধঃশায়ী তথাভূতঃ প্রাতঃকথায় কর্তব্যং ।
 প্রাতঃস্নানমপি যৎ কর্ম তৎ কৃৎস্না স্নানপূর্বকম্
 ঋণত্রয়বিনির্মুক্তো যান্তঃ তৎ ব্রহ্ম তৎ পরম্ ।
 সূর্যোস্তোদয়বেলায়াং শিবপূজাঃ করোতি যঃ
 সূর্যোপ সমতেজস্বী শিবলোকে মহীয়তে ॥১০০
 উদিত্তে ভাকরে পশাদঘটি ঠাঙ্করপূজনম্ ।
 কজ্ঞেয় সমতেজস্বী শিবলোকে মহীয়তে ।
 দ্বিতীয়ঘটিকায়ান্ত যদি পূজনমীশিতুঃ ।

লাগিলেন,—শ্রীকেশব পূর্বাঙ্গদন সংযত থাকিয়া
 ভাল ভাল সুব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে,
 তন্নিবস একাধারী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবল-
 মনপূর্বক থাকিবে, অস্ত্যঙ্গ প্রভৃতিদিগের
 সহিত সম্ভাষণ করিবে না। দন্তধাবন,
 তৈলতক্ষণ, ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে না।
 পূর্বাঙ্গদনের মত শ্রীকেশবেরও এই নিয়ম
 পালন করিবে। দন্তধাবনাদি করিবে
 না। কর্তা যদি নিত্য ত্রিসঙ্খ্যা-পূজা-
 কারী হন, তাহা হইলে প্রাতঃকালে
 অতীষ্ট দেবতার পূজা করিবেন। পূর্ব-
 দিন জুতলে স্নান থাকিয়া অরুণোদয়-
 কালে গাভ্রোখানপূর্বক শ্রীকেশব সমাধা-
 নস্তর স্নান করিয়া অতীষ্ট দেবের পূজা
 করিলে, জীবধ ঋণমুক্তির পর সেই পর-
 ব্রহ্মপদ-প্রাপ্ত ঘটে। যিনি সূর্য্যের উদয়-
 কালে শিবপূজা করেন, তিনি সূর্য্যের স্তায়
 তেজস্বী হইয়া শিবলোকে গিয়া সন্মানের
 সহিত বাস করেন। সূর্য্যোদয়ের পর এক
 ঘটিকার মধ্যে পূজা করিলে—কজুতুল্য
 তেজস্বী হইয়া সন্মানের সহিত কুললোকে

বায়ুনা সমতেজস্বী শিবলোকে মহীয়তে ॥১০২
 তৃতীয়ঘটি ঠায়াস্ত শিবপূজাঃ সমাচরেৎ ।
 কুবেরসমতেজস্বী শিবলোকে মহীয়তে ॥১০৩
 চতুর্থীপঞ্চমীষষ্ঠীসপ্তমীঘটিকাসু যঃ ।
 শিব-পূরয়তে তন্ত্য্য শিবলোকে সর্বসংসঃ
 তৎকাল এব জিয়তে পূজা যৎকালচোদিতা
 যথাপ্রতিজ্ঞমথ বা গৃহীতনিম্নো যজেৎ ॥১০৫
 উপচায়েষু শক্ত্যা বৈ নিয়মং পরিপালয়েৎ ।
 নিয়মাতিক্রমে বাপি যাগশ্চ স্ত্রীঘিতোর্বদি ॥১০৬
 শ্রীরাম উবাচ ।

ক পূজা দেবদেবস্ত শকরস্তামিতোজসঃ ।
 স্মরণাৎ পাপনাশস্ত স্মরণায়োকনস্ত চ ॥১০৭
 শিবস্ত শিবরূপস্ত শিবতস্বার্থবেদিনঃ ।
 সোমস্ত সোমভূবস্ত সোমনেত্রস্ত রাজিন্ ॥

বাস করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি বিতায়
 ঘটিকার মহেবরের পূজা করেন, তিনি বায়ু-
 তুল্য তেজস্বী হইয়া শিবলোকে সন্মানিত
 হন। তৃতীয় ঘটিকার শিবপূজা করিলে
 কুবেরের তুল্য তেজস্বী হইয়া শিবলোকে
 গোরবাধিত হইয়া বাস করিতে পারা যায়।
 যে ব্যক্তি চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ঘটি-
 কায় ভক্তিপূর্বক শিবের পূজা করেন, তিনি
 দেবতুল্য হইয়া শিবলোকে বাস করেন।
 যৎকালে পূজার ইচ্ছা হইবে, তৎকালেই
 পূজা করিতে পারিবে। ১৩—১০৪। অথবা
 শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সংযত থাকিয়া নিয়ম
 পালনপূর্বক যথাশক্ত উপচারে পূজা করিবে,
 অথবা (প্রয়োজনানুসারে) নিয়মাতিক্রম
 করিয়াও প্রভুর পূজা করা হইতে পারে।
 শঙ্ক মুনির এই কথা শেষ হইতে না হইতেই
 শিবভক্ত রাম ভাববিহ্বল হইয়া প্রশ্ন করিতে
 লাগিলেন,—ঈহার স্মরণে পাপনাশ হয়,
 আধক কি ঈহার স্মরণেই মুক্তি লাভ হইয়া
 থাকে; সেই অমিততেজা দেব শঙ্করের
 পূজা কোথায়? ঈহার পূজা করিতে
 সমর্থ কে? তিনি শিবতস্বার্থবেদ শিব-
 রূপী (মঙ্গলময়) শিব; তিনি চন্দ্রভূষণ ও

বেদমূৰ্ত্তেরমূৰ্ত্তে বেদসারস্ত বেদিনঃ ।
 বেদবেদাঙ্কবিজ্ঞস্ত বেদ্যাবেদ্যস্য যোগিনঃ
 গোক্ষীরসমদেহস্ত গোক্ষীরস্নানমোদিনঃ ।
 গোপজিগৃহ্নিনেজ্ঞস্ত জরীনেজ্ঞস্ত মায়িনঃ ॥১১
 প্রথমধ্যে তথা রামঃ শিবজ্ঞানমথাবিশং ।
 স্বাপুত্ৰ ইবাসীনো নাসাগ্ৰস্তলোচনঃ ॥১১১
 আনন্দনিবান্দবিলোচনাঙ্ক-
 প্রবাহসংস্পৃষ্টকপোলদেশঃ ।
 দধার দেবং গিরিশং হৃদযুজে
 গোক্ষীরমুনিমুচোক্ষুগাভ্রম্ ॥ ১১২
 প্রতিবিষবধো গাঃত্র রামস্ত সমদৃশ্তত ॥ ১১৩
 কুট্টেব বিধিতং শত্ৰুঃ চতুর্ভাঃ ত্রিলোচনম্
 বিন্ময়ং পরমং বাতাঃ সর্কে মুনিহরীঃখরাঃ ।
 শতোর্ককঃস্থিতং রামং দৃষ্ট্বা দীপ্তাকৃতিং
 শুভম্

সোমরূপী, চন্দ্র ঙ্গাহার নেত্র ; তিনি মূৰ্ত্তিহীন ;
 বেদ ঙ্গাহার মূৰ্ত্তি ; তিনি বেদের সারভাগ,
 তিনি বেদবেদাঙ্কবিজ্ঞ সর্কজ ও অপ-
 রের ত্তর্জের যোগী । গোহৃদয়ের স্তায়
 ঙ্গাহার গাত্রকান্তি ; গোহৃদয়ে স্নান করা-
 ইলে তিনি সাতিশয় প্রীত হন ; তিনি
 ত্রিলোচন ; বেদজ্ঞয় ঙ্গাহার তিনটি লোচন ;
 তিনি মায়াময়, তাই মায়া করিয়া বৃষবাহন
 হইয়াছেন । এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে
 রাম শিবজ্ঞানে বিভোর হইয়া বাহুজ্ঞান-
 শূন্ত হইলেন । তিনি নাসাগ্র নয়ন
 বিস্মস্ত করিয়া স্থাপ্য স্তায় নিশ্চল
 হইয়া রহিলেন । ঙ্গাহার নয়নযুগল হটপে-
 দয়দয়িত ধারে আনন্দাঙ্ক প্রবাহিত হইয়া
 গণ্ডদেশে পরিপ্লুত করিতে লাগিল । তিনি
 ধ্যানবলে হৃৎপথে গোহৃদয়ের স্তায় মিত্র,
 খেতবর্ণ, সুরাকন্দেহ দেব গিরিশকে ধারণ
 করিলেন । অংকালে রামের গায়ে মহে-
 মরের প্রতিমূৰ্ত্তি দৃষ্ট হইতে লাগিল । সেই
 সভাবিত্ত মুনিগণ ও বামরপতিগণ
 স্ত্রিয়ামের গায়ে চতুর্ভাঃ ত্রিলোচন শত্ৰু
 প্রতিবিষ দর্শন করিয়া সাতিশয় বিন্মিত

তুষ্ণীং বত্ৰুবুধামার্কমথ রাম উদৈক্ষত ।
 যপ্রথমমুসঙ্কার প্রাহ সর্কং বদেতি চ ॥ ১১৫
 শত্ৰুকবাচ ।
 অচলে যা সদা পূজা চলে বাপি যথেক্ষরা ।
 লিঙ্গে সম্পূজনং যুধামলাতে প্রতিমাদিনু ॥
 অধিকারবিশেষেণ তত্র তত্রোপি পূজনম্ ।
 বিগুণং সগুণং বাপি সফলং লিঙ্গপূজনম্ ॥
 প্রতিমাদিকৃত্য পূজা বিগুণা সফলা ন হি ।
 অচলে বা চলে বাপি পূজা লিঙ্গে প্রশস্ততে
 চলস্ত পূজনং বকে্য স্থাপনোৎসাহসনে তথা ।
 তে উত্তে ন বিজ্ঞানাতি কচ্চিমুনিয়পি কচিৎ ॥
 স্থাপয়ন্তি হৃদয়ে বৈ গোপয়ন্তি যজন্তি চ ।
 উৎসয়ন্তি দেবেশং শঙ্করং যোগিনঃ সদা ॥
 ক্রিয়া চাতীব হোতুগাং বহৌ দেবং ত্রেঘনকম্

হইলেন । সেই প্রতিবিষ, শত্ৰুর বন্ধ-
 স্থলে আবার রামের উজ্জল প্রতিবিষ
 দর্শন করিয়া ঙ্গাহার আশু বিন্মিত
 হইয়া অর্ধ প্রহরকাল মৌনাবলম্বন করিয়া
 রহিলেন । তাহার পর রাম নয়ন উন্মায়ন-
 পূদক নিজ প্রহের অহুস্কান করিয়া
 শত্ৰুকে সমুদয় বলিতে বলিলেন । ১০৫—১১৫
 অনন্তর শত্ৰু বলিতে লাগিলেন,—প্রতিষ্ঠিত
 প্রতিমায় সর্কদা পূজা করিতে পারা যায়,
 অথবা ইচ্ছায়ত নূনন প্রতিষ্ঠা করিয়াও পূজা
 হইতে পারে । প্রতিমাদির অভাবে শিব-
 লিঙ্গপূজা কবাই সফলোত্তম হয় । অধিকারি-
 তেই পূজাবও বিশেষ আছে । শিবলিঙ্গের
 উপরে পূজা করা বিগুণ হটক আর সগুণই
 হটক, ফলসদ হটবে সন্দেহনাই । বিস্ম
 প্রতিমাদিব উপরে যে পূজা করা হইবে,
 তচ্ছাতে বৈগুণা কিছু ঘটলে কোন ফল
 হয় না । প্রতিষ্ঠিত হটক, আর নবগাঠিতই
 হটক, লিঙ্গের উপরে পূজা বিশেষ প্রশস্ত ।
 একপে নবগাঠিত লিঙ্গের পূজা স্থাপন ও
 বিসর্জন-বিধি বলিব । কুত্রোপি কোন মুনিই
 স্থাপন ও বিসর্জন-বিধি অবগত নহেন ।
 যোগীগণ সর্কদাই দেবদেব শত্ৰুরকে হৃদয়-

পূজকানামশেখাণাং শিবলিঙ্গে মহেশ্বরম্ ॥
 লিঙ্গস্থ স্থাপনং পূজাপ্যুঘাসনমথৈব চ ।
 ধারণং শঙ্করশ্চৈব লিঙ্গমেব মহেশ্বরম্ ॥১২২
 সজ্জিতং পরমোৎকৃষ্টং স্বর্ণশৈবো বিনির্মিতম্ ।
 রাজতৈর্করা দলৈঃ কার্ধ্যং রাজতৈর্কৈরণৈবতথা
 লভাস্থজৈরথো বাপি রচিতং দারুণাথবা ।
 বস্ত্রেণ বাথ রচিতং মুদা বিরচিতং ভবেৎ ॥
 তজ সংবেষ্ট্য বস্ত্রেণ স্নুগন্ধেন সমাধিতে ।
 ধৌতবস্ত্রযুগে শুক্রে মঘাসনসমাধিতে ॥ ১২৫
 শীতোষ্ণরহিতে পাদ-চতুষ্টয়সমাধিতে ।
 প্রাণুস্তিচ্ছেদনোপেতে ক্রিমিকীটবিবর্জিতে ॥
 ধৌতেন যুগ্মবস্ত্রেণ সর্কতে বেষ্ট্য তং শিবম্ ।
 বিস্তৃত্য সজ্জিকামধ্যে প্ররুত্যা চ পুনরিষ্যম্ ॥
 এষা হি সজ্জিকা রাম দেবস্তাগ্রেতি কৌর্ষিতা
 তস্ত চ স্থাপনং পাঠো রহস্তে চ মহেশ্বিতুঃ ॥

পয়ে স্থাপন, গোপন, পূজা ও বিসর্জন
 করিতেছেন ১১০৬—১২০ । দেব স্নানকোর
 উদ্দেশে, অনলে হোমের ব্যাপার অশেক,
 শিবলিঙ্গে মহেশ্বরের পূজাব্যাপারও বিস্তৃত ।
 শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্বক পূজা করিয়া পরে
 বিসর্জন করিবে, কারণ লিঙ্গই মহেশ্বর ।
 শিবলিঙ্গস্থাপনোযোগী আধার স্বর্ণনির্মিত
 হইলে অত্যুত্তম, অভাবে যৌপানির্মিত,
 বংশনির্মিত, লভাস্থত্রাদিনির্মিত, কাষ্ঠ-
 নির্মিত, বস্ত্রনির্মিত, একান্ত অভাব পক্ষে
 মুস্তিকানির্মিতও ব্যবহৃত হইতে পারে ।
 আসনখানি স্নুগন্ধ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত হইবে ;
 তদুপরি স্তম্বাসিত নির্মূল ধৌত বসনযুগল
 পাণ্ডিয়া দিবে, আসনখানি না শীতল, না উষ্ণ
 এরূপ হইবে, চারিটি পায়া থাকিবে, কীটাদি
 কৃত হইবে না, উপরিভাগের আচ্ছাদ
 রঘ্যাচ্ছন্ন হইবে । লিঙ্গরূপী প্রভু মহেশ্বরকে
 কোমল ধৌত বসনদ্বারা বেষ্টনপূর্বক আসন-
 মধ্যে স্থাপন করিয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবে
 রাম । দেবদেবকে স্থাপন করিবার আসনের
 কথা কথিত হইল, উক্ত প্রকার আসনে
 মহেশ্বরকে স্থাপন করিয়া নির্জন ভবনে,

অথবা ভিত্তিমূলে স্নানদেবদেবদ্যামথাপি বা ।
 সুরক্ষিতে তথা দেশে রক্ষকঞ্চ নিবোধয়েৎ
 প্রাণাদেবাবিনাভাবঃ কুবীত নিয়মৈঃ সহ ।
 এতচ্ছ রাজসং প্রোক্তং স্থাপনং পরমাত্মনঃ ॥
 সাত্ত্বিকং অসমীপস্থং ধারণং তামসং পুনঃ ।
 ধারণং গাজসংস্পর্শমথবা দেহগোপনম্ ॥১৩১
 মস্তকে ধারণং মুখ্যং ব্রহ্মা চ তথা কৃতম্ ।
 বস্ত্রস্থ মুকুটস্তান্তে ধারণং শুভমুচ্যতে ॥
 ললাটে ধারণং শস্তং যথা লক্ষ্ম্যা বৃত্তং শুভম্ ।
 বাপেন চ যুতং মুষ্টিং দক্ষিণোন্নয়সি বা পুনঃ ।
 কর্ণে চ হরিকর্ণে মূনিনা পরমর্ষিণা ॥ ১৩৪
 বিনির্ভিদিয় তথা গাত্রং লৌহস্থানং প্রকল্প্য চ ॥
 ধারণস্তি তথা লিঙ্গং রাক্ষসাঃ কেচিৎশস্তমাঃ ।
 অনিকেতনমর্জ্যানামশক্তানাং শিরোধুতিঃ ॥
 অধমধমমাখ্যাতঃ নীবীবন্ধাদি ধারণম্ ॥

ভিত্তিমূলে, অথবা দেবদেবদ্যোতে রাখিয়া দিবে
 যে স্থানে রাখিবে, সে স্থানটি যেন
 সুরক্ষিত হয়, এবং তথায় একজন রক্ষক
 নিযুক্ত করিবে । নিয়মপূর্বক আশ্রমপ্রাণের
 সহিত অভিন্ন ভাবে রক্ষা করিয়া পূজা
 করিবে । পরাস্থা মহেশ্বরের এইরূপে
 স্থাপনকে ‘রাজস স্থাপন, বলে । নিজেয়
 সমীপে স্থাপন করাকে ‘সাত্ত্বিক’ স্থাপন,
 বলে । গাজসংস্পষ্ট বা দেহমধ্যে শুণ্ড
 করিয়া ধারণ করাকে ‘তামস’ ধারণ, বলে ।
 ভ্রাম্যধো মস্তকে ধারণই মুখ্য, ব্রহ্মা তাহা
 করিয়াছিলেন । মস্তকের মুকুটের মধ্যে
 ধারণই শুভ । অপর অঙ্গের মধ্যে ললাটে
 ধারণই প্রশস্ত, লক্ষ্মীদেবী ললাটে ধারণ
 করিয়াছিলেন । বাণরাজ কখন মস্তকে কখন
 বা বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে ধারণ করিতেন ।
 হরিকর্ণনামক মর্ষি কর্ণে ধারণ করিতেন ।
 কোন কোন উত্তম রাক্ষসেরা গাত্র তেদ-
 পূর্বক লৌহময় আসন কল্পনা করিয়া তাগন্তে
 ধারণ করিত । বাহাদের থাকিবার স্থান
 নাই—অন্ত কোথাও রাখিতে অক্ষম, তাহারা
 মস্তকে ধারণ করিবে । নীবীবন্ধ প্রভৃতি

তেষু তুচ্ছিত্তসম্প্রাপ্তৌ মন্তকে ধারণং ভবেৎ
অধমাদমবৃত্তৌনাং সদা বৈ লিঙ্গধারণম্ ।

পাপিনামপি চাশ্চর্য্যং যমলোকো ন বিদ্যতে ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

চিত্তগুপ্তেন সিধিষ্ঠা ললাটে যা লিপিন্দৃতা ।

তয়া লিপ্যা তু নিয়তং নরকং কথমস্তথা ।

করোতি পূজনং শস্তোঃ পাপং নাশয়তে কথম্
শক্তুরবাচ ।

পাপং নাশয়তে কুংক্রমপি জয়শতর্জিতম্ ।

ভৎসনাৎ সর্ষপাপানাং স্মরণাচ্চ মহাশিতুঃ ।

ভস্মেভীভূশমাখ্যাৎ তন্ত ধারণমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥

যথাবিধি ললাটে বৈ বহুবীর্ঘ্যপ্রধারণাৎ ।

নাশয়েন্নিধিতাঃ যামীঃ পটস্থামিব হব্যভুক্ ।

কর্ণোপরি কৃতং পাপং নষ্টং স্মানুধধারণাৎ ।

কণ্ঠে চ ধারণাৎ কণ্ঠভোগাদিকৃতপাতকম্ ।

বাহ্যোর্স্বাস্কৃতং পাপং বক্ষসি মনসা কৃতম্ ।

স্থানে ধারণ করাকে নিকৃষ্ট বলা হয় ।
নীবীবন্ধাদি ধারণে তৎস্থান উচ্ছিষ্ট হইলে
মন্তকে রাখিতে হয় । বড়ই আশ্চর্য্যের কথা
যাহারা ঘোরতর পাপী, চিরজীবন কেবল
কুর্কর্ম করিয়া কাটাইয়াছে, তাহারাও লিঙ্গ
ধারণ করিয়া যমলোক হইতে পরিষ্কার পাই-
য়াছে । শ্রীরাম জিজ্ঞাসিলেন,—যাহার
ললাটে চিত্তগুপ্তের অকাট্য লিপি বিদ্যমান,
সেই লিপির ফলে নরকভোগ অবশ্যস্তাবী
তাহার অস্তথা হয় কিরূপে ? একমাত্র শিব-
পূজা করিয়া তাহার সঞ্চিত পাপ ভোগ
ব. তিরেকে নষ্ট হয় কিরূপে ? শব্দু কহি-
লেন—‘পূজা ত অধিক কথা, মহেশ্বরের
নামস্মরণেই শতজন্মার্জিত সমগ্র পাপ
নষ্ট হয় ; মন্ত্রপুত ভস্মের গুণও এই
প্রকার ; বহুবীর্ঘ্য মন্ত্রপুত ভস্ম ললাটে
ধারণ করিলে অনলে পটলিপির স্তায়,
ললাটলিখিত যমলিপি তৎক্ষণাৎ নষ্ট
হইয়া যায় । হে রাম ! এইরূপ কর্ণে
ধারণে কর্কৃত পাপ, মুখে ধারণে
মুখকৃত পাপ, কণ্ঠে ধারণে কণ্ঠকৃত পাপ,

নাভ্যাং শিশ্নুকৃতং পাপং পৃষ্ঠে গুদকৃতং তথা
পার্শ্বয়োর্ধারণাভ্রাম পরস্ত্র্যালিঙ্গনাদিভ্যম্ ।

তন্তস্মধারণং শস্তং সর্ষদেবৈ ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥ ১৪৪ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ত্রয়্যগ্নীনাঞ্চ ধারণম্ ।

গুপ্তৈ লোকত্রয়্যাণাঞ্চ ধারণং তেন বৈ কৃতম্

যুতং পঞ্চদশস্থানে শুদ্ধং ভস্মাভিমন্ত্রিতম্ ।

কোষ্ঠযুগ্মে বাহুযুগ্মে কোষ্ঠোপরি যুগে তথা ।

ধারণং সর্ষদেহানাং পূজায়ৈ ধর্ম্মসম্মতম্ ॥

ভস্মাশনা ভস্মাশয্যা ভস্মাকুলিতবিগ্রহাঃ ।

ভস্মনানাঃ সদা পাপৈশ্চর্য্যাস্তে নাত্রে শংসয়ঃ ॥

আদৌ ব্রাহ্মণদৌকায়ঃ ত্রিঘাযুবমিতি স্মৃতম্ ।

প্রসবে চ মল্লয্যাণাং ভূতাবেশেহপি রক্ষকম্

সর্পাদিবিষহাশ্রয়ং সর্ষেযাং সাধনং ত্বিদম্ ।

অপি বা বৈষবো মর্ত্য অপি বাসীতরো জনঃ

ভস্মপ্রায়ী তস্ময়ুক্তঃ কণ্ঠস্থমিকরোতি বৈ ॥ ১৫১ ॥

বাহুতে ধারণ করিলে বাহুকৃত পাপ, বক্ষে
ধারণে মনঃকৃত পাপ, নাভিতে ধারণে
শিশ্নুকৃত পাপ, পৃষ্ঠে ধারণে গুদকৃত পাপ,
এবং পার্শ্বদ্বয়ে ধারণ করিলে পরস্ত্রী-আলি-
ঙ্গনাদিজনিত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে ।
সর্ষদেই ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ প্রশস্ত ।
লোকত্রয় রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর
এইরূপে ভস্মধারণ করিতেন । প্রকোষ্ঠদ্বয়ে
বাহুদ্বয়ে প্রকোষ্ঠোপরি দুই পার্শ্বে ইত্যাদি
পঞ্চদশ স্থানে মন্ত্রপুত বিশুদ্ধ ভস্ম ধারণ
করিতে হয় । পূজার নিমিত্ত সর্ষদেহে
ভস্মধারণ ধর্ম্মসম্মত । যাহারা ভস্মতর্কণ,
ভস্মাশয্যায় শয়ন, সর্ষাদে ভস্মতর্কণ, এবং
ভস্মে স্নান করেন, তাঁহারা সর্ষদা পাপ-
মুক্ত থাকেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই । ১০৬—১৪৮ । ব্রাহ্মণের দৌকাকালে
ত্রিঘাযুগ্মায়মক ভস্মধারণের বিধান আছে ।
সন্তানপ্রসবকালে রমণী ভস্মধারণ করিবেন ।
ভূতাবিষ্ট মানব ভস্ম ধারণ করিয়া ভূত-
বেশ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয় । সর্পাদি-বিষ
নষ্ট করিবার নিমিত্ত, অধিক কি সর্ষাভীষ্ট-
সাধনের নিমিত্ত ভস্মধারণ করিবে । কি

রাম উবাচ ।

তস্মাহাৰ্ণ্যমাদৌ মে তস্মাযুযাং হি কস্ত বে
কথং হি রক্ষতে হেতৎ সৰ্বমেতদ্বদন্ত মে ।

শকুৰ্ববাচ ।

আযুযাবৰ্দ্ধনে হেতুত্রিবিধস্তাপি দেহিনঃ ।
পাপয়ং শীতমুক্ষক স্পর্শাচ্ছিবপদপ্রদম্ ॥ ১৫৩
তত্র তে কীৰ্ত্তযিষ্যামি চেতিহাসং পুরাতনম্ ।
আসীৎসিষ্ঠবংশস্ত ধনঞ্জয় ইতি দ্বিজঃ ॥ ১৫৪
তস্ত ভার্য্যাস্তং চাসীজপলাবণ্যসংযুতম্ ।
তাগামেকা তু সূযুবে শাতাকা করুণং মুনিম্
ভার্য্যাপাং সংখ্যয়া রাম স্তুতাশ্চাসংস্তপস্বিনঃ ।
তেষাং বিভাগঃ পিত্ৰা চ বিষয়ঃ পরিকল্পিতঃ ।
ভ্রাতৃপাঞ্চ তথা হেব বৈরবন্ধো মহানভূৎ ।
জাতিবৈ চৈকনাশিষ্যে বৈরং নিয়তমেব চু ।

বৈকব, কি শৈব, সকলেই তস্মাধারণ ও
তস্মান্নান করিয়া কর্ণে অধিকারী হয়।
রাম জিজ্ঞাসিলেন,—মুনে! প্রথমে আমার
নিকটে তস্মের মহিমা কীৰ্ত্তন করিলেন,
একপে তস্মাধারণে কাহার আযুর্বৃদ্ধি হই-
য়াছে, এবং তস্মাধারা মানব কি প্রকারে
রক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন। শকু
কহিলেন,—তস্মাধারণে ত্রিবিধ প্রাণীই
আযুর্বৃদ্ধ হইয়া থাকে। শীতল তস্মাধারণে
পাপনাশ এবং উষ্ণতস্ম স্পর্শমাত্রেই শিবপদ-
প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ভোমার
নিকটে এক প্রাচীন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করি-
তেছি (শ্রবণ কর)। বশিষ্ঠবংশে উৎপন্ন
ধনঞ্জয় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার
একশত ভার্য্যা, সকলেই রূপলাবণ্যসমগ্না;
ঔষাদিগের মধ্যে শাতাকানারী ভার্য্যা
একটি সন্তান প্রসব করেন; সেই পুত্রের
নাম করুণ। রাম! সেই ধনঞ্জয়ের অস্ত্রান্ত
পত্নীদিগের সকলেরই এক একটি করিয়া
পুত্র হইয়াছিল; পুত্রগুলি সকলেই উপশি-
শ্বর্শ্বাবলম্বী। পুত্রগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা
তাঁহাদিগকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিলেন।
বিষয়বিভাগ-উপলক্ষে ভ্রাতৃবর্গের পরস্পর

অথাসৌ করুণো গন্ধা ভবনাশিনিকান্তটে ।
নানামুনিগণৈঃ সার্কিং নরসিংহদীদৃক্ষয়া ॥ ১৫৮
নুসিংহদর্শনাৎস্ত ব্রাহ্মণেন চ কেনচিতং ।
উৎকৃষ্টফলজয়ীরমানীতং গন্ধরূপবৎ ॥ ১৫৯
করুণস্ত তদাদায় আভ্রজৎ ফলমুত্তমম্ ।
তত্র স্থিতা দ্বিজগণাঃ শাপেন তমযেজয়ন ।
মক্ষিকা ভব পাপাশ্চন্ বর্ষণাৎ শতমপ্যতঃ ।
শাপাবসানং ভবিতা দধীচেন মহাশ্বনা ॥ ১৬০
অথ মক্ষিকতাং প্রাপ্তো ভার্য্যামিদমভাষত ।
মক্ষিকাত্বমহং প্রাপ্তো মাংস্ততে পালয়ত্ব ভোঃ
ইতুক্ষা স তথাভূতো বভ্রাম চ ততস্ততঃ ।
অশৈবংবিধমাত্মায় জ্ঞাতয়ঃ পাপনিশ্চয়াঃ ।
তদধে যত্নমাশ্বায় তৈলমধ্যে হ্যপাতয়ন ॥ ১৬৩

সাতিশয় শক্ৰতা জন্মিয়া গেল। বিষয়-
বিভাগ লইয়া ভ্রাতার ভ্রাতার প্রায়ই বিরোধ
ঘটিয়া থাকে। অনন্তর শাতাকা-গর্ভজাত
পুত্র করুণ নরসিংহদেব দর্শনের নিমিত্ত
নানা মুনিগণের সমভিব্যাহারে ভবনাশি-
নিক-নদীতটে গমন করিলেন। সেই
সময়ে অপর এক ব্রাহ্মণ নুসিংহদেব দর্শন
করিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট সুগন্ধি মনোহর এক
জয়ী ফল হস্তে করিয়া, তথায় আগমন
করিয়াছিলেন। ১৪৯—১৫৯। করুণ মুনি
সেই উত্তম ফলটি হস্তে লইয়া আভ্রাণ
করিয়াছিলেন। তাহাতে তদ্রত্য দ্বিজগণ
ঊঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন;—“রে
পাপাশ্চন্! তুমি শতবর্ষ মক্ষিকা হইয়া
থাক। মহারা দধীচমুনির রূপায় ভোমার
শাপাবসান হইবে।” অনন্তর করুণ
মক্ষিকাত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভার্য্যাকে গিয়া কহি-
লেন,—“ওহে! আমি মুনিদিগের অভি-
সম্পাতে মক্ষিকা হইয়াছি; তুমি আমাকে
পালন কর। এই বলিয়া সেই মক্ষিকারূপী
করুণ ইতস্ততঃ উডডয়ন কারতে লাগিলেন,
তাঁহার জাতিবর্গ তাঁহার এরূপ অবস্থা
জানিতে পারিয়া পাপবুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে
বধ করিবার সুযোগ-অঙ্কসন্ধানে বহুবান

মৃত পতিমখালায় হুংখিতা সা কুশোদরী ১১৬৪
 তদুৎসবমনার্থী প্রাহ দেবী অরুণ্ডতী ।
 সানুং সঞ্জীবয়াম্যদ্য ভাস্মনৈব শুচিস্মিতা ।
 অধাশিহোত্রজঃ তস্ম অরুণ্ডতৌ স্তবেদয়ৎ ।
 মৃত্যুঞ্জয়েন মন্ত্রেণ মৃতজন্তৌ তথা কপৎ ১১৬
 মন্দবাসুস্তদা জজ্ঞে বাজনেন শুচিস্মিতা ।
 উদাত্তস্ততো জন্তুর্ভস্মো হস্ত প্রভাবতঃ ১১৬
 ততো বর্ষশতে পূর্ণে জ্ঞাতিরেকো হ্যমারঃ
 মতে তর্করি না সাধ্বী হুংখিতা চ শুচিস্মিতা
 দধীচঃ নাম বিপ্রেশ্নঃ মহামহেশ্বরং মুনিম্ ।
 জগাম শরণং সাধ্বী মুনিরাহ তপোধনঃ ৷

দ্বিয়ায়ুবা বিহীনস্ত জন্মদগ্নিঃ তপোনিধিম্ ।
 ভাস্মৈব জীবয়ামাস কশ্চ পঞ্চ তথাবিধম্ ১১০
 দেবানপি তথাকু ভ্যামপেত্যাতৃশান্ পুরী ।
 তস্মাকু ভাস্মনা জন্তুঃ জীবয়ামি তবানধে ১১১
 ইত্যেবমুক্তা তগবান্ দধীচো
 মহেশ্বরঃ বৈ শরণং জগাম ।
 তস্মাভিমন্ত্র্যাথ করে গৃণীষা
 সঞ্জীবয়ামাস ধবং সুনান্ধ্যাঃ ১১২
 মাহেশস্ত করস্পর্শাচ্ছাপাঃ করশোভিতবৎ ।
 স্বরূপঞ্চ ততো গম্বা স্বামামপদং যযৌ ১১৩
 দধীচমপ সা সাধ্বী গৃহমানীর ভোজনেন ।
 প্রার্থয়ামাস বিপ্রাধিমুক্তবানধ স দ্বিজঃ ১১৪
 ভূক্তবত্যথ বিপ্রেশ্নে কোটিশিষ্যাঃ সমাপতাঃ
 অথ দেবাঃ সমায়াতা ভাস্মোজুলিতবিপ্রৈঃ ৷

হইয়া একদিন কোশলে তাঁহাকে তৈলমধ্যে
 নিক্ষেপ করিল। তৈলে পতিত হইয়া
 মক্ষিকারূপী করুণ প্রাণত্যাগ করিলে তদীয়
 কুশোদরী ভার্য্যা মৃত পতিকের লইয়া অতীব
 শোকাক্তা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।
 অনন্তর দেবী অরুণ্ডতী তাঁহার হুঃখ দূর
 করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—“অগ্নি শুচি-
 স্মিতে! তুমি একটু হোমতস্ম আনয়ন
 করিয়া দাও, আমি তস্ম মন্ত্রপুত করিয়া
 তদ্বারাই অদ্য তোমার স্বামীকে জীবিত
 করিব”। অনন্তর করুণপত্নী, অরুণ্ডতীকে
 অগ্নিহোত্রের তস্ম আনয়ন করিয়া দিলে,
 অরুণ্ডতী এই তস্ম মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রে পুত করিয়া
 এই মৃত মক্ষিকার উপরে নিক্ষেপ করিলেন।
 করুণপত্নী শুচিস্মিতাও তৎকালে ব্যাজনধারা
 মৃত পতির উপরে মন্দ মন্দ বায়ু সঞ্চালন
 করিতে লাগিলেন, তস্মপ্রভাবে মক্ষিকারূপী
 করুণ, ক্ষণকাল মধ্যে জীবিত হইয়া উঠি-
 লেন। অনন্তর শত বৎসর পূর্ণ হইলে,
 অপন্ন এক জাতি সেই মক্ষিকাকে আবার
 মারিয়া ফেলিল। সাধ্বী শুচিস্মিতা স্বামীর
 মৃত্যুতে সাতিশয় হুংখিতা হইয়া, মহামহেশ্বর
 দধীচ নামক এক বিপ্রবরের নিকটে গিয়া
 শরণাপন্ন হইলেন। সাধ্বী তাঁহার শরণাপন্ন
 হইলে, সেই তপবিপ্রবর দধীচ তাঁহাকে

বলিলেন। “হে অনন্বে! তস্মপ্রভাবে তপস্বী
 জন্মদগ্নি, এবং মহেশ্বির কশ্চপ জীবন প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন; দেবগণও প্রাণত্যাগ করিয়া
 তস্মপ্রভাবে জীবন পাইয়াছেন; আমিও
 পূর্বে তস্মপ্রভাবে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা
 পাইয়াছি। অতএব তস্মদ্বারাই
 তোমার এই মৃত স্বামীকে জীবিত
 করিব।” ১৬০.—১১১। এই বলিয়া
 ভগবান্ দধীচ, মহেশ্বরের শরণাপন্ন হই-
 লেন; অনন্তর মন্ত্রপুত তস্ম হস্তে লইয়া
 সাধ্বীর স্বামীকে জীবিত করিলেন। শি-
 ভক্তের করস্পর্শে করুণের শাপমোচন
 হইল। তৎপরে তিনি নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া
 নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। সেই পতি-
 ব্রতা শুচিস্মিতা স্বামীর জীবনপ্রাপ্তি এবং
 শাপমোচন হওয়ায় সাতিশয় হুঃখ হইয়া,
 দধীচমুনিকে বাড়ীতে আনয়ন করিলেন এবং
 তাঁহাকে আহার কারবার নিমিত্ত প্রার্থনা
 করিলেন। তদীয় স্বামী করুণও তাঁহাকে
 যথেষ্ট অন্নরোধ করিলেন। অনন্তর বিপ্র-
 বর দধীচ আহার করিলে, তাঁহার কোটি
 শিষ্য তথায় উপস্থিত হইল। সেই সময়ে
 তস্মবলিতসর্বাঙ্গ দেবগণ দধীচমুনির সন্ধি

নমস্কাৰা দধীচক্ৰ পপ্রক্ষুঃ শিবকাক্ষয়। ১৭৬

দেবী উচুঃ।

অস্মাকন্ত পুরা জ্ঞানং নষ্টমাসীন্নহামতে।

গৌতমস্ত চ ভাৰ্গ্যাং বৈ দৃষ্ট্বা কামাতুরা বয়ম্
তথা চ ধৰ্বিতা দেবী বিবাহকৃতমঙ্গলা।

ভাঃ বৈ কাময়মানানাং নষ্টং জ্ঞানমভূচ্চ নঃ ॥

ততঃ সৰ্বে বয়ং ভীতা গতা দুৰ্গাসাদং মুনিম্।

স উবাচ। ধনা সৰ্মমপনেষ্যামি বো মলম্ ॥১৭৭

শতক্ৰিয়মস্ত্রেণ মস্তিতং শস্তনাং বয়ম্।

মমপি দন্তং হেনৈব ব্রহ্মহত্যাदिशास्त्रे ॥১৮০

ইত্যেবমুক্তা দুৰ্গাসা দন্তবান ভস্ম চোক্তমম্।

অথ তদ্বচনাৎ সৰ্বে বয়ং বৈ কৃতচেতনাঃ ॥১৮১

শতক্ৰিয়মস্ত্রেণ ভস্মোক্তুলিতবিগ্রহাঃ।

নির্ভূতপাতকাঃ সৰ্বে তৎক্ষণাটীক্ৰেব হে মুনে।

আশ্চৰ্য্যমেতজ্জানীমো ভস্মসামৰ্ঘ্যমৌদ্বিশম্।

দধীচ উবাচ।

শৈবস্ত ভস্মনঃ শক্তিং সঙ্ক্ষেপেণ বদামি বঃ।

বিস্তরেণ ন শক্যং বৈ বক্তুং বৰ্ষশটৈতরপি ॥১৮৪

অত্র বঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি পুরাণস্তস্ত দেবযোঃ।

হরিশঙ্করয়ো সৰ্বে ব্রহ্মহত্যাदिनाशनम् ॥১৮৫

পুরা চৈকাৰ্ণবে ঘোরে ব্রহ্মণঃ প্রলয়ে সতি।

মহাবিশ্বস্ত ভগবান শয়িতো বৈ মহান্তসি।

তস্ত পার্শ্বধঃ প্রাণ্য ব্রহ্মাণানাং শতধয়ম্।

বিংশতিঃ পাদযোঃ পার্শ্বে বিংশতিশ্চাস্তরে

নাসামৌক্তিকভাবেন ব্রহ্মাণুমদধাৎ প্রভুঃ।

তত্রাভিমণ্ডলে কেচিল্লোমশাশ্য। মুনীশ্বরাঃ।

তপস্তপস্তঃ সূমহদৌষরঃ পযূপাসতে ॥১৮৮

অথ বিশ্বস্মহাতেজ্জাশিচস্তামাপ দিব্যক্ষয়া।

ধ্যানযোগপরয়ো কৃত্বা ঐকিঞ্চপৰ্ধ্যাপশ্ৰুত।

সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন
করিলেন এবং দধীচমুনিকে নমস্কার করিয়া
শিবমাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার ইচ্ছায় সেই
প্রধান শিবভক্ত দধীচকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন। ১৭২—১৭৬। দেবগণ কহিলেন—
হে মহামতে! পূর্বে আমরা গৌতমের
ভাৰ্গ্যাকে দর্শন করিয়া কামাতুর হইয়াছিলাম
বলিয়া, আমাদের জ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। বিবাহ-
কৃতমঙ্গলা গৌতমভাৰ্গ্যাকে আমরা ধৰ্মণ
করিয়াছিলাম, সেই পাপেই আমাদের জ্ঞান-
লোপ হয়। তাহার পর আমরা সকলে
ভীত হইয়া দুৰ্গাসা মুনির নিকটে গমন
করিলে, তিনি আমাদের বলেন,—এক্ষণে
আমি আপনাদিগের পাপমুক্তি করিয়া
দিতেছি, ভগবান শঙ্কু আমাদের ব্রহ্মহত্যাदि
পাপশাস্তির নিমিত্ত শতক্ৰিয় মস্ত্রে অভি-
মস্তিত ভস্ম প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই
ভস্মধারা আপনাদিগের পাপনষ্ট করিতেছি।
এই বলিয়া দুৰ্গাসা মুনি উত্তম ভস্ম প্রদান
করিলেন। অনন্তর তাঁহার কথায় আমরা
ভস্ম মাথিয়া জ্ঞানলাভ করিলাম। হে মুনে!
আমরা সকলেই তৎক্ষণাৎ শতক্ৰিয়মস্ত্রে

সন্নিহ্নে ভস্ম মাথিয়া পাপমুক্ত হইলাম।
ভস্মের একপ মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা
আশ্চৰ্য্যাবৃত হইয়াছি। দধীচ তাঁহাদিগকে
বলিতে লাগিলেন,—শিবভস্মের মহিমা
আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, সেই বিষয়
আপনাদিগের নিকটে সংক্ষেপে বলিতেছি।
কারণ উহা বিস্তৃতভাবে শতবৎসরেও বলা
সম্ভবে না। হে দেবগণ! এই বিষয়ে দেব
হরি ও শঙ্করের ব্রহ্মহত্যাदिপাপনাশক এক
পুরাকাহিনী আছে, তাহা আপনাদিগের
নিকটে বলিতেছি। পূর্বে ব্রহ্মার মহাপ্রলয়-
কালে পৃথিবী যখন একাৰ্ণবে পরিণত হয়,
তখন ভগবান মহাবিশ্ব সেই মহাসলিলে
শয়ান থাকেন। সেই সময়ে প্রভু নারায়ণ
তুই পার্শ্বে তুই শত ব্রহ্মাণ্ড, তুই পদের পার্শ্বে
বিংশতি ব্রহ্মাণ্ড, মস্তকমধ্যে বিংশতি ব্রহ্মাণ্ড,
এবং নাসিকায় মুক্তাক্রমে একটি ব্রহ্মাণ্ড
ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাভিমণ্ডলে
লোমশ প্রভৃতি (কতিপয়) মহামুনি কঠোর
তপস্যায় রত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা
করিতেছিলেন। ১৭৭—১৮৮। অনন্তর মহা-
তেজা বিশ্ব, স্থষ্টির ইচ্ছা করিয়া ধ্যানমগ্ন হই-

অথ হুঃখেন মহতা করৌদৌচৈঃ পুনঃপুনঃ ।
 এতশ্চিস্তরে দৌণ্ডিঃ কাচিলোকবিলক্ষণা ।
 দৃষ্টা চ হরিণা ভীত্যা লোচনে চ নিমৌলিতে
 আগম্যমানো গোক্ষীরসমতেজাঃ স্নগাজবান
 সংগ্রথ্য কোটিব্রহ্মাণ্ডদামযুগ্মঃ করদয়ে । ১২২
 দধানমুরগা ধাম কোটিব্রহ্মাণ্ডকল্পিতম্ ।
 ব্রহ্মাণ্ডমেকং স্তপতদ্বৎপতচ্চ করদয়ে । ১২৩
 সর্গাতরণসংযুক্তঃ তথাভূতং ভমবায়ম্ ।
 বিষ্ণুঃ তুষ্ঠাব চাদৃষ্টী দর্শনায় চ তন্তু বৈ ১২৪
 বিষ্ণুকবচ ।

নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে শাশ্বতাবায় ।

ন জানেহং তবস্তং ভোক্তৃকং বেৎসি নমো নমঃ

লেম । কিন্তু ধ্যানময় হইয়াও কিছুই
 দেখিতে পাইলেন না; তখন সৃষ্টির কোন
 উপায় না দেখিতে পাইয়া সাতিশর হুঃখিত
 হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ
 করিলেন । এমত সময়ে এক অলৌকিক
 অপূর্ণ জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল । জীহরি তদ-
 র্শনে নয়নযুগল মুদিত করিলেন । তৎকালে
 গোহৃঙ্গের স্তায় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ সুন্দর
 তেজোময় এক মূর্তি নারায়ণের নিকটে
 আসিতে লাগিলেন । তিনি করযুগলে কোটি
 ব্রহ্মাণ্ডের দুইছড়া মালা গাঁথিয়া পরিধান
 করিয়াছেন । বক্ষঃস্থলে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের
 তেজ ধারণ করিয়াছেন । তিনি দুই হস্তে
 দুটি ব্রহ্মাণ্ড লইয়া বুটি খেলিতেছেন । সেই
 অব্যয় দেবমূর্তির সর্গাঙ্গে নানাবিধ অল-
 ঙ্কার । বিষ্ণু সেই অপূর্ণ তেজঃপুঞ্জময় মূর্তি
 দেখিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ।
 তাঁহাকে সুস্পষ্ট দেখিবার ও তিনি কে তাহা
 জানিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্তব করিতে
 আরম্ভ করিলেন । বিষ্ণু বলিলেন,—হে দেব-
 দেবেশ ! হে শাশ্বত অব্যয় ! আপনাকে
 নমস্কার ; আপনাকে আমি জানি না,
 আপনার মহিমা বুঝি না, আমি অজ্ঞ,
 আপনি আমাকে জানান ; আপনি
 সর্বজ্ঞ, আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ।

জানামি ন চ তে ভাবঃহ্রির্নিরীক্যা চ তে দ্রুতি
 মাণিক্যকুণ্ডলং হেমদামজালবিকূষিতম্ ১২৬
 রত্নাকুলীয়ঃ সুভগঃ বাহকোষ্ঠসুভূষণম্ ।
 তন্তুরকোষ্ঠমাকর্ণদীর্ঘায়তবিলোচনম্ ১২৭
 বাণলোচনসঙ্কাশং ভাললোচনমব্যয়ম্ ।
 কন্দর্পকাণ্ডক্রান্তি জনকক্রমশূন্যম্ ১২৮
 শিখোরতনুগার্বঙ্গ-নাসমচ্চকপোলকম্ ।
 মন্দশ্চিত্তঃ প্রসন্নাস্তং বালেন্দুদর্শনং বিভূম্ ।
 বিজ্ঞানরক্তবসনং বেদকল্পিতভূষণম্ ।
 শরণং স্বাং প্রপন্নোহস্মি চক্ষুশ্চৈ দৌয়তাঃ
 বিভো ! ২০০

দীনাঙ্করূপাঙ্গান-নষ্টস্ত শরণং ভব ।

অথ দিব্যাং দর্শো চক্ষুঃ স্বাস্ত্রদর্শনশক্তিমৎ ।

অথ দৃষ্টী হরিঃ শঙ্কুঃ জিনেত্রং পুরতঃ স্থিতম্
 কো ভবানিত্যব চাখ ন জানে স্বাঃ মহাশশঃ ।

আপনার ভাব আমি জানি না; আপনার
 তেজোময় মূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়
 না । আপনার কর্ণে মাণিক্যকুণ্ডল, বশে
 স্বর্ণহার, অঙ্গুলিতে রত্নাকরীয়ক, এবং বাহ
 হস্তে সুন্দর বরভূষণ; আপনার গুঠ রক্তবর্ণ,
 কর্ণ বিস্তৃত, লোচন দীর্ঘ, কলাটি আর এক
 চক্ষু; তাহাতে আপনি বাণলোচনং বৎ প্রতীয়-
 মান হইতেছেন । আপনি অব্যয় পরমে-
 শ্বর । আপনার ক্রয়ুগল দেখিলে কন্দর্পধনু
 বলিয়া ভ্রম হয় । আপনার না'সকা ও
 অন্তস্ত্র অবয়ব তৈলাক্তবৎ চিক্রা, উন্নত ও
 মনোহর । আপনার গণ্ডস্থল (দর্পণের
 স্থায়) স্বচ্ছ । আপনার প্রসন্নবদনে মৃত
 মধুর হাস্য সর্করা বিরাজমান । হে বিভো!
 আপনি বাণ চন্দ্রের স্তায় প্রতিভাত হইতে-
 ছেন । আপনি বিজ্ঞানরক্তবসন এবং
 বেদকল্পিতভূষণ । হে বিভো ! আমি
 আপনার শরণাপন্ন; আমাকে জানচক্ষু
 প্রদান করুন । ১৮২—২০০ । আমি দীন,
 অন্ধ, অনাথ, অজ্ঞান, আপনি আমাকে রক্ষা
 করুন । অনন্তর সমাগত তেজোমূর্তি শঙ্কু
 জীহরিকে স্বরূপ দেখাইবার নিমিত্ত জান-

প্রাণামঃ কেবলংকর্ষুঃ শকোহস্মি ন হি বেদিভূম্
সদাশিব উবাচ ।

উব জানং প্রদাতামি কুরু স্নানঞ্চ বাকুণম্ ।
তন্নস্নানং ততঃ পশ্চাত্ততো জানং দদামি তে ।
ভগবানুবাচ ।

সংস্নানযোগ্যসলিলং ন চ তিষ্ঠতি কুজচিৎ ।
ইত্বাক্তোহর্থ নিবন্ধত্ৰ স্নাতাসক্তবিপ্রোঃ ।
উকদয়জলে স্নানং ন যোগ্যমন্তবন্ধরোঃ ।
শঙ্কুর্জহাস নানায় জলমত্যধিকং ত্বহো ॥২০৬
দধীচ উবাচ ।

অথ দেবঃ শিবো বিষ্ণুং তালোক্যেণ ব্যলোকয়ৎ
বিলীনহৃদ্রাবধবঃ বাম্যাক্যেণ ব্যলোকয়ৎ ॥২০৭
ততঃ হৃদ্রাক্ষয়িষ্ণুঃ শীতদেহশ্চ শঙ্কুনাম্ ।

চন্দ্র প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাযশাঃ
শ্রীহরি পুরোভাগে অবস্থিত ত্রিনেত্র শঙ্কুকে
দর্শন করিয়া বলিলেন,—আপনি কে?
আপনাকে আমি চিনিলাম না; কেবল
আপনাকে নমস্কার করিতে সমর্থ হইতেছি;
আপনাকে জানিতে পারিতেছি না। সদা-
শিব কহিলেন,—তোমাকে আমি জ্ঞান প্রদান
করিব। তুমি প্রথমতঃ জলে স্নান করিয়া
লও, তাহার পর তন্নস্নান করিলে আমি
তোমাকে জ্ঞান প্রদান করিব। ভগবান্
নারায়ণ বলিলেন,—আমি অবগাহন করিয়া
স্নান করি এরূপ জল কোথাও নাই।
সর্কীকে ব্রহ্মাওধারী হরি এই বলিয়া অব-
স্থিত হইলেন, তিনি তাঁহার উরুপ্রমাণ একা-
ধবসলিলে স্নান করিতে পারিলেন না।
তৎপরে এত অধিক জলেও হরি স্নান
করিতে পারিলেন না দেখিয়া শঙ্কু হস্ত
করিলেন। দধীচ কহিলেন,—অনন্তর
দেব শিব ললাটনেত্র দ্বারা শ্রীহরিকে
দর্শন করিলে, তাঁহার অঙ্গে ব্রহ্মাও সকল
বিলীন হইয়া গেল। আবার শঙ্কু
বামনেত্র দ্বারা বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত
করিলে, তাঁহার শরীর হৃদ্র হইয়া গেল,
দেহ শঙ্কুচিত হইল। তাহার পর শঙ্কু বিষ্ণুকে

উক্শশ্চ নাহি ভো বিষ্ণো হুদ্র এষ বিকল্পিতঃ
ততো হুদ্রে হরিঃ স্নাতুং হর্যাকে কল্পিতে তথা
প্রবেষ্টুং ন শশাকাধ গভীয়ে তদুদ্রদেহস্য হু
হরিয়াহ চ নো পহু হুদ্রস্যাত্ত প্রবেশনে ।
মার্গো মে দীয়তাং দেব যথ শঙ্কুস্তমত্রবীৎ ।
শঙ্কুুবাচ ।

কোটিযোজনগভীরং জলমেতন্নহৎপুরা ।
নিবিষ্টস্যৈব ভবত উকদয়ঃ জলং বিত্তো ॥
ইদানীং তিষ্ঠতশ্চাপি ন প্রবেশো হুদ্রে কথম্ ।
অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণোহয়মুরুর্তাস্ন হুদ্রে চ মে ॥২১১
পশ্চামি প্রবিশ যথ পাদস্পর্শং দদামি তে ।
বাক্যমেকন্ত সোপানং বেদং মহাক্যানিঃসৃতম্

বলিলেন,—বিষ্ণো! তুমি স্নান কর;
তোমার স্নানের জন্য আমি নিজ ক্রোড়ো-
পরি হুদ্র নির্মাণ করিয়াছি। তাহার পর
দেবী মহাদেবের ক্রোড়দেশে সেই কল্পিত
গভীর হুদ্রে স্নান করিতে উদ্যত হইয়া,
তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন
না। প্রবেশ করিবার পস্থা না পাইয়া
শ্রীহরি, শিবকে কহিলেন,—দেব! আমি
এই হুদ্রে প্রবেশ করিবার পস্থা পাইতেছি
না, আপনি অবতরণ করিবার পস্থা করিয়া
দিন। অনন্তর শঙ্কু তাঁহাকে বলিতে লাগি-
লেন। ২০১—২১০। শঙ্কু কহিলেন,—হে
অপারশক্তিশালিন! তুমি এই কোটি-
যোজন গভীর, একাধবসলিলে স্নান করিবার
উপযুক্ত জল পাইলে না, সর্কীই তোমার
একহাঁটু জল হইল; কিন্তু এক্ষণে সেই
একাধবসলিলে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আমার
উরুর উপরে অষ্টাঙ্গুল স্থানের মধ্যে
কল্পিত এই হুদ্রে প্রবেশ করিতে পারি
তেহ না কেন? আমি দেখিতেছি,
কোন ভয় নাই, নিঃশঙ্কচিত্তে তুমি এই
হুদ্রমধ্যে প্রবেশ কর; যাহাতে এই
হুদ্রে তোমার পাদস্পর্শ হয়, তলাইয়া না যাও
তাহা করিতেছি। আমার বাক্যই এক-

হরিকৃবাচ ।

শব্দারোহণসামর্থ্যং কস্তাপীহ ন বিদ্যতে ।
মূর্ত্ত্যারোহণং শক্যং গ্রহণং বা কথং ক্ষতে: ॥
শম্ভুকৃবাচ ।

পুংসঃ শক্তির্ন বস্তুনাং ধারণারোহণাদিসু ।
গৃহণেমং মহাবেদং জগ্ৰোহ হরিরপ্যথ ॥ ২১৫
নন্বকরশ্চাশক্তেহি পতঙ্গিব জনাধিনঃ ।
ন চ শক্যং ময়া ধৰ্ত্তুমিতি প্রাহ শিবঃ হরিঃ
শিবঃ প্রহস্তু নিপতিব্যত্যতীব ॥ মহাহ্রদে ।
তৎসোপানমথাক্ষয় স্নাতুমহসি কেশব ॥ ২১৭

মাত্র সোপান, তুমি এই মদীয় বাক্যসোপানে
আরোহণ করিয়া ইহাতে অবতরণ কর ।
তুমি জান, আমার বাক্য হইতে বেদের
উৎপত্তি, স্মরণঃ আমার বাক্য, বেদ-
বাক্য । হরি বলিলেন,—শব্দের উপরে
আরোহণ করিবার সামর্থ্য তাহারও নাই,
তাহার মূর্ত্তি আছে, তাহার উপরেই আরো-
হণ করিতে পারা যায় । কিন্তু শব্দ বা বেদ-
বাক্য তাহার ত আকার নাই, তাহার
উপরে কিরূপে আরোহণ করিতে পারা
যাইবে । শম্ভু বলিলেন,—আমি শক্তি-
প্রদান না করিলে, কি মূর্ত্তিমান, কি অমূর্ত্তি-
মান, কোন বস্তুই গ্রহণ বা তদুপরি আরো-
হণ করিতে পারা যাইবে না, আমি শক্তি-
প্রদান করিলে, পুরুষ, তাহার আকৃতি নাই,
তাহার উপরেও আরোহণ করিতে
পারিবে; অতএব তুমি এই মহাবেদ
গ্রহণ কর । ২১১—২১৫ । অনন্তর হরি বেদ
গ্রহণ করিতে যাইয়া পরাশ্রয় হইলেন,
তাহার হস্ত উঠিল না, বলপূর্ব্বক গ্রহণ
করিতে গিয়া পতনোগ্রহ হইয়া শিবকে
বলিলেন—“আমি ধরিতে পারিলাম না ।
অনন্তর শিব হাস্ত করিয়া সেই মহাহ্রদে
বেদ-সোপান করিয়া দিয়া বলিলেন,—
কেশব ! এই সোপান করিয়া দিয়াছি, তুমি,
এই সোপানে আরোহণ করিয়া স্নান করিতে

দধীচ উবাচ ।

বেদে সোপানভূতে হি উরুদয়োপলকিনি ।
তত্র স্নাত্বা স বিধিনা বহিরুতীর্থ্য চোক্তবান্ ॥
স্নাতোহস্মি কিমতঃ কার্য্যং শম্ভুরাহ হরিঃ
ততঃ ।

ধ্যয়সে হৃদয়ে কিং স্বং ন চ কিঞ্চিদন্থ মে ।
হরিন্ কিঞ্চিদিত্যাহ স্বথ শম্ভুকৃবাচ হ ॥ ২২০
তস্মন্নানেন সংগুজো বেৎসসে পরমং শুভম্
দৌকিতস্ত হি তচ্ছস্তং তত্রকাং করবাপ্যাহম্ ॥
দধীচ উবাচ ।

স্বকঃস্থিতভট্টৈশ্বকং নথেনাদায় শব্দরঃ ।
প্রণবেনাভিমন্ত্র্যাথ গায়ত্রী ব্রহ্মভূতয়া ॥ ২২২
অঙ্গুলীভ্যামথো গৃহ্য শিবঃ পঞ্চাক্ষরেণ বৈ ।
হরিমন্তকগাঞ্জেসু সর্বেষপি সমাক্ষিপৎ ॥ ২২৩
শাস্ত্রদৃষ্ট্যা নিরীক্যথ জীবৈভ্যাং হরিঃ হরঃ

পারিবে । দধীচ কহিলেন,—বেদ সেই
মহাহ্রদের সোপান হইলে জীহরি তাহার
জল উরুপ্রমাণ বুঝিতে পারিয়া তাহাতে
অবতরণপূর্ব্বক যথাবিধি স্নানান্তর তীর
উখিত হইয়া বলিলেন;—আমি স্নান করি-
য়াছি, এক্ষণে কি কার্য্য করিতে হইবে,
আজ্ঞা করুন । শম্ভু বলিলেন,—তুমি মনে
মনে কি চিন্তা করিতেছ, আমাকে তাহা
বসিতেছ না কেন? হরি উত্তর করিলেন,—
আমি কিছুই চিন্তা করিতেছি না । অনন্তর
শম্ভু বলিলেন,—তস্মন্নানে শুদ্ধ হও, তাহার
পর পরম শুভ জানিতে পারিবে । দৌকিত
ব্যক্তির পক্ষে এই তস্মন্নান বিশেষ
প্রশস্ত, আমি তস্মন্নান তোমাকে রক্ষা
করিব । দধীচ কহিলেন,—শব্দর এই বলিয়া
নখে করিয়া নিজ বক্ষস্থিত কিঞ্চিৎ তস্ম
লইয়া প্রণব ও গায়ত্রীমন্ত্রপুত করত পঞ্চাক্ষর
মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে হই অঙ্গুলি
দ্বারা সেই তস্ম জীহরির মস্তকে ও সর্বাঙ্গে
নিক্ষেপ করিলেন । তাহার পরে মহাদেব
শাস্ত্রনয়নে জীহরির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
বাচিমা থাক’ এই কথা বলিলেন । তাহার

ধ্যায়শ্ব কিং তে হৃদয়ে স চ ধ্যানপরোহ ভবৎ
 অপশুদ্ধদয়ে দীপং দীর্ঘাকারমভিপ্রভম্ ।
 হরিরাহ শিবঃ সাক্ষাদীপো দৃষ্টো ময়েতি চ
 শিবঃ প্রাহ ন তে জ্ঞানং পরিপকমথো হরে ।
 ভস্ম ভক্ষয় তে জ্ঞানং সমগ্ৰং সত্ত্ববিয্যতি ।
 হরিরুবাচ ।

ভক্ষয়িষ্যে শুভং ভস্ম স্নাতোহহং ভস্মনা পুরা
 দৃষ্টেধ্বয়ং ভক্তিগম্যং ভস্মাভক্ষয়দচ্যুতঃ । ২২৭
 তত্রাশ্চর্যমভীবাসৌ পকবিষমসমহাতিঃ ।
 বাসুদেবঃ শুদ্ধযুক্তা-কলবর্ণোহভবৎক্ষণাৎ ।
 তদাপ্রভৃতি শুক্লোহসৌ বাসুদেবঃ প্রসন্নবান
 পুনর্ধ্যানপরো ভূত্বা দীপমধ্যে চ পুরুষম্ ।
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং ত্রিনেত্রং ত্রিভুজং শিবম্ ।
 বরদং দক্ষিণে হস্তে বামে চাত্মদং বিভুম্ ।

পর আরও বলিলেন, “তোমার হৃদয়মধ্যে
 কি আছে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ । অন-
 স্তর জীহরি ধ্যানময় হইলেন, ধ্যানময়
 হইয়া তিনি হৃদয়মধ্যে দীর্ঘাকৃতি অত্যুজ্জল
 দীপ দর্শন করিলেন । তাহার পর হরি
 শিবকে বলিলেন,—আমি হৃদয়মধ্যে একটি
 মুক্তিমান জলস্ত দীপ দর্শন করিলাম । শিব
 বলিলেন,—হরে! এখনও তোমার পরিপক
 জ্ঞান হয় নাই; তুমি একটু ভস্ম ভক্ষণ
 কর । তাহা হইলে তোমার সম্পূর্ণ জ্ঞান
 হইবে । জীহরি উত্তর করিলেন,—আমি
 প্রথমে ভস্মে স্নান করিয়াছি, এক্ষণে
 শুভ ভস্ম ভক্ষণ করিব । এই বলিয়া
 জীহরি ভক্তিগম্য জগদীশ্বরকে দর্শন
 করিয়া ভস্মভক্ষণ করিলেন । ভস্ম-
 ভক্ষণে জীহরির আশ্চর্য পরিবর্তন হইল,
 তাঁহার পকবিষকলতুলা দেহকান্তি কণ-
 কালমধ্যে বিশুদ্ধ মুক্তার স্তায় আভাময়
 হইয়া গেল; তদবধি প্রসন্নচিত্ত বাসুদেব
 শুক্রবর্ণ হইয়া গেলেন । তাহার পর আবার
 ধ্যানময় হইয়া দেখিলেন, হৃদয়স্থিত দীপ-
 মধ্যে শুদ্ধ ফটিকতুলা বিনেত্র ত্রিভুজ শিব-
 যুক্ত বিরাজ করিতেছেন । আরও দেখি-

পকবায়বপুষং শরচ্ছন্দ্রাবুভদ্রাতম্ ।
 মণিক্যকুণ্ডলঃ হেমদামজালবিভূষিতম্ । ২৩১
 রত্নাস্ত্রলীয়মুভগঃ বাহুকোঠসুভূষণম্ ।
 তদ্বরজোষ্ঠমাকর্ণদীর্ঘায়তবিলোচনম্ । ২৩২
 বাণলোচনসঙ্কাশং ভাললোচনমব্যয়ম্ ।
 কন্দর্পকাশুকভ্রাস্তি-জনকক্রবমৌশ্বরম্ ॥ ২৩৩
 নিম্বোরতসুচার্বক-নাসমচ্ছকপোলকম্ ।
 মন্দাস্মিতঃ প্রসন্নাস্তং বালেন্দুদর্শনং বিভুম্ ।
 বিজ্ঞানরক্তবসনং বেদকল্পিতনুপুরম্ ।
 বামাস্ত্রলীয়মধ্যস্থ-মণিপ্রণবমব্যয়ম্ ॥ ২৩৫
 দৃষ্টবানথ তং বিষ্ণুঃ কৃতকৃত্যোহভবতদপা ।
 অথাহ শত্ৰুর্ভো বিবেকো হৃদি দৃষ্টঃ হি কিং জয়া
 হরিরাহ পুরা দৃষ্টঃ পুরুষঃ শান্তিবিপ্রঃ ।
 ইত্যা দীর্ঘ মহাবিষ্ণুঃ শিবপাদে পপাত হ ।

লেন,—প্রভু দক্ষিণ হস্তে বর এবং বাম হস্তে
 অভয় দান করিতেছেন । পঞ্চমবর্ষীয় বাল-
 কের স্তায় তাঁহার আকার । অযুত শয়-
 চন্দ্রের স্তায় তাঁহার দেহকান্তি । তাঁহার
 কর্ণে মণিক্যকুণ্ডল, কর্ণে ৫ স্বর্ণহার,
 অঙ্গুলিতে সুন্দর রত্নাস্ত্রীয়ক, বাহুদ্বয়ে
 সুন্দর করভূষণ, রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, আকর্ণ-
 বিস্তৃত দীর্ঘ নয়ন, বাণলোচনবৎ বিরাজ
 করিতেছে । সেই অব্যয় পরমেশ্বরের
 ললাটে আর এক চক্ষু, তাঁহার ক্রয়ুগল
 দেখিলে কন্দর্পধনু বলিয়া ভ্রম হয় ।
 তাঁহার নাসিকা ও অস্ত্রাস্ত্র অঙ্গ তৈলাক্ত-
 বৎ চিক্ণ, উন্নত ও মনোহর; তাঁহার
 গণ্ডস্থল দুঃখচ্ছ । প্রভুর প্রসন্ন বদনে মুদ-
 মন্দ হাস্য সর্বদাই বিরাজ করিতেছে ।
 তিনি বালচন্দ্রবৎ প্রাতিভাত হইতেছেন ।
 তিনি বিজ্ঞানরক্তবসন ও বেদকল্পিতনুপুর ।
 প্রবণ তাঁহার বামাস্ত্রলীয়মধ্যস্থ মণি । তৎ-
 কালে বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শ করিয়া কৃতার্থ হই-
 লেন । অনস্তর শত্ৰু তাঁহাকে বলিলেন,—
 বিবেকো! তুমি হৃদয়ে কি দর্শন করিলে?
 হরি বলিলেন,—আমি হৃদয়মধ্যে শান্তিমূর্তি
 পুরুষ দর্শন করিলাম, এই বলিয়া মহাবিষ্ণু

হরিকৃবাচ ।
ন শক্তিঃ ভঙ্গনো জানে প্রভাবঃ তে কৃতো
বিভো ।
নমস্তেহস্ত নমস্তেহস্ত স্বামেব শরণঃ গতঃ ।
সদাশিব উবাচ ।
বরণং বৃণু মহাভাগ মনসা যৎ স্মিচ্ছসি ।
শিবেরিতমখাকর্ণ্য হরিরব্রতৈ বরোত্তমম ॥২৩৯

হরিকৃবাচ ।
স্বপাদযুগলে শস্তো ভক্তি রক্ত সদা মম ।
অর্থ দদ্বা বরণঃ শঙ্করিন্দমাব বচো হরিনম ॥ ২৪০
পঙ্কুবাচ ।
ভঙ্গধারণ সম্পন্নো মম ভক্তো ভবিষ্যতি ।
দধীচ উবাচ ।

ইশ্বরকৃতঃ মহাজ্ঞানঃ ভঙ্গসম্ভবমাদিতঃ ।
ভঙ্গাদ্যয়মঃ সুরাঃ সর্কৈ ধারয়ধ্বং তদাদরাৎ
বিশ্বয়োৎফুল্লনয়না দেবাশ্চাসংস্কৃতদ্বিত্বি

মহাদেবের চরণে পতিত হইলেন। হরি বলিলেন,—প্রভো! আমি ভঙ্গেরই মহিমা জানি না, আপনার মহিমা কিরূপে জানিব? (আপনাকে আর অধিক কি বলিব) আপনারই শরণাপন্ন হইলাম; আপনাকে পুনঃ-পুনঃ প্রণাম করি। ২২৪—২৩৮। সদাশিব কহিলেন,—মহাভাগ! তুমি মনে মনে যে বরণ ইচ্ছা কর, প্রার্থনা কর। শিববাক্য শ্রবণ করিয়া হরি উত্তম বরণ প্রার্থনা করিলেন। হরি বলিলেন,—শস্তো! আপনার পদযুগলে আমার সর্কদা যেন ভক্তি থাকে; আমি এই বরণ প্রার্থনা করি। অনন্তর শঙ্কু হরিকে বরণ প্রদান করিয়া বলিলেন; শঙ্কু বলিলেন,—তুমি ভঙ্গধারণ-সম্পন্ন মদীর ভক্ত হইবে। দধীচ কহিলেন,—হে সুরগণ! এই ভঙ্গসম্ভূত মহাজ্ঞানের বিষয় আদ্যোপাশ্চ আপনাদের নিকট বলিলাম, আপনারা সকলে ভক্তি-পূর্বক এই ভঙ্গধারণ করুন। দেবগণ দধীচ মুনির নিকটে ভঙ্গমহিমা শ্রবণ করিয়া

য ইদং শৃণুয়ারিত্যং পুণ্যার্থানমন্তমম ॥
বিয়ুক্তঃ সর্কপাপেভো। যাত্যসৌ শাক্ষরং
পদম ॥২৪৩
ইতি ক্রীপায়ৈ পাতালখণ্ডে ভঙ্গমাহাশ্যো
চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শুচিস্মিতোবাচ ।
আয়ুষ্যবর্দ্ধনং ভঙ্গাশনং দৃষ্টং মহামুনে ।
পরলোকগতিং দাতুঃ শক্তমেতং তবান বদ ।
দধীচ উবাচ ।
অত্র তে কথয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম ।
চিত্তশুপ্রযমাত্যাক্ষ খাতক যথকুব চ ॥ ২
মিথিলায়াং পুরা কশিক্কুনঃ পর্যটতে ক্ষুধা ।
পুরা জন্মশতাৎ পূর্বং ব্রাহ্মণঃ পাপনিষ্ঠয়ঃ ।
পূর্বৈ বয়সি বেদাচ্যাঃ শাস্ত্রাচাশ্চ সুবুদ্ধিমান ।

বিশ্বয়োৎফুল্লনয়ে “তাহাই বটে” এই কথা বলিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই অতুৎকৃত পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিতে পারে, সে সর্কপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শঙ্করপদ প্রাপ্ত হয়। ২২৯—২৩৩।
চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

শুচিস্মিতা কহিলেন,—হে মহামুনে! ভঙ্গধারণ যে আয়ুষ্যবর্দ্ধন তাহা দৃষ্ট হইয়াছে; উহা যে, পরলোকগতি-দানে সক্ষম, এক্ষণে তাহার বিষয় বর্ণন কর। দধীচ, কহিলেন,—আমি তোমাদিগের এই জিজ্ঞাসিত বিষয়ে একটা পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিব, যাহা চিত্তশুপ্র ৩ সমকর্তৃক কীর্তিত হইয়াছিল। পূর্বকালে মিথিলা নগরে একটি কুকুর ক্ষুধার্ত হইয়া পর্যটন করিতেছিল সে শতজন্মের পূর্বকৈ অতি পাপিষ্ঠ জ্ঞান

স স্নাত্ব জাহ্নবীং গতা স্নানং কৃৎস্বা পিতৃনপি
দেবান স্বধীন সমভ্যর্চ্য যযৌ প্রান্তলিকাপুরম্
প্রতিশ্রয়মথো চক্রে ব্রাহ্মণস্ত নিবেশনে । ৫
তজ্জৈকা কক্রিয়স্তুতা যৌবনস্তা হতপ্রিয়া ।
প্রভ্রষ্টরাজ্যা যট্টকোটিনিক্ক্রবোণ সংযুতা । ৬
কৃৎস্বাথ কক্রিতুং বিপ্র সর্কীবয়বসুন্দরম্ ।
য়াজৌ চশ্রোদয়ে শুক্রে জ্যোৎস্নাহসিতদিশুখে
ব্রাহ্মণাভ্যাসমাগত্য উদ্বীক্যবমথাত্রবীৎ ।
কুতশ্চমাগতো বিপ্র কং বা দেশং গমিয্যাসি ।
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অকালচর্যা সর্কীব্যং শক্লামুৎপাদয়েদ্বক্রবম্ ।
বরংহরৌশ্বিধো বাদো রহশ্চ হান্তমন্দিরম্ ।
কক্রিয়োবাচ ।

কথাশ্রসক্রে যাজ্ঞায়্য তৌর্থে দেশাদিবিপ্রবে ।
হৃর্তিকগ্রামদহনে রহোবাদো ন দূষিতঃ । ১০

ছিল। সে প্রথম বয়সে অতি বুদ্ধিমান বেদ-
বিৎ ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।
একদা সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া দেব ও
শিশুগণের সন্তর্পণানন্তর প্রান্তলিকাপুরে
গমনপূর্বক কোন ব্রাহ্মণের আলয়ে আশ্রয়
গ্রহণ করিল। ভ্ধায় ভোজনানন্তর বিশ্রাম
নিরত রহিয়াছে, এমনকালে নিশ্চল চন্দ্রমা
লোকে দিগ্‌বৎগণ হান্তমুখী হইলে কোন
পূর্ণযৌবনা, তর্কহীনা ভ্রষ্টরাজ্যা কক্রিয়-
রমণী, যট্টকোটীমুদ্রা মূল্যের উৎকৃষ্ট অল-
ঙ্কারাদি ধারণপূর্বক সেই সর্কীবয়ব-
সুন্দর ব্রাহ্মণযুবকের সমীপাগত হইয়া
ইতস্ততঃ অবলোকনানন্তর জিজ্ঞাসা করিল,—
হে ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা হইতে আসিয়া-
ছেন এবং কোন দেশেই বা গমন করি-
বেন। ব্রাহ্মণ কহিল,—অকালচর্যা সক-
লেরই ভয়প্রদ, আমরা উভয়ে যৌবনসম্পন্ন,
জ্যোৎস্নাময়ী নিশাকালে এই নিরঞ্জনগৃহে
আমাদিগের উভয়ের হান্ত-পরিহাসাদি
উচিত নহে। কক্রিয়া কহিল,—কথাশ্রসক্রে,
যাজ্ঞায়, তৌর্থে, দেশাদিবিপ্রবে, হৃর্তিকে
প্রবং গ্রামদহনে নিরঞ্জে আল্লাপ দূষিত নহে,

প্রতিশ্রয়ম্ মগেহে ভবতৈব কৃতঃ পুরা ।
মগেহবাসিনী চাহং ন শক্যং দ্বিহ কস্তচিৎ ।
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

তুক্ষীস্তাবো ময়া কার্যো গচ্ছ স্বং সখ্য চাচ্চনঃ
ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণেনাসৌ মনসাচিত্তয়শ্বদম্ । ১২
অনেন সঙ্গমো মহৎ যথা তস্বং তথাপ্যহম্ ।
য়োদনস্ত কক্রিয়ামি তথা চায়াতি সান্বিতুং
মাক্ সান্বরিভুং প্রাপ্তো মাং সখুথাপরিয্যতি ।
অহমুস্তিষ্ঠমাতৈব দোর্গতাকর্ষসঙ্কিনী ।
কুচযুগং হি তদগাভ্রং স্পর্শরিব মুচ্ছিতা । ১৩
গতভাসাং হি মাং দৃষ্ট্বা নিবধঃ শয়মেব সঃ ।
অঙ্কমোশ্রামকং দেহং নিধান্ততি দ্বিজাগ্রণীঃ । ১৪
অচেতনৈব বসনমপাস্ত কুদভীব চ । ১৬
সুশ্রব্ধং যোমরহিতং পক্যবখ্দলাকৃতি ।
দর্শয়য্যামি তৎস্বানং কামগেহং সুগচ্ছ চ ।
মদৈব বিলুষ্ঠন্ত্যাদ্ধে তস্ম ব্রহ্মপাস্ততে ।

আপনি পূর্বেই আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছেন, আমি স্বগৃহ থাকিয়া আপনার
সহিত আল্লাপ করিতে ভয় করিব কেন ? ।
১—১১। ব্রাহ্মণ কহিল,—আমার নিকট
থাকাই উচিত, তুমি নিজ গৃহে গমন কর। এই
প্রকারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, সেই কক্রিয়া
মনে মনে চিন্তা করিল—আমি সাধ্যাত্মসারে
উহার সহিত মিলনের চেষ্টা করিব। আমি
কপট যোদন আরম্ভ করি, তাহা হইলে
ব্রাহ্মণ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে
সাস্বনা করিবার জন্ত ভূমি হইতে উঠাই-
বেন, আমি উঠিতে উঠিতে বাহুলতা স্বারা
তাঁহার কণ্ঠ বেটন করিয়া, উন্নত কুচযু
তাঁহার গায়ে সংলগ্ন করাইয়া মুচ্ছিতার
স্তায় হইব; তিনি আমাকে বাগ্‌বিরহিত
দেখিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় ক্রোড়ে
স্থাপন করিবেন, তখন আমি বসন পরিহার-
পূর্বক অচেতনার স্তায় যোদন করিতে
থাকিব। এই প্রকারে পক্যবখ্দলাকৃতি,
সুন্দরবর্ণ, যোমরহিত, সুগচ্ছ কামগৃহ
পেখাইব। আমি তাঁহার অঙ্গে পুনঃপুনঃ

লৌলুপ্য চিত্তঃ তন্ত্ৰেখাধাধীশং কয়ামি ত্ব
অদৃষ্টৌ যাদৃশং চিত্তঃ দৃষ্টৌ নৈতাদৃশং ভবেৎ
দর্শনে যাদৃশং চিত্তঃ সংলাপে নৈব তাদৃশম্ ।
সংলাপে যাদৃশং চিত্তঃ হ্যন্তোক্তৌ নৈব

তাদৃশম্ ।

হ্যন্তোক্তৌ যাদৃশং চিত্তঃ স্পর্শনে নৈব

তাদৃশম্ ॥ ২০

স্পর্শনে যাদৃশং চিত্তঃ যোনিদৃষ্টৌ ন তাদৃশম্
তদৃশৌ যাদৃশং চিত্তঃ যোনিস্পর্শে ন তাদৃশম্
বাহুমূলকুণ্ডলম্ব-যোনিস্পর্শনদর্শনাৎ ।

কন্ত ন অলতে চিত্তঃ রেতঃ করক নো ভবেৎ
দধীচ উবাচ ।

ইতি সক্তিভ্য মনসা করিয়া গৃহমভ্যগাৎ ।

অগৃহ্যায়মানাদ্য মন্দপূর্বঃ করোদ হ ॥ ২০

চিরং কালক্ রুদিত্তে ব্রাহ্মণঃ করুণানিধিঃ ॥২৪

শ্রীবালবৃদ্ধাতুররাজযোগিনী-

বিষ্মিত্তোগাদিনিপাতনানাম্ ।

বিস্মৃতি হইলে তাঁহারও কটীবন্দন অপনৌত
হইবে। এই উপায় দ্বারা চিত্তের প্রলো-
ভন উপশান্ত করিয়া তাঁহাকে আত্মাধীন
করিব। ১২—১৮। বয়ঃসম্পন্ন সুলক্ষ্মী রমণী
নয়নপোচয় হইলে স্বভাবদৃঢ়চিত্ত যুবকের
চিত্তলট্যাঁ কিঞ্চিৎ অল্পতা প্রাপ্ত হয়, যুবতী
সহ সংলাপে তদপেক্ষা অল্পতা প্রাপ্ত হয়,
তৎসহ হান্ত-পরিহাসাদি দ্বারা তদপেক্ষা
অল্পতা প্রাপ্ত হয়, স্পর্শ করিলে চিত্তবৈধি
কিৎ পরিমার্গ অবশিষ্ট থাকিলেও যোনি-
দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা তাহাও দূরীভূত হয়,
এই প্রকার যুবতীর বাহুমূল কুণ্ডলগল যোনি-
দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা কোন যুবকের চিত্ত
অলনানস্তর রেতঃস্রবন না হয় ? দধীচ কহি-
লেন,—সেই কত্রিয়া উক্ত প্রকার চিন্তা
করিয়া নিজগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং
অগৃহ্যারে উপনীত হইয়া কাতরভাবে
রোদন আরম্ভ করিল। বহুকণ এই প্রকারে
রোদন করিতে থাকিলে, সেই করুণানিধি
বিজ্ঞানস্থান চিন্তা করিলেন, পণ্ডিতেরা কহিয়া

হুঃখস্ত চৈবৌদ্ধরণং প্রশস্তত্বৈ
কুপস্ত খাতেন সমঃ বদন্তি ॥ ২৫
ইখং বিচার্য বিপ্রোহসৌ ভূতিক্ষুতঃ প্রসন্নবীঃ
তস্তাঃ সমৌপগমস্তাসুবাচ ততো ষিলঃ ॥২৬
অলং শোকেন মহতা হৃদ্যমুত্রবিরোধিনা ।
শরীরশোষণং হ্রেতচ্চিত্তাবধঃসনঃ তথা ॥২৭
তাজ শোকমিমং বালে ন চার্ঘ্যঃ শোচিতেন বৈ
শোকস্ত কারণং কিংবা যেনেখং কদ্যতে স্বরা
দধীচ উবাচ ।
এবমুক্তা ষিলেনাথ ন চ কিকিণুবাচ হ ।
মূর্ছভেবাপভুমৌ তমদৃষ্টেব বীকতী ॥ ২০
ভামথোথাপয়ামাস ব্রাহ্মণঃ পরমার্থবৎ ।
উথাপিপাত্যাপ তেনাসৌ নিপপাত পুনঃপুনঃ ॥৩০
পতিভ্যাঃ পতিভ্যাঃ বিপ্রো নিষিধ্যোথাপ্য ভাঃ
পুনঃ ।
অভমারোপয়ামাস প্রমার্কজ বিলোচনে ॥৩১

থাকেন যে, স্ত্রী, বাল, বৃক, খাতুয়, রাজা ও
যোগগণকে বিষ, অগ্নি ও জলাদিদ্বারা
সজ্জাচিত্ত হুঃখ হইতে উদ্ধার করিলে, নির্মূল
বারিপুর কুপখননের তুলা পুণ্য হইয়া থাকে ।
১৯--২৫। সেই নির্মূলবৃক, সুপবিজ ব্রাহ্মণ
এই প্রকার বিচার করিয়া সেই কত্রিয়ার
সমীপে গমন করিয়া কহিলেন,—হে বালে !
ঐহিক ও পারত্রিক সুখের প্রতিকূল শোক
করা যুবা; উদ্বাস শরীর শুক ও চিত্ত
হুঃখান হইয়া যোর মোহাক্রান্ত হয়, অত
এব তুমি যুবা শোক পরিহারপূর্বক তোমার
রোদনের হেতুভূত শোকের কারণ বল ।
দধীচ কহিলেন,—সেই কত্রিয়া, ব্রাহ্মণ কর্তৃক
উক্ত প্রকারে সম্ভাষিত হইয়া কোন উত্তর
করিল না, যেন তাহাকে দর্শনভেদে পাইল
না, এই প্রকারে মূর্ছগার স্বায় ভূমিতে
পতিত হইল। সেই পংম কহজ ব্রাহ্মণ
তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইলেও সে পুনঃ
পুনঃ ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল ।
ব্রাহ্মণও তাহাকে পতনে নিষেধপূর্বক পুনঃ-
পুনঃ উথাপিত করিয়া স্বীয় অঙ্গে স্থাপন

অথ সা মুচ্ছিত্তেবাণ্ড বসনং পরিমুচ্য তন্ম । ইতি সঙ্কল্প্য মনসা কুচৌ যোনিমথাম্পশং ॥
 দর্শয়ন্তী স্তনৌ ॥ হং বাহুধুলে বিলোচনে ॥ ৩২ ॥
 আলিঙ্গ্য কঠে বাহুভ্যাং স্তনা ত্যাম্পশদ্বিজম্ ॥
 চন্দ্রোতপশ্চ বিশদো মন্দমাক্রতসম্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥
 অথ চিন্তাপরো বিপ্রো ন চ কার্যামিদং মম ।
 পিতুর্কী মাতুরুচিতং পত্নীকীথ গুরোসুখা ।
 অসম্বুদ্ধস্য মে সর্গং বিশরীতং বিভাতি বৈ ॥
 অথ কামঃ সমায়াতো বহুশ্চে স্থিতয়োস্তয়োঃ
 বিব্যাধ নিশিটক্রোধানৈর্দ্বিজঃ কামো দুয়াশ্চবান
 স্মরণবাণাতুরো বিশপ্রচিত্তয়ামাস কামুকঃ ॥ ৩৬ ॥
 ইয়ঃ সূচাক্সরীকী কামিনীং প্রদৃশুতে ।
 নো চোদ্যেযোনিমুখে হস্তা ধ্রুবং নাপাং-
 সুনর্গমঃ ॥ ৩৭ ॥

তদেতস্তাঃ কুচস্পর্শাং সর্গং ব্যক্তং ভবিষ্যতি

সাপি মুচ্ছিত্তরূপেব মন্দস্মিতমুখাভবৎ ॥
 আলিঙ্গ্যে দ্বিজং গাঢ়মাননঞ্চ চূষৎ ॥ ৩২ ॥
 তয়োৰথ সমাযোগো বর্ষণং শতমশ্যভুৎ ॥
 গতে বর্ষণতে পশ্চাদেকস্মিন্ দিবসে দ্বিজঃ ॥
 স্নাতুং যযৌ নদীং প্রাতঃস্নায়িবিপ্রশ্রমতঃ ॥
 স্নানং তত্র তথা চক্ষে পুরাণং শ্রুতবানথ ॥ ৪১ ॥
 কোষ্মং সমস্তপাপানাং নাশনং শিবভক্তিপ্রদম্ ॥
 ইদং পদ্যঞ্চ শুভ্রাব পুরাণজেন ভাবিতম্ ॥ ৪২ ॥
 ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনস্তথৈব গুরুভয়গাং ।
 কোষ্মং পুরাণং শ্রুত্বৈব মুচ্যতে পাতকাস্ততঃ ॥
 শ্রুত্বৈতদ্বচনং বিপ্রঃ পৌরাণিকমভাষত ॥
 ময়া কৃতানাং পাপানাং ন চ সংখ্যন্তি কাচন ॥
 অশেষপাপসন্দোহ-নাশনং তদিহোচ্যতাম্ ॥
 পৌরাণিক উবাচ ।
 আরাধয়ষ দেবেশং শঙ্করং ত্রিদশেশ্বরম্ ॥

করত তাহার চক্ষুর্ষ মার্জন করিতে লাগি-
 লেন। অনন্তর সেই ক্ষত্রিয়া, মুচ্ছিত্তার
 স্তায় বসন পরিহারপূর্বক ঐ ব্রাহ্মণকে
 শ্রী পয়োধরযুগল, বাহুমূলদ্বয়, বক্ষিম
 চক্ষুর্দ্বয় ও শুভ্রদেশ দেখাইল এবং বাহুদ্বয়
 দ্বারা দ্বিজের কণ্ঠাবলম্বনপূর্বক স্তনদ্বয়
 দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল। একে
 ত নির্মূল জ্যোৎস্নাময়ী রাজ, তাহাতে
 আবার তৎকালে মন্দ মাক্রত প্রবাহিত
 হইতেছিল। তখন ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন,
 এই বাক্য আমার অমুচিত্ত; পিতা, মাতা,
 গুরু বা স্বামীর উচিত। আমার স্তায়
 নিকোঁঠের পক্ষে এই কার্য পুণ্যের না হইয়া
 পাপেরই হইল। তখন মনঃ, সেই নির্জ্ঞান-
 গৃহস্থত যুবক-যুবতীর নিকট অগমন করি-
 লেন। দুয়াক্স কাম, নিশিত পঞ্চবাণদ্বারা
 ব্রাহ্মণকে বিদ্ধ করিলেন; তখন স্মরণ-শর-
 পীড়িত কামুক বিজ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন,
 অতিচারীকী এই নারী সূক্ষ্মারীর স্তায় দৃষ্ট
 হইতেছে, তাহা না হইলে ইহার যোনিমুখে
 কখনই যেতোনির্গম দৃষ্ট হইত না।
 রাহা হটক ইহার কুচের স্পর্শ করিলেই

সমুদয় ব্যক্ত হইবে। মনে মনে উক্তরূপ
 চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ, তাহার কুচদ্বয় ও যোনি
 স্পর্শ করিল। ঐ নারীও যেন মুচ্ছিত্তা-
 বদ্ব্যতাই ঐব্রহ্মাস্যমুখী হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে
 গাঢ় আলিঙ্গন করত তাহার মুখ চূষন
 করিল। তাহাদিগের এই মিলন শতবর্ষব্যাপী
 হইয়াছিল; শতবর্ষ গত হইলে ঐ ব্রাহ্মণ
 এক দিবস স্নানের নিমিত্ত প্রাতঃস্নায়ী ব্রাহ্মণ-
 গণের সহিত নদীতে গমন করিলেন,
 এবং স্নানান্তর কোন পুরাণের কর্তৃক
 কথিত, সর্গপাপ-নাশন শিবভক্তিপ্রদ কোষ্ম
 পুরাণ শ্রবণ করিলেন; ঐ পুরাণে লিখিত
 আছে যে, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী,
 পরদ্রব্যহারী ও গুরুপত্নীগামী পাশিগণও
 এই পুরাণ শ্রবণ করিলে, সর্গপাপ-বিনির্মুক্ত
 হইয়া ১২৬—৪৩৩ উক্ত বাক্য শ্রবণান্তর, ব্রাহ্মণ
 পুরাণ-বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহা-
 শয়! আমি অসংখ্য পাপ করিয়াছি,
 তৎসমুদয় পাপনাশি-নাশের উপায় বলুন।
 পৌরাণিক কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি
 ত্রিদশেশ্বর দেবাদিদেব শঙ্করের আরাধনা

তস্ত সম্পূজনাধিগ্রহ সৰ্বং পাপং বিনশ্চতি ।
পাপমেব তমঃ প্রোক্তঃ জ্ঞানদীপেন নশ্চতি ।
অথবা পূজয়া বিপ্রসমস্তাঘবিনাশনম্ ॥ ৪৭
জ্ঞানপূজাবিহীনানাং নরকে পতনং ক্রবম্ ॥৪৮
দধীচ উবাচ ।

অথ বিজ্ঞো হস্তাগমচ্ছিবালয়ঃসুস্তমম্ ।
জ্ঞোপপূঙ্গসহস্রং পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৪৯
গৃহং জগাম চ ততো যোজনং কৃতবানথ ।
বিহার কজিয়াং বিপ্রো জগামেষ্টো ভুবন্ততঃ ।
হবিষ্যমরমাণায় স্কৃত্যশক্তেঃ শিবালয়ম্ ।
গম্বা দীপস্থিতালয়ান ভোজনং কৃতবান বহিঃ
অথ মৃত্যুবশং প্রাপ্তো যমলোকং জগাম বৈ ।
যম উবাচ ।

দ্বয়া কৃতানাং পাপানাং ফলং নরকপাতনম্ ।
বর্ষকোটিদ্বয়ং বিপ্র খানজন্মশতং পুনঃ ॥ ৫০

কর ; তাঁহার পূজা দ্বারা সৰ্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইবে । হে ব্রাহ্মণ ! পশ্চিমগণ পাপকে তমঃ এবং জ্ঞানকে দীপ কহিয়া থাকেন, সুতরাং জ্ঞানের দ্বারা পাপরাশি দূরীভূত হয়, অথবা ভক্তিপূর্বক দেবগণের পূজা করিলেও পাপক্ষয় হইতে পারে । জ্ঞান ও পূজাবিহীন মানবগণের নরকভোগ নিশ্চিত । দধীচ কহিলেন,—পৌরাণিক-বাক্য শ্রবণ-নস্তর সেই বিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠধাম শিবালয়ে গমন-পূর্বক জ্ঞোপপূঙ্গসহস্র দ্বারা শঙ্করের পূজা-বিধান করিয়া গৃহে প্রত্য্যাগত হইয়া ভোজন করিলেন এবং কজিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া বর্ষেই স্থানে গমন করিলেন । অতঃপর এক দিবস ঐ ব্রাহ্মণ হবিষ্যায় প্রস্তুত করিয়া ভোজনে অসমর্থ হওয়ায় শিবালয়ান্তরস্থ প্রদীপস্থিত স্বত গ্রহণপূর্বক তৎসহকারে হবিষ্যায় ভোজন করিয়া বহির্গত হইলেন । কালক্রমে ব্রাহ্মণ মৃত্যুবশ প্রাপ্ত হইয়া যমালয়ে গমন করিল । যম কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি নিজকৃত পাপরাশির ফলে বর্ষকোটির নরক ভোগানন্তর শতবার

শিবদীপাজ্যহরণাৎ ফলং নরকসেবনম্ ।
নরকে চ স্থিতিস্তস্য শতবর্ষং স্মৃতীষণম্ ৫৪ ।
কুন্তীপাকে চ কাষ্ঠদ্বঃ ভস্ম ভূত্বা পুনঃপুনঃ ।
বর্ষণাৎ দশকশ্বেবঃ কুমিভুক্তিঃ পরং দশ ॥৫৫
পুনশ্চ দীপবর্জিত্বঃ বর্ষণাক্ত তথা দশ ।
শ্লেষামেধাপুরীষেষু মুদ্রয়েতেহুদেবু চ ॥ ৫৬
উমজ্য চ নিমজ্জ্যাথ শ্লেষাবন্মলভোজনম্ ।
ততো নরকশেষেণ খানজন্মশতং পরম্ ॥ ৫৭
যমবাক্যমিতি ক্রত্বা ব্রাহ্মণো নিপপাত চ ।
অথ তস্ত প্রিয়া ভাৰ্য্যা পতিচিন্তাপরাভবৎ ॥
এতস্মিন্মুদ্রে তস্তাঃ সমীপং নারদোহস্ত্যাগাৎ
নারদস্ত পপাতাসৌ পাদয়োৱতিহুঃখিতা ॥ ৫৯
তামৃশ্যাপ্য মুনিঃ শুক্লাং গতাযুযমভাবত ।
অয়ি মুঞ্চে বিশালাক্ষি ভর্তারং গম্ভমহঁসি ॥ ৬০

কুকুরঘোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে । শিব-দীপাজ্যহরণহেতু ভীষণ বস্ত্রধারণ সহিত শতবর্ষ নরকবাস ব্যবস্থা, পুনঃপুনঃ কাষ্ঠদ্বঃ প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ কুন্তীপাকে ভস্ম হইতে হইবে; এই প্রকারে দশবর্ষ অতীত হইলে, পরবর্তী দশবর্ষ কুমি হইয়া ভোগ করিতে হইবে; পরে দীপবর্জিত আকার প্রাপ্ত হইয়া দশবর্ষকাল শ্লেষা ও অপবিত্র পুরীষমধ্যে ও মুদ্রয়েতঃপূর্ণ ব্রহ্মে বাস করিতে হইবে । ঐ নরকহ্রদে কখন নিমগ্ন কখন বা ভাসমান হইয়া শ্লেষা, মল ও মুত্র প্রভৃতি ভোজনে নিয়মিত কাল শেষ হইলে শতবার কুকুরঘোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে । ৪৪—৫৭ । ব্রাহ্মণ, যমের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমিতে পতিত হইলেন; অনন্তর ব্রাহ্মণের প্রিয়া ভাৰ্য্যা পতিচিন্তাপরায়ণা হইলেন । ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ ঐ ব্রাহ্মণপত্নীর সমীপে আগ-গম করিলেন, তদর্শনে অতি দুঃখিতা স্বামী তাঁহার পাদপ্রাস্ন্য পত্রিত হইলেন । দেবর্ষি, তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া কহিলেন,—তোমার স্বামী কালগ্রস্ত হইয়া-ছেন; হে মুঞ্চে! বিশালাক্ষি! তোমার

তর্জা তে হি বিশালাকী যুতো বক্রুবিবর্জিতঃ
ন রোদিতব্যঃ তে ভদ্রে জলনং প্রবিশাব্যয়ে
ব্রাহ্মণ্যুবাচ ।

অশক্যং বদি বা শক্যং ময়া গন্তং নুনে বদ ।
অগ্নিপ্রবেশকালো বৈ ব্যতীতো ন ভবেত্তথা ।
নারদ উবাচ ।

যোজনানাম্ শতশ্চেকমিতঃ স্থানংপুরং হি তৎ
বৌ দাক কিল বিপ্রস্ত তবিতা গন্তমর্হসি ॥৬০
অব্যয়োবাচ ।

দূরচ্ছিত্তং কারনাথং গন্তমর্হামি হে নুনে ।
তবচন্ত সমাকর্ণ্য নারদস্তামথাস্রবোং ॥ ৬৪
নারদ উবাচ ।

বিপকীনালাসংস্থা স্বঃ তব গচ্ছাম্যাহং কণাং ।
ইত্যাদৌষ্য ততো গম্বা স্বরাক্ষকে গম্বু তন্
দেশং নষ্টবিজ্ঞানং তানুবাচাব্যায়ঃ মুনিঃ ।
রোদনং নেহ কর্তব্যং বদি তজ্জাগ্রিমেষ্যসি ॥৬৭

স্বামীর নিকটে গমন করাই উচিত। হে বিশালাকী! ভদ্রে! অব্যয়ে! তোমার স্বামী দেহভ্যাগ করিয়া বক্রুবিবর্জিত হইয়াছেন; রোদন পরিহার করিয়া বহ্নিপ্রবেশ-পূর্বক তৎসকাশে গমন কর। ব্রাহ্মণী কহিলেন,—হে নুনে! আমি আমি সকাশে গমনে সক্ষম হইব কি না? তথায় উপস্থিত হইবার পূর্বে অগ্নিপ্রবেশকাল অতীত হইবে না? বলুন। নারদ কহিলেন,—সেই স্থান, এই স্থান হইতে শতযোজন দূরবর্তী, আগামী কলা তোমার স্বামীর অন্তোষ্টি জিয়া হইবে, তুমি তথায় যাইতে পারিবে। অব্যয় কহিলেন, হে মহানুনে! আমি দূরাস্থত পতির নিকটে গমন করা উচিত বোধ করিতেছি; তাঁহার বাক্য শ্রবণান্তর নারদ কহিলেন,—তুমি বিপকীনালাসংস্থা হও, আমি কণকাল-মধ্যে তথায় উপস্থিত হইব, এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করত সবার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বিজের যত্নশ্বেত্রে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি অব্যয়কে কহিলেন,—

পাপং বদি কৃত্বং তদ্রে পরপুরুষসেবনম্ ।
এতদ্বিশুদ্ধয়ে পুত্রি প্রায়শ্চিত্তং সমাচর ॥ ৬৭
তবোপপাতকক্রান্তনাশো বহ্নিপ্রবেশনাং ।
নাশ্বংপশ্চাম নারীগণং সর্বপাপোপশান্তয়ে ॥
অগ্নিপ্রবেশং যুক্তেকং প্রায়শ্চিত্তং জগত্রেয়ং ।
দধীচ উবাচ ।

অথ নারদবাক্যেন চোদিতোবাচ সা স্বিদম্ ।
অগ্নিপ্রবেশে নারীগণং কিং কর্তব্যং মহানুনে
নারদ উবাচ ।

নানং মঙ্গলসংকারো ভূষণজ্ঞানধারণম্ ।
গন্ধপুষ্পং তথা ধূপং হরিদ্রাক্তভারণম্ ॥৭১
মঙ্গলক তথা সূত্রং পাদালক্তকমেব চ ।
শক্ত্যা দানং প্রিয়োক্শিত্ত প্রসন্নাস্তমমেব চ ॥
নানামঙ্গলবাদ্যানাং শ্রবণং গীতকন্ত চ ।
ব্যভিচারকৃতে পাপে তৎপাপস্ত প্রশান্তয়ে ।
অতীতং পাতকং পৃষ্টী প্রায়শ্চিত্তং তদীরিতম্

যদি অগ্নিপ্রবেশ কহিতে ইচ্ছা কর, তবে রোদন কর্তব্য নহে। হে ভদ্রে পুত্রি! বদি কখন পরপুরুষসেবারপ পাপাচরণ করিয়া থাক, তবে বিশুদ্ধিলাভের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের সমাচরণ কর। বহ্নিপ্রবেশ স্বামী তোমার উপপাতকসমূহের নাশ হইবে, বহ্নিপ্রবেশই নারীগণের সর্বপাপপ্রশান্তনের একমাত্র উপায়। ত্রিজগতে কেবল বহ্নিপ্রবেশই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৫৮—৬১। দধীচ কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণী, দেবর্ষি নারদ কর্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া কহিল,—হে মহানুনে। অগ্নিপ্রবেশ কালে স্ত্রীগণের কি কি কর্তব্য আছে বলুন। নারদ কহিলেন,—স্ত্রীগণ অগ্নিপ্রবেশ-কালে স্নান ও মঙ্গল-সংস্কারান্তর ভূষণ, অঞ্জন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, হরিদ্রা, ও মঙ্গল-সূত্র এবং পাদালক্তক ধারণ করিয়া, যথাশক্তি দান করিবেন এবং প্রসন্নবদনা হইবেন। নানা মঙ্গলবাদ্য ও মঙ্গলগীত শ্রবণ করিবেন; যদি ব্যভিচাররূপ পাপ থাকে, তবে তৎপাপ-প্রশান্তির নিমিত্ত সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট

কুর্বাদধ স্বকাং ভূবাং বিশ্রায় প্রতিপাদয়েৎ ।
 ভূবাভাবে স্বকীয়েন প্রায়শ্চিত্তং কারয়েৎ ।
 নাভবা ভস্ত পাপস্ত নাশনঃ বেতি কুর্ভাৎ ।
 অব্যয়োবাচ ।

সর্বমেতৎ করিষ্যামি হরিজ্ঞা মে ন বিদ্যতে ।
 ভূষণঃ কিমু তৎপ্রসন্ন সর্বমেতৎ প্রদীয়তাম্ ।
 নারদ উবাচ ।

নেহাস্তি কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যাজবামস্তস্বপেক্ষয়া ।
 দধীচ উবাচ ।

অথ কপেনাত্যগমং কৈলাসং শিবমন্দিরম্ ।
 গিরিজামথ দৃষ্ট্বা ॥ প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ ।
 হরিজ্ঞা দীযতাং মাতর্ভূষণনি চ সূত্রকম্ ॥১১
 পার্শ্বত্যাবাচ ।

বিধবায়ৈ ময়া কিঞ্চিভূষণং দীযতে কথম্ ।
 ময়া দস্তে হি তস্মিৎ বৈধব্যং নোপপদ্যতে
 নারদ উবাচ ।

দাতর্শো বিধবা ভাবক্ববাঙ্গং যাবদস্তি বৈ ।

অভীত পাপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার ব্যবস্থা-
 ভূষণ প্রায়শ্চিত্ত-সাধনকল্পে স্বকীয় অল-
 কাহারিদি ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবেন । যদি
 অলকাহারিদি না থাকে, তবে হজ্বন দ্বারা
 প্রায়শ্চিত্ত করাইতে হইবে, নচেৎ অস্ত্র কোন
 প্রকারে সেই পাপের নাশ হইবে না ।
 অব্যয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! আমি আপ-
 নার আত্মাহুসারে সমুদয় কার্য্য করিব, কিন্তু
 আমার হরিজ্ঞা কিংবা কোনও ভূষণ নাই,
 আপনি অল্পগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তৎসমুদয়
 দান করুন । ১০—১৬ । নারদ কহিলেন,—
 এই পৃথিবীতে হরিজ্ঞা ও ব্রহ্মসূত্র ব্যতিরেকে
 অস্ত্র কোন সৌভাগ্যজব্য নাই । দধীচ
 কহিলেন,—দেবর্ষি তৎক্ষণাৎ কৈলাসে শিবা-
 লয়ে গমনপূর্ব্বক পার্শ্বতার সহিত সাক্ষাৎ
 করিয়া কহিলেন,—হে মাতঃ ! এই ব্রাহ্মণ-
 শব্দীকে হরিজ্ঞা এবং ব্রহ্মসূত্র ও ভূষণ দান
 করুন । পার্শ্বতী কহিলেন,—আমি কি
 প্রকারে এই বিধবাকে হরিজ্ঞাদি দান করিব,
 আমি হরিজ্ঞাদি দান করিলে কদাচিত্ বৈধব্য

আ দাহ্যং নৃতকং নাস্তি তিষ্ঠেৎ সৌভাগ্য-
 স্তমম্ ॥ ১১

পার্শ্বত্যাবাচ ।

ন চাস্তদেহো মক্ছুবাং হরিজ্ঞাং ধর্তুমহতি ।
 ভূষণাদৌ ময়া দস্তে চিরং জীবিতমব্যতে ।
 দীযতে হি জয়ন্তৈব্য সর্বমেতৎস্বয়ৈরিতম্ ।
 জয়ন্তীং সাজগামাথ তয়া দস্তমথাহরৎ ॥ ১৩
 নাপন্ত্যা অব্যয়ায়াস্ত হরিজ্ঞাং দস্তবানুনিঃ ।
 ভূতঃ সূহৃস্বব্রহ্মক ভূষণক দদৌ মুনিঃ ॥ ১৪
 আহ চৈনাং তবাস্ত্যেষ্টিঃ কঃ করোতি শ্রিয়ুঙ্ক্ তম্
 অব্যয়োবাচ ।

স্বয়ং মে সমন্তানাং ক্রিয়ণাং কারণং মুনে ।
 পিত্তাসি সর্বং কুর্ষদ্য নমস্তে মুনিপুঙ্গব ॥ ১৬
 দধীচ উবাচ ।

অথ তং ব্রাহ্মণং দক্ষা নারদস্ত্যম্বাচ হ ।

হয় না । নারদ কহিলেন,—হে জগন্নাথঃ !
 যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামীর দেহ বর্তমান থাকে,
 ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উত্তম সৌভাগ্য
 থাকে, স্বামীর দেহদাহের প্রাকাল পর্য্যন্ত
 বৈধব্য হয় না । পার্শ্বতী কহিলেন,—অস্ত্র
 কোন দেহ, মক্ছুবা-হরিজ্ঞা ধারণের উপযুক্ত
 হয় না, যেহেতু আমি ভূষণাদি দান করিলে
 চিরজীবন প্রাপ্ত হয় । তুমি জয়ন্তীর নিকট
 গমন কর, তিনি তোমাকে প্রার্থিত বস্ত্র-
 সমূহ দান করিবেন । দেবর্ষি গিরিজার
 বাক্যাহুসারে জয়ন্তীর নিকট আগমনপূর্ব্বক
 তদন্ত হরিজ্ঞাদি গ্রহণ করিলেন । মহামুনি
 নারদ সুনাতা অব্যয়াকে হরিজ্ঞা দানানন্তর
 সূহৃস্ব বস্ত্র ও ভূষণ দান করিয়া কহিলেন,—
 হে অব্যয়ে! তোমার অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কে
 করিবে ? তোমার বাহাকে ইচ্ছা হয় নিযুক্ত
 কর । ১১—১৫ অব্যয়া কহিলেন,—হে মুনে!
 আপনিই আমার এই সমস্ত কার্য্যের কারণ
 হইতেছেন, হে মুনিপুঙ্গব ! আপনি পিত্তা,
 অদ্যা আমার প্রতি বাহা কর্তব্য আছে,
 তৎসমুদয় আপনি করুন, আমি আপনাকে
 নমস্কার করি । দধীচ কহিলেন,—অনন্তর

অব্যয়ে গচ্ছ দধনঃ প্রবিশ ত্বং যদিচ্ছসি ॥৮৭
 অথ সা ভূমিতা সাধ্বী ত্রিঃ প্রদক্ষিণপূর্ষকম্ ।
 নারদস্ত নমস্কৃত্য সা গোত্রীমর্গয়ন্ননঃ ॥ ৮৮
 সুহৃৎকঃ মঙ্গলং সূত্রং হরিদ্রামক্ষতাংস্তথা ।
 কুসুম্যানি চ বাণাসি কস্তুরীং চন্দনং তথা ॥৮৯
 সৌবর্ণকঙ্কতিকাক্ষ কলানি বিবিধানি চ ।
 স্বদক্ষিণাদিবস্ত্রাণ্যং স্পর্শয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥৯০
 পার্শ্বতীক্ৰীতিকামা সা পুরজ্ঞীভ্যোহধিলং দদৌ ।
 জ্বালামালাভিরাকাশং দহন্তমিব চানলম্ ॥ ৯১
 ত্রিঃশ্ৰদক্ষিণমাগত্য স্থিস্বাগ্নেঃ পুরতঃ সতী ।
 ইদং ব্রাহ তদা বাক্যং প্রাজ্ঞাঃ প্রহসমুখী ॥৯২
 অব্যয়েবাচ ।

ইন্দ্রাদয়ো দিশাং পালান্নাত্মৈদিনি ভাস্কর ।
 ধর্ম্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্বে শূণ্ডধ্বং মম ভাবিতম্ ।
 পাণিপীড়নমারভ্য চৈতদমমহর্ষিশম্ ।
 বাহ্ননঃকর্ম্মভিত্ত্বা সেবিতো যদি ভক্তিতঃ ॥

দেবর্ষি নারদ সেই ব্রাহ্মণের দাহানস্তর
 অব্যয়াকে কহিলেন,—হে অব্যয়ে! চল
 যদি ইচ্ছা কর, তবে অগ্নি মধ্যে প্রবেশ কর ।
 নারদবাক্য শ্রবণানস্তর সেই ভূষণ-সম্পন্ন
 সাধ্বী বারভ্রয় বহুপ্রদক্ষিণপূর্ষক দেবধিকে
 নমস্কার করিয়া গোত্রীর প্রতি মন সমর্পণ
 করিলেন এবং সুহৃৎ মঙ্গলসূত্র, হরিদ্রা,
 অক্ষত, কুসুম ও বস্ত্রসমূহ, কস্তুরী,
 চন্দন, সুবর্ণকঙ্কিকা ও বিবিধ ফল
 প্রভৃতি স্বদক্ষিণা সকল এবং বস্ত্রের প্রান্ত-
 ভাগে পৃথক পৃথক স্পর্শ করিয়া পার্শ্ব-
 তীর ক্রীতিকামনাপূর্ষক তৎসমুদয় জ্বা
 পুরজ্ঞীবর্গকে দানানস্তর আকাশস্পর্শশিখা-
 সমূহ বিশিষ্ট বহুরাশির বারভ্রয় প্রদক্ষিণ
 করিয়া তৎসমুখে অবস্থানপূর্ষক করপুটে
 সঙ্কান্ত বদনে বক্ষ্যমাণ বাক্যসমূহ কহিতে
 লাগিলেন । অব্যয় কহিলেন,—হে ইন্দ্রাদি
 দিক্‌পালগণ! হে মাতঃ বসুমতি! হে দেব
 দিবকর! হে ধর্ম্মাদিদেবগণ! আপনারা
 আমার বাক্য শ্রবণ করুন । যদি আমি
 পাণপীড়ন হইতে আরক্ত করিয়া ইহাঁর

ব্যভিচারো যথা ন স্তাদবস্থাজিতয়ে মম ।
 তেন সত্যোম মে পত্যা সার্কঃ যানঃ শ্রেষচ্ছত
 ইত্যুক্ষা তু স্বহস্তাগ্রপুংকং ক্রমমাক্ষিপৎ ।
 প্রবিষ্টা জলনং দৌণ্ডমথাপশুধিমানকম্ ॥ ৯৬
 সূর্যেণ সমমুৎকৃষ্টম্পরৌগীতশোভিতম্ ।
 আকুরোহ বিমানং সা ভর্তা সাকং দিবং যথৌ
 যমঃ প্রাহাধ সম্পূজ্য বনিভাং তাং পতিব্রতাং
 অক্ষয়ঃ স্বর্গ এবহে ন চ পাপং তবাস্তি বৈ ॥
 কোটিধ্বয়সমান্ত্র নরকে হস্ত পাতকম্ ।
 মূঠমেব ন সন্দেহঃ কিন্তু পাতকমেব তু ॥ ৯৯
 একং শিবস্ত দৌপাজ্যভক্ষণেন ন ভর্জিতম্ ।
 ন চাপি নরকে পাতঃ স্থানজয়শতং তবৎ ॥
 অব্যয়েবাচ ।
 অগ্নিপ্রবেশস্তদানাম্ পুনশ্চ নরকং কথম্ ।

মৃত্যু পর্যন্ত ভক্তিপূর্ষক অহর্নিশ বাক্য
 মন ও কর্ম্মদ্বারা ভক্তিসেবারূপ পরম সত্য
 পালন করিয়া থাকি, অবস্থাজয়ে যদি কখনও
 ভাহার ব্যভিচার না ঘটিয়া থাকে, তবে
 সেই সত্যকালে আপনারা অল্পগ্রহপূর্ষক
 আমাকে স্বামিসহ উত্তমলোক-গমনের উপ-
 যুক্ত যানপ্রদান করুন ॥৮৬—৯৫। সতী অব্যয়া
 এই কথা বলিয়া স্বহস্তাগ্রবিশিষ্ট পুংপ ক্রম
 নিক্ষেপ করত প্রদীপ্ত অগ্নিরাশির মধ্যে
 প্রবেশ করিল এবং তদ্বধ্যে সূর্য্য-সম-
 ভেজোবিশিষ্ট অপ্সরোগণ-শোভিত পরম
 সুন্দর বিমান দেখিতে পাইয়া তদায়ো-
 হণপূর্ষক স্বামিসহ স্বর্গে গমন করিল ।
 তখন ষমরাজ সেই পতিব্রতা ব্রাহ্মণদ্বীর
 পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—তোমার
 পাপ বর্তমান থাকায় তোমার অক্ষয় স্বর্গ
 হইবে না; বর্ষকোটিধ্বয় নরকভোগদায়ক
 পাপের নাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু
 একমাত্র শিবদৌপাজ্য-ভক্ষণজনিত পাপ
 দগ্ধ নাই বলিয়া কেবল শতবার কৃত্য-
 যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, নরক-
 ভোগ করিতে হইবে না । অব্যয় কহিলেন
 —বাহার অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা ভক্তি লাভ

অগ্নি প্রবেশাৎ সর্কেষাং পাপানাং নাশকং
ভবেৎ । ১০১

যম উবাচ ।

শিবদ্রব্যাপহারশ্চ পাতকং নৈব নশ্রুতি ।
ইখমাহ পুরা শঙ্করশ্চেযাং নাশনং ভবেৎ ।
অথ স শ্বানতামাপ্য শতাব্দং স্মৃত্ততঃ পরম্ ।
দধীচমশিরঃপ্রাপ্তো মৃত্যো রাস্তগতে হি সঃ
তস্মা ভিত্তিসমীপে তু ভস্মাস্তে হৃতিমহিতম্ ।
ভস্মনি ষা পপাতাম্মিন মমার চ গতৌ যমম্
যমঃ সম্পূজ্যাবনতো ভবান পুণ্যতমো মুনিঃ
মদেগেহে ভবতঃ শ্বানং ন যোগ্যং গম্যতাং

বহিঃ । ১০৫

অথ গতা বহিস্তস্মৌ সারমেযো যমোদিতঃ ।
সস্তাপাবস্থিতং ভক্ নারদো দৃষ্টবানমুম্ ॥ ১০৬
পপ্রচ্ছ চ কিমর্থং স্মিহ তিষ্ঠসি দৌপ্তিমান্ ।

করে, তাহার নরকভোগ করিবে কেন ?
অগ্নি প্রবেশ দ্বারা সকলেরই সকল প্রকার
পাপের শাস্তি হয়। যম कहিলেন,—পুরা
কালে ভগবান শঙ্কু कहিয়াছিলেন যে,
বিশুদ্ধিজনক ক্রিয়াসমূহ দ্বারা সকল প্রকার
পাপেরই নাশ হইতে পারে, কিন্তু শিব-
দ্রব্য-হরণজনিত পাপের নাশ নাই, তাহার
কল ভোগ করিতেই হইবে। অনন্তর
সেই ব্রহ্মণ কুকুরদেহ ধারণ করিয়া শত-
বর্ষজীবী হইয়াছিল। সে একদা দধীচ-
মুনির আলয়ে গমন করিয়া তাঁহার গৃহ-
ভিত্তির সমীপস্থ অভিমুক্ত ভস্মের উপর
পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করত যমসদ্বিধানে
গমন করিল। যমরাজ ঐ কুকুরদেহধারী
ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া অবনত ভাবে
কহিলেন,—মহাশয়! আপনি অতি পুণ্যবান
মুনি, অতএব আমার আলয় আপনার
স্থিতির যোগ্য নহে; অল্পগ্রহপূর্বক বহি-
র্গমন করুন। অনন্তর সেই সারমেয়
যমরাজের বাক্যস্বারে পৃথীর বহির্ভাগে
আসিয়া সস্তপচিত্তে অবস্থান করিতেছে,
এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় আগ-

শিবভস্মস্থিতমৃতঃ শৈবং জানে মহামতে ।
শৈবানাং পাপিনাঞ্চাপি সাহসেন তন্নৃত্যজান্
যমলোকো ন চাস্তৌতি শিবাজ্ঞা শিবগোদিতা
দধীচ উবাচ

ইখমাভাষ্য তং শ্বানং কৈলাসমগমমুনিঃ ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যেশং ব্যাজ্ঞাপয়দধৌ হরম্ ।
দেব কশ্চিদ্যমপুরাহ হিরান্তে স্কুক্কুরঃ ।
ভস্মশ্চেব মৃত্তস্তস্মাদভবলোকং স চাহতি ॥ ১১
অথো মুখ্যগণবিষ্টো বীরভদ্রঃ শিবেবিত্তঃ
আনয়ামাস তং শ্বানং দিব্যরূপধরং তদা ॥ ১১১
মহেশপাদপ্রণতং দেবায়াম্ ব্যাজ্ঞপৎ ।
আহ মাহেশ্বরো দেবং কুকুরেশনং গণং স্থিতম্
তথেষ্টি চ শিবঃ প্রাহ গণঃ স্ব নমুখোহুভবৎ ॥

মন করিয়া তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন,—তুমি দৌপ্তিশালী হইয়াও এ
স্থানে অবস্থান করিতেছ কেন? হে মহা-
মতে! শিবভস্মস্থিত মৃতগণকে শিব-
ভক্ত বলিয়া জানি, শিবভক্তগণ সাহস-
পূর্বক দেহত্যাগ দ্বারা পাপী হইলেও যম-
লোকগামী হইবে না; ভগবান শিবের এই-
রূপ আজ্ঞা আছে। ১০৬-১০৮। দধীচ कहিলেন,
—দেবর্ষি নারদ সেই কুকুরকে পূর্বোক্ত
প্রকার সস্তাবণ করিয়া কৈলাসে গমন কর-
লেন এবং মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণয়মানস্তর
কহিলেন,—হে দেব! দেখিলাম, একটি
সুদৌপ্তিশালী সারমেয় যমলোকের বহির্ভাগে
অবস্থান করিতেছে, সে ভবদক্ষস্মে পতিত
হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছে, অতএব শিব-
লোক-বাস-যোগ্য। নারদবাক্য শ্রবণানন্তর
ভগবান মহেশ, মুখ্যগণमध्ये উপবিষ্ট বীর-
ভদ্রকে আজ্ঞা করিলে, বীরভদ্র তদগে সেই
দিব্যরূপধর সারমেয়কে তথায় আনয়ন
করিলেন। সারমেয় শিবপদে প্রণত হইল।
মহেশ্বরভক্ত বীরভদ্র কুকুরকে শিবসমীপে
আনয়ন করিয়া कहিলেন,—হে দেব!
ইহাকে ভবদায়গণमध्ये শ্বান দান করুন।
মহেশ্বর অধাশ্ব বলিয়া বীরভদ্রের বাক্য

ଦୂତ ଉପାତ ।

ଅତୁଳଃ ଉନ୍ମାହାନ୍ତ୍ୟଃ ସରୋକ୍ତେ ଗୁଚିନ୍ମିତେ ।
 ଇତଃ ପରଃ ହି କିଂ ଭୁଃ ଶ୍ଵୋଭୁମିଞ୍ଚିମ୍ଭୁ ସୁବ୍ରତେ
 ଗୁଚିନ୍ମିତୋପାତ ।

କଞ୍ଚପଃ ସମନ୍ଦଗ୍ନିକ ଦେବାନାଂ ପୁରୀ କଥମ୍ ।
 ତସ୍ୟ ରକ୍ତତି ଚ ବ୍ରହ୍ମଃଶ୍ଚରାମାଚକ୍ଷ ତୋ ମୁନେ ।
 ଦୂତ ଉପାତ ।

କଞ୍ଚପାଦିସୂତା ଦେବାଃ ପୂର୍ବମତ୍ୟଗମଦ୍‌ଗିରିମ୍ ।
 ଶୌକରଂ ନାମ ବିଧ୍ୟାତମଦ୍ରିମଧ୍ୟେ ସୁଶୋଭନମ୍ ।
 ନାନାବିହଙ୍ଗସଜ୍ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନାନାୟୁନିଗମାଞ୍ଚୟମ୍ ।
 ବାସୁଦେବାଞ୍ଚରଂ ରାମ୍ୟମମ୍ପରୋଗଣସେବିତମ୍ ॥ ୧୨ ॥
 ବିଚିତ୍ରେବୁକ୍‌ସମ୍ପନ୍ନଃ ସର୍ବତୁରୁକ୍‌ସୁମୋଞ୍ଚୁଲବ୍ ।
 ତଥାବିଧଃ ପ୍ରାବିଷ୍ଠେତେ ବୟଂ ଗିରିମଥାପରେ ।
 ଶବତଃ କେଶବଃ ତଦ୍ର ଗତାଃ ସ୍ତ ଗିରିଶେଷରମ୍ ।

ଅହୁର୍ଯୋନ କରଲେ ସେହି ସ୍ଵାନୁଧୁ ଡାକ୍ଷଣ
 ଗନ୍ଧରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଦୂତ
 କହିଲେ,—ହେ ସୁବ୍ରତେ ଗୁଚିନ୍ମିତେ ! ଏହି
 ଆମି ତୋମାର ନିକଟ ଅତୁଳ ଉନ୍ମାହାନ୍ତ୍ୟ
 ବର୍ଣନ କରିଲାମ, ଅତଃପର ଆର କୋନ୍ ବିଷୟ
 ଗୁନିତେ ଇଚ୍ଛା କର । ଗୁଚିନ୍ମିତା କହିଲେ,
 —ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ! ହେ ମୁନେ ! ପୂର୍ବକାଳେ ଶିବ-
 ତସ୍ୟ ଜମଦଗ୍ନି ଓ କଞ୍ଚପ ଏବଂ ଦେବ-
 ଗନ୍ଧକେ କି ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା କରିରାହିଲ, ତଦ୍‌ଦ୍ଵିୟ
 ଆମାର ନିକଟ ବର୍ଣନ କରନ । ଦୂତ କହି-
 ଲେ,—ପୂର୍ବେ କୋନ ସମୟେ ଦେବଗଣ କଞ୍ଚପାଦି
 ଧ୍ଵାସିଗଣେର ସହିତ ଶୌକର-ନାମେ ବିଧ୍ୟାତ
 ପରମ ସୁଶୋଭନ ପର୍ବତେ ଗମନ କରିରାହିଲେନ ।
 ଏ ପର୍ବତ ନାନାଜାତୀୟ ବିହଙ୍ଗଗଣ ଦ୍ଵାରା ସମା-
 କୌର୍ଣ, ବହୁ ସୁନିର ଆଶ୍ରୟ, ଡଗବାନ୍ ବାସୁଦେବେର
 ଆବାସସ୍ଥାନ ଓ ଅମ୍ପରୋଗଣେର ନିତ୍ୟ ବିଚରଣ-
 ହୁଲ ହଠସାର ପରମରମ୍ୟାୟ ହୈରାହିଲ । ଏ ପର୍ବତେ
 ନାନାଜାତୀୟ ବୃକ୍ ଶାକାର ଉହା ସକଲ ଶୁଭୁ-
 ଶ୍ଵେତେ ନାନାବିଧ କୁସୁମରାଜି ଦ୍ଵାରା ସୁଶୋଭିତ
 ଧାକିତ । ଆସରା ସକଳେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାତ୍ତ
 ଅନେକେ ସେହି ସୁଶୋଭିତ ପର୍ବତେ ଗମନ
 କରିୟା ଡଗବାନ୍ କେଶବେର ଶୁବ କରିତେ
 କରିତେ ତଥାପ ଗିରିଶେଷରେର ନିକଟ ଉପ-

ଦୂତା ତଦ୍ର ମହାଜାଲାଂ ପ୍ରାବିଷ୍ଠାନ୍ତ ବୟଂ ତାମ୍ ।
 ମାମେକକ୍ଷୁ ତିରକ୍ତତ୍ୟା ଶବଦେବତାମୁନୀନ୍ ।
 ମାଂ ଦଦାହ ତତଃ ପଚ୍ଚାନ୍ତସ୍ତୁଭୂତା ବୟଂ ଗୁତେ ।
 ଅସ୍ମାନେତାନ୍ତୁଶାନ୍ ଦୂତା ବୀରଭଦ୍ରଃ ପ୍ରତାପବାନ୍ ।
 କେନାପି କାର୍ଯ୍ୟେନାସୌ ଗତବାନ୍ ପର୍ବତେଷୁମ୍ ।
 ଭସ୍ମୋହୂଲିତସର୍ବାଂଶୋ ମନ୍ତକକ୍ଷୁଶିବଃ ଗୁଚିଃ ।
 ଏକାକୀ ନିମ୍ବପୁହଃ ଶାନ୍ତୋ ହାହାଶକମଥାଶୁଣୋଂ ।
 ଅଧ ଚିନ୍ତାପରଚ୍ଚାଶୀନସ୍ତ୍ରୟମାଂଶବନ୍ଧବନିଃ ।
 ଶବାନାମିବ ଗନ୍ଧକ୍ତ ଦୃଞ୍ଚେତେ ତରିରୀକ୍ଷଣେ ॥ ୧୨ ॥
 ଇତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ୍ୟ ମନସା ଜଗମାଗ୍ନିମାତିପ୍ରଭତମ୍ ।
 ସ ବହିର୍ଦ୍ଵାରଭଦ୍ରକ୍ତେ ନନ୍ଦୁମାରକ୍‌ବାନଥ ॥ ୧୨ ॥
 ତୁମାଗ୍ନିରିବ ଶାନ୍ତୋହତୁଞ୍ଚଲମାମାନ୍ୟ ତଃ ସଃ ।
 ତତୋହସ୍ୟାଂ ମହାଜାଲାଂ ବୀରଭଦ୍ରକ୍ତେ ଦୂତବାନ୍ ।
 ଧଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତୀଂ ମହାକାଳୋ ଜାଲାଂ ନିପତିତାମପି

ନୀତ ହୈଲାମ ଏବଂ ତଥାପ ପ୍ରଚଠ ଶିଖାବିଶିଷ୍ଟ
 ଅଗ୍ନିରାଶି ଦେଖିୟା ଡଗ୍ରେ ପ୍ରାବିଷ୍ଠ ହୈଲାମ ।
 ସେହି ପ୍ରବଳ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଆମାକେ
 ପୁଞ୍ଚୁ ରାଧିୟା ସକଳ ଦେବତା ଓ ସୁନିଗଣକେ
 ନାହ କରିଲ, ପରେ ଆମାକେଠ ନାହ କରିଲ ।
 ହେ ଗୁତେ । ଏହିରୂପେ ଆମରା ସକଳେହି ପୁଞ୍ଚୁ
 ତସ୍ୟ ହୈଲାମ । ଇତ୍ୟବସରେ ପ୍ରତାପବାନ୍ ବୀର-
 ଭଦ୍ର କୋନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧତଃ ଉକ୍ତ ଶୌକର
 ପର୍ବତେ ଗମନ କରିରାହିଲେନ, ଡାହାର ସର୍ବାକ୍ଷ
 ଉନ୍ମଲେପ ଦ୍ଵାରା ପୁସରିତ ଓ ଶିରୋଦେଶେ ଡଗ-
 ବାନ୍ ଶିବ ଉପବିଷ୍ଠେ ଶାକାର ତିନି ଅତି ପରିଞ୍ଚ-
 ଡାବାପମ୍ ହିଲେନ ; ସେହି ସର୍ବଭୋଗିନିମ୍ବପୁହ
 ସମଗ୍ଣସମ୍ପନ୍ନ ବୀରଭଦ୍ର ଏକାକୀ ଜମ୍ପଣ କରିତେ
 କରିତେ ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କରିୟା ଚିନ୍ତା
 କରିଲେନ—ଈହା ସ୍ତ୍ରୟମାଂ ଜୀବଦେହେର କର୍ଣ୍ଣସ୍ଵର
 ବଲିୟା ବୋଧ ହୈତେହେ ଏବଂ ଶବଦାହେର ଗନ୍ଧଓ
 ଅହୁଭବ କରିତେହି, ମନେ ମନେ ଏହିରୂପ ହିୟ
 କରିୟା ତିନି ସେହି ଅତୀବ ପ୍ରତାପାଶାଳୀ ବାହି-
 ରାଶିର ସମୀପେ ଉପନୀତ ହୈୟା ଆମାଦିଗକେ
 ଡଦବହୁ ଦେଖିଲେନ । ତଦ୍‌ଧନ ସେହି ଅଗ୍ନିରାଶି
 ବୀରଭଦ୍ରକେଠ ନନ୍ଦୁ କରିତେ ଆରକ୍ତ କରିଲ ;
 କିନ୍ତୁ ତୁମାଗ୍ନି ଯେରୂପ ଜଳ ପ୍ରାଣ୍ଡ ହୈଲେ ଆପ-
 ନିହି ଶାନ୍ତ ଡାବ ପ୍ରାଣ୍ଡ ହୟ, ତଦ୍ରୂପ ସେହି ବହି-

মনস্চিন্তয়চ্চাপি বীরভদ্রঃ প্রতাপবান ॥ ১২৬
 সর্কেষাং নাশিনী জালা প্রাণিনাঃ শতকোটিশঃ ।
 তৎসর্করক্ষণার্থঃ হি পিপাসুশ্চাপ্যাহম্বিমাম্ ॥
 প্রাণামি মহতীং জালাং জলন্ত ত্ব'বতো বধা ।
 এতশ্চিরন্তরে বীরঃ বাগাহ চাশ'নীর্ণী ॥ ১২৮
 ভারত্বাবাচ ।

বীর মা সাহসং কার্যৈঃ ক'ত্বা কাণ্ডশ'কনিঃ ।
 ত্ব'বতানাং জলেনার্থো বিপর্যোতেন নাগ্নিনা ।
 নিকামং যোজনশিরাঃ প্রনষ্টো রাকসেশ্বরঃ ।
 শতযোজনবক্রশ'চ শতবাহুস্তথাপরঃ ॥ ১৩০
 অগস্ত্য'চ মহাভাগো নিঃশেষং পীতসাগরঃ ।
 এতানস্তানসম্মাতান্ জালায়ং তানমারয়ৎ ॥
 বীরভদ্র উবাচ ।

ভীষিকেণ মহাজালা ত্বহুঙ্কা ন হি জায়তে ।
 সরস্বতি ভবত্যাক'মম যোষশ'চ জায়তে ॥ ১৩২

রাশিও ঠাঁটাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বতঃ সমস্ত
 প্রাপ্ত হইল। অনন্তর বীরভদ্র সেই মহাগ্নি
 দেখিতে লাগিলেন। প্রতাপবান মহাবল
 বীরভদ্র সেই গননব্যাপিনী মহাজালাকে
 নিপতিত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—
 ইহাকে বহুপ্রাণিসংহারকারিণী জালা বলিয়া
 বুঝিবেছি, অতএব তৎসমুদয়ের রক্ষার
 নিমিত্ত আমি এই মহতী জালা পান করিতে
 ইচ্ছা করি ॥ ১০২—১২৭। 'তুকার্ত্ত যেরূপ জল-
 পান করে, আমিও সেইরূপে এই অগ্নি পান
 করি', এই বলিয়া পানে উদ্যত হইলে
 আকাশসম্ভব বাণী বীরভদ্রকে কহিলেন,—
 'ও বীর! তুমি এই অগ্নিপানে সাহস করিও
 না, যথায় জলপানেচ্ছা তথায় অগ্নি? পিপাসু-
 গণের সিন্ধু জলেই প্রয়োজন, বিপর্যীত
 ভাবা দ্র অগ্নিতে প্রয়োজন কি? শত-
 যোজনবিস্তৃত বলন ও শত বাহুধারী যোজন-
 শিরা-নামক রাকস ও নিঃশেষে সাগর
 পানকারী মহাভাগ অগস্ত্য এবং অস্তান্ত
 অনেক বিখ্যাত পুরুষ এই মহাগ্নি কর্ত্তক
 দম্ব হইয়াছেন। বীরভদ্র কহিলেন,—'হে
 সরস্বতি! স্বংকথিতা মহাজালা আমার

সর্কদেবার্চ্চিতপদং বীরভদ্রমবেহি মাশ্ ॥ ১৩৩
 ভারত্বাবাচ ।

ময়োক্তং হিতভাবেন ন দোষান্নান্ততো মূনে ।
 কোপমুৎসৃজ্য বীর স্বমান্দো হিতমোচর ।
 ইত্যুক্তান্তর্দখে দেবী ভারতী বীরভীতিতঃ ।
 অথ বীরো মহাজালামপাসীন্নৌবৈব তু ।
 ক্ষণেন মরতী জালা শতযোজনবিস্তৃত্য ।
 একেন বীরভদ্রেণ পীতা পরমদুঃসহা ॥ ১৩৬
 অথ চেল্লমুখ নাম মুনীনাং ভস্মরাশিরঃ ।
 দৃষ্ট্বা বৈ বীরভদ্রেণ আহ'তশ'চ মহাস্থনা ।
 ন চাক্রবন্ প্রতিবচো মৃতদ্বাদ্ব'বদেবতাঃ ।
 বীরভদ্রস্ত তং জ্ঞান্না নাশং মুনিদিবৌকসান্ ॥
 দধ্যাবমুন কথং সর্কান্ জীবয়াম্যদ্যা কোবিদঃ
 ধ্যানেন দৃষ্টেবাংশ'চাপি জীবনং তস্মদেহনান্ ॥

ভয়জনিকা হইতেছে না, বরং তোমার
 প্রতিও আমার ক্রোধ জন্মিতছে; তুমি
 আমাকে সর্কদেব কর্ত্তক পূজ্যপদ বীরভদ্র
 বলিয়া জানিও। ভারতী কহিলেন,—'হে
 মূনে! আমি তোমার হিত ভাবনা করিয়াই
 এইরূপ বলিল'ম, কোন দোষের জন্ম
 অথবা অম্ব কোন কারণ বশতঃ বলি
 নাই, অতএব তুমি যোষ পরিহারপূর্কক
 আত্মহিত আচরণ কর। সরস্বতী এই কথা
 বলিয়া, বীরভদ্র হইতে ভীতি প্রাপ্ত হইয়া
 তথা হইতে অস্থহিতা হইলে, বীরভদ্র অনা-
 যাসেই সেই অগ্নিরাশি পান করিলেন।
 একমাত্র বীরভদ্র ক্ষণকাল মধ্যে সেই পরম-
 দুঃসহা শত-যোজন-বিস্তৃত্য মহতী জালা পান
 করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বীরভদ্র ইন্দ্রপ্রমুখ
 মুনিগণের ভস্মরাশি দেখিয়া ভা'হাদিগের
 নামোন্মেষপূর্কক আহ্বান করিতে লাগি-
 লেন। কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ মৃত্যু বশতঃ
 প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম হইলে, সর্কবিদ্যা-
 বিশারদ বীরভদ্র, ঠাঁহাদিগের মৃত্যু অবগত
 হইয়া, 'অদ্য কি প্রকারে, এই দেবতা ও
 ঋষিগণকে সজীবিত করিব', এই চিন্তা
 করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন এবং তদ্বারা

অধাচম্য মৃতানাং ভাস্ত্রাভ্য চ ভাস্ত্রনম।
 মৃত্যুঞ্জয়েন মন্ত্রেণ মন্ত্রিতেন হুমন্ত্রয়ৎ । ১৪০
 অথোখিতা মূনিবরাঃ স্বঃ স্বঃ রূপমুপাশ্রিতাঃ ।
 অথ তে গতবস্তঞ্চ গিরেঃ পার্থঃ মহাপ্রভম্ ।
 তজ্জাপি ভক্তিতা সর্বে সর্পেণাতিশয়ীরিণা ।
 অথ বীরো মহাসর্পসমাপমগমৎ প্রভুঃ । ১৪২
 বীরমাগতমালোক্য জুজগো যোক্তুমারতৎ ।
 যুযুধে বর্ষমেবকন্ত নানারূপধরঃ কণী । ১৪৩
 অথ বীরঃ প্রগৃহ্যেষ্ঠযুগ্মঃ করমুগেন তু ।
 ষিখা চক্রে সমস্তাঙ্গঃ দেবান্তত্র গতান্বযঃ । ১৪৪
 দৃষ্টীধ ভাস্ত্রনৈবৈতান জীবয়ামাস শকরঃ ।
 অথ দেবাঃ সমুনয়ো বীরভদ্রঃ প্রথমা তু । ১৪৫
 গতবস্তো যথামার্গঃ দদৃশু রক্ষ আগতম্ ।

ভাস্ত্রদেহী দেবতা ও ঋষিগণের জীবন
 দেখিতে পাইলেন। অনন্তর আঃমন
 করিয়া স্বাগাত্ত্ব ভাস্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ ভাস্ত্র
 গ্রহণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিতঃ
 করত মৃতগণের ভস্মে স্থাপন দ্বারা তাহাও
 অভিমন্ত্রিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ দেবতা
 ও ঋষিগণ স্ব স্ব রূপ গ্রহণপূর্বক উখিত
 হইলেন। অনন্তর সকলেই শোকর-
 পঙ্কজের একটি মহাপ্রভাশালী পার্শ্বভাগে
 গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র
 হঠাৎ একটি রহৎকায় সর্প আসিয়া তাঁহা-
 দিগের সকলকেই গ্রাস করিল, দেখিয়া
 প্রভু বীরভদ্র সেই মহাসর্পের সমীপে গমন
 করিলেন। বীরভদ্রকে সমীপাগত দেখিয়া
 সেই মহাসর্প তাঁহার সহিত বুদ্ধ আরম্ভ
 করিল। সেই নানারূপধর সর্প কণা
 বিস্তারপূর্বক একবধ যাবৎ বুদ্ধ করিতে
 লাগিল। অনন্তর বীরভদ্র সর্প বাহুদ্বয় দ্বারা
 সর্পের গুর্ভাধর ধারণপূর্বক তাহার দেহ
 বিদারিত করিয়া দেখিলেন, তাহার উদর
 মধ্যে দেবতা ও ঋষিগণ মৃতাবস্থায় রহিয়া-
 ছেন। দেবতা ও ঋষিগণকে তথাভূত
 দেখিয়া শকর তাঁহাদিগকে পুনঃ সঞ্জী-
 বিত করিলেন। অনন্তর দেবগণ মূনি-

পঞ্চমেত্ৰং মহাকায়ং দোর্ভীর্শ্চ দশভির্ভূতম্ ।
 পঞ্চপাদসমোপেতঃ শিরোভিচ্চাষ্টিভির্ভূতম্ ।
 কাঙ্ক্ষমাণং মহাহারঃ বুধ্যামানো হি বালিনা ।
 মহাবরাহবপুষো বাসুদেবস্ত যথলম্ ।
 তাদৃশং দ্বিগুণীভূতং কপৌ বালিনি নিশ্চিতম্ ।
 তাদৃশং বানরশ্রেষ্ঠং সসুগ্রীবং স রাক্ষসঃ ।
 মুষ্টিবুদ্ধে পঞ্চপাদৈঃ সহসাহত্য বালিনম্ । ১৪২
 সুগ্রীবক করাভ্যাং স হস্তমেবং প্রচক্রেম ।
 আশ্চে নিষ্কপ্য সুগ্রীবমগ্রসৌং কবলং যথা ।
 বালী সুগ্রীবগমনং দৃষ্ট্বা চিন্তামবাপ হ ।
 কথমেবং হনিষ্যামি রক্ষয়িষ্যে কথং কপিম্ ।
 এবং হি চিন্তয়ানং তং বানরং রাক্ষসেশ্বরং ।
 অগ্রসীদেকযচ্চেন তথাভূতঞ্চ রাক্ষসম্ । ১৫২
 দৃষ্ট্বা দেবধরঃ সর্বে পলায়নপরাস্তথা ।

গণসহ বীরভদ্রকে প্রশাম করিয়া গন্তব্য-
 পথে গমন করিতে করিতে সম্মুখভাগে
 একটা রাক্ষসকে আগত দেখিলেন। ঐ
 মহাকায় রাক্ষস পঞ্চমেত্ৰ, দশবাহু, পঞ্চপাদ
 ও অষ্টশিরোযুক্ত; বিপুল ভক্ষ্য ইচ্ছা
 করিয়া কপিপতি বালীর সহিত যুদ্ধে রত
 হইয়াছে। ভগবান বাসুদেব স্মৃষ্টিং বরাহ-
 রূপে অধস্তীর্ণ হইয়া তদেহে যত বল ধারণ
 করিতেন, কপিরাজ্ঞ বালীর দেহে তাহার
 দ্বিগুণ বল ছিল ইহা নিশ্চিত। সেই দুর্দান্ত
 রাক্ষস, সুগ্রীবসহকৃত এবভূত বানরশ্রেষ্ঠ
 বালীকে মুষ্টিবুদ্ধ করিতে করিতে সহসা পঞ্চ-
 পাদ দ্বারা কঠিন আঘাত করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা
 সুগ্রীবকে হনন করিবার উপক্রম করিল,
 এবং দেখিতে দেখিতে আশ্চে নিষ্কপ্যপূর্বক
 অন্নগ্রাসের স্তায় তাহাকে গ্রাস করিল। :৩৭
 —১৫০। তখন বালী, সুগ্রীবের গতি দেখিয়া
 চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি প্রকারে এই
 রাক্ষসকে বধ করিব এবং কি প্রকারেই বা
 সুগ্রীবকে রক্ষা করিব। বালী এইরূপ চিন্তা
 করিতেছে, এমন কালে ঐ রাক্ষস অতীব
 যত্নসহকারে তাহাকে গ্রাস করিল; দেবতা
 ও ঋষিগণ, রাক্ষসকে উক্তরূপ ভয়ঙ্কর কার্য

পলায়মানাংস্তান দৃষ্ট্বা পঞ্চমেত্ৰ রাক্ষসঃ ।
 হঠেঃ সমন্তৈস্তান্ সৰ্বীনা দায়ান্ভক্ষয়ন্তদা ।
 বীরভদ্রস্ততো দৃষ্ট্বা বানরবিশুরাদনম্ ॥ ১৫৪
 পঞ্চাশৎযোজনশিলাং কঠেরণায় তং কৃষা ।
 নিজ্জ্বান শিরোমধ্যে পতিতঃ মধ্যমঃ শিরঃ ।
 তত আদায় শৈলশূদ্র শৃঙ্গং উচ্ছতযোজনম্ ।
 স্থাপয়িত্বা দৃঢ়তরং রাক্ষসেন্দ্রং তথাহরৎ ॥
 রাক্ষসোহধ বভাষেদং বীরভদ্রং ত্রিলোচনম্
 মম বাহবলং পঞ্চ বীকিতশ্বদলং ময়া ॥ ১৫৭
 অসিধরমিদং ধোতং পঞ্চাশৎযোজনেন্নতম্ ।
 একযোজনবিশ্ভাৰ সূদৃঢ় লক্ষণাংবতম্ ॥
 একং গৃহণাভিরতং বশিষ্ঠং ভয়ম শ্রিয়ম্ ।
 বীরভদ্রস্তথেষ্টুকা গৃহীত্বাসিং মহাবলঃ ॥ ১৫৯
 করণেণালয়স্তীক্ং ফ্লেলাং চক্রে ততঃ ক্রুধা ।

গৃহীতাসিস্তথা ফ্লেলাং চক্রে রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
 বীরভদ্রঃ সমত্যোত্যা কণ্ঠং শ্রুতি সমর্পয়ৎ ।
 তপ্পাত্ৰং ভিন্নমস্তবচ্ছোণিতং নির্গতং বহু ।
 রাক্ষসস্তেকংস্তেন পশৌ তচ্ছোণিতং ততঃ ।
 বীরভদ্রঃ কণ্ঠদেশে রাক্ষসং প্রাহরক্রুধা ।
 শিরোধ্বয়ং তথা ছিন্নঃ পতমানং ততোহ-
 গ্রাহীৎ ॥
 স্ত্রসক্ষয়দমেয়াস্মা সিংহনাদং চকার হ ॥ ১৬৩
 তেন নাগেন মহতা ক্ষুদ্রমাসৌজ্জগজ্রয়ম্ ।
 অস্ত্রোস্ত্রমসিধাতেন ভিন্নগাজৌ বিকস্বরম্ ।
 কিংশুকাবিব দৃষ্টেতে পুষ্পিতৌ কধিরো-
 কিত্তৌ ॥
 বর্ষমেকস্ত সংবৃধ্য সাসৌ দেবাসুরৌ তদা ।
 অতশ্চ বর্ষমেকস্ত গদাযুদ্ধমভূন্তদা ।
 অসিপুত্রিকয়া পশ্চাদ্বর্ষমেকং ততঃ পরম্ ॥

করিতে দেখিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে
 লাগিলেন; কিন্তু পঞ্চমেত্ৰ রাক্ষস তাঁহা-
 দিগকে পলায়নপর দেখিয়া দশ বাহু,—
 বিস্তারপূর্বক ধারণ করিয়া ভক্ষণ করিল।
 তখন বীরভদ্র সেই রাক্ষসকর্তৃক বানস্র,
 ঋষি ও সুরগণকে ভক্ষিত হইতে দেখিয়া,
 অতীব ক্রোধসহকারে পঞ্চাশৎ যোজনবিস্তৃত
 এক খণ্ড শিলা গ্রহণপূর্বক তাহার মস্তক-
 সমূহের মধ্যে আঘাত করিলেন। শিলাঘাতে
 তাহার মধ্যম মস্তকটি চূর্ণ হইয়া ভূমিতে
 পতিত হইল। অনন্তর বীরভদ্র সেই
 পতযোজনবিস্তৃত শৈলশূদ্র গ্রহণপূর্বক
 রাক্ষসেন্দ্রকে দৃঢ়তররূপে আঘাত করিবা-
 মাত্র রাক্ষসেন্দ্র তাহা গ্রহণপূর্বক ত্রিলোচন
 বীরভদ্রকে কহিল,—আমি তোমার বল
 দেখিলাম,এক্ষণে ভূমি আমার বাহবল দেখ।
 আমার নিকট পঞ্চাশৎ যোজন উন্নত এবং
 একযোজন বিস্তৃত সূদৃঢ় সুলক্ষণাংবিত এই
 দুইখানি মার্জিত অসি আছে; তোমার
 অস্তিমত একখানি গ্রহণ কর, অপরখানি
 আমি প্রিয় জ্ঞানে গ্রহণ করিব। মহাবল
 বীরভদ্র, 'তাঁহাই হউক' এইকথা বালয়া
 একখানি গ্রহণপূর্বক অতীব ক্রোধসহকারে

করদ্বারা সেই তীক্ষ্ণ অসির সঞ্চালন করিতে
 লাগিলেন, রাক্ষসপুঙ্গবও অপরখানি গ্রহণ-
 পূর্বক সঞ্চালন করিতে লাগিল। রাক্ষস,
 বীরভদ্রের সমীপবর্তী হইয়া তাঁহার কণ্ঠে
 অসির আঘাত করিবারাত্র তদুগাত ছিন্ন
 হইয়া বহু শোণিত প্রবাহিত হইতে
 লাগিল, তখন রাক্ষস এক হস্ত দ্বারা সেই
 শোণিত পান করিতে লাগিল। তদদর্শনে
 অমেয়াস্মা বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসের
 কণ্ঠদেশে আঘাত করিলেন; তদ্বারা
 রাক্ষসের দুইটি মস্তক ছিন্ন হইয়া
 পতিত হইতে থাকিলে, তিনি ঐ পত-
 মান শিরোধ্বয় গ্রহণপূর্বক ভক্ষণ করিয়া
 সিংহনাদ করিলেন। সেই সিংহনাদ শ্রবণে
 জগজ্রয় ক্ষুদ্র হইল। অসির আঘাতে উভ-
 য়েই ভিন্নগাজ হইয়া রুধিরাক্ত-কলেবর হও-
 য়িতে তাঁহাদিগের উভয়কেই পুষ্পিত
 কিংশুকবৃক্ষের স্তায় দেখাইতে লাগিল।
 এই দেবতা ও রাক্ষস একবৎসর যাবৎ
 সেই অসিধয় দ্বারা যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর
 একবৎসর উভয়ে গদাযুদ্ধ করিয়া পরবর্তী
 একবর্ষকাল অসিপুত্রিকা দ্বারা যুদ্ধ করি-

পুনর্গৃহীত্বাসিযুগং যুযুধাতে পরম্পরম্ ।
 শং ক্রবাণো মহাভগ্নং দংষ্ট্রীকারো গণেশ্বরঃ
 সারোবরস্তনয়নশালয়িত্বাসিমগ্ৰতঃ ।
 তস্ত কৰ্ণবনং সৰ্বং চিচ্ছেদ কদলীর্থাৎ ॥
 শিলাংসি সর্বাণ্যাদায় বভূবু ভগনেক্ৰেহা ।
 তস্ত গাত্ৰেঃ করুর্কর্হৈর্কিদার্ব্যাহৃত্য দেবতাঃ ॥
 কপীশ্রৌ চ তথা চান্তা অদ্রাক্ষীৎপরমেশ্বরীম্
 এতদ্যুদ্ধং মহাঘোরং নারদো বীক্ষ্য
 চাভ্যাগাৎ ॥ ১৭০
 ব্রহ্মণে বাসুদেবায় শঙ্করায় ব্যজিজ্ঞপৎ ।
 মুনয়ো রক্ষিতা দেবা বালিনুগ্রীবাবানরৌ ।
 এতৌ সঞ্জীবয়ামাস ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাস্তকঃ ।
 ব্রহ্মসে শঙ্কুনা দন্তো বয়ঃ পরমদারুণঃ ॥ ১৭২
 হিরণ্যকশিপো রাজ্যো বলবানেকরাক্ষসঃ ।
 দেবৈঃ সার্কন্ত যুযুধে বর্ধাণাং শতমভূতম্ ॥ ১৭৩

লেন। অনন্তর উভয়ে পুনর্বার অসি গ্রহণ-
 পূর্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন
 মঙ্গলকবচশীল দীর্ঘদস্তধারী গণেশ্বর বীর-
 ভদ্র ক্রোধরস্তনয়ন হইয়া পুরোভাগে মহা
 অসি সঞ্চালনপূর্বক নিক্ষেপ করত রাক্ষ-
 সের মস্তকসমূহ কদলীতরুবৎ অনাগ্রাসে
 ছিন্ন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রহা বীর-
 ভদ্র রাক্ষসের মস্তকসমূহ গ্রহণপূর্বক
 ভক্ষণ করিলেন। আর নখদ্বারা
 রাক্ষসের শরীর বিদারণপূর্বক ঋষি,
 দেবতা ও বানরদ্বয়কে বহিষ্কৃত করিয়া দেখি-
 লেন, পরমেশ্বরী জগদম্বা তাঁহার এই যুদ্ধ-
 ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দেবর্ষি
 নারদও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করণানন্তর ব্রহ্মা
 বিষ্ণু ও শিবের নিকট গমন করিয়া তাবৎ
 বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। কহিলেন,—
 ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাস্তক বীরভদ্র, দেবতা ও
 ঋষিগণকে রক্ষা করিয়া বানরদ্বয়কে সঞ্জী-
 বিত করিয়াছেন; ভগবান্ শঙ্কু এই রাক্ষ-
 সকে অতি কঠোর বর দান করিয়াছিলেন।
 অনুরাজ হিরণ্যকশিপুুর রাজ্যে এক বল
 বান্ রাক্ষস, দেবগণের সহিত শতবর্ষ

পলায়িতাশ বহুশা শতশোৎসুরাঃ ।
 শুক্রেণ রক্ষিতঃ সোহথ শুক্ৰণাচিন্তয়বিদম্ ।
 মৃতোহস্মি শতশ শুক্ৰ জীবিতোহস্মি
 ত্বয়েব হি ।
 অমৃতাবে ত্মেত্তস্মাত্তদরম্বমৃতায় চ ॥ ১৭৫
 অন্তথা মরণং মহৎ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 গুরো যমেন সাকং মে যুদ্ধমাসীৎ সূদারুণম্ ॥
 ময়াসৌ গ্রসিতো যুদ্ধে যমরাজঃ প্রতাপবান্ ।
 মমোদরং প্রবিজ্ঞাসৌ বিভেদ চ ননাদ চ ॥
 অহং মৃতস্তদা চাসং ত্বয়া সঞ্জীবিতঃ পুনঃ ।
 তস্মাত্তদরসংস্থানং মরণায় তপে তপঃ ॥ ১৭৮
 শুক্ৰ উবাচ ।
 এবমেতন্ন সন্দেহো যথাবস্তং সমাচর ।
 স্তমস্তপঞ্চকং তীর্থং তত্র ত্বং তপ্তুমর্হসি ॥ ১৭৯
 রাক্ষস উবাচ ।
 তপে মহন্তপো ঘোরং যন্ন চৌর্ণং সুরাসুরৈঃ ।
 শুল্কপ্রদেশে পাদান্তে ত্বয়ঃপাশৈঃ প্রবধ্য চ ॥

ব্যাপিয়া অমৃত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে
 বহুরাক্ষস পলায়িত ও মৃত্যুগ্ৰস্ত হইয়াছিল।
 এই রাক্ষস, শুক্ৰ শুক্রাচার্য্য কর্তৃক রক্ষিত
 হইয়া চিন্তা করত কহিয়াছিল,—হে গুরো।
 আমি শত শত বার মরিয়া আপনা কর্তৃক
 জীবিত হইয়াছি, আপনি অমৃত্যু আমার
 নিমিত্ত আমার উদরস্থদিগের মৃত্যুর নিমিত্ত
 হউন, নচেৎ আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। হে
 গুরো! কোন সময়ে যমের সহিত আমার
 ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল; আমি সেই যুদ্ধে
 যমরাজকে গ্রাস করিলাম, কিন্তু প্রতাপবান্
 যমরাজ আমার উদর ভেদ করিয়া বহির্গত
 হইয়া গর্জন করিয়াছিলেন। আমি যরি-
 লাম, তখন আপনি যাইয়া আমাকে পুনর্জী-
 বিত করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতী আম উদরস্থ-
 দিগের মৃত্যুর নিমিত্ত তপস্বী করিব। শুক্র-
 চার্য্য কহিলেন,—ইহাই ঠিক, তাহা হইলে
 আর কোন সন্দেহ থাকিবে না; তুমি সমস্ত-
 পঞ্চকর্তীর্থে যাইয়া তপস্বী আরম্ভ কর।
 ১৫১—১৭৯। রাক্ষস কহিল,—আমি শুভায়

অয়স্তম্ভযুগং কৃদ্ভা হৃদ্যঃপট্টিকয়াবিতম্ ।
 পট্টিকয়াং পাদবন্ধং কৃদ্ভাধঃশীর্ঘতাং তথা ॥
 বিবৃতাশ্চং তথা কল্পং কৃদ্ভাধো মুখমূচ্চকৈঃ ।
 স্তম্ভোত্তরেন জালায়া বক্রিকারামিতস্তম্ভতঃ ॥
 অধঃশিরাস্তথা ত্রিষ্টম্মুদীল্যৈব বিলোচনে ।
 এবং তপশ্চরিয়ামি বরদঃ কোহপি মে ভবেৎ
 বক্ষা বা বরদঃ সোহহং শক্যো বিষ্ণুরেব চ ।
 বরদেন তু মে ভাব্যং যো বা কো বা বরপ্রদঃ
 ইখমাভায়া মুনিনা গুরুণা ভাগ্বেণ সঃ ।
 তথাতপচ্চ ঋগ্বাসং পুনরম্ভচ্চকার হ ॥
 নখাভ্যাং স্বশিরঃ্ৰিস্মা জুহাবায়ো সমজ্জকম্ ।
 নমো ভদ্রায় মজ্জেন চত্বারি চ শিরাংসি সঃ ॥
 পঞ্চমঞ্চ শিরো হোতুং যতমানে চ রাক্ষসে ।
 বহ্নিমধ্যে-সমুত্তস্থৌ ভগবান্বিক্রিপাতিঃ ॥১৮৭

যাইয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে এরূপ ঘোরতর
 মহৎ তপের আচরণ করিব, যাহা কখন কোন
 সুর বা অসুর কর্তৃক আচরিত হয় নাই ।
 দুইটি লৌহস্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি একটি
 লৌহ-পটিকা স্থাপন করিব; পদপ্রান্তদ্বয়
 ও গুল্ফদ্বয় লৌহশৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া উক্ত
 পট্টিকার সহিত বন্ধনপূর্বক অধঃশিরা হইবে;
 স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূমির উপর ইতস্ততঃ
 বক্র শিখা বিস্তারপূর্বক বহ্নি জলিতে
 থাকিবে, আমি মুখব্যাদনে ও চক্ষুঃস্মীলন-
 পূর্বক সেই অগ্নিরাশির উপরে মুখ রক্ষা
 করিয়া অবস্থিত করিব; আমি এই প্রকারে
 তপস্বী করিতে থাকিলে অবশ্যই কেহ আমার
 বরদাতা হইবেন। ব্রহ্মা, শিব বা বিষ্ণু
 সেই বরদাতা হইতে পারেন; যাহাই হউক
 ইহাদিগের মধ্যে কেহ অবশ্যই আমার বর-
 দাতা হইবেন। সেই রাক্ষস, গুরু গুরু-
 চার্ব্যের সহিত এইরূপ আলাপ করিয়া সমস্ত-
 পঞ্চকে গমনপূর্বক ছয়মাস কাল ব্যাপিয়া
 উক্তপ্রকারে তপস্বী করিল। অনন্তর নখ-
 ষায়া একে একে স্নায় মস্তকচতুষ্টয় ছিন্ন
 করিয়া “নমো ভদ্রায়” এই মন্ত্রদ্বারা সমজ্জক
 করত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল।

শুদ্ধফটিকসঙ্কাশো ভাগচন্দ্রেবিভূষণঃ ।
 অধঃশিরস্কং শুদ্ধক ইন্দমাহ মহেশ্বরঃ ।
 মা সাহসং কৃথা রক্ষো বরনোহস্মি বরং বৃণু ॥
 রাক্ষস উবাচ ।
 বহুনাঞ্চ বরাণান্ত দাতা ন্যানং মহেশ্বরঃ ।
 হতশীর্ঘসমুৎপত্তিং গ্রন্থজীবমুত্তিস্থথা ॥১৯০
 বরাহবপুষো বিকোরন্ত শক্তিচ্চতুষ্ণা ।
 ময়ি তে ন হি ষোযঃ স্মাৎ সন্নিক্ষিপ সদা মম ॥
 ত্বজ্জটোৎপাটনৈনকঃ পুরুষঃ সন্তবিষ্যতি ।
 তেইনৈব মরণং নাশ্চৈরিদং মেহন্ত ব্রতং শিব
 ভবিষ্যত্যেবমেবৈভদিত্যুক্তান্তরধীয়ত ।
 এবং লক্ষবরঃ পাপী রাক্ষসো নিহতশ্বরা ॥১৯৩
 অখালিঙ্গ্য হরিববীরং শক্য়শ্চ পিতামহঃ ।

অনন্তর রাক্ষস পঞ্চম মস্তক আহুতি
 দানের উপক্রম করিলে শুদ্ধফটিকতুল্য
 চন্দ্রালঙ্কৃতললাট অধিকাপতি ভগবান্ মহে-
 শ্বর বহ্নিমধ্যে সমুৎপিত হইয়া অধঃশিরস্ক
 রাক্ষসকে কহিলেন,—হে রাক্ষস! তুমি
 এরূপ কার্যে সাহস করিও না, আমি
 তোমাকে বর দানের নিমন্ত আগমন করি-
 য়াছি, ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। রাক্ষস
 কহিল,—মহেশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে বহু বর
 দান করিবেন, হে শিব! আমাকে বক্ষ্যমাণ
 বরসমূহ দান করুন; আমার হস্তমস্তক-
 সমূহের সমুৎপত্তি, আমার উদরগত জীবের
 মৃত্যু, বরাহরূপধারী বিষ্ণুর বলের চতুষ্প
 বল, আমার প্রতি আপনার অক্ৰোধ,
 আমার সমীপে আপনার সदा অবস্থান
 এবং আপনার জটোৎপান দ্বারা যে পুরু-
 ষের উৎপত্তি হইবে, তৎকর্তৃক আমার
 মৃত্যু, অস্ত কর্তৃক নহে। মহেশ্বর “তাহাই
 হইবে” এই কথা বলিয়া রাক্ষসকে উক্ত বর-
 সমূহ দানানন্তর অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।
 নারদবাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর
 তথায় আগমন করিয়া, “তুমি এবশ্চকার
 বরপ্রাপ্ত পাপী রাক্ষসকে বধ করিয়াছ”
 এই কথা বলিয়া বীরভদ্রকে আলিঙ্গন করত

যথাগতমথো জম্বুরথ দেবাদিযোষিতঃ ॥ ১১৪
নিপত্য দণ্ডবদ্বুমৌ বীরভদ্রমথাক্রবন ।
নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে করুণাকর ॥ ১১৫
নমস্তে শাৰভানন্ত নমস্তে বরদো ভব ॥ ১১৬
বীরভদ্র উবাচ ।

ভস্মনা জীবয়িষ্যামি সুরান্ সমুনিবানরান্ ।
ভবভৌভিঃ প্রভোষ্টব্যং শোকঃকার্ষ্যো নচাধুন
ইত্বুক্তা বীরভদ্রস্ত ভস্মনাজীবয়ৎ স তান্ ।
উখতা মুনিদেবাস্চ বানরৌ প্রভবতু্যত ॥ ১১৮
ইন্দ্রমূর্খসো হস্তাঃ শিরস্বাঞ্জলয়ে নমন ।
স্বযাজ জীবিতাস্তাত পিতা স্বংধর্মতো হি নঃ ।
অস্মাকং শরণং নিত্যং ভব শঙ্করসম্ভব ।
শিশুনাং হৃষ্টচরিতং দৃষ্টা শিক্বেত্তথা চ তান্ ।
রক্ষেৎ পরকৃত্যাবাধ্যাব্যধিভিচ্চ যথৌরসান্ ।

অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।
অনন্তর তথায় উপস্থিত দেব ও ঋষিগণের
পক্ষীগণ ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া বীর-
ভদ্রকে কহিলেন,—হে দেবদেবেশ! হে
করুণাকর! হে শাৰভ! হে অনন্ত! আমরা
তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাদের
অভীষ্ট বর দান কর, অর্থাৎ আমাদের
স্বামিগণের জীবন দান কর । ১৮০—১১৬ ।
বীরভদ্র কহিলেন,—আপনার এক্ষণে সম্ভষ্ট
হউন, আমি সকলকেই শিবভস্ম দ্বারা সঞ্জী-
বিত করিব, অকারণ শোক করিবার প্রয়ো-
জন নাই । বীরভদ্র এই কথা বলিয়া দেবতা
ঋষি ও বানরস্বয়কে জীবিত করিলে তাঁহার
উপস্থিত হইয়া আনন্দের সহিত অঞ্জলিস্তম্ভ-
শিরা হইয়া প্রণামপূর্বক সেই প্রভাবশালী
বীরকে কহিলেন,—হে পিতঃ! আমরা
যখন আপনা কর্তৃক জীবিত হইলাম, তখন
আপনি ধর্ম্মাসুরে আমাদের পিতা
হইতেছেন । হে শিবসম্ভূত বীর! আপনি
আমাদের নিত্য আশ্রয় হউন; পিতা
যেমন শিশুদিগের হৃষ্টাচার দেখিলে তাহা-
দিগকে শিক্ষা দান ও পরকৃত্য বাধা-ব্যাধি

দক্ষাধরে কৃত্যগন্ধাঃ শিক্ষিতা ভবতানঘ ॥
ইদানীং রক্ষিতাস্তাত বয়ং শিশুবদেব তে ॥
বীরভদ্র উবাচ ।

সত্যমেতন্ন সন্দেহো যত্র বাধা ভবেত্তু বঃ ।
তত্র মাং স্মরত ক্ষিপ্ৰং বাধা নাশং গমিষ্যতি
বীরভদ্রপদং যেহপি পঠন্ত্যষ্টশতং ততঃ ।
প্রণবান্নিনমোহস্তক চতুর্ধীসহিতং তথা ॥ ২০৪
তেষাং রাক্ষসপীড়ানা নাশনঞ্চ তবিষ্যতি ।
ব্রহ্মরাক্ষসপীড়ান্ন পিশাচাদিভয়েনু চ ॥ ১০৫
নামাস্মস্মরণং সর্ব্বাধানান্ত বিনাশনম্ ॥ ১০৬
বিদ্যৎপ্রভালোচনমুগ্রমীশং
বালেন্দুদংষ্ট্রাকর্ণশোভিতাধরম্ ॥
সুনীলগাজঞ্চ জটাকৃতস্রজং
পকাবেশালৈ তসিতং ত্রিগুণ্ডকম্ ॥ ২০৭
ব্রহ্মরাক্ষসসমুজ্জ্বলং স্মরণং ত্বদমীরতম্ ।
মন্ত্রে চ বীরভদ্রস্ত সর্ব্বমেতদ্রুদীরিতম্ ॥ ২০৮

হইতে রক্ষা করেন, আপনিও সেইরূপ
আমাদের এক্ষণে ঐরসজাত সন্তানের স্থায়
শিক্ষা দান ও পরকৃত্য বাধা-ব্যাধি চইন্তে
রক্ষা করিবেন । হে অনঘ! দক্ষযজ্ঞকালে
আমরা কৃত্যপরাধ হইলে, আপনি আমা
দিগকে শিশুবৎ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন,
হে পিতঃ! এক্ষণেও আমরা আপনা কর্তৃক
শিশুবৎ রক্ষিত হইলাম । দেবগণের বাক্য
শ্রবণানন্তর বীরভদ্র কহিলেন,—আমি সত্য
কহিতেছি, যখন যখন তোমাদের বিপদ্
ঘটিবে, ততৎকালে আমাকে স্মরণ করিলে,
আমরা তোমাদের সকল বিপদ্ নিশ্চয়ই
নাশ পাইবে । ১১৭—২০৩ । অষ্টোত্তর
শত বীরভদ্র-নাম জপের পরে বাহারা
চতুর্ধীষিত্তিক্রিয়ুক্ত বীরভদ্র-পদটি প্রণবাদি
নমোহস্ত করিয়া (ওঁ বীরভদ্রায় নমঃ) অষ্টো-
ত্তর শত বার পাঠ করে, তাহাদিগের
রাক্ষসজনিত পীড়া নাশপ্রাপ্ত হয় । ব্রহ্ম-
রাক্ষসজনিত পীড়া ও পিশাচাদি হইতে
ভয়, বীরভদ্র নাম স্মরণক্রমেই দূরীভূত
হয় । - ব্রহ্মরাক্ষসাজ্ঞমণ হইতে মুক্তি

দধীচ উবাচ ।

অধৈবং বিদধে বীরো মুনিদেবাস্তথা গতাঃ ।
এতঃশ্রিয়ায়ুঃ প্রোক্তং ভাস্মাহাশ্রায়মুত্তমম্ ।
পঠতঃ শৃণ্বতো বাপি স্মরতোহৃষবিনাশনম্ ।
শিবভক্তিপ্রদং পুণ্যমায়ুরায়োগ্যবর্ধনম্ ॥২১০

শুচিস্মিতোবাচ ।

অহং কৃতার্থা ধস্তা চ নারীগামুস্তমাস্মাহম্ ।
হতপাণা তথা চাস্মি নমস্তে মুনিপুঙ্গব ॥ ২১১
ইতি শ্রীপায়ে পাতালখণ্ডে বিদ্বৃতিমাহাশ্রয়ো
পঞ্চসষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

নিমিস্ত, যিনি বিদ্ব্যভের স্তায় প্রভাশালী
চক্ৰবিশিষ্ট, অতি উগ্র, অতীব মহান, ষাঁহার
রক্তাধরের উপরিভাগে বালচন্দ্রবৎ বক্র দন্ত
শোভা পাইতেছে ও গলদেশে দীর্ঘজটা
মালায় স্তায় লম্বিত রহিয়াছে, ষাঁহার গাত্র
নীল এবং ললাটাদিপঞ্চাঙ্গে ভাস্মত্রিগুপ্তক
শোভিত, সেই বীরভদ্রমূর্ত্তিই স্মর্তব্য
বলিয়া উক্ত হইয়াছে । বীরভদ্রের মস্তকে এই
সমুদয় কথিত আছে । দধীচ কহিলেন,—
বীরভদ্র এবস্ত্রকার বিধান করিলে, দেবগণ
বধাহানে গমন করিলেন । এই ত্রিআয়ুব
উত্তম ভাস্ম-মাহাশ্রয় কথিত হইল । ইহার
পাঠ, শ্রবণ ও স্মরণ দ্বারা মানবের সর্ব-
প্রকার বিপদ্ নাশ পায় এবং শিবভক্তি,
পুণ্য, আয়ু ও আরোগ্যের বৃদ্ধি হয় । শুচি-
স্মিতা কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! আমি
আপনার রূপায় কৃতার্থা ও ধস্তা হইয়া অস্ত
নারীগণ হইতে শ্রেষ্ঠা হইলাম, আমার সকল
পাপ বিদ্বৃতি হইল, অতএব আমি আপ-
নাকে নমস্কার করি । ১২৮—২১১ ।

পঞ্চসষ্টিতম অধ্যায় ৬৫।

ষট্‌সষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

ভস্মোৎপত্তিঃ মহাভাগ ভাস্মাহাশ্রায়মেব চ ।
ভাস্মসঙ্কারেণ পুণ্যং ভাস্মাদানে চ তদ্বদ ॥ ১
শত্শুকুবাচ ।

ভস্মোৎপত্তিঃ শ্রবক্যামি সর্বপাপপ্রণাশিনীম্
স্মরণাৎ কৌর্ভনাদ্রাম তাঃ শৃণুশ্চ নরাধিপ ॥ ২
য একঃ শাশ্বতো দেবো ব্রহ্মবন্দ্যঃ সদাশিবঃ
ত্রিলোচনো গুণাধারো গুণাতীতোহকরো-
হব্যয়ঃ ॥ ৩

সিস্যকা তস্ত জাতাথ বীক্যাশ্রয়ঃ গুণজয়ম্ ।
বেদজয়মিচ্ছং জ্ঞেয়ং গুণজয়মিদং হি যৎ ॥ ৪
পৃথক্ কৃত্বান্ননস্তাত তত্র স্থানং বিভজ্য চ ।
দক্ষিণাঙ্গৈহস্বজৎপুত্রং ব্রহ্মাণঃ বামতো হরিন্
পৃষ্ঠদেশে মহেশানং ত্রীন পুত্রানস্বজবিভুঃ ।
জাতমাত্রাত্ত তে পুত্রা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ॥ ৬

ষট্‌সষ্টিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাম কহিলেন,—হে মহাভাগ! ভস্মোৎ-
পত্তি ও ভাস্মাহাশ্রয় এবং ভাস্মধারণ ও
গ্রহণজনিত পুণ্যের বিষয় বর্ণন করুন । শত্শুকু
কহিলেন,—হে নরেশ রাম! আমি তোমার
নিকট ভস্মের উৎপত্তির বিষয় কহিতেছি,
শ্রবণ কর; যাহা স্মৃত ও কৌর্ভিত হইলে সর্ব
পাপ প্রনষ্ট হয় । বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে যে এক-
মাত্র বেদবন্দ্য সনাতন, গুণজয়ের আধার
অথচ গুণাতীত সূতরাং অচ্যুতস্বরূপ ও
অবিনশ্বর, ত্রিলোচন সদাশিব ছিলেন,
তাঁহার সৃষ্টিকরণের ইচ্ছা জন্মিলে, বেদজয়-
রূপ সেই আশ্রয় গুণজয়কে দেখিতে পাইয়া
উর্ধ্বাদিগকে আশ্রয় হইতে পৃথক্ করিয়া,
পরস্পর পৃথক্ করত স্বীয় অঙ্গজয়ে
স্থাপন করিলেন । বিভু সদাশিব এই
প্রকার দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মা, বামাজ হইতে
হরি ও পৃষ্ঠদেশ হইতে মহেশ্বর এই তিন
পুত্রের সৃষ্টি করিলেন । সেই ব্রহ্মবিষ্ণু-

ইদম্ চূৰ্ভচঃ স্পষ্টং কো ভবান্ কে বয়ং স্থিতি ।
 তানাং চ শিবঃ পুত্রান্ যুগং পুত্রা অহং পিতা
 ইদং গুণত্রয়ং পুত্রা ভজন্তঃ কৰ্ম্মহেতুকম্ ॥৮
 পুত্রা উচুঃ ।
 কং বা গুণং কো ভজতে কিয়ন্তঃ কালমৌশ্বয়ঃ
 কথং গুণনিবৃতিশ্চ ভবেদেভত্বদশ্ব নঃ ॥৯
 শিব উবাচ ।
 যাবজ্জ্ঞানং হি ভবতাং যাবদায়ুৰ্ধাপি বা ।
 ধারণং তাবদেব স্মাদেদৈককন্ঠ গুণস্ত চ ॥ ১০
 সৰ্ব্বং ব্রহ্মা রজো বিষ্ণুৰ্ভজ্যেমাং হেঋশ্বস্তমঃ ।
 ইত্যুক্তমাত্রে দেবেশে ব্রহ্মা সৰ্ব্বমথাগ্রহীৎ ॥১২
 ন চ চালয়িতুং শক্তো ধারণে কিম্ শক্তিমান্ ।
 তং গুণস্ত তিরস্কৃত্য রজোগুণমথাগ্রহীৎ ॥১২
 ন চ চালয়িতুং শক্তো জপ্রাহাৰ্থ তমোগুণম্ ।
 ন চ চালয়িতুং শক্তো নিপপাত্ত করোদ চ ॥

বিষ্ণুশ্চ বামহস্তেন রজোগুণমধারণৎ ।
 অঙ্গুলীভ্যাং মহেশোহপি তমোগুণমধারণৎ ॥
 সৰ্ব্বমেকোহঙ্গুলীভ্যাঞ্চ সৰ্ব্বং বিষ্ণুমথাদধাৎ
 ব্রহ্মাণং পাদপীঠে চ দধায় চ ননর্ভ চ ॥ ১৫
 নৃত্যস্বমত্যস্তবিলাসরূপং
 গোক্ষীররূপং তরুণং ত্রিনেত্রম্ ।
 সৰ্ব্বং দধানং কৃতকৌতুকং শিবঃ
 সমীক্ষ্য পুত্রান্ বরদো বভাষে ॥ ১৬
 শিব উবাচ ।
 স্ত্রীতোহস্মি তব পুত্রোহং বরং বৃণু যথেষ্পিতৰ্থ
 অথাহ পিতরং পুত্রো বরমেতং দদশ্ব মে ॥১৭
 মামুদ্दिष्ट কৃতা পূজা তব পূজা ভবেচ্ছিব ।
 তিষ্ঠেঋষি সদা ত্বক্ ত্বমেবাহকং বাব্যয় ॥ ১৮
 শিব উবাচ ।
 এবমেব মহাভাগ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

মহেশ্বররূপ পুত্রত্রয় জাত মাতৃই সদাশিবকে
 বাক্যোচ্চারণপূৰ্ব্বক কহিলেন,—আপনি কে ?
 এবং আমরায়ী বা কে ? শিব সেই পুত্র-
 গণকে কহিলেন,—আমি পিতা, তোমরা
 পুত্র । হে পুত্রগণ ! তোমরা কৰ্ম্মের হেতু-
 কৃত এই গুণত্রয়ের তজনা কর । পুত্রেরা
 কহিলেন,—হে ঋশ্ব ! আমাদের কে
 কত কাল পর্য্যন্ত কোন গুণের তজনা
 করিবে ? এবং কি প্রকারেই বা গুণসমূহের
 মিত্তি হইবে, তৎসমুদয় আমাদেরকে
 বলুন । শিব কহিলেন,—যাবৎ তোমাদিগের
 জ্ঞান বা আয়ু থাকিবে তাবৎ এক এক জন
 এক একটি গুণ অবলম্বন করিয়া থাকিবে ।
 সদাশিব, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যথাক্রমে
 সৰ্ব্ব রজঃ ও তমঃ গুণ গ্রহণ করিতে বলিলে
 ব্রহ্মা সৰ্ব্বগুণ গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু ঐ গুণ
 ধারণে শক্তিমান্ হওরা দূরের কথা, উহা
 চালনে সক্ষম হইলেন না । সুতরাং ব্রহ্মা
 উহা ত্যাগ করিয়া রজোগুণ গ্রহণ করিলেন ।
 তাহারও চালনে অক্ষম হইয়া তমোগুণ গ্রহণ
 করিলেন কিন্তু উহারও চালনে সক্ষম না
 হইয়া পাত্ত হইয়া সোদন করিতে লাগি-

লেন । বিষ্ণু বামহস্ত দ্বারা রজোগুণ ধারণ
 করিলেন,—মহেশ্বরও অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা তমো-
 গুণ ধারণ করিলেন । অনন্তর মহেশ অঙ্গুলী
 দ্বয় দ্বারা সৰ্ব্ব ও বিষ্ণুকেও ধারণ করিলেন
 এবং ব্রহ্মাকে পাদপীঠে ধারণ করিয়া নৃত্য
 করিতে লাগিলেন । তরুণ গোছের স্তায়
 বিশুদ্ধ শুভবর্ণ ত্রিনেত্র মহেশ তমঃ সৰ্ব্ব গুণ-
 দ্বয় ও রজোগুণী বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাকে ধারণ
 করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া
 সদাশিব, পুত্রগণকে বর দিবার নিমিত্ত কহি-
 লেন । সদাশিব কহিলেন,—হে পুত্র !
 আমি তোমার উপর স্ত্রীত হইয়াছি,
 ইচ্ছা মত বর গ্রহণ কর । তজ্জ্ববপে
 মহেশ পিতাকে কহিলেন,—আপনি আমাকে
 বক্ষ্যমাণ বর প্রদান করুন । হে শিব !
 হে অব্যয় ! আমাকে উদ্দেশ করিয়া
 পূজা করিলে আপনায়ই পূজা করা
 হয়, আপনি সদা আমার আশ্রয় অব-
 স্থান করেন, ও আমিও আপনার তুল্য হই,
 আমাকে এই বরত্রয় দান করুন । সদাশিব
 কহিলেন,—তাছাই হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয়

রক্তগোত্রাবিমো পুত্রো ব্রহ্মবিষ্ণু মমৈব তু ।
বাহুমূলম্বরোম্যো চ মমাকারো তথানঘ ।
অথ ব্রহ্মাণমাহেদং ভজস্বেকং গুণং ভবান ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

অগ্নির্দ্বিষ্টং গুণমহং ধর্তুং শক্তো ন হীশ্বর ।
ধারয়িষ্যে রজো দেব সস্বং ভজতু বৈ হরিঃ ।
অবশিষ্টং গুণং চারমীশ্বরো ধারয়িষ্যতি ॥ ২২ ॥
শত্ৰুকবাচ ।

গুণানালায় তে দেবা ন শেকুনিত্যধারণম ।
কর্তুং ভরণশক্ত্যর্থং শিবমিত্যবদন যুতাঃ ।
গুণত্রয়ং সর্ককালং ন চ ধারয়িতুং কমাঃ ।
দীয়তাং ভগবন্ শক্তির্হিদি ভোষ্যং বরপ্রদঃ ॥ ২৪ ॥
অথ ভবচনং শ্রদ্ধা শিবো বাক্যমভাষত ।
বিদ্যাশক্তিঃ সমস্তানাং শক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥
গুণত্রয়াশ্রয়া বিদ্যা অবিদ্যা চ তদাশ্রয়া ।
গুণত্রয়ঞ্চ দষ্ট্রুব ভৎসারং ধর্তুমর্হথ ॥ ২৬ ॥

নাই। হে অনঘ। এই দুই, রক্ত-গোত্র
ব্রহ্মা-বিষ্ণুও আমার পুত্র। ইহঁরা মদীয় বাহু-
মূলম্বরোম হইতে উৎপন্ন এবং মৎসদৃশ।
এই কথা বলিয়া সর্দাশিব ব্রহ্মাকে কহিলেন,
তুমিও একটী গুণ আশ্রয় কর। ব্রহ্মা কহি-
লেন,—হে ঈশ্বর। আমি আপনার নির্দিষ্ট
সবুগুণ ধারণে অক্ষম, অতএব আমি
রজোগুণ গ্রহণ করি, বিষ্ণু সবুগুণ গ্রহণ
করুন। আর অবশিষ্ট স্তমোগুণ এই মহে-
শ্বর ধারণ করুন। ১—২২। শত্ৰু কহিলেন, হে
রাম। সেই দেবত্রয় উক্ত গুণত্রয়ের নিত্য-
ধারণে অক্ষম হইয়া, বহনশক্তি লাভের
নিমিত্ত সকলে একত্রিত হইয়া শিবসন্নিধানে
আগমনপূর্বক কহিলেন,—হে ভগবন্!
আমরা সর্ককাল গুণত্রয় ধারণে অক্ষম
হইতেছি; অতএব অন্তগ্রহপূর্বক নিত্যধারণে
শক্তি লাভার্থ আমরাগিকে বর দান করুন।
অনন্তর সর্দাশিব ঈহাদিগের বাক্য শ্রবণ-
নস্তর কহিলেন,—বিদ্যাশক্তিকেই সর্কশক্তি
বলা যায়; বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই
গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তৌমরা

যচ কিঞ্চিদভবেদত্র ভবতিত্রিঃস্বভাং হি তৎ ।
অধাহন্তংসুতা বাক্যং ন দাহো জলনং বিনা
শিবঃ প্রাহ মহেশস্য লোচনে বহিরক্তি বৈ ।
গুণত্রয়মিদং ধেহুর্কিদিয়া স্যাদ্গোময়ং শুভম্
মূত্রং চোপনিয়ং প্রোক্তং কুর্ধ্যাত্তস্ম ততঃ পরম্
বৎসান্ত স্মৃতয়ো যস্যাস্তংসভুতস্ত গোময়ম্ ।
আ গাব ইতি মজ্জেন ধেহুং তজ্জাভিমন্ত্রয়েৎ ।
গাবো ভগো গাব ইতি প্রাশয়েতুঃস্বপং জলম্
উপোষ্য চ চতুর্দিশাং শুক্রে কৃষ্ণেহথবা ব্রতী ।
পরেহ্যঃ প্রাতঃকৃথায় শুচির্ভূষ্য সমাহিতঃ ॥ ৩১ ॥
কৃতজ্ঞানো ধৌতবস্ত্রো গোময়ার্থং ব্রজেতুগাম্
উথাপ্য তাং প্রযত্নেং গায়ত্র্যা মূত্রাহরেৎ ।
সৌবর্ণে রাজতে তাজ্জে ধারয়েন্নয়য়ে ষটে ।

গুণত্রয়কে দক্ষ করিয়া গুণত্রয়ের সার-
ভূত পদার্থমাত্র ধারণ করিবে। গুণত্রয়
দাহের পর তথায় ষাধা কিছু থাকিবে,
তোমরা তাহাই ধারণ করিবে। শিববাক্য
শ্রবণানন্তর ঈহার পুত্রেরা কহিলেন,—
হে পিতা! অগ্নি ব্যক্তিরেকে দাহকার্য
হইতে পারে না। শিব কহিলেন,—
মহেশের লোচনে বহি আছে। এই গুণ-
ত্রয় বেদরূপা ধেহু ও গুণত্রয়াশ্রিতা-বিদ্যা
ঐ ধেহুর শুভগোময় এবং বেদান্তর্গত
উপনিষৎ উহার মূত্র হইবে; অনন্তর ঐ
গোময় ভক্ষ করিতে হইবে। স্মৃতিসমূহ
যে বেদরূপা ধেহুর বৎস, গোময়ও
সেই ধেহু হইতে উৎপন্ন। ‘আ গাব’
এই মন্ত্রদ্বারা ধেহুকে অভিমন্ত্রিত করিয়া
‘গাবো ভগো গাব’ এই মন্ত্র দ্বারা উহাকে
জল ও তৃণ ভক্ষণ করাইবে। ব্রতী
ব্যক্তি শুক্রে অথবা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে
উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে
গাজোথানানন্তর শুচি সমাহিত কৃতজ্ঞান
ও ধৌতবসনধারী হইয়া গোময় সংগ্রহের
নিমিত্ত ধেহুর নিকট গমন করিবে; অন-
ন্তর প্রযত্ন সহকারে উহাকে উঠাইয়া
অগ্রে গায়ত্রী পাঠপূর্বক দুই সংগ্রহ করিবে।

পৌকরে বা পলাশে বা পাঞ্জে গোশূক্ৰ এষ বা
আদধীত হি গোমূত্রেণ গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ।
অভূমিপাতঃ গৃহীয়াৎপাঞ্জে পুরৌদ্বিতে-

২৫৫১ ৩৩৪

গোময়ং শোধয়েদ্বিধান শ্রীর্মাঃ ভজতু মন্ত্রতঃ ।
অলক্ষ্মীর্শ্রয়ীতি মন্ত্রেণ গোময়স্থাপমার্জ্জনম্ ।
সত্বা সিঞ্চামি মন্ত্রেণ গোমূত্রেঃগোময়ে কিপেৎ
পঞ্চানাংস্তুতি মন্ত্রেণ পীড়াংশৈশ্চব চতুর্দশ । ৩৬
কুর্ধ্যাৎ সংশোষ্য কিরণৈস্তরণেরাহয়েস্ত তান
নিদধ্যাদধ পুরৌকুপাঞ্জে গোময়পিণ্ডকান্ ।
সগৃহ্যোক্তবিধানেন প্রতিষ্ঠাপ্যগ্রিমন্সয়েৎ ।
পিণ্ডান বিনিক্ষিপেস্তত্তদর্গদেবায় পিণ্ডকান্ ।
আচারাজ্যভাগো চ প্রক্ষিপ্য হৌহনেৎশুধী
ততো নিধনপতয়ে জয়োদশ জয়াবদঃ । ৩৯
হোতব্য্যাঃ পঞ্চ ব্রহ্মাণি নমো হিরণ্যবাহবে ।

ঐ গোমূত্রে স্বর্ণ বা রক্ত পাঞ্জে, কিংবা
মৃগাষটে অথবা পৌকর, পলাশ গো-
শূক্ৰ পাঞ্জে ধারণ করিতে হইবে। অনস্তর
'গন্ধ দ্বারা, ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত প্রকার
পাঞ্জে ভূমিতে পতনের পূর্বে গোময়
সংগ্রহ করিবে; গোমূত্রেও ভূমিতে পতনের
পূর্বে গ্রহণ করিতে হইবে। ধীমান ব্যক্তি
'শ্রীর্মাঃ ভজতু' মন্ত্রদ্বারা গোময়ের শোধন-
পূর্বক, 'অলক্ষ্মীর্শ্রয়ী' এই মন্ত্রদ্বারা গোময়ের
উপরে কিঞ্চৎ জল সেক করিবে।
অনস্তর 'সংস্কা সিঞ্চামি' মন্ত্রদ্বারা গোমূত্রে
গোময়ে ক্ষেপণ করিবে। 'পঞ্চানাংস্কা' এই
মন্ত্র দ্বারা ঐ গোময়ের চতুর্দশ পিণ্ড নির্মাণ
পূর্বক রোঞ্জে শুক্ৰ করত পুরৌকুপ পাঞ্জে
স্থাপন করিবে। অনস্তর ত্রতী বেদের
যে শাখাবলম্বী, সেই শাখোক্ত মন্ত্রদ্বারা
বহি স্থাপন করিয়া প্রজ্জলিত করিবে এবং
গোময়পিণ্ডসমূহ ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া
আচারাজ্যভাগধরের অগ্নিতে নিক্ষেপণানস্তর
আহুতি দ্বয় অর্পণ করিবেন। অনস্তর
'নিধনপতয়ে নমঃ' মন্ত্রদ্বারা ত্রয়োদশ আহুতি
দানের পর 'হিরণ্যবাহবে নমঃ' মন্ত্রদ্বারা

ইতি সর্কাহুতীর্হ্বা চতুর্ধাভ্যন্ত মন্ত্রকৈঃ । ৪০
কৃতসর্কঃ বজ্রদ্রায় যন্ত চৈকংকতীতি চ ।

এতৈস্ত জুহুয়াধিবানান্যাত্তত্ৰয়স্তথা । ৪১

ব্যাহুতীরধ হুত্বা তু ততঃ শিষ্টকৃতঃ হনেন্ ।

ইধাশেষস্ত নিমূর্ত্য পূর্ণপাত্ৰোদকস্ততঃ । ৪২
পূর্ণমাসান্তবজ্রুবা জলেনাস্তেন বৃংহয়েৎ ।

ব্রাহ্মণেষমুতমিতি তজ্জলং শিরসি কিপেৎ ।
প্রাচ্যামিতিদিশাং লিঙ্গৈর্দিক্শু ভোয়ং

বিনিক্ষিপেৎ ।

ব্রহ্মণেদক্ষিণাং দত্বা শাস্ত্য পুলকমাহরণে । ৪৪

আহরিয়ামি দেবানাং সর্কেষাং কশ্মলপ্তয়ে ।

জাতবেদসমেনেৎ আং পুলকচ্ছাদ্যপাদ্যমে ।

মন্ত্রোনেন তং বহিঃ পুলকে ছাদয়েদতঃ ।

ত্রিদিনং জলনাঙ্কিত্যে ছাদনং পুলকৈঃ স্মৃত্ব
ব্রাহ্মণান ভোজয়েত্তত্যা পয়ং কৃত্বীয় বাগ্ধবতঃ

ব্রহ্মার উদ্দেশে পঞ্চ অহুতি দান করিবেন
এই প্রকারে চতুর্ধাভ্যন্ত মন্ত্রদ্বারা
সর্কাহুতি দান করিবেন। পরে 'কৃতসর্কঃ'
কজ্রদ্রায় যন্ত চৈকংকতীতি চ' এই মন্ত্র-
দ্বারা অহুতিদ্বয় দানের পর অমন্ত্রক
আহুতিদ্বয় দান করিবেন। অনস্তর
সপ্তব্যাহুতিহোম করিয়া শিষ্টকৃত হোম
করিবেন। তৎপরে ; অদ্য কাঠলি
হোমায় হইতে অপসারিত করিয়া উদকপূর্ণ
পাত্রে গ্রহণ করিবেন এবং 'পূর্ণমাসান্তবজ্রুবা
জলেনাস্তেন বৃংহয়েৎ ব্রাহ্মণেষমুতম্' এই
মন্ত্রদ্বারা সেই জল মন্ত্রকে নিক্ষেপ করিবেন।
পরে সেই জলের কিরণংশ, 'প্রাচ্যান্,
প্রতীচ্যান্' ইত্যাদি দ্বারা নামোচ্চারণপূর্বক
চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিবেন এবং বহি শাস্ত
হইলে ব্রহ্মদক্ষিণা দানানস্তর পুলকাহরণ
করিবেন। 'আমি কশ্ম রক্ষার নিমিত্ত
দেবগণের পুলক (পার্শ্বত্যা-মূর্ত্তিকাবিশেষ)
আহরণ করিব' এই কথা বলিয়া 'জাত-
বেদসমেনেৎ আং পুলকচ্ছাদ্য পাদ্যমে' এই
মন্ত্র পড়িয়া পুলক দ্বারা সেই বহিঃ স্মৃচ্ছাদন
করিবেন। দিবসত্রয় জলহিত পুলকদ্বারা

ভাস্মাধিকমভাস্মং হৃদিকং গোময়ং হরেৎ ।
 দিনত্রয়েণ যদি বা একস্মিন্ দিবসে বহু ।
 তৃতীয়ে বা চতুর্থে বা প্রাতঃ স্নাত্বা সিতাশ্বরঃ
 শুক্রযজ্ঞোপবীতী চ শুক্রমাণ্ডালুলেপনঃ ।
 শুক্রদত্তো ভাস্মদিক্কা মস্ত্রেশানেন মস্ত্রবিৎ ॥৪৯
 তদব্ৰেতি চোচ্চারয়িত্বা ভাস্মসত্যং ন

সস্ত্যজ্ঞেৎ ।

তত আবাহনমুখা উপচারান্ত যোড়শ ॥ ৫০
 কর্তব্যাহতিদানেন ততোহগ্নিরুপসংহরেৎ ।
 অগ্নেৰ্তস্মৈতিমস্ত্রেণ গৃহীয়ান্তস্ব চোত্ত্ববম্ ॥ ৫১
 অগ্নিরস্মীতিমস্ত্রেণ প্রযুক্ত্য চ ততঃ পরম্ ।
 সংযোজ্য গন্ধাসলিলৈঃ কপিলাপয়সাধবা ॥৫২
 চন্দ্রকুক্ষুমকাস্মীরমুণীরং চন্দনমুখা ।
 অশুকধিতয়ৈকৈব চূর্ণয়িত্বা তু স্মৃত্যতঃ ॥ ৫৩
 কিপেতস্মিন্ তচ্চূর্ণমোমিতি ব্রহ্মমস্ততঃ ।

বহির আচ্ছাদন ব্যবস্থা। শক্তি অনুসারে
 ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং যোনি হইয়া
 ভোজন করিবেন, অধিক পরিমাণে ভাস্ম
 ইচ্ছা করিলে, অধিক পরিমাণে গোময়
 সংগ্রহ করিতে হইবেক। এক দিনে অথবা
 দিবসত্রয়ে বহুগোময় সংগ্রহ করিয়া তৃতীয়
 বা চতুর্থ দিনে প্রাতঃস্নাতী, শুক্র বসন শুক্র
 যজ্ঞোপবীত, শুক্র মাণ্ডাল ও শুক্র অলুলেপন-
 ধারী, শুক্রদন্ত এবং ভাস্মদিক্কা-কলেবর হইয়া
 মস্ত্রবিৎ ব্রতী, 'তদ্ ব্রেতিচোচ্চারয়িত্বা কং
 ভাস্ম সত্যং ন সস্ত্যজ্ঞেৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ-
 পূর্বক আবাহনাদি যোড়শ উপচার দ্বারা
 বহিদেবের পূজা করিয়া আহতিদানের
 পর বহির উপসংহার (বিসর্জন) করি-
 বেন। অনস্তর 'অগ্নেৰ্তস্ম' এই মন্ত্র-
 দ্বারা তদন্তুত ভাস্ম গ্রহণ করিবেন।
 ৪৮—৫১। অনস্তর 'অগ্নিরস্মি' এই মন্ত্র-
 দ্বারা সেই দধি গোময় পিণ্ডগুলি মার্জিত
 করিয়া গন্ধাসলিল অথবা কপিলায় দুধের
 সহিত মিশ্রিত করিবে। কাস্মীর, কর্পূর, চন্দ্র,
 কুক্ষুম, উশীত, দুইপ্রকার অশুক স্মৃত্যপে চূর্ণ
 করিয়া 'ওঁ' এই ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ঐ

ততঃ পরঃসেচনে চ গদিতঃ কপিলাময়ঃ ॥ ৫৪
 অমৃতং দেবি তে কীরং পবিভ্রমিহ বৃদ্ধিদম্ ।
 তব প্রশাদানুচ্যন্তে মহুজ্জাঃ সৰ্বপাপানঃ ॥৫৫
 প্রণবেনাবহেদ্বিষদ্বান বহবো বটবকানধ ।
 অণোরগীয়ানিতি হি মস্ত্রেণ তু বিচক্ষণঃ ॥ ৫৬
 জীশিব উবাচ ॥

ইথং ভাস্ম সম্পাদ্য শুক্রমাণ্ডাল মস্ত্রবিৎ ।
 প্রণবেন বিমুক্ত্যাথ সপ্তপ্রণবমাস্ত্রতম্ ॥ ৫৭
 ঙ্গশানেন শিরোদেশং মুখং তৎপুরুষণে চ ।
 উরোদেশমঘোরেশ শুভং বায়েন মস্ত্রয়েৎ ॥
 সদ্যোজাতেন বৈ পাদৌ সর্বাঙ্গং প্রণবেন তু
 তত উদ্বল্য সর্বাঙ্গমপাদভলমস্তকম্ ॥ ৫৯
 তত আচম্য বসনং ধৌতং ধৌতং প্রধায়য়েৎ
 পুনরাচম্য কর্ম্ম স্বং বর্জুর্মহীতি সৰ্বতঃ ॥ ৬০

ভাস্মে নিক্ষেপ করিবে, পরে 'অমৃতং দেবি
 তে কীরং পবিভ্রমিহ বৃদ্ধিদম্'। তবপ্রশাদা-
 নুচ্যন্তে মহুজ্জাঃ সৰ্বপাপানঃ ॥ এই কপিলা-
 মন্ত্র দ্বারা তদুপরি দুধ সেচন করিতে
 হইবে। পরে বিচক্ষণ ব্রতী 'ওঁ অণোরগী-
 যান্' এই মন্ত্র দ্বারা সেই গোময়পিণ্ড ভাস্মগুলি
 গ্রহণ করিবেন। ২৩—৫৬। জীশিব কহিলেন,
 —মস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ, এই প্রকারে ভাস্ম গ্রহণ
 ও শুক্র করিয়া প্রণব উচ্চারণপূর্বক পরিষ্কার
 করিয়া সপ্তপ্রণব দ্বারা আভ্যমস্ত্রিত কবিবেন।
 অনস্তর 'ঙ্গশান' উচ্চারণপূর্বক শিরো-
 দেশ ও মুখ 'অঘোর' উচ্চারণপূর্বক
 উরুদেশ, 'বায়' উচ্চারণপূর্বক শুভ-
 দেশ 'সদ্যোজাত' উচ্চারণপূর্বক পাদদ্বয়
 এবং প্রণব উচ্চারণপূর্বক সর্বাঙ্গ অভ্যমস্ত্রিত
 করিয়া পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত সর্বাঙ্গে
 ভাস্ম লেপন করিবে। পরে আচমন করিয়া
 ধৌত শুক্র বসন ধারণপূর্বক পুনরাচমন

* দেবি! তোমার দুধ অমৃত, পবিভ্র;
 ইহা পান করিলে বৃদ্ধি বাড়ে; আপনায়
 অমৃতগ্ৰেহে মানবগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত
 হয়।

ততো ভস্ম সমাদায় প্রযজ্য প্রণবেন তু ।
 জিনেত্রং ত্রিগুণাধারং জেয়াগাং জনকং বিভূম্
 স্মরণ নমঃশিবায়ৈতি ললাটে তু ত্রিগুণ্ডকম্
 নমঃশিবাভ্যামিত্যুকা বাহ্নোর্কাপি ত্রিগুণ্ডক
 অঘোরায় নম ইতি উভাভ্যাক্ষ প্রকোষ্ঠয়োঃ ।
 ভীমায়ৈতি ততঃ পৃষ্ঠে শিরোধিপশ্চিমে তথা
 নীলকণ্ঠায় শিরসি ক্ষিপেৎ সর্বাঙ্ঘনে নমঃ ।
 প্রক্ষাল্যাত্ত ততো হস্তৌ কস্মান্নুষ্ঠানমাচরেৎ ॥
 শিব উবাচ ।

যুগমেবং প্রকারেণ ভস্ম কৃত্বা প্রযয্য চ ।
 গুণান ধারয়িতুং শক্তান্ততঃ অক্ষ্যত্ব বৈ প্রজাঃ
 শঙ্কুরুবাচ ।

ইৎং শিবোদিতা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
 তথা কৃত্বা চ বিধিনাঃমহমিকয়া তদা ॥৬৬
 অস্তোত্রবোধনাশক্তাঃ প্রণম্য শিবমুচিরে ।
 কং গুণং ধারয়েৎ কো বা শিবঃপ্রাহ স্তু তানথ

করিয়্য স্মীয় সর্ব কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইবে ।
 পরে ভস্ম গ্রহণ ও প্রণবদ্বারা প্রসার্কজনপূর্বক
 জিনেত্র, ত্রিগুণাধার, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের
 জনক, বিভূ (সর্বব্যাপী) সদাশিবকে স্মরণ
 করিয়া ‘শিবায়নমঃ’ মন্ত্র দ্বারা ললাটে,
 ‘শিবাভ্যামঃ নমঃ’ মন্ত্র দ্বারা বাহুদ্বয়ে, ‘অঘো-
 রায় নমঃ’ মন্ত্র দ্বারা উভয় প্রকোষ্ঠে ‘ভীমায়
 নমঃ’ মন্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠে ‘নীলকণ্ঠায় নমঃ’ মন্ত্র
 দ্বারা শ্রীবার পশ্চাত্তাগে এবং ‘সর্বাঙ্ঘনে নমঃ’
 মন্ত্রদ্বারা মস্তকে ত্রিগুণ্ডক দিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষা-
 লনানন্তর কস্মান্নুষ্ঠান করিবে । শ্রীশিব
 কহিলেন,—হে পুত্রগণ তোমরা এই প্রকারে
 ভস্ম প্রস্তুত করিয়া সর্বাঙ্গে লোপন করিলে
 গুণসমূহ ধারণে সক্ষম হইয়া প্রজা সৃষ্টি
 করিবে । শঙ্কু কহিলেন,—হে রাম ! তখন
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সদাশিব কর্তৃক এইরূপ
 আজ্ঞাপ্ত হইয়া বিধিঅনুসারে ভস্ম ধারণ
 করিয়া পরম্পরের প্রতি স্পর্ধা করত সদা-
 শিবকে প্রণামপূর্বক কহিলেন,—আমা-
 দিগের মধ্যে কে কোন গুণ ধারণ করিবেন ?

কর্ম্মশক্তিং তথা জ্ঞানং মুখ্যৈরেধৈব নশ্চীতি ।
 অন্নায়দৃশ্চতে ব্রহ্মা মনুভিশ্চাস্ত জীবিতম্ ।
 যোহহং ব্রহ্মাণ্ডমালাভিত্ত্ব বিতো ব্রহ্মগোপনম্
 রজোগুণমবষ্টভ্য ন চ জানাসি মাং সদা ॥৬৯
 ব্রহ্মাধিকবলো বিষ্ণুরায়ুধি ব্রহ্মণোহধিকঃ ।
 ব্রহ্মাণ্ডমালাভরণে মহেশস্ত মমৈব তু ॥ ৭০
 চতুনিখাসমাত্রেণ বিষ্ণোরায়ুকদাহতম্ ।
 ব্রহ্মা অধিকসত্ত্বাহং সত্ত্বমালাঘতে हरिः ॥ ৭১
 জানাতি সর্বকালং মাং ন কচিদেব বিশ্বয়েৎ ।
 সাষ্টিক্যটৈব পূজাস্ত রাজসৌ তামসৌ ন তু ।
 শাস্তং শিবং সত্ত্বগুণং রজোবত্নানুমানতঃ ।
 তমো নীলং তথা চৈব গুণং শঙ্কুস্তথাভক্তং ॥৭৩
 সত্ত্বং রজস্তমশ্চাপি দধার চ পুরা কিল । .
 অতশ্চ ত্রিবিধা পূজা শঙ্করস্ত বিধীয়তে ॥ ৭৪
 রজশ্চ তমসা যুক্তং দারুণং পরিকীর্তিতম্ ।

তচ্ছবণে সদাশিব কহিলেন,—কর্ম্মশক্তি
 ও জ্ঞান মুখ্যেরূপ স্তায় নাশ পাইবে ;
 কতিপয় মনুস্তরাস্তে ব্রহ্মায় নাশ হইবে,
 স্নুতরাং ব্রহ্মা অন্নায়ু হইতেছেন । হে
 ব্রহ্মন ! তুমি রজোগুণাশ্রয়ী হইয়া আমাকে
 ব্রহ্মাণ্ড-মালাভূষিত বেদরক্ষক বলিয়া বুঝিতে
 পারিবে না । ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের পালনকার্য্যে
 ব্রহ্মা অপেক্ষা বিষ্ণুর বল ও আয়ু অধিক ;
 মহেশ্বরের বা আমার চতুনিখাণে বিষ্ণুর
 আয়ু পর্য্যবসিত হইবে । ব্রহ্মা অপেক্ষা
 সত্ত্বগুণ অধিক থাকায় বিষ্ণু সত্ত্বগুণাবল্যী
 হউন । সর্বকাল আমাকে জানিতে পারি-
 বেন, কদাচ বিস্মৃত হইবেন না এবং জগতে
 গুঁহার কেবল সাষ্টিকী পূজাই বিহিত হইবে ;
 রাজসৌ বা তামসৌ পূজা নহে । শাস্ত মঙ্গল-
 ময় সত্ত্বগুণাবল্যী মহেশ্বরে রজোগুণেরও
 বিদ্যমানতা থাকায় তিনি নীলবর্ণ তমোগুণও
 ধারণ করেন । সর্বপ্রথমে সত্ত্ব রজ ও তম
 এই গুণ য ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া
 শঙ্করের সাষ্টিকী, রাজসৌ ও তামসৌ এই
 পূজাই বিহিত হইবে । তমোগুণযুক্ত রজকে
 দারুণ কহে ; শঙ্কর, তমোরজো-মিশ্রিত

দারুণাপি ততঃ পূজা শব্দরে গতিদা মতা ॥৭৫
 রজস্ব তমসা যুক্তমলং শাস্ত্রপ্রবর্তকম্ ।
 বিচ্ছিন্নাপি ততঃ পূজা শব্দরে কলদা মতা ॥৭৬
 তমস্চ সৰ্বসংযুক্তং মিশ্রকঞ্চ প্রবর্তকম্ ।
 মিশ্রপূজাপি কলদা শব্দরে লোকশব্দরে ॥ ৭৭
 যাদৃশং তাদৃশং বাপি নিয়মেনার্চনং বিভোঃ
 শব্দরশ্চাণ্ডকলদং যাদৃশশ্চাপি দেহিনঃ ॥ ৭৮
 শত্করবাচ ।

এতৎসংক্ষেপতঃ প্রোক্তং বিধানং ভস্মনোহনঘ
 বক্রশ্ৰোতৃজনানাঞ্চ সমস্তাঘবিনাশনম্ ॥ ৭৯
 অত্র তে কৌতুহিষ্যামি কথাং পাপপ্রপাশিনীম্
 ঋত্বা যামাপ ধৰ্ম্মাশ্চা শিবভক্তিমহুস্তমাম্ ॥
 ইক্ষাকুনাং বিপ্রেশ্ৰো মহাবিদ্যা মহামতিঃ ।
 বহুশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৮১
 ন যষ্টী ন চ দাতা চ ন দেবানাং চ পূজকঃ ।
 ন চাধ্যাপয়িতা বেদং ন চাখ্যাতা ঋতস্চ চ

দারুণ পূজা দ্বারা পূজিত হইলে উত্তম গতি
 দান করেন । রজস্বতমোমিশ্রিত পূজা
 শাস্ত্র-বিহিত হইলেও তদ্বিচ্ছিন্না অর্থাৎ
 কেবলা রাজসী বা কেবলা তামসী পূজা
 দ্বারা পূজিত হইলেও শব্দর ফলদায়ক
 হন ; সৰ্বসংযুক্ত তমোমিশ্রক নামে অভি-
 হিত ; লোকমঙ্গলকর শব্দর তমঃ-
 সৰ্বমিশ্রিত (মিশ্রক) পূজা দ্বারাও প্রীতি
 প্রাপ্ত হন, সুতরাং উক্ত পূজা সকল । বিভূ
 শব্দর, যে কোন দেহধারী জীব কর্তৃক উল্লি-
 পিত নিয়মসমূহের যে কোন নিয়মদ্বারা পূজিত
 হইলে আণ্ড ফল দান করেন । ৫৭—৭৮ ।
 শত্করহিলেন,—হে অনঘ রাম ! এই আমি
 তোমার নিকট বক্তা ও শ্রোতার সর্বপাপ-
 বিনাশক ভস্মোৎপত্তির বিষয় সংক্ষেপে
 বর্ণন করিলাম । এক্ষণে আমি তোমার
 নিকট সর্বপাপপ্রপাশিনী কথা বর্ণন করিব,
 যাহা শ্রবণ করিয়া ধৰ্ম্মাশ্চা সর্বোত্তমা শিবভক্তি
 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পূর্বকালে মহাবিদ্যা-
 শালী, উদারবুদ্ধিসম্পন্ন, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, নীতি-
 শাস্ত্রবিশারদ ইক্ষাকুনাথক জনৈক শ্রেষ্ঠ
 ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি কখন কোনপ্রকার

ন পুরাণেতিহাসানাং ঋতীনামাগমস্ত বা ।
 যদ্বাস্তোক্তা তথা দেহসংকারৈকপ্রবর্তকঃ ॥৮০
 তাদৃশশ্চ দ্বিজশাখ সমালক্ষ্যায় যুক্ত্যাগং ।
 লক্ষ্যস্তরে তথৈকস্মিন বৎসরে মাসি পঞ্চমে ॥
 তৃতীয়দিবসে রাজ্যায় পুরাণং ঋতবানিদম্ ।
 স্বসম্পাদিতবিস্তৃত যেন দানং ন বৈ কৃতম্ ॥

দিনে দিনে কুজ্যমানং নিঃসারং স্ত্রাৎক্রমেণ হি
 বর্ধাণ্যেব চ তাবন্তি নরকে পচ্যতে ধ্রুবম্ ॥
 কুমিথোনিসহস্রঞ্চ অমুভূয় ততঃ পরম্ ।
 দদ্বিজো ব্যাধিতোহবকুর্হু স্তভার্থো বহুপ্রজঃ ।
 ধিনে দিনে ভক্ষিতেন যাচিতেন চ জীবনম্ ।
 যত্র কাপি চ বৌজানাং মগ্নানামথ মার্গণাৎ ॥
 লক্কে জীবানবং কস্য ভৃত্যানামথ জীবনম্ ।
 মধ্যে শ্রোত্রবিহীনশ্চ নেত্রহীনঃ খলয়লঃ ॥

যজ্ঞ দান ও দেবপূজা করেন নাই কিম্বা
 বেদ-ঋতি পুরাণ ও তন্ত্রাদির অধ্যয়ন বা
 ব্যাখ্যাও করেন নাই, কবলি সর্বদা আহারে
 ও দেহসংস্কারে যত্নলীল থাকিতেন । সেই
 ব্রাহ্মণ এই প্রকারে লক্ষবর্ষ আয় অতীত
 করিয়া পরবর্তী বৎসরের পঞ্চম মাসের
 তৃতীয় দিবসের রাজ্রিতে বক্ষ্যমাণ পুরাণ-
 বাক্য শ্রবণ করিলেন ;—“যে মানব আধি-
 কৃত সম্পত্তির কিছুমাত্র দান না করিয়া
 যতদিন ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত করে, তত-
 দিন সংখ্যক বৎসর নিশ্চয়ই নরক-বস্ত্রণা
 ভোগ করে । সহস্রবার কুমিথোনিতে জন্ম-
 গ্রহণ করিয়া মলমুক্তাদির ভোগানন্তর করিড,
 ব্যাবিযুক্ত ও বন্ধুহীন এবং দুঃস্থভার্যায়ুক্ত ও
 বহু সন্তানের পিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ।
 প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা করিবে ;
 যখন ভিক্ষাও কুত্রাপি মিলিবে না, তখন
 ঋণবাজাহ্নসন্ধান দ্বারা জীবিকা করিবে ;
 যখন তাহাও অপ্রাপ্য হইবে, তখন তৃত্যবৃত্তি
 অবলম্বনপূর্বক জীবিকা করিবে । এবস্ত্র-
 কারে জীবিকা করিতে করিতে বধির ও
 অন্ধ হইয়া নিয়ত নিঃসারিত মললিঙ্গ হইয়া
 অতীব হেয়তাপ্রাপ্ত ও দুঃখভাগী হইবে ।

এবং পুরাণং ঋত্বাসাবিক্কাকুর্ভূ শত্ৰুখিতঃ ।
 মনসাসিত্তয়চ্ছেদং স্মারং স্মারং দ্বিজাধমঃ ॥ ১
 রূপপুষ্পেঋহিময়ী দুর্গাপি কলবজ্জিতা ।
 তথা পুরাণরহিতা বিদ্যা নো গতিদর্শিনী ॥
 বহুশাস্ত্রং সমভ্যাস্ত বহুন বেদান সবিস্তরান ।
 পুংসোহঋতপুরাণস্ত ন সম্যগ্ঘ্যাতি দর্শনম্ ॥
 শত্ৰুকবাচ ।

এবং চিন্তয়তস্তস্ত হকালমরণস্বভূৎ ।
 যমলোকং গন্তশ্যং যমেন পরিত্যজিতঃ ॥ ১০
 যম উবাচ ।

অনেকপাপযুক্তোহসি পুণ্যং নৈব মহন্তব ।
 ন বেদাধ্যাপনাং প্রাপ্তং পাপঞ্চ বিদিতং তব ॥
 কোটিবর্ষাণি নরকে তব স্থিতিরिति দ্বিজ ।
 আয়ুসস্তি তবাত্মনঃ গম্যতাং পৌর্ষিকী তত্শুঃ
 কুরু পুণ্যং হিতং দানং দেবতাপূজনং জপম্

সেই দ্বিজাধম ইকাকু পুরাণবাক্য শ্রবণ-
 নস্তর অতীব দুঃখিত হইয়া উক্ত বাক্যগুলি
 পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা
 করিলেন । যেরূপ সুরূপসম্পন্ন মুন্ময়ী দুর্গা
 পুষ্পরাশি দ্বারা পূজিতা হইলেও ভক্তি
 ব্যতিরেকে কলদায়িনী হন না, সেইরূপ
 মানব বহু শাস্ত্র ও বহু বেদ অধ্যয়নানস্তর
 পুরাণাদির শ্রবণ দ্বারা দেবতা ও যজ্ঞাদির
 প্রতি ভক্তি না করিলে সম্যক্ গতি (জ্ঞান)
 লাভ করিতে পারে না । শত্ৰু কহিলেন,—
 সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে
 কিঞ্চিৎ আয়ু অবশিষ্ট থাকিলেও মৃত্যুমুখে
 পতিত হইয়া যমলোকে গমন করিল । যম-
 রাজ্য তাহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্যসমূহ দ্বারা
 উপদেশ দিলেন । ১৯—২০। যম কহিলেন,—
 হে দ্বিজ ! তুমি অত্যন্ত পাপী, বেদাদির
 অধ্যয়ন দ্বারা কোন মীহৎ পুণ্য লাভ
 কর নাই এবং পাপ কি, তাহাও জানিতে
 পার নাই । তজ্জন্ত তোমাকে কোটিবর্ষ
 নরকে বাস করিতে হইবে; তোমার
 এখনও কিঞ্চিৎ আয়ু আছে, পূর্বদেহে
 গমন কর, অনস্তর লোকহিত, দান, যজ্ঞ,

সাক্ষমধ্যাপনং বিশ্র-ভোজনং ভস্মধারণম্ ।
 ভজ বিশেষণং দেবং দেবদেবমুমাপতিম্ ।
 তস্ত প্রযত্নমাত্রেণ মম লোকং ন গচ্ছসি ॥ ১৭
 যৎকিঞ্চৎপ্রত্যাহং পাপিন পুরাণং শৃণু সাদরম্
 ততস্তজ্জুবগাদেব নেকসে মম যাতনাঃ ॥ ১৮
 যমস্য বচনং ঋত্বা ব্রাহ্মণঃ স্তাঃ যযৌ তত্শুম্ ।
 অথেশপূজনকৃতে যত্নমাত্মায় স দ্বিজঃ ॥ ১৯
 আগমনানিবর্ধ্যাত্ত জাবালিঃ শিবপূজকম্ ।
 তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্নং ঋতিস্মৃতিবিবেচকম্ ।
 পুরাণতত্ত্ববেত্তারং লক্ষশিষ্যসমাবৃত্তম্ ॥
 জরাশিখিলসর্কীলঃ বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥
 ত্রুষ্টিকামো যযৌ শৈলং মল্লয়ং চাক্রকন্দরম্ ।
 নানাবিহঙ্গসম্পূর্ণং নানাপুষ্পলতারবৃত্তম্ ॥
 সর্কর্কুসুমোপেতং নানাগন্ধোপশোভিতম্ ॥
 কিম্বরাণঞ্চ মিথুনৈর্গৌতপূর্ণমহাশুভম্ ॥ ১০.৩
 অনেকরূপলাবণ্য-বনিতোষিতপাদপম্ ।

দেবপূজা, জপ, সাক্ষদেবের অধ্যাপন,
 ব্রাহ্মণভোজন, ভস্মধারণ প্রভৃতি পুণ্য
 কর্মের অস্থঠান কর, দেবদেব উমাপতি
 বিশেষণদেবের ভজনা কর; তাঁহার প্রতি
 ভক্তিমান হইলে তোমার আরআমার লোকে
 আসিতে হইবে না । হে পাপন! প্রতি-
 দিন আদরপূর্বক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরাণ
 শ্রবণ কর, তজ্জুবণ দ্বারা যমযাতনা হইতে
 অব্যাহতি পাইবে । সেই দ্বিজ, যমবাক্য
 শ্রবণানস্তর স্বীয়দেহে আগমন করিয়া
 প্রযত্নসহকারে শিবার্চন আরম্ভ করিলেন ।
 সেই দ্বিজ, এক সময়ে তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন,
 ঋতি ও স্মৃতির মীমাংসক, বেদবেদাঙ্গ-
 পারগ, পুরাণতত্ত্ববিৎ, শিবপূজক, লক্ষশিষ্য-
 পরিবৃত্ত, জরা-শিখিলসর্কীল, মূনিবর জাবা-
 লিকে দেখিবার ইচ্ছায় সূচাক কন্দর
 শোভিত, নানাভাজীয় বিহঙ্গসমাকুল,
 নানাবিধ পুষ্পলতা-পরিশোভিত সর্কর্কু-
 সুমুষ্টিত-নানাবিধ সুগন্ধি-কুম্ব-গন্ধা-
 মোদিত কিম্বরামিথুনকর্ষবিনিসৃত সুগীত
 লহরী ব্যাণ্ডকন্দর, অনেক সুকাঙ্ক্ষিবাশিষ্ট

লক্ষ্মানবিচিত্রাভিঃ শ্ৰুগতিঃ শোভিতপাদপম্ ।
 রতিন্দ্রমপ্রস্থপ্তানাং বোধনাদিত্তবট্টপদম্ ।
 কৃষ্ণাঙ্ক চ পিকাঃ কামং বিযুক্তানাং যুক্তে কিল
 নানামুনিগণাকৌর্ণং প্রশাস্তমুগচারণম্ ।
 অপ্সরোগণসঙ্কৌর্ণং গন্ধর্ষণগণসেবিতম্ ॥১০৬
 নানাসিন্ধুখোভুক্ত-গীতপূর্ণবনাস্তরম্ ।
 বিচিত্রকলসম্পূর্ণং নানাংদেবালয়াধিতম্ ॥১০৭
 প্রাসাদশতসম্বাধং নানাগৃহসমধিতম্ ।
 সিংহাননৈর্গজমুখৈকলুকবদনৈরথ ॥১০৮
 অমুখৈবিমুখৈক্রেত্রৈর্দ্বৈক্রৈশ্চ গীমুখৈঃ ।
 কুরুজম্বকগোধাংহি-বানরকমুখৈরপি ॥১০৯
 ব্যাঘ্রবৃশ্চিকভল্লুঙ্কৈ শ্বানগর্দভতুণ্ডকৈঃ ।
 সমস্তজীববদনৈঃ সদৃশাটশ্ৰুগণৈরৈঃ ॥১১০
 বঙ্গীমুখৈবৃকমুখৈঃ শিলাবৈক্রৈরয়োমুখৈঃ ।

ক্কুর ক্কুর বৃক্ষে পরিবেষ্টিত, সুরহং তক-
 রাজীর আশ্রয়, বিচিত্রকুম্মমালা-সুলভিত
 পাদপাবলীবিরাজিত, রতিন্দ্রমহেতু স্নিগ্ধা-
 ভোগানস্তর জাগরিত ভ্রমরগণকৃত-মধুর-
 গুঞ্জন-ধ্বনিবিশিষ্ট, মন্দরাত্ম্য অচলে গমন
 করিয়াছিলেম। ঐ পর্বতে কোকিধ-
 কোকিলাগণ বেচ্ছামুসারে মুহূর্ত্তঃ কুহুধ্বনি
 দ্বারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নায়কনায়িকাগণের
 সন্মিলন সংঘটন করিতেছে। ঐ পর্বত
 বহুমুনিজনের আবাসস্থল, উহাতে অসংখ্য
 মুগ প্রশান্তভাবে বিচরণ করিতেছে, কোথাও
 বা অপ্সর ও গন্ধর্ষণগণ কেলি করি-
 তেছে। স্থানে স্থানে সিদ্ধকঠনিঃসৃত
 সঙ্গীতধ্বনি দ্বারা বনানস্তর-ভাগ পূর্ণ হই-
 তেছে, নানাজাতীয় বৃক্ষ কলভরে অবনত
 রহিয়াছে, অনেকানেক দেবালয় গৃহ এবং
 প্রসাদসদৃশ অট্টালিকারাজি শোভা পাই-
 তেছে; সিংহানন, গজবদন, পেচকমুখ,
 মুখরহিত, পশ্চামুখ, উগ্রবদন, অর্ধবদন,
 মৃগীমুখ, হরিণ শৃগাল গেধা সর্প বানর ভল্লুক-
 মুখ, ব্যাঘ্র বৃশ্চিক উষ্ট্র কুকুর গর্দভমুখ,
 জাগতিক সমুদয় জীবের বদনসদৃশ
 বদনদ্বারী গুণেশ্বরগণ, রক্ষ, বঙ্গী, শিলা ও

শঙ্খ মুক্তাদিজলজ-বদনৈরুপশোভিতম্ ॥১১১
 অধিকান্দৈরনকৈশ্চ জটিলৈঃ শিখিমুণ্ডিতৈঃ ।
 পত্রিবৈক্রৈর্ধববৈক্রান্তিমিগ্রাহমুখৈরপি ॥১১২
 ঘটটন্তঃ শূর্ণবদনৈঃ কর্ণপাদমুখৈরপি ।
 ঘটামুখৈর্কৈশ্চ মুখৈঃ কিঙ্কণীবদনৈরপি ॥১১৩
 যাদৃগুবস্ত্র জগত্যস্মিন্স্তাদৃশাটশ্ৰুধোমুখৈঃ ।
 কৈশ্চিন্ধুক্তকন্দর্প-রূপলাবণ্যকোমলৈঃ ॥১১৪
 কোটিস্বর্ষাপ্রভৌকৈশ্চন্দ্রকোটিসমগ্রতৈঃ ।
 নানাবর্ণৈর্বিধমুখৈর্বিধরূপৈশ্চতুর্মুখৈঃ ॥১১৫
 দ্বিমুখৈঃ পঞ্চবৈক্রৈশ্চ ত্রিমুখৈঃ ষণ্মুখৈরপি ।
 একানেকমুখৈঃ শাটৈঃ সর্ষাদা সূখিভিসুতম্ ।
 নানাভোগসমুদৈশ্চ রতিকামসমৈরপি ।
 লক্ষ্মীনারায়ণপ্রত্যাঙ্কমেশসমবিগ্রহৈঃ ।
 নানারূপধৈরশ্চাটন্তৈঃ সেবিতং মন্দরাত্মম্ ।
 ধেনবো যত্র বেদাশ্চ মীমাংসাৎসংসমুতাঃ ।
 ধর্ম্মাদয়ঃ সর্বশাণিঃ পুরাণানি চ কৰ্ম্মণা ॥১১৮

লৌহমুখ, গণেশ্বরগণ শঙ্খ শঙ্খক প্রকৃতি
 জলচর জীবের বদনসদৃশ বদন-বিশিষ্ট
 গণেশ্বরগণ, অধিকান্দ, অঙ্গরহিত, জটা-
 ধারী, শিখাধারী, পক্ষিমুখ, বৃষমুখ, তিমি-
 দ্বিল ও নক্রমুখ, ঘট ও সূর্ণাস্ত্র, কর্ণ ও পাদ-
 মুখ, ঘটাবণু ও কিঙ্কণীমুখ, গণেশ্বরগণ,
 সমুদয় পার্থিব জীবের আশ্রয় দ্বার আশ্র-
 ধারী ও অধোমুখ গণেশ্বরগণ, ইত্যন্ততঃ
 সঞ্চরণ করিতেছেন। কেহ কন্দর্পের দ্বায়
 কোমল-রূপলাবণ্যধারী, কেহ কোটিস্বর্ষ্যসম-
 প্রভ, কেহ কোটিচন্দ্র সদৃশ দীপ্তিশালী,
 কেহ বহুবিধবদনশোভিত, কেহ নানারূপধর,
 কেহ বেহ বা একমুখ, দ্বিমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্মুখ,
 পঞ্চমুখ বা ষণ্মুখধারী, কেহ কেহ বা সদাশাস্ত্র
 ও বেহ কেহ বা রতি ও কামদেবের দ্বায়
 নানা ভোগসমৃদ্ধি দ্বারা সদা সূখী, কেহ কেহ
 বা লক্ষ্মীনারায়ণ ও উমামহেশ্বরের দ্বায় রূপ-
 শোভিত, এবশ্চকার গণেশ্বরগণ সদা মন্দা-
 রাচলে বিহার করিতেছেন। ১৫—১১৭।
 এই মন্দরপর্বতে বেদসমূহ বেঙ্গ ও মীমাংসা-
 শাস্ত্রসমূহ তাহার বৎসরূপে অবস্থান করিতে-

ସ୍ମୃତୀତିହାସଜାତାନି ଆଗମାଞ୍ଚ ଧରୀରିଗଃ ।
 ହିତାଞ୍ଚ ମନ୍ଦରେ ଯତ୍ନ ସ ଶୈଳଃ ପାପନାଶନଃ ।
 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟେ ମହାପୁଣ୍ୟା ପୁରଂ ପରମଶୋଭିତମ୍ ।
 ବାମୀତତ୍ତ୍ୱାଗୋପବନପ୍ରାମାଣ୍ୟତତ୍ତ୍ୱୋଭିତମ୍ ॥୧୨୦॥
 ସଂପ୍ରକାରପରିଧଂ ରହାଟାଳକସଂସୃତମ୍ ।
 ଗୋପୁରୈର୍ଣ୍ଣବତ୍ସିର୍ଗୁକ୍ତଂ ବିଚିତ୍ରଗୃହସଂସୃତମ୍ ॥ ୧୨୧॥
 ଯତ୍ନ ଚାପ୍ରତିମଂ ତେଜ ଉତ୍କଳୀତାଦିବଦ୍ଧିତମ୍ ।
 ତନ୍ମଧ୍ୟେ ନଗରୀ ପୁଣ୍ୟା ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଚ ସତ୍ତା ଗୁତ୍ତା ।
 ତତ୍ତ୍ୱାଂ ତତ୍ତ୍ୱାସନଂ ମଧ୍ୟେ ବେଦପାଦଂ ବିଚିତ୍ରିତମ୍ ।
 ମରୋପନିବଦ୍ଧାକ୍ରିଷ୍ଣଂ ପାଦପୀଠଂ ସୁଶୋଭନମ୍ ।
 ପୁରାଣାନ୍ତାଗମାନ୍ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିତା ଶିବପାଦୟାଃ ।
 ତତ୍ତ୍ୱାସୀନୋ ମହାଯୋଗୀ ଗୋକ୍ତୀରସଦ୍ୱ୍ୟାକୃତିଃ ॥

ଛେନ ; ସର୍ବବିଧ ଧର୍ମ ପୁରାଣ ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ଓ
 ଆଗମସମୂହ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ କର୍ମସମୂହେର ସହିତ
 ଦେହପରିଗ୍ରହ କରିয়া ଅବସ୍ଥାନ କରିତେଛେନ ;
 ଏକକ୍ଷ ମନ୍ଦରଶୈଳ ସର୍ବପାପନାଶକ । ତନ୍ମଧ୍ୟେ
 ପରମ ପବିତ୍ର, ଶତ ଶତ ବାମୀ ତତ୍ତ୍ୱାଗ ଉପବନ
 ଶ୍ରୀମାଦ ପ୍ରଭୃତି ଘରା ଅତୀବ ଶୋଭମାନ,
 ସଂପ୍ର ଶ୍ରୀଚୀର ଓ ସଂପ୍ର ପରିଧାନପରିବେଷିତ ରତ୍ନ-
 ନିର୍ମିତ ଅଟାଳକସଂସୃକ୍ତ, ନବ-ସିଂହହାରପରି-
 ଶୋଭିତ ଓ ବିଚିତ୍ରଗୃହବାଳୀ-ବିରାଜିତ ସୁସୁହଂ
 ନଗରୀ ଆଛେ । ଉହାର ଦୀପ୍ତି ଅପ୍ରମେୟ,
 ଉହାତେ ଅତ୍ୟୁତ୍ତ ଓ ଅତିଶୈତଳ ନାହି ।
 ଏତାଦୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସୁହଂ ନଗରୀମଧ୍ୟସ୍ତୁ ଅପବିତ୍ର ପୁରୀ-
 ମଧ୍ୟେ ଏକ ଯଜ୍ଞଲକ୍ଷ୍ୟା ମହତୀ ସତ୍ତା ଆଛେ ।
 ସେହି ସତ୍ତାର ମଧ୍ୟସ୍ତଳେ ଗଜାସନ ସଂସ୍ଥାପିତ ;
 ତତ୍ତ୍ୱସମୀପେ ବିଚିତ୍ର ସୁଶୋଭନ ପାଦପୀଠ
 (ପଦଦ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନେର ଚୋକୀ) ବିରାଜମାନ
 ଆଛେ, ବେଦଚତୁଷ୍ଟୟ ଉହାର ଚତୁର୍ଥପାଦ (ଚାରିଟା
 ପାୟା) ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ, ତତ୍ତ୍ୱପରି ଉପନିସଂ-
 ସମୂହ ବିକୃତ, ତତ୍ତ୍ୱପରି ପୁରାଣ ଓ ଆଗମସମୂହ
 ମୁଖକର ଆଚ୍ଚରଣରୂପେ ଆକୃତ ରହିଯାଛେ ;
 ଗୋକ୍ତୀରସଦ୍ୱ୍ୟା ଧବଳାକୃତି ମହାଯୋଗୀ ଭଗବାନ
 ନିର୍ବାଣିବ ଗଜାସନୋପରି ଉପବେଶନପୂର୍ବକ ଉକ୍ତ
 ପାଦପୀଠେ ପଦଦ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିয়া ଉପବିଷ୍ଟ
 ଆଛେନ । ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ନିର୍ବାଣିବ ତଥାୟ
 ନର୍କୋଂକର୍ଷସମ୍ପନ୍ନ ଶୋଭନବର୍ଷଦେଶୀୟ ଘୁବାପୁରୁ-

ମନ୍ଦସ୍ଥିତସୁଚାରୀନ୍ତୋ ହ୍ୟଷ୍ଟବର୍ଷବୟଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
 ଦଧାର ଉରସା ଯାମାଂ ମଣିକ୍ରଦାକ୍ଷକରିତାମ୍ ॥୧୨୧॥
 ବିଭ୍ରାଣ ଉପବୀତଂ ଚ କର୍ମକାରସମହାତିଃ ।
 ସୁରଭ୍ରକୁଣ୍ଡଲୋ ଦେବଃ କିରୀଟକନକାଧରଃ ॥ ୧୨୨॥
 ନାନାଭୂଷଣସଂସୃକ୍ତୋ ନାନାଗନ୍ଧବିଲେପନଃ ।
 ବାମାକ୍ଷରୁଟଗିରିଜୋ ବୀକ୍ୟାମାନ୍ତଦାନନମ୍ ॥୧୨୩॥
 ମୁକ୍ତାଂ ନକ୍ଷତ୍ରଧୀଂ ବାଲାଂ ନବଯୋବନଶୋଭିତାମ୍ ।
 ଭୃଷିତାଂ ଚାର୍ମକର୍ମାକ୍ତୀଂ ବିଭ୍ରତୀଂ କନକାଧରଃ ॥
 ଆଲିଙ୍ଗ୍ୟ ବାମେନ କରେଂ ଦେବୀଂ
 ଦକ୍ଷେଂ ତତ୍ତ୍ୱା ମୁଖସ୍ପର୍ଶୟା ।
 ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ୱା ଶିରୋ ବାମକରେଂ ତତ୍ତ୍ୱା
 ଦକ୍ଷେଂ କୁର୍ମଂସ୍ତିଳକକ୍ଷ ଦେବଃ ॥ ୧୨୪॥

ଉକ୍ତିବୃଦ୍ଧୟତେ ଦେବଂ ପ୍ରଣବବ୍ୟାଜନେନ ଚ ।
 ପୂଜା କାନ୍ତାପି କୁସୁମେନ୍ଦ୍ରାଳା ଦେବୀୟ ବିଭ୍ରତୀ ।
 ଜ୍ଞପ୍ତିବିସ୍ମୃତିକ୍ରିମିତେ ବିଭ୍ରତ୍ୟୋ ଯୋଗଠାଗରେ ।
 ସମାଧିଃ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାସ୍ୟ ଧାରଣା ଯୋସିଦନ୍ୟା ଚ ।
 ଯମାଞ୍ଚ ନିୟମାଟ୍ଟେବ କିଞ୍ଚରାନ୍ତସ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିତାଃ ।

ସେର ଶ୍ରୀୟ ଉପବିଷ୍ଟ ଆଛେନ ; ତିନି ମନ୍ଦସ୍ଥିତ-
 ବିଭ୍ରାଣ ଉପବୀତ, କର୍ମକାର ବଦନ, କର୍ମବିଳାସିତ ମଣି-
 କ୍ରଦାକ୍ଷକରିତ ଯାମା, କର୍ମକାର-କୁସୁମହାତି-
 ଶୋଭିତ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ, ସୁରଭ୍ରକୁଣ୍ଡଳ, କିରୀଟ,
 କନକାଧର ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଭୂଷଣ ଏବଂ
 ସର୍ବାଙ୍ଗେ ମୁଖାଦି ବିଲେପନ ଧାରଣପୂର୍ବକ
 ବାମାକ୍ଷସ୍ଥିତ-ଗିରିଜାବଦନେ ଶକ୍ତଦୃଷ୍ଟି ହୈହୀ
 ରହିଯାଛେନ । ୧୧୮—୧୨୩ । ଭଗବାନ ଅତି
 ସୁନ୍ଦରୀ, ନକ୍ଷତ୍ରଧୀ, ନବଯୋବନସମ୍ପନ୍ନା, ସର୍ବା-
 ଭୂଷଣଭୂଷିତା, ଶ୍ୱର୍ଣ୍ଣକମଳଧାରିଣୀ ଚାର୍ମକ୍ତୀ ବାଲା-
 ରୁପିଣୀ ଗିରିନନ୍ଦିନୀକେ ବାମାକ୍ଷେ ଆଲିଙ୍ଗନ
 କରିয়া ବାମହସ୍ତ ଘରା ଦେବୀର ମୁଖକ ଧାରଣ ଓ
 ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ଘରା ଉହାର ମୁଖ ଉତ୍ତମିତ କରିয়া
 ତତ୍ତ୍ୱୀୟ ଲଳାଟେ ତିଳକ ନାମ କରିତେଛେନ ।
 ତତ୍ତ୍ୱଦେବୀ ପ୍ରଣବରୂପ ବ୍ୟାଜନ ଘରା ଭଗବାନେର
 ଅକ୍ଷେ ବାୟୁ ସଂକ୍ଷାଳନ କରିତେଛେନ ; ପୂଜାଦେବୀ
 ଭଗବାନେର ଉଦ୍ଦେଶେ କୁସୁମହାର ବିରଚନ
 କରିତେଛେନ ; ଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ବିରଜିନୀରୀ ବନିତା-
 ଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ କର୍ମଯୋଗରୂପ ଚାୟନ୍ଦ୍ର
 ଧାରଣ କରିତେଛେନ, ସମାଧି ଭଗବାନେର

প্রাণায়ামঃ পুরোধাত্ত প্রত্যাহারঃ সুবর্ণধ্বং ।
 ধ্যানক জ্বিণাধ্যক্ষঃ সত্যং সেনাপতিস্তথা ।
 ব্রহ্মপ্রভৃতি কীটান্তাঃ পশবস্তৎপতিঃ শিবঃ ।
 পশূনাং পালকো ধর্ম্মঃ স্যাদধর্ম্মশ্চ তক্ষরঃ ।
 মায়াপাশেন ত্তে বন্ধা যোচনৌ কাশিকামৃতিঃ ।
 নানাবিধাশ্চ প্রমদা দেবদেবমুমাপতিম্ ।
 এতাদৃশমুমানাধঃ কোটিজন্তুরম্মরং ॥ ১৩৫ ॥
 ইষ্টান ভোগানবাধ্যাথ শিবলোকে মহীয়তে
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বাদ্যাস্তৎপুরদ্বারপালকাঃ ॥ ১৩৬ ॥
 লক্ষ্মীসরস্বতীদেব্যৌ দেহল্যার্চন উক্ষিতৌ ।
 নিযুক্তে দেবদেস্ত দেবাশ্চ সুস্বযোষিতঃ ॥
 দাস্যৌ দেবাঃ সমস্তাশ্চ দাসা যস্ত মহান্বনঃ ।
 এতাদৃশং মহাশৈলমিক্ষাকুঃ সন্দদর্শ হ ॥ ১৩৮ ॥

হুনিং প্রণম্য জাবালিমিদমাহ বচস্তদা ।
 গম্ভকামো মহাশৈলঃ ন শক্তোহস্মি ন
 বা মুনে ॥ ১৩৯ ॥
 ময়ায়ুরঙ্গং কথিতং যমেন জ্ঞানিনা পুরা ।
 নরকশ্চ বহুঃ প্রোক্তঃ কথং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি
 জাবালিক্রবাচ ।
 ময়াপি সর্কমেতস্তে জাতং দিব্যেন চক্ষুষা ।
 আর্দ্রদশদিনং ব্রহ্মন বিদ্বানপি ন ধর্ম্মকৃৎ ॥ ১৪১ ॥
 ন তপস্তে হনন্ত্যাসান চ যোগোহল্পকালতঃ ।
 ন দানং ত্রিণাভাবাদসামর্ধ্যাস্তথাইণা ॥ ১৪২ ॥
 ন যজ্ঞো ন ব্রতং পূর্ত্তং ন চ পুণ্যমনাযুযঃ ।
 ন চাধ্যাপনতীর্থাদিসেবা কালবিরোধতঃ ॥ ১৪৩ ॥
 তস্মাৎপাপনাশায় প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ।
 গতিপ্রদং তথা ধর্ম্মং গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা মুনে ॥

কার্যকর্তা, ধারণা সমাধির পত্নী; যম ও
 নিয়মসমূহ তাঁহার কিঙ্কর বলিয়া কথত;
 প্রাণায়াম তাঁহার পুরোহিত ও প্রত্যাহার
 সুবর্ণধারী স্বরূপ; ধ্যান ধনাধ্যক্ষ এবং সত্য
 সেনাপতিরূপে কার্য করেন; কাটপতঙ্গাদি
 হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত জীববৃহ পশুবৎ এবং
 ভগবান্ শিব তাহাদিগের পতিরূপে বিরাজ-
 মান। ধর্ম্ম পশুগণের পালক ও অধর্ম্ম
 তক্ষররূপে অবস্থান করিতেছেন। পশুগণ
 সকলেই মায়ারজ্জু দ্বারা বন্ধ এবং কালী-
 মৃত্যুই তাহাদিগের বন্ধনমোচনের উপায়।
 ব্রহ্মা দয়া অহিংসা প্রভৃতি উত্তমা জৌগণ
 দেবদেব উমাপতির পরিচর্যা করিতেছে।
 কোটি কোটি জন্তু এতাদৃশ উমাপতির
 অল্পসরণ করিয়া থাকেন। তাহার শিব
 রূপায় অভিলাষাক্রমণ বহুভোগ্য বস্তুর
 ভোগানন্তর অস্তে সুধামশিবলোকে বাস
 করে; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্ব প্রভৃতি দেবগণ,
 শিবপুরীর দ্বারপালরূপে নিযুক্ত আছেন।
 ১২৮—১৩৭। লক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবী
 শিবপুরীর গৃহদ্বারসমূহের মার্জনকার্যে
 নিযুক্ত আছেন, অস্তান্ত দেবদেবীগণ
 মহাশক্তি উমাপতির দাসত্বে নিযুক্ত আছেন;
 সেই দ্বিজ ইক্ষাকু এতাদৃশ মন্দরশৈল

সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর ইক্ষাকু মহর্ষি
 জাবালিকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—হে
 মুনে! আমি মহাশৈল মন্দরে যাইতে
 ইচ্ছা করিলেও সমর্থ হইতেছি না; যেহেতু
 ইতিপূর্বে মহাজ্ঞানী যমরাজ আমাকে
 কহিয়াছেন যে, তোমার আয়ুর অল্পমাত্র
 অবশিষ্ট আছে এবং তুমি বহু নরক ভোগ
 করিবে; অতএব যাগতে আমি শ্রেয়ঃ লাভ
 করিতে পারি তাহার বিধান করুন। মহর্ষি
 জাবালি তদ্বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন,—
 দ্বিজ! আমি দিব্যচক্ষু দ্বারা তোমার সকল
 বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি তোমার আয়ুর আর
 দশদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে, তুমি বহুশত্রে
 পণ্ডিত হইলেও কখন কোন ধর্ম্ম কার্যের
 অমুষ্ঠান কর নাই। কখন অল্প কালের
 জন্তুও তপস্বী বা যোগাভ্যাস কর নাই।
 যনের ও সামর্থ্যের সত্তাব সত্ত্বেও দান,
 যজ্ঞ, ব্রত,পূর্ত্তকর্ম্ম (কুপাদিপ্রতিষ্ঠা) ও অদীত
 শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা এবং তীর্থাদিতে গমন
 না করিয়া এক্ষণে আয়ুর শেষাবস্থায় উপ-
 নীত হইয়াছ। তদ্বক্তে আমি তোমার
 পাপনাশের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি

ইক্ষাকুকবাচ ।

যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞায় ক্রিয়তে যো ব্রহ্মো বিজ
তেন পাপপরীহারো ভবিষ্যতি স্মুনিশ্চিতম্ ।
তদযেন ধর্ম্মচর্ষণেণ মম পাপং প্রণশ্চতি ।
কেন বা পুণ্যযোগেন স্বর্গাতিশ্চ ভবিষ্যতি ॥
শরণং ভব বিপ্রর্ষে নরকাদতি বিভ্যতঃ ।
সর্ব্বধর্ম্মফলং প্রাপ্তঃ শরণাগতপালনম্ ॥ ১৪৭
জাবালিকুব্বাচ ।
সত্যং স্বল্পেন কালেন ন তাদৃশ্ভাভ্যতে ব্রহ্মঃ
অমৃতে বনৃতে শকাঃ বক্তুঃ স্বপ্নাস্তবষপি ।
রহস্যমেকং কিকিল্লু যন্ত কস্তাপি নোচ্যতে ॥
ইক্ষাকুকবাচ ।
শরণং পালয় যুনে কালো মে নির্গমিষ্যতি ॥
জাবালিকুব্বাচ ।
মম প্রণাধিকং বিপ্র রহস্যং শ্রুতিচোদিতম্ ।

শিবলিঙ্গার্চনং নাম ব্রহ্মাদিভিরনুষ্ঠিতম্ ॥১৫০
সমস্তপাপশমনং সর্কৌপদ্রবনাশনম্ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং তস্মাচ্ছিবপূজাং সমাচর ॥১৫১
নাতিক্রামেদৃশদি যুনে শিবলিঙ্গার্চনং শুভম্
যঃ শঙ্কুপূজাং বিচ্ছিন্দ্যান্তেন চিহ্নঃ
হি মে শিরঃ ॥ ১৫২
বয়ং শূলবিনিক্ষেপো বয়ং শাস্ত্রলিকর্ষণম্ ।
বয়ং প্রাণপরিভ্যাগো নৈব পূজাব্যতিক্রমঃ ॥
বয়ং বহিঃপ্রপতনং বরঞ্চাধঃ শিরঃ কৃতম্ ।
বয়ং স্বমলভুক্তির্কীর্ষা নেশপূজাব্যতিক্রমঃ ॥১৫৩
অপূজয়িত্বা চেশানং যো হি ভুঙক্তে নরাধমঃ
পাপানামরূপাণাং তস্ত ভোজনমুচ্যতে ।
অনুচ্চার্য পদং শক্তোভুঙক্তে যদি চ খাদতি ।
শিবেতি মঙ্গলং নাম যন্ত বাচি প্রবর্ততে ।
তস্মাভবন্তি তস্তাঃ মহাপাতককোটরঃ ॥১৫৬

না। হে বিজ! তোমার কোন সপ্ততিপ্রদ
ধর্ম্ম নাই, অতএব তুমি আমার নিকটে
অবস্থান অথবা অন্তর্ভুক্ত গমন যাহা ইচ্ছা হয়
তাছাই কর। ইক্ষাকু কহিলেন,—হে মহর্ষে!
যাবজ্জীবন প্রতিজ্ঞা কর্ক ধর্ম্মাচরণ করিলে
সেই ধর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয় পাপ নাশ হয়।
যে ধর্ম্মচর্চ্যা দ্বারা আমার পাপসমূহ নষ্ট
হইবে এবং যে পুণ্যযোগ দ্বারা আমার
স্বর্গে স্থিতি হইবে, তদ্রূপদেশ দ্বারা আমাকে
কৃতার্থ করুন। হে বিপ্রর্ষে! আমি বিষম-
নয়কভীতি হেতু আপনার শরণাপন্ন হই-
লাম; পণ্ডিতগণ শরণাগতপালনকে সর্ব্ব-
ধর্ম্মের সার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ১৩৮
—১৪৮। জাবালি কহিলেন,—হে বিজ!
যদিও তাদৃশ সপ্ততিদায়ক কোন ধর্ম্ম স্বল্প
কালে লব্ধ হইতে পারে না, ইহা সত্য;
তথাপি আমি তোমাকে সংক্ষেপে একটি
অতিশুভ সত্য ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারি,
যাহার কিছুমাত্র অশ্রের নিকটে প্রকাশ
করিলে না। ইক্ষাকু কহিলেন,—হে যুনে!
শরণাগতের রক্ষা করুন, আমার আয়ু
অতি সত্ত্বর নিঃশেষিত হইবে। জাবালি

কহিলেন,—হে বিপ্র! ব্রহ্মাদিদ্বারা অনু-
ষ্ঠিত, বেদবিহিত, শিবলিঙ্গার্চননামক অতি
শুভধর্ম্ম আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়; উহা
সর্ব্ববিধ পাপ উপদ্রব নষ্ট করিয়া নানাবিধ
ঐহিক সুখ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে।
অতএব তুমি শিবপূজারূপ ধর্ম্মাচরণ কর।
হে বিজ! কদাচ এই শুভদায়ক শিব-
পূজার অন্তর্থা করা উচিত নহে; যে
মানব এবভুত শিবার্চনের ব্যতিক্রম উৎ-
পাদন করে, সে নিশ্চয়ই আমার শিরশ্ছেদন
করে। শিবপূজা পরিভ্যাগরূপ ঘোর
মহাপাতক অপেক্ষা স্বীয় অঙ্গে শূল নিক্ষেপ
শাস্ত্রলীকণ্টক ধর্ষণ অথবা প্রাণ পরিভ্যাগও
শ্রেষ্ঠ। বহিঃপ্রবেশ, অধঃশিরা হইয়া অব-
স্থান, অথবা স্বমল ভোজনও শিবপূজা-
ব্যতিক্রম অপেক্ষা শুভকর। যে নরাধম
শিবপূজা না করিয়া বা শঙ্কুর নাম উচ্চা-
রণ না করিয়া অন্নাদি ভক্ষণ করে, তাহার
সেই অন্নাদিকে পাপ বলিয়া যায়; যে বাক্য
দ্বারা শিব এই মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ
করে, তৎক্ষণাৎ ঐ নামাঙ্গি দ্বারা তাহার

শিবঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য যো নমস্তুতি মানবঃ ।
 তুমেঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা যন্তং পুণ্যমবাধুয়াৎ ।
 প্রদক্ষিণজয়ং কৃত্বা নমস্কারং চ পঞ্চধা ।
 পুনঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা নত্যা যুচ্যেত পাতেকৈঃ ।
 সৰ্ব্ববাদ্যানি যঃ কুৰ্ব্ব্যাৎ কারয়েষা শিবাগরে ।
 বলেন মহতা যুক্তো বেদসেবাজ জায়তে ॥১৫
 শ্রাবয়েদ্বঃ পুরাণানি দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ।
 সৰ্ব্বপাপবিনশ্বুক্তো বসেচ্ছিববশে কৃতৌ ।
 তং নিত্যমাদরেণেশো বক্তি বাক্যং প্রিয়ং
 সঙ্গ। ১৬১

এতৎসংক্ষেপতঃ শ্রোক্তমীশপূজনসুত্তমম্ ।
 অন্নায়ুশ্চ ভবান্ বিপ্র শিবপূজনমাচর ॥ ১৬২
 ত্রিকালং বা দ্বিকালং বা এককালমথাপি বা ।
 যামং যামার্কিনমথবা শিবপূজনমাচর ॥ ১৬৩
 বানপ্রস্থঃশ্রমো ত্বা বানপ্রস্থকৃত্যশ্রয়ঃ ।

বানপ্রস্থঃশ্রমেনশ্চ প্রাতঃ পূজয় শঙ্করম্ ॥ ১৬৪
 ত্রীকলেঃ শতপট্টৈশ্চ পদ্মসোগজিতৈরপি ।
 নীটৈর্জপাতিঃ পুরাণৈঃ করবীটৈশ্চ পাটলৈঃ
 তুলস্যা চ রবিদলৈরপরাঞ্জিতয়া তথা ।
 অপার্বার্গদলে কুঞ্জলটীধমনকেন চ ॥ ১৬৬
 সর্কৈরেন্তিঃ সমকলেবিশ্বপট্টৈশ্চ ধৃত্তকৈঃ ।
 দ্রৌণৈঃ শিরীষৈঃ শট্টৈশ্চ দুৰ্ব্বা কোরকৈরপি
 নন্দ্যাবর্ভৈরকঠৈশ্চ ত্রিলমিষ্টৈশ্চ কেবলৈঃ ।
 অট্টৈরপি বধাশক্তি প্রাতঃ সম্পূজয়োচ্ছিবম্ ।
 কর্ণিকারৈশ্চ সৌবর্ণৈর্দুৰ্ব্বৈরপি শিবার্চনম্ ।
 মুকুলৈর্দার্ভৈরদেবং চম্পকৈর্জলজং বিনা ।
 জলজানঞ্চ সর্কৈবাং পত্রাণামকতন্ত চ ।
 কুশপুষ্পং রক্তমুৰ্ব্বকৃত্তমোরপি ॥ ১৭০
 অতৎ কৃত্বা বধা যন্তু তৈলপকং ভবেমুপ ।
 ন তৎপশু্যবিতং শ্রোক্তমপূপাদি গমিষ্যতি ।
 উক্তিভ্যং যৎকলাযুক্তং তৈলকারণারঞ্জরকৈঃ ।
 জলে তৎপ্রোক্তিতং মূলকলশাকাদিকং নৃপ ।

কোটিমহাপাতক ভস্মীভূত হয়; শিবমূর্তি
 প্রদক্ষিণপূর্বক নমস্কার করিলে যে পুণ্য লব্ধ
 হয়, শিবাবিষ্ঠিত ভূমির প্রদক্ষিণ দ্বারাও সেই
 পুণ্য লব্ধ হয়; প্রদক্ষিণক্রমানন্তর অষ্টীকাদি
 পঞ্চবিধ প্রণাম দ্বারাও সেই পুণ্য লব্ধ হইতে
 পারে। ১৪৯—১৫৮। পুনর্বার প্রদক্ষিণ
 করিয়া নমস্কার করিলেই পাতকসমূহ হইতে
 মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে মানব শিবা-
 লয়ে নানা প্রকার বাধ্য করে বা করায়, সে
 অতীব বলশালী হইয়া বেদসেবী ব্রাহ্মণরূপে
 পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। যে মানব
 দেবদেব ত্রিলোচনকে পুরাণসমূহ শ্রবণ
 করান, সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি সৰ্ব্বপাপবিন-
 শ্বুক্ত হইয়া শিবলোক বাস করেন। ভগবান্
 মহাদেব তাহাকে সৰ্ব্বদা সাদরে প্রিয় সম্ভাষণ
 করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! এই আমি
 তোমার নিকট সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ শিবপূজার বিষয়
 সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, তোমার আয়ু
 অতি অল্পই আছে; অতএব পাপকয়ের
 নিমিত্ত শিবপূজনে রত হও। দিবসের
 ত্রিকাল, দ্বিকাল, এককাল বা একপ্রহর
 অথবা প্রহরার্ধব্যাপক পূজার আচরণ কর।

ভূমি বানপ্রস্থঃশ্রম ও বাণপ্রস্থধর্ম অবলম্বন-
 পূর্বক প্রাতঃকালে পলাশপুষ্পসমূহ দ্বারা
 শঙ্করের পূজা করিবে। ত্রীকল, শতপট্ট
 (পদ্ম), পদ্মসোগজিক, কদম্ব, জপা,
 পুরাণ, করবীর, পাটল, তুলসী, রবিদল,
 অপরাঞ্জিতা, অপার্বার্গদল, কুঞ্জলটী (লতা-
 বিশেষ), বিষপাত্র, ধৃত্তক (ধূতলা),
 দ্রোণ, শিরীষ শক্ত, দুৰ্ব্বা, কোরক,
 নন্দ্যাবর্ভ ও ত্রিলমিষ্টিত আতপ ততুল,
 এই সকল দ্রব্য সমকলদায়ক। সাধারণ-
 সারে উক্ত দ্রব্যসকল এবং অস্তান্ত দ্রব্য
 সংগ্রহ করিয়া প্রাতঃকালে শিবপূজা করিবে।
 স্বর্ণকর্ণিকার ও স্বর্ণদুৰ্ব্বাদ্বারাও শিবপূজা
 করা যায়; কোন প্রকার মুকুল ও চম্পকদ্বারা
 শিবপূজা করিবে না; জলজ সর্ষপ্ৰকার পত্র,
 অক্ষত, কুশপুষ্প স্বর্ণ ও রক্তপুষ্প দ্বারা
 শিবপূজা হইতে পারে। হে রাজন!
 পূজাতে তৈলপক অপূপাদি (পিষ্টক) উপ-
 দ্বায় দেওয়া বাইতে পারে, কিন্তু উহা পশু-
 বিত (বাসি) হইলে হইবে না। তৈল

ন চ পযু্যুযিতং প্রোক্তং গঙ্গাতোয়ঞ্চ সাগরম্ ।
 মহানদীজলং সৰ্ব্বং কেদারজলমেব চ ॥ ১৭০
 হৃদয়পেণ বতীৰ্ণং কুপতীৰ্ণেন রাঘব ।
 তড়াগবাপীসরসাসং কুপেনাপাঞ্চ বভবেৎ ॥ ১৭১
 ততীৰ্ণতোয়ং সৰ্ব্বঞ্চ ন চ পযু্যুযিতং ভবেৎ ।
 ন রাজৌ জলমাহার্ণাং দিবা সম্পাদয়েজ্জলম্ ।
 শস্ত্রমেতৎ তথা ধাৰ্য্যং ন চ পযু্যুযিতং হি তৎ
 এবং বিদিত্বা পূজাং ত্বং শিবলিঙ্গে সযাচয় ॥
 শঙ্করবাচ ।
 এবমুক্তোহর্থ মুনিনা ইক্ষাকুবীক্ষণপ্রিয়ঃ ।
 শিবপূজাপরো কুত্বা দিনাষ্টকমতিষ্ঠত ॥ ১৭৭
 নবমেহৎ দিনে প্রাপ্তে প্রাতঃকালে কৃতার্চনঃ
 মরণাবসরে প্রাপ্তে শিবপূজাং বিধায় সঃ ।
 স্বান্ প্রাণাহুপহারায় তত্যাট্জৈব মহেশিতুঃ ।
 যুতং তমর্থ বিজ্ঞায় যমদূতাঃ সমাগতাঃ ॥ ১৭৯
 যমলোকপ্রাপকা বে বহুমান্ভায় তস্থিরে ।

কার অন্ন ও জীরকমিশ্রিত কল-মূল ও
 শাকাদি নিবেদনান্তে জলে নিক্ষেপ করিতে
 হইবে। হে রাঘব! গঙ্গাজল, সাগরজল,
 কেদারবাহিনী স্রোতস্বতীর জল এবং যে
 সকল হ্রদ, কুপ, তড়াগ, বাপী ও সরোবর
 ভৌরুপে পরিগণিত আছে, তৎসমূহের
 জল পযু্যুযিত হয় না। পূজার্ন জল দিবা-
 ভাগে আহার্য করিবে, রাত্ৰিতে সংগ্রহ
 করিবে না। সদ্যঃসংগৃহীত জলই গ্রাহ্য,
 পযু্যুযিত বায়ি অগ্রাহ্য। হে বিপ্র! তুমি
 এই সকল বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শিবলিঙ্গ
 পূজনে রত হও। শঙ্কু কহিলেন,—হে
 রাম! সেই ব্রাহ্মণপ্রিয় ইক্ষাকু, জাবালি
 কর্তৃক এবম্প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া অষ্টাহকাল
 শিবপূজা দ্বারা অতিবাহিত করিল। অনন্তর
 নবমদিনে প্রাতঃকালে শিবার্চন সম্পন্ন
 করিয়া যুত্য় সন্নিকট ভাবিয়া অবসর বুঝিয়া
 স্বজীবন উপহার দ্বারা শিবপূজাপূর্বক দেহ
 ত্যাগ করিল। তাহাকে যুত জানিয়া যম-
 দূতগণ তৎসমীপে আগমন করিল। যম-
 দূতগণ ইক্ষাকুকে নরলোকে লইয়া যাঁইবার

শৈবাশ্চাপি সমারাতা দূতা বহুবুধাভয়ঃ ॥ ১৮০
 তেষামন্তোক্তবান্দোহুচুয়ামকে। রামকথ্যতি ।
 অথবা যোক্ষপাণিক শিবদূতমথাদিয়ম্ ॥ ১৮১
 অথ বহিমুখঃ ক্রুদ্ধো যতদূতশতং তমঃ ।
 মহাকাশস্তথা কুত্বা গৃহীত্বা চ কয়েণ তৎ ॥ ১৮২
 শিরাংসি চ ভৈধৈকেনাপীড়্য চিচ্ছেদ শম্পবৎ
 মায়রিত্বা ততো দূতানাঢ়ায়েক্ষাকুমভ্যাগাৎ ।
 নিবেদয়ামাস চ তং বীরভজ্ঞায় ধীমনে ।
 স চাপি শঙ্করায়ার্থ তং প্রাহ চ মহেশ্বরঃ ॥ ১৮৪
 শুয়াষ্টদিনপূজৈব কৃতা কৃশা দিনে দিনে ।
 স্বমলিন্দঃ পুরা মাঞ্চ লিঙ্গং শিলাগ্রমিত্যুত ।
 তেইনৈব পাপযোগেয় শিল্পচক্রো ভবিষ্যসি ।
 শিলাগ্রো বিবরং চক্রং জিহ্বানাসাদিবর্জিক্ ।
 পূর্বং মন্নামবতৃষ্ণাষক্তাচাপি ভবিষ্যসি ।
 অধেশবচনাৎ সোহপি তথাভূতোহভবৎক্ষণাৎ

নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছে, এমত কালে
 বহুবুধাদি শিবদূতগণ তথায় উপস্থিত হই-
 লেন। তখন শিবদূত ও যমদূতগণের মধ্যে
 ইক্ষাকুর অধিকার লইয়া পরস্পর বাদাহু-
 বাদ হইতে লাগিল এবং যমদূতগণ ক্রুদ্ধ
 হইয়া যোক্ষপাণি শিবদূত বহিমুখকে প্রহার
 করিল। অনন্তর শতযমদূতসদৃশ ক্রোধী
 বহিমুখ ক্রুদ্ধ হইয়া বৃহৎ শরীর ধারণপূর্বক
 এক হস্ত দ্বারা ইক্ষাকুকে গ্রহণ ও অপর হস্ত
 দ্বারা যমদূতগণের মস্তকসমূহ ত্তপবৎ ছেদন
 করিয়া কৈলাসে আগমন করিলেন এবং
 তাবৎ বৃহত্তম ধীমান্ বীরভজ্ঞের নিকট বর্ণন
 করিলেন; বীরভজ্ঞও ইক্ষাকুবিষয়ক বৃহত্তম
 শিবের গোচর করিলেন। বীরভজ্ঞের
 বাক্য শ্রবণানন্তর মহেশ্বর ইক্ষাকুর প্রতি
 কহিলেন,—তুমি দিন দিন ক্রীণ হইয়া অষ্ট-
 দিন মাত্র আমার পূজা করিয়াছ,—কিন্তু
 পূর্বে শিবলিঙ্গ, ‘শিল্পের অগ্রভাগ’ এই কথা
 বলিয়া আমার নিন্দা করিয়াছ, সেই পাপ-
 যোগ দ্বারা শিল্পচক্রে হইবে, তোমায় শিল্পের
 অগ্রভাগে বিবর ও চক্রে হইবে এবং তোমায়
 জিহ্বা ও নাসিকাদি থাকিবে না। পূর্বে

শঙ্করবাব ।

য ইদং শৃণুয়ারিত্যং পুরাণাখ্যানমুক্তম্ ।
বিমুক্তপাপবন্ধশ্চ শিবভক্তো ভবিষ্যতি ॥১৮৮
স যাতি চ শিবস্থানে বক্তা চাপি তথা ভবেৎ
যশ্চ বক্তি কথামেনাং হরেশ সদৃশো ভূবি।১৮
উক্তা কথামিমাং পূর্বমধীয়ো নাম ভূমিপঃ ।
স্বর্গং স গত্যবান্ রাজা কৃতপাশোহ্থ ভার্যয়া
ইতি ঈশাম্যে পাতালখণ্ডে বিষ্ণুতিমাহাশ্র্যে
বহুযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৬॥

সপ্তবষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈরাম উবাচ ।

অয়মারশিখো নাম বহিঃ শিবগণঃ শুচিঃ ।
স কথং তাদৃশো ভূতন্তয়ে বদ নমস্তব ॥ ১
শঙ্করবাব ।

অয়মাসীৎ পুরা কশিৎ কজিয়ঃ ক্রোধনঃ সদা

আমার নাম বলিতে বলিয়া বাকশক্তির
অভাব হইবে না। ইক্ষু শিববাক্যান্তে
তৎকথাং তজ্জপ প্রাপ্ত হইল। ১৫২—১৮৭ ।
শঙ্কু কহিলেন,—যে প্রতিদিন এই পবিত্র
পুরাণাখ্যান শ্রবণ করে, সে সমুদয় পাপবন্ধন
হইতে মুক্ত হইয়া শিবভক্তরূপে বিচরণ
করে, এবং অস্ত্রে পুরাণবক্তার সহিত
একত্রে শিবলোকে বাস করে; যে ব্যক্তি
পৃথিবীতে এই শিবমাহাত্ম্যবিষয়ক কথা
কীর্তন করেন, তিনি শিবজুলা হন। পূর্ব-
কালে অধীরনামক রাজা পাপকারী হইলেও
শিবমাহাত্ম্য কীর্তন দ্বারা নিপ্পাপ হইয়া
ভার্য্যার সহিত স্বর্গে গমন করিয়া-
ছিলেন। ১৮৮—১২০ ।

বহুযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তবষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈরাম কহিলেন,—ঐ পবিত্রবক্তাব
বহুমুখনামক শিবভূত কিরূপে বহুমুখ হইল,
তাহা আমাকে বলুন। আমি আপনাকে
নমস্কার করি। শঙ্কু কহিলেন,—এই বহু-

মষ্টভার্য্যো নষ্টসেনো নষ্টরাত্ৰৌহস্তি হুঃখিতঃ ।
লক্ষা লুলাপখিতয়ং ক্রিৎ চক্রে সবাংস্রৈঃ ।
ঋগেন মহতা যুক্তঃ পুনশ্চাতীয হুঃখিতঃ ॥ ৩
পুনশ্চ হুঃখিতো রাজা লর্পেণ সূতনাশনাৎ ।
তথাভূক্তো মহীপালস্তত্যাক ক্রিমিপ্যাত ॥ ৪
পরিত্যজ্য সূক্তো চাপি ত্যক্তাচারো কথোদ হ
সূক্তাবথ সমাগম্য প্রাহতুঃ পিত্তরস্বিদম্ ॥ ৫ ॥
পুত্রোব্যচতুঃ ।

কিমর্ধং কল্যতে তাত নষ্টৌ নাযান্তি রোদনাৎ
শরীরশোষণায়ার্থ শোকস্তেহস্য ভবিষ্যতি ॥৬
শোকেন চক্ষুযী নষ্টে কঠৌ নষ্টস্তথা তব ।
অমুঠানং তথা নষ্টং কিমর্ধং পরিত্যপ্যসে ॥৭

মুখ পূর্বজন্মে এক কজিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ
করিয়াছিল, সেই কজিয়জন্মে এ সর্পদা
ক্রোধী ছিল, ভার্য্যা রাজ্য ও সৈন্য সকল
নষ্ট হওয়ার সে অতিশয় হুঃখিত হইয়া দুইটা
মহিষ সংগ্রহপূর্বক তিনটা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া
কৃষি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাজা
হইয়া এইরূপ কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু
তাহাতেও তাহার কোনরূপ অর্থার্জন হইল
না, পরন্তু ঋণজালে জড়িত হইয়া একান্ত
বিপন্ন হইয়া পড়িল; হুর্ভাগ্যক্রমে একটা
পুত্রও সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।
এইরূপ দুঃখবস্থার পতিত হইয়া সেই রাজা
অতি হুঃখে কৃষিকর্মও পরিত্যাগ করিল।
পরে সে পুত্রদ্বয়ের উপরেও স্নেহ-মমতা
ত্যাগ করিয়া অনাচারে থাকিয়া কেবল
রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর পুত্রদ্বয়
পিতার নিকটে গিয়া সাহায্য করিতে
লাগিল। ১—৫। পুত্রদ্বয় কহিল,—পিংঃ!
আপনি রোদন করিতেছেন কেন? যে
গিয়াছে তাহার জন্ত রোদন করিলে কি
হইবে? আপনার রোদনে সে কিরিয়া
আসিবে না। আপনার এইরূপ রোদনে
কেবল শরীরকেই কষ্ট দেওয়া হইবে।
দেখুন! শোকে আপনার চক্ষুদুইটা নষ্ট
হইয়াছে, বর্গশর রুদ্ধ হইয়াছে, কাজকর্ম

একো নষ্টো ন চায়াতি রক্ষ পঞ্চ স্থিতানহন ।
বহুনাং রক্ষণং পুণ্যমাশ্রিতানাং বিশেষতঃ । ৮
অশ্রাশ্রিতমমুং শক্ং কথং শোচিতুমর্হসি । ৯
পিতোবাচ ।

পুত্রঃ শক্ং কথং পুত্রৌ যুবাং শক্ং তথা চ মে
অত্যন্তসুখিনং পুত্রং কথং শক্ংসত্যবক্তন । ১

সুভাবৃচতুঃ ।

জায়মানো হরেভাৰ্ঘ্যাং বর্ধমানো হরেজনম্ ।
শ্রিয়মাণস্তথা প্রাণাহক্ৰমং কিমতঃ পরম্ । ১১

সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব
(আমাদের একান্ত অল্পরোধ) আপনি
এরূপে আর শোক করিবেন না। আপ-
নার একটীমাত্র সন্তান নষ্ট হইয়ায়ছে, তাহার
আর কিরিয়্যা আসিবারও সম্ভাবনা নাই;
অতএব তাহার জন্ম আপনি পাঁচটা প্রাণ
নষ্ট করিতে বসিয়াছেন কেন? এই পঞ্চ
প্রাণকে রক্ষা করুন। একটীকে ভ্যাগ
করিয়া বহুকে রক্ষা করায় পুণ্য আছে,
বিশেষতঃ ইহার আপনার আশ্রিত। আপ-
নার সে পুত্র আপনাকে ছাড়িয়া অপরকে
আশ্রয় করিয়াছে, সুতরাং সে আপনার
শক্ং; তাহার জন্ম শোক করিতেছেন
কেন? পিতা কহিলেন,—বৎসহয়! পুত্র শক্ং
কে বলিল? তাহা হইলে ত তোমরাও
আমার শক্ং? পুত্র অত্যন্ত শুভপ্রদ,
তোমরা তাহাকে শক্ং বলিলে কেন? পুত্র-
হয় কহিল,—পুত্র জন্মিয়া ভাৰ্ঘ্যাহরণ করে, *
বুদ্ধি পাইতে পাইতে অৰ্ধহরণ করে, মরিলে

* ভাৰ্ঘ্যাহরণ করে ইহার তাৎপর্য
এই যে—পুত্রোৎপত্তির পর অধিকাংশ
দ্বীপই স্বামীর প্রতি আর তত ভালবাসা
ধাকে না, বিশেষতঃ পুত্র স্বামীর নেহের
পাত্র না হইলে তাহার স্বামীর উপরে
ভালবাসা একেবারেই থাকে না; এক
মাত্র পুত্রেই তাহার ভালবাসা প্রকাশিত
হয়।

যৎসুখঞ্চ ভয়া প্রোক্তং স্পর্শনালিঙ্গনাদিভিঃ ।
দুঃখোদকমিদং রাজন সর্বমেত্তদ্বদামি তে । ১২
প্রসৃতিকালে পুত্রস্ত ভাৰ্ঘ্যানাশবিচারণা ।
জীবিত্যায়ামথো পত্ন্যায়াম্ভনঃ সুখনাশনম্ । ১৩
বোস্তত্বকৌ তু জাতারাং সংযোগো

নোপপদ্যতে ।

আলিঙ্গনপরে গাঢ় স্তম্ভেনাকং পরিপুতে ।
তথাপি যদি সংযোগঃ শিশুরোদনতা স্রিয়াঃ ।
বৃঢ়ং শিশুগতং চিত্তং ভতে ভৈরবস্তমেব চ । ১৫
অথ চেৎপতিতো ভিত্তে মধ্যোমৈথুনমুদগাভিঃ
য়তিমধ্যে তু বিচ্ছেদে দুঃখং কিঞ্চিদস্মিতম্
সর্বকালে পরিমিতে কদাচিত্ত্রতিসম্ভবঃ ।

প্রাণ হরণ করে, ইহা অপেক্ষা পুত্রের শক্ং-
তার পরিচয় আর কি হইতে পারে? হে
রাজন! তবে যে আপনি পুত্রের অঙ্গস্পর্শ
ও আলিঙ্গনাদিতে সুখের কথা বলিলেন,
—তাহা আপাততঃ অল্পভূত হইলেও
পরিণামে দুঃখদায়ক হয়। তাহা আপনার
নিকট বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। প্রথমতঃ
পুত্রের প্রসবকালে ভাৰ্ঘ্যানাশের সম্ভাবনা;
পুত্রপ্রসবের পর ভাৰ্ঘ্যা জীবিত থাকিলেও
পূর্ববৎ সহবাসসুখ আর ঘটে না; সন্তান
হওয়ার পরে কিছুদিন ত অন্তচিহ্নানিব-
ন্ধন ভাৰ্ঘ্যাসহবাস ঘটিতেই পারে না, তাহার
পরেও ভাৰ্ঘ্যাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে
পাইলে তাহার হৃৎপূর্ণ স্তনভার হইতে হৃৎ
ক্ষয়িত হইয়া সর্বাস্ত্রে লাগিয়া যায়। তাহা-
তেও যদি সহবাস ঘটে ত, সহবাস করিতে
করিতে হয়ত শিশু কাঁদিয়া উঠিল, তাহাতে
সহবাসের বির হইয়া পড়ে, ভাৰ্ঘ্যার চিত্ত
তখন শিশুর উপরে একান্ত আসক্ত
ধাকে; সহবাসে ইচ্ছা করে না। ৬-১৫।
সন্তোগ কালে বালক যদি শয্যা হইতে
পড়িয়া গেল ত সন্তোগ করিতে করি-
ই উঠিতে হয়, সন্তোগ করিতে
করিতে আকস্মিক বিয়ান ঘটিলে বিশেষ
ক্লেশ হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে সূচাক

তৎকালে ভোজনং নাস্তি স্বাপো নাস্তি চ

ভাৰ্ঘ্যা ॥ ১৭

শিশুনাং রক্ষণে হুংখং ব্যাধিসর্পগ্রহাদিভিঃ ।

ভ্রমতং যৎসুখঞ্চিত্তং যথাকারোহণং পিতৃঃ ॥ ১৮

আলিঙ্গনকৃতং তাত চূষনাদিকৃতং তথা ।

অব্যক্তমধুরোক্ত্যাদি যৎসুখানি নরেশ্বর ॥ ১৯

রতিমধ্যে বিরামস্ত কলাং নারহস্তি ষোড়শীম্ ।

অস্তান্তপি চ দুঃখানি সস্তি পুত্রে সহস্রশঃ ॥ ২০

অনেন কিং স্বং ক্রিয়সে ইহামুত্রবিরোধিনা

ভ্যজ শোকমিমং তস্মাদাণাং পুত্রো স্থিতাবিহ
সংজোবাচ ।

ভ্যজামি শোকং দুর্ভাখং সর্সকার্যবিরোধিনম্

আশ্বনশ্চ হিতং কার্যমিহামুত্র সূতো মম ॥২২

পুরোধসস্ত গচ্ছামি মম পূর্কং মহাশুক্ৰম্ ।

বশিষ্ঠং মূনিবর্ধ্যঞ্চ স দাস্ততি গতিং মম ॥

সহসাস কদাচিৎ হয় ত ঘটে ; সন্তান হইলে
না হয় স্বচ্ছন্দে আহার, না হয় ভাৰ্ঘ্যায় সহিত
এক শয্যায় শয়ন আবার পীড়া সর্পদংশন
প্রভৃতি উপদ্রব হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে
কত কষ্ট পাইতে হয় । অতএব হে পিতঃ !
সন্তানকে আলিঙ্গন চূষন ও ক্রোড়ে করায়
যে অপার সুখ হয় এবং তাহার অসুখ
মধুর বাক্য শ্রবণে যে আনন্দ হয়, হে নরে-
শ্বর ! সে সুখ বা আনন্দ সম্ভোগবিলাসিক
সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য
নহে ; পুত্রে আরও সহস্র সহস্র কষ্টের
কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে । অতএব ঐহিক
আমুখিক সুখের ব্যাঘাতকর এই পুত্র-
চিহ্নায় আপনার ১৫ কল হইবে ? আপনি
শোক পরিত্যাগ করুন, আমরা ত দুই
ভাই আপনার পুত্র রহিয়াছি । রাজা কহিল,
—ভোমরা দুই পুত্র যখন বর্ডমান রহিয়াছ,
তখন আমি সকল কার্যের বিরোধী দুর্ভাখ
শোক পরিত্যাগ করিতেছি ; এক্ষণে নিজের
ঐহিক-আমুখিক হিতকর কার্য করিতে
হইবে । এক্ষণে আমি মদীয় পূর্বতন
মহাশুক্ৰ মূনিবর বশিষ্ঠ পুরোধিতের

এবমুকা গতৌ বিপ্রং বারাগস্তাং স্থিতং

শুক্ৰম্ ।

দণ্ডবৎ প্রণনামাখ মুনিনা পয়িপূজিতঃ ॥ ২৪

আলিঙ্গিতঃ শিরোহাতৌ দস্তাসনপরিগ্রহঃ ।

উক্তশ্চাগমনং কিস্তে কিং কার্য্যং করবাণি বৈ
রাজোবাচ ।

গতিং প্রযচ্ছ মে বিপ্রং সংসারতারণায় হি ।

ধিসৌহহং কশ্মল্যা শব্দবস্তং শরণং গতঃ ॥
বশিষ্ঠ উবাচ ।

গতিং পশু মহালিঙ্গং বিশেষরমিতি স্থিতম্ ।

এনং পূজয় রাজেন্দ্র দেবদেবং পিনাকিনম্ ॥

যমারাম্য পুরা শক্তিরকৃত্য্যাঃ সূতো মুনিঃ ।

রক্ষসা ভক্তিতশ্চাপি যমলোকং গতৌ ন সঃ

কিঞ্চিৎকালং গতঃ স্বর্গং ব্রহ্মলোকমগাদতঃ

ব্রহ্মলোকাদিমূলোকে ক্রৌড়ব্রাহ্মে সূতো মম

নিকটে গমন করি । তিনি আমাকে উচ্চা-
য়ের উপায় বলিয়া দিবেন । এই বলিয়া
সেই রাজা বারাগসীতে অবস্থিত শুক্ৰ বশি-
ষ্ঠের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ
প্রণাম করিল ; বশিষ্ঠ মুনি তাহাকে পরম
সমাদরে আলিঙ্গন ও মস্তকোত্তরণ করিয়া
আসন প্রদানপূর্বক বলিলেন,—তুমি এখানে
কি জন্ম আসিয়াছ, আমায় কি কার্য্য করিতে
হইবে তাহা বল । রাজা কহিল,—বিপ্র !
আপনি আমাকে সংসারমুক্তির উপায় বলিয়া
দিন । আমি বিষয়কার্য্যে অতিশয় কাতর
হইয়া পড়িয়াছি, একারণে আপনার শরণা-
পন্ন হইয়াছি । বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজেন্দ্র !
বিশেষর দেবদেব পিনাকীর মহালিঙ্গই
সংসারমুক্তির একমাত্র উপায় ; অতএব
তাঁহাকে দর্শন ও পূজা কর । পুরাকালে
অকৃত্যতীর গর্ভজাত মদীয় পুত্র মূনিবর
শক্তি ষাঁহাকে আরাধনা করার রাক্ষস-
ভক্তিত হইয়াও যমলোকে গমন করে নাই ।
পরন্তু সে কিছু কাল স্বর্গ-লোকে বাস করিয়া
ব্রহ্মলোকে গমন করে ; পরে ব্রহ্মলোক
হইতে বিমূলোকে গিয়া ক্রৌড়া করিতেছে ।

অম্বু পশু মহারাজ লুককং বনচারিণম্ ।
 পুঞ্জয়ন্তং হি বিবেশং পত্রমার্তৈঃ স্বসম্ভৃতৈঃ
 শমীবৃক্ষস্ত সঙ্ঘটৈস্তথা পুগপ্রসূনকৈঃ ।
 কদম্বকুসুমৈরক্কুসুমৈর্ধু খিকান্তবৈঃ ॥৩১
 এতৈরশ্ৰৈশ্চহেখানং পুঞ্জয়ন্তং বিলোকয় ।
 ইভোহর্ক্ণবামমাত্রেণ ময়িব্যতি তদঙ্কৃতম্ ।
 অন্তকালে সমায়াতে লুককে'হপি শিবায় বৈ
 উপহারপ্রদানায় দৃষ্টবান পার্শতো ঘটম্ ॥ ৩৩
 তং চূতকলসম্পূর্ণং শুভা স্পৃষ্টং বিগর্হিতম্ ।
 সঙ্কলিতোপহারস্ত হত্যাভাল্ল ককস্তথা ।
 ইদং জর্গো শুভং বাক্যং লোকানাং ভক্তি-
 সূচকম্ ॥ ৩৪

পুষ্পাভাবে হরির্মেত্রং কলাভাবেহঙ্গুলং রবিঃ
 লিঙ্গবিশ্বংসনে কিঞ্চ জমদগ্নিঞ্চবিস্তথা ॥ ৩৫
 লিঙ্গপীঠং ভবেদেব গাত্রং নির্ভদ্য দন্তবান্

আর ঐ দেখুন, মহারাজ । এক বনচর ব্যাধ
 স্বকরতোলিত শমীপত্র পুগপুষ্প, কদম্বপুষ্প,
 আকম্পপুষ্প, ও সুধিকা প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা
 ভগবান্ বিবেশ্বর ঈশান দেবকে পূজা
 করিতেছে, দেখিবেন এই ব্যক্তি চারিদণ্ড
 পরেই অঙ্কুররূপে প্রাণত্যাগ করিবে ॥
 (বশিষ্ঠদেব এই বলিয়া বিরত হইলে
 সেই রাজা ব্যাধের পূজা দেখিতে লাগিল ।)
 এদিকে সেই ব্যাধ যুতাসময় উপস্থিত
 হইলে, মহেশ্বরকে উপহার দিবার নিমিত্ত
 চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুই প্রাপ্ত
 হইল না; পার্শ্বে আকম্পপূর্ণ এক ঘট
 দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু তাহা কুরুয়স্পৃষ্ট
 হওয়ায় হুই হইয়াছে বলিয়া উপহাররূপে
 নিবেদন করিতে পারিল না। তখন
 সেই ব্যাধ সঙ্কলিত উপহার না পাইয়া
 লোকের ভক্তিরসের উদ্বীপক এই শুভ
 বাক্য বলিতে লাগিল,—শিবপূজা করিতে
 গিয়া জীহরি পুষ্পাভাবে নেত্র, এবং রবি
 কলাভাবে অঙ্গুল দিগ্নাছিলেন। জমদগ্নি ঋষি
 শিবপূজা করিতে করিতে শিবলিঙ্গ পাত
 হওয়ায় “ইহাই লিঙ্গপীঠ হইবে” এই মনে

অশ্ৰেয়্যাহেবর্ষেইরস্তং সাহসং পরমং কৃতম্ ।
 মমাপিতস্তথা কার্ধামস্তথা দোষভাগহম্ ॥৩৭
 এতশ্চিন্নস্তরে কশ্চিদ্রয়ন্তঃ শিবমন্ত্যাগাৎ ।
 অথ লুক্কৃত্যং পূজামাল্ল ত্যাত্তকয়ং কণাৎ ॥
 বমনঞ্চ তদা চক্রে শিবপীঠে'হথ লুক্ককঃ ।
 শিবাপকারিণকৈঞ্চনং হস্মি নো বেত্যচিন্তয়ৎ ॥
 অথ স্বাস্থবধায়েব যত্নমাস্থায় শঙ্করঃ ।
 উন্নন্তেন যথোক্তুস্তা শিবপূজা ময়া কৃত্য ॥৪০
 লিঙ্গপ্রাবরণে হেবা তদহং মম দেখিনিঃ ।
 প্রাবৃতিশ্চপ্রিয়া স্বদ্য নিশ্চোক্তব্য্যা ময়া ক্রুতম্ ॥
 পূজাবিমোচনায়ৈতৎ কলহানহর্গলং ত্যজেৎ
 ইথাং সঙ্কল্য স তদা তীক্ষ্ণবধিভিনাঙ্কৃতম্ ।
 চক্রেহ'ত্চং দক্ষপাদং ত্চং ছিষ্য কটেরধঃ ॥৪২

করিয়া অঙ্গ কর্তন করিয়া দিয়াছিলেন।
 এইরূপ আরও অনেক শিবোপাসক পরম
 সাহসিক কার্য্য করিয়াছিলেন। অতএব
 আমিও সেইরূপ কোন সাহসের কার্য্য করিব,
 তাহাতে আমার কোন দোষ হইবে না ॥
 ব্যাধ মনে মনে এইরূপ বলিতেছে, এমন
 সময়ে এক উন্নত সেই ব্যাধপ্রতিষ্ঠিত শিব-
 লিঙ্গের নিকটে আসিয়া ব্যাধকৃত পূজা
 কাড়িয়া লইয়া কণকালমধ্যে আহার করিল
 এবং সেই শিবপীঠের উপরে বমন করিল।
 অনন্তর সেই ব্যাধ “এই মহাদেবের
 অনিষ্টকারীকে বধ করি কিনা” এরূপ
 চিন্তা করিয়া, সেই উন্নতকে না মারিয়া
 কল্যাণকামনায় আশ্ববধের সঙ্কল্প করিয়া
 মনে মনে ভাবিল,—এই উন্নত যেমন
 মংকৃত শিবপূজা ভক্ষণ করিল, তেমনি
 আমি এই শিবলিঙ্গ আবৃত করিবার
 জন্ত অদ্যই (এ যাবৎ কোন প্রিয়কার্য্য
 করে নাই বলিয়া) অপ্রিয় গাত্রচর্চ্চ উন্মোচন
 করিয়া প্রদান করিব, এইরূপ করিলেই
 আমার শিবপূজা সাক্ষ হইবে, এবং এই
 উন্নতকৃত বিষ বিদূরিত হইবে ॥ এইরূপ
 সঙ্কল্প করিয়া সেই ব্যাধ তীক্ষ্ণধার খড়্গ
 দ্বারা অন্ততরূপে গাত্রচর্চ্চ ছেদন করিতে

বামপাদং তথা চক্রে কটিপর্যন্তমাস্ত ৫ ।
 হৃষ্টচাবেপিতশৈব তত উর্দ্ধমধাচ্ছিনৎ ॥ ৪৩
 কন্যাসোদরস্বকণ্ঠে বচং নির্ভিন্য লুক্ককঃ ।
 মস্তকস্ত স্বচঞ্চাপি নির্ঝিন্তেদ প্রহৃষ্টবান ॥ ৪৪
 তয়োত্তরতন্তস্মাদ্গাভ্রং নির্ভিন্য বর্জুগম্ ।
 ছিৎস্বাকুলীং সমাদায় দেবার্ণাণ্ডিতবাংস্বচম্ ॥
 আরাণ্ণেব তথা দিব্যরূপঃ স্বক্শচতুর্ভুজঃ ।
 নানাত্বয়ণসংযুক্তঃ স্থিতো বিয়াত শাক্করঃ ॥ ৪৬
 অথ শৈবাঃ সমাধাতা দূতাঃ শতসহস্রশঃ ।
 বিচিত্রমুকুটাকার্যঃ সর্বাভরণকৃষিতাঃ ॥ ৪৭
 ত্রিশূলপাণায়ঃ সর্বে, শুক্লফটিকসম্ভিতাঃ ।
 চতুর্ভুজাঃ সুরূপাশ্চ বিমানবরসংস্থিতাঃ ॥ ৪৮
 সর্বে স্বর্ঘ্যসমাঃ শাস্তা রজ্জ্বাবৎপ্রিয়য়া যুতাঃ ।

হুল্পদ্বীবেলোৎসাহ-বিলাসত্ৰীশভাষিতাঃ ॥ ৫০
 তেজসা স্বর্ঘ্যসদৃশাঃ পুষ্পগুষ্টিমবাকিরন ॥ ৫০
 তৈরাহতো লুক্ককশ্চ নাগচ্ছদবদচ্ছ তান্ ।
 ভাৰ্ঘ্যাবকুঞ্জনোপেতো গচ্ছহহমথবা ন বা ॥
 শৈবাস্তবচনং ক্রুদ্বা বাক্যমেতদধোচিরে ।
 যেন পুণ্যং কৃতং পাপং তেন ভোগ্যং হি
 তৎকলম্ ॥ ৫২

লুক্কক উবাচ ।

অশৈবানাঞ্চ সর্বেষাং ধর্মান্যামেককর্তৃকম্ ।
 মাহেশ্বর্যাণাং ধর্মান্যাম্ কলকং দ্বিবহুখপি ॥ ৫৩
 এতন্নিরন্তরে প্রাপ্তো বীরভজঃ শতাবর্ততঃ ।
 নানাকোটিগণোপেত এহি লুক্কক বজ্জুযুক্ ।
 সর্বাঃ স্বয়োক্ককং তথা সভাৰ্থো জ্ঞাতিবজ্জুযুক্

আরম্ভ করিল। ১৭—৪২। প্রথমতঃ সে দক্ষিণ পদ হইতে কটির অধোভাগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভক উন্মোচন করিল; পরে বামচরণ হইতে ঐরূপ কটি পর্যন্ত ভক্ উন্মোচন করিল। তাহার পর সেই ব্যাধ অকম্পিত শরীরে ও হৃষ্টচিত্ত হইয়াই দেহের উর্দ্ধভাগের ভক্ উন্মোচন করিতে আরম্ভ করিল; হস্ত, কন্ড, উদর, হৃদয় ও কণ্ঠের চর্মা উন্মোচনপূর্বক হৃষ্টচিত্তে মস্তকের চর্মা ছেদন করিয়া লইল। এইরূপে সমস্ত শরীর বক্শূন্ত করিয়া বর্জুল করিয়া দেখিল, এবং মহানৈবেদ্যে সেই ভক্ এবং অঙ্গুলি ছেদন করিয়া অঙ্গুলি প্রদান করিল। এইরূপ কার্য করিতে করিতে সেই ব্যাধের দেহপিণ্ড চৈতন্তশূন্ত হইলে সম্মুখবর্তী আকাশে নানা ভূষণে ভূষিত সুল্লর সুসোচন চতুর্ভুজ দিব্যমূর্তি আবির্ভূত হইল। অনন্তর শতসহস্র শিবদূত আসিয়া উপস্থিত হইল। ৪৩—৪৭। তাহাদের মস্তকে বিচিত্র মুকুট, অঙ্গে বহুবিধ অলঙ্কার, হস্তে ত্রিশূল; তাহারা সকলেই শুক্লফটিকতুল্য বর্ণশাঙ্গী চতুর্ভুজ ও সুরূপসম্পন্ন; সকলেই উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণপূর্বক আগমন করিয়াছিল। স্বর্ঘ্যের স্তায় তেজস্বী শাস্তপ্রকৃতি

দূতগণ রস্তায় স্তায় সুল্লরী বিলাসিনী প্রিয়-গণ পুত্রগণ ও অন্তান্ত পরিজনবর্গ সমভি-ব্যাহায়ে উৎসাহসহকারে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দিব্যমূর্তিধারী ব্যাধের উপরে পুষ্পগুষ্টি করত সেই ব্যাধকে লইয়া ষাইবার জন্ত আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু সেই ব্যাধ তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে সঙ্গত হইল না, বলিল—আমি ভাৰ্ঘ্য ও বজ্জুবর্গসহ আপনাদিগের সঙ্গে যাইতে চাহি; একাকী যাইতে ইচ্ছা করি না। তাহার ঐ কথা শুনিয়া শিবদূতগণ কহিল,—যে পুণ্য করিয়াছে, সে-ই তাহার কলভোগ করিবে; পাপের কলও যে পাপী, সে-ই ভোগ করিবে; অতএব তুমি পুণ্য করিয়াছ, তোমার ভাৰ্ঘ্যাদি বজ্জুগণ তাহার কলভোগ করিতে পাইবে কেন? ব্যাধ উত্তর করিল,—যাহারা শৈব নহে, তাহারা-ই কেবল স্ব স্ব পুণ্যের কল একাই ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু শৈবদিগের পুণ্যকল বহুলোকে পাইতে পারে। ব্যাধ এইরূপ বলিতেছে এমন সময়ে একত্র উদিত শতস্বর্ঘ্যের স্তায় তেজস্বী বীরভজ বহুকোটিপ্রমথগণ সমভি-ব্যাহায়ে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ব্যাধকে কহিল,—ব্যাধ! তুমি অধাৰ্ণ কথাই বলি-

আরুহেৎ বিমানঞ্চ শিবং গচ্ছাশিবস্ত বঃ ।
 অথ তৎচনাং প্রাপ্তঃ শিবলোকং বিমানগঃ ।
 বশিষ্ঠ উবাচ ।
 কৃষ্টবানসি সৰ্বং স্বমীশপূজাং সমাচর ।
 বিমুক্তপাপবন্ধং শিবলোকং গমিষ্যসি ॥৫৬
 যদি রাজ্যং ত্বয়া প্রার্থ্যং মার্জ্জয়েশাক্ষনং নূপ
 গোময়োকলেপঞ্চ নিত্যমেব সমাচর ॥ ৫৭
 এতাবতা তুমি রাজ্যং ক্রবং তব ভবিষ্যতি ।
 যাবদায়ুস্ত তে রাজ্যমস্তে শিবপদং ভবেৎ ॥
 নৈতাশ্বঃস্ত ভবে রাজ্যসংসিদ্ধিরসু মৃত্যুতঃ ।
 অতো দেহান্তরং প্রাপ্য শিবসেবাপ্রভাবতঃ ॥
 ভবিষ্যতি চ তে রাজ্যং শিবভক্তিঃস্থিরাতদা
 শত্শুক্ৰবাচ ।

অথ কৃৎস্না তথা পূজাং মৃতঃ স্বর্গং গতস্ততঃ ।
 রাজজন্ম পুনঃ প্রাপ্য রাজ্যঞ্চক্রে শিবে রতঃ

তেজ, তুমি ভার্য্যা ও বন্ধুগণসমভিব্যাহারে
 গমন কর; এই বিমানে আরোহণ করিয়া
 শিবের নিকটে গমন কর, তোমার মঙ্গল
 হউক। অনন্তর বীরভদ্রের বাক্যানুসারে
 সেই ব্যাধি বিমানে আরোহণপূর্বক শিব-
 লোকে গমন করিল। অনন্তর বশিষ্ঠ সেই
 রাজাকে বলিলেন,—রাজন! সমস্তই
 দেখিলে ত? এক্ষণে তুমি মহেশ্বরের
 পূজা কর, তাহা হইলে পাপবন্ধন
 হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন
 করিবে। যদি রাজ্য চাও, তবে শিব-
 মন্দিরের অক্ষন মার্জ্জনা কর এবং প্রতি-
 দিন তথায় গোময়জল লেপন কর। এইরূপ
 করিলে নিশ্চয়ই তোমার পৃথিবীরাজ্য লাভ
 হইবে, এবং যাবজ্জীবন তুমি সেই রাজ্য
 ভোগ করিয়া অস্তে শিবপদ প্রাপ্ত হইবে।
 কিন্তু ইহজন্মে তোমার রাজ্যলাভ ঘটবে না,
 মৃত্যুর পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া শিবারাধনার
 প্রভাবে তুমি রাজ্য লাভ করিবে। শিবের
 উপরে তোমার অচলা ভক্তি হইবে। শত্শু
 কহিলেন,—অনন্তর সেই রাজা বশিষ্ঠের
 উপদেশানুসারে শিবপূজা করিয়া স্বর্গে গমন

করাচিৎ দেবস্ত গৃহমভ্যগময়ুঃ ।
 নানাদীপসমোপেতঃ মণিভিন্মগরাভিব ॥৬২
 ভটানামথ সন্মদ একো দীপোহপতন্তুপে ।
 তদাসৌ কুপিতো রাজা দীপমাদায় সত্বরম্ ॥
 দেবালয়পুরে বীর স্তম্ভিকং কোপসংযুতঃ ।
 দম্ভং দেবগৃহং তেন এনশ্চ সমপদ্যত ॥ ৬৪
 অথ দেবপুরস্তত্র দম্ভবেশ্বাদিকং গৃহম্ ।
 নিশ্মাপয়ামাস নৃপো মহেশানমথায়জৎ ॥ ৬৫
 অথ মৃত্যুদিনে প্রাপ্তে রাজারামিভিশ্চক্ষরঃ ।
 ভস্মশায়ী ভস্মশায়ী জপন ক্রত্বং মমার হ ॥৬৬
 শিবলোকং গতঃ সোহসং বীরভদ্রেণ ভাষিতঃ
 ভব স্বং গণশার্দুলো মম বৈ পরিচারকঃ ॥৬৭
 শাক্তরান মম নির্দেশাদানয়ন মমাস্তিকম্ ।

করিল, পরে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা
 হইল এবং শিবের উপরে সর্বদা ভক্তিমান
 হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিল। অন-
 তর সেই রাজা একদা, নাগরাজ বাসুকি
 যেমন বিবিধ মণির প্রভায় আলোকিত
 থাকেন, সেইরূপ বহুদীপের প্রভায় আলো-
 কিত এক দেবমন্দিরে গমন করিল;
 অনন্তর তথায় রাজাজ্ঞের সৈনিকগণের
 সন্মুখে (ভিড়ে) একটি প্রদীপ রাজার
 গাত্রে পতিত হইয়া গেল। হে বীর! তখন
 রাজা কুপিত হইয়া সত্বর সেই প্রদীপ লইয়া
 ক্রোধভরে দেবালয়ের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ
 করিল, তাহাতে সেই দেবালয় দম্ভ হইয়া
 গেল, রাজারও পাপসঞ্চয় হইল। অনন্তর
 সেই রাজা সেই দেবালয়ের দম্ভ গৃহাদি
 নিশ্মাণ করাইল এবং মহেশ্বরকে পূজা
 করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা মৃত্যু-
 দিবস উপস্থিত হইলে শক্লরকে আরাধনা-
 পূর্বক ভস্মে স্নান, ভস্মে শয়ন ও ক্রত্বমন্ত্র
 জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।
 পরে সে শিবলোকে গিয়া উপস্থিত হইলে
 বীরভদ্র তাহাকে বলিল,—তুমি প্রথমশ্রেষ্ঠ
 মদীয় পরিচারক হইয়া থাক এবং শিবভক্ত-
 দিগকে আমার আদেশে আমার নিকটে

শিরোহীনো ভবাংশাপি জালাবক্রো
 ভবিষ্যতি । ৬৮
 স উবাচ মহান্বানং বীরভদ্রং গণেশ্বরম্ ।
 চক্রং শোভ্যং তথা জিহ্বা নাসিকাশ্চ
 শিরো গণ ।
 ঐতৈর্কিনা ব্যবহৃতিঃ কথং মে সন্তবিষ্যতি ।
 অভাবে শিরসঃ কিংবা ময়া পাপং কৃতং
 বিভো ॥১০

বীরভদ্র উবাচ ।

অরৈব স্বীকৃত্য পূর্বং দেবী পরমশুল্করী ।
 মহেশভবনে নিত্যং চাতুর্কর্ধ্যকরকটকৈঃ ॥ ৭১
 স্বস্তিকং সর্বতোভদ্রং নন্দ্যাবর্ত্যাদিকং শুভম্
 পয়মুংপলমান্দোলপাদৌ ব্যঞ্জনচামরে ।
 ত্রিশূলং শঙ্খচক্রে চ গদা ধ্বজরথৈব চ ॥ ৭৩
 ত্রিশূলং ভমকং খড়্গাং বুধং ভৃঙ্গীরিটিং শিবম্
 তথাষ্টপদ্রং কমলমস্ত্রদ্বয়াদিকং তথা ॥ ৭৪
 কল্পয়ন্তী প্রতিদিনং সেবতে বুধভধ্বজম্ ।

আনয়ন কর । তোমার মস্তক থাকিবে না, অগ্নিশিখা তোমার মুখ হইবে । ৪৮—৬৮ ।
 তাহার পর সে গণেশ্বর মহান্বা বীরভদ্রকে
 কহিল,—চক্র, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও মুখ
 না থাকিলে আমার কার্য্য চলিবে কিরূপে ?
 প্রভো ! আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে,
 আমার মস্তক থাকিবে না । বীরভদ্র
 কহিল,—তুমি জন্মান্তরে এক পরমশুল্করী
 দেবীকৃপিনী বেঞ্জা রাখিয়াছিলে (সেই বেঞ্জা
 অতি সুচরিত্রা ছিল, একমাত্র তোমাতেই
 অস্ত্রর স্তা ছিল, তুমি তখন রাজা ছিলে ।)
 সেই বেঞ্জা প্রতিদিন শিবমন্দিরে গিয়া চতু-
 র্বিধ বণধারা স্বস্তিক, সর্বতোভদ্র, নন্দ্যাবর্ত
 প্রভৃতি শুভ মণ্ডল, পয়, উৎপল, আন্দোল-
 পাল, ব্যঞ্জন, চামর, ত্রিশূল, শঙ্খ, চক্র, গদা,
 ধ্বজ, ভমক, খড়্গা, বুধ, ভৃঙ্গীরিটি, অষ্টদলপয়,
 অস্ত্রাত্রয় ও শিবমূর্ত্তি অঙ্কন করত শিব-
 পূজা করিত । একদা সেই বেঞ্জা দেবালয়ে
 গমনপূর্বক ঐরূপে পূজা করিতেছে, এমন
 সময় এক কারাগ্রিক তথায় প্রবেশ করত

কদাচিদধ সা বেঞ্জা দেবসম্মুখ্যপস্থিতা ॥ ৭০
 রাজাকারাগ্রিকঃ কশ্চিদেববেশ্য সমাবিশৎ ।
 অথ তাং দৃষ্টবাস্তস্ত স ইদং বাক্যমুক্তবান ॥
 কারাগ্রিক উবাচ ।

একান্তসংস্থিতা বেঞ্জা যুবাং স্ববিরো ন চ ।
 স্ববিরং ব্যাধিতং কটমশক্তং ধনবর্জিতম্ ।
 অদীর্ঘমেহনং দীনং পুরুষং যোষিতুংস্বজ্ঞেং ।
 অশ্বশূলং মলচ্ছিরং জড়ং দুর্গন্ধদূষিতম্ ॥ ৭১
 স্বল্পমব্যাসনং নারী দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ।
 তস্মায়ে দৌরতাং বেঞ্জো মৈথুনং জীবয়াম্যমাম্
 বেঞ্জোবাচ ।

নিয়তঃ সর্বজাতীনামিহামৃত্র সুখপ্রদঃ ।
 পাতিব্রত্যাং পরো ধর্ম্মঃ স্ত্রীণামিতি হি শুভম্ ॥
 যদধীন্য যদা বেঞ্জা তদা নাশ্চেন সক্ততা ।
 পতিব্রতেতি বিখ্যাতা তস্মান্তঃ পরিপালয়ে ॥

বেঞ্জাকে দেখিয়া (তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া)
 তাহাকে কহিল । ৬৯—৭০ । কারাগ্রিক
 কহিল,—তুমি জাতিতে বেঞ্জা, এবং একা-
 কিনী অবস্থান করিতেছ; আমিও যুবা
 পুরুষ, বৃদ্ধ নহি । স্ত্রীলোককে বৃদ্ধ,
 রোগগ্রস্ত, নপুংসক, অশক্ত, নির্ধন
 অদীর্ঘমেহ, দীন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া
 থাকে । মৃতকল্প বা শূলরোগগ্রস্ত, জড়প্রকৃতি
 মললিগ্নাদ, দুর্গন্ধদূষিত, অব্যাসনী পুরুষকেই
 বাসনাবীরা দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া
 থাকে ; (কিন্তু আমি ত তাহা নহি) অতএব
 হে বেঞ্জো ! আমার মনোরথ পূর্ণ কর,
 আমাকে শীঘ্র জীবন দান কর । বেঞ্জা উত্তর
 করিল,—আমি শুনিয়াছি,—পাতিব্রত্যা ধর্ম্মই
 স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই তাহাদিগের
 ঐহিক আর্ম্মিক সুখ প্রদান করে, এবং
 সকল জাতীয় রমণীরই তাদৃশ ধর্ম্ম থাকিতে
 পারে । বিশেষতঃ বেঞ্জা স্বনন যাহার
 অধীনে থাকিবে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া
 অপর কাহাকেও শুভজন্য করিতে পারে না ;
 তখন সে একমাত্র সেই পুরুষকে আশ্রয়
 করিয়া থাকিতে পতিব্রতা বলিয়াই বিখ্যাতা,

কারাজিক উপাচ।

যদি চৈবং মৃত্তিঃ শীঘ্রং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

অথ রাজাস্তিকং গম্বারাজানমিদমুক্তবান ॥৮২

বেঞ্জা বেঞ্জৈব নো ভাৰ্য্যা নাতি বক্রুঞ্চ

নোচিতম্ ।

ইৎং রাজানমুক্তাথ মণ্ডং চৈবায়নালজম্ ॥৮৫

কিঞ্চিদাদায় তস্মাচ্চ মন্দিরং গন্তবানয়ম্ ।

নিজ্রাবসরমালোক্য প্রস্থজ্য চ করঃ ততঃ ॥৮৫

বস্ত্রঞ্চ বিবরে তত্র মণ্ডং চিক্বেপ দৃষ্টধীঃ ।

এবং কৃশ্বা ততো গম্বা রাজানমিদমুক্তবান ॥

রাজ্জগ্নগতা গম্বাথ বেঞ্জাপ্র্যাং তব যোষিতম্

উথাপয়িত্বা বেঞ্জাং তাং সর্বাঙ্কং দ্রষ্টুমর্হসি ।

উমুক্তবস্ত্রমথবা বসনং পশু যত্নতঃ ।

বেঞ্জাবেশ্মাথ গন্তবান রাজা কারাজিকং বচঃ

সুতরাং আমি ঠাহার অধীনে আছি, এক-
মাত্র ঠাহাকেই ভজনা করিব। ৭৭—৮১।

কারাজিক কহিল,—যদি এইরূপই তোমার
স্বপ্ন হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই তোমাকে
মরিতে হইবে সন্দেহ নাই। অনন্তর সেই
কারাজিক ঠাহার বেঞ্জা, সেই রাজার
নিকটে গিয়া (কথাশ্রমসঙ্গে) কহিল,—
মহারাজ! যে—বেঞ্জা,—সে বেঞ্জাই থাকে,
—সে কখনই বিবাহিতা সাক্ষী, ভাৰ্য্যার ছায়
হইতে পারে না; অতএব তাহাকে সাক্ষী
ভাৰ্য্যার মত করিয়া রাখা উচিত নহে।”

সেই দৃষ্টবুদ্ধি কারাজিক রাজাকে এই কথা
বলিয়া কোন সুরোগে সেই বেঞ্জার ভবনে
গিয়া, নিজেভাবেস্বয়ং সেই বেঞ্জার বস্ত্রে আর-
নালের মণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আসিল।
এইরূপ করিয়া সে রাজার নিকটে গিয়া
বলিল,—রাজন! আপনি গিয়া একবার
আপনার সেই পতিরতা বেঞ্জাভাৰ্য্যাকে
অবলোকন করুন, তাহাকে উঠাইয়া ভাল
করিয়া তাহার সর্বাঙ্ক দর্শন করুন, অথবা
ভাল করিয়া তাহার উমুক্ত বসনখানিই
দেখুন। অনন্তর রাজা বেঞ্জাগৃহে গমনপূর্বক
দেখিয়া আসিয়া সেই কারাজিককে কহিল,—

ইদমাহ সমিদ্বেয়ং পশ্চেমাং যাসি পশুসি ।

স উপাচ নুপং তত্র ন মে যুক্তমিদং নুপ ॥ ৮৮

ভন্যাতরং বা পিতরং দর্শনায় নিবোজয় ।

তদ্বৃষ্টৌ সর্বমেবেদং ব্যক্তমাণ্ড ভবিষ্যতি ।

আনীতা হথ রাজা তু মাতা বৌক্ততুমুদ্যতা ।

বচনাঙ্কু নুপশ্চৈব বস্ত্রং শোধয়তৌব সা ॥ ৯০

তত্র শ্বিতং মণ্ডমথ বিজ্ঞায়াশ্বা জমর্দয়ং ।

মর্দনাধসনং ক্রিন্নং কিং তদিত্যাহ পার্শ্ববঃ ॥

ন কিঞ্চিদেব নো কিঞ্চিদিতি বেঞ্জাপ্রস্থরপি

বহ্বাক্যেন রাজাথ বসনং বৌক্য শকরা ।

শুক্কক্রিন্নমিদং বাসঃ প্রাঠৈতৎপশুভামিতি ।

অথ দৃষ্ট্বা সমীপস্থান্তধেত্যাচূর্ষটো নুপম্ ॥ ৯০

রাজাথ স্বগৃহং গম্বা দণ্ডাধ্যক্ষমভাষত ।

সে ত নিজেই রহিয়াছে; (তাহার সন্দেহ
সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই,
আমার কথায় বিশ্বাস না হয়) তুমি স্বয়ং
গিয়া দেখিতে পার; (আমার তাহাতে
আপত্তি নাই।) তৎপরে কারাজিক
রাজাকে কহিল,—রাজন! আপনার
কথা আমার ঠিক বোধ হইতেছে না;
আপনি একবার আপনার মাতা বা পিতাকে
দেখিতে বলুন, ঠাহারা দেখিলে সমস্তই
ব্যক্ত হইবে। অনন্তর রাজা মাতাকে
আনাইয়া দেখিতে বলিলে, মাতা গিয়া
দেখিতে উদ্যত হইয়া সেই বেঞ্জার বস্ত্র
পরীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর রাজমাতা
তাহার বস্ত্রস্থিত মণ্ড লইয়া মর্দন করিল;
মর্দনে বস্ত্র আর্জ হইয়া গেল। তখন রাজা
বেঞ্জাকে জিজ্ঞাসা করিল “একি? বেঞ্জা-
পুত্রী ‘এ কিছু নয়, মহারাজ! এ কিছু নয়’
বারংবার এই কথা বলিল। রাজা, অস্ত
পুরুষের সহিত ইহার সহবাস ঘটয়াছে
আশঙ্কা করিয়া, পার্শ্ব ব্যক্তিবর্গকে কহি-
লেন,—আমার বোধ হইতেছে এই বস্ত্র
শুক্কক্রিন্ন, তোমরাও ইহা পরীক্ষা করিয়া
দেখ। অনন্তর সমীপস্থ ব্যক্তিগণ দেখিয়া
তাথাই বলিল। অনন্তর রাজা স্বগৃহে গিয়া

ইদানীমেব বেষ্টিয়াঃ শিরশ্ছিত্যবিচারয়ন ॥১৪
 দর্শনীয়াং শিরস্তস্তা ঘটিকাভাস্তরে মম ।
 দণ্ডকশ নৃপোক্ত্যাস্তাস্তবা কুত্বা হৃদর্শয়ৎ ॥ ১৫
 বীরভদ্র উবাচ ।

এবং কৃতং ত্বয়া পূর্বং প্রাপ্তঞ্চ কলমদ্যা তে ।
 জালয়েব হি বক্তা ত্বং শ্রোতা ত্রষ্টা চ জিত্রসি
 রসং জানাসি মতিমানতিক্রোধী ভবিষ্যসি ।
 শঙ্কুবচ ।

এবং জালমুখো জাতো রাজা মাহেশ্বরোহক্ষমী
 তস্মাঙ্কু ক্ষময়া ভাবঃ পরত্রেহে সুখেপুসুনা ॥
 য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যাং পুণ্যাখ্যানমহুস্তমম ।
 বিমুক্তপাপবন্ধশ্চ শিবলোকে ভবিষ্যতি ॥১২
 জীন্নাম উবাচ ।

মহেশনারমাহাঙ্ক্যাং পূজামাহাঙ্ক্যমেব চ ।
 নমস্কারস্ত মাহাঙ্ক্যাং দৃষ্টিমাহাঙ্ক্যমেব চ ॥ ১০০

দণ্ডাধ্যক্ষকে আদেশ করিল,—তুমি বিচার
 না করিয়া এক্ষণেই বেষ্টিয়ার মস্তক ছেদন
 কর; এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে তাহার
 মস্তক আনিয়া দেখাও । দণ্ডাধ্যক্ষ রাজার
 আদেশে তৎক্ষণাৎ সেই বেষ্টিয়ার মস্তক
 ছেদন করিয়া রাজাকে দেখাইল ১০—১৫।
 বীরভদ্র তাহাকে কহিল,—তুমি জন্মান্তরে
 এইরূপ কর্ম করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য এই
 কল প্রাপ্ত হইলে । তুমি এই বহ্নিশিখারূপ
 মুখ ছায়াই কথ্য কহিবে, শুনিতে পাইবে,
 দেখিতে পাইবে, গন্ধ আভাষণ করিবে, রস
 আশ্বাদন করিবে; তুমি বুদ্ধিমান ও অতি-
 ক্রোধী হইবে । শঙ্কু কহিলেন,—সেই শিব-
 ভক্ত রাজার কমাণ্ডল ছিল না বলিয়া, সে
 বহ্নিমুখ হইয়াছে, অতএব যে ঐহিক ও
 আয়ুর্গিক সুখের আশা করে, তাহাকে কমা-
 ন্দীল হইতে হইবে । যে ব্যক্তি এই অত্যা-
 ত্মর পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, সে
 পাপবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে
 গমন করিবে । জীন্নাম কহিলেন,—হে সন্তম!
 হে ঞ্জো! আপনি মহেশ্বরের নামমাহাঙ্ক্য
 পূজামাহাঙ্ক্য, নমস্কারমাহাঙ্ক্য, দর্শনমাহাঙ্ক্য

জলদানস্ত মাহাঙ্ক্যাং ধূপদানস্ত সত্তম ।
 দীপগন্ধাদিদানস্ত মাহাঙ্ক্যাং বদ মে ঞ্জো ॥
 শঙ্কুবচ ।

একৈকনামাহাঙ্ক্যাং বিস্তরায় হি শক্যতে ।
 সংক্ষেপেণ চ তে বচি শৃণু রাঘব সাদরম ॥
 পুরা ত্রেতাযুগে রাজা বিধৃতো নাম বীর্ঘ্যবান
 মূতে পিতরি বালোহসৌ ভূমিরাজ্যে-
 হভিষেচিতঃ ॥ ১০৩

সমানবয়সঃ সর্বান সমীপস্বাসংকার সঃ ।
 যে বৃদ্ধা যে চ বিদ্বাঃসন্তে চ তস্ত ন সমতাঃ ॥
 যুবানঃ সমতা ত্রষ্টা অকার্য্যকরণান্তথা ।
 সূন্ত্যানয়নদক্ষাশ্চ চোরকর্ম্মবিশারদাঃ ॥ ১০৫
 মাণ্ডবার্ত্তারতা লাস্ত-নিপুণাস্তস্ত সমতাঃ ।
 বশীকরণমন্ত্রজা বজ্রৌষধবিদস্তথা ॥ ১০৬
 গীতনর্ত্তনশীলাশ্চ ধূর্ত্তা দ্যুতবিদঃ শ্রিয়ঃ ।
 পিতৃসম্মতকর্ত্তৃণাং ভ্যাগঞ্চক্রে স পার্ধিবঃ ॥

এবং তাঁহার উদ্দেশে জলদান, ধূপদান,
 দীপদান ও গন্ধাদিদানের মাহাঙ্ক্য আমার
 নিকটে বুলুন । শঙ্কু কহিলেন,—হে রাঘব!
 আমি প্রত্যেকের মাহাঙ্ক্য বিস্তৃতভাবে
 বলিতে পারি না, তবে সংক্ষেপে বলিতেছি,
 তুমি যতসহকারে শ্রবণ কর । পুরাকালে
 ত্রেতাযুগে বিধৃত নামে এক বীর্ঘ্যবান রাজা
 ছিল, পিতৃবিয়োগ হওয়াতে সে বাল্যাবস্থা-
 তেই রাজপদে অভিষিক্ত হয় । অপরিণত-
 বুদ্ধি বালকের হস্তে প্রভুত্ব, সূতরাং সে
 যথোচ্ছাচরণ করিতে আরম্ভ করিল, সমান-
 বয়স্ক অসং লোকদিগকেই সর্বদা সহচর
 করিল । যাহারা বৃদ্ধ বা বিদ্বান, তাহার
 তাহার অপ্রিয় হইয়া উঠিল । যাহারা ত্রষ্ট-
 প্রকৃতি, অকার্য্যকরণে পটু, উত্তমা রমণী
 আঁহরণ করিতে দক্ষ, চোরকাব্যে নিপুণ,
 সর্বদা মাণ্ডবার্ত্তার রত, নৃত্যঙ্গীতবাদ্যে
 নিপুণ, বশীকরণ-মন্ত্র জানে, বজ্রৌষধবিদ,
 অক্ষয়ীড়ায় নিপুণ—ঈদৃশ ধূর্ত্ত বা পুরুষই
 তাহার প্রিয়পাত্র হইতে লাগিল । যাহারা
 তাহার পিতৃসম্মত সাধু কার্য্য করে,

বিচার্য স চ তৈঃ সার্ব্বং দৃষ্টৈঃ কার্যমকারয়ৎ
 এতানুশাংস্তথাচান্তান দৃষ্টান স হি যুযোজ হা
 এতদুক্তমথালব্য শিষ্টং সুহৃদমত্যজং ।
 উরোমুষ্টিঞ্চ ফেৎকারং যে কুৰ্যুস্তস্ত তে প্রিয়াঃ
 তগলক্ষণতত্ত্বজ্ঞা রতিতত্ত্ববিশারদাঃ ।
 রাজনীতিবিহীনঃ তজ্জাজ্যং সমভবন্তদা ॥১১০
 গজাধরথমুষ্টিজ্ঞঃ গোমহিষ্যাদিকঞ্চ যৎ ।
 তৎ সৰ্ব্বং নাশমাপন্নমপহায়া যতস্ততঃ ॥ ১১১
 রত্নানি বস্তু ধাত্তানি ন দৃশুস্তে পুরে তদা ।
 অথ ভূপাস্ত্রেরোপার্সো নিরঞ্জিতঃ প্রপলায়িতঃ ।
 মহারণ্যমখো গম্বা গিরিজুর্গমকল্পয়ৎ ।
 তত্র চান্নপরীবারণ্ণোরবৃত্তিঃ সমাশ্রিতঃ ॥১১০

তাহাদিগের সহিত সংশ্রব একেবারে
 ত্যাগ করিল। ৯৬—১০৭। সেই নব-
 রাজা সেই দৃষ্টলোকদিগের সহিত
 মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিতে লাগিল।
 এই প্রকার আরও দৃষ্টলোক অন্তস্থান
 হইতে সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল।
 ইহাদের কথা শুনিয়া ভদ্র সুহৃদকে একে-
 বারে ত্যাগ করিল। যাহারা রত্নশাস্ত্র-
 বিশারদ এবং উরোমুষ্টি ও ফেৎকার
 করিতে (অস্ত্রালাপপরিহাসকর্ম্ম
 করিতে) পটু; তাহারাই তাহার প্রিয় হইল।
 ক্রমে তাহার রাজ্য হইতে রাজনীতি একে-
 বারে উঠিয়া গেল। রাজ্যে হস্তী, অশ্ব,
 রথ, উষ্ট্র, গো, মহিষ ও ছাগলাদি সমস্তই
 ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। চতুর্দিকে
 চুরি হইতে আরম্ভ হইল। তৎকালে সেই
 নগরে ধন, ধাত্ত, রত্নাদি আর দেখা গেল
 না (রাজ্যবাসী সকলেই সর্ব্বশাস্ত্র হইয়া
 গেল)। অনন্তর অস্ত্র এক রাজা
 আসিয়া তাহাকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্য
 কাড়িয়া লইল। তখন সেই দুর্ব্বুদ্ধি
 রাজা তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক এক
 নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এক গিরিজুর্গ
 আশ্রয় করিল। সামান্ত পরিজনের সহিত
 তথায় অবস্থানপূর্ব্বক চৌধ্যবৃত্তি দ্বারা

সুবর্ণবস্ত্রধাত্তাদি রত্নগচ্ছাদিকং তথা ।
 তত্র তত্র বিনির্দ্দিষ্ট চোরানায়ানবঞ্চকান ॥১১৪
 বন্ধাদ্যকারয়ন্তৈস্ত দ্রব্যাহরণকর্ম্মণি ।
 যদাহারো ন বিদ্যেত তদাহারমকল্পয়ৎ ॥১১৫
 গোমহিষ্যাদিমাংসেন যদ্যন্নং নোপলভ্যতে ।
 অশ্বায়নরমাংসেন ভোজনং পর্য্যকল্পয়ৎ ॥১১৬
 এতাদৃশমভূদবৃত্তং সঙ্ঘোপাশ্রাদিবর্জিতম্ ।
 একস্ত সচিবস্তস্ত সুরাপো নাম রাক্ষসঃ ॥১১৭
 নিযুক্তে সর্দকালং তমাহর প্রহরয়েতি চ ।
 এবং রক্ষ্যমতে স্থিৎবা-নানাদেশগভারান ॥
 নৃসহস্রপরাবায়ো হাদদ্যাদকৃপালয়ঃ ।
 স্বশ্রান্তিমতযোষাশ্চ তত্র তত্র সমাহরৎ ॥ ১১৯
 কিকিৎকালঞ্চ তা ভুক্তা তাশ্চাপি সমতক্ষয়ৎ
 এবং হত্যা নরানারী রাজ্যঞ্চকে স্তুঃসহস্ ॥

কাল,যাপন করিতে লাগিল। ১০৮—১১৩।
 সেখানে সেই দৃষ্ট বিধৃত, প্রবঞ্চক
 চোরদিগের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দিক্
 হইতে সুবর্ণ, বস্ত্র, ধাত্ত, রত্ন, ও গচ্ছাদি
 নানা দ্রব্য অপহরণ করিতে লাগিল; সেই
 প্রবঞ্চকদিগকে দক্ষ্যবৃত্তি দ্বারা অর্ধাহরণে
 নিযুক্ত করিল। ক্রমে তাহাতেও যখন
 আহরণ-সংস্থান না হইতে লাগিল, তখন গো-
 মহিষাদির মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতে
 আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারও অভাব
 হইলে অশ্বমাংস ও নরমাংস ভোজন করিতে
 আরম্ভ করিল। সে সেই অরণ্যমধ্যে
 সঙ্ঘোপাসনাদি-সংকর্ষবর্জিত হইয়া এইরূপ
 ষোড়শতর পাশকার্য্য করিয়া কালান্তিপাত
 করিতে লাগিল। সুরাপ নামে তাহার
 এক রাক্ষস মন্ত্রী ছিল। সর্দকা তাহাকেই
 সে 'খাদ্য আহরণ কর, লোককে
 প্রহার কর' এই বলিয়া অসংকর্ষে
 নিয়োগ করিত। সেই নৃশংস রাক্ষস তাহার
 আজ্ঞাবহ হইয়া সহস্রলোকবেষ্টিত হইয়া
 নানা দেশ হইতে দক্ষ্যবৃত্তি করিয়া
 মনুষ্য আহরণ করিত; নানা দেশ
 হইতে আপনায় অস্তিমত ত্রীলোক

এবং বর্ষসহস্রস্ত রাজ্যং কৃত্বা নরাদমঃ ।
 জয়াশিখিলসর্কীক্সো বলীপলিতকৃষিতঃ ॥ ১২১
 নিজ্জীবমভবৎ স্বানং সমস্তাদশযোজনম্ ।
 অথ মৃত্যুদিনং প্রাপ্তং রাজ্যস্তস্ত মহান্মনঃ ।
 মৃত্যুকালেহথ সন্ত্রাপ্তে স্নাতং কুমিগতং নৃপম্
 তস্ত চান্নচরায়ঃ সর্কৈ পরিবার্ণ্যোপতস্থিরে ।
 সুরাপঃ সচিবঃ প্রাহ কিং কার্যং মম চাদিশ ।
 অথ রাজা তথাশক্জো নির্গতায়ুস্তদার্কিতঃ ।
 নাভেরথস্ত কৌণাসুঃ কথঞ্চিৎকাক্যমুক্তবান ।
 ত্বং সর্ককালং দৈত্যৈস্ত প্রাহর প্রহরায়হ ॥ ১২৫
 ইত্যথোকো মমারাগো যমদূতাঃ সমাযুঃ ।

সংগ্রহ করিয়া আনিত ; কিছুকাল
 তাহাদিগের প্রতি পাশব অভ্যাত্যার
 করিয়া পরে তাহাদিগকে বধ করিয়া ভক্ষণ
 করিত । নরাদম সেই বিধৃত অরণ্যমধ্যে
 প্রায় সহস্রবৎসরকাল এইরূপে নরনারী
 হত্যা করিয়া অতি দুঃসহ রাজ্য করিল ।
 তাহার আবাসস্থানের চতুঃপার্শ্ববর্তী দশ-
 যোজন স্থান ক্রমে জীবশূন্ত হইয়া গেল ।
 এইরূপে অভ্যাত্যার করিতে করিতে তাহার
 বার্ক্যকাদুদশা উপস্থিত হইল, সর্কীক্স জয়া-
 শিখিল হইল ; মস্তক পলিতময় এবং সর্কীক্স
 বলীময় হইয়া গেল । অনন্তর সেই দুয়া-
 স্তার মৃত্যুদিন নিকটবর্তী হইল । অনন্তর
 মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে রাজা স্নাত হইয়া
 স্নাতলে শয়ান রহিয়াছে, তাহার অন্ন-
 চরবর্ণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহি-
 য়াছে, এমত সময়ে সেই সুরাপ মন্ত্রী তাহাকে
 বলিল “এক্ষণে কি করিতে হইবে, আদেশ
 করুন ।” রাজা তখন মৃত্যুশয্যাধি ; প্রাণবায়ু
 নাভির অধোভাগ ত্যাগ করিয়া কৌণভাবে
 বাহতেছে ; তখন সে অতিশয় যন্ত্রণাগ্রস্ত
 ও উত্থানশক্তিশূন্ত ; তথাপি অতি কষ্টে
 তাহাকে বলিল,—হে দৈত্যৈস্ত ! সর্কদাই
 আহর প্রহর (আহরণ ও প্রহার কর) ।
 ১১৫—১২৫ । এই কথা বলিতে বলিতেই
 সে শ্রাণ ত্যাগ করিল । অনন্তর যম-

বিচিত্রঃ বন্ধনে যতঃ চক্রস্তাভিনতৎপরায়ঃ ॥ ১২৬
 চূর্ণিতা বস্ত্রপাশাশ্চ হেতিদগশ্চ চূর্ণিতাঃ ।
 তদঙ্গাঙ্গস্পর্শমাত্রেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১২৭
 অথায়াতঃ স্বয়ং মৃত্যুঃ পাতশেঠেনমযোজয়ৎ ।
 মৃত্যুপাশমপি ছিন্নং বীক্য মৃত্যুরচিস্তয়ৎ ॥
 সর্কমর্ক্যমুতির্দৃষ্টা দৃষ্টা নৈতাৎদৃশী কচিৎ ।
 ইতিচিন্তাপরে মৃত্যো জালাবক্রঃ প্রতাপবান্
 বীরতজ্ঞেণ নির্দ্বিষ্টঃ সহসাগাচ্চ শূলকৃত্বৎ ।
 জালাবক্রমথালোক্য মৃত্যুকুণংপলাযযৌ ॥ ১৩০
 পলায়মানং তং দৃষ্টা মৃত্যুং বহিমুখস্তদা ।
 অয়ে রে চোর চোর ত্বং তিষ্ঠতিষ্ঠ ক যাত্তসি
 এনসো মুচ্যসে চোর শূলারোপণমাত্রতঃ ।
 এবমাত্যায় মৃত্যুং তং শূলপ্রোতমকল্পয়ৎ ॥
 শূলং স্বহৃগতং কৃত্বা ত্তান্ সংগ্রথ্য রজ্জুন ।

দূতগণ তথায় আগমন করিয়া তাড়নাপূর্বক
 তাহাকে বিচিত্রভাবে বন্ধন করিতে চেষ্টা
 করিল । কিন্তু তাহার গাত্র স্পর্শমাত্রেই
 তাহাদের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন হইল, অস্ত্র ও দণ্ড
 চূর্ণ হইয়া গেল । যত্ন বিফল হইল দেখিয়া
 যমদূতগণ অতিশয় আশ্চর্য্যাবিত হইল ।
 অনন্তর স্বয়ং মৃত্যু আসিয়া তাহাকে পাশধারা
 বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সে মৃত্যু-
 পাশও ছিন্ন হইল দেখিয়া মৃত্যু ভাবিতে
 লাগিলেন,—“অনেক লোকের মরণ দেখি-
 য়াছি, কিন্তু এমন মরণ ত কোথাও দেখি
 নাই ।” মৃত্যু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,
 এমন সময়ে প্রতাপশালী বহিমুখ বীর-
 তজ্ঞের আদেশে শূলহস্তে তথায় সহসা
 উপস্থিত হইল । অনন্তর মৃত্যু বহি-
 মুখকে দেখিয়া শীঘ্র পলায়ন করিতে
 লাগিলেন । তখন বহিমুখ তাহাকে পলা-
 য়ন করিতে দেখিয়া কহিল,—“অয়ে চোর !
 কোথায় যাস, দাঁড়া দাঁড়া, তোকে শূলে
 আরোপিত করিয়া পাপমুক্ত করি ।” এই
 বলিয়া বহিমুখ তাহাকে শূলবিন্দু করিল ;
 মৃত্যুকে শূলধারা স্বর্ষে বিন্দু করিয়া যমদূত-
 গণকে রজ্জু ধারা বন্ধনপূর্বক তাহাদিগের

পাদশূন্যলবিস্তস্তানাদায় নৃপমধ্যগাং ॥ ১৩৩
 বিমানবরমারোপ্য গীতবাদ্যশুশোভিতম্ ।
 বীরাস্তিকমধো গম্বা সর্কমন্মৈ স্তবেদয়ং ॥
 বীরভদ্রোহপি তৎসর্কং শঙ্করায়ামিতান্বনে ।
 নানামুনিগণৈর্দেবত্রাক্ষবিকুপুংসঃসঠৈঃ ॥ ১৩৫
 সেব্যমানায় দেবায় পার্কীভৌসহিতায় চ ।
 প্রপিপত্য নিবেদ্যথ শূলস্থং মৃত্যুমেব চ ॥
 তুষ্ণীং বভূব বিখাঙ্ক্য বীরভদ্রঃ প্রতাপবান ॥
 অগ্ন্যাননং বৌক্য শিবো বিগর্হয়ন
 কথং স্তম্ভৈতদগণ সাহসং কৃতম্ ।
 বিভেষি মৃত্যোর্ন কথং যমার্থিকাদ-
 বদন্ত সর্কং পন্নমার্গতো মে ॥ ১৩৭
 প্রণম্য তং বহুমুখোহিতিরোষা-
 মৃত্যুং সমালোক্য ননর্ক হর্ষাৎ ॥
 উবাচ চৌর্ধ্যং কৃতমেব মৃত্যুনা
 তদেষ শুলেহপি ময়া প্ররোহিতঃ ॥ ১৩৮

বিমোচ্যামাস শিবোহপি মৃত্যুং
 দূতানশেষায়িকজ্ঞস্চকার ।
 মৃত্যুং সমালোক্য শিবো বভাবে
 মন্নাম যেযাং মরণে সমাস্তে ॥ ১৩৩
 মচেতসামস্তধিয়াঞ্চ নাম
 হীনাঙ্করং বাধিকবর্ণযুক্তম্ ।
 মট্টমেব লোকং প্রদদামি সত্যং
 হনেন নাম প্রহরয়েতি ভাষিতম্ ॥ ১৩৫
 প্রশঙ্কমাভ্রং স্তম্ভিকং হরয়েতি
 পদপ্রদঞ্চ পদমীরয়ন্তি ।
 আয়াদমুংস্তং জপতো নমস্ত
 মদৌষব্যাক্যঞ্চ যমং বদন্ত ॥ ১৩৭
 নতিং যজিৎ কৌর্ভিমুপাতিমাম্ভিতা
 দাস্তঞ্চ কৈঙ্কর্যমথ ঋতিংবদাঃ ।

চরণে শূন্যল বন্ধন করিল; তাহাদিগকে
 এইরূপ বন্ধন করিয়া লইয়া সেই মৃত রাজার
 নিকটে উপস্থিত হইল এবং সেই রাজাকে
 উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করাইয়া গীত-বাদ্য
 করিতে করিতে বীরভদ্রের নিকটে গিয়া
 সমস্ত নিবেদন করিল। বীরভদ্রও অমি-
 তাক্ষা শঙ্করের নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত
 বলিলেন। তখন দেব শঙ্কর, পার্কীভৌর
 সহিত একাসমে অবস্থান করিতেছিলেন;
 ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও বহুবিধ মুনিগণ
 তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। বিখাঙ্ক্য
 প্রতাপশালী বীরভদ্র সেই মহেশ্বরকে প্রণাম
 করিয়া শূলস্থ মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত
 ঘটনা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।
 তখন সদাশিব বহুমুখের দিকে দৃষ্টিপাত
 করিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—“ওরে
 কহিমুখ! তুই এরূপ সাহস কার্য করিলি
 কেন? তোর কি মৃত্যুর ভয় নাই; তুই
 কি জাতিস না যে মৃত্যু যম অপেক্ষা অধিক
 কমতাপালী। তোর এ ব্যাপার কি?
 আমাকে খুলিয়া বল। তখন বহুমুখ

তাহাকে প্রণাম করিয়া মৃত্যুর প্রতি অতি-
 ক্রুদ্ধদৃষ্টি অর্গণপূর্বক আনন্দে নৃত্য করিতে
 লাগিল এবং সদাশিবকে কহিল,—হে
 ঈশান। মৃত্যু চুরি করিয়াছিল বলিয়া আমি
 ইহাকে শুলে আরোপিত করিয়াছি। তখন
 সদাশিব মৃত্যু ও অস্তান্ত যমদূতগণকে
 বন্ধনযুক্ত করিয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করি-
 লেন, এবং মৃত্যুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
 বলিলেন,—যাহারা মৃত্যুকালে আমার নাম
 উচ্চারণ করে, মদগতচিত হইয়াই কক্কক,
 বা অস্তগতচিত হইয়াই কক্কক, আর হীনা-
 ঙ্কর বা অধিক অঙ্কর যোগ করিয়াই বা
 আমার নাম উচ্চারণ কক্কক না কেন? যে
 কোনরূপে আমার নাম উচ্চারণ করিলেই
 আমি তাহাদিগকে আমার লোকে স্থান দান
 করি। এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে “হর” এই
 কথা বলিয়াছিল, তাহাতে আমার “হয়”
 এই নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, কেবল
 ‘প্র’ এই কথা অধিক বালগাছে। (তাহাতেই
 এ পাপযুক্ত হইয়াছে) তুমি আমার এই
 কথা যমকে গিয়া বল। আর এখন হইতে
 আমার নাম উচ্চারণকারীদিগকে দূর হইতে
 দেখিয়াই প্রণাম করিও। যাহারা বেদপাঠে

পঞ্চাক্ষর্যোক্তং শতরুদ্রিয়োক্তিং
 শিবস্ত কুর্যন্তি ন ত্তে বিচার্য্যাঃ ॥১৪২
 ময়ামরুদ্রাকবিভুক্তিধারণো
 মমাগ্রতো যন্ত পুরাণবক্তা ।
 সর্বেষু পাপেষুপি তেষু সংসু
 প্রশাস্ম্যহং নৈব যমাধিকারঃ ॥ ১৪৩
 যে চাপি পাপাধিতমায়িনো নরাঃ
 পরান্নবহ্নাদিবধুভূজশ্চ ।
 বারান্ণসৌমৃত্যুপরাশ্চ যে বৈ
 জীশৈলমর্ত্যশ্চ ন তে বিচার্য্যাঃ ॥১৪৪
 যুকাশ্চ দংশা অপি মৎকুণাশ্চ
 যুগাদয়ঃ কৌটপিন্ধীলিকাশ্চ ।
 সরীসৃপা বৃশ্চিকশুকরাশ্চ
 কাশীমূতাঃ শঙ্করমাদ্ধুবন্তি ॥ ১৪৫
 ইদং নাম গৃণন্ ধ্যানেদ্যমো বৈ হৃৎপদ্মমন্দিরে
 জিয়স্বকং বিরূপাক্ষং সোমং সোমার্জ্জুস্বপঞ্চ ।

দ্বিনেত্রকং জয়ীনেত্রং সোমহৃৎপ্যাগ্নিলোচনম্ ।
 তং নমস্কৃত্য দ্রব্ধো ভব যুতো্য। যমাজয়া ।
 অধীকর্য শিবপ্রোক্তং মৃত্যুস্তম্ভাং শঙ্করম্ ।
 নমস্তে দেবতানাথ নমস্তে দেবমুর্ধয়ে ।
 সর্বিজায় নমস্ভভ্যং পশুনাং পত্তয়ে নমঃ ।
 অথ দেবো মহাদেবো মৃত্যুং প্রাহ স্তুরং যুপ্ ।
 স্তোত্রোপানেন তুষ্টোহস্মি মৃত্যুক্ষয়মবাচত ।
 তদীয়ং পালয় বিভো মাঞ্চ শঙ্কর পাপিনম্ ।
 তথেষুত্যাঙ্ক। মৃত্যুমোশো গচ্ছ বৎসেতিচাজবীৎ
 যমলোকং গতঃ সোহহং যমায়্যশেষমুক্তবান্ ।
 শঙ্করবাচ ।
 য ইদং শৃণুয়ামিভ্যং পুণ্যাখ্যানমহস্তমম্ ।
 বিমুক্তঃ সর্বিপাপেভ্যো য়াতি শঙ্করসম্মিথিম্ ॥১৫২
 ইতি জীপাদ্যে পাতালখণ্ডে পূজামাহাত্ম্যাবর্ণনং
 নাম সপ্তাষ্টতমোঃখ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

রত থাকিয়া আমাদের প্রণাম, আমার পূজা, আমার কীর্ত্তি-বোধনা ও উপাসনা করত আমার দাসত্ব করে, আমার কিঙ্কর হইয়া অবস্থিত করে, “শিবায় নমঃ” এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে, শতরুদ্রিয় পাঠ করে; তাহা-দিগের সম্বন্ধে বিচার করিবার কিছুই নাই। যে ব্যক্তি আমার নামোচ্চারণ, রুদ্রাক্ষ ও তাম্র ধারণ করত আমার অগ্রে পূরণ পাঠ করে, তাহার সর্বিবিধ পাপ সম্বন্ধে তাহাকে আমি উদ্ধার করি; তাহার উপরে যমের অধিকার নাই। যাহারা কাশীধামে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা কপটাচারী পাপী? পরজীব ও পরবধূর হরণকারী হইলেও জীশৈলের (কৈলাস ধামের) মানব, তাহাদের সম্বন্ধে বিচার্য কিছুই নাই। কাশীধামে মৃত্যু হইলে যুক (উকুন) মৎকুণ (ছায়পোকা) মশক, পিপীলিকা, যুগাদি পত, সরীসৃপ, বৃশ্চিক ও শুকরাদি সকল জীবই শঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। ১২৬—১৪৫। যে ব্যক্তি আমার এই নামোচ্চারণ করে এবং চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি যাহার নেত্র, অর্ধচন্দ্রে যাহার শিরোভূষণ

সেই জয়ীনেত্র জিলোচন বিরূপাক্ষ ত্র্যম্বককে হৃৎপদ্মমন্দিরে ধ্যান করে; হে যুতো্য! তুমি আমার আদেশে দ্রব হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপসৃত হইও। অনস্তর মৃত্যু শিবোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবতানাথ! আপনাকে নমস্কার, হে দেবমুর্ধে! আপনাকে প্রণাম, হে সর্বিজ! আপনাকে নমস্কার! হে পত্তপতে! আপনাকে নমস্কার। অনস্তর দেব মহাদেব মৃত্যুকে বলিলেন,—হে যুতো্য! তোমার এই স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন মৃত্যু—তাঁহার নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন,—প্রভে! শঙ্কর! আমি পাপী, আমি আপনারই আজিত আমাকে পালন করুন। মহেশ্বর “ভুবাঙ্ক” বাক্যের পর ‘বৎস এক্ষণে গমন কর’ এই বলিয়া বিদায় দিলেন। মৃত্যুও যমলোকে গমন করিয়া যমকে সমস্ত কথা বলিলেন। শঙ্কু কহিলেন,—যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই অত্যন্তম পবিজ উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে

ঐতিহ্যমোহন্যায়ঃ

শঙ্করবাচ ।

অধাঙ্করপি নিরীতি প্রমদাখানমুত্তমম্ ।
 স্তুতয়া দেবরাতস্ত যৎ প্রাপ্তং নামকীর্তনাৎ ॥
 দেবরাতস্তুতা বালা কলা নামাতিরুপিণী ।
 ধনঞ্জয়মুত্তাসৌভাগ্যা শৌণস্ত ধীমতঃ ॥ ২ ॥
 তাবুভৌ নিয়ভৌ নিত্যং ধর্মে কপ্রবণৌভৌ
 লঙ্কবস্তৌ নিধিমথো গন্ধান্নানায় ভৌ গভৌ ॥
 প্রবাহপতিভে কুলে যুক্তিকানয়নায় ভৌ ।
 কুলাদাদায় মুদ্রোষ্টঃ দৃষ্টবস্তৌ মহাঘটম্ ॥ ৪ ॥
 রাজতং চৌর্ধুপাষণমথ শোনঃ প্রিয়াং বচঃ ।
 ইদমাহ কথং কার্য্যং কিং কর্তব্যং হি নো
 হিতম্ ॥ ৫ ॥

সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শঙ্করসম্মিধানে
 গমন করে ১৪৬—১৫২ ।

সপ্তযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৭ ।

অষ্টযষ্টিতম অধ্যায় ।

শঙ্কু কহিলেন,—অনন্তর আর একটি
 উত্তম রমণীয় উপাখ্যান বলিতেছি, সেই
 উপাখ্যানে দেবরাতের কন্যা মহেশ্বরের নাম
 কীর্তনে যে কল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (তাহা
 শ্রবণ কর) দেবরাতের পরমা স্তন্যদ্রী কন্যা,
 তাহার নাম কলা; ধনঞ্জয় নামক কোন
 ব্যক্তির পুত্র ধীমান শৌণ সেই কলাকে
 বিবাহ করিয়াছিলেন । সেই শৌণ ও কলা
 সাধুপ্রকৃতি ছিলেন; উভয়ে সর্বদা ধর্ম্মাচরণ
 করিতেন, সর্বদা সদাচারে কাল যাপন কর-
 তেন । একদা তাঁহার্য্য স্ত্রীপুরুষে গন্ধান্নান
 করিতে গিয়া এক নিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
 প্রথমতঃ তাঁহার্য্য স্ত্রীপুরুষে গন্ধান্নান
 করিতে গিয়া এক নিধি প্রাপ্ত হইয়া জল-
 প্রবাহের সন্নিহিত তীরপ্রদেশে যুক্তিকা আন-
 য়ন করিতে গিয়া সৌণ্যময় বৃহৎ একটী ঘট
 দর্শন করেন । সেই ঘট দর্শন করিয়া শৌণ
 প্রিয়াকে বলেন,—ঐ একটি সৌণ্যময় ঘট

ভাষ্যোবাচ ।

ন নারীমতমালস্য কিঞ্চিৎকার্য্যং সমাচরেৎ ॥
 ন চ নার্যা বদেদুত্তমপ্রিয়ং বা কথঞ্চন ॥ ৬ ॥
 যদি নারীসমকন্তু জ্বিণং দৃষ্টিমাপভেৎ ।
 বঞ্চয়ীত তথা নারীমীদৃশকীক্যসঞ্চয়েঃ ॥ ৭ ॥
 অস্মাভিন্ন হি সম্প্রেক্যং কিংবা তদ্রহিতিষ্ঠতি
 জ্বিণং চেন্ন সম্প্রেক্যং বাধোদর্কং ভবিষ্যতি
 অস্তাজাতস্ত যদি চেৎ কুতো জ্ঞানবিনশ্চয়ঃ
 অপ্রদৃষ্টাশ্বদানীং চেন্নিত্যুতঃ কোহপি তিষ্ঠতি ॥
 তিরোধানং ন কিঞ্চিচ্চেন্নায়য়া কোহপি
 তিষ্ঠতি ।
 ন চেম্মায়া মনুষ্যাণাং ক্লেত্রপালস্ত তিষ্ঠতি ॥
 ন হি চেত্তৈরবশ্চেহ তিষ্ঠতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।

দেখা যাইতেছে, এক্ষণে কি করা উচিত; কি
 করিলে আমাদের ইষ্ট লাভ হইবে । তদীয়
 ভাৰ্য্যা-কলা উত্তর করিলেন,—স্ত্রীলোকের
 পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা উচিত নহে ।
 স্ত্রীলোকের নিকট কোন গোপনীয় কথা
 বলিতে নাই; কোনরূপ অপ্রিয় কথাও
 তাহাকে বলা উচিত নহে । যদি স্ত্রীলোকের
 সমক্ষে অর্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে
 এইরূপ কথা বলিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিতে
 হইবে যে,—উহা আমাদিগের দেখা উচিত
 নহে; কি জানি উহাতে কি আছে? যদি
 উহা অবশ্য গ্রাহ্য অর্থও হয়, তথাপি উহা
 লওয়া উচিত নহে; কারণ যদি কেহ উহা
 রাখিয়া গিয়া থাকে ত, আমরা লইয়াছি
 জানিতে পারিলে পুত্র আমাদিগকে বিপদে
 পড়িতে হইবে । আমরা লইতেছি, ইহা
 সে জানিতে পারিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়
 কি? যাহার ধন, এক্ষণে আমরা তাহাকে
 সাক্ষ্য দেখিতে পাইতেছি না বটে; কিন্তু
 হয় ত সে এখানে কোথাও লুকাইয়া থাকিতে
 পারে । কেহ লুকাইয়া না থাকিলেও হয় ত
 কেহ দ্রষ্ট মনুষ্য ধর্ম্মবির অস্ত অর্থ দিয়া ফাঁদ
 পাতিয়া রাখিয়াছে । তাহা না হইলেও হয়ত
 এই স্থানের ক্লেত্রপালী ঐ অর্থ রাখিয়া

ন সোহপি চেমহাবাধা রাজ্ঞাং তত্র ভবিষ্যতি
ন চ জানাতি চেদ্রাজা ব্যবহারাদিসম্ভবঃ ।
স চেৎগুঢ়প্রকারেণ চোরবাধা ভবিষ্যতি ।১২
অপ্রমত্তস্ত ভবতো মহানর্যো ভবিষ্যতি ।
প্রায়ের্ণার্থবতাং নৃণাং ভোগলিপ্পোপজায়তে ।
ভোগান্তোগান্তরেচ্ছা চ সর্কাকুষ্ঠাননাশিনী ।
জানাতি যদি নারী স্বং ভাবযোগগতং তথা ।
নারী স্বতন্ত্রতামেতি যোযাসকপ্রকাশিনী ।
য়োহেবিশ্বাসতাংযাতি তদা দোষঃপুরোধিতঃ

গিয়াছে। ১—১০। যদিও তাহা না হয় ত
ঐ অর্থের মালিক (স্বাধিকারী)
কোন তরফের অঙ্গরাকস এই ধানে
গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাও
যদি না হয়; তথাপি এই অস্বামিক অর্থ
আমরা লই কিরূপে? অস্বামিক অর্থে ত
রাজার অধিকার; আমরা এই অর্থ লইয়াছি,
জানিতে পারিলে, রাজা আমাদিগকে অতি-
শয় বিপদে ফেলিবেন। যদি বল, রাজা
ত জানিতে পারিতেছেন না; তবে আর
বিপদ কি? কিন্তু জানি কি? যদি কোন-
রূপে গোপনে রাজা জানিতে পারেন, তাহা
হইলে আমাদিগকে চোর বলিয়া ধরিবেন।
এই অর্থ লইয়া কোনরূপে অসাবধান হইলে
সহাবিশদে পড়িতে হইবে। বিশেষতঃ
অর্থবান সহস্রাবিগের প্রায়ই সেই লক্ষ অর্থের
ভোগবাসনা হইয়া থাকে। সেই অর্থ ভোগ
করিতে করিতে অল্প ভোগের ইচ্ছা আসিয়া
পড়ে,—যে ইচ্ছায় সকলপ্রকার সদহুষ্ঠান
একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। প্রীলোকে যদি
পুরুষের মনোগত ভাব এবং সমস্ত কার্য-
কলাপ জানিতে পারে, তাহা হইলে একে-
বারে স্বাধীন হইয়া বসে; হয় ত কোন
সময়ে ক্রোধের বশে স্বামীর গুপ্তবিবরণ
সাক্ষত অর্থের কথা অপরের নিকটে প্রকাশ
করিয়া ফেলে। এইরূপে অনিষ্ট ঘটাইতে
পারে বলিয়া প্রীলোককে বিশ্বাস করিরা কোন
কথা বলিতে নাই, ইহা পূর্বেই ভেদ্যার

বিশ্বাসিনী চ বিশম্ভঃ প্রবাসে চান্তচিত্ততা ।
বিশাস্তাজ্জায়তে স্ত্রীণাং নামাবিধি বচেষ্টতা ।১৬
যং কপিৎ পুরুষঃ দৃষ্টা যুবানং শ্রীতিতাপভেৎ
শ্রীত্যা সজায়তে যোগো যোগাঐম্মধুনসম্ভতিঃ ।
সততং মৈধুনে জাতে বিশস্তান্তরমাণচেৎ ।
ভবতা বা তথা পূর্নঃ ভুক্তেহদানীককুজ্যতে
কাং প্রতীচ্ছা তবদানোঃ শ্রীতিঃ কস্তামথাপি বা
কা বিদম্ভঃ সুসংনিধা পুরুবাদস্ততশ্রেৎ ।১৭
যোহব্রবোধ বাক্যং তাং যদি জয়ামমধ্যমে ।
সর্কমেব তথা বাচি নান্তথা বাক্যমুচ্যতে ।২০
ইখং প্রহৃষ্টতাং যাতা তথা রূপান্তরেণ চ ।
অব্যমাদায় স্বং কিঞ্চিদম্ববর্ধেৎ স্বতন্ত্রতঃ । ২১
স মায়সিক তাং অব্যং গৃহীত্বা পাতায়ষ্যতি ।
অথ পূর্নপতিবুো প্রবিশেরাগুতক্ষণিম্ । ২২
বৈধব্যে জীবনং সর্কং ধর্ন্যঃ মে ভবিষ্যতি ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা বৈধব্যে সমুপস্থিতে ।২৩
যোনিকণ্ডং সমাসাদ্য দিবা বা যদি নিশি ।
একান্তস্থানমভ্যেত্য বিবৃত্য স্বনং ভগন্ম্ ।২৪
ইদমুচে বচো হুঃখাত্তপহৃৎকরা সতী ।
কিং স্বয়া বৈ কৃতং যোনে কিংবা পাপমুপাশ্রিত্য
শিশ্নস্ত বাধবা পাপং যদ্বদন্তবৎশনাৎ ।
বচ কর্কটকৃতং পাপং মাছুকসেবাববন্ধনাৎ ।
অতোহপি কণ্ডমুচুতো প্রবেশয়েদধাচুলিম্ ।

নিকটে বলিয়াছি। বিশেষতঃ প্রীলোককে
বিশ্বাস করিলে সেও পুরুষের উপরে বিশ্বাস
করিয়া থাকে; তখন সে ভাবে 'যদি আমি
গোপনে কোন ত্রুক্ষর করি, তাহা হইলে
আমার স্বামী তাহাতে আমার উপরে কোন
শকা করিবে না।' এইরূপ বিশ্বাস থাকায়
স্বামীকে সে আর তত ভয় করে না, স্বামী
বিদেশে গমন করিলে অল্প পুরুষের প্রতি
স্বরূপ প্রকাশ প্রতীতি নানাপ্রকার কুকার্য
করিতে পারে। তখন সে যে-কোন বুধা
পুরুষ দেখিলেই প্রীতি অহুভব করে, এই-
রূপে প্রীতিলাভ করিতে করিতে হয় ত
একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল;
এইরূপ সাক্ষাতে তাহার সহিত দেখে

বিচিহ্নচেষ্টাং কৃৎবা তু কণ্ডুবৃক্ষেরতঃ পরম্ ॥২৭
 মর্দয়িত্বা করাভ্যাং তৎসম্ভাভ্য চ বিবৃত্য চ ।
 অসকৃৎকৃতী পানৌ বিবৃতাস্তিত্বঃখিতা ॥২৮
 খট্টাকার্তমখালিক্য স্তনপীড়ং যথাক্রিয়ম্ ।
 অথো বিচিহ্নচিত্ত্বং ততঃ প্রাহুইতা তবেৎ ।
 অথবাহি পুরে হিহ্মা সাকং ব্যবহৃতঞ্চ যৎ ।
 আলস্য বেশ্মনি নিশি সন্ধ্যায়ঃ বিশিখানু চ
 কৃৎবাত্তবেশমানানং যৈঃকৈরপ্যাপভূজ্যতে ॥৩১
 যথাবাধ্যপ্রভাবেণ শক্তিঃ যোগ্যমাহরয়েৎ ।
 অজাতং চ গৃহং গম্বা রময়েদেব নিশ্চিতম্ ॥৩২
 নারীসমকং লকে তু জ্বিণে হেতৃদিয্যতে ।
 তন্মায়মপি ভবতো ন বিচারপ্রয়োজনম্ ॥৩৩
 শৌণ উবাচ ।

এবমেতন্ন সন্দেহো গচ্ছ স্বঃ তিষ্ঠ দূরতঃ ।
 মলমুক্তবিসর্গীর্থে হিহ্মা গচ্ছামাতঃ পরম্ ॥ ৩৪
 তস্যাং গত্যায়ং শৌণোহপি বস্ত্রবণ্ডং বকল্পয়ৎ
 ঐকৈকস্বঃস্তথা খণ্ডে হুগ্রহীদ্বজ্বিণং বহু ॥৩৫
 সৈকতে স্ববরং জাম্বুদ্বয়ং কৃৎবা তত্তদ্বতঃ ।
 হিহ্মাঃ ধনঃ পৃথগিহ্ম বিষ্ঠাং চক্রে ততোপরি ।

টম অবস্তভাবী । * স্ত্রীলোকের সমক্ষে
 অর্ঘ্যলাভ করিলে পরিণামে এই রূপ
 ঘটে । অতএব আমার পরামর্শ গ্রহণে
 আপনাদি প্রয়োজন নাই ১১—৩৩ । শৌণ
 কহিলেন,—তাঁহাই বটে, তাঁহাতে কোন
 সন্দেহ নাই ; সে বাহা হটুক, এক্ষণে তুমি
 এস্থান হইতে গিয়া দূরে থাক । মল-মুক্ত
 ভ্যাগ করিবার ক্ষম্ত আমাকে এখানে কণ
 কাল থাকিতে হইবে, তাঁহার পরেই যাউ-
 তেছি অনন্তর কলা স্বামী কথামত সে
 স্থান হইতে চলিয়া গেলে শৌণ একখানি বস্ত্র
 খণ্ড বহু করিয়া এক এক খণ্ডে সেই প্রচুর
 ধন পদ্মনপূর্ণিত সেই গঙ্গানীরের মালুকমঃ

বস্ত্রাধায়ঃ ঘটং তঞ্চ প্রতিচিক্ষেপ কুজচিৎ ।
 সর্ষমজাতবৎ কৃৎবা মানায় প্রথযৌ মুনিঃ ॥ ৩৭
 তস্মা ভাৰ্য্যা ততঃস্নানংকৃৎবা সম্পূজ্য পার্শ্বতীম্
 গচ্ছেতিভর্জী সা প্রোক্তা স্ববেশ্মাত্যগমৎসতী
 এতামেকাবিনীং জাত্বা মারীচো নাম রাক্ষসঃ
 তর্করূপসখায়ায় কলামেতত্ত্বগাচ হ ॥ ৩৯
 মারীচ উবাচ ।
 সৰ্গগোদাবরীতীরে পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
 জাকারামমিতি প্রোক্তং স্বত্র ভীমঃ স্বয়ং হিতঃ
 স্তুতিমুক্তিপ্ৰদো নুণাং স্ররণাৎ পাপনাশনঃ ।
 তত্র গচ্ছাবহে শীত্রং স্বস্ত্র নির্ঘচ্ছ স্তুন্দরি ।
 কলোবাচ ।
 ইদানীমভিবেকায় প্রবৃত্তো নাভির্ষিক্তবান ।

প্রদেশে জম্বুপ্রমাণ গর্ভ করিয়া তাহাতে
 নিক্ষেপ করিলেন ; পরে সেই গর্ভ মুক্তিকা
 দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি মল ভ্যাগ
 করিলেন এবং সেই ঘট কোথাও নিক্ষেপ
 করিলেন । সেই মুনি শৌণ,সকলের সঙ্গত-
 সায়ে এই কার্য সমাধা করিয়া স্নান করিতে
 গমন করিলেন । এদিকে শৌণভাৰ্য্যা কলা
 স্বামীর নিবট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অস্ত্র
 এক ঘাটে স্নান করিয়া পার্শ্বতীর পূজা করি-
 লেন ; স্বামীর নিকটে বাটীতে ফিরিয়া
 আসিবার অন্তিমতি পাইয়াছেন বলিয়া তিনি
 স্নান-পূজার পর স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা না
 করিয়া একাকিনী বাটীতে আসিতে লাগি-
 লেন । তাঁহাকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া
 মারীচ নামক এক রাক্ষস তাঁহার স্বামীর রূপ
 ধারণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া তাহাকে বলিল,
 মারীচ কহিল—গোশবরী নদী নীরে পবিত্র
 পাপনাশী এক রমণীয় জাক্ষাধনন আছে,
 যদায় ভীম শিব স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন,
 এবং ষাঁগব স্ররণ মার্কটী মনুষ্যাদিগের পাপ
 নাশ স্বভোগ ও মুক্তলাভ হইয়া থাকে ;
 হে স্তুন্দরি । তুমি শীত্র আইস, আমরা
 সেই উদ্যানে গমন করি ৩৪—৩৯। কলা

* ৩৩: "১৮" স্থান হটুকে ৩২শ: স্থানক
 পর্ষাক্ষর অস্ত্রবান এস্তলে সেন প্রদত্ত স্ট
 মা; অত্র সংস্কৃতজ ব্যক্তিঃ সুল্যাংশ পাঠ
 করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন ।

কথমেতাদৃশং স্বঃ হি পূর্বান্নুক্তং বদিস্যসি ॥৪২
প্রকৃতেরস্তুখাভাবমুৎপাতঃ বিভ্রুকন্তমাঃ ॥ ৪৩
মারীচ উবাচ ।

ভর্তুরপ্রতিকূলস্বঃ নারীগাং ধর্ম উচ্যতে ।
প্রতিকূলান্নুকূলা বা মম শীঘ্রং বদস্ব তৎ ॥ ৪৪
ভূক্ষীঃ ভূষাথ সা সাক্ষী তর্কেষুভ্যেব বিচার্য
তম্ ।
নির্ধয়ো তেন সা বালা বনমধ্যে গতা সতী ।
অথ মধ্যাহ্নকালোহসৌ ক্রিঃভামাহ্নিকক্রিয়া ।
রাকসসোহথ বচঃ স্তম্বা নাহুষ্ঠানস্থলং স্থিহ ॥৪৬
যত্র তত্রান্তি গন্তব্যামিতো গচ্ছাবহে ততঃ ।
কিঞ্চিৎপ্রদেশং গম্বা তু গুহাং বীক্ষ্য সরস্বথা
ইহ স্থানং হি মে স্বাতুং কার্যং নানমথাবদৎ

উত্তর করিলেন,—ভূমি এইমাত্র স্নান
করিতে আরম্ভ করিলে, এখনও তোমার
স্নান করা হয় নাই; আর এই দ্রাক্ষা-
কাননে যাওয়ার কথাও ত অগ্রে বল
নাই; তবে সহসা এইরূপ প্রস্তাব করিতেছ
কেন? তোমার কি মতিভ্রম হইয়াছে?
সাদৃগণ বলেন—এরূপ মতিভ্রম হওয়া
বড়ই আনষ্টকর। মারীচ রাকস (কোপ
প্রকাশ করিয়া) কহিল,—স্বামীর প্রতিকূলতা
আচরণ না করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম। তুমি
আমার প্রতিকূলা কি অনুকূলা, তাহা শীঘ্র
বল। তখন সেই সাক্ষী বালিকা তাহার
কথার কোন উত্তর করিতে না পারিয়া
তাঁহাকে আপন স্বামী স্থির করিয়া তাহার
সঙ্গে বনমধ্যে গমন করিলেন; বনমধ্যে
গমন করিয়া সেই স্বামিহিতাকাঙ্ক্ষণী কলা
তাঁহাকে কহিলেন,—“মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত,
মধ্যাহ্নসন্ধ্যা কর।” তাহা শুনিয়া রাকস
উত্তর করিল,—এস্থান সন্ধ্যাহ্নিকের উপ-
যোগ্য নহে, অস্ত্র কোন উত্তম স্থানে গিয়া
সন্ধ্যাহ্নিক করিব, এখনও আমাদিগকে কিছু
দূর বাইতে হইবে, অতএব আইস যাই।
এই বলিয়া রাকস তাঁহাকে লইয়া আরও
কিছু দূর গমন করিয়া এক গুহা গমনোন্নত

ইভ্যুক্ষা সরসি স্নাত্বা কলাহারঃ প্রকল্প্য চ ।
ভোজনাবসরে প্রাপ্তে কলা দধ্যাধুমাং শিবম্
অয়ং ধবো মম ন বা ইতি ধ্যানপরাভবৎ ।
অথ ধ্যানেন তৎ চোরং নিশ্চিত্য চ পতিব্রত-
ভীতাতিনন্দবদনা স্বপ্নপূর্ণমুখী তদা ।
কষ্টমাগতিতং পাপমিত্যুক্ষা ম্পিপাত চ ॥ ৫০
কন্যায়ৈ তামথো দৃষ্ট্বা রাকসঃ পাপনিশ্চয়ঃ ।
ধর্মিত্বং তাম্ভাষ্যেতে ন চৈতদ্বধং প্রতি ।
বলাৎকারমথা কর্তুং পতনানেন তু রাকসে ।
আলাহ্নান্নাভিপর্ষ্যন্তং শৈলং স্থানমকল্পয়ৎ ॥৫২
শিলাসমভববস্ত্রং রাকসো বীক্ষ্য তামথ ।
ইত্যেবং তাঃ হনিষ্যামি খাদরিষ্যাম্যতঃ পরম্
ইভ্যুক্ষা ভ্রামরিষ্যাসিঃ শিরশ্ছেদুং প্রচক্রেমে
কলাহং মৎপতির্জ্ঞাত্বা শাপং দাস্তাত্ মা হয় ।
ইভ্যুক্ষমাভে বচস শিরশ্ছেদে রাকসঃ ।

দেখিয়া বলিল, এই স্থানেই আমাদিগকে
থাকিতে হইবে, অতএব এই স্থানেই স্নান
করি, এই বলিয়া সেই রাকস সরোবরে স্নান
করিয়া কল ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার
আহার করিবারদুসময়ে কলা উমাষহেবের
ধ্যান করত “ইনি আমার স্বামী কি না” এই-
রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪২—৪৩।
অনন্তর পতিব্রতা কলা ধ্যানবলে তাঁহাকে
চার প্রবঞ্চক বলিয়া জানিতে পারিয়া ভয়ে
বদন অবনত করিলেন; তখন তিনি অক্ষ-
পূর্ণমুখী হইয়া হায় কি সর্বনাশ! (কি পাপ)
এই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পাপ-
বুধি রাকস তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া
তাঁহার প্রতি পাশব অভ্যাচার করিবার
উপক্রম করিল। কিন্তু সে রাকস বলপূর্বক
তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বাইয়া পাঁতত
হইল। এদিকে সেই সাক্ষীর জাহ্ন হইতে
নাভ পর্যন্ত স্থান পায়াম্বর হইল এবং
বস্ত্রও পায়াম হইয়া গেল। অনন্তর
রাকস তাঁহাকে ভদবস্ত্র দেখিয়া তাহূশ
অভ্যাচারে অসমর্থ হইয়া “তোমাকে মারিয়া
খাইয়া ফেলিব” এই বলিয়া অসি ধূরা-

প্রাপ্তায়াঃ হৃৎপিং তন্ত্রাম্ব শৈবাঃ সমাগতাঃ
 হৃষ্টা বিচিঞ্জাতরপাঃ সর্কায়ুধধরাঃ শুভাঃ ॥৫৬
 এনাং বিমানমারোপ্য শিবলোকমুপাগমন্ ।
 উমান্যতাং গিরিসুতাং হর্ষণে প্রাপ্তিপূজ্য চ
 বপাদ্রাণতাং শুদ্ধানুমা বাক্যমভ্যবত ॥ ৫৭
 পাতিব্রতৈম তে তুষ্টা ভূতীষ্টং প্রদদামি তে
 কলোবাচ ।

দাসীভাবং প্রবক্ষ্যে বৎ স্বপাদান্যজং মম প্রিয়ম্
 প্রার্থিত্যঃ কিম্বৈত্বর্কর্যভক্তখাংস্তি শিবাবরবাং
 ইন্দ্রাদিবিনীতান্তিঃ সা পূজিতাং কলানিধিঃ ।
 এতন্নিরন্তরে প্রাপ্তঃ শৌণে মুনিরথো গৃহম্
 ন তত্র হৃষ্টা ভাং ভার্য্যাং ধ্যানযোগপরে হভব

ইয়া তাঁহার মন্তক ছেদনে উদ্যত
 হইল। “আমি কলা; আমার স্বামী
 জানিতে পারিলে তোমাকে অভিসম্পাত
 করিবেন, আমাকে—“মা হর” হরণ
 করিও না, এইরূপ বাক্য সেই রমণীর
 মুখ হইতে উচ্চারিত হইবারাত্রই রাক্ষস
 তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। সেই কলা এই-
 রূপে অপমৃত্যু প্রাপ্ত হইলে বিচিত্র অলঙ্কারে
 বিভূষিত শিবদূতগণ সকল প্রকার অস্ত্র শস্ত্র
 লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে
 ধিয়ানে আয়োজন বরাইয়া শিবলোকে
 লইয়া গেল। পর্বতনন্দিনী সেই পাদনতা
 সাধ্বী পুংসভাবা শৌণপত্নীকে পরমানন্দে
 সমাদর করিয়া কহিলেন,—আমি তোমার
 পাতিব্রতের যার পর নাই সম্ভট হইয়াছি;
 এই কারণে তোমাকে অভিমত বর দিতে
 ইচ্ছা করি। ৫—৫৮। কলা কহিলেন,—আপ-
 নার পাদপদ্ম আমার অতি প্রিয়, অত-
 এব বাহাতে আপনার পাদপদ্মের দাসী
 হইতে পারি, তাহা করুন, তন্নির আমার
 অত কোন প্রার্থনা নাই। পার্বতী “তথাস্ত
 বলিয়া তাঁহাকে আপনার দাসীত্ব প্রদান
 করিলেন। সেই সাধ্বীরূপ কলা, ইন্দ্রাদি-
 দেব-কামিনীগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া তথায়
 অবস্থিত করিতে লাগিলেন। এদিকে

রক্ষোহতাং যুতাং প্রাপ্তাং শিবলোকমুমাং
 প্রতি ।

উমান্তবরা চাপি দৃষ্টবান্ জ্ঞানচক্ষুযা ॥ ৬১
 কিঞ্চিদুঃখমুখচিত্তং পরাবৃত্য মুনিস্তলা ।
 শব্দরং গতবান্ সৌহৃদ দেবরাতং মুনীশ্বরঃ ।
 নিবেদ্য সর্কং সহিত্তে বিশ্বামিত্রমগামুনিম্ ॥
 নিবেদ্য তদ্বশিষ্ঠস্ত বশিষ্ঠোহপ্যাহ তান্ মুনীন
 গতা কৈলাসমাদৌ তু দৃষ্টা দেবং মহেশ্বরম্ ॥
 অমুজ্ঞাং শিবতো লজ্জা পার্বতীমন্দিরং গতঃ
 দেবৈব্য বিজ্ঞাপ্য তৎসর্কং যথার্থং প্রবদামি তৎ
 তথৈতু্যক্তা মুনিবরাঃ কৈলাসং শঙ্করালয়ম্ ॥
 গতা প্রণম্য দেবেশং বীরভদ্রেণ পূজিতাঃ ।

কলার স্বামী শৌণমুনি নানাস্তে বাজীতে
 আসিয়া ভার্য্যাকে কোথাও দেখিতে না
 পাইয়া তাঁহার সন্ধান লইবার জন্য ধ্যানস্থ
 হইলেন; পরে ধ্যান বলে জানিতে পারি-
 লেন,—কলা রাক্ষস কর্তৃক হৃত হইয়া
 তাহার হস্তে প্রাণত্যাগপূর্বক শিবলোকে
 উমার নিকট গমন করিয়াছেন এবং উমার
 নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থিত
 করিতেছেন। মুনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সমস্ত
 অবগত হইয়া কিছু দুঃখিত হইলেন, পর-
 ক্ষণে প্রকৃষ্ণত হইয়া নিজ শব্দরং দেব-
 রাতের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বলি-
 লেন; পরে শব্দরকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বা-
 মিত্রমুনির নিকটে গমন করিলেন। বিশ্বা-
 মিত্রমুনির সাহায্যে বশিষ্ঠমুনির নিকটে
 সেই সংবাদ বলিলেন; বশিষ্ঠ আবার
 সে সংবাদ অপরাপর মুনিদিগের নিকট
 প্রকাশ করিয়া বলিলেন—“প্রথমতঃ কৈলাসে
 গমনপূর্বক দেব মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ
 করিয়া তাঁহার অমুমতি লইয়া পার্বতীর
 মন্দিরে গমন করত তাঁহাকে যথার্থ কথা বলা
 যাউক। ৫২—৬৫। সেই প্রধান মুনিগণ
 বশিষ্ঠদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সকলে
 মিলিয়া কৈলাসে শিবধামে গমন করিয়া
 বীরভদ্রের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করত

রি স্বাপনামা হুঃ শৌণভাৰ্ঘ্যা হুঃ তি চ ।
 শিবঃ প্রাহ মুনীজ্ঞানস্তান জ্ঞাতমেব ময়া বিদম্
 অকালমরণং তস্মা আয়ুর্ধ্বশতং স্থিতম্ ।
 অকালমৃত্যুযুক্তানাম পুনর্জীবনমস্তি চ । ৬৮
 দশপুর প্রসবিনী রূপসৌভাগ্যবত্যাপি ।
 ভবন্তিরিতি নিশ্চিত্য সমাগতমিহ দ্বিজাঃ । ৬৯
 যমলোকগতানাস্ত সৰ্বমেতদ্বিনিশ্চিতম্ ।
 মম লোকগতানাস্ত গতিরজ্ঞা ন বিদ্যাতে ॥ ৭০
 অনয়া কীর্তিতং নাম প্রাণনির্গমনে পুরা ।
 নিষ্ঠা যমলিপিঃ স্পষ্টা কথমায়ায়ানির্ঘরঃ ।
 অথবা গিরিজায়ৈ ন বিবেদয়ত কুৎসনশঃ ॥ ৭১
 অথ তে পার্শ্বভীপাদদর্শনার গতা দ্বিজাঃ ।
 প্রণম্য মাতরং সৰ্বৈ বিখামিতোহববীদিদম্ ॥

মহেশ্বরের নিকট উপনীত হইলেন এবং
 তাঁহাকে প্রণাম করিয়া “শৌণভাৰ্ঘ্যা অপহৃত
 হইয়াছে” এই বার্তা নিবেদন করিলেন ।
 অনন্তর সদ্ধাশিব সেই মুনীশ্রগণকে উত্তর
 করিলেন,—“আমি সমস্তই অবগত আছি ;
 শত বর্ষ আয়ুঃসম্বন্ধে তাহার অকালমৃত্যু
 হইয়াছে । যাহাদের অকালমৃত্যু ঘটে,
 তাহারা পুনর্জীবিত হইয়া থাকে । হে দ্বিজ-
 গণ ! এই সুন্দরী শৌণভাৰ্ঘ্যা স্বামি-
 সৌভাগ্যাশালিনী দশপুরবতী, ইহা নিশ্চয়
 করিয়াই তোমরা এখানে আসিয়াছ ; কিন্তু
 তাহারা যমলোকে যায়, তাহারাই আয়ু
 থাকিলে কিরিয়া আসিতে পারে । কিন্তু
 আমার এই লোকের ত সে নিয়ম নাই ;
 মর্দীয় লোকে বাহারা আপমন করে,
 তাহারা আর প্রতিনিরূত হয় না । ৬৬—৭০ ।
 বিশেষতঃ এ প্রাণ পরিত্যাগকালে মর্দীয়
 মাত উচ্চারণ করিয়াছে, এবং ইহার ললাটে
 বয়লিপিও সুস্পষ্ট ছিল, সুতরাং ইহার
 আয়ু নির্ণয়ই বা কিরূপে করিবে ? (আমার
 নিয়ম অনুসারে ইহার পুনর্জীবন সম্ভবে না)
 তবে পার্শ্বভীর নিকট গিয়া সমস্ত বল,
 (তিনি যদি মত করেন ত হইতে পারে) ।”
 অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ পার্শ্বভীর পাদপদ্ম

দীনানাথকৃশাভাৰ্ঘ্যা-প্রনষ্টপিচ্ছকান্ শিশুন ।
 রক্ষয়িত্বা পুরা মাতৃরিষ্টদা ত্বং সদা হৃভুঃ ॥ ৭০
 কলা পৌত্রী মমৈবেয়ং স্বামারাধ্য পতিং স্বম্
 শৌণং লক্ষবতী মাতস্তৎপুত্রারাঃ কলঃ স্বিদম্
 তপসা লভ্যতেহপর্ণে দানেন যদি বাপি চ ।
 ব্রতোপবাসৈসয়থবা কলা সা লভ্যতে ময়া ॥ ৭১
 এতয়া পরিবষ্টার্নং ভোকুমিচ্ছামি তং কথম্ ।
 পার্শ্বভাৰ্ঘ্যা চ ।
 বাহুশী চৈব তে ভাৰ্ঘ্যা তাদৃশী দীয়েত ময়া ।
 নৈনাঃ ত্যাক্তুমহং শক্তা কিংবা ত্বং মন্তসে মুনৈ
 বিশ্বামিজ উবাচ ।
 মাতা স্বমিত্যেব ময়া ক্বশিক্তময়ীরতম্ ।
 শৌণো মুনিয়মং মাতস্তব বিজ্ঞাপয়িষ্যতি ॥ ৭৮

দর্শনের নিমিত্ত গমন করিলেন । তাঁহারা
 সকলে তাঁহাদের মাতৃস্থানীয়া পার্শ্বভীকে
 প্রণাম করিলেন । তাঁহাদের অগ্রণী হইয়া
 বিশ্বামিজ তাঁহাকে বলিলেন,—মাতঃ !
 আপনি পূর্বে কত দীন অনাথ দুর্বল
 বিপত্রীক ও পিতৃহীন শিশুদিগের রক্ষা
 করিয়া সৰ্বদা তাহাদিগকে অতীষ্ট প্রদান
 করিয়াছেন । এষ্ট কলা আমার পৌত্রী, এ
 আপনাকে আরাধনা করিয়া ঐ শৌণকে
 পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে । মাতঃ ! ইহা
 আপনাকে পূজা করায়ই ফল । হে দেবি
 অর্ণে ! সম্প্রতি কলাকে কি প্রকারে পুনঃ
 প্রাপ্ত হইব, কিরূপ তপস্বা, দান, ব্রত ও
 উপবাস করিলে এই কলাকে পাইতে পারি,
 কলা কর্তৃক পরিবেশিত অন্ন আমি ভোজন
 করিতে ইচ্ছা করি ; আমার এই ইচ্ছা
 কিরূপে পূর্ণ হইবে ? ৭১—৭৬ । পার্শ্বভী
 উত্তর করিলেন,—তোমার জন্ম বেরপ
 নারীর প্রয়োজন হয়, তাহা আমি দিতে
 পারি, কিন্তু হে মুনৈ ! এই কলাকে আমি
 কিছুতেই ছাড়িতে পারি না । বিশ্বামিজ
 পুনর্বার বলিলেন,—আপনি মাতা, তাই
 আপনাকে নিঃশঙ্কভাবে বলিলাম ; মাতঃ !
 এই শৌণমুনি উপস্থিত আছেন, ইনি আপ-

শৌণ উবাচ ।

ভাবেন ভার্ঘ্যাং প্রতি মে শ্রীতিরত্নাত্মকটা সতি
সৈব মে দীয়তাং ভার্ঘ্যা চাত্মথা মরণং ভবেৎ
পার্বত্যাবাচ ।

ভার্ঘ্যাপতী সমাবেব বিবসৌ তু বিগর্হিতৌ ।

ভব চাসদৃশী চেয়ং সদৃশীং প্রবদাম্যহম্ ॥ ৮০

ন চ ময়ান্দরং প্রাপ্তাং ত্যাক্যে বেহবিবর্জিতাম্
শৌণ উবাচ ।

যদি নো দীয়তে চেয়ং ভাধ্যামস্তাং মম প্রিয়াম্

রাজ্যং মহেশ্বরে ভক্তিং প্রযচ্ছ বরনুত্তমম্ ॥

ভবিষ্যতোবমেবৈতদিত্যুক্ষা চাত্রবীণ্মুনীম্ ।

ভোক্তব্যমিহ যুস্মাভির্ষ্মাম্শ্বিন্ দিবসত্রয়ম্ ॥ ৮৩

প্রতীক্ষুবারে দেবস্ত মহেশশস্ত্রৈব তুষ্টিয়ে ।

ভোজনীয়াঃ সদাকালমঠৌ বিপ্রা মুনীশ্বর ॥ ৮৪

ইচ্ছয়া বজ্র কুত্রাপি ব্রতভেত্তপুত্রমেৎ ।

বৎসরে পরিপূর্ণে তু মহারাজতমীশ্বরম্ ॥ ৮৫

চত্বর্নিকপ্রমাণেন তদর্ক্টেনৈব কারয়েৎ ।

শেতবস্ত্রযুগং স্মৃতং চামরে ব্যাজনে তথা ॥ ৮৬

পাতুকোপানহং ছত্রং সর্কং বিশ্লে নিয়োজয়েৎ

শশক্ত্যা দক্ষিণাং দক্ষা ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জয়েৎ

এতদ্দৃশ্যপনে কুর্ঘ্যানাদৌ মথ্যে তথা স্মৃধীঃ ।

দিনে দিনে তথা পূজা সোমস্ত পরমাশ্রমঃ ॥

তৎপুরুষস্ত বিদ্যাধে মহাদেবস্ত ধীমহি ।

ভরো ক্রমঃ প্রচোদয়ান্ ইতি পূজামতঃ ॥ ৮৯

যতিলে পূজয়েদেবং প্রতিমারামথাপি বা ।

একভক্তঃ স্বয়ং কুর্ঘ্যান্দ্রক্ষর্ধ্যসমর্ষিতঃ ॥ ৯০

এতৎ সোমত্রতং শ্রোক্তং শিবতুষ্টিপ্রদং শুভম্

য এবং কুক্ষে ভক্ত্যানারী বা পুরুষো-

হপি বা ॥ ৯১

ছায়েব শক্লরশাসৌ নিত্যমেবানুবর্ততে ।

নাকে মনের কথা বলিতেছেন । পরে

শৌণ কহিলেন,—মাতঃ ! সেই ভার্ঘ্যার

প্রতিই আমার একান্ত আসক্তি, তাহাকেই

আপনি প্রদান করুন, নতুবা আমার মৃত্যু

হইবে । পার্বতী বলিলেন,—বামী ও স্বী

পরম্পর অনুরূপ হওয়া উচিত, নতুবা নিষ্কার

বিষয় হয়; সেই জন্ত বলিতেছি,—এই

কলা তোমার অনুরূপ নহে, তোমাকে

তোমার অনুরূপ ভার্ঘ্যা প্রদান করিতেছি ।

বিশেষতঃ এ যখন দেহ ত্যাগ করিয়া

আমার ভবনে আগমন করিয়াছে, তখন

ইহাকে ত্যাগ করিতে পারি না । ৭৭—৮১ ।

শৌণ কহিলেন—মাতঃ ! যদি একান্তই

ইহাকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে

আমাকে অস্ত উপযুক্ত প্রিয় পত্নী, রাজ্য ও

শিবভক্তি এই উত্তম বর প্রদান করুন ।

“তাহাই হইবে” এই কথা বলিয়া পার্বতী

আগত মুনিদিগকে বলিলেন,—তোমরা

আমার এই ভবনে তিন দিবস থাকিয়া

আহার কর । যে মুনীশ্বর ! তোমরা প্রত্যেক

সোমবারে দেব মহেশ্বরের শ্রীতিকামনার

নিরমিতভাবে আটটি ব্রাহ্মণ ভোজন করা-

ইবে । যে কোন স্থানে ইচ্ছা করিলে এই

ব্রত করিতে পারিবে । বৎসর পরিপূর্ণ

হইলে, চারিদিন (মোহর) অথবা দুই দিক

পরিমাপ সুবর্ণ দ্বারা মহেশ্বরের মূর্তিনিন্দা

করাইয়া পূজা করিবে । উত্তম স্মৃত শেত

বস্ত্রযুগল, দুইটী চামর, দুইখান ভালবুট,

কাঠপাত্ৰকা, চর্খপাত্ৰকা, ছত্র, ব্রাহ্মণকে

দান করিবে এবং যথাসম্মতি দক্ষিণা দিয়া

ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিবে । ৮২—৮৭ ।

বৃদ্ধিমান ব্যক্তি এই সোমবার ব্রতের

আরম্ভ, উদ্ব্যাপন এবং প্রত্যেক ব্রত-

দিবসে পরমাশ্রমী সোমদেবের পূজা করিবে ।

পরমাশ্রমী মহাদেবের সেই জ্যোতী-

রূপ জাত হইয়া চিন্তা করিবে, সেই

কল্পদেব আমাদিগকে সংকর্ষে প্রবর্তিত

করুন ॥” ইহা পূজার মন্ত্র । যতিলে

অথবা প্রতিমার মহাদেবের পূজা করিবে ।

ত্রক্ষর্ধ্য অবলম্বনপূর্বক একভক্ত করিবে ।

এই শুভ সোমবারব্রত মহাদেবের তুষ্টিপ্রদ

বলিয়া কথিত হইয়াছে । যে নর বা নারী

ভক্তিপূর্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে

অদ্য সোমদিনং প্রাপ্তং মধ্যাহ্নং পরতো ভূজিঃ
 বৃক্ষ সর্কে মুনয়ঃ কৃত্তপোর্ষাঙ্কিকক্রিয়াঃ ।
 মাধ্যাহ্নিকীং জিয়াং কৃষা ভোক্তুরর্হৎ সত্তমাঃ
 মাতৃকচনমাংকর্ণ্য তথোত্মাঙ্কা নমস্ত চ ।
 অমুঠানায় তে সর্কে গতা ভাগীরথীং নদীম্ ।
 সন্মমে মধ্যাতো বৃন্তে কৃষা মাধ্যাহ্নিকীং
 ক্রিয়াম্ ।

বিশেষপূজাং কৃষা চ ষোড়শৈকুপচারকৈঃ ।
 অথ তে পার্শ্বতীগেহং গতা দেবীং প্রণম্য চ
 লোকমাতৃর্নিয়োগেন শালঙ্কায়নকাম্বজঃ । ১৬
 পাঞ্চপ্রাকালনমুখামুপচারানকল্পয়ৎ ।
 পঞ্চগঙ্ধকমাদায় তাম্ মুনীনভ্যালেপয়ৎ । ১৭
 রাজ্যাক মহাদাপ্রোক্তি যো দদ্যাৎ পঞ্চগঙ্ধম্
 পঞ্চবাণসমো ভূষা ত্রীণাং বল্লভতামিয়াৎ । ১৮

সর্কদা ছায়ার স্তায় মহাদেবের অছুচর হইয়া
 থাকিতে সমর্থ হয়। অদ্য সোমবার, হে
 মুনীগণ! তোমরাও সকলে শ্রীতঃকৃত্য
 সমাপন করিয়া আসিরাছ এবা ব্রাহ্মণ; অত-
 এব অদ্য মধ্যাহ্নের পর আমার এই স্থানে
 আহার করিবে। হে সত্তমগণ! মধ্যাহ্ন-
 কৃত্য সম্পাদন করিয়া অদ্য এই স্থানে
 ভোমাদিগকে আহার করিতে হইবে।
 ১৮—২৩। সেই মুনীগণ মাতার এইরূপ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মতি
 প্রদানপূর্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া
 মধ্যাহ্নকৃত্যঅমুঠান করিবার জন্ত ভাগীরথী
 তীরে গমন করিলেন। ভাগীরথীতে গমন
 করিয়া তাঁহার্য্য নান এবং মধ্যাহ্নসন্ধ্যাদি
 সমাপনান্তে ষোড়শোপচারে বিবেচয়ের
 পূজা করিলেন। পরে তাঁহার্য্য পার্শ্বতীর
 তবনে গমন করিয়া দেবী পার্শ্বতীকে প্রণাম
 করিলেন। অনন্তর লোকমাতার অ দেশে
 শালঙ্কায়নকাম্বজ সেই ঋষিদিগকে পদ
 প্রাকালনার্থ জল আসন প্রস্তুতি প্রদান করিয়া
 পঞ্চগঙ্ধক লইয়া তাঁহাদিগের গায়ে লেপন
 করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে
 এইরূপ পঞ্চগঙ্ধ প্রদান করে, সে কল্পপের

বিকবে যো হি দদ্যাৎ সোহপি মারসমো
 ভবেৎ ।
 কাম্যে কাম্যো বঃ কুর্ধ্যাৎ কৈলাসে পঞ্চ বৎ-
 সয়াম্ ।
 সর্কগঙ্ধসমোপেতো ভোগী চেষ্টার্থসংযুক্তঃ ।
 বধেষ্টবর্ভনো ভূষা ততো জায়ত ভূমিপঃ ।
 কল্পুরী চন্দনং চন্দ্রমগকুণ্ডিতয়ং তথা ।
 পঞ্চগঙ্ধকমধ্যাতং সর্ককার্যেযু শোভনম্ ॥
 বিলুপ্তপঞ্চগঙ্ধেযু ব্রাহ্মণেযু মহানমু ।
 আসীনেষু তদা শ্রায়াম্ ব্রাহ্মণঃ স্ববিয়ঃ কৃশঃ ।
 উন্নতবেশো দিঘাসা জরাজর্জরিতস্তরী ।
 খদ্যটঃ খাসকাসী চ বহুহক্কী ক্ষুধাবিতঃ ।
 লালাপ্লুতঃ শঙ্খকুর্ভয়েমা নমঃ অলংপদঃ ।
 দ্যষ্টবর্ধা তদা নারী সর্কান্তরণভূষিতা । ১০৪
 রূপলাবণ্যসংযুক্তা লোকোৎকৃষ্টবরুণিণী ।

স্তায় রূপবান হইয়া স্রীলোকের প্রিয় হয়। যে
 ব্যক্তি বিষ্ণুকে এই পঞ্চগঙ্ধ প্রদান করিবে,
 সেও কন্দর্পের স্তায় রূপবান হইবে। যে
 ব্যক্তি কৈলাসে থাকিয়া পাঁচ বৎসর এইরূপ
 পঞ্চগঙ্ধ দানে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহার কোন
 কামনা থাকুক বা না থাকুক, তাহার সর্ক-
 শরীর সর্কপ্রকার খুগ্ধে বাসিত হইবে; সে
 ধনী ও কর্মকম হইয়া ইচ্ছামত সুখতোপের
 পর রাজ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। কল্পুরী,
 চন্দন, কপূর ও বিবিধ অঙ্কুর, ইহাকে
 পঞ্চগঙ্ধ বলে; এই পঞ্চগঙ্ধ সকল কর্শেই
 উত্তম। ১৪—১০১। সেই মহাশ্য ব্রাহ্মণগণ
 সর্কাকে পঞ্চগঙ্ধ লগ্ন হইয়া উপবেশন করিয়া
 আছেন, এমন সময়ে জরাজীর্ণ, কৃশ, বহু
 হিষ্কা ও খাসকাস রোগগ্রস্ত, মস্তকে টাকযুক্ত
 এক ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উল্লস্ক হইয়া উন্নত-
 বেশে ঋণিতপদে শশব্যস্ত ভাবে তথায়
 উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সর্কশরীর লালায়
 আপ্লুত, শঙ্খ ও কুর্ভয়েমা করিত হইতে-
 ছিল। নতভাবে সেই ব্রাহ্মণ তথায় উপ-
 স্থিত হইয়ামাত্র তাঁহার সর্কে সর্কেই অল্পম-
 রূপলাবণ্যশালিনী সর্কালঙ্কারভূষিতা এক

পুরুষান রূপসঃ যুক্তান বীক্ষন্তী চ ততস্ততঃ ।
 গায়ন্তী স্বথ নৃত্যন্তী তং দৃষ্ট্বা হসন্তী পতিম্ ।
 প্রবাস্তে বুদ্ধধব শীঘ্রমেহি ক্ষুধা মম ॥ ১০৬
 আলম্বা স্বং করং বুদ্ধ দুঃখিতা নিত্যমস্ম্যহম্ ।
 ভূষণং বসনং ভ্রাণং অঙ্গবিলেপনমেব চ ॥ ১০৭
 হাসো গীতিস্তথা পানং মণ্ডনং শোভনং গৃহম্
 সৰ্ববস্তুসমৃদ্ধিশ্চ কামশ্চৈবাত্তিবুদ্ধয়ে ॥ ১০৮
 সৰ্ব্বেবামেব কামানাং রতিরেকা প্রয়োজনম্ ।
 সুখানি সৰ্ব্গাণ্যেকত্র রতিরেকত্র চ স্থিতা ॥ ১
 তুলনা তুলিতঃ পূৰ্বং রাতঃ শতভাগাধিকা ।
 ভ্রামাদৃশী সমাসাদ্য ভবস্তং কিং করিয়াতি ।
 ইতি চান্তানি বাক্যানি ক্রবাণা গৃহ বৈ কয়ে ।
 ভদ্রভূম্বাচেনং কিং কুশ্মৌ ভাপ্যমীদৃশম্ ।
 ন মারয় হরুত্যা স্বং মাং বিজয়াধ চেদৃশম্

বোড়শবয়ীয়া যুবতি চতুর্দিকে সুন্দর পুরুষ-
 দিগের প্রতি দৃষ্টিপাতসহকারে নৃত্য ও গান
 করিতে করিতে, কখন বা সেই বুদ্ধ পতির
 দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে কথায়
 উপস্থিত হইয়া সেই বুদ্ধকে বলিতে লাগি-
 লেন। হে বুদ্ধ আমি! শীঘ্র আইস, আমার
 অভিষয় বুজ্জা হইয়াছে। তাহাতে আমি
 কাতর হইতেছি। হে বুদ্ধ! আমি তোমার
 হস্তে পতিত হইয়া নিয়ত দুঃখ ভোগ করি-
 তেছি। বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধ, মালা, অলু-
 লেপন, হাঙ্গ, গান, পান, সুন্দর গৃহ, এবং
 সকলপ্রকার ধনসমৃদ্ধি কেবল কামবর্দ্ধন
 করিয়া থাকে। সকল প্রকার কামের মধ্যে
 আমি-সহবাসই স্ত্রীলোকের একমাত্র প্রয়ো-
 জন। এক দিকে সকল সুখ ও অস্ত্রদিকে
 আমি-সহবাস, উভয়ের তুলনা করিয়া দেখা
 গিয়াছে, তাহাতে আমি-সহবাসই অস্ত্রসুখ
 অপেক্ষা শতগুণে অধিক প্রতীয়মান হই-
 য়াছে। অতএব মাদৃশী রমণী তোমার স্তায়বুদ্ধ
 পতিকে লইয়া কি করিবে? ১০২—১১০। সেই
 যুবতি, বুদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণপূর্বক ইত্যাদি
 নানা কথা বলিল। পরে সেই বুদ্ধ ব্রাহ্মণ
 উত্তর করিলেন—“কি করিব, আমার ভাগ্য

এতাদৃশো দ্বিজঃ প্রায়াৎ পার্বতীমন্দিরং তদা
 অবিজ্ঞায়ৈব গিরিজামিদং বচনমব্রবাৎ ॥

দ্বিজ উবাচ ।

অন্নার্খিনমিহ প্রাপ্তং বিদ্ধি মামতিথিং মূনে ।
 তেজনাবসরে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণাঙ্গং হি ভোজয়
 ত্তদার্থ্যা বচনং প্রাহ ক মুনির্ধোষদত্র হি ।
 অন্ধস্ত বচনং সৰ্বমেবমেতাদৃশং দৃঢ়ম্ ॥ ১১৫
 পার্বত্যাচ ।

প্রাকলা চরণাবেকমাগনে উপবেশয় ।
 জাহ্ননকৃত্তেহতীব ভোজনান্তর্গয় দ্বিজম্ ।
 সুরভূচবকোপেতমমৃতং ব্রহ্মবাদিনীম্ ।
 অরুদ্বতীমথাহুয় পর্থাবেষয়দধিকা ॥ ১১৬
 কলা চারুদ্বতী চৈব স্বনস্ময়া পতিব্রতা ।
 পরিবেশং পদার্থানাং অঙ্গগন্ধাক্তভূষণা
 অকুর্কর্যসিকাবাক্যাং বজ্রসানাং পৃথক্ পৃথক্
 ভুজ্যতে-বু তু বিপ্রেষু দিগ্বাসা ব্রাহ্মণাকৃতিঃ ॥

এইরূপ, আমার দুয়বস্থা দর্শনে কটুক্তি
 করিয়া আমাকে আর মারিও না। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ
 ভাষ্যায় কথায় এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়া
 পার্বতীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
 পার্বতী বলিয়া জানিতে না পারিয়াই বলি-
 লেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মূনে! আমি
 অন্নার্থী অতিথি, আহারকালে উপস্থিত
 হইয়াছি; আমাকে অন্ন প্রদান করুন।
 অনন্তর সেই বুদ্ধের ভাষ্যা। কহিলেন,—
 মুনিপত্নী কোথায়? এই বুদ্ধ অন্ধব্রাহ্মণ
 যাহা বলিল, তাহা যথার্থ। অনন্তর
 পার্বতী কহিলেন,—পদপ্রাকালন করাইয়া
 এই ব্রাহ্মণকে স্বর্ণাসনে উপবেশন করাও
 এবং উত্তম রত্নময় পাঞ্জে অমৃত আন-
 য়নপূর্বক এই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া
 পরিভূষণ কর। অনন্তর অধিকা ব্রহ্মবাদিনী
 অরুদ্বতীকে ডাকিয়া পরিবেশন করিতে
 আদেশ করিলেন। পতিব্রতা অরুদ্বতী,
 অনস্ময়া ও কলা, মালা গন্ধ ও ভূষণে বিভূ-
 ষিত হইয়া আগমনপূর্বক পার্বতীর আদেশে
 হরনসবুজ উত্তম খাদ্যদ্রব্য পৃথক্ পৃথক্

কণেন বৃক্জে সর্ষং দাতুং নো শেকুরঙ্গনাঃ ।
 অথ সা গিরিজা দেবী স্বয়ং দাতুং প্রচক্রেমৈ ।
 যথাদন্তমশেষঞ্চ কণেনাপ্রাতি স দ্বিজঃ ।
 তা গুহ্মিতমশেষঞ্চ ভোক্তুমৈচ্ছৎপ্রয়া সহ্য১২ ।
 তথাদিকা সমাদায় প্রাদাদক্ষ্যামহ্মিতি ।
 অথ বায়করেণাসৌ ভোক্তুমৈচ্ছতঃ সতী ।
 তত্রাপ্যক্ষ্যমেবাস্ত তবান্নমিতি চার্প.৭ ।
 করাস্তরমথোৎপাদ্য ভোক্তুমৈচ্ছদ্বিজোস্তমঃ ।
 এবং করসহশ্রঞ্চ কুণ্ডৈচ্ছঙ্কোজনং দ্বিজঃ ।
 দশ্য দশ্য পুনর্দেবী সন্তুষ্টা ন চ কোপনা ॥১২৩
 ন চিন্তমস্তথা কর্জুং শক্যমস্তা ইতি দ্বিজঃ ।
 প্রক্ষাল্য হস্তৌ চরণৌ হস্তার্পিতসুগন্ধবান ।

পার্বতীঃ বাক্যমাহেদং তোষিতাহং বয়ং বৃণু
 পার্বত্যাচ ।
 মম দাতুং বয়ং শক্নো যদি স্বং ব্রাহ্মণোস্তম ।
 বরেণ মম কিং কার্ধ্যং শক্নয়ে মে যতঃ পতিঃ
 তদাহ ব্রাহ্মণো দেবীং শক্নয়ঃ কৌদৃশস্বিত্তি ।
 সদৃশোহসৌ ত্বয়া নো বা তদ্ব্যযোগ্যো নাস্তথা
 ভবেৎ ॥ ১২৩
 স্বীবল্লভস্বঃ মন্যোবং রূপদাক্ষ্যং শুভাক্ততা ।
 নো চেদেহাদৃশী ভাৰ্ঘ্যা মদধীনা কথং ভবেৎ
 পার্বত্যাচ ।
 ব্রহ্মাৰ্ঘ্যাবচনঃ শ্রদ্ধা তব বাক্যং তথা দ্বিজঃ ।
 অপলাপস্তয়ং ব্রহ্মন্ শ্রুতং কিংবা তথা বিষম
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।

পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ
 আহার করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহাদের
 মধ্যে সেই বৃদ্ধ দ্বিজের ব্রাহ্মণ পরিবেশন
 করিবামাত্র কণকাল মধ্যে সমস্ত অন্ন
 ভোজন করিয়া কেলিলেন, পরিবেশিকা
 রমণীগণ তাঁহাকে অন্ন দিয়া উঠিতে
 পারিল না। পরিশেষে দেবী গিরি-
 নন্দিনী স্বয়ং পরিবেশন করিতে আরম্ভ
 করিলেন। তিনি যেন অন্ন আনিয়া দেন,
 ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎই তাহা ভোজন করিয়া
 কেলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রিয়ার সহিত
 ভাগুস্থিত সমস্ত অন্ন আহার করিতে ইচ্ছা
 করিলেন ১১১-১২০ পার্বতী তাঁহার ইচ্ছামত
 ভাগুস্থিত সমস্ত দ্রব্য লইয়া “অক্ষয় হটক”
 এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।
 অনন্তর ব্রাহ্মণ দুইহস্তে আহার করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পার্বতী “তোমার
 অন্ন অক্ষয় হটক” এই বলিয়া আবার অন্ন
 দিলেন। তখন দ্বিজের আবার অস্ত্র হস্ত
 বাহির করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করি-
 লেন। ক্রমে সহস্র হস্ত বাহির করিয়া
 ভোজন করিতে লাগিলেন। দেবী পার্বতী
 সন্তুষ্টচিত্তে বারংবার অন্ন প্রদান করিতে
 লাগিলেন! কিছুমাত্র কোপ প্রকাশ করি-
 লেন না। তখন ব্রাহ্মণ কিছুতেই আহার

ধর্মিল্লঃ তে করিষ্যামি মমাক্ষং স্বং সমাকরহ ।
 প্রবলেদ্যদি তে চিন্তঃ পাত্তিত্রত্যং কুহস্তব ।

মনে বিরক্ত বা ক্রোধ হইল না দেখিয়া হস্ত-
 পদ প্রক্ষালনপূর্বক হস্তে সুগন্ধ অর্পণ করিয়া
 পার্বতীকে বলিলেন—আমি তোমার উপর
 তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বয় প্রার্থনা কর। পার্বতী
 কহিলেন,—হে বিপ্রবর! আপনি যদিও
 আমাকে বয় প্রদান করিতে সমর্থ বটে,
 কিন্তু শক্নয় আমার যখন স্বামী রহিয়াছেন,
 তখন আমার বয়ে কোন প্রয়োজন নাই।
 তখন ব্রাহ্মণ দেবীকে কহিলেন,—শক্নয়
 কিরূপ? ত্রি তোমার উপযুক্ত কি না?
 অবশ্য তিনি তোমার উপযুক্তই হইবেন।
 দেখ দেখি, আমাতে কিরূপ রমণীমোহন
 সৌন্দর্য্য অঙ্গসৌষ্ঠব ও দক্ষতা রহিয়াছে;
 এরূপ না থাকিলেই বা আমার একাদৃশী ভাৰ্ঘ্যা
 বাধ্য থাকিবে কেন? ১২১—১২৭। পার্বতী
 উত্তর করিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আপনার
 ভাৰ্ঘ্যার কথা এবং আপনার এই বাক্য
 শুনিয়া, আপনার এ বাক্য মিথ্যা বোধ
 হইতেছে—হে ব্রাহ্মণ! আপনার এই বাক্য
 আমার কর্ণে বিষবৎ প্রবেশ করিল।
 অনন্তর ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি আমার
 ক্রোড়ে আরোহণ কর, আমি তোমার কেশ-

পার্কীত্যাচ ।

মম ব্রতং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শঙ্করাকৈকরোহণম্ ।
 অথ তচ্চিত্তমাজ্ঞায় ভবাত্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥১০০
 ষাষ্ট্যবর্ষবয়স্ ভূবা স্মিন্ধ্বক্চবন্ধনঃ ।
 স্মিন্ধ্বচাক্রনয়নো গোপীসমবিগ্রহঃ ॥১০১
 কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ সর্বাভরণভূষিতঃ ।
 স্বপার্শ্বস্থিতনার্ৰ্যংসে প্রসারিতভুঞ্জয়ম্বয়ঃ ॥১০২
 গায়ন মন্দং তয়া সাকমুময়া পটয়া যথা ।
 অথ তাঃ পার্কীত্বৈঃ শঙ্কুঃ কঠেণাকৃষ্য চ স্মরন
 বিস্তস্ত হস্তৌ বনিতাঈয়াংসে
 গায়ন সমস্তাভরণঃ প্রসন্নদৃক্ ।
 মনর্ভূ চানন্দসমুদ্বগাজৌ
 মুনীশ্রগীতশ্চ স কালবেলম্ ॥১০৪

এতাদৃশং শিবঃ ধ্যাবা জয়কোটিশতৈরপি ।

পাশ বন্ধন করিয়া দিই। তোমার চিত্ত যদি বিচলিত হয় ত তোমার পাতিব্রত্যা কোথায়? অনন্তর পার্কীতী উত্তর করিলেন,—দ্বিজবর! (আমাকে ও কথা বলিবেন না), শঙ্করের অঙ্গে আরোহণই আমার একমাত্র ব্রত! অনন্তর সেই বৃদ্ধ-ব্রহ্মগুরুশী পরমেশ্বর মহাদেব ভবানীর মনোবৃত্তি অবগত হইয়া সে বৃদ্ধবেশ পরি-
 ত্যাগপূর্বক স্মন্দর ষোড়শবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধক পুরুষের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; তাঁহার গো দুহুতুল্য বেত মূর্ত্তিতে কোটিকন্দর্পের লাবণ্য উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তাঁহার কেশপাশ সুচক্ৰণ, অঙ্গ সর্বপ্রকার অলঙ্কার, তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীর কঙ্কদেবে বাহুঘন প্রসারণপূর্বক, উমার কঙ্ক হস্তাংগপূর্বক যেরূপ গান করিতেন, সেইরূপ মন্দ মন্দ ভাবে গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সর্কদা মুনীশ্রগণবান্ধিত সর্কাভরণ-ভূষিত শাস্ত সন্মুখবর্ত্তিনী পার্কীতীকে কন্যাকর্ষণ দ্বারা নিকটে আনয়নপূর্বক উভয় রমণীর কঙ্ক উভয় বাহু ন্যস্ত করিয়া আনন্দোৎফুল্লগাজৌ প্রসন্নমুখে নৃত্য ও গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২৮—১৩৪। এতাদৃশ শিব-

ন হুঃখং জায়তে তস্ত সদা হর্ষশ্চ জায়তে ॥১০৫
 অথ ততো মুনিবরৈর্নারীঃ কৃষ্ণা হরিঃ ততঃ ।
 অথ সা পার্কীতী হৃষ্টা দেবঃ প্রাহ পিনাকিনম্ ।

পার্কীত্যাচ ।

কিমিত্যেতাদৃশং ভাবমাশ্বায় হমিহাগতঃ ।
 নারীঃ কৃষ্ণা তথা বিষ্ণুং কিং প্রকৃত্যান
 চাগতো ॥ ১০৭
 শিবঃ প্রাহ ব্রতে চাত্র হতিধেভৌজনঃ শুভম্
 জানে সিন্ধমধো যেষাং নিবাদো নাভিজায়তে
 জাতে বিবাদে তু ব্রহ্মসময়াগাত নিশ্চয়ঃ ।
 সোমবারা সমায়াস্ত যাবন্তে বৃদ্ধশতানি তু ।
 তাবান্ত মৎপুরে দেবি সর্কভোগসমর্ষিতঃ ।

মূর্ত্তি দর্শন করিলে শতবোটি জয়েও হুঃখভোগ হয় না। প্রত্যুতঃ সর্কদা আনন্দে দুকাল যাপন হইয়া থাকে, অনন্তর আগন্তুক মুনীগণ তাহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলে তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী সজিনী রমণীকে হার করিলেন। (শ্রীহার বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপী সদাশিবের সঙ্গে সঙ্গে রমণীবেশ ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি রমণীবেশ হাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন) অনন্তর পার্কীতী পরমানন্দিত হইয়া দেব পিনাকীকে কহিলেন, পার্কীতী বলিলেন,—দেব! বিষ্ণুকে নারী করিয়া এরূপ ভাবে আপনি এখানে আসিলেন কেন? নিজ নিজ মূর্ত্তিতে আসিলেন না কেন? সদাশিব কহিলেন,—এই ব্রতে শুভ অতিথি-তোজন হইতেছে, এবং এই ব্রতে যথ-দেয় অতীর্ষসিন্ধ হইবে জানি; তাহাদিগের কাথ্যান্তে যাহাতে কোন হুঃখ না হয়, পরমা-
 নন্দপ্রাপ্তি হয়, এই জন্ত এরূপ ভাবে আসিয়াছি। ব্রতাহুষ্ঠানের পর মনে বিবর্ত্তা আসিলে অর্থাৎ পরমানন্দ অসুতব না হইলে ব্রত স্পৃহণ হয় না, ইহা স্থির। দেবি! এই সোমব্রতের কল এই যে—এই ব্রতের মধ্যে যত সোমবার থাকিবে, ব্রতকর্ত্তী তত বৎসর সর্বপ্রকার সুখ ভোগ করত মদীর

সত্যৰ্য্যাপূজবন্ধুশ্চ বেদোক্তায়ুয্যজীবনঃ । ১৪০
শচাচার্য্যাপৌঃ গচ্ছা যুতো মুক্তিমবাপ্যসি ।
শঙ্কুৰ্বাচ ।

অথ দেবে স্থিতে তত্র মুনিঃপ্রদক্ষিণম্ ।
কৃচ্ছা পঞ্চ নমস্কারান্ পুনঃ কৃচ্ছা প্রদক্ষিণম্ ।
পুনশ্চ দণ্ডবজ্জুহুঃ বিসৃষ্টা নিধিবৃন্ততঃ ।

অথ শৌণঃ স্মৃতিমতাং ভাৰ্য্যামাপ হনিদ্ভিতাম্
রাজ্যক্ ত্যত্রতে বর্ষে ধর্ম্মেণাপালয়দ্ভিলঃ ।
মাহুযানখিলান্ ভোগানবাপ শিবভক্তিমান্ ।
নিত্যং দেবার্চনশরো নিত্যং ব্রাহ্মণপূজকঃ ।
নিত্যাদাতা নিত্যং যমো নিত্যশ্রোতা পুরাণকন্
বৃহঃ স গণতবার্জ্যকঃ শকরশ্চ বিভোঃ শুভম্ ।
শঙ্কুৰ্বাচ ।

নামকীর্ত্তনমাহাশ্রয়ঃ প্রসঙ্গাৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ।
শৃথতাং সৰ্ব্বশাপন্নং তক্তানাঞ্চ তথা নৃশ ১৪৬

লোকে অবস্থান করিবে। তৎপরে বেদোক্ত সুদীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত সুখ-ভোগের পর কালীতে গিয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিবে। ১৩৫—১৪১। শঙ্কু কহিলেন— অনন্তর দেব মহেশ্বর তথায় আসীন হইলে মূনিগণ তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পঞ্চাবধ নমস্কার করিলেন; পরে পুনরপি তাঁহার নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ শৌণ নিজ অতিমত অনিদ্মনীয় ভাৰ্য্যা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মাহু-সারে রাজ্য পালন করিলেন, এবং শিবভক্ত হইয়া মাহুযলভ্য অখিল সুখভোগ করিলেন। তিনি প্রতি দিন দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, দান, যজ্ঞ এবং পুস্ত্রাণ জ্বপণ করিতেন। (এইরূপ সদবুষ্ঠান ও সুখভোগের পর) যথাসময়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়া প্রভু শঙ্করের শুভ লোকে গমন করিলেন। শঙ্কু কহিলেন,—হে নৃশ! প্রসঙ্গক্রমে তোমার নিকটে নামকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তিত হইল। ইহা জ্বপণ করিলে ভক্তদিগের সকল শাপ

সৰ্বকল্যাণদং নিত্যং সুভাৰ্য্যারাজ্যদং শিবম্
শিবভক্তিপ্রদং গোপ্যং যশ্চ কস্তাপি নেয়য়েৎ
ইতি শ্রীপদ্মে পাতালখণ্ডে নামমাহাশ্রয়কথনং
নাম অষ্টযট্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ১৩৮

একোনি দপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

খে দৃশুস্তে বিমানস্থা নানারূপধরঃ শুভাঃ ।
সৰ্বকামকলোপেতাঃ সুভাৰ্য্যাঃ শতবোৰ্বিতঃ ।
সহস্রনরনারীভিঃ পূজ্যমানাঃ পদে পদে ।
গায়ন্ত্রী বিংশতির্ধোষা রূপলাবণ্যকোমলাঃ । ২
কন্তুহবা হনৌ চৈকা চামরাসক্তবাহবঃ ।
তালবৃন্তধরং নার্ব্যো বৌজয়ন্তি শ্ৰগৃহ বৈ ৩
স চক্রো চান্দ্রমধোহস্তা উপধানং তথাপয়ঃ ।

দূর হয়। এই মঙ্গলময় নামকীর্ত্তনোপাখ্যান জ্বপণ করিলে সকল সুভাৰ্য্যা, রাজ্যা, ও শিবভক্তি প্রভৃতি সকলপ্রকার কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে; এই গোপনীয় আখ্যান যে কোন ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করা উচিত নহে। ১৪২—১৪৭।

অষ্টযট্ঠিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ ৬৮ ৥

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাম জিজ্ঞাসিলেন,—এ যে গগন-মণ্ডলে শত শত উত্তমায় রমণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুন্দর নানারূপধারী পুরুষগণ বিমানে আরুঢ় দৃষ্ট হইতেছেন, সকলপ্রকার বাহিত সুখ প্রাপ্ত হইয়া নিরত সহস্র নরনারী কর্তৃক সেবিত হইতেছেন এবং প্রত্যেক বিমানে উর্ধ্বদেহ পার্শ্বদেশে রূপলাবণ্যসম্পন্ন কোমলাঙ্গী বহুতর রমণী এবং এক এক জন তাম্বুলপাত্রবাহিনী পরিচারিকা চামর বৌজন এবং তালবৃন্ত সঞ্চালন করত গান করিতেছে। প্রত্যেক বিমানে চন্দ্রের স্থায়

ইষ্টদেবঃ নমস্কাৰা পুরাণং বক্রমর্হতি । ৩০
 অৰ্ঘ্যধামং প্রতিনিদিনং যদি বাপীচ্ছয়া ভবেৎ ।
 এবং দিনসমাশ্রিতং চ ক্ষত্বা কৃত্যং সমাচরেৎ ॥
 শ্ৰোতৃশ্চ তৃক্ষীং মননং তৃক্ষীং শ্রবণমেব বা ।
 অস্তথা ভারতী ক্রোধোত্তং ক্রোধানুকৃত্য ভবেৎ
 তস্মাৎ পুরাণশ্ৰোতা চ ভাবুলাদিসমর্পণম্ ।
 বক্রশ্চ জীবিকা কার্য্যা শস্যামর্ধ্যাহ্নসারতঃ ॥৩১
 পুরাণপ্রক্রমে দেয়ং স্তুচেলোদগমনীয়কম্ ।
 স্ত্রম্ম শ্রমমথো বাপি বস্তুভিত্তয়মর্পয়েৎ ॥ ৩৪
 আসনং তু মহচ্ছিত্রং রমামূৰ্জবলং যুধ ।
 সুবর্ণং বা তথা দহাদ্গোদুগেহাদিকং তথা ॥
 এতৎ নমস্তং বিশেষ্যা দক্ষিণামূৰ্জনা পুরা ।
 শব্দরেন মুনীনাং হি ভাবিতং চ দিবোকসাম্ ॥
 অথ তে মুনয়ঃ সৰ্কে তং প্রণম্যাসনস্থিতম্ ।

পৃথক্‌পৃথক্‌চ তাবুলং দশা শুক্রববঃ স্থিতাঃ ।
 তেনাপি কথিতং সৰ্কে পুরাণং সৰ্কেসম্পাদম্ ।
 উপাস্তাধ্যায়পর্ধ্যস্তং ক্ষতবজ্রো হিহ্নোস্তমাঃ ॥৩৬
 দিলীপ উবাচ ।
 কামগেন বিমানেন সৰ্কেসম্পাৎসমুদ্ভিনা ।
 সৰ্কিতঃ সুখযুক্তেন পুণ্যস্থানমুপস্থিতম্ ॥ ৩৯
 বসিষ্ঠ উবাচ ।
 নালাং পৃষ্ঠং ত্রয়া রাজস্রিতোহপ্যতিশয়াশুন্তরেঃ
 ক্রৌড়মানা ভবিষ্যন্তি যেন তৎপুণ্যমুচ্যতে ॥৪০
 সুধাধবলিতং ত্রয়া শিববেদা সমস্ততঃ ।
 স্ত্রয়ো রূপবিলাসাত্যাঃ সৰ্কেলঙ্কারভূষিতাঃ ॥৪১
 নানাশ্ৰুগীচ্ছকুশলা নানামৃত্যাবিশারদাঃ ।
 চত্বেশ্রোহস্তৌ যক্ষথবা মৰ্দলম্বনিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪২
 বাসন্তৌ যে আবজিকৌ কোণিকামধনে
 উভে ।

“শ্রবণ কর” এই বলিয়া এই প্রণাম মন্ত্র
 উচ্চারণ করিবে,—হরি, হর, গণেশ ও
 ভারতী ও ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া
 পুরাণ পাঠ করিতে হয় । প্রতিদিন
 অর্ধ প্রহর অথবা ইচ্ছামত সমস্ত দিন
 পুরাণ শ্রবণ করিয়া অস্ত্র কার্য্য করিবে ।
 পাঠকালে শ্রোতা মৌনভাবে অবলম্বনপূর্বক
 পুরাণার্থ চিন্তা অথবা মৌনভাবে কেবল
 শ্রবণ করিবে ; এইরূপে শ্রবণ না করিলে
 ভারতী ক্রুদ্ধ হন ; তাঁহার কোপে শ্রোতার
 কুলের পরিবর্ষে মুকতা লাভ ঘটে ।
 শ্রবণধ্বনের পর শ্রোতা পাঠককে তাবুলাদি
 কান এবং সাধ্যাহ্নসারে তাঁহাকে জীবিকো-
 যোগী অর্থ দান করিবে । পুরাণপাঠের
 পরে উত্তম ধোত বস্ত্রমুগল অথবা স্ত্রম্ম
 মুগল পাঠককে প্রদান করিবে । রমণীয়
 মূলোচ্ছল চিহ্নিত বৃহৎ আসন, সুবর্ণ, গো,
 ম, গৃহ প্রভৃতি দান করিবে । ২৫—৩৫ ।
 বিশেষগণ! পূর্বকালে দক্ষিণামূর্তি
 এর স্বর্ণবানী মুসিদিগের নিকটে এই
 মন্ত্র বিবয় বলিয়াছিলেন । অনন্তর সেই
 ল মুসিগণ সেই আসনস্থিত মুনিকে

প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক পৃথক্‌ পৃথক্‌
 তাবুল প্রদানপূর্বক শ্রবণেচ্ছুক হইয়া উপ-
 বেশন করিলেন । তিনিও সৰ্কেসম্পাদযুক্ত
 সকল পুরাণ আদ্যোপান্ত বলিতে আরম্ভ
 করিলেন, ব্রাহ্মগণ শুনিতে লাগিলেন ।
 অদ্বিতীয় বলিলেন,—বশিষ্ঠদেবের নিকটে
 দিলীপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কিরূপে
 পুণ্য করিলে সৰ্কেসম্পাদযুক্ত সৰ্কেসুখময় কাশ-
 গামী বিমানে আরোহণ করিয়া পুণ্য-
 স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় । বশিষ্ঠ বলিয়া-
 ছিলেন,—রাজন্! তুমি তত অধিক পুণ্য-
 কলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার নাই,
 যাহাতে তোমার কথিত পুণ্যকল অপেক্ষা
 অধিক পুণ্যকল পাওয়া যায়, তাহা অপে-
 ক্ষাও উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া
 উত্তম স্থানে গিয়া কীৰ্ত্তা করিতে পারা যায়
 এরূপ পুণ্যের কথাই বলিতেছি । ৩৬—৪০ ।
 শিবমন্দির নিশ্চারণপূর্বক চতুর্দিকে সুধাধব-
 লিত করিয়া তাহার সম্মুখে সৰ্কেলঙ্কার
 ভূষিতা রূপবতী বিলাসিনী নানা সঙ্গীত-
 নিপুণা বিবিধনৃত্যশিক্ষিতা আটলী, ছয়লী,

সাঁসিক্য চতুঃ স্যুঃ সঙ্কটৈকাথ গায়িকা । ৪৩
 একা যে বা স্মৃগীভক্তে মুখরে হি প্রকীর্তিতে ।
 কোণবাদ্যকৃতে যে তু তুফৌজুতাঃ যতুই বা । ৪৪
 সর্বা রূপবিলাসিত্তঃ সর্বাশাপতিতস্তনাঃ ।
 রক্তিত্ত্বাক্কীকুশলাস্তত এব বিশাক্ততাঃ । ৪৫
 স্নহস্ববস্ববেষাশ্চ বিদ্যাচক্ষুঃসদৃশ্যঃ ।
 এতাদৃশীভির্ষোবার্ভির্ধেন নৃত্যঃ হি কারিতম্ ।
 একস্মিন দিবসে রাজন্ বৎসরায় স বিমানগঃ
 শতদ্রৌবীকিতমুখো যুবা বহুভিরর্চিতঃ । ৪৭
 আনন্দ এষ সম্পূর্ণঃ ক্রোধেধ্যাদিবিবর্জিতঃ ।
 পঞ্চগন্ধবিলিপ্তাঙ্কঃ সচন্দ্রাদিদলাননঃ । ৪৮

অভাবে অস্ততঃ চারিটা মর্দলবাদিকা রমণী,
 দুইটা সুবাসিনী আবাজিকী রমণী, একটা
 বৌগবাদিকা, একজন শব্দবাদিকা, চারি-
 জন নর্সকী, একটা সঙ্কটৈকাথ গায়িকা,
 একটা বা দুইটা স্মৃগীত্রবিৎ সুধরা রমণী এবং
 ভাংহাদের সঙ্গিনী আটটা বা ছয়টা মৌনাব-
 লহিনী রমণী দ্বারা নৃত্য করাইবে। রমণী-
 গণ সবলেই পরমা সুন্দরী ও বিলাসিনী
 হইবে, সকলেই রতিশাস্ত্রে পারদর্শিনী
 হইবে, নিঃশব্দ-ব্যবহার জানিবে, উচ্চতনু
 যুবতী হইবে, অতিসুন্দর বস্ত্র পরিধান ও
 টঙ্কল বেশ ধারণ করিয়া ভাংহারা বিদ্যুতের
 স্তায় চপল নেত্রের কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে
 করিতে নৃত্য করিবে। হে রাজন্!
 অনির্দিষ্ট শিবমন্দিরের সম্মুখে এবংবিধ
 রমণী দ্বারা অস্ততঃ এক দিবসও যিনি নৃত্য
 করাইতে পারিয়াছেন, তিনি সংবৎসরমধ্যে
 কামগামী বিমানে আরোহণপূর্বক শত শত
 সুন্দরীগণে সেবিত হইয়া মুর্ত্তমান আনন্দ-
 রূপে বিরাজ করেন। রমণীগণ একান্ত
 অল্পরাগিনী হইয়া ভাংহার মুখোপরি সতত
 সঙ্কট দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকেন। আর
 সেই ভাগ্যবান পুরুষের গায়ে পঞ্চগন্ধ
 লেপনপূর্বক কপূরাদিবাসিত তাবুল চর্ষণ
 করিতে করিতে রমণীগণসহ বিমানেই স্মুখে
 কালহরণ করিয়া থাকেন। তখন ভাংহার

স্বর্ঘ্যোপমস্ত বোবাশ্চ সর্গাস্তাদৃশভাবিতাঃ ।
 সদ্যোবিকসিতামোদি-পারিজাতকৃতস্তম্রঃ । ৪৯
 সর্বাভিকসিতায়ো হি রক্তসদ্যাকৃতস্তম্রঃ ।
 ধাম্বেলে বক্ষসি তথা বিভ্রত্যাঃ স্নহস্বভাধরাঃ ।
 চরত্যেতাদৃশীভিত্ত নৃত্যঙ্গী চাত্তুমোদিতঃ ।
 এবং বিমানগো ভূত্বা উষিত্বা কালমক্ষয়ম্ । ৫১
 পশাঙ্কায়ৈত নৃপতিরেবং কৃষা পুনস্তথা ।
 রাজ্যং স্বর্গকলং ভূত্বা শিবভক্তো ভবিষ্যতি
 শম্বুকবাচ ।
 দিলীপায় বসিষ্ঠোক্তং মুনীনামদ্বিরোহস্ববীৎ
 তে তথা কৃতবস্ত্ত চৌধ্যাত্তিকসমাপতেঃ । ৫৩
 ঞ্জা পুরাণং পদ্মক সমগ্রং সুবিনোহতবন ।
 ত এতে ভ্রাম্ণণা রাম বিমানবরমাঙ্কিতান । ৫৪
 দৃশ্যন্তে খে চ সুখিনঃ সদা মুদিতমানসাঃ ।
 —
 ক্রোধ, দ্বেষা প্রভৃতি কুর্ত্তি একেবারেই
 থাকেনা। ৪১—৪৮। তিনি স্বর্ঘ্যের স্তায়
 তেজস্বী হন। ভাংহার সঙ্গিনী রমণীগণ
 ভাংহার স্তায় সৌন্দর্য ও দীপ্তিশালিনী হন।
 সেই রমণীগণের বহু চকুরকলাপে ও
 বর্ষদেশে সদ্যোবিকাসিত সুগন্ধ পারিজাত
 এবং রক্ত-কল্লারকুসুমের মালা শোভা
 পাইয়া থাকে। ভাংহার অধরে সর্ববাই
 সুমধুর মন্দহাস্ত বিরাজমান হয়। পুরোক্ত
 পুণ্যকারী মানব বিমানে আরোহণপূর্বক
 এবংবিধ ভগশালিনী রমণীদিগের সাহিত
 অনন্তকাল নৃত্যগীত আমোদে অতিবাহন-
 পূর্বক রাজা হইয়া জয়গ্রহণ করেন।
 ভাংহার পর ইচ্ছামত রাজ্যসুধরূপ স্বর্গকল
 ভোগ করিয়া শিবভক্ত হইয়া জয়গ্রহণ
 করেন। শম্বু কহিলেন,—বশিষ্ঠ কর্ত্তক
 দিলীপের নিকটে কথিত এই কথাই,
 অজিয়া মুনিদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন।
 মুনগণও উমাপতির নিকটে সেইরূপে নৃত্য-
 গীত-বাদ্য প্রদান এবং সমগ্র পদ্মপুরাণ অবগ
 করিয়া সুখী হইয়াছেন। রাম! সেই ভ্রাম্ণণ-
 গণই এই উৎকট বিমানে দৃষ্ট হইতেছেন,
 ইহারা বিমানে আরোহণ করিয়া সর্বা

এতন্তে সর্ষাখ্যাং তং পুরাণেশু বিনিশ্চিতম্ ৷ ৫১ ৷
ইতঃ পরঞ্চ কিং কুয়ঃ শ্ৰোতুমিচ্ছসি রাঘব ৷ ৫০ ৷
রাম উবাচ ।

ক এষ দৃষ্টতে ব্যোমি সর্ষাভরণকুবিতঃ ।
বিমানকো মহাদৌণ্ডমধ্যাহ্নক ইবাণরঃ ৷ ৫৭ ৷
হুশ্ৰেক্যঃ সর্ষমর্ভ্যানাং তস্তাক্কে চাকুহাসিনী
অপরা স্ত্রীরিব ব্রহ্মস্তুথা পঞ্চ সুযোযিতঃ ৷ ৫৮ ৷
গায়ন্তি মধুরাং গীতিং সজ্জতকনিরীকণৈঃ ।
সন্দ্যস্নতৈঃ করতল-শাফাফটিকয়া তথা ৷ ৫৯ ৷
কচিদগ্নকৃতৈগৌতৈরস্ত্রোস্ত্রকরতভূনৈঃ ।
অস্ত্রোস্ত্রমুখমালোক্য প্রলোঠৈগৌতপূর্ষকৈঃ
ক্রৌড়মাস্তে মহায়োগী পদ্মকিঞ্জলসারভঃ ।
এবঃ চরিতপণ্যেন কেন বা তদ্বচন মে ৷ ৬১ ৷
শত্কুরবাচ ।

এষ বিপ্রঃ পুত্রা রামঃ সর্ষসম্পৎসম স্বতঃ ।
নানাবিধসুখোপেতো ভাৰ্য্যাশোষণতৎপরঃ ৷ ৬২ ৷

সুখে সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছেন ।
পুরাণকথিত সার কথা সমস্তই তোমার
নিকটে কথিত হইল । অতঃপর আর কি
শুনিতে বাসনা কর, তাহা বল । ৫১—৫৬ ।
রাম কহিলেন,—মধ্যাহ্নস্বর্ষের স্তায় মহা
প্রদীপ্ত নিবিল মানবের মধ্যে স্বেষ্ট সর্ষাভ-
রণকুবিত অপর এই যে একজন বিমানে
আরুঢ় দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি কে? ইনি
এতই ভেজস্বী যে, ইহার দিকে দৃষ্টিপাত
করা মুকঠিন । কে ব্রহ্মন! ইহার কোড়ে
ঘিষীয়া লক্ষ্যীয় স্তায় এই চাকুহাসিনী রমণীটা
কে? দেখিতেছি ইহার পাৰ্শ্বে পাঁচটা
সুরমণী করতালি প্রদান করত জেবৎ হান্ত-
পূর্ষক স্ততঙ্গী সহকারে দৃষ্টিপাত করিতে
করিতে মধুর স্বরে গান করিতেছেন ।
পরম্পরের মুখ নিরীক্ষণপূর্ষক করতালি
প্রদানসহকারে গান করিয়া ঐ ভাগ্যবান
পূর্ষকে প্রলোভিত করিতেছেন । পদ্ম-
কিঞ্জলের স্তায় বর্ণশালী ঐ মহায়োগী কোন
পুণ্যকলে এইরূপ ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা
আমাকে বলুন । শত্ৰু কহিলেন,—রাম!

অপুত্রো দানহীনশ্চ দেবভার্জনবর্জিতঃ
পঞ্চযজ্ঞবিহীনশ্চ স্বাধ্যায়পারিতর্জিতঃ ৷ ৬৩ ৷
প্রাতঃস্বধ্যাহ্নসায়াহ্ন-ভোজন প্রবণোহুত্তমঃ ।
কদাচিদগমদগেহং গোতমস্ত মধ্যস্থনঃ ৷ ৬৪ ৷
দ্র্যাহকস্ত গিরৌ পুণ্যে নান মুনিগণাশ্রিতে ।
তত্রোতিশোভিতগৃহং ফটিকস্তম্বকল্পিতম্ ৷ ৬৫ ৷
অগুরুদ্রবকস্তুরী-চন্দ্রকুম্ভচর্চিতম্ ৷ ৬৬ ৷
ভিত্তিবস্ত চ সন্তানকুসুমোদসৌষ্ঠবম্ ৷ ৬৬ ৷
কস্তুরিকাপুস্পরস-সমুৎসেচিতভুতলম্ ।
স্বস্বসুবেতবিবিধ-বিতানোপরিশোভিতম্ ৷
সমীপসরসৌল্লাভ মঞ্জুগুণ্মধুভ্রতম্ ।
পটীতরসস্ফুট-গন্ধপূরিতদিগ্ভ্রুযম্ ।
শিকাগতকুতাহ্লাদ-গীতপূরিতদিগ্ভ্রুযম্ ৷ ৬৮ ৷
নিদাঘজনিতাতাপ-নাশনায় বিনিশ্চিতম্ ৷

এই ব্রাহ্মণ পূর্ষে সর্ষবিধ সম্পত্তিশালী
বিবিধ-সুখভোগী ছিলেন, কেবল ভাৰ্য্যার
ভরণপোষণেই তৎপর থাকিতেন । ইনি
অপুত্রক ছিলেন, ইনি দেবপূজা বা দান
কিছুই করিতেন না, পঞ্চযজ্ঞ ও দেপঠ-
বর্জিত ছিলেন । প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন,
সায়াহ্ন ও ত্রিসন্ধ্যায় আহার করিতেন,
সর্ষদা অপরিভ থাকিতেন । পরে এক দিন
তিনি নানা মুনিগণসেবিত কৈলাস পূর্ষতে
মহাশ্মা গৌতমের আশ্রমে গমন করেন ।
মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে এক মনোহর
মন্দির; সেই মন্দিরের স্তম্ব ফটিকময়,
এবং তাহার ভিত্তি, অগুরু, কস্তুরী, কর্পূর ও
কুম্ভ-রস দ্বারা সুগন্ধীকৃত; মন্দিরটি সন্তান-
কুসুমের সৌরভে আমোদিত । মন্দিরের
অভ্যন্তরবর্তী ভূমিভাগ কস্তুরী ও কুম্ভমের
রসে সিক্ত । উপরিভাগে অতি চিক্ণ খেত-
বস্ত্রনিশ্চিত সুন্দর চন্দ্রোভপ শোভা পাই-
তেছে । ৫৭—৬৭ । তদ্বায় সমীপবর্তী পদ্ম
সরোবর হইতে মধুর ভ্রমরঝঙ্কার নিযত-
জ্ঞতিগোচর হইতেছে । পাৰ্শ্বস্থ চন্দ্র-বুদ্ধের
মৌগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়া রহি-
য়াছে । শিকারী ছাত্রগণের সুমধুর আনন্দ-

কদলীদলসংচ্ছাদি-পাবকাকল্পিতচ্ছদম্ । ৬২
 পটীরতরুশুশিক-সালুঘারকপাটকম্ ।
 সৌগন্ধিকমগমোদি-কল্পিতান্তরভিত্তিকম্ । ৭০
 কেশানভোগসুভগ-রতিকল্পিতবেদিকম্ ।
 হাটকাকল্পিতপদং বিচিত্রেবনিকায়ুতম্ । ৭১
 সুশিখরিনিকচ্ছায় বটমূলোগকল্পিতম্ ।
 প্রসূনকদলীখণ্ড সরোভিঃপ্রান্তশোভিতম্ ।
 মহাবটাপ্রসংগ-ভূষায়িতপয়োধরম্ ।
 নাকোপবনসম্পন্ন-বিচিত্রায়ামশোভিতম্ । ৭৩
 বাপীকূপতকাগাঢ্যমনেকগৃহশোভিতম্ ।
 মন্দং মন্দং ববৌ শায়ুর্জগেহে সুখপ্রদঃ । ৭৪
 বাদিন্দ্রশ্চারুর্কাঙ্ক্যো বাদ্যানি অরসম্পদঃ ।
 বৌণাবেণুত্রিবেণুঞ্চ বাদয়ন্তি বরাক্রমাঃ । ৭৫

গীতে চতুর্দিক মুখরিত হইতেছে। সেই সুশিখরিত মন্দির প্রায়কালে বড়ই সুখদায়ক। তাহার পার্শ্বে কদলীবন; দীর্ঘ দীর্ঘ কদলী-তরুর পত্ররাজি দ্বারা চতুর্দিক আচ্ছাদিত থাকায় অভ্যন্তরে কিছুমাত্র তাপ প্রবেশ করে না। সুগঠিত দ্বার-কপাট সুশিখ চন্দন-কাঠ দ্বারা নির্মিত। অভ্যন্তর ভিত্তি ভাগে, কল্পনার পুষ্পমালা বিলম্বিত; এই জন্ত মন্দিরটা সর্বদাই সুগন্ধে পূর্ণ রহিয়াছে। মন্দিরের মধ্যভাগে সুবর্ণ নির্মিত মনোহর বেদি; সেই বেদি মহেশ্বরের সুখলীলার উপযুক্ত করিয়া নির্মিত। মন্দিরের পুরো-ভাগে বিচিত্র উদ্যান, পশ্চাৎভাগে সুশিখর বনচ্ছায়ায় এক বটবৃক্ষ; সেই বটবৃক্ষের মূলে মন্দিরটা স্থাপিত, পার্শ্বদেশে কদলীবন ও সরোবর থাকায় মন্দিরটি অতি শোভা-যুক্ত হইয়াছে। মন্দিরটি দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, মহাবটের মূলদেশে তুষারধবল এক খণ্ড মেঘ সংলগ্ন রহিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখবর্তী উদ্যান, চন্দনকাননের স্তায় রম-ণীয় ও বিচিত্রশোভাময়। পার্শ্বে অনেক-গুলি গৃহ, বাপী, কূপ ও তড়াগ থাকায় সেই মন্দির অতি রমণীয়। তথায় সর্বদা সুখকর সমীরণ মন্দ মন্দভাবে সঞ্চরিত হইয়া থাকে।

তৌর্ধাতিককৃত্তো নার্বাশ্চতুর্দিক্ তথোক্তঃ ।
 সুবর্ণাদিকপাজেযু বটকা ভস্মনঃ শুভাঃ । ৭৬
 বাসিতাঃ সর্বগঠেষ্ট সুধূপৈরণি ধূপিতাঃ ।
 কুশগ্রথিতসজ্যশ্চ ত্রক্ষমালাশ্চ কোটিশঃ । ৭৭
 কৃষ্ণাজিনসহস্রাণি বহিঃপ্রান্তে বিভ্রানি চ ।
 এতাদৃশে গৃহবরে দেববন্দ্যো মুনীশ্বরঃ । ৭৮
 কপূরাদৌশ্চ সংস্থাপ্য চতুর্দিক্ মুনীশ্বরঃ ।
 পটীরপীঠে কপূরসিংহাসনমকল্পয়ৎ । ৭৯
 হৃদয়ং শ্বেতঞ্চ সুশিখরানুভূতং বনসারকৈঃ ।
 সুগন্ধিবাসিতজলৈঃ স্নাপ্য কীরেণ শঙ্করম্ ।
 অষ্টৈশ্চ বৈদিকৈশ্চুক্রৈঃ স্নাপয়িত্ব সদাশিবম্ ।
 দাক্ষশ্চোপপীঠে তু বস্ত্রপীঠং নিধায় চ । ৮১
 পত্রিকামগ্রতঃ স্থাপ্য স্থাপয়িত্বা দলেষুণ ।
 একশ্রিয়রক্ততাঃ স্থাপ্য হস্তশ্রিন সলিলাকতাঃ

মন্দিরের বাহিরে চারিদিকে সর্বাঙ্গসুন্দরী কামোদ্ভাদিনী রমণীগণ নৃত্যগীত এবং বৌণা, বেণু ও ত্রিবেণু প্রভৃতি বদ্য বাদন করিতেছে, মন্দিরের মধ্যবর্তী উপরিতলের ভিত্তিসংলগ্ন সুবর্ণাদিপাজে উক্তম ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত শুভ ভস্মগুটিকা সংগৃহীত থাকে। কুশসুগ্রথিত কোটি কোটি কড়াক্ষমালা ভিত্তিভাগে লম্বিত রহিয়াছে। ৬৮—৭৭। বাহিরে এক প্রান্তে সহস্র কুশসার মুগচন্দ্র রাসীকৃত রহিয়াছে। দেববন্দিত মুনীশ্বর গৌতম এতাদৃশ রমণীয় মন্দিরের চতুর্দিকে কপূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়াছেন। মন্দিরের মধ্যস্থলে চন্দন কাঠ নির্মিত পীঠোপরি কপূর দ্বারা এক সিংহাসন রক্ষিত করিয়াছেন। সেই সিংহাসনে চন্দনাবৃত সুশিখর শ্বেতকায় হৃদয় এক শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ গৌতমশ্রমে গমনপূর্বক শিবপূজা করিয়া ত্রাঙ্কণের এইরূপ সমুক্তি হইয়াছে। একদা মুনীশ্বর গৌতম সেই শিবমূর্তির সম্মুখে সমাসীন হইয়া বৈদিক মন্ত্র ও পৌরাণিকমন্ত্রি অস্ত্রাস্ত্র মন্ত্র পাঠপূর্বক সুগন্ধি সলিল ও কীরদ্বারা সদাশিবকে স্নান করাইলেন;

পঞ্চগঙ্ঘকমেকশিরেকশিরষ্টগঙ্ঘকম্ ।
 কাশ্মীরং মৃগনাভিত্ত্ব কর্পূরং চন্দনং তথা ॥৮৩
 পাণ্ড্রেশ্বভেবু বিস্তৃত পূজাহানে প্রবজ্জা চ ।
 মানাবয়ণমার্গেণ পূজা তত্র বিধীয়তে ॥৮৪
 লিঙ্গমধ্যে স্থিতো দেবঃ পঞ্চবক্রঃ সদাশিবঃ ।
 তত্র প্রাবরণং লিঙ্গশক্তিত্ত্বং বিধীয়তে ॥৮৫
 শক্তপ্রাবরণং বিষ্ণুর্ষিকোদারাবরণং বিধিঃ ।
 ব্রহ্মপ্রাবরণং চন্দ্রতন্ত্র সূর্য্যশক্তঃ শক্তিঃ ॥৮৬
 দিগ্গদেবভ্যস্ত তদ্বক্তৃত্ত্বাসামাবরণ দিশঃ ।
 দিশ্চামাবরণং শত্ৰুশক্ত চাবরণং গুণাঃ ॥৮৭
 দশপ্রাবরণং হেতুজিহ্বালিঙ্গার্চনং শুভম্ ।
 কেয়লিক্রমভমেতৎ স্থানঞ্চ প্রাবরণান্তরম্ ॥৮৮

স্থাপনানন্তর তিনি চন্দনকাষ্ঠনির্মিত পীঠে সেই কর্পূরনির্মিত বেদিকার উপরে বস্থাসন পাতিয়া ত্ত্বপরি শিবপ্রতিমা স্থাপন করিলেন। তৎপরে উহার সম্মুখে পত্রিকা স্থাপন করিয়া সেই পত্রিকার প্রত্যেক দলে পূজার উপকরণ সামগ্রী রাখিতে লাগিলেন, পত্রিকার কোন দলে ঋব এবং কোন দলে আর্দ্র তত্ত্ব রাখিলেন। ৭৮—৮২। কোন দলে পঞ্চগঙ্ঘ, কোন দলে অষ্টগঙ্ঘ, কোন দলে কুকুম, কোনটীতে মৃগনাভি, কোথাও কর্পূর, কোথাও চন্দন রাখিলেন। সেই পত্রিকার অন্তান্ত্র দলে (পত্রে) ও এইরূপ অপরাপর উপকরণ রাখিয়া নানা আবরণমার্গে পূজা করিতে লাগিলেন। লিঙ্গমধ্যে দেব পঞ্চমুখ সদাশিব অবস্থান করিতেছেন, লিঙ্গশক্তিকে সেই সদাশিবের আবরণরূপে ব্রহ্মনা করা হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গশক্তির আবরণ বিষ্ণু, বিষ্ণুর আবরণ বিধাতা, বিধাতার আবরণ চন্দ্র। চন্দ্রের আবরণ সূর্য, সূর্যের আবরণ বেদ, বেদের আবরণ দিগ্গদেবতা, দিগ্গদেবতাদিগের আবরণ দিক, দিক্শকলের আবরণ শত্ৰু, শত্ৰুর আবরণ, সত্ৰুরভঙ্গমঃ এই গুণ জয় এই দশবিধ আবরণে শিবলিঙ্গের পূজা করিলে শুভ ফল

বিদ্যাবরণমাধ্যাতং তত্ত্বমাবরণং স্মৃতম্ ।
 বিষ্ণুরাবরণং তস্তা বিষ্ণোশ্চাবরণং বিধিঃ ॥৮৯
 ব্রহ্মপ্রাবরণং চন্দ্রশক্ত্য ভাস্করধারুতিঃ ।
 ভানোরাবরণং চেশ ইতি বোচ্যারুতিঃ স্মৃতা ।
 বিধিং বিনা সমাধ্যাতং পঞ্চাবরণমুত্তমম্ ।
 শশাঙ্কবিষ্ণুশক্তীনামেতদাবরণজয়ম্ ॥ ৯১
 অধিকাবরণং প্রোক্তমেকাবরণমুত্তমম্ ।
 অথবা লোকপালাঃ স্ম্যারুতিঃ সোমপূজনৈ ।
 অনাবরণমথবা পূজনং শক্তিতে শিবে ।
 পত্রিকাষ্টদলেষেব স্থি ত্ত্বৈব্যর্থজ্জৈচ্ছিবম্ ॥৯৩
 পত্রিকালক্ষণং বক্ষ্যে সর্বকর্মেণযোগিতম্ ।
 যথেন রাজভেনাথ তান্নেপাথ প্রকল্পিতম্ ॥৯৪
 মুক্তাশক্তিনিতং সূর্য্যাং পত্রিকাষ্টদলং শুভম্ ।
 শঙ্করপুরাণসমানেন পত্রাকারং প্রব্রজ্যেৎ ॥ ৯৫
 স্থলমাত্রং তত্ত্বঃ শক্ত্য নির্বৃত্তং বিদ্বৃতং পদম্ ।

হয়। কাহারও কাহারও মতে এই আবরণ অত্র প্রকার—যথা লিঙ্গমধ্যবর্তী সদাশিবের আবরণ বিদ্যা, বা উমা, উমার আবরণ বিষ্ণু, বিষ্ণুর আবরণ ব্রহ্মা; ব্রহ্মার আবরণ চন্দ্র, চন্দ্রের আবরণ সূর্য, সূর্যের আবরণ লেশ, এই ছয় প্রকার আবরণ। কেহ ব্রহ্মাকে বাদ দিয়া পঞ্চবিধ আবরণ বলেন। কাহারও মতে চন্দ্র, বিষ্ণু ও শক্তি এই ত্রিবিধ আবরণ। আর কেহ কেহ অধিকাকেই একমাত্র আবরণ বলিয়া থাকেন। অথবা লোকপালকগণকেই শিবপূজার আবরণ করিবে। অথবা বিনা আবরণেই একমাত্র শিবের পূজা করিবে; তাহাই অনেকের মতে প্রশস্ত। শিবের সম্মুখে অষ্টদল পত্রিকা স্থাপনপূর্বক পূজার উপচার দ্রব্য ঐ অষ্টদলে রাখিয়া শিবপূজা করিবে। এক্ষণে সর্বকর্মে উপযোগী পত্রিকার লক্ষণ বলিব। পত্রিকাটি ঋণ, রৌপ্য, অতাবে তাম্রধারা নিষ্কাশিত করিতে হইবে। উহার আকার মুক্তাশক্তির তায় হইবে। চতুর্দশ আটটি দল থাকিবে। দলগুলির আকার ঠিকপদ্ম-পত্রের তায় হইবে। অথবা শক্তি-

অনুলমধ্যমুপরি পদ্মাকৃতিদলাষ্টিকম্ । ১৬
 অথবা শক্তিমাৰ্গেণ পঞ্চপত্রং প্রকল্পয়েৎ ।
 ত্রিংশদ্রম্যথবা কুৰ্ব্যাচ্ছক্তিভাবেন তেন চ । ১৭
 বধা ত্রিচ্ছাভিনং পত্রং তথা কুৰ্ব্যাৎবিচক্ষণঃ ।
 শক্ত্যন্তরিতকুদ্ভাটকৈঃ কল্পিতাষ্টশতৈঃ শুভাঃ ।
 মালোপবীতং ত্রিংশত্যা বৃষ্টকেন প্রকল্পিতা ।
 প্রগণ্ডায়োরথৈকৈকং বন্ধা তু য়ে প্রকোষ্ঠয়োঃ ।
 শিরস্তেকা যুক্তা তেন কঠে চ পরমর্ষণা ।
 কুদ্ভাটকৈঃ কটিকৈ রস্তৈঃ কল্পিতা হৃক্ষমালিকা
 ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনং কৃষা পদ্মাসনগতো যুনিঃ ।
 আবাহকাসনকাৰ্ধ্যা পাদ্যঞ্চাচমনীয়কম্ । ১০.১
 নিৰ্ধৃত্য গঙ্গাসলিলৈঃ স্নানায়ামাস শঙ্করম্ ।
 অষ্টগন্ধকসংযুক্তৈর্গুণৈকৈকুলপাটলৈঃ । ১০.২
 বর্ণতাণ্ডহিতৈর্কীৰ্ত্তনশোভিতৈর্কাসিতৈর্হৃদম্ ।
 দ্বারে তাম্রকটাহশ্চ প্রবন্ধদ্রোণিনা শুভম্ । ১০.৩
 গোপুন্ড্রোণ বিবাহেন গবয়শ্চ তথা কচিং ।
 দক্ষিণাবর্ভশাশ্বেন রত্নপাটৈত্রয়থাপি বা । ১০.৪

বর্ণৈকী রাজতৈকীপি তাইঃ কাংস্ত্রয়থাপি ব
 বর্ণৈক বৃক্ষকলশৈঃ স্নানায়ামাস চেচ্ছয়া । ১০.৫
 অথবা মুমুর্গৈঃ কুৰ্ব্যাৎ পদ্মপটৈত্রয়থাপি বা ।
 পলাশৈশ্চ তুলস্যাটন্যৈঃ পাটৈঃ সংস্নানপয়োষিকুম্
 স্নানানামর্থ সঙ্কেবাং ধারাস্নানং বিশিষ্যতে ।
 নমস্তেচ্যাদিমস্ত্রোণ শতকুজীহসংজনা । ১০.৬
 শং চেচ্যাদ্যাহুযাকোন শান্তিরূপেণ চেবদক্ষ
 আনুচ্য চ যথাশক্তি পশ্চাদ্গণাদি বিস্তসেৎ ।
 ততশ্চ শোভনৈঃ পুষ্পৈঃ পটৈক্লিষ্টৈঃ সমর্ভয়েৎ
 তুলসীমালবদলৈঃ কল্লাটৈশ্চ মহোৎপলৈঃ ।
 নীলোৎপলৈকুৎপলৈশ্চ শ্বেতশ্চ করবীরকৈঃ
 কর্ণিকারৈঃ সিতাত্তোজৈরপয়াজিতয়া তথা ।
 তিলাকটৈরকটৈশ্চ ক্লিপটৈস্তিলমিশ্রকৈঃ ।
 এবং মহেশশীশানং পূজয়ামাস গোতমঃ । ১১.১
 কর্ণরাজককুজীসর্জাককন্দনৈঃ ।
 অষ্টম্ভঙ্গ ধূপায়ামাস বোক্তশাখ প্রদীপিকাঃ । ১১.২
 কর্ণরবর্তিসংযুক্তা দীপবয়োপরি হিতাঃ ।

মার্গে পঞ্চদল পত্রিকা করিবে। শক্তিমাৰ্গে
 ত্রিদল পত্রিকার ও বিধান আছে। যাহাতে
 দলগুলি মনোহর হয়, বিচক্ষণ পূজক, তদ্বি-
 ধরে মনোযোগী হইবেন। যথাশক্তি
 অষ্টোত্তর শত, ত্রিংশৎ অথবা আটটা কুদ্ভাক
 দ্বারা মালা নিৰ্ম্মাণ করিয়া সেই মালা উপ-
 বীতবৎ কঠলব্ধিত করিবেন। মহর্ষি
 গোতম হইখণ্ডে দুইটি, দুই প্রকোষ্ঠে দুইটি,
 মস্তকে একটা কুদ্ভাক স্থাপনপূর্বক উক্ত-
 প্রকারে মধ্যে রত্ন ও কটিকময় কুদ্ভাক দ্বারা
 সুশোভিত একটা কুদ্ভাকমালা প্রস্তুত করিয়া
 কঠে ধারণ করিলেন ১৮৩-১০০। অন্তর ব্যাঘ্র
 চর্ম্মময় পদ্মাসনে উপবেশনপূর্বক মহেশ্বরকে
 আবাহন করিয়া আসন পাদ্য, অৰ্ঘ্য ও
 আচমনীয় দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন।
 প্রথমতঃ বর্ণতাণ্ডহিত বস্ত্রশোভিত অষ্টগন্ধ-
 যুক্ত বকুল ও পাটল পুষ্পে সুবাসিত গঙ্গা-
 জল দ্বারা মহেশ্বরকে স্নান করাইলেন।
 তাঁহার মন্দির-দ্বারে জেগীর স্থায় আকার-
 বিশিষ্ট সুরহং জলাধার তাম্রকটাহ রক্ষিত

ছিল; তথা হইতে গোপুন্ড্র, দক্ষিণাবর্ভ শাশ্ব,
 রত্নপাত্র, বর্ণপাত্র, রত্নপাত্র, তাম্রপাত্র,
 কাংস্তপাত্র, এবং ক্ষুদ্র বর্ণকলসে জল লইয়া
 ইচ্ছামত স্নান করাইলেন। অতাবে বৃহস্প
 পাত্র, পদ্মপত্র, আম্র, জম্বু প্রভৃতির পত্রে
 জল লইয়াও প্রকৃত স্নান করাইতে পারা
 যায়। সকল স্নানের মধ্যে ধারা স্নানই
 প্রশস্ত। “নমস্তে”—ইত্যাদি শতকুজী
 শোভা “শাখা”—ইত্যাদি শান্তিময় পাঠপূর্বক
 যথাশক্তি স্নান ও আবাহন করিয়া
 গন্ধাদি প্রদান করিতে হয়। ১০.১—১০.৮।
 তাহার পর উত্তম পুষ্প, বিষপত্র, তুলসীপত্র
 কল্লাট, মহোৎপল নীলোৎপল, উৎপল,
 শ্বেতকরবীর, কর্ণিকার, শ্বেতপদ্ম, অপরা-
 জিতা, তিল, যব, আতপতুল, ও তিল-
 মিশ্রিত বিষপত্র দ্বারা মহেশ্বরের পূজা
 করিবে। মহর্ষি গোতমও এইরূপে মহে-
 স্বরের পূজা করিলেন। কর্ণর, অঙ্কক,
 কুজী, শালনির্ধাস (ধনা) ও চন্দনাদি
 কাঠের দ্বারা মহেশ্বরের নিকটে ধূপ দান

নিবেদিতঃ মহেশায় হৃৎ নৈবেদ্যমুত্তমম্ । ১১৩
 সূপকশালিপিষ্টায় ভক্ষ্যঃ লেহক চৌষকম্ ।
 মধুরাদিসমোপেত্যং পকভক্ষ্যসমধিতম্ । ১১৪
 অনেকপকশাখাচ্যমনেকপকমিশ্রিতম্ ।
 পানং বিংশতিসংযুক্তং ত্র্যাক্ষরভাকলাধিতম্
 সহকারকলেচ্চাষ্টৈর্বাগরজকলাকটৈঃ ।
 শর্করাজুড়সংযুক্তৈরাজ্যপাত্রসমধিতম্ । ১১৬
 সূপাষ্টকাদিসংযুক্তঃ যুক্তঃ মূলফলাদিনা ।
 যথাসত্ত্বসংযুক্তৈরষ্টৈরুপাপকরিতম্ । ১১৭
 অগ্রপুস্পসমোপেত্যং নৈবেদ্যং প্রদদৌ মুনিঃ ।
 দৌবর্ণপত্রিকাভূত-মৌরাজনসহজকম্ । ১১৮
 সেংপহারায় দেবায় দধা চৈব নমস্ চ ।
 পৃগধগুণানথো যুগ্মান পত্রাণি কালিতানি চ ।
 অপুষ্টাঞ্জাণি সুশ্বেতচ্ছদপ্রান্তিকানি চ ।
 ঘনসারকচূর্ণঞ্চ স্তম্বপত্রায়ঃ শুভম্ । ১২০
 সৌবর্ণপাত্রবস্ত্রস্তমিদং তান্তুলমৌষরে ।

করিলেন। মহেশ্বরের সম্মুখে কপূরবর্ষিকা-
 যুক্ত বোড়শটি প্রদীপ দীপাধারে রাখিয়া
 জালিয়া দিলেন। অনন্তর উত্তম নৈবেদ্য,
 সূপক-শালিষাঙ্কের পরমাত্র পিষ্টক প্রস্তুতি
 চর্চা চূষ্য লেহ্য পেয়, ভক্ষ্য ও বিবিধ মধুর
 খাদ্য নিবেদ্য করিয়া দিলেন। ১০৯—১১৪।
 বিবিধ প্রকাষ পক মিষ্টায় বিংশতিপ্রকার
 পানীয় জব্য, ত্র্যাক্ষর, রজাকল, আত্রকল,
 নাগরজকল, ইত্যাদি বিবিধ কল, শর্করা-
 জুড়মিশ্র বিবিধপ্রকার স্তম্বপক পিষ্টক,
 বিবিধপ্রকার সূপ, ও যথাসত্ত্ব নানা
 কল-মূল ঈশান ধেবকে নিবেদন করিয়া
 দিলেন। খাদ্যজব্যে সুশোভিত পুস্প-
 পত্রবৎ প্রতীয়মান নৈবেদ্য প্রদান করি-
 লেন। অস্ত্রান্ত উপচার প্রদানের পর
 মুনি সহস্রবল পত্রিকার সহস্র আরাত্রিক
 দীপ জালিয়া আরাত্রিক করিলেন।
 আরাত্রিকাংশে প্রণামপূর্বক স্মরণ স্মরণ
 করিয়া কর্তিত সুপারিধও এবং বৃক্ষপক
 অথও তন্তুল নিবেদন করিয়া সৌবর্ণপাত্রে
 চূর্ণধদিরযুক্ত, ত্রিতান্তুলরচিত বীটিকা ঈশ্বরকে

অথ প্রদক্ষিণং কৃৎবা নমস্কারাননন্তরম্ । ২২১
 অষ্ট যোযান্ততঃ প্রাণান্ত্রীবেথাদিধারিতাঃ ।
 বিচিত্রবাদ্যবাদিভ্যঃ সন্ধ্যাপ্তা মুনিসন্নিধিম্ ।
 ক্ষুদ্রতালযুগং গৃহ্য স্বয়ং গাতুঃ প্রচক্রমে ।
 গোতমে গাতুমুদযুক্তে ভানং কুর্য়ুরখাননাঃ ।
 মন্দং মন্দঞ্চ বাদ্যানি বাদয়ন্তি তথা পরাঃ ।
 ধুরং গায়তি মুনৌ স্বরা স্বৃভূত্বহস্তথা । ১২৪
 প্রনৃত্যন্তং মহেশাগ্রে তদঙ্কুতমিবাভবৎ ।
 এতস্মিন্নস্তরে প্রাণো ভগবান্নারদো মুনিঃ ।
 তমাগত্যং গোতমোহপি সন্ধ্যুজ্য প্রাণপত্য চ
 আহ চৈনং কৃতার্থোহস্মিন ন চ কচ্চিন্নয়া সমঃ ।
 তবাগমনকৃত্যং কিং কুত আগমনং তথা ॥ ১২৭
 নারদ উবাচ ।
 পাতালাদাগতোহস্মৌহ স্কুকা বৈ বাণমন্দিরে

প্রদান করিলেন। অনন্তর স্বয়ং প্রদক্ষিণ
 করিয়া নমস্কার শেষ করিলে, বিচিত্র বাদ্য-
 বাদিকা আটটি রমণী বীণা, বেণু, প্রস্তুতি
 স্বয়ং হস্তে তাঁহার নিকটে আগমন করিল।
 ১১৫—১২২। অনন্তর মুনি গোতম, ক্ষুদ্র কর-
 তালযুগল লইয়া স্বয়ং গান করিতে আরম্ভ
 করিলেন। মুনি গান করিতে থাকিলে রমণী-
 গণ কেহ তান দিতে লাগিল, কেহ বা মন্দ
 মন্দ ভাবে বাদ্য বাদন করিতে আরম্ভ
 করিল। মুনি গান করিতে লাগিলে তথায়
 সন্ধ্যায় যেন মুর্ত্তমান হইয়া বিরাজ করিতে
 লাগিল। গান করিতে করিতে মুনি ভাবা-
 বেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে
 তাঁহার সেই ব্যাপায় অঙ্কুত বলিয়া বোধ
 হইতে লাগিল। ইত্যবসরে তথায় ভগবান্
 নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
 ১২৩—১২৫। মহর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত
 হইলে গোতম তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক পূজা
 করিয়া বলিলেন,—আপনার আগমনে
 আমি অদ্য কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার
 তুল্য ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই; এক্ষণে
 আপনার আগমনের প্রয়োজন এবং কোথা
 হইতে এ শুভ আগমন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা

আয়াশ্রুতি মহাত্মানো বাণশুক্লাদয়ো গৃহম্ ।
 অথ ক্ষণাদভ্যাগমধাণঃ পরপুরঃসরঃ ।
 বিংশত্যকোহিনীযুক্তো গজমাক্রহ সোহসুরঃ
 অপরং হি গজঃ শুক্রঃ প্রহ্লাদো রথমুত্তমম্ ।
 সুবপর্কী রথবরং বশিষ্ঠরগমুত্তমম্ ॥ ১৩০
 আগতানথ তান্ সর্কানাজায় স তু গোতমঃ ।
 শশিষ্যো নির্জগামাথ হৃদায়ার্ঘ্যাদিকং তথা ॥
 গোহমকাপি তে বীক্ষ্য হুবক্রহ গজাদিকাং ।
 নমশকুরথো দৈত্যাস্তঃ নমস্কৃত্য ভার্গবম্ ॥
 আলিঙ্গ্য রাক্ষসান্ সর্কান পূজয়িত্বা যথাবিধি ।
 সেনায়ঃ সন্নিবেশক চকার মুনিপূজবঃ ॥ ১৩১
 পাদৌ প্রক্ষাল্য শুক্রস্ত তোয়ং মুক্তিং ধৃতং যথা
 বিচিত্রফলসংযুক্তং দন্তবানর্হণং মুনিঃ ॥ ১৩৪
 বাপীতড়াগসরসি স্নানপূর্বকৃতক্রিয়াঃ ।

সঙ্গমে বর্তমানে তু গোতমশ্রামে শুভে ।
 ভগ্নেস্ত প্রবিজ্ঞাথ রাক্ষসাঃ সপুরোহিতাঃ ।
 দেবপূজাপ্রযত্নক চকুঃ সর্কো বিজালয়ে ॥ ১৩০
 সদাঃ প্রকল্পিতায়াঞ্চ বেদ্যাং শুক্রোহয়জ্ঞচ্ছিব
 তৈশ্চ বামভাগে তু প্রহ্লাদোহয়জদচ্যুতম্
 সোমঞ্চ বলিরপ্যেবমভে চানুরপূজবাঃ ।
 অথ বাণোহয়জ্ঞশ্চৈবমেবমেব জিঘৃষকম্ ॥ ১৩১
 শুক্রো হপি ভগবন্তঃ তমুমানাথমপূজয়ং ।
 গোতমোহপ্যথ মধ্যাহ্নে পূজয়ামাস শকরম্ ॥
 সর্কো শুক্রাৎসংধরা ভস্মোদ্ধূলভবিপ্রহাঃ ।
 সিতেন ভস্মনা কৃষা সর্কস্থানে ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥
 নহা তু ভার্গবং সর্কো হৃতশুক্লিং প্রচক্রমুঃ ।
 হৃৎপদ্যমধ্যে সুরিরং তৈবৈব কৃতপঞ্চকম্ ॥ ১৩৪
 তেষাং মধ্যে মহাকাশমাকাশে নির্মালানলম্ ।

করি। নারদ কহিলেন,— আমি পাতাল
 হইতে বাণরাজার ভবনে আহার করিয়া
 এখানে আসিতেছি। মহাত্মা বাণরাজাও
 শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি সমভিবা্যাহারে আপনার
 গৃহে আসিতেছেন। নারদের এই কথা
 শেষ হইতে না হইতেই ক্ষণকালমধ্যে শক্র-
 বিজয়ী বাণাসুর গজে আরোহণপূর্বক
 বিংশতিঅকোহিনী সৈন্যসমভিবা্যাহারে তথায়
 উপস্থিত হইলেন। শুক্রাচার্য্য অস্ত্র একটা
 গজে, প্রহ্লাদ উত্তম একখানি রথে, সুবপর্কী
 উত্তম রথে এবং বলি উত্তম একটা অর্থে
 আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।
 মহর্ষি গোশ্রম সেই সমাগত অতিথিদিককে
 দর্শন করিয়া অর্ঘ্যাদি লইয়া শিষ্য-সমভি-
 বা্যাহারে বহির্গত হইলেন। দৈত্যগণও
 গোতমকে দর্শন করিবামাত্র হস্তরথাদি
 হইতে অবতীর্ণ হইয়া নমস্কার করিলেন।
 মুনিবর গোতম শুক্রাচার্য্যকে নমস্কার,
 দৈত্যাদিককে আলিঙ্গন ও অস্ত্র সকলকে
 যথাবিধি আনন্দিত করিয়া সৈন্য থাকবার
 স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। মুনি গোতম
 শুক্রাচার্য্যের পদপ্রক্ষালন করিয়া তদীয়
 পদজল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং

ঊর্ধ্বাকে পূজা করিয়া বিচিত্র ফলমূল উপহার
 দিলেন। ১২৬—১৩৪। সেই দৈত্যগণ শুক্র
 গোতমশ্রমে মিলিত হইয়া বাপী, তড়াগ
 ও সরোবরে, বাহার স্বায় ইচ্ছা, স্নান ও
 আহারিক কৃত্য সমাপন করিয়া পুরোহিতের
 সহিত শিবমন্দিরে প্রবেশপূর্বক দেবপূজা
 করিতে প্রবৃত্ত হইল। শুক্রাচার্য্য সদাঃ কল্পিত
 বেদিতে উপবেশনপূর্বক শিবপূজা করিতে
 লাগিলেন, ঊর্ধ্বাই বামভাগে উপবিষ্ট
 হইয়া প্রহ্লাদ অচ্যুতের পূজায় প্রবৃত্ত হই-
 লেন। বলি ও অস্ত্র অসুরগণ সৌম-
দেবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।
অনন্তর বাণ একমাত্র দেব ত্র্যম্বকের পূজায়
মনোনিবেশ করিলেন। শুক্রাচার্য্য সেই
 ভগবান্ উমাপতির পূজা করিলেন। অন-
 ত্তর গোতমও মাধ্যাহ্নিক শিবপূজা করিতে
 আরম্ভ করিলেন। সকলেই শুক্রব্রত পরি-
 হিত, সকলেরই শরীর ভস্মধবলিত, সকলেই
 শুক্র ভস্ম দ্বারা সর্কাদ্বে ত্রিপুণ্ড্রক রচনা
 করিলেন। পরে ঊর্ধ্বায়া ভার্গবকে প্রণাম
 করিয়া কৃতশুক্লি করিতে আরম্ভ করিলেন।
 কৃতশুক্লি করিতে বসিয়া ঊর্ধ্বায়া হৃদয়পদ্ম-
 মধ্যে স্থান কল্পনাপূর্বক তথায় পঞ্চকৃত

তদ্ব্যন্তরে চ মহেশানং ধ্যানেন্দ্রীশ্চ ময়ং ভূতম্ ।
 অজানসংযুক্তং ভূতং সমলং কর্মসকলতম্ ।
 তদেতমাকাশদীপে প্রদহেজজানবহিনা । ১৪৩
 আকাশানুভূতিকাং দম্বাকাশমথো দহেৎ ।
 বম্বাকাশমথো বায়ুরিচ্ছতং ভবা দহেৎ । ১৪৪
 অবভূতঞ্চ ততো দম্বা পৃথিবীভূতমেব চ ।
 তদাশ্চিত্তানু ভূতানু দম্বা ততো দেহঃ প্রদাহয়েৎ
 এবং দহিত্বা ভূতাদিঃ দেহে ভজজানবহিনা ।
 শিবামধ্যস্থিতং বিষ্ণুমানন্দরসনির্ভরম্ । ১৪৬
 নিম্পন্নচন্দ্রকিরণং সকাশকিরণং শিবম্ ।
 শিবান্দোৎপন্নকিরণৈরমৃতভ্রমসংযুতৈঃ । ১৪৭
 সূশীতলা ততো আলা প্রশান্তা চন্দ্ররশ্মিবৎ ।
 জ্ঞানারিতপুধারুপ্তিঃ সাত্মীভূতশ্চ সংপ্রাঃ ।
 ক্রমেণ প্রাবিভং ভূতপ্রাণং সন্ধিস্বরেৎ পরম্ ।

চিন্তা করিয়া সেই পঞ্চভূতে মহাকাশ, মহা-
 কাশে নির্মল আসন এবং সেই আসনে
 দীপ্তমান ভূত মহেশ্বরের ধ্যান করিতে
 লাগিলেন। ভূতগুলি করিতে হইলে সেই
 করিত মহাকাশ প্রদীপে জানানল দ্বারা
 অজানসংযুক্ত অতীত মলীমস কর্ম সকল
 এবং সেই কর্মের হেতুভূত দেহ দম্ব
 করিতে হয়। তৎপরে উক্ত আকাশের
 আবরণরূপ অঙ্কুর দম্ব করিয়া সজে সজে
 আকাশকেও দম্ব করিতে হয়, আকাশদাহের
 পর বায়ু, বায়ুর পর জল, জলের পর পৃথিবী,
 পৃথিবীর পর পৃথিবীতে আশ্রিত ভগ্নসকল দম্ব
 করিয়া দেহকে দম্ব করিতে হয়। ১৪৩—১৪৫।
 এইরূপে জানাশি দ্বারা ভূতাদি দাহের পর
 দেহমধ্যে শিবামধ্যবর্তী আনন্দরসপূর্ণ,
 সদ্যোনিম্পন্ন চন্দ্রের সুননোহর জ্যোৎস্নাবৎ
 উদ্ভাসিত, সর্বব্যাপী শিবমূর্তি চিন্তা করিতে
 হইবে, (তালা হইলে) স্বদয়ে সমানীত
 শিবের অন্দোৎপন্ন অমৃতরসতুল্য কিরণে
 বহিঃআলা প্রশান্ত হইয়া চন্দ্রকিরণবৎ সূশী-
 তল হইয়া যাইবে। শিবশরীর জাত সুধা
 প্রবাহে ভাসমান স্বপ্নয়ে পরিশোধিত ভূত
 সমূহকে সেই সুধারসে প্রাবিত চিন্তা

ইথং কৃষা ভূতগুলিঃ কির্যাহৌ
 মর্ধ্যাঃ ভক্তো জারতে এব ভদঃ ।
 পূজাং কর্তুং জাপ্যকর্মাণি পশ্চা-
 ত্তেবে ধ্যানং ব্রহ্মহত্যাদিহানিঃ । ১৫০
 এবং ধ্যানা চন্দ্রদীপ্তপ্রকাশং
 ধ্যানেনারোপ্যাঙ লিলে শিবস্ত ।
 সদাশিবং দীপমথো বিচিত্র্য
 পঞ্চাক্ষরেনাঙ্কনমব্যয়ন্ত । ১৫১
 আবাহনাদীহুপচারাত্তথাপি
 কৃষা নানং পূর্ববজ্ঞকরস্ত ।
 উচ্ছয়ং রজতম্ স্বর্ণপীঠং
 বস্ত্রাদিচ্ছয়ং সর্বমেবেহ পীঠম্ । ১৫২
 অন্তে কৃষা বৃদ্ধদানাক্ষ বৃষ্টিঃ
 পীঠে পীঠে নাগমেকং পূরস্তাৎ ।
 কুর্যাৎ পীঠে চৌর্ধ্বকে নাগযুগ্মং
 দেবাত্যাসে দক্ষিণে বামতশ্চ । ১৫৩
 জপাপুং নাগমধ্যে নিধায়
 মধ্যবস্ত্রং দ্বাদশপ্রান্তিঙণো ।
 সুখেতেন তস্ত মध्ये মহেশং
 লিঙ্গাকারং পীঠযুগ্মং প্রপূজ্যম্ । ১৫৩

করিবে। এইরূপে ভূতগুলি করিলে মানব
 পরিভুক্ত হইয়া কর্ম করিবার যোগ্যতা লাভ
 করে; পূজা, জপ, এবং দেবধ্যান সকল হয়,
 ব্রহ্মহত্যাদি পাপের শাস্তি হয়। এইরূপ
 ভূতগুলির পরে চন্দ্রকিরণবৎ উজ্জ্বল অব্যয়
 সদাশিবমূর্তি ধ্যান করিয়া ধ্যানবলে অবি-
 লম্বে শিবলিঙ্গে সেই মূর্তি আরোপণপূর্বক
 হৃদয়দীপমধ্যে সদাশিবের চিন্তা করত
 (উভয়ের অন্তেদ জানে) পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে
 পূজা করিবে; অনন্তর পূর্বোক্তপ্রকারে
 সান করাইয়া আবাহনাদি উপচার দ্বারা
 শঙ্করের পূজা করায় পরে ধ্যানবলে সমুখে
 ও পার্শ্বে উচ্ছয়, রজতময় স্বর্ণময় বস্ত্রাদি দ্বারা
 আবৃতপীঠ স্থাপন করিয়া বৃদ্ধ বর্ষণ করত
 প্রত্যেক পীঠে এক একটি নাগ কল্পনা
 করিবে, দেবতার নিকটে দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে
 উর্ধ্ব পীঠে দুইটী নাগ ধ্যানবলে স্থাপন

এবং কৃষা বাণমুখ্যা দিতীশা
 দম্বা দম্বা পঞ্চগঙ্ঘাষ্টগন্ধব্ ।
 পুট্পৈঃ পট্টৈঃ শ্রীতিলৈরকটৈশ্চ
 তিলোম্মিষ্টৈঃ কেবলৈশ্চ প্রপূজ্য । ১৫৫
 ধূপং দম্বা বিধিবৎ সস্ত্যযুক্তং
 দীপং দম্বা গোক্তমেবোপহারম্ ।
 পূজাশেষং তে সমাপ্যাদি সর্কৈ
 সীতং নৃত্যং তত্র তত্রাপি চক্রুঃ । ১৫৬
 অধাশ্মিন্নস্থরে গৌতমশ্চ
 প্রাপ্তঃ শিবঃ শঙ্করাশ্চেতি নম্রা । ১৫৭
 উন্নতবেবো দিবা ।। অনেকাং বৃত্তিমাস্ত্রিতঃ ।
 কচিচ্ছ্রীজাতিপ্রবরঃ কচিচ্ছ্রীজাতিসরিভঃ । ১৫৮
 কচিচ্ছ্রীজাতিসমো বোগী ভাপসঃ কচিদ্দপুত ।
 গর্জন্ত্যৎপততে চৈব নৃত্যতি স্তৌতি গায়তি
 রোদিতি শৃণুতে ব্যক্তং পতত্যাতিস্তিতি কচিৎ ।
 শিবজ্ঞানৈকসম্পন্নঃ পরমানন্দনির্ভরঃ । ১৬০

সম্মাশ্ৰো ভোজ্যবেলায়াং গৌতমশ্চাস্তিকং
 যযৌ ।
 বৃহজে গুরুণা সাকং কচিচ্ছ্রীজাইমেব চ । ১৬১
 কচিচ্ছ্রীজাতি তৎপাত্রং তুক্ষীমেবাভ্যগাৎ
 কচিৎ ।
 হস্তঃ গৃহীত্বৈব তরোঃ স্তরমেবাচুনক কচিৎ ।
 কচিচ্ছ্রীজাতির মূত্রং কাচৎ কর্দমলেপনম্ ।
 সর্কণা তং গুরুদ্বিত্বা করমালস্য মন্দিরম্ । ১৬৩
 প্রবিষ্ট স্বীয়পীঠে তনুপবেশ্যাত্যভোজয়ৎ ।
 যয়ং তদন্ত পাত্রেণ বৃহজে গৌতমো মুনিঃ ।
 তস্ত চিত্তং পরিজাতুং কদাচিত্থ সুন্দরী ।
 অহল্যা শিব্যমাহুয় ছুত্বুৎকৃত্যক্ষাধ সা শুভা ।
 সৌবর্ণে ভাজনে চারং নিধায় চষকাস্তরে ।
 পানাদিকমথো দম্বা একশ্মিন্ বাবকঃ পুনঃ ।
 নিধায়াকারনিচয়ং কটকানাং চরং পরে ।
 নিধায় ছুত্বুৎকৃত্য স চাপি বৃহজে মুনিঃ
 যথা পশৌ হি পানীয়ং তথা বহুমপি বিজঃ ।

করিয়া নাগমধ্যে জবা পুষ্প রাখিয়া বজ্রাঙ্ক
 পীঠোপরি সুবেতবর্ণ লিঙ্কাকৃতি মহেশ্বরের
 পূজা করিবে । ১৪৬—১৫৪ । বাণ প্রভৃতি
 দৈত্যগণ এইরূপ অহুষ্ঠানের পর পুনঃপুনঃ
 পঞ্চগঙ্ঘা পুষ্প-তিলমিশ্র বিষপত্র ও কেবল
 বিষপত্র দ্বারা পূজা করিয়া যথাবিধানে ধূপ,
 দীপ ও উক্ত উপহার দিয়া পূজাসমাপনান্তে
 নৃত্য ও গীত করিতে লাগিলেন । তাঁহার
 এইরূপে নৃত্য-গীত করিতেছেন, এমত
 সময়ে শঙ্করাশ্বা নামে গৌতমের এক
 শিষ্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ;
 তাঁহার বেশ উন্নতের স্যায় ও তিনি উলঙ্গ ;
 তিনি নানাপ্রকার ভাব ধারণ করেন, কখন
 উচ্চম ভ্রামণ হন, কখন চণ্ডাল, কখন শূত্র,
 কখন যোগী ও কখন তপস্বী হইয়া গর্জন
 করেন, লক্ষ প্রদান করেন, নৃত্য করেন,
 গান করেন, স্তব করেন, কখন কাঁদেন,
 কখন হিঁস হইয়া ধ্বংস করেন, কখন
 পতিত হন ; কখন উখিত হন, এইরূপে
 শিবজ্ঞানময় হইয়া পরমানন্দে বিভোর

হইয়া থাকেন । তিনি আহারের সময়
 উপস্থিত হইলে গৌতমের নিকটে গমন
 করেন এবং গুরুর সহিত উপবিষ্ট হইয়া
 ভোজন করেন, কখন তাঁহার উচ্ছ্রী
 ভক্ষণ করেন, তাঁহার উচ্ছ্রীপাত্র লেহন
 করেন, কখন বা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন,
 কখন বা গুরুর হস্ত ধারণ করিয়া স্বয়ংই
 আহার করেন, কখন গৃহমধ্যে মূত্রভ্যাগ
 করেন, কখন কর্দমলেপন করিয়া দেন ।
 গুরু গৌতম সকল সময়েই তাঁহাকে দেখিলে
 কর ধারণপূর্বক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া
 তাঁহাকে নিজ আসনে বসাইয়া আহার
 করাইতেন এবং স্বয়ং তাঁহার উচ্ছ্রী পাত্রে
 আহার করিতেন । একদা অহল্যা সুন্দরী
 সেই শিষ্যের মন পরীক্ষার জন্ত তাঁহাকে
 ডাকিয়া “আহার কর” এই বলিয়া সুবর্ণময়
 এক পাত্রে অন্ন ও অস্ত্র এক পাত্রে পানীয়
 অপর এক পাত্রে যাবক ও অস্ত্র পাত্রে
 অখণ্ড অক্ষারসমূহ এবং কটকরাশি প্রদান
 করিয়া বারংবার “খাও খাও” বলিয়া তাঁহাকে

কণ্টকায়ত্ত্ব তদ্বক্ষুকা যথাপূৰ্ণমতিষ্ঠত ॥ ১৬৮ ॥
 পুরা হি মুনিকন্তাভিরাহুতো ভোজনায় চ ।
 দিনেদিনে তৎ প্রদত্তং লোষ্ট্রমশু চ গোময়ম্ ॥
 কর্দমং কাঠদণ্ডঞ্চ ভূক্ষা জীত্যাথ হর্ষিতঃ ।
 এতাদৃশো মুনিরগৌ চণ্ডালসদৃশকৃতিঃ ॥ ১৭০ ॥
 সুক্রীর্ণোপানহৌ হস্তে গৃহীত্বা তু তথা করে ।
 অন্ত্যাজোচিতভাষাভির্ভূষপর্কীগমভ্যাগাৎ ॥ ১৭১ ॥
 বুষণকেশয়োঽর্থো দিখাসাঃ সমতিষ্ঠত ।
 বুষণর্কী তমজ্ঞাহা পীড়য়ত্বা শিরোহচ্ছিনৎ ॥
 হতে তস্মিন্ বিজ্ঞশ্চেঠে জগদেতৎ চ চরাচরম্ ॥
 অতীব কলুষমভবত্তজস্বা মুনয়স্তথা ॥ ১৭৩ ॥
 গৌতমস্ত মণশোকঃ সজ্জাতঃ সূমহাশ্বনঃ ।
 নির্ঘনৌ চক্ষুষো বারি শাকং সন্দর্শয়ন্নিব ॥ ১৭৪ ॥
 গোক্তা সর্বদৈত্যানাং সন্নিবো বাক্যমুক্তবান্ ॥
 কিমনেন কৃতঃ পাপং যেন ছিন্নমিদং শিরঃ ॥

উপরোধ করেন; সেই ব্রাহ্মণ অন্ন নবদনে সমস্তই আহার করেন। অন্ত্যস্ত অন্নভক্ষণ ও পানীয়পান যেরূপ করিয়াছিলেন, জলস্ত অঙ্গার ও কণ্টক সেইরূপ খাইয়া কেঁলিয়া ছিলেন এবং তাহা খাইয়া কিছুমাত্র বিকার প্রকাশ করেন নাই। মুনিকন্তাগণ প্রতিদিন তাঁহাকে আহারের অন্ন অহ্নান করিয়া গোময়জল, লোষ্ট্র, ও কাঠদণ্ড প্রদান করিত আয় ব্রাহ্মণ অন্নানবদনে জীতিপূর্বক তাহা ভোজন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এইরূপ গুণসম্পন্ন গৌতমশিষ্য চণ্ডালের বেশে ছিন্ন চর্ম্মপাত্ৰকাবুগল হস্তে লইয়া ইতর ভাষায় গালাগালি প্রদান করিতে করিতে বুষণর্কসমকে উপস্থিত হইলেন এবং উল্লঙ্ঘ হইয়া সেই বুষণর্কী ও শিবমূর্ত্তির মধ্যভাগ দণ্ডায়মান রহিলেন। বুষণর্কী তাঁহাকে জানিতেন না; এরূপ উন্নতবেশ দর্শন করিয়া পীড়নপূর্বক তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণপ্রবর এইরূপে নিহত হইলে এই নির্ধন চরাচর জগৎ কলুষিত (পাপে মলিন) হইয়া উঠিল। তথাকার মুনিগণ অভিশয় ব্যথিত হইলেন, মহাশ্বে

মম প্রাণাধিকশ্চেহ সর্বদা শিবযোগিনঃ
 মমাপি মরণং সত্যং শিষ্যচ্ছয়া যতো গুরুঃ ॥
 শৈবানাং ধর্ম্মবুক্রানাং সর্বদা শিববার্জুনাম্ ॥
 মরণং যত্র দৃষ্টং স্তাত্তত্র নো মরণং ক্রবম্ ॥

শুক্রে উবাচ ।

এনং সঞ্জীবয়িষ্যামি মম গোত্রং শিবপ্রিয়ম্ ॥
 বিমর্খং স্মিয়তে ব্রহ্মন্ পশু মে তপসো বলম্ ॥
 ইতি বাদিনি বিপ্রেন্দ্রে গৌতমোহপি মমার হ
 তাস্মিন্ যতেহৎ শুক্রেহাপি প্রাণাস্তত্যাজ
 যোগতঃ ॥ ১৭৩ ॥

তদ্বাপি হতমাজায় প্রহ্লাদাদ্যা দিতীযয়াঃ ।
 সর্বো মৃত্যোঃ ক্রণেনৈব তদবুভবতঃ ॥ ১৮০ ॥

গৌতম নিদারূপ শোকে অভিশয় কাহর হইলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোকপ্রকাশপূর্বক সকল দৈত্যদেবের সমাক্ষ বলিলেন, — ইনি কি পাপ করিয়াছিলেন যে, ইহার মস্তকচ্ছেদন করা হইল; ইনি সর্বদা শিব-ধ্যান-মগ্ন যোগী, ইনি আমার ব্যপদেশে গুরু; আমি ইহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতাম; ইহার মৃত্যু না হইয়া আমার মৃত্যু হইলে ভাল ছিল। শিবের প্রতি তয়-ভাবাপন্ন ধার্ম্মিক শৈবদিগের মৃত্যু যেখানে দেখিতে হয়, সেখানে আমাদেরও মৃত্যু নিশ্চয়। ১৫৫ ১৭৭। শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! ইনি একে শিবের প্রিয়পাত্র, তাহাতে আমার বশোৎপন্ন; সুতরাং আমি ইহাকে জীবিত করিব; আপনি প্রাণত্যাগ করিবেন না, আমার তপোবল দেখুন। বিপ্রবর শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিতে বলিতেই গৌতম প্রাণত্যাগ করিলেন, গৌতম প্রাণত্যাগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাচার্য্যও যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। শুক্রাচার্য্য প্রাণ ত্যাগ করলেন দেখিয়া প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যোখরগণও ক্রণকাল-মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন; আকস্মিক এই ঘটনা অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল

মৃতমাসৌদধ বলং তস্মৈ বাণস্মৈ ধীমতঃ ।
 অহল্যা শোকসন্তপ্তা করোদোচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ
 গৌতমেন মহেশস্মৈ পূজয়া পূজিতো বিভুঃ ।
 বীরভদ্রেঃ মহাযোগী সর্বং দৃষ্ট্বা চূকোপ হ ॥
 অহো কষ্টমহো কষ্টং মাহেশা বহবো মূতাঃ ।
 শিবং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি তেনোক্তং করবাণ্যহম্
 ইতি নিশ্চিত্য গতবান্ মন্দ্রাচলমব্যয়ম্ ।
 নমস্কৃত্বা বিরূপাক্ষমিদং সর্বমথোক্তবান্ ॥ ১৮৪
 ব্রহ্মা হরিঃ স্বর্তো তত্র দৃষ্ট্বা প্রাহ শিবো বঃ
 মন্ত্ৰোক্তঃ সাহসং কর্ম্ম কৃতং দৃষ্ট্বা বরপ্রদঃ ।
 গব্যা পশ্চামহে বিষ্ণো বুবামপ্যাগমিষ্যথ ।
 অথেশোঃ বুসমাকৃহ বায়ুনা ধৃতচামরঃ ॥ ১৮৬
 নন্দিকেন সুবেষণে ধৃতো ছত্রেহতিশোভনে ।
 সুবেষে হেমদণ্ডে চনাস্ত্রযোগে ধৃতো বিভোঃ

মহেশানুযতিং লক্ষ্মা হরির্নাগান্তকে স্থিতঃ ।
 আরক্তনৌলচ্ছত্রাভ্যাং শুভতে লক্ষকোচ্চভঃ
 শিবানুযতিয়া ব্রহ্মাপি হংসারুটোহভবন্তদা ।
 ইন্দ্রগোপপ্রভাকারচ্ছত্রাভ্যাং শুভতে বিধিঃ ।
 ইন্দ্রাদিসমীদেবাশ্চ স্বস্ববাগ্নসংযুতাঃ ।
 অথ তে নিধনুঃ সর্ষেণা বাদ্যাঙ্কমোদিতাঃ ।
 কোটিকোটীগণাকৌণ গৌতমস্তাশ্রমং গতঃ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানা দৃষ্ট্বা তৎপরমভুংহম্ ॥ ১৯১
 বভক্তঃ জীবয়ামাস বামকোণনিরীক্ষণাৎ ।
 শক্ভো গৌতমং প্রাহ তুষ্টোহহস্তে বরং বৃণু
 গৌতম উবাচ ।
 যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেযোগে বরো মম ।
 স্বর্গদ্বার্কনসামর্থ্যাং নিত্যমম মহেশ্বর ॥ ১৯৩
 বৃতমেতন্ময়া দেব শৃণুশ্চৈতল্লিলোচন ।

ক্রমে সেই ধীমান্ বাণের সৈন্তসকলও
 প্রাণত্যাগ করিল। তাঁহারা প্রাণত্যাগ
 করিলে, অহল্যাদেবী শোকসন্তপ্তা হইয়া
 পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ
 করিলেন। মহর্ষি গৌতম মহেশ্বরকে যেমন
 পূজা করিতেন, সেইরূপ প্রভু বীরভদ্রেরও
 পূজা করিতেন। মহাযোগী বীরভদ্র তৎসমু-
 দয় অবলোকন করিয়া কুপিত হইলেন—
 বলিতে লাগিলেন,—হায় কি কষ্ট! হায় কি
 কষ্ট! বহু শৈব প্রাণ ত্যাগ করিলে, মহে-
 শ্বরকে গিয়া এই বার্তা নিবেদন করি, তাহার
 পর তিনি যাহা বলেন, তাহাই করিব
 এই স্থির করিয়া বীরভদ্র মন্দ্রাচলে
 গমন করিয়া অব্যয় বিরূপাক্ষ দেবকে নম-
 স্কারপূর্বক সমস্ত ঘটনা বলিলেন। ১৭৮ ১৮৪।
 ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহাদেবের সমীপে অবস্থান
 করিতেছিলেন, মহাদেব তাঁহাদিগের প্রতি
 দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে বিষ্ণো!
 হে ব্রহ্মন! আমার ভক্তগণ অসমসাহসিকের
 কার্য্য করিয়াছে, অতএব তথায় গিয়া তাহা-
 দিগকে বর প্রদান করি; তোমরাও আমার
 সঙ্গে আইস। এই বলিয়া মহেশ্বর স্ব-
 বাহনে আরোহণ করিলেন, বায়ু তাঁহার

পার্শ্বে চামর ধারণ করিলেন, সুবেশধারী
 নন্দী প্রভুর মস্তকোপরি অতি বেতবর্ণ
 সুবর্ণদণ্ডে অস্ত্রতুল্য উত্তম হুই ছত্র ধারণ
 করিলেন। কোচ্চত্রিধারী হরি, মহেশ্বরের
 অনুমতি লইয়া গরুড়োপরি আরোহণপূর্বক
 আরক্তনৌলচ্ছত্রগুণে সুশোভমান হই-
 লেন। মহাদেবের অনুমতি অনুসারে
 জনকর্তা ব্রহ্মাও হংসে আরোহণপূর্বক
 ইন্দ্রগোপকৌটুলা যজ্ঞবর্ণ চ্ছত্রগুণে
 শোভিত হইলেন। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ
 স্ব স্ব বাহনে আরোহণপূর্বক কোটি কোটি
 অঙ্কুরে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ বাদ্যের
 সজ্জিত তথা হইতে যাত্রা করিয়া গৌতমের
 আশ্রমে গমন করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু
 মহেশ্বর তথায় গিয়া সেই অদ্ভুত ঘটনা
 অবলোকন করিলেন। অনন্তর মহে-
 শ্বর বামনয়নের কোণ দ্বারা নিরীক্ষণ
 করিয়া ভক্তদিগকে জীবিত করিয়া গৌত-
 মকে কহিলেন,—“আমি তোমার উপর
 সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর।”
 গৌতম কহিলেন,—হে দেবেশ! হে মহে-
 শ্বর! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
 থাকেন ত এই বর দিন যে, আমি যেন

মম শিষ্যো মহাভাগো হেয়াহেয়াদিবর্জিতঃ ।
 শ্রেয়সীযং মমত্বেন ন চ পশুতি চক্ষুযা ।
 স জ্ঞানেন চ ভ্রাতব্যং ন দাতব্যং ন চেতরং
 ইতি বুদ্ধা তথা কুর্স্বন স হি যোগী মহাযশাঃ ।
 উন্নতবিকৃতাকারঃ শকরাশ্চেতি কীর্তিতঃ । ১১৯৬
 ন কশিক্তং প্রতিষিধ্যার চ তং হিংসয়েদ্বিতি ।
 এতন্মে দীয়তাং দেব এতেষামমুক্তিস্তথা । ১১৯৭
 শ্রীভগবানুবাচ ।
 আকরমেতে জীবন্ত ততো মুক্তিং ভজন্ত চ ।
 যয়া কৃতমিদং বেশ্য বিদ্বতঃ বিকৃতং শুভম্ ।
 তিষ্ঠামঃ কণমাশ্রুত ততো বাস্তুমি মন্দিরম্ ।
 গোতম উবাচ ।
 অবোগ্যং প্রার্থনামীশ যথা দোষং ন পশুতি ।
 ব্রহ্মাদ্যভ্যং দেবেশ দীয়তাং যদি য়োচেতে ॥

প্রতিদিন আপনার লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা করিতে
 পারি। হে দেব জ্বলোচন! আমার আর
 একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন,—আমার এই
 মহাভাগ শিব' দেখিতেছেন, ইহার হেয়-
 উপাদেয় জ্ঞান নাই; সর্বত্রই ইহার মমতা,
 চর্মচক্ষু দ্বারা ইনি কিছুই দেখেন না।
 জ্ঞানেশ্রিয়গ্রন্থ কিছুই নাই, দাতব্যও নাই,
 অদাতব্যও কিছুই নাই, ইত্যাকার সম-
 জ্ঞানে ইনি যথেষ্ট ব্যবহার করেন। ইনি
 মহাশয় যোগী, ইহার নাম শকরাশ্বা, ইনি
 উন্নত বিকৃতবেশে সশয্যা কালযাপন করেন।
 হে দেব! একপে কেহ বাহাতে ইহার
 প্রতি ষেষ করিতে না পারে, কেহ হিংসা না
 করে এমং কিছুতেই ইহাদেয় মৃত্যু না হয়,
 আপনাকে এইরূপ অমুগ্রহ করিতে হইবে।
 শ্রীভগবানু কহিলেন,—ইহার কল্প পর্য্যন্ত
 জীবিত থাকুক, তাহার পর মুক্তি প্রাপ্ত
 হইবে। তুমি যে এই বিকৃত সুল্লর মন্দির
 নির্মাণ করিয়াছ, আমরা কণকাল ইহাতে
 অবস্থান করিয়া স্বর্গহে গমন করি। গোতম
 কহিলেন,—হে ঈশ্বর! আমি কিছু অস-
 তব বিষয়ের প্রার্থনা করি; প্রার্থা ব্যক্তি

অথেষো বিকুমালোক্য গৃহীত্বা তু ক রং হরঃ
 প্রহসন্নবুজাতাকমিত্যুবাচ সদাশিবঃ । ২০১
 শ্রীশিব উবাচ ।
 স্নানোদরোহপি গোবিন্দ দেয়' তে ভোজনং
 কিসু ।
 স্বয়ং প্রবিশ্ব যদি বা স্বয়ং সুভৃক্ষ স্বগেহবৎ । ২০২
 পক্ষ বা পার্বতাগেহং বা কুলিং পুরয়িষ্যতি ।
 ইত্যুকা তৎকরালঘৌ একান্তমগমযিছুঃ । ২০৩
 আদিশু নন্দিনং দেবো দ্বারাধ্যক্ষং যথোক্তবৎ
 গোতমক উবাচোপ উত্তরং বিকৃতায়ণম্ । ২০৪
 শ্রীশিব উবাচ ।
 সম্পাদয়্যারং সর্কেষাং ভোজুকামা বয়ং নুনে ।
 ইত্যুকেকান্তমগমদ্বাসুদেবেন শকরঃ । ২০৫
 মুহুশয্যাং সমারুহ শয়িতৌ দেবভোক্তমৌ ।

কিছুতেই দোষ দেখে না, তাহার যাহা ইচ্ছা
 প্রার্থনা করে। হে দেবেশ! যদি আপনার
 অভিমত হয়, তবে আমাকে ব্রহ্মাদিহৃগত
 কিছু দান করুন। অনন্তর মহেশ্বর সদাশিব,
 পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিয়া তদীয় কল্প গ্রহণপূর্বক হস্ত করিতে
 করিতে বলিলেন। শিব কহিলেন,—
 গোবিন্দ তোমার উদর শূন্য দেখা যাইতেছে,
 তুমি কিছু আহার করিবে কি? তুমি
 নিজেই নিজের বাড়ীর মত এই বাড়ীতে
 প্রবেশ করিয়া ভোজন করিতে পার।
 অথবা পার্বতীর তবনে গমন কর, তিনি
 তোমাকে উদরপূর্ণ করিয়া আহার করাই-
 বেন। এই বলিয়া প্রস্থ বিকুর কর ধারণ-
 পূর্বক একান্তে গমন করিলেন; এবং দ্বারা-
 ধ্যক্ষ নন্দীকে যথোক্ত কার্য্য করিতে
 আদেশ করিয়া গোতমকে বিকুর প্রতি
 কথিত বিষয়ের প্রত্যুত্তরে বলিলেন।
 ১৮৫—২০৪। শ্রীশিব কহিলেন,—“হে
 নুনে আমরা সকলে আহার করিতে
 ইচ্ছা করি, অতএব আমাদেরই জন্য অন্ন
 প্রস্তুত কর।” এই বলিয়া শকর বাসুদেবের
 সনে একান্তে নির্জন স্থানে গমন করি-

অস্ত্রোত্তমং ভাবিণং কৃষা প্রোক্তং তুরভাবপি
 গম্বা স্টাকং গম্বীরং নাস্ত্রোত্তো দেবসস্তমো ।
 করানুপাতমস্ত্রোত্তমং পৃথককৃত্বোত্যজ চ ৷২০৭
 মনয়ো রাক্ষসাস্টৈশ্চ জলক্রীড়াং প্রচক্রিরে ।
 অথ বিকূর্মহেশশ্চ জলপাতানি শীত্রতঃ ৷ ২০৮
 চক্রতুঃ শকরঃ পদ্মাক্রম্যক্রলিনা হরেঃ ।
 অবাকিরমুখে ভস্ম পদ্মোৎফুলবিলোচনে ৷২০৯
 নেত্রে কেশরসম্পাভারামীলয়ত কেশবঃ ।
 অস্ত্রোত্তরে হরেঃ স্বকমারুরোহ মহেশ্বরঃ ৷২১০
 হর্ঘ্যস্তমাসং বাহুভ্যাং গৃহীষ্য স স্তমজ্জয়ৎ ।
 উন্মজ্জরিষ্য চ পুনঃ পুনশ্চাপি পুনঃপুনঃ ৷২১১
 পীড়িতঃ স হরিঃ কৃষ্ণ পাতয়ামাস শকরম্ ।
 অথ পাদৌ গৃহীষ্য তস্মাচর্ষ চান্নাময়ৎ ৷২১২

অভাভ্রহরৈর্ককঃ পাতয়ামাস চাত্যতম্ ৷২১৩
 অধোশিভো হরিস্তোয়মাংসারাক্রলিনা ততঃ ।
 অবাকিরদথো শকুরথ বিকূর্মথো হরিঃ ৷-১৩
 জলক্রীড়াইবমভবদধ চর্ষিগণান্তরে ।
 জলক্রীড়াসম্মেণ বিশস্তজটবহনঃ ৷২১৫
 অথ সম্মতস্তোয়ামস্তোস্তং জটবহনম্ ।
 ইতরেতরবদাসু জটাসু চ মুনীশ্বরঃ ৷ ২১৬
 শক্তিমস্তোহশক্তিমত আকর্ষন্তি চ সব্যধম্ ।
 পাতয়ন্তোহস্ততশ্চাপি ক্রোশন্তো রুদতস্তথা ৷
 এবং প্রযুক্তে তুয়লে সন্তুতে তোরকর্ষণ ।
 আকাশে নারদো হুটৌ ননর্চ চ ননাদ চ ।
 বিপক্ষীং নাদয়ন্ বাদ্যং ললিতাং গীতিমুজ্জগেৎ
 সুগীত্য ললিতায়ান্ত হৃগায়ত বিধা দশ ৷ ২১৯

লেন। সেই উত্তম দেবসুগল মল্লিরমধ্যে
 গমন করিয়া কোমল শয্যায় শয়নপূর্বক
 ক্রিয়ৎকরণ পরস্পর কথোপকথন করিয়া তথা
 হইতে গাভ্রোথান করিলেন; অনন্তর
 সুরেশ্বর শিব ও বিকু এক গভীরজল
 ভাঙ্গে নান করিতে গমন করিলেন।
 অস্ত্রোত্তম-দেবগণ, মুনীগণ ও দৈত্যগণ নান
 বারতে গিয়া করবারা পরস্পরের গাভ্রে
 জলসেচন করত জলক্রীড়া করিতে লাগি-
 লেন। মহেশ্বর ও বিকু উভয়ের পরস্পরের
 শরীরে ক্রিপ্রহন্তে জলসেচনপূর্বক ক্রীড়া
 করিতে আরম্ভ করিলেন। শকর পদ্মের ভ্রাত
 উৎফুলনেজ শ্রীহরির মুখে পদ্মকেশর মিশ্রিত
 জল অঞ্জলি দ্বারা নিকষণ করিলেন।
 ২০৫—২০৯। কেশব, চক্রে পদ্ম-কেশর
 নিপতিত হওয়ায় চকু বৃদ্ধিত করিলেন, সেই
 অবকাশে মহেশ্বর তাঁহার কন্ডে আরোহণ
 করিলেন এবং বাহুসুগল দ্বারা তলীর উত্ত-
 মাদ ধারণপূর্বক তাঁহাকে জলময় করি-
 লেন। পরে উন্নয়ন করিয়া আবার ময়
 করিলেন, এইরূপ হরিকে পুনঃপুনঃ ময় ও
 উন্নয়ন করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি তাহাতে
 ব্যথিত হইয়া স্বক্ৰান্তি হৃদয়পথারী শকরকে
 কেলিয়া দিলেন। অনন্তর শকু, শ্রীহরির

পদধর ধারণপূর্বক আকর্ষণ করিয়া ঘুরাইতে
 লাগিলেন এবং বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া
 তাঁহাকে কেলিয়া দিলেন। অনন্তর হরি
 উথিত হইয়া অঞ্জলি দ্বারা জল লইয়া শকুর
 গাভ্রে ছুড়াইয়া দিতে লাগিলেন, শকুও
 তাঁহার গাভ্রে জল ছুড়াইতে লাগিলেন;
 এইরূপে উভয়ে পরস্পরের গাভ্রে জল
 ছুড়াইতে লাগিলেন। ঋষিদিগের মধ্যেও
 এইরূপ জলক্রীড়া হইতে লাগিল। জল-
 ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদের জটা-
 বহন খসিয়া গেল। ক্রীড়াবেগে জটা-
 বহন উন্মুক্ত হইলে তাঁহার পরস্পরে
 জটায় জটায় বহন করিয়া শক্তিমানেরা
 দুর্ভলকে আকর্ষণ করিয়া কেলিয়া দি-
 তাগিলেন। এইরূপ ভাবে ক্রীড়া করিতে
 করিতে তাঁহার কখন টীংকার, কখন
 বা অপরের নিকট পরাভূত হইয়া যৌদন
 করিতে লাগিলেন। ২১০—২১৭। তাঁহাদিগের
 এইরূপ তুমুল জলক্রীড়া হইতে থাকিলে,
 নারদ অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্বক আনন্দে
 টীংকার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং
বিপক্ষী বাহনপূর্বক ললিতসুরে গান করিতে
আরম্ভ করিলেন। তখন নারদের মুখে
দশবিধ সুললিত গীত হইতে লাগিল।

শ্রবণ গীতিং মধুরাং শঙ্করো লোকভাবনঃ ।
 স্বয়ং গাতুং হি ললিতং মন্দং মন্দং প্রচক্রমে ॥
 স্বয়ং গায়তি দেবেশে মিত্রা মঙ্গলকেশিকী ।
 নারদে নৃত্যামানে তু গায়তি স্বরভেদিনি ।
 স্বয়ং ঐবং সমাদায় সর্বলক্ষণসংযুতম্ ।
 স্বধারামৃতসংযুক্তং গানেনৈবমবোজয়ৎ ॥ ২২২
 বাসুদেবো মর্দলঞ্চ করাত্যামিদমাহনৎ ।
 আবগাহঞ্চ তুর্কক্রমত্বকুর্খুথেরো বভৌ ॥ ২২৩
 তানকা গোতমাদ্যাঙ্কী তুক্রীং গাতুঞ্চ বায়ুজঃ
 গায়কে মধুরং গীতং হনুমতি কপীশ্বরে ॥ ২২৪
 স্নানম্নানমভবৎ কৃশাঃ পুষ্ঠাশ্চাভাবন ।
 স্বাঃ স্বাং গীতিমতঃ সর্কৈ তিরস্কৃত্যেব মুর্চ্ছিতাঃ
 তুক্রীভুক্তং সমভবদেবর্ষিগণদানবম্ ।
 একঃ স হনুমান্ গাতা শ্রোতারঃ সর্কৈ এব তে

মধ্যাহ্নকালে বিভতে ভোজনাবসরে সতি ।
 মুকুলযুগ্মমাধস্ত শৃধন গীতিং মহেশ্বরঃ ॥ ২২৭
 শীতবস্ত্রধরং বিষ্ণুস্মারক্তং চতুরাননঃ ।
 স্বস্বাধীণ্যথ সর্কৈহপি কৃত্যং কৃত্যপি কালিকম্
 স্বং স্বং বাহনমাক্রহ নির্গতাঃ সর্কৈদেবতাঃ ।
 গানপ্রিয়ো মহেশ্চ জগাদ প্রবগেশ্বরম্ ॥ ২২৯
 শিব উবাচ ।
 প্রবগ! স্বং ময়াস্তুপ্তো নিঃশঙ্কঃ সুষমাক্রহ ।
 মম চাভিমুখো ত্বুৎ গায়স্বাশেষগায়নম্ ॥ ২৩০
 অথাহ কপিশাৰ্দুলো ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ।
 সুষভারোহসামর্থ্যং তব নাস্ত্যস্ত বিদ্যতে ॥ ২৩১
 তব বাহনমাক্রহ পাতকী স্মাহং প্রভো ।
 মামেবাক্রহ দেবেশ বিহঙ্গঃ শিবধারণঃ ॥ ২৩২
 তব চাভিমুখং গানং করিম্যামি বিলোকয় ।

লোকভাবন শঙ্কর সেই মধুর গীত শ্রবণ করিয়াই আর্জবদ্বয়ে জলাশয়তীয়ে বসিয়াই স্বয়ং ললিতস্বরে মন্দমন্দভাবে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবেশ শঙ্কর স্বয়ং গান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নারদ বিবিধস্বরে গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া মিত্রা মঙ্গলকেশিকী সর্বলক্ষণযুক্ত ঐবংরোচ্চারিত গীতে ধারামৃত সংযোগ করিতে লাগিলেন। বাসুদেব দুই হস্তে মর্দলবাদন করিতে লাগিলেন। চতুর্খুণ্ড ব্রহ্মাও পান ধরিলেন। গোতমাদি মুনিগণ তান দিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বাসুনন্দন কপিবর হনুমান ধীরে ধীরে গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। হনুমান মধুরস্বরে গান গাহিতে আরম্ভ করিলে, ষাঁহার উৎসাহের সহিত প্রকুলভাবে গান গাহিতে ছিলেন, তাঁহাদের মুখ স্নান হইয়া গেল; তাঁহারা আপন আপন গান পরিত্যাগ করিয়া হনুমানের গানে একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। দেব-গণ, ঋষিগণ ও দৈত্যগণ সকলেই যৌল্যাব-লম্বন করিলেন, একমাত্র হনুমানই গান করিতে লাগিলেন; আর সকলেই শ্রোতা

হইলেন। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে, মহেশ্বর গান শুনিতে শুনিতে বস্ত্রযুগল পরিধান করিলেন। বিষ্ণু শীতবর্ণ বস্ত্রযুগল এবং ব্রহ্মা যুক্তবস্ত্রযুগল পরিধান করিলেন। অপর সকলেও তাত্-কালিক আপন আপন কার্য সম্পন্ন করি-লেন। ২১৮—২২৮। অনন্তর দেবগণ সরোবর হইতে উখিত হইয়া স্ব স্ব বাহনে আরোহণপূর্বক তথা হইতে বহির্গত হই-লেন। গানপ্রিয় মহেশ্বর কপিবরকে বলি-লেন। শিব কহিলেন,—ওহে বানর! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে আমার এই বুঝে আরোহণ কর; এবং আমার সম্মুখে বসিয়া গান করিতে আরম্ভ কর। অনন্তর কপিবর হনুমান ভগবান্ মহেশ্বরকে কহিলেন,—হে প্রভো! বুঝতে আরোহণ করিবার সামর্থ্য একমাত্র আপনাই আছে; আপনি ভিন্ন অপর কেহ বুঝতে আরোহণ করিতে পারে না, অতএব আপনার বুঝতে আরোহণ করিয়া আমি কি পাতকী হইব? হে দেবেশ! আপনিই বরং আমার কণ্ঠে আরোহণ করুন; তাহাতে এই অধম বানর শিবের

অথৈশ্বরো হনুমন্তমাকরোরহ বৃষং যথা ॥ ২৩৩
 আরুচে শঙ্করে দেবে হনুমান কঙ্করাশিরঃ ।
 ছিবা স্বচং পরাবৃত্য মুখং গায়তি পূর্ববৎ ॥ ২৩৪
 শূধন গীতিশুধাং শঙ্কুর্গৌতমস্ত গৃহং ততঃ ।
 সর্কো চাপ্যাগতাস্তজ্জ দেবর্ষিগণদানবাঃ ॥ ২৩৫
 পূজিতা গৌতমেনাথ ভোজ্ঞনাবসরে সতি ।
 যচ্চুকদারুসঙ্কৃতং গৃহোপকরণাদিকম্ ॥ ২৩৬
 প্রকটমভবৎ সর্কং গায়মানে হনুমতি ।
 তস্মিন্ গানে সমস্তানাং চিত্রদৃষ্টিরতিষ্ঠত ॥ ২৩৭
 দ্বিবারুশীশস্ত পদাভিবন্দনঃ
 সমস্তগোত্রাভরণাপন্নঃ ।
 প্রসন্নমূর্তিস্তরুণঃ স্ময়ধ্যে
 বিস্তম্ভমূর্তীঞ্জলিভিঃ সুরেভিঃ ॥ ২৩৮
 শিরঃ করাত্যাং পরিগৃহ্য শঙ্করো
 হনুমতঃ পূর্বমুখককার ॥

বাহন হইয়া শঙ্ক হইবে । আমি আপনার
 অভিসুখ হইয়া গান করিব দেখুন । অন-
 স্তর দেবদেব শঙ্কর বৃষে বৈরুপ আরো-
 হণ করিতেন সেইরূপ হনুমানের কঙ্কে
 আরোহণ করিলে, হনুমান প্রীবা হইতে
 মস্তকঙ্কক ছেদনপূর্বক মুখভাগ শঙ্কুর
 অকিমুখী করিয়া পূর্ববৎ গান করিতে
 লাগিলেন । শঙ্কু সুধাসম মধুর গীত
 শ্রবণ করিতে করিতে গৌতমের গৃহে
 উপস্থিত হইলেন । দেবগণ, ঋষিগণ
 ও দৈত্যগণ সকলেই গৌতমের ভবনে
 উপস্থিত হইলেন । তাঁহাদের আহ্বারের
 সময় উপস্থিত, গৌতম তাঁহাদিগকে পূজা
 করিলেন । হনুমান তখনও গান গাহিতে-
 ছেন ; তাঁহার গানের বিরাম নাই । হনু-
 মানের স্ময়ধুর গীতরসে ঋষির গৃহস্থিত শুক
 কাঠসকল সরস হইয়া মঞ্জরিত হইল । সেই
 গানে সকলেরই দৃষ্টি বিশ্বরে চিত্তাৰ্পিতবৎ
 স্থির নিশ্চল হইল । ২২২—২৩৭ । মহেশ্বর
 বঙ্ক হইতে অবতীর্ণ হইলে সর্কাদে
 অলকারকুণ্ডিত প্রসন্নমূর্তি যবা পুরুষ
 হনুমান বাহুযুগল দ্বারা তাঁহার পদদ্বক

পদ্মাসনাসীনহনুমতোহঙ্কলৌ
 নিধায় পাদং স্বপরং মুখে চ ॥ ২৩৯
 পাদাকুলীভ্যামথ নাসিকায় বিস্তুঃ
 স্নেহেন জগ্রাহ চ মন্দমন্দম্ ।
 কঙ্কে মুখে অংসতলে চ কণ্ঠে
 বন্ধঃস্থলে চ স্তনমধ্যমে হৃদি ॥ ২৪০
 ততশ্চ কুক্ষাবথ নাভিমণ্ডলে
 ততো দ্বিতীয়ং ত্রুদধাশ্তু চাঞ্জলৌ ।
 শিরো গৃহীত্বাবনময্য শঙ্করঃ
 পম্পর্শ পৃষ্ঠং চুবুকেন সধনিঃ ॥
 হায়ক মুক্তাপরিকরিতং শিবো
 হনুমতঃ কণ্ঠগতককার ॥ ২৪১
 অথ বিশ্বর্ষ্মহেশানমিদং বচনমুক্তবানি ।
 হনুমতা সমো নাস্তি কৃৎসত্রাকাণ্ডমণ্ডলে ॥ ২৪২
 ঋতিদেবাদ্যাগম্যাং হি পদং তব কপিহৃতিম্ ।
 সর্কোপনিষদব্যাজং ত্রংপদং কপি সর্কযুক্ ॥

স্পর্শপূর্বক অভিবাদন করিলেন, দেব-
 পণ মস্তকে বন্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডার-
 মান রহিলেন । তখন শঙ্কর,
 করযুগল দ্বারা হনুমানের মস্তক ধারণ
 পূর্বক তাঁহার মুখ কিরাইয়া যথাস্থানস্থ
 করিয়া দিলেন । অনস্তর হনুমান পদ্মাসনে
 উপবেশন করিলে প্রভু মহেশ্বর স্নেহবশতঃ
 ধীরে ধীরে এক পদ হনুমানের অঞ্জলিতে
 অপর পদ তাঁহার মুখে, এবং মুখার্ণিত পদের
 অঞ্জলি তাঁহার নাসিকায় স্থাপন করিলেন ;
 এক চরণ হনুমানের অঞ্জলিতে স্থাপনপূর্বক
 অপর চরণ তাঁহার কঙ্কে, মুখে, কণ্ঠে, বন্ধ-
 স্থলে, হৃদয়ের ঠিক মধ্যস্থলে, কৃক্ষিতে
 (বগলে) এবং নাভিমণ্ডলে স্পর্শ করাই-
 লেন । অনস্তর শঙ্কর, হনুমানের মস্তক অব-
 নমনপূর্বক সশব্দে চিবুক দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠ
 স্পর্শ করিলেন, এবং তাঁহার কণ্ঠে মুক্তাধার
 পরাইয়া দিলেন । অনস্তর বিষ্ণু মহেশ্বরকে
 বলিলেন,—এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে হনুমানের
 তুল্য আর কেহ নাই ; আপনার যে পদ
 বেদের অগম্য এবং দেবাদিহৃৎকৃত ; সেই

যমাদিসাধনৈর্ঘোর্গৈর্ন কণং তে পদং স্থিতম্ ।
 মহাবোগিহৃদভোজ্যে বলং স্বচ্ছং হনুমতি ।
 বর্ধকোটিসহস্রৈশ্চ তপঃ কৃত্বা তু দ্রুফরম্ ।
 স্বজ্ঞপং নাতিজানন্তি কুতঃ পাদং মুনীশ্বরঃ ॥
 অহো ভাগ্যং বিচিত্রং হি চপলো বানরো মৃগঃ
 ধস্তে পাদযুগলো যোগী হৃদ্যপি ন কামম্ ।
 ময়া বর্ষসহস্রং তু সহস্রাভৈশ্চত্বাষষ্ণম্ ।
 ভক্ত্যা সম্পূজিতোহশীশপাদো নো দর্শিতস্তদা
 লোকে বাদো হি স্তমহান শত্বূর্নাত্মাধেণপ্রিয়ঃ ।
 হরিঃ প্রিয়স্তথা শত্ভোর্মতাকৃগ্ভাগ্যমস্তি মে ।
 সদাশিব উবাচ ।
 ন ত্বয়া সনৃশো মহং শ্রিয়োহস্তি তপবনং হরে ।

পদ অদ্য সামান্ত বানর হনুমানের উপরে
 অর্পিত হইয়াছে । আপনার যে পদ নিখিল
 উপনিষদে অব্যক্ত রহিয়াছে ; বানরের
 উপরে তাহা অদ্য সুব্যক্ত হইয়া প্রকাশিত ।
 আপনার যে পদ মহাবোগীদিগের হৃদয়-
 পথে যমগি বিবিধ সাধন এবং যোগবলেও
 কণকালের জন্ত অবস্থান করে নাই, সেই
 নির্মূল পদ অদ্য হনুমানের উপরে বল-
 স্বরূপে অবস্থিত । ২৩৮—২৪৪ । প্রধান
 প্রধান মুনিগণ সহস্রকোটি বৎসর দুস্তর
 তপস্বী করিয়াও আপনার স্বরূপ অবগত
 হইতে পারেন নাই । চরণের ত কথাই
 নাই । এই হনুমানের কি অদ্ভুত সৌভাগ্য
 যে, সামান্ত চঞ্চল বানর পশু হইয়া, যোগীরা
 বাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন না,
 আপনার সেই পদ অসামান্যে সর্বাঙ্গে ধারণ
 করিতেছে । হে কেশান! আমি সহস্রবৎসর
 ঐতিহীন সহস্র পদ ধারা ভক্তিপূর্বক আপ-
 নার পদোদ্দেশে পূজা করিয়াছি, তথাপি
 আপনি আমাকে পদ প্রদর্শন করেন নাই ।
 সকল লোকই প্রায় বলিয়া থাকে যে, শঙ্কু
 নারায়ণের শ্রিয় ; বাস্তবিকই আমি আপ-
 নাকে বধেই ভক্তি করিয়া থাকি ; কিন্তু
 আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, আপনার শ্রিয়-
 পাত্র হইতে পারিলাম না । সদাশিব কহি-

পার্বতী বা ত্বয়া তুল্যা ন চাশ্চো বিদ্যাতে মম ।
 অথ দেবায় মহতে গোঁতমঃ প্রণিপত্য চ ।
 ব্যজ্ঞাপয়দমেয়াশ্চন দেবেহি করুণানিধে ॥২৫০
 মধ্যাহ্নোহয়ঃ ব্যতিক্রান্তো স্তুতিবেলাখিলস্ত চ
 অথাচম্যা মহাদেবো বিষ্ণুনা সাহতো বিতুঃ ।
 প্রবিষ্ট গোঁতমগৃহং ভোজনায়োপচক্রমে ॥ ২৫২
 রত্নাকুলীয়েষর নুপুরাভ্যাং
 দুকুলবন্ধে ন তত্ত্বংসুকাঞ্চ্য ।
 হারৈরনৈকৈরথ কঠনিক-
 যজ্ঞোপবীতোত্তরবাসসী চ ॥ ১৫০
 বিলম্বিচঞ্চলগণিকুণ্ডলেন
 সুপুষ্পশিলবরেন দেব ।
 পঞ্চাঙ্গগন্ধস্ত বিলেপনেন
 বাহ্যোদ্ধৈদৈঃ করুণকাকুলীয়েঃ ॥ ২৫৪
 ইখং বিভূষিতঃ শিবো নিবিষ্ট উত্তমাসনে

লেন,—হে ভগবন্ হরে! তোমার মত
 আমার শ্রিয়পাত্র আর কেহই নাই, অস্ত্রের
 কথা কুরে থাকুক, তুমাকে যেরূপ ভাল
 বাসি, পার্বতীকেও সেরূপ ভাল বাসিতে
 পারি না । মহাদেব এইরূপ বলিতেছেন—
 এমন সময়ে মর্ধ্বি গোঁতম তাঁহাকে শ্রোগাম
 করিয়া নিবেদন করিলেন,—“হে অমেয়া-
 ত্মন! দেব করুণানিধি! গাজোখান করুন ;
 মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত প্রায়, সকলেরই আহা-
 রের সময় হইয়াছে ।” ২৪৫-২৫১ । অনন্তর
 প্রভু মহাদেব গোঁতমের ভোজনগৃহে প্রবেশ
 পূর্বক বিষ্ণুর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া আচ-
 মন করিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 মহাদেবের করাকুলীতে রত্নের অসুলীয়ক,
 হই চরণে নুপুর, কঠিনটে দুকুল বসন ;
 নিস্তম্বে বিদ্যাভের স্তায় চাক্চিকাশালী সুন্দর
 কাঞ্চীদাম ; গলে বহুবিধ হার, কঠে দীনায়
 (মোহর) ; বাজোপবীত ও উত্তরীয় বসন
 বিলম্বিত, কর্ণে মণিকুণ্ডল দোহুল্যমান, মস্ত-
 কের বন্ধকেশভার উত্তম পুষ্পে সুশোভিত
 এবং বাহ্যুপলে কঞ্চা ও বলয় সুশো-
 ভিত ছিল । এইরূপে সর্বাঙ্গে অলঙ্কার-

স্বসম্মুখং হরিং তথা । বৈশম্বর্যাসনে ।
 অস্ত্রোস্ত্রসম্মুখস্থিতৌ হরীশৌ দেবসত্তমৌ ।
 সুবর্ণভাজনাস্তথো দদৌ স চাপি গৌতমঃ ।
 ত্রিংশৎপ্রভেদভক্তকান্ সুপায়সং চতুর্ধ্বম্ ।
 সুপকপাকজাতকং শতধ্বং প্রকল্পিতম্ ।
 অশকমপ্রকং তথা শতধ্বং প্রকল্পিতম্
 শতং শতং তথা সুকন্দশাককং তথা মূনিঃ ।
 শর্কাদি সর্বপায়িতঃ দদৌ চ পঞ্চবংশতিম্
 সুশর্করাদিকং তথা সুচূতদাত্যাদিকম্ ।
 মোচাকলং তু গোস্তনীং সুখর্জুনগরুড়কম্
 জম্বুকলং প্রিয়ালুকং বিককতং কলং তথা ।
 এবমাদৌনি চান্তানি দ্রব্যাগ্যপ্য যথাবিধি ।
 দদ্যাপোশনঞ্চ বিপ্রো ভূজধমিতি চারবীৎ ।
 ভূজানেষু চ সর্ষেযু ব্যজনং স্মন্ববিস্তৃতম্ ।
 গৌতমঃ স্বয়মাদার শিববিক্ষু স্ববীজয়ৎ ॥ ২৫২

ভূষিত মহাদেব উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন এবং ঐহরিকে আপনার সম্মুখে উত্তম আসনে বসাইলেন । দেবসত্তম সেই শিব ও বিষ্ণু পরম্পর সম্মুখীন হইয়া আহ্বার করিতে বসিলেন ; অনন্তর গৌতম মুনি ঐহাদের সম্মুখে সুবর্ণভাজ প্রদান করিলেন । তৎপরে ত্রিশপ্রকার অন্ন, চতুর্ধ্ব উত্তম পায়স, উত্তমরূপে পক হইশত ব্যঞ্জন, অপক ও পকপক, তিনশত বা ততোধিক উত্তম কন্দশাক, পঁচিশ প্রকার সর্ষপযুক্ত শাক, উত্তম শর্করাদি মিষ্টান্ন, উত্তম অত্র দাত্যাদি কল, মোচাকল, ড্রাক্ষা, খর্জুর, নাগরুড়কল, জম্বুকল, প্রিয়ালকল এবং বিককতফল ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য যথানিয়মে যাহার পর যাহা ভোজ্য, তাহা প্রদান করিয়া গণ্ডুবর্ষজল প্রদান করিলেন, এবং “আপনারা আহ্বার করুন” এই কথা বলিতে লাগিলেন । ২৫২-২৫৮। হনুমান, অস্ত্রোস্ত্র দেবগণ ও কৈবর্তগণ সকলেই ঐহাদের পার্শ্বে বসিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন । নিখিল খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন করিয়া গৌতম স্মন্ববিস্তৃত চামর লইয়া স্বহস্তে শিব ও বিষ্ণুকে

পরিহাসমথো বক্রুম্মিষেয় পরমেশ্বরঃ ।
 পশু বিক্ষো হনুমন্তং কথং কুতস্তে স বানরঃ ।
 বানরং পশুতি হরৌ মণ্ডকং বিষ্ণুভাজনে ।
 চিক্কেপ মুনিসত্তেযু পশুৎস্বপি মহেশ্বরঃ ॥ ২৬১
 হনুমতে দন্তব্যাংচ যোচ্ছিত্তং পায়সাদিকম্ ।
 স্বগৃচ্ছিত্তমতোজ্যাক্ত তবৈব বচনাঙ্ঘ্রিভো ॥ ২৬২
 অনর্হঃ মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং তথা ।
 মহং নিবেদ্য সকলং কুপ এব বিনিষ্কিপেৎ ।
 অভুক্তে স্বহৃচে নুনং ভুক্তে চাপি কুপা তব ।
 সদাশিব উবাচ ।

বাণলিক্রে স্বঘম্ভুতে চন্দ্রকান্তে হৃদি স্থিতে ।
 চান্দ্রায়ণসমং জেয়ং শস্তো নৈবেদ্যভক্ষণম্ ।
 ভুক্তিবলেয়মধুনা ভবৈরন্তং কথাহরায়ং ।
 ভূক্তা তু কথয়িষ্যামি নিক্ষিপন্তং বিভুভুক্তং
 অথাসৌ জলসংস্কারং কৃতবান্ গৌতমো মুনিঃ

ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন । অনন্তর পরমেশ্বর পরিহাস করিতে ইচ্ছা করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—বিষ্ণু! ঐ দেখ বানর হনুমান্ কেমন ভোজন করিতেছে । বিষ্ণু মহাদেবের কথায় বানরের দিকে যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি মহেশ্বর মূনাদেগের সমক্ষেই বিষ্ণুর পায়ে কিঞ্চৎ অন্নমণ্ড নিক্ষেপ করিলেন । এবং হনুমানের পায়ে নিজের উচ্ছিত্ত পায়স প্রদান করিলেন । অনন্তর হনুমান বলিলেন,—প্রভো! আপনারই নিকটে শুনিয়াছি, আপনার উচ্ছিত্ত খাইতে নাই; আপনিই বলিয়াছিলেন—‘আমার উদ্দেশে প্রদত্ত নৈবেদ্য, কল, বিষপত্র, পুষ্প সমস্তই অগ্রাহ্য, অতএব আমাকে নিবেদন করিয়াই তাহা কুপে নিক্ষেপ করবে।’ স্মৃত্যয়ং এক্ষণে আপনার প্রদত্ত উচ্ছিত্ত ভক্ষণ করিব কিনা, কুপা করিয়া বলুন । সদাশিব উত্তর করিলেন,—চন্দ্রের স্তায় সুন্দর সাক্ষাৎ দেবভাস্বরূপ বাণলিক্র যাহার হৃদয়ে অবস্থিত, তাহার পক্ষে শিবের নৈবেদ্য ভক্ষণ চান্দ্রায়ণভূল্য পাপনাশক; পরম পুণ্যজনক ।

আরক্তসুশিঙ্খসুস্বপ্নগাত্র।
 ননেকথা ধোতসুশোষিতাক্রান ।
 ভক্তাগতোয়ৈঃ কতবীজঘর্ষিতৈ-
 বিশোষিতৈস্তৈঃ করকানপুরয়ৎ ॥২৬৭
 নদ্যাঃ সৈকতবেদিকাম্
 নবতরাং স্ফাট্য স্ফন্দ্যবরৈঃ,
 শুক্লৈঃ শ্বেততরৈরধোপরিঘটাঃ
 স্তোয়েন পূর্ণান্ ক্রিপেৎ ।
 ক্রিপ্ত্বা নালকজ্ঞাতিমাস্তপুটকং
 তৎকোলকস্কুরিকা-
 চূর্ণং চন্দনচন্দ্রশ্রিবিশদাং
 মালাং পুটাস্তাঃ ক্রিপেৎ ॥২৬৮
 ষায়স্ত পি পুনশ্চ বাস্বিবসনে
 নাশোধ্য কৃন্তে ক্রিপে-
 চ্চন্দ্রেগ্রহমথো নিধায় বকুলং
 ক্রিপ্ত্বা তথা পাটলম্ ॥২৬৯

শেফালিস্তবকমথো জলঞ্চ তত্র
 বিস্তৃত্য প্রথমত্বে এব তোরণাদ্বিম্ ।
 কৃদাধো মুত্তরস্বক্ষবস্ত্রখণ্ডে-
 নাবেষ্টেৎ স্বর্ণিকমুখক ২ক্ষত্রেম্ ॥২৭০
 অনাতপপ্রদেশে তু নিধায় করকানম্ ।
 মন্দবাতসমোপেতে স্ফন্দ্যব্রজনবৌজিতে ॥২৭১
 অথ উর্কীঃ সুসলিলৈঃ সিকয়েৎ স্বর্ণিকামপি ।
 সংস্কৃতাঃ স্বায়তান্ত্রজ নরা নাথোহুংখবা নৃপ ।
 তৎকস্তা বা কালিতাক্সা ধোতমন্দ্যশ বাসসঃ ।
 মধুপিঙ্গলনির্ঘাসমসাস্ত্রমগুরুদ্রবম্ ॥ ২৭৩
 বাহুমূলে চ কর্ণে চ বিলিপ্য সাস্ত্রমেব চ ।
 মস্তকে জাপকঃ স্তস্ত পকগণ্ডবিলেপনম্ ॥২৭৪
 পুপনদ্রমুৎকেশান্ত ভাঃ শুভাঃ সূত্যাঃ সুনির্মলাঃ

বিশেষতঃ এক্ষেণে আহারের সময়, কথা-
 ভয়ে এক্ষেণে আহারের রসতর হইতে
 পারে ; অতএব নিঃশব্দচিত্তে আহার কর ।
 আহারের পরে ভোমাকে সব কথা বলিব ।
 অনন্তর তাঁহাদের আহার প্রায় শেষ হইয়া
 আসিলে গৌতম মুনি ভাষাদিগের জন্ত
 কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া সুগন্ধি জল প্রদান
 করিতে লাগিলেন । কমণ্ডলুগুলি ধোত
 বিত্তক ভাঙ্গনির্মিত এবং সুমাখিত বলিয়া
 আরক্তবর্ণ, উজ্জ্বল ও কোমল । মুনি বিত্তক
 ত্রভাগজলে কতবীজ ঘর্ষণ করিয়া দিয়া সেই
 জলে কমণ্ডলু পূর্ণ করিলেন ॥২৬৯—২৭১।
বিত্তক পানীয় জল প্রস্তুত করিবার প্রণালী
 যথা,—নদী হইতে আর্জ বাসুকা আনয়ন
 করিয়া শুদ্ধায়া বেদি নির্মাণপূর্বক সেই
 বেদির উপরে কলস রাখিয়া কলসের মুখ
 অতিশুদ্ধ স্বক্ষ ধোত বসনে আবৃত করিবে ;
 পরে সেই বস্ত্রাবৃত কলসোতে জল ঢালিয়া
 উহা পূর্ণ করিবে ; পরে কস্কুরীচূর্ণ জাতী-
 কুসুম, চন্দন, চন্দ্রের ভায় শুভ মালা কলসীর
 মুখে রাখিয়া দিবে । ঐ কলসের জল পুন-

র্কীর অস্ত্র একটি বহুদ্বারা ছাকিয়া লইয়া
 তাহাতে কর্পূর দিবে ; এবং বকুল, পাটল
 ও শেফালিকা পুন্দের স্তবক নির্মাণ করিয়া
 শুদ্ধায়া কলসীর মুখ আবৃত করিয়া রাখিবে ।
 অনন্তর সেই কলসস্থিত শোধিত নির্মল জল
 কমণ্ডলু বা ভূঙ্গায়ের পুরিয়া উহার নালমুখে
 একটু কর্পূর দিয়া কোমল স্বক্ষ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা
 ঐ নালের মুখ বাঁধিয়া যেখানে রৌদ্রের
 লম্পর্ক নাই, অথচ মন্দমন্দভাবে বায়ু বহে,
 এইরূপ শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে । যদি
 তথায় বাতাস না বহে, তবে মন্দমন্দভাবে
 বায়ন সকালন করিবে ॥২৬৮—২৭০। হে
 রাজন্ ! যে স্থানে কমণ্ডলু রক্ষিত হইবে,
 সে স্থান শুক হইলে তথায় জল ছিটাইয়া
 দিবে । যে সকল নর, নারী, বা কস্তা,
 ব্রাহ্মণ অতিথিকে ঐ জল প্রদান করিবে,
 তাহারা স্ত্রলয়মুর্তি হইবে ; এবং তাহা-
 দিগকে সর্কীক ধোত করিয়া ধোতবসন
 পরিধানপূর্বক সুবেশভূষা ধারণ করিতে
 হইবে ; সর্কীক মধুর স্তায় পিঙ্গলবর্ণ
 নির্ঘাস অর্থাৎ আঠাযুক্ত নয় এইরূপ ভবল
 অগুরু-সন্দন মাথিতে হইবে ; কর্ণে বাহু-
 মূলে ও মস্তকে যন ॥অগুরুচন্দন মাথিতে
 হইবে এবং মস্তকে পকগণ্ড লেপন করিতে

এবমেবার্চিত্তা নাথ্য আন্তকুহুমবিগ্রহাঃ ॥২৭৫
 যুবত্যশ্চাকসর্কীক্লেয়া নিতরাং ভূষণৈরপি ।
 এতানগবনিভাতিৰ্কী নৈরেকী দাপয়েজ্জলম্ ॥
 তেহপি প্রদানসময়ে স্তম্ববদ্বারবেষ্টনম্ ।
 অথ বামকরে স্তম্ব করকং পশু তত্র হি ॥২৭৭
 দারিকান্তমুগ্ধ্য ততস্তোয়ং প্রদাপয়েৎ ।
 এবং সংকারয়ামাস গৌতমো ভগবান্মুনিঃ ॥
 মহেশাদিসু সর্কেষু ভূক্তবৎসু মহাস্তসু ।
 প্রক্ষালিতাঙ্গু হস্তেষু গন্ধোষার্ভিতপাণিষু ॥২৮০
 তদাসনসমাসীনে দেবদেবে মহেশ্বরে ।
 অথ নৌচসমাসীনা দেবাঃ সর্বিগণান্তথা ॥ ২৮০
 মণিপাত্রেষু সংবেষ্ট্য পুগথগান সুধুপিতান ।
 অকোনবর্তুলান্ স্থলান্স্থান্নানকুশানপি ॥২৮১
 শেতরাত্রাণি সংশোধ্য ক্ৰিপ্তা কপূরখণ্ডকম্ ।
 চূর্ণঞ্চ শঙ্করাঘাথ নিবেদয়তি গৌতমে ॥ ২৮২

গৃহাণ দেব তাবুশমিত্যুক্তবচনে যুনে ।
 কপে গৃহান তাবুলং প্রযচ্ছ মম খণ্ডকান্ ।
 উবাচ বানরো নাস্তি মম শুদ্ধির্নহেশ্বর ।
 অনেককলভক্তদ্বাদানরন্ত শুচিঃ কথম্ ॥ ২৮৪
 সদাশিব উবাচ ।
 মধাক্যান্ধিলং শুক্রেয়দ্বাক্যান্দমৃতং বিষম্ ॥
 মদ্বাক্যান্ধিলা বেদা মধাক্যান্দেবতাদয়ঃ ॥
 মধাক্যান্ধিবিজ্ঞানং মধাক্যান্যোক্ষ উচ্যতে ।
 পুরাণাশ্চাগমাশ্চৈব স্মৃতয়ো মম বাক্যতঃ ॥২৮৬
 অতো গৃহাণ তাবুলং মম দদ্যাঃ সুখণ্ডকান্ ।
 হরিকীমকরেণাদাতাবুলং পুগথণ্ডকম্ ॥ ২৮৭
 তন্তঃ পত্রাণ সংগৃহ্য তন্তঃ খঞ্জান্ সমর্পয়ৎ ।
 কপূরমগ্রতো দত্তং গৃহীত্বাভক্ষয়চ্ছিবঃ ॥ ২৮৮
 দেবে তু কৃততাবুলে পার্কিতৌ মন্দরচলাৎ ।

হইবে। সুপরিষ্কৃত কেশদামে পুষ্প বন্ধন
 করিবে; সর্কীক্লে কুহুম মাথিবে, এইরূপ
 ভাবে সুসজ্জিত সুভূষিত নির্মূলবপু সর্কীক্লে-
 স্তম্বরৌ যুবন্তী নারী অথবা স্তম্বর যুবা-
 পুত্রম ধারী জল দান করাইবে। তাহারিও
 জলদান করিবার সময়ে স্তম্ববস্ত্র-বেষ্টিত
 কমণ্ডলু বামহস্তে ধারণপূর্বক বস্ত্রাবৃত নাল-
 মুখ উন্মোচন করিয়া জল দান করিবে।
 ভগবান্ গৌতম মুনিও তাঁহাদিগকে এইরূপে
 জল দান করিয়া আতিথ্য করিয়াছিলেন।
 মহাত্মা মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ আহারের
 পর হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্বক হস্তে গন্ধদ্রব্য
 প্রদান করিলেন। দেবদেব মহেশ্বর উচ্চ
 আসনে সমাসীন হইলেন। অন্তস্তা দেবতা
 ও ঋষিগণ নীচ আসনে উপবেশন করিলেন।
 মুনিবর গৌতম পুরু সুগোলপ্রশস্ত দীর্ঘ পাক
 ছাঁচিপানের কোণ কর্ত্তনপূর্বক তাহাতে চূর্ণ,
 কপূর, সুপারিখণ্ড ও সুগন্ধিদ্রব্য (এলাচাদি)
 প্রদান করিয়া মণিময় পাট্রে রাখিয়া শঙ্করকে
 নিবেদন করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—
 দেব! তাবুল গ্রহণ করুন। তাহার পর হন-

মানকে তাবুল দিয়া বলিলেন,—“কপিবর!”
 তাবুল গ্রহণ করুন। হনুমান, আমার মুখ-
 শুদ্ধিকর তাবুলে প্রয়োজন নাই, আমাকে
 চুই এক খণ্ড সুপারি প্রদান করুন” এই
 বলিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন,—মহেশ্বর।
 আমি বহুকলভক্ত বানর, আমার আবার
 মুখশুদ্ধি কি? বানরের মুখশুদ্ধি কহুতেই
 হয় না। সদাশিব কহিলেন, আমার কথায়
 সমস্তই শুদ্ধ হয়, আমার কথায় অমৃত বিব
 হয়, আমার কথাতেই নিখিল বেদ, আমার
 কথাতেই দেবগণের আবির্ভাব; আমার কথা-
 তেই ধর্মজ্ঞান, আমার কথাতেই মুক্তি হয়।
 পুরাণ, আগম ও স্মৃতিশাস্ত্র সকলও আমার
 কথাতেই হইয়াছে; অতএব আমি বলি-
 তেছি, তোমার মুখশুদ্ধি হইবে, তুমি তাবুল
 গ্রহণ কর, সুপারিখণ্ড আমাকে প্রদান
 কর। নারায়ণ বামহস্তে তাবুল ও সুপারি-
 খণ্ড গ্রহণ করিলেন। মহাদেব গৌতমের
 হস্ত হইতে তাবুল লইয়া তাহাতে সুপারি
 প্রভৃতি প্রদানপূর্বক স্বহস্তে হনুমানকে
 তাবুল দিলেন এবং তিনি প্রথম প্রদত্ত
 আয়ত্ত একটু কপূর লইয়া ভক্ষণ করি-
 লেন। দেবদেব মহেশ্বর তাবুল ভক্ষণ

জয়াবিজয়য়োর্হস্তঃ গৃহীত্বায়ামুনেগৃহম্ । ২৮৯
 দেবপাদৌ ততো নত্বা বিনম্রবদনাভবৎ
 উন্নমযা মুখং তন্তা ইদমাহ ত্রিলোচনঃ । ২৯
 স্বদধ্বং দেবদেবেশি হপরাধঃ কৃতো ময়া ।
 যদ্বাং বিহায় ভুক্তং হি তথাভুক্তু সূন্দরি । ২৯১
 অথ স্মন্দিরে স্থাপ্য দেবদেববিবর্জিতৈ
 সর্স্ববন্ধবিমুক্তে চ মহদেনো ময়া কতম্ । ২৯২
 ক্ষম্মর্হসি দেবেশি ত্যক্তকোপা বিলোকয় ।
 ন বভায়ৈবমুক্তা সা অরুদ্ধত্যা হি নির্ঘয়ো ।
 নির্গচ্ছস্তীঃ মুনির্জ্ঞাত্বাদগুবৎ প্রণনাম চ ।
 তদায়ত্ম মহেশায় দণ্ডপ্রণতিসঃ স্ততিম্ ।
 কুর্স্বম্ বাচ চ শিবা গৌতম ত্বং কিমিচ্ছসি ।

করিতেছেন, এমন সময় মন্দরপর্কিত হইতে পার্শ্বতী মধ্যাহ্নকালেও মহাদেব আসিলেন না বলিয়া ভাবিত হইয়া জয়াবিজয়ার হস্ত ধারণপূর্বক সেই গৌতমমুনির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আহারের সময়ে বাটীতে উপস্থিত হন নাই বলিয়া মনে মনে আপনাকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া মহেশ্বরের পদযুগল ধারণপূর্বক অবনতবদনে অবস্থান করিলেন। অনন্তর ত্রিলোচন পার্শ্বতীর বদন উন্নমিত করিয়া বলিলেন,—“দেবদেবেশি! আমি তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি, যেহেতু তোমাকে বাজীতে রাখিয়া এখানে একাকী ভোজন করিলাম। অগ্নি সূন্দরি! আরও শুন; তোমাকে দেবদেবশূন্য সর্স্ববন্ধনমুক্ত গৃহে রাখিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি। হে দেবেশি! তুমি আমাকে ক্ষমা কর; কোপ ত্যাগ করিয়া একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর।” মহাদেব এই কথা বলিলে পার্শ্বতী কোন উত্তর না দিয়া অরুদ্ধতীকে সঙ্গ করিয়া তথা হইতে নির্গতা হইলেন। পার্শ্বতী যাইতেছেন দেখিয়া গৌতম মুনি তাঁহার পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মহেশ্বরের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক স্তব করিলেন। তাহার পর পার্শ্বতী

গৌতম উবাচ ।

কৃতকৃত্যোহস্মি দেবেশি যদি দেয়ো বরো মম
 ময়ন্দিরে মহাভাগে ভোক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥
 দেব্যুবাচ ।

ভোক্ত্যামি তব গেহেহং শঙ্করাহুমতা মুনে ।
 গত্বেশং গৌতমো বিপ্রো লকার্জুঃ পুনর্গতিঃ
 ভোজয়ামাস গিরিজাং দেবীঃ চারুঙ্কতীঃ তথা
 ভুক্তাথ পার্শ্বতী সর্বং গচ্ছপুঙ্গুভূষণা ॥
 সহস্রচরকস্তাভিঃ সহস্রাভির্হরং যযৌ
 অথাহ শঙ্করো দেবীঃ গচ্ছ গৌতমন্দিরম্ ।
 সঙ্কোপাস্তিমহং কৃষা হাগচ্ছামি পুনর্গহম্ ।
 ইতু্যাক্তা প্রযযৌ দেবী গৌতমশ্চৈব মন্দিরম্ ।
 সঙ্ক্যাবন্দনকামাশ্চ সর্স্ব এব বিনির্গতাঃ ।
 কৃতসঙ্ক্যাস্তটাকে তু মহেশাদ্যাস্ত কুৎসসঃ
 অথোত্তরমুখঃ শত্চূর্ণ্যাসং কত্বা জজ্ঞপ হ ।

গৌতমকে বলিলেন গৌতম! তুমি কি চাহিতেছ? গৌতম কহিলেন,—দেবেশি! আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি; হে মহাভাগে! যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বর দেন, তাহা হইলে “অ্যা আপনি আমার গৃহে আহার করুন” আমি এই বর প্রার্থনা করি। পার্শ্বতী কহিলেন,—“যদি শঙ্কর অনুমতি করেন ত তোমার গৃহে আহার করিতে পারি।” অনন্তর গৌতম মহেশ্বরের নিকটে গিয়া অনুমতি লইয়া দেবী পার্শ্বতী ও অরুদ্ধতীকে ভোজন করাইলেন। পার্শ্বতী গচ্ছপুঙ্গে সূভূষিত হইয়া সমুদয় খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া সহস্র অনুচর কস্তার পরিবৃত্ত হইয়া শঙ্কর-সান্নিধ্যানে গমন করিলেন। অনন্তর শঙ্কর দেবীকে কহিলেন,—“তুমি গৌতমের গৃহাভ্যন্তরে গমন কর। আমি সঙ্কোপাসনা করিয়া পুনর্বার এই গৌতমের গৃহেই আসিতেছি।” শঙ্করের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া গিরিজাদেবী গৌতম মন্দিরে গমন করিলেন। অনন্তর মহেশ্বরাদি দেবগণ সকলেই সঙ্ক্যাবন্দনাভিলাষ তথা হইতে বহির্গত হইয়া এক

অথ বিষ্ণুর্নহাতেজা মহেশমিদমব্রবীৎ ।

বিষ্ণুকবাচ ।

সর্কৈর্নমস্ততে যন্ত সর্কৈরেব সমর্চ্য়তে ।

স্তম্ভতে সর্কযজ্ঞে স ভবান্ কিং জপিষ্যাতি ।

রচি ভাঞ্জলয়ঃ সর্কৈ ষ্ট্রামেবৈকমুপাসতে ।

স ভবান্ দেবদেবেশ কষ্টে বা রচিভাঞ্জলিঃ ॥

নমস্কারাদিপুণ্যানাং কলদন্তঃ মহেশ্বরঃ ।

তব কঃ কলদো বাদ্যঃ কো বা স্বত্তোহধিকো
বদ ॥ ৩০৫

শঙ্কর উবাচ ।

ধ্যানে ন কিঞ্চিদগোবিন্দ ন নমস্তেহ কিঞ্চন

নোপাস্তে কঞ্চন হরে ন জপিষ্যে হ কিঞ্চন ।

কিন্তু নাস্তিকজন্তুনাং প্রবৃত্তার্থমিদং ময়া ।

দর্শনীয়ং হরে তে স্মরন্তথা পাপকারিণঃ ॥৩০৭॥

তড়াগে গিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। শঙ্কর

উত্তরমুখে হইয়া স্ত্রাস করিয়া জপ করিতে

লাগিলেন। অনস্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু

ঠাঁহাকে বলিলেন। বিষ্ণু কহিলেন,—

সকলেই ঐহাকে নমস্কার করে, পূজা করে,

নিখিল যজ্ঞে ঐহাকে আহ্বান করে,

সেই আপনি আবার কি জপ করিবেন।

একমাত্র আপনাকেই ত সকলে কৃত-

ঞ্জলিপুটে উপাসনা করে। হে দেব-

দেবেশ! আপনি আবার কৃতাজলিপুটে

কাহার উপাসনা করিতেছেন? আপনিই

ত নমস্কারাদি পুণ্যকর্মের কল প্রদান করিয়া

থাকেন এবং আপনি মহেশ্বর। অতএব

আপনার এ পুণ্যকর্মের কলদাতা কে?

আপনার নমস্ত কে? আপনা অপেক্ষা বড়ই

বা কে? তাহা আমাকে বলুন ১২৭১—৩০৫।

শঙ্কর কহিলেন,—গোবিন্দ! আমি কিছুই

ধ্যান করিতেছি না, কাহাকেও নমস্কার করি-

তেছি না, কাহাকেও উপাসনা করিতেছি

না, হে হরে। কিছুই জপ করিতেছি না;

কুবল নাস্তিক লোকদিগের এই সকল পুণ্য-

কর্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত আমি

ইহা দেখাইতেছি; নতুবা তাহারা কেবল

তন্মাল্লোকোপকারার্থমিদং সর্কং কৃতং ময়া ।

ওমিত্যুক্তা হিরিরথ তং নহা সমতিষ্ঠত ॥ ৩০৮

অথ তে গোতমগৃহং প্রাপ্তা দেবগণধ্বয়ঃ ।

সর্কৈ পূজামথো চক্রুর্দেবায় শূলিনে সদা ॥৩০৯

দেবো হনুমতা সাকিং গায়ম্নাস্তে রঘুস্তম ।

পঞ্চাক্রমীং মহাবিদ্যাং সর্ক এব তদাজপন ।

হনুমৎকরমালস্য দেব্যভ্যাসং গতো হরঃ ।

একশয্যাসমাসীনো তাবুভো দেবদম্পতৌ ॥

গায়ম্নাস্তে স হনুমাংস্তুকুনীরদস্তথা ।

নানাবিধবিলাসাংশ্চ চকার পরমেশ্বরঃ ॥৩১২

আহুয় পার্কীর্তীমশ ইদং বাক্যমুবাচ হ ॥৩১৩

শ্রীশিব উবাচ ।

রচমিষ্যামি ধর্ম্মিলমেহি মৎপুত্রতঃ শুভে ।

দেব্যাং ন চ যুক্তং তন্ত্রীয়া শুক্রযণঃ স্রিয়াঃ ॥

পাপকর্ম্মই করিতে থাকিবে। আমি লোকেয়

উপকারার্থ সন্ধ্যাহিক করিতেছি। হরি

ঠাঁহার কথা শ্রীকার করিয়া ঠাঁহাকে নমস্কার-

পূর্বক গাত্ৰোখান করিলেন। অনস্তর

সেই সকল দেবতা ও ঋষিগণ সন্ধ্যাহিক

সমাপনপূর্বক গোতমের গৃহে আগমন

করিলেন। এবং সকলে সেই দেব

শূলপাণিকে পুনঃপুন পূজা করিলেন।

হে রঘুকুলধুরন্ধর! অনস্তর দেবদেব মহে-

শ্বর হনুমানের সহিত গান করিতে বসিলেন।

তৎকালে অপর সকলেই পঞ্চাক্রমী মহা-

বিদ্যা জপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে

মহেশ্বর হনুমানের কর ধারণপূর্বক দেবী

গিরিজার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং

ঠাঁহার দুই স্ত্রীপুরুষে একশয্যায় উপবেশন

করিলেন। হনুমান, তুষ্কু ও নারদ সম্মুখে

বসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন। সেই

সময় পরমেশ্বর বিবিধ আমোদ প্রমোদ

করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে

পার্কীর্তীকে সন্বেদন করিয়া বলিলেন।

শুভে! তুমি আমার সম্মুখে উপবেশন

কর। আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দি।

দেবী বলিলেন,—স্বামীকে দিয়া সেবা

কেশপ্রসাধনকৃতাবনাথীস্তরমাপতেৎ ।
 কেশপ্রসাধনে দেবে তব্বঃ সর্বং ন চেপ্সিতম্ ।
 অথ বন্ধে কৃতে পশ্চাদংসপ্রাস্তপ্রমার্জনম্ ।
 তনোশ্চরমসংলগ্নং কেশপুষ্পাদিমার্জনম্ ॥৩১৬
 এতান্মন বর্ভমানো তু মহাত্মানো যথাগমন ।
 তদা কিমুত্তরং বাচ্যং তব দেবাদিবন্দিনঃ ॥
 নায়ান্তি চেদথ বিভো ভীতিনীশমুপেষ্যতি ।
 এবং হি ভাষমাণাং তাং বরুণাঙ্কয্য শঙ্করঃ ॥
 স্বোকৌশলং স্থাপয়িত্ত্বৈব বিশস্ত কচবন্ধনম্ ।
 বিভক্ত্য চ করাভ্যাং স প্রসনার নৈধৈরপি ।
 বিষ্ণুদত্তাং পারিজাতস্রজং কচগতাংপি ।
 কৃশ্বা ধর্ম্মিল্লমকরোদধ মালাং করাগতাম্ ॥৩২০
 মল্লিকাশ্রজমাদায় ববন্ধ কচবন্ধনে ।
 কল্পপ্রস্থনমালাঞ্চ ব্রহ্মদত্তাং মহেশ্বরঃ ॥৩২১

পার্কীতীবসনে গুটগন্ধাত্যে চ সমাদদাৎ ।
 অথাংসপুষ্টসংলগ্নমার্জনং কৃতবান্ বিভুঃ ॥ ৩২২
মুখনীবেরধো দেব্যা বস্ত্রবেষ্টেরধো গতঃ ।
 দেবঃ কিমিদমিত্যুক্তা নীবীবন্ধং চকার হ ॥
 নাসাভূষণমেতন্তে পঞ্জামি সমদা ভতঃ ।
 ইত্যুক্তা স্বয়মাদায় বিচ্ছায়ং মৌক্তিকং সতি ।
 হরিত্রায়াঃ সমাযোগে মুক্তাকলমদীপ্তিমৎ ।
 ইদং ন প্রিয়তাং মুক্তাকলং মম তব প্রিয়ম্ ॥
 পার্কীত্যাচ ।
 অহো ব্রহ্মদ্বিরে শস্তো সর্ববন্ধ সমুদ্ধিমৎ ।
 পূর্বমেব ময়া সর্বং বন্ধ জাতং বিভূষণৈঃ ॥
 অহো ত্রিবিণসম্পাত্তিক্তুংগৈরবগম্যতে ।
 শিরো বিভূষিতং দেব ব্রহ্মশীর্ষস্ত মালয়া ॥৩২৭

করান স্ত্রীলোকের উচিত নহে; বিশেষতঃ আপনি চুল বাঁধিতে গেলে অনর্থ ঘটতে পারে। আপনার চুলবাঁধা আমার মনোমত হইবে না, চুল বাঁধিতে গেলে আমার কাঁধের আশ পাশ মুছাইয়া দিতে হইবে। পিঠে চুল বা ফুলের পাপড়ি প্রভৃতি যাহা লাগিয়া থাকিবে; তাহা আপনাকেই ঝাড়িয়া দিতে হইবে; আপন দ্বারা এ সকল কাজ করিতে করিয়াইয়া লইব। আর এক কথা, আপনি চুল বাঁধিতেছেন, এমন সময়ে যদি কোন মাল্য গণ্য ভদ্র লোক আপনাকে নমস্কার করতে আসে, তবে, তাহার নিকটে আপনার এ কাজের কি উত্তর দিবেন? বিভো! যদিও বেহ না আসে, তথাপি কোন লোক আসিতেছে কি না? এই দিকেই আপনার মন থাকিবে, তাহা হইলে আপনি ভাল করিয়া চুল বাঁধিতেই পারিবেন না। পার্কীতী এইরূপ আপন উত্থাপন করিয়া বায়ন করিলেও মহাদেব তাঁহাকে বলপূর্বক নিজ উকুর উপরে বসাইয়া তাঁহার কেশদাম আনুলায়িত করিলেন, এবং হুই হস্তে কেশবলাপ বিভক্ত করিয়া নখ দিয়া আঁচড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার পর মহেশ্বর

খোঁপা বাঁকিয়া দিয়া তাহাতে বিষ্ণুপ্রদত্ত পারিজাত-পুষ্পের মালা, মল্লিকাফুলের মালা, এবং ব্রহ্মার প্রদত্ত কল্পতরুকুসুমের মালা পরাইয়া দিলেন। অনন্তর প্রস্থ পার্কীতীর সুবাসিত বসনের অঞ্চল দ্বারা তাঁহার স্বক ও পৃষ্ঠে লগ্ন কেশ ও ফুলের পাপড়ি প্রভৃতি ঝাড়িয়া দিলেন। সেই সময়ে দেবীর নীবীবন্ধ খসিয়া গেলে, “এ কি হইল” বলিয়া দেব তাঁহার নীবী বন্ধন করিয়া দিলেন। তৎপরে “তোমার নাসিকার অলঙ্কারটা একবার দেখি” এই বলিয়া মহেশ্বর তাঁহার নাসিকা হইতে মুক্তার নোলকটা খুলিয়া লইয়া মুক্তাটা অপরিষ্কৃত রাখিয়াছে দেখিয়া হরিত্রারস দ্বারা পার্কার কাললেন; কিন্তু তাহাতেও মুক্তা সেরূপ উজ্জ্বল হইল না দেখিয়া পার্কীতীকে বলিলেন, এই মুক্তাটা তোমার ভাল বোধ হইলেও আমার ভাল বোধ হইতেছে না; অতএব তুমি ইহা ধারণ করিও না। ৩০৬-৩২৫। পার্কীতী উত্তর করিলেন,—শঙ্কু! আপনি আমার এ অলঙ্কারটা মনোনীত করিতেছেন না, কিন্তু আপনার অলঙ্কার কি, আপনার ঐশ্বর্যের কথা আর কি বলিব; আপনার অলঙ্কার দেখিয়া পূর্বেই আমি আপনার সম্প-

নরকন্ত তথা মালা বক্ষঃস্থলবিতুষণম্ ।
 শেবশচ বাসুকিশ্চৈব সবিম্বো ভব কঙ্কণে ॥৩২৮
 দিশোহৃৎস্বরং জটাঃ কেশা ভসিতঃ চাক্ষরাগকঃ
 মর্হোক্ষো বাহনং গোত্রং কুলং চাজাতমেব চ
 জ্ঞায়তে পিতরৌ নৈব বিরূপাক্ষং তথা বপুঃ
 এবং বদন্তীং গিরিজাং বিষ্ণুঃ প্রাহাতিকোপনঃ
 বিষ্ণুকবাচ ।

কিমর্থং নিন্দসে দেবি দেবদেবং জগৎপতিম্ ।
 হুপ্রাণা ন প্রিয়া ভদ্রে ভব ননমসংযমম্ ॥৩৩১
 যজ্ঞেশনিন্দনং ভদ্রে তত্র নো মরণং ব্রতম্ ।
 ইত্য়াক্ষাথ নখাত্যাং হি হরিশ্চেক্ষুং শিরো
 গতঃ ॥ ৩৩২

মহেশস্তৎকরং গৃহ প্রাহ মা সাহসং কৃথাঃ ।
 পার্কীভীবচনং সর্বং প্রিয়ং মম ন চাপ্রিয়ম্ ॥

তির পরিচয় পাইয়াছি। আপনার অপূর্ব
 ঐশ্বর্যের পরিচয় আপনার গাণের অলঙ্কার
 দেখিলেই জানা যায়। দেব! আপনি
 নরমুণ্ডের মালা দিয়া মস্তক বিতুষিত
 করিয়াছেন, বক্ষঃস্থলেও আপনি নরমুণ্ডের
 মালা পরিয়াছেন; বিষধর বাসুকি ও
 অনন্তকে হস্তের বলয় করিয়াছেন। দিগম্বর
 পরিধান করিয়াছেন, তৈলাভাবে মস্তকের
 কেশ জটা হইয়া গিয়াছে; ভাস্কর দিয়া অঙ্গ-
 রাগ করেন; বৃষভ আপনার বাহন, অজাত
 বংশে আপনার জন্ম, আপনার পিতা মাতা
 কে, তাহা জানা যায় না। আপনার তিনটা
 চক্ষু। গিরিজা এইরূপ বলিতে থাকিলে
 বিষ্ণু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে
 বলিলেন,—“দেবি! আপনি দেবদেব
 জগৎপাতকে কি জন্ত নিন্দা করিতেছেন?
 ভদ্রে! আপনি কি জানেন না, শিব-
 নিন্দ য প্রাণত্যাগ করিতে হয়; নিশ্চয়ই
 আপনার প্রাণের উপর মমতা নাই, তাই
 আপনি এইরূপ নিন্দা করিতেছেন। যেখানে
 মহেশ্বরের নিন্দা হয়, সেখানে আমাদের
 প্রাণত্যাগ করাই মঙ্গল।” এই বলিয়া নখ-
 ষায়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন।

মমাপ্রিয়ঃ হৃষীকেশ করুঃ যৎ কিঞ্চিদ্বিষ্যতে ।
 ওমিত্যাক্ষাথ ভগবাৎস্বকৌভুতোহভবদ্বারিঃ ।
 হনুমানথ দেবায় ব্যাজ্যপয়াদিদমং বচঃ ।
 অর্থয়ামি বিনিকামং মম পূজাত্তং তথা ॥৩৩৫
 পূজার্থমপ্যাহং গচ্ছে মমাহুস্তাতুমর্হসি ॥ ৩৩৬
 শঙ্কর উবাচ ।

কন্ত পূজা হ বা পূজা কিং পুশং কিং দলং বদ
 কো গুরুঃ কশ মস্তন্তে কৌদৃশং পূজনং তথা ॥
 এবং বদতি দেবেশে হনুমান্ ভৌতিকশ্চিত্তঃ ।
 বেপমানসমস্তাঙ্গঃ স্তোতুম্বেব প্রচক্রমে ॥ ৩৩৮
 হনুমাছবাচ ।

নমো দেবায় মহতে শঙ্করায়ামিতাঙ্গনে ।
 যোগিনে যোগধাজে চ যোগিনাং গুরবে নমঃ

মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর হস্ত ধারণপূর্বক
 বলিলেন,—হৃষীকেশ! কর কি কর কি?
 এরূপ অসম সাহসিকের কাজ করিও না,
 পার্কীভীর কথায় আমি রাগ করি না, পার্কী-
 ভীর সকল কথাই আমার মিষ্ট লাগে,
 পার্কীভীর কোন কথাই আমার অঞ্জীতিকর
 নহে, বরং তুমিই আমার অপ্রিয় কার্য
 করিতে উদ্যত হইয়াছ। অনন্তর ভগবান
 হরি “যে আজ্ঞা” বলিয়া মৌনবলম্বন করি-
 লেন। অনন্তর হনুমান দেবদেবকে নিবে-
 দন করিলেন,—দেব! আমার নিকামভাবে
 পূজা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব আমি
 পূজা করিতে যাইব, আপনি অমুমতি প্রদান
 করুন। শঙ্কর কহিলেন,—কাহার পূজা?
 কোথায় পূজা করবে? কি ফল, কিদের
 পত্র দিয়া পূজা করবে? তোমার গুরু কে?
 কি মন্ত্র পাইয়াছ, কিরূপে পূজা করবে?
 তাহা বল। মহেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিতে
 থাকিলে হনুমান্ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন;
 তাঁহার সর্কশরীর কম্পমান হইল; তখন
 তিনি মহেশ্বরকে স্তব করিতে আরম্ভ করি-
 লেন। হনুমান্ কহিলেন,—দেব! আপনি
 সর্কব্যাপী পরমাশ্বা, আপনিই সকলের কখন
 কারী মহাদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি

যোগিগম্যায় দেবায় জ্ঞানিনাং পতয়ে নমঃ ।
 বেদানাং পতয়ে তুভ্যাং দেবানাং পতয়ে নমঃ
 ধ্যানায় ধ্যানগম্যায় ধাতৃণাং গুরবে নমঃ ।
 শিষ্টায় শিষ্টগম্যায় ভূম্যাদিপতয়ে নমঃ ॥ ৩৪১
অন্তস্তেত্যাदीনাং বেদবাক্যানাং পতয়ে নমঃ ।
 আতন্ত্রুশ্চিত্বাক্যৈশ্চ প্রতিপাদ্যায় তে নমঃ ।
 অষ্টমূর্ত্তে নমস্তন্ত্যং পশুনাং পতয়ে নমঃ ।
 ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় সোমসূর্য্যায়িলোচন ॥ ৩৪৩
 স্ত্রুত্বরাজধ্বজুরদ্রোণপুষ্পপ্রিয়স্ত তে ।
 বৃহতীপুগপুন্নাগ-চম্পকাদিপ্রিয়ায় চ ॥ ৩৪৪
 নমস্তেহস্ত নমস্তেহস্ত ছুয় এব নমো নমঃ ।
 শিবো হরিমথ প্রাহ মা ভৈষ্মীরেদ মেহখিলম্

যোগী, যোগের কর্তা এবং যোগীদিগের গুরু ;
 আপনাকে নমস্কার করি। আপনি যোগী-
 দিগের উপাস্ত দেবতা, আপনি জ্ঞানীদিগের
 প্রভু ; দেবসকলের স্বামী, দেবসমূহের রক্ষা-
 কর্তা, আপনাকে নমস্কার। আপনি ধ্যান-
 স্বরূপ, আপনি ধ্যানের গম্য, আপনি ধ্যান-
 কর্তাদিগের গুরু, আপনাকে নমস্কার।
 স্বয়ং শিষ্ট, সাধু ; এবং শিষ্টদিগের
 আপনিই একমাত্র উপাস্ত ; আপনি ক্ষতি
 প্রভৃতির অধিপতি, আপনাকে নমস্কার।
 আপনি “অন্তস্ত” ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহের
 পতি, আপনি “আতন্ত্রুশ্চ” ইত্যাদি বেদ
 বাক্যের প্রতিবাদ্য বস্তু, আপনাকে নমস্কার।
 হে অষ্টমূর্ত্তি! আপনাকে নমস্কার করি ;
 আপনি পশুদিগের পতি ; আপনাকে নম-
 স্কার করি। আপনি ত্র্যম্বক—ত্রিলোচন ; চন্দ্র,
 সূর্য, ও অগ্নি এই তিনটি আপনার নেত্র।
 স্ত্রুত্বরাজ, ধৃতরা ও দ্রোণপুষ্প আপনার
 প্রিয়, এবং বৃহতী, পুগ, পুন্নাগ ও চম্পকাদি
 পুষ্প আপনার প্রিয় ; আপনাকে নমস্কার,
 আপনাকে নমস্কার ; পুনঃপুন আপনাকে
 প্রণাম করি।” তাহার পর শিব বানরকে
 বাগলেন,—ভয় নাই, তোমাকে যাহা
 জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমার

হনুমাত্রবাচ ।

শিবলিঙ্গার্চনং কাধ্যং তস্মোজুলিতদেহিনা ।
 দিবাসম্পাদিতৈস্তোত্রৈঃ পুষ্পাদৈর্যরিপিতাদৃশৈঃ
 দেব বিজ্ঞাপয়িষ্যামি শিবপূজাবিধিঃ শুভম্ ।
 সায়ংকালে তু সম্প্রাপ্তে হৃশিরঃস্নানমাত্রেরং ॥
 কালিতং বসনং শুক্লং ধৃত্বাচম্য স্থিরগ্রথীঃ ।
 অথ ভস্ম সমাদায় ত্র্যয়েয়ং স্নানমাত্রেরং ॥ ৩৪৭
 প্রণবেন সমামন্ত্র্যাপ্যষ্টবারমখাপি বা ।
 পঞ্চাক্ষরেন মন্ত্রেণ নাম্বা বা যেন কেনচিৎ ।
 সপ্তাভিমন্ত্রিতং ভস্ম দর্ভপাণিঃ সমাহরেৎ ।
 ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামুক্তা শিঃসি পাতয়েৎ ।
 তৎপুরুষায় বিদ্যহে মুখে ভস্ম প্রসেচয়েৎ ।
 অঘোরৈভ্যোহথ ঘোরৈভ্যো ভস্মবক্ষসি

নিক্ষিপেৎ ।

বামদেবায় নম ইতি গুহস্থানে বিনিক্ষিপেৎ ।
 সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি নিক্ষিপেদথ পাদয়োঃ
 উদ্ধূলয়েৎ সমস্তাঙ্গং প্রণবেন বিচক্ষণঃ ।

নিকটে বল । ৩২৬-৩৪৫ । হনুমান কহিলেন,—
 দেব ! আমি সর্বাক্ষে ভস্ম মাথিয়া সদ্যঃসংগৃহীত
 জল ও পুষ্পাদি দ্বারা শিবলিঙ্গের পূজা
 করিব, আমি যেরূপ প্রণালীতে শিবলিঙ্গের
 পূজা করিব, তাহা আপনার নিকটে নিবেদন
 করিতেছি। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে
 অশিরঃস্নান করিতে হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানব
 ধৌত শুক্ল বসন পরিধানপূর্বক আচমনাস্তে
 ভস্ম লইয়া আয়েয় স্নান করিবে। কুশহস্তে
 আটবার প্রণবমন্ত্র, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র অথবা যে
 কোন মহেধরের নামমন্ত্র সপ্তবার উচ্চারণ-
 পূর্বক ভস্ম আহরণ করিয়া মন্ত্রপুত করিবে।
 পরে “ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাম্”—ইত্যাদি মন্ত্র
 পাঠ করিয়া ঐ ভস্ম মন্ত্রকে নিক্ষেপ
 করিবে। “তৎপুরুষায় বিদ্যহে”—ইত্যাদি
 মন্ত্র পড়িয়া ঐ ভস্ম মুখে প্রদান করিবে।
 অনন্তর “অঘোরৈভ্যো ঘোরৈভ্যোঃ” এই
 মন্ত্রে বক্ষস্থলে একটু ভস্ম নিক্ষেপ করিবে।
 পরে “বামদেবায় নমঃ” এই বলিয়া গুহস্থানে
 এবং “সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি” এই বলিয়া
 পদদ্বয়ে কিঞ্চিৎ ভস্ম নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে

ত্রৈবর্ণিকানামুদিতঃ স্নানাদিরিধিকৃতমঃ ।
 শূদ্রাদীনাং প্রবক্ষ্যামি যত্নকং গুরুণা তথা ।
 শিবোতি পদমুচ্চার্য ভস্ম সম্যজয়েৎ সুধীঃ ।
 শঙ্করায় মুখে প্রোক্তং সর্কজায় হৃদি কিপেৎ ।
 সপ্তবারমথাদায় শিবায়ৈতি শিরঃ কিপেৎ ।
 স্থানবে নম ইত্যাঙ্কা গুহ্যে চাপি স্বয়ম্ভুবে ।
 উচ্চার্য পাদয়োঃ কিপ্ত্বা ভস্ম শুদ্ধমতঃ পরম্ ।
 নমঃ শিবায়ৈত্যাচ্চার্য সর্কাদ্ভোদুলনঃ স্মৃতম্ ।
 প্রক্ষাল্য হস্তাচাম্য দর্ভপানিঃ সমাহিতঃ ॥৩৫॥
 দর্ভাভাবে সুবর্ণং স্নাতদভাবে গবালকঃ ।
 তদভাবেন দূর্কাঃ স্নাতদভাবে তু রাজতম্ ।
 সঙ্কোপাস্তিঃ জপং দেব্যাঃ কৃত্বা দেবগৃহং
 ব্রজেৎ
 দেববেদিমথো বাপি কল্পিতং স্বণ্ডিলং তু বা
 মৃগয়ং কলিতং শুদ্ধং পদ্মাদিরচনাযুতম্ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রণব উচ্চারণপূর্বক সর্কাদ্ভে
 ভস্ম মাথিবেন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের
 পক্ষে এই উক্ত ভস্মস্নান-বিধান কথিত
 হইয়াছে। ৩৪৬—৩৫৩। এক্ষণে, শূদ্রাদির
 সম্বন্ধে গুরুদেব বাহা বলিয়াছেন, তাহা
 বলিতেছি। সুবুদ্ধি শূদ্র প্রথমতঃ “শিব”
 এই পদ উচ্চারণ করিয়া ভস্ম পূত করিবে।
 পরে সাত বার “শিবায় নমঃ” বলিয়া ঐ
 ভস্মের কিঞ্চিৎ মন্তকে নিক্ষেপ করিবে।
 পরে “শঙ্করায় নমঃ” বলিয়া মুখে, “সর্কজায়
 নমঃ”—বলিয়া হৃদয়ে, “স্থানবে নমঃ” বলিয়া
 গুহ্যে, এবং “স্বয়ম্ভুবে নমঃ” বলিয়া
 পদদ্বুগলে উক্ত মন্ত্রপূত ভস্ম—কিঞ্চিৎ
 কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবে। পরে “নমঃ
 শিবায়” বলিয়া সর্কাদ্ভে ভস্ম মাথিবে। পরে
 হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমনপূর্বক দর্ভহস্ত
 ও তদগতচিত্ত হইবে। দর্ভ না থাকিলে
 সুবর্ণ, সুবর্ণের অভাব ঘটিলে গবা-
 লক (f) তাহাও না পাইলে দূর্কা, দূর্কাও না
 সংগ্রহ করিতে পারিলে কিঞ্চিৎ রৌপ্য ধারণ
 করিবে। সঙ্কোপাসনা এবং বেদিমন্ত্র জপের
 পর দেবগৃহে গমন করিবে। দেবতার

চাতুর্ধ্বকরকৈশ্চ খেতেনৈকেন বা পুনঃ ।
 বিচিত্রাণি চ পদ্মানি স্তম্ভিকাদি তর্থেব চ ।
 উৎপলাদিগদাশঙ্খ-ত্রিশূলভমকং তথা ॥৩৬॥
 সরোক্ত (p) পঞ্চপ্রাসাদঃ শিবলিঙ্গমর্থেব চ ।
 সর্কাকামফলং বৃক্ষং কুলকং কোলকং তথা ॥
 যট্টকোণং চিত্রকোণঞ্চ নবকোণমথাপি বা ।
 কোণদ্বাদশকং দোলাং পাত্ৰকাব্যাজনানি চ ॥
 চামরচ্ছত্রমুগলং বিষ্ণুব্রহ্মাদিকং তথা ।
 চূর্ণৈর্ধ্বজয়চয়েষেদ্যাঃ ধীমান দেবালয়েষুপি বা
 যজ্ঞাপি দেবপূজা স্নাত্ত্রৈবেং কল্পয়েদ্ব্যংগঃ ।
 স্বহস্তরচিতং মুখ্যাং ক্রৌত্তৈশ্চৈব তু মধ্যমম্ ।
 যাচিতং তু কনিষ্ঠং স্নাত্ত্বলংকারমথাধমম্ ।
 অর্ঘ্যে যত্নর্হেযু বলাৎকারাত্তু নিফলম্ ॥

পূজার জন্ত বিশুদ্ধ মৃগয় বেদী বা স্বণ্ডিল
 কল্পনা করিবে। সেই বেদি বা স্বণ্ডিলের
 উপরে চতুর্ধ্ববর্ণ অথবা একই প্রকার
 খেতবর্ণ রঙ্গ দ্বারা একটি বা অনেকগুলি
 বিচিত্র পদ্ম অঙ্কন করিবে; তাহার পাশ্বে
 স্তম্ভিকাদি মণ্ডল, শঙ্খ, গদা, ত্রিশূল, ভমক,
 উৎপল প্রভৃতি, শিবলিঙ্গ, সর্কাকামফলপ্রদ
 বৃক্ষ, কুলক, কোলক, চিত্রকোণ, যট্টকোণ,
 নবকোণ অথবা দ্বাদশকোণ দোলা, পাত্ৰকা,
 ব্যজন, চামর, ছত্র এবং বিষ্ণু-ব্রহ্মাদি দেব-
 তার আকৃতি, সেই বেদির উপরে রঙ্গ দ্বারা
 অঙ্কন করিবে। ধীমান পূজক দেবালয়ের
 সর্কস্থানেই এইরূপ অঙ্কন করিবে। বিজ্ঞ
 পূজক, যে স্থানেই দেবপূজা হইবে, সে
 স্থানেই এইরূপ অঙ্কন করিবে। পূজার
উপকরণের মধ্যে বাহা স্বহস্তনিশ্চিত, তাহাই
সর্কোত্তম বলিয়া গণ্য, ক্রয়লব্ধ বস্তু মধ্যম
 বলিয়া পরিগৃহীত। ভিক্ষালব্ধ বস্তু কনিষ্ঠ
 অর্থাৎ মধ্যম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকট এবং
 বাহা অপরের নিকট হইতে বলপূর্বক
 গৃহীত, তাহা অধম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া
 থাকে। নীতিপূর্বক অপরের নিকট হইতে
 গ্রহণ করায় বাহা হউক, কিন্তু অন্তায় পূর্বক
 জোর করিয়া অপরের নিকট হইতে বাহা

রক্তশালিজপাঙ্গুলকমাসিতরক্তকৈঃ ।
 ততুলৈত্রীহিমাক্রোথেঃ কণৈশ্চৈব যথাক্রমম্ ।
 উক্তমৈশ্চামৈশ্চৈব কথিতৈরধমৈস্তথা ।
 পদ্মাদিহ্মাপনৈরেব তৎসম্যাগ্যাগমাচরেৎ ।
 প্রাণ্ডন্তরমুখো বাপি যদি বা প্রাণ্ডুখো ভবেৎ ।
 আসনঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাক্রমম্ ।
 কোশং চার্শ্বং চৈলতলে দারবং তালপত্রকম্ ।
 কাঞ্চলং কাঞ্চনকৈব রাজতং তাত্রমেব চ ।
 গোকরীষার্কজৈরীপি স্বাসনং পরিকল্পয়েৎ ।
 যৈয়াজং যৌরবকৈব হারিণং মার্গমেব চ ।
 চার্শ্বং চতুর্বিধং জেয়মধ বন্ধুকমেব চ ।
 যথাসম্ভবমেভেষু স্থাসনং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩১২ ॥
 কৃতপদ্মাসনো বাপি স্বস্তিকাসন এষ চ ।
 দর্ভতন্ত্রসমাসীনঃ প্রাণানায়ম্য বাপৃযতঃ ॥ ৩১৩ ॥
 ভাবৎ স দেবভারূপো ধ্যানং চান্তঃ সমাচরেৎ

শিখাভে দ্বাদশাকুলো স্থিতঃ স্তম্ভাঃ তনুঃ
 শিবম্ ।
 অস্তশ্চরন্তঃ ভূতেষু গুহায়ঃ বিশ্বমূর্তিষু ।
 সর্বাভরণসংযুক্তমণিমাণ্ডিগণাধিতম্ ॥ ৩১৫ ॥
 ধ্যাৎবা তং ধারয়েচ্চিন্তে তদ্ব্যাপ্ত্যা পূরয়েন্তম্ ।
 তয়া দীপ্ত্যা শরীরস্থং পাপং নাশমুপাগতম্ ।
 স্বর্ণপারদসম্পর্কাজ্জুক্তং খেতং যথা ভবেৎ ।
 তদ্বাদশদলাবৃত্তমষ্ট পঞ্চ জিহ্নেব বা ॥ ৩১৭ ॥
 পরিকল্প্যাসনং শুদ্ধং তত্র লিঙ্গং নিধায় চ ।
 গুহাস্থিতং মহেশানং লিঙ্গে সঙ্কিত্যয়েতথা ।
 শোধিতে কলসে তোয়ং শোধিতং

গন্ধবাসিতম্ ।

সুগন্ধপুষ্পং নিকিপ্য প্রণবেনাভিমন্ত্রিতম্ ।
 প্রাণায়ামশ্চ প্রণবঃ শূদ্রেষু ন বিধীয়তে ।
 প্রাণায়ামপদে ধ্যানং শিবেত্যোক্তারমন্ত্রণম্ ।
 গন্ধপুষ্পাক্তাদানি পূজাদ্রব্যার্ণ যানি চ ।

লগয়া হয়, তাহাতে তোন কলোদয় হয় না ।
 রক্তবর্ণ শালিতুল, কৃষ্ণরক্ত কলম ধাত্তের
 ততুল-এবং এতাদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রীহিততুলকণা,
 যথাক্রমে এই পূজা কার্যে—উক্তয়, মধ্যম
 ও অধম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । পদ্মাদি
 স্থাপনপূর্বক যথাসম্ভব উক্ত ততুল দ্বারা
 যথাবিধি দেবপূজা করিতে হয় । প্রথমতঃ
 উত্তরাস্ত্র অথবা নিতান্ত অনুবিধা পক্ষে
 পূর্ক্সা হইয়া উপবেশন করিবে । উপ-
 বেশন করিবার আসনের বিষয় যাহা দেখি-
 য়াছি এবং শুনিয়াছি তাহাই বলিব । কুশা-
 সন, চর্ম্মাসন, কাষ্ঠাসন, তালপত্রাসন, কঞ্চলা-
 সন, সুবর্ণাসন, রক্তভাসন, ভাস্মাসন ইত্যাদি
 আসনে পূজক উপবেশন করিবে । চর্ম্মাসন-
 মধ্যে ব্যাত্র, কুরু, হরিণ ও মুগ এই চতুর্বিধ
 জন্তর চর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত আসনে উপবেশন
 করিবে । পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে কুশ ও
 তন্ত্রের উপরে উপবেশনপূর্বক মৌনাবলম্বনে
 প্রাণায়াম করিয়া অন্তরে দেবভারূপ ধ্যান
 করিবে—পরে ধ্যানময় হইয়া চিন্তা করিবে—
 শিব স্তম্ভমূর্ত্তি হইয়া দ্বাদশাকুল শিখার প্রান্তে
 অবস্থিত করিতেছেন ; তিনি ঐ স্তম্ভরূপে

নিখিল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিতেছেন ;
 তিনি বিশ্বমূর্ত্তিতে গুহাতে বিরাজমান রহি-
 য়াছেন, তাঁহার অঙ্গে সকল প্রকার অলঙ্কার,
 তিনি অগ্নিমাণ্ডিগণসম্বিত । ৩১৪—৩১৫ ॥
 এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া মনে তাঁহার
 ব্যাপ্তি চিন্তা দ্বারা শরীরকে পূর্ণ করিবে—
 অর্থাৎ তিনি আমার সর্বশরীরে অল্পপ্রবিষ্ট
 হইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে । স্বর্ণ ও
 পারদের সম্পর্কে রক্তবর্ণ যেরূপ খেত হইয়া
 যায়, সেইরূপ চিন্তায় তাঁহার জ্যোতি দ্বারা
 শরীরস্থ পাপ সকল নষ্ট হইয়া যায় । অনন্তর
 দ্বাদশদল, অষ্টদল, পঞ্চদল অথবা ত্রিাদল
 বিশুদ্ধ পদ্মাসনে লিঙ্গমূর্ত্তি রাখিয়া সেই
 লিঙ্গমূর্ত্তিতে গুহাস্থিত মহেশ্বর অব-
 স্থিত করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা
 করিবে । তৎপরে বিশুদ্ধ কলসে সুবাসিত
 জল ও গন্ধ পুষ্প প্রদান করিয়া প্রণব দ্বারা
 অভিমন্ত্রিত করিবে । শূদ্রেয়া প্রণব মন্ত্র
 উচ্চারণ এবং প্রাণায়াম করিতে পারে না ;
 শূদ্রেয়া প্রণবহলে শিবপদ ব্যবহার এবং
 প্রাণায়াম হলে ধ্যান করিবে । গন্ধ, পুষ্প,

তানি স্থাপ্য সমীপে তু ততঃ সঙ্কল্প ইষ্যতে
 শিবপূজাং করিষ্যামি শিবতুষ্টার্থমেব চ ।
 ইতি সঙ্কল্পয়িষ্য তু তত আবাহনাদিকম্ ।
 কৃৎষা তু স্নানপর্য্যন্তঃ ততঃ স্নানং প্রকল্পয়েৎ ।
 নমস্তেভ্যাদিমস্ত্রেণ শতকুদ্রিয়বধানতঃ ॥ ৩৮০
অবিচ্ছিন্না তু বা ধারা মুক্তিধারয়েতি কীর্তিতার্থে
 তয়া যঃ স্নাপয়েন্মানসং জপন কুদ্রমুপাং বা ।
 একবারঃ ত্রিবারঞ্চ সপ্ত পঞ্চ নবাপি বা ।
 একাদশমথো বারমাখত্রয়োদশাশিতম্ ॥ ৩৮১
 মুক্তিস্নানমিদং ত্রেয়ং মাসং যোক্ষপ্রদায়কম্ ।
 শৈবয়া বিদ্যায়া স্নানং কেবলপ্রণবেন বা ॥ ৩৮২
 যুগ্ময়ের্শালিকেরস্ত শকলেচোশ্মিত্তিত্থা ।
 কাংশ্চেন মুক্তাঙ্কুত্যা চ পুষ্পাদিকসরেণ বা ।
 স্নাপয়েদ্ধেবদেবেশং যথা সম্ভবমীরিতৈঃ ।
 শৃঙ্গস্ত চ বিধিং বক্ষ্যে স্নানযোগ্যং যথা ভবেৎ
 পূর্বমস্তান্ত সংশোধ্য বহিরস্তান্ত শোধয়েৎ ।
 স্নান্নিহ্নং লঘু কৃৎষাৎ নাগং ছিন্দ্যাৎ কথঞ্চন ॥

আতপঃতুল প্রভৃতি পূজার উপকরণ সম্মুখে
 রাখিয়া সঙ্কল্প করিবে। “শিবের জীতি-
 কামনায় শিবপূজা করিব” এইরূপে সঙ্কল্প
 করিয়া আবাহনাদি করিবে। পরে “নমস্তে”
 ইত্যাদি শতকুদ্রিয় মন্ত্রে স্নান করাইবে।
 অবিচ্ছিন্ন জলধারাকে মুক্তিধারা কহে। যে
 ব্যক্তি একমাসকাল প্রত্যহ মনে মনে কুদ্র-
 মন্ত্র জপ করত মুক্তিধারায় একবার, তিনবার,
 পাঁচবার, সাতবার, নয়বার, একাদশবার
 অথবা ত্রয়োদশবার স্নান করাইবে, সে মুক্তি
 লাভ করিবে; এই একমাসব্যাপী মুক্তিপ্রদ
 স্নানকে সকলে মুক্তিস্নান বলিয়া থাকে।
 শিবমন্ত্রে অথবা কেবল প্রণবমন্ত্রে স্নান
 করাইবে। যুগ্ম পাত, নারিকেলের মালা,
 কাংশপাত, মুক্তাঙ্কু, পুষ্পাদিরস ও নব-
 নীত-ধারা দেবদেবেশকে স্নান করাইবে।
 এক্ষণে—স্নানযোগ্য শৃঙ্গবিধান বলিব।
 ৩৭৬—৩৮৮। প্রথমতঃ শৃঙ্গের অভ্যন্তরভাগ
 শোধিত করিয়া বাহির্ভাগও শোধিত
 করিবে; পরে সেই শৃঙ্গটিকে স্নান্নিহ্নং ও লঘু

নীটেকদেশবিশুদ্ধ-ধারদ্রোণ্যা স্নুগুস্তমোঃ ।
 কুশান্নযুতয়া স্নানং দেবায় পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩৯০
 এবং গবয়শৃঙ্গস্ত জলপূর্তিরথোচ্যতে ॥
 ঘারে নিষিকলোহাৰ্হঃ স্নান্নদ্বারাসম্বিতে ॥
 যোগবক্রঃ নাগদণ্ডঃ নাগাকারং প্রকল্পয়েৎ ।
 কলস্থানে তু চয়কং দণ্ডেন সমরঞ্জকম্ ॥ ৩৯২
 তত্রৈব পাতয়েন্তোয়ং মুর্দ্ধযজ্ঞঘটে স্থিতম্ ।
 পাতঘেদথ চাস্তেন বামেনৈব করেন য়া ॥ ৩৯৩
 মুক্তিধারা কৃত্য তেন পবিত্রং পাপনাশকম্ ।
 এবং সংস্রাপ্য দেবেশং পঞ্চগব্যান্তথৈব চ ॥
 পঞ্চামৃতৈরথ স্নাপ্য মধুরত্রিতয়েন চ ।
 বিতুষ্য ভূষকৈর্দেবঃ পুংঃ স্নাপ্য মহেশ্বরম্ ॥
 নীতোপচারং কৃৎষাৎ তত আচমনাদিকম্ ।
 বস্ত্রং তথোপবীতঞ্চ পঞ্চগন্ধকমেব চ ॥ ৩৯৬
 কর্পূরমকুব্জকপি পটীরমথবা ভবেৎ ।
 উভয়ং মিশ্রিতং বাপি শিবলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥
 কৃৎস্নং পীঠং গন্ধপূর্ণং যদ্বা বিভবসারতঃ ।
 তুক্ষীমথোপচারং বা কালিয়ং পুষ্পমর্গয়েৎ ॥

করিয়া নাগ ছেদন করিবে। দ্রোণীর
 আকারে ঐ শৃঙ্গটি প্রছত্ত করিতে হইবে;
 উহার নিম্নে একটি দ্বার থাকিবে। ঐ শৃঙ্গটি
 স্নুগোল হইবে; উহার অভ্যন্তরে জল ও
 কুশ নিক্ষেপপূর্বক উহা দ্বারা দেবতাকে
 স্নানীয় জল প্রদান করিবে। গবয়ের শৃঙ্গ
 দ্বারা স্নানজলাধার শৃঙ্গ প্রছত্ত করিয়া
 তাহাকে মূলোক্তবিধানানুসারে জল দ্বারা
 পূর্ণ করিবে। এইরূপ করিলেই পবিত্র ও
 পাপনাশক মুক্তিধারা সম্পাদিত হয়।
 এইরূপে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত এবং মধুরঞ্জ
 দ্বারা দেবেশকে স্নান করাইয়া ভূষণে বিতু-
 ষিত করিবে; পরে পুনরপি মহেশ্বরকে
 স্নান করাইয়া নীতল উপচারে পূজিত করিয়া
 আচমনীয়াদি, বস্ত্র, উপবীত, পঞ্চগন্ধ, কর্পূর,
 চন্দন, অথবা মিশ্রিত কর্পূরচন্দন প্রধানপূর্বক
 শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। ৩৮৯—৩৯৭।
 আপনার কবচানুসারে সমস্ত লিঙ্গপীঠ গন্ধ-
 পূর্ণ করিয়া মোনাবলখনপূর্বক কালিয়পুষ্প

শ্রীপত্রঃ মকচিভ্যাজঃ যথাশক্ত্যাখিলং যথা ।
 অনেকধূপদ্রব্যঞ্চ গুগুণ্ডলং কেবলং তথা ।
 কপিলাঘৃতসংযুক্তং সর্ষপুপায় শস্ত্রতে ।
 ধূপং দত্তা যথাশক্তি কপিলাস্বতদীপকান ॥৪০॥
 অথবা আজ্যমায়েণ দৌপান দ্বৈপোপহারকম্ ।
 যথাশক্ত্যুপপন্নঞ্চ দত্ত্বা পুষ্পসমারিতম্ ॥ ৪০ ॥
 মুখশুক্লিৎ ততো গভ্রা দত্ত্বা তাহুলমাদরায় ।
 প্রদক্ষিণনমস্কারো পুজৈবৎ হি সমাপ্যতে ।
 গীতানুপঞ্চকং পশ্চাত্তানি বিজ্ঞাপয়ামি তে ।
 গীতিকাং দ্যং পুরাণঞ্চ নৃত্যং হ্যসৌক্তিরেব চ ।
 নীরাঙ্গনঞ্চ পুষ্পাণামঞ্জলিশ্চাখিলাপর্ণম্ ।
 কমা চোদাসনঠৈঞ্চব কৌর্তিপঞ্চোপচারকম্ ।
 ভূষণঞ্চ তথা ছত্রং চামরং ব্যঞ্জনং তথা ।
 শিবোপবীতং কৈকর্ধ্যং ষড়ীশানোপচারকম্ ।

ও অস্ত্রান্ত উপাচার প্রদান করিবে। তৎপরে বিশ্বপত্রাদি প্রদান করিয়া অনেকবিধ গন্ধদ্রব্য নির্ম্মিত ধূপ অথবা কেবল গুগুণ্ডলধূপ প্রদান করিবে। কপিলাগাভীর স্বতযুক্ত ধূপ-দৌপই শিবপূজায় বিশেষ প্রশস্ত। ধূপ দান করিয়া যথাসাধ্য কপিলাগাভীর স্বতযুক্ত দৌপ দান করিবে, অভাবে সামান্ত স্বতেরই দৌপ প্রদান করিবে। পুষ্প ও অস্ত্রান্ত উপচারসমূহ যথাসাধ্য প্রদান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মুখশুক্লিকর তাহুল প্রদান করিবে। তৎপরে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া পূজা শেষ করিবে। পূজাসমাপ্তির পর গীতিপঞ্চক করিতে হয়; গীতিপঞ্চক আপনাকে নিবেদন করিতেছে। গীক, বাদ্য, পুরাণপাঠ, নৃত্য এবং হ্যসৌক্তি ইহাকে গীতিপঞ্চক কহে। আরাটিক, পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান, আখল নিবেদন, কমাপ্রার্থনা ও উদাসন ইহাকে কৌর্তিপঞ্চক বলে। ভূষণ, ছত্র, চামর, ব্যঞ্জন, উপবীত ও শিবের দাসত্ব প্রার্থনা,—এই ছয়টি কেশানপূজার উপচার। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া, গীতিপঞ্চক, কৌর্তিপঞ্চক এবং উক্ত ছয় উপচারে অর্থাৎ

ষাট্ৰিংশতপচারং স্ত্রাৎ পূজনং তুস্তমোস্তমম্ ॥
 সদাশিব উবাচ ।
 এবেমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ তব পূজাং বদাম্যহম্ ।
 মৎপাদযুগলং পূজ্য সর্ষপুজাকরো ভব ।
 আরাধোৎসং যথা লিঙ্গে ভগ্নমাধাধনং কুরু ॥
 হনুমানুবাচ ।
 গুরুণা লিঙ্গপুজৈব নিয়তা পরিবক্লিতা ।
 তাং করোমি পুরা দেব পশ্চাত্তৎপাদপূজনম্ ।
 ইতুতৈকেব নমস্তেশং শিবলিঙ্গার্চনেহভবৎ ।
 সরস্তীরমথো গভ্রা কৃষ্ণা সৈকতবেদিকাম্ ॥
 তালপত্রৈক্সিরচিতমাসনং পর্য্যকল্পয়ৎ ।
 প্রক্ষাল্য পাদহস্তৌ তু সমাচম্য সমাহিতঃ ।
 ভস্মস্নানমথো চক্রে পুনরাচম্য বাপৃষতঃ ।
 দেববেদ্যামথো চক্রে পদ্মানি সুমনোহরম্ ॥
 অনস্তরং তালপত্রং পদ্মাসনগতঃ কপিঃ ।

বত্রিশ প্রকার উপচারে শিবের পূজা করে, এক দিনেই তাহার সমস্ত পাপ নাশ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সদাশিব কহিলেন,—কপিবর! তুমি যে পূজাবিধির কথা বলিলে, উহা আমার সম্পূর্ণ অমুমোদিত; তুমি উক্ত প্রকারে মদায় পাদ-যুগলের পূজা করিয়া সর্ষপুজা কর হও। মদায় লিঙ্গোপরি এইরূপ পূজা করিয়া আমারও এইরূপে পূজা কর। হনুমান কহিলেন,—গুরুদেব আমাকে এই লিঙ্গপূজাই বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছেন। প্রথমে আমি এই লিঙ্গপূজা করিয়া পশ্চাৎ আপনার পদপূজা করিব। হনুমান মহেশ্বরকে এই বলিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ-পূজনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সরোবর-তীরে গমন করলেন এবং তথায় বালুকা-ময় বৌদ নির্মাণপূর্ব্বক সেই বৌদির উপরে তালপত্রাসনে উপবেশন করিয়া হস্ত-পদ প্রক্ষালনান্তে আচমনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ভস্মস্নান করিলেন। পরে পুনরপি আচমনপূর্ব্বক মৌনী হইয়া সেই বৌদির উপরে সুমনোহর পদ্ম নির্মাণ করিলেন। অনস্তর

প্রাণানায়ম্য সংশ্রাসং গুরুধ্যানসমবিতঃ ॥৪১৪
 প্রণম্য গুরুমীশানং জপম্নাসৌদতঃ পরম্ ।
 অথ দেবার্চনং কর্তুং যত্নমাস্তিত্বানপি ॥৪১৫
 পলাশপত্রপুটক-দ্বয়ানীতজলং শুচি ।
 শিরঃকমণ্ডলুগতং নিধান্যগ্নিমজ্জিতম্ ॥ ৪১৬
 অবঃহনাদি কৃৎস্বাং স্নানপর্যাস্তমেব চ ।
 অথ স্নাপয়িত্ব দেবমাদায় করসম্পূটে ॥ ৪১৭
 কৃত্বা নিরীক্ষণং দেবপীঠং নো দৃষ্ট্বান কপিঃ
 লিঙ্গমাত্রং পরগতং দৃষ্ট্বা ভীতিসমবিতঃ ॥ ৪১৮
 ইদমাহ মহায়োগী কিং বা পাপং ময়া কৃতম্ ।
 যদেতৎ পীঠরহিতং শিবলিঙ্গং করস্বিতম্ ॥
 মমাদ্য মরণং সিবং ন পীঠঃ চাগমিষ্যতি ।
 অথ ক্রুদং জপিষ্যামি তদায়াতি মহেশ্বরঃ ॥৪২
 ইতি নিশ্চিত্য মনসা জজাপ শতকুদ্রিয়ম্ ।
 অথাপি ন সমায়াতো মহেশোহথ কপীশ্বরঃ ॥

ক্রুদং স্তপাতয়ত্বুয়াং বীরভদ্রঃ সমাগতঃ ।
 কিমর্থং ক্রুদ্যতে তত্ত্ব কদিহেতুং বদস্ব মে ।
 পীঠহীনমিদং লিঙ্গং পশু মে পাপসঙ্কয়ম্ ॥৪২৩
 বীরভদ্র উবাচ ।
 যদি নায়াতি পীঠস্তে লিঙ্গং মা সাহসং কৃথাঃ ।
 দাহয়িষ্যাম্যাহং লোকং যদি নায়াতি পীঠকম্ ॥
 পশু দর্শয় মে লিঙ্গং পীঠং যদ্যাগতং ন বা ।
 অথ দৃষ্ট্বা বীরভদ্রো লিঙ্গং পীঠমনাগতম্ ॥৪২৫
 দক্ষুকামোহখিলংলোকান বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্
 অনলং ভুবি চৈকেপ ঋণাদক্ষা মহী তদা ॥৪২৬
 অথ সপ্ত তলান দক্ষা পুনরুর্দ্ধমবর্ত্তত ।
 পঞ্চোঙ্কলোকানদহজ্জনলোকনিবাসিনঃ ॥৪২৭
 ললাটনেত্রসমুত্তং নখেনাদায় চানলম্ ।
 জদ্বীরকলসঙ্কাশং কৃত্বা করতলে বিভুঃ ॥৪২৮

বানর হনুমান তালপত্রাসনে পদ্মাসন
 করিয়া উপবেশনপূর্বক প্রাণায়াম ও স্নানসের
 পর ধ্যান করিলেন, পরে গুরুকে
 প্রণাম করিয়া মহেশ্বরমন্ত্র জপ করি-
 লেন, তৎপরে দেবপূজা করিতে যজ্বান
 হইয়া পলাশপত্রের দুইটি ঠোঁটায় করিয়া
 বিশুদ্ধ জল আনিলেন। জল আনিয়া
 কমণ্ডলুতে রাখিলেন; অগ্নিমন্ত্রে তিনবার
 ঐ জল মন্ত্রপূত করিয়া আবাগ্নাদি করি-
 লেন। অনন্তর বানর মহেশ্বরকে স্নান
 করাইবার নিমিত্ত দুই হস্তে শিবলিঙ্গ গ্রহণ
 করিয়া দেখিতে দেখিতে লিঙ্গপীঠ দেখিতে
 পাইলেন না; কেবল লিঙ্গটিমাত্র করসলে
 রাখিয়াছে দেখিয়া মহায়োগী সাত্তিশয় ভীত
 হইয়া বলিলেন,—“একি! আমি কি পাপ
 করিয়াছি যে, শিবলিঙ্গ আমার করগত হইয়া
 পীঠহীন হইলেন। যদি পীঠ পুনঃ প্রত্যা-
 গত না হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুই
 স্থির। যাহা হউক, ক্রুদমন্ত্র জপ করি;
 তাহা হইলে মহেশ্বর আসিলে পাবেন।”
 এই স্থির করিয়া হনুমান মনে মনে শতকুদ্রিয়
 জপ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও মহে-

শ্বর আসিলেন না দেখিয়া কপিবর ক্রুদ-
 দেবক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর
 বীরভদ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন
 “ভক্ত! তুমি যোদন করিতেছ কেন?
 কোমার রোদনের কারণ কি? তাহা বল।
 হনুমান উত্তর করিলেন,—দেখুন, আমার
 সঙ্কিত পাপের ফলে লিঙ্গ পীঠহীন হইয়া-
 ছেন। ৩৯৮—৪২৩। বীরভদ্র বলিলেন,—
 “যদি পীঠ না আসিয়া থাকে তজ্জন্ম দুঃসাহ-
 সিকের কাৰ্য্য করিও না, পীঠ না আসিলে
 আমি এখনই জগৎ দগ্ধ করিব। দেখ,
 শিবলিঙ্গ আমাকে দেখাও, পীঠ আসিল কি
 না আমি একবার দেখি।” এই বলিয়া
 পতাপশালী বীরভদ্র শিবলিঙ্গের পীঠ উপ-
 স্থিত হয় নাই দেখিয়া নিখিল জগৎ দগ্ধ
 করিবার মানসে ভূতলে নেত্র হইতে অগ্নি
 নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে পৃথিবী ঋণ-
 কালমধ্যে দগ্ধ হইয়া গেল। পৃথিবী দাহের
 পর বীরভদ্রের নেত্রানল সপ্তপাতাল দগ্ধ
 করিয়া উর্দ্ধে উথিত হইল। উর্দ্ধে উঠিয়াই
 সেই অগ্নি জনলোকনিবাসী পঞ্চ উর্দ্ধলোক
 দগ্ধ করিয়া ফেলিল। অনন্তর প্রভু বীরভদ্র
 ললাটচক্ষু হইতে নির্গত সেই অনল নখ ধার।

বদি নায়ান্তি পীঠস্তে দক্ষা লোকা ন সংশয়ঃ ।
 অন্যায়তমধো দৃষ্ট্বা বীরভজ্রঃ প্রতাপবান ॥৪২১
 সনকাদহো মহাশ্বানো জ্ঞান্বা যোগেন চাগতান্ ।
 গৌতমশ্চাম্রমবরং সমাগম্য মহেশ্বরম্ ॥৪৩০
 ন দৃষ্টবস্তো দেবাদিসেব্যমানমপি বিজাঃ ।
 অস্তবরথ চ স্তোত্রৈঃ সর্ববেদসমুদ্ভবৈঃ ॥৪৩১
 ঔ নমো দেবদেবায় তস্মৈ
 শুকপ্রভাচিন্ত্যরূপায় তস্মৈ ।
 নমঃ সুরাপামধীশায় তস্মৈ
 নমো নমো বেদশুভায় তস্মৈ ॥৪৩২
 নমঃ শিবায়াদিদেবায় তস্মৈ
 নমো ব্যালম্বজ্ঞোপবীতায় তস্মৈ ।
 নমঃ সুরাবিন্দুসন্দোহবর্ণ-
 জয়ীবিন্দুবিখণ্ডরায় তস্মৈ ॥ ৪৩৩
 পৃথিব্যাথো বায়ুরাকাশতোয়ং
 পুনঃ শনী বহ্নিসুর্ঘ্যৌ তথাশ্বা ।

বস্তোষ্টৈতা মুর্ভয়ঃ শকরস্ত
 তস্মৈ নমো জ্ঞানগম্যায় শখং ॥ ৪৩৪
 এতাং স্ততিমধাকর্ণ্য ভগনেন্দ্রপ্রদঃ শিবঃ ।
 বিষ্ণুমাহ চ গচ্ছ ত্বং সমানয় চ তান বিজান্ ॥
 আনীতাস্তেন হরিণা দেবায় প্রণতাস্ত তে ।
 তানাহ শকরো বাক্যং কিমর্থং যুমমাগতাঃ ॥
 যুময় উচুঃ ।
 দেব দ্বাদশলোকানাং দৃষ্টাস্তে ভাস্ময়াশয়ঃ ।
 স্থিতমেকং বনমিদং পশু তল্লোকসঙ্করম্ ॥
 সদাশিব উবাচ ।
 উর্দ্ধহৃৎপঙ্কলোকানাং দাহে সন্দেহ এব নঃ ।
 কথমঙ্গারগুটিক কথং নো বা মহাশ্বনিঃ ॥৪৩৫
 যুময় উচুঃ ।
 ভীতিরস্মাকমধূনা বর্ভতে বীরভজ্রতঃ ।
 স এবাঙ্গারগুটিক পিপাসুরিব তামপাং ॥৪৩৬

গ্রহণপূর্বক জয়ীরকলের তুল্য করিয়া কর-
 ভলে রাখিলেন এবং হনুমানকে বলিলেন,
 —“তোমার পীঠ যদি না আসে, তাহা হইলে
 মদীয় নৈজ্ঞানলে লোক সকল নিশ্চয়ই দগ্ধ
 হইল।” অনন্তর প্রতাপশালী বীরভজ্র
 কিছুতেই লিঙ্গপীঠ আসিল না দেখিয়া ধ্যান-
 মগ্ন হইলেন এবং ধ্যানবলে জানিতে পারি-
 লেন,—মহাশ্বা সনকাদি ঋষিগণ জগদ্রাহে
 ভীত হইয়া মহর্ষি গৌতমের সেই উত্তম
 আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় দেবাদি-
 বন্দিত মহেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া নিখিল
 বেদসম্বন্ধ স্তব দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে
 আরম্ভ করিলেন। “যিনি দেবতাদিগের
 দেবতা, তাঁহাকে নমস্কার, ঋহাং নির্ম্মল
 গাজ্জবাস্তি, এবং যিনি অচিন্ত্যরূপ
 তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি দেবতা-
 দিগের অধীশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার করি,
 বেদশাস্ত্রেও ঋহাং অপার মহিমা সুব্যক্ত
 হইতে পারে নাই, তাঁহাকে নমস্কার ।
 সর্প,—ঋহাং যজ্ঞোপবীত, সেই আদি-
 দেব শিবকে নমস্কার। যিনি তিন বিন্দু
 সুরার ভায় এই ত্রিঙ্গণকে ধারণ করিয়া

আছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। পৃথিবী,
 বায়ু, আকাশ, জল, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, এবং
 আশ্বা এই আটটি যাহার মুর্ভি—সেই জ্ঞান-
 গম্য শকরকে সর্বদা প্রণাম করি ॥৪২৪-৪৩৪।
 ভগনেন্দ্রপ্রদ শিব এই প্রকার স্তব শ্রবণ
 করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—“বিষ্ণে! তুমি
 গিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন কর।”
 অনন্তর বিষ্ণু, সনকাদি ঋষিগণকে আনয়ন
 করিলে, তাঁহারা মহাদেবের পাদপদ্মে প্রণাম
 করিলেন। অনন্তর শকর তাঁহাদিগকে
 বলিলেন,—তোমরা কি নিমিত্ত আগমন
 করিয়াছ। মুনিগণ কহিলেন,—দেব! ঐ
 দেখুন, দ্বাদশ লোক দগ্ধ হইয়া ভাস্ময়াশিতে
 পরিণত হইয়াছে; কেবল এই কাননটি
 মাত্র দগ্ধ হয় নাই; তাঙ্গর সমস্ত লোকই
 ভাস্মীভূত হইয়াছে। একটি প্রাণীও
 জীবিত নাই দেখুন। সদাশিব বলিলেন,
 —তাই ত বটে, উর্দ্ধস্থিত পৃথ লোকের
 দ্বাহকালে আমাদের সন্দেহই হইয়াছিল
 হইতেছে কেন? এইরূপ
 শব্দই বা হইতেছে কেন? মুনি-
 গণ কহিলেন,—দেব! এক্ষণে আমরা
 বীরভজ্র হইতে সাতিশয় ভীতি প্রাপ্ত হই-

দেবোব্ধ বীরমাহুয় কিং বীরেত্যত্রবীভবঃ ।
 বীরো হনুমতো লিঙ্গপীঠাত্তাবাদিদং কৃতম্ ।
 কপেশ্চিন্তঃ পরিক্রান্তঃ ময়া কৃতমিদং বৃহৎ ।
 রূপানিধিরথো দেবো যথাপূৰ্ব্বমকল্পয়ৎ ॥ ৪০১
 দক্ষানপ্যাখিলালোকানপূৰ্ব্বতঃ শোভনান্ বিভূঃ
 কল্পয়ামাস বিখ্যাত্বা বীরভদ্রমখাত্রবীৎ ॥ ৪০২
 আলিঙ্গ্যাজায় শিরসি ভাবুলং দন্তবান্ হরঃ ।
 অথাসৌ হনুমানীশপূজনং কৃতবানথ ॥ ৪০৩
 একং বনচরং তত্র গন্ধৰ্বং স বিপক্ষিকম্ ।
 ইদমাহ মহাবীণা মম বৈ দীৱ্যতামিতি ॥ ৪০৪
 গন্ধৰ্বো ন ময়া ত্যাজ্যা বীণা প্রাণসমা মম ।
 মমাপি প্রাণসদৃশী বীে ত্যাহ কপীশ্বরঃ ॥ ৪০৫
 অথ মুষ্টিনিপাতেন গন্ধৰ্বো পতিতে কপিঃ ।

তেছি, তিনিই অঙ্গারমুষ্টি পান করিবার ইচ্ছাতেই বোধ হয় এই জগদাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্তর দেব শব্দর বীরভদ্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—“এ কি বীর!” বীরভদ্র উত্তর করিলেন,—“হনু-
 মানের লিঙ্গপীঠের অভাব হওয়াতেই আমি এই কাৰ্য্য করিয়াছি; কপিবরের মনোমুগ্ধি জানিবার নিমিত্ত আমি এই বৃহৎকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি।” অনন্তর দক্ষানিধি মহাদেব দক্ষ জগৎসমূহকে পুনর্বার পূর্ববৎ করিলেন; বরং পূর্বাপেক্ষাও জগৎসমূহকে সুক্ৰীসম্পন্ন করিয়া বিখ্যাত্বা শব্দর বীরভদ্রকে মিষ্ট-
 বচনে আপ্যায়িত করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও মস্তকোচ্ছাণ করিয়া ভাবুল প্রদান করিলেন। এদিকে হনুমানও লিঙ্গপীঠ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে শিবপূজা করিতে লাগিলেন। হনুমান শিবপূজা করিতেছেন, এমন সময়ে এক বনচর গন্ধৰ্ব্ব বীণাহস্তে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল; হনু-
 মান তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—“তোমার এই উৎকৃষ্ট বীণাটা আমাকে প্রদান কর।” গন্ধৰ্ব্ব উত্তর করিল, এ বীণা আমার প্রাণ-
 তুল্যা, কিছতেই আমি ইহা ত্যাগ করিতে পারিব না।” অনন্তর কপিবর “এই

আদায় বীণাং মহতীং পরতন্তুসমবিভাম্ ॥ ৪০৬
 অলাবুসংযুতাং কৃত্বা রাজবৃক্ষকলাকৃতিম্ ।
 তন্তোরসি বিনিক্ষিপ্য গায়ত্র্যাগাচ্ছিবাস্তিকম্ ।
 বৃহতীকুসুমৈঃ শুক্রেদেবপাদাবপূজয়েৎ ।
 তশ্চৈ বরমথ প্রাদাদাকল্পং জীবিতং পুনঃ ॥ ৪০৮
 সমুদ্রলজ্জনে শক্তিং বরং প্রাদাদথাপরম্ ॥ ৪০৯
 সমস্তভূবাসুবিভূষিতাক্ষঃ
 স্বদীপ্তমন্দীকৃতদেবদীপ্তিঃ ।
 প্রসন্নমূর্ত্তিস্তরুণঃ শিবান্বকঃ
 সন্তাবয়ামাস সমস্তদেবান্ ॥ ৪১০
 পৌতবসনমীৱক সমাদায় মহেশ্বরঃ ।
 পৌতবসমিদং দেব ত্বং গৃহাণ হরে শুভম্ ॥ ৪১১
 ব্রহ্মণে ব্রহ্মবসনং সর্বেষাং বস্তুদন্তথা ।
 দেবর্ষিদানবাদীনাং দন্তবান্ বস্তুযুগ্মকম্ ॥ ৪১২

আমারও প্রাণতুল্যা, অতএব তোমাকে দিতেই হইবে” এই বলিয়া মুষ্টিপ্রহারে গন্ধ-
 র্বকে কেলিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বীণা গ্রহণ করিলেন। এবং অগাবুনির্ম্মিত স্বরসূত্রতন্তুযোজিত রাজ-
 বৃক্ষের ফলের জ্বায় আকৃতিবিশিষ্ট সেই মহতী বীণা বক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক গান করিতে করিতে মহাদেবের নিকটে উপস্থিত হই-
 লেন। শিবসমীপে উপস্থিত হইয়া হনুমান বিশুদ্ধ বৃহতীপুষ্প দ্বারা মহাদেবের পাদপদ্ম পূজা করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাহাকে আকল্প জীবন এবং সমুদ্রলজ্জনে শক্তিরূপ বর প্রদান করিলেন। অনন্তর তাহার গাত্র প্রভায় সমস্ত দেবগণ হীনপ্রভ হইয়া রহিয়া-
 ছেন, তাহার সর্গদ্বয় নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূ-
 যিত, সেই প্রসন্নমূর্ত্তি তরুণবপু মঙ্গলময় মহা-
 দেব সমস্ত দেবগণকে সমাদর করিলেন, অন-
 ত্তর মহেশ্বর পৌতবসন লইয়া “হে দেব! হরি! তুমি এই শুভ পৌতবসন গ্রহণ কর” এই বলিয়া নারায়ণকে পৌতবস্ন প্রদান করি-
 লেন। ব্রহ্মাকে ব্রহ্মবস্ন প্রদান করিলেন, এই রূপে নিখিল দেবতাদিগকে বস্ন দান করিয়া অন্তান্ত ঋষি ও দৈত্যপ্রভৃতিকেও বস্ন

স্বামোহপি চৈতদাকর্ণ্য শম্ভবে যুগ্মদার্পয়ৎ ।
 স্নুস্বক্ষং বহুমূল্যঞ্চ স্বর্ণভূষণমেব চ ॥ ৪৫০
 অথ ভুক্তা সুখাসীনং সামাত্যঃ সপ্তরোহিতঃ ।
 নানামুনিগণৈর্ভূপেকানরৈরগৌতমীতটে ॥ ৪৫৪
 শম্ভুং পুরাণভঙ্কং রাজবো বাক্যমব্রবাৎ ।
 ত্রমেব সর্কং জানীমে সর্কধর্মশুভাশতম্ ॥ ৪৫৫
 কশ্মিন্ কশ্মিন যুগে ব্রহ্মন কিং বিশিষ্টং

বদস্ব মে ॥ ৪৫৬

শম্ভুরবাচ ।

ধ্যানমেব কৃতে শ্রেষ্ঠং ত্রেতায়াং যজ্ঞমেব চ ।
 ষাণ্ডরে চার্কনং তিষ্যে দানঞ্চ হরিকীর্তনম্ ॥
 সর্কঞ্চ শম্ভুং সর্কত্র ধ্যানং নৈব কলৌ যুগে ।
 নরাণাং-মুগ্ধচিত্ততাং কলিঙ্ঘানাং বিশাম্পতে ॥
 ন ধর্ম্যে নিয়তা বুদ্ধির বেদে নৈব চ স্মৃতৌ ।
 ন ক্রোধৌ ন স্বধাকারে পুরাণানাঞ্চ ন ঞ্জতৌ ॥
 ন জপে ন চ তীর্ণেষু ন চ শুশ্রবণে সতাম্ ।

বিতরণ করিলেন । ৪৩৫—৪৫২ । স্বাম ও এই
 কথা শ্রবণ করিয়া শম্ভুকে দুই খানি অতিস্বক্ষ
 বসন এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রদান করিলেন ।
 অনন্তর স্বামচন্দ্রে আহ্বার করিয়া গৌতমী-
 নদীতটে বহুতর মুনি রাজা ও বানরগণে
 পরিবেষ্টিত হইয়া অমাত্য ও পুরোহিত-
 সমভিব্যাহারে সুখাসীন হইয়া পুরাণভঙ্ক
 শম্ভুকে বলিলেন,—ব্রহ্মন । আপনি নিখিল
 ধর্মশুভা অবগত আছেন, এক্ষণে কোন
 যুগে কোন ধর্মের প্রাধান্য, তাহা বলুন ।
 শম্ভু কহিলেন,—হে বিশাম্পতে ! সত্য-
 যুগে ধ্যান, ত্রেতায়াং যজ্ঞ, ষাণ্ডরে পূজা,
 এবং কলিযুগে দান ও হরিনামকীর্তন শ্রেষ্ঠ ।
 অস্ত্র সকল যুগে সকল ধর্মই প্রশস্ত হইতে
 পারে, কেবল কলিযুগে ধ্যান প্রশস্ত নহে ।
 কারণ কলিকালে মানবগণের মন সর্কদা
 মোহগ্রস্ত থাকে । স্নুতরাং যথানিয়মে ধ্যান
 করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে । হে
 নৃপ ! কলিকালে মানবদিগের মন কি ধর্ম,
 কি বেদ, কি স্মৃতি, কি যজ্ঞ, কি স্বধামজপাঠ,
 কি পুরাণশ্রবণ, কি জপ, কি তীর্থপর্যটন,

নেজ্যায়ং দেবতানাঞ্চ ন ঞ্জাতীয়কর্মণি
 ন দেবস্মরণে চাপি ন চ কাপি রূষে নৃপ ।
 অতশ্চ দৌর্ঘকালানাং পুণ্যানামক্ষমা নরাঃ ।
 দানস্ত্র স্বল্পকালস্থায়ং কর্তুং শক্লোতি মানবঃ ।
 অতশ্চ কলিহৃষ্টানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥
 কেবাঞ্চিৎ পাপনাশঃ স্মাৎ প্রায়শ্চিত্তে নাস্তথ
 ব্রহ্মজ্ঞো ন গয়াশ্রাদ্ধং কাশীগস্তা ঞ্জতো রতঃ ।
 পুরাণজ্ঞাবমার্শ্চতে ঞ্জোতা তস্ত ন বাচকঃ ।
 যুগানামনুসারেণ তথার্থশ্চ বিবেচনাৎ ॥ ৪৬৪
 স্বপরপ্রত্যয়োৎপাদাৎ পরব্রহ্মপ্রকাশনাৎ ।
 পুরাণবক্তা সর্কস্মাদ্ভ্রাক্ষণ্ডে বিশিষ্যতে ॥ ৪৬৫
 তেনাপি চ ক্লুতং পাপং ন সজ্যেৎকিমুতান্ততঃ
 অন্তেষামপি কেবাঞ্চিৎপুণ্যং পাপনাশনম্ ।
 যঃ পুরাণেষু বিশ্বাসী বক্তারং মস্ততে শুকম্ ।
 ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতারং বিশেষং জ্ঞাতিবদ্ধুতঃ ॥ ৪৬৬
 তস্ত পাপানি সর্কাপি বিলয়ং যান্ত্যসংশয়ম্ ।

কি সাধুমেবা, কি দেবপূজা, কি স্ব স্ব জাতীয়
 কর্ম, কি দেবস্মরণ, কিছুতেই অভিনিবিষ্ট
 হয় না; এই জন্ত তাহারা দৌর্ঘকালসাধ্য
 পুণ্যকর্ম করিতেই পারে না । দানধর্ম
 অল্পকালসাধ্য, এইজন্ত তাহাতে পারগ হয় ।
 এইজন্ত কলিকালের পাপী লোকদিগের
 প্রায়শ্চিত্ত নাই । তবে কোন কোন লোক-
 দিগের প্রায়শ্চিত্তে পাপ নাশ হইতে পারে—
 সকলের নহে । কলিযুগে গয়াশ্রাদ্ধ, কাশী-
 গমন, পুরাণপাঠ ও পুরাণশ্রবণে পাপ-
 নাশ হইয়া থাকে । যুগমাহাভ্যে ধর্ম-
 বিচার দ্বারা নিজের ও পরের জ্ঞানোৎ-
 পাদন করে বলিয়া এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ
 জ্ঞান হয় বলিয়া, পুরাণবক্তা ব্রাহ্মণই
 কলিযুগে শ্রেষ্ঠ । পুরাণবক্তার সাক্ষাৎ
 জ্ঞানকৃত পাপই পুরাণপাঠকলে নষ্ট হইয়া
 যায়; অজ্ঞানকৃত পাপের ত কথাই নাই ।
 পুরাণজ্ঞাতাদিগেরও পাপ নাশ হইয়া থাকে ।
 যে ব্যক্তি পুরাণের উপরে বিশ্বাসী, পুরাণ-
 পাঠককে শুক বলিয়া জ্ঞান করে; অধিক কি,
 'ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতা' জ্ঞাতিবদ্ধ হইতে বিশিষ্ট-

অথ শ্রীশৈলগমনং পূজকস্ত মহেশিতুঃ ॥ ৪৬৮
 অতঃ কলৌ মনুষ্যাণাং পুরাণং পাপনাশনম্ ।
 পুরা কলিযুগে রাম বৃত্তং সঙ্কীৰ্ত্তয়ে শৃণু ॥ ৪৬৯
 আসীক্তু গৌতমো নাম ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ
 তস্ত পুষ্টিঃ পশুশাস্ত্রাং ভ্রাতরৌ বেদবর্জিতৌ
 ভাভ্যাং সহ কৃষিক্ষেত্রে তত্র বৃদ্ধিমবাপ চ ।
 ধা ধাত্মাদিকং কিঞ্চিদ্রাজানং দত্তবানথ ॥ ৪৭১
 উবাচ বচনং কিঞ্চিদধিকারং নিরূপয় ।
 অর্থং ন গময়িষ্যামি তৌ শকৌ ভ্রাতরৌ মম ॥
 রাজোবাচ ।
 ব্রাহ্মণস্তাধিকারো হি বৈদিকে ধর্ম্যকর্ম্মণি ।
 তদন্তত্র নিযুক্তস্ত ব্রাহ্মণঃ বিপ্রশ্রুতি ॥ ৪৭৩
 গৌতম উবাচ ।
 যুগেযন্তেষু ধর্ম্মোহয়ং কলিধর্ম্মো ন তাদৃশঃ ।

ভূপতিত্বং হি ভূপাল নৃপাণাং ধর্ম্ম উচ্যতে ॥
 ব্রাহ্মণশ্চ পরিষ্কাণস্তং কুর্ষিরৈব দুযতি ।
 শূদ্রাণাঞ্চ কৃষিক্ষেত্রো নাপদ্যাপ্যগ্রজন্মনঃ ॥ ৪৭৫
 তস্মাৎ ক্ষত্রের বর্জিষ্যে গ্রামান্ মম সমাদিশ ।
 অস্তত্র চাত্র ক্ষত্রের বর্তনং মম রোচতে ॥ ৪৭৬
 অস্তন্ন তু তথেষ্ট্রাক্তো দদৌ গ্রামান্ ষ্জস্ত তু
 গ্রামাধিকারদুষ্টিস্ত বর্তনং হস্তথাভবৎ ॥ ৪৭৭
 অভক্ষি মাংসং চাপায়ি সুরা চাভাষি হুঘটঃ ।
 পরযোষা তথাগামি পরস্বং প্রত্যাহারি চ ॥ ৪৭৮
 অক্রৌড়ি দ্যুতমসক্লংকলঞ্জং চাদি দুর্ভুজা ।
 নাপুঞ্জি জগতামীশঃ শিবো বা বিষ্ণুরেব বা ॥
 এবং কালেন দুর্ষ্বৃত্তং রাজা বাক্যমভাষত ।
 বিশ্র বিপ্রহৃৎস্বজ্য শূদ্রস্বং প্রাপ্তবানসি ॥ ৪৮০

তম ব্যক্তি বলিয়া মনে করে ; তাহার সকল
 পাপ নিশ্চয়ই লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। শ্রীপর্ব্বতে
 গমন এবং মহেশ্বরের পূজায় যেরূপ পাপ
 নাশ হয় ; কলিকালে মনুষ্যদিগের পুরাণ-
 শ্রবণে তদপেক্ষা অধিকতর পাপ নষ্ট হইয়া
 থাকে। রাম! তোমার নিকটে পুরা-
 কল্পীয় কলিযুগের এক ঘটনা বলিতেছি,
 শ্রবণ কর। পুরাকল্পীয় কলিযুগে গৌতম
 নামে এক বেদ-বিবর্জিত ব্রাহ্মণ ছিল।
 পুষ্টি ও পশু নামে তাহার দুই ভ্রাতা ছিল ;
 তাহারাও বেদবর্জিত, তাহাদিগের সহিত সে
 কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।
 অনন্তর একদিন সে রাজাকে কিছু ধনধান্ত
 প্রদান করিবার জন্ত বলিয়াছিল,—মহারাজ !
 আমাকে কিছু সম্পত্তি প্রদান করুন, কিন্তু
 আমার এই দুই ভ্রাতাকে তাঁহার অংশ
 প্রদান করিব না ; কারণ ইহারা অক্ষম
 নহে, উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ
 করিতে পারে। ৪৫৩—৪৭২। রাজা কহি-
 লেন, বেদ-বিহিত ধর্ম্মকর্ম্মেই ব্রাহ্মণের অধি-
 কার, .তন্নির অস্ত্র কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণের
 ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়। সুতরাং আপনারা ব্রাহ্মণ
 হইয়া কিরূপে ভূসম্পত্তির অধিকারী হই-

বেন। গৌতম কহিল,—অস্ত্র যুগের নিয়ম
 তাহাই বটে, কিন্তু কলিযুগের ধর্ম্ম তাহা
 নহে। হে ভূপাল ! ভূসম্পত্তি পালন ক্ষত্রি-
 যেরই ধর্ম্ম বটে, কিন্তু কলিযুগে বিপন্ন উপায়-
 হীন ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে
 তত দোষী হয় না ; কৃষিকর্ম্ম শূদ্রেরই
 কর্তব্য ; বিপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণে কৃষিকার্য্য
 করিবে না, এই কারণে আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম
 অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে
 ইচ্ছা করি। অতএব অস্ত্রই হউক, আর
 এখানেই হউক, আমাকে কয়েকখান গ্রাম
 প্রদান করুন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জীবিকানির্বাহ
 করাই আমার রুচিকর বোধ হইতেছে ;
 অস্ত্র উপায় আমার মনোমত হইতেছে না।
 ব্রাহ্মণের এই কথায় রাজা তাহাকে কয়েক-
 খানি গ্রাম প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার
 নিকটে বিষয় পাইয়া সৎপথে থাকিতে পারিল
 না। সেই দুষ্টি ব্রাহ্মণ সম্পত্তি হস্তে পাইয়া
 মাংসভক্ষণ, সুরাপান, দুর্ভাক্যকথন, পরদ্বী-
 গমন, পরস্বপহরণ, দ্যুতক্রৌড়া ও পুনঃপুনঃ
 কলঙ্কভক্ষণ, প্রভৃতি দুর্কর্ম্ম করিতে লাগিল।
 কখনই জগদীশ্বর শিব বা বিষ্ণুর পূজা করিত
 না। এইরূপে কালক্রমে বিখ্যাত দুর্ভূক্ত
 হইয়া পড়িলে রাজা একদিন তাহাকে ডাকিয়া

তন্মারিযোগধর্মেণ ভবন্তঃ ভ্রংশয়ামি চ ।
 মাঞ্চ বিপ্রশ্রমদৈব শূদ্রভৈব বরং মম ॥ ৪৮১ ॥
 তদৃতে যদি বিপ্রাস্তে ন ভোক্ত্যস্তি বরং মম
 ন হি সর্কমিদং যুক্তং শক্জোহং পৃথিবীপতে ॥
 শম্ভুরুবাচ ।

এবং বদতি তুর্কিপ্রে রাজা তুফৌমতিষ্ঠত ।
 স তু বৈ শূদ্রতুল্যাণ্ড বুদ্ধজেশ্বরং সহামিষম্ ॥
 কদাচিদধ হরুস্তঃ প্রতোলামণ্ডপাস্থিতঃ ।
 দ্বিজেন পঠ্যমানস্ত পদ্যস্ত শ্রুতবান্দিদম্ ॥১৮৪
 হৃদয়ে পদ্যমেতত্ত্বু দ্বিজেরিতমতিষ্ঠত ।
 পরাংপরতরং যাস্তি নারায়ণাপরায়ণাঃ ॥ ৪৮৫
 ন তে তত্র গমিম্যস্তি যে দ্বিষস্তি মহেশ্বরম্ ।
 ব্যাখ্যানমপি চ শ্রুত্বা পৌরাণিকমভাষত ।
 কৌদুন্নারায়ণঃ প্রোক্তঃ কৌদুশোহপি মহেশ্বরঃ

কিং পরং স্বয়নং প্রোক্তং হেযঃ কৌদুন্নাহতঃ
 কিং তৎপরমিতি খ্যাতং ততঃ পরতরঞ্চ কিম্
 পৌরাণিক উবাচ ।

পরং তদব্রহ্মণঃ স্থানং সুখবৃত্তৈকলক্ষণম্ ।
 ততঃ পরতরং বিকোথামি তদব্রহ্মণোগেহধিকম্
 অবিনাশিচয়া তত্ত্বু কৌর্কিতং পরমং পদম্ ।
 তন্মধ্যে পুরুষো বিষ্ণুস্তদঙ্গপরমং বিভূঃ ॥
 আশো হি নরজন্মস্বারায়ঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ
 নারায়ণাশ্রয়নং যস্মান্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।
 তৎপরং বর্জনং যেষাং তে প্রোক্তান্তংপরায়ণাঃ

শ্রবণ করিল, এক ব্রাহ্মণ এই পদ্যটি পাঠ
 করিতেছেন,—

“পর্যংপরতরং যাস্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ।

ন তে তত্রগমিম্যস্তি যে দ্বিষস্তি মহেশ্বরম্”।(১)

ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিত এই পদ্যটি
 শ্রবণমাত্র সেই দৃষ্ট ব্রাহ্মণের হৃদয়ে লাগিয়া
 গেল । তাহার তখন ভাবান্তর উপস্থিত
 হইল । পদ্য-পাঠক পৌরাণিকের মুখে ইহার
 ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেই দৃষ্ট ব্রাহ্মণ পৌরা-
 ণিককে কহিল,—নারায়ণ কি প্রকার এবং
 মহেশ্বরই বা কি প্রকার ? পর কি ? অয়ন
 কাহাকে বলে ! হেয কি প্রকার ? পরায়ণ
 শব্দের অর্থ কি ? পরতর কাহাকে বলে ?
 পৌরাণিক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—পর-
 শব্দে ব্যক্ত একমাত্র সুখরূপ ব্রহ্মপদ, সেই
 ব্রহ্মপদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বিষ্ণুর ধামকে
 পরতর কহে । সেই বিষ্ণুধাম অবিনশ্বর
 বলিয়া পরমপদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।
 সেই অবিনশ্বর ধামে বিশ্বব্যাপী পুরুষ অর্থাৎ
 বিষ্ণু অবস্থান করেন বলিয়া তাহা পরম-
 শব্দে অভিহিত হয় । জল নরগণের উৎ-

বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! তুমি ব্রাহ্মণের ধর্ম
 পরিভাগ করিয়া শূদ্রধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছ ।
 অতএব রাজধর্মের অনুরোধে তোমাকে
 আমি পদচ্যুত করিব ।” ব্রাহ্মণ উত্তর
 করিল,—রাজন! আমার ব্রাহ্মণত্বে প্রয়ো-
 জন নাই; আমি বরং শূদ্র হইয়া থাকিব ।
 বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণ-ধর্ম
 রক্ষা করা বড়ই কঠিন । যদি আপনার
 অধিকারস্থিত অস্ত্র ব্রাহ্মণেরা এরূপ সম্পত্তি
 পাইয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম পালনপূর্বক ভোগ
 করিতে না পারে; তাহা হইলে আপনি
 আমাকে এই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া
 কি করবেন । কলতঃ আপনার দান করিয়া
 এইরূপ পুনর্বার গ্রহণ করা যুক্তযুক্ত নহে ।
 প্রকৃতপক্ষে আমি এই সম্পত্তি-রক্ষণেরই
 উপযুক্ত পাত্র । শম্ভু কহিলেন,—সেই দৃষ্ট
 ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে রাজা মৌনাবলম্বন
 করিলেন, ব্রাহ্মণকে আর কোন কথা বলি-
 লেন না । তখন হইতে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্রের
তুল্য হইয়াই সামিষ অন্ন ভক্ষণ ও অকার্য্য
করিয়া কালান্তিপাত করিতে লাগিল ।
 অনন্তর এক দিন সেই তুর্কীশ ব্রাহ্মণ প্রশস্ত
 রাজপথের পার্শ্বস্থিত এক গৃহে গমন করিয়া

(১) যাহারা নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান,
 তাহারা পরাংপরতর বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়,
 যাহারা মহেশ্বরকে ঘেয করে, তাহারা সে
 পদ প্রাপ্ত হয় না ।

মহাদানীনি ভবানি যানি যেষাং য ঙ্গধরঃ ।
স্বর্ঘ্যায়িশশিনেজ্জোহসৌ মহেশঃ স্তাত্মমাপতিঃ
যেযো হি বৈরঃ বিজ্ঞেয়মৌষধে পরমাত্মনি ।
শঙ্কুরুবাচ ।

এবং পুরাণভেদেন সমীর্ণিতমিহ বচঃ ।
চিস্তয়ন পুনরপ্যাহ মাদৃশশ্চ কথং গতিঃ ।
পৌরাণিকোহস্থ তং প্রাহ শৃণু বক্ষ্যামি ত্তে
গতিম্ ।

কুক সর্ষেণ যত্নেন প্রায়শ্চিত্তঃ যথাবিধি ।
ধর্ম্মকাপি যথাশক্তি যথাকালং যথাবিধি ।
বিমুক্তপাপঃ পশ্চাৎশমুস্তমাং গতিমেঘ্যসি ।
পুরাণমথবা নিত্যং শূর্ধাবহিতশ্চ সন ।
নিরাশো বা মহেশানং পুঞ্জয়থ পিনাকিনম্ ।
দেবং বা পুণ্ডরীকাকং কেশবং ক্লেশনাশনম্

পত্নির আদি কারণ বলিয়া মনৌষিগণ তাহাকে
নার বলিয়া থাকেন ; সেই নার অর্থাৎ জল
বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান, এই জন্ত
বিষ্ণুকে নারায়ণ কহে । সেই নারায়ণ
যাহাদের প্রধান আশ্রয়, তাহাদিগকে নারায়-
ণপন্নায়ণ কহে । মহাদাদি চতুর্কিংশতি
ভাষের যিনি ঙ্গধর, চল্লি, স্বর্ঘ্য ও অগ্নি
ঐহার নেত্র, সেই দেব উমাপতিকে মহেশ্বর
কহে । সেই পরমাত্মরূপী মহেশ্বরের প্রতি
শক্ৰতা করাকে ঘেব কহে । শঙ্কু কহিলেন,—
এইরূপে পুরাণের ব্যাখ্যা সহকারে কথিত
বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দৃষ্ট ব্রাহ্মণ মনে
মনে উক্ত বাক্যার্থ চিন্তা করত পুনর্বার
কহিল,—(মহাত্মন) মাদৃশ ব্যক্তির কি
প্রকারে সদৃগতি হইবে ? অনন্তর পৌরা-
ণিঃ তাহাকে কহিলেন,—তোমাকে সদৃ-
গতির উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি
প্রথমতঃ সর্ষপ্রযত্নে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত
কর এবং প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে যথাকালে
যথানিয়মে যথাসাধ্য ধর্ম্ম-কর্ম্মের অগ্রষ্ঠান
কর ; তাহা হইলে তুমি পাপমুক্ত হইয়া
সদৃগতি লাভ করিবে । অথবা প্রতিদিন
একত্রিংশতি পুরাণ শ্রবণ কর । কিংবা নিকাম-

সন্ন্যাসমথবা নিত্যং ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব ।
অথবা গচ্ছ কাশীশং মুক্ত্য বা মৃতিমাধুহি ।
গয়াং বা গচ্ছ তত্র স্বঃ শ্রাদ্ধং কর্ত্বুং প্রযত্নতঃ ।
অথবা সর্ষদেবানাং সার্বং পাতকনাশনম্ ।
কৃত্তং কৃত্তপ্রিয়করং জপন প্রত্যাহমাদর্যং । ৫.০.১
ঈশৈশলমথবা গচ্ছ কেদারমথ চেচ্ছয়া ।
অথবা প্রতিবর্ষং তু মাঘনানং শ্রবর্তয় । ৫.০.২
কিমত্র বহ্ননোক্তেন ধর্ম্মভক্তঃ সঙ্গা ভব ।
নৈবঃ নরকবাসন্তে ভবিতা তু দ্বিজাধম । ৫.০.৩
গৌতম উবাচ ।
ঙ্গস্বা সর্ষঃ করিষ্যামি পুরাণং তবতো মুখাৎ
শাস্ত্রং বিশ্বাসহেতুঞ্চ বর্ষ্যকাপি বদন্থ মে । ৫.০.৪
পৌরাণিক উবাচ ।
বর্ষ্যং মাংসং সুরাস্তস্ত্রীভোগাদৃতাং বিকণ্ঠনম্
পাকুব্যমনুতং মায়া দেবদেববিনিন্দনম্ । ৫.০.৫

ভাবে প্রতিদিন মহেশ্বর পিনাকপাণির পূজা
কর । অথবা ক্লেশনাশী দেব পুণ্ডরীকাক
কেশবের অর্চনা কর । অথবা সন্ন্যাস-
ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিত্য ব্রহ্মজ্ঞান-
তৎপর হও । কিংবা কাশীতে গিয়া
মুক্তিকামনার বিবেকের পূজা কর ; তাহা
হইলে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে । অথবা
গয়ায় গিয়া যথাবিধানে ভক্তিপূর্কক শ্রাদ্ধ
কর । অথবা প্রত্যহ ভক্তিপূর্কক সকল
দেবপূজার সার্বস্বরূপ পাতকনাশী কৃত্তের
প্রীতিকর কৃত্তমন্ত্র জপ কর । কিংবা ঈপর্কত
বা কেদারে গিয়া ইচ্ছামত ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর ।
অথবা মাঘমাসে প্রত্যহ প্রতিপন্নান কর ।
হে দ্বিজাধম ! তোমাকে অধিক কথা আর
কি বলিব, তুমি সর্ষাধর্ম্মভক্ত হইয়া থাক,
তাহা হইলে তোমাকে আর নয়ৎ বাস
করিতে হইবে না । গৌতম কহিলেন,—
আপনার মুখে ধর্ম্মবিশ্বাসের হেতু পুরাণ-
শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া সমস্ত ধর্ম্মকাধাই করিবে,
একপে কোন্ কোন কাধা নিষিদ্ধ, তাহা
আমাকে বলুন । পৌরাণিক কহিলেন,—
যাংসতক্ষণ, সুরাশাস, পরস্ত্রীসংসর্গ, দ্যুত-

শুক্লং পিতৃবৃদ্ধানাং পুরাণস্মৃতিভাষণাম্ ।
 নিন্দিত্তং শ্বেতবৃদ্ধাকং কতকালাবুর্ভনম্ ॥
 বীজপুরং কুন্তুস্তম্ লোহিতং শৃঙ্গমেব চ ।
 অরকং নালিকেরঞ্চ কুম্মাণ্ডকং তথৈব চ ॥
 কোবিদারকলং তৈলপকং মানবজং পয়ঃ ॥
 বাঞ্জীপসখরীহৃৎ স্মৃতকাক্ষীরমাবিকম্ ॥৫০৮
 ঔষ্ট্রমেকশকক্ষীরং মার্গমাজং নৃশস্তবম্ ।
 বিবৎসানস্কিনীক্ষীরং লবণং চৈব যোগি যৎ
 নালিকেরয়সং কা শ্বেতাজ্জৈ মধু চ সীসকে ।
 কাচে তক্রং করস্তাংশ্চ স্মৃতাজ্জারৈব কারয়েৎ
 হোমং তু মৃগয়ে পাঞ্জে পুরোডাশস্ত রাজতে ॥
 ন সেবেত পরে লোকে শুভাখী তু বিচক্ষণঃ
 পাত্ৰাস্তশূর্ণগ্নেপোহপি তত্র ভক্ষণমেব চ ।
 ক্রমুকস্ত তথা ভক্ষশূর্ণপিত্ত্রাশ্চ চৈব হি ॥৫১২
 ক্রমুকস্তাপি পরস্ত ভক্ষণং ক্রমিয়োগিনঃ ।

ক্রৌড়া, আয়ুপ্লাঘা, নৃশংসতা, মিথ্যাকথন, কপটতাবলম্বন, দেবদেবনিন্দা, পিতৃ-স্থানীয় বৃদ্ধ শুক্ললোকদিগের নিন্দা এবং পুৰাণবক্তা ও স্মৃতিশাস্ত্র পণ্ডিতদিগের নিন্দা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। শ্বেত বার্তাকু, বর্জুলাকার অলাবু বা তিক্ত অলাবু, বীজপুর (টাবানেবু), কুন্তুস্ত, রক্তশৃঙ্গ, অরক, নালিকেল, অরককুম্মাণ্ড, কোবিদার কল, তৈলপক, মাম্বষীহৃৎ, বাঞ্জী-পদ হৃৎ, গর্দভীহৃৎ, স্মৃতকাগাভীর হৃৎ, মেঘহৃৎ, ঔষ্ট্রহৃৎ, একশকজস্তর হৃৎ, হারিপ-হৃৎ, ছাগহৃৎ, বিবৎস বা স্কিনী অর্থাৎ সদ্যোজাতগর্ভ-গাভীর হৃৎ, লবণসংযুক্ত হৃৎ, কাংশ্চ বা ভাস্মপাঞ্জে নারিকেল জল, সীসক-পাঞ্জে মধু এবং কাচপাঞ্জে তক্র, ও দধি-শ্ৰীকৃত স্মৃতাজ্জ, শঙ্কু, ভক্ষণ করিবে না। পারত্রিক শুভাকাঙ্ক্ষী বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃগয় পাঞ্জে হোমীয় পিষ্টক ভক্ষণ করিবে না। চূর্ণলিপ্তপাঞ্জে ভক্ষণ নিষেধ। তবে চূর্ণ-লিপ্ত তাহুল পুগ (সুপারি) ভক্ষণের ব্যৱহা আছে। অভ্যস্তরে যাহার কুমি-

পায়সে লবণথৈব কেবলক কর্যর্পিতম্ ॥৫১২
 সিদ্ধুসৌরাষ্ট্রকাছোজম গধেযু চ সিংহলে ।
 ন দোষায় ভবেস্তত্র ক্ষীরঞ্চ লবণাধিতম্ ॥ ৫১৩
 ক্ষীরণি চ সমস্তানি লবণানি চ যোগিতঃ ।
 দেশেষ স্তম্বু দোষায় পত্ঠৈন্নৈবেহ সংশয়ঃ ॥
 কিমত্র বহনোক্তেন সত্ত্বিনন্দ্যং বিবর্জয়েৎ ॥
 শঙ্কুকাবাচ ।

এবং তস্ত বচঃ শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণস্ত মহাভ্রমঃ ।
 শ্বমেব ভবনং গম্বা চিন্তয়ামাস হৃৎখিতঃ ॥ ৫১৬
 যাত্নো যুতুর্দ্দিবা বেতি ন জানাতি মহানপি ।
 পরলোকে সুখং হৃৎখমিহ ভোগবিষয়োধিতম্ ॥
 ক্রিমিকীটমুহুয়াদৈদ্যঃ সুখহৃৎখৈঃ পৃথক্ পৃথক্
 প্রতিজীবং তু হেতুনাং ভেদো হি সুবিনিশ্চয়ঃ
 একস্তাপি হি জীবস্ত নাস্তি চৈকবিধা স্থিতিঃ ।

কীটাদি জন্মিয়াছে, এরূপ সুপারি পক হইলেও আহার করিবে না। সাক্ষাৎ সন্দেহে লবণ দিয়া পায়স ভক্ষণ করিবে না। সিদ্ধু, সৌরাষ্ট্র, কাছোজ, মাগধ ও সিংহল দেশে লবণযুক্ত হৃৎ ভক্ষণে দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। তত্ত্বিন্ন অশ্বদেশে লবণযুক্ত করিয়া হৃৎপান বিশেষ দোষাবহ। অধিক আয় কি বালাব; সাধুগণ যে কশ্মীর নিন্দা করেন, তাহা কদাচ করিবে না। শঙ্কু কহিলেন,—মহাত্মা পৌরাণিক ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ নিজ ভবনে গমনপূর্বক হৃৎখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিল, “মহৎ ব্যক্তিও নিজের যত্ন, দিবা-ভাগে স্নাতিকালে কখন হইবে, তাহা জানিতে পারেন না। ঐহিক ভোগের সহিত পারলৌকিক সুখ-হৃৎখের কোন সম্পর্কই নাই, অর্থাৎ ইহলোকে বেশ সুখে কাণ কাটিতেছে বলিয়া জন্মান্তরেও যে এমনি সুখে কাটিবে, তাহার স্থিরতা কি? ক্রিমিকীট ও মূহুয়া প্রভৃতি প্রত্যেক জীবই পৃথক্ পৃথক্ সুখ-হৃৎখ ভোগ করিয়া থাকে; কেহ কাহারও সহিত সমান সুখী বা হৃৎখী হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবইই সুখ-হৃৎখাদির

জন্মকালে মহাজ্ঞানঃ শৈশবেহত্যন্ত্রবোধনম্ ।
 স্বলৎপদেহজ্ঞবিজ্ঞানং বাল্যে চাশ্রয়ং তথৈব চ
 কোমারে জীড়নাসক্তঃ যৌবনে বিষঘোরিতম্
 যৌবনে বিনিবৃন্তে তু দ্রব্যাসম্পাদনেষণা ।
 বার্ককে ভোগলিপ্সা চ ন চ ভোক্তুং ক্ষমো-
 হপি চ ॥ ৫:১

দৃষিকাল্পেয়লালাভিক্সীপলিতকম্পনৈঃ ।
 শাসকাসানিলক্ষিণো হৃষীকৈক্সিকলৈয়ুতঃ ॥
 কিঞ্চিদ্রুত্বঃ * ন শক্ৰোতি ন চ জানাতি কিঞ্চন
 তিষ্ঠতীযু পরজীযু গুহস্থানং প্রদর্শয়ন ॥ ৫:২
 কৌশকুয়মপয়ঃ ক্রুবো জীবিত (১) লক্ষণৈঃ

কুয়তে ক্ষিণৌ বস্তুমুকৃত্য চ বিচালয়ন ॥৫:৪
 ভূজ্ঞানঃ শ্লেষণা গ্রাসঃ গ্রসিত্বং ন চ শকুয়াৎ ॥
 যদা কাসস্তলা জজ্ঞে পায়ুবাযুশ্চ শব্দবান ॥৫:৫
 নিঃসৃতিশ্চ মলস্তাপি শ্লেষনির্গম এব চ ।
 স্তুমাদিভর্ডসনঃ বালতালহাস্তানিদর্শনম্ ॥৫:৬
 শুকনির্গমনাদীনি সক্ষিস্ত্য চ পুনঃ পুনঃ ।
 আহুতো ভোজনাদার্বঃ ভোজ্যারাদি
 বিনিময়ন ॥

চিরমুঞ্চঞ্চ নির্ভবন্তে পুনশ্চিস্তামবাপ্য সঃ ।
 অতিদ্রুতকর্ম্মাহং কথং ভোক্তব্য কথং স্বপে ॥
 কথং তিষ্ঠে কথং গচ্ছে পারলোকঃ কথং
 ভবেৎ ॥

কারণ সকল ভিন্ন ভিন্ন ইহা স্থির । এক
 জীবেরই সকল অবস্থা সমান যায় না ; ভিন্ন
 ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটয়া থাকে ।
 জন্মের পূর্বে গর্ভাবস্থায় সুন্দর জ্ঞান থাকে,
 ক্ষুধিত হইলে সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন
 হয় । ক্রমশঃ কিঞ্চিং কিঞ্চিং করিয়া জ্ঞানের
 বিকাশ হইতে থাকে, অতি শৈশবকালে
 অল্প জ্ঞান হয় ; ক্রমে অল্পে অল্পে হাঁটিতে
 হাঁটিতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু
 করিয়া জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে । ক্রমে
 কোমারদশায় উপনীত হইলে মানবক্রীড়ায়
 আসক্ত হয় । যৌবনে বিষয়বাসনা প্রবল
 হইতে থাকে । যৌবনকাল অতীত হইলে
 অর্থ সংগ্রহের বাসনা হয় । বৃদ্ধাবস্থায় ভোগ-
 লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।
 কিন্তু বিষয়ভোগের ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস হয়,
 অবিরত চক্ষে পিচুটা, নাসিকায় শ্লেষা, ও
 মুখে লালা গড়াইতে থাকে । মস্তকের কেশ
 শুক্ল, সর্বাঙ্গ বলিয় ও কম্পাশিত হইয়া
 থাকে । শাস, কাস ও বাতরোগে শরীর
 জীর্ণশীর্ণ, ও ইন্দ্রিয়সকল অবশ হয় । কোন
 কার্যে, সামর্থ্য থাকে না ; জ্ঞানশক্তিও
 লোপ হয় । এই ত অবস্থা, ইহাতেও আবার

অনেক বুদ্ধের কুপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
 পরজী দেখিলে গুহস্থান প্রদর্শনপূর্বক
 কৌশকুয়নপয় হয় ; কটিদেশের বস্ত্র
 উত্তোলনপূর্বক কুয়ন করিতে থাকেন,
 অথচ এদিকে আহার মুতাকাল সন্নিহিত,
 আহার করিতে করিতে নাসিকা নির্গত
 শ্লেষার সহিত অন্নগ্রাস গলাধঃকরণ করিতে
 হয় ; কাহারও বা মুখে গ্রাস তুলিতে তুলি-
 তেই পড়িয়া যায় । কাসি আরম্ভ হইলে
 সশব্দে অপানবায়ু নির্গত হইতে থাকে, কখন
 বা সেই সঙ্গে মলও নির্গত হইয়া যায় ।
 সর্ষদাই নাসিকা হইতে শ্লেষা নির্গত হইতে
 থাকে । অনেক বুদ্ধের পুত্রবধু প্রভৃটিকে,
 তিরস্কার ও বালকদিগকে উপহাস করা
 ইত্যাদি কর্ম্ম নিতান্ত কর্তব্য মধ্যে গণ্য
 হইয়া যায় । ভাবী বৃদ্ধদশায় ক্রেশ শ্রয়ণ
 করিয়া সেই পাশিষ্ট ব্রাহ্মণ উক্ত প্রকার ভাব-
 নায় আকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিত ;
 আহারাদি করিতে আহ্বান করিলে সে
 আহারাদির প্রতি বিরক্ত হইয়া খাদ্য দ্রব্য-
 দির নিন্দা করত আহ্বানকারীকে তিরস্কার
 করিত এবং পরিশেষে চিন্তা করিয়া উক্ত নিশাস
 ত্যাগ করিত এবং আরও চিঞ্চাষিত হইয়া
 ভাবিত,—‘আমি অতিশয় পাশিষ্ট,—আমি
 কি প্রকারে ভোজন করিব, কিরূপে নিদ্রা

• দ্রুতমিতি বা পাঠঃ ।

(১) জীবিত ইতি বা পাঠঃ ।

ইতিচিন্তাকুলো নিত্যং ন নমস্ত্যপরাধিতঃ ।
 দ্বিজস্ত সননং গম্বা পুরাণস্তস্ত রাঘব ।
 লক্ষ্মাবাকৃতবক্রশ্চ কিং করোমীত্যভাষত ॥
 ন কিঞ্চিদপুৰ্বাচাসৌ দ্বিজঃ পৌরাণকস্তদা ।
 পাপোহায়মিতি বিজ্ঞায় শিষ্যেণ নিরগাময়ং ॥
 গোতমোহপি বিনির্গত্য ঘাৰ্ঘ্যেৰ চ বহিঃ স্থিতঃ
 সূবাসীনস্ত বিজ্ঞায় পুরাণার্থবিচারকম্ ॥ ৫৩২
 কথং কথমপি প্রাপ্য পীঠং দস্তক্ নাভজং ।
 বিষয়ো ভূতলে রাম পুরাণস্তমভাষত ॥ ৫৩৩
 প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি তদনৈবৈব বিধীয়তাম্ ।
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।
 পাপানি কীর্তয়স্ব ত্বং সৰ্ব্বথৈব কৃতানি তু ।
 স চাপি নাকৃতং কিঞ্চিন্ময়া পাপমিতীরয়ন ॥
 কদন পপাত ভূমাঞ্চ কথং তাতেতি পীড়িতঃ

বাইব, কিরূপে থাকিব, কিরূপে পাইব,
 কিরূপে আমার পরলোক সঙ্গতি হইবে।”
 সৰ্ব্বল এইরূপ ভাবনাগ্রস্ত হইয়া কালযাপন
 করিত। হে রাঘব! ঐ ব্রাহ্মণ গোতম
 এইরূপ দৃষ্টিস্তায় কালযাপন করত একদা
 সেই পৌরাণিক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া
 লক্ষ্মায় অধোবদন হইয়া বলিল,—“মহাশয় ।
 আমি কি করিব?” পৌরাণিক ব্রাহ্মণ তাহার
 কথায় কোন উত্তর না দিয়া পাণ্ডিত বলিয়া
 শিষ্য দ্বারা তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির
 করিয়া দিলেন। ৪৭৩—৫৩১। গোতম নিকা-
 সিত হওয়ার তথা হইতে বহির্গত হইয়া
 ঘরদেপে ভূতলে দীনভাবে উপবেশন
 করিল। গোতমকে ভূতলে উপবিষ্ট দেখিয়া
 পৌরাণিক দয়া করিয়া তাহাকে নিকটে
 আহ্বান করিয়া আসন দিলেন। কিন্তু হে
 রাম! সে আসনে উপবেশন না করিয়া
 ভূতলে উপবেশন করিল এবং (বিনীত-
 ভাবে) পৌরাণিককে কহিল,—“আমি
 প্রায়শ্চিত্ত করিব, আপনি তাহার বিধান
 দিন। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ উত্তর করি-
 লেন,—“তুমি কি কি পাপ করিয়াছ,
 তাহা অগ্রে সমস্ত খুলিয়া বল।” তখন

ব্রাহ্মণস্তমথ প্রাহ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৫৩৬
 মহাপাপে ত্রিরাবৃত্তে পুনশ্চ যদি চেৎ কৃতম্ ।
 গোতম উবাচ ।
 পৌরাণিক মহাভাগ প্রাপ্যাপি স্বামহং কথম্ ।
 পাপযুক্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সঙ্গতির্কিকলা ভবেৎ ॥
 পৌরাণিক উবাচ ।
 শাস্ত্রং প্রমাণং সৰ্বকেষাং প্রায়শ্চিত্তবিনির্গয়ে ।
 তদিনা যো হি তদক্রয়াৎ প্রায়শ্চিত্তং ন
 তস্তবেৎ ॥৫৩৮
 সক্রৎকৃতে সক্রৎ প্রে ক্তঃ দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং
 ভবেৎ ।
 তৃতীয়ে ত্রিগুণং প্রোক্তং চতুর্থে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ
 ত্রয়া কৃতং তু বহুধা চতুর্কিধমপীচ্ছয়া ।
 কথং বক্রমহং শক্ভঃ প্রায়শ্চিত্তং ভবাদৃশে ।

পাণ্ডিত গোতম “এমন পাপ নাই, যাহা আমি
 করি নাই” এই বলিয়া য়োদন করিতে
 করিতে “বাবা; আমার উপায় কি হইবে”
 এই বলিয়া অতি হুঃখিতভাবে ভূতলে
 পতিত হইল। অনন্তর পৌরাণিক তাহাকে
 কহিলেন,—তিন বার মহাপাতক করিয়া
 যদি আর পাপ করিয়া থাক, তাহা হইলে
 তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। গোতম
 কহিল,—হে মহাভাগ দ্বিজবর পৌরাণিক!
 আমি আপনায় যখন দর্শন পাইয়াছি, তখন
 পাণ্ডিত কি সে? আপনায় দর্শনেও যদি
 আমার পাপকালন না হইয়া থাকে, তাহা
 হইলে সাধুসঙ্ঘের আর কোন ফল থাকে না।
 পৌরাণিক কহিলেন,—(সে স্মৃতিবাদ থাক)
 সকলেরই প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া দিতে
 হইলে শাস্ত্রকেই প্রমাণ করিতে হয়; শাস্ত্র-
 প্রমাণ না লইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলে
 তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। একবার
 পাপ করিলে একবার, দুইবার পাপ করিলে
 দুইবার এবং তিন বার পাপ করিলে তিনবার
 প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; চতুর্থ ব্যয়, পাপ
 করিলে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। তুমি,
 দেখিতেছ চারিবার কি, ইচ্ছাপূর্বক বহুবার

গৌতমোহপি পুনঃ প্রাহ ক গন্তব্যং যয়েতি চ
পৌরাণিকো দ্বিজো রাম তুষ্ণীমেব বভূব হ ॥
গৌতমোহপি মহাশৈলং শ্রিয়া এব জগাম হ ॥
অথ তত্র নদীং সাত্বা দৃষ্টেশং মল্লিকার্জুনম্ ॥
উপবাসক্রমং কৃত্বা শিবরাত্রিমবিন্দত ॥
চতুর্থমুপবাসঞ্চ চকারাতীবজ্জ্বলিতঃ ॥ ৫৪৪
পায়ণং চাপ্যমায়ানং স কৃতবান্ কলবকলৈঃ ॥
অথ প্রদক্ষিণং চক্রে জীর্নশস্ত চ স দ্বিজঃ ॥
গতবান্ মন্দিরং পশ্চাচ্চিস্তয়াতিক্রমঃ স্বসন ॥
কথং পাপনিবৃত্তির্থে তুষ্ণীকৃতস্ত সেন্শ্রুতি ॥
অনন্তমবিচার্যং কিং মৎপাপং স্মমহন্তরম ॥
কস্মিন কোহপি মে ক্রমাৎ প্রায়শ্চিত্তং-

বিধীয়তাম্ ॥

কিন্তু কস্মিন পুরাণে তু ঋতে জ্ঞানং ভবিষ্যতি
ইতি কৃত্বা মতিং সোধয় পুরাণজমভাবত ॥ ৫৪৪

পাপ করিয়াছ ; সুতরাং তোমাকে কি প্রকার
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করি ? গৌতম
পুনর্বার কহিল,—“তবে আমি কোথায়
যাইব ?” হে রাম ! তাহার পর সেই
পৌরাণিক ব্রাহ্মণ মৌনাববদন করিলেন,
আর কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন
না। অনন্তর গৌতম পবিত্র জীপর্কতে
গমন করিয়া তথায় নদীতে স্নানপূর্বক
মল্লিকাকুলের স্তায় এক অতি শুভ শিবলিঙ্গ
দর্শন করিল এবং তিন দিন উপবাস করিয়া
শিবরাত্রি করিল, পরে অতীব কষ্টে চতুর্থ
উপবাস করিয়া অমাবস্তা তিথিতে ফল ও
বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিল। পরে সেই ব্রাহ্মণ
ভক্তিপূর্বক জীপর্কত প্রদক্ষিণ করিল। পরে
চিন্তায় অতিক্রম সেই ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস
পন্নিত্যাগ করিতে করিতে নিজ ভবনে
গমন করিল। বাঁকী গিয়া ভাবিতে লাগিল,
—আমার অনন্ত অগম্য ঘোরতর মহা-
পাপের কথা শুনিয়া, “প্রায়শ্চিত্ত কর” এ
কথা আমাকে কেহ বলিবে না ; সেই কারণে
আমি আর কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা
করি না, সর্বদা মৌনাবলম্বন করিয়া

পুরাণমেকং মে তাত ব্যাখ্যাভূঃ ভগবানিতি ॥
জাতকর্মাণিসংস্কারান্ কারয়ন্ত মমাতু বৈ ॥ ৫৪৮
দ্বিজো ত্বা শূণ্যোমাদ্য প্রায়শ্চিত্তং কল্পোম্যতঃ
বিধায় কিং পুরাণং মে ভবিষ্যতি চিকীর্ষিতম্ ॥
অতঃ শক্যং করিষ্যামি পুরাণার্থং বিনিশ্চয়ন ॥
পৌরাণিক উবাচ ॥

যথা তৎ কীর্তয়িষ্যামি পুরাণং পাপনাশনম্ ॥
যথাজ্ঞানং যথাসক্তি যথাশুদ্ধং যথাবিধি ॥ ৫৫২
কিংবা কুচিপুয়ণং তে কীর্তয়িষ্যে ভদেব তু ॥
গৌতম উবাচ ॥

সকলঃ কুচিপুয়ণং মে বক্তব্যং কিং হিতং বদ ॥
ঋতে যস্মিন ভিদা নৈব জায়তে তু হরৌশয়োঃ
পৌরাণিক উবাচ ॥

কৌশ্মোক্তং যৎপুরাণং তদেবরায়ভিদ্ধাতিথম্

রহিয়াছি ; কিন্তু কি প্রকারে আমার পাপ
দূর হইবে। কোন পুরাণ শ্রবণ করিলে
আমার জ্ঞান হইবে ?” এইরূপ চিন্তা
করিয়া সে পুনরপি পৌরাণিকের নিকটে
উপস্থিত হইয়া বলিল। ৫৩২—৫৪৮। “বাবা
ভগবন ! আমার নিকটে একখানি পুরা-
ণের ব্যাখ্যা করুন। অবিলম্বে আমার
জাতকর্মাণি সংস্কার-কার্য সুসম্পন্ন করিয়া
দিন ; তাহার পর আপনাই চেষ্টায় ব্রাহ্মণ
হইয়া আমি পুরাণের ব্যাখ্যা শ্রবণ করি ;
তাহার পর প্রায়শ্চিত্ত করিব। কোন পুরাণ
শ্রবণ করিলে আমার অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে,
তাহা বলুন ; আপনার নিকট পুরাণ ব্যাখ্যা
শ্রবণ করিয়া, যাহা আমার শক্তির অঙ্কুরপ,
তাহা করিব। পৌরাণিক কহিলেন,—যাহাতে
তোমার পাপ নাশ হইতে পারে, এরূপ
পুরাণ, আমার জ্ঞান ও শক্তির অঙ্কুরসারে
যথানিয়মে বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি। কিংবা
যে পুরাণশ্রবণে তোমার একান্ত আগ্রহ,
তাহাই বলিতেছি। গৌতম কহিল,—
আমার সকল পুরাণ শ্রবণেই আগ্রহ আছে,
একণে যে পুরাণ আমার পক্ষে মঙ্গলকর
এবং যাহাতে শিব-বিষ্ণুর তেদ নাই—এরূপ

শৃণোতি যন্তং প্রথমং তস্ত পাপং বিনশ্চতি ।
 তস্ত বক্তা তু যো বিপ্রস্তস্ত বিদ্বান্ধরং ভবেৎ
 শ্রোতব্যাং মুক্ততে প্রায়ো যদি ভাৰ্য্যা বিনশ্চতি
 কিং চৈকং ত্বকরং বক্ষ্যে শ্রোতবীক্কুর্যনিন্দকম্
 ব্যাখ্যাতিরি যদি শ্রীতির্ক্কুর্দেবপ্রকাশিনী ॥
 আচারদর্শকে পুণ্যে কর্ম্মমোক্ষাদিদর্শকে ।
 তদা তুস্তৌ মহেশঃ স্মাধিক্কুরিষ্টকলপ্রদঃ ।
 পিতরস্তারিতাস্তেন যান্তি তে পরমাং গতিম্ ॥
 ইতি শ্রীপায়ে পাতালখণ্ডে শিবরামাঘবসংবাদে
 একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২

কোন পুরাণ বলুন । পৌরাণিক কহিলেন,—
 পূর্ক্কথিত যে পুরাণ, তাহাতেই শিব-বিষ্ণুর
 অভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে, এই জন্ত তাহা-
 রই শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
 সেই পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার পাপ নাশ
 হয় । যিনি সেই পুরাণ পাঠ করেন, তাঁহার
 কোন বিয় হয় না । ভাৰ্য্যা বিনাশে সেই
 পুরাণ শ্রবণই শান্তিপ্রদ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ।
 পুরাণের শ্রোতা ও বক্তা উভয়কে যে
 নিন্দা না করে, তাহার পক্ষে অসাধ্য কর্ম্ম
 কি আছে? যিনি পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া
 সদাচার, পুণ্যকর্ম্ম ও মুক্তি প্রভৃতির পথ
 প্রদর্শন করেন তাঁহার প্রতি যেরূপ ভক্তি করে,
 মহেশ্বর তাহার প্রতি তুষ্ট হন, বিষ্ণু তাহাকে
 অতীষ্ট ফল প্রদান করেন, তাহার ধর্ম্মকর্ম্মের
 পরিসীমা থাকে না এবং তাহা দ্বারা উক্তার
 প্রাপ্ত হইয়া তদীয় পিতৃপুরুষগণ পরমা গতি
 লাভ করেন । ৩৩২—৫৫৮ ।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

কথং পাতকসজ্বাতসংক্রমে ব্রাহ্মণাধমে ।
 পুরাণজঃ কথং ব্যাখ্যাৎককার হিজসত্তম ॥ ১
 শত্কুৰ্ব্বাচ ।
 অধ্যাপনে চাধ্যয়নে জায়তে চাথ সঙ্গমঃ ।
 সঙ্গতো বৎসরং রাম যাতি পাতকিপাতকম্ ॥
 পুরাণজ্ঞে তু কাঙ্কুৎস্ব সর্ক্কভস্বার্থবেদিনি ।
 অপি পাতকসন্দোহচীর্ণপাপং শ্রণশ্চতি ॥ ৩
 প্রভূতবহ্নিনাশো হি ক্রমরাশির্বিধেব হি ।
 শলভো দীপনাশায় বহ্নিনাশায় ন প্রভূঃ ॥ ৪
 কুতং পাপং তথাস্তেষাং নাশনায় পুরাণিকঃ ।
 ভূতাদিপ্রস্তুমর্ক্ক্যানাং ভূতাদিভয়মোচকঃ ॥ ৫
 সমস্তবানপনয়েদ্বযথা ন স্বয়মাতুরঃ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—হোষজ-
 সত্তম! যাহাতে রাশি রাশি পাতক বিদ্যা-
 মান, সেই অধম ব্রাহ্মণের নিকটে পৌরাণিক
 কিরূপে পুরাণ ব্যাখ্যা করিলেন;—উক্ত
 মহাপাতকীর সংসর্গে তাহাতেও ত পাপ
 স্পর্শিবার কথা । শত্ৰু উত্তর করিলেন,—
 রাম! পরস্পর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়
 সংসর্গ হয় বটে এবং একবৎসর সংসর্গ
 করিলে, সংসর্গকর্ত্তা পাতকীর সম্পূর্ণ পাপের
 ভাগী হইয়া থাকেন । কিন্তু হে কাঙ্কুৎস্ব!
 যিনি নিখিল তস্বার্থবিৎ পুরাণজ, তাঁহার
 উক্ত সংসর্গে কোনরূপ ক্ষতি হয় না । পরন্তু
 তাঁহার সংসর্গে পাতকীরই পাপসমূহ নষ্ট
 হইয়া থাকে । অগ্নি যেরূপ বৃক্ষরাশিকে
 তস্ব করিয়া থাকেন, সেইরূপ পৌরাণিক
 আত্মসংসর্গ দ্বারা বহুতর পাতককারীর
 পাপনাশ করিয়া থাকেন; শলভ যেরূপ
 কেবল দীপ-নির্ক্কণেই সমর্থ, প্রভূত অগ্নির
 কিছুই কল্পিতে পারে না, সেইরূপ পাতকী
 ব্যক্তি স্বসংসর্গ দ্বারা সাধারণ পুণ্যবানকে

পৌরাণিকস্তথা পাপং ন কিঞ্চিৎ প্রাপ্তুমর্হতি ।
 আত্মনা চ কৃতং পাপমত্শৈরপি চ যৎ কৃতম্ ।
 পুবাণজ্ঞো নাশয়তি ত্ৰিত্বদৃষ্টং স্বকর্ম্ম বা ॥ ৭ ॥
 ভবানীশে স্বর্ষাকেশে সমবৃত্তিকির্বেকবান্ ।
 লোকবেদক্রিয়াবেত্তা ক্রম্ভজাপানতিস্পৃহঃ ॥ ৮ ॥
 তুষ্টঃ শান্তঃ ক্রিয়াদক্ষঃ প্রভৃতোদ্যোগরুদ্বলী
 যথৈব তে পুরাণজ্ঞো বসিষ্ঠো ভগবানুযিঃ ॥ ৯ ॥
 নিয়োগান্তব ভূপাল হ্রষোধাধ্যায়মধিষ্ঠিতঃ ।
 অপালয়ন্তুং কংক্রাং স্বাক্ষ রক্ষঃ সমাপতৎ ॥
 স চ শুক্রোপদেশেন রাক্ষসস্তামথাভাগাৎ ।
 যুগাসক্তঃ হনিষ্যামি নশ্বথাবসরস্ত্বিত্তি ॥ ১১ ॥

অথ বিপ্রো বিদিত্বৈতদ্বসিষ্ঠস্ত্বিত্তিশ্রিয়ঃ ।
 সুশ্রুং প্রমত্তঃ কাকুৎস্থং রক্ষো হস্তি ন সংশয়ঃ
 ব্রহ্মাবাপ্তবরং তদ্ধি ময়া কার্যং নিবারণম্ ।
 ইতি সঞ্চিন্ত্য বিপ্রাধিঃ সেনামাদায় নির্গতঃ ॥
 রক্ষো হস্তমশক্তস্ত মুতুহীনঃ ততো মুনিঃ ।
 স্বয়ং রাক্ষসো ভূবা বাক্যমাহ মহামুনিঃ ॥ ১৪ ॥
 কিমর্থমাগতোহসৌহ বনঃ মুনিনিষেবিতম্ ।
 স আহ রাজা রক্ষোন্নস্তমহঃ হস্তমাগতঃ ॥ ১৫ ॥
 মুনিরপ্যাহ কিং মে জীবিতেন মুতেন বা ।
 ভুক্তামিষং মদীয়ং তু যুদ্ধং কৃত্বা জয় ব্রজ ॥ ৬ ॥

দৃষিত করিতে সমর্থ হইলেও, পৌরাণিকের কিছুই করিতে পারে না। পৌরাণিক ভূতাদিগ্ৰস্ত মানবদিগের ভূতাদি ভয় দূর করিয়া থাকেন। বৈদ্য যেরূপ মজ্জ্বোধিবলে রোগীকে সুস্থ করে; রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া সংসর্গদোষে স্বয়ং রোগার্ভ হয় না; সেইরূপ পৌরাণিক অন্তরূত পাপ হরণ করিতে গিয়া কিছুমাত্র সেই পাপের ভাগী হয় না। পুরাণশাস্ত্রবিৎ আত্মকৃত ঘোরতর পাপ এবং পরকৃত পাপ সমস্তই নষ্ট করিয়া থাকেন। তিনি বিবেকী, শিব ও বিষ্ণুর উপরে তাঁহার সমান ভক্তি। তিনি লোকাচার, বেদোক্ত ক্রিয়া সমস্তই জানেন, ক্রম্ভজ জপ করেন; ভোগ্যবস্ততে তাঁহার লালসা অতি অল্প। তিনি তুষ্ট, শান্ত, কার্যদক্ষ, অতিশয় উদ্যমী, ও জিতেশ্রিয়; যেমন তোমাদের পুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি, পৌরাণিক বলিয়াই ত তুমি উহাকে অঘোধ্যায় প্রতপ্তিত করিয়াছ। হে ভূপাল! প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনে হয় বশিষ্ঠদেবই ত সমগ্র পৃথিবী পালন করিতেছেন। একদা এক রাক্ষস, শুক্রাচার্যের উপদেশে তোমার নিকটে আগমন করিয়া তুমি যুগয়া করিতেছ দেখিয়া, রাক্ষস “যুগবধ করিবার নিমিত্ত

অন্তমনস্ক হইয়াছে, এই অবসরেই উহার প্রাণনাশ করি, নতুবা আর সুযোগ ঘটবে না।” এই মনে করিয়া তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। (বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিতে পারে)। অনন্তর তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বিপ্রবর বশিষ্ঠ এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—সুশ্রু বা অন্তমনস্ক অবস্থায় ককুৎস্থবংশজ সন্তান রাক্ষস-হস্তে বিনষ্ট হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কারণ রাক্ষসজাতি ব্রহ্মার বলে বলীয়ান। অতএব রাক্ষসটাকে দূর করা আমার অবশ্য কর্তব্য হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া বশিষ্ঠ সসৈন্তে বহির্গত হইলেন। এবং কিয়ৎকণ সেই রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বধ করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্বয়ং রাক্ষসমূর্ত্তিপরিগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে বধিলেন,—তুমি এই মূনিগণসেবিত কালনমধ্যে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তাহার পর সেই রাক্ষস উত্তর করিল—এই স্থানের রাজা রাক্ষসবধ করিতেছে তুমি আমি তাহাকে বধ করিতে আসিয়াছি। মুনিবর বসিষ্ঠ উত্তর করিলেন,—মে রাজা জীবিত থাকিলেই বা তোমার ক্ষতি কি? মরিলেই বা তোমার লাভ কি? তুমি যদি যুদ্ধে আমার প্রাণবধ করি মাংস ভক্ষণ করিতে পার, তাহা হইলে

রাক্ষস উবাচ ।

কথং স্বং রাক্ষসো মছং ভক্ষণাং ভবিষ্যসি ।
 বসিষ্ঠৌহপ্যথ মাহুয্যামাহায় বিয়তি স্থিতঃ ৷১৭
 নিগীব্য মস্তকে তস্ত মুষ্টিনা তমতাভয়ং ।
 ভাঙ্কিতো রাক্ষসস্তেন ব্যাজীবয়দৃষিষ্ঠ তম্ ৷১৮
 পলায়মানবস্তোস্তং জলাধং তু গতাবুভৌ ।
 ভক্তশ্চেন গ্রহেণাসৌ গৃহীতো রাক্ষসস্তদা ৷১৯
 মুনিঃ পুনরযোধায়ানং পূর্ববৎ সমাতষ্ঠত ৷২০
 শভ্ৰুকবাচ ।
 তস্মাৎ স্বভিমতং কুৰ্য্যাৎ পুরাণজ্ঞো বিমৎসরঃ
 শ্রবণস্ত বিধানং চ কথয়ামি শুভং শৃণু ৷২১
 শুক্রপক্ষে দিনে শুক্রে বারনক্ষত্রযোগতঃ ।
 কল্পে চাপি লয়ে চ গ্রহভারাবলার্বিতে ৷২২
 অমুঢ়ে ন গ্রহে বালে ন চ বুদ্ধৌ গুরৌ স্থিতে

বুঝিতে পারিব তুমি জয়ী হইয়াছ । রাক্ষস
 কহিল,—তুমিও ত রাক্ষস, তবে কিরূপে
 তুমি আমার ভক্ষ্য হইবে।” রাক্ষসের
 কথা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ মনুয্যমূর্ত্তি ধারণ-
 পূর্বক আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সেই
 রাক্ষসের মস্তকে নিগীবন ত্যাগপূর্বক
 তাহাকে মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাক্ষসও
 বসিষ্ঠের মুষ্টিপ্রহার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে
 ভাঙনা করিলে, বশিষ্ঠও তাহাকে পুনরপি
 ভাঙিত করিলেন। আকাশপথে এইরূপ
 পরস্পর ভাড়াভাড়ি করিতে করিতে দুই-
 জনই সমুদ্রে গিয়া পড়িলেন। তখন সেই
 রাক্ষস এক কুষ্ঠীরের কবলে পতিত হইয়া
 প্রাণত্যাগ করিল। মুনিবর বশিষ্ঠ নিকটক
 হইয়া পুনর্বার অযোধায় আগমনপূর্বক
 পূর্ববৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।
 ১—২০। শভ্ৰু কহিলেন—অতএব স্পষ্টই
 বুঝা যাইতেছে যে, ষাহার অস্তের প্রতি
 কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই, এরূপ সদাশয়
 পৌরাণিক, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।
 এক্ষণে পুরাণশ্রবণের শুভদিনের কথা বলি-
 তেছি, শ্রবণ কর। শুক্রপক্ষে বিশুদ্ধ তিথি,
 বার ও নক্ষত্রে, বৃহস্পতির অন্ত, বাল্য ও

ন কৃষ্ণপক্ষে গ্রহণে ন চ নাস্তিকসম্মিথৌ ৷২৩
 পূর্বোক্তলক্ষণোগেভঃ পুরাণং শৃণুয়াদিতি ।
 শুক্রগেহেহথবা শুক্রবেদিকার্যং মঠেহথবা ৷২৪
 নদীতীরে দেবগৃহে সভামণ্ডপ এব চ ।
 রথ্যামঠেহথবা রম্যে পুণ্যশালাসু ষাষৎ ৷২৫
 স্বয়ং নমস্ত বিপ্রেশান পুরাণজ্ঞঃ বিশেষতঃ ।
 আসনং কল্পিতং কুৰ্য্যাদুর্দ্ধং সৰ্ব্ববিশেষিতম্ ।
 এহি ধৰ্ম্মাসনমিতি বক্তব্যং স্মাদানিষ্ঠরম্ ।
 পুরাণপ্রক্রমদিনে স্বং কার্য্যং তদুদীরয়ে ৷২৭
 ব্যাখ্যাভারঃ পুরাণস্ত বস্ত্রাদৈঃ পরিপূজ্য চ ।
 শুভানি দশ্য বস্ত্রাণি স্মৃশ্মাণি চ নবানি চ ৷২৮
 করকণ্ঠবিভূষাদি পাত্রয়াসনম্বেব চ ।

বার্দ্ধক্য অবস্থা নহে এমন বিশুদ্ধকালে,
 শুভকর করণে, শুভলয়ে, চন্দ্র-ভার্য্যশুক্লি-
 যুক্ত সময়ে পুরাণ শ্রবণ করিবে। কৃষ্ণপক্ষে
 বা নাস্তিক লোকের সমীপে পুরাণ শ্রবণ
 করিবে না। চন্দ্রস্বর্ঘ্যের গ্রহণকাল পুরাণ
 শ্রবণের উত্তম সময়, তাহাতে কৃষ্ণক্ষাদি
 দোষ গ্রাহ্য হয় না। ২১—২৩। যে পুরাণ
 পূর্বোক্তলক্ষণাক্রান্ত, তাহাই শ্রোতব্য।
 হে ষাষৎ! বিশুদ্ধ বেদিকায়, মাঠে, নদী-
 তীরে, দেবালয়ে, সভামণ্ডপে, রথ্যাপাৰ্ব্বতী
 পবিত্র মঠে, অথবা যে কোন পবিত্র গৃহে
 উপবেশনপূর্বক উৎকৃষ্ট ত্রা ক্ষণদিককে প্রাণম
 করিয়া পৌরাণিককে বিশিষ্টরূপে অভিবাদন
 করিয়া পুরাণ শ্রবণ করিবে। পুরাণ পাঠ-
 কের আসন বেদির উপরে, শোভবর্গের
 অসন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবে। পৌরা-
 ণিকের বসিবার আসন প্রস্তুত করিয়া “ধৰ্ম্মা-
 সনে আসিয়া উপবেশন করন।” অতি
 বিনীত ভাবে এই বলিয়া পুরাণপাঠককে
 আসনে উপবেশন করাইবে। পুরাণপাঠের
 আরম্ভ দিবসে কি কি কার্য্য করিতে হয়,
 তাহা বলিতেছি। ২৪—২৭। প্রথমতঃ
 পুরাণব্যাখ্যাভাকে স্মৃৎ সুল্লর মবীন বস-
 নাদি প্রদান করিয়া পূজা করিবে; বলয়,
 হার প্রস্তুতি অলঙ্কার, পাত্র ও আসন প্রদান-

গন্ধপুষ্পাকটৈঃ পূজ্য তাবুলঃ বিনিবেদ্য চ ।
 তক্রাঘরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্ ।
 প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্কবিদ্যোপশাস্তয়ে ॥৩০॥
 সভাসদশ্চ সম্পূজ্য গণেশং প্রার্থয়েত্ততঃ ।
 ঐ নম ইত্যাদিমন্ত্রেণ পূজনং ভারতীহুতিঃ ।
 প্রাতঃকালে পুরাণস্ত প্রক্রমং প্রারভেদতি ।
 উপক্রমদিনে রাম ত্রিংশৎ দশ বা শুভাঃ ॥৩২॥
 শ্লোক দ্বিতীয়ে দিবসে ততো দ্বিগুণতঃ শুভাঃ
 তৃতীয়দিবসে রাম ততশ্চাধিকমিষ্যতে ॥৩৩॥
 দিনানামব্যবচ্ছেদাঘ্যাখ্যানং শ্রবণং তথা ;
 ব্যবস্থিত্বির্ধা জাতা তদা পৌরাণিকং গুরুম্ ।
 তাবুলাদি প্রদায়িত্ব পরেহাঃ শৃণুয়াদপি ।
 পুরাণমেবং শ্রোতব্যং দৈনন্দিনমিতি ঙ্গতিঃ ।
 ব্রতরূপেণ যঃ কশ্চিৎ পুরাণং শৃণুয়ন্নরঃ ।
 বদেবং তৎ পুরাণস্ত তত্র যাতি ন সংশয়ঃ ।

পূর্বক গন্ধ-পুষ্প ও আতপ তুল দ্বারা
 পূজা করিয়া পৌরাণিককে তাবুল প্রদান
 করিবে। সর্কবিদ্যশাস্ত্রের নিমিত্ত শ্বেতবসন-
 ধারী চন্দ্রতুলাপ্রসন্নবদন চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে
 ধ্যান করিবে। ২৮—৩০। অনন্তর অস্তান্ত
 সভাগণকে যথাসম্ভব পূজা করিয়া গণেশের
 নিকটে প্রার্থনা করিবে। ঐ নম ইত্যাদি
 মন্ত্রদ্বারা পূজা করিয়া সরস্বতীকে প্রণাম
 করিবে। প্রাতঃকালেই পুরাণপাঠের আরম্ভ
 করিতে হয়। রাম পুরাণপাঠের আরম্ভ
 দিবসে দশটি বা পোনেদোটি মাত্র শ্লোক
 পাঠ করিবে। দ্বিতীয় দিবসে তাহার দ্বিগুণ
 শ্লোক পাঠ করিবে। হে রাম! তৃতীয়
 দিবসে পাঠের কোন বিশেষ নিয়ম নাই,
 তবে পূর্কদিন অপেক্ষা অধিক পাঠ করিবে।
 ৩১—৩৩। এই পুরাণের ব্যাখ্যা ও শ্রবণ
 যেন বন্ধ না যায়; বিশেষ কোন কারণে
 কোন দিন বন্ধ যাইলে তৎপরদিন পৌর-
 ণিক গুরুকে তাবুলাদি প্রদান করিয়া শ্রবণ
 করিবে। এইরূপে দৈনন্দিন পুরাণ শ্রবণ
 করিবে, ইহাই বেদশাস্ত্রের কথা। যে কোন
 ব্যক্তি পুরাণশ্রবণকে ব্রত বলিয়া গণ্য
 করিতে পারে; ব্রতক্রমে পুরাণ শ্রবণ

পুরাণং শ্রোতুকামেন শ্লোকৈশ্চকোহপি
 চেচ্ছ্রুতঃ ।
 তদ্দিনে তু কৃতং পাপং নাশয়েত্তু ন সংশয়ঃ ।
 এবং পুরাণং শৃণুয়াচ্চ যত
 স ব্রহ্মহত্যাঙ্কতপাপবন্ধাৎ ।
 সুরাঙ্গীতিঃ স্বর্ণহরশ্চ রাম
 গুরুক্ৰনাগশ্চ বিমুক্তিমৈতি ॥ ৪৮ ॥
 পাপানি চান্তানি কৃতানি পুস্তিঃ
 সর্কপি নশ্চন্তি পুরাকৃতানি ।
 ইহাপি যান্ত দশতাজ্জিতানি
 শ্রোতুর্কিনশ্চন্তি তথা চ বকুঃ ॥ ৩৯ ॥
 কলৌ সমস্তবিপ্রাণাং সর্কজঘৎ ন বিদ্যতে ।
 বিষ্ণুপি ততো ব্যাখ্যা কলদা দানকর্ম্মবৎ ॥ ৪০ ॥
 পুরাণানামভিপ্রায়ং ব্যাসো বেদ ন চাপরঃ ।
 অহং বেদ্যি বিশেষেণ ব্যাসাদপি বিধেয়পি ।
 ন স্বাধায়ন্তপো বাপি ন মজ্জো ন জুহোতমঃ ।
 কলন্তি ন তথা তিষ্যে পুরাণশ্রবণং যথা ॥ ৪২ ॥

করিলে, সেই পুরাণ শ্রোতার গৃহে গমন
 করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।
 পুরাণশ্রবণে অভিলষী হইয়া একটি মাত্র
 শ্লোক শ্রবণ করিলেও তদ্দিনকৃত সমস্ত
 পাপ নষ্ট হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
 নাই। রাম! যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে
 পুরাণ শ্রবণ করে, সে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান,
 স্বর্ণহরণ, ও গুরুপত্নীগমন-জনিত মহাপাতক
 হইতে মুক্ত হয়। পুরাণশ্রোতা ও পুরাণ-
 পাঠক উভয়েরই জন্মান্তর-কৃত এবং ইহজন্মে
 শতবৎসরকৃত সকল পাপ দূর হয়। কলি-
 কালে সকল ব্রাহ্মণের সর্কজতা থাকে না,
 সূতরাং পুরাণব্যাখ্যায় অজ্ঞানকৃত কতি
 'ঘটিলেও দানকার্যের স্তায় কলের কোন
 ব্যাঘাত হয় না। পুরাণসমূহের তাৎপর্যার্থ
 একমাত্র বেদব্যাসই জানেন, অপরে জানে
 না। তবে বেদব্যাস ও বিধাতা অপেক্ষাও
 আমি অধিক জানি। কলিকালে পুরাণ-
 শ্রবণে যেরূপ কল হয়, বেদপাঠ, তপস্যা,
 মন্ত্রগ্রহণ, ও হোমেরূপে কল হয় না।

একৈকশ্রবণাদেব পাতকঃ মহদেব তু ।
 নাশমাপ্নোত্যসন্দেহঃ শ্রীশৈলবর্তনাদিব ॥ ৪৩
 অতো গুরুঃ পুরাণজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দোঘনাশনঃ ।
 ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিদগুরুরস্তি গতিপ্রদঃ । ৪
 মন্ত্বেষু গুরবো যে চ বেদশাস্ত্রেষু যে মতাঃ ।
 নেশতে সৰ্ববিজ্ঞানং দাতুং কস্মিন্ন বোধকাঃ ॥
 পিশাচাঃ প্রায়শো। রাম ব্রহ্মরাক্ষসনামিনঃ ।
 বেদমন্ত্রস্ত বেস্তারো দৃষ্টস্তে ন পুরাণবিৎ ॥ ৪
 পুরাণবিমুখো নৈব সৰ্বঃ সৰ্বং হি পশুতি ।
 পুরাণজ্ঞো হি তত্তস্মাৎপাপনাশকরঃ প্রভুঃ ॥ ৪
 তৎপূজা সৰ্বপূজা স্মাৎ সৰ্বদ্রোহস্ত পীড়নম্
 যথা সমস্তদানানাং বিদ্যাাদানং প্রশস্ততে ॥ ৪৮
 পৌরাণিকস্তথা রাম তত্র দানং মহৎ কলম্ ॥
 শ্রীরাম উবাচ ।
 কিংবা পৌরাণিকে দেয়ং কিয়ৎ কৌদৃশমেব চ

শ্রীপৰ্বতে অবস্থানের স্তায় এক একটি
 পুরাণ শ্রবণেই মহাপাতক পর্য্যন্ত নষ্ট হয়,
 এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব
 পুরাণবিৎ গুরু পাপ-বিনাশক বলিয়া শ্রোতার
 বন্দনীয়। তাঁহা অপেক্ষা অধিক গতিদায়ক
 গুরু আর নাই। ঝাঁহার বেদশাস্ত্রে সুপ-
 গিত এবং মন্ত্রগুরু, তাঁহার পুরাণশাস্ত্রে অন-
 ভিজ্ঞ হইলে সৰ্ববিধ জ্ঞান দান করিতে
 সমর্থ হন না, সুতরাং তাঁহার সৰ্বজ্ঞ হইতে
 পারেন না! হে রাম! পুরাণশাস্ত্রে অন-
 ভিজ্ঞ যে সকল বেদমন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইয়া
 থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি পিশাচ বা ব্রহ্ম-
 রাক্ষস নামে অভিহিত করি। পুরাণশাস্ত্রে
 অনভিজ্ঞ হইয়া কেহই সৰ্বজ্ঞতা লাভ
 করিতে পারে না। পুরাণবিৎই সকল পাপ
 নাশ করিতে সমর্থ। নিখিল দানের মধ্যে
 বিদ্যাাদান বেরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ পৌরা-
 ণিককে পূজা করা সকল পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,
 পৌরাণিককে পূজা করিলে সকলের পূজা
 করা হয়, সকল প্রকার অনিষ্ট নিবারণ হয়।
 হে রাম! পৌরাণিককে দান করায় বিদ্যা-
 দানের স্তায় মহাকল হয়। শ্রীরাম জিজ্ঞাসা

পুরাণং কৌদৃশং বৰ্জ্যং বৰ্জ্যঃ কৌদৃকপুরাণবিৎ
 যদ্রসানন্নপানানি স্নেহদ্রব্য্যাণি যানি চ ।
 গৃহং সোপস্করং রাম পুরাণজ্ঞায় দাপয়েৎ ॥ ৫১
 পর্য্যাপ্তান্তেব সৰ্বাণি ত্ৰিধিকানি ফলাধিকান্ ।
 দদ্যাদ্ভব্যমতো ভূয়ঃ সটেলং শোভিতং যুহুঃ ।
 ভূষণানি যথার্থাণি স্বশক্ত্যা প্রতিপাদয়েৎ ।
 গন্ধপুষ্পং প্রতিদিনং কেবলং গন্ধমেব বা ॥ ৫৩
 কেবলং বা তথা পুষ্পং ফলকালে ফলান্তপি ।
 তাবুলঞ্চ তথা দদ্যাদ্ভ্যমক্ষুৰ্য্যাক্ত ভক্তিতঃ ॥ ৫৪
 পুরাণস্ত সমাপ্তৌ তু দদ্যাাদানাদিকং তথা ।
 অধিকস্ত তথা দেয়ং ভূহিরণ্যাদিকং নৃপ ॥ ৫৫
 ন চ তৃক্ষীমুপক্রম্য শ্রোতুমর্থতি কশ্চন ।
 সভাসম্ভিঃ কৃত্য চৈব যা পূজ্যেকেন বা কৃত্য ॥
 দেবস্থানে যথাশক্তি সৰ্বৈঃ পুজনমিষ্যতে ।

করিলেন,—পৌরাণিককে কি প্রকার বস্তু
 কি পরিমাণে দান করিতে হয়; কি প্রকার
 পুরাণ হয়, কি প্রকার পুরাণজ্ঞ নিকৃষ্ট, তাহা
 আমাকে বলুন। শম্ভু কহিলেন,—রাম!
 যদ্রসান্নাশিত অন্ন ও পানীয় দ্রব্য, ঘৃতাদি
 স্নেহদ্রব্য, এবং গৃহস্থালী দ্রব্যসহ গৃহ পৌরা-
 ণিককে দান করিতে হয়। সকল দ্রব্যই
 উপযুক্ত মাত্রায় দান করিতে হয়, উপযুক্ত
 মাত্রায়ও অধিক দান করিলে অধিক ফল
 হইয়া থাকে। উত্তম বস্তু, মহামূল্য অলঙ্কার
 প্রভৃতি নানাদ্রব্য সাধ্যমত পৌরাণিককে
 দেওয়া উচিত। প্রতিদিন গন্ধ-পুষ্প কেবল
 গন্ধ অথবা কেবল পুষ্প দ্বারা পৌরাণিককে
 পূজা করিবে। ফলের সময় ফল প্রদান
 করিবে। ভক্তিপূৰ্বক প্রণাম করিয়া তাবুল
 প্রদান করিবে। রাজন! পুরাণপাঠ
 সমাপ্ত হইলে বস্ত্রাদি প্রদান করিবে, অধি-
 কস্ত সুবর্ণ ও ভূমি প্রভৃতি স্বাবর সম্পত্তি
 দিবে। পুরাণশ্রবণ করিয়া কিছু না দিয়া
 কেহই মৌনভাবে শ্রবণ করিতে পারে না,
 এক ব্যক্তি পৌরাণিককে যেমন পূজা
 করিবে, অন্যান্য সন্ত্যগণেরও সেইরূপ

তীর্থেহপি চ যথা রাম পুণ্যেবায়াতনেষু চ । ৫৭
 স্বশক্ত্যা পূজনং কুর্য্যাৎ পুরাণত্রায় রাঘব ।
 শ্রোতুং লক্ষণং পূর্ষং ময়োক্তং ভবতে নৃপ ।
 পৌরাণিকস্ত সর্বস্ত লক্ষণং কথয়ামি তে ।
 কুলহীনো মহাব্যাধির্শ্বহাপাঙ্গী ভিরদ্ভুতঃ । ৫৯
 শৌচাচারবিহীনশ্চ বেদস্মৃতিবিবর্জিতঃ ।
 অস্তদেবঃ পুতিবচো ব্যক্তশ্চাপ্যাধিকাজ্জবান্ ।
 পরভাষণ্যপতিঃ স্তেনঃ প্রাণিহন্তা নিরাকৃতিঃ ।
 অথ বর্জ্যং পুরাণস্তে কথয়ামি নৃপোত্তম । ৬১
 পূর্ষজৈক্কচ্যমানঞ্চ যৎ প্রোক্তং মুনিভিঃ পঠৈঃ
 ব্যাসাদয়ো মুনিবরা যৎ প্রোচ্ছন্তহৃদীরয়েৎ । ৬২
 পুরাণস্বং পঠেদগ্ৰহঃ ব্যাখ্যাশ্চোচ্চ বিচারয়ন ।
 যয়া কয়্যপি বা রাম ভাষয়া দেশভেদতঃ । ৬৩
 ন দেশভাষ্যরচিতং গ্রন্থং শ্রুত্বা ফলং লভেৎ

ব্যাখ্যা যা কাপি কাকুৎস্থ পুরাণস্ত হিতা হি সা
 তস্মাৎস্বং দেব যাচস্ব ব্যাখ্যাশ্চো যৎ পুরাণকম্
 শত্কৃবাচ ।
 এবং পৌরাণিকেনোক্তং শ্রুতবানপি গো তমঃ
 স্বয়ং বস্ত্রভয়ং প্রাদাদ্ ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে । ৬৫
 কৌশ্মং পুরাণং প্রথমং শ্রুতবানিতি ন শ্রুতম্
 দত্তবান্ স্বর্গমধিকং বস্ত্রাণি চ শুভানি চ । ৬৬
 অথ লৈলক্ষণ শ্ৰাব্য বৈকবঃ বামনঃ তথা ।
 পাদ্মঞ্চ গারুড়কৈব সৌরং ব্রাহ্মমধৈব চ । ৬৭
 এবমষ্ট স শ্ৰাব্য পুরাণানি স গো তমঃ ।
 অথ রামায়ণকৈব কৌশ্মমেব পুনশ্চ সঃ । ৬৮
 শিবনারায়ণেভ্যেবং জপকক্রে স্টদৈব হি ।
 অবাণ নিধনক্যাণি স গতো ব্রহ্মাঃ পদম্ । ৬৯
 ব্রহ্মা সম্পূজিতঃ বিপ্রং বিষ্ণুলোকমথাগমৎ ।
 বিষ্ণুনা পূজিতঃ সোহথ জগাম শিবমন্দিরম্ ।

পূজা করা উচিত। বিশেষতঃ দেবালয়ে
 সকলেরই পৌরাণিককে পূজা করা অবশ্য
 বিধেয়। হে রঘুবংশধর রাম! তীর্থক্ষেত্রে
 ও পবিত্র স্থানে গিয়া পৌরাণিককে যথাশক্তি
 পূজা করিবে। রাজন! পুরাণশ্রোতার
 লক্ষণ তোমাকে পূর্ষে বলিয়াছি। এক্ষণে
 পৌরাণিকের লক্ষণ তোমার নিকটে বলি-
 তেছি। অসৎশক্তা মহাব্যাধিগ্রস্ত; মহা-
 পাঙ্গী লোকনিন্দিত শৌচাচারবিবর্জিত; বেদ-
 স্মৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, বিকলাঙ্গ, অধিকার,
 পরস্বীগামী, স্বর্ণাপহারী ও প্রাণিহত্যাকারী
 ভিন্ন অপর সকলেই পুরাণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত
 হইলে পৌরাণিক বলিয়া গণ্য হইতে
 পারেন। হে নৃপোত্তম! এক্ষণে তোমাকে
 ছয় পুরাণের কথা বলিতেছি। জ্ঞানবান
 প্রাচীন মুনিগণ যে পুরাণ কীর্তন করিয়াছেন,
 ব্যাসাদি প্রধান মুনিগণ যে পুরাণ বলিয়া
 গিয়াছেন, তাহাই পাঠ করিবে, তন্ত্রম অপর
 সকল পুরাণ অপাঠ্য। পুরাণের মধ্যবর্তী
 শেষ বিশেষ অংশসকল পাঠ করিয়া
 শৌচাচারপূর্বক ব্যাখ্যা করিবে। হে রাম!
 দেশভেদে যে কোন ভাষাতেই পুরাণ ব্যাখ্যা
 করা হাইতে পারে; তবে কেবল দেশভাষার

রচিত গ্রন্থ পাঠ করিলে যথোক্ত ফল পাওয়া
 যায় না। হে কাকুৎস্থ! পুরাণের যে
 কোন ব্যক্তির যে কোন ব্যাখ্যাতেই হিত-
 সাধন হইয়া থাকে। অতএব তুমিও “পুরাণ
 ব্যাখ্যা করিব” বলিয়া অল্পমতি লইতে পার।
 ৩৪—৬৪। শত্ৰু কহিতেছেন,—সেই মহাশয়
 পৌরাণিক ব্রাহ্মণও এইরূপে পুরাণ-কথা
 কীর্তন করিলে গোতম (একাগ্রচিত্তে সমস্ত)
 শ্রবণ করিল, শ্রবণ করিয়া তাহাকে তিনধান
 বস্ত্র প্রদান করিল। আমরা শুনিয়াছি—
 প্রথম সে কৃষ্ণপুরাণ শ্রবণ করিয়াছিল, কৃষ্ণ-
 পুরাণ শ্রবণের পর পৌরাণিককে উত্তম
 সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রদান করিয়া একে একে
 লিঙ্গপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বামনপুরাণ, পদ্ম-
 পুরাণ, গরুড়পুরাণ, সৌরপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ,
 এই আটখানি পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিল।
 অনন্তর রামায়ণ শ্রবণ করিয়া আবার কৃষ্ণ-
 পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিল। তাহার পর কিছু-
 কাল সর্বদা “শিব” “নারায়ণ” নাম জপ
 করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পর ব্রহ্মপদ
 প্রাপ্ত হইল। ৬৫—৬৯। ব্রহ্মলোকে উপ-
 স্থিত হইলে ব্রহ্মা উহাকে পূজা করিয়া বিষ্ণু-

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

সদ্যাবন্দনকৰ্ম্ম ক্রিয়তা-
মিতি রামো মুনিমাত্তষ্টায়ম্ ।

উৎসাহাতিরপ্যাস্তমুপৈতি
দ্বিজকুলমেতন্নীড়মুগৈতি ॥ ১

স্বয়মপি সদ্যাবন্দনকামো-
ব্রহ্মহুস্তরাদিশমুজ্জ্বিতযান ।

হাহাহুহুতসঙ্গীতীর্কদিপ্রমুখপ্রস্তুতকীৰ্ত্তিঃ ॥ ২

গৌতমীতটমুপেত্যরাঘবো

বায়নন্দনসুধোতপাদমুগঃ

জাঘবৎকৃতকরাবলধনঃ ।

প্রাপহুৎপথনদীপ্ত গৌতমীম্ ।

করষয়ে ধৃতকুশঃ স রাঘবঃ

প্রাগমধরুণদিশামখোস্তমাম্ ॥ ৪

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—অনন্তর রাম সেই শঙ্কুমূনিকে বলিলেন,—সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতেছেন, পক্ষিকুলও আপন আপন বাসায় গমন করিতেছে; সাংসদ্যার কাল উপস্থিত, অতএব আপনি সদ্যাহুতিক করুন। তৎপরে রাম নিজেও সদ্যাবন্দনা-ভিলাবে আসন হইতে গাত্রেখান করিয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। তৎকালে বন্দীগণ তাঁহার কীৰ্ত্তিগাথা গান করিতে লাগিল, হাহা হুহু নামক সগায় গছরুগণ, তাঁহার বিজয়-সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিল রামচন্দ্রে সদ্যাবন্দনাভিলাষে গৌতমী নদী-তীরে উপস্থিত হইলে পবননন্দন হনুমান তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন। রাম-চন্দ্রে জাঘবানের হস্ত অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সেই গৌতমীনদীর বজুর তটে অব-তরণ করিলেন। ১—৩। অনন্তর রাম হুই হস্তে হস্তকুশ ধারণ করিয়া উত্তরাস্ত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক তিনটি অর্ঘ্য প্রদান করি-লেন এবং আনন্দে উৎফুল্লশরীর হইয়া মনে

দত্তা ততোহর্ঘ্যক্রিভয়ং তথাবিধঃ
প্রহৃষ্টরোমাধ জজ্ঞাপ সোহস্তরে ।
সম্প্রার্থয়িত্বা বক্রণং যথাক্রমং
শঙ্কুং বসিষ্ঠং প্রণনাম রাঘবঃ ॥ ৫
তাভ্যাং কৃতানীরগময়ানঃপদং
হনুমতা কালিতপাদপঙ্কজঃ ।
জুহাব বহ্নীনধ বন্দিমাগধৈঃ
সংস্কৃয়মানোহথ চ নির্ঘয়ো বহিঃ ॥ ৬
প্রহসচ্চক্রকিরণৈঃ সূখালিগুমিবাধরম্ ।
প্রসক্ততারাকুসুমং বিতানমিব সর্কতঃ ॥ ৭
অধাগচ্ছৎ সৌধতলং বৃদ্ধামাতোয়ন কল্লিতম্ ।
নানাসনসমোপেতং সভাস্থানং যথো নৃপঃ ॥
অথ মুনিং হ্যপবেশু স রাঘবঃ
স্বয়মপি প্রথমাসনমাভজৎ ।
কপিগণাঃ পরিতঃ পৃথুবিগ্রহা
রচনয়া স্থিতিমাপ্রতিপেদিরে ॥ ৮

মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বক্রণদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া যথাক্রমে শঙ্কু ও বসিষ্ঠকে প্রণাম করি-লেন। অনন্তর শঙ্কু ও বসিষ্ঠ কর্তৃক আলীর্কাদ দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া অভি-মত অগ্নিগৃহে গমন করিলেন, তথায় হনু-মাম পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলে জীরাম আসনে উপবেশনপূর্ব্বক হোমকার্য্য সমাধা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন; বহি-র্গমনকালে স্তুতিপাঠক ও মাগধগণ তাঁহার বিজয় শোষণ করত স্তব করিতে লাগিল। তথা হইতে বহির্গত হইয়া বৃদ্ধ অমাত্য কর্তৃক সুসজ্জিত সভামণ্ডপে গমন করিলেন; সুধাধবলিত সেই সভাগৃহে বিবিধরত্নখচিত্ত সুনির্ম্মল চন্দ্রোতপে, চারিদিকে নক্ষত্রকুসুমো-জ্জল উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের সুনির্ম্মল আলোকে আলোকিত নভোমণ্ডলের স্তায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সেই সভাগৃহের অভ্যন্তরে নানা আসন সুসজ্জিত রহিয়াছিল। অনন্তর রামচন্দ্রে সেই শঙ্কু মূনিকে উচ্চাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং

পুথাহিতং নৃপমন্তিবৌক্য স দ্বিজো
বচন্তদা সমুচিতমাহ শব্দুঃ ।

ইহ স্থিতো ভবতি সমস্তপুঞ্জিতঃ

কথং কথ্য নৃপবর বর্জতে গুহায়াম্ । ১০

আকর্ণ্যাথ রঘুধহো দ্বিজবচঃ শুক্রায়ু-
সীং কথ্যং,

তত্রহো নিপুং নিবার্ধ্য বচনং সর্কৈঃ
শ্রুতং তৎক্ষণাৎ ।

শুক্রাবাধ কথ্যঃ মহাভূততয়া স্বাক্ষাশ্রয়া-
মস্তথা,

বকোবাধনবার্ণনৌমথ নৃপঃ কিং শ্বেত-
দিত্যাহ চ । ১১

কুস্তশ্রোত্রবধঃ পুরা সমজনি প্রাপ্তো
দশাস্ত্রো বধং,

পশ্চাদিত্যয়মস্তথা বিরচিতং রামায়ণং
ভাষতে ।

কোহয়ং বিপ্রবরঃ সমস্তজনতানাস্তিব-
সম্পাদকো,

রাজ্ঞাং স্থানমুপেত্য বক্তি স ময়া দণ্ডোহথ
পুজ্যোহথ বা । ১২

অথাহ জাধবানমুং রঘুতমং কথ্যং প্রতি ।
রামায়ণং ন তাবকং দ্বিদং হি কল্পিতং মতম্ ।

সমস্তমত্র বিস্তরাধদামি দেব তঙ্কুণু ।
পঙ্কেকহস্ত হৃদ্যতো ময়া শ্রুতং পুরা হৃকুং । ১৩

জাধবস্তং বিজ্ঞাপ্য রামচন্দ্রো বচনমাহ । ১৫
শ্রীরাম উবাচ ।

কৌর্ভয় পুরাণং মে শুক্রায়ুঃ কুতূহলাদহম্ ।
প্রণীতং তৎ কেন চ বিজ্ঞাতম্ । ১৬

জাধবানথ ভবাষে হি । ১৭
বিধাত্রে নমস্তথৈব বিধুভূষণকেশবাভ্যাম্ । ১৭

অথ পুরাতনরামায়ণং কথয়ামি যস্ত শ্রবণে-
নাখিলজয়মসম্পাদিতপাপক্ষয়ো জায়তে । ১৯

রাজাসনে উপবেশন করিলেন। স্থলকায়
বানরগণ চতুঃপার্শ্বে বেষ্টন করিয়া উপবেশন
করিল। দ্বিজবর শব্দু রাজা রাম সুখাসীন
হইয়াছেন দেখিয়া, তৎকালোচিত বাক্যে
কহিলেন,—হে নৃপবর! এই সম্বন্ধিত
লোকসকল সকলের মাস্ত। যদি বল কেন?
একটি গুহ কথ্য আছে, তাহা যে-সে
লোকের সমক্ষে বলা উচিত নহে। রামচন্দ্র
ঠাহার সেই কথ্য শ্রবণ করিয়া গুহ
কথ্য শ্রবণে উৎসুক হইয়া, সম্বাস্থ সকলকে
চূপ করিতে বলিলেন। সকলে একাগ্রচিত্তে
চূপ করিয়া শুনিতে লাগিল; শব্দু পুরা-
কল্পীয় রামায়ণের অন্তরূপ ঘটনার কিয়দংশ
অর্থাৎ পুরাকল্পে, রাম রাবণবধের পর
কুস্তকর্ণকে বধ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি রূপে,
নূতন কথা প্রকাশ করিলেন। রাম পুরা-
কল্পের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না,
ব্রাহ্মণের মুখে নিজের স্বাক্ষসবধ কাণ্ড
অন্তপ্রকার শ্রবণ করিয়া কিছু কষ্ট হইয়া
বলিলেন, একি? আমি কুস্তকর্ণকে, প্রথমে
নিহত করি, তাহার পর রাবণ নিহত

হয়। এই ত আমার স্বাক্ষস-বধ ঘটনা।
এই ঘটনা অন্তরূপ করিয়া এবং বিধ নূতন-
প্রকার রামায়ণ বলিতে আরম্ভ করিলেন,
ইনি কে? ইনি কোথাকার ব্রাহ্মণ? রাজ-
সভায় মুখরতা প্রকাশ করত সকল
লোককে নাস্তিক করিতে বসিয়াছেন,
উহাকে আমি দণ্ড দিব, না পূজা করিব?
অনন্তর জাধবান ঐ পুরাকল্পীয় রামায়ণ
কথ্য উল্লেখ করিয়া রঘুনাথকে বলি-
লেন, দেব! উহা আপনার বর্তমান-
চরিত্রবিষয়ক কথ্য নহে, উহা পুরাকল্পের
রামায়ণে আছে। ব্রাহ্মণ মুখে আমি ঐ
পুরাকল্পীয় রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছি; আপ-
নার নিকটে বিস্তৃতভাবে উহা বলিতেছি,
শ্রবণ করুন। অনন্তর রামচন্দ্র, জাধবানকে
বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—ঐ পুরাতন
রামায়ণ শ্রবণ করিবার জন্য আমার
অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে, অতএব বল, কে
ঐ রামায়ণ রচনা করিল, কেই বা উহা
অবগত আছে? জাধবান বলিতে লাগি-
লেন,—ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রণাম

অথ তথাপি দশরথো দশরথসমানরথী
 মহীয়সা বলেন সুমনসং নাম নগরং জিগমিষয়া
 পঙ্কেকংসুতসুতং বসিষ্ঠমাহুয় নমস্তুভা যুনি-
 দস্তাভুজঃ শতাকোহিণীসেনয়া সহাকৃষ্ণ তুরগ-
 দ্ব্যং চন্দ্রসমানশরীরমতিরৌবসমাবিষ্টৌ
 বিষ্টরশ্বসমারাদ্য দণ্ডাযাত্রাং চকার । ২০
 সাধো নাম স্বীয়য়া সেনয়া বৃত্তৌ দশরথান্তি-
 মুখমাষর্যৌ যোক্তুং যুরুধাশ্চোহস্তমভূৎ । ২১
 মাসমেকং যুদ্ধং কৃশ্যা দশরথস্তং সাধ্যং জগ্রাহ
 অথ সাধ্যস্বহুর্ভবণৌ নামান্নপরিবারৌ
 যুযুধে দশরথেন । ২২
 দশরথোহপি সাধ্যস্বহুঃ কুবো ভূষণমব-
 লোক্য যোক্তুমিব নৈচ্ছৎ । ২৩

কথমেতাবুশং হস্মি চান্মিন হতেহস্ত কথং
 পিত্তা ভবিষ্যতি কথংস্তমাতা কথমপ্রৌঢ়-
 যৌবনা প্রিয়া ভাৰ্ঘ্যামুয্য হি দেহে সমা-
 লিঙ্গনচূষনপরিবর্জিনবৌনভয়দলারবিল্পপদানি
 কুসুমানৌব দৃষ্টন্তে । ২৪
 এতৎসমানবর্ণবয়া এতাদৃশশুভগঃ পরম-
 স্ত্রীতিবর্ধনো নাম পুত্রো ভঙ্গুকভঙ্কিতো যুতঃ
 স্মৃতিময়ঃ প্রাপ্যাপি মাং রক্ষয়িতুমিচ্ছতীব মম
 হৃদয়মস্তথা করোতীতি মনসা বিতর্ক্যাত্তি-
 বালকং গ্রহৌতুমারভত । ২৫
 স চ সাধ্যোহপি পরাধীনো বভূব । ২৬

করিয়্যা এই আমি পুরাতন রামায়ণ বলিতে
 আরম্ভ করিলাম, যাহা শ্রবণ করিলে নিখিল-
 জন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি নাশ হয়। একাই
 দশরথীর স্তায় রথী রাজা দশরথ অভিবলে
 সুমনা নগর জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্ম-
 নন্দন বসিষ্ঠকে ডাকাইয়া নমস্কারপূর্বক
 তাঁহার নিকট অল্পমতি প্রার্থনা করিলেন;
 পরে তাঁহার অল্পমতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে
 আরাধনা করিয়া শত অকোহিণী-সমভি-
 ব্যাহারে চন্দ্রের স্তায় শ্বেতবর্ণ উৎকষ্ট অশ্ব
 আরোহণপূর্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সুমনা
 নগরের রাজার নাম সাধ্য, দশরথ যুদ্ধ
 করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া সাধ্য নিজ
 সৈন্য-সমভিব্যাহারে দশরথের অভিমুখে
 যুদ্ধ করিতে আসিলেন। উভয়ের পরস্পর
 যুদ্ধ হইতে লাগিল। একমাসকাল যুদ্ধ
 করিয়া দশরথ সাধ্যকে পরাজয় করিলেন।
 তৎপরে সাধ্যপুত্র ভূষণ কতিপয়, দৈমন্ত
 লইয়া দশরথের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল।
 সাধ্যপুত্র ভূষণ, রূপে গুণে বাস্তবিকই
 ভূষণ, পৃথিবীর অলঙ্কার। তাহাকে দেখিয়া
 রাজা দশরথের মনে মেহ ও দয়ার উদয়
 হইল; তিনি ভূষণের সান্ত যুদ্ধ করিতে
 ইচ্ছা করিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—

এমন সুন্দর বালককে আমি কিরূপে বধ
 করি; ইহাকে বধ করিলে ইহার পিতার কি
 দশা হইবে? ইহার মাতা কিরূপে এই পুত্র-
 শোকে জীবন ধারণ করিবে? আর ইহার
 বালিকা ভাৰ্ঘ্যার দশাই বা কি হইবে? আহা
 এই বালকের গায়ে এখনও পিতামাতা ও
 বালিকা পতীর আলিঙ্গন-চূষনাদির চিহ্ন
 রহিয়াছে; ইহার কি সুন্দর অবয়বসৌভব
 যেন পদ্মপুষ্পের নূতন দল (পাপড়ি); যেন
 অভিনব কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে। আহা!
 আমারও এক পুত্র ছিল, তাহারও এইরূপ
 বয়স, এইরূপই সুন্দর অবয়ব, দেখিলে চক্ষু
 জুড়াইত, আমার আনন্দের পরিসীমা থাকিত
 না; হৃয়দৃষ্টবশতঃ বাহা আমার ভঙ্গুক-
 ভঙ্কিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। এই
 বালককে দেখিয়া আমার সেই পুত্রের কথা
 সমস্ত মনে পড়িতেছে; তথাপি ইহাকে
 দেখিয়া আমি পুত্রশোক ভুলিয়া জীবন
 রক্ষা করিতে পারিব; ইহাকে দেখিয়া
 অন্ন পরিত্যাগের পরিবর্তে আমার মনে অস্ত
 ভাবের উদয় হইতেছে। মনে মনে এইরূপ
 চিন্তা করিয়া রাজা সেই শিশুকে হস্তগত
 করিতে চেষ্টা করিলেন। কৌশলে তাহাকে
 আয়ত্ত করিলেন। ৪—২৫। সাধ্য পুত্রের
 সহিত পরাধীন হইয়া পড়িলেন। সাধ্যপুত্র

স চ কুমারেন সহ পরাজয়ধেদমমত্বা সুখ-
মধ্যবাস চ । ২৭

স দশরথোহপি তত্র মাংসং স্থিত্বা তৎ-
পুত্রসন্দর্শনসুখমবলোক্যচিন্তয়ৎ । ২৮

অহো সর্বদুঃখাপনোদনক্ষমমেতনুখাব-
লোকনং পুত্রসম্বন্ধনং নাম । ২৯

সর্বযাত্রিকোহপি মম জয়ঃ পুত্রবিয়েগমমু-
শ্রয়তো হুঃখায় কেবলং ভবতি তদন্ত পৃচ্ছাং
করোমি কথমৌদ্রশো জায়তে পুত্র ইতি
বিতর্ক্য তমপৃচ্ছৎ । ৩০

সাধোহপি সকলসৌক্ষমার্গং কিত্তীশায়া-
দিশৎ ॥ ৩১

ভূষণের প্রতি বাৎসল্য ভাবের উদয় হও-
য়ায় দশরথ তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ
অত্যাচার করিলেন না; পরন্তু রাজ্য
প্রত্যর্পণপূর্বক তাঁহার সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন
করিলেন; সুতরাং সাধ্য পরাজিত হই-
য়াও দশরথের স্নেহপাত্র হইলেন বলিয়া
মনে কোনরূপ কষ্ট অনুভব করিলেন না,
বরং পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।
দশরথ সাধ্যভবনে একমাস কাল থাকিয়া
সাধ্যপুত্র ভূষণকে দেখিয়া সুখ বোধ করিতে
লাগিলেন। ভূষণকে দেখিয়া অনির্ভরচনীয়
আনন্দ হইতেছে,—তাই মনে মনে ভাবি-
লেন,—আহা! পুত্রমুখদর্শন কি সুখকর,
ইহাতে সকল দুঃখের অবসান হয়; পরের
পুত্র দেখিয়া এই সুখ; না জানি নিজের
পুত্র হইলে কত সুখ হইত! পুত্র থাকিলে
সকল দুঃখের অবসান হয়। আমি সকল
রাজ্য জয় করিয়াছি; কিন্তু পুত্রবিহীন মনে
হইলে আমার এ জয়ে কোন সুখ বোধ
হয় না, প্রত্যুত কেবল দুঃখের কারণ হই-
তেছে, অতএব কি প্রকারে এরূপ পুত্র জন্মে,
ইহাকে একবার তাহা জিজ্ঞাসা করি। মনে
মনে এইরূপ তর্ক করিয়া সাধ্যকে জিজ্ঞাসা
করিলেন। সাধ্য রাজাকে মুক্তিলাভের
নিখিল উপায় বলিয়া দিয়া বলিলেন,—

হরীশানো সহারাধ্য সর্ষেকাদশীকপোষ্য
দ্বাদশীষু ব্রাহ্মণানারাধ্য তৎকালভবং কল-
পূর্বমন্নাদ্যং ব্যঞ্জনং পুষ্পং বা জ্ঞায়েন
সম্পাদ্য কপিলাশ্বতেন কেশবঃ স্রপয়িত্বা
যুগচূর্ণেন সংলিপ্য স্বাদ্দকেন স্রাপয়িত্বা
সুরভিপটীরং স্বয়মুদ্বৃষ্টং যুগনাভ্যাগক্রসারেণ
বা সমেতং দেবাজে সর্বমুপলিপ্য তুলসী-
দলৈর্গুথিকাকরবীরনীলোৎপলকমলকোকনদ-
দ্রোণকুমুমকরবকদমনকগিরিকর্ণিকা-কেতকী-
দলপূর্বৈর্ধ্বাসম্ভবমভ্যর্চ্য দ্বাদশাঙ্করেন
পুরুষসৃঞ্জন বা নান্না বা ষোড়শোপচারেণ
বারাধ্য প্রণম্য নৃত্যং কৃত্বা দেবং ক্ষমাপয়েৎ ॥

তথা ত্রতানি চ বিচিত্রাণি নারায়ণপ্রীণনায়
কুর্ধ্যাৎ ॥ ৩৩

প্রসন্নো ভগবান মুনিমুপিত্তং পুত্রং যচ্ছতি
তদমুমারাদ্যযশ্বেতি দশরথমুক্তবান ॥ ৩৪

আপনি যুগপৎ শিব ও বিষ্ণুর পূজা করিয়া
সমস্ত একাদশীতে উপবাস করিবেন;
দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া
তৎকালভব কলমূল, অন্ন-ব্যঞ্জন ও
পুষ্পাদি প্রদান করিবেন। বিষ্ণুর অঙ্গে
প্রচুর পরিমাণে কপলাগাভীর ঘৃত,
মাখাইয়া যুগচূর্ণ লেপনপূর্বক সুগন্ধি জলে
বিষ্ণুকে স্নান করাইবেন। তৎপরে উৎকৃষ্ট
চন্দন, নিজে ঘাসিয়া লইয়া তাহাতে কঙ্করী
ও অশুকের সারভাগ মিশ্রিত করিয়া দেব
বিষ্ণুর অঙ্গে মাখাইয়া দিবেন। তাহার
পর প্রচুর তুলসীপত্র, যুধী, করবীর,
নীলোৎপল, কমল, রক্তপদ্ম, দ্রোণপুষ্প,
মরুপুষ্প, বক, দমনকপুষ্প গিরিকর্ণিকাপুষ্প,
কেতকীপুষ্প প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প দ্বারা
যথাবিধানে বিষ্ণুর পূজা করিবেন। দ্বাদ-
শাঙ্কর মন্ত্র, পুরুষসৃঞ্জ মন্ত্র, অথবা মাত্র
বিষ্ণুর নাম মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজানস্তর
প্রণাম করিয়া নৃত্যাস্তে ক্ষমা প্রার্থনা করি-
বেন। ২৬—৩২। নারায়ণের প্রীতি কামনায়
এইরূপ নানাবিধ ব্রত করিবেন। ভগবান্

স চাপি সাধ্যং ততঃ স্বাপ্য গন্ধাযোধ্যাঃ
তথা সর্বং কৃতবান ॥৩৫

অথ পুত্রকামেষ্টো সমাশ্ৰায়ামাহবনৌদাদ-
যজ্ঞো মূর্তিমান ভূতঃ শঙ্খচক্রগদাপাণিরূপ-
তিষ্ঠৎ ॥

রাজানং বরং যুগীষেভ্যাজুবান ॥৩৭

স চ রাজা বত্রে পুত্রানতিথার্শ্বিকান
দৌর্ধায়ুষশ্চতুরো লোকোপকারকান্ দেহীতি ॥

অথ রাজমহিষ্যশ্চতস্রঃ কৌশল্যা সুমিত্রা
সুরূপা সুবেবা চেতি রাজানমক্রবন্ দেবপ্রতি-
ঘোষমেকেন পুরেণ ভবিতব্যম্ ॥৩৯

অথ কোশল্যোবাচ ॥

এয যদি প্রসন্নো দেবস্তদয়মুৎপদ্যতাং মম ॥৪০
রাজোবাচ মম দিষ্টং তদয়ঃ প্রার্থ্যতে হরিঃ ॥

বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে অভীষ্ট পুত্র প্রদান করিয়া
ধাকেন ; অতএব আপনি উহাকে আরা-
ধনা করুন। দশরথ সাধের নিকট এই কথা
শ্রবণ করিয়া ঠাঁহাকে তদায় রাজ্যে প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া অযোধ্যায় আগমনপূর্বক ঠাঁহার
আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য করিলেন,
পুত্রকামনায় বিষ্ণুর উদ্দেশে যাগ করিলেন।
অনন্তর পুত্রোপ্তি যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যজ্ঞাগ্নি
হইতে শঙ্খ-চক্র-গদাহস্ত মূর্তিমান নারায়ণ
উথিত হইলেন। উথিত হইয়া রাজাকে
“বর প্রার্থনা কর” এই কথা বলিলেন।
রাজা প্রার্থনা করিলেন,—আমাকে দৌর্ধ-
জীবী লোকোপকারী অতি ধার্ম্মিক চারিটা
পুত্র দান করুন। অনন্তর কৌশল্যা,
সুমিত্রা, সুরূপা, সুবেশা, এই চারি রাজ-
মহিষী রাজার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—
আমাদের প্রত্যেকের গর্ভে যেন এক একটা
পুত্র জন্মে। অনন্তর কৌশল্যা বলিলেন,
যদি এই দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে
হীনই আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করুন। রাজা
বলিলেন,—ভাঁহা হয় ত আমার বড়ই
সৌভাগ্যের কথা, আচ্ছা আমি এই বিষ্ণুকে

বিষ্ণো প্রসাদ দেবেশ কমলাপতে শঙ্খ-
চক্রগদাধর বিভীষণসৃষ্টিসমস্তলোকপালাদি-
পুঞ্জিতপাদযুগল শাশ্বত হরে নমস্তে নমস্ত
এবং স্ততো ভগবানথ রাজানমাহ ॥ ৪২

মাধব উবাচ ॥

তব পুত্রো ভবিষ্যামি কৌশল্যায়ামথ
চক্রং প্রবিবেশ হরিস্তং চক্রং হি চতুর্কী
বিভজ্য ভাৰ্ঘ্যাভ্যো দন্তবান ॥ ৪৩

অথ কৌশল্যায়ঃ রামো লক্ষ্মণঃ সুমি-
ত্রায়ঃ সুরূপায়াং ভরতঃ সুবেশায়াং শক্রশ্নো
জজ্ঞে ॥ ৪৪

যাৎ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ পপাত ॥ অথ চতুরাননঃ
স্বয়মুপেত্য জাতকর্মাদিকাঃ ক্রিয়াশ্চক্রে ॥ ৪৫
ত্রিভুবনাভিন্নামতয়া রাম ইতি নাম চক্রে,
রূপশৌর্য্যাদিলক্ষ্মীযোগ্যতয়া লক্ষ্মণ ইতা-

প্রার্থনা করি। এই বলিয়া রাজা বিষ্ণুকে
স্তব করিতে লাগিলেন,—“হে বিষ্ণো!
হে দেবেশ! হে কমলাপতে! আপনি
প্রসন্ন হউন। হে শঙ্খ-চক্র গদাধর! আপ-
নাকে নমস্কার। হে অরিভয়ঙ্কর! এই জগ-
দ্বাসী সমস্ত লোক এমন কি লোকপালগণও
আপনার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন,
আপনি সনাতন দেব। হে হরে! আপ-
নাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। রাজা এই-
রূপে স্তব করিতে লাগিলে ভগবান ঠাঁহাকে
বলিলেন,—আচ্ছা, আমি কৌশল্যাগর্ভে
তোমার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব। এই
বলিয়া বিষ্ণু যজ্ঞিয় চক্রেতে প্রবেশ করিলেন।
রাজা সেই চক্র চারি-ভাগ করিয়া চারি
ভাৰ্ঘ্যাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর
কৌশল্যার গর্ভে রাম, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ,
সুরূপার গর্ভে ভরত, এবং সুবেশার গর্ভে
শক্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ঠাঁহাদের জন্ম-
কালে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে
লাগিল। অনন্তর স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া
ঠাঁহাদের জাতকর্মাদি সংস্কারকার্য্য
সম্পাদন করিলেন। ব্রহ্মা ঠাঁহাদের

পরন্তু, ভুবং ভায়ান্তারয়তীতি ভরতঃ, শক্রন হন্তীতি শক্রয় ইতি নামানি কৃষা ব্রহ্মা স্বভবনং জগাম শিশবশ্চ বৃদ্ধিমেষ ॥ ৪৬

অথ পাদসংকারিণং বালচন্দ্রদক্ষাশদর্শং বিশ্বাধরমুরতিলপ্রস্থননাসং পুরশ্চলিকা-লক্ষমানরত্নপত্রকং শ্রবণলোললক্ষমানকুণ্ডলং বক্ষঃস্থলবিচলিতস্থলমুক্তাহারং বিলসৎকার্ত্ত-স্বয়বাহুবলয়ং শিঞ্জমণিকঙ্কণরত্নাসুলীয়-হেম মণিরচিতশ্রোণীসূত্রং শিঞ্জরুপুরোপশোভিত-পাদমঙ্গুলীয়োপশোভিত--পাদ--মধ্যাসূলিকং বজ্রাক্ষুশ-সরোজলাঙ্ঘনশোভিতোক্ষ-পাদতলং তুণীরসদৃশজঙ্ঘাং করিকরসদৃশোক্ষং বিস্তৃত-জঘনং স্তম্ভমধ্যম্ ॥ বর্জুলাবর্তকং গভীর-

নামকরণ করিলেন, ত্রিভুবনের মধ্যে অতি রমণীয় বলিয়া জ্যেষ্ঠের নাম রাম রাখিলেন, সৌন্দর্য্য-শোভাাদি লক্ষ্যের আধার বলিয়া স্মৃতিভাগবতজাত সন্তানের নাম লক্ষণ, পৃথি-বীর ভায়ান্তরণ করিতে সমর্থ বলিয়া সুরপানন্দনের নাম ভরত এবং শক্র বধ করিতে নিপুণ বলিয়া সুবেশাপুত্রের নাম শক্রয় রাখিলেন। ব্রহ্মা নামকরণান্তে স্বভবনে গমন করিলেন। এদিকে বালক গণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৩৩—৪৬। অনন্তর রাম হাঁটিতে শিখিলেন, নবোদিত চন্দ্রের স্থায় তাঁহার অবয়ব অতি সুন্দর। তাঁহার অধর বিহকলের স্থায় আরক্ত; তিলফুলের স্থায় উন্নত নাসিকা; পুরো-ভাগে বিলম্বিত কেশদামে রত্নপদা দোহলা-মান; কর্ণে লোল কুণ্ডল এবং বক্ষঃস্থলে স্থল মুক্তাহার বিলম্বিত। তাঁহার দুই বাহুতে সুন্দর স্বর্ণবলয়, মণিকাঞ্চন ও রত্নাসুরীয়ক, কটাটতে সুবর্ণ মণিরচিত কটি-সূত্র; পদযুগল মধুরশব্দকারী নৃপুর দ্বারা শোভিত, চরণের মধ্যমা অঙ্গুলিতে মনো-হর অঙ্গুরীয়ক, পদতলে বজ্রাক্ষুশ-পদ্মচিহ্ন সুশোভিত। তুণীরতুল্য জঙ্ঘা, করিকরগুণের স্থায় উরু, বিস্তৃত জঘন, মধ্যভাগ অতি-

নাভিমিশ্রনৌশিশলাবিশালবক্ষঃস্থলং বধুগ্রীবং চন্দ্রবিহঙ্গসদৃশবদনমর্দ্বন্দ্বেন্দ্রসদৃশললাটং নীল-কুটিলকুণ্ডলং ক্রৌড়াসক্তং ধূলিভরিপাণ্ডুরং ফুল্পপদ্মদলারক্তবিলোললোচনং মহেশ্বর-মিবোদ্ধুলিতভূক্তিং মহেশ্বরমিব দিগম্বরং রামং কুমারং রাজা দশরথো দৃষ্ট্বা হর্ষপরিপূর্ণ-হৃদয়ঃ পুত্রমালিন্দ্য চূড়িতা বক্ষস্তালিলিঙ্গ দৃঢ়ম্ ॥ ৪৭

অথ কুমারোহপি পার্শ্বেনাক্ষমারোপ্য কল-কলিতলোচনো যৎকিঞ্চিৎপূবাচ যাচমানমিত-স্ততো বৌক্ষ্যমাণস্তাত গচ্ছে শয়ে তাত ক্রৌড়ামি তাতেত্যাদি পুত্রসুখমন্তুভুয়ান্তুয় নির্বৃতিং যযৌ। অথ কদাচিত্তোক্তুম্যাগতে রাজনি রামচন্দ্রো বালক্রৌড়াসক্তহৃদয়ো বহু-ক্রৌড়নককরকমল উৎপ্লুতধাবমানো নরপতি-

স্তম্ভ; নাভিগর্ভ গোলাকার ও গভীর, বক্ষঃস্থল ইন্দ্রনীলমণিরয় কলকের স্থায় বিশাল, শব্দে স্থায় গ্রীবা, পূর্ণচন্দ্রের স্থায় বদন, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাট, মস্তকের কেশদাম নীল কুটিল; তাঁহার চঞ্চল নয়ন বিকসিত রক্তপদের স্থায় লোহিতবর্ণ; মহেশ্বরের স্থায় দিগম্বর বেশে তিনি সর্বাঙ্গে ধূলি মাখিয়া সর্বাঙ্গে ভস্মবলিত মহেশ্বরের স্থায় ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন। তদর্শনে রাজা দশরথের আনন্দের সীমা রহিল না; হর্ষ-প্লুত হৃদয়ে তিনি পুত্রকে জোড়ে করিয়া কখন চুদন, কখন বুকে করিয়া গাঢ় আলি-দন করিতে লাগিলেন। কুমার রামও কখন পার্শ্বদেশ দিয়া রাজার অঙ্গে আরো-হণ করেন; কত কি পিতার কাছে আকার করেন; রাজার সর্বাঙ্গ পুত্রের দিকে দৃষ্টি; পুত্রও “বাবা! যাই বাবা! ওই, বাবা। খেলা করি,” ইত্যাদিরূপে কত কথা বলেন। রাজা পুত্র পাইয়া বড়ই সুখী; সুখের পর সুখ, কত সুখ কত তৃপ্তি অল্পভব করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা ভোজন করিতে বসিয়াছেন, সম্মুখে মণিধাচক্র

ପୁରୀସ୍ଥିତମପିଧାଚିତସୁବର୍ଣ୍ଣତାଞ୍ଜନସ୍ତମସଂ ବାମ-
କରେଣ ଗୃହୀତ୍ବା ରାଜମି ଚିକ୍ଷେପ । ୫୮

ଇଦମପି ରାଜା ସୁଧାୟ ଯେନ ଏତାଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ-
ସ୍ଥାନି ଚକାର ରାମଚକ୍ରେ । ୫୯

ଅଥ କଦାଚିଞ୍ଚ ଜ୍ଞୌଢ଼ମାନେ ରାମେ ବାତ୍ୟା
ରାମମପାତୟଦ୍ରାମଞ୍ଚ କ୍ରଦନ୍ନପତଂ । ୬୦

ଏତସ୍ମିନ୍ନନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସୋ ରାମମଗୃହ୍ଣା-
ଦ୍ରାମଞ୍ଚ ମୁର୍ଚ୍ଛାମାପ ହ । ୬୧

ଅଥ ସହଚରୋ ବାଳ ଇତନ୍ତତୋ ରୋକ୍ଷୟାଣୋ
ରାମଂ ତଥାବିଧଂ ରାଜେ ବ୍ୟାଞ୍ଜାପୟଂ । ୬୨

ଅଥ ରାଜା ରାମମାଦାୟ ବସିଷ୍ଠମାହ କିମିଦଂ
ରାମସ୍ତୋତି ପ୍ରସଞ୍ଚ । ୬୩

ଅଥ ବସିଷ୍ଠୋ ତସ୍ମାଦାୟାଭିମନ୍ତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ-
ରାକ୍ଷସଂ ମୋଚୟାମାସ ପ୍ରସଞ୍ଚ କୋ ଭବାନିତି । ୬୪

ସୁବର୍ଣ୍ଣପାତ୍ରେ ଅଗ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଟାଣିଆଛେ, ରାଜା
ଆହାର କରିତେଛେନ, ଏମତ ସମୟେ ରାମଚକ୍ରେ
ଖେଳା କରିତେ କରିତେ କତକଞ୍ଚୁଳି ଖେଳନା-
ଞ୍ଜବ୍ୟ ହାତେ କରିୟା ଲାଫାହିତେ ଲାଫାହିତେ
ପିତାହର ନିକଟେ ଦୋଢ଼ିୟା ଆସିୟା ସମ୍ଭୁଷିତ
ଅଗ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାମହସ୍ତେ ଲଈୟା ରାଜାର ଗାତ୍ରେ
ନିକ୍ଷେପ କରିଲେନ । ରାଜାର ତାହାତେହି
କତ ଅନନ୍ଦ । ରାମଚକ୍ରେ ଏହିରୂପ ଆରଠ କତ
ଖେଳା କରିୟାହିଲେନ । ଏକାଦିନ ରାମ ଖେଳା
କରିତେଛେନ, ଏମନ ସମୟେ ଏକରୂପ ବାତାସ
ଆସିୟା ତାହାକେ ଫେଲିୟା ଦିଲ ; ରାମ
ପଢ଼ିୟା ଗିୟା କାନ୍ଦିତେ ଲାଗିଲେନ । ଇତ୍ୟା-
ସରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଆସିୟା ରାମକେ ଗ୍ରହଣ
କରିଲ ; ରାମ ମୁର୍ଚ୍ଛିତ ହଇଲେନ । ଊହାର
ସହଚର ଅସ୍ତ୍ରାନ୍ତ ବାଳକେରା ଊହାର ଏହିରୂପ
ଅବସ୍ଥା ଦେଖିୟା ଚାଟକାର କରିତେ କରିତେ
ରାଜାର କାଛେ ଗିୟା ରାମେର ଏହିରୂପ ଅବସ୍ଥାର
କଥା ବାଲିଲ । ଅନନ୍ତର ରାଜା ତାତାତାଢ଼ି
ଆସିୟା ମୁର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାର ରାମକେ ଲଈୟା
ବସିଷ୍ଠଦେବେର ନିକଟେ ଗମନ କରିଲେନ ଏବଂ
“ରାମେର ଏ କି ହଇନ,” ବାଲିୟା ଊହାକେ ପ୍ରଶ୍ନ
କରିଲେନ । ୫୭—୬୦ । ବସିଷ୍ଠଦେବ ରାମେର
ଗାତ୍ରେ ଯଜ୍ଞପୁତ ତସ୍ମ ନିକ୍ଷେପ କରିୟା ବ୍ରହ୍ମ-

ସ ଚାହାଞ୍ଚେ ବେଦଗର୍ବିତୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ବହୁଃ
ପରଧନମପହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସୋ ଜାତୋ ଯେ
ନିକ୍ରାନ୍ତିଃ ବିଚାରୟ । ୬୫

ବସିଷ୍ଠ ଉବାଚ ।

ଇଦମିତଃ ପରମେକବର୍ଷଶତୋପତୋଗ୍ୟଃ ରାକ୍ଷ-
ସଂସଂ ନରକମ୍ । ୬୬

ଭାଗିରଥୀସ୍ନାନମେକଂ ଶିବାୟ ବିଷ୍ଣୁପଞ୍ଚଶତଂ
ସମର୍ପ୍ୟ ତତଃ ସ୍ନାତ୍ବା ପାପାଦ୍ଵିମୁକ୍ତୋ ଭବସୌତି ।
କଦାଚିତ୍ତାଦୃଶଂ କୃତପୁଣ୍ୟଂ ତବ ପଦଂ ପ୍ରସଞ୍ଚାମି
ତଦ୍ଘ୍ନିମି ଶିଷ୍ଟଗତିଂ ଭଞ୍ଜେତି ବସିଷ୍ଠବାକ୍ୟ-
ମାକର୍ଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସୋ ବସିଷ୍ଠୋପଦିଷ୍ଠପୁଣ୍ୟବିଶା-
ଦିଦ୍ୟାଶରୀରୋ ଭୃତ୍ବା ନମଃକ୍ତ୍ବା ଶ୍ଵର୍ଗଂ ଜଗାମ । ୬୭

ଅଥ ରାମଂ ପ୍ରାପ୍ତେ କାଳ ଉପନୀୟ ବସିଷ୍ଠୋ
ବେଦାନନ୍ଦ୍ୟାପୟାମାସ ସଢ଼ଞ୍ଜାନି ସ୍ତ୍ରୀମାଂସାହସ୍ୟଂ
ନୀତିଶାନ୍ତଂ ଚାଧ୍ୟାପୟାମାସ । ୬୮

ରାକ୍ଷସ ହଇତେ ମୁକ୍ତ କରିଲେନ ; ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ
ରାମକେ ଛାଡ଼ିୟା ଦିଲେ ବସିଷ୍ଠ ତାହାକେ
ଜିଞ୍ଜାସା କରିଲେନ,—“ତୁମି କେ ?” ବ୍ରହ୍ମ-
ରାକ୍ଷସ ଉତ୍ତର କରିଲ, ଆମି ଏକଜନ ବେଦ-
ଗର୍ବିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ; ବହୁବାର ପରସ୍ତ ଅପହରଣ
କରାତେ ଆମି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ହଇୟାହି ; ଏକ୍ଷ୍ଣେ
ଆମାର ଉଦ୍ଧାରେର ଉପାୟ କି ? ତାହା ବଲୁନ ।
ବସିଷ୍ଠ ବାଲିଲେନ,—ଏଥନଠ ତୋମାକେ ଏକ-
ଶତ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଥାକିୟା ନରକେ ବାସ କଲିତେ ।
ହଇବେ । ତବେ ଯଦି ଏକବାର ଗଞ୍ଜାସ୍ନାନ
କରିୟା ଶିବକେ ଏକଶତ ବିଷ୍ଣୁପତ୍ର ପ୍ରଦାନ-
ପୂର୍ବକ ପୁନଃନୀର ସ୍ନାନ କରିତେ ପାର, ତାହା
ହଇଲେ ପାପମୁକ୍ତ ହଇବେ । ଆର ଆମି
ତୋମାକେ ହସ୍ତ ତ କୋନ ପୁଣ୍ୟମୟ ଧାମେ ପ୍ରେରଣ
କରିତେ ପାରିବ । ତୁମି ଏଥନ ହଇତେ ଶିଷ୍ଟ-
ଭାବ ଧାରଣ କର, କାହାରଠ ଉପରେ ଅତ୍ୟା-
ଚାର କରିଠ ନା । ବସିଷ୍ଠେର ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ
କରିୟା ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ବସିଷ୍ଠେର ଉପଦେଶ ଯତ
ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରାତେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହଇୟା
ବସିଷ୍ଠକେ ନମଃକାରପୂର୍ବକ ଶ୍ଵର୍ଗେ ଗମନ କରିଲ ।
ଅନନ୍ତର ରାମେର ଉପନୟନେର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ
“ହଇଲେ ବସିଷ୍ଠଦେବ ଊହାକେ ଉପନୟନ ଦିୟା

অথ ধনুর্বেদমাযুর্বেদং ভরতগান্ধর্ববান্ধ-
শাকুনবিবিধযুদ্ধশাস্ত্রাণি চ ॥ ৫২

অথ বিবাহং বর্ভুকামেন রাজ্ঞা দশরথেন
নানাদেশজনপতীন প্রতি দূতাঃ প্রেরিতাঃ ॥ ৬০

অথ কশ্চিচ্ছৌভ্রমাগতা রাজানমিদমববী-
জাজন বিদর্ভদেশাধিপতির্বেদেহো নাম রাজা
তস্ত পুত্রৌ বৈদেহৌ হোমলক্ষা রূপেণ লক্ষ্মীসমা
সর্কলক্ষণসম্পন্নী রামযোগ্যা বিদ্যতে স চ
তাং দাতুং রাজা রামায়োদযুক্তস্তদগম্যতাং
নীভ্রমিতি ॥ ৬১

অথ বসিষ্ঠাদান প্রেরয়ামাস তে চ তত্র
গত্বা তান্ধ নিরীক্ষ্য লগ্নং নিশ্চিত্যাযোধ্যায়া-
মেত্য রাজান মুক্তা রামসংহিতাঃ পৃথ্বীপতি-
সমেতাঃ শীঘ্রং বিবিধকরিতুরগশকটশিবিকা-

যড়ঙ্গ বেদ, দ্বিবিধ যৌমাংশাস্ত্র ও নীতি-
শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। রাম বশিষ্ঠের
নিকট উক্ত শাস্ত্র শিক্ষার পরে ধনুর্বেদ,
আয়ুর্বেদ, নাট্যশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, বাণ্যবিদ্যা,
সামুদ্রিক ও নানাবিধ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করি-
লেন। অনন্তর রাজা দশরথ রামের বিবাহ
দিবার অভিপ্রায় করিয়া ভাল কথার সন্ধান
লইবার জন্ত নানাদেশীয় রাজাদিগের
নিকটে দূত পাঠাইলেন। এক দূত অবি-
লম্বে প্রত্যাগমন করিয়া রাজাকে সংবাদ
দিল,—রাজন! বিদর্ভ দেশের রাজা
বিদেহের একটি কন্যা আছে; সেটিকে
তিনি যজ্ঞ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন; কন্যাটি
রূপে লক্ষ্মীতুল্যা, সর্কলক্ষণসম্পন্নী, সর্কংশে
আপনার রামের উপযুক্ত; সেই রাজাও
রামকে কন্যাটি দান করিতে উদ্যুক্ত
আছেন, অতএব সত্বর হউন। ৫৪—৬২।
রাজা দশরথ দূতমুখে এই বৃত্তান্ত অবগত
হইয়া বশিষ্ঠাদিকে তথায় প্রেরণ করিলেন;
বশিষ্ঠপ্রভৃতি তথায় কন্যা দেখিয়া লগ্নপত্র স্থির
করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে
সংবাদ দিলেন। রাজা দশরথ বশিষ্ঠাদির
মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া রামাদিকে সঙ্গে

ন্দোলিকান্তিরতিসুভগরূপভোগ-বিলাসক্রিয়া-
নিপুণা হি বিদিত্তিববিধচেষ্টা গন্ধর্ষকামশাস্ত্র-
কুশলা মুহকঠিনপৃথুপয়োধরাসন্নকর্থাঃ স্থূল-
স্থল্লললাটবিন্দদশনচ্ছদমুখপঙ্কজাঃ কুটিল-
কুস্তলদীর্ঘকেশধাম্মলাঃ কনকপত্রকর্ণাঃ স্নান-
চেঃয়োথিতরোমশোভিতা জপারক্তদশনা
বিশদবিস্ফুরচ্ছকরালোচনাঃ শুক্রিকাসদৃশ-
শ্রবণা নক্ষত্রসদৃশস্থূলমুক্তাফলোপশোভিত-
নাসাপুটা মুকুরসদৃশকপোলাস্তিলপ্রস্থন-
নাসিকা আনন্মধ্যপ্রদেশচূচুকা ইন্দ্রগোপ-
প্রতীকীশাধরপুটদশনক্ধতাঃ সমদীর্ঘকাক-
প্রদর্শনাস্থিত--সর্কপ্রদেশবর্ভুলানতিমাংসলাঃ

লইয়া বহুবধ-লোক-সমভিব্যাহারে পুঞ্জের
বিবাহ দিবার নিমিত্ত মিথিলায় যাত্রা করি-
লেন; সঙ্গে বহুবধ যান-বাহন চলিল;
বিবাহমঙ্গলকর্ম্য করিবার নিমিত্ত বহুতর
নারীও হাতী, ঘোড়া, গাড়া, পাকী ও
ডুলীতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে
গমন করিলেন। সেই রমণীগণ সকলেই
রূপবতী, সকলেই বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিতা;
সেই বিলাসিনীরা সকলেই সুচতুরা কার্য্য-
দক্ষা সঙ্গীত ও কামশাস্ত্রোবশেষ ব্যুৎপন্নী;
হাংদের কোমল কঠিন পীনপয়োধর উচ্চ-
তায় কর্ণদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; তাঁহাদের
ললাট স্থূল স্থল্ল, অধরঃ বিহ্বোপম এবং
মুগ্মগুল প্রফুল্ল-কমলতুল্যা। তাঁহাদের
কুটিল কুস্তল ও দীর্ঘ কেশদাম বেণীবন্ধ, কর্ণে
সুবর্ণময় পত্র, সদ্যঃস্নাত বলিয়া তাঁহাদের
শরীর রোমাঞ্চিত, দস্ত জবাফুলের স্তায়
আরক্ত, নয়ন শফরী-মংস্তের স্তায় বিশদ
চঞ্চল; কর্ণ ঝিল্লকের স্তায়, নাসা নক্ষত্রতুল্যা
স্থূল মুক্তায় সুশোভিত; গণ্ডস্থল দর্পণের
স্তায় স্বচ্ছ, নাসিকা তিলফুলের স্তায়, স্তনাগ্র-
মধ্যভাগ ঈষৎ আনত (ডোব খাওয়া);
অধরের দস্তক্ধতচ্ছ ইন্দ্রগোপকোটের স্তায়
প্রতীয়মান। সর্কাক্ষ হষ্ট-পুষ্ট মানান-সই
দীর্ঘ ও বর্ভুল, কিন্তু অতি মাংসলু নহে।

পিণ্ডকাগ্রস্থিনীব্যো বলিতবাহুমালা অনতিচির-
কালোখিতরোমতয়া হরিদ্রাবর্ণতয়া চ কর্ণি-
কান্নদলসদৃশবাহুমালা মুহুর্নিক্ণবর্তুলস্বস্মমধ্য
প্রদেশাঃ কঠিনস্থলবর্তুলামময়চূচকপরস্পরস্বা-
নাক্রমণস্পর্কপয়োধরমধ্যলক্ষপদক-পয়োধরো-
পরিচঞ্চল-বিবিধমণিময়হারোপশোভিতবক্ষঃ-
স্থলাঃ পয়োধরপরিতো লক্ষপদতয়া তরুণ-
দৃষ্টিপরস্পরয়াসমানয়া নাভিকূশোপরিতন-
রোম-রাজ্যোপশোভিতোদর-প্রদেশাভজ্য-
মানমধ্যস্থলীকরণ এব বলীত্রয়োপশোভিতা
মুষ্টিগ্রাহমধ্যাঃ করিকরোপমজঘনপ্রদেশা
আরোমশমুহুর্নিক্ণামলাসমজাঘাঃ কদলীস্তস্ত-

পন্নিধেয়-বসনের নীবিগ্রস্থি বং
বাহুয় অগ্রভাগ ঈষৎ আনত, হরিদ্রার স্নায়
বর্ণ এবং রোমের উপগম হইতেছে বলিয়া
ঊর্ধ্বাঙ্গের কক্ষদেশ (বগল) কর্ণকায়-
কুম্বমের পাপড়ির স্নায় শোভা পাইতেছিল,
মধ্যভাগ কোমল স্নিক্ণ বর্তুল ও ক্ষীণ।
ঊর্ধ্বাঙ্গের আময় চূচক স্থল কঠিন বর্তুলা-
কার পয়োধরযুগল এতই ঘনসন্নিবিষ্ট যে,
দেখিলে বোধ হয় যেন স্পর্কাসহকারে উভয়ে
উভয়ের স্থান আক্রমণ করিতেছে; বক্ষঃস্থল
বিলম্বিত বিবিধ-মণিময় বহুগুণিত হারের
মধ্যবস্তী গুণ সেই ঘনসন্নিবিষ্ট স্তনযুগলের
অস্তরালে স্থান না পাইয়া উপরিভাগে স্থলিয়া
স্থলিয়া বক্ষঃস্থলের শোভা বাড়াইতেছিল।
নাভিকূশের উপরি ভাগে অচিরোদগত
রোমরাজি, সমশ্রেণীতে উর্দ্ধদিকে উখিত
হইয়া শোভা পাইতেছিল, দেখিলে বোধ
হয় যেন যুবকদিগের দৃষ্টিরাজি স্তনোপরি
আশ্রয় না পাইয়া নিম্নে উর্দ্ধাভিমুখী হইয়া
শোভা পাইতেছে। মধ্যভাগ ভাঙ্গিয়া
যাইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া কেহ যেন
ত্রিবলী দ্বারা বন্ধন করিয়া মধ্যভাগকে স্পৃদূত
করিয়া রাখিয়াছে। কলে ঊর্ধ্বাঙ্গের মধ্য-
ভাগ মুষ্টি দ্বারা অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে
পারে; ঊর্ধ্বাঙ্গের নিতম্বের পশ্চাদ্ভাগ হস্ত-

সন্নিভোকয়ুগলা আময়জাম্বকশকুং শবতু ল-
পিণ্ডিকারহিতজ্জ্বা আময়গুলফা আস্থস্ব-
স্নিক্ণাদীর্ঘদীর্ঘাঙ্গুলিপাদা নুপুরবাহুয়মানমদনা
হংসমতজ্জগমনা দক্ষিণাকৃষ্টস্পর্শিকচ্ছাগ্রা
উপরিবচ্ছঃ নীবিং কৃত্বা করদ্বয়যুতা বস্ত্র-
প্রদেশকঠম প্রাবৃত্যাপন্নবসনপন্নিতাগাবৃত্তস্তন-
বসনাপন্নভাগে বামাংস এব দক্ষিণ-
পার্শ্বাগতেন দশাভাগেন নাভিপ্রান্তেন
প্রবিশিনোপশোভিত--গাত্র-বষ্টয়োঘোষিতে
বিবাহমঙ্গলকর্মকরণায়ানেকশ আগচ্ছন। ৬২

গুণের স্নায় প্রতীয়মান। ঊর্ধ্বাঙ্গের কোমল
স্নিক্ণ অসমান নির্মল জাহুতে অল্প অল্প
রোমোপগম হইতেছে। ঊর্ধ্বাঙ্গের উর্ধ্ব-
যুগল; কদলীকাণ্ডের স্নায় জাহুর অগ্রভাগ
উর্ধ্ব আয়তন হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া
গিয়াছে। জ্জ্বা বর্তুল অথচ পিণ্ডাকৃতি
নহে। পায়ের গ্রন্থি আময়। পায়ের
অঙ্গুলিগুলি অপেক্ষাকৃত সরু অথচ তত
দীর্ঘ নহে এবং স্নিক্ণ। ঊর্ধ্বাঙ্গের চরণে নুপুর
বাজতোছিল,—সেই নুপুররবে যেন কাম-
দেব আহুত হইতোছিলেন। ঊর্ধ্বাঙ্গের গতি,
হংস ও মাতঙ্গের স্নায়; ঊর্ধ্বাঙ্গের কৌচার
অগ্রভাগ, চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত স্পর্শ
করিয়াছে, বস্ত্রের খুট কৌচার আবৃত।
গায়ে কাঁচুলি। কাঁচুলি-শোভিত বামস্বক্ষে
পরিধানবস্ত্রের কৌচার অবশিষ্ট অংশ, দক্ষিণ
পার্শ্ব দিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে আবার
সেই বামস্বক্ষে হইতে সেই বস্ত্রের শেষ প্রান্ত-
টুকু লইয়া নাভির নিকট পরিধানবস্ত্রের
বন্ধনমধ্যে প্রবেশিত করা হইয়াছে; কিন্তু
হস্তদ্বয়, কণ্ঠ এবং উদর প্রভৃতি স্থান পরি-
ধান বস্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত নহে। (তাহার
আবরণ কার্য কাঁচুলিদ্বারা সম্পাদিত হইয়া
ছিল) (১) এবংবিধ বহুতর রমণী বিবাহমঙ্গল

(১) এইস্থলে বুঝিতে হইবে, ঊর্ধ্বাঙ্গের মধ্য-
রাস্ত্রীয় স্ত্রীলোকদিগের স্নায় বস্ত্র পরিধান ও
বেশভূষা করিয়াছিলেন।

বালিকাশ্চ বিদ্যাজ্ঞানশোভিতগ
যষ্টয় উত্তরকুচকমলকুটালবিবিধহারোপী-
শোভিতবকসো যৎকিঞ্চিদ্ধারিণোহতিচপল-
যুগতয়ো বৃদ্ধবনিভাশ্চ গচ্ছন ॥ ৬০

অথ বিদেহপুরতঃ ক্রোশমাংজে চূতবনি-
কায়ঃ বিবিধবিটপ-বিল্লার-প্রদেশ বিবিধ-
বিহঙ্গ-কৃষ্ণভাকর্ণমস্তকর্ণ-বনচবিশশাবক্যাং
মহাভাজতনির্শিতোচ্চনৌচপ্রাসাদোপশোভিত-
প্রদেশবিবিধবিহঙ্গায়াঃ হেমবকুলসংবীত-
ভসিতোল্ললিতশরীরজটিল-মুনিগণধ্যানোপা-
সনোপশোভিত-বৃক্ষমালায়াঃ বিবিধ-বিদ্যা-
ধরবধু-স্তনভার্য্যভিভূত-বিরচিত-তরঙ্গসরসী-

করিবায় নিমিত্ত ঠাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিয়া-
ছিলেন; কতকগুলি বালিকা ঠাঁহাদের
সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের শরীরকান্তি
সৌন্দামিনীর স্তায়-সমুজ্জল, কুচকমল মাং
বিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তহুপরি
বিবিধ হার বিলম্বিত 'ধাকায় বক্'স্থলের
অপূর্ক শোভা হইয়াছিল। তাহাদের গতি
অতি চঞ্চল অথচ মনোহর। তাহাদের
কথাবর্তী শিশুদিগের মত অসম্বন্ধ। কতক-
গুলি বৃদ্ধা রমণীও সেই সঙ্গে যাত্রা করিয়া-
ছিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ বিদেহনগরে
পৌছিয়া বিদেহরাজার ভবনের এককোশ
দূরে এক 'আম্রকাননে মজ্জী, পুরোহিত ও
রামাদির সহিত উপনিবেশ সংস্থাপনপূর্বক
সুখে অবস্থিত করিলেন। তথায় সুবর্ণ-
নির্মিত বিবিধ-অট্টালিকাসমূহ সুসজ্জিত
ছিল; তরুসাজির বিস্তৃত শাখাসমূহে বিবিধ
বিহঙ্গ কূজন করিতেছিল, কাননমধ্যচারী
হরিশ-শাবকেরা একমনে সেই পঙ্করব
শুনিতেছিল; বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া
সর্ব্বাঙ্গে ভ্রম্মধবলিত সুবর্ণবকুলপরিধায়ী
জটধারী মুনিগণ ধ্যান ও উপাসনা করিতে-
ছিলেন। বহুতর বিদ্যাধরবধুয়া আসিয়া
তথাকার সরোবরে স্নান করিতেছিলেন।
সরোবরের তরঙ্গমালা ঠাঁহাদের উন্নত

যুভায়াংসরস্তীরমিলিতসৈরজৌযুবতি-ভিন্নারুয়-
মানতরুণজনয়াঃ নানাবর্ণ-কুসুমসৌরভ-
বাসিতাশেবপ্রদেশায়ামিত্তত্তে। শিরঃসয়া
প্রদর্শিতফারশকরীবিলাচনতরলচন্দ্রা প্রভা-
বিলসিত-শরীরবেষ্টাজনয়াঃ বিবিধাশ্চর্ধ্য-
যুভায়াঃ দশরথঃ সামাত্য-পুরোহিতাভিরাম-
রামাদিপুত্রসহিতঃ স্তম্ববাস ॥ ৬৪

অথ বৈদোহোহপি মিথিলাং নানাপতাকো-
পশোভিতাঃ বিবিধপ্রাসাদগোপুরাং দেবভায়-
ভনোপশোভিতাযস্তোজ্ঞ-কেলি--চতুরযুবতি-
জনানুকৌর্ণাশূরী-বিরচিতমহাপ্রায়াঃ সুকেলি-
জনোপশোভিতবিশিখাঃ বিবিধপণ্যোপ-
শোভিতরথ্যাঃ তত্র ব্রহ্মছোবশোভিতমঠাং
প্রতিমন্দিরঃ মীমাংসাদিবিদ্যাধ্যানসম্পাদ-

পয়োধরভারে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতেছিল।
ব্যভিচারিণী যুবতীরা সরোবরতীরে আগ-
মন করিয়া যুবকদিগকে আহ্বান করিতে-
ছিল। তজ্জন্ম সমস্ত প্রদেশ নানাবর্ণ বিবিধ
বনকুসুমে সুবাসিত হইয়াছিল। বারনারী-
গণ উজ্জলবেশে বিভূষিত হইয়া তথায়
অবস্থানপূর্বক কুৎসিতাভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ
শফরীচঞ্চল বিশাল নেত্রে কটাক্ষবিক্ষেপ
করিতেছিল। এবং সেইস্থানে আরও
বিবিধ অদ্ভুত দৃশ্যও ছিল। এদিকে বিদেহ-
রাজ মিথিলানগরী নানাবিধ পতাকায় সুশো-
ভিত করিলেন। তথায় অনেক অট্টালিকা,
বহুতর সিংহদ্বার, স্থানে স্থানে সুন্দর দেবা-
লয় এবং পথিকদিগের তৃষ্ণানিবারণার্থ
উশীরবিরচিত সুবৃহৎ পানীয়শালা, স্থাপন
করিয়াছিলেন; পরম্পর-বলাসক্রৌড়া-নিরতা
বহুতর সুচতুরা যুবতী এবং প্রত্যেক রাস্তা-
তেই ক্রৌড়ালোলুপ জনগণ আমোদ করিতে-
ছিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান, দোকানে
নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সজ্জিত রাখিয়াছে। স্থানে
স্থানে বেদবিদ্যালয়; তথায় অনবরত বেদ-
পাঠ হইতেছে। প্রত্যেক মন্দিরে মীমাং-

সৌমাধ্যয়নাঃ সুপুণ্যহবির্গন্ধসামাদিশ্বরপদক্রম-
 ঞ্চিত্ত্রিক্রাঙ্গণবাটিকামনেকপরিবৃতমন্দির-প্রবেশ
 নিক্রীতাঙ্কুর-কুসুমামক্ষর্ষ্যবেষাঃ মুহূৰ্ণবসন-
 তাশূলরক্তদন্তচ্ছদকামিনীঃ মুহূৰ্ণবচন-
 বচন--করসংজ্ঞা বিরিং-প্রতিবচন-বিবিধো-
 পায়নাহরণকরজনোপশোভিতাঃ মুহূৰ্ণবল-
 জঘন-পরিবীত-বস্ত্রোপরিভাগেন স্নিগ্ধবর্জুল-
 পরম্পর-সজ্জর্ষণয়োধর-মধ্য-প্রদেশশোভিত-
 বামাংসকর্ণোপশোভিতবনিতাং বিবিধমুক্তা-

সাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইতেছে। প্রত্যেক
 ব্রাহ্মণের বাঙীতে সামাদি বেদ মন্ত্র উচ্চা-
 রণের স্বর শ্রবণগোচর হইতেছে, এবং
 যজ্ঞয় হবির গন্ধ বহির্গত হইতেছে। তথায়
 বহুতর ধনী লোকের বাস ; প্রত্যেক ধনি-
 লোকের বাঙীতে প্রবেশ করিতে গেলে,
 দ্বারদেশে অঙ্কুরপুষ্প সাজান রহিয়াছে দেখা
 যায় ; তথায় যাজ্ঞিকলোকের তই বাহুল্য
 যে, গমন করিলে মনে হয়, নগরী যেন
 যাজ্ঞিক-বেশে বিরাজ করিতেছে। তথা-
 কার রমণীগণ কোমল বসন পরিধান করে,
 সর্বদা অধর তাশূলরাগে রঞ্জিত করে ;
 সেখানে লোকে লোকারণ্য। নানাদিক্
 হইতে জনগণ বিবিধ উপঢোকন হস্তে উপ-
 স্থিত হইতেছে। লোকের কোলাহলে
 কাহারও কথা শুনা যায় না ; কোথাও তাহা-
 দিগকে হস্ত-সঙ্কেতে উত্তর দেওয়া হইতেছে,
 কোথাও বা উচ্চ কথায়, কোথাও ধীরে ধীরে
 কোমল কথায় লোকের কোলাহল নিবারণ
 করা হইতেছে। রমণীগণ কটীভটে পরিহিত
 কোমল শ্বেত বসনের অঞ্চল দ্বারা, পৃষ্ঠ-
 দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া বামকক্ষ ও কণ্ঠ বেষ্টন-
 পূর্বক স্নিগ্ধ বর্জুল পরম্পর ঘনসন্নবিষ্ট স্তন-
 যুগল আবরণ করিয়া ঐ বস্ত্রাঞ্চলের অগ্রভাগ
 উদয়ের মধ্যবর্তী বস্ত্রাঞ্চলের অভ্যন্তরে
 প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। যেখানে দৃষ্টিপাত
 করা যায়, সেখানেই বিবিধ বেশভূষায় সুস-
 জ্জিতা রমণী ; তাহাদের গলে বিবিধ মুক্তা-

হারজপাসঙ্কাশদশনচ্ছদমল্লাস-মালাকারসহ-
 শ্রোপশোভিতাঃ পুণ্যাসবসাধনমন্দিয়াঃ তত্র
 তত্র বিচিত্রে-তোরণাঃ বিশুদ্ধবীথিকাং তত্র তত্র
 স্থাপিতকল্পপাদপাং রস্তাবিভূষিতদ্বায়াং পুরীং
 শোভিতাং শোভয়ামাস ॥ ৬৫

অর্থাৎকলনাথঃ বিলাসিত্তো নিশাদূর্বা-
 ক্ষত--মন্ত্রমঙ্গলকজ্জলিতকৈশিক--ধর্ম্মগ্নতৈল-
 গ্রন্থিতজটোপশোভিতসৌমস্তনীর্ষশোভিতনাসা-
 মুখবিচিত্রাস্তরণা হেমপাতাবস্থিতাজ্যগুণ্ডগুণ্ড-
 ফলাদিসৌভাগ্যদ্রব্যামুহূৰ্ণস্বীভিঃ স্ত্রীভিরস্তৈ-
 রপি শোভিতজনেঃ স রাজা নির্জগাম ॥ ৬৬
 তদানীং মঙ্গলতুর্ধ্যাঘোষা দেবত্বস্তুতি-
 ভেরিনিগণমর্দলশঙ্খাদিনাদাঃ প্রাহর্ষভুবুঃ ॥ ৬৭

হার ; জবাফুলের ছায় রক্তবর্ণ অধরের মন্দ
 হাস্যই কেবল দৃষ্টিগোচর হয় ; স্থানে স্থানে
 বীধাচারীদের পবিত্র সুরাশোধান মন্দির ;
 স্থানে স্থানে বিচিত্র তোরণ, সর্বত্র পথ সুস-
 জ্জিত ; স্থানে স্থানে কল্পবৃক্ষ স্থাপিত ;
 দ্বারসকল কদলীবৃক্ষে বিভূষিত। অনন্তর
 রাজা দশরথ বরের সহিত উপস্থিত
 হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া বিদেহরাজা বরকে
 মাঙ্গল্য ক্রিয়াপূর্বক প্রত্যাদ্গমন করি-
 বার নিমিত্ত রমণীগণ সমভিব্যাহারে বহু-
 তর সুসজ্জিত লোক সঙ্গে লইয়া বাটী
 হইতে বাহির্গত হইলেন। রমণীগণ
 সূচাক্রুরূপে কেশবন্ধনপূর্বক সর্বাঙ্গে অল-
 ক্ষারে বিভূষিত হইলেন ; নাসিকায়
 বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। তাঁহাদের
 তৈলচক্রণ বন্ধ কেশধাম সীমস্তে বিভূষিত ;
 হস্তে হরিদ্রা, দূর্বা, আতপ তণ্ডুল, স্মৃত
 গুণ্ডুলপূর্ণ সুবর্ণপাত্র এবং কল প্রভৃতি নানা-
 বিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য, নয়নে কজ্জল। তাঁহার,
 রামকে প্রত্যাদ্গমন করিয়া লইবার নিমিত্ত
 এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া মাঙ্গল্যদ্রব্যহস্তে
 রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।
 তৎকালে মঙ্গলতুর্ধ্যাবাদ্য বাজিয়া উঠিল,
 'অস্তরীক্ষে দেবত্বস্তুতির্বা' হইতে লাগিল,

গায়কাস্ত মঙ্গলানি জন্তুঃ ॥ ৬৮

মঙ্গলবেদবাক্যানুপাঠেন বৈদিকা ব্রাহ্মণাঃ
কুলপাঠকা ভেরীঘোষণে কুৎসমাকাশম-
পুরয়ন ॥ ৬৯

অথাত্তোক্তাক্ষতাঃ পুংসম্প্রীকূর্ষস্তঃ সূত-
বন্দিজনাঙ্কিতঃ স্ত্রয়মানাঃ পুরং প্রবিবিস্তঃ ॥ ৭০
বিদেহনগর্যাং পশ্চিমভাগে নিশ্চিতঃ
মন্দিরঃ দশরথঃ প্রবিবেশ ॥ ৭১

অবশিষ্টাশ্চ ঘণাঘোষণ্যং বিভবনং বিবিস্তঃ ॥ ৭২
অথ নারদো মিথিলাং তপানীমৈবোগচ্ছৎ ॥ ৭৩

বিদেহোহপি দেবর্ষিমভিপূজ্য স্বাগতঃ
পৃষ্ট্বা ভোজনঞ্চ কারয়িত্বা সুখাসীনায় মুনয়ে
সঘনসারতাস্থলং দত্ত্বা ব্যক্তাপয়ৎ ॥ ৭৪

চতুর্দিক্ হইতে ভেরী, মঙ্গলশব্দ প্রভৃতি
বাদ্যের উচ্চ নিনাদ উখিত হইতে লাগিল।
গায়কেরা মঙ্গল গান করিতে লাগিল।
বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মঙ্গল বেদমন্ত্র পাঠ করিতে
লাগিলেন। কুলকনর্ভনকারীগণ (ঘটকগণ)
ভেরীধ্বনির স্তায় উচ্চস্বরে কুলমহিমা কীর্ভন
করিয়া সমস্ত আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত
করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিদেহরাজ
সপরিজনে দুর্ধা আতপতগুলাদি দ্বারা সমা-
গত বরপক্ষীয়দিগকে সংবর্দ্ধনা করিলেন;
সূতবন্দী প্রভৃতি স্ত্রীপাঠকগণ তাঁহাদিগকে
স্তব করিতে লাগিল। তাঁহার বিদেহরাজ-
দত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট নারী-
গণमध्ये প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের
ধাকিবার জন্ত বিদেহনগরীর পশ্চিমদিকে
বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল; দশরথ সেই
সুন্নয়্য নব নিশ্চিত ভবনে প্রবেশ করিলেন,
তাঁহার অন্ত্যস্ত সহযাত্রীগণও নির্দিষ্ট স্ব স্ব
উপযুক্ত গৃহে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতি করি-
লেন। ৬৩—৭২। তৎকালে নারদ মিথিলা
নগরীতে আগমন করিলেন, বিদেহরাজ
দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা
করিলেন, পরে তাঁহাকে আহার করাই-
লেন। আহারান্তে মহর্ষি সুখাসীন হইলেন,

যৌ বিবাহে ভবানিহ স্বাত্মমর্হতি কারয়তে
বিবাহম্ ॥ ৭৫

নারদ উবাচ ।

যৌ হি নঃ প্রঃ সূর্য্যনক্ষত্রদর্শনং ভত্র
বিবাহো ন কর্তব্য ইতি ॥ ৭৬

অথ মোহুর্ভিকং বৃদ্ধগার্গ্যমাহুয় রাজা
পপ্রচ্ছ ক বিবাহমুহুর্ভিকঃ ॥ ৭৭

স ইতি গার্গং উবাচ ॥ ৭৮

রাজা চ নারদং গার্গ্যঃ চৌরীক্য ভো
ইদমিথমিতি পপ্রচ্ছ ॥ ৭৯

অথ নারদো গার্গ্যমুবাচ কথমুক্তলয়ং
দাস্তাস ॥ ৮০

অথ গার্গ্যো বিষঘটিকাশ্চ বিহায় লয়ং
দাস্তামীতুবাচ ॥ ৮১

নারদোহপি ব্রহ্মবচনানি কিং ন জানাসী-
ত্বাত্তবান্ গার্গ্যম্ ॥ ৮২

গার্গ্যেণ পৃষ্টস্তান্ দোষানপঠৎ ॥ ৮৩

রাজা তাঁহাকে কর্পূরবাসিত তাস্থল প্রদান
করিয়া বলিলেন,—“কল্যা আমি কস্তার
বিবাহ দিব, অতএব আপনি উপস্থিত
ধাকিয়া বিবাহকাৰ্য্য সম্পাদন করুন। নারদ
কহিলেন,—কল্যকার কর্মকালীন সূর্য্যযুক্ত
নক্ষত্রের সহিত যোগ করিলে ষষ্ঠ হয়,
সুতরাং দশযোগভঙ্গ হওয়ায় উক্ত দিবসে
কি প্রকারে বিবাহ দিবে? অনন্তর রাজা
বৃদ্ধ জ্যোতিষিদ্ গার্গ্যকে ডাকিয়া বলি-
লেন,—আপনি কোন সময়ে বিবাহের লয়
করিয়াছেন? গার্গ্য বলিলেন,—“কল্যা”।
অনন্তর রাজা নারদ ও গার্গ্যের মুখে
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—মহাশয়-
গণ! আপনাদের একরূপ মতভেদ হইল
কেন? নারদ গার্গ্যকে বলিলেন—আপনি
উক্ত লয়ে কিরূপে বিবাহ দিবেন? গার্গ্য
বলিলেন,—“বিষনাড়ী বিশেষ দোষাবহ,
বিষনাড়ী পারিত্যাগ করিয়া যে শুভলয়
পাইব, তাহাতেই বিবাহ দিব।” নারদ
বলিলেন,—আপনি কি ব্রহ্মবচন জানেন না।
৭৫—৮২। তৎপরে গার্গ্য ঐ ব্রহ্মবচনের

ত্রিভুবনমূর্ত্তে বেদপুরাণমূর্ত্তে যজ্ঞমূর্ত্তে স্তোত্র-
মূর্ত্তে শাস্ত্রমূর্ত্তে, স্বধামূর্ত্তে নারায়ণমূর্ত্তে সৰ্ব
দেবতামূর্ত্তে ত্রয়োময় ত্রয়োপ্রমাণ ত্রয়োনেত্র
সামপ্রিয় বসুধারাপ্রিয় ভক্তিপ্রিয় ভক্তসুল-
ভাভক্তবিদূরম্ভতিপ্রিয় ধূপপ্রিয় দীপপ্রিয়
যতক্ষীরপ্রিয় দ্রোণকবরবীরপ্রিয় শ্রীপত্রপ্রিয়
কমলকঙ্কারপ্রিয় নন্দ্যাবর্ষপ্রিয় বকুলপ্রিয়
যুথিকাপ্রিয় কোকনদপ্রিয় গৌত্মজলাবাসপ্রিয়
যমনিয়মপ্রিয় নিয়তেল্লিয়প্রিয় জপপ্রিয় জ্ঞান-
প্রিয় গানপ্রিয়, গায়ত্রীপ্রিয় পঞ্চব্রহ্মপ্রিয় সদা-
চারপ্রিয় গোত্রোৎসাদিকমলভবহরিয়হরনয়ন-
সমর্চিতপাদকমলজয়প্রদ হরিপ্রার্থিতজলোৎ-

যজ্ঞমান এ অষ্টমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রহিয়া-
ছেন, নিখিল জগৎ আপনাই মূর্ত্তি । আপনি
লোক মূর্ত্তি, আপনি ত্রিভুবনমূর্ত্তি বেদ-পুরাণ
আপনার মূর্ত্তি । আপনি যত্ন-মূর্ত্তি, স্তোত্র-
মূর্ত্তি, শাস্ত্রমূর্ত্তি, স্বধামূর্ত্তি ও নারায়ণ মূর্ত্তিতে
বিরাজমান রহিয়াছেন, সমস্ত দেবতা আপ-
নার মূর্ত্তি । আপনি বেদমন্ত্র, আপনি বেদ-
সমূহের প্রমাণ এবং বেদসমূহও আপনাকে
প্রমাণ করিয়া থাকে । তিন বেদ আপনার
তিন নেত্র । আপনি সামপ্রিয়, বসুধারাপ্রিয়,
ভক্তিপ্রিয়, যাহা ভক্তজনের সুলভ, অভক্তের
পক্ষে নিতান্ত দুর্ভভ, তাদৃশ স্ভতি আপনার
প্রিয়, আপনি ধূপপ্রিয়, দীপপ্রিয়, আপনি
যত্নদুগ্ধপ্রিয়, আপনি দ্রোণকবরবীরপুষ্পপ্রিয়,
বিশ্বপত্রপ্রিয়, কমলকঙ্কার পুষ্প-প্রিয়, নন্দ্যা-
বর্ষমণ্ডল-প্রিয়, এবং বকুল, যুথিকা ও
কোকনদ-পুষ্পপ্রিয় । গৌত্মবালে জলে বাস
আপনার প্রিয় । আপনি যমনিয়মপ্রিয় ;
জিতেল্লিয় ব্যক্তি আপনার প্রিয় । আপনি
জপপ্রিয় । শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত দ্রব্যে আপনার
শ্রীতি । গানে আপনার শ্রীতি । গায়ত্রীতে
আপনার শ্রীতি । পঞ্চব্রহ্মে আপনার শ্রীতি ।
আপনি সদাচারে তুষ্ট হন । ব্রহ্মা বিষ্ণু,
প্রভৃতি দেবগণ আপনার পাদপদ্ম পূজা
করিয়া থাকেন । শ্রীহরির প্রার্থনায় আপনি

পাটিতচক্রপ্রদর্শকৃৎস্মৃতিযুক্তপ্রদ স্মৃতিমঙ্গল
প্রদমহাং জয় নমস্তে নমস্তে । ১০০

ইতি স্তোত্রমাকর্ষ্য ভগবান ভবো রাজন
মুরাচ বরদোহৎ বরং বৃণু ॥ ১ ১

রাজোবাচ ।

মম কস্তা বৈদেহী রামায় দিৎসিতা স্বয়ংবরে
কুলরূপবলোৎসাহসম্পন্নানেকভূপরাক্ষসবিপ্রা-
দিসর্বপ্রাণিসমাগমে রামাধিকবলো যদি তাম-
গ্রহীতদা বচনমনুতঃ মম পাপঞ্চ ভবিষ্যতি,
প্রভূত দশরথোহপি সর্কানেবাগতান বিজে-
তুমলং ক্ষত্রকদনশ্চ রামো যদায়াস্ভতি তহি
মম সূতাং কিং করিষ্যতি বা কিং িং বা
প্রেষয়িষ্যতি কৌদৃশং কারয়িষ্যতি মম কিংবা
করিষ্যতি সর্কথা হি প্রভূতবলবাহনো নর-

জল হইতে স্পর্শনচক্র উত্তোলন করিয়া-
ছিলেন । আপনিই পৃথিবীতে স্মৃতি-
শাস্ত্রোক্ত যুক্তি, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত শুভকর্ম
সকলের প্রচার করিয়াছেন । আপনার
জয় হউক । আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ।
এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া ভগবান মহেশ্বর
রাজাকে বলিলেন,—আমি বর দিতে আসি-
য়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর । রাজা বলি-
লেন,—আমি রামকে বৈদেহী কস্তা সম্প্রদান
করিতে .ইচ্ছা করিয়াছি । কিন্তু স্বয়ংবর-
ক্ষেত্রে বহুতর রূপবান সংকুলজাত বলোৎ-
সাহসম্পন্ন, রাজা রাক্ষস ব্রাহ্মণ প্রভৃতি
বিবিধ লোক সমাগত হইয়াছেন ; সুতরাং
ইহাদের মধ্যে রাম অপেক্ষা অধিক বল-
শালী কেহ যদি বলপূর্বক আমার কস্তাকে
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি দশরথের
নিকট মিথ্যাবাদী হইব, আমার পাপ হইবে,
দশরথ মনে করিলে উপযুক্তপুত্র রামের
সাংঘো সমস্ত আগত ব্যক্তিকে পরাজয়
করিতে পাবেন । রামচন্দ্র যদি ক্ষত্রিয় বধ
করিতে উদ্ভূত হন, তাহা হইলে আমার
কস্তাকে কি করিবেন, কোথায পাঠাইবেন ;
কিরূপ কার্য্যই বা করাইবেন, আমারই বা

পতিরশেষমপি ত্রিভুবনঃ হস্তাৎ কিমুচ
মামঙ্গনস্বঃ কিমুচ বহুনা ভবানেব শরণঃ
মমোপায়ঃ বদ যথা বিবাহে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি
রামশ্চ জামাতা ভবিষ্যতি ॥ ১০২

শম্ভুরপি তথা করোমীত্বাচ রাম এব
নাথঃ সীতায় ভবিষ্যতি রামঃ চ কুত্বা স্বস্ত্য-
দৈব করিষ্যামি গৃহণাজগবৎ ধনুর্বিদম্ ॥ ১০৩
রাজোবাচ ।

কিমনেনাজগবেন ধনুশ্বা স্বয়ংবরে সীতাং
রামং প্রাপয় ॥ ১০৪

শম্ভুরবাচ ।

ইদং ধনুর্নসজ্যঃ মে যন্ত সজ্যং করিষ্যতি ।
তস্মৈ দেয়া ময়া সীতা প্রতিজ্ঞামেবমাচর ॥ ১০৫
ইত্যেবমুক্তা ভগবান গণৈরস্তুর্দধে হরঃ ।

কি করিবেন ? আমি মহা ভাবনায় পড়ি-
লাম ; ফলে, দশরথের প্রচুর সৈন্ত-সামন্ত,
তিনি মনে করিলে সমস্ত ত্রিভুবন ধ্বংস
করিতে পারেন। আমি ত অতি দুর্বল,
আমার ত কথাই নাই। প্রথমে তাঁহার
নিকট, রামকে কত দিব স্বীকার করিয়া
বিষম সমস্তায় পড়িগছি ; এক্ষণে আপনি
আমার রক্ষাকর্তা ; যাহাতে রামই আমার
জামাতা হন, বিবাহকার্য্য নিৰ্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন
হয় ; তাহার উপায় বলুন। শম্ভু বলি-
লেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে ; রামই
সীতার স্বামী হইবেন ; অথবা আমি
রামেরই শুভ করিয়া যাইব। তুমি আমার
এই পিনাক ধনু গ্রহণ কর। রাজা বলি-
লেন,—আমি আপনার পিনাক ধনু লইয়া
কি করিব ? এই স্বয়ংবরে যাহাতে রামের
সহিত সীতার বিবাহ হয়, তাহাই করুন ।
১০৬—১০৪ । শম্ভু কহিলেন,—আমি ত
তাহাই করিতেছি। তুমি এই ধনু লও ;
এই ধনুতে জ্যারোপণ করা রহিল না, যে
ব্যক্তি ইহাতে জ্যারোপণ করিতে পারিবে,
তাহাকেই তুমি সীতা দিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা
কর। ভগবান হর এই বলিয়া •প্রমথ-

অখাদাতুঃ ধনু রাজান শশাকৃতিঘতঃ ॥ ১০৬
অখোল্ললঃ শতপহশ্রগজবলঃ সমাহ্লয়
গৃহণেত্বাচ ॥ ১০৭

স চাপি মাতুলঃ নহাট্টগাসঃ কুহোৎপ্লুত্যা
ধত্ত্বাভাঃ করাতাযুদ্ধবার জাহ্নপর্ঘ্য-
শ্বম্ ॥ ১০৮

মাতুলো মারীচঃ শ্ৰুত্বৈকাকৌ বিপ্রবেষঃ
কুত্বা বিদেহমযাচত বৈশ্বদেবাস্তে প্রাপ্ত-
মতিথিং মামবেহি ॥ ১০৯

রাজোবাচ ।

স্বাগতং ভো ইদং ব্রহ্মমানসং নিষীদেতি ॥ ১১০

স চাতিথিস্তথৈতুক্তা নিষদাদ ॥ ১১১

অথ রাজা জলমাদায় পাদৌ প্রক্ষাল্য গন্ধ-
পুষ্পাক্ষতৈরভ্যর্চ্য মহাজং তস্মৈ নিবেদ্য
ভোজনায় প্রার্থয়ামাস ॥ ১১২

গণের সহিত অস্থহিত হইলেন। তৎপরে
রাজা বহুতর আয়াস করিয়াও সেই ধনু
উত্তোলন করিতে পারিলেন না। অন-
ন্তর রাজা শত সহস্র হস্তীর স্তায় বলশালী
উৎসলকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি এই
ধনুকথানি ধরিয়া তুল। উৎসল তদীয়
মাতুল মারীচকে প্রণাম করিয়া অট্টহাসি
হাসিয়া লক্ষ প্রদান করিয়া ছই হস্তে ধরিয়া
সেই ধনু অতিকষ্টে জাহ্ন পর্য্যন্ত তুলিল।
তাহার মাতুল মারীচ দূরে অবস্থান করিতে-
ছিল, সে সমস্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের
বেশধারণপূর্ব্বক এককৌ বিদেহরাজের
নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিল,—মহাশয় !
আপনার বৈশ্বদেব বলি কৰ্ম্মাবসানে আমি
একজন অতিথি আসিলাম। আমার
আতিথ্য করুন। রাজা বলিলেন,—ভো
ব্রহ্মন ! আপনার মঙ্গল ত ? এই আসন,
উপবেশন করুন। সেই অতিথি তথাক্ত
বলিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।
অনন্তর রাজা স্বহস্তে জল আনিয়া
অতিথির পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন,
গন্ধ পুষ্প অক্ষত দ্বারা তাঁহার পূজা

স চাপি তদন্নং ষড়্রসোপেতং সৌবর্ণ-
ভাজনগতমীক্ষমাণ ইবেতন্ততো বিলোকয়-
মাস । ১১৩

তন্নিরৈবাবসরে সীতা পদ্মকিঙ্করপ্রভেদ-
দারুণববনং বিভ্রতী নীলকুটিলকুন্তলৈশ্চল-
দভির্ধ্বনাং মনাংস্মাকর্ষয়ন্তিরিদং প্রেক্ষমাণদৃষ্টি-
ভগ্নশকলৈরিব স্ত্রীণাং চিন্তমীদৃশমিতদর্শয়ন্তি-
রিবোপশোভিতললাটানঙ্গচাপশুক্লঃ পদ্মপদ্মা-
রুণবিলোচনা তিলপ্রস্থননাসা মুহূনিধ-
রোমশকপোলানন্তরারক্তোষ্ঠা রক্তাননমণি-
কণিকানিতদাড়িমীদশনা জপারুণাধরাতিশো-

করিলেন। পরে তাঁহাকে একটি বড়
ছাগল নিবেদন করিয়া আহার করিতে
অনুরোধ করিলেন; সুবর্ণপাত্রে ষড়্রসা-
বিত নানাখাদ্য সাজাইয়া দিলেন। মারীচ
খাদ্যদ্রব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে
এক একবার এদিক ওদিক তাকাইতে
লাগিল এবং সেই খাদ্য আহার করিতে
লাগিল। সেই সময়ে সীতাদেবী তাহার
সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সীতার পরি-
ধানে পদ্মকিঙ্করের স্নায় অরুণবর্ণ বসন।
তাঁহার মস্তকের কেশপাশের পার্শ্ববর্তী অল-
কদাম বাতাসে কম্পিত হইতেছিল। তাহাতে
বোধ হইতেছিল, এই অলকদাম, এইরূপে
চঞ্চল হইয়া প্রকাশ করিতেছে যে, স্ত্রীজা-
তির চিত্তও এইরূপই চঞ্চল। কিম্বা যুবা-
দিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্তই এই-
রূপ চঞ্চল হইতেছে, অথবা ইহা চঞ্চল
অলকদাম নহে,—দর্শকবৃন্দের ভয় দৃষ্টিমালা
যেন উহার কেশপাশে লয় হইয়া এইরূপ
কাঁপিতেছে। ঐ চঞ্চল অলকদাম নির্প-
ত্তিত হওয়ায় সীতার ললাট এবং কামধনু-
বৎ সুলভ ক্রয়ুগলের অপূর্ণ শোভা হইয়া-
ছিল। নয়নদ্বয় রক্ত পদ্মের পাপড়ির স্নায়
অরুণবর্ণ। নাসিকা তিলফুলের স্নায়
সুন্দর। গণ্ডস্থল কোমলচিকণ, তাহাতে
রোমের লেশমাত্র নাই। ওষ্ঠ রক্তবর্ণ,

ভিত্তিবিবৃকা শুক্লিকর্ণা সমদৌর্ধকঠাতিমাংসল-
বক্ষঃ পীনোত্তিরকুচকুটীলানেকহারোপ-
শোভিতা স্ত্রুভগাঙ্করানতিমাংসলবাহুলতা
মুদ্রায়তসমানাস্কুলিশিখা পদ্মারুণপল্লবা বিবিধ-
বহুরত্নাস্কুলিভূষণা মুষ্টিগ্রাহমধ্যা সুরোম-
রাজিগজ্জীরনাভিঃ পৃথুজঘনা করিকরোক-
কুণীরজজ্জা স্পাদকমলা নুপুরাদিপাদ-
বিভূষণা পদাস্কুলিভূষিতা বিকসিতসৌগন্ধিকং
বিদধতী ভুজ্জানমারীচেন্দ্র পুরতশ্চাগতা । ১১৪
বীক্ষ্যাসাবচিন্তয়দেনাং কথমপহরামি
কথমালিঙ্গামি কথমন্তদৃষৎকিঞ্চৎকরোমী-
তোবমবসরমলভমানস্তৃক্ষীমেব বিনির্গতঃ । ১১৫

দন্ত রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র মণিধণ্ড এবং দাড়িম বীজের
স্নায় আরক্তবর্ণ। জবাকুলের স্নায় রক্তবর্ণ
অধরে সীতার চিবুকের অপূর্ণ শোভা
হইয়াছে। বাহুলতা অতি স্থূলও নহে,
অতিক্ৰীণও নহে, সুন্দর—কর্ণধূগল ঝিহু-
কের স্নায় আকৃতিবিশিষ্ট। কণ্ঠ সমদৌর্ধ;
বক্ষঃস্থল অতি মাংসল, তত্পরি পীন পয়ো-
ধরের পুষ্পাকারবৎ সামান্ত উদগম মাত্র
হইয়াছে। তাহার উপরে বিবিধ হার
শোভা পাইতেছে। পদের অঙ্গুলিসমূহের
অগ্রভাগ অয়ত সমান অথচ সুন্দর, পদতল
রক্তপদ্মের স্নায় আরক্তবর্ণ, পদাস্কুলিতে
বহুবিধ রত্নাস্করীয়ক, মধ্যভাগ মুষ্টিগ্রাহ;
নাতি গভীর, তাহাতে অল্প অল্প রোমরাজি
উখিত হইতেছে। নিতম্বভাগ স্থূল বিস্তৃত,
উরুধূগল হস্তশুণ্ডের স্নায় সরল ও ক্রম-
স্থূল, জজ্জা বাণাধার জুগীরবৎ মনোরম।
অতি মনোহর পাদপদ্ম নুপুরাদি অল-
কারে সুশোভিত। পদের অঙ্গুলি সকল
বিবিধ অঙ্গুরীয় দ্বারা বিভূষিত। সীতা
প্রফুল্ল কঙ্কার পুষ্পহস্তে মারীচের
সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়িলেন। মারীচ
তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিল,—
ইহাঁকে কিরূপে অপহরণ করি, কিরূপে
একবার আলিঙ্গন করিতে পারি, কিরূপে

অথ দেবধনুঃসজ্জীকরণায় যতমানাহ-
স্পৃষ্ণিকয়া বিদ্যমানা অন্তোন্ততিরঙ্কারেণ
মহেশ্বঃ প্রাপ ধনুকৃতমং প্রান্তদ্বয়াপায়ং নাব-
নময়িতুং শশাক ॥ ১১৬

অথ সূর্যো ধনুর্বাদায় নময়ন্তেব নিপপাত ॥ ১১৭
বাযুর্কলবতাং শ্রেষ্ঠো জগ্রাহাজগবমথ
শ্বেনৈব করেণোৎকর্ষয়ন্তঃ পপাত ॥ ১১৮

ধনুশ্চ বায়োকুপরি পপাত ॥ ১১৯

অহসংস্তদা সর্কে ॥ ১২০

এতশ্চিন্নস্তরে তুরগবরমাকহ বাণাসুরঃ
সংশ্বাহরেকানেকশিরোভিদ্দৈত্যঃ পরিবৃত্তঃ
প্রহ্লাদসমেতো বিদেহপুরৌমাজগাম ॥ ১২১

আরও কিছু করিতে পারি, এইরূপ ভাবিতে
ভাবিতে মার্মৌচ অভিপ্রায় মত কার্য
করিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে তথা
হইতে সরিয়া পড়িল। তাহার পর দেবতা
হইতে আরম্ভ করিয়া মর্তব্যাসী মান্তগণ্য
রাজা পর্যন্ত সকলেই স্বয়ংবরের সংবাদ
পাইয়া তথায় আসিলেন; “আমি অগ্রে
জ্যায়োপণ করিব।” এইরূপ অহমিকা-
সহকারে সকলেই সেই মহাদেবধনুতে
জ্যায়োপণ করিতে চেষ্টা করিলেন।
“আমি অগ্রে যাইব” ইত্যাদি প্রকার গর্বি-
প্রকাশ করিয়া সকলেই পরস্পরকে তির-
স্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে
দেবরাজ ইন্দ্র সেই বিশাল ধনু গ্রহণ করি-
লেন, কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও ধনু নত
করিতে পারিলেন না। অনন্তর সূর্যদেব
ধনু নমন করিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন।
তৎপরে বলবানদিগের অগ্রগণ্য বায়ুদেব
সেই পিনাক ধনু স্বহস্তে ধরিয়া তুলিতে
গিয়াই ধনুকের নিম্নে পড়িলেন। ধনু
জাঁহার উপরে পড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া
সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল। ১০৫—১২০।
ঐ সময়ে সহস্রবাহ বাণাসুর, একশিরা,
ত্রিশিরা প্রভৃতি বহুতর অসুরকে সঙ্গে
লইয়া প্রহ্লাদের সহিত উৎকৃষ্ট অখে

অথ স্ববিভুষণোস্তাসিতাঃ দিশাং কুর্কন
স তেজসাপযশসো দেবতাঃ কুর্কনানাবিধ-
গীতিং শৃণন দ্ব্যঙ্গুলমাংগেণ শক্তো বিব্ররামা ॥ ১২২
প্রহ্লাদো বলিষ্ঠেবদধাবাতে অথ বিরেমতুঃ ॥

অথ রাক্ষসেযু তুষ্ণীভূতেষু রাজানো-
হতি বলিনঃ সমাগতা জ্যাবন্ধাশক্তা অপ-
সৃত্য তসুঃ ॥ ১২৪

অথ ব্রাহ্মণাঃ সমাগতাঃ ১২৫

অথ বিশ্বামিত্রো ধনুর্বাদায়ৈকাক্সলপর্যাস্তং
কৃত্বা বিব্ররাম নিবৃত্তাশ্চাপরে ॥ ১২৬

অথ দিনমাঞ্জে ধনুষি তুষ্ণীভূতে রাধবঃ
সহানুজৈরগত্য ধনুর্নিরীক্ষ্যোপাস্পৃশৎ ॥ ১২৭

আরোহণপূর্বক বিদেহনগরে আগমন করি-
লেন। বাণাসুর দৈত্যদিগের রাজা।
জাঁহার গাত্রে মহামূল্য বহুবিধ অলঙ্কার।
অলঙ্কারচ্ছটায় চতুর্দিক আলোকিত হই-
য়াছে, তিনি বলদর্পে দেবতাদিগের অপ-
যশ ঘোষণা করিতে করিতে সভামধ্যে
প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সভায় বিবিধ
গীতি হইতেছিল; তিনি গান শুনিতে
শুনিতে তাজিল্যসহকারে গিয়া সেই ধনু
গ্রহণ করিলেন; কিন্তু দুই অঙ্গুলির অধিক
উত্তোলন করিতে সমর্থ না হইয়া, পরাশ্রয়
হইয়া সরিয়া পড়িলেন। তাহার পর বলি
ও প্রহ্লাদ আসিয়া ধনু স্পর্শ করিয়াই ক্রান্ত
হইলেন। অসুর ও রাক্ষসেরা সকলেই
একে একে অপারগ হইয়া ক্রান্ত হইলে
বড় বড় রাজারা আসিলেন, পরিশেষে
কৃতকার্য হইতে না পারিয়া সকলেই
সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণেরা
আসিলেন, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশ্বামিত্রে কিছু
ক্ষত্রিঘবীর্ঘ আছে; প্রথমে তিনিই বল-
দর্পে ধনু গ্রহণ করিয়া অতিকষ্টে ধনু
নোয়াইলেন। ধনুকের অগ্রের নিকটে
জ্যা আনয়ন করিয়া এক অঙ্গুলির জন্ত
তিনি পরাইতে পারিলেন না; পরিশ্রান্ত
হইয়া ক্রান্ত হইলেন; বিশ্বামিত্র পারিলেন

অথ রাজকুমারাঃ শতশঃ সমাগতাঃ সর্বা-
ভরণভূষিতা ধনুর্দৃষ্টা পস্পৃশুর্ম চ চালনক্ষমাঃ
অথ দাশরথিপ্রমুখাঃ কুমারাঃ সমাগতাঃ ॥১২৯

অথ বেত্রবর্ষরপাণয়ঃ সমাগম্ন সর্বানৈ-
বাপসারয়ামাসুঃ ॥ ১৩০

অথ রামো লক্ষ্মণহস্তং গৃহীত্বা সর্বাভরণ-
ভূষিতো ধনুর্দাসাদ্য স্পৃষ্ট্বা নহ্মা প্রদক্ষণীকৃত্য
ধনুর্দাদায়োদ্ধবায় ॥ ১৩১

তদাদানসময়ে সর্ব এবেত্য সহসমুচরত
ভয়ঃ মহারথা ইতি ॥১৩২

অথ রামো ধনুর্জ্যাহ্নানমবনমযা ধনুর্ষ
জাহ্নঃ কৃত্বা সজ্যমেককরেণোৎপাদয়ন
কোট্যা স্তদাপয়ৎ ॥ ১৩৩

না দেখিয়া আর কোন ব্রাহ্মণ অগ্রসর হই-
লেন না। অনন্তর সর্বাঙ্গে অলঙ্কারভূষিত
আরও শত শত রাজপুত্র আসিয়া ধনু
দেখিয়া মাত্র স্পর্শ করিলেন; কিন্তু উস্তো-
লন দুরের কথা, কেহ চালন করিতে পারি-
লেন না। এইরূপে একে একে সকলেই
যখন অপারগ হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন,
তখন দশরথের পুত্রেরা আসিলেন। রাম
অল্পজবর্গের সহিত ধনু দর্শন করিয়া স্পর্শ
করিলেন। বেত্রহস্ত প্রহরীরা আসিয়া তখন
সকল লোককে সরাইয়া দিল। সর্বাঙ্গে
অলঙ্কারভূষিত রাম লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ-
পূর্বক ধনুকের নিকট গিয়া স্পর্শ করিয়া
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে ধনু
হস্তে উস্তোলন করিলেন। তিনি যখন
ধনু উস্তোলন করিলেন, তখন সকলে হাস্ত
করিয়া বলিতে লাগিল,—ইহার স্পর্শ
দেখ, বড় বড় মহারথী যাহাতে পরা-
শ্রু্য হইয়াছে, সামান্য বালক হইয়া সেই
কার্যে অগ্রসর হইল। অনন্তর রাম ধনু-
কের অগ্রভাগ ধারণপূর্বক নোয়াইয়া ধনু-
কের মধ্যভাগে জাহ্ন রাখিয়া একহস্তে
অগ্রভাগে জ্যারোপণ করিলেন। রাম

অথ সজ্জীকৃতং দৃষ্ট্বা সর্ব এব নাসাগ্রস্ত-
স্তাজুলয়োভবন ॥১৩৪

রামোহপি জ্যামনুনাদয়ংস্তেন নাদেন
সর্কেষাং মনাংসি ক্ষুভিতান্ত্রাসন স্তকরোৎ ॥১৩৫
রামেণ সজ্জিতং ধনুর্ষিত সর্কত্র বাদঃ
সজ্যতো জনকোহপি সীতাং রামায় দদৌ ॥১৩৬
রাজভিষ্চ যুদ্ধং কৃত্বা নিজ্জিত্য স্বপুত্রী-
মগাৎ ॥১৩৭

অথ দশরথো রামং যৌবরাজ্যোহভিষিচ্য
সুখীবভুব ॥১৩৮

সর্বপ্রজারঞ্জনান্চ রামো রাজানুমত ইতি
সর্বপ্রজাবাদোহভূৎ ॥ ১৩৯

অথ কেকয়দেশাবিপত্তিত-য়া সুবেষা
রামং রাজানমসহমানা রাজানমুবাচ মম
বরদানাবসর ইতি ॥ ১৪০

ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন, দেখিয়া সক-
লেই অবাঞ্ছিত হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে
অঙ্গুলি স্তম্ভ করিলেন। রামও জ্যানিনাদ
করত গেলি নিনাদে সকলের চিন্তকোভ
উৎপাদন করিলেন। রাম ধনুতে জ্যারো-
পণ করিয়াছেন, এই সংবাদ ক্ষণকালমধ্যে
সর্কত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল; রাম ধনুতে
জ্যারোপণ করিয়াছেন, সকলের মুখেই
এই কথা। তখন জনক রামকে সীতা
প্রদান করিলেন। অশ্রান্ত রাজগণ আপনা-
দিগকে অপমানিত বোধ করিয়া রামের
সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, রাম
ঔহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া সীতাকে লইয়া
নিজ রাজধানীতে গমন করিলেন। অন-
ন্তর দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভি-
ষিক্ত করিয়া সুখী হইলেন। রাম অল্পকাল
মধ্যেই প্রজারঞ্জন করিয়া সকলের প্রিয়পাত্র
হইয়া উঠিলেন। প্রজারা সকলেই ঔহার
যশোঘোষণা করিতে লাগিল। অনন্তর
কেকয়রাজের কস্তা সুবেশা—যিনি ভয়ভের
জননী, রাম রাজা হইয়াছেন এ সংবাদ
ঔহার সহ হইল না, তিনি রাজাকে

ঐজাচিস্তয়ৎ কিং দেয়মিতি । ১৪১

দেবুবাচ ।

চতুর্দশ বর্ষাণি রামো বনং বিশতু
পালয়তু রাজ্যং ভরতঃ । ১৪২

রাজা চানুভবচনদেবভয়াৎ কথং কথ-
মপি স্বীচকার । ১৪৩

অথ বসিষ্ঠঃ ভাবিতম্বাবোচত রামো
বনায় নির্গচ্ছত্যস্ত কিংবা ভবেদিতি বিচার্য
শুভাশুভং ক্রহি । ১৪৪

বসিষ্ঠো বিচার্য সহসং রাজানমুবাচ । ১৪৫

গত্বা বনং নিখিলানববৌরহস্তা

শস্তোরনেকবিধপূজনমাতনোতি ।

সীতাবিযোগকৃষিতঃ কপিসেনয়া চ

ভৌত্বোদধিং দশমুখঞ্চ নিহস্তি রামঃ । ১৪৬

বলিলেন,—“আমাকে বর দিবার সময় উপ-
স্থিত” । রাজা মনে মনে ভাবিলেন, “তাই
ত, কি বর দিব।” তাহার পর সুবেশা
বলিলেন, “রাম চতুর্দশ বৎসর বনে বাস
করুক, ভরত রাজ্য পালন করুক।” রাজা
পূর্বে সুবেশাকে মনোমত বর দিবেন
বলিয়া স্বীকার পাইয়াছিলেন, এই জন্তই,
পাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, এই ভয়ে অতি
কষ্টে স্বীকার করিলেন । তৎপরে বশিষ্ঠকে
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুবেশার বর-
গ্রহণানুসারে রাম বনে যাইতেছেন, এক্ষণে
আমি রামের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ঘটনা
জানিয়া মনের উৎকণ্ঠা দূর করিতে ইচ্ছা
করি ; বৎস আমার কি বনে বনে কেবল
কষ্ট ভোগ করিবে, না সুখী হইতে পারিবে,
আপনি ত্রিকালদশা, বিচার করিয়া দেখিয়া
আমাকে তাহা বলুন । বশিষ্ঠ বিচার করিয়া
গণনা করিয়া বলিলেন,—আপনার রাম বনে
গিয়া নিখিল দৈত্য-রাক্ষস বধ করিবেন এবং
অনেক প্রকারে শিব পূজা করিবেন ।
তৎপরে রাবণ ইহার সাতাকে হরণ করিয়া
লইয়া যাইবে, তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া
বানরসৈন্যসহ সমুদ্র উত্তরণপূর্বক দশাননকে

আগম্য রাজ্যং রঘুনন্দনোহপি

বহুনি বর্ষাণি সমাতনোতি । ১৪৭

প্রশস্তকীর্তিনিখিলেহপি লোকে

শর্ষণে দেবেন চিরং স্তবাৎসীৎ ।

সুপুত্রযুক্তো বহুযজ্ঞযাজী

পরীকৃতঃ সর্বশুণাধিকশ্চ । ১৪৮

ইতি বসিষ্ঠবচনং শ্রুত্বা দশরথো রাম-

শুণাননুশ্চরন্নিত্যুবাচ শ্রেয়ো মে মরণং

রামস্ত নির্গমনেতি । ১৪৯

অথ রামো মাতরং পিতরং গুরুঞ্চ বসিষ্ঠঃ

পিতৃপত্নীর্নিমন্তত্য বনায় জগাম । ১৫০

অথোপবনে দিনমেকং স্থিত্বা জটাঃ

কাময়িত্বা বহুলং বাসসং ধৃত্বৈকোপবীতী

কৃতদন্তশুদ্ধিরেকেনোপবীতেন জটা বদ্ধা

ভস্মোল্লিস্তসর্বাঙ্গো ভসিতনিষ্ঠরকায়ো

যুক্তাকলদাম্য মণিবাত্যস্তকুজ্রাকমালামুরসি

বধ করিবেন । তাহার পর অযোধ্যায়
প্রত্যাগত হইয়া বহু বৎসর রাজত্ব করি-
বেন । ত্রিজগতে ইহার কীর্তি ঘোষিত
হইবে । ইনি মহাদেবের সহিত বহুকাল
অবাস্থতি করিবেন, সর্বাধি গুণে উৎকর্ষ
লাভ করিয়া বহু যজ্ঞ করিবেন, উত্তম পুত্র
লাভ করিবেন । ১২১—১৪৮ । দশরথ বশি-
ষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে
রামের গুণের বিষয় আন্দোলন করত
বলিলেন,—রাম যখন অযোধ্যা ছাড়িয়া
বনে গমন করিতেছে, তখন আমার
মরণই মঙ্গল।” অনন্তর রাম মাতা, পিতা,
গুরু বশিষ্ঠ এবং অস্তান্ত সপত্নীমাতাকে
প্রণাম করিয়া বনে যাত্রা করিলেন ।
প্রথমে একদিন উদ্যানে থাকিয়া জটানিশ্রাণ
করিলেন, বহুল পরিধান করিলেন, দন্ত
ধাবন করিলেন, সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখিলেন,
ভস্ম মাখিয়া এমন কোমল সুন্দর দেহ
কর্কশ করিয়া ফেলিলেন, এক উপবীত
দ্বারা জটাবন্ধন এবং এক উপবীত গজল
পরিধান করিলেন ; আর মণি-খচিত কুজ্রাক

দধানোহন্নভুযণাধিভূষিতসীতাসহায়ো লক্ষণা-
নুচয়ো বিবেশ বনাস্তরম্ ॥১৫১

অথানেকরাক্ষসাস্তশ্মিরিজঘান ভবানিব
নিখিলককার ॥১৫২

সীতাপহরগাদি নিখিলমপি ভবতো যথা
তথাত্থাথ সুগ্রীবাম্ভব্যমুকপর্ষিতঃ রামো
জগাম ॥১৫৩

নবিভ্ছ্যায়াচূতবৃক্ষমাসাদ্য লক্ষণসহায়ঃ
পরিভ্রম্যকল্পয়ৎ ॥ ১৫৪

বৃক্ষে তু ধন্বী আরোপ্যাসীনলক্ষণাক্তে
শিরঃ ক্লৃষা হরিচর্ম্মশয্যাশয়নো লক্ষিতাঃ
গীতিং শৃণ্বন মুক্ষফলং নিরীক্ষমাণো বানর-
মেকং মণিকুণ্ডলং হেমপিঙ্গলংসুদৃঢ়বঙ্কমোঞ্জী-
কোপীনমচ্ছোপবাতিনমতিচক্লফল-মাদায়া-

মালা গলে ধারণ করিলেন। সীতাদেবী
সামান্ত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান
করিয়া তাঁহার অন্নগামিনী হইলেন।
লক্ষণ অন্নচয়ের স্নায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি-
লেন। তাঁহার এইরূপে সজ্জিত হইয়া
কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর
সেই রাম আপনার স্নায় বনবাসী হইয়া
রাক্ষসবর্ধাদি অদ্ভুত কর্ম্ম সকল করিলেন।
আপনার যেরূপ সীতাহরণাদি ব্যাপার
ঘটিয়াছিল, তাঁহারও সেইরূপ সীতাহরণাদি
ব্যাপার ঘটিল। তাহার পর, রাম যথায়
সুগ্রীবের আশ্রয়, সেই ঋষ্যমুকপর্ষিতে
গমন করিলেন। তথায় ঘনচ্ছায় এক
আম্রবৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন;
সঙ্গে একমাত্র লক্ষণ। রাম বৃক্ষশাখায়
ধনুর্ধারণ বুলাইয়া রাখিলেন। লক্ষণ
বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন। রাম লক্ষণের
ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া যুগচর্ম্মে শয়ন
করিলেন। শয়ান থাকিয়া রাম বৃক্ষের
উপর হইতে গীতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বৃক্ষের
ফল সকল খেদিকে লক্ষিত ছিল, সেই
শাখার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,
একটি বানর শাখায় বসিয়া আম্রফলের দিকে

অনি বিক্ষিপন্তঃ পুষ্পমঞ্জরীশ্চ কিরন্তঃ গান-
মন্নুকুর্ষন্তঃ ব্যজনেন রামং বীজয়ন্তমাক্রহ
শাখামপি তথা বীজয়ন্তমাবদ্ধচূতফলমাক্রঃ
রামো বীক্ষ্য লক্ষ্মণমভাষত,—লক্ষণ!
কোহয়ং কপিরিতি ॥ ১৫৫

লক্ষণোহপি ন জান ইতুবাচ ॥ ১৫৬
অথ রামঃ সমাহূয় কস্ত ত্বং কিং নামেত্য-
পৃচ্ছৎ ॥ ১৫৭

স চ সুগ্রীবস্ত হনুমানিত্যুবাচ রামং নন্দা
সুগ্রীবমেত্য নন্দা দেব নারায়ণ ইবাপরঃ
পুরুষো যুবা মেঘশ্রামো জটাজাহ্নুবাহরভীব-
যশস্বী সূর্য্যসঙ্কাশেন সহাপরেন করেণে-
বাস্তেহধরচূতচ্ছায়াধঃসংস্থিতৌ সর্ব্বলক্ষণ-

লক্ষ্য করিতেছে আর গান করিতেছে;
কখন তাঁহার দিকে ফল নিক্ষেপ করিতেছে,
কখন পুষ্পমঞ্জরী ছড়াইয়া দিতেছে, কখন
রামের অভিমুখে বায়ুসঞ্চালন করিতেছে,
কখন বা শাখা সঞ্চালন করিতেছে। তাহার
বর্ণ সুবর্ণের স্নায় পিঙ্গলবর্ণ, কর্ণে কুণ্ডল,
নির্ম্মল মঞ্জোপবীত। কটিতটে সুদৃঢ়ভাবে
বদ্ধ মোঞ্জী-কোপীন! সেই বানর শাখাব-
স্থিত হইয়া অতিশয় চপলতা প্রকাশ করি-
তেছে, কণকাল স্থিত হইয়া থাকিতে
পারিতেছে না। রাম তাহাকে দেখিয়া
লক্ষণকে বলিলেন,—“লক্ষণ! এই বানরটি
কে? ১৪২—১৫৫। লক্ষণ বলিলেন,—
“আমি জানি না।” তাহার পর রাম
সেই বানরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন
—“তুমি কে, কাহার লোক? তোমার
নাম কি? বানর “আমি সুগ্রীবের
লোক, আমার নাম হনুমান” এই কথা
বলিয়া রামকে প্রণাম করিয়া সুগ্রীবের
নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—দেব!
ষিভীয় নারায়ণের স্নায় ঘনচ্ছায় এক যুবা-
পুরুষকে দেখিয়া আসিলাম। তাঁহার মস্তকে
জটা, অজাহ্নুস্বিত বাহু দেখিয়া বোধ হইল
তিনি অতীব যশস্বী। তাঁহার সঙ্গে সূর্য্য-

সম্পন্নো রাজপুত্রো দৃষ্টাবৃক্ষশ্চ তাভ্যাং ।
সুগ্রীবায় নিবেদয়েতি তস্ময়ি নিবেদিতম ॥১৫৮

অথ সুগ্রীবঃ সত্বরমুখায় পাদসলিলার্চ-
নাদিদ্রব্যাদায় পাদপ্রক্ষালনাদিকং কৃত্বা
কলানি সমর্প্য ব্যজ্ঞাপয়ং কৌ যুবাঃ কিমর্থ-
ঃমাগতো রাজপুত্রো তপস্বিনাবিতি ॥ ১৫৯

সুগ্রীববচনমাকর্ণ্য লক্ষ্মণেনাভাষয়দ্রামঃ ॥১৬০

দশরথতনয়াবাং রামলক্ষ্মণে দুষ্টনিগ্রহ-
শিষ্টপয়িপালনায় বনং গতাবিতি ॥ ১৬১

অথ সুগ্রীবো যুবয়োরূপকারমপকারঃ
কার্যমস্তৌতি লক্ষ্যং ৩ । অস্তথা সেনাসমেতা-
বাগমিষ্যতঃ ॥ ১৬২

লক্ষ্মণোহস্তি কার্ধ্যাস্তরম্ । অমুয্য ভার্ধ্যাঃ

কেনাপহতা ন জ্ঞাতা ভামবেষ্টুমাগতো তদেবা-
বয়োঃ কার্ধ্যমস্তান্নুযুক্তিকং তদর্থমপি জলমিৎ
তন্নাবঃ । অপি পাতালং প্রবিশাবঃ । অপি
নাকং সাধয়াবঃ । অপি মহেশ্রং পাতয়াবঃ ।
অপি বলিনং হনাবঃ । কিমপি কুর্বহে ॥১৬৪
সুগ্রীব উবাচ ।

রাবণেনাপহৃতয়া কদাচিদ্ধ্রয়মাণাগতয়া
বিভূষণানি কানিচৈৎপরিত্যক্তানি গতানি
ময়া সংগৃহীতানি তানি দর্শয়ামীত্যাতাভাষ্য
রামং মন্দিরমাগময্য দর্শয়ামাস ॥ ১৬৫

রামোহপি নিরীক্য নিশ্চিত্য প্রকৃত্য ক
গতোহসৌ রাবণ ইতি পপ্রচ্ছ ॥ ১৬৬

তুল্য তেজস্বী তাঁহার দ্বিতীয় বাহর স্তায়
অপর একটি পুরুষ রহিয়াছেন। তাঁহার
পথিপার্শ্ব এক আম্রবৃক্ষের তলে অবস্থিতি
করিতেছেন। তাঁহাদের রাজ্যোচিত লক্ষণ
দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার্য কোন রাজার
পুত্র হইবেন। তাঁহার্য আমাকে ডাকিয়া
বলিলেন, ‘সুগ্রীবকে গিয়া আমাদের কথা
বল’ তাই আপনার নিকটে সংবাদ দিতে
আসিয়াছি। অনন্তর সুগ্রীব ভাড়াভাড়ি
উঠিয়া পদপ্রক্ষালন-জল ও পূজাদি দ্রব্য
লইয়া রামের নিকটে আগমন করিলেন
এবং তাঁহাদের পদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দিয়া
আহারার্থ কতকগুলি ফল প্রদান করিয়া
বলিলেন,—আপনার্য কে? কি নিমিত্ত
এখানে আগমন করিয়াছেন? দেখিতেছি
আপনার্য রাজপুত্র হইয়া তপস্বী হইয়াছেন।
সুগ্রীবের কথা শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ দ্বারা
বলাইলেন,—আমরা দশরথের পুত্র, আম-
দের নাম রাম-লক্ষ্মণ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের
রক্ষণার্থ আমরা বনে আসিয়াছি। অনন্তর
সুগ্রীব বলিলেন,—আমার বোধ হইতেছে,
আপনার্যের বনে আগমনের অস্ত কোন
উদ্দেশ্য আছে; তাহা না হইলে সৈন্ত লইয়া
আসিতেন। লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন,—হী অস্ত

একটু কার্ধ্য আছে; ইহার ভার্ধ্যাকে কে
অপহরণ করিয়াছে; আমরা তাহার সন্ধান
পাইতেছি না; তাঁহাকে অবেষণ করিয়া
বেড়াইতেছি; আপাততঃ তাহাই আমাদের
কার্ধ্য; অস্ত সকল আনুযুক্তিক হইয়া
দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার উদ্ধারের জন্ত
আমরা সমুদ্র পার হইতে প্রস্তুত আছি,
পাতালে প্রবেশ করিতে পারি, স্বর্গে
যাইতে উদ্যত হইতেছি; ইন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত
করিতে প্রস্তুত; বলিকে মারিতে উদ্যত।
তাঁহার জন্ত আমরা সকল কার্ধ্যই অসাধ্য
হইলেও করিতে প্রস্তুত হইতেছি। সুগ্রীব
বলিলেন,—ইতোমধ্যে রাবণ এক রমণীকে
অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই
রমণীটি যাইবার সময় (রোদন করিতে
করিতে) আমাদের এই স্থানে কতকগুলি
অলঙ্কার কেলিয়া গিয়াছেন; আমি তাহা
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আপনাকে
দেখাইতেছি, দেখুন দেখি, অলঙ্কারগুলি
আপনার ভার্ধ্যার কি না? এই বলিয়া
সুগ্রীব রামকে বাড়াইতে লইয়া গিয় অলঙ্কার-
গুলি দেখাইলেন। রাম সেই অলঙ্কারগুলি
দেখিবামাত্র সীতার বলিয়া চিনিতে পারিয়া
কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন, তাহার পর
সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই রাবণ

স চ দক্ষিণামাশাং গত ইতি বভাষে । ১৬৭

অথ রামশ্চেন সখ্যমকরোদপৃচ্ছ চ
কিমর্থমিহ ভাৰ্ঘ্যাহীনঃ স্থিত ইতি । ১৬৮
কপিকবাচ ।

মম ভ্রাতা বালী মহাবলো মম ভাৰ্ঘ্যঃ
রাজ্যাকাপহতা কিকিঙ্কায়ামান্তে যুদ্ধেন চাহং
পরাজিতঃ । ১৬৯

তদ্বদায় সৰ্ব্বথা মম চিন্তা যথানে ত্রয়া
নিহন্ততে তথা ময়পি সাগরং বন্ধা পরতটে
লঙ্কায়ং স্থিতাং সীতাং রাবণেনাপহতাং তব
সমর্পণমীত্যভাষ্য শপথং কৃত্বা স্মগ্ৰীবো
বালিনাতিবলিনা যুদ্ধায়াহুয় তেন যুযুধে । ১৭০
রামোহ্যপনস্তরমনিচ্ছয়াবালিনং নাহরং ।

কোন দিকে গিয়াছে ?” স্মগ্ৰীব উত্তর করি-
লেন,—“সে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে।”
অনন্তর রাম স্মগ্ৰীবের সহিত সোহর্দ
স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি
কি জন্ত এখানে ভাৰ্ঘ্যাহীন হইয়া রহি-
য়াছ ?” স্মগ্ৰীব বলিলেন,—বালী নামে
আমার এক ভ্রাতা আছে, সে অতি বলবান ;
সে আমার রাজ্য ও ভাৰ্ঘ্যাকে কাড়িয়া লইয়া
কিকিঙ্কায় বাস করিতেছে ; আমি যুদ্ধে
তাহার নিকটে গিয়া গিয়াছি । কিরূপে
তাহাকে মারিতে পারি, আমার মনোমধ্যে
সন্দেহই এই চিন্তা । আপনি যদি তাহাকে
মারিয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলে আমি
সাগরবন্ধন করিয়া সাগরের ওপারে অব-
স্থিত রাবণহতা সীতাকে উদ্ধার করিয়া
আপনাকে দিতে পারি । এই বলিয়া শপথ
করিয়া স্মগ্ৰীব সেই অতি বলবান বালীকে
যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিয়া তাহার সহিত
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের যুদ্ধ-
কালে রাম বালীকে মারিবার জন্ত যুদ্ধের
আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ;
কিন্তু দুই ভ্রাতারই একরূপ আকৃতি ; তাহা-
দের মধ্যে কে বালী, তাহা তিনি স্থির
করিতে না পারিয়া মারিতে পারিলেন না ।

অথ স্মগ্ৰীবঃ পলায়িতো রামমিদমভাষত তব
চিন্তমবজায় প্রবৃন্তো মরণায় । ১৭১

রামোহপি যুবয়োর্কিশেষজ্ঞানান্নয়া তুকাই-
ভূতং চিহ্নিতং ত্রাং নিরীক্ষ্য তং হস্মি । ১৭২

অথ স্মগ্ৰীবশিচ্ছং কৃত্বা বালিনং যুদ্ধায়াহুয়
সমতিষ্ঠত । ১৭৩

তারা বভাষে বালিনং সহায়বানিব লক্ষ্যতে
স্মগ্ৰীবো নো চেদেবং নঃস্থয়তি জাতং ময়া
রামলক্ষণৌ দশরথননয়ো নারায়ণশৌ ভূভা-
রাবতারায় সমাগতো তাবস্ত সহায়ভূতো ॥১৭৪
বালুবাচ ।

নীতিমান রাম ইতি ময়া ক্রতো ন হি বল-
বন্তং বিহায় তুর্কলং ভজতে তাদৃশঃ সমায়াতু

অনন্তর স্মগ্ৰীব বালীর হস্তে সাতিশয় প্রহার
প্রাপ্ত হইয়া পলাইয়া আসিয়া রামকে
বলিলেন,—“আপনার মনের ভাব না
জানিয়া মারিতে গিয়াছিলাম । এখনই
বালী আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল ।”
রাম উত্তর করিলেন,—তোমাদের দুই
ভ্রাতার মধ্যে কে বালী, আমি তাহা নিশ্চয়
করিতে পারি নাই,—বলিয়া বাণ নিক্ষেপ
করিতে পারি নাই, এক্ষণে তুমি কোন চিহ্ন
ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে যাও, আমি
বালীকে বধ করিতেছি । ১৫৬—১৭২ ।
অনন্তর স্মগ্ৰীব চিহ্নধারণ করিয়া বালীকে
পুনরপি যুদ্ধের নিমিত্ত ডাকিয়া যুদ্ধ-সজ্জিত
হইলেন । পরাজিত হইয়াও স্মগ্ৰীব
পুনরবার বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে-
ছেন দেখিয়া তারা বালীকে বলিলেন,—
বোধ হয় স্মগ্ৰীব কাহারও সহায়তা পাইয়াছে,
তাহা না হইলে পরাজিত হইয়া তোমাকে
আবার ডাকিত না । এতক্ষণের পর
বুঝিয়াছি, দশরথের পুত্র রাম লক্ষণ,—
ঈহার নারায়ণের অংশ, ভূভার-হরণের
নিমিত্ত মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন,
ঈহার স্মগ্ৰীবের সপায় হইয়াছেন । বালী
বলিলেন, আমি বুঝিয়াছি—রাম নীতিমান ।

বা রামঃ প্রতিবলমধিকং কৃৎষা বিভেতি বীরো
যদি রামঃ স্বয়ং যুদ্ধায় যাত্তদা যুদ্ধং কর্তব্য-
মিত্যাভাষ্য তারাং সম্ভাব্য সুগ্রীবযুদ্ধায়
নির্ধাতঃ ॥ ১৭৫

অথ মুষ্টিযুদ্ধমস্তোহস্তমভূৎ ॥ ১৭৬

রামোহপি বালিনং জঘান পপাত চ ॥

বাল্যাহ চাশস্বযুদ্ধে বাণঘাতোত্থ শোণিত
সর্বাঙ্গো বভূব ॥ ১৭৮

অথ তারা চাঙ্গদশ সমাগত্য ব্যাধিতো
বভূবভূঃ ॥ ১৭৮

অথ রাঘবং বানরাঃ সমায়তা বাল্য
পাস্তে নিপেতু কুরুতুশ্চ ॥ ১৮০

অথ তারা রামমাবভাষে শাস্ত্রকুশলাঃ শুরা
ধার্মিকা রাঘবাঃ পুরা চাপি রাম কথং

আমি সুগ্রীবের অপেক্ষা বলবান । বল-
বানকে পাইলে তিনি কখনও দুর্বলের
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না । নীতিমান বীর
পুরুষ আপনা অপেক্ষা বলবান প্রতিপক্ষ
দেখিলে ভয় পাইয়া পরাভূত হইয়া থাকেন ।
আর যদি রাম একান্তই আমার সহিত যুদ্ধ
করিতে আসেন, তাহা হইলে অবশু তাঁহার
সহিত যুদ্ধ করিব । এই বলিয়া তারার
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বালী সুগ্রীবের
সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইলেন । অন-
ন্তর বালী ও সুগ্রীব উভয়ে পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধ
করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে রাম
অস্ত্রালাে থাকিয়া বালীকে শরঘাত করি-
লেন । বালী আহত হইবামাত্র পতিত হইয়া
বলিলেন,—“আমাদিগের ত অস্ত্রযুদ্ধ হই-
তেছে না, তবে কে এরূপ অস্ত্রঘাত করিল ?
দেখিতে দেখিতে বালীর সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত
হইয়া গেল । অনন্তর তারা ও অঙ্গদ
আসিয়া বালীকে তদবস্থ দেখিয়া ব্যথিত
হইলেন । অনন্তর অন্তান্ত বানরেরা তথায়
রামের নিকটে আগমন করিয়া সেই নিহত
বালীর চতুঃপার্শ্বপতিত হইয়া রোদন করিতে
আরম্ভ করিল । অনন্তর তারা রামকে

পাপমকাষীঃ । ন কলধর্ম্যং জানীষে রাজগণ-
সেবিতম্ ॥ ১৮১

অস্তোহস্তং যুধ্যতোবুদ্ধে জয়ো বা মরণং

ভবেৎ ॥

অস্তো যদি তয়োহস্তাদ্ বক্ষহা স নিগদাতে ॥

কিং বৈরেণ বালিনমাহ নঃ কিং বৈরম্ ॥

যদি মাংসার্থমভোজ্যাং বানরমাংসম্ ॥ ১৮৩

যদ্যাশ্নোহপ্রিয়াং সুখাভাবাদপরেষামপি
তথাভাবং মনুসেহহো বিমোহাদযদি মামা-
দাতুমিদং কৃতমেকপত্নীবতং তব ॥ ১৮৪

কহিলেন,—শুনিয়াছি ; রঘুবংশীয় রাজারা
বীর শাস্ত্রজ্ঞ এবং ধার্মিক । তাঁহারা এই
রূপ অধার্মিক কাপুরুষের মত কার্য
করেন না, তবে কেন রাম ! আপনি এই-
রূপ পাপ কার্য করিলেন । আপনি নিশ্চয়ই
কত্রিয়ধর্ম্য—যাহা সকল রাজারাই পালন
করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানেন না । যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে জয় বা
মৃত্যু অবশুভাবী ইহা জানিয়াই লোকে যুদ্ধ
করিতে গিয়া থাকে ; এরূপ ক্ষেত্রে যোদ্ধা
যোদ্ধাকে মারিলে দোষের হয় না । কিন্তু
তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া যদি অলক্ষিতভাবে
তাহাদের কাহাকেও বধ করে, তাহা হইলে
তাঁহার ব্রহ্মহত্যা করার পাপ হয় । আপনি
বালীকে মারিয়া বৈরনির্ধাতন করি-
লেন ? তাহাই যদি করিয়া থাকেন ত
বলুন, বালীর সহিত আপনার কি শত্রুতা
ছিল ? যদি মাংসার্থী হইয়া বালীকে বধ
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার সে
কার্য বুঝা হইয়াছে, কারণ বানরের মাংস
অভক্ষ্য । যদি নিজে অশুখী আছেন
বলিয়া অপরকেও অশুখী করিবার ইচ্ছায়
এইরূপ কার্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে
আপনার অতি দুর্বুদ্ধি বলিতে হইবে ।
কলে আপনার শ্রায় মহাশ্রা ব্যক্তির এরূপ
পরসুখদ্রেষ হওয়া সম্ভাবিত নহে । তবে
বোধ হয়, আমাকে গ্রহণ করিবার জন্ত

যদি রাবণহৃতাং সীতামানেতুঃ সুগ্রীব-
সহায়কৃতমেবমতো মহদস্তরং বলবুদ্ধেন মহা-
বলেন বালিনা । ১৮৫

সন্তাবেন দিনকরাবর্জিতান্তরে সীতা-
মানেতুঃ সমর্থেন স্মরণাগতরাবণদানসমর্থেন
বানরস্বাজেন পঞ্চাশৎপরার্কীবানরভল্লুকসেনা-
বতাস্বকার্ষেণ সিধ্যতে ইতি কিং সুগ্রীবে-
ণাঙ্গবীর্যেণ সপ্তপরার্কসেনাপতিনা কপিণা
কিং সিধ্যতি কার্যং বচনবতা । ১৮৬

অহোহস্তানং সর্গং দেব ভদ্রং যতুক্তো-
হসি । ১৮৭

বক্তি চ রামঃ পৃথিবীপতিনা ময়া তুষ্টে-

এই দুষ্কর্ম করিয়াছেন; তাই বা বিশ্বাস
করি কিরূপে? কারণ শুনিয়াছি, আপনি
একপত্নীব্রত, পরদারে দৃষ্টিপাতও করেন
না; তবে রাবণ আপনার সীতাকে
অপহরণ করিয়া লইয়াছে, সেই সীতাকে
উদ্ধার করিবার জন্ত সুগ্রীবের সাহায্য
গ্ৰহণাভিলাষে যদি এই কার্য করিয়া থাকেন,
তাহা হইলে আপনার এ কার্য অতি অন্তায়
হইয়াছে। আপনি জানেন না, মহাবল-
শালী বালী ও সুগ্রীবে অনেক প্রভেদ;
আপনি বালী দ্বারা যে কাজ পাইতেন,
সুগ্রীব দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও
পাইবেন না। বালীর সহিত সন্তাব করিলে
দেখিতেন, বালী সূর্যাস্তের মধ্যে সীতাকে
আনিয়া দিতে পারিতেন; রাবণকেও
বলপূর্বক আপনার নিকটে আনিয়া আপ-
নার শরণাপন্ন করিতেন। বালী বানরের
রাজা; পঞ্চাশৎপরার্ক বানর ও ভল্লুক
বালীর সৈন্য; এক বালী দ্বারাই আপনার
সকল কার্য সিদ্ধ হইত। সুগ্রীবের দ্বারা
আপনার কি কাজ হইবে? সুগ্রীব কেবল
কথায় মজবুত; ক্ষমতা অতি সামান্য;
দণ্ড পরার্কি মাত্র ইহার সৈন্য। দেব! আপ-
নার আশ্চর্য্য হর্ষহুঙ্কি উপস্থিত; আমি
মাখনাকে ভাল কথাই বলিলাম। স্বাম উত্তর

নিগ্রহণং কার্য্যং শিষ্টপরিপালনঞ্চ বালিনা
সুগ্রীবমহিবীকৃমাপহতা রাজ্যঞ্চ । অতশ্চ ন
তাদৃগ্ধে দোষঃ । ১৮৮

তারোবাচ। সুগ্রীবোহপি তর্হি বধ্যো
হৃন্দুভিনা যুধ্যতা বালিনা বিলং প্রবিষ্টেন বৎ-
সরং তত্রোষিতং তদস্তরে চ মামপহত্য
রাজ্যঞ্চ কৃতং সুগ্রীবেণ তৎ পূর্বমপি পশ্যন্তঃ
হস্তম্ । ১৮৯

রামোবাচ। কিমৎকালপূর্বমিদঞ্চ বদ।

তারোবাচ। যষ্টিবর্ষসহস্রাদক্ষীগণীতিতমে
বর্ষে রক্ষোযুদ্ধে সুগ্রীবেণ রাজ্যমপহতং
পুনশ্চ বর্ষান্তরে প্রাপ্তেন বালিনা সুগ্রীবঃ
পলায়িতোহপহত্য তস্ম ভার্ঘ্যা রাজ্যঞ্চাপহতং

করিলেন,—আমি রাজা, ছষ্টের দমন ও
শিষ্টের পালন আমার অবশ্যকর্তব্য। বালী
সুগ্রীবের রাজ্য ও তদীয় পত্নী কুমাকে অপ-
হরণ করিয়া অতি হৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছে,
সুতরাং তাহাকে বধ করা আমার অন্তায়
হয় নাই। তারা বলিলেন,—আপনি যদি
তাই বলেন, তবে সুগ্রীবও আপনার বধ্য;
এক সময়ে সুগ্রীবও বিলক্ষণ হৃষ্ট-স্বভাবের
পরিচয় দিয়াছে,—হৃন্দুভির সহিত যুদ্ধ
করিতে বালী যখন গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
একবৎসর তথায় বাস করিয়াছিলেন, সেই
অবসরে সুগ্রীব আমাকে অপহরণ করিয়া
বালীর স্থান অধিকারপূর্বক রাজত্ব করিয়া
ছিল; অতএব সুগ্রীবকে আপনার প্রথমে
বধ করা উচিত, তাহার পর বালীকে। রাম
বলিলেন,—এ কত কালের কথা, বল দেখি।
তার উত্তর করিলেন,—ষাটহাজার বৎসর
পূর্বে অশীতিবৎসর বয়সকালে হৃন্দুভি রাক্ষ-
সের সহিত বালীর যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে
সুগ্রীব বালীর রাজ্য অপহরণ করে; পরে
এক বৎসরের পর বালী যুদ্ধ করিয়া প্রত্যা-
গত হইলে সুগ্রীব পলায়ন করে; তখন
বালী ক্রোধে সুগ্রীবের ভার্ঘ্যা এবং রাজ্য

ভাস্মিয়েব দিনে ভবতঃ পিতৃর্দশরথস্থ্যভি-
বেকঃ ॥ ১১১

রাম উবাচ ।

ময়া পিতৃষুশাসনাজ্যগততৃষ্ণনিগ্রহঃ
কৃতঃ গুরুবচনস্থালজ্বনীয়বাস্তদপহরণ-
বেলায়াং যো রাজা স নাচরৎ ॥ ১১২

অথবা স্বতন্ত্রৌ মৃগো মৃগয়োহঁতশ্চ বালী
মৃগাণামস্তোচ্ছাদারণাদ্যজুগুপ্সা চ সতো মম
মৃগয়াবৎ অথ বিমৃগাণাম্ ॥ ১১৩

চলিতাস্তবদ্বানাং চলদ্ভ্রাস্তপয়ায়িণাম্ ।

অথাবসৃজতাং সঙ্গমুঞ্জুক্তা মৃগয়া তথা ॥ ১১৪

মৃগয়াশাস্ত্রবিধিতে মৃগয়েয়ং ময়া কৃতা ।

দর্শনাদর্শনাভ্যাক ধাবাধাবানস্তথা ॥ ১১৫

অবরোহাৎ পরং স্থানং সাধয়ানাং প্রভিদ্যতে
রাজ্যক মৃগয়া ধর্ম্মো বিনা আমিষভোজনম্ ॥

অথ রামবচনমাকর্ণ্য সর্ব্ব এব প্রাকম্পয়ন
শিরাংসি ॥ ১১৭

বালী বভাষে রামমঞ্জলিং মস্তকে নিধায়
নমস্তে রাম শৃগু বচনং মম ॥ ১১৮

অপহরণ করিয়াছিলেন। সেইদিনে আপ-
নার পিতা দশরথের রাজ্যাভিষেক হয়।
রাম বলিলেন,—আমি পিতার আদেশে
আমার রাজ্যমধ্যবস্তী দুষ্টির নিগ্রহ করি-
য়াছি। গুরুজনের আদেশ লঙ্ঘন করা
উচিত নহে, তাই এ কার্য করিয়াছি; তবে
সুগ্রীব যে সময়ে বালার ভার্যা ও রাজ্য
অপহরণ করিয়াছিল, তখন যিনি রাজা
ছিলেন, তিনি উহাকে শাসন করেন নাই!
তাই বালয়া তখনকার বিচার এখন আমি
করি কিরূপে? অথবা বালী ও সুগ্রীব
স্বচ্ছন্দচারী মৃগ; রাজাদের মৃগয়া দোষাবৎ
নহে; আমি মৃগয়াক্রমে বালীকে বধ
করিয়াছি। অনন্তর রামের কথা শ্রবণ
করিয়া সকলে শিরঃকম্পন করিল (রামের
কথায় অনুমোদন করিল)। তৎপরে
মুমূর্ষু বালী কৃতজালিপুটে রামকে কহি-
লেন,—রাম! আপনাকে নমস্কার; আমার

শঙ্খচক্রগদাপাতিঃ পীতবাসা জগদগুরুঃ

নারায়ণঃ স্বয়ং সাক্ষাত্ত্বানিতি ময়া ঋতম্ ।

স্বাং যোগিনশ্চিস্তয়ন্তি স্বাং যজন্তি চ যজিনঃ ।

হব্যকব্যাত্তোগেকস্তং পিতৃদেবস্বরূপধ্বং ॥ ২০০

মরণে চিস্তয়ানস্ত স্বাং বিশ্বক্তিরদ্রুতঃ ।

স স্বং মে দর্শনং প্রাপ্তৌ রাম মে পাপসঙ্করঃ

গৃহাণ বাণং কাকুৎস্থ বাবিতৌ ভূশমস্ম্যহম্ ॥

অথ রামস্তথোক্তি বাণমাদায় বালিনমুবাচ

কিমিষ্টং দৌহত্যং বদ ॥ ২০৩

কপিক্রবাচ ।

যদি প্রসন্নো ভগবান্মম সঙ্গতিং দেহয়ং

সুগ্রীবস্তথা রক্ষণীয়োহঙ্গদোহথ তান্না চ ময়া

পাপিনাপরাধঃ কৃতস্তৎফলমহুভূতম্ ॥ ২০৪ ॥

একটি নিবেদন শ্রবণ করুন। আমি শুনি-

য়াছি—আপনি শঙ্খ-চক্র-গদা-হস্ত পীতবসন-

ধারী জগদগুরু সাক্ষাৎ নারায়ণ। যোগি-

গণ আপনাকে ধ্যান করেন। যাজ্ঞিকগণ

আপনার প্রীতি উদ্দেশে যাগ করেন। এক

মাত্র আপনিই পিতৃরূপ দেবরূপ ধারণ

করিয়া হব্য ও কব্য ভোজন করেন। মৃত্যু-

কালে আপনাকে যে চিন্তা করে, তাহার

মুক্তি অতি নিকটবস্তী হয়। রাম! এতা-

দৃশ আপনি অদ্য আমার দৃষ্টিগোচর হও-

য়াতে আমার পাপ ক্ষয় হইয়া গেল। হে

কাকুৎস্থ! আপনি আমার শরীর হইতে

বাণ গ্রহণ করুন, ব্যথা অনুভব করিতেছি।

অনন্তর রাম “তাহাই হইতেছে” বলিয়

বালীর অঙ্গ হইতে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক বালীবে

বলিলেন,—এক্ষণে তোমাকে কি ইষ্ট প্রদান

করিব বল। বালী বলিলেন,—ভগবান

মাদ প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত আমাকে সদ্

গতি প্রদান করুন। আর এই সুগ্রীববে

যেমন রক্ষা করিবেন, তেমন আমার অঙ্গ

এবং তারাকেও রক্ষা করিবেন। আমি

পাপিষ্ঠ, ঘোরতর অপরাধ করিয়াছি, তাং

পাপের ফল ভোগ করিলাম। এই কা

অথ রামঃ পশুন্নৈব বালী মমার স্বৰ্গক
গন্তঃ ॥ ২০৫

অথ সুগ্ৰীবঃ রাজ্যেহভিষিচ্য স্বয়ং বনং
বিবেশ ॥ ২০৬

অথ তেন সহায়েন জলধিসমীপং গন্ত্বা ক
লঙ্কা ক সীতা ক চারাতিঃ সুগ্ৰীবমাহ
রামঃ ॥ ২০৭

অথ হনুমানহ প্রবিশু লঙ্কাং বিচিত্রা
সীতাঃ সৰ্বঃ তত্ত্বখবগত্য যুদ্ধং সন্ধিক্ষা
কর্তব্যাস্তদ্বদধিলজ্জনায় কিঞ্চিৎসমাধিশতু ভগ-
বান ॥ ২০৮

অথ সুগ্ৰীবমাহ রামঃ কথমেতদ্ ঘটত
ইতি ॥ ২০৯

কপিকবাচ! মম বানয়া ভল্লপ্রমুখাঃ
কোটিশঃ সন্ত্যকং নিযুক্ত্য সৰ্বমাকলয়া যথা
যুক্তং তথা করণীয়ম্ ॥ ২১০

বলিয়া বালী রামকে দেখিতে দেখিতে
প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।
অনন্তর রাম সুগ্ৰীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত
করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। পরে রাম
সুগ্ৰীবকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রতীরে গমন-
পূর্বক বলিলেন,—লঙ্কা কোথায়, সীতা
কোথায় আর আমার সে শত্রু কোথায়?
অনন্তর হনুমান বলিলেন,—লঙ্কায় প্রবেশ-
পূর্বক সীতার অবেষণ করিয়া অগ্রে সমস্ত
বৃক্সান্ত অবগত হওয়া যাউক, তাহার পর
সন্ধি বা যুদ্ধ যাহা কর্তব্য স্থির করা যাইবে।
অতএব আপনি সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে
অনুমতি প্রদান করুন। তাহার পর রাম
সুগ্ৰীবকে বলিলেন,—সমুদ্র লঙ্ঘন কে
করবে; সুগ্ৰীব উত্তর করিলেন,—ভল্লুক
প্রভৃতি কোটি বানর আমার সৈন্য
রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহা-
কও সমুদ্র পারে যাইতে আদেশ
করিয়া তাহা দ্বারা অগ্রে সংবাদ লওয়া
যাউক, তাহার পর পরামর্শ করিয়া যাহা
কর্তব্য হয়, করা যাইবে। ১৭৩—২১০।

অথ জাহবানাহ হনুমানেকো গচ্ছতু বৃধ্যতু
লঙ্কাম্ ॥ ২১১

অথ হনুমানগমলঙ্কাং পুরীং বিচিত্রা সীতা-
মশোকবনিকায়ামাসীনাং তথাচ সন্ত্যযা
বিশ্বাসং কৃত্বা বনং বভঞ্জ বনরক্ষকাংশচ ॥২১২
বন্দো রক্ষসা লঙ্কাং দধ্লেস্তরকুলং গন্ত্বা
রামঃ দৃষ্ট্বা বৃক্সান্তং কথয়িত্বা তুক্ষীমতিষ্ঠৎ ॥২১৩

অথ রামঃ সর্কৈর্কিচিগরয়ামাস ॥ ২১৪
জাহবানুবাচ রামেণ লঙ্কা কপিভিক্সিনশু-
ভীতি নারদেন মমোক্তমথ সাগরোত্তরণে
যততয়া স্থেয়ম্ ॥ ২১৫

অথ রামঃ শঙ্করমারাদ্য সৰ্বঃ নিবেদ্য
তদুক্তঃ করোমীতি বচনমুক্তা শিবমভ্যর্চ্যা
প্রপতো ভূত্বা ব্যজিঞ্জপৎ ॥ ২১৬

অনন্তর জাহবান বলিলেন,—হনুমান
একাকী লঙ্কায় গমন করিয়া সমস্ত বৃক্সান্ত
অবগত হইল। তৎপরে তাঁহাদের অনুমতি-
ক্রমে হনুমান লঙ্কায় গমন করিয়া সমস্ত
নগরী অনুসন্ধান করিতে করিতে অশোক-
কাননমধ্যে সীতাকে দেখিতে পাইলেন।
পরে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া
তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন। তাহার
পর বনভঙ্গ করিয়া বনরক্ষকদিগকে বধ
করিলেন। তাহার পর রাক্ষসেরা তাঁহাকে
বন্ধনপূর্বক লাজুলে অগ্নিসংযোগ করিয়া
দিলে, তিনি লঙ্কাপুরী দগ্ন করিয়া সমুদ্র পার
হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং রামের নিকটে
সমস্ত বৃক্সান্ত বলিয়া যোঁনাবলম্বন করিলেন।
অনন্তর রাম সকলের সহিত পরামর্শ করিতে
লাগিলেন। তৎপরে জাহবান কহিলেন,—
আমি মহর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছি, রাম
বানরসেনার সাহায্যে লঙ্কাপুরী ছাত্রখার
করিবেন। অতএব আমাদিগকে এক্ষণে
যত্নপূর্বক সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে।
অনন্তর রাম ‘শঙ্করের আরাধনা করিয়া
তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন করি, তাহার
পর তিনি যাহা বলেন, তাহাই করিব’ এই

দেব মহাদেব মহাভূতগ্রাস মহাপ্রলয়-
কারণ মহাহিড়ুগণ মহাক্রুদ্ধ শঙ্কর পরমেশ্বর
বিরূপাক্ষ নাগযজ্ঞোপবীত করিকৃতিবসন
ব্রহ্মশিরঃকপালমালাভরণ নরকাস্ত্রিভূষণ
ভসিতপন্ন নারায়ণপ্রিয় শুভচরিত পঞ্চব্রহ্মা-
দিদেব পঞ্চানন চতুর্দশন বেদবেদ্য ভক্ত-
সুলভাভক্তদুর্লভ পরমানন্দবিজ্ঞানপর পু-
দস্তপাতন দক্ষশিরশ্ছেদন ব্রহ্মপঞ্চমশিরো-
হরণ পার্শ্বভীবল্লভ নারদোপগীয়মান-শুভ-
চরিত শর্কি ত্রিনেত্র ত্রিশূলধর পিনাকপাণে
কপাঙ্গিননৈকরূপগ্রন্থবাহন শুদ্ধফটিকসঙ্কাস

বলিয়া শঙ্করকে পূজাপূর্বক প্রণাম করিয়া
স্তব করিতে লাগিলেন। ২১১—২১৬।
দেব! আপনি মহাদেব। আপনি মহাভূত-
সমূহকে গ্রাস করিয়া থাকেন। আপনি
মহাপ্রলয়ের কারণ। বাসুকি আপনার
ভূষণ। আপনি শঙ্কর। আপনি মহাক্রুদ্ধ
পরমেশ্বর। আপনি বিরূপাক্ষ। সর্প দ্বারা
আপনি যজ্ঞোপবীত করিয়াছেন। গজচর্ম
আপনার বসন। ব্রহ্মমস্তক ও নর-কপাল-
মালা আপনার অলঙ্কার। নরকাসুরের অস্থি
দ্বারা আপনি অলঙ্কার করিয়াছেন। আপনি
সর্কীক্লে ভস্ম মাথিয়া থাকেন। নারায়ণকে
আপনি ভালবাসেন। আপনি পবিত্রচরিত্র,
পঞ্চব্রহ্মাদিদেব। আপনি পঞ্চানন। আপ-
নিই চতুর্গুণ। আপনি বেদপ্রতিপাদ্য
ঈশ্বর। আপনি ভক্তের পক্ষে সুলভ,
অভক্তের পক্ষে দুর্লভ, আপনি পরমানন্দ-
জ্ঞানে বিভোর। আপনি পৃথার দস্ত
উৎপাটন করিয়াছেন। দক্ষের মস্তক
ছেদন করিয়াছেন, ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক
হরণ করিয়াছেন। হে পার্শ্বভীবল্লভ!
নারদ সর্কীক্লে আপনার পবিত্র চরিত
গান করিয়া থাকেন। হে শর্কি! হে
ত্রিশূলধারিন্! হে পিনাকপাণি কপাঙ্গিন্!
আপনি বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।
বৃষভ আপনার বাহন। শুদ্ধফটিকের স্তায়

চতুর্ভুজ নানায়ুধদক্ষিণামূর্ত্ত ঈশ্বর দেবপতে
গন্ধাধর ত্রিপুরহর জীশৈলনিবাস কানীনাথ
কেদারেশ্বর ভূষণসিদ্ধেশ্বর পটহকর্ণেশ্বর কন-
খলেশ্বর পর্শ্বতেশ্বর চক্রপ্রদ বাণচিন্তাপাদক
মুরহরপূজিতচরণকমল সোম সোমভূষণ সর্কীক্লে
জ্যোতির্শ্রয় জগন্ময় নমস্তে নমস্তে ২১৭

এবং স্তবতো রামস্ত পুরতো লিঙ্গমধ্য-
কোপেতস্তেজোময়মূর্ত্তিয়ারাবর্ভুত্ব ২১৮
অভয়বানথ পুনঃ পদ্মাসনাসীনমুমাধি-
ষ্টিভাঙ্ক-মীশম্যাক্ত-সর্কীভরণঃ সুকান্তি-
কিরীটিনং হৈমবতীকটীস্পর্শং করদয়েনাভয়ব-
প্রদং তরঙ্গিতানেকদিশাভিঃ পূর্ণং তেজস্বিনং
হাসযুগং প্রসন্নবদনং দদর্শ রামঃ পরমেশিতারং
ননাম বন্ধাজ্জলিঃ পুনশ্চ দণ্ডবৎ পপাত ২১৯

আপনার শরীরকান্তি। হে ঈশ্বর দেবপতে
আপনি নানা অস্ত্রধারী চতুর্ভুজ। আপনি
দক্ষিণামূর্ত্তিধারী; আপনি গন্ধাধর
আপনি ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছেন
আপনি জীপর্কতে বাস করেন, আপনি
কানীনাথ, কেদারেশ্বর, ভূষণ, সিদ্ধেশ্বর
আপনি পটহকর্ণেশ্বর, পর্শ্বতেশ্বর। আপনি
কনখলেশ্বর। আপনি চক্রপ্রদ! আপনি
বাণাসুরের চিন্তাপ্রদাতা; মুরারি আপনার
পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন। আপনি
চন্দ্রমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, চন্দ্র আপ
নার ভূষণ। হে জ্যোতির্শ্রয়! আপনি জগন্ম
ও সর্কীক্লে। আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণা
করি। রাম এইরূপে স্তব করিতে থাকি
র্গাঁহার সম্মুখস্থাপিত লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে তেজে
ময় মূর্ত্তি আর্ভুত হইলেন। গাঁহার সর্কীক্লে
বিবিধ অলঙ্কার। মস্তকে উজ্জল কিরী
র্গাঁহার অঙ্গানঃস্বত জ্যোতি ভায়া চতুর্দি
আলোকিত হইয়া গেল। তিনি পদ্মাসনে
আসীন। গাঁহার অঙ্কোপরি পার্শ্ব
দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। পার্শ্ব
তীর কটী স্পর্শ করিয়া তিনি সহাস্রবদনে
বরাভয় প্রদান করিতেছেন

অথ রামং পরমেশ্বরোহপি বরং বৃণু তং
বরদোহহমিত্যুক্তবান্ । রাম উবাচ ।
লঙ্কাং গমিষ্যামি সমুদ্রতরণ উপায়মেকং তম
দেহি শস্তো ॥ ২২০ ॥

শঙ্করুবাচ ।

ময়াজগবৎ ধনুঃশক্তি তৎকালরূপমবিকল্প্য
বা ভবতি তদাকরুহ সমুদ্রং তীর্ষা লঙ্কা-
মাণুহি ॥ ২২১ ॥

রামোহপি তথৈতি নিশ্চিত্য স সম্ভারাজ-
গবম্ ॥ ২২২ ॥

আগতং ধনুস্ততশ্চ রামোহপুজয়ৎ ॥ ২২৩ ॥

অথ হস্তো ধনুঃসাদায় রামায় দন্তবান্ ॥ ২২৪ ॥

রামোহপি জলধাবপাতয়ৎ ॥ ২২৫ ॥

আকরুহঃ সর্কৈ বানরা রামলক্ষণৌ চ
যষ্টিপয়ার্ধং তেষামসঙ্খ্যেযু বানরেষু ধনুয়া

পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া রাম অভয় প্রাপ্ত
হইলেন, এবং কৃতজ্ঞলিপটে তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া পুনরপি তাঁহার পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ
পতিত হইলেন। অনন্তর পরমেশ্বর
রামকে বলিলেন,—আমি বর দিতে
আসিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। রাম
বলিলেন,—শস্তো! আমি লঙ্কায় গমন
করিব; অতএব আমাকে সমুদ্র পার হই-
বার একটি উপায় করিয়া দিন ॥ ২১৭—২২০ ॥
শঙ্কু বলিলেন,—আমার পিনাক ধনু আছে;
সেই বৃহৎ ধনু সেতুর স্তায় করিয়া সমুদ্রের
উপরে স্থাপন করিলে তাহাতে আরোহণ-
পূর্বক সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়া তুমি লঙ্কায় গমন
করিতে পারিবে। রাম “তাহাই হউক”
বলিয়া সেই উপায়ে সমুদ্রে তরণে কৃতনিশ্চয়
হইলে শঙ্কু সেই পিনাক ধনু স্মরণ করি-
লেন। স্মরণ করিবামাত্র ধনু তথায় উপ-
স্থিত হইল। রাম সেই ধনুয় পূজা
করিলেন। অনন্তর মহাদেব সেই ধনুক-
ানি লইয়া রামকে প্রদান করিলেন। রাম
সেই লইয়া লঙ্কাভিমুখে সমুদ্রে পাতিত করি-
লেন। যষ্টিপয়ার্ধং বানর ও রাম লক্ষণ

কুটেষু নিকামং যথৌ ধনুস্তটং বানরশ্চ তত-
স্ততো গঙ্গা নিরীক্ষয়ামাণুঃ ॥ ২২৬ ॥

অথাতিকায়ো নাম রক্ষঃ কপিবলমালোক্য
রাবণায়োক্তবৎ ॥ ২২৭ ॥

রাবণোহপি কিং কপিভিঃ শাখামুগৈঃ
কিং বা মানুযাভ্যাং রামলক্ষণাভ্যাং কিমায়াতং
দৈবাগতমস্মাকং ভোজনমিত্যুবাচ ॥ ২২৮ ॥

অথ সুরগ্ৰীবঃ পশ্চিমাবলহিনি ভাস্বতি
হনুমজ্জাশ্বদাদিমহাবলৈশ্চাতিকায়ৈরসঙ্খ্যাতৈ-
র্লঙ্কাপার্শ্বং গঙ্গোপবনং প্রবিষ্টা নানাকলানি
খাদিত্বা পয়ঃ পীত্বোপবনরক্ষিরাক্ষসান্ বিজ্যাব্য
সর্কবিপিনমেকৈকশো গৃহীত্বা প্রোদ্রবজ্জঙ্কং
গোপুরকং গঙ্গা সমাকুহ প্রাসাদকং বিশীর্ঘ্যে-
কৈকশঃ কেচিৎ স্তম্ভমাদায় রক্ষোভিষুযুধুঃ ॥

নিঃশকচিস্তে সেই ধনুয় উপরে আরোহণ
করিলেন; ধনুকের অগ্রভাগ একেবারে
সমুদ্রের অপর পারের তটে গিয়া লাগিল।
স্বচ্ছন্দে তাঁহার ধনুয় উপর দিয়া সমুদ্র-
পারে গমন করিলেন। ধনুয় উপর দিয়া
সমুদ্রে লঙ্ঘনপূর্বক লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া
তাঁহার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগি-
লেন। অনন্তর অতিকায় নামক এক রাক্ষস
সেই বানরসেনা দর্শন করিয়া রাবণকে গিয়া
বলিল,—রাবণ তাহা শ্রবণ করিয়া উত্তর
করিল; বানরেরা ত শাখামুগ, রামলক্ষণ ত
মানুষ। তাহার আসিয়া আমার কি করিবে।
বরং ভালই হইয়াছে; সৌভাগ্যক্রমে
আমাদের প্রচুর আহার উপস্থিত হইয়াছে।
অনন্তর সূর্য্যদেব অন্তাচলচূড়া গমন করিলে
সুরগ্ৰীব, হনুমান, জাশ্ববান প্রভৃতি অসংখ্য
মহাবলশালী বিশালকায় বানরসমভিব্যাহারে
লঙ্কার পার্শ্ববর্তী এক উপবনে গিয়া নানা
কল ভক্ষণ, জল-পান, ও উপবনরক্ষক
রাক্ষসদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া, একে
একে তথাকার সমস্ত বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া লইয়া
লঙ্কার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎপরে
সকলেই বৃক্ষহস্তে লঙ্কাস্থবীরভোরগোপরি

একৈ চ শালাঃ বভঙ্গুর্গৃহাশি চূর্ণয়ামাসু-
কীলবুদ্ধস্বীজনাদিকং সর্বমেব নিজয়ুঃ ॥ ২৩০

অর্থকং প্রকারং নির্জিতমাত্রায় রাবণ
ইন্দ্রজিতঃ সন্দিদেশ ॥ ২৩১

ইন্দ্রজিতা চ যুদ্ধঃ বানরাঃ কৃশা ভীতাঃ
পলায়িতাশ্চ ॥ ২৩১

অথ হনুমানধিরলঃ নির্গতমাত্রায় রাবণং
জ্ঞাত্বা বানরানাহুয় নির্ভৎসু সেনাং মহতীং
কারয়িত্বা দশমুখং কল্পয়িত্বা মোদয়ামাস ॥ ২৩৩

অথ স্বস্থ এবৈন্দ্রজিদ্‌যুমুখে ন চ বানরাস্তং
দৃষ্টবন্তঃ ॥ ২৩৪

অথ হনুমজ্জাঘবস্তো থমুৎপ্লুত্যা পরীত-
শিখরাভ্যামিন্দ্রজিতং নিজয়ুতুঃ ॥ ২৩৫

অথ ভুবি পপাত তং লক্ষ্মণশ্চ যমলোক-
গামিনং চকার ॥ ২৩৬

আরোহণ করিয়া অট্টালিকার উপরে উঠি-
লেন। অট্টালিকা সকল ভয় করিয়া কেহ
কেহ একটী একটী স্তম্ভ লইয়া রাক্ষসদিগের
সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ
কেহ গৃহদ্বার ভয়-বিচূর্ণ করিয়া বালক বৃদ্ধ
বনিভা সকলকেই নিহত করিতে লাগিলেন।
অনন্তর বানরগণ এইরূপ অত্যাচার করি-
তেছে জানিতে পারিয়া রাণ ইন্দ্রজিতকে
আদেশ করিল। বানরেরা ইন্দ্রজিতের
সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া ভয়ে পলায়ন
করিল। অনন্তর শক্রবল বহির্গত হইয়াছে,
রাবণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং
বানরেরা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে জানিতে
পারিয়া হনুমান বানরদিগকে ডাকিয়া তির-
স্কার করিলেন এবং বহুতর বানরকে একত্র
করিয়া মহতী সেনা সন্নিবেশ করিলেন;
দশভাগে সৈন্য বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে
যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান করিলেন। অনন্তর
ইন্দ্রজিৎ আকাশে থাকিয়া অলক্ষ্য ভাবে
যুদ্ধ করিতে লাগিল; বানরেরা তাহাকে
দেখিতে পাইল না। অনন্তর হনুমান ও
জাঘবান লক্ষ্মণপ্রদানপূর্বক আকাশে উঠিয়া

অধাতিকায়মহাকায়ে বানরসৈন্যং বহুশো
হুত্বা লক্ষ্মণং পীড়য়িত্বা রামেণ সংযুধা সুন্দ্রীবং
কুত্বা হনুমজ্জাঘবস্ত্যাং যযুধাতে পরাজিতো
গৃহীত্বা তৌ চ যোদ্ধারাবাদায় রামসমীপং
গত্বা রামায় স্তবেদয়তাম্ ॥ ২২৭

অতিকায়মভাবত রাসো রামগম্ম মম ক্রুহি
সচিবানামস্তেষাং মহাভবানাক্ষ ॥ ২৩৭

অতিকায় উবাচ।

নিশ্চিতমিদং পুরাস্মাভিঃ কার্ধ্যং সেনা-
বিভাগশঃ কুত্বা বিদ্যাম্বালী নাম রাক্ষসো মহা-
বলো বিচিত্রযোধী দর্শনাদর্শনযোধী বানরৈঃ
সর্কেষ্যেক এব যুধ্যতেহপরে চ বলিনো
মহাস্তঃ শিক্ষিতাস্তাশ্চাবাং যুবাভ্যাং যুধ্যাবো

পরীতশূঙ্গপ্রহারে ইন্দ্রজিতকে ভূতলে পাতিত
করিল। ইন্দ্রজিৎ ভূতলে পতিত হইলে
লক্ষ্মণ বাণনিষ্ক্ষেপে তাহাকে যমভবনে
প্রেরণ করিলেন। ২২১—২৩৬। অনন্তর
অতিকায় ও মহাকায় নামক দুই রাক্ষস
আসিয়া বহুতর বানর সৈন্য নিহত করিয়া
লক্ষ্মণকে ব্যথিত করিল। তাহার পর রাম
ও সুন্দ্রীবের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া
হনুমান ও জাঘবানের সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিল। হনুমান ও জাঘবান সেই যোদ্ধা-
যুগলকে পরাজিত করিয়া বন্ধনপূর্বক গ্রহণ
করিয়া রামের নিকট লইয়া গেলেন। রাম
অতিকায়কে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি, রাবণ
এবং রাবণের অন্তান্ত মন্ত্রাদিগকে গিয়া
বল;—(যদি সীতাকে প্রত্যর্পণ না করা হয়,
তাহা হইলে আমি যুদ্ধে সকলকে নিহত
করিব।) অতিকায় বলিল,—আপনার
সহিত যুদ্ধ করিব, ইহা আমরা পূর্বেই স্থির
করিয়া রাখিয়াছি; সেই জন্য আমরা দলে
দলে সৈন্যসজ্জা করিয়াছি; মহাবলশালী
অদ্ভুতযোদ্ধা বিদ্যাম্বালী নামক রাক্ষস, সেই
সকল সজ্জিত সেনা লইয়া সমস্ত বানরের
সহিত কখন দৃষ্ট ও কখন অদৃষ্টভাবে যুদ্ধ
করিতেছে; তাহার সঙ্গে আরও অনেক

রাবণঃ পুষ্পকমারুহাপরভাগেন স্বামেব নিহ-
নিষ্যত্যস্তে চ রাক্ষসাঃ কুস্তকর্ণমুখাশ্চানুরূপাং
কুস্তা স্বাং পরিবার্ধ্য গৃহীত্বা সীতায়ৈ দর্শয়িত্বা
তৎসম্মিধাবেব হনিষ্যন্তি ॥ ২০৯

রামঃ প্রাহাহো বলবতাং কিমসাধ্যমেবং
ভবতি বো দৈবগতিঃ কৃটিলা ॥ ২১০

সুগ্রীবোহতিকোপনঃ সক্রোধং দৃষ্ট্বা রাম-
মুবাচ বন্ধাবেতো ন মোচনীয়ো ॥ ২১১

রামঃ প্রাহাবন্ধো মোচনীয়াবেতো বসনানি
ভূষণান্তানয়েতুক্তমাভ্জে হনুমতা তান্তানীতানি
রামস্তাভ্যাং দত্তবান ॥ ২১২

অস্ত্র-বিদ্যাপারদর্শী বলবান মহারাক্ষস যোগ
দিয়াছে; আমরাও আপনাদিগের সহিত
যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। ক্ষণকাল পরে
দেখিবেন,—রাবণ পুষ্পকরথে আরোহণ
করিয়া অপর দিক্ দিয়া আসিয়া আপনাকে
নিহত করিবেন। কুস্তকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্রাশ্র
প্রবল পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ স্ব স্ব ভীষণ
মুক্তি ধারণপূর্বক আপনাকে বেষ্টন করিয়া
আক্রমণ করত সীতার নিকটে লইয়া যাই-
বেন এবং সীতাকে দেখাইয়া তাঁহার নিক-
টেই আপনাকে বধ করিবেন। ২০৭—২০৯।
রাম বলিলেন,—ওহে বলবানের অসাধ্য কি
আছে? কিন্তু তোমাদিগের প্রতি বিধি
প্রতিকূল হইয়াছেন। তোমরা জানিতে
পারিতেছ না যে, তোমাদিগের বিষম বিপদ্
নিকটবস্তী। অনন্তর অতি ক্রোধী সুগ্রীব
সেই দুই রাক্ষসের উপর সক্রোধ দৃষ্টিপাত
করিয়া রামকে বলিলেন,—মহাশয়! এই
বদ্ধ রাক্ষস দুইটিকে ছাড়িয়া দিবেন না;
রাজা বলিলেন,—ইহার বদ্ধ; সূতরাং
বিপন্ন। এরূপ অবস্থায় ইহাদিগকে বধ করা
উচিত নয়; ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া
হউক। হনুম! তুমি বসন-ভূষণ লইয়া
আইস। রাম এই কথা বলিবামাত্র, হনুমান
বসন-ভূষণ আনিয়া দিলেন। রাম সেই
রাক্ষসদ্বয়কে উক্ত বসন-ভূষণ প্রদান করি-

নহা যদেতল্লঙ্কাধারে দৃশুতে দাক পঞ্চ-
বক্রং শুক্রেণোক্তমেতেন ছিন্নেন রাবণো
হশুতেহব চ দাকচ্ছেদনসমনস্তরং পাতালং
গন্তব্যমিতি ভার্গবভাসিতং শাসনং লিখিতং
তস্মাত্ত্বমিদং দার্ষেিকপ্রবৃত্তেনৈকবাণনিপাতেন
পঞ্চধা ছিন্তি ততস্তব শান্তং জ্ঞাত্বা যুদ্ধ-
মতিদৃঢ়ং কুর্ষসে ॥ ২১৩

অথ ভার্গববচো বিজ্ঞায় রামঃ পূর্বকোট্যাং
স্পর্শমানে সজ্জাং কুস্তা ধনুযি বাণং সংযোজ্য
রক্ষোভ্যাং হনুমতাশ্রাবয়ন্তে বাণং মুমোচ ॥

বাণং ধনুযশ্চলিতং তো রাক্ষসৌ বাণমার্গে
নিরীক্ষমাণৌ দাক বাণেন পঞ্চধা ছিন্নং

লেন। তাহার পর অতিকায় আবায় বলিল,
—আপনি কেবল বলে রাবণকে কোনমতেই
বধ করিতে পারিবেন না। লঙ্কাধারে ঐ যে
কাঠময় পঞ্চানন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ঐ কাঠ-
মুক্তি ছিন্ন হইলে বায়ণ নিহত হইবেন। ঐ
দাকচ্ছেদনের পর পাতালে গমন করিতে
হইবে; শুক্রাচার্যের শাসনপত্র উহাতে
লিখিত আছে। যদি আপনি একবারে এক
বাণে ঐ কাঠময় পঞ্চাননকে পাঁচ খণ্ডে
ছেদন করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব,
আপনি বলবান। তাহা হইলে আপনার
সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। নতুবা আপনি
সামান্ত মাল্লব—আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করায়
আমাদের গৌরব নষ্ট হয়। দুর্ভিক্ষি রাক্ষস
বুঝিল না যে, রাম সামান্ত মাল্লব নহেন,
ভাবিয়াছিল—রাম এ কার্য কখনই সম্পন্ন
করিতে পারিবেন না, তাই রাবণের যত্নের
উপায় বলিয়া দিল। অনন্তর রাম শুক্রা-
চার্যের আদেশ অবগত হইয়া ধনুয় অগ্র
অবনমনপূর্বক তাহাতে জ্যা যোজনা করি-
লেন; এবং হনুমান্ধারা সেই রাক্ষসদ্বয়কে
শ্রবণ করাইয়া ধনুতে শর সন্ধান করিয়া
নিক্ষেপ করিলেন। সেই দুই রাক্ষস তথায়
উপস্থিত থাকিয়া দেখিতে লাগিল,—রামের
ধনু হইতে বাণ নির্গত হইয়া সেই কাঠ-

নিরীক্ষ্য রামঃ ব্যজ্ঞাপয়ত্য়াবযোঃ শিশবো বানরা লক্ষণশ্চ কোটিকোটীরাক্ষসানয়ন ॥ ২৫১
রক্ষণীয়স্থয়েতি ॥ ২৪৫

তথেষ্ট্যাহ রামঃ । রাক্ষসৌ লক্ষাং প্রবিষ্টা-
বধ প্রাকারযুদ্ধং কর্তুং বানরা গতা সর্গতো
বরণমাত্রং পার্শ্বিভিঃ পাদৈর্জাহুভিঃ কঠৈঃ
পৃষ্ঠৈশ্চ তলসমং কৃত্বা দ্বিতীয়প্রাকারং গত-
স্তদা চ রাবণঃ সমাগত্য সর্গানেবেবুভির্দ্রাব-
হিত্বা তদনুগচ্ছন রামমগাৎ ॥ ২৪৬

অথ রামমপি পঞ্চভিক্ষাগৈর্কিব্যাধ ॥ ১৪৭
অথ রামো দশভিক্ষাগৈ রাবণং স্রবণং চকার
অনয়োরতিদারুণমশ্লোহন্তঃ যুদ্ধং বভূব ।

রাবণো দশভিক্ষাগৈর্কিব্যাধ ॥ ২৪৯

অথ রামবাটৈশ্চ ক্ষতজশরীরো রাক্ষসঃ
পলায়নপরোহভবৎ ॥ ২৫০

পঞ্চাননে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই
কাষ্ঠ পাঁচ খণ্ডে ছিন্ন হইয়া গেল । তদ-
র্শনে রাক্ষসদ্বয়, এইবার রাক্ষসবংশ নির্মূল
হইতে আরম্ভ হইল, তাবিদ্যা রামের শরণা-
পন্ন হইয়া বলিল,—“মহাশয়! অনুগ্রহ
করিয়া আমাদের বালক পুত্রগুলিকে রক্ষা
করিবেন।” রাম “আচ্ছা, তাহা হইবে”
বলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন । রাক্ষস-
দ্বয় লক্ষাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিল । অনন্তর
বানরেরা ভগ্ন প্রাচীর হইয়া যুদ্ধ করিবার
নিমিত্ত সকলে পার্শ্বপ্রহার, পদাঘাত, কয়
প্রহার, এবং পৃষ্ঠাঘাতে প্রথম প্রাচীর সমুদয়
ভাঙ্গিয়া তল-সমান করিয়া ফেলিল; তৎ-
পরে তাহারা যেমন দ্বিতীয় প্রাচীর ভাঙ্গিবার
নিমিত্ত তাহার উপর আরোহণ করিল,
অমনি তৎক্ষণাৎ রাবণ আসিয়া বাণনিক্ষেপ
করত তাহাদিগকে তাড়া করিয়া তাহাদের
পশ্চাৎ অনুসরণপূর্বক রামের নিকটে উপ-
স্থিত হইল এবং রামকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ
করিল । অনন্তর রামও দশটি বাণে রাজাকে
ক্ষত বিক্ষত করিলেন । তাঁহাদের উভয়ে
পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ।
রাবণ আবার দশ বাণে রামকে বিদ্ধ করিল ।

নিবার্যোদয়ুবাচ ॥ ২৫২
তৃতীয়োপায়কালোহয়ং চতুর্থং ন বিচারয় ।
চতুর্থা বিপরীতো ন শস্তঃ শস্তাপি কারিণঃ ॥
পরস্ত চান্মমঃ শক্তিং বিদিত্বা চান্মনোহধিকম্
তদা যুদ্ধং প্রশস্তং স্মাদ্বিপরীতং বিনাশকম্ ॥
রামেণ বলিনা নৈব যুদ্ধঃ তে দুর্ভলস্ত চ ।
একেষুবালিহস্তাসৌ বালির্জিত্তস্যয়া পুরা ॥ ২৫৫
মারীচমেকবাণেন ভবানপি পলায়িতঃ ।
নিহতা রাক্ষসাঃ শূরা ইন্দ্রজিচ্ছ শূতো হতঃ

অনন্তর রামের বাণে রক্তাক্তশরীর হইয়া
রাবণ পলায়ন করিল । তৎপরে বানর-
গণের সহিত যোগদান করিয়া লক্ষণ কোটি
কোটি রাক্ষস বধ করিলেন । অনন্তর পর-
দিন বিভীষণ রাবণকে নিবারণ করিয়া
বলিলেন,—ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই
উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে এক্ষণে তৃতীয় উপায়
অবলম্বন করিবার সময় উপস্থিত ।
এক্ষণে শক্রর সন্ধি সন্ধি ব্যতীত
অন্য উপায় দেখি না, চতুর্থ উপায়ও
এক্ষণে আমাদের ফলপ্রদ হইবে না;
তবে তদীয় দেব্য সীতা প্রত্যর্পণরূপ দান
অবলম্বনে ফল হইবে । শক্ররও নিজের
শক্তি ভালরূপ বুঝিয়া নিজের শক্তি শক্র
অপেক্ষা অধিক হইলে যুদ্ধ করা কর্তব্য;
নতুবা প্রাণনাশের নিশ্চিত সম্ভাবনা । রাম
বলবান । আপনি দুর্ভল । অতএব রামের
সহিত কোন মতেই আপনার যুদ্ধ করা
উচিত নহে । আপনি বালীর বলবিক্রম
অবগত আছেন, সেই বালীকে রাম এক
বাণে নিহত করিয়াছেন । রাম মারীচকে
এক বাণে অপসারিত করিয়াছেন । আপ-
নিও রামের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে
পলায়ন করিয়াছেন । বড় বড় রাক্ষস প্রায়
সমস্তই নিহত হইয়াছে । আপনার পুত্র

বরণ্যত্রিভয়ং ভয়ং তেন যুদ্ধঞ্চ নৈব তে ।
 দাসভাবমথো বাপি দত্তা সৌভামথাধুহি ॥ ২৫৭
 গোপুরস্থং তথা দাক পঞ্চবক্রমথেষুনা ।
 চিচ্ছেদ পঞ্চধা তেন রামস্তাং মারয়িষ্যতি ।
 স্বদর্থং বহবো নষ্টা নাশমেঘাস্তি চাপরে ।
 একো স্তায়ঃ সুখার্থায় ন চ মোচ্যঃ সহোদয় ।
 মাঙ্গুযৌ মৃত্যুসংযুক্তমানিচ্ছন্তীং পতিব্রতাম্ ।
 পত্নীং বলবতশ্চাপি পূজয়িত্বা বিসর্জয় ॥ ২৬০
 অনিচ্ছন্ত্যাঃ সমায়োগে ভবেদুঃখপরম্পরা ।
 চূর্ণকমলসংযুক্তো নারীসঙ্কো জুগুপ্সিতঃ ॥ ২৬১
 বিরক্তিরথ চেষ্টাতা হুঃখায়াকার্যাবর্তনম্ ।

ইশ্রজিৎও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মাঙ্গ-
 গণ্য তিনটি লোক রণে ভঙ্গ দিয়াছে।
 অতএব রামের সহিত যুদ্ধ করা কোনমতেই
 আপনার উচিত নহে আপনি সীতা
 প্রত্যর্গণ করিয়া রামের দাসত্ব গ্রহণ করুন।
 রাম এক বাণে ভোরণস্থিত কাষ্ঠময় পঞ্চা-
 ননকে ছেদন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি
 আপনাকে বধ করিবেন। আপনার জন্ম
 বহুতর লোক নষ্ট হইয়াছে; আরও
 কত নষ্ট হইবে। সুখের জন্ম অন্তায় আচ-
 রণ করাতে তত দোষ নাই। কিন্তু ভাই!
 যাহাতে পদে পদে বিপন্ন হইতে হইতেছে;
 মুচ্যতাবশতঃ এরূপ গর্হিত কার্য করা উচিত
 কি? বিশেষতঃ সীতা মাঙ্গুযৌ। মাঙ্গুযৌর
 প্রতি এরূপ লোভ আপনার নিতান্ত অসু-
 চিত। আবার তিনি পতিব্রতা। আপনার
 প্রতি ইচ্ছাই প্রকাশ করিতেছেন না, তাঁহার
 স্বামীও আপনা অপেক্ষা বলবান দেখা
 যাইতেছে; এরূপ ক্ষেত্রে সীতাকে পূজা
 করিয়া বিদায় দিন। বলপূর্বক অনিচ্ছু
 পতিব্রতার ধর্ষণ করিলে বিপদের সীমা
 থাকিবে না। নারী-সঙ্কটাই বিশেষ স্থণার
 বিষয়। আর এক কথা—এই অকার্য
 করিয়া পরে যদি আপনার ইহাতে বিরক্তি
 উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অল্পক্ষণ অল্পতাপে
 দগ্ধ হইতে হইবে। আর যদি চিরদিনই

অল্পরাগো যদি ভবেদমরণং নরকং ততঃ ।
 আশ্বনো মরণং ব্যর্থং তস্মাচ্চাদ্য সমাগমে ।
 ত্যাগো বা মরণং তাত ধর্মপত্নাসুখা ভবেৎ
 এবমাদি তথাস্তচ্চ কশ্মলং সম্ভবিষ্যতি ।
 অন্তদাখ্যামি তে বাক্যং সর্বেবাঞ্চ প্রিয়ং
 হিতম্ ॥ ২৬৪
 গদ্বা রামাস্তিকং নন্দা স্তত্রা বিজ্ঞাপ্য রাঘবম্
 ক্ষম রাম মহাবীর শরণাগতবৎসল ॥ ২৬৫
 তামসা রাক্ষসঃ সর্কে বয়মেতে সুপাপিনঃ ।
 সীতাপহারজং দোষঃ ত্যক্তা পুত্রানবেহি নঃ ।
 ব্রদধীনা বয়ং রাম রক্ষ বা মারয়েচ্ছায়া ।
 ইত্যাদীর্ঘ্য পুরস্তস্ত রাঘবস্ত স্থিতা বয়ম্ ॥ ২৬৭
 হিরায়ুষো ভবিষ্যামঃ স্থিররাজ্যা দশানন ।

তাহাতে অল্পরক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে
 অবিলম্বে মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পরস্পরীসহবাস-
 জনিত নরকভোগ অবশ্যই ঘটবে। এরূপ
 স্থলে পরস্পরীসংসর্গ করিয়া আপনার মৃত্যুকে
 ডাকিয়া আনা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে।
 তবে যদি তাই! তোমার ধর্মপত্নী হইত,
 তাহা হইলে তাহার জন্ম—তাহার সুখের
 জন্ম আপনার সুখত্যাগ বা মৃত্যু সঙ্গত
 হইত। আপনার এই পরস্পরী-লোভে
 ইত্যাদি প্রকার আরও কত বিপত্তি ও পাপ
 ঘটবে। অতএব আপনাকে সকলের
 প্রীতিকর হিত কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।
 আপনি রামের নিকটে গিয়া প্রণাম ও স্তব
 করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া নিবেদন করুন
 যে, হে মহাবীর রাম! আপনি শরণা-
 গতবৎসল। আমি আপনার শরণাগত,
 আমাকে ক্ষমা করুন। আমরা তমোগুণাব-
 দ্যৌ রাক্ষস জাতি, সুতরাং ঘোর পাপী।
 অমরা আপনার পুত্র স্বানীয় সীতাহরণজনিত
 অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদেরকে আশ্রয়দান
 করুন। হে রাম! আমরা সকলে আপনার
 অধীন। এক্ষণে আমাদের রক্ষা করুন।”
 বা মারুন, যাহা ইচ্ছা হয় করুন।” দশানন!
 এই বলিয়া আমরা রামের শরণাপন্ন হইলে

অথাহ রাবণো বাক্যমহো নো রাক্ষসো

ভবান । ২৩৮

ন শূরো রাজ্যধৰ্ম্মক ন চ জানাসি শাস্তম্ ।

পরনারীপরজ্ঞব্যপররাজ্যনিষেবয়া । ২৩৯

শূরণামুস্তমো ধৰ্ম্মো ন যণানান ভবাদৃশাম্ ।

শক্রপক্ষং সমালিন্দ্য নির্গচ্ছেচ্ছা হি চেমুপঃ ।

অথ বিভীষণো মন্দিরং গতা রামাস্তিকং
গতা তং শরণমভজৎ । ২৭১

অথ রাবণং মহাবলং হস্তমশক্তো রামো
বিভীষণমুখমালোক্য ভদ্রভূচিহ্নপদং বাণেন
নির্ভীড়্যামারয়ৎ । ২৭২

অথ কুন্তকর্ণো মহাগদামাদায় সর্কং

জিনি আমাদিগকে কিছু বলিবেন না, তাহা হইলে আমরা চিরজীবী হইয়া রাজ্য করিতে পারিব। অনন্তর রাবণ উত্তর করিল,—“তুমি রাক্ষস নহ, তুমি বীরও নহ, রাজার নিত্যকৰ্ম্ম কি, তাহাও জান না; তাই এ কথা বলিলে; পরজ্ঞা, পরজ্ঞব্য, ও পররাষ্ট্রা বলপূর্ব্বক অপহরণ করা বীর পুরুষের উত্তম ধৰ্ম্ম;—তোমার মত নপুংসকদিগের নহে তোমার যদি শক্রপক্ষ আশ্রয় করিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে; যাও, শক্রপক্ষ আলিঙ্গন করিয়া থাক। আমি তোমার কথায় অচুমোদন করিতে পারিতেছি না। অনন্তর বিভীষণ বাড়ী গিয়া সজ্জিত হইয়া রামের নিকটে গমন করিলেন এবং রামের শরণাপন্ন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই মহাবল রাবণকে মারিতে না পারিয়া বিভীষণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর বিভীষণ কোন স্থানে বাণ মারিলে রাবণ মরিবে, তাহা দেখাইয়া দিলে রাম সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া শরনিক্ষেপপূর্ব্বক রাবণকে মারিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কুন্তকর্ণ বৃহৎ এক গদা হস্তে লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল

নিম্পাদ্য বানরানেনকশো ভক্রয়িত্বা রামোস্ত-
মাক্ষং গদয়াহন । ২৭৩

অথ রামো নিশিতবানশতেন তমহনয়ামার
কুন্তকর্ণঃ । ২৭৪

অথ বিভীষণেন রাবণাদেঃ শ্রাদ্ধাদিকং
কারয়িত্বা শিবালয়ং তন্নাম কারয়িত্বা তমেব
লঙ্কারাজ্যে বিভীষণমভিষিচ্য সীতামগ্নি-
প্রবেশশুদ্ধামুমামহেবরাভ্যাং নময়িত্বা পুত্র-
হরণে দম্বাধিলকৃতবলায়ুযাঃ সুপুঙ্গকমাক্ষ
জলধিমুতৌৰ্য্য পান্নাবারভটে সেনাং সমব-
স্থাপ্য শিবপ্রতিষ্ঠাং তত্র কৃত্বা মূনিভির্দেবৈর-
ভ্যর্চিতোহবোধ্যামগমৎ । ২৭৫

অথ ভরতাদিসমুপেতো নাগৈরৈকসিষ্টেন
মূনিভিষ্চাভ্যর্চিতঃ শৃগৃহমগমৎ । ২৭৬

এবং বহুতর বানরকে ভক্ষণ করিয়া
রামের উত্তমাদে গদা প্রহার করিল।
অনন্তর রাম একশত তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ
করিয়া কুন্তকর্ণকে ধরাশায়ী করিলেন,—
কুন্তকর্ণ আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।
তৎপরে রাম বিভীষণ দ্বারা রাবণাদির
শ্রাদ্ধাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইয়া তথায়
রাবণের নামে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করাই-
লেন, এবং বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভি-
ষিক্ত করিয়া অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা সীতার শুদ্ধি
পরীক্ষা করাইয়া সীতাকে উমামহেশ্বর-পদে
প্রণাম করাইলেন। পরে মহাদেব তাঁহার
সমস্ত মৃতসৈন্যকে পুনর্জীবিত করিয়া তাহা-
দিগকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিলে রাম উত্তম
পুঙ্গবরথে আরোহণ করিয়া সমুদ্র পায়
হইয়া সমুদ্রের তটে সৈন্য স্থাপনপূর্ব্বক তথা
শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং দেবগণ ও
মূনিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া অযোধ্যা পুরীতে
গমন করিলেন। ২৪০—২৭৫। অনন্তর
শ্রীরামভদ্র বশিষ্ঠাদি মূনিগণ ও নাগরিকগণ
কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভরতাদি ভ্রাতৃ-
গণের সহিত শৃগৃহে গমন করিলেন, এবং

আত্মনাগতানিহ্নাদিদেবানাংসনাদিনাভ্যর্চ্য
বানরান সম্পূজ্য মুক্তজটৌহভিষিক্তে
রাজ্যে ॥ ২৭৭

রাবণবধধর্ষিতা দেবা রামমূচুঃ ॥ ২৭৮

ঐশ্বার্যরাজ্যে স্থাপিতা বয়ং নঃ সর্বদা
পরিপালয় ঐমান্যনারায়ণো দেবো নিখিল-
তৃষ্ণনিগ্রহার্থমবতৌর্ণো রাবণং সবান্ধবং হত্যা
লোকত্রয়রক্ষকোহসি শ্রিয়া সহ সুবী ভবেত্যা-
দৌর্ঘ্য স্বর্গং গতাঃ ॥ ২৭৯

অথোষোধ্যাবাসিনো রামং প্রহর্ষিতা উচুঃ ॥
হত্যা শক্রন সমায়াতো দৃষ্টা প্রাশ্ণোহসি
বৈ শিবম্ ।

দিষ্ট্যা ত্বং রাজসে রাম দিষ্ট্যা পালয়সে

প্রজাঃ ॥ ২৮১

স্বচ্ছানুসারে আগত ইন্দ্রাদি দেবগণের
আসনাদি- দান দ্বারা পূজা ও সাদর-
সম্ভাষণাদি দ্বারা বানরগণের ভূষ্টিসাধন
করিয়া জটা পরিত্যাগপূর্বক রাজ্যে
অভিষিক্ত হইলেন। তখন রাবণবধ হেতু
অতীব ধর্ষাচিত দেবগণ, শ্রীরামকে কহি-
লেন,—আমরা আপনা কর্তৃক স্ব স্ব রাজ্যে
পুনঃস্থাপিত হইলাম, আপনি সর্বকালে
আমাদিগকে সর্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষা
করিবেন; আপনিই আদিদেব নারায়ণ
(সৃষ্টির পূর্ববর্তী কারণ-সলিলশায়ী বিরাট
পুরুষ), সর্ববিধ পাপ ও পাপময় অসুর
রাক্ষসাদির বিনাশপূর্বক ধর্ম সংস্থাপন ও
জগতের রক্ষার নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ
হইয়া থাকেন; সম্প্রতি পুত্রপৌত্রাদি সম্ব-
লিত তৃষ্ণান্ত রাক্ষস-রাবণকে সংহার করিয়া
ত্রিলোক রক্ষা করিলেন। এক্ষণে লক্ষ্মী-
রূপিনী সীতাদেবীর সহিত সুখী হউন। এই
কথা বলিয়া দেবগণ স্বর্গে গমন করিলেন।
অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ পরমানন্দসহকারে
শ্রীরামকে কহিলেন,—আপনি আমাদিগের
সৌভাগ্যহেতু শক্রবধ করিয়া অযোধ্যায়
প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইহা পরম মঙ্গলের

স্বয়ং যজ্ঞাঃ করিষ্যন্তে ত্বয়া ধর্মো বিবর্ধতে ।
ইতি পৌরবচঃ ঐশ্বা রামো রাজীবলৌচনঃ ॥
বস্ত্রাদভিষ্কথো সর্কারাগরান্ সমপূজয়ৎ ॥
মুনীহুবাচ ধর্ম্মাত্মা পূজয়িষ্বাখিলৈর্জ্ঞানৈঃ ।
কচ্ছিত্তপঃ সমুদ্রং বা কচ্ছিদৃষজঃ স্বল্পুষ্টিতঃ ॥
কচ্ছিংসদারনিরতাঃ কচ্ছিদৌশোহভিপূজাতে
কচ্ছিংসপ্রজসো ভার্ঘ্যাঃ কচ্ছিংসর্কঃসুখো-
ত্তরম্ ॥ ২৮৫

মুনয় উচুঃ ।

ত্বয়ি রাজনি কাকুৎস্থ সর্কঃ স্বস্থং তপস্বিনাম্
গচ্ছামহে পদমিতঃকিংবা ত্বং মন্ত্রসে নৃপ ॥২৮৬

বিষয়। হে রাম! আপনি আমাদিগেরই
সৌভাগ্য হেতু অযোধ্যায় সিংহাসনে শোভা
পাইতেছেন এবং অযোধ্যাবাসী প্রজাগণের
পালন করিতেছেন। আপনি অনেক যজ্ঞের
অমুষ্ঠান করিবেন এবং আপনা কর্তৃক
প্রজাগণের ধর্ম প্রবর্দ্ধিত হইবে। পদ্ম-
পলাশাক শ্রীরাম, নগরবাসিগণের আন্তরিক
আনন্দসূচক বাক্যাবলী শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া
বস্ত্রাদি দান দ্বারা তাহাদিগকে সমাদৃত করি-
লেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম সর্বজন
দ্বারা মুনীগণের সূত্র সংকার সম্পাদনান্তর
ঊহাদিগকে কহিলেন,—হে মুনীগণ!
আপনাদিগের তপঃকার্য্য নির্য্যাসঘাতে সম্ব-
র্দ্ধিত হইতেছে ত? যজ্ঞসমূহ সুখে অমু-
ষ্টিত হইতেছে ত? আপনাদিগের পালন
ও শিবপূজনে রত আছেন ত? আপনা-
দিগের ভার্ঘ্যাগণ পূজবতী হইতেছেন ত?
এবং আপনাদিগের সর্বপ্রকার সুখভোগ করি-
তেছেন ত? রাম-বাক্য শ্রবণান্তর মুনীগণ
ঐক বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! আপ-
নার ত্বয় সুধাার্শ্বিক ও ক্ষমতাসালী রাজ্যের
বিদ্যমানতায় তপস্বিগণের সর্ববিষয়েই কুশল
বিদ্রাজ করিতেছে। এক্ষণে আমরা স্ব স্ব
আবাসে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, এ
বিষয়ে, আপনাদিগের ইচ্ছা বিরূপ? ২৭৬-২৮৬।

শ্রীরাম উবাচ ।

বশু বিণাঃ প্রসীদন্তি তন্তু শকুঃ প্রসীদন্তি ।
 বশু প্রসীদতীশ'নস্তন্তু তন্তুঃ ভবিষ্যতি ।
 তৎ কৃষা ভোজনমিহ গন্তুমর্হা অনস্তরম্ ।
 তথৈত্বাঙ্কা মুনিগণাঃ কৃষা ভোজনমুত্তমম্ ॥২৮৮
 অভিবর্ধ্য তমাসীর্ভিদৃষ্টাঃ স্বঃ স্বঃ পদং বযুঃ ।
 রামোহপি পরমশ্রীতঃ সভাষ্যাশ্চ সহস্রজঃ ।
 অকণ্টকং স কৃতবান রাজ্যাং সর্ষজনপ্রিয়ঃ ।
 শূণোভ্যোতত্তপাখ্যানং স্বঃ কশিদপি পাতকী ।
 সর্ষপাপবিনির্ধুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।
 ন দুর্গতির্ভবেত্তস্ত যশো'নং স্বরতে নয়ঃ ।
 যশপি কীর্তয়েত্তস্ত হেবমেতত্তদুদীরিতম্ ॥ ২২১

ইতি শ্রীপাণ্ডে পাতালখণ্ডে পুরাকল্পায়-
 রামায়ণকথনং নাম একসপ্ততি-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

মুনিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীরাম কহিলেন,
 —ব্রাহ্মণগণ যাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন,—
 ভগবান্ শকু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
 সর্ষদা কৃষা দান করেন । অতএব
 আপনারা অদ্য অংঘার বাটীতে ভোজন
 করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করুন । মুনিগণও
 তাহাই হউক, এই বলিয়া রাজগৃহে চর্যা-
 চর্যাঙ্গি নানাবিধ উত্তমোত্তম ভক্ষ্য-পেয়ের
 আশ্বাদনে পরিভুঞ্জ হইয়া রামচন্দ্রের সহিত
 সাক্ষাৎ করিয়া নানাবিধ আশীর্ষাক্য দ্বারা
 তাঁহাকে অভিবর্জিত করিতে করিতে স্ব স্ব
 আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন । শ্রীরামও
 তজ্জবনে স্ত্রী ও ভ্রাতৃগণের সহিত পরম
 শ্রীতি প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর নানাবিধ
 সংকল্পানুষ্ঠান দ্বারা সর্ষজনপ্রিয় হইয়া সমগ্র
 রাজ্য নিষ্কণ্টক অর্থাৎ বিদ্রোহাদি-বর্জিত
 শান্তিময় করিলেন । যে কোন প্রকার
 পাতকী, এই রামোপাখ্যান শ্রবণ করিলে
 পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে । যে মানব
 এই সুপবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার
 কখনও কোন প্রকার দুর্গতি হয় না । যদি

বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ভারবাজগৃহে ভুক্ষা রামচন্দ্রঃ প্রসন্নধীঃ ।
 মুনীশ্রীবিষ্ণুনাহতো বানরক'সমাধিতঃ ॥ ১
 মেঘাচ্ছন্দ্রে তথাকাশে মন্দঃ চরতি মাকতে ।
 তদ্বনাভ্যন্তরে কাপি সুদেবগুণমুত্তমম্ ॥ ১
 অষ্টাপদস্তন্তুভূতং হেমপা'টিককল্পম্ ॥
 মণিমৌক্তিকসংযুক্তং রাজতৈতঃ কলনৈধু'তম্ ॥৩
 পটীরচন্দ্রককুরীকুঙ্কুমৈঃ সুরভীকৃতম্ ।
 কর্দমৈর্জালকসুভূতং শকলোপরিসংযুতি ॥ ৪
 চন্দ্রজ্যোৎস্নাগমং সুর্ধ্যানিব্রীক্ষ্যামধ্যভিত্তিকম্
 গৃহাস্তর্ভূতলং কুৎসং চন্দ্রপুশ্পরসৌকিতম্ ॥ ৫

এই মহৎ উপাখ্যান কৌর্টন করেন, তাঁহারও
 দুর্গতি লাভের সম্ভাবনা নাই ॥১৮৭—২২১।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র, মুনিপ্রবর
 বিষ্ণু, বানর ও ঋক্ষগণের সহিত ভারবাজ-
 আশ্রমে ভোজনাদি কিয়ৎ সমাপনান্তে প্রসন্ন-
 চিত্ত হইলেন; গগনমণ্ডল মেঘসমাগমে
 নিবিড় হইল, এবং মন্দ সময় প্রবাহিত
 হইতে লাগিল । এমত কালে সেই বনাভ্য-
 ন্তরস্থ কোন স্থানে একটা অত্যুত্তম সু-দেব-
 গৃহ দৃষ্ট হইল । ঐ দেবালয় স্বর্ণস্তম্ভোপরি
 স্বর্ণপাটিকাধার্য রচিত; স্থানে স্থানে নানা
 মণি-মুক্তা ও রাজত কলস শোভা বিস্তার
 করিতেছে । চন্দন, কর্পূর ককুরী ও কুঙ্কুম
 উহাকে সুগন্ধিত করিতেছে; কলসোপরি-
 ভাগে হিরণ্ময় জালকসমূহ রুতির আকারে
 বিস্তৃত রহিয়াছে । গৃহাভ্যন্তরস্থ ভিত্তি-
 গাড়ে সুর্ধ্যাকিরণের অসংস্পর্শহেতু মণিময়
 ভিত্তিগাড়ে হইতে সদা নিখুঁ জ্যোতি বহির্গত
 হইয়া গৃহাভ্যন্তর ভাগ জ্যোৎস্নালোকিত
 করিয়াছে এবং গৃহতল (মেঝি) কর্পূর

দিশুদৌচী তথা কৃৎস্না ভিত্তিকল্পনবর্জিতা ।
 স্তম্ভে স্তম্ভে চিত্রকারী স্বপাদীপরিকল্পিতম্ ।
 শতহস্তাঙ্গনং তস্মৈ ফটিকোপরিকল্পিতম্ ।
 গৃহাঙ্গনাধিকচ্ছায়ঃ পরিক্ৰান্তমহীক্ৰমঃ ৷ ৭ ৷
 কৃৎস্নপ্রাবৃতিকঃ তত্র নিবিড়ং কদলীবনম্ ।
 কদলীবনসংযুক্তং কেতকীবনসংযুক্তম্ ৷ ৮ ৷
 ময়ূরনাদবহ্লং মঞ্জুকৃৎস্নাধ্বরতম্ ।
 পার্শ্বাবতগণধ্বানং নানোপবনশোভিতম্ ৷ ৯ ৷
 প্রাসাদশতস্বাধং মন্তকোকিলনাদিতম্ ।
 শাখালক্ষ্মণাচরত্বে শোভিতানেকপাদপম্ ৷ ১০ ৷
 কিল্লসীবিনিতাগীত-নাদপুরিতদিদ্বিধুম্ ।
 অনেকায়ামসুভগং গোতমীতটম্বনম্ ৷ ১১ ৷
 ভারদ্বাজগৃহং পুণ্যমনস্তম্ভগণসেবিতম্ ।
 রতিবন্দর্পদঙ্কাস-দাসীদাসশতাধিতম্ ৷ ১২ ৷

যুক্ত পুষ্করসদ্বারা সুধোত রহিয়াছে। ঐ দেবালয়ের উত্তর দিক প্রাচীরবেষ্টিত নহে; তথায় নানা চিত্রখচিত স্তম্ভসমূহের উপরিভাগে সুগন্ধিতৈলযুক্ত দীপাবলী স্থাপিত। তন্মধ্যে শতহস্ত-পরিসর বিশিষ্ট ফটিকময় প্রাঙ্গন বিরাজমান আছে এবং তন্মধ্যস্থলে একটি পারিজাততরু প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমুদয় প্রাঙ্গণ ছায়ায় করিয়া রাখিয়াছে। তৎপার্শ্বকন্দেশে সম্পূর্ণবৃতি-পরিবৃত ঘন কদলীবন ও তৎসংলগ্ন কেতকীবন শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে নানা উপবন শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে কোথাও ময়ূর-ময়ূরীগণ কেকা-রব করিতেছে, কোথাও মধুপান-মন্ত মধুকরনিচয় মধুর গুঞ্জন করিতেছে, কোথাও বা পার্শ্বাবতগণ শান্ত গভীর রব করিতেছে। কোন কোন স্থানে সুসুন্দর অট্টালিকাসমীপবর্তী রত্নকলরাজী-শোভিত-পাদপশাখায় উপবিষ্ট অনন্দমন্ত কোকিলকুল মধুর কুহু কৃৎস্ন করিতেছে। দিক্‌সমূহ কিম্বদ্বয়গণের গীতধ্বনি দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সুপবিত্র গোদাবরী-তার নানা কৃৎস্নন দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। এবৎসু বনখণ্ডে অনন্তগুণযুক্ত

নানোপকরণোপেতং ভারদ্বাজগৃহং শুভম্ ।
 তস্মৈ চান্তর্গতঃ সৌধস্তম্ভাস্ত্রগৃহবাটিকাঃ ৷ ১৩ ৷
 অস্তৌ তন্মধ্যতো হেচকং গৃহং পরমশোভনম্
 চতুর্দিক্ মহাদেবগৃহপ্রাসাদশোভিতম্ ৷ ১৪ ৷
 প্রতিদেবগৃহং শ্রীমাতৌর্ধ্যত্রিকসুশোভিতম্ ।
 স্বর্গস্থিতবরদ্বীপাং বিশ্রামার্থেব কল্পিতম্ ৷ ১৫ ৷
 ভারদ্বাজগৃহাদ্রামো নির্গত্যাশেষসংযুক্তঃ ।
 তৈশ্চৈব চ মহাগেহং বনমধ্যগতং স্বর্গাৎ ৷ ১৬ ৷
 তদন্তরাচ্ছাদিতকঞ্চলং তদা
 পৃথক্‌স্ববস্ত্রাসনসংযুক্তঞ্চ ।
 সিংহাসনং মধ্যগতং তৈধিকং
 মুস্তাসনানেকগতং বিবেশ ৷ ১৬ ৷
 পৌরাণিকস্তানুপমাসনাস্তয়ং
 ভূপালহর্ষাক্ষবরাসনঞ্চ ।
 পৌরাণিকং পূর্বমধোপবেশু
 ততো বসিষ্ঠং মুনিপুঞ্জবাংশ ৷ ১৮ ৷

নানাবিলাসদ্রব্যসুশোভিত রতি ও কন্দর্প-সদৃশ দাসী ও দাসসমম্বিত, সুপবিত্র ভারদ্বাজগৃহের অন্তর্ভাগে অষ্ট উপবনশোভিত সুধা-ধবলিত প্রাসাদমধ্যে একটি পরম সুশোভন গৃহ বিরাজমান আছে। উহার চতুঃস্পার্শ্বে শিবালয়সমূহ শোভা পাইতেছে। প্রতিশব্দগৃহই অঙ্গনাগণকৃত নৃত্যগীত ও বদ্য দ্বারা নিনাদিত। দেখিলেই বোধ হয় যেন গৃহগুল স্বর্গীয়া রমণীগণের বিশ্রামের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। মুনি-বানর-ঋক্ষ-রাক্ষস-পরিবৃত শ্রীরাম ভারদ্বাজাশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া তদীয় বনমধ্যস্থ মহাগৃহের অভ্যন্তরে গমন করিলেন। সেই গৃহের মধ্যে কঞ্চলাসন, পৃথক্‌ বস্ত্রাসন, তন্মধ্যভাগে একখানি সিংহাসন, অনেকানেক মুস্তাসন (কুশাসন), পৌরাণিকের নিমিত্ত পৃথক্‌ অল্পপম আসন ও ভূপসিংহোপযুক্ত শ্রেষ্ঠাসন সজ্জিত ছিল। মহর্ষি ভারদ্বাজ সর্বপ্রথমে পুরাণবক্তাকে যথাসনে উপবেশন করাইয়া বিশিষ্টদেব ও মুনিপুঞ্জবগণকে উপবেশন

নারায়ণং ভূমিপতীং কপীংশ্চ
 নীচাসনঞ্চ স্বয়মাসাদ ।
 মেঘাগ্নতং ব্যোম দিশঃ প্রসরাঃ
 সশিষ্যম্ববীতলমুগ্ধবাজম্ ॥ ১৯
 তদঙ্গনং নোঞ্চমহো ন সীতলং
 সন্তানপুষ্পং দমপুষ্পগন্ধি ।
 শভুং বিলোক্য থ বচো বভাষে
 রামঃ কথং কীর্ত্তয় শঙ্করশ্চ ॥ ২০
 তৃপ্তির্ন জাতা মুনিবর্ষা শৃণতো
 মাহেশমাখ্যানমঘোষনাশনম্ ।
 চকার কিংবা নচ গৌতমাশ্রমে
 মহেশ্বরো দেবগণাধিসংবৃতঃ ॥ ২১
 শিব উবাচ ।
 মহাবিপক্ষীমবলদ্বয় নিষ্ঠিতঃ
 স বায়ুস্কন্ধঃ শিবমম্বপৃচ্ছত ।
 স্ত্রায়ার্জ্জ্বিতৈয়েব হি পুঞ্জে ন বিভোঃ
 কৌদৃগ্ভবেচ্চানয়জৈঃ কলং বদ ॥

করাইলেন ; পরে নারায়ণ, রাজগণ ও বানর-
 গণকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং নীচাসনে
 উপবেশন করিলেন । তৎকালে আকাশমণ্ডল
 মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও দিকসমূহ প্রসন্ন হইয়া-
 ছিল, বসুন্ধর্য শশুপূর্ণা এবং ভাবী শস্ত্রের
 নিমিত্ত উগ্ধবীজা হইয়াছিলেন । ঐ গৃহের
 প্রাঙ্গণ নাতিশীতোষ্ণ এবং নানাবিধ সুগন্ধ
 পুষ্প বিক্ষিপ্ত থাকায় পুষ্পমধুগন্ধযুক্ত হইয়া-
 ছিল । অনন্তর শ্রীরাম শভুকে দর্শন করিয়া
 কহিলেন,—আপনি আমার নিকট শিববিষ-
 য়ক কথা কীর্ত্তন করুন । হে মুনিবর্ষা ! পাপ-
 সজ্জনানাশক শৈবাখ্যান যতই শ্রবণ করিতেছি,
 ততই শ্রবণেচ্ছা বৃদ্ধি পাইতেছে । তৃপ্তি
 (অর্থাৎ ইহাই যথেষ্ট এ প্রকার বোধ)
 হইতেছে না ; দেবগণপরিবেষ্টিত মহেশ্বর
 গৌতমাশ্রমে কি করিয়াছিলেন, বলুন ।
 শিব কহিলেন,—নিষ্ঠায়ুক্ত বায়ুপুত্র হনু-
 মান্ মহাবিপক্ষী অবলম্বন করিয়া শিবকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্ত্রায়ার্জ্জ্বিত বিধি-
 পূর্বক অর্জ্জ্বিত বা স্ত্রায়ার্জ্জ্বিত উপহারাদি

চৌর্ধোরথো কিং কলমর্পিভার্পণে
 উপাহতদ্রব্যসমর্পণেন ।
 একৈকশো মে ভগবন বদেশ
 প্রশ্নোত্তরং কিং কথয়াশ্চ শভ্তো ॥ ২৩
 অথেষ্বরো বানরমাবভাষে
 বদামি সর্বং তব ধ্যানতঃ শৃণু ।
 স্ত্রায়ার্জ্জ্বিতৈঃ পূজা সদাশিবঃ স্ত্রজং
 সম্প্রাপ চৈঃর্ধ্যমিদং হি গৌতমঃ ॥ ২৪
 পুরা দ্বিজো মঙ্গলসূরাকথঃ
 সুশোভনামাপ সতীঃ দ্বিজাস্ত্রজাম্ ।
 দরিদ্র একঃ করুণাসমর্ষিতঃ
 যষ্ঠাহভোজী পিতৃবার্জ্জ্বিতশ্চ ॥ ২৫
 উপোষ্য পক্ষাহমথাপি ভোক্তুং
 প্রবৃত্ত এবাথ সমাপতদ্ব্যতিঃ ।
 যতিক্ষভাষে মধুরং তদা কথং
 মাসোপবাসী তব ভোক্তুমগতঃ ॥ ২৬

দ্বারা বিভূৎ (শিবের) পূজা করিলে
 কি কি রূপ কল হইব লুন, হে ভগবন
 শভ্তো । চৌর্ধ্বলক দ্রব্যার্পণ, অর্পিত দ্রব্যের
 পুনর্পর্ণ ও উচ্ছষ্ট দ্রব্যের অর্পণযুক্ত
 শিবপূজার কল পৃথক পৃথক ভাবে আশু
 বর্ণন করুন । প্রশ্ন শ্রবণানন্তর শভু পবনতনয়কে
 কহিলেন,—আমি তোমার সকল প্রশ্নের
 উত্তর দান করিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্বক
 শ্রবণ কর । গৌতম ন্যায়ার্জ্জ্বিত দ্রব্যসমূহ
 দ্বারা অনাদি সদাশিবের পূজা করিয়া এই
 ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পূর্বকালে
 মঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাঁহার
 অকথ নামে এক পুত্র হয় ; এই আকথ,
 অতীব সাধুশীলা সুশোভনানামী এক
 ব্রাহ্মণকুমারীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন । পিতৃবার্জ্জ্বিত অতিদরিদ্র আকথ
 পক্ষাহান্তরে যষ্ঠাদিনে ভোজন করিতে
 বটে, কিন্তু অত্যন্ত করুণাসমর্ষিত ছিলেন ।
 তিনি একদা পক্ষাহ উপবাসের পর যষ্ঠাহে
 ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমত সময়ে
 একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপনীত

তিষ্ঠামি স্তুল্কে যদি বাস্তি তে মূনে ।

ন বৈ বভূক্ষান্তগৃহাধিভোক্তুম্ ॥ ২৭

আকথ উবাচ ।

ন মে স্তূজঃ পঞ্চদিনং দ্বিজেন্দ্র

ষষ্ঠে দিনে মে ভূজিরাগম্ ॥

তদা ময়া কার্ধ্যমচিন্তনীয়ং

প্রক্ষালয়াম্যেহি তবাদ্য পাদৌ ॥ ২৮

ওমিত্যথ কালিতপাদযুগ্মঃ

স ভোজনং কর্তুমেষেয যোগী ।

রত্নাদলাংশে বৃভূজে তদন্নং

বিপাচ্য সম্পাদিতমাজ্রায়ুক্তম্ ॥ ২৯

বতৈঃ সুসংযুক্তমখাদয়েৎ

ন কিঞ্চিৎক্ষেত্রিতমন্নমস্ত ।

অথাকথো বীক্ষ্য মূনিং সূতুস্তং

তুতোষ ভাৰ্য্যাসহিতস্তপস্বী ॥ ৩০

গতোহথ স্তুল্কাপি যতিঃ স চাঃখঃ

সূতুষ্টিচিন্তোহথ জপং চকার

কপোতবৃন্তিঃ স চকার পত্ন্যা

তপোবিতানায় সাঙ্গজ্ঞনো মূনিঃ ॥ ৩১

পীঠেহথ কৃৎবা তমুমাপতিং শিবং

লিঙ্গং সমাধায় সমাধিতং গণৈঃ ।

লিঙ্গং নিধায়াথ নিরীক্ষমাণো

দদর্শ চাজ্জাত কৃষাক্রান্তং দ্বিজম্ ॥ ৩২

দিগম্বরং পাদবিহীনমেতং

কাণং কুণিং কর্ণবিহীনকং প্রভূম ।

সামোক্ষিগরস্তং বহুশাস্ত্রপারগং

গুহং সমায়ান্তমথো দদর্শ ॥ ৩৩

অথাকথো ভাৰ্য্যাং সুশোভনামিদমুবা-

চায়ং হি বিকৃতবেষো ব্রাহ্মণঃ সমায়াতি ।

অর্দ্ধং দেয়মেতস্মৈ ভোজনং রক্ষাৰ্দ্ধমমু-

চাম্মিন্নপি দিনে গতে ষষ্ঠেহহি ভোজনাভা-

বাস্তব জীবিতং ন হিষ্টতীত মম প্রতীয়তে

হইলেন এবং মধুরবাক্যে কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমি একমাস উপবাসী আছি, অদ্য ভোজনের নিমিত্ত তোমার আলয়ে আসিলাম, যদি তোমার দানের উপযুক্ত আহাৰ্য্য থাকে ভালই, নচেৎ অস্ত্রের গৃহে যাইয়া ক্ষুধা শাস্তি করি। আকথ, যতির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র! পঞ্চদিবস আমার গৃহে কোন প্রকার আহাৰ্য্য ছিল না, ষষ্ঠদিনে উহা আসিয়াছে; অতএব আমার আর কোন চিন্তা নাই, আমি অব-
শ্চই ভবনীয় পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক সংকার করিব। ১—২৮। যোগী আকথের বাক্য অন্ত-
মোদনপূর্বক তদগৃহে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে, আকথ তাঁহার পাদদ্বয় ধৌত করিলেন এবং বনজাত শাক-মুলাদি পত্নী দ্বারা পাক করাইয়া কদলীপত্রে পরি-
বেশিত করাইয়া স্বয়ংযুক্ত করিলেন। যোগী অতীব আদরসহকারে সেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিলেন, কিঞ্চিন্নাত্র অবশিষ্ট রহিল না। তপস্বী আকথ সন্ন্যাসীকে ভোজনে স্তুতীত দেখিয়া সন্ন্যাসীক আনন্দিত হইলেন।

যদি, ভোজনাশ্চে যথেষ্টদেশে গমন করিলেন এবং আকথ সানন্দচিত্তে জপ করিতে লাগি-
লেন। অনন্তর সেই সাধুশীল ব্রাহ্মণ আকথ সমধিক তপঃসকলের নিমিত্ত পত্নীর সহিত কপোতবৃন্তি অবলম্বন করিলেন।
তাল-বেতালাদিগণ পরিবৃত উমাপতি শিবের অর্চনানন্তর পীঠোপরি শিবলিঙ্গ রক্ষা করিয়া দেখিলেন, জনৈক অপরিচিত কৃষাক্রান্ত দিগম্বর, চক্ষু কর্ণ ও পদবিহীন; ক্ষতনখ-
তেজস্বী সর্বাশাস্ত্রপারগ দ্বিজ, সাযবেদ গান করিতে করিতে তদীয় গৃহে আগমন করিতেছেন। তদর্শনে আকথ, ভাৰ্য্যা সুশোভনাকে কহিলেন, প্রিয়ে! এই যে বিকৃতাক্রম ব্রাহ্মণ আমাদিগের বাটীতে আগ-
মন করিতেছেন, ইহঁকে আমাদিগের অদ্য-
কার আহাৰ্য্য অন্নের অর্দ্ধাংশ দান করিয়া অর্দ্ধাংশ তোমার নিমিত্ত রক্ষা কর, কারণ আমার বোধ হইতেছে, অদ্যকার দিন উপবাসে গত হইলে পুনঃ ষষ্ঠাহরণ্যস্ত আহাৰ্য্যভাবে তোমার জীবন থাকিবেক না;

কিরূপে স্বঃ মস্তসে বদ । সা শোভঃনাবাচায়ুর্ল-
লাটে লিখিতঃ নান্তরা নশ্চতি । আকথ আহ
যথা বন্ধায়ুযোহপি যক্ষ্মস্ত বীরভদ্রের চ্ছিন্নঃ
শিরোজস্কাঙ্কনঃ কিমুত মনুষ্যাণাং পাপাশ্চনা-
মিতি । তদেনং পরিহৃত্য ব্রূহ্মতে
যদি স্বেতশ্চৈ ময়ানং দৌরতে তবেচ্ছানুসারতো
মম কর্তব্যম্ । ভার্ঘ্যা প্রাহ কথমহং ভোক্ষ্যে
স্বয্যভুক্তে ময়া কিং পূর্বং ভুক্তমিদমপরং শৃণু ।
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রত্যক্ষঃ সর্বদেহিনাম্
তস্মাদন্নপ্রদো যন্ত প্রাণদঃ স নিগদ্যতে ॥ ৩৪
অন্নাদ্ভূতান জায়ন্তে বর্ধন্তে তানি বৈ যতঃ ।
তস্মাদরাধিকঃ কিঞ্চিরাশ্বদানং মহাকলম্ ।
অবখ্বেলপত্রাগ্র-লীনতোঃ স্রজবালিকৈ ।
জীবিতে ন হি যো দত্তান্তস্ত জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ৩৫

এই বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর, বল ।
সুশোভনা কহলেন,—বিধাতাকর্তৃক ললাটে
লিখিত আয়ুঃ আহার দ্বারা বৃদ্ধি বা উপবাস
দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । আকথ কহিলেন,
হে প্রিয়ে! যখন অবদায়ু (চিরায়ুঃ)
যকের মস্তকও বীরভদ্রকর্তৃক চ্ছিন্ন হইয়া-
ছিল, তখন পাপঘটিত স্বল্পায়ুঃ মনুষ্যের কথা
কি? অতএব যদি তুমি এই মত পরি-
ত্যাগ করিয়া ভোজন কর, তবে আমি এই
ব্রাহ্মণকে অন্নদান করি । আমি এই বিষয়ে
তোমার ইচ্ছারূপ কার্য্য করিব । সুশো-
ভনা কহিলেন,—আপনি অতুচ্চ থাকিলে
আমি কি প্রকারে ভোজন করিব,
আমার কি অগ্রে ভোজন করা উচিত?
আমি আর একটি কথা বলি, তাৎ
শ্রবণ করুন । অন্নই স্থলদেহধারী প্রাণী-
দিগের প্রত্যক্ষ প্রাণস্বরূপ; তদ্বৈতু
পণ্ডিতগণ অন্নদাতাকে প্রাণদাতা কহিয়া
থাকেন । প্রাণিগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন ও
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট
বস্তু আর নাই এবং উহার দান হইতে মহা-
পুণ্যের সঞ্চয় হইয়া থাকে । বায়ু-চালিত
অবখ্বেলপত্রাগ্রভাগসংলগ্ন বায়ুবিব্লুবৎ ক্ষণ-

পরলোকসহায়ো হি ধর্ম্মো ভার্ঘ্যা ন বাঙ্কবাঃ ॥
ভার্ঘ্যা বা পিতরো পুত্রো যাবদায়ুর্ন বাঙ্কবাঃ ॥
সম্পদয়ঃসুহৃদিহ ইহামৃতস্থিতং হিতম্ ।
ধর্ম্মঃ ধর্ম্মভূতাং শ্রেষ্ঠঃ ভুক্তে চামে কিমাবহোঃ
ইতি ভার্ঘ্যাবচঃ শ্রব্ণ্য অকথঃ করুণানিধিঃ ।
অবিশঙ্কিতমেবাশ্চৈ দত্তবানন্নমুক্তিভম্ ॥ ৩৬
অয়ং স শঙ্করো দেবো নানাকরণমগতঃ ।
ইতি নিশ্চিতা মনসা তস্তাঙ্কঃ পাপনাশনম্ ।
অজ্ঞানুপাদং প্রক্ষাল্য পরাজয়মতঃ পরম্ ।
গুল্ককঞ্চ তদধস্তস্ত প্রক্ষাল্যাচময়দ্বিজম্ ॥ ৪১
অখাকথোহপি পৎসঙ্গিং গৃহাঙ্কনমুপানন্নং ।
উন্মুচ্য পাদসঙ্গিং স নিযসাদার্ণিতালনে ॥ ৪২
সমভ্যর্চ্যাকথঃ সম্যগুভোজয়ামাস তং মুনিম্ ।
এতস্মিন্নস্তরে কশ্চিৎকুমন্তো গৃহমগতঃ ॥ ৪৩
পাদসঙ্গিমখাদায় গৃহবাহুযমপানন্নং ।

পতনশীল জীবন প্রাপ্ত হইয়া অন্নাদিদান না
করি'ল উহা ব্যর্থ করা হয় । ধর্ম্মই পর-
লোকের সহায় হন, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও
অস্তান্ত বাঙ্কবগণ এবং সম্পত্তি ও যৌবন,
ইহকালে হতসাধন করিতে সমর্থ, পরলোকে
সাহায্য করিতে অক্ষম! ধর্ম্মাচরণপূর্বক
মরণকেও ধর্ম্ম বলা যায়; অতএব আত্মধি-
বন্ধনপূর্বক অন্নভোজন দ্বারা আমাদিগের
কি ফল হইবে? করুণানিধি আকথ ভার্ঘ্যা-
বাক্য শ্রবণান্তর সেই পবিত্র-অন্নগুলি
প্রহর্ষিত্তে বিকলাঙ্গ ব্রাহ্মণকে দান করি-
লেন । পরে “শঙ্করদেব ছলনাপূর্বক এই
ব্রাহ্মণরূপে আগমন করিয়াছেন ।” মনে মনে
এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া তাঁহার পাপনাশন
অঙ্গের জাহ্নু পর্য্যন্ত পদভাগ প্রক্ষালনান-
ন্তর কৃত্রিম জঙ্ঘা, গুল্ক ও পদতল প্রক্ষালন
করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন;
গৃহাঙ্কনে আনয়নপূর্বক পাদসঙ্গি (কৃত্রিম
রদসঙ্গি) উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে
আকৃত আসনে উপবেশন করাইলেন । এবং
সম্যক অর্চনাপূর্বক সম্পূর্ণরূপ ভোজন
করাইলেন । ইত্যবসরে এক উন্মত্ত পুরুষ

অথাদহচ্চ তপেগং দম্পতী চাপ্যতাড়য়ৎ ॥৪৪

অশঙ্কস্তাক্তিতো বিপ্র দহমানং গৃহং তদা ।

বিবেশ দেবমীশানমানাতুং তুর্ণমেব বা ॥ ৪৫

অথাদাহ মহেশানং দক্ষপূজং দ্বিজোক্তমঃ ।

নির্গত্য চ ততো দৃষ্ট্বা মুখসস্তাপমেব চ ॥ ৩৬

দক্ষপূজাং তিরস্কৃত্য বৌক্য দক্ষাক্রমপ্যত ।

ভার্যামুবাচ ধর্ম্মাস্মা যথা পূজা মহেশিতুঃ ॥৪৭

তথা মম সমস্তাকং কর্তব্যমবিশাক্তিতম্ ॥ ৪৮

ব্যাক্র উবাচ ।

পশ্চাদপি কৃত্য পূজা সফলা তে ভবিষ্যতি ।

যথাস্তদ্রব্যদহনে তাদৃশং দৌষতেহহনৈঃ ।

পূজায়া দহনে তদ্বৎপূজাস্ত ক্রিয়তামিতি ॥ ৪৯

আকথ উবাচ ।

চৌর্ধ্যোণ্যর্জিতৈর্দ্রব্যৈঃ পূজয়া ন হিতং

ভবেৎ ।

ন চাস্ত্যর্জিতৈর্বিপ্র শস্তোঃ পূজা শুভপ্রদা ।

ইতু্যক্তা চাকথসুর্গং স্বাকং দক্ষমুপাক্রমং ।

দক্ষঃ লিঙ্গং তদোন্নতো গৃহীত্বাস্তদ্বধে কণাৎ ॥

অথ ব্যাক্রো হরো জুহ্বা বারয়ামাস চাকথম্

কিমর্থং খিদ্যতে বিপ্র বরদোহহং বরং বৃণু ॥৫২

আকথোহপি বিভোঃ পাদভক্তিং বত্রে

সুনিশ্চলাম্ ।

সূত উবাচ ।

এতাং স্রষ্টা কথাং রামঃ প্রহৃষ্টো মুনিভির্বৃতঃ

ভারথাজঃ নমস্কৃত্য প্রথাণাজামঘাচত ॥ ৫৪

অথো ভারথাজমুনিঃ প্রসন্নঃ

শস্তুঃ বসিষ্ঠঃ মুনিপুঙ্গবক ।

নারায়ণকর্ষিগণাংশ্চ নম্ভা-

ব্যসর্জয়ন্তেহপি যযুঃ প্রণম্য ॥ ৫৫

নৈমিষীয়া উচুঃ ।

গত্বাযোধ্যাং মহাতেজাঃ সমস্তমুনিসংযুতঃ ।

কিং চকার ততো রামঃ স চ শস্তুর্মহাশশাঃ ॥

তথায় আগমন করিয়া অঙ্গণ হইতে পাদ-
সঙ্কি গ্রহণ করিয়া গৃহের বহির্ভাগে গমন
করিল এবং তদগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া
দম্পতিকে তাড়না করিতে লাগিল । তখন
দ্বিজ আকথ উন্নতকৈ নিবৃত্ত হইতে অক্ষম
হইয়া গৃহমধ্যস্থত শিবলিঙ্গ বাহরানয়নের
নিমিত্ত অতিসহর দহমান গৃহমধ্যে প্রাবষ্ট
হইলেন । অনন্তর দ্বিজোক্তম দক্ষপূজ
মহাদেবকে বাহরানয়ন করিয়া তাঁহার মুখ-
সস্তাপ ও দক্ষ অঙ্গ দেখিয়া দক্ষপূজার তির-
স্কারপূর্বক ভার্য্যার প্রাচ কাহলেন,—হে
সুশোভনে শিবের পূজা যেহুপ দক্ষ হইল,
আমার সর্বাক্রম সেহীকুপ দক্ষ হওয়া উচিত ।
তখন বিকলাঙ্গ দ্বিজ কাহলেন,—হে বিপ্র !
যেমন একটা দ্রব্য দক্ষ হইলে, লোকে তজ্জী
আর একটা দ্রব্য দান করে, তজ্জী তুমিও
পূজা দক্ষ হওয়ার জন্য পুনর্বার পূজা কর,
সেই পশ্চাত্তকৃত পূজা সকল হইবে ! আকথ
কাহলেন,—চৌর্ধ্যার্জিত বা অস্ত্যর্জিত
দ্রব্যদ্বারা শস্তুর পূজা করলে সেই

পূজা শুভপ্রদ হয় না । আকথ এই
কথা বলিয়া স্বীয় অঙ্গ দক্ষ করিবার
উপক্রম করিলেন, উন্নত ইত্যবসরে
দক্ষ শিবলিঙ্গ গ্রহণপূর্বক পলায়ন করিল ।
অনন্তর বিকলাঙ্গ দ্বিজ শিবমূর্ত্তি ধারণপূর্বক
আকথকে কাহলেন,—তুমি কিজন্ত ত্বংখ-
প্রকাশ করিতেছ ? আমি তোমাকে বর
দিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, ইচ্ছামত
বর প্রার্থনা কর । আকথ তদ্বাক্যপ্রবণে
হৃষ্ট হইয়া শিবপদে সুনিশ্চলা ভক্তিরূপ বর
প্রার্থনা করিলেন । ২৯—৫৩ সূত কাহলেন,
—মুনিগণ পন্নুত জীরায এই শিবকথাপ্রবণে
প্রহুই হইয়া ভারথাজকে নমস্কারপূর্বক
গৃহগমনের অসুমািত প্রার্থনা করিলেন ।
তখন মহর্ষি ভারথাজ প্রীতিপ্রাপ্ত শস্তু,
মুনিপুঙ্গব বসিষ্ঠ, নারায়ণ এবং অস্ত্যস্ত
ঋষিগণকে নমস্কার করিয়া বিদায় দিলেন,
তাঁহার্য্যও প্রতিনমস্কার করিয়া অস্ত্যষ্ট দেশে
গমন করিলেন । অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী
ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
সূত ! মহাতেজা জীরাযচন্দ্রে মুনিগণ-

স্বত উবাচ ।

কৌশল্যামাসিকশ্রাদ্ধমপরেহহনি রাঘবঃ ।
 বিচিকীৰ্ব্ব্বিভজয়ানুসিকল্লানকল্পয়ৎ ॥ ৫৭ ॥
 শভ্ৰুং সমস্ততন্ত্রজং নারদং রোমশং ভৃগুশ্চ ।
 বিশ্বামিত্রমথো রাম একভুক্তব্রতী ততঃ ॥ ৫৮ ॥
 ভূমো সুখাস্তৃত্যায়ঞ্চ সুখাপাব্যাকুলেশ্চিহ্নঃ ।
 পরেহ্যুরথসম্প্রাপ্তে প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানবিন্ ॥
 অন্নং শাকাদিকং শুদ্ধং জনৈরেব স্বকায়য়ৎ ॥
 নানান্নানি বিচিত্রাণি চোষাদ্যানি ভৈথৈব চ ॥
 ভ্রষ্টকাণীংস্তথা ভক্ষ্যানিষ্টাঞ্জিঃশদকল্পয়ৎ ।
 পায়সং যদ্বিধং চৈব পকশাকশতঘষম্ ॥ ৬১ ॥
 অপকমিশ্রকাণাঞ্চ শতত্ৰয়মকল্পয়ৎ ।
 কালশাকাদিকং শাকং কলানি বিবিধানি চ ॥
 মূলানি চৈব কন্দানি বঙ্গলানি চ রাঘবঃ ।
 কারয়িত্বা নদীং গঙ্গা সহব্রতপুরোহিতঃ ॥ ৬৩ ॥
 সরযুসলিলং স্নাত্বা হৃদায়ীংস্তাগতান্বিজনান্ ॥

পরিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যা গমনানন্তর কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেই মহাযশা শভ্ৰুই বা তথায় কি করিয়াছিলেন? স্বত কহিলেন;
 —অনন্তর জীৱাম পরাহে মাতা কৌশল্যা-
 দেবীর মাসিক শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া
 ঋষিকল্প ব্রাহ্মণদিগকে বরণ করিলেন।
 তিনি এতদুপলক্ষে সর্বতন্ত্রজ শভ্ৰু, নারদ,
 রোমশ, ভৃগু ও বিশ্বামিত্রকে বরণ করিয়া
 স্বয়ং একাহারী হইয়া ব্রতী হইলেন।
 বিধানজ জীৱাম, ভূমিতে কুশশয্যায় অব্যা-
 কুলেশ্চিহ্নে হইয়া স্নানিষ্টা ভোগানন্তর পরদিন
 প্রভাতে গাত্ৰোথানপূর্বক প্রাতঃস্নান করি-
 লেন; এবং সূপকারজনগণ দ্বারা খেচড়ার
 ওলাদি নানাবিধ অন্ন এবং শাকাদি নানা-
 বিধ ব্যঞ্জন, চক্ষ্য-চুষ্যাদি নানাবিধ ভক্ষ্য,
 ভ্রষ্টকাণী ও অষ্টাঞ্জিঃশৎ প্রকার ভক্ষ্য, যদু-
 বিধ পায়স, দুইশত প্রকার পক শাক, তিন
 শত প্রকার অপর মিশ্রক, কালশাকাদি শাক,
 বিবিধ কল, কন্দ, মূল এবং বহু বঙ্গলে
 প্রস্তুত করিয়া পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণের
 সহিত সরযুনদীতে গমন করিলেন। মহা-

উক্তা তু স্বাগতং তান্শ্চ কৃতদেবার্চনো নৃপঃ
 প্রাণানাময়্য সঙ্কল্প্য কণঠৈকৈব প্রদত্তবান্ ।
 রোমশং নারদং রামে বৈশ্ণবেভ্যে স্তমহয়য়ৎ ॥
 শভ্ৰুং ভৃগুং কৌশিকঞ্চ মাতৃহানে স্তমহয়য়ৎ ॥
 গোময়েন ততঃ কৃত্বা মণ্ডলং পূজ্য চার্হতঃ ॥
 পাদপ্রক্ষালনং চক্রে সীতাদত্তোদকেন চ ।
 আচাময়িত্বা তান্ বিপ্রান্ গৃহং গম্ভমথোদ্যতঃ
 অভ্যাগণ্ডঃ সমাগ্রাতঃ স্ববিরো বিকৃতাকৃতিঃ ।
 কৃশঃ সম্প্রচলদগাত্তো বেপিতাজ্জশিরাস্তথা ॥
 লক্ষ্মানস্বগুৎকৰ্ব্বক্ষাসকাসাদি পীড়িতঃ ।
 দৃষিকাক্লিষ্টগণ্ডশ্চ লালাসম্পৃক্তকূৰ্ককঃ ॥ ৬২ ॥
 উবাচ রামং রাজানমহমেকো দ্বিজঃ স্থিতঃ ॥ ১ ॥
 মযাপি ভোজনং দেয়ং স্ববিরস্ত কৃশস্ত চ ॥ ৬০ ॥
 রামোহপি তঘচঃ কৃশা লক্ষ্মণং বাক্যযুক্তবান্
 পাদৌ প্রক্ষালয়ান্ত স্তমহমভ্যর্চয়ে দ্বিজম্ ॥ ৭১ ॥

রাজ রামচন্দ্রে সরযুসলিলে স্নান ও দেবা-
 র্চনাপূর্বক হুতায় ব্রাহ্মণদিগকে স্বাগত প্রদ-
 করিলেন এবং মনোবৃত্তিসমূহের সংযমন-
 পূর্বক সঙ্কল্প করিয়া বিশ্বদেবের উদ্দেশে
 রোমশ ও নারদ এবং মাতৃ-উদ্দেশে
 শভ্ৰু ভৃগু ও কৌশিক নামক ঋষয়গণকে
 নিমন্ত্রণ করিলেন; অনন্তর গোময় দ্বারা
 মণ্ডল সংশোধন করিয়া পূজা করত
 সীতাদত্ত উদকদ্বারা ঋষিগণের পাদ-
 প্রক্ষালন ও আচমন করাইয়া গৃহগমনে
 উদ্যত হইলেন। ৫৪—৬৭। এমত কালে
 অনাহৃতভাবে আগত, অহিবুদ্ধ, বিকৃতদেহ,
 অতিকৃশ, শাখিলচর্ম্ম, পদকম্পন শিরঃকম্পন-
 যুক্ত, লোলচর্ম্ম, শ্বাস ও কাস-সীড়িত, মরন-
 মলযুক্তগণ্ড ও লালাযুক্তশ্রদ্ধা, এক ব্রাহ্মণ
 রামচন্দ্রকে কহিলেন,—হে মহারাজ! আমি
 একজন ব্রাহ্মণ অভুক্ত রহিয়াছি। আমি
 অতি কৃশ ও বৃদ্ধ, আমাকেও আহার
 দেওয়া উচিত হইতেছে। ৬০—৭০। জীৱাম
 বুদ্ধব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর লক্ষ্মণকে
 কহিলেন, তুমি এই ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন
 করিয়া দাঁও, আমি ইহার পূজা করিব।

অভ্যাগতোহপি বচনমাহ রামমখাকুলম্ ।
 স্বয়া প্রকালিতে পাদে মম ভোজনমিযাতে ।
 মস্তোহধিকা দিজাঃ কিস্তে যেন মামবমস্তসে ।
 শ্রাক্ষধর্মঃ ন জানৌষে মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥৭০
 মমাবমানতঃ সর্ববিপ্রাণামবমাননম্
 শ্রাক্ষঃ বিহস্ততে চাপি নরকক গমিয্যসি ॥৭৪
 অথ রামঃ স্বয়ং বিপ্রপাদৌ প্রকালয়তদা ।
 আচাময়িত্বা তং বিপ্রং গৃহং প্রাবেশয়ন্ততঃ ॥৭৫
 আচান্তশ্চ স্বয়ং রামো বিষ্টয়ং দন্তবানধ ।
 আসীনেষু চ বিপ্রেষু প্রাণবাঘুঃ নিকৃষ্য চ ॥৭৬
 স্বকর্ষকরণামুজ্ঞাং লক্ষাথ সলিলং জলম্ ।
 অপহতেতি মজ্জেন হারদেশে বিচিকিৎসেৎ ॥৭৭
 উদীরতামিতি তথা পিতৃপাত্রস্থলে ক্ৰিপেৎ
 গায়ত্র্যা চাক্তজলং দেবপাত্রস্থলে ক্ৰিপেৎ ।
 পাকজাতং তথাভ্যাক্য মজ্জমতত্‌দীরয়েৎ ॥৭৯

শ্রাক্ষভূমিং গয়াং ধ্যাং দোষং ধ্যাং জনার্দনম্
 বশ্যদৌঃ পিতৃনু ধ্যাং ততঃ শ্রাক্ষং প্রবৃত্তয় ।
 বিশেদেবার্চনং কুর্ঘ্যাদৃষ্যবৈর্কা ততুলৈরথ ।
 মূলাগ্রযোজিতো দর্ভৌ গৃহীত্বা সাক্তাবথ ।
 ত্পৃষ্ঠদক্ষজাহ্নুস্ত দ্বিজহস্তে জলার্ণবম্ ।
 পুরুষবাজ্রবাণাং বৈ দেবানামিদমাসনম্ ॥৮২
 ইতি দশ্যাসনং তেযাং শ্রাক্ষদঃ প্রার্থয়েৎ ক্ষণম্
 অর্কং কৃৎ ততঃ পশ্চাত্তরাগ্রকুশেবথ ।
 মুক্ত্যঃ পাত্ৰং ততঃ কৃৎ কুশগ্রন্থিমথোপরি ।
 উত্তানস্ত ততঃ কৃৎ জলৈরভ্যাক্য যৌশ্চকৈঃ
 পবিত্রাস্তর্হিতৈ পাত্রে শরৌ দেব্যো জলং
 ক্ৰিপেৎ ॥
 বৈশ্বেদেবাখিলং কর্ম যাবন্তদ্বিধিচৌদিতম্ ।
 যবোহসিধাস্তরাজো বা ইতিপাত্রে ক্ৰিপেদ্-
 যবান্ ॥

অভ্যাগত শ্রাক্ষ ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রকে কহিলেন,
 —তুমি আমার পদ ধৌর করিয়া দিলে তবে
 ভোজন করিব, তুমি যে সকল ব্রাহ্মণের পদ
 স্বয়ং ধৌত করিয়া অর্চনা করিলে, তাঁহার
 কি আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুমি
 আমাকে স্বগা করিতেছ? যদি তাহাই
 হয়, তাহা হইলে তুমি মহর্ষিগণ-প্রতিপাদিত
 শ্রাক্ষধর্ম জ্ঞাত নহ। আমার অবমাননাহেতু
 সকল ব্রাহ্মণের অবমাননা হইবে, শ্রাক্ষ নষ্ট
 হইবে ও তুমি নরকগামী হইবে। শ্রীরাম
 ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর স্বয়ং তাঁহার পদ-
 ধর প্রকালন করিয়া তাঁহাকে আচমন করা-
 ইয়া গৃহপ্রবেশ করাইলেন এবং স্বয়ং আচ-
 মন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিষ্টয় (কুশাসন)
 দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ আসনোপবিষ্ট
 হইলে, তিনি প্রাণবাঘুর নিরোধপূর্বক
 তাঁহাদিগের নিকট হইতে স্বকর্ষের
 (মাতৃশ্রাক্ষের) অমুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া,
 অপহতা ইত্যাদি মজ্জ দ্বারা শ্রাক্ষ গৃহের
 হারদেশে সন্তিল জল ক্ষেপণ করি-
 লেন। ‘উদীরতাম্’ ইত্যাদি মজ্জ দ্বারা পিতৃ-
 পাত্রে সন্তিল জল ও গায়ত্রী দ্বারা দৈবপাত্রে

সাক্ত জল ক্ষেপণ ও পাকজাত দ্রব্যসমু-
 দায়ের অভ্যাক্ষণানন্তর (কুশ দ্বারা জল-
 সেক করিয়া) গায়ত্রী পাঠ করিবে; শ্রাক্ষ-
 ভূমিকে গয়া ও তজ্জহ জনার্দনদেবকে মানসে
 স্থাপন করিয়া বসুগণকে পিতৃগণ ভাবনা
 করিয়া শ্রাক্ষকার্যে প্রবৃত্ত হইবে। ৭১—৮০।
 অনন্তর যব কিংবা ততুল দ্বারা বিশেদেবা-
 র্চন করিবে, তৎপরে মূলাগ্রসমুক্ত দর্ভদ্বয়
 গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ জাহ্নু ভূমিতে পাতিত
 করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জল দান করত “পুরু-
 রবার্জবানং বৈ দেবানামিদমাসনম্” এই মন্ত্র
 দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে আসন দান করিতে হইবে;
 শ্রাক্ষকর্তা উক্ত প্রকারে আসন দান রয়া
 ক্ষণ প্রার্থনা করিবেন। অনন্তর উত্তরাগ্র
 কুশপত্রসমূহের উপরিস্থ পাত্রে অর্ঘ্য স্থাপন
 করিয়া আচ্ছাদন করিবে, পরে উক্ত পাত্র
 বিপর্যস্তভাবে কুশগ্রন্থির উপরে রাখিয়া
 আচ্ছাদন দূর করত উগাতে স্বর্ণধৌত উদক
 দিয়া পবিত্র (বিতস্তি-পরিমিত কুশাগ্র)
 দিবে; পরে ঐ পবিত্র ব্রাহ্মণহস্তে দান
 করিয়া “শং নো দেবী” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা
 পাত্রে জল ক্ষেপণ করিবে। তদনন্তর বিধি-

মধুমিশ্রিত করকান গন্ধপুষ্পে ১১৫।
 দ্বিজ তেহর্ষা ইত্যুকা অশ্বর্ষ্যোত্তরতন্ততঃ।
 আবাহয়িষ্যে তান দেবানিতি পৃষ্টা তদন্তরম্
 বিবেদেবাস ইত্যুকা বিপ্রমুর্দ্ধি কুশান ক্ৰিপেৎ
 বিবেদেবাঃ শৃণুতেমমাগচ্ছতি সঞ্জপেৎ।
 সমাগতো নিষরোখসদর্ভঃ পাত্রমাহরেৎ। ১১৬
 দক্ষিণে চরণে কিপ্তা মুখ্যপাত্রোদকঃ ততঃ।
 বিপ্রস্ত দক্ষিণে হস্তে প্রাগগ্রেহং পবিত্রকে ১১৭
 যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ নিক্ৰিপেৎ পাত্রবায়ি তৎ
 ইদং তো অর্ধ্যমিত্যুকা অশ্বর্ষ্যোত্তরতন্ততঃ।
 পাত্রে ধ্বাৰ্ষ্যাতোয়ঞ্চ তৎ পাত্রে স্বাপয়েৎ কচিৎ
 অধ দশা করে ভোয়ং যবৈরেতানখাৰ্চয়েৎ।
 অর্চত প্রাৰ্চত ইতি পৃষ্টা গোত্তরতন্ততঃ।
 পাদাদিমূৰ্দ্ধপৰ্য্যাস্তমভ্যর্চ্য জলদন্ততঃ। ১১৮
 গন্ধদ্বারেতি মন্ত্রেণ তথৈত্যান্তরতন্ততঃ।

পূর্বক বৈশ্বদেবকার্য সম্পন্ন করিবে,
 “যবোহসি ধান্তরাজো বা” মন্ত্র দ্বারা
 পাত্রে যব ক্ষেপণ করিবে। তৎপরে
 মধুমিশ্রিত করকাসমূহ গন্ধ পুষ্পের সহিত
 দিবে এবং “হে দ্বিজ! এই তোমার
 অর্ধ্যা” এই বাক্য বলিলে, দ্বিজ “অর্ঘ্যো-
 হস্ত” তাহাই হটক বলিবেন। অনস্তর
 বিষদেব আবাহনের অহুজ্ঞা লইয়া ‘বিষে-
 দেবা’ মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণের মস্তকে কতিপয়
 কুশ ক্ষেপণ করিতে হইবে। পরে ‘বিষে-
 দেবা শৃণুতেমমাগচ্ছন্ত’ মন্ত্র জপ করিয়া
 উপবিষ্ট হইয়া সদর্ভ পাত্রে গ্রহণ করিবে;
 উহা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ চরণে নিক্ষেপ
 করিয়া মুখ্য পাত্রোদক তথায় নিক্ষেপ
 করিবে। পরে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তে
 প্রাগগ্র পবিত্রঘণ দিয়া “যা দিব্যা” ইত্যাদি
 মন্ত্র দ্বারা পাত্রোদক দান করিবে এবং “ইদং
 তো অর্ধ্যম্” এই অর্ধ্য গ্রহণ করুন বলিবেন,
 ব্রাহ্মণও অস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পাত্রে
 অর্ধ্যজল লইয়া পৃথক স্থানে রাখিয়া ব্রাহ্মণ-
 হস্তে অপর জল দিয়া যবদ্বারা অর্চনা
 করিবে। “অর্চতি” বলিয়া অহুজ্ঞা গ্রহণ

পিতৃণামর্চনঃ কুর্ধ্যাদেবমেবাপসব্যাকম্ ॥ ১১৫
 উপবীতঃ দ্বিজং কৃষা কুশান ভগ্নাংস্তিলাধিতান
 বামজান্নঃ কুমিগতঃ কৃষা দদ্যান্তদাসকম্ ॥ ১১৬
 দক্ষিণাভিমুখো ভূষা ক্ৰমপ্রমুখো বদেৎ।
 দাক্ষিণ্যগ্রেষু দর্ভেষু হ্যাজঃ পাত্রতয়ঃ স্তসেৎ ॥ ১১৭
 ত্রিকুশগ্রহণং যুক্তমুস্তানমথ কল্পয়েৎ।
 ততঃ সম্প্রোক্ষ্য পাত্রেষু সপবিত্রতিলেষু চ ॥ ১১৮
 শং নো দেব্যা জলং কিপ্তা তিলোহসৌতি
 তিলান ক্ৰিপেৎ।
 গন্ধপুষ্পমথো দশা স্বধাৰ্ঘ্যা ইতি পৃচ্ছতি ॥ ১১৯
 দন্তোত্তরোত্তর্ঘ্যা ইতি পিতৃনাবাহয়েত্ততঃ।
 তিলপুষ্পকুশৈস্তিষ্ঠন কল্পিতার্ঘ্যাঃ করে দবৎ।
 উপস্থম্বেতি মন্ত্রেণ ত্রির্ঘোদকমপয়েৎ।
 অর্চনস্ত তদা তেবামপসব্যাস্ত পূর্ববৎ ॥ ১২০
 প্রক্ষাল্য ভাজনং স্বাঃ দেবানাং পরিকল্পয়েৎ
 পিতৃণাং রাজতং কুর্ধ্যাদ্ব্যখাসস্তবমেব বা ॥ ১২১

করিয়া ব্রাহ্মণের আপাদ-মস্তক ভাবৎ অন্ধ
 যবনিক্ষেপানস্তর জল দান করিবে। অন-
 স্তর “গন্ধধারণাম্” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া
 পিতৃঅর্চন করিবে; ব্রাহ্মণকে উপবীত দান
 করিয়া সতিল (ভয় কুশ) আসন দান
 করিবে; আসন দানকালে বামজান্ন ভূমি-
 গত করিবে। দক্ষিণাভিমুখ হইয়া ক্রম
 প্রমপূর্বক অহুজ্ঞা লইয়া দক্ষিণাগ্র কুশার
 উপরে হ্যাজ পাত্রতয় উস্তানভাবে স্থাপন
 করিবে; প্রতিপাত্রে একটি করিয়া ত্রিপত্র
 থাকিবে। পরে তিল ও পবিত্রযুক্ত পাত্রে
 “শং নো দেবী” মন্ত্রে জলক্ষেপ করিয়া
 “তিলোহসি” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা তিল ছড়া-
 ইবে; পরে গন্ধপুষ্প দিয়া “স্বধা অর্ধ্যা” এই
 মন্ত্র করিবে এবং “অর্ধ্য অস্ত্র” এই উস্তর
 পাইয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে; তিল-
 পুষ্প-কুশযুক্ত হইয়া কল্পিত অর্ধ্য হস্তে
 লইবে। অনস্তর “উশ্বস্বা ইত্যাদি মন্ত্র
 দ্বারা বারতয় অর্ঘ্যোদক দিয়া পূর্ববৎ সুক-
 লের অর্চনা করিবে। তৎপরে স্বর্ণপাত্রে
 প্রক্ষালিত করিয়া, দৈবের নিমিত্ত এবং

তদভাবে তু কাংশ্চ স্মাদনস্তাশিতমুস্তম্ ।
 পাত্ৰাণি তদভাবে স্যুঃ পালানানি ন মধ্যমম্
 'রস্তাণি চূতপাত্ৰাণি জম্বুপুত্রাগকানি চ ।
 পরাকণাথ চাম্পানি মধুককূটজাঃপি ৷ ১০৩
 মাতুলুঙ্গস্ত পত্ৰাণি শ্রাদ্ধে দেয়ানি বৈ নৃত্তিঃ ।
 দক্ষ্যামন্নমখাদায় করাভ্যামাজ্যমেব চ ৷ ১০৪
 প্রবেশনঃ ততঃ পৃচ্ছেৎপ্রাচীনাবীতবান্ দ্বিজম্
 করিয়েহয়ৌ করণমিতি কুরুষেতি তদ্বস্তরম্ ৷
 পরিবিশ্রোপবীতৌ স্মাদভিঘাৰ্য্য সমাহরেৎ ৷
 হনেৎ সোমায় পিতৃমতে স্বধা নম ইতীরয়ন্ ৷
 যমায়ঙ্গিরসে পিতৃমতে স্বধা নম ইতি ।
 দ্বিতীয়মাছতিং হ্রদ্বা চাভিঘাৰ্য্যাকৃতঃ ততঃ ৷
 অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বধা নমস্ততঃ পরম্ ৷
 হ্রদ্বাপসব্যঃ কৃত্বা তু পরিবিশ্ব দ্বিজান ব্রজেৎ
 মেক্ষণেন ততোহভীক্ষুঃ পাত্ৰেণ পিতৃপাত্ৰকে
 পিণ্ডপাত্ৰমতঃ শেষং দক্ষৌ প্রক্ষালনং ততঃ ৷
 মেক্ষণস্তায়নিক্বেপং ততঃ পাত্ৰাণ্যপাস্তরেৎ
 পাত্ৰদক্ষিণভাগে তু দদ্যাৎদন্নমনস্তরম্ ৷ ১১০

রাজত পাত্রে পিতৃগণের নিমিত্ত অথবা
 (যথাশক্তি) স্থাপন করিবে; তদভাবে
 কাংশ্চপাত্ৰ, তদভাবে পলাশপত্র, রস্তা-আম্র-
 জম্বু-পুত্রাগ-পাত্ৰ এবং তদভাবে চম্পক-
 মধুক-কূটজ ও মাতুলুঙ্গপত্র শ্রাদ্ধকার্য্যে
 চলিতে পারে, ধাতুপাত্ৰ উত্তম, পালানাদি
 মধ্যম এবং চম্পকাদি অধম বলিয়া জানিবে।
 তৎপরে প্রাচীনাবীতৌ হইয়া হাতায় করিয়া
 সম্বৃত্ত অন্ন পাত্রে পরিবেশনপূর্বক, “অয়ৌ
 করিয়ে” প্রস্তু করত “কুরুষ” উত্তর পাইয়া
 “সোমায় পিতৃ-মতে স্বধা নমঃ” “যমায় অঙ্গি-
 রসে পিতৃমতে স্বধা নমঃ” এবং “অগ্নয়ে
 কব্যাবাহনায় স্বধা নমঃ” এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা
 আহুতিজয় দিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন
 করিবে। অনস্তর পিতৃপাত্ৰ স্থাপন করিতে
 হইবে, তদনস্তর পিণ্ডপাত্ৰ স্থাপন করিয়া
 দক্ষৌ প্রক্ষালন করিবে। পরে মেক্ষণের
 অগ্নি নিক্বেপ করিয়া কুশ দ্বারা পাত্ৰসমূহের
 আচ্ছাদন করিবে এবং পাত্ৰের দক্ষিণ ভাগে

ভক্ষ্যাণি ভোজ্যশাকানি সর্বাণ্যেব সৈ দন্তবান
 অথাতিথির্নহারুদ্ধো বীক্ষমাণস্ততস্ততঃ ৷ ১১১
 উবাচ রাঘবঃ শাস্তং শীঘ্রমেব নমস্কৃক ৷
 বভূক্ষা বর্ষতেহস্মাকং ভোক্ষোহহং বা তব-
 জ্ঞয়া ৷ ১১২

রামো বভাবে বচনং বিলম্বয় ক্ষণং মূনে
 দেবতাঃ পিতরো মক্ষু নমস্তস্তেহধুনা ময়া ৷ ১১৩
 ইত্যুক্ষা রাঘবঃ প্রাদাদন্নং পাত্ৰগতং তদা ।
 প্রাক্সোম্যাগ্রানুকুশানদৈবে প্রতৌচৌদক্ষি-
 ণাগ্রকান ৷ ১১৪

পিত্রে পবিত্রে যে দর্ভা যবানধ তিলানপি ।
 অন্নপ্রদানং কুর্ত্তি পৃথিবী ইতি মন্ত্রতঃ ৷ ১১৫
 ইদং বিস্মৃতিত স্পৃইমস্কৃঃষ্ঠন দ্বিজস্ত তু ।
 দেবেভ্যঃ প্রথমং দদ্যাৎদেবে দেবা ইতি বৈ
 পঠন ৷ ১১৬

পিতৃগণ ততো দদ্যাৎদদ্যাৎদিতথয়ে ততঃ ।
 দেবভাত্য ইতিমুখানুচ্চাৰ্য্যাপোশনং দদেৎ ৷
 ত্রির্জপিহা তু গায়ত্রীমুপবীতৌ পুরোমুখঃ ।
 প্রাচীনাবীতবান্ ক্রয়'ম্মধু ব্রয়মতঃ পরম্ ৷ ১১৮
 ভৃঞ্জধ্বমিতি তানুক্ষা ভৃঞ্জানেষু দ্বিজাতিযু ।
 রক্ষোন্নমন্ত্রপঠনং ভক্ষ্যভোজ্যাদি দাপয়ন্ ৷

অন্ন দান করিবে। ১০.—১১০। শ্রীরাম এই
 প্রকারে অন্ন ও নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য-
 শাকাদি রক্ষা করিলে সেই মহাবৃদ্ধ অতিথি
 ব্রাহ্মণ উহা পুনঃপুনঃ দেখিতে লাগিলেন এবং
 শাস্ত রাঘবকে কহিলেন,—হে মহারাজ !
 তুমি সত্বর নমস্কার কর, আমার অত্যন্ত
 ক্ষুধা হইয়াছে, তোমার অন্নমতি হইলেই
 আমি ভক্ষণ করিব। শ্রীরাম কহিলেন,—
 হে মূনে! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি
 এক্ষণে দেবতা ও পিতৃগণকে নমস্কার
 করিব। রাঘব এই কথা বলিয়া পাত্ৰগত
 অন্ন আদৌ দৈবে, পরে পিতৃগণকে ও তদ-
 নস্তর অতিথিকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ-
 গণকে ভোজনে অন্নমতি দিয়া ভক্ষ্য
 ভোজ্যাদি দেওয়াইতে দেওয়াইতে
 “রক্ষোন্ন” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে

এতশ্মিন্নস্তরে বিপ্রো যোহতিথিস্তদিতং তথা ।
 কৃতবান্ মহদাশ্চর্য্যঃতদ্বদামি সমাসতঃ ॥১২১
 পাত্ৰাঙ্ঘ্রিতমশেষঞ্চ গ্রাসেনৈকেন চাগ্রসৎ ।
 প্রাণাহতানাম্ পৰ্য্যাপ্তং দৌয়তামিতি চাত্রবৌৎ ॥
 এতাবদাতুমশক্তঃ কথং শ্রাদ্ধক্রিয়োন্যতঃ ।
 মমৈকশ্চ প্রদানে ভ্রমশক্তো রাম কিংবুধা ॥
 বহুনাং ভোজনং দাতুমদ্যুক্তো রাম কিং বুধা
 সহস্রাকৃতকর্মাণি ন সমাপ্তিঃ প্রয়াস্তি চ ॥১২৪
 ত্বয়া কৃতমশেষাণাম্ নাশং প্রাণাহতকর্ম্মম্ ।
 কথং মে দ্বীয়তে ত্বুক্তিঃ কথমেষাং তথা বদ ॥
 রামস্তমত্রবাব্বীরো ভুঙক্ষ্ব স্বংহি যথাশুখম্ ॥

লাগিলেন। ইত্যবসরে সেই অতিথি
 ব্রাহ্মণ এক মহৎ অদ্ভুত কাণ্ড করি-
 লেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি! বৃদ্ধ
 অতিথি পাত্ৰাঙ্ঘ্রিত অপৰ্য্যাপ্ত অন্ন একমাত্র
 গ্রাস দ্বারা নিঃশেষে ভক্ষণ করিয়া কহিলেন,
 আমার প্রাণসমূহের পরিমিত আহুতি দান
 করুন। * যদি আমার পরিমিত আহার
 দানে অক্ষম হও, তবে শ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত
 হইয়াছ কেন? হে রাম! যদি একমাত্র
 আমাকে আহার দান দ্বারা পায়তুষ্ট করিতে
 অশক্ত হও, তবে তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ করা
 বুধা। তুমি বুধা বহুলোকের ভোজন দানের
 নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়াছ, সহস্র কর্ম্ম অসম্যক
 অহুষ্টি হইলে অসম্পন্নই থাকে। তুমি
 বহুলোকের আহারদান ইচ্ছা করিয়াছ বটে;
 কিন্তু তৎপরিমিত আহাৰ্য্যের আয়োজন কর
 নাই, আমার প্রাণসমূহের আহুতি দানেই
 অক্ষম হইলে, কি প্রকারে আমাকে ভোজনে
 তুষ্ট করিবে এবং সমাগত বহুলোকের
 ভোজনই বা কি প্রকারে দান করিবে, বল।

* প্রাণাহতি—প্রাণ অপানাদি শরীর-
 রক্ষক পঞ্চবায়ু ক্ষুণ্ণ হইলে, আহার রূপ
 আহুতি দান দ্বারা উহাদিগকে পুষ্টি
 করা হয়।

ইত্যাদৌধ্য নিরীক্ষ্যশ্চ কর্ম্ম তৎপরমাকৃতম্ ॥
 অথ শব্দঃ সমাহুয় প্রাহ ত্বং পরিবেশয় ।
 স্বং পিতা পার্বতী মাতা শিবা দেবীতি মে
 মতিঃ ॥ ১২৭
 অন্নপূর্ণেশ্বরী দেবী ভবান্তেনেতি মে মতিঃ ।
 সা শান্তবৌ বচঃ প্রাহ তৎপর্য্যাপ্তং দদাম্যহম্ ॥
 অথোমা কাংস্তপাদায় ভিস্‌সাপূর্ণমলকৃতম্ ।
 স্বর্ণদক্ষিণ্যামাদায় পায়সঃ গন্ধকা'ন্তমৎ ॥ ১২৯
 অশ্রাদ্ধক্রমিদং ভূষাদি চ প্রাদাতু পায়সম্ ।
 বিজস্ত দক্ষিণে হস্তে সাদদাৎ সংকৃতং মুদা ॥
 স শিবঃ কম্পমানস্ত উর্দ্ধদৃষ্টিরথাভবৎ ।
 প্রসারিতকরণাসীদগৃহীত্বা পায়সং করে ॥ ১৩১
 দৌয়তাং পায়সং স্বাহ সুষ্ঠু পক্ষমিদস্ত কিম্ ।
 শব্দুপত্নী বভাষে তং করে ভুঙক্ষ্ব ততো দদে
 অভক্ষয়ন্ততো বিপ্রঃ পুনঃ করতলে স্থিতম্ ॥

বীর রামচন্দ্র, এই বিপ্রকে 'আপনি সুখে
 ভোজন ককন' বলিয়া তাঁহার অদ্ভুত কাৰ্য্য
 দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভগবান্ শব্দুকে
 আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—আপনিই ইহাকে
 পরিবেশন করুন, আপনি আমাদিগের পিতা
 এদং শিবশক্তি পার্বতী দেবীই আমাদিগের
 মাতা বলিয়া আমার মনে স্থির বিশ্বাস
 আছে। ঈশ্বরী ভবানী দেবীকে অন্নপূর্ণা
 বলিয়া জানি, রামবাক্য শ্রবণানন্তর শব্দুশক্তি
 পার্বতীদেবী কহিলেন,—আমি এই ব্রাহ্ম-
 ণের পরিমিত আহার দান করিতেছি।
 ভগবতী উমা পায়সপূর্ণ ভিস্‌সাপূর্ণ অলঙ্কৃত
 কাংস্তপাত্ৰ লইয়া স্বর্ণদব্বী দ্বারা পায়স লইয়া
 "এই মদন্ত পায়স এই ব্রাহ্মণের পক্ষে অক্ষয়
 হউক" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণের
 দক্ষিণ হস্তে সুগন্ধ সুরূপ পায়স সানন্দে এক
 বার মাত্র দান করিলেন। তখন সেই
 ব্রাহ্মণরূপী শিব, হস্তে পায়স গ্রহণ করিয়া
 উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কহিলেন,
 —অহো এই পায়স কি সুন্দর পক হইয়াছে,
 আমাকে পুনর্বার এই পায়স দান কর।
 তচ্ছবণে শব্দুপত্নী কহিলেন,—হে বিজা

তদক্ষয়মথ জ্ঞাত্ব প্রাসারয়দধেতয়ম্ ॥ ১৩৩
 কামিন্ করতলে দেবী পায়সং দত্তবভূত্যত ।
 অস্তেষামপি বিপ্রাণাং পক্ষাক্ষ্যমদাৎ সতী ।
 অথ পানিহয়গতং বিজ্ঞায়াক্ষ্যং পায়সম্ ।
 দৃষ্ট্বা কতাস্তরমথো প্রাসারয়ত স দ্বিজঃ ॥ ১৩৫
 উবাচরঃ প্রদাতব্যং সস্বপশ্বত্মুস্তমম্ ।
 শিবা দেবী তথা প্রাদাদক্ষ্যং শঙ্কুবল্লাভা ।
 বদ্যৎপ্রাদাস্তদা সাক্ষী সর্সমেব তদক্ষয়ম্ ।
 করাস্তরমথো সৃষ্টঃ পরিপূর্ণং পুনঃপুনঃ ॥ ১৩৭
 এবং করসহস্রস্ত কৃত্বা স বিরয়াম হ ।
 উবাচ বচনং বিপ্রো দেহি গণ্ডুষবারি মে ॥ ১৩৮

আপনার করাস্তত পায়স অগ্রে ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষিত করুন ; পরে পুনর্বার দান করিব। তচ্ছবণে ব্রাহ্মণ, করাস্তত পায়স ভক্ষণানন্তর দেখিলেন, উহা পূর্কবৎ রহিয়াছে ; স্তুতয়ঃ উহা অক্ষয় ভাবিয়া দ্বিতীয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। ভগবতী সতী দেবী ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় হস্তে পায়স দানানন্তর অস্তান্ত ব্রাহ্মণগণকেও পক্ষায় পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ হস্তধরাস্তত পারসায়। ভক্ষণ দ্বারা নিঃশেষ-করণে অক্ষম হইয়া অপর এক খানি (তৃতীয়) হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন,— আমার এই হস্তে সূপ ও স্তুতযুক্ত উত্তম অন্ন দান করুন। শিবপ্রিয়া ভগবতী সতী-দেবী সেই হস্তেও অন্নপরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। ভগবতী ব্রাহ্মণকে যাহা যাহা দান করিলেন, তৎসমস্তই অক্ষয় হইতে লাগিল দেখিয়া ব্রাহ্মণও পুনঃপুন নূতন নূতন এক একখানি হস্ত প্রসারিত করিয়াও তৎসমস্ত অক্ষয় ভক্ষ্য-ভোজ্য পরিপূর্ণ দেখিয়া পুনঃ হস্ত সৃষ্টি করণে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি সমুদয়ে এক সহস্র হস্তের সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। অনন্তর ভোজননিবৃত্তি হইয়া গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিলেন। ভগবতীকে কহিলেন,—হে তদ্রে! আমি তোমার দত্ত

তর্পিতোহস্মি স্বয়া তদ্রে ন রামেণ ন সৌভয়া
 শঙ্কুবচ।
 রামেণ সৌভয়া দত্তং ময়া দত্তং হি যজ্ঞ চ ।
 ইতঃ পরং হি কিং দেয়ং পূর্ণং বা ত্বং বদস্ব মে
 দ্বিজ উবাচ ।
 তৃপ্তোহস্মি ন চ মে দেয়মধিকঞ্চ করহিতম্ ।
 বিহরতং করগতং ন পপাত কথঞ্চন ॥ ১৪১
 নিষরো হি চিরং দধ্যো কথং মে কেবলঃ করঃ
 ভুক্ত্যে কৃতমিদং সর্গঃ নাস্তশ্চৈ কৰ্ম্মণে মম ।
 তস্মাদস্কৃত্তৈরেতৎসর্গঃ যুক্তঃ ভবিষ্যতি ।
 ইতি নিশ্চিত্য মনসা লিপ্তাদ্ধোহত্বিরাভবৎ
 পশ্চৎসু সর্সদেবেষু তদকুতমিবাবুভবৎ ।
 তুস্তানথ দ্বিজান্ জাত্বা রাঘবঃ পদ্মমাখবিৎ ॥
 দক্ষাকরোহথ তৃপ্তাঃ স্ব ইতি পৃষ্ট্বা যথাবিধি ।

ভক্ষ্য-ভোজ্যে স্তুতপ্ত হইয়াছি ; রামচন্দ্র ও সৌভাদত্ত অন্নাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ কহিতে পারি নাই। ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর শঙ্কু কহিলেন,—হে দ্বিজ! রাম, সীতা, পার্বতী ও আমি সকলেই আপনাকে পরিবেশন করিয়াছি, অতঃপর আপনাকে আর কিছু দিতে হইবে কিনা অথবা উদর পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলুন। ১১—১৩৯। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমাকে আর কিছুই দিতে হইবেনা, আমার হস্তেই প্রচুর খাদ্য রহিয়াছে, হে বিঘ্ন! ব্রাহ্মণ যখন সর্গ প্রকারে করহ অন্নাদি নিক্ষেপে অক্ষম হইলেন তখন স্থির-ভাবে উপবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন,—আমার হস্ত কি কেবল আহার কার্য্যই নিগুক্ত থাকিবে, অস্ত কৰ্ম্মে সক্ষম হইবে না ; তাহা হইলে অস্ত সকল প্রকার কাৰ্য্য হইতে বিরত থাকিবে। ব্রাহ্মণ মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া সহসা লিপ্তাদ হইলেন। দেবগণ এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মবিৎ রাম-চন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন দ্বারা স্তুতপ্ত হইয়াছেন বুঝিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত ? তচ্ছবণে

তুণ্ডা স ইতি বিপ্রেশা বিকীর্ণায়ং সমস্ককম্
 পাজ্ঞস্ত যাম্যাভিমুখঃ সন্নিক্বে পিণ্ডমর্পয়েৎ ।
 গণ্ডুমপি বিপ্রাণাং তজ্জৈব পরিকল্পয়েৎ ॥১৪৬
 উচ্ছিষ্টপর্ণপাজ্ঞেষু তে গণ্ডুমকুর্বত ।
 গৃহান্তরে চ তে বিপ্রা বিবিশুস্ততিথিঃ বিনা ।
 আহাতিথিক্কাহিঃ কার্থ্যঃ মদ্যচমনং বিদ্যাতে ।
 উখাতুং নৈব শক্ৰামি করং মে দেহি রাঘব ॥
 অথ রামঃ করং প্রাদান্নোখিতস্ত দ্বিজোক্তমঃ ।
 হনুমানখ চাপান্ত দন্তবান বক্রবৎকরম্ ॥ ১০৮
 ইত্যেণ গৃহীত্ব তু করেণ দ্বিজপুঙ্গবম্ ।
 আচকৰ্ব কপীশ্ৰুস্ত দ্বিজং সাক্ৰোশমুক্তবান্ ।
 দ্বিজ উবাচ ।

হৃদ্যতে মে করো ব্যক্তমুখাপয় ততোহন্ততঃ
 গাঙ্গুলেন সপীঠঃ তমাবৃত্যামস্তকং বলাৎ ॥

ব্রাহ্মণগণ 'আমরা সুতুণ্ড হইয়াছি' এই
 উত্তর করিলে, রামচন্দ্র দাক্ষণমুখ হইয়া
 মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক অন্ন বিকিরণান্তে পাজ্ঞের
 সমীপে পিণ্ডার্ণণ করিলেন এবং সেই
 স্থানেই দ্বিজগণকে গণ্ডুব করাইলেন।
 তাঁহারা উচ্ছিষ্ট পর্ণপাজ্ঞে গণ্ডুব করিয়া
 গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন, কেবল সেই
 অতিথি ব্রাহ্মণ সেইস্থানেই উপবিষ্ট থাকি-
 লেন। অতিথি কহিলেন,—আমি বহি-
 র্ভাগে বাইয়া আচমন করিব; কিন্তু উঠিতে
 পারিতেছি না, হে রাঘব! তুমি আমাকে
 হস্তধারণপূর্বক উত্তোলন কর। তদনুসারে
 রামচন্দ্র হস্ত প্রদারণ করিলেন, কিন্তু
 ব্রাহ্মণ তদবলম্বন দ্বারা উঠিতে পারিলেন
 না দেখিয়া হনুমান ঔষ বামহস্তদ্বারা ব্রাহ্মণকে
 ধারণ করিয়া বলবান দক্ষিণ হস্তদ্বারা বল-
 পূৰ্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কপী-
 শ্রেয় বলপূর্বক আকর্ষণে ব্রাহ্মণ ব্যথিত
 হইয়া চীৎকারপূর্বক কহিলেন,—হে
 হনুমন! তোমার আকর্ষণে আমার
 হস্ত ছিন্ন হইতেছে, তুমি অস্ত্র উপায়ে
 আমাকে উত্তোলন কর। তখন হনু-
 মান লাকুল দ্বারা সপীঠ ব্রাহ্মণের আশা-

অথাধাবস্ততঃ পৃথীং দ্বিজস্ত ন চ্যোগ হ ।
 অথ বানরবীর্যস্ত পত্ত্যাককৃন্ত তাং মহীম্ ॥১৫২
 পাদৌ বিস্তৃত্য সুদৃঢ়ৌ দ্বিজদ্বন্দ্বানমাক্ষিপৎ ॥
 বিশীর্ণমভবদেখ্য দ্বিজাঃ সর্কে বহিস্তথা ॥ ১৫৩
 সহবুদ্ধদ্বিজঃ সোহহু হনুমান বহিরভ্যাগাৎ ।
 পীঠে স স্থাপয়ামাস ব্রাহ্মণং স্থবিরং ক্রশম্ ॥
 দ্বিজায় জলমাদায় জাহবান মুয়য়ে ঘটে ।
 আহ স্বচ্ছং জলং বিপ্র তদ্বাদেয়ং সভাজনম্ ॥
 সীতা প্রক্ষালয়েদঙ্গং লক্ষণো জ্ঞান্দো ভবেৎ ।
 জাহবানাহ স্বং রামং ব্রহ্মণোক্তমশেষতঃ ॥
 দ্বিজপ্রক্ষালনে রামো ব্যাদিদেশান্ত্রজং শ্রিয়াম্
 সৌমিহার্জ্জলমাদায় দ্বিজাঙ্গক্ষালনে তথা ॥
 প্রাকালমশেষাঞ্চঃ প্রতিমায়িব ভূচ্ছুজঃ ।
 অথ রামোপদেশেন চক্রতুস্তৌ তথৈব চ ॥১৫৮

মস্তক বেটন করিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ দ্বারা
 পৃথিবীকে সঞ্চালিত করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্ম-
 ণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। তখন
 বীর পবনমন্দন পদ দ্বারা ভূমি খনন করত
 তন্মধ্যে পদদ্বয় দৃঢ় বিস্তৃত করিয়া ব্রাহ্মণের
 মস্তক উত্তোলন করিলেন। হনুমানের
 বলপ্রয়োগে সেই গৃহ ভয় হইল; ব্রাহ্মণগণ
 ক্রত বহির্গমন করিলেন। হনুমানও বৃদ্ধকৃশ
 ব্রাহ্মণকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বহিরাগমন
 করিলেন। জাহবান ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জল-
 পূর্ণ মুয়য়ে ঘট আনয়ন করিয়া কহিলেন,—হে
 বিপ্র! আপনি এই নির্মূল জলপূর্ণ পাজ্ঞ
 গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি
 স্বয়ং অঙ্গ প্রক্ষালন করিতে পারিব না,
 লক্ষণ জল দান করিবেন এবং সীতা আমার
 অঙ্গ প্রক্ষালন করিবেন; জাহবান ব্রাহ্মণের
 বাক্য রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলেন।
 রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের অঙ্গ প্রক্ষালনের নিমিত্ত
 লক্ষণ ও সীতাকে আজ্ঞা দান করিলেন;
 লক্ষণ তৎক্ষণাৎ দ্বিজ-প্রক্ষালনার্থ বারি
 আনয়ন করিলেন এবং সীতা ও লক্ষণ
 উভয়ে রামাজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গ
 রাজদেহের ভাষ ধৌত করিতে লাগিলেন।

অথাতিথিঃ ঋগুয়ং সীতাবজ্জে ব্যমুঞ্চত ।
 সালঙ্কারাশ্চিহ্নাশ্চা প্রাকালয়দধৌ সতী
 শ্লেষলালাসুপ্রচুরঃ মুখং বিপ্রস্ত সা সতী ।
 প্রময়ার্জ্জ পুনঃ শাল্যানাসাশ্লেষাগমত্যাজং । ১৬০
 আচাময়িত্বা সৌমিত্রিকৃতিষ্ঠৈতাত্রবৌদ্ধিকম্ ।
 দ্বিজো ন শক্যমিত্যাহ হনুমানপ্যাথাগতঃ । ১৬১
 অতিথিঃ প্রাহ তং বিপ্রঃ পীড়িতোহহং হনুমতা
 গৃহীত্বোদ্ধারতা পূর্বং ব্যথিতো বানরেশ চ ।
 জাহবানধ তং প্রাহ লোমাক্ষং মম বৈ মুহ ।
 ময়াধো ত্রিঘসে বিপ্র ন চ পীড়া ভবিষ্যতি ।
 ইতু্যক্তা জাহবান বিপ্রং দোৰ্ভ্যাংদ্বা চোদ্ধরন
 দ্বিজ প্রাস্তমখাদায় স্বাপয়ামাস তং মুনিম্ । ১৬৪
 অথ রামো দ্বিজেশ্রীণাং প্রদক্ষিণমবর্ত্তত ।
 দস্তানীয়পি বিপ্রেশ্রৈর্দ্বা তামুলমগ্রতঃ । ১৬৫

অতিথি ব্রাহ্মণ কুল-জল সীতার বজ্জে
 নিক্ষেপ করিলেন ; সতী সীতাদেবী তথাপি
 তদেহ প্রক্ষালনে কাস্ত হইলেন না, যুগ-
 ব্যাপ্ত কুল-জল-বিন্দুসমূহ অলঙ্কার স্বরূপ
 হইয়া তাঁহার মুখশোভার বৃদ্ধি করিল। তিনি
 ব্রাহ্মণের শ্লেষায়ুক্ত মুখমণ্ডল যতই পরি-
 ক্ষত করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ যতই নাসা-
 নিঃসৃত শ্লেষা দ্বারা অপরিষ্কৃত করিতে
 লাগিলেন। এই প্রকারে প্রক্ষালন-কার্য
 সমাধা করিয়া লক্ষণ ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—
 আপনি উৎখত হউন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কহিলেন,
 —আমি স্বয়ং উঠিতে পারিব না, সূতরাং
 তাঁহাকে উত্থাপিত করিবার নিমিত্ত হনুমান
 আগমন করিলেন। তদর্শনে ব্রাহ্মণ কহি-
 লেন, পূর্বে বানর হনুমান আমাকে তুলি-
 বার সময় অত্যন্ত ব্যথা দিয়াছিল, তজ্জ্ববণে
 জাহবান কহিলেন,—আমার অঙ্গ কোমল-
 লোম-সমাচ্ছন্ন, আমি আপনাকে ধারণ করিয়া
 উত্তোলন করিলে কিছুমাত্র ক্রেশাম্ভব
 হইবেক না। জাহবান এই কথা বলিয়া
 ব্যত্ৰঘ্ন দ্বারা ব্রাহ্মণকে উত্তোলন করিয়া
 ব্রাহ্মণগণের সমীপে লইয়া স্থাপন করিলেন।
 অনন্তর শ্রীরাম ব্রাহ্মণগণের প্রদক্ষিণান্তর

পাদাবলম্বকৃত্রামো ভ্রাতৃভিঃ সহ চাঁত্রবীৎ ।
 অয়ি সীতেহতিথেরস্ত স্বয়ান কালিতং বপুঃ
 জজ্বায়ুগতিথেরস্ত করুণাস্ত মলাষিতম্ ।
 সম্যক্ প্রক্ষালয় মুখং দ্বিজো ন সহতে মলম্ ।
 সীতোবাচ ।
 তথা প্রক্ষালিতং সমাগিদানীৎ নির্গতং পুনঃ ।
 রাম উবাচ ।
 পুনঃপ্রক্ষালয় মলং দোষঃ স্মাদস্তথা মম ।
 অথ সীতা তথা কৃত্বা তুক্রীমেব বভূব হ ।
 আহ রামঞ্চ সীতাঞ্চ দ্বিজঃ পরমকার্যবান্ ।
 পাদৌ যৌ মম রাজেশ্র তৌ সীতালম্বয়েদিতি
 ভবান্ করৌ চ ভরতো মম বীজং প্রযচ্ছতু ।
 লক্ষণঃ কেশানিচয়প্রসাধনকরৌ ভবেৎ । ১৭১
 শক্রয়ঃ শ্লেষনির্ধুক্তং স্ববস্ত্রেণ বরোতু মাম্ ।
 সূত উবাচ ।

অথ তে চক্রয়তিথেরশেষমুদিতং তথা ।

ঈশাদিগের দত্ত অনীর্কাদ গ্রহণপূর্বক তাঁহা-
 দিগের সম্মুখে তামুল রক্ষা করিলেন। ১৪০
 —১৬৫। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ-সহিত সেই অতিথি
 ব্রাহ্মণের পদদ্বয় ধারণ পূর্বক কহিলেন,—
 হে সীতে! তুমি ইহঁার শরীর ধোত কর
 নাই, জজ্বায় ও বদন মলসংযুক্ত রহি-
 যাছে, সীত্র সম্যকরূপে প্রক্ষালিত কর,
 মলসংযুক্ত থাকায় ব্রাহ্মণ ক্রেশ পাইতে-
 ছেন। সীতা কহিলেন,—আমি সম্পূর্ণরূপে
 প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছি, এক্ষণে পুনর্বার
 নির্গত মল দ্বারা অপরিষ্কৃত হইলেন। শ্রীরাম
 কহিলেন,—তুমি পুনর্বার সর্বাঙ্গ ধোত
 করিয়া দাও, নচেৎ আমার অপরাধ হইবে;
 সীতা তৎকরণে পুনর্বার ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গ
 উত্তমরূপে ধোত করিয়া নিস্তম্ভভাবে অব-
 স্থান করিলেন। তখন অতিথি ব্রাহ্মণ
 রামচন্দ্র এবং সীতাকে কহিলেন,—সীতা
 আমার পাদদ্বয়, আপনি আমার হস্তদ্বয়
 অবদন করুন, ভয়ত আমার অঙ্গে বীজন
 ও লক্ষণ আমার বেশসংস্কারকার্যে রত
 হউন এবং শক্রয় স্ববস্ত্রে দ্বারা আমার শরীর

তথাপূর্বিষ্ময়ং বিপ্রা নরবানররাক্ষসঃ ॥১৭০
 শিবা দেবীচ শিভুশ্চ সক্রভক্রমুদৈকতাম্ ।
 যনসা চাপ্যভাবেতামতিথিঃ শভুরেব চ ॥১৭৪
 অতিথিশ্চ প্রসন্নোহভুচ্ছঙ্ক্রেগদাধরঃ ।
 পীতাম্বরসমস্তাক্ভূহিতোহতীব দৌপ্তিমান্ ॥
 যঃ পুরারাদিতঃ শভুঃ প্রসন্নোহভুজ্রিলোচনঃ ।
 শুক্রফটিকসঙ্কাশঃ সর্কীভরণভূষিতঃ ॥ ১৭৬
 কোটিসূর্যা ব্রতীকাশঃ কিরীটী করুণানিধিঃ ।
 আলম্ব্য চক্রণঃ পাণমতিষ্ঠত সদাশিবঃ ॥১৭৭
 রামঃ পরমধর্মীত্মা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ।
 দণ্ডবদ্রিপপাতোকৌর্যাম,নন্দপ্রাবিতেক্ষণঃ ॥১৭৮
 অনমন ভ্রাতরস্তস্ত দণ্ডবভূতলে স্থিতাঃ ।
 শিব উখাপ্য কাকুৎস্থমালিঙ্গ্যাব্রায় মস্তকম্ ॥

উবাচ মধুরং বাক্যং রামং রাজীবলোচনম্
 বরং বৃগু প্রসন্নোহস্মি ব্রহ্মাদেরপি দুর্লভম্ ।
 তব দেয়ং ন মে কিঞ্চিদ্বৃগু স্বং ন চিরায় বৈ ॥
 জীরাম উবাচ ।
 ন যাচ্যং মে জগন্নাথ ভূরাজ্যং মম সাস্ত্রতম্
 স্বর্গশ্চ কস্মভিঃ প্রাপ্তো ভক্তিস্বংপাদদর্শনাৎ ॥
 আরোগ্যং মে পশু ভূজে সা সীতা যোষিতাং
 বরা ।
 বশীকৃত্যঃ সর্কনুপাঃ প্রজা ধর্মসমধিতাঃ ॥ ১৮০
 হর্ষ এব মমাপন্নস্বদাগমনতোহচ্যাত্ ।
 তথাপি বরয়ে কিঞ্চিভক্তিরস্ত স্থিরা স্বয়ি ॥১৮৪
 তথা মম গৃহে দেব ত্রিবর্ষং তিষ্ঠি হে প্রভো ।
 ক্রবন সমস্তধর্মীংশ্চ রূপেণানেন শকর ॥১৮৫

হইতে শ্লেষা পানয়ন করুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! অনস্তর জীরাম প্রভৃতি, অতিথি ব্রাহ্মণের নানাবিধ আজ্ঞা সযত্নে সম্পাদন করিতে লাগিলেন দেখিয়া তথায় সমাগত নর, বানর ও রাক্ষসগণ অতীব বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। শিবা দেবী এবং শভু উভয়ে অতিথির এই ব্যাপার সক্রভঙ্গে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন,— এই অতিথি স্বয়ং বিষ্ণু। অতিথিও জীরাম প্রভৃতির সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণ করিয়া ও পীতবসনমণ্ডিতকলেবর হইয়া অতীব দৌপ্তি পাইতে লাগিলেন। পুরাকালে যে ত্রিলোচন মহাদেব আরাদিত হইয়া বিষ্ণুর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই শুক্রফটিকসন্নিভ, সর্কীভরণ-ভূষিত, যুগপদ্ভিত কে টি-সূর্যাসম ভেজস্বী, কিরীটধারী করুণাময় সদাশিব, চক্রধরের, হস্ত ধারণপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদর্শনে পরম ধর্মীত্মা জীরাম পুলকাঙ্কিতকলেবর ও আনন্দবাম্প-পর্য্যাকুললোচন হইয়া ঈহাদিগের সম্মুখে ভূমিতে দণ্ডবৎ অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ঈহাংর ভ্রাতৃগণও ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণত

হইলেন। ভগবান শিব, ককুৎস্থ-কুল-ভিলক রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে উখাপিত করিয়া আলিঙ্গন ও মস্তকান্ধাণপূর্বক মধুর বাক্যে কহিলেন। কহিলেন,—হে রাম! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি সত্বর বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বর দিব, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। জীরাম কহিলেন,—হে জগন্নাথ! আমি এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীর রাজা, যাগ-যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম দ্বারা স্বর্গও প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ভবদীয় জীচরণ দর্শন হইতে ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি; আমার আরোগ্যও বিরাজ করিতেছে। দেখুন যেহেতু স্বচ্ছন্দ শরীরে স্বীয়ভূতা সীতাসহ দাম্পত্য-সুখ ভোগ করিতেছি; প্রজাগণ আমার সম্পূর্ণ বশে অবস্থিতি করিতেছে, অস্তান্ত রাজগণও আমার সম্পূর্ণ বশীকৃত হইয়াছেন; হে অচ্যুত! আপনার আগমনে আমি পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব সম্প্রতি আমার কিছু প্রার্থিতব্য না থাকিলেও আমাকে এই বর দেন, যেন আপনার প্রতি আমার চিরদিন অটলা ভক্তি থাকে। ১৬৬—১৮৪। এবং হে প্রভো শকর! আপনি আমার আলয়ে বর্ষত্রয় এই বর্ষমান-

শিব উবাচ ।

এবমন্ত তথা রাম সর্বং তে সত্ত্ববিষ্যতি ।
অথাহ চক্রী রাজানং রামং রাজীবলোচনম্ ।
বিষ্ণুর্বাচ ।

বরং বৃণু মহাভাগ প্রসন্নোহহং যমিচ্ছসি ।
শ্রীরাম আহ বচনং মম প্রার্থ্যং ন চাস্তি হি ।
যৎ প্রাপ্যং শত্ৰুতঃ প্রাপ্তমস্তৎ সর্বমুদীরিতম্
কিঞ্চিৎ বরয়ে বিবেচ্য প্রসন্নঃ সর্বদা ভব ।
অথ সীতাং হরিঃ প্রাহ প্রসন্নোহহং ত্ববাধুনা ।
বরং বৃণু প্রযচ্ছামি তথা সীতাং বরদীপদম্ ॥১৮৭
সীতোবাচ ।

বরো বৃতঃ পুরা ভক্তী ন চাস্তো মে বরো বরঃ
যদি কামঃ প্রযচ্ছেথা মনশ্চ পরপুরুষাৎ ॥১৯০

রূপে অবস্থান করিয়া সর্বধর্ম বর্ণন করুন ।
শিব কহিলেন,—হে রাম ! এই রূপই
হউক ; তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে,
তৎসমস্তই হইবে । অনন্তর চক্রী রাজীব-
লোচন রামচন্দ্রকে কহিলেন,—হে মহাভাগ !
আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার
ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর । শ্রীরাম কহি-
লেন,—একপে আমার আর কিছুই প্রার্থয়ি-
তব্য নাই, যাহা প্রার্থয়িতব্য ছিল, তাহা
শত্ৰু হইতে লাভ করিয়াছি এবং যাহা যাহা
বক্তব্য ছিল, তৎ সমস্তই বলিয়াছি ; একপে
আপনার কিট আমার এই প্রার্থনা যে,
আপনি আমার প্রতি সর্বদা প্রসন্ন থাকুন ।
অনন্তর হরি সীতাকে কহিলেন,—হে
সীতে ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি,
অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, যাহা প্রার্থনা
করিলে তাহাই দিব ; তজ্জবণে সীতা কহি-
লেন,—ইতিপূর্বে আমার স্বামী যে সকল
বর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমুদায় আমারও
প্রাপ্ত বলিয়া বৃথতেছি, সুতরাং আমার
আর পৃথক বর প্রার্থনার প্রয়োজন
নাই ; তবে যদি আপনি স্বেচ্ছাপূর্বক
বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর
দেন, যেন আমার মন সর্বদা পরপুরুষে

সন্নিবৃত্তস্ত ভবতা নমস্তেহং বিজ্ঞ প্রভো ।
অথ তে মনয়ঃ সর্বে প্রণেমুর্দেবতোত্তমো ।
অথাসৌ রাঘবঃ প্রাহ ভূতুক ত্বং বজ্জুভিঃ সহ
একাস্তমন্দিরে চাহং দেব্যা সহ বসামি তে ।
বিষ্ণুঃ সমস্তকরণঃ সমুদ্রতনয়াধিতাঃ ।
একস্মিন্মন্দিরে রাম তিষ্ঠতাং লোলুপো হি সঃ
অথ শুক্রমহাগারে পীঠাঢ্যে বহুভাজনে ।
অগ্রে বিশিষ্টো ভগবান্নূপবিষ্টস্তয়োপুনিঃ ॥১৯৪
অপরে ঋষয়ঃ সর্বে যথা বৃদ্ধা নৃপাস্থবা ।
তেষামভিমুখো রামো ভ্রাতৃভিঃ সহিতো নৃপঃ
তরুণে সমভাগে চ হাসনে তানবেশয়ৎ ।
হনুমৎপ্রমুখান ভৃত্যানাহ রামোহনুসাম্বনং ।

শ্রীরাম উবাচ ।

ভবন্তঃ পরিতিষ্ঠন্ত পশ্চাদ্ভূজন্ত নাস্থথা ।
তথেন্তি প্রদহঃ সর্বে পাদ্যার্থ্যাননুপূর্বশঃ ।

পরামুখ থাকে, হে প্রভো বিজ্ঞ ! আমি
আপনাকে নমস্কার করি । অনন্তর উপ-
স্থিত মুনিবর্গ দেবতোত্তম হরিহরকে নমস্কার
করিলেন । অনন্তর সর্দাশিব রামচন্দ্রকে
কহিলেন,—তুমি বজ্জুগণের সহিত ভোজন
কর, আমি ভগবতীর সহিত তোমার একান্ত
মন্দিরে বাস করিব ; এবং সর্বশক্তি-সম্বিত
বিষ্ণু তোমার সেবালোলুপ হইয়া ক্ষীরণ-
তনয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত এক মন্দিরে
অবস্থিতি করুন । ১৮৫—১৯৩ । অনন্তর
নূপবিজ্ঞ, বহুপীঠ, ও বহুভাজনযুক্ত বৃহৎ-
গৃহমধ্যে সীতা ও রামের সম্মুখে ভগবান
বিশিষ্টদেব উপবেশন করিলেন এবং অস্ত্রাস্ত্র
ঋষিগণকেও বৃদ্ধ রাজগণের স্তায় সভাতৃক
মহারাজ রাজচন্দ্রে অব্যবহৃত পূর্বতুল্যাসনে
উপবেশন করাইয়া হনুমানপ্রমুখ ভৃত্যগণকে
অনুসাম্বনাপূর্বক কহিলেন,—তোমরা
অপেক্ষা কর ; ঋষিগণের ভোজনাঙ্কে
তোমরা ভোজন করবে । তজ্জবণে
সকলেই ‘তাহাই হইবেক’ বলিয়া উত্তর
দান করিলে রামচন্দ্র একে একে
অর্ঘ্যাদিদ্বারা ঋষিগণের পদপূজা করিলেন ।

ভূভুজ্ঞাশিঁতে সর্কৈ যে রামশোপসেবিনঃ
 তেষাং দৰ্শাথ ভাষুলং কপীন্দ্রাদীনভোজয়ৎ ।
 ভূক্তবৎসু সমস্তেষু রামো রাজীবলোচনঃ ।
 দীনাঙ্করূপণাদীনাং পশুপক্ষিযুগস্ত চ ॥ ১৯৯
 দশা হি ভোজনং সন্ধ্যাং বলিতং হি সমারভৎ
 সন্ধ্যাজপাদিকং কৃৎস্বা নত্বা ত্বেষাং নৃপস্তুতঃ ॥
 সিংহাসনগতো রামঃ পৌরজ্ঞানপদাদিভিঃ ।
 সেব্যমানঃ সভাস্থানগতো রেজে স রাঘবঃ ।
 সর্কদেবপরীবারো যথা দেবঃ শচীপতিঃ ।
 রাজকার্যমশেষঞ্চ কৃত্বান ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥
 নায়া চৈকৈকশঃ সর্কান বিসসর্জ স রাঘবঃ ।
 ভ্রাতৃন্ব বিসর্জয়ামাস বানরাদীংস্তথাপরান ॥
 অথ রামং মহাতেজা বসিষ্ঠো বাক্যমুক্ত্বান ।
 বসিষ্ঠ উবাচ ।
 তব প্রাতর্হি যৎকার্যং ন চ বিস্ময় রাঘব ।
 আস্তে শত্বর্জগরাথো ভগবানধিকাপতিঃ ।

স্বর্গব্যো বন্দনীয়শ্চ ভগবানথ যত্নতঃ ॥ ২০৬
 তথৈত্যাঙ্ক গুরুং রাজা নত্বা তঞ্চ বাসর্জয়ৎ
 স্বয়ঞ্চ ভার্য্যামভজদেবদেবং বিচিন্তয়ন ॥ ২০৭
 ঋষয় উচুঃ ।
 প্রাতঃ সমুখায় গুরো রামো মতিমতাং বরঃ ।
 কিঞ্চকার তদাখ্যাহি শ্রোতুং কোতুহলং হি নঃ-
 স্মৃত উবাচ ।
 শম্ভুং বিলোক্যথ ততো বভাষে
 রামঃ কথাং কৌর্দয় শঙ্করস্ত ।
 তুপ্তির্ন জাতা মুনিবর্ধা শৃথতো
 মহেশমহাশাস্ত্র্যমঘোঘনাশনম্ ॥ ২০৯
 শম্ভুরুবাচ ।
 অথ প্রথমশেষশ্রোতুরমৌশ ভাষিতং তে
 কৌর্দয়িষ্যামি অস্ত্যার্জিতদ্রব্যরীষয়ঃ য
 উপাসতে তে ব্যঙ্গা জায়ন্তে ॥

অনন্তর মহারাজ রামচন্দ্রে সমাগত উপসেবী
 (সামন্ত রাজগণ) রাজগণকে ভাষুল দান-
 অন্তর বানয়েল প্রভৃতিকে ভোজন করাই-
 লেন । এই প্রকারে সকলের ভোজনক্রিয়া
 সমাপ্ত হইলে, রাজীবলোচন রামচন্দ্রে, দীন,
 অন্ধ, রূপণ, পশু, পক্ষী ও যুগদির আহার-
 দানানন্তর সন্ধ্যাবন্দনা আরম্ভ করিলেন,
 এবং সন্ধ্যাজপাদিসমাপনান্তে প্রণামপূর্বক
 পৌরজ্ঞানপদগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সেব্য-
 মান হইয়া সভাস্থলে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া
 শোভা পাইতে লাগিলেন । এবং সর্কদেব-
 পরিবৃত্ত, দেব শচীপতির স্তায় ভ্রাতৃগণের
 সহিত অশেষ রাজকার্যের পর্যালোচনা
 করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজা রামচন্দ্রে
 প্রত্যেকের নামগ্রহণপূর্বক একে একে অর্থা,
 প্রত্যর্থা, মন্ত্রিবর্গ, ভ্রাতৃত্রয় এবং বানরাদি
 অস্ত্যাস্ত সকলকে বিদায় দিলেন । অনন্তর
 মহাতেজা বশিষ্ঠ জীরামকে বাক্যমাণ বাক্য
 কহিলেন । বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—হে রাঘব !
 তুমি অদ্য প্রাতঃকালে যে কার্য করিয়াছ,
 তাহা বিস্মৃত হইও না । অধিকাপতি জগ-

রাথ ভগবান শম্ভু তোমার গৃহে অবস্থান
 করিতেছেন, তুমি যত্নপূর্বক তাঁহার স্মরণ ও
 বন্দন করিবে । মহারাজ রামচন্দ্রে গুরুর
 আজ্ঞা স্বীকারপূর্বক নমস্কার করিয়া তাঁহাকে
 বিদায় দিয়া দেবাধিদেব মহাদেবের স্মরণ
 করিতে করিতে সীতার গৃহে গমন করি-
 লেন । নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ স্মৃতকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে গুরো! ধীমচ্ছেষ্ট
 জীরামচন্দ্রে প্রাতঃকালে গাত্রোখানপূর্বক কি
 কার্য করিয়াছিলেন বলুন, তজ্জ্ববণের নিমিত্ত
 আমরাদিগের অতীব কোতুহল হইয়াছে ।
 স্মৃত কহিলেন,—জীরামচন্দ্রে শর্ঘ্যা ভ্যাগ
 করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে শম্ভুকে দর্শন
 করিয়া কহিলেন,—হে মুনিবর্ধ্য! আপনি
 শঙ্করকথার কৌর্দন করুন, পাপনাশন
 মহেশমহাশাস্ত্র্য পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও
 তুপ্তি পাইতেছি না (যথেষ্ট বোধ
 করিতেছি না), বরং উত্তরোত্তর শ্রবণ-
 পিপাসা বৃদ্ধি পাইতেছে । ১৮৫—২১০ ।
 শম্ভু কহিলেন,—হে রাম! আমি ত্বোম্মার
 শিবকথা-বিষয়ক শেষ প্রহ্নের উত্তর দিতেছি,
 শ্রবণ কর । যাহারা অস্ত্যার্জিত দ্রব্য

তদ্যথা কশ্চিৎপকো নাম রাক্ষসোহ
 স্ত্রায়াজ্জিতেন দ্রব্যেণ শঙ্করমারাধ্য তেনৈব
 দ্রব্যেণ ঘটামীশ্বরপ্ৰীত্যে কৃতবান্ তস্য পুত্রঃ
 সম্পাতিরিতি খ্যাতশৌর্ধ্যাজ্জিতৈতঃ শঙ্করঃ
 পূজয়ামাস । তাবভাবেকস্মিন্ দিযসে মমরতুঃ ।
 গতো শিবলোকঃ বীরভদ্রেণ ভাষিতৌ
 চ ভো রূপকাস্ত্রায়াজ্জিতদ্রব্যেণ পূজা কৃত
 তেন ভাবেন ব্যঙ্গ্য ভূত্বা চৌর-
 গণৌ ভবিষ্যসি ।

শিবপদবচনাদ্যুক্তং নামাশ্রবণাচ্ছোভং তস্য
 শ্রবণেন ধ্বস্তং ভবতি নো দর্শনমেতাবদেব
 ত্বয়ৈশ্বরপূজা সম্যককৃতাতৌ ভক্তিশ্চ ভবি-
 শ্যতি বীরভদ্রস্তনশনং নাম গণং কচিৎশিবস্ত-
 মিত্যাাদিদেশ ।

দ্বারা শিবোপাসনা করে, তাহার বিকলাঙ্গ
 হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । তাহার একটি
 উদাহরণ বলিতেছি শ্রবণ কর । পুরাকালে
 রূপকনামধারী কোন রাক্ষস অস্ত্রায়াজ্জিত
 দ্রব্যদ্বারা শঙ্করের আরাধনা করণানন্তর সেই
 দ্রব্য দ্বারা ই ভগবানের প্ৰীতির নিমিত্ত
 ঘটী প্রস্তুত করিয়াছিল । তাহার পুত্র
 সম্পাতিও চৌর্ধ্যাজ্জিত দ্রব্য দ্বারা শঙ্করের
 পূজা করিয়াছিল ; তাহার উভয়ে একই
 দিনে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া শিবলোকে গমন
 করিলে, বীরভদ্র তাহাদিগকে সন্দোধন
 করিয়া কহিলেন,—হে রূপক ! তুমি অস্ত্রায়-
 জ্জিত দ্রব্য দ্বারা ভগবানের পূজা ও প্ৰীতির
 নিমিত্ত ঘটী প্রস্তুত করিয়াছিলে, তৎকালে
 বিকলাঙ্গ চৌর-গণ হইবে । শিবপদযুক্ত
 বচনসমূহের মধ্য হইতে শিব-পদটি স্পষ্ট
 শ্রবণ করিতে পারিবে না এবং তদ্বনি
 দ্বারা কণ বধির হইবে, কখনও শিবদর্শনও
 পাইবে না ; তবে শঙ্করের পূজা সম্যক
 সম্পন্ন করিয়াছিলে বলিয়া তোমার শিবপদে
 ভুক্তি থাকিবে । স্বয়ং বীরভদ্র এই ইতি-
 হাস কোন স্থানে বিচরণকারী অনশননামক
 গণের প্রতি বলিয়াছিলেন । তাহার পিতা

তৌ চ তথাভূতো শিবলোকে স্থিততঃ ।
 শত্কুবচ ।

অথোপহতদ্রব্যপূজাকথাং হনুমতে মহেশ-
 ভাষিতাং কথয়িষ্যামি । শৃণু রাঘব প্রম-
 থানাং চরিতং একৈক্য কৰ্ম্মবিপাকং কথয়ি-
 শ্যামি ।

উপহতান্গণব্যাখ্যা ক্রিয়তামিতি হনুমৎ-
 পৃষ্টঃ শিব উবাচ ।

তদুপহতদ্রব্যং জ্ঞানতো য ঙ্গৈরেহর্পয়ি-
 য়তি এতদুক্তং জ্ঞানিনোহতঃ শৃণু ।

এষ সর্বাঙ্গশ্বেদিলঃ সর্বাঙ্গসং সর্বাঙ্গ-
 শ্বেদিলঃ শ্বেদার্জবসনঃ শ্বেদসম্পাদিতাল্পপ্রবাহ-
 শরীরো নাসাগ্রনিপতিতশ্বেদবিন্দুঃ স্পর্শা-
 যোগ্যো দৃশ্যতে স পুরা শ্বেদকরণেশ্বরাচর্চনং
 কৃতবান্ ।

অত্রোতিহাসং কৌর্তয়িষ্যামি ।

চেকিতানিরিতি খ্যাতৌ ব্রাহ্মণঃ কর্বকোহভবৎ

পুত্রে ব্যঙ্গ চৌরগণরূপে শিবলোকে বাস
 করিতে লাগিল । শত্ৰু কহিলেন,—হে
 রাঘব ! উচ্ছিষ্ট দ্রব্য দ্বারা শিবপূজা-
 বিষয়ে মহেশ হনুমানকে যে সকল কথা
 বলিয়াছিলেন, আমি সেই সকল কথা এবং
 প্রমথগণের চরিত ও কৰ্ম্ম ফল এক এক
 করিয়া তোমার নিকট বলিব, তুমি শ্রবণ
 কর । একদা হনুমান ভগবান শিবের নিকট
 উপহতান্গণ-চরিত প্রস্ন করিলে শিব
 কহিয়াছিলেন,—হে হনুমন ! জ্ঞানপূর্বক
 উপহত দ্রব্য ঙ্গৈরে অর্পণ বিষয়ে জ্ঞানিগণ
 যেরূপ বলিয়াছেন তাহা শুন ; এই যে গণটি
 শ্বেদ-প্রবাহযুক্ত-কলেবর শ্বেদার্জ-বসন ও
 নাসিকাস্তাব হইতে সদা শ্বেদবিন্দু ক্ষরিত
 হওয়ায় স্থগিত বোধে স্পর্শের অযোগ্য
 বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ ব্যক্তি পূর্বে শ্বেদ-
 যুক্ত হস্ত দ্বারা শিবার্চন করিয়াছিল ; ইহার
 বিষয়ে একটা ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ
 কর । পূর্বকালে চেকিতানি নামক জনৈক
 কৃষি-কৰ্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি প্ৰতি-

স নিত্যঃ কৃষিযুগপাদ্য প্রাতঃস্নানো চ নিত্যশঃ
মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যাপ্তে প্রজপন ব্রাহ্মণস্বসৌ ।

অন্নমানয় মে কিপ্রমিতি ভার্ঘ্যামভাষত ॥২১১

তয়ানীতে চ দানানি বেগেন শিবপূজনম্ ।

কৃতবান কর্মসম্পত্তঃ শ্বেদিলঃ সর্বদৈব তু ॥

গন্ধপুষ্পাক্তাদৈশ্চ শ্বেদবিন্দুসমর্ষিতৈঃ ।

অথ সায়াংদিনে প্রাপ্তে কালিতাক্সুশোভনঃ

পূজয়ামাস দেবেশং কালসম্ভবসাধনৈঃ ।

মমারাধ মহাবুদ্ধিঃ শিবলোকং গতশ্চ সঃ ॥২১৪

বীরভদ্রেন চাপ্যুক্তো ভব ত্বং শ্বেদিলো গণঃ

শ্বেদস্পৃষ্টপদার্থৈশ্চ পূ। শত্ৰুঃ প্রপূজিতঃ ।

নিত্যং শ্বেদসমায়ুক্তস্তেন শ্বেদিগণো ভব ॥

শত্ৰুরূপাচ ।

বীরেণাথ সমাদিষ্টঃ প্রাপ্তো রাম গণঃ স্বয়ম্ ॥

অমুং ঘণ্টামুখং পশায়াং পুরা বৈশ্যো

বিভাবসো নাম ধার্ম্মিকে মহাদানকর্ত্তা নিত্যঃ

দিন প্রাতঃস্নান করিয়া ক্ষেত্র কর্ণক করিতেন

এবং মধ্যাহ্নকালে গৃহে আগমনপূর্বক

নিত্যস্ত স্তূক্ষ্মম হইয়া ভার্ঘ্যাকে সহয় অন্ন

আনয়নের অল্পমতি করিতেন, ব্রাহ্মণপত্নী

অন্ন আনয়ন করিতে থাকিলে তিনি বিজ্ঞাম

না করিয়া বর্ষসম্পত্ত ও শ্বেদার্ঘ্যকলেবরে

ক্ষতবেগে শিবপূজা করিতে গমন করিতেন

এবং শ্বেদবিন্দুযুক্ত গন্ধপুষ্পাক্তাদি দ্বারা

ভগবানের পূজা করিতেন । অনন্তর সায়াং

সমাগমে সুধৌত শোভনকলেবর হইয়া তৎ-

কালোচিত উপকরণ দ্বারা দেবেশের পূজা

করিতেন । কালক্রমে সেই মহাবুদ্ধি ব্রাহ্মণ

মৃত্যুযোগে শিবলোকে গমন করিলেন ।

২১১—২১৪ । তখন গণাধিপ বীরভদ্র ঐ

ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—তুমি শ্বেদসিক্তদেহে

শ্বেদযুক্ত পুষ্পাক্তাদি দ্বারা শত্ৰুয় পূজা

করিতে ; তজ্জন্য তুমি শ্বেদিল গণ (প্রথম)

হইয়া এই শিবধামেই বাস করিতে থাক ।

শত্ৰু কহিলেন,—হে রাম ! সেই ব্রাহ্মণ

বীরভদ্রকর্ত্তৃক উক্তরূপ আদিষ্ট হইয়া শ্বেদিল

গণরূপে অবস্থান করিতে লাগিল । শিব

ব্রাহ্মণভোজনং করিয়া কৃতান্তানঃ প্রাতঃ-

কালে শিবং নমস্কৃত্য কুসুমৈঃসম্পূজ্য কিঞ্চিৎ

প্রদেশং গোময়েনোপলিপ্য গম্মাদকং রচিয়া ।

দেবায় সমর্পোপহৃতঘণ্টানাদং কৃতবান ॥

রাম উবাচ ।

ক

আদৌ পুরা বলঃকাশ্চৎ সোম ইত্যতিবিজ্ঞতঃ

তস্ত পুত্রশ্চ মন্দাখ্যো দশবর্ষবয়সী অক্ষুৎ ॥২১৭

স চার্নিপককুল্যাষান ঘণ্টায়াং প্রাক্ষিপন নুপ ।

তানভক্ষয়দাশেষঃ তেন চোপহৃতভবৎ ॥২১৮

এহীতুমথ তং বৈশ্বঃ যতমানোহব্রবীদিদম্ ॥

অথ বৈশ্বঃ স্বয়ং তত্র নিশ্চিত্য দ্রব্যশোধনম্

লৌকিকে কৃতবাল্লোকে ব্যবহারপদশ্চ তাম্ ॥

কহিলেন,—হে হনুমন ! ঐ যে ঘণ্টাযুগলকে

দেখিতেছ,—ও ব্যক্তি পূর্বে পরমধার্ম্মিক

মহাদাতা বিভাবসু নাম বৈশ্য ছিল ; সদা

যাগাদির অহুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণভোজন

করিত ; প্রতিদিন প্রাতঃকালে সুপবিজ্ঞ

হইয়া শিবনমস্কার ও পুষ্পাদি দ্বারা শিবপূজা

করিয়া ষষ্ঠী স্নাত্ত্ব কিঞ্চৎ ভূমি গোময়োপ-

লিপ্ত কান্দ্যা তথায় অন্নাদি সাজ্জত করিয়া

তৎসমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক তৎস্বীতির

নিমিত্ত ঘণ্টাধ্বনি করিত ; কিন্তু তাহার ঐ

ঘণ্টাটি উপহৃত হইয়াছিল । শ্রীরাম শত্ৰুকে

ক হলেন,—ঐ ঘণ্টাটি কিরূপে উপহৃত

ছিল ? শত্ৰু কহিলেন,—হে রাজন ! পূর্ব-

কালে সোমাখ্যাধারী কোন এক (বল)

সৈনিক পুরুষ ছিল ও মন্দাক নামক তাহার

এবটি দশবর্ষবয়স্ক পুত্র ছিল ; সেই বালক

খাইতে খাইতে কতিপয় উচ্ছিন্ন বহুপক

কুল্যাষ (চনক মাষকলাই আদি) ঐ ঘণ্টার

উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল বালয় উহা

উপহৃত হইয়াছিল । বৈশ্ব বিভাবসু ঐ ঘণ্টা

গ্রহণে উদ্যত হইলে ঐ বল সময়ে উহার

দোষ প্রকাশ করিয়াছিল ; বৈশ্ব অক্ষিপ্ত

শোধন দ্রব্য দ্বারা লৌকিক আচার অনুসারে

এতেন পাপযোগেন গণৌ ঘণ্টামুখোহভবৎ
রাম উবাচ ।

দ্রব্যশুদ্ধেবিশুদ্ধা সা কথং পাপস্ত কারণম্ ।
সম্যক্তং দ্রব্যশুদ্ধৈ কথং ন দ্রব্যশোধিনী
শত্কুৰ্বাচ ।

ন লৌকিকব্যবহৃতৌ তব ভক্তৌ ভবিষ্যাতি ।
স যাতি চ শিবস্থানং বক্তা চাপি তথা তবেৎ
স্মৃত উবাচ ।

যশ্চ বক্তি কথামেতাং স তেন সদৃশৌ কুবি ।
শুদ্ধঃ স্তম্ভতমং বিপ্রাঃ শিবজ্ঞানপ্রদং তবেৎ ॥

(অশান্ত্রবিহত শোধন দ্রব্য দ্বারা অশান্ত্র-
বিধানে) উহা ব্যবহারযোগ্য করিয়াছিল ;
সেই উপহৃত ঘণ্টাবাদনরূপ পাপযোগ দ্বারা
সেই বৈশ্ব ঘণ্টামুখ গণ হইয়াছিল । ক্রীয়াম
কহিলেন,—দ্রব্যশুদ্ধির উপায় হইতে বিশুদ্ধা
সেই ঘণ্টা কি প্রকার পাপের কারণ
হইল ? দ্রব্যশুদ্ধির নিমিত্ত সম্যকরূপে
কথিত দ্রব্য কি কারণে দ্রব্যশোধনকারী
হইল না ? শত্ৰু কহিলেন,—শিবভক্ত ও
শিবাখ্যান-বক্তা উভয়ে শিবলোকে গমন
করেন ? স্মৃত কহিলেন,—হে মুনিগণ !
যিনি এই পয়ম পবিত্রে শিববথা প্রকাশ
করেন, তিনি এই পৃথিবীতে শিবতুল্য হন

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ পুণ্যায়ুষ্যভ্যমহং ॥
য ইদং শৃণুয়াত্তক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে ॥

পূরণবক্ত্রে দাতব্যং মন্ত্রং গোহেমকূষণম্ ।
ভূমিঃ শত্কলোপে চ দেয়া শক্ত্যল্পসারতঃ ।
শিবরামসংবাদং সর্বাষৌচনিকৃত্তনম্ ।

যঃ পঠেচ্ছুপুয়াষাপি স যাতি পয়মং পদম্ ॥২২৬
ইতি ক্রীপাদ্মাখ্যে পাতালখণ্ডে রামমোক্ষ নাম
দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

এবং এই গুহ্যদ্রব্য শিবাখ্যান শিব-
জ্ঞানপ্রদ হয় । হে মুনিগণ ! এই আমি
আপনাদিগের নিকট পুণ্যজনক ও আয়ুষ্কর
মহৎ শিবাখ্যান বলিলাম, যিনি ইহা ভক্তি-
পূর্বক শ্রবণ করেন, তিনি শিবলোকে
মহিমশালী হন । পূরণ-বক্তাকে সাধাশ্র-
সারে বস্ত্র, গো, স্বর্ণ ও ভূষণ এবং কলশস্ত্র-
শালী ভূমি দান করা উচিত । এই সর্বা-
পাপবিনাশন শিবরামসংবাদ যিনি শ্রবণ
করেন কিম্বা স্মৃতে শ্রবণ করান,
তিনি পয়ম পদ অর্থাৎ মোক্ষলাভে সমর্থ
হয় । ১১৫—১২৬ ।

ইতি পদ্মপুরাণেপাতালখণ্ডে রামমোক্ষ নামক
দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি ক্রীপাদ্মাখ্যে মহাপুরাণে পাতালখণ্ডে সমাপ্তম্

বিজয়া বটিকা

সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ ।

রাজ্যেশ্বর রাজা ।

এবং

কুটীরবাসী কৃষক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী ।

* * *

হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান

সকলেই ইহার পক্ষপাতী ।

* * *

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

স্বীলোক এবং বালক সকলেই
ইহার পক্ষপাতী ।

* * *

ইংরেজ-পুরুষ

বিশেষতঃ ইংরেজ-মহিলা ইহার
সবিশেষ পক্ষপাতিনী ।

* * *

বিজয়া বটিকার

প্রসিদ্ধি ।

বিজয়া বটিকা আজ ভারতপ্রসিদ্ধ ।
অধিক কি, পায়স্তে, আরবদেশে, মিশরে,
দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহানগরেও

বিজয়া বটিকা যাইতেছে । পরিভ্রম্য কুটীরে,
রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসন সমীপে, আজ
বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্তমান । বিজয়া
বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে
বসিয়াছে ।

ইংরেজ-রমণী কুলের বিজয়া বটিকা
বিশেষ প্রিয় বস্তু । জানি না কেন, কোন
ওণে বিজয়াবটিকা স্বদেশী সামগ্রী হইয়াও
ইংরেজ-নর-নারীর মন আকর্ষণ করিল ।
জাপানদেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর ।

বিজয়া বটিকার শক্তি ।

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ
অদ্ভুত । যে জ্বররোগ ডাক্তারী ঔষিদের
বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরণ্য হয়
নাই, আত্মীয় স্বজন যে হোগীর জীবনের
আশা পর্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন,
এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা
সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও
কঠোর,—আবার সময়বিশেষে বিজয়া
বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল । সামান্ত
মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ
অভিগুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্যন্ত বিজয়া
বটিকা, দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে ।
বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ব—এইখানেই
গুণপনা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব ।

বিজয়া বাটিকা

এবং

কুইনাইন।

কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বাটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়। দশ পনের দিন অন্তর পুনঃপুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বাটিকা তাঁহার জ্বর-রোগে ব্রহ্মহু-স্বরূপ।

বিজয়া বাটিকার নিকট কুইনাইন চির-পর্যজিত। বিজয়া বাটিকার প্রারম্ভভাবে অনেক গ্রাম ও নগরে কুইনাইনের প্রচুড় কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বাটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

বিজয়া বাটিকা কোন কোন রোগে বিশেষ কার্যকরী?

(১) মাথাধরা, (২) অক্ষুধা, (৩) গা-হাত-পা কামড়ানি, (৪) বৈকালে চক্ষু-জ্বালা, (৫) মাথাঘোরা; (৬) সর্দিকাশী; (৭) গা-ভার ভার; (৮) ধাতুদৌৰ্বল্য; (৯) দাস্ত অপরিষ্কার; (১০) লাবণ্য-হীনতা; (১১) হৃৎস্পন্দি; (১২) পীঠে কোমরে বেদনা; (১৩) বৃকতার; (১৪) আবিল্য।

ইহা ব্যতীত—সর্বপ্রকার জ্বর, প্রীহা-যক্ণ কাসিসৃক্ত জ্বর শোথ, পালা জ্বর, অমাবাস্তা-পূর্ণিমার জ্বর, আসামের কালা-জ্বর, বঙ্গের ম্যালেরিয়াজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, কম্পজ্বর, ষোকাগীনজ্বর, মেহঘটিতজ্বর, মজ্জাগতজ্বর, ধূমধূষে জ্বর—ইত্যাদি যত-প্রকার জ্বর আছে, তৎসমস্তই বিজয়া বাটিকা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এরূপ ফল প্রদ-ঔষধ, একাধারে এত গুণবিশিষ্ট ঔষধ—এদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেবন করুন, সঙ্গে সঙ্গে শুভ ফল পাই-বেন।

মূল্যাদি।

বাটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কোটা ১৮	১০/০	১০	৬/০
২নং কোটা ৩৬	১২/০	১০	৬/০
৩নং কোটা ৫৪	১৪/০	১০	৬/০
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কোটা অর্থাৎ			
৪নং কোটা ১৪৪	৪১/০	১০	৬/০

বিজয়া বাটিকার

পাইকারী বিক্রয়।

১নং কোটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কোটা) লইলে কমিশন ১ একটাকা; অর্থাৎ ৬।০ সাড়ে ছয় টাকাতাই বার কোটা ১নং বিজয়া বাটিকা পাইবেন। ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং ১।০ আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন ৬/০ হই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন ১।০ দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কোটা বিজয়া বাটিকা পাইবেন। ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং ৬/০ বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন ৬/০ তিন আনা।

৩নং এক ডজন হইলে, কমিশন ২/০ দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সত্তর টাকাতাই ৩নং বার কোটা বিজয়া বাটিকা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃমাঃ ১ একটাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন ১।০ চারি আনা।

বার কোটার কম লইলে, এমন কি এগার কোটা লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বাটিকা কোথায় প্রাপ্তব্য

কলিকাতা ৭২ নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা বিজয়া বাটিকা কার্যালয়ে বি, বসু এণ্ড কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

৭২নং হারিসন রোড, কলিকাতা।



এই মহাশক্তিরূপা বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়া,

দেহ এবং মনকে শক্তি-সম্পন্ন কর।

ইহা ঠিক সালসা নহে, তবে সালসা নাম না দিলে, ইহার গুণাবলীর বিষয় কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না; সেই জন্ত সালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজিভাষাপর হইয়া পড়িতেছি, এই আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নাম তাই বিজাতীয় ভাষায় করিতে বাধ্য হইলাম,—নচেৎ উপায় নাই। বলুন দেখি সোমরস নাম দিলে সাধারণে কি বুঝিবেন?

চরক-গ্রন্থ অনন্তরত্নের ভাণ্ডার; মহাকল্পতরু-স্বরূপ। সাধক এবং ভক্ত

একান্ত-মনে ঘাটা খুঁজিবেন, উগাতে তাহাই পাইবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্ক সালসা

সেই চরক-মহাসাগর মন্থনপূর্বক উখিত হইয়াছে। এ সালসা-বোতলকে

ধবস্ত্রের অমৃতপূর্ণ কলস বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্ক সালসা

এক মহাতেজঃস্বরূপ। উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতা বিশেষের এমন গুণ যে, এ সালসা সেবনের পাঁচ মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাস্কৃতি অল্পকৃত হইবে, মনে হইবে, শরীরে যেন কোন ঐচ্ছাতিক ক্রিয়া নিম্পন্ন হইল। এই মহাশক্তি-স্বরূপী-

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী,—৭৯ নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

সালসা-সুধাপানে, মনঃপ্রাণ স্বর্গীয়-সুখে বিভোর হইয়া উঠিবে। এ সালসা সহজ পুরীয়েও সেবনীয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত—সর্বকালে সর্বস্থতুতে সেবনীয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কী সালসা

সেবন করিলে, নানারোগ আশ্রয় হয়। তদ্ব্যতীত প্রধানতঃ সহজে এবং শীঘ্র এই রোগগুলি দূর হয়;—(১) দূষিত রক্তকে পরিষ্কার করে; (২) সরু হাড়কে মোটা করে; (৩) কৃশ ব্যক্তিকে সবল ও শুলভেদহ করে; (৪) ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়; (৫) কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়; (৬) লাবণ্যবৃদ্ধি হয়; (৭) স্মরণশক্তি এবং মেধাবৃদ্ধি হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কী সালসা

নিম্নলিখিত রোগে মন্ত্রশক্তির স্ময় কার্য্য করে; (১) নানা প্রকার পারায় ঘা; (২) নানা প্রকার চর্মরোগ; (৩) খোঁষ, চুলকানি; (৪) গর্ভির যা; (৫) বাতরোগ; (৬) গাঁটের বেদনা ও ফোলা; (৭) শরীরের অস্ত্র স্থানে বেদনা; (৮) অর্শ ও ভগন্দর; (৯) অন্নাকি রোগ; (১০) মেহ আদি প্রস্রাবের পীড়া।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কী সালসা।

(১)—পুরুষত্ব হানির মহৌষধ; (২) শুক্রের বিবিধ দোষ নিবারণের ব্রহ্মার; (৩) নানারূপ কাস-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; (৪) ক্রিমি-রোগের মহৌষধ; (৫) জ্বর-রোগে পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইয়া ঝাঁহারা অতিশয় ক্লীণদেহ হইয়াছেন, তাঁহাদের ইহা সেবন করা একান্ত বিধেয়। তদবস্থায় সেবন করিলে জ্বরের আশঙ্কা থাকে না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কী সালসা

সেবন করায়, গলিতকূষ্ঠ-রোগ পর্য্যন্ত আশ্রয় হইয়াছে। কলি-কলুষনাশক এই মহৌষধ— এই সোমরস—এই মহাশক্তি, আয়ুর্কেন্দ্রীয় সালসা, একবার সেবন করিয়া দেখুন, তাতে হাতে প্রত্যক শুভফল পাইবেন। বসন্তের সর্বরোগ দূর হইবে।

মূল্যাদি।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১ নং আধপোয়া শিশি ...	১০০	১০	১০
২ নং একপোয়া শিশি ...	১০০	৫০	১০
৩ নং দেড়পোয়া শিশি ...	১১০	১০	১০

ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। তিন বা চারি শিশি অথবা এক ডজন একত্রে লইলে ডাকমাণ্ডল কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ঝাঁহা দেয় বাড়ী, ঝাঁহারা রেল পার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে, মাণ্ডল আরও কম পড়ে।

সালসা পাইবার ঠিকানা,—৭৯ নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

